নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কৃত

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর

গৌড়ীয়মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বা শ্রীল ঘনশ্যামদাস-
বিরচিত

কলিযুগ-পাবন-স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতারি-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়-নবমাধস্তনান্বয়বর নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট
পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত গৌড়ীয় মিশনের
অনুগত বৈষ্ণব পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর বি, এ, কাব্যতীর্থ
ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু-কর্ত্তৃক দ্বিতীয় সংস্করণ
সম্পাদিত

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড)-কর্ত্তৃক
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা—৩ হইতে
প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান—

১। **শ্রীগৌড়ীয় মঠ,** পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা—৩

২। **শ্রীপুরুষোত্তম মঠ,** চটকপর্বত, গৌরবাটসাহী, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।

৩। **শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ,** ৫৩ নং তুলারামবাগ, এলাহাবাদ—৬ (উত্তর প্রদেশ)।

৪। **শ্রীগৌড়ীয় মঠ,** মিঠাপুর, পোঃ পাটনা, বিহার।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুপাদের বিরহ-বাসর—

১৮ নারায়ণ, ৪৭৪ শ্রীগৌরাব্দ

৬ পৌষ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

২১ ডিসেম্বর, ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ।

মুদ্রাকর—**নির্মল প্রেস**

২১ নং রাজা লেন, কলিকাতা—৯

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

উপোদ্ঘাত

শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যবর্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য—শ্রীল জগন্নাথ চক্রবর্তী। শ্রীজগন্নাথের আত্মজই "শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর"-গ্রন্থলেখক শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নৈবেদ্য-রন্ধনে সুদক্ষ ছিলেন বলিয়া তিনি বৈষ্ণব-সমাজে "রসুয়া নরহরি" নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইনি বিরক্তবেশ গ্রহণ করিয়া 'শ্রীঘনশ্যামদাস'-নামে পরিচিত হন। শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর একদিকে যেরূপ রন্ধন-সেবায় সুদক্ষ, অপরদিকে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাপরা কলাবিদ্যায়ও তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। তিনি সঙ্গীত-বিদ্যার আচার্য ছিলেন, ইহা তাঁহার গ্রন্থ হইতেই প্রমাণিত হয়। তাঁহার গ্রন্থের 'পঞ্চম' তরঙ্গে তিনি নানাপ্রকার রাগ-রাগিণী, তাল ও বাদ্যাদি-বাদনের সম্বন্ধে সর্বতোমুখী সুদক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি একাধারে সুদক্ষ গায়ক, বাদক, পাচক, কবি ও বৈষ্ণব-ঐতিহাসিক ছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে যে-সকল ভক্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বিবরণ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-প্রণীত "শ্রীচৈতন্যভাগবতে", শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর রচিত "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে" ও শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের রচিত "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল"-গ্রন্থে অনেকটা পাওয়া যায়। কিন্তু সকল ভক্তের বিস্তৃত বিবরণ উক্ত তিন গ্রন্থে নাই। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু বা শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভুর শ্রীগুরুদেব শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি শ্রীগৌরপার্ষদগণের কথা বিশেষভাবে উক্ত গ্রন্থত্রয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বিশেষতঃ, শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকটের পর শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য প্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু, যাঁহারা শ্রীরূপানুগ শুদ্ধভক্তিধারা অক্ষুণ্ণভাবে প্রবাহিত রাখিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজ-সংরক্ষক আচার্যরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা আমরা উক্ত গ্রন্থত্রয়ে প্রাপ্ত হই না। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরবর্তী গৌড়ীয়াচার্যগণের এবং প্রকটকালীয় যে-সকল ভক্তের বিবরণ অবশিষ্ট ছিল, তাহা "শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর"-গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

পঞ্চদশ তরঙ্গ বা অধ্যায়াত্মক এই গ্রন্থের শেষে "গ্রন্থানুবাদ"-নামক একটি পরিশিষ্ট আছে; ইহাতে গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

"শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর"-গ্রন্থে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডলের বিস্তৃত বিবরণ পরিদৃষ্ট হয়। পঞ্চম তরঙ্গে শ্রীব্রজ-মণ্ডলপরিক্রমা ও দ্বাদশতরঙ্গে শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমার বিস্তৃত বর্ণন গ্রথিত রহিয়াছে।

অনেকে "শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর"-গ্রন্থের প্রামাণিকতা-সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিয়া থাকেন। এতৎসম্বন্ধে আমরা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের "পত্রাবলী"-দ্বিতীয় খণ্ড হইতে তাঁহার সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করিলাম। শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—

"ঐতিহাসিক হিসাবে 'ভক্তিরত্নাকর'-গ্রন্থের মূল্য অতি অল্প। উহা হইতে শ্রীবৃন্দাবনের ও শ্রীনবদ্বীপের Topography (স্থিতি-বিষয়ক বিবরণ) গ্রহণ করা যাইতে পারে। শ্রুত-বিষয়ের বিবরণ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তত্ত্ব ও প্রকৃত ঐতিহ্য ঐ পুস্তক হইতে গৃহীত হইতে পারে না—ইহাই আমার ব্যক্তিগত বিচার।"
—(শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী, ২য় খণ্ড ১৪৭ পৃষ্ঠা)

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অভীষ্টানুসারে ও গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্যবর্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে গৌড়ীয় মিশনের পরিচালক সমিতি (Governing Body) "শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর"-গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। এই গ্রন্থের এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ এ পর্য্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই ; ইহাতে প্রত্যেক তরঙ্গের কথাসার, সংস্কৃত-শ্লোকাবলীর অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ, প্রতি অধ্যায়ের প্রত্যেক পদ্য ও শ্লোকের সংখ্যা-নির্দ্ধারণ ও প্রতিপাদ্য-বিষয়-নির্দ্দেশ, এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক তরঙ্গ বা অধ্যায়ের বিবরণ এবং স্থানসূচী, পাত্রসূচী প্রভৃতি পরিশিষ্টে সংযুক্ত হইয়াছে।

"শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর"-গ্রন্থের মাত্র কএকটি ফর্মা পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে মুদ্রিত হয়। উহার পাণ্ডুলিপিও আংশিকভাবে প্রস্তুত ছিল। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর এই গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণভাবে সম্পাদিত হয়। এই সম্পাদনকার্য্যে মদীয় সতীর্থ-ভ্রাতা মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী, এম্-এ, বি-এল, পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দলাল বিদ্যাসাগর বি-এ, ও পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দদাস কাব্য-পুরাণ-রাগতীর্থ প্রভু আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

প্রথমে এই গ্রন্থ 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ'-প্রেসে মুদ্রিত হয়। পরে ঢাকা-ওয়ারী-পল্লীস্থিত মঞ্জুষা-প্রিন্টিং ওয়ার্ক্‌সের সৌজন্যে উহার 'উপোদ্ঘাত' ও প্রচ্ছদপট মুদ্রিত হইয়াছে। এজন্য আমরা উক্ত প্রেসের কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

উপসংহারে সুধী পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন এই যে, এইরূপ বিরাট্ গ্রন্থে নানাবিধ মুদ্রাকর-প্রমাদাদি সংঘটিত হওয়া কিছু অসম্ভব নহে। তাঁহারা কৃপা-পূর্ব্বক তাহা সংশোধন করিয়া সারগ্রাহিতার সহিত গ্রন্থ পাঠ করিলে আমরা আনন্দিত হইব।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা—৩।
শ্রীল ভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-তিথি
২৮ হৃষীকেশ, গৌরাব্দ ৪৫৪ ; ২৯শে ভাদ্র,
বঙ্গাব্দ ১৩৪৭ ; ১৪ই সেপ্টেম্বর, খৃষ্টাব্দ ১৯৪০।

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবকৃপাবিন্দুভিক্ষু
শ্রীনবীনকৃষ্ণদাস বিদ্যালঙ্কার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দ্বিতীয় সংস্করণে সম্পাদকের নিবেদন

"শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর"-গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হওয়ায় উহার পুনর্মুদ্রণের অত্যাবশ্যকতা-বোধে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের একমাত্র অহৈতুক-কৃপাশীর্বাদে নির্বিঘ্নে প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় সংস্করণ-নামে অভিহিত হইলেও ইহা পূর্বসংস্করণেরই প্রায় পুনর্মুদ্রণমাত্র। তবে স্থানবিশেষে মূল সংস্কৃত-শ্লোকাংশ, তদনুরূপ উহার অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ প্রামাণিক মূল গ্রন্থদৃষ্টে সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে। কোন স্থলে অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা-বোধে অন্বয়ের স্থান-পরিবর্তন ও বঙ্গানুবাদের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন বা নূতন সন্নিবেশ করা হইয়াছে। বোধসৌকর্যার্থে কদাচিৎ কোথাও কোন পয়ারের অন্তর্গত কোন অংশের সমীচীন পাঠান্তর বিচার করিয়া উহার পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। আর প্রচ্ছদপত্রও (Title-Page) কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত গ্রন্থমধ্যস্থ মুদ্রণ-প্রমাদ-জনিত বর্ণাশুদ্ধি, মূল পয়ারের ক্রম-সংখ্যার ভ্রম-প্রমাদাদির সংশোধন যথাসাধ্য করা হইয়াছে। তথাপি এই বিরাট গ্রন্থমধ্যে আরও কোন ভ্রম-ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষিত হইলে সহৃদয় পারমার্থিক পাঠকবর্গ তাহা কৃপাপূর্বক নিজগুণে ক্ষমা ও সংশোধন করিয়া সারগ্রাহিতার সহিত গ্রন্থপাঠ করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। উহা কৃপাপূর্বক যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত করিলে পরবর্তী সংস্করণে উহা যথাসাধ্য সংশোধিত হইতে পারিবে। কালক্রমে গ্রন্থটি যাহাতে ক্রমপরিণতি বা ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া আরও সর্বাঙ্গ-সুন্দর হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সজ্জনপাঠকবৃন্দের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে। বর্তমানে কাগজ-পত্রাদির দুষ্প্রাপ্যতা ও সুদুর্মূল্যতা-হেতু এবং মুদ্রণব্যয় অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় এই গ্রন্থের ভিক্ষা পূর্বাপেক্ষা কিছু বর্ধিত হইল।

বলা বাহুল্য যে, শ্রীগৌরভক্তজীবনচরিত-মূলক এই সুদুর্লভ বিরাট গ্রন্থরত্ন 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল', 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' ও 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' এই গ্রন্থত্রয়ের ন্যায় একটি উল্লেখযোগ্য স্থানাধিকার করিয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালীন তাঁহার যে সকল পার্ষদপ্রবরের অবশ্যজ্ঞাতব্য জীবন-বৃত্তান্ত উক্ত গ্রন্থত্রয়ে অসম্পূর্ণ ছিল, তাহা এই গ্রন্থেই সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। আর শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটলীলার পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের সুবিস্তৃত অতিমর্ত্য লীলাচরিতগাথা-বর্ণন একমাত্র এই গ্রন্থরাজে পূর্ণাবয়বরূপে গ্রথিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের অভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও তদীয় ভক্তগণের অপ্রাকৃত-লীলা অসম্পূর্ণ থাকিত। ইহাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্যে যে কিরূপ অপূরণীয় ক্ষতি হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়। কাজেই **এই গ্রন্থরত্ন পূর্বোক্ত গ্রন্থত্রয়ের পরিপূরক হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতে সগৌরবে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে।**

এই অভিনব সংস্করণ-প্রকাশন-সেবায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম সেবক শ্রীযুত জ্ঞানচন্দ্র দাস মহাশয় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি-প্রস্তুতি ও সংশোধন-কার্যে হার্দ্য যত্ন ও অক্লান্ত শ্রম স্বীকারপূর্বক আমাকে সাহায্য দান করিয়া ধন্যবাদার্হ ও কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।

সর্বোপরি এই গ্রন্থসেবা-দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের কিঞ্চিন্মাত্র সন্তোষ-বিধান হইলেই সমস্ত শ্রম-স্বীকার সার্থকতায় পর্যবসিত হইবে। বিস্তরেণালম্।

সম্পাদক

শ্রীনন্দলাল বিদ্যাসাগর

শ্রীভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থের তরঙ্গ-বিবরণ

প্রথম তরঙ্গ

প্রথমে গৌর ও গৌরভক্তগণের মঙ্গলাচরণ, ত্রিমল্লভট্ট ও প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের বিবরণ, মহাপ্রভুর কৃপায় বেঙ্কটভট্টাদির শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবামাধুর্যের উপলব্ধি, গোপালভট্টের গৌরকৃপা ও গৌরসেবা-লাভ, গোপালভট্টের সংক্ষিপ্ত চরিত, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীলোকনাথ প্রভুর জীবন-চরিত, শ্রীনিবাসাচার্যের দীক্ষা, শ্রীনরোত্তমের খেতুরীতে ছয় বিগ্রহ-প্রকাশ,'ভক্তিরত্নাকর'-নাম রাখিবার কারণ, শ্রীরূপ-সনাতনের চরিত্র, শ্রীজীব প্রভুর জীবন-চরিত, তাঁহার সহিত নিত্যানন্দ প্রভুর মিলন ও তাঁহার কৃপা-লাভ, সংক্ষেপে শ্রীরঘুনাথের জীবন-চরিত ও শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ-শ্রীজীব প্রভুর রচিত গ্রন্থতালিকা এবং শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর জন্মাদি সূত্ররূপে বর্ণন।

দ্বিতীয় তরঙ্গ

শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর আবির্ভাব ও শাস্ত্রাধ্যয়নাদি, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের দর্শন, তাঁহার মুখে ও মাতৃমুখে বাল্যকাল হইতে তাঁহার মহাপ্রভুর কথা-শ্রবণ-সুযোগ ও নরহরি সরকার ঠাকুরের সাক্ষাৎকার, শ্রীরূপ-সনাতন প্রভুদ্বয়ের লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার, শ্রীরূপের শ্রীগোবিন্দের সেবা, শ্রীসনাতনের শ্রীমদনমোহনের সেবা ও শ্রীমধু পণ্ডিতের শ্রীগোপীনাথের সেবা-প্রকট-বিষয়ের বর্ণন।

তৃতীয় তরঙ্গ

শ্রীনিবাসের মহাপ্রভুর প্রতি প্রীতি, শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের আদেশে নীলাচল-যাত্রা, পথে মহাপ্রভুর অপ্রকটের সংবাদ-শ্রবণ, স্বপ্নে মহাপ্রভুর দর্শন, পুরীতে সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও অন্যান্য ভক্তগণের সহিত সাক্ষাৎকার, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর নিকট ভাগবত-ব্যাখ্যা-শ্রবণ এবং তদাদেশে গৌড়াভিমুখে গমন, পথে নিত্যানন্দা-দ্বৈতের অপ্রকটলীলা-শ্রবণ, শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর নবদ্বীপে আগমন, স্বপ্নে নিত্যানন্দাদ্বৈতের দর্শন প্রভৃতি।

চতুর্থ তরঙ্গ

শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর গৌড়মণ্ডলের নবদ্বীপাদি-দর্শন, খড়দহে গমন ও বীরভদ্রাদির কৃপালাভ, একচাকা-গ্রামে গমন এবং তথায় স্বপ্নে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দর্শন প্রাপ্তি, পরে গয়া, কাশী হইয়া ব্রজে গমন এবং শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর নিকট দীক্ষা-গ্রহণাদি লীলাবর্ণন।

পঞ্চম তরঙ্গ

শ্রীনিবাস-নরোত্তমের মাথুরমণ্ডল-দর্শন, মথুরা-মণ্ডলের বিবরণ ও মহিমা, মহাপ্রভু-কর্তৃক শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের আবিষ্কার, শ্রীদাসগোস্বামী প্রভুর কুণ্ডদ্বয়ের পঙ্কোদ্ধার, শ্রীদাসগোস্বামী প্রভুর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, শ্রীরাঘব গোস্বামীর শ্রীনিবাস ও ঠাকুর নরোত্তমকে বিভিন্ন স্থান-প্রদর্শন ও মহিম-বর্ণন, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব ও জীবনী, ব্রহ্ম রুদ্রাদি চারিসম্প্রদায়, গৌরাবতারের শাস্ত্রীয় প্রমাণ, নামের মহিমা, নিত্যানন্দের জীবন-চরিত প্রভৃতি।

ষষ্ঠ তরঙ্গ

শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর জীবনী, শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ প্রভৃতি দুঃখী কৃষ্ণদাসকে মানসসেবায় অধিকার ও শ্যামানন্দ'-নাম-প্রদান, শ্রীনিবাস আচার্যের শ্রীনবদ্বীপ-লীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা-ভাবনা, শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণবগণের আদেশে গ্রন্থ লইয়া শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর গৌড়দেশ-যাত্রা প্রভৃতি।

সপ্তম তরঙ্গ

পথে বিষ্ণুপুরে বৃন্দাবন হইতে আনীত গ্রন্থ-অপহরণ, বিষ্ণুপুরে রাজা বীরহাম্বীরের সহিত শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর সাক্ষাৎ ও গ্রন্থ উদ্ধার, বীরহাম্বীরের আচার্যকৃপালাভ, শ্রীল শ্যামানন্দের উৎকলে এবং শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের গৌড়দেশে গমন, গৌরীদাস পণ্ডিতের চরিত ও হৃদয়চৈতন্যের আখ্যান, শ্রীনিবাসাচার্যের যাজিগ্রাম, কাটোয়া, নবদ্বীপ-ভ্রমণাদি।

অষ্টম তরঙ্গ

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের গৌড়দেশ ও উৎকলদেশ-ভ্রমণ, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর গৃহাশ্রম-স্বীকার ও অধ্যাপনা প্রভৃতি।

নবম তরঙ্গ

বীরহাম্বীর রাজার শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর দর্শন-লাভের জন্য উৎকণ্ঠা, শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর বৃন্দাবনে গমন, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ও শ্রীরামচন্দ্র প্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রা, শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর গৌড়ে প্রত্যাবর্তন, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর উৎকলে গমন, শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর বনবিষ্ণুপুরে অবস্থান ও বীরহাম্বীরকে দীক্ষা-দান; রাজা হরিনারায়ণকে শ্রীনিবাস প্রভুর দীক্ষা-প্রদান, শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর কাটোয়া-গমন, মহান্তগণের শ্রীখণ্ডে গমন প্রভৃতি।

দশম তরঙ্গ

শ্রীদ্বিজহরিদাসাচার্যের তিরোভাব-তিথিপূজা, শ্রীগোকুলানন্দ ও শ্রীদাসকে শ্রীল আচার্যপ্রভুর দীক্ষা-দান, আচার্যের বুধরি-গ্রামে গমন, স্বপ্নে শ্রীরামচন্দ্রকে মহাপ্রভুর দর্শন-দান, দ্বিজবংশীদাসের প্রতি আচার্যপ্রভুর কৃপা, ঠাকুর নরোত্তমের সংকীর্তনে মহাপ্রভুর স্বগণে প্রকটাপ্রকট-বিলাস, খেতুরী হইতে শ্রীজাহ্নবা দেবীর বৃন্দাবন-যাত্রা প্রভৃতি।

একাদশ তরঙ্গ

শ্রীবৃন্দাবনগমনপথে স্থানে স্থানে শ্রীজাহ্নবা দেবীর জীবপ্রতি দয়াপ্রকাশ-লীলা, শ্রীঈশ্বরীর মথুরা-বৃন্দাবনে গমন, শ্রীগোবিন্দের 'কবিরাজ'-উপাধিলাভ, শ্রীজাহ্নবা দেবীর শ্রীরাধাকুণ্ডে আগমন ও শ্রীদাস গোস্বামী প্রভুর সহিত সাক্ষাৎকার, শ্রীঈশ্বরীর বনভ্রমণ-বৃত্তান্ত, বড়ু গঙ্গাদাসের পরিচয়, শ্রীজাহ্নবাদেবীর খেতুরীগ্রামে গমন, শ্রীহেমলতা দেবীর বিবাহ, একচক্রা-বিবরণ, নিত্যানন্দ প্রভুর বৃত্তান্ত ইত্যাদি।

দ্বাদশ তরঙ্গ

শ্রীঈশানের সঙ্গে শ্রীনিবাস প্রভুর নদীয়া-ভ্রমণে বহির্গমন, অন্তর্দ্বীপের ইতিবৃত্ত, নবদ্বীপের বিবরণ, মিশ্রগৃহে তৈর্থিক বিপ্রের আতিথ্য-স্বীকার ও মহাপ্রভুর অষ্টভুজ-মূর্তি-প্রদর্শন, নিমাইর বাল্যলীলা, শ্রীজগন্নাথমিশ্রের অপ্রকট-লীলা, মহাপ্রভুর বিবাহ-বৃত্তান্ত, শ্রীলক্ষ্মীদেবীর অন্তর্ধান, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর জন্মবৃত্তান্ত ও বিবাহ, জগাই-মাধাই-উদ্ধার-বৃত্তান্ত, মহাপ্রভুর লক্ষ্মীবেশে নৃত্য, অদ্বৈতাচার্যের জ্ঞানযোগ-ব্যাখ্যা, শচীদেবীর বৈষ্ণব-অপরাধমোচন-শিক্ষা, শ্রীগৌরসুন্দরের নদীয়া-ভ্রমণ-লীলা, মহাপ্রভুর ঐশ্বর্য-প্রকাশ, শ্রীবিদ্যানিধি প্রভুর প্রেমবিকার, মহাপ্রভুর কাজীদমন-লীলা, শ্রীগৌরসুন্দরের পুষ্পক্রীড়া, মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-লীলা, খড়দহে শ্রীনিত্যানন্দের লীলা, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মহিমা ও লীলা, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহলীলা-প্রকাশ ইত্যাদি।

ত্রয়োদশ তরঙ্গ

রাজা বীরহাম্বীরের যাজিগ্রামে আগমন, খড়দহ হইতে শ্রীজাহ্নবাদেবী-কর্তৃক শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধিকাবিগ্রহ-প্রেরণ, শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর খেতুরীতে গমন, শ্রীরঘুনন্দন প্রভুর তিরোভাব, শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর বনবিষ্ণুপুরে গমন ও দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ, শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর বিবাহলীলা ও বৃন্দাবনযাত্রা প্রভৃতি।

চতুর্দশ তরঙ্গ

এই তরঙ্গে ব্রজমণ্ডল ও গৌড়মণ্ডলের মধ্যে পত্র-বিনিময়, বোরাকুলিগ্রামে মহামহোৎসব, শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভুর জয়গোপাল দাস-নামক শিষ্যক্রবকে পরিত্যাগ ও তাঁহার তিন শিষ্যপুত্রের বিবরণ, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের গুণবর্ণন প্রভৃতি।

পঞ্চদশ তরঙ্গ

এই তরঙ্গে শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর শ্রীরসিকানন্দ প্রভুকে কৃপা, শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর পাষণ্ডদলন-লীলা, শ্রীরসিকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণাচার্য ও গঙ্গানারায়ণ-চরিত, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর নিকট শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর শিষ্যত্ব-গ্রহণ প্রভৃতি বর্ণিত আছে।

গ্রন্থানুবাদ

প্রত্যেক তরঙ্গে যাহা বর্ণিত আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং উপসংহারে গ্রন্থকার শ্রীনরহরি চক্রবর্তী প্রভুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে।

"ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থ পরম সুরস।
আস্বাদহ নিরন্তর, না কর অলস॥

*   *   *   *

মহামহা পাষণ্ডীরে কৈল ভক্তিদান।
এ সব প্রসঙ্গ আস্বাদয়ে ভাগ্যবান্॥

*   *   *   *

নরহরি কহে,—এই কৃপা কর মোরে।
নিরন্তর ডুবি যেন ভক্তিরত্নাকরে॥"

—গ্রন্থকার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর

সূচীপত্র

[স্থানাদির পার্শ্বস্থিত প্রথমাঙ্ক তরঙ্গ ও দ্বিতীয়াঙ্ক পয়ার-সংখ্যা-নির্দেশক]

পাত্র-সূচী

শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতির শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার ক্রম— শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গ

শ্রীমায়াপুর বা অন্তর্দ্বীপ, সুবর্ণবিহার, সীমন্তদ্বীপ বা সিমুলিয়া, গোদ্রুমদ্বীপ বা গাদিগাছা, মধ্যদ্বীপ বা মাজিতা, সপ্তঋষি-ঘাট, বামনপোখেরা বা ব্রাহ্মণপুষ্কর, শ্রীপুষ্করতীর্থ, হাটডাঙ্গা বা উচ্চহট্ট, কোলদ্বীপ বা কুলিয়া, সমুদ্রগড়ি বা সমুদ্রগতি, চম্পকহট্ট বা চাঁপাহাটি, রাতুপুর বা ঋতুদ্বীপ, বিদ্যানগর, জহ্নুদ্বীপ, মাউগাছিগ্রাম বা মোদদ্রুমদ্বীপ, বৈকুণ্ঠপুর, নারায়ণপীঠ, মাতাপুর বা মহৎপুর, রুদ্রদ্বীপ বা রাহুপুর-গ্রাম, বেলপোখেরা বা বিল্বপক্ষ, ভারুইডাঙ্গা বা ভারদ্বাজটীলা, সুবর্ণবিহার ও মহাযোগপীঠ।

শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতির শ্রীব্রজমণ্ডলপরিক্রমার ক্রম— শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর ৫ম তরঙ্গ

মথুরা, শ্রীবিশ্রান্তি, অবিমুক্ততীর্থ, গুহ্যতীর্থ, প্রয়াগতীর্থ, কনখলতীর্থ, তিন্দুকতীর্থ, সূর্যতীর্থ, বটস্বামীতীর্থ, ধ্রুবতীর্থ, ঋষিতীর্থ, মোক্ষতীর্থ, কোটীতীর্থ, বোধিতীর্থ, নবতীর্থ, অসিকুণ্ড, সংযমনতীর্থ, ধারাপতনতীর্থ, নাগতীর্থ, ঘণ্টাভরণ, ব্রহ্মতীর্থ, সোমতীর্থ, সরস্বতীপতন, চক্রতীর্থ, দশাশ্বমেধ-তীর্থ, বিঘ্নরাজতীর্থ, গোকর্ণাখ্যতীর্থ, কৃষ্ণগঙ্গা, বৈকুণ্ঠতীর্থ, অসিকুণ্ডতীর্থ, চতুঃসামুদ্রিক, যমুনা, কংসখালি, কুব্জাকূপ, বলদেবকুণ্ড, কৃষ্ণকূপ, মধুবন, তালবন, কুমুদবন, দতিহা, আয়োরে, গৌরবাই বা গৌরাই, ঢানাগ্রাম, ষষ্ঠীকরাটবী, শকটারোহণ, শকটাগ্রাম, গরুড়গোবিন্দ, গন্ধেশ্বরস্থান, সাতোঞা, বহুলাবন, সঙ্কর্ষণকুণ্ড, মানসরসী, ময়ূরগ্রাম, দক্ষিণগ্রাম, বসতিগ্রাম, রাওল বা রালগ্রাম, আরিট্‌গ্রাম, মানসীগঙ্গা, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীশ্যামকুণ্ড,, কালী-গৌরী (ধান্যক্ষেত্র), মানসপাবনঘাট, সখীস্থলী, মাল্যহারিকুণ্ড, শিবখোরকুণ্ড, ভাণ্ডখোরকুণ্ড, সুবলের কুঞ্জ, মুখরাই-গ্রাম, কুসুমসরোবর, নারদকুণ্ড, রত্নসিংহাসন, পালিগ্রাম, অতগ্রাম, ইন্দ্রধ্বজবেদী, ঋণমোচন-পাপমোচনকুণ্ড, সঙ্কর্ষণকুণ্ড, পরাসৌলিগ্রাম, চন্দ্রসরোবর, গন্ধর্বকুণ্ড, পৈঠগ্রাম, গৌরীতীর্থ, নীপকুণ্ড, আনিয়োর, অন্নকূটস্থান, শ্রীগোবিন্দকুণ্ড, দাননিবর্তনকুণ্ড, গাঠুলি, অপ্সরাকুণ্ড, গোবর্ধনকুণ্ড, সুরভিকুণ্ড, রুদ্রকুণ্ড, কদম্বখণ্ডি, দানঘাটি, কৃষ্ণবেদী, ব্রহ্মকুণ্ড, মানসগঙ্গা, গোবর্ধনক্ষেত্র, চক্রতীর্থ, সোঁকরাই, সখীথরা, শ্রীগোবিন্দঘাট, নিমগ্রাম, পাটল-গ্রাম, ডেরাবলি-গ্রাম, নবগ্রাম, কুঞ্জরাগ্রাম, সূর্যকুণ্ডগ্রাম, মোরনাথ্যা, কেঙনাই বা কোনাই, ভদায়র, মগহেরা বা মঘেরা, গুলালকুণ্ড, রেহেজ, দেবশীর্ষস্থানকুণ্ড, প্রমোদনা বা পরমাদনা-গ্রাম, সেতুকন্দরা, কদম্বকানন, ইন্দ্রোলি, কনোয়ারো, কাম্যবন, বিষ্ণুসিংহাসন, শ্রীচরণকুণ্ড, শিব-

কামেশ্বর, ধর্মকুণ্ড, বিশোকা, মণিকর্ণিকা, বিমলকুণ্ড, যশোদাকুণ্ড, নারদকুণ্ড, কামনাকুণ্ড, সেতুবন্ধকুণ্ড, লুকলুকানী-মিচলি, কাশীকুণ্ড, গয়া-প্রয়াগ-পুষ্কর, গোমতী-দ্বারকাকুণ্ড, তপকুণ্ড, ধ্যানকুণ্ড, শ্রীচরণচিহ্ন, ক্রীড়াকুণ্ড, গোপকুণ্ড, ঘোষরাণীকুণ্ড, বিহ্বলকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, শ্রীললিতাকুণ্ড, বিশাখাকুণ্ড, মানকুণ্ড, মোহিনীকুণ্ড, বলভদ্রকুণ্ড, চন্দ্রসেন-পর্বত, পিছলিনী-শিলা, গোপীকারমণ, কামসরোবর বা কামসাগর, সুরভিকুণ্ড, চতুর্ভুজকুণ্ড, ভোজন থালী, বাজন-শিলা, পরশুরাম-স্থিতিস্থান, সন্তনকুণ্ড, বেদকুণ্ড, দামোদর-কুণ্ড, পৃথূদককুণ্ড, নৃসিংহকুণ্ড, অর্ঘ্যকুণ্ড, মধুসূদন-কুণ্ড, রোহিণী-কুণ্ড, গোপালকুণ্ড, গোদাবরী-কুণ্ড, দেবকীকুণ্ড, চৌর্যখেলা, প্রহ্লাদকুণ্ড, ধূলাউড়া, উধাগ্রাম, আটোরগ্রাম, কদম্বখণ্ডী, স্বর্ণহার-গ্রাম বা সোনহেরা, রত্নকুণ্ড, চতুর্মুখ, বৃষভানুপুর বা বর্ষাণ, সাঁকরিখোর, দানমানবিলাস-পর্বত, তমালকুঞ্জ, চিকসৌলী, গহ্বরবন, শীতলাকুণ্ড, রোহিণীকুণ্ড, ডভবারো বা ডাভারো, মুক্তাকুণ্ড, ভানুখোর, পিয়াল-সরোবর, পিলুখোর, ভানুপিলুসরোবর, ত্রিবেণীনদী, প্রেম-সরোবর, বিহ্বলকুণ্ড, সঙ্কেতকুণ্ড, কৃষ্ণকুণ্ড, নন্দীশ্বর, পাবনসরোবর, কুণ্ডবন, তড়াগতীর্থ, ক্ষুণ্ণাহার-সরোবর, ধোয়ানিকুণ্ড, পৌর্ণমাসীকুণ্ড, নান্দীমুখীর আলয়, যশোদাকুণ্ড, করেল-কুণ্ড, মধুসূদনকুণ্ড পাণিহারিকুণ্ড, সাহসিকুণ্ড, অক্রূরের স্থান, যোগিয়া, উধোক্রিয়া, গোশালা, নন্দগ্রাম, গেহুখোর, কদম্বকানন, গুপ্তকুণ্ড, মেহেরান, যাবট, পীবনকুণ্ড, লাড়িলী-কুণ্ড, নারদকুণ্ড, কোকিলাবন, আঁজনকগ্রাম, বিহ্বারি-গ্রাম বা বিজ্জো-আরি, পরশো, শ্রী-গ্রাম, কামাই-গ্রাম, করলা-গ্রাম, লুধৌনী-গ্রাম, পিয়াসো, সাহার-গ্রাম, সাঁখি-গ্রাম, রামকুণ্ড, রামতলাও, ছত্রবন বা উমরাও-গ্রাম, কিশোরী-কুণ্ড, নরীসেমরী, খদিরবন, সঙ্গমকুণ্ড, কদম্বখণ্ডি, বকথরা, নেওছাক, ভাণ্ডাগোর বা ভাদালি, বৈঠান-গ্রাম, নীপবন, কৃষ্ণকুণ্ড, কুণ্ডলকুণ্ড, বেড়োখোর, চরণপাহাড়ি, হারোয়াল, সাঁতোঞা, সূর্যকুণ্ড, নন্দনকূপ, বাস্তশিলা, পাইগ্রাম, চলনশিলা, কামরি-গ্রাম, বিছোর-গ্রাম, কদম্বখণ্ডি, তিলোয়ার, শৃঙ্গারবট, সলাপুর, বাসোলী, পয়ঃগ্রাম, কোটরবন, দধি-গ্রাম, খানী-গ্রাম, বনচারী, খররো, উজ্জানি, খেলনবন বা শ্রীখেলাতীর্থ, রামঘাট, কচ্ছবন, ভূষণবন, অক্ষয়বট, ভাণ্ডীরবট, আরা-গ্রাম, মুঞ্জাটবী বা ঈষিকাটবী, ভাণ্ডারী-গ্রাম, গোপীঘাট, চীরঘাট, নন্দঘাট, ভয়-গ্রাম, বৎসবন, উনাই-গ্রাম, বালহারা, সেই-গ্রাম, এচোমুহা-গ্রাম, অঘবন বা সপৌলী, জয়েত-গ্রাম, সোয়ানো বা সেহোনা, তরোলী-গ্রাম, বরোলী-গ্রাম, কৃষ্ণকুণ্ডটীলা, মঘেরা বা মঘহেরা, তমালকানন, আটস্গ্রাম, শক্রস্থান বা শকরোয়া, বরাহর, হরাসলী, নন্দঘাট, সুরুখুরু, ভদ্রবন, ভাণ্ডীরবন, ছাহেরী, মাঠগ্রাম, বিল্ববন, লোহবন, নৌকাকেলি, লোহজঙ্ঘবন, মহাবন, ব্রহ্মাণ্ডঘাট, যমলার্জুন-ভঞ্জনতীর্থ, রমণক, গোপকূপ, অগ্রবন, রেণুকা-গ্রাম, রাজগ্রাম, সকরৌলী, রাবল-গ্রাম, রাবল, অম্বিকাকানন, বিশ্রাম-তীর্থ, অক্রূরতীর্থ, ভোজনস্থল, শ্রীবৃন্দাবন, মনোরথ-গ্রাম, কালীয়হ্রদ, রমণকদ্বীপ, দ্বাদশাদিত্য, প্রস্কন্দনক্ষেত্র, অদ্বৈত-বট, শৃঙ্গারবট, চয়নঘাট, কেশীতীর্থ, বংশীবট, ব্রহ্মকুণ্ড, বেণুকূপ ও দাবানল-স্থান।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকরের শ্লোক-সূচী

(মাতৃকাক্রমে ১ম ও ৩য় চরণ)

[শ্লোক-সংখ্যার ১মটী 'তরঙ্গ' ও ২য়টী 'পদ্য-সংখ্যা'-নির্দেশক]

—◇◇—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥"

—(শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।৬)

"তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥"

—(ঐ ১।২।১৪)

"শৃন্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥"

—(ঐ ২।৮।৪)

"পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণ-সরোরুহান্তিকম্ ॥"

—(ঐ ২।২।৩৭)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকরে

মুদ্রণ-প্রমাদ

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
।৶৹	২	১৪	প্রিয় সখী	প্রয়া সখী
।৶৹	৩	১৬	শ্রীবাধিকার	শ্রীরাধিকার
॥৹	৩	৫	চিত্রকে	চিত্রকেতু
॥৹	৩	২০	জমদগ্ন্য	জমদগ্নি
॥৵৹	১	২০	মর্তি	মূর্তি
৸৶৹	১	১০	মধুস্থদ কুণ্ড	মধুস্থদন-কুণ্ড
১৵৹	২	২২	৫।৬৮৯	৫।২৬৮৯
১।৵৹	২	৯	চিত্রা ঘণা	চিত্রা ঘনা
১৸৶৹	২	১০	মূর্ছনাদঃ	মূর্ছনাদেঃ
২৲	২	২৯	যেষু যেষ্ চ	যেষু যেষু চ
২৲	২	৩৩	যোহন্তঃ প্রেমগুণৈনিবধ্য	যোহন্তঃ প্রেমগুণৈর্নিবধ্য
২।৹	২	২৭	৫।১০৮	৫।১২০৮
২	২	১৩	প্রণিপতি	প্রাণপতি
৩০	১	৩৪	মুর্খগণ	মূর্খগণ
৩৮	২	১৮	খণ্ডযুগ্মং	খণ্ডযুগ্মং
৩৮	২	২৫	প্রধম	প্রথম
৪০	২	৩০	সুক্ষ্মা	সূক্ষ্মা
৪২	২	২৯	নানাপ্রসসঙ্গাত্মকথনে	নানাপ্রসঙ্গাত্মকথনে
৫১	১	১৫	বন্দাবনে	বৃন্দাবনে
৫৫	২	২৫	বাপ	বাপু
৬২	২	৬	দর্শন	দর্শন,
৬২	২	৯	সপার্ষদ	সপার্ষদ
৬৬	২	৬	আকর্ণ পর্যন্ত	আকর্ণ বিস্তৃত
৭২	২	৯	শ্রীখণ্ডে	শ্রীখণ্ডে
৮৪	১	২৩	নিরীখয়ে	নিরখয়ে
৮৯	২	১৯	(কমললোচনেন	(কমললোচনেন)
১৩২	২	৩৪	(নিলীয় আত্মানং	নিলীয় (আত্মানং
১৩৮	২	৩২	-কুণ্ড ব্রহ্মকণ্ড-	-কুণ্ড-ব্রহ্মকুণ্ড-
১৪৮	১	৩	-স্তুতিমিষৈঃ	-স্তুতিমিষৈঃ
১৫১	২	২৫	উষ্ণীষে	উষ্ণীষে
১৫৯		শীর্ষ	শ্রীশ্রীভরিত্বাকর	শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর
১৬৬	২	১৩	মানরত্ন-	মানরত্ন
১৬৮	২	২৮	আশ্চর্য	আশ্চর্য
১৭৮	২	৩৪	মন্	মন
১৮০	২	১৫	৬৩তম	৬৩তমঃ
১৮৭	১	১	আকর্ষে	আকর্ষে
১৯৪	১	৩১	অক্রুর	অক্রূর
২০৭	২	১	(লোকপুজিতঃ)	(লোকপূজিতঃ)
২২০	১	৭	মাধ্বি সম্প্রদায়	মাধ্বী সম্প্রদায়
২২৮	১	১৯	সাত্বিক	সাত্ত্বিক
২৩৩	২	৩৩	ধর্মর্থাকাম-	ধর্মার্থ-কাম-
২৩৫	২	২৪	পঞ্চমে	পঞ্চমে [চ]
২৭০	১	২৭	উদ্ভৃতঃ	উদ্ভূতঃ
২৭৮	২	১৯	সবিলাসাঙ্গ বিক্ষেপঃ	সবিলাসাঙ্গ-বিক্ষেপঃ
২৮৭	২	২৭	(প্রকৃত্য)	(প্রকৃত্যা)

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সহৃদয় পাঠকমহোদয়গণ গ্রন্থপাঠের পূর্বেই শুদ্ধপাঠের নির্দেশানুসারে কৃপাপূর্বক সংশোধন করিয়া লইবেন।

মুদ্রণ-প্রমাদ

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৯৬	২	১৬	অম্বকুল	অম্বকূল
৩০০	২	৫	-প্রাগল্ভয়োর্মূর্তিঃ	-প্রাগল্ভ্যয়োর্মূর্তিঃ
৩০১	১	১৪	(ক্রাধ বশতঃ)	(ক্রোধ-বশতঃ)
৩০৯	২	৩	(নায়ক নায়িকয়োঃ)	(নায়ক-নায়িকয়োঃ)
৩২৩	২	১৯	পরম বৈষ্ণবঃ	পরম-বৈষ্ণবঃ
৩২৭	২	২৮	দেহ	দেহ’
৩৩৭	১	১৬	বিতাতা	বিধাতা
৩৩৭	১	২০	স্নহের	স্নেহের
৩৮৩	২	২৭	মাঘ	মাঘী
৪১৭	১	১১	শ্রীআচায	শ্রীআচার্য
৪১৯	১	২৮	নবদ্বীপেঁ	নবদ্বীপে
৪৩৬	২	১৯	গোস্বা-মিসকলে	গোস্বামি-সকলে
৪৫০	২	২০	সেসবার	সে সবার
৪৬০	১	৩৫	সাগরসম্ভত	সাগর-সম্ভৃত
৪৬৩	২	২৯	ওহে বাপু	ওহে বাপু,
৪৭৫	২	৮	সেসকল	সে সকল
৫৪৫	২	৩১	গৌরা	গোরা
৫৫৫	১	৮	তৃতীয়	দ্বিতীয়
৫৫৯	১	২৭	মায়ূর	মায়ুর
৫৬৫		শীর্ষ	শ্রীশ্রীভাক্তরত্নাকর	শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর
৫৭৯	২	২৪	নহিলে	নহিল
৫৯০	১	৩৪	শ্রীশ্রীরাধামা-বনিষ্ঠাহেতু	শ্রীশ্রীরাধামাধব-নিষ্ঠাহেতু
৬০৫	২	৩১	চরধূলি	চরণ-ধূলি
৬১৩	২	১৪	চীরঞ্জীব	চিরঞ্জীব
৬১৫	১	১৪	শ্রাবণ	শ্রাবণী
৬১৯	১	২১	গোকুনানন্দ	গোকুলানন্দ
৬১৯	২	৩	কণ্টকনগর	কণ্টকনগর
৬২১	২	৭	শ্রাবণ	শ্রাবণী
৬৩৬	২	৩১	দেবীদাস	দেবিদাস
৬৪৪	১	১৯	অক্রুর	অক্রূর
৬৪৬	১	১৮	মহামূঢ়গতি	মহামূঢ়গতি
৬৪৯	১	১১	মূর্খ	মূর্খ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর

প্রথম তরঙ্গ

কথাসার—এই তরঙ্গের মঙ্গলাচরণে নানা প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর জন্মলীলা-সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

প্রথমে শ্রীগৌর ও শ্রীগৌর-পার্ষদবর্গের তথা শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর শাখাবর্গের বন্দনা ও জয়গান করিয়া গ্রন্থকার মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। তৎপরে শ্রীধাম-বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিয়া শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর চরিত্রের অবতারণার জন্য আচার্যপ্রভুর গুরুদেব শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর পিতৃপুরুষগণের পরিচয়-প্রসঙ্গে দাক্ষিণাত্যনিবাসী বেঙ্কটভট্টের ত্রিমল্লভট্ট ও প্রবোধানন্দ সরস্বতী-নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে চাতুর্মাস্য-সময়ে ভট্ট-গৃহে চারিমাস অবস্থান করিয়া ভট্টবংশকে কৃপা করিয়াছিলেন। ত্রিমল্ল, বেঙ্কট ও প্রবোধানন্দ মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনা হইতে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবার অধিকতর রসমাধুর্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বেঙ্কট-পুত্র শ্রীগোপালভট্টও সেই সময় গৌর-সেবা ও গৌরকৃপা লাভ করিয়াছিলেন। গোপালের পিতৃব্য শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী কাশীর মায়াবাদী প্রকাশানন্দ নহেন, ইহারও প্রকৃষ্ট পরিচয় এই প্রসঙ্গে পাওয়া যায় এবং মহাপ্রভুর আদেশে গোপালভট্টের শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রা, শ্রীরূপ-সনাতনের নিকট বাস, শ্রীহরিভক্তিবিলাস-স্মৃতিনিবন্ধ-রচনা, শ্রীরাধা-রমণ-বিগ্রহ-সেবা, বৃন্দাবনে কবিরাজ গোস্বামী প্রভুকে শ্রীচরিতামৃত-গ্রন্থ-মধ্যে নিজ-প্রসঙ্গ-বর্ণনে নিষেধাজ্ঞা, শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুরও শ্রীল কবিরাজের প্রতি ঐরূপ আজ্ঞা, গোপালের 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে'র টিপ্পনী-রচনা, শ্রীনিবাসাচার্যকে দীক্ষা-দান, শ্রীনিবাসের গৌড়দেশে ভক্তিগ্রন্থ-প্রচার, শ্রীনিবাস-শিষ্য রামচন্দ্র ও গোবিন্দ নামক দুই সহোদর, তাঁহাদের পিতা চিরঞ্জীব, মাতামহ—শ্রীখণ্ডবাসী মহাকবি দামোদর, নরোত্তম ও রামচন্দ্রের অকপট মৈত্রী প্রভৃতি বিষয় বর্ণন করিয়া গ্রন্থকার শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের জীবন-চরিত্র ও তৎপ্রসঙ্গে শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপ্রমুখ আচার্যগণের বৃন্দাবনে নরোত্তমকে 'ঠাকুর মহাশয়'-নাম-প্রদান, সদ্গোপ শ্রীকৃষ্ণমণ্ডলের পুত্ররূপী দুঃখীকে নিত্যানন্দ-পার্ষদ দ্বাদশগোপালের অন্যতম গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়-চৈতন্য প্রভু কর্তৃক পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষা-প্রদানানন্তর 'কৃষ্ণদাস' নামরূপ তৃতীয় সংস্কার-প্রদান, দুঃখী কৃষ্ণদাসের বৃন্দাবনে 'শ্যামানন্দ'-নাম-প্রাপ্তি, শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে ভক্তিশাস্ত্রাধ্যয়ন, গৌড়ে প্রত্যাগমন-পূর্বক রসিক মুরারিকে কৃপা, শ্রীনরোত্তমের সহিত প্রীতি, শ্রীল নরোত্তমের খেতুরীতে গৌরাঙ্গ, বল্লভীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন, রাধারমণ ও রাধাকান্ত—এই ছয় বিগ্রহের সেবাপ্রকাশ, নিত্যানন্দশক্তি শ্রীজাহ্নবাদেবীর খেতুরীতে আগমন, ঠাকুর মহাশয়ের ব্রাহ্মণাদিকুলে প্রকটিত বহু শিষ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ পদকর্তা গোবিন্দদাসের পরিচয় ও তাঁহার গীতামৃত-গ্রন্থ ও সঙ্গীত-মাধব-নাটকের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে পদ্মাতীর-বর্তী গোপালপুর-নামক নগরের রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীপুরুষোত্তম দত্তের পুত্র সন্তোষদত্তের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সন্তোষ পরে ঠাকুর মহাশয়ের

শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তৎপরে গৌরপার্ষদ দ্বিজ হরিদাসাচার্যের পুত্র ও শিষ্য শ্রীগোকুলানন্দ ও শ্রীদাসের পরিচয়-প্রদানমুখে উভয়ের শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্যত্ব-গ্রহণ-প্রসঙ্গ বর্ণন করিয়াছেন। গ্রন্থকার গ্রন্থের নাম 'ভক্তিরত্নাকর' রাখিবার কারণ বর্ণন করিয়া শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর ঊর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষের পরিচয় প্রদান এবং প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভের চরিত্র ও মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলন-প্রসঙ্গ প্রভৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে মহাপ্রভুর দ্বারা রায়-রামানন্দের জিতেন্দ্রিয়তা, দামোদর পণ্ডিতের নিরপেক্ষতা, ঠাকুর হরিদাসের সহিষ্ণুতা ও শ্রীরূপ-সনাতনের দীনতার কথা-প্রচারের উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপরে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর চরিত্র, নবদ্বীপে শ্রীবাসপণ্ডিতের গৃহে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর সহিত নিত্যানন্দের মিলন, নিত্যানন্দের কৃপা-লাভ, নিত্যানন্দাদেশে বৃন্দাবন-যাত্রা, কাশীতে বেদান্তাধ্যয়ন, শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ-সনাতনের কৃপা-লাভ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে সংক্ষেপে শ্রীরঘুনাথদাসের চরিত্র এবং শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথদাস ও শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর রচিত গ্রন্থ সমূহের নাম ও তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম তরঙ্গের উপসংহারে গ্রন্থকার সকলকে দুঃসঙ্গ বর্জনপূর্বক সৎসঙ্গে কৃষ্ণনাম-গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন এবং তৎপ্রসঙ্গে শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর পাদপদ্মে যাহাতে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তজ্জন্য কৃপা প্রার্থনা করিয়া শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর জন্মাদি-চরিত্র সূত্ররূপে বর্ণন করিয়াছেন।

গুর্বাদি-বন্দনা

শ্রীমৎকীর্তনমঙ্গলালয় মহামাধুর্যবারাংনিধে
শশ্বদ্ভক্তিরসপ্রদ প্রবিলসৎ-শ্রীপ্রেমহেমাচল।
সর্বানর্থনিবর্তক প্রিয়তনো লীলাবিলাসাস্পদ
শ্রীমদ্গৌরহরে প্রসীদ জগতাং ভক্তৈক নাথ প্রভো॥১॥

অন্বয়। শ্রীমৎকীর্তনমঙ্গলালয় (হে শ্রীমৎকৃষ্ণকীর্তন-রূপপরমমঙ্গলাধার) মহামাধুর্যবারাংনিধে (হেমহামাধুর্য-বারিধে) শশ্বদ্ভক্তিরসপ্রদ (হে নিরন্তরভক্তিরসপ্রদানকারিন্) প্রবিলসৎশ্রীপ্রেমহেমাচল (হে দীপ্তিমৎশ্রীপ্রেমসুবর্ণমেরু-স্বরূপ) [হে সর্বজনাকর্ষিমূর্তে] সর্বানর্থনিবর্তক (সর্বে অনর্থাঃ তেষাং নিবর্তক, হে সকলাপ্রয়োজনবিঘাতক) প্রিয়তনো (প্রিয়া সর্বজীবাহ্লাদিকা চ তনুর্যস্য তৎসম্বোধনমেতৎ) লীলাবিলাসাস্পদ (হে লীলাবিলাসানং বিষয়) ভক্তৈকনাথ (হে সেবকানামেকমাত্র প্রভো) [হে] জগতাং (সর্বলোকানাং) প্রভো (নাথ) শ্রীমদ্গৌরহরে প্রসীদ (সদয়ো ভব) ॥ ১ ॥

অনুবাদ। হে শ্রীমান্ গৌরহরি! আপনি পরম শোভাময় কৃষ্ণকীর্তনরূপ মঙ্গলের আলয়। আপনি মহামাধুর্য বারিধি, নিরন্তর ভক্তিরসপ্রদাতা, দিব্যোজ্জ্বল প্রেমকাঞ্চন-গিরি। আপনার শ্রীবিগ্রহ সর্বজীবনয়নানন্দকর এবং সর্বানর্থদূরকারী। আপনি লীলাবিলাসের আশ্রয়স্থল। আপনি ভক্তগণের একমাত্র প্রণিপতি। আপনি প্রসন্ন হউন ॥ ১ ॥

শ্রীমদ্গৌরপদারবিন্দমধুপ শ্রীভট্টগোপাল হে
মায়াবাদতমঃপ্রভাকর কৃপাসিন্ধো দ্বিজেন্দ্র প্রভো।
শ্রীমদ্ব্যেঙ্কটভট্টনন্দন মহাসদ্ভক্তিভূষাঢ্য হে
সংসারাময়মর্দন প্রণতহৃন্মোদপ্রদ ত্রাহি মাম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়। হে শ্রীমদ্গৌরপদারবিন্দমধুপ (হে শ্রীমদ্গৌর-পাদপদ্মভৃঙ্গ) মায়াবাদতমঃপ্রভাকর (হে মায়াবাদরূপস্য তিমিরস্য বিনাশকারিন্ ভাস্কর) কৃপাসিন্ধো (হে করুণাসাগর) দ্বিজেন্দ্র (হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ) হে মহাসদ্ভক্তিভূষাঢ্য (হে পরমপ্রেম-ভক্তিবিভূষিত) সংসারাময়মর্দন (হে ভবব্যাধিনাশন) প্রণত-হৃন্মোদপ্রদ (হে প্রণতানামাশ্রিতানাং হৃৎসু আনন্দদায়ক) হে প্রভো শ্রীমদ্ব্যেঙ্কটভট্টনন্দন শ্রীভট্টগোপাল (হে শ্রীমদ্ গোপাল ভট্টপ্রভো) মাং ত্রাহি (মাম্ উদ্ধর) ॥ ২ ॥

অনুবাদ। হে শ্রীমদ্গৌরপাদপদ্মমধুকর শ্রীগোপালভট্ট প্রভো! আপনি মায়াবাদান্ধকার-বিনাশিভাস্কর কৃপাসিন্ধু ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ। আপনি শ্রীমদ্ব্যেঙ্কটভট্টনন্দন মহাপ্রেমভক্তি-বিভূষণ ভবব্যাধিনাশন ও শরণাগত-হৃদয়ানন্দপ্রদ। আপনি আমাকে রক্ষা করুন ॥ ২ ॥

শ্রীভট্টগোপালপদাব্জভৃঙ্গ শ্রীভক্তিরত্নপ্রবরৈকদক্ষ।
শ্রীমচ্ছচীনন্দনহেমরূপ পাহি প্রভো শ্রীনিলয় দ্বিজেন্দ্র ॥৩॥

অন্বয়। শ্রীভট্টগোপালপদাব্জভৃঙ্গ (হে শ্রীগোপালভট্ট-চরণকমলমধুব্রত) শ্রীভক্তিরত্নপ্রবর (হে ভক্তশ্রেষ্ঠ) একদক্ষ

(হে নিপুণাদ্বিতীয়) শ্রীমচ্ছচীনন্দনহেমরূপ (হে গৌরকাঞ্চন-কান্তিরূপ) প্রভো (হে নাথ) দ্বিজেন্দ্র (হে দ্বিজরাজ) শ্রীনিলয় (শ্রীনিবাস) [মাং] পাহি (পালয়) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। হে শ্রীল গোপালভট্ট প্রভুর পাদপদ্মের মধুকর! হে শ্রীভক্তপ্রবর একমাত্র নিপুণ! হে শ্রীমৎ শচীনন্দনের হেমসদৃশবর্ণ, হে দ্বিজরাজ শ্রীনিবাসপ্রভো! আমাকে পালন করুন্ ॥ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-প্রেমকল্পদ্রুমস্য হি।
শ্রীনিবাসপ্রভোর্নিত্যং শাখাবর্গানহং ভজে ॥ ৪ ॥

অন্বয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-প্রেমকল্পদ্রুমস্য (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্রং প্রতি যৎ প্রেম তস্য কল্পদ্রুমইব তস্য) হি (নিশ্চয়ার্থে) শ্রীনিবাসপ্রভোঃ (আচার্যপ্রভোঃ) শাখাবর্গান্ (শিষ্য-প্রশিষ্যাদীন্) [অহং] নিত্যং (সর্বদা) ভজে (আশ্রয়ামি) ॥৪॥

অনুবাদ। যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের প্রেমের কল্পতরু-সদৃশ, সেই শ্রীনিবাসপ্রভুর শাখাবর্গকে আমি নিত্য কাল ভজনা করি ॥ ৪ ॥

শ্রীমদ্বৈষ্ণবসর্বস্বং সর্বানর্থনিবর্তকঃ।
ভক্তিরত্নাকরগ্রন্থঃ শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং মুদা ॥ ৫ ॥

অন্বয়। শ্রীমদ্বৈষ্ণবসর্বস্বং (শ্রীমতাং বৈষ্ণবানাম্ এক-মাত্রধনম্) সর্বানর্থনিবর্তকঃ (সর্ববিঘ্নবিনাশকঃ) ভক্তি-রত্নাকর-গ্রন্থঃ মুদা (হর্ষেণ) শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। শ্রীবৈষ্ণবগণের যাহা সর্বস্ব, যাহা সকলানর্থনিবর্তক, সেই ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থ আপনারা আনন্দের সহিত পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করুন ॥ ৫ ॥

সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর-বন্দনা ও জয়গান

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্বেশ্বর।
ভক্তিপ্রিয় ভুবনমোহন কলেবর ॥ ৬ ॥
লক্ষ্মীনাথ শচীজগন্নাথের নন্দন।
নিত্যানন্দাদ্বৈত-গদাধর-প্রাণধন ॥ ৭ ॥
ওহে প্রভো বেদাদি তোমার যশো গায়।
কেবা না মোহিত এই তোমার লীলায় ॥ ৮ ॥
শ্রীগুরু শ্রীভক্তিশক্তি প্রকাশাবতার।
এ সকল-রূপে প্রভু বিলাস তোমার ॥ ৯ ॥
তোমার বিলাস ঐছে বন্দে বিজ্ঞগণ।
অন্যে উপদেশে মহাশুভের কারণ ॥ ১০ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—(আদি ১।১)

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ॥১১॥

অন্বয়। গুরূন্ (বর্ত্ম-প্রদর্শক-মন্ত্রদাতৃ-শিক্ষাদাতৄন্ গুরুগণান্ শ্রীনিত্যানন্দরঘুনাথরূপাদীন্) ঈশভক্তান্ (গৌর-কৃষ্ণসেবকান্ শ্রীবাসাদীন্) কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং ঈশং (স্বয়ং ভগবন্তম্) ঈশাবতারকান্ (শ্রীঅদ্বৈতাচার্যাদীন্) তৎ-প্রকাশান্ (তস্য চৈতন্যকৃষ্ণস্য প্রকাশান্ শ্রীনিত্যানন্দাদীন্ নিজগুরূন্) তচ্ছক্তীঃ (তস্য গৌরকৃষ্ণস্য শক্তীঃ শ্রীগদাধর-দামোদর-জগদানন্দাদ্যভিন্নাবরণাত্মক-তত্ত্বষট্কম্) [অহং] বন্দে ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। দীক্ষা-শিক্ষা-ভেদে-গুরুদ্বয়কে, শ্রীবাসাদি ঈশভক্তগণকে, অদ্বৈতপ্রভু প্রভৃতি ঈশাবতারগণকে, প্রভু শ্রীনিত্যানন্দাদি তাঁহার প্রকাশসকলকে, শ্রীগদাধরাদি ঈশশক্তিগণকে এবং ঈশস্বরূপ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামক পরমতত্ত্বকে আমি বন্দনা করি ॥ ১১ ॥

গুরু, কৃষ্ণ, ভক্ত, শক্তি, অবতার, প্রকাশ।
এই ছয়-রূপে কৃষ্ণ করেন বিলাস ॥ ১২ ॥
কৃপা বিনা এ তত্ত্ব জানিতে শক্তি কা'র।
অন্য অগোচর এই তোমার বিহার ॥ ১৩ ॥
স্বয়ং ভগবান্ তুমি সবার আশ্রয়।
কর যে উচিত নিবেদিতে পাই ভয় ॥ ১৪ ॥
জয় জয় শ্রীগুরু করুণারত্নখনি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রেমদাতাশিরোমণি ॥ ১৫ ॥
জয় নিত্যানন্দ-রাম করুণার সিন্ধু।
ভুবনপাবন দীন দুঃখিতের বন্ধু ॥ ১৬ ॥
প্রভু কৃষ্ণচৈতন্যের স্বরূপ-প্রকাশ।
তুমি পূর্ণ কর সে সবার অভিলাষ ॥ ১৭ ॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈতদেব দয়াময়।
করিলা এ জীবের দারুণ দুঃখ-ক্ষয় ॥ ১৮ ॥
তুমি কৃষ্ণচৈতন্যের অংশ-অবতার।
কে বর্ণিতে পারে প্রভু মহিমা তোমার ॥ ১৯ ॥

জয় জয় গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি।
প্রভু-শক্তি-শ্রেষ্ঠ তুয়া গুণ অন্ত নাই ॥ ২০ ॥
জয় প্রভু ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীবাসপণ্ডিত।
দেবের দুর্লভ তুয়া চরিত্র বিদিত ॥ ২১ ॥
জয় শ্রীস্বরূপ পূর্ণ কর মোর আশ।
জয় বক্রেশ্বর, শ্রীমুরারি, হরিদাস ॥ ২২ ॥
জয় নরহরি, গৌরদাস, শুক্লাম্বর।
জয় শ্রীমুকুন্দ, বাসু, মাধব, শঙ্কর ॥ ২৩ ॥
জয় বিদ্যানিধি পুণ্ডরীক মহা-আর্য।
জয় বাসুদেব সার্বভৌম-ভট্টাচার্য ॥ ২৪ ॥
জয় গদাধর দাস পণ্ডিত শ্রীমান্।
জয় জগদীশ, কাশীশ্বর ভগবান্ ॥ ২৫ ॥
জয় জয় শ্রীপরমানন্দ-ভট্টাচার্য।
জয় কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী চেষ্টাশ্চর্য ॥ ২৬ ॥
জয় দ্বিজ হরিদাস আচার্য-নন্দন।
জয় রায়-রামানন্দ কমল-নয়ন ॥ ২৭ ॥
জয় লোকনাথ শ্রীভূগর্ভ প্রেমময়।
জয় সনাতন, রূপ-রসের আলয় ॥ ২৮ ॥
জয় কাশীমিশ্র গোপীকান্ত ষষ্ঠীধর।
জয় অভিরাম, বংশী, সারঙ্গ-সুন্দর ॥ ২৯ ॥
জয় জয় শ্রীপ্রবোধানন্দ-সরস্বতী।
জয় শ্রীগোপালভট্ট ব্যেঙ্কটসন্ততি ॥ ৩০ ॥
জয় রঘুনাথভট্ট, রঘুনাথদাস।
জয় শ্রীরাঘব গোবর্ধনারণ্যে বাস ॥ ৩১ ॥
জয় শ্রীহৃদয়ানন্দ আচার্য-রতন।
জয় চিরঞ্জীব সেন শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৩২ ॥
জয় কানু, ধনঞ্জয়, বিজয়, রামাই।
জয় শ্রীসুবুদ্ধিমিশ্র, শ্রীজীবগোসাঞি ॥ ৩৩ ॥
জয় ভাগবতাচার্য, মাধব, শ্রীধর।
জয় দাস-বৃন্দাবন গুণের সাগর ॥ ৩৪ ॥
জয় কৃষ্ণদাস-কবিরাজ মহাশয়।
জয় শ্রীনিবাসাচার্য গৌরপ্রেমময় ॥ ৩৫ ॥
জয় শ্রীঠাকুর মহাশয় নরোত্তম।
জয় শ্যামানন্দ ভক্তিমূর্তি মনোরম ॥ ৩৬ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ভক্ত যত।
পরম-মঙ্গল নাম কে কহিবে কত ॥ ৩৭ ॥
অনন্ত চৈতন্যভক্ত চরিত্র অপার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এক জীবন সবার ॥ ৩৮ ॥
কহিতে বাড়য়ে সাধ ভক্তের চরিত।
প্রেমভক্তিময় ভক্ত-ইচ্ছা মনোহিত ॥ ৩৯ ॥
ভক্ত-ইচ্ছামতে গৌরচন্দ্র অবতার।
ভক্তসঙ্গে নিরন্তর অদ্ভুত বিহার ॥ ৪০ ॥
ব্রহ্মা, শিব, শেষ যাঁ'র অন্ত নাহি পায়।
কলিযুগে হেন লীলা করে গৌররায় ॥ ৪১ ॥
ত্রিবিধ চৈতন্যলীলা আনন্দের ধাম।
আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড, শেষখণ্ড নাম ॥ ৪২ ॥
আদিখণ্ডে প্রধানাতিবিদ্যার বিলাস।
মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের কীর্তন-প্রকাশ ॥ ৪৩ ॥
শেষখণ্ডে ন্যাসিরূপে নীলাচলে স্থিতি।
নিত্যানন্দস্থানে সমর্পিয়া গৌড়-ক্ষিতি ॥ ৪৪ ॥
সন্ন্যাসীর শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
নিত্যানন্দাদ্বৈত-সহ কৈল কলি ধন্য ॥ ৪৫ ॥
প্রভু শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ হলধর।
শ্রীগৌরচন্দ্রের এ অভিন্ন কলেবর ॥ ৪৬ ॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত-চেষ্টা বুঝিতে কে পারে।
সদা শ্রীচৈতন্যপ্রেমসমুদ্রে সাঁতারে ॥ ৪৭ ॥
পরস্পর কথামৃত কন্দলের প্রায়।
সে কথা শুনিতে কা'র হিয়া না যুড়ায় ॥ ৪৮ ॥
মরি মরি এ দোঁহার বালাই লইয়া।
দেশে দেশে ফিরি' যেন দোঁহা গুণ গাইয়া ॥৪৯॥
প্রভু গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দাদ্বৈত-সঙ্গে।
বিহরয়ে শ্রীনবদ্বীপে নানা রঙ্গে ॥ ৫০ ॥
প্রভুর এ লীলা যত অমৃতের ধার।
মহানন্দে ভক্তগণ পিয়ে অনিবার ॥ ৫১ ॥
ভুবন পবিত্র হয় গৌরাঙ্গলীলায়।
প্রভুভক্ত-দ্রোহী স্পর্শ কভু নাহি পায় ॥ ৫২ ॥
প্রভুপরিকর অনুগ্রহ করে যা'রে।
সেই সে ডুবয়ে এই লীলার পাথারে ॥ ৫৩ ॥

প্রকটাপ্রকট, লীলা দুই ত' প্রকার।
কভু অপ্রকট কভু প্রকট বিহার ॥ ৫৪ ॥
প্রকটে যেরূপ অপ্রকটে সেই মত।
ভক্তসহ প্রভু বিহরয়ে অবিরত ॥ ৫৫ ॥
নদীয়া বিহরে সদা শচীর তনয়।
এসব প্রসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে ব্যক্ত কয় ॥ ৫৬ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায় ॥ ৫৭ ॥
প্রভুর শ্রীধাম-ভক্তি নিত্য পরিকর।
ইথে অন্যমত যা'র সেই ত' পামর ॥ ৫৮ ॥

তথাহি—

নিত্যানন্দাদ্বৈত-চৈতন্যমেকং
তত্ত্বং নিত্যালঙ্কৃত-ব্রহ্মসূত্রম্।
নিত্যৈর্ভক্তৈর্নিত্যয়া ভক্তিদেব্যা
ভাতং নিত্যে ধাম্নি নিত্যং ভজামঃ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়। নিত্যালঙ্কৃত-ব্রহ্মসূত্রম্ (নিত্যং ব্রহ্মসূত্রেণ স্তুতং প্রকাশিতং বা)নিত্যৈঃ (সনাতনৈঃ)ভক্তৈঃ(নিজগণৈঃ) নিত্যয়া (শাশ্বত্যা) ভক্তিদেব্যা (সেবালক্ষ্ম্যা চ সহ) নিত্যে শাশ্বতে) ধাম্নি (লীলাস্থলে) ভাতং (শোভিতং বিরাজমানং বা) নিত্যানন্দাদ্বৈতচৈতন্যং (নিত্যানন্দশ্চ অদ্বৈতশ্চ চৈতন্যশ্চ তেষাং সমাহারঃ, তৎ) একং (অদ্বিতীয়ং) তত্ত্বং (বাস্তবং বস্তু)[বয়ং] নিত্যং (সর্বদা) ভজামঃ (আরাধয়ামঃ)॥

অনুবাদ। যাঁহারা নিত্যকাল ব্রহ্মসূত্র দ্বারা প্রকাশিত হইতেছেন, যাঁহারা নিত্য ভক্তবৃন্দ ও নিত্যভক্তিদেবীর সহিত নিত্যধামে বিরাজিত হইয়া শোভা পাইতেছেন, সেই চৈতন্যাদ্বৈতনিত্যানন্দাত্মক একমাত্র তত্ত্বকে আমরা নিত্য আরাধনা করিতেছি ॥ ৫৯ ॥

সর্ব অবতারের সকল ভক্ত লইয়া।
বৃন্দাবনচন্দ্র গৌর বিহরে নদীয়া ॥ ৬০ ॥
নবদ্বীপ-বৃন্দাবন দুই এক হয়।
গৌর-শ্যাম-রূপে প্রভু সদা বিলসয় ॥ ৬১ ॥
গৌর-কৃষ্ণে ভেদ-বুদ্ধি করয়ে যে ছার।
নবদ্বীপ-বৃন্দাবনে ভেদ-বুদ্ধি তা'র ॥ ৬২ ॥
গৌর-কৃষ্ণ যাঁহার জীবন-প্রাণধন।
তাঁহার সর্বস্ব নবদ্বীপ-বৃন্দাবন ॥ ৬৩ ॥
যে সুখ-বিলাস নবদ্বীপ-বৃন্দাবনে।
ভক্ত-কৃপা হইলে সে সব মর্ম জানে ॥ ৬৪ ॥
ঐছে প্রভু-ভক্তের বালাই লইয়া মরি।
এবে যে কহিয়ে তাহা শুন যত্ন করি ॥ ৬৫ ॥
পূর্বে কৈছু শ্রীভট্টের মঙ্গলাচরণ।
সেই ক্রমমতে কিছু করি নিবেদন ॥ ৬৬ ॥
শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভু প্রেমানন্দ-কন্দ।
সর্বভাবে যাঁ'র প্রাণধন গৌরচন্দ্র ॥ ৬৭ ॥
শ্রীনিবাস-আচার্য সে ভক্তিরস-ভূপ।
শ্রীভট্টের কৃপাপাত্র প্রেমের স্বরূপ ॥ ৬৮ ॥
শ্রীনিবাসাচার্য ঠাকুরের শাখাগণ।
ভক্তিরসময় সবে বিদিত ভুবন ॥ ৬৯ ॥
এ সবার নামামৃত হইব বিস্তার।
গণসহ গৌরাঙ্গ সর্বস্ব এ সবার ॥ ৭০ ॥
পুনঃ-পুনঃ নিবেদিয়ে শুন বন্ধুগণ।
করহ সর্বস্ব কৃষ্ণচৈতন্য-চরণ ॥ ৭১ ॥
প্রভুতে অনন্য যেঁহো, প্রভু তা'র বশ।
জগৎ ব্যাপিল এই প্রভুর সুযশ ॥ ৭২ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু ভক্তের জীবন।
ভক্ত বিনা প্রভুর অন্যত্র নাহি মন ॥ ৭৩ ॥
প্রভুর ইচ্ছায় ভক্ত জন্মে স্থানে স্থানে।
সময় পাইয়া প্রভু মিলে ভক্তসনে ॥ ৭৪ ॥
প্রভু ভক্ত-মিলন-বিলাস দোঁহাকার।
বিবিধ প্রকারে বর্ণিলেন বিজ্ঞবর ॥ ৭৫ ॥
যে যে রূপে বর্ণিল সে সব সত্য হয়।
ইথে যে কুতর্ক করে সেই যায় ক্ষয় ॥ ৭৬ ॥
যদি কহ এক বাক্যে দেখি ভিন্ন রীতি।
সে হো'ক কল্পান্তর-ভেদ জান সুসঙ্গতি ॥ ৭৭ ॥
প্রভু-ইচ্ছা হৈতে ভক্ত-ইচ্ছা বলবান্।
প্রভু সে করিতে জানে ভক্তের সম্মান্ ॥ ৭৮ ॥
কোন ভক্ত আসিয়া মিলয়ে প্রভুসনে।
কোন ভক্তে প্রভু গিয়া মিলে ভক্তস্থানে ॥ ৭৯ ॥

শ্রীগোপালভট্টের পূর্বপুরুষগণের পরিচয়

শ্রীগোপালভট্টে প্রভু দক্ষিণে মিলিলা।
মহা-অনুগ্রহে আপনাকে জানাইলা ॥ ৮০ ॥
সংক্ষেপে কহিয়ে এথা ভট্টবিবরণ।
শ্রীগোপালভট্ট হন ব্যেঙ্কট-নন্দন ॥ ৮১ ॥
শ্রীব্যেঙ্কটভট্টের নিবাস দক্ষিণেতে।
বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বিজ্ঞ সকল শাস্ত্রেতে ॥ ৮২ ॥
ত্রিমল্ল, ব্যেঙ্কট আর শ্রীপ্রবোধানন্দ।
এ তিন ভ্রাতার প্রাণধন গৌরচন্দ্র ॥ ৮৩ ॥
লক্ষ্মীনারায়ণ-উপাসক এ পূর্বেতে।
রাধাকৃষ্ণরসে মত্ত প্রভুর কৃপাতে ॥ ৮৪ ॥
দক্ষিণ-ভ্রমণকালে প্রভু গৌররায়।
ভট্টগৃহে চারিমাস আনন্দে গোঙায় ॥ ৮৫ ॥
চৈতন্যচন্দ্রের চারু দক্ষিণ-ভ্রমণ।
চৈতন্যচরিতামৃতে বিশেষ বর্ণন ॥ ৮৬ ॥
গোপাল ভট্টের নাম অব্যক্ত তথায়।
ব্যেঙ্কটভট্টের বংশ ঐছে উক্ত তায় ॥ ৮৭ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—(মধ্য ৯।৮২-৮৩)

শ্রীবৈষ্ণব এক শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট নাম।
প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান ॥ ৮৮ ॥
নিজে ঘরে লৈয়া কৈল পাদপ্রক্ষালন।
সেই জল লয়ে কৈল সবংশে ভক্ষণ ॥ ৮৯ ॥
অন্যত্র ব্যক্ত গোপাল ব্যেঙ্কটতনয়।
প্রভু পাদোদকপানে হৈল প্রেমোদয় ॥ ৯০ ॥
করয়ে যতন কত স্থির হইতে নারে।
বিপুল পুলক অঙ্গে ঝলমল করে ॥ ৯১ ॥
কিবা গোপালের শোভা সর্বাঙ্গ সুন্দর।
জিনিয়া চম্পক চারু বর্ণ মনোহর ॥ ৯২ ॥
কিবা মুখপদ্ম দীর্ঘ নয়নযুগল।
কিবা ভুরু ভাল নাসা তিলক উজ্জ্বল ॥ ৯৩ ॥
শ্রুতিযুগ গণ্ড কিবা গ্রীবার বলনী।
কিবা বাহু বক্ষঃ পীন ক্ষীণ মাজাখানি ॥ ৯৪ ॥
কিবা জানু-জঙ্ঘা-যুগ চরণ ললাম।
পরিধেয় বসন ভূষণ অনুপম ॥ ৯৫ ॥
তিলে তিলে গোপালের বাড়য়ে সৌন্দর্য।
দেখিয়া অদ্ভুত তেজঃ কেবা ধরে ধৈর্য ॥ ৯৬ ॥
নিজগৃহে শ্রীগোপাল প্রাণনাথে পাইয়া।
পিতার আজ্ঞায় সেবে মহাহৃষ্ট হইয়া ॥ ৯৭ ॥

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তং—

বন্দে শ্রীভট্টগোপালং দ্বিজেন্দ্রং ব্যেঙ্কটাত্মজম্।
শ্রীচৈতন্যপ্রভোঃ সেবানিযুক্তঞ্চ নিজালয়ে ॥৯৮॥

অন্বয়। দ্বিজেন্দ্রং (ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠং) ব্যেঙ্কটাত্মজং (ব্যেঙ্কটস্য আত্মজং সুতং) নিজালয়ে (স্বগৃহে) শ্রীচৈতন্য-প্রভোঃ (শ্রীমন্মহাপ্রভোঃ) সেবানিযুক্তঞ্চ (সেবননিরতং চ) শ্রীভট্টগোপালং (শ্রীমদ্‌গোপালভট্টগোস্বামিনম্) [অহং] বন্দে (নৌমি) ॥ ৯৮ ॥

অনুবাদ। দ্বিজশ্রেষ্ঠ, ব্যেঙ্কটনন্দন এবং নিজগৃহে শ্রীচৈতন্যপ্রভুর সেবানিযুক্ত শ্রীগোপালভট্টপ্রভুকে আমি বন্দনা করি ॥ ৯৮ ॥

শ্রীগোপালভট্টে প্রভু যে কৃপা করিল।
তাহা বিস্তারিয়া এথা বর্ণিতে নারিল ॥ ৯৯ ॥

শ্রীগোপালভট্টের চরিত্র

তথাপি কহিয়ে কিছু গোপাল-চরিত।
প্রভুর সেবায় সদা স্বাভাবিক প্রীত ॥ ১০০ ॥
প্রভুর সন্ন্যাস গোপালেরে নাহি ভায়।
নির্জনে যাইয়া খেদ করয়ে সদায় ॥ ১০১ ॥
বিধাতার প্রতি কহে গদ গদ ভাষে।
ওরে বিধি কেন জন্মাইলি দূর দেশে ॥ ১০২ ॥
নদীয়া-বিহার-সুখে করিয়া বঞ্চিত।
দেখাইলি প্রভুর এ-বেশ বিপরীত ॥ ১০৩ ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রাণনাথ রাধিকার।
করাইলা তাঁহারে সন্ন্যাস-অঙ্গীকার ॥ ১০৪ ॥
এত কহি ভাসে দুই নেত্রের ধারায়।
ত্যজয়ে নিঃশ্বাস দীর্ঘ অগ্নিশিখাপ্রায় ॥ ১০৫ ॥
পুনঃ কহে বিধিরে করিব কিবা রোষ।
জানিনু কেবল এ আপন-কর্মদোষ ॥ ১০৬ ॥
ঐছে কত কহিয়া রহিলা মৌন ধরি।
গোপালের অন্তর জানিলা গৌরহরি ॥ ১০ ॥

অকস্মাৎ গোপালের নিদ্রা আকর্ষিল ॥
স্বপ্নচ্ছলে নবদ্বীপ প্রত্যক্ষ হইল ॥ ১০৮ ॥
দেখয়ে প্রভুর তথা অদ্ভুত বিহার।
প্রভুসঙ্গে বিলসে সুখের নাহি পার ॥ ১০৯ ॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রেমাবেশে কোলে কৈল।
না জানি কি কহিতেই নিদ্রাভঙ্গ হৈল ॥ ১১০ ॥
গোপাল ব্যাকুল হৈয়া চায় চারি ভিতে।
চলয়ে প্রভুর আগে নারে স্থির হৈতে ॥ ১১১ ॥
গোপাল আইল জানি উল্লাস অশেষ।
প্রভু হৈলা শ্যামল সুন্দর গোপবেশ ॥ ১১২ ॥
দেখয়ে গোপাল শোভা রহিয়া নির্জনে।
সুবর্ণবরণ অঙ্গ হৈল সেই ক্ষণে ॥ ১১৩ ॥
ভুবন মোহয়ে সে না রূপের ছটায়।
চাঁচর কেশের ঝুঁটা পিঠিতে লোটায় ॥ ১১৪ ॥
চন্দন-তিলক ভালে ভুরু কামফণি।
সতীধর্ম হরে দীর্ঘ নয়ন চাহনি ॥ ১১৫ ॥
কত শত শরৎ-চান্দের মদ নাশে।
কি নব ভঙ্গিতে হাসি অমিয়া বরিষে ॥ ১১৬ ॥
পরিধেয় ত্রিকচ্ছ বসন অনুপম।
ভূষণে ভূষিত অঙ্গভঙ্গী মনোরম ॥ ১১৭ ॥
মালতীর মালা গলে দোলে অনিবার।
দেখি গোপালের মনে হৈল চমৎকার ॥ ১১৮ ॥
চরণে পড়িয়া পুনঃ চাহে প্রভুপানে।
সন্ন্যাসীর শিরোমণি দেখে সেই ক্ষণে ॥ ১১৯ ॥
প্রভু গৌরচন্দ্র গোপালেরে স্থির করি।
উপদেশ কৈল যৈছে কহিতে না পারি ॥ ১২০ ॥
পুনঃ কহে অচিরে যাইবা বৃন্দাবন।
মিলিব দুর্লভ রত্ন রূপ-সনাতন ॥ ১২১ ॥
মোর মনোবৃত্তি দোঁহে প্রকাশ করিবে।
তোমার শিষ্যের দ্বারে জগৎ ব্যাপিবে ॥ ১২২ ॥
এত কহি গোপালেরে করি' প্রভু কোলে।
গোপালের অঙ্গ সিক্ত কৈল নেত্রজলে ॥ ১২৩ ॥
কহিল এ সব কথা রাখিহ গোপনে।
হইল পরমানন্দ গোপালের মনে ॥ ১২৪ ॥
গোপালের গৌরাঙ্গসেবায় দেখি' প্রীত।
শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট হৈলা মহা-উল্লসিত ॥ ১২৫ ॥
গোপালে সঁপিল গৌরচন্দ্রের চরণে।
দিবারাত্রি আনন্দে গোঙায় প্রভুসনে ॥ ১২৬ ॥
চারিমাস পরে প্রভু করিব গমন।
ইহা মনে করিতে অধৈর্য তিনজন ॥ ১২৭ ॥
ত্রিমল্ল, ব্যেঙ্কট, শ্রীপ্রবোধানন্দ তিনে।
বিচারয়ে প্রভু বিনা রহিব কেমনে ॥ ১২৮ ॥
মো-সবার সঙ্গে পরিহাস কে করিবে।
কাবেরীস্নানেতে সঙ্গে কেবা লৈয়া যাবে ॥ ১২৯ ॥
রঙ্গনাথে কেবা বা করিবে সঙ্কীর্তন।
কে দিবে অধমে সে দুর্লভ ভক্তিধন ॥ ১৩০ ॥
আসিবে অসংখ্য লোক কাহার দর্শনে।
এ সব ভবন শূন্য হ'বে প্রভু বিনে ॥ ১৩১ ॥
ঐছে কত কহে নেত্রে বহে অশ্রুধার।
মনের উদ্বেগ যত না করে প্রচার ॥ ১৩২ ॥
চারিমাস পরে প্রভু হইলা বিদায়।
তিনভাই ক্রন্দন করয়ে উভরায় ॥ ১৩৩ ॥
শ্রীচৈতন্য ভট্টের মন্দির হৈতে চলে।
ভট্ট লোটাইয়া পড়ে প্রভু-পদতলে ॥ ১৩৪ ॥
প্রভু তিন ভ্রাতায় করিয়া আলিঙ্গন।
কহিল অনেক রূপ প্রবোধবচন ॥ ১৩৫ ॥
গোপালে প্রবোধি' প্রভু দক্ষিণ ভ্রমিয়া।
নীলাচলে ভক্তসঙ্গে মিলিলা আসিয়া ॥ ১৩৬ ॥
গৌড়, বৃন্দাবন পুনঃ গমনাগমন।
হইল অনেক প্রিয় ভক্তের মিলন ॥ ১৩৭ ॥
সন্ন্যাসীর শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
ভক্তের দ্বারায় কলিজীবে কৈল ধন্য ॥ ১৩৮ ॥
নীলাচলে কৈল বাস ভক্তের ইচ্ছায়।
নিজ-মনোবৃত্তি প্রভু ভক্তে সে জানায় ॥ ১৩৯ ॥
এথা শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট তিন সহোদর।
প্রভুর বিচ্ছেদে হৈলা অত্যন্ত কাতর ॥ ১৪০ ॥
গোপাল হইলা যৈছে প্রাণনাথ বিনে।
কে বর্ণিতে পারে যে দেখিল সেই জানে ॥ ১৪১ ॥

বিদায়ের কালে প্রভু করি আলিঙ্গন।
আজ্ঞা কৈল শীঘ্র হবে বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ১৪২ ॥
সেই কথা সদাই বিচার করে মনে।
কত দিনে প্রভু লৈয়া যাবে বৃন্দাবনে ॥ ১৪৩ ॥
গোপাল গৌরাঙ্গ-প্রেমে মত্ত অনিবার।
ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যাতে সর্বত্র জয় যা'র ॥ ১৪৪ ॥
গৌর-গুণমহিমা যে সর্বত্র প্রকাশে।
মায়াবাদ-খণ্ডন করয়ে অনায়াসে ॥ ১৪৫ ॥
গোপালভট্টের শ্লাঘা করে শিষ্টগণ।
কিরূপে করিল ঐছে বিদ্যা-উপার্জন ॥ ১৪৬ ॥
কেহ কহে শ্রীপ্রবোধানন্দ যত্ন কৈল।
অল্পকাল হৈতে অধ্যয়ন করাইল ॥ ১৪৭ ॥
পিতৃব্য-কৃপায় সর্বশাস্ত্রে হৈল জ্ঞান।
গোপালের সম এথা নাই বিদ্যাবান্ ॥ ১৪৮ ॥
কেহ কহে প্রবোধানন্দের গুণ অতি।
সর্বত্র হইল যা'র খ্যাতি সরস্বতী ॥ ১৪৯ ॥
পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্।
তাঁ'র প্রিয়তা বিনা স্বপনে নাহি আন ॥১৫০ ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস (১ম বি ২ শ্লোক)—

ভক্তেৰ্বিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধা-
নন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।
গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং
সন্তোষয়ন্ রূপ-সনাতনৌ চ ॥ ১৫১ ॥

অন্বয়। ভগবৎপ্রিয়স্য (ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য প্রিয়ঃ তস্য) প্রবোধানন্দস্য(তন্নামকস্য ত্রিদণ্ডিপাদস্য) শিষ্য (অনুকম্পিতঃ) গোপালভট্টঃ (শ্রীলগোপালভট্টপ্রভুঃ) রঘুনাথদাসং (শ্রীলদাসগোস্বামিনং) রূপসনাতনৌ(তন্নামকৌ)গোস্বামি-প্রবরৌ সন্তোষয়ন্ (সম্মোদয়ন্) ভক্তেঃ(হরিভক্তেঃ) বিলাসান্ (প্রকাশান্, 'হরিভক্তিবিলাস' ইত্যাখ্যং গ্রন্থং) চিনুতে (সঙ্কলয়তি) ॥ ১৫১ ॥

অনুবাদ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় শ্রীল প্রবোধানন্দের শিষ্য গোপালভট্ট রঘুনাথ এবং রূপ-সনাতন প্রভুর সন্তোষ বিধান করিয়া 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করিতেছেন ॥ ১৫১ ॥

পরম বৈরাগ্য স্নেহমূর্তি মনোরম।
মহাকবি গীতবাদ্য নৃত্যে অনুপম ॥ ১৫২ ॥
যা'র কাব্য শুনি' সুখ বাড়য়ে সবার।
প্রবোধানন্দের মহা-মহিমা অপার ॥ ১৫৩ ॥
ঐছে পরস্পর মহা-আনন্দ-হৃদয়।
শ্রীপ্রবোধানন্দ গোপালের গুণ কয় ॥ ১৫৪ ॥
প্রবোধানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীগোপাল।
সর্বমতে সুশিক্ষিত পরম দয়াল ॥ ১৫৫ ॥
পিতা মাতা যা'রে দেখি' মহাসুখ পায়।
সতত নিমগ্ন মাতাপিতার সেবায় ॥ ১৫৬ ॥
ব্যেঙ্কটভট্টেরে কহে এক বিপ্রবর।
সর্বপ্রকারেতে যোগ্য তোমার কুঙর ॥ ১৫৭ ॥
ঐছে ভক্তি-প্রথা এথা না পাই দেখিতে।
কি অপূর্ব প্রীতি তোমা দোহার সেবাতে ॥১৫৮॥
শুনিয়া ব্যেঙ্কটভট্ট উল্লাস-হৃদয়।
বাল্যাবস্থা হৈতে গোপালের চেষ্টা কয় ॥ ১৫৯ ॥
যৈছে নীলাচলে জগন্নাথের দর্শনে।
যৈছে স্ফূর্তি ব্যাকরণ-আদি অধ্যয়নে ॥ ১৬০ ॥
যৈছে পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণচৈতন্যে সেবিল।
ক্রমে ক্রমে সব সেই বিপ্রে নিবেদিল ॥ ১৬১ ॥
শুনি' বৃদ্ধ বিপ্র অতি আনন্দ অন্তর।
ব্যেঙ্কটেরে প্রশংসি' গেলেন নিজ-ঘর ॥ ১৬২ ॥
গোপালের মাতা-পিতা মহা-ভাগ্যবান্।
শ্রীচৈতন্যপদে যে সোঁপিল মনঃ-প্রাণ ॥ ১৬৩ ॥
বৃন্দাবন যাইতে পুত্রেরে আজ্ঞা দিয়া।
দোঁহে সঙ্গোপন হৈলা প্রভু সোঙরিয়া ॥ ১৬৪ ॥
কতদিনে গোপাল গেলেন বৃন্দাবন।
রূপ-সনাতন-সঙ্গে হইল মিলন ॥ ১৬৫ ॥
অন্তর্যামী প্রভু নীলাচলে সেইক্ষণে।
জানিলেন গোপাল আইল বৃন্দাবনে ॥ ১৬৬ ॥
একদিন মিশ্রগৃহ হইতে উল্লাসে।
চলিলেন গোপীনাথ-গদাধর-পাশে ॥ ১৬৭ ॥
গদাধরের প্রতি গোরাচাঁদের যে ভাব।
অনেক সুকৃতি-ফলে তাহা হয় লাভ ॥ ১৬৮ ॥

নিত্যানন্দ-গদাধর দোঁহার যে রীতি।
কহিতে তাহার লেশ কাহার শকতি ॥ ১৬৯ ॥
অদ্বৈতের সহ গদাধরের যে ক্রিয়া।
সে-সব শুনিতে কা'র না জুড়ায় হিয়া ॥ ১৭০ ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীপণ্ডিত গদাধরে।
প্রাণের অধিক জানে গুণে সদা ঝুরে ॥ ১৭১ ॥
প্রভু-হরিদাস প্রভু-গদাধর-সনে।
যে আনন্দ হয় তাহা বলে কোন্ জনে ॥ ১৭২ ॥
পণ্ডিত শ্রীগদাধর দাস-গদাধরে।
কি অদ্ভুত প্রেম, তাহা কে বুঝিতে পারে ॥ ১৭৩ ॥
শ্রীগৌরসুন্দর গদাধরের জীবন।
গদাধর-সঙ্গে রঙ্গ না হয় বর্ণন ॥ ১৭৪ ॥
হেন গদাধরের আলয়ে প্রভু গিয়া।
বসিলেন ভক্তগণে বেষ্টিত হইয়া ॥ ১৭৫ ॥
যে অপূর্ব শোভা তাহা কে পারে বর্ণিতে।
ভাগ্যবন্ত লোকগণ দেখে চারিভিতে ॥ ১৭৬ ॥
সন্ন্যাসীর শিরোমণি প্রভু গৌররায়।
ভক্তগণ-প্রতি কহে মধুর ভাষায় ॥ ১৭৭ ॥
বহুদিন ব্রজের সংবাদ না পাইয়া।
না জানিয়ে আমার কেমন করে হিয়া ॥ ১৭৮ ॥
অবশ্য চাহিয়ে তথা পত্রী পাঠাইতে।
এত কহিতেই পত্রী আইল ব্রজ হৈতে ॥ ১৭৯ ॥
লিখিলেন পত্রীতে শ্রীরূপ-সনাতন।
গোপাল ভট্টের বৃন্দাবন-আগমন ॥ ১৮০ ॥
শুনি' মহাপ্রভুর আনন্দ হইল অতি।
গোপালের কথা কিছু কহে সবা-প্রতি ॥ ১৮১ ॥
দক্ষিণ-ভ্রমণে অতি আনন্দ অন্তরে।
চারিমাস রহিনু বেঙ্কটভট্ট-ঘরে ॥ ১৮২ ॥
গোপালভট্ট বেঙ্কটভট্টের নন্দন।
অল্পকালে সকল শাস্ত্রেতে বিচক্ষণ ॥ ১৮৩ ॥
পাইয়া পিতার আজ্ঞা গোপাল উল্লাসে।
করিল আমার সেবা অশেষ বিশেষে ॥ ১৮৪ ॥
পরম দয়ালু কৃষ্ণ তা'রে কৃপা কৈলা।
সেই এ গোপালভট্ট 'বৃন্দাবনে' আইলা ॥ ১৮৫ ॥

প্রাণের সমান মোর রূপ সনাতন।
তাহার গমনমাত্রে লিখিলা লিখন ॥ ১৮৬ ॥
শুনিয়া প্রভুর অতি মধুর বচন।
পরম আনন্দে পূর্ণ হৈলা ভক্তগণ ॥ ১৮৭ ॥
রূপ-সনাতন-গুণে প্রভু মগ্ন হৈয়া।
বৃন্দাবনে পত্রী পাঠায়েন যত্ন পাইয়া ॥ ১৮৮ ॥
লিখয়ে পত্রীতে প্রিয় রূপ-সনাতনে।
পাইল আনন্দ গোপালের আগমনে ॥ ১৮৯ ॥
নিজ-ভ্রাতা-সম ভট্ট গোপালে জানিবে।
মধ্যে মধ্যে শুভ সমাচার পাঠাইবে ॥ ১৯০ ॥
যে যে গ্রন্থ বর্ণিলা বর্ণিবা যত আর।
অচিরে সে-সব হ'বে সর্বত্র প্রচার ॥ ১৯১ ॥
গ্রন্থরত্ন বিতরণ করিবেন যেঁহ।
বুঝি কৃষ্ণ-ইচ্ছায় প্রকট হইলা তেঁহ ॥ ১৯২ ॥
ঐছে পত্রী পরিধেয় বস্ত্রাদিক দিয়া।
শীঘ্র সে মনুষ্য পাঠাইলা হৃষ্ট হইয়া ॥ ১৯৩ ॥
তিঁহ বৃন্দাবনে গোস্বামীর পাশ গেলা।
শ্রীডোর কৌপীন বহির্বাস পত্রী দিলা ॥ ১৯৪ ॥
বৃন্দাবনে যে আনন্দ হইল সবার।
সে-সকল বিস্তারি না পারি বর্ণিবার ॥ ১৯৫ ॥
শ্রীরূপ সনাতন দুঁহু প্রেমময়।
শ্রীগোপালভট্টসহ অদ্ভুত প্রণয় ॥ ১৯৬ ॥
করিতে বৈষ্ণব-স্মৃতি হৈল ভট্ট-মনে।
সনাতন গোস্বামী জানিলা সেই ক্ষণে ॥ ১৯৭ ॥
গোপালের নামে শ্রীগোস্বামী সনাতন।
করিল শ্রীহরিভক্তিবিলাস বর্ণন ॥ ১৯৮ ॥
শ্রীবিগ্রহের সেবা গোপালের ইচ্ছা হৈল।
শ্রীগোবিন্দ শ্রীরূপেরে স্বপ্নে আদেশিল ॥ ১৯৯ ॥
শ্রীরূপ গোস্বামী ভট্টে প্রাণসম জানে।
শ্রীরাধারমণ-সেবা করাইলা তা'নে ॥ ২০০ ॥
এ-সব প্রসঙ্গ আগে হইবে বিস্তার।
গোপালভট্টের চেষ্টা অতি চমৎকার ॥ ২০১ ॥
লোকনাথ, ভূগর্ভ, পণ্ডিত কাশীশ্বর।
শ্রীপরমানন্দ, কৃষ্ণদাস বিজ্ঞবর ॥ ২০২ ॥

এ-সবার যৈছে প্রেম-আচরণ।
তাহা একমুখে কিছু না হয় বর্ণন ॥ ২০৩ ॥
বৃন্দাবনে সদা সনাতন-রূপ-সঙ্গে।
বিলসয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-কথা-রঙ্গে ॥ ২০৪ ॥
সনাতন-প্রেমে পরিপূরিত অন্তর।
অপূর্ব শ্রীরূপসখ্যে সুখ নিরন্তর ॥ ২০৫ ॥
ভট্টের জীবন এক শ্রীরাধারমণ।
সেবারসে অত্যন্ত মগ্ন অনুক্ষণ ॥ ২০৬ ॥
সর্বাভীষ্ট পূর্ণ করে আপনার গুণে।
যাঁ'রে দেখে সবার আনন্দ বৃন্দাবনে ॥ ২০৭ ॥

তথাহি প্রাচীনৈরপ্যুক্তম্—

সনাতন-প্রেম-পরিপ্লুতান্তরং
শ্রীরূপসখ্যেন বিলক্ষিতাখিলম্।
নমামি রাধারমণৈকজীবনং
গোপালভট্টং ভজতামভীষ্টদম্ ॥ ২০৮ ॥

অন্বয়। সনাতনপ্রেমপরিপ্লুতান্তরং (সনাতনং প্রতি যঃ প্রেমা তেন পরিপ্লুতং পরিপূর্ণমন্তরং যস্য তম্) শ্রীরূপসখ্যেন (শ্রীরূপেণ সহ মৈত্র্যা) বিলক্ষিতাখিলং (বিশেষেণ লক্ষিতং চিহ্নিতং মণ্ডিতং বা অখিলং চেষ্টাজাতং যস্য তম্) রাধারমণৈক-জীবনং (শ্রীরাধারমণ এব একং জীবনং যস্য তম্) ভজতাম্ (ভক্তানাং) অভীষ্টদং (ইষ্টপ্রদং) গোপালভট্টং নমামি (বন্দে) ॥ ২০৮ ॥

অনুবাদ। যিনি সনাতনগোস্বামীর প্রেমে পরিপ্লুতহৃদয়, শ্রীরূপগোস্বামীর সখ্য-দ্বারা যাঁহার সকল-চেষ্টা মণ্ডিত, শ্রীরাধারমণ যাঁহার একমাত্র জীবন, যিনি সেবকগণের অভীষ্টপ্রদ, সেই শ্রীগোপালভট্ট প্রভুকে আমি নমস্কার করি॥

শ্রীগোপালভট্টের এ-সব বিবরণ।
কেহ কিছু বর্ণে, কেহ না করে বর্ণন ॥ ২০৯ ॥
না বুঝিয়া মর্ম ইথে কুতর্ক যে করে।
অপরাধ-বীজ তা'র হৃদয়ে সঞ্চারে ॥ ২১০ ॥
পরম রসিক পূর্ব পূর্ব কবিগণ।
বর্ণিতে সমর্থ হৈয়া না করে বর্ণন ॥ ২১১ ॥
পশ্চাতে বর্ণিব করি মনে বিচারিয়া।
রাখয়ে সে সকলের সুখের লাগিয়া ॥ ২১২ ॥
প্রভুলীলা বর্ণিল ঠাকুর বৃন্দাবন।
দক্ষিণ-ভ্রমণ আদি না কৈল বর্ণন ॥ ২১৩ ॥
ব্যাসরূপ তিঁহো তাঁ'র কে বুঝে আশয়।
পশ্চাৎ বর্ণিবে বেদব্যাস ঐছে কয় ॥ ২১৪ ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁ'রে দৈন্য করি'।
দক্ষিণ-ভ্রমণ আদি বর্ণিল বিস্তারি ॥ ২১৫ ॥
রাখিলেন মধ্যে মধ্যে বর্ণন করিতে।
বর্ণিবে যে কবিগণ তাঁহার নিমিত্তে ॥ ২১৬ ॥
যৈছে ইষ্টদেব সুখে অন্নাদি ভুঞ্জিয়া।
পাত্রে অবশেষ রাখে শিষ্যের লাগিয়া ॥ ২১৭ ॥
কবি-রীত এ কিন্তু বর্ণিতে নাহি অন্ত।
কুতর্ক ছাড়িয়া আস্বাদহ ভাগ্যবন্ত ॥ ২১৮ ॥
প্রভু আর প্রভুভক্তগণের চরিত।
বিবিধ প্রকারে বর্ণে হৈয়া সাবহিত ॥ ২১৯ ॥
ভক্ত-ইচ্ছা প্রবল জানিয়া কবিগণ।
প্রভু ভক্তে সম্বোধিয়া করেন বর্ণন ॥ ২২০ ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহা-হৃষ্ট হৈয়া।
বর্ণিলেন গ্রন্থ অনেকের আজ্ঞা লৈয়া ॥ ২২১ ॥
শ্রীগোপাল ভট্ট হৃষ্ট হৈয়া আজ্ঞা দিল।
গ্রন্থে নিজ-প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিল ॥ ২২২ ॥
কেনে নিষেধিল ইহা কে বুঝিতে পারে।
নিরন্তর অতি দীন মানে আপনারে ॥ ২২৩ ॥
কবিরাজ তাঁ'র আজ্ঞা নারে লঙ্ঘিবারে।
নাম-মাত্র লিখে অন্য না করে প্রচারে ॥ ২২৪ ॥
লোকনাথ গোস্বামীহ ঐছে আজ্ঞা কৈল।
প্রাচীন বৈষ্ণব-মুখে এ-সব শুনিল ॥ ২২৫ ॥
অন্যে অসাক্ষাতে কিছু করিল বর্ণন।
অতি অলৌকিক এ ভট্টের গুণগণ ॥ ২২৬ ॥
বৃন্দাবনে ভট্টের যে বিস্তার বিলাস।
গ্রন্থের বাহুল্যে এথা না কৈনু প্রকাশ ॥ ২২৭ ॥
করিলেন কৃষ্ণকর্ণামৃতের টিপ্পনী।
বৈষ্ণবের পরম আনন্দ যাহা শুনি' ॥ ২২৮ ॥
শ্রীগোপাল ভট্ট শুদ্ধভক্তিপথে আর্য।
তিলে তিলে করে অলৌকিক সব কার্য ॥ ২২৯ ॥

কতদিনে তথাই মিলিলা শ্রীনিবাস।
অনুগ্রহ করি' ভট্ট পুরাইল আশ ॥ ২৩০ ॥
শ্রীনিবাস শিষ্য হৈয়া প্রভুর আদেশে।
ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশিলা আসি' গৌড়দেশে ॥ ২৩১ ॥
শ্রীরূপাদি-দ্বারা প্রভু শাস্ত্র প্রকাশিলা।
গ্রন্থ প্রকাশিতে শ্রীনিবাসে শক্তি দিলা ॥ ২৩২ ॥
আচার্য অভিন্ন শ্রীঠাকুর মহাশয়।
নিজকৃত শ্লোকে ব্যক্ত কৈল শক্তিদ্বয় ॥ ২৩৩ ॥

তথাহি—শ্রীঠাকুরমহাশয়কৃতঃ শ্লোকঃ—

শ্রীরূপপ্রমুখৈকশক্তি-কতমেনাবিষ্করোতি প্রভু-
র্গ্রন্থোঽয়ং বিতনোতি শক্তিপরয়া শ্রীশ্রীনিবাসাখ্যয়া।
দ্বে শক্তী প্রকটীকৃতে করুণয়া ক্ষৌণীতলে যেন স
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধির্মম কদা দৃগ্-গোচরং যাস্যতি ॥২৩৪

অন্বয়। অয়ং প্রভুঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ) শ্রীরূপপ্রমুখৈক-শক্তি-কতমেন (শ্রীরূপপ্রমুখা যা একা মুখ্যাঃ শক্তয়ঃ তাসাং কতমেনৈকতমেন) গ্রন্থঃ (ভক্তিশাস্ত্রম্; ছান্দসিকঃ প্রমাদোঽয়ং) আবিষ্করোতি (প্রকটীকরোতি) শ্রীশ্রীনিবাসাখ্যয়া (শ্রীশ্রীনিবাস ইতি আখ্যা যস্যাস্তয়া) শক্তিপরয়া (পরয়া অন্যতময়া শক্ত্যা) (তৎ গ্রন্থং) বিতনোতি (বিস্তারয়তি) যেন (মহাপ্রভুণা) করুণয়া ক্ষৌণীতলে (জগতি) দ্বে শক্তী (শ্রীরূপাদি-শ্রীনিবাস-নাম্নৌ) প্রকটীকৃতে (প্রকাশিতে) সঃ শ্রীচৈতন্যদয়ানিধিঃ (শ্রীচৈতন্যরূপঃ কৃপাসমুদ্রঃ) কদা মম দৃগ্গোচরং যাস্যতি (দৃষ্টেবিষয়ো ভবিষ্যতি) ॥ ২৩৪ ॥

অনুবাদ। এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামী প্রমুখ কোনও মুখ্যশক্তিদ্বারা ভক্তিগ্রন্থ আবিষ্কার করিতেছেন এবং শ্রীনিবাস-নামিকা অন্যরূপ শক্তিদ্বারা তাহা বিস্তার বা প্রচার করিতেছেন। করুণাবশতঃ যৎ-কর্তৃক পৃথিবীতে উক্ত বিবিধা শক্তি প্রকটিতা হইয়াছেন, সেই দয়ার্ণব শ্রীচৈতন্যদেব কবে আমার নয়নপথগামী হইবেন ? ২৩৪ ॥

শ্রীনিবাস আচার্য শাস্ত্রজ্ঞ শিরোমণি।
ভক্তিশাস্ত্র প্রচারি' অবনি কৈল ধনী ॥ ২৩৫ ॥
করিল অনেক শিষ্য প্রভু-ইচ্ছামতে।
রামচন্দ্র-গোকুলাদি বিদিত জগতে ॥ ২৩৬ ॥
রামচন্দ্র শ্রীগোকুলানন্দ প্রেমালয়।
প্রসঙ্গে জানাই এথা কিছু পরিচয় ॥ ২৩৭ ॥
রামচন্দ্র গোবিন্দ এ দুই সহোদর।
পিতা চিরঞ্জীব মাতামহ দামোদর ॥ ২৩৮ ॥
দামোদর সেনের নিবাস শ্রীখণ্ডেতে।
যেঁহ মহাকবি নাম বিদিত জগতে ॥ ২৩৯ ॥

তথাহি—শ্রীগোবিন্দকবিরাজকৃত-শ্রীসঙ্গীতমাধব-নাটকে—

পাতালে বাসুকির্বক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ।
গৌড়ে গোবর্ধনো দাতা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ॥২৪০॥

অন্বয়। পাতালে (নাগলোকে) বাসুকিঃ (সর্পরাজঃ) বক্তা (বাগ্মী) স্বর্গে (দেবলোকে) বৃহস্পতিঃ (দেবগুরুঃ) বক্তা (পণ্ডিতঃ) গৌড়ে (গৌড়দেশে) গোবর্ধনঃ (সপ্তগ্রামাধিপতিঃ প্রসিদ্ধঃ গোবর্ধনদাসঃ) দাতা (একমাত্রঃ বদান্যপুরুষঃ) (তথা কবিষু) খণ্ডে (শ্রীখণ্ডে) দামোদরঃ (দামোদরসেনঃ) কবিঃ (অদ্বিতীয়ঃ কাব্যরসপণ্ডিতঃ)॥২৪০

অনুবাদ। যেমন পাতালে সর্পরাজ বাসুকিই একমাত্র বক্তা, স্বর্গে বৃহস্পতিই সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, গৌড়দেশে গোবর্ধনই একমাত্র দাতা, সেই প্রকার শ্রীখণ্ডে দামোদরই অদ্বিতীয় কবি ॥ ২৪০ ॥

দামোদর-কবি মহাযুক্তিপরায়ণ।
কোনরূপে লঙ্ঘিতে নারয়ে কোন জন ॥ ২৪১ ॥
এক দিগ্বিজয়ী অল্পে পরাভব হৈয়া।
'অপুত্রক হও' শাপ দিল দুঃখ পাঞা ॥ ২৪২ ॥
দামোদর প্রসন্ন করিল নানা মতে।
তেঁহ কহে হ'বে কন্যা ধন্যা সে জগতে ॥ ২৪৩ ॥
জন্মিবে তাহার গর্ভে পুত্র-রত্নদ্বয়।
সে-দুঁহা-প্রভাবে হ'বে অমঙ্গল-ক্ষয় ॥ ২৪৪ ॥
বিপ্রবরে সুনন্দা নামেতে হৈল কন্যা।
দিনে দিনে বাড়ে মহারূপে গুণে ধন্যা ॥ ২৪৫ ॥
খণ্ডবাসী নারীগণ সবে প্রশংসয়।
হইল বিবাহযোগ্যা পাত্র অন্বেষয় ॥ ২৪৬ ॥
দামোদর কবিরাজ মহাভাগ্যবান্।
চিরঞ্জীব সেনে কৈল কন্যা-সম্প্রদান ॥ ২৪৭ ॥
গ্রন্থের বাহুল্য-ভয় উপজয়ে চিত্তে।
বিবাহ-কৌতুক তেঞি নারি বিস্তারিতে ॥ ২৪৮ ॥

ভাগীরথীতীরে গ্রাম কুমারনগর।
অনেক বৈষ্ণব তথা বসতি সুন্দর ॥ ২৪৯ ॥
সেই গ্রামে চিরঞ্জীবসেনের বসতি।
বিবাহ করিয়া খণ্ডে করিলেন স্থিতি ॥ ২৫০ ॥
কি কহিব চিরঞ্জীব সেনের আখ্যান।
খণ্ডবাসী সবে জানে প্রাণের সমান ॥ ২৫১ ॥
শ্রীচৈতন্যপ্রভুর পার্ষদ বিজ্ঞবর।
নিরন্তর সঙ্কীর্তনে উন্মত্ত অন্তর ॥ ২৫২ ॥
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব বিদিত সর্বত্র।
দীনহীনে কৈল যেঁহ ভক্তিরস-পাত্র ॥ ২৫৩ ॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রভুর মিলনে।
বর্ণিলেন খণ্ডবাসী চিরঞ্জীবসেনে ॥ ২৫৪ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য ১১।৯২)—

"মুকুন্দদাস, নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব, আর সুলোচন ॥" ২৫৫ ॥
চিরঞ্জীবসেন মহাবিজ্ঞ সর্বমতে।
খণ্ডে বিলসয়ে নিজ-পত্নীর সহিতে ॥ ২৫৬ ॥
অরুন্ধতীসম পতিব্রতা পত্নী তাঁ'র।
পরম-সুশীলা অলৌকিক-চেষ্টা যাঁ'র ॥ ২৫৭ ॥

———

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ

যৈছে পিতামাতা তৈছে পুত্র রামচন্দ্র।
রামচন্দ্র জন্মি' জন্মাইল মহানন্দ ॥ ২৫৮ ॥
শিশুকাল হৈতে চেষ্টা অতি মনোহর।
স্ত্রী-পুরুষ সবে দেখে প্রাণের সোসর ॥ ২৫৯ ॥
মহাতেজোময় মূর্তি সৌন্দর্যে মদন।
অল্পকালে বহুবিদ্যা কৈল উপার্জন ॥ ২৬০ ॥
রামচন্দ্রে দেখি' বিজ্ঞলোকে বিচারয়।
দেবতার অংশ এ অন্যথা কভু নয় ॥ ২৬১ ॥
বৈদ্যকুলে প্রকট হইল ইচ্ছামতে।
মনুষ্যের ভ্রমে কেহ না পারে চিনিতে ॥ ২৬২ ॥
বৈষ্ণবের গণ বহু করে অনুভব।
এ বৈষ্ণব হৈলে হ'বে অনেক বৈষ্ণব ॥ ২৬৩ ॥
এইরূপ নানা কথা নানা জনে কয়।
রামচন্দ্র সেন সর্বচিত্ত আকর্ষয় ॥ ২৬৪ ॥
শ্রীনিবাসাচার্য তাঁ'রে যৈছে শিষ্য কৈল।
সে অতি বিস্তার এথা বর্ণিতে নারিল ॥ ২৬৫ ॥
কবিরাজ খ্যাতি হইল শ্রীবৃন্দাবনেতে।
ইহা বিস্তারিয়া কহিয়ে এথাতে ॥ ২৬৬ ॥
শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য-প্রেমরাশি।
শ্রীজীবগোস্বামী আদি বৃন্দাবনবাসী ॥ ২৬৭ ॥
সবে তাঁ'র কৃত কাব্য শুনি' তাঁ'র মুখে।
কবিরাজ খ্যাতি সবে দিল মহাসুখে ॥ ২৬৮ ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ সর্বগুণময়।
যাঁ'র অভিন্নাত্মা নরোত্তম মহাশয় ॥ ২৬৯ ॥

তথাহি শ্রীসঙ্গীতমাধব-নাটকে—

স্বর্ধুন্যাস্তীরভূমৌ সরজনিনগরে গৌড়ভূপাধিপাত্রা-
দ্ব্রহ্মণ্যাদ্বিষ্ণুভক্তাদপি সুপরিচিতাৎ শ্রীচিরঞ্জীবসেনাৎ।
যঃ শ্রীরামেন্দুনামা সমজনি পরমঃ শ্রীসুনন্দাভিধায়াং
সোঽয়ং শ্রীমান্নরাখ্যে স হি কবিনৃপতিঃ
সম্যগাসীদভিন্নঃ ॥ ২৭০ ॥

অন্বয়। স্বর্ধুন্যাঃ (গঙ্গায়াঃ) তীরভূমৌ (তীরস্থ-প্রদেশে) সরজনিনগরে গৌড়ভূপাধিপাত্রাৎ (গৌড়নৃপতেঃ প্রধানামাত্যাৎ) ব্রহ্মণ্যাৎ (ব্রাহ্মণসেবকাৎ দ্বিজভক্তাদ্বা) বিষ্ণুভক্তাৎ (বৈষ্ণবাৎ) সুপরিচিতাৎ (সুপ্রসিদ্ধাৎ) অপি (চ) শ্রীচিরঞ্জীবসেনাৎ (তন্নামকপিতুঃ) শ্রীসুনন্দাভিধায়াং (শ্রীসুনন্দা ইতি অভিধা যস্যাস্তস্যাং, তন্নামকমাতরি) শ্রীরামেন্দুনামা (শ্রীরামচন্দ্রনামকঃ) যঃ পরমঃ (শ্রেষ্ঠো জনঃ) সমজনি (আবির্বভূব) সঃ অয়ম্ (উল্লিখিতঃ) সঃ (প্রসিদ্ধঃ) হি (নিশ্চয়ার্থে) শ্রীমান্ (শ্রীযুক্তঃ) কবিনৃপতিঃ (কবিরাজঃ, কবিশ্রেষ্ঠঃ) নরাখ্যে (নরোত্তমনাম্নি) সম্যক্ (সম্পূর্ণরূপেণ) অভিন্নঃ (অভেদ একাত্মা বা) আসীৎ ॥ ২৭০ ॥

অনুবাদ। গঙ্গাতীরস্থ সরজনিনগরে গৌড়রাজের শ্রেষ্ঠ অমাত্য—দ্বিজভক্ত, বিষ্ণুভক্ত ও সুপরিচিত শ্রীচিরঞ্জীব সেন নামক পিতা হইতে শ্রীসুনন্দা নামিকা মাতার গর্ভে শ্রীরামচন্দ্র-নামক যে মহাজন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি পরমরূপবান্; তিনি নরোত্তম-নামক কবিনৃপতির সহিত সর্বতোভাবে একাত্মা ছিলেন ॥ ২৭০ ॥

রামচন্দ্র নরোত্তম দোঁহার যে রীত।
আগে জানাইব এথা কহি যে কিঞ্চিৎ ॥ ২৭১ ॥
তনু-মনঃ-প্রাণ-নাম একই দোঁহার।
কবিরাজ-নরোত্তম নাম এ প্রচার ॥ ২৭২ ॥
নরোত্তম-কবিরাজ কহে সর্বজন।
কথাদ্বয় মাত্র যৈছে নর-নারায়ণ ॥ ২৭৩ ॥
রামচন্দ্র-নরোত্তম বিদিত জগতে।
হৈল যুগল-নাম সবে সুখ দিতে ॥ ২৭৪ ॥
দোঁহে সর্ব শাস্ত্রেতে পরম-বিচক্ষণ।
অনায়াসে কৈল মহাপাষণ্ড-খণ্ডন ॥ ২৭৫ ॥
শুদ্ধভক্তি-প্রদানে নিপুণ নিরন্তর।
অনন্য-রসিক সর্বমতে বিজ্ঞবর ॥ ২৭৬ ॥

তথাহি তত্রৈব—

যৌ শশ্বদ্ভগবৎপরায়ণপরৌ সংসারপারায়ণৌ
সম্যক্ সাত্বততন্ত্রবাদপরমৌ নিঃশেষসিদ্ধান্তগৌ।
শশ্বদ্ভক্তিরসপ্রদানরসিকৌ পাষণ্ডহৃন্মণ্ডলা-
বন্যোন্যপ্রিয়তাভরেণ যুগলীভূতাবিমৌ তৌ নুমঃ ॥২৭৭॥

অন্বয়। যৌ (শ্রীরামচন্দ্র-নরোত্তমৌ) শশ্বদ্ভগবৎ-পরায়ণপরৌ (নিরন্তরং ভগবৎপরায়ণা এব পরাঃ পরম-প্রিয়াঃ যয়োঃ তৌ) সংসারপারায়ণৌ (সংসারপারবিষয়ে আশ্রয়স্থলৌ সংসারপারকারিণৌ বা) সম্যক্ (সর্বতো-ভাবেন) সাত্বততন্ত্রবাদপরমৌ (সাত্বত-তন্ত্রস্য সনাতনশাস্ত্রস্য যো বাদঃ তস্মিন্ পরমৌ নিপুণৌ) নিঃশেষসিদ্ধান্তগৌ (নিঃশেষেণ সাকল্যেন সিদ্ধান্তগৌ সিদ্ধান্তবিদৌ) শশ্বদ্ভক্তি-রসপ্রদানরসিকৌ (সর্বদা ভক্তিরসপ্রদানে প্রেমভক্তিদানে রসিকৌ আর্দ্রহৃদয়ৌ) পাষণ্ডহৃন্মণ্ডলৌ (শাস্ত্রযুক্ত্যা অলৌকিক্যা ভক্তিচেষ্টয়া চ পাষণ্ডানাং ভক্তিবিরোধিনামপি হৃদাং চিত্তানাং মণ্ডলৌ আকর্ষকৌ) অন্যোন্যপ্রিয়তাভরেণ (পরস্পরং স্বাভাবিক-প্রেমাতিশয্যাৎ) যুগলীভূতৌ (একোঽপি দ্বিধা ভূতৌ) ইমৌ (এতৌ) তৌ (রামচন্দ্র-নরোত্তমৌ) নুমঃ (নমস্কুর্মঃ) ॥ ২৭৭ ॥

অনুবাদ। যাঁহারা নিরন্তর ভগবদ্ভক্তিপরায়ণগণকে প্রিয় বলিয়া গ্রহণ করেন, যাঁহারা সংসারোত্তরণকারী ও সম্যগ রূপে সনাতনশাস্ত্রবাদনিপুণ, যাঁহারা সর্বতোভাবে সিদ্ধান্ত-পারগ, সর্বদা ভক্তিরসপ্রদানে পরমোদার এবং পাষণ্ডগণেরও হৃদয়জয়কারী, যাঁহারা পরস্পরের প্রেমাধিক্যে যুগলরূপে প্রতিভাত, সেই শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীনরোত্তম প্রভুকে আমরা নমস্কার করি ॥ ২৭৭ ॥

শ্রীনরোত্তম

শ্রীনরোত্তমের ক্রিয়া কহিতে কি পারি।
সর্বতীর্থদর্শী আকুমার ব্রহ্মচারী ॥ ২৭৮ ॥

তত্রৈব—

আকুমারব্রহ্মচারী সর্বতীর্থদর্শী।
পরমভাগবতোত্তমঃ শ্রীল-নরোত্তমদাসঃ ॥ ২৭৯ ॥

অন্বয়। শ্রীল-নরোত্তমদাসঃ (ঠক্কুরোপাধিকঃ শ্রীল-নরোত্তমঃ) আকুমার-ব্রহ্মচারী (আ কুমারাৎ হি ব্রহ্মচারী) সর্বতীর্থদর্শী (সর্বেষাং তীর্থানাং দ্রষ্টা পর্যটকো বা) পরমভাগবতোত্তমঃ (মহাভাগবতঃ) ॥ ২৭৯ ॥

অনুবাদ। শ্রীল নরোত্তমদাস প্রভু আকুমার ব্রহ্মচারী, সর্বতীর্থদর্শী ও পরমভাগবতোত্তম ছিলেন ॥২৭৯॥

যৈছে সে প্রভাব তাহা কেবা নাহি জানে।
যাঁ'র জন্ম কৃষ্ণচৈতন্যের আকর্ষণে ॥ ২৮০ ॥
মাঘী পূর্ণিমায় জন্মিলেন নরোত্তম।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হইলেন চন্দ্রসম ॥ ২৮১ ॥
সর্বপ্রকারেতে গৃহে হৈলা প্রবীণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-গুণে মগ্ন রাত্রিদিন ॥ ২৮২ ॥
প্রেমভক্তিময়-মূর্তি প্রভুর ইচ্ছাতে।
মহারাজ বিষয় না ভায় কিছু চিতে ॥ ২৮৩ ॥
অল্পকালে এই চিন্তা করে রাত্রিদিন।
কিরূপে ছাড়িব গৃহ হ'ব উদাসীন ॥ ২৮৪ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতগণে।
করয়ে বিজ্ঞপ্তি-অশ্রু ঝরে দু'নয়নে ॥ ২৮৫ ॥
স্বপ্নচ্ছলে প্রভু গণসহ দেখা দিয়া।
প্রিয় নরোত্তমে স্থির করিল প্রবোধিয়া ॥ ২৮৬ ॥
অকস্মাৎ গৌড়রাজ-মনুষ্য আইল।
গৌড়ে রাজস্থানে পিতা পিতৃব্য চলিল ॥ ২৮৭ ॥
এই অবসরে রক্ষকেরে প্রতারিলা।
প্রকারে মায়ের স্থানে বিদায় হৈলা ॥ ২৮৮ ॥
অতি সুচরিতা মাতা নাম নারায়ণী।
পুত্রগতপ্রাণ, চেষ্টা কহিতে কি জানি ॥ ২৮৯ ॥

স্বচ্ছন্দে আছেন মাতা পুত্রের পালনে।
পুত্র যে ছাড়িবে ঘর ইহা নাহি জানে ॥ ২৯০ ॥
এথা নরোত্তম অতি সঙ্গোপন হৈয়া।
করিলেন যাত্রা প্রভু-চরণ চিন্তিয়া ॥ ২৯১ ॥
কিবা নব্য যৌবন সে পরমসুন্দর।
কার্তিক-পূর্ণিমা দিনে ছাড়িলেন ঘর ॥ ২৯২ ॥
ভ্রমিয়া অনেক তীর্থ বৃন্দাবনে গেলা।
লোকনাথ গোস্বামীর স্থানে শিষ্য হৈলা ॥ ২৯৩ ॥
শ্রাবণ মাসের পৌর্ণমাসী শুভক্ষণে।
করিলেন শিষ্য লোকনাথ নরোত্তমে ॥ ২৯৪ ॥

শ্রীলোকনাথ

শ্রীলোকনাথের অতি অদ্ভুত চরিত।
প্রসঙ্গ পাইয়া এথা কহিয়ে কিঞ্চিৎ ॥ ২৯৫ ॥
যশোর-দেশেতে তালখৈড়া-গ্রামে স্থিতি।
মাতা সীতা, পিতা পদ্মনাভ চক্রবর্তী ॥ ২৯৬ ॥
তথাহি প্রাচীনৈরুক্তম্—
শ্রীমদ্রাধাবিনোদৈকসেবাসম্পৎ-সমন্বিতম্।
পদ্মনাভাত্মজং শ্রীমল্লোকনাথপ্রভুং ভজে ॥ ২৯৭ ॥

অন্বয়। শ্রীমদ্রাধাবিনোদৈকসেবাসম্পৎ-সমন্বিতং (শ্রীমদ্রাধাবিনোদস্য যা একা ঐকান্তিকী সেবারূপা সম্পৎ তয়া সমন্বিতং যুক্তম্) পদ্মনাভাত্মজং (পদ্মনাভস্য আত্মজং পুত্রম্) শ্রীমল্লোকনাথপ্রভুং (শ্রীমল্লোকনাথগোস্বামিনং) অহং ভজে (প্রপদ্যে) ॥ ২৯৭ ॥

অনুবাদ। শ্রীমদ্রাধাবিনোদের ঐকান্তিক-সেবা-সম্পত্তিবিশিষ্ট পদ্মনাভ-তনয় শ্রীল লোকনাথ প্রভুকে আমি ভজনা করি ॥ ২৯৭ ॥

পদ্মনাভ প্রভু অদ্বৈতের প্রিয় অতি।
লোকনাথ হেন বৃদ্ধ বিপ্রের সন্ততি ॥ ২৯৮ ॥
লোকনাথ-গৃহে সদা রহয়ে উদাস।
সর্ব ত্যাগি' নবদ্বীপে আইলা প্রভু-পাশ ॥ ২৯৯ ॥
প্রভু-গৌরচন্দ্র অতি অনুগ্রহ কৈল।
বৃন্দাবনে যাইতে ত্বরায় আজ্ঞা দিল ॥ ৩০০ ॥
ঐছে আজ্ঞা হৈল ইথে আছে প্রয়োজন।
প্রভু করিবেন শীঘ্র সন্ন্যাস গ্রহণ ॥ ৩০১ ॥
সন্ন্যাসী হইয়া যাইবেন বৃন্দাবনে।
এই হেতু আগে পাঠাইতে ইচ্ছা মনে ॥ ৩০২ ॥
লোকনাথ বুঝিলেন এসব আভাস।
দুই এক দিনে প্রভু করিবে সন্ন্যাস ॥ ৩০৩ ॥
শ্রীচাঁচর কেশের হইবে অদর্শন।
ইথে প্রাণ কিরূপে ধরিবে প্রিয়গণ ॥ ৩০৪ ॥
ঐছে বহু চিন্তামাত্রে ব্যাকুল হৈল।
কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভুপদে প্রণমিল ॥ ৩০৫ ॥
অন্তর্যামী প্রভু লোকনাথে আলিঙ্গিয়া।
করিলেন বিদায় গোপনে প্রবোধিয়া ॥ ৩০৬ ॥
লোকনাথ প্রভুপদে আত্ম সমর্পিল।
প্রভু-গণে প্রণমিয়া গমন করিল ॥ ৩০৭ ॥
দুঃখী হৈয়া কৈল বহু তীর্থ-পর্যটন।
কতদিন পরেতে গেলেন বৃন্দাবন ॥ ৩০৮ ॥
এথা ভক্তাধীন প্রভু সন্ন্যাস করিয়া।
নীলাচলচন্দ্রে দেখে নীলাচল গিয়া ॥ ৩০৯ ॥
তথা হৈতে গেলা প্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণে।
তাহা শুনি' লোকনাথ চলিলা দক্ষিণে ॥ ৩১০ ॥
দক্ষিণ হৈয়া প্রভু আইলা বৃন্দাবন।
লোকনাথ শুনি' ব্রজে করিলা গমন ॥ ৩১১ ॥
প্রভু বৃন্দাবন হৈয়া প্রয়াগে চলিলা।
লোকনাথ ব্রজে আসি' ব্যাকুল হৈলা ॥ ৩১২ ॥
প্রভাতে প্রয়াগ-যাত্রা করিব এ মনে।
স্বপ্নে প্রভু প্রবোধি' রাখিলা বৃন্দাবনে ॥ ৩১৩ ॥
লোকনাথ প্রভু-আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিল।
অজ্ঞাতরূপেতে ব্রজবনে বাস কৈল ॥ ৩১৪ ॥
কতদিন পরে রূপ-সনাতন-সনে।
হইল মিলন কি আনন্দ বৃন্দাবনে ॥ ৩১৫ ॥
শ্রীগোপালভট্ট আদি প্রভুগণ যত।
সবা সহ যৈছে স্নেহ কে কহিবে কত ॥ ৩১৬ ॥
ভূগর্ভেতে স্নেহ যৈছে জগতে প্রচার।
লোকনাথ-সহ দেহ ভিন্নমাত্র তাঁ'র ॥ ৩১৭ ॥

প্রভু লোকনাথ সর্বপ্রকারে প্রবীণ।
শ্রীমদ্ গোবিন্দাদি-সেবা কৈল কতদিন ॥ ৩১৮ ॥
প্রেমেতে বিহ্বল সদা বৈরাগ্যের সীমা।
ভুবনে প্রচার যাঁ'র অদ্ভুত মহিমা ॥ ৩১৯ ॥
হরিভক্তিবিলাসে গোসাঞি সনাতন।
মঙ্গলাচরণে কৈল যে নাম-গ্রহণ ॥ ৩২০ ॥

তথাহি—

কাশীশ্বরঃ কৃষ্ণবনে চকাস্তু।
শ্রীকৃষ্ণদাসশ্চ সলোকনাথঃ ॥ ৩২১ ॥

অন্বয়। কৃষ্ণবনে (ব্রজবনে, বৃন্দাবনে) কাশীশ্বরঃ (কাশীশ্বরঃ ইতি নামকঃ যঃ পণ্ডিতঃ) চকাস্তু (বিরাজতাম্) সলোকনাথঃ (লোকনাথসহিতঃ) শ্রীকৃষ্ণদাসশ্চ (কবিরাজ-গোস্বামী চ) চকাস্তু (শোভতাম্) ॥ ৩২১ ॥

অনুবাদ। বৃন্দাবনে কাশীশ্বর গোস্বামী প্রভু শোভা বিস্তার করুন্। লোকনাথ প্রভুর সহিত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভুও বিরাজিত থাকুন্ ॥ ৩২১ ॥

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী-গ্রন্থের প্রথমেতে।
যে-নাম গ্রহণ কৈল মঙ্গল-নিমিত্তে ॥ ৩২২ ॥

তথাহি—

বৃন্দাবনপ্রিয়ান্ বন্দে শ্রীগোবিন্দপদাশ্রিতান্।
শ্রীমৎকাশীশ্বরং লোকনাথম্ শ্রীকৃষ্ণদাসকম্ ॥ ৩২৩ ॥

অন্বয়। বৃন্দাবনপ্রিয়ান্ (বৃন্দাবনং প্রিয়ং যেষাং তান্ অথবা বৃন্দাবনস্থজনপ্রিয়ান্) শ্রীগোবিন্দপদাশ্রিতান্ (শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবস্য চরণকমলাশ্রিতান্) শ্রীমৎ-কাশীশ্বরং, লোকনাথং (তন্নামকগোস্বামিনং) (তথা) শ্রীকৃষ্ণ-দাসকং (শ্রীলকৃষ্ণদাসকবিরাজগোস্বামিনং) অহং বন্দে (নৌমি) ॥ ৩২৩ ॥

অনুবাদ। বৃন্দাবনপ্রিয় শ্রীগোবিন্দপদাশ্রিত শ্রীমৎ-কাশীশ্বর, শ্রীমল্লোকনাথ ও শ্রীমৎকৃষ্ণদাস প্রভুকে আমি বন্দনা করিতেছি ॥ ৩২৩ ॥

লোকনাথ ব্রজে সদা ভ্রমণ করিয়া।
কৃষ্ণলীলাস্থান দেখি আনন্দিত হৈয়া ॥ ৩২৪ ॥
ছত্রবনপার্শ্বে উমরাও নামে গ্রাম।
তথা শ্রীকিশোরীকুণ্ড-শোভা অনুপম ॥ ৩২৫ ॥
সেই স্থানে কতদিন রহেন নির্জনে।
করিব বিগ্রহসেবা এই চেষ্টা মনে ॥ ৩২৬ ॥
জানিলেন প্রভু লোকনাথ উৎকণ্ঠিত।
অন্যরূপে বিগ্রহ লইয়া উপস্থিত ॥ ৩২৭ ॥
রাধাবিনোদ নাম কহি সমর্পিলা।
সেইক্ষণে তেঁহ তথা অদর্শন হৈলা ॥ ৩২৮ ॥
লোকনাথ গোসাঞি চিন্তয়ে মনে মনে।
কে হেন বিগ্রহ দিয়া গেল কোন্ খানে ॥ ৩২৯ ॥
চিন্তায় ব্যাকুল লোকনাথে নিরখিয়া।
শ্রীরাধাবিনোদ তথা কহেন হাসিয়া ॥ ৩৩০ ॥
এই উমরাও-গ্রামে বিপিনে বসতি।
এই যে কিশোরীকুণ্ড এথা মোর স্থিতি ॥ ৩৩১ ॥
তোমার উৎকণ্ঠা দেখি, ব্যাকুল হৈল।
কে মোরে আনিবে মুঞি আপনি আইল ॥ ৩৩২ ॥
শীঘ্র করি মোরে কিছু করাও ভক্ষণ।
শুনি' প্রেমধারা নেত্রে বহে অনুক্ষণ ॥ ৩৩৩ ॥
মহাসুখে শীঘ্র পাক করি' ভুঞ্জাইল।
পুষ্পশয্যা রচিয়া শয়ন করাইল ॥ ৩৩৪ ॥
পল্লবে বাতাস করিলেন কতক্ষণ।
মনের আনন্দে কৈল পাদ-সম্বাহন ॥ ৩৩৫ ॥
তনু-মনঃ-প্রাণ প্রভু-পদে সমর্পিলা।
সে রূপ-মাধুর্যামৃত-পানে মগ্ন হৈলা ॥ ৩৩৬ ॥
শীঘ্র করি এক ঝোলা নির্মাণ করিল।
রাধাবিনোদের যেন মন্দির হৈল ॥ ৩৩৭ ॥
পরম অদ্ভুতরূপে ঝোলা হৈল আলা।
অনুক্ষণ বক্ষে রাখে যেন কণ্ঠমালা ॥ ৩৩৮ ॥
গ্রামবাসী কুটীর করিয়া দিতে চায়।
বৃক্ষমূল বিনা লোকনাথের নাহি ভায় ॥ ৩৩৯ ॥
পরম বিরক্ত স্ব-নির্বাহ যা'তে হয়।
তাহা সে গ্রহণক্রিয়া অন্যে কি বুঝয় ॥ ৩৪০ ॥
কতদিন রহি' কুণ্ডে আইলা বৃন্দাবন।
রাখিলা গোস্বামী সবে করিয়া যতন ॥ ৩৪১ ॥
কতদিন পরম আনন্দে গোঙাইল।
তারপর বিচ্ছেদাগ্নি-জ্বালায় ব্যাপিল ॥ ৩৪২ ॥

সনাতন রূপ আদি হৈলা অদর্শন।
তাহাতে যে দশা তাহা না হয় বর্ণন ॥ ৩৪৩ ॥
সনাতন-রূপ-গুণে কান্দে দিবারাতি।
প্রভুর ইচ্ছাতে দেহে জীবনের স্থিতি ॥ ৩৪৪ ॥

নরোত্তমের প্রতি লোকনাথের কৃপা—

হেনই সময়ে নরোত্তম তথা গিয়া।
গুরুসেবা যথোচিত কৈলা হর্ষ হৈয়া ॥ ৩৪৫ ॥
সেবায় প্রসন্ন হৈয়া দীক্ষামন্ত্র দিল।
নরোত্তমে কৃপার অবধি প্রকাশিল ॥ ৩৪৬ ॥
শ্রীগোপালভট্ট আদি যত বিজ্ঞবর।
নরোত্তমে জানে সবে প্রাণের গোসর ॥ ৩৪৭ ॥
তথা 'শ্রীঠাকুর-মহাশয়' নাম হৈল।
জীবের স্নেহ যত বর্ণিতে নারিল ॥ ৩৪৮ ॥
শ্রীনিবাস আচার্য মিলিলা সেই ঠাঞি।
তেঁহ যত সুখ পাইল তা'র অন্ত নাই ॥ ৩৪৯ ॥
শ্যামানন্দসহ তথা হৈল মিলন।
কহিয়ে কিঞ্চিৎ এথা তাঁ'র বিবরণ ॥ ৩৫০ ॥

শ্রীশ্যামানন্দ

দণ্ডেশ্বর-গ্রামে বাস সর্বাংশে প্রবল।
মাতা শ্রীহরিকা, পিতা শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল ॥ ৩৫১ ॥
সদ্গোপকুলেতে শ্রেষ্ঠ অতি সুচরিত।
কৃষ্ণ সে সর্বস্ব তাঁ'র ভক্তে অতি প্রীত ॥ ৩৫২ ॥
শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল-দুরিকার গুণগণ।
গ্রন্থের বাহুল্য-ভয়ে না হয় বর্ণন ॥ ৩৫৩ ॥
ধারেন্দা-বাহাদুরপুরেতে পূর্বস্থিতি।
শিষ্ট লোক কহে শ্যামানন্দ-জন্ম তথি ॥ ৩৫৪ ॥
কোন মতে মণ্ডলের নাহি প্রতিবন্ধ।
পুত্র কন্যা গত হৈলে, হৈল শ্যামানন্দ ॥ ৩৫৫ ॥
জন্মিলেন শ্যামানন্দ অতি শুভক্ষণে।
যে দেখে বারেক তাঁ'র মহানন্দ-মনে ॥ ৩৫৬ ॥
পুত্র-তেজ দেখি' কৃষ্ণ কহয়ে পত্নীরে।
করহ যতন যদি কৃষ্ণ রক্ষা করে ॥ ৩৫৭ ॥
গ্রামবাসী স্ত্রীগণ কহয়ে বারবার।
এখন দুঃখিয়া নাম রহুক ইঁহার ॥ ৩৫৮ ॥
মাতা-পিতা দুঃখসহ পালন করিল।
এই হেতু দুঃখী নাম প্রথমে হৈল ॥ ৩৫৯ ॥
শ্রীঅন্নপ্রাশন-চূড়াকরণ-সময়।
যে সুখ হৈল তাহা কহিলে না হয় ॥ ৩৬০ ॥
কখন না যায় অন্য বালকের মেলে।
ব্যাকরণ-আদি পাঠ হৈল অল্পকালে ॥ ৩৬১ ॥
দিনে দিনে বাড়ে দেখি' সবার উল্লাস।
পরম অদ্ভুত চেষ্টা হৈল প্রকাশ ॥ ৩৬২ ॥
গৌর-নিত্যানন্দগণের চরিত।
বৈষ্ণবের মুখে শুনে হৈয়া সাবহিত ॥ ৩৬৩ ॥
নিরন্তর সেইগুণ করয়ে কীর্তন।
নদীর প্রবাহ প্রায় ঝরে দু'নয়ন ॥ ৩৬৪ ॥
সদা রাধাকৃষ্ণলীলামৃত করে পান।
পিতা-মাতা-সেবায় অত্যন্ত সাবধান ॥ ৩৬৫ ॥
পিতা-মাতা পুত্র যোগ্য দেখিয়া কহয়।
কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা লহ যথা মনে লয় ॥ ৩৬৬ ॥
শুনিয়া দোঁহার বাক্য কহে যোড়হাতে।
মোর প্রভু হৃদয়চৈতন্য অম্বিকাতে ॥ ৩৬৭ ॥
প্রভু গৌরীদাস পণ্ডিতের শাখা তেঁহ।
কৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রিয় যেঁহ ॥ ৩৬৮ ॥
তাঁ'র গৃহে সাক্ষাৎ বিহরে দুই ভাই।
তথা শিষ্য হই গিয়া যদি আজ্ঞা পাই ॥ ৩৬৯ ॥
যদি কহ দূরদেশে যাইবে কেমনে।
তা'তে এক যুক্তি মুই বিচারিনু মনে ॥ ৩৭০ ॥
দেশবাসী লোক বহু গঙ্গাস্নানে চলে।
কোনই সন্দেহ নাই এই সঙ্গে গেলে ॥ ৩৭১ ॥
মোরে আজ্ঞা দেহ' দোঁহে হইয়া সদয়।
মোর যত অভিলাষ যেন সিদ্ধি হয় ॥ ৩৭২ ॥
শুনিয়া পুত্রের বাক্য আনন্দ পাইল।
প্রভু-ইচ্ছামতে পুত্রে অনুমতি দিল ॥ ৩৭৩ ॥
বিদায় হইয়া আইলা অম্বিকা-নগরে।
শ্রীহৃদয়-চৈতন্য দেখিয়া হৃষ্ট তা'রে ॥ ৩৭৪ ॥
জিজ্ঞাসিলা কি নাম, আইলা কি কারণে।
শুনি' নিবেদিল সব প্রভুর চরণে ॥ ৩৭৫ ॥

শ্রীহৃদয়চৈতন্যের দয়া উপজিল।
দুঃখী নাম পূর্বে, কৃষ্ণদাস নাম থুইল ॥ ৩৭৬ ॥
শ্যামানন্দ-নাম ব্যক্ত হ'বে বৃন্দাবনে।
জানাইল ভঙ্গিতে, জানিল বিজ্ঞগণে ॥ ৩৭৭ ॥
দুঃখী কৃষ্ণদাস-নাম হৈল বিদিত।
নিজ-ইষ্ট-সেবায় হৈল নিয়োজিত ॥ ৩৭৮ ॥
শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুর প্রেমময়।
সেবায় হৈলা মহাপ্রসন্ন-হৃদয় ॥ ৩৭৯ ॥
শিষ্য করি' প্রভুপদে কৈল সমর্পণ।
শ্রীশ্যামানন্দের হৈল বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ৩৮০ ॥

তথাহি শ্রীশ্যামানন্দশতকে—

যং লোকা ভুবি কীর্তয়ন্তি হৃদয়ানন্দস্য শিষ্যং প্রিয়ং
সখ্যে শ্রীসুবলস্য যং ভগবতঃ প্রেষ্ঠানুশিষ্যং তথা।
স শ্রীমান্ রসিকেন্দ্রমস্তকমণিশ্চিত্তে মমাহর্নিশং
শ্রীরাধাপ্রিয়-নর্মমর্মসু রুচিং সম্পাদয়ন্ ভাসতাম্ ॥৩৮১॥

অন্বয়। ভুবি (ইহ সংসারে) লোকাঃ (মানবাঃ) যং (শ্রীমচ্ছ্যামানন্দপ্রভুং) হৃদয়ানন্দস্য (গৌরীদাসপণ্ডিতানুকম্পিতস্য) প্রিয়ং শিষ্যং কীর্তয়ন্তি (ঘোষয়ন্তি), তথা যঃ শ্রীসুবলস্য সখ্যে ভগবতঃ (শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য) প্রেষ্ঠানুশিষ্যঃ (সুবলাভিন্নস্য শ্রীমদ্গৌরীদাসপণ্ডিতস্য শিষ্যস্য শ্রীহৃদয়ানন্দস্য শিষ্যঃ) সঃ (প্রসিদ্ধঃ) রসিকেন্দ্রমস্তকমণিঃ (রসিকরাজানাং মুকুটমণিঃ)শ্রীমান্ (নিরন্তরশোভাবিশিষ্টঃ)[শ্যামানন্দপ্রভুঃ] শ্রীরাধাপ্রিয়নর্ম-মর্মসু (শ্রীরাধামাধবয়োঃ প্রিয়ান্তর্লীলা-বিলাসসেবাসু) রুচিং(অনুরাগং) সম্পাদয়ন্ (প্রকটয়ন্) মম চিত্তে (হৃদয়ে) অহর্নিশং (সর্বদা) ভাসতাম্ (রাজতাম্)।

অনুবাদ। যাঁহাকে ইহ সংসারে লোকে শ্রীমদ্ হৃদয়ানন্দের প্রিয় শিষ্য বলিয়া কীর্তন করে, যিনি সুবলসখার অনুগত বলিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয়তমজনের অনুশিষ্য, সেই রসিকেন্দ্রমুকুটমণি শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দপ্রভু শ্রীরাধামাধবের প্রিয় অন্তরঙ্গ-লীলাবিলাস-সেবায় আমার অনুরাগ উৎপত্তি করিয়া আমার চিত্তে অহর্নিশ বিরাজিত থাকুন্ ॥ ৩৮১ ॥

শ্যামানন্দে অনুগ্রহ করি' কিছু দিনে।
আজ্ঞা দিল শীঘ্র করি' যাহ বৃন্দাবনে ॥ ৩৮২ ॥
শুনি' বাক্য ব্যাকুল হইয়া নিবেদয়।
নিকটে থাকিয়ে প্রভু এই আজ্ঞা হয় ॥ ৩৮৩ ॥
হৃদয়চৈতন্য পুনঃ করি আলিঙ্গন।
প্রেমাবিষ্ট হঞা কহে যাহ বৃন্দাবন ॥ ৩৮৪ ॥
দুঃখী কৃষ্ণদাস বহু ক্রন্দন করিয়া।
হইলা বিদায় প্রভু-পদে প্রণমিয়া ॥ ৩৮৫ ॥
প্রভু নিত্যানন্দ চৈতন্যের দরশনে।
উথলিল প্রেম-অশ্রু-ধারা দু'নয়নে ॥ ৩৮৬ ॥
করিয়া বিলাপ বহু ভূমে প্রণমিল।
প্রভু-পরিকর-স্থানে বিদায় হৈল ॥ ৩৮৭ ॥
নবদ্বীপ-আদি স্থান করিলা দর্শন।
সর্বত্র মাগিল প্রেমভক্তি-মহাধন ॥ ৩৮৮ ॥
শ্রীগৌড়মণ্ডল বলি' করয়ে ফুৎকার।
মুখ বুক বহিয়া পড়য়ে অশ্রুধার ॥ ৩৮৯ ॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত চৈতন্যের পরিকর।
লইতে সে-সব নাম কান্দে নিরন্তর ॥ ৩৯০ ॥
প্রভুকে প্রার্থনা পুনঃ করে বারে বারে।
শ্রীগৌড়মণ্ডল কৃপা করুন আমারে ॥ ৩৯১ ॥
মহান্তের মনোবৃত্তি বুঝে কোন্ জন।
প্রসঙ্গে কহিয়ে গৌড়-প্রার্থনা-কারণ ॥ ৩৯২ ॥
শ্রীগৌড়মণ্ডল চিন্তামণি সবে কয়।
শ্রীগৌড়-কৃপা হৈতে সর্ববাঞ্ছা-সিদ্ধি হয় ॥৩৯৩॥

তথাহি গীতে (ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা)—

"গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যা'র ধন-সম্পদ,
সে জানে ভকতি-রস-সার।
গৌরাঙ্গ-মধুর-লীলা, যা'র কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্মল ভেল তাঁ'র ॥ ৩৯৪ ॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তাঁ'র হয় প্রেমোদয়,
তাঁ'রে মুঞি যাউ বলিহারি।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তাঁ'রে স্ফুরে,
সে জন ভকতি-অধিকারী ॥ ৩৯৫ ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্যসিদ্ধ করি' জানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুতপাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তাঁ'র হয় ব্রজভূমে বাস ॥ ৩৯৬ ॥

গৌর-প্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলি' ডাকে,
নরোত্তম মাগে তাঁ'র সঙ্গ ॥" ৩৯৭ ॥

ঐছে বহু মহান্ত গৌড়ের গুণ গায়।
শ্যামানন্দ গৌড়ভূমি সতত ধেয়ায় ॥ ৩৯৮ ॥
প্রভু-আজ্ঞামতে অতি উৎকণ্ঠিত মন।
বহুতীর্থ দেখি' শীঘ্র গেলা বৃন্দাবন ॥ ৩৯৯ ॥
বৃন্দাবনে গিয়া করে অপূর্ব সাধন।
দেখিতেই সবার জুড়ায় নেত্র-মন ॥ ৪০০ ॥
শ্যামসুন্দরের মহানন্দ জন্মাইল।
'শ্যামানন্দ'-নাম পুনঃ বৃন্দাবনে হৈল ॥ ৪০১ ॥
শ্রীজীব গোস্বামী চারু চেষ্টা নিরখিয়া।
পড়াইল ভক্তিগ্রন্থ নিকটে রাখিয়া ॥ ৪০২ ॥
বৃন্দাবনে বৈসে যত প্রভুপরিকর।
শ্যামানন্দে দেখি' সবে আনন্দ অন্তর ॥ ৪০৩ ॥
বৃন্দাবনে শ্যামানন্দ যে যে কার্য করে।
সে কেবল শ্রীগুরুদেব-আজ্ঞা-অনুসারে ॥৪০৪ ॥
শ্রীশ্যামানন্দের চারু চরিত শুনিয়া।
এথা শ্রীহৃদয়চৈতন্যের হর্ষ হিয়া ॥ ৪০৫ ॥
শ্রীজীব গোস্বামীরে লিখয়ে পত্রীদ্বারে।
দুঃখী কৃষ্ণদাস শিষ্যে সঁপিল তোমারে ॥ ৪০৬ ॥
ইহার যে মনোঽভীষ্ট পূরিবে সর্বথা।
কতদিন পরে পুনঃ পাঠাইবে এথা ॥ ৪০৭ ॥
শ্যামানন্দে কহিয়া পাঠান নিরন্তর।
শ্রীজীবে জানিবে তুমি আমার সোঁসর ॥ ৪০৮॥
সাবধান হ'বে ভক্তিরত্ন-উপার্জনে।
অপরাধ নহে যেন বৈষ্ণবের স্থানে ॥ ৪০৯ ॥
এইরূপ শিষ্যে সদা করে সাবধান।
গুরু-অনুগ্রহে শ্যামানন্দ ভাগ্যবান্ ॥ ৪১০ ॥
কতদিনে গৌড়ে আসি প্রভু-ইচ্ছামতে।
শ্রীমুরারির আদি শিষ্য কৈল উৎকলেতে ॥৪১১

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর অভিন্ন বিগ্রহ শ্রীনরোত্তম

এসব প্রসঙ্গ এথা না কৈল বিস্তার।
শ্রীনরোত্তমের সহ প্রণয় অপার ॥ ৪১২ ॥
বৃন্দাবনে নরোত্তম প্রেমানন্দে ভাসে।
প্রভুর ইচ্ছায় পুনঃ আইলা গৌড়দেশে ॥ ৪১৩ ॥
যে-প্রকারে গৌড়দেশে হৈল আগমন।
সে-সকল বিস্তারিয়া হইব বর্ণন ॥ ৪১৪ ॥
নরোত্তমের শিষ্য-নাম শ্রীবসন্ত।
বিপ্রকুলোদ্ভব মহাকবি বিদ্যাবন্ত ॥ ৪১৫ ॥
শ্রীনরোত্তমের গৌড়-ব্রজ-উৎকলেতে।
গমনাগমন কিছু বর্ণিলেন গীতে ॥ ৪১৬ ॥

তথাহি গীতম্। যথা রাগং—

প্রভু নরোত্তম গুণনিধি।
"কনক-কমল জিনি' সুকোমল তনুখানি
না জানি গড়িল কোন্ বিধি ॥ ৪১৭ ॥
গোরা-প্রেমে মত্ত হইয়া, রাজ্যভোগ তেয়াগিয়া
পরম আনন্দ বৃন্দাবনে।
পাইয়া অমূল্য ধন, কৈলা আত্ম-সমর্পণ
প্রভু লোকনাথের চরণে ॥ ৪১৮ ॥
কৃপা করি' লোকনাথ, করিলেন আত্মসাৎ
হইল গমন গৌড়দেশে।
শ্রীগৌড় ভ্রমণ করি', গিয়া নীলাচলপুরী
পুনঃ গৌড়ে করিলা প্রবেশ ॥ ৪১৯ ॥
প্রভু-পরিকর যত, অনুগ্রহ কৈল কত
কি অদ্ভুত গীত প্রকাশিলা।
এ দাস বসন্ত ভণে, পাষণ্ডী অসুরগণে
করুণা করিয়া উদ্ধারিলা ॥" ৪২০ ॥

ঐছে নানামতে সবে করিলা বর্ণন।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥ ৪২১ ॥
নরোত্তম যে-সময়ে গৌড়দেশ আইলা।
প্রভু লোকনাথ সে-সময়ে আজ্ঞা কৈলা ॥৪২২॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ-সেবন।
শ্রীবৈষ্ণব-সেবা শ্রীপ্রভুর সঙ্কীর্তন ॥ ৪২৩ ॥
যৈছে আজ্ঞা কৈলা, তৈছে হইলা তৎপর।
কৈল ছয় সেবা শ্রীবিগ্রহ মনোহর ॥ ৪২৪ ॥
অতি সে তাৎপর্য সদা নিমগ্ন সেবায়।
শুনিতে সে সব নাম পরাণ জুড়ায় ॥ ৪২৫ ॥

তথাহি তৎকৃতপদ্যে—

গৌরাঙ্গ, বল্লভীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন।
রাধারমণ, হে রাধে, রাধাকান্ত, নমোঽস্তু তে ॥ ৪২৬ ॥

অন্বয়। হে গৌরাঙ্গ, হে বল্লভীকান্ত, হে ব্রজমোহন, হে রাধারমণ, হে রাধে, হে রাধাকান্ত! তে (তুভ্যং) নমঃ অস্তু ॥ ৪২৬ ॥

অনুবাদ। হে গৌরাঙ্গ! হে বল্লভীকান্ত! হে ব্রজমোহন! হে রাধারমণ! হে রাধে! হে রাধাকান্ত! আপনাদিগকে আমি নমস্কার করিতেছি ॥ ৪২৬ ॥

কহিতে কে পারে তাঁ'র যৈছে শুদ্ধাচার।
কায়মনোবাক্যে শ্রীবৈষ্ণব-সেবা যাঁ'র ॥ ৪২৭ ॥
পরম আশ্চর্য সদা সঙ্কীর্তন-উৎসব।
যে সুখসমুদ্রে ভাসে আপামর সব ॥ ৪২৮ ॥
গৌড়দেশে গৌরাঙ্গের প্রিয় পরিকর।
নরোত্তমে দেখি' সবে আনন্দ অন্তর ॥ ৪২৯ ॥
শ্রীজাহ্নবী দেবী সূর্যপণ্ডিত-দুহিতা।
নিত্যানন্দ-প্রেয়সী যে জগতে পূজিতা ॥ ৪৩০ ॥
প্রেমভক্তিরত্ন-প্রদানে প্রবীণা যেহ।
শ্রীঠাকুর মহাশয় নামে হৃষ্ট তেঁহ ॥ ৪৩১ ॥
দেখি' অলৌকিক-প্রেম বৈরাগ্য প্রবল।
শ্রীজাহ্নবী দেবী মহা-আনন্দে বিহ্বল ॥ ৪৩২ ॥
কৃপা করি' শ্রীখেতুরী-গ্রামেতে আসিয়া।
করয়ে সবারে তৃপ্ত সন্দর্শন দিয়া ॥ ৪৩৩ ॥
শ্রীমতী জাহ্নবী দেবীর অনুগ্রহ যত।
মো ছার পামর তাহা বর্ণিব বা কত ॥ ৪৩৪ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় পরম উদার।
যাঁ'রে কৃপা কৈল, সর্বসিদ্ধি হৈল তাঁ'র ॥ ৪৩৫ ॥
প্রভু-ইচ্ছামতে শিষ্য কৈল কত জন।
রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী, গঙ্গানারায়ণ ॥ ৪৩৬ ॥
সন্তোষাদি সবে হৈলা ভক্তিপথে আর্য।
শ্রীনরোত্তমের সব অলৌকিক কার্য ॥ ৪৩৭ ॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ হৈয়া আনন্দিত।
বর্ণিলেন গীতে কিছু যাঁহার চরিত ॥ ৪৩৮ ॥

তথাহি গীতং—

"জয়রে জয়রে জয়, ঠাকুর নরোত্তম,
প্রেমভক্তি মহারাজ।
যা'কর মন্ত্রী, অভিন্ন কলেবর
রামচন্দ্র কবিরাজ ॥ ৪৩৯ ॥
প্রেম-মুকুটমণি, ভূষণ ভাবাবলী,
অঙ্গহি অঙ্গ বিরাজ।
নৃপ-আসন, খেতুরী মাহ বৈঠল,
সঙ্গহি ভকত-সমাজ ॥ ৪৪০ ॥
সনাতন-রূপ-কৃত, গ্রন্থ শ্রীভাগবত,
অনুদিন করত' বিচার।
রাধামাধব, যুগল উজ্জ্বল রস,
পরমানন্দ সুখসার ॥ ৪৪১ ॥
শ্রীসঙ্কীর্তন, বিষয়-রসোন্মত্ত,
ধর্মাধর্ম নাহি জান।
যোগ-দান-ব্রত- আদি ভয়ে ভাগত,
রোয়ত করম গেয়ান ॥ ৪৪২ ॥
ভাগবত-শাস্ত্রগণ, যো দেই ভকতিধন,
তাক গৌরব করু আপ।
সাংখ্য, মীমাংসক, তর্কাদিক যত,
কম্পিত দেখি' পরতাপ ॥ ৪৪৩ ॥
অভকত চৌর, সুদূরহি ভাগি রহ,
নিয়ড়ে নাই পরকাশ।
দীনহীন জনে, দেয়ল ভকতি-ধনে,
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস ॥" ৪৪৪ ॥

গোবিন্দদাসের পরিচয়

গোবিন্দ শ্রীরামচন্দ্রানুজ ভক্তিময়।
সর্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ কবি সবে প্রশংসয় ॥ ৪৪৫ ॥
শ্রীজীব শ্রীলোকনাথ আদি বৃন্দাবনে।
পরমানন্দিত যা'র গীতামৃত-পানে ॥ ৪৪৬ ॥
কবিরাজ খ্যাতি সবে দিলেন তথাই।
কত শ্লাঘা কৈল শ্লোকে ব্রজস্থ গোসাঞি ॥ ৪৪৭ ॥

তথাহি—

শ্রীগোবিন্দকবীন্দ্র-চন্দনগিরেশ্চঞ্চদ্বসন্তানিলেনা-
নীতঃ কবিতাবলী-পরিমলঃ কৃষ্ণেন্দুসম্বন্ধভাক্।
শ্রীমজ্জীব-সুরাঙ্ঘ্রিপাশ্রয়জুষো ভৃঙ্গান্ সমুন্মাদয়ন্
সর্বস্যাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমন্যৎ পরম্॥ ৪৪৮

অন্বয়। শ্রীগোবিন্দকবীন্দ্রচন্দনগিরেঃ (শ্রীগোবিন্দ-কবিরাজ এব চন্দনগিরিঃ মলয়পর্বতঃ তস্মাৎ) চঞ্চদ্বসন্তা-নিলেন আনীতঃ (চঞ্চলবসন্তবায়ুনা আনীতঃ) কৃষ্ণেন্দুসম্বন্ধ-ভাক্(কৃষ্ণচন্দ্রস্য সম্বন্ধং ভজতীতি অথবা কৃষ্ণবিষয়কঃ)কবিতা-বলীপরিমলঃ (কাব্যসমূহানাং সুগন্ধঃ মধুরিমা বা)শ্রীমজ্জীব-সুরাঙ্ঘ্রিপাশ্রয়জুষো (শ্রীমজ্জীবগোস্বামিপ্রভুরূপ কল্পতরোঃ আশ্রয়ং জুষন্তে যে তান্ অর্থাৎ শ্রীমজ্জীবপাদাশ্রয়কারিণঃ) ভৃঙ্গান্ (মধুকরসদৃশান্ ভক্তজনান্) সমুন্মাদয়ন্ (সম্যক্ চঞ্চলীকুর্বন্) ব্রজবনে (বৃন্দাবনে) সর্বস্যাপি (নিখিলভক্তজন-স্যাপি) চমৎকৃতিং (বিস্ময়ং) চক্রে (কৃতবান্) [অতএব] অন্যৎ পরং কিম্ ? (এতদধিকং বিস্ময়করং কিমপি নাস্তি)॥

অনুবাদ। শ্রীগোবিন্দকবিরাজরূপ চন্দনগিরি হইতে চঞ্চল বসন্তবায়ুদ্বারা আনীত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সম্বন্ধযুক্ত কবিতাবলীর সৌরভ শ্রীমজ্জীবগোস্বামিরূপ কল্পতরু-আশ্রয়কারী ভক্তভৃঙ্গগণকে সম্যগ্রূপে ব্যাকুল করিয়া বৃন্দাবনের সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। অতএব ইহা অপেক্ষা আর অধিক মাহাত্ম্য কি হইতে পারে? ৪৪৮॥

শ্রীজীবগোস্বামী পত্রীদ্বারে ব্রজ হৈতে।
পুনঃ-পুনঃ লেখে গীতামৃত পাঠাইতে ॥ ৪৪৯ ॥
শ্রীগোবিন্দ-কবিরাজ গীতামৃতগণে।
গোস্বামীর আদেশে পাঠান বৃন্দাবনে ॥ ৪৫০ ॥
এসব প্রসঙ্গ আগে হ'বেন বিস্তার।
শ্রীগোবিন্দ-কবিরাজ প্রাণ সবাকার ॥ ৪৫১ ॥
যবে যে বর্ণয়ে তাহা পরামৃত হয়।
নরোত্তম-কবিরাজ আদি আস্বাদয় ॥ ৪৫২ ॥
যখন যা' বর্ণিতে কহয়ে বিজ্ঞগণে।
তখন তা' বর্ণয়ে পরানন্দ-মনে ॥ ৪৫৩ ॥
হরিনারায়ণ রাজা বৈষ্ণব-প্রধান।
রামচন্দ্র বিনা তিঁহ না জানয়ে আন ॥ ৪৫৪ ॥
তিঁহ যৈছে শিষ্য হইলা, যে শিষ্য করিল।
সে-সব প্রসঙ্গ এথা বর্ণিতে নারিল ॥ ৪৫৫ ॥
হরিনারায়ণ কবিরাজে নিবেদিলা।
শ্রীরামচরিত্র-গীত তা'রে বর্ণি' দিলা ॥ ৪৫৬ ॥

তথাহি গীতং, যথা রাগঃ—

"জয় জয় রাম, রাম রঘুনন্দন,
জনকসুতা নিজ-কান্ত।
সুর, নর, বানর, খচর, নিশাচর,
যছু গুণ গাওয়ে অনন্ত ॥ ৪৫৭ ॥
জয় জয় দূর্বাদল, নব জলধর,
কঞ্জনয়ন রণধীর।
ডাহিনে নিহিত শর, বামে ধনুর্ধর,
জলনিধি কোটি গভীর ॥ ৪৫৮ ॥
পাদুকা ধরত, ভরত ভরতানুজ,
ছত্র চামর নাহি ছোড়ি।
শিব, চতুরানন, সনক, সনাতন,
সম্মুখে রহে কর যোড়ি ॥ ৪৫৯ ॥
হৃদয়ে আনন্দিত, মারুত-নন্দন,
ভরত-চরণ করু সেবা।
গোবিন্দ-দাস, হৃদয়ে অবধারল,
হরিনারায়ণ অধিদেবা ॥ ৪৬০ ॥

ঐছে শ্রীসন্তোষ দত্ত অনুমতি দিল।
'সঙ্গীত-মাধব'-নাম নাটক বর্ণিল ॥ ৪৬১ ॥
রাধাকৃষ্ণ পূর্বরাগ অপূর্ব তাহাতে।
শুনিয়া সন্তোষ দত্ত পরমানন্দচিতে ॥ ৪৬২ ॥

সন্তোষদত্তের চরিত

প্রসঙ্গে কহিয়ে কিছু সন্তোষ-আখ্যান।
যাহার শ্রবণে তৃপ্ত কর্ণ, মনঃ, প্রাণ ॥ ৪৬৩ ॥
রাজধানী স্থান পদ্মাবতী-তীরবর্তী।
গোপালপুর-নগর সুন্দর বসতি ॥ ৪৬৪ ॥
তথা বিলসয়ে রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত।
শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত পরম মহত্ত্ব ॥ ৪৬৫ ॥
জ্যেষ্ঠ পুরুষোত্তম কনিষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ।
এই দুই ভ্রাতার প্রীতে লোকের আনন্দ ॥৪৬৬॥

শ্রীকৃষ্ণানন্দের পুত্র শ্রীল নরোত্তম।
পূর্বে জানাইল যাঁ'র চরিত্রানুপম ॥ ৪৬৭ ॥
শ্রীপুরুষোত্তমের তনয় সন্তোষাখ্য।
শ্রীকৃষ্ণানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র কার্যে দক্ষ ॥ ৪৬৮ ॥
গৌড়রাজামাত্য প্রজাপালনে প্রবীণ।
অত্যন্ত প্রভাব, অন্য যাঁহার অধীন ॥ ৪৬৯ ॥
সর্বপ্রকারে সবার আনন্দ বাড়য়।
অতি বিদ্যাবান্ শাস্ত্র-প্রসঙ্গ সদায় ॥ ৪৭০ ॥
শ্রীমন্নরোত্তমের ভ্রাতা ও শিষ্য তাঁ'র।
গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-সেবায় শুদ্ধাচার ॥ ৪৭১ ॥

তথাহি শ্রীসঙ্গীতমাধবনাটকে—

পদ্মাবতীতীরবর্তি-গোপালপুর-নগরবাসী গৌড়াধিরাজমহামাত্য-শ্রীপুরুষোত্তমদত্ত-সত্তমতনুজঃ শ্রীসন্তোষদত্তঃ, স হি শ্রীনরোত্তমদত্ত-সত্তম-মহাশয়ানাং কনীয়ান্ যঃ পিতৃব্য-ভ্রাতৃশিষ্যঃ, তেন চ শ্রীরাধামাধবয়োঃ প্রকটলীলানুসারেণ লৌকিকরীত্যা পূর্বরাগাদি-বিলাসাঢ্যং সঙ্গীতমাধবং নাটকং বিরচয্য নানারত্নাদিদানেন নাম্না পুরস্কৃত্য সমর্পিতমস্তি॥৪৭২

অনুবাদ। শ্রীসন্তোষদত্ত সাধুশ্রেষ্ঠ শ্রীপুরুষোত্তম দত্তের পুত্র। তিনি পদ্মাবতী-তীরবর্তী গোপালপুর-নগরের অধিবাসী এবং গৌড়াধিপতির প্রধান অমাত্য। তিনি মহাজনবর শ্রীনরোত্তমদত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠ পিতৃব্য-ভ্রাতা এবং তাঁহারই শিষ্য। তিনি রাধামাধবের প্রকট-লীলানুসারে লৌকিক রীতিতে পূর্বরাগাদিবিলাসযুক্ত 'সঙ্গীতমাধব'-নাটক বিরচিত করিয়া নানারত্নাদি-দানানন্তর স্বীয়নামাঙ্কিত করিয়া উহা সমর্পণ করিতেছেন ॥ ৪৭২ ॥

পুনঃ—

যোঽন্তঃ প্রেমগুণৈর্নিবধ্য যুগপৎ শ্রীরাধিকামাধবৌ
হৃৎপদ্মেন বহির্নিধায় জগতাং ভদ্রোদয়ায় স্ফুটম্।
সাক্ষাদেব নিজালয়ে চ বিদধে সেবাং সমস্তার্পণৈ-
স্তস্মাদপ্যপরোঽস্তি কোঽত্র সুকৃতি-সন্তোষদত্তাদলম্ ॥৪৭৩॥

অন্বয়। যঃ (সন্তোষদত্তঃ) যুগপৎ (এককালে) শ্রীরাধিকামাধবৌ (শ্রীরাধাগোবিন্দদেবৌ) অন্তঃ (অভ্যন্তরে) হৃৎপদ্মেন (হৃৎকমলেন) প্রেমগুণৈঃ (অনুরাগবলেন প্রেমরূপ-রজ্জুভির্বা) নিবধ্য (আবদ্ধং কৃত্বা) [পুনশ্চ] জগতাং (বিশ্বানাং বিশ্ববাসিনাঞ্চ) ভদ্রোদয়ায় (মঙ্গলোৎপাদনায়) সাক্ষাদেব (প্রকটীভূতাবেব) স্ফুটং (প্রকাশ্যেন) বহিঃ (জগৎসমক্ষং) নিধায় চ (প্রকটীকৃত্য প্রতিষ্ঠাপ্য চ) সমস্তার্পণৈঃ (নিখিলপূজোপকরণসম্ভারৈঃ, কায়মনো-বচোভিঃ) নিজালয়ে (স্বগৃহে) সেবাং বিদধে (অর্চনাং কৃতবান্)। তস্মাৎ (প্রসিদ্ধাৎ) সন্তোষদত্তাৎ (শ্রীল-নরোত্তমশিষ্যাৎ অপি অপরঃ (অন্যঃ) অত্র (জগতীতলে) কঃ অলং (অতিশয়েন) সুকৃতী (ভক্তিসৌভাগ্যশালী) অস্তি ? (ন কোঽপীত্যর্থঃ) ॥ ৪৭৩ ॥

অনুবাদ। যিনি যুগপৎ শ্রীরাধামাধবকে প্রেমগুণদ্বারা হৃৎপদ্মে আবদ্ধ করিয়া এবং বাহিরে জগতের মঙ্গলোদয়ের নিমিত্ত সাক্ষাদ্ভাবে তাঁহাদিগকে স্পষ্টরূপে প্রকটীকৃত করিয়া নিজগৃহে সর্বস্বার্পণপূর্বক সেবা সম্পাদন করেন, সেই সন্তোষদত্ত ব্যতীত জগতে অধিক সৌভাগ্যশালী সজ্জন অন্য আর কে আছে ? ॥ ৪৭৩ ॥

পুনঃ—

অহো শ্রীগৌরাঙ্গো ব্রজদয়িতরাধারমণতঃ
সদা রাধাকান্তপ্রকট-হরিদেহ-ব্যতিকরাঃ।
সভা কিং শোভা কিং কিমুত গুরুসেবা সমভবন্
সন্তোষাদন্যঃ পরমহহ সন্তোষভবনম্ ॥ ৪৭৪ ॥

অন্বয়। অহো (আশ্চর্যে) শ্রীগৌরাঙ্গঃ (শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যঃ, আদৌ প্রকটীভূতঃ) ব্রজদয়িতরাধারমণতঃ (ব্রজস্য ব্রজজনস্য বা দয়িতঃ প্রিয়ঃ শ্রীরাধারমণঃ তস্মাৎ, তদনন্তরম্) সদা (নিরন্তরং) রাধাকান্তপ্রকট-হরিদেহ-ব্যতিকরাঃ (শ্রীরাধাকান্তস্য প্রকটাঃ স্পষ্টাঃ হরিদেহস্য শ্রীবিগ্রহস্য ব্যতিকরাঃ সম্বন্ধাঃ বিস্তৃতয়ো বা) অহহ (খেদে) কিং (কীদৃশী) সভা, কিং শোভা (অভূতপূর্বা শ্রীঃ) কিমুত গুরুসেবা (অলৌকিকী ঐকান্তিকী চ শ্রীগুরোরারাধনা) সমভবৎ (সম্যগতিষ্ঠৎ)। [অতঃ] সন্তোষাৎ (শ্রীসন্তোষদত্তাৎ) অন্যঃ (অপরঃ) পরং সন্তোষভবনং (ভক্তপ্রীতিস্থলং) ন (নাসীৎ) ॥ ৪৭৪ ॥

অনুবাদ। অহো প্রথমতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহ প্রকটিত হইলেন। তদনন্তর শ্রীরাধারমণ, অতঃপর নিরন্তর

শ্রীরাধাকান্ত-শ্রীবিগ্রহের প্রকট-সম্বন্ধ প্রকাশিত হইল। আহা, শ্রীল নরোত্তম-প্রভুর গৃহে কি মনোরম সভা, কি চমৎকার-শোভা, কি অদ্ভুত গুরুসেবা হইতেছিল! সন্তোষদত্ত ব্যতীত অন্য কেহই শুদ্ধভক্ত ও মানব সমাজের সন্তোষের আশ্রয় ছিল না ॥ ৪৭৪ ॥

সন্তোষদত্তের মহা-আশ্চর্য ক্রিয়ায়।
পরস্পর লোকে সন্তোষের গুণ গায় ॥ ৪৭৫ ॥
কেহ কহে বুঝি কেহ সহায় আছয়।
নহিলে এ-ভক্তিধন-প্রাপ্তি নাহি হয় ॥ ৪৭৬ ॥
কেহ কহে বুঝি কবিরাজ নরোত্তম।
ইহার সহায় তেঞি বুদ্ধি অনুপম ॥ ৪৭৭ ॥

তথাহি শ্রীসঙ্গীতমাধবনাটকে—

যৎসহায়ৌ সদা শ্রীমৎ-কবিরাজ-নরোত্তমৌ
তস্যৈবমীদৃশী বুদ্ধিঃ কিমাশ্চর্যায় কল্পতে ॥ ৪৭৮ ॥

অন্বয়। শ্রীমৎকবিরাজ-নরোত্তমৌ (শ্রীল-রামচন্দ্র-কবিরাজ-নরোত্তমৌ)সদা যৎসহায়ৌ(যস্য সাহায্যকারিণৌ উৎসাহদাতারৌ চ) তস্য (শ্রীসন্তোষদত্তস্য) এবম্ ঈদৃশী (এবম্বিধা অদ্ভুতা) বুদ্ধিঃ (সর্বতোগামিনী প্রতিভা অস্তি) [ইতি] কিম্ (প্রশ্নে) আশ্চর্যায় (বিস্ময়ায়) কল্পতে (সম্ভবতি) [নাস্ত্যত্র বিস্ময়কারণমিত্যর্থঃ] ॥ ৪৭৮ ॥

অনুবাদ। শ্রীমৎকবিরাজ ও নরোত্তমপ্রভু সর্বদা যাঁহার সহায়, তাঁহার এই প্রকার চেষ্টা ও ঈদৃশী বুদ্ধি হইবে, ইহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে ॥ ৪৭৮ ॥

শ্রীসন্তোষদত্তের আশ্চর্য ভক্তিপ্রথা।
গ্রন্থ-বাহুল্যার্থে বিস্তারিতে নারি এথা ॥ ৪৭৯ ॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজসহ অতি স্নেহ।
সকল অভিন্ন দৃষ্টে ভিন্ন মাত্র দেহ ॥ ৪৮০ ॥
শ্রীখেতরী-গ্রামে এ সকল প্রিয়-সঙ্গে।
শ্রীকবিরাজ নরোত্তম বিলসয়ে রঙ্গে ॥ ৪৮১ ॥
অগ্রে জানাইল এই দোঁহার যে রীত।
এ প্রসঙ্গ-শ্রবণে উপজে কৃষ্ণে প্রীত ॥ ৪৮২ ॥
শ্রীরামচন্দ্রের ইষ্টসেবা যে-প্রকার।
আগে জানাইব ইহা করিয়া বিস্তার ॥ ৪৮৩ ॥
এবে কহি পূর্বে যে করিল নিবেদন।
শ্রীগোকুলানন্দ চক্রবর্তী বিবরণ ॥ ৪৮৪ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ।
দ্বিজ হরিদাসাচার্য যে খণ্ডে বিপদ ॥ ৪৮৫ ॥
প্রেমভক্তি-মহারত্ন-প্রদানে প্রবীণ।
সঙ্কীর্তন-রসেতে উন্মত্ত রাত্রিদিন ॥ ৪৮৬ ॥
তাঁ'র পুত্র গোকুলানন্দ শ্রীদাসদ্বয়।
শিশুকাল হৈতে সর্বচিত্ত আকর্ষয় ॥ ৪৮৭ ॥
অনায়াসে হৈলা সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ।
সঙ্কীর্তনানন্দে উন্মত্ত অনুক্ষণ ॥ ৪৮৮ ॥
কি কহিব শ্রীগোকুলানন্দের মহিমা।
শ্রীনিবাস আচার্যের অনুগ্রহ-সীমা ॥ ৪৮৯ ॥
যৈছে আজ্ঞা কৈল পিতা গোকুলের প্রতি।
তৈছে শিষ্য হৈয়া গুরুপদে হৈল রতি ॥ ৪৯০ ॥
মহাবিজ্ঞ শ্রীদাসের তৈছে ভক্তি-প্রথা।
বিশেষ জানিবে আগে এ অদ্ভুত কথা ॥ ৪৯১ ॥
শ্রীনিবাস আচার্য পরম দয়াময়।
এ-সকল শিষ্য-সঙ্গে সুখে বিলসয় ॥ ৪৯২ ॥
ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ করয়ে সদায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগুণে জগৎ মাতায় ॥ ৪৯৩ ॥
শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর প্রিয় দাস।
ব্যাপিল যাহার যশে এ ভূমি-আকাশ ॥ ৪৯৪ ॥
শ্রীনিবাস-জন্মাদি-চরিত্র মনোহর।
বৈষ্ণবের সাধ এ শুনিতে নিরন্তর ॥ ৪৯৫ ॥
বৈষ্ণবের চেষ্টা কিছু বুঝিতে নারিল।
মো-হেন মূর্খেরে বর্ণিবারে আজ্ঞা দিল ॥ ৪৯৬ ॥
তাঁ' সবার আজ্ঞাবল হৃদয়ে ধরিয়া।
যে কিছু কহিব তাঁ' শুনিবে হৃষ্ট হইয়া ॥ ৪৯৭ ॥
শ্রীনিবাস-চরিত্র শুনিতে যাঁ'র মন।
তাঁ'রে সুপ্রসন্ন গৌর ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ ৪৯৮ ॥
ইহা শুনইতে যাঁ'র উল্লাস অন্তরে।
প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত কৃপা তাঁ'রে ॥ ৪৯৯ ॥
প্রভু গদাধর শ্রীবাসাদি ভক্তগণ।
ইথে রতি যাঁ'র তাঁ'রে দেন ভক্তিধন ॥ ৫০০ ॥
ইহার চরিত্রে যাঁ'র নাহিক বিশ্বাস।
এই সব তাহার করয়ে সর্বনাশ ॥ ৫০১ ॥

শ্রীনিবাস-চরিত্র শুনহ সর্বজন।
অনায়াসে হ'বে সব বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ৫০২ ॥
প্রসঙ্গ পাইয়া ইথে আর যে বর্ণিব।
সে সব শুনিতে মহা-আনন্দ বাঢ়িব ॥ ৫০৩ ॥
অতি সুমধুর এই শ্রবণ-পরশে।
বহির্মুখ সম্মুখ না হ'ব অনায়াসে ॥ ৫০৪ ॥
পুনঃ-পুনঃ নিবেদিয়ে অহে শ্রোতাগণ।
নিরন্তর কর এই গ্রন্থ-আস্বাদন ॥ ৫০৫ ॥
গ্রন্থনাম থুইল বিজ্ঞে ভক্তিরত্নাকর।
বিবিধ তরঙ্গ ইথে অতি মনোহর ॥ ৫০৬ ॥
শ্রীভক্তগোষ্ঠীর পাদপদ্ম ধরি' শিরে।
সতত ডুবহ এই ভক্তিরত্নাকরে ॥ ৫০৭ ॥
ভক্তের সম্পত্তি ভক্তি কহে সর্বজন।
ভক্তে দিলে মিলে এই ভকতি-রতন ॥ ৫০৮ ॥
জয় জয় ভক্তিদেবি ! কৃপা কর দীনে।
অভিলাষ পূর্ণ নহে ভক্তিস্পর্শ বিনে ॥ ৫০৯ ॥
বহু জন্ম করে যদি বিবিধ সাধন।
তথাপি দুর্লভ কৃষ্ণপদে ভক্তিধন ॥ ৫১০ ॥
প্রভুপাদে সে ধন পাইতে য'ার সাধ।
সে করুক নিরন্তর ভক্তিরসাস্বাদ ॥ ৫১১ ॥
ভক্তিরত্ন যত্ন করি' রাখহ হিয়ায়।
সবার প্রধান ভক্তি সর্বশাস্ত্রে গায় ॥ ৫১২ ॥

তথাহি পাদ্মে—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা ॥ ৫১৩ ॥

অন্বয়। মুক্তিঃ (মোক্ষঃ) জ্ঞানতঃ (আত্ম-পরমাত্ম-জ্ঞানাৎ) সুলভা (সহজলভ্যা) ভুক্তিঃ (স্বর্গাদিভোগঃ) যজ্ঞাদি-পুণ্যতঃ (অশ্বমেধাগ্নিষ্টোমযজ্ঞজনিতপুণ্যহেতোঃ) [সুলভা] সা (চিরপ্রসিদ্ধা) ইয়ং (বক্ষ্যমাণা) হরিভক্তিঃ (কৃষ্ণ-ভক্তিঃ) সাধনসাহস্রৈঃ (সাধনানাং হরিগুরুবৈষ্ণবকৃপা-ব্যতিরিক্তানাং উপায়ানাং সহস্রৈঃ অসংখ্যাতৈঃ অপি) সুদুর্লভা (অতিশয়েন দুর্লভা) ॥ ৫১৩ ॥

অনুবাদ। জ্ঞান হইতে মোক্ষলাভ সুলভ এবং যজ্ঞাদিপুণ্য হইতে ভোগ লাভ করা সহজ। কিন্তু এই বিশ্ববিশ্রুতা চিরপ্রসিদ্ধা হরিভক্তি নিজের সহস্র সহস্র সাধনদ্বারা অতিশয় দুর্লভা ॥ ৫১৩ ॥

শ্রীভক্তির মহিমা কহিতে সাধ্য কা'র।
ভক্তিরসাস্বাদিতে চৈতন্য-অবতার ॥ ৫১৪ ॥
হেন অবতারের বালাই লৈয়া মরি।
মহানীচে কৈল শ্রীকৃষ্ণভক্তি-অধিকারী ॥ ৫১৫ ॥
নহিলে এ ভক্তিরত্ন রাখে লুকাইয়া।
কখনও না দেয়, ছুটে ভুক্তিমুক্তি দিয়া ॥ ৫১৬ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (৫।৬।১৮)—

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥ ৫১৭ ॥

অন্বয়। হে রাজন্, ভগবান্ মুকুন্দঃ ভবতাং (পাণ্ডবানাং) যদূনাং পতিঃ (পালকঃ) গুরুঃ (উপদেষ্টা), অলং দৈবম্ (উপাস্যঃ) প্রিয়ঃ (সুহৃৎ) কুলপতিঃ (কুলস্য পতিঃ নিয়ন্তা কিং বহুনা) ক্ব চ (কদাপি) বঃ (পাণ্ডবানাং) কিঙ্করঃ (দৌত্যাদিষু আজ্ঞানুবর্তী) অস্তু (নাম); এবং (তথাপি) অঙ্গ, (হে রাজন্), ভজতাং (জনানাং) মুক্তিং দদাতি স্ম [কিন্তু] কর্হিচিৎ ভক্তিযোগং ন (প্রেমভক্তিযোগং ন দদাতি যথা পাণ্ডবেভ্যঃ প্রেমভক্তিং দদাতি স্ম, তথা ন অন্যেভ্যঃ, অতঃ যূয়ং ধন্যতমাঃ ইতি ভাবঃ) ॥ ৫১৭ ॥

অনুবাদ। হে রাজন্, ভগবান্ মুকুন্দ আপনাদিগের (পাণ্ডবগণের) ও যদুগণের পালক, গুরু, উপাস্য, বন্ধু ও কুলের নিয়ামক; অধিক কি, তিনি কোন সময় (ভক্ত-বাৎসল্যহেতু) আপনাদিগের (পাণ্ডবগণের) কিঙ্করের কার্যও করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার ভজন করেন, তিনি তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন, কিন্তু ভক্তিযোগ কাহাকেও কখনও দেন না ॥ ৫১৭ ॥

ব্রহ্মার দুর্লভ ভক্তি কেবা ইহা পায়।
হইল সুলভ কৃষ্ণচৈতন্য-কৃপায় ॥ ৫১৮ ॥
প্রভু নিত্যানন্দ অভিন্ন বলরাম।
মহাবিষ্ণু-অবতার শ্রীঅদ্বৈত-নাম ॥ ৫১৯ ॥
মরি মরি কি অদ্ভুত করুণা দোঁহার।
জগত ভরিয়া কৈল ভক্তির পাথার ॥ ৫২০ ॥

শ্রীপণ্ডিত-গদাধর আদি প্রভুর শক্তি।
কৃপা করি' কা'রে বা না দিল কৃষ্ণভক্তি ॥ ৫২১ ॥
শ্রীবাসাদি যতেক প্রভুর ভক্তগণ।
মহানন্দে ভক্তিধন কৈল বিতরণ ॥ ৫২২ ॥
ভক্তিদাতা গোরাগুণ কে বর্ণিতে পারে।
আপনি করয়ে দান করায়ে সবারে ॥ ৫২৩ ॥
স্থানে স্থানে ভক্তগণে করি' নিয়োজিত।
পরম-দুর্লভ-ভক্তি করিল বিদিত ॥ ৫২৪ ॥

গোস্বামিগণের ভক্তিশাস্ত্র-প্রচার—

দিলেন পশ্চিমদেশে রূপ-সনাতনে।
তথা প্রকাশিলা ভক্তিশাস্ত্রের প্রমাণে ॥ ৫২৫ ॥
বর্ণিলেন গ্রন্থ শ্রীহরিভক্তিবিলাস।
লক্ষ লক্ষ ভক্তি-অঙ্গ তাহাতে প্রকাশ ॥ ৫২৬ ॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থ মহাশূর।
যাহা শুনি' ভক্ত-চিত্তে আনন্দ প্রচুর ॥ ৫২৭ ॥
দুই মহারথী প্রভু-ভক্ত প্রিয়পাত্র।
কৃষ্ণভক্তি লভে এ-দোঁহার স্মৃতিমাত্র ॥ ৫২৮ ॥
শ্রীজীব গোস্বামী আদি যত মহাশয়।
ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশি' ভুবন কৈল জয় ॥ ৫২৯ ॥
শ্রীজীব গোসাঞির গুণ কে বর্ণিতে পারে।
সনাতন গোস্বামীর পূর্ণকৃপা যাঁ'রে ॥ ৫৩০ ॥

শ্রীসনাতন গোস্বামী

শ্রীসনাতনের অতি অদ্ভুত চরিত।
শ্রীমদ্ভাগবতে যাঁ'র অতিশয় প্রীত ॥ ৫৩১ ॥
প্রথম বয়সে স্বপ্নে এক বিপ্রবর।
শ্রীমদ্ভাগবত দেই আনন্দ অন্তর ॥ ৫৩২ ॥
স্বপ্নভঙ্গে সনাতন ব্যাকুল হইলা।
প্রাতে সেই বিপ্র শ্রীমদ্ভাগবত দিলা ॥ ৫৩৩ ॥
পাইয়া শ্রীভাগবত মহাহর্ষচিতে।
মগ্ন হৈলা প্রভু প্রেমামৃত-সমুদ্রেতে ॥ ৫৩৪ ॥
শ্রীমদ্ভাগবত-অর্থ যৈছে আস্বাদিল।
তাহা শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে প্রকাশিল ॥ ৫৩৫ ॥
শ্রীসনাতনের পূর্ব কহি সংক্ষেপেতে
শ্রীজীব গোস্বামী বিস্তারিলা তোষণীতে ॥৫৩৬॥

তথাহি শ্রীলঘুতোষণ্যাং—

যে শ্রীভাগবতং প্রাপ্য স্বপ্নে প্রাতশ্চ জাগরে।
স্বপ্নদৃষ্টাদেব বিপ্রাৎ প্রথমে বয়সি স্থিতাঃ ॥ ৫৩৭ ॥
মমজ্জুঃ শ্রীভগবতঃ প্রেমামৃত-মহাম্বুধৌ।
তেষামেব হি লেখোঽয়ং শ্রীসনাতননামিনাং ॥ ৫৩৮ ॥

অন্বয়। প্রথমে (আদ্যে) বয়সি (প্রকটকালে) স্থিতাঃ (অবস্থিতাঃ) যে (শ্রীল সনাতন-গোস্বামিচরণাঃ) স্বপ্নে (স্বপ্নদর্শনকালে) প্রাতশ্চ (প্রভাতে চ) জাগরে (জাগরণ-সময়ে) স্বপ্নদৃষ্টাদেব (স্বপ্নে লক্ষিতাদেব) বিপ্রাৎ (ব্রাহ্মণাৎ) শ্রীভাগবতং (শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যং মহাপুরাণং) প্রাপ্য (লব্ধ্বা) শ্রীভগবতঃ (শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য) প্রেমামৃত-মহাম্বুধৌ (প্রেম এব অমৃতং তস্য মহাম্বুধৌ মহাসমুদ্রে) মমজ্জুঃ (নিমজ্জিতবন্তঃ) তেষাং(প্রসিদ্ধানাং) শ্রীসনাতননামিনাং(শ্রীল সনাতনাভি-ধেয়ানাং) এব (নিশ্চয়ার্থে) হি অয়ং (বক্ষ্যমাণঃ) লেখঃ (গ্রন্থঃ, কৃতির্বা) ॥ ৫৩৭-৩৮ ॥

অনুবাদ। যিনি প্রথম বয়সে স্বপ্নে জনৈক বিপ্র হইতে শ্রীমদ্ভাগবত লাভ করিয়াছিলেন এবং স্বপ্নভঙ্গে জাগরণকালে প্রভাতেও সেই স্বপ্নদৃষ্ট ব্রাহ্মণের নিকট হইতে উহা পাইয়াছিলেন। যিনি তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রেমামৃত-মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীসনাতন গোস্বামিনামে বিখ্যাত মহাজনেরই লিখিত এই গ্রন্থ ॥ ৫৩৭-৩৮ ॥

তদেতদ্বিনিবেদ্যাপি কিঞ্চিদন্যদ্বিবক্ষয়া।
অথো তদঙ্ঘ্রিজীবেন জীবেনেদং নিবেদ্যতে ॥৫৩৯॥

অন্বয়। তৎ (তস্মাৎ) এতৎ (গ্রন্থং) বিনিবেদ্য অপি (যথাযথং সঙ্কলয়িত্বাপি) অন্যৎ (অপরং) কিঞ্চিৎ (যৎ-সামান্যং) বিবক্ষয়া (বক্তুমিচ্ছয়া) অথো (অনন্তরং) তদঙ্ঘ্রিজীবেন (তস্য অঙ্ঘ্রী পাদৌ এব আত্মা যস্য তেন অথবা তৎপাদপদ্মমবলম্ব্য এব জীবতীতি তেন) জীবেন (শ্রীজীবগোস্বামিনা) ইদং (প্রবন্ধচয়ঃ বাক্যং বা) নিবেদ্যতে (বিজ্ঞাপ্যতে) ॥ ৫৩৯ ॥

অনুবাদ। সেই হেতু অগ্রে তল্লিখিত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া আরও কিছু বলিবার ইচ্ছায় তৎপাদপদ্মৈকজীবন শ্রীজীব ইহা নিবেদন করিতেছেন ॥ ৫৩৯ ॥

শ্রীজীবের ঊর্দ্ধ্বতন সপ্তপুরুষের পরিচয়—

শ্রীজীবগোস্বামী সপ্তপুরুষ প্রচার।
প্রথম হৈতে নাম কহি তাঁ' সবার ॥ ৫৪০ ॥

শ্রীসর্বজ্ঞ জগদ্‌গুরু নাম বিপ্ররাজ।
মহাপূজ্য যজুর্বেদী গোত্র-ভরদ্বাজ ॥ ৫৪১ ॥
সর্ববেদে অধ্যাপক মহাপরাক্রম।
কর্ণাটদেশের রাজা নাহি যাঁ'র সম ॥ ৫৪২ ॥
সর্বমহীপতি সদা পূজয়ে যাঁহারে।
যৈছে লক্ষ্মীবন্ত তাহা কে কহিতে পারে ॥৫৪৩॥
তাঁ'র পুত্র অনিরুদ্ধদেব ইন্দ্রসম।
চন্দ্রেও করয়ে স্পর্দ্ধা যশঃ সর্বোত্তম ॥ ৫৪৪ ॥
মহীপতি-পূজিত বেদজ্ঞ লক্ষ্মীবান্।
পৃথিবীতে বিখ্যাত মহিষীদ্বয় তাঁ'ন ॥ ৫৪৫ ॥
রূপেশ্বর হরিহর নামে পুত্রদ্বয়।
বহুগুণ সর্বত্র বিদিত অতিশয় ॥ ৫৪৬ ॥
শাস্ত্রে বিচক্ষণ জ্যেষ্ঠপুত্র রূপেশ্বর।
শস্ত্রে মহাপ্রবীণ কনিষ্ঠ হরিহর ॥ ৫৪৭ ॥
বিবাহ করিয়া দোঁহে দিয়া রাজ্যভার।
শ্রীকৃষ্ণের ধামপ্রাপ্তি হৈল পিতার ॥ ৫৪৮ ॥
কতদিন পরে লোক-সজ্যট্ট করিয়া।
লইল জ্যেষ্ঠের রাজ্য কনিষ্ঠ হইয়া ॥ ৫৪৯ ॥
রাজ্য গেলে রূপেশ্বর পত্নীর সহিতে।
অষ্ট অশ্বে যুক্ত আইলা পৌলস্ত্য দেশেতে ॥৫৫০॥
শ্রীশিখরেশ্বর-সখ্য তাঁ'তে সুখ পাই।
রূপেশ্বর দেব বাস করিল তথাই ॥ ৫৫১ ॥
শ্রীরূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ-নাম।
পরম সুন্দর সর্বগুণে অনুপম ॥ ৫৫২ ॥
অঙ্গসহ চতুর্বেদাদিক-অধ্যয়নে।
পরম অপূর্ব যশঃ বিদিত ভুবনে ॥ ৫৫৩ ॥
কি অপূর্ব পদ্মনাভদেবের চরিত।
শ্রীজগন্নাথের প্রেমে সদা উল্লসিত ॥ ৫৫৪ ॥
পদ্মনাভ নৃপ সে শিখর-ভূমি হৈতে।
আইলেন গঙ্গাতীরে বাস-স্পৃহা চিতে ॥ ৫৫৫ ॥
নবহট্ট-গ্রামে বাস কৈল মহাশয়।
নৈহাটি-নাম যা'র সর্বলোকে কয় ॥ ৫৫৬ ॥
তথা পদ্মনাভদেব মহাহর্ষ-চিতে।
শ্রীপুরুষোত্তম-মূর্তি পূজয়ে যত্নেতে ॥ ৫৫৭ ॥
করি' যজ্ঞে উৎসব পরমানন্দ হৈল।
অষ্টাদশ কন্যা পঞ্চপুত্র জন্মাইল ॥ ৫৫৮ ॥
শ্রীপুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ।
মুরারি, মুকুন্দ এই পুত্র পঞ্চজন ॥ ৫৫৯ ॥
পুরুষোত্তম জ্যেষ্ঠ, সর্বকনিষ্ঠ মুকুন্দ।
সর্বাংশে প্রবীণ, সর্বোত্তম গুণবৃন্দ ॥ ৫৬০ ॥
শ্রীমুকুন্দদেবের নন্দন শ্রীকুমার।
বিপ্রকুল-প্রদীপ, পরম শুদ্ধাচার ॥ ৫৬১ ॥
সদা যজ্ঞাদিক ক্রিয়া নিভৃতে করয়।
কদাচার-জন-স্পর্শে অতিভীত হয় ॥ ৫৬২ ॥
যদি অকস্মাৎ কভু দেখয়ে যবন।
করে প্রায়শ্চিত্ত, অন্ন না করে গ্রহণ ॥ ৫৬৩ ॥
জ্ঞাতিবর্গ হইতে উদ্বেগ হৈল মনে।
ছাড়িলেন নবহট্টগ্রাম সেই ক্ষণে ॥ ৫৬৪ ॥
নিজগণসহ বঙ্গদেশে শীঘ্র গেলা।
'বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপ'-গ্রামেতে বাস কৈলা ॥ ৫৬৫ ॥
যশোরে ফতেয়াবাদ নামে গ্রাম হয়।
গতায়াত-হেতু তথা করিল আলয় ॥ ৫৬৬ ॥
কুমারদেবের হৈল অনেক সন্তান।
তা'র মধ্যে তিন পুত্র বৈষ্ণবের প্রাণ ॥ ৫৬৭ ॥
সনাতন, রূপ, শ্রীবল্লভ এই ত্রয়।
স্বগোত্র অন্যত্র যে অর্চিত অতিশয় ॥ ৫৬৮ ॥

তথাহি তত্রৈব—

উদ্যচ্চারুপদক্রমাশ্রিতবতী যস্যামৃতস্রাবিণী
জিহ্বা কল্পলতাত্রয়ীমধুকরী ভূয়ো নরীনৃত্যতে।
রেজে রাজসভাসভাজিতপদঃ কর্ণাটভূমিপতিঃ
শ্রীসর্বজ্ঞ-জগদ্‌গুরুর্ভুবি ভরদ্বাজান্বয়গ্রামণীঃ ॥ ৫৬৯ ॥

অন্বয়। যস্য (শ্রীসর্বজ্ঞ-জগদ্‌গুরু-নৃপতেঃ) উদ্যচ্চারুপদক্রমাশ্রিতবতী (উদ্যন্তঃ উৎকৃষ্টাঃ চারুপদক্রমাঃ বিচিত্রশব্দবিন্যাসাঃ তান্ আশ্রিতবতী প্রাপ্তবতী) অমৃতস্রাবিণী (পীযূষবর্ষিণী) কল্পলতাত্রয়ীমধুকরী (বেদত্রয়রূপা যা কল্পলতা তস্যাঃ মধুকরী) জিহ্বা (রসনা) ভূয়ঃ (ভৃশং) নরীনৃত্যতে (পুনঃ পুনঃ নৃত্যতি স্ম) [সঃ] রাজসভাসভাজিতপদঃ (রাজসভয়া রাজমণ্ডল্যা সভাজিতৌ পূজিতৌ পদৌ যস্য সঃ) ভরদ্বাজান্বয়গ্রামণীঃ

(ভরদ্বাজগোত্রাবতংসঃ)কর্ণাটভূমিপতিঃ (কর্ণাটরাজ্যেশ্বরঃ) শ্রীসর্বজ্ঞ-জগদ্‌গুরুঃ (শ্রীসর্বজ্ঞঃ তন্নাম্না প্রসিদ্ধঃ নৃপতিঃ জগদ্‌-গুরুঃ জগন্মান্যশ্চাসৌ)ভুবি রেজে(বিরাজিত আসীৎ)॥ ৫৬৯

অনুবাদ। শ্রীসর্বজ্ঞ জগদ্‌গুরু-নামে কর্ণাটদেশাধিপতি পৃথিবীর মধ্যে একজন বিখ্যাত নৃপতিরূপে বিরাজিত ছিলেন। তাঁহার উৎকৃষ্টশব্দবিন্যাসময়ী অমৃত-নিঃস্যন্দিনী এবং বেদত্রয়রূপ-কল্পলতার মধুকরীতুল্যা জিহ্বা নিরন্তর নৃত্য করিত। তাঁহার পদযুগল রাজমণ্ডলীকর্তৃক পূজিত হইত এবং তিনি ভরদ্বাজগোত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন ॥৫৬৯

পুত্রস্তস্য নৃপস্য কশ্যপতুলামারোহতো রোহিণী-
কান্ত-স্পর্ধি-যশোভরঃ সুরপতেস্তুল্যপ্রভাবোঽভবৎ।
সর্বক্ষ্মাপতিপূজিতোঽখিলযজুর্বেদৈকবিশ্রামভূ-
র্লক্ষ্মীবাননিরুদ্ধদেব ইতি যঃ খ্যাতিং ক্ষিতৌ জগ্মিবান্॥

অন্বয়। কশ্যপতুলাম্ (কশ্যপমুনেরুপমাং) আরোহতঃ (লভমানস্য) তস্য (শ্রীসর্বজ্ঞ-নামকস্য) নৃপস্য (রাজ্ঞঃ) রোহিণীকান্তস্পর্ধি-যশোভরঃ (রোহিণীকান্তশ্চন্দ্রস্তং স্পর্ধয়ন্তে যানি যশাংসি তেষাং ভরঃ সমূহঃ যস্য সঃ) সুরপতেঃ (ইন্দ্রস্য) তুল্যপ্রভাবঃ (সমৈশ্বর্যযুক্তঃ) সর্বক্ষ্মাপতি-পূজিতঃ (সর্বে ক্ষ্মাপতয়ঃ পৃথিবীপতয়ঃ তৈঃ পূজিতঃ) অখিল-যজুর্বেদৈক-বিশ্রামভূঃ (অখিলঃ সমগ্রঃ যো যজুর্বেদঃ তস্য একা অদ্বিতীয়া বিশ্রামভূঃ আশ্রয়ভূমিঃ) লক্ষ্মীবান্ (শ্রীযুক্তঃ পরমসুন্দরো বা) যঃ পুত্রঃ (তনয়ঃ) অভবৎ [সঃ] ক্ষিতৌ (পৃথিব্যাং) অনিরুদ্ধদেবঃ (তন্নাম্না প্রসিদ্ধঃ) ইতি (এবম্) খ্যাতিং (প্রসিদ্ধিং) জগ্মিবান্ (গতঃ) ॥ ৫৭০ ॥

অনুবাদ। কশ্যপোপম সেই (শ্রীসর্বজ্ঞ) নৃপতির এক পরম শ্রীসম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার যশোরাশি চন্দ্রকে স্পর্ধা করিত। তাহার প্রভাব ছিল ইন্দ্রের ন্যায়। সমস্ত রাজবৃন্দ তাঁহাকে পূজা করিতেন। তিনি সমগ্র-যজুর্বেদের অদ্বিতীয় আশ্রয়স্থল অর্থাৎ উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি পৃথিবীতে 'অনিরুদ্ধদেব' নামে বিখ্যাত ছিলেন ॥৫৭০

মহিষ্যোর্ভূপস্য প্রথিতযশসস্তস্য তনয়ৌ
প্রজজ্ঞাতে রূপেশ্বর-হরিহরাখ্যৌ গুণনিধী।
তয়োরাদ্যঃ শাস্ত্রে প্রবলতরভাবং বহুবিধে
জগামান্যঃ শস্ত্রে নিজনিজ-গুণ-প্রেরিততয়া ॥ ৫৭১ ॥

অন্বয়। প্রথিতযশসঃ (বিস্তৃতং যশো যস্য তস্য) তস্য (প্রসিদ্ধস্য) ভূপস্য (রাজ্ঞঃ) মহিষ্যোঃ (মহিষীদ্বয়াৎ) রূপেশ্বর-হরিহরাখ্যৌ(রূপেশ্বর-হরিহরনামানৌ)গুণনিধী(গুণাধারৌ) তনয়ৌ(পুত্রৌ) প্রজজ্ঞাতে(প্রকৃষ্টম্ অজায়েতাম্)। নিজ-নিজগুণপ্রেরিততয়া(স্ব-স্ব-স্বাভাবিকানুরাগবশতঃ)তয়োঃ (রূপেশ্বর-হরিহরয়োঃ) আদ্যঃ (প্রথমঃ) বহুবিধে (অশেষ-প্রকারে) শাস্ত্রে (বেদবেদাঙ্গাদিষু) প্রবলতরভাবং (প্রবল-তরস্য ভাবং প্রাধান্যং) জগাম (লব্ধবান্) অন্যঃ (দ্বিতীয়ো হরিহরঃ) শস্ত্রে (অস্ত্রবিদ্যায়াং) [প্রাধান্যং জগাম ইত্যর্থঃ]॥

অনুবাদ। সেই প্রথিতযশা নৃপতির মহিষীদ্বয় হইতে রূপেশ্বর ও হরিহর-নামে দুইটী গুণনিধি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। নিজ-নিজ স্বাভাবিকানুরাগবশতঃ তাঁহাদের মধ্যে প্রথমটী বহুবিধ শাস্ত্রে এবং অপরটী শস্ত্র-বিদ্যায় প্রবল প্রতিপত্তি লাভ করিল ॥ ৫৭১ ॥

বিভজ্য স্বং রাজ্যং মধুরিপু-পুর-প্রস্থিতি-দিনে
পিতা তাভ্যাং রূপেশ্বরহরিহরাভ্যাং কিল দদৌ।
নিজজ্যেষ্ঠং রূপেশ্বরমথ কনিষ্ঠো হরিহরঃ
স্বরাজ্যাদার্যাণাং কুলতিলকমভ্রংশয়দসৌ ॥ ৫৭২ ॥

অন্বয়। মধুরিপু-পুর-প্রস্থিতিদিনে (মধুরিপুপুরং বৈকুণ্ঠং তস্মিন্ প্রস্থিতিদিনে গমনদিনে নির্যাণদিনে ইত্যর্থঃ) পিতা (অনিরুদ্ধদেবঃ) তাভ্যাং (খ্যাতাভ্যাং) রূপেশ্বর-হরিহরাভ্যাং (তন্নামকপুত্রাভ্যাং) স্বং (নিজং) রাজ্যং (শাসিতপ্রদেশং) বিভজ্য (বিভক্তং কৃত্বা) দদৌ (প্রদত্তবান্) কিল (নিশ্চয়ার্থে) অথ (পিতরি বৈকুণ্ঠং গতে) অসৌ কনিষ্ঠঃ (অনুজঃ) হরিহরঃ (রূপেশ্বরানুজঃ) আর্যাণাং (মান্যজনানাং) কুলতিলকং (বংশাবতংসং) নিজজ্যেষ্ঠং (আত্মনোঽগ্রজং) রূপেশ্বরং (জ্যেষ্ঠভ্রাতরং) স্বরাজ্যাৎ (স্বীয়রাজ্যাধিকারাৎ) অভ্রংশয়ৎ (অপাতয়ৎ) ॥ ৫৭২ ॥

অনুবাদ। বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিদিনে পিতা (অনিরুদ্ধদেব) নিজ-রাজ্য বিভাগ করিয়া সেই রূপেশ্বর ও হরিহরকে যথাযোগ্যরূপে প্রদান করিলেন। পিতার নির্যাণের পর কনিষ্ঠ হরিহর পূজ্যব্যক্তিগণের ভূষণস্বরূপ স্বীয় অগ্রজ রূপেশ্বরকে স্বরাজ্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিল ॥ ৫৭২ ॥

শ্রীরূপেশ্বরদেব এবমরিভির্নিধৃতরাজ্যঃ ক্রমা-
দষ্টাভিস্তুরগৈঃ সমং দয়িতয়া পৌরস্ত্যদেশং যযৌ।
তত্রাসৌ শিখরেশ্বরস্য বিষয়ে সখ্যুঃ সুখং সংবসন্
ধন্যঃ পুত্রমজীজনদ্ গুণনিধিং শ্রীপদ্মনাভাভিধম্ ॥৫৭৩॥

অন্বয়। শ্রীরূপেশ্বরদেবঃ (অনিরুদ্ধদেবস্য জ্যেষ্ঠতনয়ঃ) এবং (ঈদৃশেন প্রকারেণ) অরিভির্নিধৃতরাজ্যঃ (শত্রুভিঃ নিধৃতঃ বিদূরীকৃতঃ রাজ্যাদ্ যঃ সঃ) [সন্] ক্রমাৎ (তদনন্তরম্) দয়িতয়া (ভার্যয়া) সমং (সহ) অষ্টাভিঃ (তৎ-সংখ্যকৈঃ) তুরগৈঃ (অশ্বৈঃ) পৌরস্ত্যদেশং (তন্নামকং দেশং) যযৌ (গতবান্)। তত্র (পৌরস্ত্যদেশে) অসৌ (শ্রীরূপেশ্বর-দেবঃ) সখ্যুঃ (মিত্রস্য) শিখরেশ্বরস্য (তন্নাম্নঃ রাজ্ঞঃ) বিষয়ে (রাজ্যে) সুখং (সুখেন) সংবসন্ (সম্যগ্ বাসং কুর্বন্) ধন্যঃ (কৃতার্থঃ সন্) শ্রীপদ্মনাভাভিধং (শ্রীপদ্মনাভনামকং) গুণনিধিং (গুণসাগরং) পুত্রম্ (তনয়ম্) অজীজনৎ (উৎপাদয়ামাস) ॥ ৫৭৩ ॥

অনুবাদ। শ্রীরূপেশ্বরদেব এই প্রকারে শত্রুকর্তৃক রাজ্য হইতে দূরীকৃত হইয়া ভার্যার সহিত অষ্ট অশ্বে আরোহণ করিয়া পৌরস্ত্যদেশে গমন করিলেন। সেইখানে শ্রীরূপেশ্বরদেব সখা শিখরেশ্বরের রাজ্যে সুখে বাস করিয়া ধন্য হইলেন এবং শ্রীপদ্মনাভনামে এক গুণসাগর পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ৫৭৩ ॥

যজুর্বেদঃ সাঙ্গো বিততিরপি সর্বোপনিষদাং
রসজ্ঞায়াং যস্য স্ফুটমঘটয়ত্তাণ্ডবকলাম্।
জগন্নাথপ্রেমোল্লসিতহৃদয়ঃ কর্ণপদবীং
ন যাতঃ কেষাং বা স কিল নৃপরূপেশ্বরসুতঃ ॥৫৭৪ ॥

অন্বয়। সাঙ্গঃ (অঙ্গ-সহিতঃ) যজুর্বেদঃ সর্বোপনিষদাং (সর্বাসাম্ উপনিষদাং বেদশিরোভাগানাং) বিততিঃ (বিস্তারঃ) অপি যস্য (শ্রীপদ্মনাভদেবস্য) রসজ্ঞায়াং (রসনায়াং) স্ফুটং (স্পষ্টং) তাণ্ডবকলাম্ (নৃত্যবিলাসম্) অঘটয়ৎ (প্রাবর্তয়ৎ) সঃ (প্রসিদ্ধঃ) জগন্নাথপ্রেমোল্লসিতহৃদয়ঃ (জগন্নাথং শ্রীপুরুষোত্তমং প্রতি যৎ প্রেম তেন উল্লসিতম্ উৎফুল্লং হৃদয়ং যস্য সঃ) নৃপরূপেশ্বরসুতঃ (নৃপস্য রাজ্ঞঃ রূপেশ্বরস্য সুতঃ) কেষাং (জনানাং) বা (তর্কে) কর্ণপদবীং (শ্রবণপথং) ন যাতঃ (গতঃ) কিল (অপি তু গত এব) ॥৫৭৪॥

অনুবাদ। যাঁহার জিহ্বায় অঙ্গসহিত যজুর্বেদ এবং সকল উপনিষদের বিস্তৃতিশাস্ত্র স্পষ্টরূপে নৃত্যবিলাস করিত, সেই জগন্নাথপ্রেমে বিগলিত ও উৎফুল্লহৃদয় রাজা রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভদেবের কথা কাহার না কর্ণপথে প্রবেশ করিয়াছে? ॥ ৫৭৪ ॥

বিহায় গুণশেখরঃ শিখরভূমিবাসস্পৃহাং
স্ফুরৎ-সুরতরঙ্গিণীতটনিবাস-পর্যুৎসুকঃ।
ততো দনুজমর্দনক্ষিতিপপূজ্যপাদঃ ক্রমা-
দুবাস নবহট্টকে স কিল পদ্মনাভঃ কৃতী ॥ ৫৭৫ ॥

অন্বয়। সঃ (বিখ্যাতঃ) গুণশেখরঃ (গুণা এব শেখরং শিরোভূষণং যস্য সঃ) কৃতী (যশস্বী) পদ্মনাভঃ (শ্রীপদ্মনাভদেবঃ) শিখরভূমিবাসস্পৃহাং (শিখরভূমৌ বাসঃ তস্মিন্ স্পৃহাম্ ইচ্ছাম্) বিহায় (পরিত্যজ্য) স্ফুরৎ-সুর-তরঙ্গিণী তট-নিবাস-পর্যুৎসুকঃ (স্ফুরন্ত্যাঃ শোভাময্যাঃ সুর-তরঙ্গিণ্যাঃ সুরধুন্যাঃ গঙ্গায়াঃ যৎ তটং তত্র নিবাসে পর্যুৎসুকঃ বিশেষেণ উৎসুকান্তঃকরণঃ সন্) ততঃ (অনন্তরং) দনুজমর্দনক্ষিতিপ-পূজ্যপাদঃ (গৌড়াধিপেন দনুজমর্দন-নাম্না রাজ্ঞা পূজ্যৌ অর্চিতৌ পাদৌ যস্য সঃ) ক্রমাৎ (পশ্চাৎ) নবহট্টকে (নৈহাটি'-ইত্যাধুনাতনপ্রসিদ্ধে জনপদে) উবাস (বাসং কৃতবান্) কিল (প্রসিদ্ধৌ) ॥ ৫৭৫ ॥

অনুবাদ। সেই গুণশেখর যশস্বী পদ্মনাভদেব শিখরদেশ-বাসস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া শোভাময়ী সুরধুনীর তটে বাস করিতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রাজা দনুজমর্দন-কর্তৃক সৎকৃত হইয়া ক্রমে নবহট্টে বাস করিয়াছিলেন॥৫৭৫॥

মূর্তিং শ্রীপুরুষোত্তমস্য যজত স্তত্রৈব সত্রোৎসবৈঃ
কন্যাষ্টাদশকেন সার্দ্ধমভবন্নেতস্য পঞ্চাত্মজাঃ।
তত্রাদ্যঃ পুরুষোত্তমঃ খলু জগন্নাথশ্চ নারায়ণো
ধীরঃ শ্রীল-মুরারিরুত্তমগুণঃ শ্রীমান্ মুকুন্দঃ কৃতী॥৫৭৬॥

অন্বয়। তত্রৈব (নবহট্ট-জনপদে) সত্রোৎসবৈঃ (যাগ-যজ্ঞাদ্যুৎসবৈঃ) শ্রীপুরুষোত্তমস্য (শ্রীজগন্নাথদেবস্য) মূর্তিং (শ্রীবিগ্রহং) যজতঃ (পূজয়তঃ) এতস্য (শ্রীপদ্মনাভস্য) কন্যাষ্টাদশকেন (কন্যানাং সুতানাং অষ্টাদশকেন অষ্টাদশ-সংখ্যয়া) সার্দ্ধং (সহিতং) পঞ্চ (তৎসংখ্যকাঃ) আত্মজাঃ (পুত্রাঃ) অভবন্ (অজায়ন্ত)। অত্র (পদ্মনাভাত্মজেষু)

পুরুষোত্তমঃ তন্নামকপুত্রঃ) আদ্যঃ(প্রথমো জ্যেষ্ঠো বা) খলু (নিশ্চয়ে) জগন্নাথশ্চ (জগন্নাথোঽপি) ধীরঃ (শান্তঃ জিতেন্দ্রিয়শ্চ) নারায়ণঃ (তৃতীয়ঃ পুত্রঃ) [অনন্তরং] উত্তম-গুণঃ (উৎকৃষ্টগুণান্বিতঃ) শ্রীলমুরারিঃ (শ্রীযুক্তমুরারিশ্চতুর্থ-পুত্রঃ)[অতঃপরং] কৃতী (যশস্বী) শ্রীমান্ মুকুন্দঃ (পঞ্চমপুত্রঃ অভবদিতি শেষঃ) ॥ ৫৭৬ ॥

অনুবাদ। সেই নবহট্টে থাকিয়া তিনি যাগ-যজ্ঞোৎ-সবাদিদ্বারা শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীবিগ্রহ পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহার অষ্টাদশ কন্যা এবং পাঁচজন পুত্র জন্মিয়াছিল। পুত্রগণের মধ্যে পুরুষোত্তম ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। তৎপরে জগন্নাথ হইলেন দ্বিতীয়। নারায়ণ ছিলেন ধীরস্বভাবের। তদনন্তর উত্তমগুণযুক্ত শ্রীযুক্তমুরারি জন্মিলেন। সর্বকনিষ্ঠ যশস্বী শ্রীযুক্ত মুকুন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫৭৬ ॥

জাতস্তত্র মুকুন্দতো দ্বিজবরঃ শ্রীমান্ কুমারাভিধঃ
কঞ্চিদ্দ্রোহমবাপ্য সৎকুলজনির্বঙ্গালয়ং সঙ্গতঃ।
তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠ-বৈষ্ণবগণ-শ্রেষ্ঠাস্ত্রয়ো জজ্ঞিরে
যে স্বং গোত্রমমুত্র চেহ চ পুনশ্চক্রুস্তরামর্চিতম্ ॥৫৭৭॥

অন্বয়। তত্র (নবহট্টকে পঞ্চপুত্রেষু বা) মুকুন্দতঃ (শ্রীল মুকুন্দাৎ) শ্রীমান্ কুমারাভিধঃ (কুমারনামকঃ)দ্বিজবরঃ (ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠঃ) জাতঃ (আবির্ভূতঃ) সৎকুলজনিঃ (সদ্বংশ-জাতঃ) (সঃ কুমারদেবঃ) কঞ্চিৎ (কমপি) দ্রোহম্ (শত্রুতা-চরণম্) অবাপ্য (লব্ধ্বা) বঙ্গালয়ং (বঙ্গদেশস্থাবাসং)সঙ্গতঃ (প্রাপ্তঃ লব্ধবান্ বা)। তৎপুত্রেষু (শ্রীকুমারদেবতনয়েষু) মহিষ্ঠ-বৈষ্ণবগণশ্রেষ্ঠাঃ (মহিষ্ঠাঃ পরমপূজনীয়া যে বৈষ্ণবা-স্তেষাং গণস্তস্ত শ্রেষ্ঠাঃ প্রিয়তমাঃ) ত্রয়ঃ (ত্রিসংখ্যকাঃ পুত্রাঃ) জজ্ঞিরে (আবির্বভূবুঃ)। যে (ত্রয়ঃ পুত্রাঃ) স্বং (নিজং)গোত্রম্ (কুলম্) ইহ (ইহলোকে) অমুত্র (পরলোকে) চ (অপি) পুনঃ (ভূয়ঃ) অর্চিতং (সর্বজনপূজিতং) চক্রুস্তরাম্ (অতিশয়েন কৃতবন্তঃ) ॥ ৫৭৭ ॥

অনুবাদ। নবহট্টে শ্রীমুকুন্দদেবের শ্রীমান্ কুমারদেব-নামক ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। সদ্বংশজাত সেই কুমারদেব তাঁহার প্রতি শত্রুতাচরণ-বশতঃ বঙ্গদেশস্থ আবাসস্থানে গমন করিলেন। কুমারদেবের পুত্রগণের মধ্যে তিনটী পরমপূজ্য বৈষ্ণবগণের প্রিয়তম হইয়া-ছিলেন। তাঁহারা নিজকুলকে ইহলোকে ও পরলোকে বিশেষরূপে সর্বজনপূজিত করিয়াছিলেন ॥ ৫৭৭ ॥

সনাতন, রূপ ও বল্লভ-চরিত—

সনাতন, রূপ, শ্রীবল্লভ ভক্তভূপ।
সর্বজ্যেষ্ঠ সনাতন অনুজ শ্রীরূপ ॥ ৫৭৮ ॥
সবার অনুজ শ্রীবল্লভ প্রেমময়।
শ্রীজীব গোস্বামী হ'ন তাঁহার তনয় ॥ ৫৭৯ ॥
এ তিন ভ্রাতার যৈছে গৃহে ব্যবহার।
গ্রন্থের বাহুল্য-ভয়ে নারি বর্ণিবার ॥ ৫৮০ ॥
সনাতন-রূপ মহামন্ত্রী সর্বাংশেতে।
শুনিলেন রাজা শিষ্ট লোকের মুখেতে ॥ ৫৮১ ॥
গৌড়ের রাজা যবন অনেক অধিকার।
সনাতন-রূপে আনি' দিল রাজ্যভার ॥ ৫৮২ ॥
ম্লেচ্ছভয়ে বিষয় করিল অঙ্গীকার।
এ-দুই-প্রভাবে রাজ্য-বৃদ্ধি হৈল তাঁ'র ॥ ৫৮৩ ॥
রাজা হর্ষে দিল রাজ্য পৃথক্ করিয়া।
রাজ্য-ভোগ করয়ে কিঞ্চিৎ কর দিয়া ॥ ৫৮৪ ॥
গৌড়ে রামকেলি-গ্রামে করিলেন বাস।
ঐশ্বর্যের সীমা অতি অদ্ভুত বিলাস ॥ ৫৮৫ ॥
ইন্দ্রসম সনাতন-রূপের সভাতে।
আইসে শাস্ত্রজ্ঞগণ নানা দেশ হৈতে ॥ ৫৮৬ ॥
গায়ক-বাদক নর্তকাদি কবিগণ।
সর্বদেশী সকলে নিযুক্ত সর্বক্ষণ ॥ ৫৮৭ ॥
নিরন্তর করেন অনেক অর্থব্যয়।
কোনরূপে কারু অসম্মান নাহি হয় ॥ ৫৮৮ ॥
সদা সর্বশাস্ত্রে চর্চা করে দুইজন।
অনায়াসে করে দোঁহে খণ্ডন-স্থাপন ॥ ৫৮৯ ॥
ন্যায়-ইত্র ব্যাখ্যা নিজ-কৃত যে করয়।
সনাতন-রূপ শুনিলে সে দৃঢ় হয় ॥ ৫৯০ ॥
ঐছে সবে সর্বপ্রকারেতে দৃঢ় হঞা।
সনাতন-রূপ-গুণ গায় সুখ পাঞা ॥ ৫৯১ ॥
সর্বত্র ব্যাপিল এ দোঁহার গুণগণ।
কর্ণাট-দেশাদি হৈতে আইল বিপ্রগণ ॥ ৫৯২ ॥

সনাতন-রূপ নিজ-দেশস্থ ব্রাহ্মণে।
বাসস্থান দিলা সবে গঙ্গা-সন্নিধানে ॥ ৫৯৩ ॥
ভট্টগোষ্ঠী-বাসে ভট্টবাটী-নামে গ্রাম।
সকলে শাস্ত্রজ্ঞ সর্বমতে অনুপম ॥ ৫৯৪ ॥
রামকেলি-গ্রামে সে সকল বিপ্র লৈয়া।
ব্যবহার-কার্য সব সাধে হর্ষ হৈয়া ॥ ৫৯৫ ॥
বৈষ্ণবসম্প্রদায়গণে রূপ-সনাতন।
যেরূপ আদরের তাহা না হয় বর্ণন ॥ ৫৯৬ ॥
নবদ্বীপ হৈতে আইসে বিপ্রগণ যত।
কহিতে না পারি তা' সবারে ভক্তি কত ॥ ৫৯৭ ॥
শ্রীসনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতি।
মধ্যে মধ্যে রামকেলি-গ্রামে তাঁ'র স্থিতি ॥ ৫৯৮ ॥
সর্বশাস্ত্রাধ্যয়ন করিলা যাঁ'র ঠাঞি।
যৈছে গুরুভক্তি কহি ঐছে সাধ্য নাঞি ॥ ৫৯৯ ॥
সনাতনকৃত শ্রীদশমটিপ্পনীতে।
লিখিলা গুরুর নাম মঙ্গল-নিমিত্তে ॥ ৬০০ ॥

তথাহি দশমটিপ্পন্যাং—

ভট্টাচার্যং সার্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্।
বন্দে বিদ্যাভূষণঞ্চ গৌড়দেশবিভূষণম্ ॥ ৬০১ ॥

অন্বয়। (অহম্) গুরূন্ (অধ্যাপকপাদান্) বিদ্যাবাচস্পতীন্ (তদুপাধিক-প্রসিদ্ধাধ্যাপকান্ শ্রীল-সার্বভৌম-সহোদরান্, অত্র গৌরবে বহুবচনম্) বন্দে (পূজয়ামি) সার্বভৌমং (শ্রীল-বাসুদেব-সার্বভৌমনামকমদ্বিতীয়ং বৈদান্তিকপ্রবরং) , ভট্টাচার্যং (তদুপাধিকং দর্শনশাস্ত্র-বেত্তারং) (বন্দে)। গৌড়দেশবিভূষণং (গৌড়দেশালঙ্কারং) বিদ্যাভূষণঞ্চ (বিদ্যাভূষণোপাধিকম্ অধ্যাপকম্) [অহং বন্দে] ॥ ৬০১ ॥

অনুবাদ। আমি মদীয় অধ্যাপক বিদ্যাবাচস্পতি, সার্বভৌম ভট্টাচার্য এবং গৌড়দেশবিভূষণ বিদ্যাভূষণপাদকে বন্দনা করিতেছি ॥ ৬০১ ॥

বন্দে শ্রীপরমানন্দভট্টাচার্যং রসপ্রিয়ং।
রামভদ্রং তথা বাণীবিলাসং চোপদেশকম্ ॥ ৬০২ ॥

অন্বয়। [অহং] রসপ্রিয়ং (সৎকাব্যরসিকং) পরমানন্দভট্টাচার্যং (তন্নাম্না প্রসিদ্ধং পণ্ডিতবরং) তথা (অপি চ) বাণীবিলাসম্ (বাক্‌পটুম্) উপদেশকং (অধ্যাপকমুপদেষ্টারম্) চ রামভদ্রং (তন্নামীয়ং পণ্ডিতম্) বন্দে (নৌমি)॥

অনুবাদ। আমি রসপ্রিয় শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য এবং বাক্‌চতুর অধ্যাপক রামভদ্রকে বন্দনা করি ॥ ৬০২ ॥

সনাতন-রূপের সাধন যে-প্রকার।
সে সকল বিস্তারি' কহিতে সাধ্য কা'র ॥ ৬০৩ ॥
বাড়ীর নিকটে অতিনিভৃত স্থানেতে।
কদম্বকানন, রাধাশ্যামকুণ্ড তা'তে ॥ ৬০৪ ॥
বৃন্দাবনলীলা তথা করয়ে চিন্তন।
না ধরে ধৈরয, নেত্রে ধারা অনুক্ষণ ॥ ৬০৫ ॥
শ্রীবিগ্রহ মদনমোহন-সেবায় রত।
সদা খেদ উক্তি, তাহা কহিব বা কত ॥ ৬০৬ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র বিহরে নদীয়া।
সদা উৎকণ্ঠিত তাঁ'র দর্শন লাগিয়া ॥ ৬০৭ ॥
পিতা-পিতামহাদির যৈছে শুদ্ধাচার।
তাহা বিচারিতে মনে মানয়ে ধিক্কার ॥ ৬০৮ ॥
যবন দেখিলে পিতা প্রায়শ্চিত্ত করয়।
হেন যবনের সঙ্গ নিরন্তর হয় ॥ ৬০৯ ॥
করি' মুখাপেক্ষা যবনের গৃহে যান।
এ হেতু আপনা' মানে ম্লেচ্ছের সমান ॥ ৬১০ ॥
যৈছে মনোবৃত্তি তাহা কিছু নাহি হয়।
ইথে অতি দীনহীন আপনা' মানয় ॥ ৬১১ ॥
যবে মগ্ন হ'ন দৈন্য-সমুদ্র-মাঝারে।
ম্লেচ্ছাদিক হৈতে নীচ মানে আপনারে ॥ ৬১২ ॥
নীচজাতি-সঙ্গে সদা নীচ ব্যবহার।
এই হেতু নীচজাত্যাদিক উক্তি তাঁ'র ॥ ৬১৩ ॥
বিপ্ররাজ হৈয়া মহাখেদযুক্তান্তরে।
আপনাকে বিপ্র-জ্ঞান কভু নাহি করে ॥ ৬১৪ ॥
শ্রীচৈতন্যকৃপা যাঁ'রে তাঁ'র ঐছে রীত।
আপনা উত্তম-বুদ্ধি নহে কদাচিৎ ॥ ৬১৫ ॥
সদা এক রস আপনাকে নীচ মানে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সে ভক্তের তত্ত্ব জানে ॥ ৬১৬ ॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যৈছে দৈন্য করে তৈছে না করয়ে অন্য ॥ ৬১৭ ॥

তাঁ'র ভক্ত দৈন্যরসে নিমগ্ন সদায়।
দৈন্যে যে আনন্দ তাহা জানে গৌররায় ॥ ৬১৮ ॥
সনাতন-রূপের অন্তরে হৈল যাহা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র জানিলেন তাহা ॥ ৬১৯ ॥

রামকেলিতে শ্রীগৌরসুন্দর—

ভক্তেরে মিলিতে প্রভু কত ভঙ্গী জানে।
রামকেলি আইলা যাইতে বৃন্দাবনে ॥ ৬২০ ॥
প্রভুরে দেখিতে লক্ষ লক্ষ লোক ধায়।
যবনেহ আনন্দে প্রভুর গুণ গায় ॥ ৬২১ ॥
সনাতন-রূপ হিয়া আনন্দে উথলে।
সঙ্গোপনে গিয়া পড়ে প্রভুপদতলে ॥ ৬২২ ॥
দন্তে তৃণ ধরি' দৈন্য কৈল যে-প্রকার।
সে সব শুনিতে প্রাণ বিদরে সবার ॥ ৬২৩ ॥
শ্রীভক্তবৎসল প্রভু ধৈর্য নাহি বান্ধে।
সনাতন-রূপের দৈন্যেতে প্রাণ কান্দে ॥ ৬২৪ ॥
চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে এ লিখন।
দৈন্য ছাড়, তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন ॥ ৬২৫ ॥
যৈছে দৈন্য কৈল, তাহা কিছু ব্যক্ত তথা।
গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে না লিখিনু এথা ॥ ৬২৬ ॥
সর্বাংশে উত্তম হৈয়া ঐছে দৈন্য করে।
নীচ ম্লেচ্ছ পাপী বলি' আপনা' ধিক্কারে ॥ ৬২৭ ॥
বিপ্রগণে বিস্ময় এ-মর্ম না বুঝিল।
প্রভু ভক্তদ্বারে লোকে শিক্ষা করাইল ॥ ৬২৮ ॥
অহে ভাই! কে বুঝিতে পারে প্রভু-হিয়া।
ভক্তাধীন হ'ন ভক্তগুণ প্রকাশিয়া ॥ ৬২৯ ॥

মহাপ্রভুর ভক্তদ্বারে শিক্ষাদান—

রামানন্দ-দ্বারে কন্দর্পের দর্পনাশে।
দামোদর-দ্বারে নিরপেক্ষ পরকাশে ॥ ৬৩০ ॥
হরিদাস-দ্বারে সহিষ্ণুতা জানাইল।
সনাতন-রূপদ্বারে দৈন্য প্রকাশিল ॥ ৬৩১ ॥
জিতেন্দ্রিয়, নিরপেক্ষ, সহিষ্ণুতা, দৈন্য।
এ চারি অবধি ব্যক্ত কৈলা শ্রীচৈতন্য ॥ ৬৩২ ॥
সনাতন-রূপ-দৈন্য না পারি বুঝিতে।
মূর্খগণ ইথে তর্ক করে নানা মতে ॥ ৬৩৩ ॥
মহাঘোর নরক যাইতে যা'র সাধ।
সে করুক ঐছে কুতর্কাদি অপরাধ ॥ ৬৩৪ ॥
গণসহ সনাতন-রূপে কৃপা করি'।
রামকেলি হৈতে যাত্রা কৈলা গৌরহরি ॥ ৬৩৫ ॥
সনাতন, রূপ, শ্রীবল্লভ তিন ভাই।
যে সুখে ভাসিল তা' কহিতে সাধ্য নাই ॥ ৬৩৬ ॥
কেশব ছত্রীর আদি যত বিজ্ঞগণ।
হইল কৃতার্থ পাই প্রভুর দর্শন ॥ ৬৩৭ ॥
শ্রীজীবাদি সঙ্গোপনে প্রভুরে দেখিল।
অতি প্রাচীনের মুখে এ সব শুনিল ॥ ৬৩৮ ॥
অল্পকালে শ্রীজীবের বুদ্ধি চমৎকার।
ব্যাকরণ-আদি শাস্ত্রে অতি অধিকার ॥ ৬৩৯ ॥
সনাতন-রূপ ভ্রাতুষ্পুত্রে নিরখিয়া।
করে অতি অনুগ্রহ স্নেহ প্রকাশিয়া ॥ ৬৪০ ॥
শ্রীজীব চরিত্র কেবা বুঝিবারে পারে।
প্রভু-রূপমাধুরী সদাই চিন্তা করে ॥ ৬৪১ ॥
অধ্যাপক-স্থানে শাস্ত্র পড়ে নিরন্তর।
দেখিয়া সবার অতি প্রসন্ন অন্তর ॥ ৬৪২ ॥
সবে কহে—দেব-অংশে জনম ইহার।
নহিলে কি অল্পকালে এত অধিকার ॥ ৬৪৩ ॥
যৈছে সনাতন, রূপ, বল্লভ সুন্দর।
তৈছে শ্রীজীবের কি সৌন্দর্য মনোহর ॥ ৬৪৪ ॥
ঐছে কত কহে, তাহা বর্ণিতে না পারি।
এহেন শ্রীজীবের বালাই লৈয়া মরি ॥ ৬৪৫ ॥
সনাতন-রূপ মহামন্ত্রী সর্বমতে।
উপায় সৃজিল মহাবিষয় ছাড়িতে ॥ ৬৪৬ ॥
প্রভুরে মিলিতে পুরশ্চরণ করিল।
প্রভুর সম্বাদহেতু লোক নিয়োজিল ॥ ৬৪৭ ॥
পূর্বে পরিজনে পাঠাইলা সাবহিতে।
কত চন্দ্রদ্বীপে কত ফতেয়াবাদেতে ॥ ৬৪৮ ॥
শ্রীরূপ বল্লভ-সহ নৌকায় চড়িয়া।
বহু ধন লৈয়া গৃহে গেলা হর্ষ হৈয়া ॥ ৬৪৯ ॥
বিপ্র-বৈষ্ণবাদি সবে ধন বাঁটি দিল।
প্রভু ব্রজে গেলেন শুনিয়া যাত্রা কৈল ॥ ৬৫০ ॥

বৃন্দাবন হৈতে প্রভু প্রয়াগে আইলা।
প্রয়াগে যাইয়া রূপ বল্লভ মিলিলা ॥ ৬৫১ ॥
পরম আনন্দে কৃপা করি' গৌরহরি!
যত্নে বৃন্দাবনে পাঠাইলা শীঘ্র করি ॥ ৬৫২ ॥

সনাতনের ভাগবতালোচনা—

সনাতন রাজকার্য করে লোকদ্বারে।
আপনি না যায় শাস্ত্র বিচারয়ে ঘরে ॥ ৬৫৩ ॥
বিশ, ত্রিশ ভট্টাচার্য পণ্ডিতে লইয়া।
ভাগবত বিচারয়ে সভাতে বসিয়া ॥ ৬৫৪ ॥
চৈতন্যচরিতামৃতে এ সব বর্ণিল।
সনাতন কাশী গিয়া প্রভুরে মিলিল ॥ ৬৫৫ ॥
সনাতনে যৈছে কৃপা কে বর্ণিতে পারে।
যাঁ'র অঙ্গমলা ছাড়ায়েন নিজ-করে ॥ ৬৫৬ ॥
প্রভুপ্রিয় কবিকর্ণপূর গ্রন্থ কৈল।
সনাতনে যে প্রসাদ তাহা জানাইল ॥ ৬৫৭ ॥'

তথাহি—

গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণিস্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং
রূপস্যাগ্রজ এক এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণসরসো বাহ্যাবধূতাকৃতিঃ
শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদামিতি ॥

অন্বয়। গৌড়েন্দ্রস্য (গৌড়রাজ্যাধিপস্য) সভাবিভূষণমণিঃ (সভাবিভূষণানাং সভায়া গৌরবস্থলানাং সভ্যানাং মণিঃ পরমশোভাবর্ধনঃ) রূপস্য (শ্রীলরূপগোস্বামিনঃ) অগ্রজঃ (জ্যেষ্ঠঃ ভ্রাতা) যঃ (শ্রীলসনাতনঃ) একঃ (মুখ্যঃ) এব (নিশ্চয়ার্থে) ঋদ্ধাং (সমৃদ্ধাং) শ্রিয়ং (ঐশ্বর্যং) ত্যক্ত্বা (পরিত্যজ্য) তরুণীং (নবীনাং) বৈরাগ্যলক্ষ্মীং (কৃষ্ণেতর-বিষয়বিরক্তিরূপাং পরমশ্রিয়ং) দধে (ধারয়ামাস, গৃহীতবান্ বা)। [সঃ] শৈবালৈঃ (জলজতৃণৈঃ) পিহিতং (আবৃতং) মহাসরঃ ইব (প্রকাণ্ডহ্রদ ইব) অন্তঃ (অভ্যন্তরে) ভক্তিরসেন (কৃষ্ণপ্রেমরসেন) পূর্ণসরসঃ (পূর্ণশ্চাসৌ সরসশ্চেতি অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমপরিপূর্ণঃ) বাহ্যাবধূতাকৃতিঃ (বাহ্যে অবধূতস্য আকৃতিরিব আকৃতির্যস্য সঃ) [অতএব] তদ্‌বিদাং (তং বিদন্তি যে তেষাং অর্থাৎ সনাতনতত্ত্বজ্ঞানাং) প্রীতিপ্রদঃ (আহ্লাদ-দায়কঃ) ইতি (এবম্ মন্যে) ॥ ৬৫৮ ॥

অনুবাদ। গৌড়রাজের সভাবিভূষণমণি ও শ্রীরূপের অগ্রজ যিনি প্রধান, তিনি সমৃদ্ধ ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া নূতন বৈরাগ্যশোভা ধারণ করিয়াছিলেন এবং তদীয়-তত্ত্বজ্ঞজনদিগের নিকট শৈবালাবৃত মহাসরোবরের ন্যায় বাহ্যে অবধূতবেষধারী হইলেও অন্তরে ভক্তিরসে পূর্ণ বলিয়া প্রীতিপ্রদ ছিলেন ॥ ৬৫৮ ॥

তং সনাতনমুপাগতমক্ষোর্দৃষ্টপূর্বমতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ।
আলিলিঙ্গ পরিঘায়তদোর্ভ্যাং সানুকম্পমথ চম্পকগৌরঃ॥

অন্বয়। অথ (প্রসঙ্গারম্ভে) অতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ (অত্যধিককরুণঃ) চম্পকগৌরঃ (চম্পকস্যেব গৌরবর্ণো যস্য সঃ) [গৌরহরিঃ] অক্ষোঃ (চক্ষুষোঃ) দৃষ্টপূর্বং (পূর্বং দৃষ্টম্) উপাগতং (সন্নিকটে আগতং শরণাগতং) তং (সুনাম্না প্রসিদ্ধং) সনাতনং (শ্রীলসনাতনং গোস্বামিনং) পরিঘায়তদোর্ভ্যাং (মুদ্‌গরৌ ইব আয়তৌ দোষৌ বাহূ তাভ্যাং) সানুকম্পং (সকৃপং) আলিলিঙ্গ (পরিরব্ধবান্) ॥ ৬৫৯ ॥

অনুবাদ। তৎপরে অতিশয় দয়ার্দ্র চম্পকগৌরবর্ণ শ্রীগৌরহরি পূর্বে শ্রীসনাতনকে দেখিয়াথাকিলেও স্বীয়পদ-প্রান্তে উপস্থিত দেখিয়া কৃপা ও আদরের সহিত মুদ্‌গরের ন্যায় বিস্তৃত বাহুযুগল-দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৬৫৯ ॥

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্তা লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ নাথস্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥৬৬০॥

অন্বয়। নাথঃ (প্রভুঃ শ্রীগৌরসুন্দরঃ) কালেন (কালপ্রবাহেণ) বৃন্দাবনকেলিবার্তা (বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণস্য যা কেলয়স্তস্যা বার্তা কথা) লুপ্তা (লোপং প্রাপ্তা) ইতি (এবং বিচিন্ত্য) তাং (বৃন্দাবনকেলিবার্তাং) খ্যাপয়িতুং (জনান্ বিজ্ঞাপয়িতুং) বিশিষ্য (বিশেষরূপেণ শিক্ষামুপদিশ্য) রূপঞ্চ (শ্রীরূপগোস্বামিনঞ্চ) সনাতনঞ্চ (শ্রীল সনাতন-গোস্বামিনঞ্চ) তত্রৈব (শ্রীবৃন্দাবনে এব) কৃপামৃতেন (কৃপারূপেন অমৃতেন) অভিষিষেচ (অভিষিক্তবান্ স্নাপিত-বান্) ॥ ৬৬০ ॥

অনুবাদ। কালপ্রবাহে বৃন্দাবনলীলাকথা লোকসমাজে লুপ্তা হইলে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর সেই বার্তা প্রচার করিবার নিমিত্ত প্রকৃষ্টরূপে উপদেশ-প্রদানানন্তর শ্রীরূপ ও

সনাতনকে সেই বৃন্দাবনেই কৃপামৃত-দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৬৬০ ॥

সনাতনে প্রভুর অনুগ্রহ নিরখিয়া।
কাশীবাসী ভক্তের হইল হর্ষ হিয়া ॥ ৬৬১ ॥
প্রভু-আজ্ঞামতে ব্রজে গেলা সনাতন।
ব্রজ হৈতে আইলা রূপ না হৈল মিলন ॥ ৬৬২ ॥
এথা প্রভু নীলাচলে আসি কিছু দিনে।
রূপ-সনাতন লাগি' উৎকণ্ঠিত মনে ॥ ৬৬৩ ॥
শ্রীরূপ বল্লভ-সহ উল্লাসিত হিয়া।
নীলাচল চলে শীঘ্র গৌড়দেশ দিয়া ॥ ৬৬৪ ॥
শ্রীরূপের অনুজ বল্লভ বিজ্ঞবর।
'অনুপম'-নাম থুইল শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ৬৬৫ ॥
রঘুনাথ বিনা যেঁহ অন্য নাহি জানে।
সদা মত্ত রঘুনাথ বিগ্রহ-সেবনে ॥ ৬৬৬ ॥
সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনাথ চৈতন্য গোসাঞি।
আপনা' মানয়ে ধন্য ঐছে প্রভু পাই ॥ ৬৬৭ ॥
কি বলিব বল্লভের মহিমা অশেষ।
শ্রীরূপ বল্লভে লৈয়া আইলা গৌড়দেশ ॥ ৬৬৮ ॥
শ্রীবল্লভ অপ্রকট হৈলা গঙ্গাতীরে।
নীলাচলে গেলা রূপ কিছুদিন পরে ॥ ৬৬৯ ॥
নীলাচলে প্রভু-ভক্তগণের দর্শনে।
যে আনন্দ হইল, তা' বর্ণিবে কোন্‌জনে ॥ ৬৭০ ॥

সগণ মহাপ্রভুর শ্রীরূপে কৃপা—

গণসহ শ্রীচৈতন্য অদ্বৈত নিতাই।
যে কৃপা করিল রূপে কহি' সাধ্য নাই ॥ ৬৭১ ॥
কতদিন রহি প্রভু ভক্ত-আজ্ঞামতে।
বৃন্দাবনে চলিলেন গৌড়দেশ-পথে ॥ ৬৭২ ॥
গৌড়ে যে আছিল অর্থ তাহা আনাইলা।
কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ, দেবালয়ে বাঁটি দিলা ॥ ৬৭৩ ॥
নিশ্চিন্ত হইয়া ব্রজে করিল গমন।
চৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে এ লিখন ॥ ৬৭৪ ॥

সনাতনের বৃন্দাবন হইতে নীলাদ্রি-গমন—

বৃন্দাবন হৈতে শ্রীগোস্বামী সনাতন।
ঝারিখণ্ড-পথে কৈলা নীলাদ্রি-গমন ॥ ৬৭৫ ॥
কিছু দিনে আসি নীলাচলে প্রবেশিলা।
সনাতনে দেখি' প্রভু মহাহর্ষ হৈলা ॥ ৬৭৬ ॥
কি অদ্ভুত স্নেহে সর্বভক্ত মিলাইল।
কিছুদিন রাখি' পুনঃ ব্রজে পাঠাইল ॥ ৬৭৭ ॥
বৃন্দাবনে সনাতন শ্রীরূপে মিলিলা।
চৈতন্যচরিতামৃতে ইহা বিস্তারিলা ॥ ৬৭৮ ॥
এ দোঁহার কৃপালেশ হয় যাঁর প্রতি।
তাঁ'র হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপদে রতি ॥ ৬৭৯ ॥
গোস্বামীর পুরোহিত বিপ্রের কুমার।
বৃন্দাবনে গেলা' কৃপা হইল দোঁহার ॥ ৬৮০ ॥
অর্থবাঞ্ছা ছিল ছাড়ি' উল্লাসিত মনে।
শিষ্য হইলা সনাতন গোস্বামীর স্থানে ॥ ৬৮১ ॥
অদ্যাপিহ খাড়গ্রামে তাঁহার সন্তান।
প্রভু সনাতন বিনা না জানয়ে আন ॥ ৬৮২ ॥
সনাতন-রূপ করুণায় আর্দ্র হৈলা।
মথুরামণ্ডলে লুপ্ততীর্থ ব্যক্ত কৈলা ॥ ৬৮৩ ॥

শ্রীজীব-চরিত—

বৃন্দাবন হইতে শ্রীজীবেরে আকর্ষিল।
শ্রীজীব গোস্বামী গৌড়ে উদ্বিগ্ন হইল ॥ ৬৮৪ ॥
শ্রীজীব গোস্বামী যৈছে গেলা বৃন্দাবন।
সে অতি আশ্চর্য কিছু করি নিবেদন ॥ ৬৮৫ ॥
যে হইতে গোস্বামী গেলেন বৃন্দাবনে।
সেই হৈতে শ্রীজীবের কিবা হৈল মনে ॥ ৬৮৬ ॥
নানা রত্নভূষা পরিধেয় সূক্ষ্মবাস।
অপূর্ব শয়ন-শয্যা ভোজন-বিলাস ॥ ৬৮৭ ॥
এ সব ছাড়িল কিছু নাহি ভায় চিতে।
রাজ্যাদি বিষয়-বার্তা না পারে শুনিতে ॥ ৬৮৮ ॥
শ্রীজীবের চেষ্টা দেখি' শিষ্ট লোকগণে।
কেহ কারু প্রতি কহে সস্নেহ বচনে ॥ ৬৮৯ ॥
ওহে ভাই! কুমারদেবের পুত্রগণ।
তা'র মধ্যে বৈষ্ণব-শাস্ত্রজ্ঞ তিনজন ॥ ৬৯০ ॥
সনাতন, শ্রীরূপ, বল্লভ এই তিন।
সর্বত্যাগ করিয়া হইলা উদাসীন ॥ ৬৯১ ॥

কি অদ্ভুত বৈরাগ্য মমতামাত্র নাই।
ঐছে নিরপেক্ষ না দেখিয়ে কোন ঠাঁই ॥ ৬৯২ ॥
গঙ্গাতীরে বল্লভের হৈল পরলোক।
অল্পকালে শ্রীজীব পাইলা মহা-শোক ॥ ৬৯৩ ॥
শ্রীজীবের এহেন ঐশ্বর্যে নাই মন।
কহিতে বিদরে হিয়া হইল যেমন ॥ ৬৯৪ ॥
একদিন তাঁ'রে মুঞি দেখিনু বিরলে।
নিরন্তর ভাসে দুই নয়নের জলে ॥ ৬৯৫ ॥
কেহ কহে,—'অহে ভাই! এই সত্য হয়।
জানিহ শ্রীজীবে কৃষ্ণ-কৃপা সুনিশ্চয় ॥ ৬৯৬ ॥
অল্প-বয়সে অতি গম্ভীর অন্তর।
শ্রীমদ্ভাগবতে জানে প্রাণের সোসর ॥ ৬৯৭ ॥
সদা কৃষ্ণকথা-সুখসমুদ্রে সাঁতারে।
অন্যকথা কেহ ভয়ে কহিতে না পারে ॥ ৬৯৮ ॥
একদিন দেখিল হইয়া অলক্ষিত।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি' হইলা মূর্ছিত ॥ ৬৯৯ ॥
ধরণী লোটায়, ধৈর্য ধরণ না যায়।
মুখ, বক্ষ ভাসে দুই নেত্রের ধারায় ॥ ৭০০ ॥
করয়ে কতেক খেদ কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
দেখিতে সে দশা কা'র না বিদরে হিয়া ॥' ৭০১ ॥
কেহ কহে,—'অহে ভাই! বিচারিনু মনে।
শ্রীজীব ছাড়িবে ঘর অতি অল্প দিনে' ॥ ৭০২ ॥
কেহ কহে,—'কৈছে এ ভ্রমিব সুকুমার।
কেহ কহে,—'অনুরাগ প্রবল ইহার' ॥ ৭০৩ ॥
কেহ কহে,—'বিপ্রকুলপ্রদীপ এ হয়'।
এই গেলে হ'বে সব অন্ধকারময় ॥ ৭০৪ ॥
ঐছে কত কহে সবে ব্যাকুল অন্তরে।
শ্রীজীবে ছাড়িয়া কেহ নাহি যায় ঘরে ॥ ৭০৫ ॥
নিরন্তর শ্রীজীবের এই চিন্তা মনে।
ঘর হৈতে বাহির হইব কতক্ষণে ॥ ৭০৬ ॥
একদিন একাকী বসিয়া সন্ধ্যাকালে।
শ্রীনামকীর্তনে সিক্ত হয় নেত্রজলে ॥ ৭০৭ ॥
করয়ে যতন ধৈর্য ধরিতে না পারে।
দুই বাহু উর্ধ্বে তুলি' কহে বারে বারে ॥ ৭০৮ ॥

অহে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
অহে করুণাসিন্ধু শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ॥ ৭০৯ ॥
অহে কৃপাময় প্রভুর শ্রীপ্রিয়গণ।
মো-হেন পতিতে কর কৃপার ভাজন ॥ ৭১০ ॥
ঐছে কত কহে কণ্ঠরুদ্ধ ক্ষণে ক্ষণে।
নিশি শেষ হৈল নিদ্রা নাহিক নয়নে ॥ ৭১১ ॥
শ্রীভকতবৎসল প্রভু, প্রভুর ইচ্ছায়।
শ্রীজীব দেখয়ে স্বপ্ন কিঞ্চিৎ নিদ্রায় ॥ ৭১২ ॥
রামকেলি-গ্রামে যৈছে দেখিল স্বপনে।
সেইরূপ দেখে গৌরচন্দ্র গণসনে ॥ ৭১৩ ॥
সঙ্কীর্তন-মধ্যে নৃত্য করে গৌররায়।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেমে জগৎ মাতায় ॥ ৭১৪ ॥
লক্ষ লক্ষ লোক ধাইয়া আইসে চারিপাশে।
হরি-হরি-ধ্বনি হয় এ ভূমি আকাশে ॥ ৭১৫ ॥
ঐছে দেখা দিয়া প্রভু হৈলা অন্তর্ধান।
স্বপ্নভঙ্গে জীবের ব্যাকুল হৈল প্রাণ ॥ ৭১৬ ॥
পুনঃ শ্রীজীবেরে নিদ্রা কৈল আকর্ষণ।
শ্রীজীব দেখয়ে কিবা অপূর্ব স্বপন ॥ ৭১৭ ॥
কহিব সে স্বপ্ন পূর্ব কহিব কিঞ্চিৎ।
পরম অদ্ভুত এই শ্রীজীব-চরিত ॥ ৭১৮ ॥
শ্রীজীব বালককালে বালকের সনে।
শ্রীকৃষ্ণে সম্বন্ধ বিনা খেলা নাহি জানে ॥ ৭১৯ ॥
কৃষ্ণ-বলরাম-মূর্তি নির্মাণ করিয়া।
করিতেন পূজা পুষ্প-চন্দনাদি দিয়া ॥ ৭২০ ॥
বিবিধ ভূষণ বস্ত্রে শোভা অতিশয়।
অনিমেষ-নেত্রে দেখি' উল্লাস-হৃদয় ॥ ৭২১ ॥
কনক-পুতলি-প্রায় পড়ি ক্ষিতিতলে।
করিতে প্রণাম সিক্ত হৈলা নেত্রজলে ॥ ৭২২ ॥
বিবিধ মিষ্টান্ন অতি যত্নে ভোগ দিয়া।
ভুঞ্জিতেন প্রসাদ বালকগণে লইয়া ॥ ৭২৩ ॥
কৃষ্ণ বলরাম বিনা কিছুই না ভায়।
একাকীও দোঁহে লইয়া নির্জনে খেলায় ॥ ৭২৪ ॥
শয়ন-সময়ে দোঁহে রাখয়ে বক্ষেতে।
মাতা পিতা কৌতুকেও না পারে লইতে ॥ ৭২৫ ॥

কৃষ্ণ-বলরাম-প্রতি অতিশয় প্রীত।
দেখিয়া বালক-চেষ্টা সবে উল্লাসিত ॥ ১২৬ ॥
চৈতন্য নিতাই তাঁ'র বাল্যকাল হৈতে।
যৈছে প্রেমাধীন ব্যক্ত করয়ে স্বপ্নেতে ॥ ১২৭ ॥
হইলা প্রত্যক্ষ প্রভু কৃষ্ণ-বলরাম।
শ্যাম-শুক্ল রূপ দোঁহে আনন্দের ধাম ॥ ১২৮ ॥
দোঁহার অদ্ভুত বেশ কন্দর্প-মোহন।
অঙ্গের ভঙ্গীতে মত্ত করে ত্রিভুবন ॥ ১২৯ ॥
ঐছে দোঁহে দেখি' পুনঃ দেখে গৌরবর্ণ।
ঝলমল করয়ে জিনিয়া শুদ্ধ স্বর্ণ ॥ ১৩০ ॥
দুহুঁ-অঙ্গ-সৌরভে ব্যাপিল ত্রিভুবন।
তাহে ধৈর্য ধরে ঐছে নাহি কোন জন ॥ ১৩১ ॥
শ্রীজীবের মনে মহা হৈল চমৎকার।
অনিমিষ-নেত্রে শোভা দেখয়ে দোঁহার ॥ ১৩২ ॥
ভাসয়ে দীঘল দুটি নয়নের জলে।
লুটাইয়া পড়ে দুই প্রভু-পদতলে ॥ ১৩৩ ॥
করুণাসমুদ্র গৌর-নিত্যানন্দ-রায়।
পাদপদ্ম দিলেন জীবের মাথায় ॥ ১৩৪ ॥
পরম বাৎসল্যে পুনঃ করে আলিঙ্গন।
কহিল অমৃতময় প্রবোধ-বচন ॥ ১৩৫ ॥
শ্রীগৌরসুন্দর মহা-প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
প্রভু নিত্যানন্দ-পদে দিল সমর্পিয়া ॥ ১৩৬ ॥
নিত্যানন্দ শ্রীজীবে কহয়ে বার বার।
এই মোর প্রভু হো'ক সর্বস্ব তোমার ॥ ১৩ ॥
ঐছে প্রভু-অনুগ্রহে পুনঃ প্রণমিতে।
দোঁহে অদর্শন দেখি' নারে স্থির হৈতে ॥ ১৩৮ ॥
নিদ্রাভঙ্গ হৈতে দেখে নিশি পোহাইল।
অধ্যয়ন-ছলে নবদ্বীপে যাত্রা কৈল ॥ ১৩৯ ॥
নবদ্বীপবাসী লোক বিচারিল মনে।
অবশ্য শ্রীজীব যাইবেন বৃন্দাবনে ॥ ১৪০ ॥
শ্রীজীব সঙ্গের লোকে বিদায় করিয়া।
ফতেয়া হৈতে চলে এক ভৃত্য লৈয়া ॥ ১৪১ ॥
প্রেমাবিষ্ট হৈয়া পথে কি অদ্ভুত গতি।
শ্রীজীবে দেখিয়া কেহ কহে কা'রো প্রতি ॥ ১৪২ ॥

দেখ দেখ এই কোন্ রাজার কুমার।
কনক-চম্পক-বর্ণ তনু মনোহর ॥ ১৪৩ ॥
কি অপূর্ব বদন-মাধুরী প্রাণ হরে।
কিবা দীর্ঘ-নয়ন, নাসিকা শোভা করে ॥ ১৪৪ ॥
কিবা ভুরু, ললাট, শ্রবণ, চারু কেশ।
কিবা গণ্ড, গ্রীবা, কি অদ্ভুত বক্ষঃদেশ ॥ ১৪৫ ॥
কিবা হস্তপদ্ম-নখাবলী বিলসয়।
কিবা ক্ষীণ মধ্য জঙ্ঘ, জানু, পদদ্বয় ॥ ১৪৬ ॥
অপূর্ব তুলসীমালা কণ্ঠে সুকোমলে।
কিবা শুভ্র সূক্ষ্ম চারু যজ্ঞসূত্র গলে ॥ ১৪৭ ॥
অহে ভাই ! ইহার বালাই লৈয়া মরি।
মনে হয় নিরন্তর রাখি নেত্র ভরি' ॥ ১৪৮ ॥
কেহ কহে,—'ভাই সব ! ইহারে দেখিয়া।
না জানিয়ে আমার কেমন করে হিয়া' ॥ ১৪৯
কেহ কহে,—'অহে ! ঐছে হয় মোর মন।
করিব অবশ্য ইহঁ সন্ন্যাস গ্রহণ ॥ ১৫০ ॥
এইরূপ কহে কত ব্যাকুল হিয়ায়।
শ্রীজীব পরম-প্রেমাবেশে চলি' যায় ॥ ১৫১ ॥
নবদ্বীপ প্রবেশিতে এই ধ্বনি হইল।
সনাতন-শ্রীরূপের ভ্রাতুষ্পুত্র আইল ॥ ১৫২ ॥
শ্রীজীবের চেষ্টা দেখি' ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত।
কিবা জিজ্ঞাসিল সবে হইলা বিস্মিত ॥ ১৫৩ ॥
শ্রীজীব নবদ্বীপমধ্যে প্রবেশিল।
দেখি' নবদ্বীপ-শোভা বিস্ময় হইল ॥ ১৫৪ ॥
ষোলক্রোশ নবদ্বীপ বসতি সুন্দর।
স্থানে স্থানে ব্যাপী, পুষ্পবাটী, সরোবর ॥ ১৫৫ ॥
সুরধুনী-তীর, বন, পুলিন দেখিয়া।
কে আছে এমন যা'র না জুড়ায় হিয়া ॥ ১৫৬ ॥
শ্রীজীব বিহ্বল হৈয়া করয়ে গমন।
সেই পথে আইসে বৈষ্ণব কত জন ॥ ১৫৭ ॥
শ্রীজীবে দেখিয়া সবে মনের উল্লাসে।
শীঘ্র গেলা শ্রীপণ্ডিত শ্রীবাস-আবাসে ॥ ১৫৮ ॥
নিত্যানন্দপ্রভু তথা প্রিয়গণ-সঙ্গে।
বসিয়া আছেন মহাপ্রেমানন্দ-রঙ্গে ॥ ১৫৯ ॥

শ্রীবাস-পণ্ডিতে প্রভু হাসিয়া কহয়।
শ্রীজীব আসিবে মোর মনে হেন লয় ॥ ১৬০ ॥
প্রভু-আগে সে বৈষ্ণব কহে ধীরে ধীরে।
শ্রীজীব আইলা প্রভু ভবন-বাহিরে ॥ ১৬১ ॥
শুনি' নিত্যানন্দপ্রভু আনন্দিত হৈলা।
শ্রীজীবেরে শীঘ্র লোকদ্বারে আনাইলা ॥ ১৬২ ॥
শ্রীজীব অধৈর্য হৈলা প্রভুর দর্শনে।
নিবারিতে নারে অশ্রুধারা দু'নয়নে ॥ ১৬৩ ॥
করয়ে যতেক দৈন্য কহনে না যায়।
লোটাইয়া পড়ে প্রভু নিত্যানন্দ-পায় ॥ ১৬৪ ॥
নিত্যানন্দপ্রভু মহাবাৎসল্যে বিহ্বল।
ধরিল শ্রীজীব-মাথে চরণ-যুগল ॥ ১৬৫ ॥
শ্রীজীবেরে অনুগ্রহ-সীমা প্রকাশিলা।
ভূমি হৈতে তুলি' দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা ॥ ১৬৬ ॥
প্রভু প্রেমাবেশে কহে,—'তোমার নিমিত্তে।
আইলাম শীঘ্র এথা খড়দহ হৈতে' ॥ ১৬৭ ॥
ঐছে কত কহি শ্রীজীবেরে স্থির কৈলা।
শ্রীবাসাদি ভক্ত অনুগ্রহ করাইলা ॥ ১৬৮ ॥
নিকটে রাখিয়া অতি আনন্দ-হিয়ায়।
শ্রীজীবে পশ্চিমদেশে করয়ে বিদায় ॥ ১৬৯ ॥
বিদায়ের কালে মহা-ব্যাকুল হইলা।
শ্রীজীব নিত্যানন্দ-পদে প্রণমিলা ॥ ১৭০ ॥
শ্রীজীব-মস্তকে প্রভু অর্পিয়া চরণ।
করিয়া যতেক স্নেহ কৈল আলিঙ্গন ॥ ১৭১ ॥
প্রভু কহে,—'শীঘ্র ব্রজে করহ প্রয়াণ।
তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থান ॥ ১৭২ ॥
শ্রীজীব করিলা যাত্রা প্রভু-আজ্ঞা পাঞা।
সর্বভক্তগণের শ্রীচরণ বন্দিয়া ॥ ১৭৩ ॥
শ্রীবাসপণ্ডিত আদি ভাগবতগণ।
শ্রীজীবে যে স্নেহ কৈল না হয় বর্ণন ॥ ১৭৪ ॥
নবদ্বীপ হইতে পরমানন্দ-মনে।
শ্রীজীব গোস্বামী কাশী গেলা কতদিনে ॥ ১৭৫ ॥
তাহা রহে শ্রীমধুসূদন-বাচস্পতি।
সর্বশাস্ত্রে অধ্যাপক যেন বৃহস্পতি ॥ ১৭৬ ॥
তেঁহ শ্রীজীবেরে দেখি' অতি স্নেহ কৈলা।
কতদিনে রাখি' বেদান্তাদি পড়াইলা ॥ ১৭৭ ॥
শ্রীজীবের বিদ্যাবল দেখি' বাচস্পতি।
যে আনন্দ হৈল তাহা কহি কি শকতি ॥ ১৭৮ ॥
কাশীতে শ্রীজীবেরে প্রশংসে সর্ব-ঠাঁই।
ন্যায়-বেদান্তাদি শাস্ত্রে ঐছে কেহ নাই ॥ ১৭৯ ॥
কাশী হৈতে শ্রীজীব গেলেন বৃন্দাবন।
তথা অনুগ্রহ কৈলা রূপ-সনাতন ॥ ১৮০ ॥
সনাতন, রূপ, শ্রীবল্লভ তিন ভাই।
এ তিনের চরিত্র বর্ণিতে অন্ত নাই ॥ ১৮১ ॥

রঘুনাথ দাস—

রঘুনাথ দাস শ্রীপুরুষোত্তম হৈতে।
বৃন্দাবন গেলা যৈছে না পারি কহিতে ॥ ১৮২ ॥
সনাতন, রূপ, রঘুনাথ এই তিনে।
রঘুনাথ-চেষ্টাদিক বিদিত ভুবনে ॥ ১৮৩ ॥

তথাহি শ্রীলঘুতোষণ্যাম্—

আদিঃ শ্রীল-সনাতনস্তদনুজঃ শ্রীরূপনামা ততঃ
শ্রীমদ্বল্লভনামধেয়বলিতো নির্বেদ্য যে রাজ্যতঃ।
আসাদ্যাতিকৃপাং ততো ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতঃ
সাম্রাজ্যং খলু ভেজিরে মুরহরপ্রেমাখ্যভক্তিশ্রিয়ে ॥১৮৪

অন্বয়। আদিঃ (প্রথমঃ) শ্রীলসনাতনঃ (শ্রীলসনাতন-গোস্বামী) তদনুজঃ (তস্য অনুজঃ) শ্রীরূপনামা (শ্রীরূপ-নামকঃ) ততঃ (তয়োরনুজঃ) শ্রীমদ্বল্লভনামধেয়বলিতঃ (শ্রীমদ্বল্লভ ইতি নামধেয়েন অভিধানেন বলিতঃ যুক্তঃ) (ইতি) যে (ত্রয়ো মহাজনাঃ) রাজ্যতঃ (রাজ্যাৎ) নির্বেদ্য (নির্বেদং বিরাগমবাপ্য) ততঃ (তদনন্তরং) ভগবতঃ (পরমেশ্বরাৎ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভোঃ সকাশাৎ) অতি-কৃপাম্ (বিপুলকরুণাম্) আসাদ্য (লব্ধ্বা) মুরহরপ্রেমাখ্য-ভক্তিশ্রিয়ে (কৃষ্ণপ্রেমাখ্যা যা ভক্তিশ্রীঃ তস্যাঃ লাভায়) সাম্রাজ্যং (ভক্তিরাজাধিরাজত্বং) খলু (যথার্থং) ভেজিরে (উপাসিতবন্তঃ) ॥ ১৮৪ ॥

অনুবাদ। শ্রীল সনাতন ছিলেন জ্যেষ্ঠ। তাঁহার অনুজের নাম শ্রীরূপ। আবার তাঁহার (শ্রীরূপের) অনুজের নাম শ্রীমদ্বল্লভ। ইঁহারা তিনজন বৈরাগ্যহেতু রাজ্য পরিত্যাগ

করিলেন এবং তৎপর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব হইতে অতিশয় কৃপালাভ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমনাম্নী ভক্তিলক্ষ্মীকে লাভ করিবার নিমিত্ত ভক্তিসাম্রাজ্যের উপাসনা করিয়াছিলেন॥

যঃ সর্বাবরজঃ পিতা মম স তু শ্রীরামমাসেদিবান্
গঙ্গায়াং দ্রুতমগ্রজৌ পুনরমূ বৃন্দাবনং সঙ্গতৌ।
যাভ্যাং মাথুরগুপ্ততীর্থনিবহো ব্যক্তীকৃতো ভক্তির-
প্যুচ্চৈঃ শ্রীব্রজরাজনন্দনগতা সর্বত্র সম্বর্ধিতা ॥ ১৮৫ ॥

অন্বয়। যঃ (যো জনঃ) সর্বাবরজঃ (সর্বেষাং ভ্রাতৃণাম্ অবরজঃ কনিষ্ঠঃ) স (শ্রীমদ্বল্লভঃ) তু (কিন্তু) মম (শ্রীজীবস্য) পিতা (জনক আসীদিতি শেষঃ) গঙ্গায়াং (গঙ্গাতীরে গৌড়দেশে) শ্রীরামম্ (শ্রীরামচন্দ্রম্ আসেদিবান্ (প্রাপ্তবান্ অর্থাৎ প্রপঞ্চলীলাং পরিহৃতবান্) পুনঃ (অপি চ অমূ (তৌ) অগ্রজৌ (শ্রীলরূপসনাতনৌ) দ্রুতং (শীঘ্রং) বৃন্দাবনং (শ্রীবৃন্দাবনধাম) সঙ্গতৌ (সম্যগাশ্রিতবন্তৌ, গতবন্তৌ বা)। যাভ্যাং (শ্রীলরূপসনাতনাভ্যাং) মাথুরগুপ্ত-তীর্থনিবহঃ (মথুরায়া গুপ্তানামপ্রকাশিতানাং তীর্থানাং নিবহঃ সমূহঃ) ব্যক্তীকৃতঃ (প্রকটীকৃতঃ) শ্রীব্রজরাজ-নন্দনগতা (শ্রীনন্দনন্দনাশ্রিতা) ভক্তিঃ (ভজনক্রিয়া) অপি (চ) সর্বত্র (সর্বদেশেষু) উচ্চৈঃ (সবিশেষং) সম্বর্ধিতা (বৃদ্ধিং প্রাপিতা, প্রচারিতা)॥ ১৮৫ ॥

অনুবাদ। যিনি ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ, তিনি ছিলেন আমার পিতা; কিন্তু তিনি গঙ্গাতীরে প্রপঞ্চ-লীলা পরিহার করেন। তৎপরে সেই অগ্রজদ্বয় দ্রুত শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। তাঁহারা মথুরামণ্ডলের গুপ্ত-তীর্থসমূহ প্রকটীকৃত করেন। তাঁহাদিগ-কর্তৃকই শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিও সর্বত্র বিশেষভাবে সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল ॥১৮৫॥

যন্মিত্রং রঘুনাথদাস ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষিতৌ রাধিকা-
কৃষ্ণপ্রেম-মহার্ণবোর্মিনিবহে ঘূর্ণন্ সদা দীব্যতি।
দৃষ্টান্ত-প্রকর-প্রভাভরমতীত্যৈবানয়োর্ভ্রাজতো-
স্তুল্যস্তত্ত্বপদং মতস্ত্রিভুবনে সাশ্চর্যমার্যোত্তমৈঃ ॥ ১৮৬ ॥

অন্বয়। ক্ষিতৌ (পৃথিব্যাং) রঘুনাথদাসঃ (শ্রীল-রঘুনাথদাসঃ) ইতি (অনেন নাম্না) যন্মিত্রং (যয়োর্মিত্রং বন্ধুঃ) বিখ্যাতঃ (প্রসিদ্ধঃ) (জনঃ) কৃষ্ণপ্রেম-মহার্ণবোর্মি-নিবহে (কৃষ্ণপ্রেম-রূপ-মহাসমুদ্রস্য যে উর্ময়স্তেষাং নিবহে সমূহে) ঘূর্ণন্ (সঞ্চরন্) সদা (অহর্নিশং) দীব্যতি (ক্রীড়তি)। দৃষ্টান্তপ্রকর-প্রভাভরম্ (দৃষ্টান্তানামুপমানানাং প্রকরঃ সমূহস্তস্য প্রভা দীপ্তিস্তস্যা ভরম্ রাশিম্) অতীত্য (অতিক্রম্য) এব (নিশ্চিতং) ভ্রাজতঃ (শোভমানয়োঃ) অনয়োঃ (শ্রীল-রূপসনাতনয়োঃ) তুল্যঃ (সমানঃ) তত্ত্বপদং (স্বরূপং) (ইতি) ত্রিভুবনে (ত্রিলোক্যাং) আর্যোত্তমৈঃ (সজ্জনশ্রেষ্ঠৈঃ) সাশ্চর্যং (সবিস্ময়ং) মতঃ (নির্দিষ্টঃ পূজিতো বা)॥ ১৮৬ ॥

অনুবাদ। শ্রীল রঘুনাথদাস নামক মহাজন তাঁহাদের মিত্র বলিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি সর্বদা-শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রেম-মহাসমুদ্রের তরঙ্গরাশিতে সঞ্চরণ করত ক্রীড়া করিতেন। যাবতীয় উপমার প্রভারাশিকে ম্লান করিয়া শোভাযুক্ত যে রূপসনাতন, ত্রিভুবনে সজ্জনশ্রেষ্ঠগণ সবিস্ময়ে শ্রীরঘুনাথকে তাঁহাদের তুল্য তত্ত্ব বলিয়া পূজা করিতেন॥ ১৮৬।

শ্রীরূপ-সনাতনের চরিত্র -

সনাতন-রূপ বিলসয়ে বৃন্দাবনে।
দুহুঁ মনোবৃত্তি কৃষ্ণ বিনা কেবা জানে ॥ ১৮৭ ॥
সনাতন-রূপে মহা অনুগ্রহ কৈলা।
গোপাল বালক-ছলে সাক্ষাৎ হইলা ॥ ১৮৮ ॥
দিলেন অপূর্ব ক্ষীর কহিতে কি আর।
সনাতন-রূপের সুখের নাহি পার ॥ ১৮৯ ॥
হেন সনাতন রূপ প্রভুর আজ্ঞাতে।
বর্ণিল যতেক তাহা ব্যাপিল জগতে ॥ ১৯০ ॥
শ্রীরূপ শ্রীহংসদূত আদি গ্রন্থ কৈলা।
সনাতন ভাগবতামৃতাদি বর্ণিলা ॥ ১৯১ ॥
শ্রীবৈষ্ণব-তোষণী করিয়া সনাতন।
শ্রীজীবেরে আজ্ঞা দিলা করিতে শোধন ॥ ১৯২ ॥
আজ্ঞা পাঞা জীব লঘুতোষণী করিলা।
যৈছে করিলেন তাহা তথাই লিখিলা ॥ ১৯৩ ॥
চৌদ্দশত সপ্ত ছয়ে সম্পূর্ণ বৃহৎ।
পনরশত চারি শকে লঘু সমাপ্ত ॥ ১৯৪ ॥

তথাহি তত্রৈব—

গোপালবালকব্যাজাদ্দয়োঃ সাক্ষাদ্বভূব হ।
সাক্ষাচ্ছ্রীযুত-গোপালঃ ক্ষীরাহরণলীলয়া ॥ ১৯৫ ॥

অন্বয়। সাক্ষাৎ (স্বয়ং) শ্রীযুত-গোপালঃ (শ্রীবাল-কৃষ্ণঃ, শ্রীমদনগোপালঃ) গোপালবালকব্যাজাৎ (গোপ-

বালকচ্ছলেন) ক্ষীরাহরণলীলয়া (ক্ষীরদানলীলয়া) যয়োঃ (শ্রীল-রূপসনাতনয়োঃ) সাক্ষাদ্ (প্রত্যক্ষং) বভূব হ (আবির্ভূতঃ) ॥ ৭৯৫ ॥

অনুবাদ। সাক্ষাৎ শ্রীযুক্ত গোপাল গোপবালকচ্ছলে ক্ষীরপ্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিলেন॥ ৭৯৫ ॥

শ্রীরূপকৃত গ্রন্থসমূহ—

তয়োরনুজস্যষ্টেষু কাব্যং শ্রীহংসদূতকম্।
শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশশ্ছন্দোঽষ্টাদশকং তথা ॥ ৭৯৬ ॥

অন্বয়। তয়োঃ (রূপসনাতনয়োঃ) অনুজস্যষ্টেষু (কনিষ্ঠ-ভ্রাতৃলিখিতেষু) শ্রীহংসদূতকং (তন্নামকং) কাব্যং (রসাত্মকো গ্রন্থঃ) শ্রীমদুদ্ধব-সন্দেশঃ (শ্রীমদুদ্ধবকথিতা বার্তা,তন্নামকো গ্রন্থঃ) তথা (অপি চ) ছন্দোঽষ্টাদশকম্ (ছন্দসাম্ অষ্টাদশ, তন্নামকঃ গ্রন্থঃ) (কৃতবানিতি শেষঃ) ॥ ৭৯৬ ॥

অনুবাদ। তাঁহাদের মধ্যে অনুজ অর্থাৎ শ্রীলরূপ-গোস্বামি-কর্তৃক লিখিত গ্রন্থরাজির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রসিদ্ধ। যথা—শ্রীহংসদূত-কাব্য, শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশ, ছন্দোঽষ্টাদশক ॥ ৭৯৬ ॥

স্তবস্যোৎকলিকাবল্লী গোবিন্দবিরুদাবলী।
প্রেমেন্দুসাগরাদ্যাশ্চ বহবঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৭৯৭ ॥

অন্বয়। স্তবস্য (শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রস্য) উৎকলিকাবল্লী (কলিকাযুক্তা লতা অর্থাৎ স্তবমালা), গোবিন্দবিরুদাবলী (শ্রীলগোবিন্দদেবস্য গদ্যপদ্যময়ী রাজস্তুতিঃ, তন্নামকো গ্রন্থঃ) প্রেমেন্দুসাগরাদ্যাশ্চ (প্রেমেন্দুসাগর আদ্যো যেষাং তে চ) বহবঃ (অনেকাঃ গ্রন্থাঃ) সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ (সুবিখ্যাতাঃ সুসম্বদ্ধা বা) ॥ ৭৯৭ ॥

অনুবাদ। (তদ্ব্যতীত) তাঁহার স্তবমালা, গোবিন্দ-বিরুদাবলী, প্রেমেন্দুসাগরাদি বহু সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে॥

বিদগ্ধ-ললিতাগ্রাখ্যা-মাধবং নাটকদ্বয়ম্।
ভাণিকা-দানকেল্যাখ্যা রসামৃতযুগং পুনঃ ॥ ৭৯৮ ॥
মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটকচন্দ্রিকা।
সঙ্ক্ষিপ্ত-শ্রীভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ ॥ ৭৯৯ ॥

অন্বয়। বিদগ্ধ-ললিতাগ্রাখ্যা-মাধবং (বিদগ্ধশ্চ ললিতশ্চ ইতি অগ্রে পুরতঃ আখ্যা যস্য তাদৃশঃ মাধবঃ যত্র তৎ) নাটকদ্বয়ং (দ্বে নাটকে ললিতমাধবম্ বিদগ্ধ-মাধবঞ্চ) দানকেল্যাখ্যা (দানকেলিনাম্নী) ভাণিকা (নাটিকা) পুনঃ (ততশ্চ) রসামৃতযুগং (রসামৃতগ্রন্থদ্বয়ম্)। মথুরামহিমা (তন্নামকো গ্রন্থঃ) পদ্যাবলী (পদ্যসমূহঃ) নাটকচন্দ্রিকা (তন্নাম্নী পুস্তিকা) সংক্ষিপ্ত-শ্রীভাগবতামৃতম্ (তন্নামকঃ গ্রন্থঃ) এতে চ (উল্লিখিতাশ্চ) সংগ্রহাঃ (সংগ্রহগ্রন্থাঃ নামসঞ্চয়াঃ বা)॥ ৭৯৮-৯৯ ॥

অনুবাদ। (ঐ সকল ব্যতীত) ললিতমাধব ও বিদগ্ধ-মাধব-নামে নাটকদ্বয়, দানকেলী-নাটিকা, রসামৃতযুগল, মথুরামহিমা, নাটক-চন্দ্রিকা ও সংক্ষিপ্ত (লঘু) শ্রীভাগবতামৃত প্রভৃতি সংগ্রহগ্রন্থ ॥ ৭৯৮-৯৯ ॥

শ্রীসনাতন-কৃত গ্রন্থসমূহ—

তথাগ্রজকৃতেষগ্র্যং শ্রীল-ভাগবতামৃতম্।
হরিভক্তিবিলাসশ্চ তট্টীকা দিক্প্রদর্শিনী ॥ ৮০০ ॥
লীলাস্তবষ্টিপ্পনী চ সেয়ং বৈষ্ণবতোষণী।
যা সঙ্ক্ষিপ্তা ময়া ক্ষুদ্রজীবেনাপি তদাজ্ঞয়া ॥ ৮০১ ॥

অন্বয়। তথা (তদনুরূপং) অগ্রজকৃতেষু (জ্যেষ্ঠভ্রাতৃ-লিখিতেষু শ্রীল-সনাতন-রচিতেষু) অগ্র্যং শ্রীল ভাগবতা-মৃতং (প্রথমম্ অর্চনীয়ং শ্রীভাগবতামৃতং) হরিভক্তি-বিলাসশ্চ (হরিভক্তিবিলাসনামা গ্রন্থোঽপি) (তৎসহ) তট্টীকা (হরিভক্তিবিলাসস্য টীকা) দিক্প্রদর্শিনী (তন্নাম্নী টীকা চ) লীলাস্তবঃ (দশম-চরিতাখ্যঃ) সা ইয়ং (বক্ষ্যমাণা) বৈষ্ণবতোষণী (তন্নামিকা) টিপ্পনী চ (ব্যাখ্যা চ) যা (বৈষ্ণবতোষণী) তদাজ্ঞয়া (শ্রীল-সনাতনাদেশেন ক্ষুদ্রজীবেন (দীনাভিমানিনা শ্রীজীবেন ইত্যর্থঃ) ময়া সঙ্ক্ষিপ্তা (অল্পায়তনীকৃতা) ॥ ৮০০-৮০১ ॥

অনুবাদ। তদ্রূপ অগ্রজলিখিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে প্রথম শ্রীভাগবতামৃত, তৎপরে দিক্প্রদর্শিনী-টীকার সহিত হরিভক্তিবিলাস, তৎপরে লীলাস্তব, অনন্তর এই দশমটিপ্পনী বৈষ্ণবতোষণী তদাজ্ঞায় ক্ষুদ্রজীব হইলেও মৎকর্তৃক সংক্ষিপ্তীকৃত হইল ॥ ৮০০-৮০১ ॥

অবুদ্ধ্যা বুদ্ধ্যা বা যদিহ ময়কালেখি সহসা।
তথা যদ্বাচ্ছেদি দ্বয়মপি সহেরন্ পরমমী।
অহো কিম্বা যদ্যন্মনসি মম বিস্ফোরিতমভূ-
দমীভিস্তন্নাজ্ঞং যদি বলমলং শঙ্কিতকুলৈঃ ॥ ৮০২ ॥

অন্বয়। ময়কা (শ্রীজীবেন) সহসা (ত্বরিতং) ইহ (লঘুতোষণ্যাং) বুদ্ধ্যা (স্বধারণাশক্ত্যা) অবুদ্ধ্যা (কল্পনয়া) বা যৎ (যৎকিঞ্চিন্মাত্রম্) অলেখি (অলিখ্যত) তথা

(পুনশ্চ) যৎ (যত্র) বা (বিকল্পে) অচ্ছেদি (বিভক্তং পরিত্যক্তং বা (তৎ) দ্বয়মপি (স্বকৃতলিখনং তেষাং লিখিতাংশ-পরিত্যাগমপি) অমী (শ্রীলসনাতনপাদাঃ) পরং (সবিশেষং) সহেরন্ (ক্ষমেরন্, সম্ভাবনায়াং বিধিলিঙ্) অহো (উপেক্ষায়াং) কিম্বা (বিকল্পে) অমীভিঃ (তৈঃ শ্রীলসনাতনচরণৈঃ) মম (মদীয়ে) মনসি (চিত্তে) যদ্যৎ (যৎকিঞ্চিৎ) বিস্ফোরিতম্ (প্রকটীকৃতম্) অভূৎ (অভবৎ) তন্মাত্রং (তত্তদেব) যদি বলম্ (মে সামর্থ্যম্ অবলম্বনমিত্যর্থঃ)। (তর্হি) শঙ্কিতকুলৈঃ (মৃষা গুর্বাজ্ঞালঙ্ঘনভীতজনৈঃ) অলম্ (নিরর্থকম্ নাহং লোকাপবাদাদ্ বিভেমি ইত্যর্থঃ) ॥ ৮০২ ।

অনুবাদ। আমি সত্বরতার সহিত এই গ্রন্থে বুদ্ধিপূর্বক বা অবুদ্ধিপূর্বক যাহা লিখিয়াছি এবং তাঁহাদের ব্যাখ্যা যেখানে যেখানে পরিত্যাগ করিয়াছি, শ্রীল সনাতনপাদ তাহার উভয়টী বিশেষভাবে মার্জনা করিবেন। অহো, তিনি আমার চিত্তে যেরূপ প্রেরণা দান করিয়াছেন, যদি আমি তাহাই মাত্র লিখিয়া থাকি এবং কেবলমাত্র তাহাই যদি আমার ভরসা হয়, তবে ভীতজনগণকে ভয় করিবার আমার প্রয়োজন নাই ॥ ৮০২ ॥

শকে ষট্সপ্ততিমনৌ পূর্ণেয়ং টিপ্পনী শুভা।
সঙ্ক্ষিপ্তা যুগশূন্যাগ্রপঞ্চৈকগণিতে তথা ॥ ৮০৩ ॥

অন্বয়। ষট্সপ্ততিমনৌ (১৪৭৬তমে) শকে (শকাব্দে) ইয়ং শুভা (মঙ্গলদায়িনী) টিপ্পনী (বৈষ্ণব-তোষণী) পূর্ণা (সমাপ্তা) তথা (পুনশ্চ) যুগশূন্যাগ্রপঞ্চৈকগণিতে (১৫০৪তমে শকে) সংক্ষিপ্তা (লঘুতোষণী সমাপ্তা ইত্যর্থঃ)।

অনুবাদ। ১৪৭৬ শকাব্দে এই শুভদা বৈষ্ণবতোষণী টিপ্পনী পূর্ণ হইয়াছে। আর ১৫০৪ শকে লঘুতোষণী সমাপ্ত হইয়াছে ॥ ৮০৩ ॥

এইত কহিল গোস্বামীর গ্রন্থগণ।
পুনঃ বিবরিয়া কহি করহ শ্রবণ ॥ ৮০৪ ॥
শ্রীজীবের শিষ্য কৃষ্ণদাস-অধিকারী।
তিঁহ নিজ-গ্রন্থে ইহা কহিল বিস্তারি' ॥ ৮০৫ ॥

শ্রীসনাতনের গ্রন্থ-চতুষ্টয়—

সনাতন গোস্বামীর গ্রন্থ-চতুষ্টয়।
টীকাসহ ভাগবতামৃত-খণ্ডদ্বয় ॥ ৮০৬ ॥
হরিভক্তিবিলাস-টীকা দিক্‌প্রদর্শিনী।
বৈষ্ণবতোষণী নাম দশম-টিপ্পনী ॥ ৮০৭ ॥
লীলাস্তব দশমচরিত যাহে কয়।
সনাতন গোস্বামীর এই চতুষ্টয় ॥ ৮০৮ ॥

তথাহি—

তয়োর্জ্যেষ্ঠস্য কৃতিষু শ্রীসনাতননামিনঃ।
সিদ্ধান্তগ্রন্থসন্দোহাল্লেখোল্লেখো বিধীয়তে ॥ ৮০৯ ॥

অন্বয়। তয়োঃ (শ্রীরূপসনাতনয়োঃ) জ্যেষ্ঠস্য (অগ্রজস্য) শ্রীসনাতননামিনঃ (শ্রীলসনাতন-নামকস্য) কৃতিষু (রচিতগ্রন্থেষু) সিদ্ধান্তগ্রন্থসন্দোহাৎ (সিদ্ধান্তবিষয়কাঃ গ্রন্থাস্তেষাং সন্দোহঃ সমূহস্তস্মাৎ) লেখোল্লেখঃ (লেখানাং লিখিত-গ্রন্থানাং উল্লেখে নামসংগ্রহঃ) বিধীয়তে (ক্রিয়তে)॥

অনুবাদ। তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীল সনাতন নামক জ্যেষ্ঠভ্রাতৃরচিত সিদ্ধান্তগ্রন্থসমূহ হইতে তদ্রচিত গ্রন্থমালার নামোল্লেখ করিতেছি ॥ ৮০৯ ॥

প্রথমাদিদ্বয়ং খণ্ডযুগ্মং ভাগবতামৃতম্।
হরিভক্তিবিলাসশ্চ তট্টীকা-দিক্‌প্রদর্শিনী।
লীলাস্তব-টিপ্পনী চ নাম্না বৈষ্ণবতোষণী ॥ ৮১০ ॥

অন্বয়। (শ্রীসনাতনগোস্বামিকৃতিষু গ্রন্থাঃ কথ্যন্তে) প্রথমাদিদ্বয়ং (প্রথমখণ্ডঃ দ্বিতীয়খণ্ডশ্চ ইতি দ্বয়ম্) খণ্ডযুগ্মং (খণ্ডযুগলং) ভাগবতামৃতং (বৃহদ্‌ভাগবতামৃতং নাম গ্রন্থঃ) হরিভক্তিবিলাসঃ (তন্নাম্না রচিতোগ্রন্থঃ) তট্টীকা দিক্‌প্রদর্শিনী (তস্য টীকা দিক্‌প্রদর্শিনী নাম) চ (অপি) লীলাস্তবটিপ্পনী চ (লীলাস্তবাশ্চ দশমটিপ্পনী চ) (সা টিপ্পনী) নাম্না (সংজ্ঞয়া) বৈষ্ণবতোষণী (তন্নামিকা ভবতীতি শেষঃ ॥৮১০॥

অনুবাদ। শ্রীসনাতন-গোস্বামি-প্রভু-লিখিত—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডদ্বয়যুক্ত ভাগবতামৃত, হরিভক্তিবিলাস, তাহার টীকা দিক্‌প্রদর্শিনী, লীলাস্তব ও বৈষ্ণবতোষণী নামে টিপ্পনী ॥ ৮১০ ॥

শ্রীরূপের ষোড়শ-গ্রন্থ—

শ্রীরূপ গোস্বামী গ্রন্থ ষোড়শ করিল।
লীলাসহ সিদ্ধান্তের সীমা প্রকাশিল ॥ ৮১১ ॥
কাব্য হংসদূত আর উদ্ধবসন্দেশ।
কৃষ্ণজন্মতিথি-বিধি বিধান অশেষ ॥ ৮১২ ॥
গণোদ্দেশদীপিকা বৃহৎ-লঘুদ্বয়।
স্তবমালা বিদগ্ধমাধব-রসময় ॥ ৮১৩ ॥

ললিতমাধব বিপ্রলম্ভের অবধি।
দানলীলাকৌমুদী আনন্দ-মহোদধি ॥ ৮১৪ ॥
দানকেলিকৌমুদী বিদিত এই নাম।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এই অনুপম ॥ ৮১৫ ॥
শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থ রসপূর।
প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা-গ্রন্থ সুমধুর ॥ ৮১৬ ॥
মথুরা-মহিমা পদ্যাবলী এ বিদিত।
নাটকচন্দ্রিকা লঘুভাগবতামৃত ॥ ৮১৭ ॥
বৈষ্ণব-ইচ্ছায় একাদশ শ্লোক কৈল।
কৃষ্ণদাস কবিরাজে বিস্তারিতে দিল ॥ ৮১৮ ॥
অষ্টকাললীলা তা'তে অতিরসায়ন।
ভাগ্যবন্ত জন সে করয়ে আস্বাদন ॥ ৮১৯ ॥
সংক্ষেপে করিল আর বিরুদ্ লক্ষণ।
গ্রন্থের গণনামধ্যে না কৈল গণন ॥ ৮২০ ॥
গোবিন্দ-বিরুদাবলী-লক্ষণ তাহার।
দোঁহে এক এ হেতু লক্ষণে এ প্রচার ॥ ৮২১ ॥

তথাহি—

শ্রীরূপকৃত ষোড়শ-গ্রন্থ—

তয়োরনুজসৃষ্টেষু কাব্যং শ্রীহংসদূতকম্।
শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশঃ কৃষ্ণজন্মতিথের্বিধিঃ ॥ ৮২২ ॥
বৃহল্লঘুতয়া খ্যাতা শ্রীগণোদ্দেশদীপিকা।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়াণাঞ্চ স্তবমালা মনোহরা ॥ ৮২৩ ॥
বিদগ্ধমাধবঃ খ্যাতস্তথা ললিতমাধবঃ।
দানলীলাকৌমুদী চ তথা ভক্তিরসামৃতম্ ॥ ৮২৪ ॥
উজ্জ্বলাখ্যো নীলমণিঃ প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা।
মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটকচন্দ্রিকা ॥ ৮২৫ ॥
সংক্ষিপ্ত-শ্রীভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ।
গোপালবালকব্যাজাদ্যয়োঃ সাক্ষাদ্বভূব হ।
নন্দাত্মজঃ স গোপালঃ ক্ষীরাহরণলীলয়া ॥ ৮২৬ ॥

অন্বয়। তয়োঃ (শ্রীলরূপ-সনাতনয়োঃ) অনুজসৃষ্টেষু অনুজেন কনিষ্ঠেন ভ্রাত্রা রচিতেষু গ্রন্থেষু) (কতীনাং নামোল্লেখো যথা) শ্রীহংসদূতকং কাব্যং, শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশঃ, কৃষ্ণজন্মতিথেঃ বিধিঃ,বৃহল্লঘুতয়া খ্যাতা (বৃহৎপূর্বিকা লঘুপূর্বিকা চ প্রসিদ্ধা) শ্রীগণোদ্দেশদীপিকা,শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়াণাঞ্চ (প্রেষ্ঠজনানাঞ্চ) মনোহরা (চমৎকারিণী স্তবমালা, খ্যাতঃ (প্রসিদ্ধঃ) বিদগ্ধমাধবঃ তথা (এবং) ললিতমাধবঃ, দানলীলাকৌমুদী, তথা (এবং) ভক্তিরসামৃতং চ (অপি), উজ্জ্বলাখ্যঃ (উজ্জ্বলশব্দপূর্বকঃ) নীলমণিঃ (কৃষ্ণচন্দ্রঃ গ্রন্থবিশেষশ্চ), প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা, মথুরামহিমা, পদ্যাবলী, নাটকচন্দ্রিকা, সংক্ষিপ্ত-শ্রীভাগবতামৃতম্ (শ্রীলঘুভাগবতামৃতম্) এতে (ইমে) চ সংগ্রহাঃ (সঙ্কলনগ্রন্থাঃ নামোল্লেখাঃ বা)। সঃ (সুবিখ্যাতঃ) নন্দাত্মজঃ (নন্দনন্দনঃ) গোপালঃ (শ্রীমদনগোপালঃ) ক্ষীরাহরণলীলয়া(ক্ষীরপ্রদানলীলয়া) গোপালবালকব্যাজাৎ (গোপবালকমিষেণ) যয়োঃ (শ্রীরূপসনাতনয়োঃ) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষীভূতঃ) বভূব (অভূৎ) হ (পাদপূরণে) ॥ ৮২২-৮২৬ ॥

অনুবাদ। তাঁহাদের অনুজরচিত (শ্রীরূপপ্রণীত) গ্রন্থের মধ্যে বিশিষ্ট কতিপয়ের নাম, যথা—শ্রীহংসদূত-কাব্য, শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশ, শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথির বিধি, শ্রীবৃহদ্-গণোদ্দেশদীপিকা, শ্রীলঘুগণোদ্দেশদীপিকা, শ্রীকৃষ্ণ এবং তৎপ্রিয়গণের মনোহরা স্তবমালা, প্রসিদ্ধ বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব, দানলীলাকৌমুদী ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা, মথুরা-মহিমা, পদ্যাবলী, নাটকচন্দ্রিকা এবং লঘুভাগবতামৃত প্রভৃতি সংগ্রহ-গ্রন্থ। সেই প্রসিদ্ধ নন্দনন্দন শ্রীমদনগোপাল গোপবালকচ্ছলে ক্ষীরপ্রদানলীলা করিয়া তাঁহাদের (শ্রীরূপ-সনাতনের) সাক্ষাৎ হইয়াছিলেন ॥ ৮২২-৮২৬ ॥

এই ত' মধ্যম গোস্বামীর গ্রন্থগণ।
তা'র মধ্যে কহি স্তবমালা-বিবরণ ॥ ৮২৭ ॥
পৃথক্ পৃথক্ স্তব গোস্বামী বর্ণিল।
শ্রীজীব-সংগ্রহে স্তবমালা নাম হৈল ॥ ৮২৮ ॥

তথাহি তৎকৃতপদ্যম্—

শ্রীমদীশ্বররূপেণ রসামৃতকৃতা কৃতা।
স্তবমালানুজীবেন জীবেন সমগৃহ্যত ॥ ৮২৯ ॥

অন্বয়। রসামৃতকৃতা (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুরচয়িত্রা) শ্রীমদীশ্বররূপেণ (শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপ্রভুণা অথবা মদীয়-গুরুণা শ্রীরূপপাদেন) কৃতা (প্রণীতা) স্তবমালা অনুজীবেন (তচ্চরণ-সেবকেন) জীবেন (শ্রীজীবেন) সমগৃহ্যত (সংগৃহীতা) ॥ ৮২৯ ॥

অনুবাদ। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুরচয়িতা মদীয় গুরুদেব (মৎপ্রভু) শ্রীরূপগোস্বামি-কর্তৃক প্রণীত স্তবমালা তাঁহার সেবক শ্রীজীবকর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে ॥ ৮২৯ ॥

শ্রীদাসগোস্বামিরচিত গ্রন্থত্রয়—

রঘুনাথ দাসগোস্বামীর গ্রন্থত্রয়।
স্তবমালা নাম স্তবাবলী যা'রে কয় ॥ ৮৩০ ॥
শ্রীনামচরিত, মুক্তাচরিত মধুর।
যাহার শ্রবণে মহাদুঃখ হয় দূর ॥ ৮৩১ ॥

তথাহি—

রঘুনাথাভিধেয়স্য তয়োর্মিত্রত্বমীয়ুষঃ।
স্তবমালা দানমুক্তাচরিতং কৃতিষু দিতম্ ॥ ৮৩২॥

অন্বয়। তয়োঃ (শ্রীরূপসনাতনয়োঃ) মিত্রত্বম্ (বন্ধুতাম্) ঈয়ুষঃ (প্রাপ্তবতঃ) রঘুনাথাভিধেয়স্য (শ্রীলরঘুনাথনামকস্য) কৃতিষু (রচিতগ্রন্থেষু) স্তবমালা দানমুক্তাচরিতং (স্তবমালা চ, দানচরিতঞ্চ মুক্তাচরিতঞ্চ) উদিতং (কথিতং ভবতীতি শেষঃ) ॥ ৮৩২ ॥

অনুবাদ। তাঁহাদের (শ্রীলরূপ-সনাতনের) বন্ধুত্ব-প্রাপ্ত শ্রীল রঘুনাথনামক গোস্বামীর গ্রন্থমধ্যে স্তবমালা, দানচরিত ও মুক্তাচরিত প্রসিদ্ধ ॥ ৮৩২ ॥

শ্রীজীব-রচিত পঞ্চবিংশতি-গ্রন্থ—

শ্রীজীবের গ্রন্থ পঞ্চবিংশতি বিদিত।
হরিনামামৃতব্যাকরণ দিব্য রীত ॥ ৮৩৩ ॥
সূত্রমালিকা ধাতুসংগ্রহ সুপ্রকার।
কৃষ্ণার্চনদীপিকা-গ্রন্থ অতি চমৎকার ॥ ৮৩৪ ॥
গোপালবিরুদাবলী রসামৃতশেষ।
শ্রীমাধবমহোৎসব সর্বাংশে বিশেষ ॥ ৮৩৫ ॥
শ্রীসঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ-গ্রন্থ এ প্রচার।
ভাবার্থসূচকচম্পূ অতি চমৎকার ॥ ৮৩৬ ॥
গোপালতাপনী-টীকা ব্রহ্মসংহিতার।
রসামৃতটীকা শ্রীউজ্জ্বলটীকা আর ॥ ৮৩৭ ॥
যোগসার-স্তবের টীকাতে সুসঙ্গতি।
অগ্নিপুরাণস্থ শ্রীগায়ত্রী-ভাষ্য তথি ॥ ৮৩৮ ॥
পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন।
শ্রীরাধিকা-কর-পদস্থিত চিহ্ন ভিন্ন ॥ ৮৩৯ ॥
গোপালচম্পূ পূর্ব উত্তর বিভাগেতে।
বর্ণিলেন কি অদ্ভুত বিদিত জগতে ॥ ৮৪০ ॥
সপ্ত সন্দর্ভ বিখ্যাত ভাগবত-রীতি।
তত্ত্ব-ভগবৎ-পরমাত্ম-কৃষ্ণ-ভক্তি-প্রীতি ॥ ৮৪১ ॥
এই ছয় ক্রমসন্দর্ভ সপ্ত হয়।
প্রয়োজনাভিধেয়সম্বন্ধ ইথে জয় ॥ ৮৪২ ॥

শ্রীজীবগোস্বামি-কৃত পঞ্চবিংশতি-গ্রন্থ

তথাহি—

শ্রীমদ্বল্লভপুত্র-শ্রীজীবস্য কৃতিষূচ্যতে।
শব্দানুশাসনং নাম্না হরিনামামৃতং তথা ॥ ৮৪৩ ॥
তৎসূত্রমালিকা তত্র প্রযুক্তো ধাতুসংগ্রহঃ।
কৃষ্ণার্চাদীপিকা সূক্ষ্মা গোপালবিরুদাবলী ॥ ৮৪৪ ॥
রসামৃতস্য শেষশ্চ শ্রীমাধবমহোৎসবঃ।
সঙ্কল্প কল্পবৃক্ষো যশ্চম্পূর্ভাবার্থসূচকঃ ॥ ৮৪৫ ॥
টীকা গোপালতাপন্যাঃ সংহিতায়াশ্চ ব্রহ্মণঃ।
রসামৃতস্যোজ্জ্বলস্য যোগসার-স্তবস্য চ ॥ ৮৪৬ ॥
তথা চাগ্নিপুরাণস্থ-গায়ত্রীবিবৃতিরপি।
শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নানাং পাদ্মোক্তানামথাপি চ ॥ ৮৪৭ ॥
লক্ষ্মীবিশেষরূপা যা শ্রীমদ্বৃন্দাবনেশ্বরী।
তস্যাঃ কর-পদস্থানাং চিহ্নানাঞ্চ সমাহৃতিঃ ॥৮৪৮॥
পূর্বোত্তরতয়া চম্পূদ্বয়ী যা চ ত্রয়ী ত্রয়ী।
সন্দর্ভাঃ সপ্ত বিখ্যাতাঃ শ্রীমদ্ভাগবতস্য বৈ ॥ ৮৪৯ ॥
তত্ত্বাখ্যো ভগবৎসংজ্ঞঃ পরমাত্মাখ্য এব চ।
কৃষ্ণভক্তিপ্রীতিসংজ্ঞাঃ ক্রমাখ্যঃ সপ্তমঃ স্মৃতঃ ॥৮৫০॥
সম্বন্ধশ্চ বিধেয়শ্চ প্রয়োজনমিতি ত্রয়ম্।
হস্তামলকবদ্যেষু সদ্ভিরাদ্যৈঃ প্রকাশিতম্।
ইত্যাদয়ঃ ॥ ৮৫১ ॥

অন্বয়। শ্রীমদ্বল্লভপুত্র-শ্রীজীবস্য (শ্রীমদ্বল্লভ-তনয়স্য শ্রীজীবগোস্বামিনঃ) কৃতিষু (প্রণীতগ্রন্থেষু (নামোল্লেখঃ) উচ্যতে (কথ্যতে) (যথা) তথা (এবং) হরিনামামৃতম্ (তন্নামকং বৈষ্ণব-ব্যাকরণম্) (ইতি) নাম্না (আখ্যয়া যুক্তমিত্যর্থঃ) শব্দানুশাসনং (ব্যাকরণশাস্ত্রম্), তৎসূত্রমালিকা (তস্য সূত্রাণাং মালিকা মালা), তত্র (তস্মিন্) প্রযুক্তঃ (সংযোজিতঃ) ধাতুসংগ্রহঃ (ধাতুসমুচ্চয়ঃ), সূক্ষ্মা (লঘুঃ) কৃষ্ণার্চাদীপিকা (কৃষ্ণার্চনপ্রকাশিকা), গোপালবিরুদাবলী (গোপালদেবস্য রাজস্তুতিঃ) শেষঃ (শেষাংশঃ) রসামৃতস্য (রসামৃতোঽপি) শ্রীমাধব-মহোৎসবশ্চ, সঙ্কল্প-কল্পবৃক্ষঃ (সেবাসঙ্কল্প-কল্পতরুঃ) যঃ (নির্দিষ্টঃ) ভাবার্থসূচকঃ (ভাবার্থ-

দ্যোতকঃ) চম্পূঃ (গদ্যপদ্যময়কাব্যম্), গোপালতাপন্যাঃ (তন্নামকোপনিষদঃ) টীকা (ব্যাখ্যা), ব্রহ্মণঃ সংহিতায়াঃ চ (ব্রহ্মসংহিতায়াঃ অপি) (টীকা), রসামৃতস্য (ভক্তিরসামৃতস্য), উজ্জ্বলস্য (উজ্জ্বলনীলমণেঃ), যোগসারস্তবস্য (তন্নামকগ্রন্থস্য) চ (টীকা ইতি শেষঃ) তথা চ অগ্নিপুরাণস্থ-গায়ত্রীবিবৃতিঃ (গায়ত্রীব্যাখ্যা) অপি (অত্রৈব), অথ পাদ্মোক্তানাং (পদ্মপুরাণকথিতানাং) শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নানাম্ (কৃষ্ণপদরেখানাম্) অপি চ লক্ষ্মীবিশেষরূপা যা শ্রীমদ্বৃন্দাবনেশ্বরী (শ্রীমতী রাধিকা) তস্যাঃ (শ্রীরাধায়াঃ) করপদস্থানাং (হস্তপদস্থিতানাং) চিহ্নানাং চ (রেখাণামপি) সমাহৃতিঃ (সংগ্রহঃ), পূর্বোত্তরতয়া (অগ্র-পশ্চাল্লিখনেন) চম্পূদ্বয়ী (পূর্বগোপালচম্পূঃ উত্তরগোপালচম্পূশ্চ) যা (গোপালচম্পূঃ) চ (অপি) ত্রয়ী ত্রয়ী (প্রত্যেকং ত্রিধা বিভক্তা) শ্রীমদ্ভাগবতস্য বিখ্যাতাঃ সপ্ত সন্দর্ভাঃ (প্রবন্ধাঃ) যে (যথা) তত্ত্বাখ্যঃ (তত্ত্বসন্দর্ভনামকঃ), ভগবৎসংজ্ঞঃ (ভগবৎসন্দর্ভঃ), পরমাত্মাখ্যঃ (পরমাত্মেতি নামকঃ) এব চ (এবং প্রকারঃ), কৃষ্ণভক্তিপ্রীতিসংজ্ঞাঃ (কৃষ্ণশ্চ ভক্তিশ্চ প্রীতিশ্চ ইতিপূর্বিকাঃ সন্দর্ভাঃ) ক্রমাখ্যঃ (ক্রমপূর্বকঃ সন্দর্ভঃ) সপ্তমঃ স্মৃতঃ (কথিতঃ) আঢ্যৈঃ (শ্রেষ্ঠৈঃ) সদ্ভিঃ (সাধুত্তমৈঃ শ্রীজীবচরণৈঃ) যেষু (সন্দর্ভেষু) সম্বন্ধঃ চ (সাধ্যতত্ত্বঞ্চ) বিধেয়শ্চ (অভিধেয় ভক্তিশ্চ) প্রয়োজনম্ (সাধকপ্রাপ্যং কৃষ্ণপ্রেম) ইতি ত্রয়ং (এবং ত্রিবিধতত্ত্বং) হস্তামলকবৎ (হস্তস্থিতং আমলকমিব অনায়াসবোধ্যং যথা স্যাৎ তথা) প্রকাশিতম্ (প্রকটীকৃতং বিন্যস্তং বা) ॥ ৮৪২—৮৫১ ॥

অনুবাদ। শ্রীমদ্বল্লভপুত্র শ্রীজীবের রচিত গ্রন্থের মধ্যে কতিপয়ের নাম কথিত হইল, যথা—শ্রীহরিনামামৃত নামে ব্যাকরণ, তৎসূত্রমালিকা, তৎসহ ধাতুসংগ্রহ, অল্লাকারা কৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা, গোপালবিরুদাবলী, রসামৃতের শেষাংশ, শ্রীমাধবমহোৎসব, সঙ্কল্প-কল্পবৃক্ষ, ভাবার্থসূচক-চম্পূ, গোপালতাপনী-টীকা, ব্রহ্মসংহিতা-টীকা, রসামৃতের টীকা, উজ্জ্বলনীলমণির টীকা, যোগসার-স্তবের টীকা, অগ্নিপুরাণস্থ গায়ত্রীবিবৃতি, পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নের বিবৃতি, লক্ষ্মীবিশেষরূপা শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার হস্তপদস্থ চিহ্নসমূহের সংগ্রহ, গোপালচম্পূ পূর্বভাগ, গোপালচম্পূ-উত্তরভাগ, শ্রীমদ্ভাগবতের বিখ্যাত সপ্ত সন্দর্ভ, যথা—তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, পরমাত্ম-সন্দর্ভ, কৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ, প্রীতিসন্দর্ভ এবং ক্রমনামক সপ্তম সন্দর্ভ—যাহাতে সর্বোত্তম মহাজনকর্তৃক হস্তামলকের ন্যায় সহজবোধ্যভাবে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিনটী প্রকাশিত হইয়াছে।

এইত কহিল চারি গোস্বামীর বর্ণন।
ঐছে বহু বর্ণিলা অসংখ্য ভক্তগণ ॥ ৮৫২ ॥
এসব গ্রন্থের মর্ম সে বুঝিতে পারে।
শ্রীভক্তিদেবীর অনুগ্রহ হৈল যারে ॥ ৮৫৩ ॥
বেদ-পুরাণেতে গায় ভক্তির বড়াই।
ভক্তিবলে ভক্তের অসাধ্য কিছু নাই ॥ ৮৫৪ ॥
ভক্তির মহিমা বেদ-পুরাণে বাখানে।
ভক্তির মহিমা সে জানয়ে ভক্তজনে ॥ ৮৫৫ ॥
অহে বন্ধুগণ মুঞি এই ভিক্ষা চাঙ।
সদা ভক্তি-ভক্তের মহিমা যেন গাঙ ॥ ৮৫৬ ॥
ভক্ত-ভক্তিদ্বেষী মহা পাষণ্ডীর গণ।
এসবার স্পর্শ যেন না হয় কখন ॥ ৮৫৭ ॥
জয় বাঞ্ছাকল্পতরু গৌরভক্তগণ।
কৃপা কর শ্রীনিবাস-পদে রহুঁ মন ॥ ৮৫৮ ॥

শ্রীনিবাসাচার্য-চরিত্র

শ্রীনিবাসাচার্য ঠাকুর গুণমণি।
যাঁর ভক্তিদানে ধন্য মানয়ে ধরণী ॥ ৮৫৯ ॥
গৌড়-নীলাচল বৃন্দাবনে শ্রীনিবাস।
আপনার মনোবৃত্তি করিলা প্রকাশ ॥ ৮৬০ ॥
যদি মোর ভাগ্য থাকে হইবে বিস্তার।
এবে সূত্ররূপে কহি জন্মাদিক তাঁর ॥ ৮৬১ ॥
শ্রীচাখন্দি-নামে গ্রাম সুরধুনীর তীরে।
তথাহি জন্মিলা বিপ্র-চৈতন্যের ঘরে ॥ ৮৬২ ॥
শ্রীচূড়াকরণ আদি তথাই হইল।
অল্পে ব্যাকরণ-আদি অধ্যয়ন কৈল ॥ ৮৬৩ ॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-গুণ শুনি' প্রেমাবেশে।
শ্রীখণ্ড হইয়া ক্ষেত্রে চলয়ে উল্লাসে ॥ ৮৬৪ ॥

নীলাচলে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রগণ সনে।
করিব দর্শন এই অভিলাষ মনে ॥ ৮৬৫ ॥
কতদূরে শুনি' চৈতন্য-সঙ্গোপন।
ঐছে হইল দেহে যেন না রহে জীবন ॥ ৮৬৬ ॥
শ্রীভকতবৎসল প্রভু ভক্ত-প্রাণনাথ।
অতি শীঘ্র স্বপ্নচ্ছলে হইলা সাক্ষাৎ ॥ ৮৬৭ ॥
করিল প্রবোধ সে প্রভুর আজ্ঞা পাঞা।
দেখে প্রভু-প্রিয়গণে নীলাচলে যাঞা ॥ ৮৬৮ ॥
তথা প্রভু-পার্ষদ পরম কৃপা কৈলা।
তাঁসবার আজ্ঞামতে গৌড়দেশে আইলা ॥ ৮৬৯ ॥
সতত ব্যাকুল হিয়া নারে প্রবোধিতে।
পুনঃ নীলাচল চলে শ্রীখণ্ড হইতে ॥ ৮৭০ ॥

পণ্ডিতগোস্বামীর অপ্রকট-বার্ত্তাশ্রবণ

যাজপুর আগে গিয়া করিল শ্রবণ।
গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-সঙ্গোপন ॥ ৮৭১ ॥
মূর্চ্ছিত হঞা ভূমে পড়ি' গড়ি যায়।
করয়ে ক্রন্দন শুনি' পাষাণ মিলায় ॥ ৮৭২ ॥
স্বপ্নচ্ছলে পণ্ডিত গোসাঞি প্রবোধিলা।
তথা হইতে পুনঃ গৌড়দেশেতে চলিলা ॥ ৮৭৩ ॥
ক্ষিপ্তপ্রায় যেখানে সেখানে বসি' রয়।
মনের উদ্বেগ কারে কিছুই না কয় ॥ ৮৭৪ ॥
একদিন গৌড়পথে করিতে গমন।
শুনিলেন নিত্যানন্দাদ্বৈত-সঙ্গোপন ॥ ৮৭৫ ॥
হইলেন যৈছে তাহা কে পারে কহিতে।
ত্যজিব জীবন এই দঢ়াইল চিতে ॥ ৮৭৬ ॥
স্বপ্নচ্ছলে দুই প্রভু দিয়া দরশন।
প্রবোধিল স্নেহে কহি' মধুর বচন ॥ ৮৭৭ ॥
প্রভাতে উঠিয়া গৌড়ে গমন করিলা।
নবদ্বীপ আদি যত সর্ব্বত্র ভ্রমিলা ॥ ৮৭৮ ॥
শ্রীখণ্ড হইয়া শীঘ্র বৃন্দাবন গেলা।
শ্রীগোপালভট্ট-পদে আত্মসমর্পিলা ॥ ৮৭৯ ॥
নরোত্তমসঙ্গে তথা হইল মিলন।
গোস্বামিগণের গ্রন্থ কৈল অধ্যয়ন ॥ ৮৮০ ॥
সে-সকল গ্রন্থরত্ন প্রদান করিতে।
আইলেন গৌড়ে সব গোস্বামি-আজ্ঞাতে ॥ ৮৮১ ॥
বনবিষ্ণুপুরে রাজা গ্রন্থ চুরি কৈল।
গ্রন্থ দিয়া পাদপদ্মে আত্মসমর্পিল ॥ ৮৮২ ॥
শ্রীসরকার ঠাকুর বিবাহ করাইলা।
কিছুদিন পরে পুনঃ বৃন্দাবনে গেলা ॥ ৮৮৩ ॥
পুনঃ বৃন্দাবন হৈতে আইলা গৌড়দেশ।
নরোত্তম সহ সুখ বাড়িল অশেষ ॥ ৮৮৪ ॥
প্রভু বীরচন্দ্র মহা অনুকূল কৈলা।
দিবা নিশি সঙ্কীর্ত্তনরসে মগ্ন হৈলা ॥ ৮৮৫ ॥
ভক্তিগ্রন্থরত্ন দান করিলা সর্ব্বত্র।
পাষণ্ড পামর যত হৈলা পবিত্র ॥ ৮৮৬ ॥
করিলা যতেক শিষ্য সে-সব সহিতে।
হইলা উল্লাস ভক্তিরস আস্বাদিতে ॥ ৮৮৭ ॥
গৌড়দেশে অশেষ আনন্দ প্রকাশিলা।
পুনঃ কতদিন পরে বৃন্দাবনে গেলা ॥ ৮৮৮ ॥
গৌড় বৃন্দাবনভূমি গমনাগমন।
এসব শ্রবণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ৮৮৯ ॥
কহিলাম সূত্র কিছু হইবে বিস্তার।
কৃপা করি' শ্রোতাগণ! কর অঙ্গীকার ॥ ৮৯০ ॥
মুঞি অতি অজ্ঞ কাব্য-কৌশল না জানি।
যেন তেন মতে ভক্ত-চরিত্র বাখানি ॥ ৮৯১ ॥
কুতর্কি-তস্করগণে পরিহরি' দূরে।
নিরন্তর ডুব এই ভক্তিরত্নাকরে ॥ ৮৯২ ॥
শ্রীনিবাস আচার্য্য-চরণ চিন্তা করি'।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥ ৮৯৩ ॥

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে মঙ্গলাচরণে নানাপ্রসঙ্গানুকথনে শ্রীনিবাসাচার্য্য-জন্মাদিসূত্রবর্ণনং নাম প্রথমস্তরঙ্গঃ সমাপ্তঃ ॥

দ্বিতীয় তরঙ্গ

কথাসার—এই তরঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব ও শাস্ত্রাধ্যয়নাদি, শ্রীরূপ-সনাতন প্রভুদ্বয়ের লুপ্ত-তীর্থ-উদ্ধার এবং শ্রীল রূপগোস্বামীর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সেবা, শ্রীল সনাতনগোস্বামীর শ্রীশ্রীমদনমোহনের সেবা ও শ্রীমধু পণ্ডিতের শ্রীশ্রীগোপীনাথের সেবা প্রকট-করণ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

চাখন্দি-নিবাসী শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর সন্ন্যাসহেতু সর্ব্বদা খেদ প্রকাশ করিতেন বলিয়া শ্রীচৈতন্যদাস নামে অভিহিত হ'ন। তাঁহার পত্নীর নাম লক্ষ্মীপ্রিয়া। উভয়ে পুত্রকামনায় নীলাচলে গমন করেন। তথায় মহাপ্রভু শ্রীনিবাসের জন্ম-সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। মহাপ্রভুর নির্দ্দেশ-ক্রমে শ্রীচৈতন্যদাস পত্নীসহ চাখন্দিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই স্থানে বৈশাখী পূর্ণিমায় রোহিণী-নক্ষত্রে শ্রী-নিবাস আবির্ভূত হন। শ্রীনিবাসের অপূর্ব্ব-দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। শ্রীনিবাস শিশুকাল হইতেই মাতৃমুখে মহা-প্রভুর ও তদীয়গণের গুণকীর্ত্তন-শ্রবণের সুযোগ পাইতেন। তিনি বাল্যকালে ধনঞ্জয় বিদ্যাবাচস্পতির নিকট ব্যকরণাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁহার মাতুলালয় যাজিগ্রামে। এই স্থানে শ্রীনিবাস নরহরি সরকার ঠাকুরের দর্শন এবং তাঁহার নিকট মহাপ্রভুর প্রসঙ্গে অনেক কথা শ্রবণ করেন। এতদ্-ব্যতীত তিনি পিতৃদেবের নিকটই মহাপ্রভুর দিগ্বিজয়িজয়, গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর প্রেমভক্তি-প্রকাশ, জগাই-মাধাই-উদ্ধার, কাজি-উদ্ধার, কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ প্রভৃতি প্রসঙ্গ এবং শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমদনমোহন ও শ্রী-গোপীনাথের প্রকট-বিষয়ে নিম্নে বর্ণিত বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন।

মহাপ্রভুর আদেশক্রমে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন ব্রজমণ্ডলে ভক্তিশাস্ত্র-প্রণয়ন ও প্রচার, শাস্ত্রপ্রমাণবলে লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার ও শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। শ্রী-শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহের প্রাকট্যবিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে ব্রজমণ্ডলে ভ্রমণসময়ে শ্রীরূপ জনৈক ব্রজবাসীর নিকট শুনিতে পান যে, শ্রীবৃন্দাবনের "গোমাটিলা" নামক যোগ-পীঠে প্রত্যহ এক গাভী পূর্ব্বাহ্ণ-সময়ে আসিয়া দুগ্ধ প্রদান করে এবং সেই স্থানেই শ্রীগোবিন্দদেব আছেন। এই কথা বলিয়া সেই ব্রজবাসী শ্রীরূপপাদকে তথায় লইয়া যান। গোমাটিলায় উপস্থিত হইয়া সেই ব্রজবাসী অন্তর্হিত হন এবং শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। পরে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু ঐ স্থান খনন করিয়া গোবিন্দদেব প্রাপ্ত হন এবং মহাপ্রভুর নিকট সংবাদ পাঠান। মহাপ্রভু কাশীশ্বরকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। কাশীশ্বর আসিবার সময় মহাপ্রভুর একটী স্বরূপবিগ্রহ লইয়া বৃন্দাবনে আগমন করেন এবং শ্রীগোবিন্দদেবের পার্শ্বে স্থাপন করিয়া পূজা করিতে থাকেন। সেই স্বরূপ-বিগ্রহের নাম শ্রীগৌরগোবিন্দ-বিগ্রহ। স্বপ্নে শ্রীবৃন্দাদেবীর ইচ্ছা জানিয়া শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু ব্রহ্মকুণ্ডতট হইতে শ্রীগোবিন্দদেবকে প্রকাশ করেন।

শ্রীসনাতনগোস্বামী প্রভু মধ্যে মধ্যে মহাবনে বাস করেন এবং যমুনাতীরে শ্রীশ্রীমদনগোপালকে বালকগণের সঙ্গে ক্রীড়ারত অবস্থায় দেখিতে পান। একদিন শ্রীমদনগোপাল স্বপ্নে শ্রীসনাতনকে দর্শন দিয়া প্রকট হইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং রাত্রি প্রভাত হইতেই সনাতনের পর্ণকুটীরে আসিয়া উপস্থিত হন। সনাতন মনের আনন্দে তাঁহার সেবা করিতে থাকেন, কিন্তু মাধুকরী লব্ধ শুষ্করুটী শ্রীমদনমোহনকে ভোগ দিতে বড়ই ব্যথিত হন। সনাতনের দুঃখ-নিরাকরণার্থ শ্রীমদনগোপাল স্বীয় সেবার শ্রীবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলেন। কৃষ্ণদাস নামক কোন এক ধনাঢ্য ব্যক্তি শ্রীসনাতনের পাদ-পদ্মে উপস্থিত হইলে সনাতন প্রভু তাঁহাকে শ্রীমদন-গোপালের সেবায় নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণদাস সনাতন প্রভুর ইচ্ছাক্রমে শ্রীমদনগোপালের জন্য সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক বসন, ভূষণ ও সেবার উত্তম ব্যবস্থা করেন।

শ্রীশ্রীগোপীনাথের বিলাসস্থান বংশীবটে। তাঁহার প্রতি শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমধুপণ্ডিতের প্রেমের সীমা নাই। শ্রীমধুপণ্ডিত স্বপ্নে গোপীনাথের দর্শন পাইয়া তাঁহার প্রকট-পূর্ব্বক সেবাধিকার লাভ করেন।

সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের জয়

জয় জয় গৌর কৃষ্ণ ভুবনমোহন।
নদীয়ার নাথ ভক্তজনের জীবন ॥ ১ ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ দেব হলধর।
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত আচার্য ঈশ্বর ॥ ২ ॥
জয় জয় গদাধর পণ্ডিত, শ্রীবাস।
জয় শ্রীস্বরূপ, বক্রেশ্বর, হরিদাস ॥ ৩ ॥
জয় বাসুদেব সার্বভৌম বৃহস্পতি।
জয় জয় রামানন্দ রসের মূরতি ॥ ৪ ॥
জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয়।
জয় শ্রীজগদানন্দ-পণ্ডিত, সঞ্জয় ॥ ৫ ॥
জয় বিদ্যাবাচস্পতি জগতে প্রচার।
জয় জয় চক্রবর্ত্তী শ্রীনাথ উদার ॥ ৬ ॥
জয় গদাধরদাস, দাস নরহরি।
জয় শ্রীমুকুন্দ প্রেমভক্তি-অধিকারী ॥ ৭ ॥
জয় বাসুঘোষ, গৌরীদাস, ধনঞ্জয়।
জয় বনমালী, শ্রীগরুড় মহাশয় ॥ ৮ ॥
জয় জয় বল্লভ আচার্য, সনাতন।
জয় হরিদাস দ্বিজ, আচার্য-নন্দন ॥ ৯ ॥
জয় জয় রূপ-সনাতন দয়াময়।
জয় শ্রীগোপালভট্ট প্রেমের আলয় ॥ ১০ ॥
জয় রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস।
জয় শ্রীমজ্জীব যাঁর অদ্ভুত বিলাস ॥ ১১ ॥
জয় শ্রীভূগর্ভ, লোকনাথ, ষষ্ঠীবর।
জয় শ্রীসুবুদ্ধিমিশ্র, শ্রীচন্দ্রশেখর ॥ ১২ ॥
জয় কাশীমিশ্র, গোপীকান্ত, ভগবান্।
জয় শ্রীহৃদয়ানন্দ কমলনয়ন ॥ ১৩ ॥
জয় জগন্নাথ সেন, শ্রীমধুসূদন।
জয় সেন চিরঞ্জীব, শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১৪ ॥
জয় শ্রীসারঙ্গ, অভিরাম গুণমণি।
জয় শ্রীঠাকুর বৃন্দাবন প্রেমখনি ॥ ১৫ ॥
জয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়।
জয় শ্রীআচার্য শ্রীনিবাস প্রেমময় ॥ ১৬ ॥
জয় শ্রীঠাকুরমহাশয় নরোত্তম।
জয় শ্যামানন্দ ভক্তিমূর্ত্তি মনোরম ॥ ১৭ ॥
জয় জয় শ্রীগৌরচন্দ্রের ভক্তগণ।
সবে প্রেমভক্তিদাতা পতিতপাবন ॥ ১৮ ॥
অনন্তচৈতন্যভক্তচরিত্র অপার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র সর্বস্ব সবার ॥ ১৯ ॥
জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়।
এবে যা' কহিব শুন হইয়া সদয় ॥ ২০ ॥

শ্রীচৈতন্যদাসের বৃত্তান্ত

ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী শ্রীচাখন্দি গ্রাম।
তথা বৈসে বিপ্র শ্রীচৈতন্যদাস নাম ॥ ২১ ॥
পূর্বে গঙ্গাধর ভট্টাচার্যাখ্যা ইঁহার।
এ নাম হইল যৈছে শুন সেপ্রকার ॥ ২২ ॥

কেশবভারতীর নিকট শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাস-গ্রহণ-বৃত্তান্ত

নবদ্বীপচন্দ্র গৌর-গুণের সাগর।
গণসহ নদীয়া বিহরে নিরন্তর ॥ ২৩ ॥
প্রকারে সকলে জানাইয়া মনঃকথা।
কণ্টকনগরে আইলা শ্রীভারতী যথা ॥ ২৪ ॥
সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন গৌররায়।
হইল সর্বত্র ধ্বনি শুনি' লোকে ধায় ॥ ২৫ ॥
কি বালক, যুবা-বৃদ্ধ, স্ত্রীপুরুষগণ।
হইল মোহিত, করি' গৌরাঙ্গ দর্শন ॥ ২৬ ॥
শ্রীচারু চাঁচরকেশ পানে সবে চাঞা।
চিত্রের পুত্তলিপ্রায় রহে দাণ্ডাইয়া ॥ ২৭ ॥
স্ত্রী-পুরুষগণের মনেতে হয় ভীত।
তাহা একমুখে বা কহিবে কেবা কত ॥ ২৮ ॥
অন্তর্যামী গৌরচন্দ্র কহে সবা প্রতি।
আশীর্বাদ কর—কৃষ্ণে হউক ভকতি ॥ ২৯ ॥
ঐছে কহি' রহে প্রভু ভারতীর ঠাঁই।
ভারতীরে কহে—বিলম্বের কার্য নাই ॥ ৩০ ॥
ভারতী ব্যাকুল, কিছু না পারে কহিতে।
নাপিত আইল তথা প্রভুর আজ্ঞাতে ॥ ৩১ ॥

আজ্ঞা না লঙ্ঘিয়া প্রণমিয়া পদতলে।
শ্রীমস্তকে হস্ত দিয়া ভাসে নেত্রজলে ॥ ৩২ ॥
শ্রীশিখা মুণ্ডন করি' প্রভুর ইচ্ছায়।
'কি কৈনু, কি কৈনু' বলি' ভূমিতে লোটায় ॥৩৩॥
শ্রীমস্তকে দেখি' শ্রীশিখার অদর্শন।
চতুর্দ্দিকে লোক সব করয়ে ক্রন্দন ॥ ৩৪ ॥
ক্ষিতি সিক্ত অসংখ্য লোকের নেত্রজলে।
কহ কিছু না শুনে ক্রন্দন-কোলাহলে ॥ ৩৫ ॥
হবা স্ত্রী পুরুষ ধৈর্য্য ধরিতে না পারে।
শরে করাঘাত করি' নিন্দে বিধাতারে ॥ ৩৬ ॥

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-দর্শনে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের অবস্থা

গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ছিলেন তথায়।
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি কান্দে উভরায় ॥ ৩৭ ॥
সিক্ত হইলা বিপ্র দুই নয়নের জলে।
মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলা ভূমিতলে ॥ ৩৮ ॥
প্রভুর ইচ্ছায় মাত্র রহিল জীবন।
কতক্ষণ পরে কিছু পাইল চেতন ॥ ৩৯ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম প্রভুর হইল।
শ্রীচৈতন্যনাম বিপ্রকর্ণে প্রবেশিল ॥ ৪০ ॥
শ্রীচৈতন্যনাম বিপ্র লয় বার বার।
নিরন্তর দুই নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ৪১ ॥
কণ্টকনগরে স্থির হইতে না পারে।
চলিলেন ক্ষিপ্তপ্রায় গঙ্গাতীরে তীরে ॥ ৪২ ॥
'চৈতন্য' চৈতন্য' বলি' ডাকয়ে সদায়।
স্নান ভোজনাদি ক্রিয়া কিছু নাহি ভায় ॥ ৪৩ ॥
এইরূপে চাখন্দি গ্রামেতে প্রবেশিলা।
গঙ্গাধরে দেখি' সবে বিস্ময় হইলা ॥ ৪৪ ॥
কিছুদূরে থাকি' অতি সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ।
গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যে করি নিরীক্ষণ ॥ ৪৫ ॥
কেহ কারো প্রতি কহে—এবা কি আশ্চর্য্য।
হইলেন ক্ষিপ্ত গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ॥ ৪৬ ॥
কেহ কহে—ইহঁ ক্ষিপ্ত হইলা যে নিমিত্তে।
তাহা কিছু জানি আমি, শুন একচিত্তে ॥ ৪৭ ॥
ঈশ্বরাংশ নিমাই পণ্ডিত নদীয়ার।
পরমসুন্দর, সূর্য্যসম তেজঃ যাঁর ॥ ৪৮ ॥
তাঁহার প্রভাব অতি বিদিত সংসারে।
গৃহ ছাড়ি' আইলা তিঁহ কণ্টকনগরে ॥ ৪৯ ॥
পরম অপূর্ব্ব বেশ কন্দর্প-মোহন।
তাহা ত্যাগ করি' কৈল সন্ন্যাস গ্রহণ ॥ ৫০ ॥
শ্রীকেশবভারতী সন্ন্যাস করাইলা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম পণ্ডিতের থুইলা ॥ ৫১ ॥
দেখিয়া সন্ন্যাস কেহ ধৈর্য্য নাহি বান্ধে।
চতুর্দ্দিকে ব্যাকুল হইয়া লোক কান্দে ॥ ৫২ ॥
রহিয়া গগন-পথে কান্দে দেবগণ।
বিনা মেঘে বৃষ্টি—লোক তর্কিল তখন ॥ ৫৩ ॥
গঙ্গাধর অধৈর্য্য সে কেশ অদর্শনে।
'হা চৈতন্য' বলি' ক্ষিপ্ত হৈলা সেইক্ষণে ॥ ৫৪ ॥
সর্বক্রিয়ারহিত, সদাই ঝরে আঁখি।
কিরূপে হইব ভাল—উপায় না দেখি ॥ ৫৫ ॥

গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের 'চৈতন্যদাস' নামে খ্যাতি

কেহ কহে—ইহঁ চৈতন্যের দাস হয়।
চৈতন্য করিবে ভাল, এই মনে লয় ॥ ৫৬ ॥
ঐছে কত কহি' গঙ্গাধর বিপ্রবরে।
'শ্রীচৈতন্যদাস' বলি' ডাকে বারে বারে ॥ ৫৭ ॥
'শ্রীচৈতন্যদাস' নাম শুনি' আপনার।
করয়ে উত্তর, চিত্তে হর্ষ অনিবার ॥ ৫৮ ॥
গঙ্গাধর পূর্ব্ব নাম কেহ নাহি কয়।
'শ্রীচৈতন্যদাস' বলি' সকলে ডাকয় ॥ ৫৯ ॥
এইরূপে হৈল নাম 'শ্রীচৈতন্যদাস'।
কতদিনে স্থির হৈয়া কৈল গ্রামে বাস ॥ ৬০ ॥
চাখন্দি-গ্রামের অতি প্রাচীন ব্রাহ্মণ।
তাঁর মুখে এসকল করিল শ্রবণ ॥ ৬১ ॥

চৈতন্যদাসের পুত্রকামনা

চৈতন্যদাসের অলৌকিক ভক্তি-ক্রিয়া।
তৈছে তাঁর পত্নী পতিব্রতা লক্ষ্মীপ্রিয়া ॥ ৬২ ॥
অপুত্রক, কিন্তু নাই কোনই বাসনা।
প্রভুর ইচ্ছাতে হৈল পুত্রের কামনা ॥ ৬৩ ॥

শ্রীচৈতন্যদাসবিপ্র কহে পত্নী-স্থানে।
অকস্মাৎ পুত্রের কামনা হৈল কেনে॥ ৬৪॥
হ'য়েছে উদ্বিগ্নচিত্ত পুত্রের লাগিয়া।
কিরূপে হইব স্থির কহ বিচারিয়া॥ ৬৫॥

সস্ত্রীক শ্রীচৈতন্যদাসের নীলাচল-যাত্রা

লক্ষ্মীপ্রিয়া কহে—শীঘ্র চল নীলাচল।
প্রভুর দর্শনে পূর্ণ হইবে সফল॥ ৬৬॥
ইহা শুনি' চৈতন্যদাসের হর্ষ হিয়া।
চলিলেন শীঘ্র দোঁহে যাজিগ্রাম দিয়া॥ ৬৭॥
যাজিগ্রামে বলরাম বিপ্রের বসতি।
শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়ার পিতা, অতি শুদ্ধ রীতি॥ ৬৮॥
দুই চারি দিবস রহিলা সেইখানে।
তথা হৈতে যাত্রা কৈলা অতি শুভক্ষণে॥ ৬৯॥
কন্যা-জামাতারে বিপ্র করিলা বিদায়।
কহিলা কাতরে প্রণমিতে প্রভুপায়॥ ৭০॥
শ্রীচৈতন্যদাস বিপ্র আনন্দে বিহ্বল।
বিদায়সময়ে দেখে পরম মঙ্গল॥ ৭১॥
নীলাচলে যাইতে বহুলোক গতাগতি।
চলিলেন দোঁহে, হৈল অপূর্ব্ব সঙ্গতি॥ ৭২॥
একদিন রাত্রে স্ত্রী পুরুষ দুই জন।
করয়ে অনেক খেদ করিয়া ক্রন্দন॥ ৭৩॥
এ হেন মনুষ্যজন্ম হেলে হারাইনু।
প্রভুপাদপদ্ম কভু স্মরণ না কৈনু॥ ৭৪॥
হেন ভাগ্য হ'বে কি, দেখিব নেত্র ভরি'।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-জগন্নাথের মাধুরী॥ ৭৫॥

চৈতন্যদাসের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত

ঐছে বহু কহি' বিপ্র করিলা শয়ন।
নিদ্রাচ্ছলে দেখে সুখে অপূর্ব্ব স্বপন॥ ৭৬॥
কিশোর বয়স, শ্যামসুন্দর স্বরূপ।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা, কোটিকন্দর্পের ভূপ॥ ৭৭॥
শিরে শিখিপাখা, পরিধেয় পীতাম্বর।
শ্রীমুখের শোভা জিনি' কোটি সুধাকর॥ ৭৮॥
ভূষণে ভূষিত অঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত।
বাজায় মুরলী যা'তে জগৎ মোহিত॥ ৭৯॥
ঐছে দেখি' পুনঃ তাঁরে দেখে গৌরবর্ণ।
ঝলমল করয়ে জিনিয়া শুদ্ধবর্ণ॥ ৮০॥
রক্তপ্রান্ত মেঘবর্ণ বস্ত্র পরিধান।
আর সব পূর্ব্বমত রসের নিধান॥ ৮১॥
পুনঃ গৌর-বিগ্রহ নিরীখে অন্য বেশ।
দণ্ড-কমণ্ডলু-ধারী শিরে শূন্যকেশ॥ ৮২॥
পুনঃ তাঁরে দেখে শ্যামমূর্ত্তি মনোহর।
পদ্মপত্র-প্রায় নেত্র পরম সুন্দর॥ ৮৩॥
বলভদ্র-সুভদ্রা-সহিত বিলসয়।
ব্রহ্মাদি করয়ে স্তব আনন্দ-হৃদয়॥ ৮৪॥
ঐছে বহু রহস্য দেখয়ে বিপ্রবর।
অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গে ব্যাকুল অন্তর॥ ৮৫॥
লক্ষ্মীপ্রিয়া প্রবোধ করিলা নানামতে।
মনের আনন্দে বিপ্র চলিলা প্রভাতে॥ ৮৬॥

চৈতন্যদাসের নীলাচলে আগমন ও মহাপ্রভুর দর্শন লাভ

কতদিনে নীলাচলে উত্তরিলা গিয়া।
প্রভুর দর্শন লাগি' উৎকণ্ঠিত হিয়া॥ ৮৭॥
অন্তর্যামী প্রভু সেই সিংহদ্বার পথে।
আইসেন নিজ প্রিয় পরিকর সাথে॥ ৮৮॥
কি অপূর্ব্ব গমন গজেন্দ্রগতি জিনি'।
চরণ-চালনে ধন্য মানয়ে ধরণী॥ ৮৯॥
কনকপর্ব্বতে জিনি' গৌরকলেবর।
জিনিয়া সে তেজঃ প্রভাতের প্রভাকর॥ ৯০॥
শ্রীমুখমণ্ডলে কত চাঁদের উদয়।
মধুর হাসিতে সদা সুধাবৃষ্টি হয়॥ ৯১॥
দর্শন ছটায় কন্দর্পের দর্প হরে।
নাসিকা-সৌন্দর্য দেখি কেবা ধৈর্য্য ধরে॥ ৯২॥
আকর্ণপর্য্যন্ত-দুই নয়ন কমল।
ললাটে চন্দন-টীকা করে ঝলমল॥ ৯৩॥
ভুবনমোহন কণ্ঠে তুলসীর দাম।
হেরি পরিসর বক্ষ মুরছয়ে কাম॥ ৯৪॥
পরিধেয় অরুণ বসন মনোহর।
আজানুলম্বিতভুজ জিনি' করিকর॥ ৯৫॥

অপূর্ব্ব উদরশোভা করয়ে ত্রিবলি।
নাভিপদ্মে বিলসে ভ্রমর-লোমাবলী ॥ ৯৬ ॥
সিংহের গরব হরে ক্ষীণ মাজাখানি।
মধুর নিতম্ব, উরু রামরম্ভা জিনি' ॥ ৯৭ ॥
লখিমীললিত চারু চরণ-যুগল।
নখের কিরণে করে ধরণী উজ্জ্বল ॥ ৯৮ ॥
হেন গৌরচন্দ্র বিপ্রপত্নীর সহিতে।
অনিমিষ নেত্রে হেরে রহি' এক ভিতে ॥ ৯৯ ॥
যে অঙ্গে পড়য়ে দিঠি সেই অঙ্গে রহে।
অবিরত নয়নে আনন্দধারা বহে ॥ ১০০ ॥
সে কেশবিহীন শ্রীমস্তক নিরখিতে।
যে দশা হইল তাহা কে পারে কহিতে ॥ ১০১ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু চাহি' নেত্রকোণে।
কৃপাসুধাবৃষ্টি কৈল বিপ্র ভাগ্যবানে ॥ ১০২ ॥

চৈতন্যদাসের প্রতি প্রভুর মধুর বচন ও কৃপা

মধুর বচনে বিপ্রে কহে প্রবোধিয়া।
জগন্নাথ তোমা আনাইলা হৃষ্ট হৈয়া ॥ ১০৩ ॥
চল চল জগন্নাথ করহ দর্শন।
করিবে কামনা পূর্ণ শ্রীপদ্মলোচন ॥ ১০৪ ॥
শ্রীমুখচন্দ্রের বাক্য শুনি' বিপ্রবর।
ভূমিতে পড়িয়া কৈল প্রণতি বিস্তর ॥ ১০৫ ॥
তনু-মনঃ-প্রাণ প্রভু-পদে সমর্পিল।
অন্তর্যামী প্রভু বিপ্রে আত্মসাৎ কৈল ॥ ১০৬ ॥

গোবিন্দের আনুগত্যে চৈতন্যদাসের জগন্নাথ-দর্শন

প্রভু কহে গোবিন্দে—এ নিরীহ ব্রাহ্মণ।
নির্ব্বিঘ্নে করাহ জগন্নাথ দরশন ॥ ১০৭ ॥
এত কহি' গৌরচন্দ্র ভক্তগোষ্ঠী সনে।
চলিলেন নীলাচলচন্দ্র-দরশনে ॥ ১০৮ ॥
শ্রীচৈতন্যদাস প্রভুগণে নমস্করি'।
করিলেন দৈন্য যত কহিতে না পারি ॥ ১০৯ ॥
চৈতন্যদাসের চেষ্টা দেখি' সর্ব্বজন।
কৈল যে উচিত, হৈল সর্ব্বত্র মিলন ॥ ১১০ ॥
প্রভুর আদেশে প্রভু-পরিকর সনে।
চলিলেন বিপ্র জগন্নাথ-দরশনে ॥ ১১১ ॥
সচল অচল ব্রহ্ম দোঁহে একঠাঞি।
দেখি' বিপ্র-মনে যে আনন্দ অন্ত নাই ॥ ১১২ ॥
করিল অনেক স্তুতি সংগোপন করি'।
হাসিয়া বিপ্রের পানে চাহে গৌরহরি ॥ ১১৩ ॥

মহাপ্রভুর চৈতন্যদাসকে গৌড়ে যাইতে আদেশ

জগন্নাথ-চরণে বিপ্রেরে সমর্পিল।
ভঙ্গি করি' গৌড়দেশ যাইতে আজ্ঞা দিল ॥ ১১৪ ॥
জগন্নাথ দেখি' প্রভু ভক্তগোষ্ঠী সনে।
আইলেন প্রিয় কাশীমিশ্রের ভবনে ॥ ১১৫ ॥
শ্রীচৈতন্যদাস-বিপ্র প্রভু-আজ্ঞা পাঞা।
গেলেন আপন বাসা মহা হৃষ্ট হৈয়া ॥ ১১৬ ॥
নিজ নিজ বাসায় চলিলা ভক্তগণ।
পরস্পর কহে সবে বিপ্রের কথন ॥ ১১৭ ॥
আর দিন সবে গোবিন্দেরে জানাইল।
'না বুঝিনু এই বিপ্র কি কামনা কৈল' ॥ ১১৮ ॥
গোবিন্দ কহে,—ইথে আছয়ে রহস্য।
প্রভু-ইচ্ছামতে ব্যক্ত হইবে অবশ্য ॥ ১১৯ ॥

স্বয়ং মহাপ্রভুর রহস্য উদ্‌ঘাটন

হেনই সময়ে প্রভু গোবিন্দে ডাকিয়া।
কহয়ে গভীরনাদে ভাবাবিষ্ট হৈয়া ॥ ১২০ ॥
'পুত্রের কামনা করি' আইল ব্রাহ্মণ।
শ্রীনিবাস-নামে তাঁর হইবে নন্দন ॥ ১২১ ॥
শ্রীরূপাদি দ্বারে ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশিব।
শ্রীনিবাস-দ্বারে গ্রন্থরত্ন বিতরিব ॥ ১২২ ॥

প্রভুপ্রিয় শ্রীনিবাস

মোর শুদ্ধপ্রেমের স্বরূপ শ্রীনিবাস।
তাঁরে দেখি' সর্বচিত্তে বাড়িব উল্লাস ॥ ১২৩ ॥
'শীঘ্র গৌড়দেশে বিপ্র করহ গমন।'
ঐছে বহু কহি' কৈল ভাব সম্বরণ ॥ ১২৪ ॥

স্বপ্নে জগন্নাথদেবের চৈতন্যদাসকে গৌড়ে যাইতে আদেশ

এথা স্বপ্নছলে হৈল জগন্নাথাদেশ।
'না কর বিলম্ব বিপ্র, যাহ গৌড়দেশ ॥ ১২৫ ॥

জন্মিব তোমার এক পুত্র প্রেমময়।
অল্পকালে সর্ব্বশাস্ত্রে হইব বিজয়॥' ১২৬॥
ঐছে স্বপ্ন দেখি, বিপ্র ভাবে মনে মনে।
এসুখ ছাড়িয়া আমি যাইব কেমনে॥ ১২৭॥

ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন গৌরসুন্দরের কৃপালাভ

ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরচন্দ্র জগন্নাথ।
মো হেন পামরে করিলেন আত্মসাৎ॥ ১২৮॥
কহিতে প্রভুর চারু চরিত্র মঙ্গল।
পত্নীর সহিত বিপ্র কান্দিয়া বিহ্বল॥ ১২৯॥
হেন কালে গোবিন্দ আইলা সেই থানে।
যত্ন করি' বিপ্রে লৈয়া গেলা প্রভু-স্থানে॥ ১৩০॥
প্রভু প্রিয় বিপ্রে নিজ ভৃত্য সঙ্গে দিয়া।
আনিলেন নীলাচলচন্দ্রে দেখাইয়া॥ ১৩১॥

মহাপ্রভুর চৈতন্যদাসকে গৌড়ে গমন ও নাম-প্রেম-প্রচারে আদেশ

হাসি কহে—'জগন্নাথ প্রসন্ন তোমারে।
তুয়া মনোরথ সিদ্ধি হইব অচিরে॥ ১৩২॥
শীঘ্র গৌড়দেশ তুমি করহ গমন।
নিরন্তর করিবে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন॥' ১৩৩॥
এত কহি' বিপ্রে প্রভু করিলা বিদায়।
চলে বিপ্র কাতরে প্রণমি' প্রভুপায়॥ ১৩৪॥
বিদায়ের কালে প্রভু-ভৃত্যের যে রীতি।
তাহা বর্ণিবারে নাহি আমার শকতি॥ ১৩৫॥
প্রভু-পরিকরের চরণে প্রণমিল।
করিয়া বিনয় দৈন্য বিদায় হইল॥ ১৩৬॥
শ্রীচৈতন্যদাসবিপ্রে বিদায় সময়।
হইল ব্যাকুল ভক্তগণের হৃদয়॥ ১৩৭॥

পত্নীসহ বিপ্রের গৌড়ে যাত্রা

যাত্রা কৈল বিপ্র পত্নী-সহিত সত্বরে।
পতিতপাবনে প্রণমিয়া সিংহদ্বারে॥ ১৩৮॥
কান্দিতে কান্দিতে বিপ্র পথে চলি' যায়।
যে তাঁরে দেখয়ে তার নয়ন জুড়ায়॥ ১৩৯॥
গৌড়দেশে আইলা বিপ্র প্রভুর আদেশে।
এ সকল কথা ব্যক্ত হৈল সর্ব্বদেশে॥ ১৪০॥
মনের উল্লাসে যাজিগ্রাম উত্তরিল।
বলরামশর্ম্মা প্রতি সকল কহিল॥ ১৪১॥
দুই চারি দিবস থাকিয়া সেইখানে।
বলরাম সহ আইলা নিজ বাসস্থানে॥ ১৪২॥

গ্রামবাসিগণের চৈতন্যদাসের সহ মিলন

গ্রামবাসী সুহৃদ্‌গণ গমন শুনিয়া।
শ্রীচৈতন্যদাস বিপ্রে মিলিলা আসিয়া॥ ১৪৩॥
পাঁচ সাত দিবস রহিয়া বলরাম।
মনের আনন্দে আইলেন যাজিগ্রাম॥ ১৪৪॥
শ্রীচাখন্দিগ্রামের ভাগ্যের সীমা নাই।
শ্রীচৈতন্যদাস বিপ্র রহে যেই ঠাঁই॥ ১৪৫॥

শ্রীচৈতন্যদাসের অবিশ্রান্ত নাম-প্রেম-প্রচার

শ্রীচৈতন্যদাসের কি প্রেম অনর্গল।
কৃষ্ণকথারসে সদা হয়েন বিহ্বল॥ ১৪৬॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের পদে সমর্পিয়া মন।
নিভৃতে করয়ে নিত্য-নামসঙ্কীর্ত্তন॥ ১৪৭॥

শ্রীচৈতন্যদাসের অপূর্ব গৌরপ্রীতি

শ্রীচৈতন্যদাসের অপূর্ব ভক্তিরীত।
গ্রামবাসী কেহ কেহ দেখি' পায় প্রীত॥ ১৪৮॥
কেহ কেহ কহে—এ সকল অনর্থক।
এই হেতু ধনহীন হৈলা অপুত্রক॥ ১৪৯॥
শুনিয়া এ সব বাক্য ব্রাহ্মণী-ব্রাহ্মণে।
কারে কিছু না কহে, হাসয়ে মনে মনে॥ ১৫০॥
খণ্ডাইতে এই সব লোকের দুর্ম্মতি।
কতদিনে লক্ষ্মীপ্রিয়া হৈল গর্ভবতী॥ ১৫১॥
যে হইতে হৈল শুভ গর্ভের আধান।
সেই হৈতে দুষ্ট লোকে করয়ে সম্মান॥ ১৫২॥
স্ত্রীগণের সাধ লক্ষ্মীপ্রিয়ারে দেখিতে।
দেখিলে বাড়য়ে প্রীত, না পারে যাইতে॥ ১৫৩॥
কোথা হৈতে নানা দ্রব্য উপনীত হয়।
গর্ভের সঞ্চারে সর্বচিত্ত আকর্ষয়॥ ১৫৪॥
প্রসব-সময় আসি হৈ'ল উপনীত।
বন্ধুগণ সহিত বিপ্রের হর্ষ চিত॥ ১৫৫॥

বৈশাখী পূর্ণিমায় শ্রীনিবাসের জন্ম—

বৈশাখী পূর্ণিমা দিবা রোহিণী-মুহূর্ত।
শুভক্ষণে লক্ষ্মীপ্রিয়া প্রসবিল পুত্র॥ ১৫৬॥
শ্রীনিবাস-জন্মকালে যে মঙ্গল হৈল।
গ্রন্থের বাহুল্যে তাহা বর্ণিতে নারিল॥ ১৫৭॥
শ্রীচৈতন্যদাস বিপ্র পুত্র-জন্মকালে।
দেখিলেন বিবিধ রহস্য স্বপ্নচ্ছলে॥ ১৫৮॥
অপূর্ব পুত্রের শোভা সর্ব সুলক্ষণ।
কনকচম্পকপারা অঙ্গের কিরণ॥ ১৫৯॥

মহাপ্রেমে পুত্রকে গৌরপদে সমর্পণ

মহানন্দে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী দুইজনে।
সমর্পিল পুত্রে গৌরচন্দ্রের চরণে॥ ১৬০॥
পুত্র-জন্ম শুনিয়া যতেক আপ্তগণ।
সবে আইলা শ্রীচৈতন্যদাসের ভবন॥ ১৬১॥
পুত্রে আশীর্বাদ করি' মনের উল্লাসে।
কহিল অনেক অতি সুমধুর ভাষে॥ ১৬২॥
স্ত্রীগণ বালকে দেখি' জুড়ায় নয়ন।
ধান্য দূর্বা দিয়া সবে করয়ে কল্যাণ॥ ১৬৩॥
শ্রীচৈতন্যদাসের সৌভাগ্য শ্লাঘা করে।
কেহ ছাড়ি' যাইতে নারয়ে নিজ-ঘরে॥ ১৬৪॥
দিনে দিনে বাড়ে পুত্র চন্দ্রের সমান।
নেত্র ভরি' দেখয়ে যতেক ভাগ্যবান্॥ ১৬৫॥

শ্রীনিবাসের অন্নপ্রাশন ও নামকরণ—

কতদিন পরে বিপ্র পরম উল্লাসে।
পুত্র-মুখে অন্ন দিল অপূর্ব দিবসে॥ ১৬৬॥
প্রথমে করিল যৈছে শ্রীনামকরণ।
বিস্তারের ভয়ে তাহা না কৈল বর্ণন॥ ১৬৭॥
সবে কহে—শ্রীনিবাস নাম সে ইহার।
ইহা না জানয়ে পূর্বে এ-নাম-প্রচার॥ ১৬৮॥
ঐছে কত কহে সবে হইয়া উল্লাস।
সর্বচিত্তাকর্ষণ করয়ে শ্রীনিবাস॥ ১৬৯॥

শ্রীনিবাসের বাল্য-লীলা—

কত দিনে হামাগুড়ি বেড়ায় অঙ্গনে।
সে কৌতুক দেখি' উল্লসিত সর্বজনে॥ ১৭০॥
ধরিয়া মায়ের করাঙ্গুলি চলে পায়।
চলিতে স্খলিত হইয়া চারিপানে চায়॥ ১৭১॥
জননী-অঙ্গুলি ছাড়ি' পড়ে মহীতলে।
হাসিয়া জননী শীঘ্র তুলি' লয় কোলে॥ ১৭২॥
অন্য বিপ্রপত্নী কহি' সস্নেহ বচন।
কোলে লৈয়া করে চারু বদন-চুম্বন॥ ১৭৩॥
ঐছে পরস্পর শ্রীনিবাসে কোলে করি'।
যে আনন্দ মনে তাহা কহিতে না পারি॥ ১৭৪॥

লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর পুত্রকে নাম-সঙ্কীর্তন-শিক্ষা—

একদিন লক্ষ্মীপ্রিয়া মনের উল্লাসে।
শ্রীনিবাস-প্রতি কহে সুমধুর ভাষে॥ ১৭৫॥
অরে বাপ! বল দেখি—গৌর বিশ্বম্ভর।
লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-পতি শচীর কুমার॥ ১৭৬॥
গদাধর-প্রাণনাথ শ্রীশ্রীবাসেশ্বর।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ হলধর॥ ১৭৭॥
বল দেখি—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু দয়াময়।
বল দেখি—রাধাকৃষ্ণ শ্রীনন্দ-তনয়॥ ১৭৮॥
শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন।
ঐছে কহে প্রভু-পরিকর-নামগণ॥ ১৭৯॥
শুনি' শ্রীনিবাস অতি উল্লাস অন্তরে।
কিছু উচ্চারয়ে কিছু উচ্চারিতে নারে॥ ১৮০॥
শুনি' সে অমৃতবাক্য জুড়ায় শ্রবণ।
পরম আনন্দে করে পুত্রের পালন॥ ১৮১॥
পঞ্চ বৎসরের হইলেন শ্রীনিবাস।
পড়িতে চাহেন শুনি' সবার উল্লাস॥ ১৮২॥
বিদ্যা আরম্ভ করাইলা কতদিন পরে।
পড়া নামমাত্র, অনায়াসে সব স্ফুরে॥ ১৮৩॥

শ্রীনিবাসের চূড়াকরণ ও উপনয়ন-সংস্কার—

কতদিন পরে চূড়াকরণ হইল।
শ্রীযজ্ঞোপবীত স্কন্ধে অদ্ভুত শোভিল॥ ১৮৪॥
অল্পদিনে ব্যাকরণ, কোষ, অলঙ্কার।
তর্কাদি পড়িল—লোকে হৈল চমৎকার॥ ১৮৫॥
ধনঞ্জয় বিদ্যাবাচস্পতি ভাগ্যবান্।
নিজ সাধ্যমতে করিলেন বিদ্যা-দান॥ ১৮৬॥

চাখন্দিতে বৈসে বিদ্যাবন্ত বহু জন।
শ্রীনিবাসে দেখি' সবে সঙ্কুচিত হন ॥ ১৮৭ ॥

অল্পবয়সে শ্রীনিবাসের সর্বশাস্ত্রে অধিকার—

বিষ্ণুপরায়ণ যে প্রাচীন বিপ্রবর্য।
তাঁ'রা সব পরস্পর কহে,—'কি আশ্চর্য ॥ ১৮৮ ॥
অল্পকালে সকল শাস্ত্রেতে হৈল জ্ঞান।
সদা সুনির্মল, ভক্তি-পথে সাবধান ॥ ১৮৯ ॥
বহুদিন হৈতে বাস হইল এথাই।
এমন বালক মোরা কভু দেখি নাই ॥ ১৯০ ॥
কিবা কাঁচা সোণার বরণ তনুখানি।
কিবা সে মুখের শোভা, কি মধুর বাণী ॥ ১৯১ ॥
হাসিতে খসয়ে সুধা, দশন সুন্দর।
কিবা দুটী দীঘল নয়ন মনোহর ॥ ১৯২ ॥
কিবা নাসা, শ্রুতি, গণ্ড, ভুরু, ভালদেশ।
কিবা মাথে চিকণ চাঁচর চারু কেশ ॥ ১৯৩ ॥
কিবা বাহু-বলনী, ললিত বক্ষঃ পীন।
নিরুপম উদর-মাধুর্য, কটি ক্ষীণ ॥ ১৯৪ ॥
কিবা জানু, জঙ্ঘা, সুকোমল পদদ্বয়।
দেব-অংশ বিনা কি মনুষ্যে ঐছে হয় ॥ ১৯৫ ॥
শ্রীচৈতন্যদাস যৈছে অপুত্রক ছিল।
তৈছে প্রভু আনন্দের মূর্তি পুত্র দিল' ॥ ১৯৬ ॥
কেহ কহে—ইহার বালাই লৈয়া মরি।
না দেখি' কি করে হিয়া, পাসরিতে নারি ॥ ১৯৭ ॥
কেহ কহে—সংসারে পাইয়ে মহাদুঃখ।
ইহারে দেখিলে মনে উপজয়ে সুখ ॥ ১৯৮ ॥

শ্রীনিবাসের প্রতি গ্রামবাসীর স্নেহ—

কেহ কহে—মোর পুত্র-কন্যা বহু হয়।
তাহা হৈতে শ্রীনিবাসে স্নেহ অতিশয় ॥ ১৯৯ ॥
শ্রীচৈতন্যদাসেরে কহিব কোন ছলে।
ইহার বিবাহ যেন দেন অল্পকালে ॥ ২০০ ॥
ঐছে পরস্পর কহি' করে আশীর্বাদ।
নেত্রে ভরি' রাখে সদা—মনে এই সাধ ॥ ২০১ ॥
চাখন্দিতে জন্ম, শ্রীনিবাসের যে রীত।
এ-সকল কথা হৈল সর্বত্র বিদিত ॥ ২০২ ॥
চাখন্দি-নিকট যে যে ভক্তের আলয়।
তথা শ্রীনিবাসের গমন সদা হয় ॥ ২০৩ ॥

শ্রীনিবাস-প্রতি শ্রীগোবিন্দঘোষের কৃপা—

শ্রীগোবিন্দঘোষ আদি অধৈর্য অন্তরে।
শ্রীগৌরচন্দ্রের লীলামৃতে সিক্ত করে ॥ ২০৪ ॥
কহিতে কি জানি, সবে যে আনন্দ পায়।
সবাকার ইচ্ছা—ভরি' রাখয়ে হিয়ায় ॥ ২০৫ ॥
তিলে তিলে কি অদ্ভুত স্নেহের প্রকাশ।
সবে কহে গৌর-প্রেম-মূর্তি শ্রীনিবাস ॥ ২০৬ ॥
শ্রীনিবাস-প্রসঙ্গ সর্বত্র সবে কয়।
শ্রীনিবাসে দেখিতে সবার সাধ হয় ॥ ২০৭ ॥

শ্রীখণ্ডের ভক্তগণের শ্রীনিবাস-প্রতি স্নেহ—

শ্রীখণ্ডের শ্রীনরহরি, শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীনিবাসে দেখিতে উদ্বিগ্ন অনুক্ষণ ॥ ২০৮ ॥
শ্রীনিবাস তাঁ' সবার দর্শন -নিমিত্তে।
সদা উৎকণ্ঠিত, একা নারয়ে যাইতে ॥ ২০৯ ॥
অকস্মাৎ যাজিগ্রাম হৈতে কেহ আইলা।
শ্রীনিবাস তাঁ'র সহ যাজিগ্রাম গেলা ॥ ২১০ ॥

যাজিগ্রামে গোষ্ঠীসহ নরহরির আগমন—

ঠাকুর শ্রীনরহরি গোষ্ঠীর সহিতে।
গঙ্গাস্নানে আইলেন যাজিগ্রাম-পথে ॥ ২১১ ॥
তথা শ্রীনিবাসে দেখি' যে আনন্দ মনে।
তাহা একমুখে বা বর্ণিবে কোন্ জনে ? ২১২ ॥
শ্রীনিবাস শ্রীসরকার-ঠাকুরে দেখিয়া।
হইলা অধৈর্য, সুখে উথলয়ে হিয়া ॥ ২১৩ ॥
অতি দীনপ্রায় হৈয়া প্রণাম করিতে।
ঠাকুর করিলা কোলে বিহ্বল স্নেহেতে ॥ ২১৪ ॥

শ্রীনিবাস-প্রতি ঠাকুর নরহরির কৃপা ও স্নেহ—

শ্রীনিবাস-প্রতি কহে মধুর বচন।
'তোমারে দেখিয়া জুড়াইল নেত্র-মন ॥ ২১৫ ॥
বড় সাধ ছিল বাপু তোমারে দেখিতে।'
এত কহি' হস্তপদ্ম বুলায় অঙ্গেতে ॥ ২১৬ ॥
শ্রীনিবাস করযোড় করি' নিবেদয়।
'এই কর যেন মনোরথ পূর্ণ হয় ॥ ২১৭ ॥

মুঞি অতি অজ্ঞ কিছু কহিতে না জানি।
সর্বপ্রকারেতে রক্ষা করিবা আপনি ॥' ২১৮ ॥
ঐছে কত কহি' নেত্রে ধারা নিরন্তর।
ঠাকুর প্রবোধি' আজ্ঞা কৈল—যাহ ঘর ॥ ২১৯ ॥

শ্রীসরকার ঠাকুরের পরিচয়—

শ্রীসরকার ঠাকুরের অদ্ভুত মহিমা।
ব্রজের মধুমতী যে—গুণের নাই সীমা ॥ ২২০ ॥

যথা—(১) শ্রীগৌরগণোদ্দেশে (১০৭ সংখ্যা)—

পুরা মধুমতী প্রাণসখী বৃন্দাবনে স্থিতা।
অধুনা নরহর্যাখ্যসরকারঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ ॥ ২২১ ॥

অন্বয়। (যা) পুরা (দ্বাপরাবসানে) বৃন্দাবনে স্থিতা প্রাণসখী (রাধিকায়াঃ প্রিয়বরা) মধুমতী (সা) অধুনা প্রভোঃ (গৌরদেবস্য) প্রিয়ঃ নরহর্যাখ্য-সরকারঃ—জাত ইত্যর্থঃ ॥ ২২১ ॥

অনুবাদ। যিনি পূর্বে (শ্রীকৃষ্ণলীলায়) বৃন্দাবনে অবস্থিতা শ্রীবার্ষভানবীর প্রাণসখী মধুমতী, তিনি এখন (শ্রীগৌরলীলায়) মহাপ্রভুর প্রিয় শ্রীনরহরি সরকার ॥২২১॥

যথা—(১) শ্রীমদ্রূপকবিকৃত-পদ্যম্—

শ্রীবৃন্দাবনবাসিনো রসবতী রাধাঘনশ্যাময়ো
রসোল্লাসরসাত্মিকা মধুমতী সিদ্ধানুগা যা পুরা।
সেয়ং শ্রীসরকারঠক্কুর ইহ প্রেমার্থিনঃ প্রেমদঃ
প্রেমানন্দমহোদধির্বিজয়তে শ্রীখণ্ড-ভূখণ্ডকে ॥ ২২২ ॥

অন্বয়। যা পুরা সিদ্ধানুগা (ব্রজবিলাসসেবা-চতুরাণাং প্রিয়া) শ্রীবৃন্দাবনবাসিনো রাধাঘনশ্যাময়ো রাসোল্লাসরসাত্মিকা রসবতী মধুমতী সা ইয়ং ইহ শ্রীখণ্ড-ভূখণ্ডকে (তন্নামধেয়ে স্থানে) প্রেমানন্দমহোদধিঃ প্রেমার্থিনঃ (নিজানুগস্য প্রেমভক্তিপরস্য) প্রেমদঃ শ্রীসরকারঠক্কুরঃ বিজয়তে ॥ ২২২ ॥

অনুবাদ। যিনি পূর্বে যূথেশ্বরী সিদ্ধভাবের অনুসরণে শ্রীবৃন্দাবনবিলাসী শ্রীশ্রীরাধাঘনশ্যামের রাসোল্লাসরসগতপ্রাণা রসবতী মধুমতী, সেই তিনি এখন শ্রীখণ্ডপ্রদেশে শ্রীগদাধরানুগতো প্রেমানন্দের মহাসমুদ্র, প্রেমার্থিগণের প্রেমদাতা শ্রীসরকার-ঠাকুররূপে জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ২২২ ॥

যথা—(৩) শ্রীকর্ণপূরকৃতপদ্যম্—

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোরতিকৃপামাধ্বীকসম্ভাজনং
সান্দ্রপ্রেমপরম্পরা কবলিতং বাচা প্রফুল্লং মুদা।
শ্রীখণ্ডে রচিতস্থিতিং নিরবধি শ্রীখণ্ডচর্চাচিতং
বন্দে শ্রীমধুমত্যুপাধিবলিতং কঞ্চিন্মহাপ্রেমদম্ ॥ ২২৩ ॥

অন্বয়। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ অতিকৃপামাধ্বীক-সম্ভাজনং, বাচা (কীর্তনপরয়া ইত্যর্থঃ) সান্দ্রপ্রেমপরম্পরা-কবলিতং (সম্ভোগরসাশ্রয়বিগ্রহং কৃষ্ণপ্রেম-ময়ং), মুদা প্রফুল্লং, শ্রীখণ্ডে রচিতস্থিতিং নিরবধি শ্রীখণ্ডচর্চাচিতং শ্রীমধুমত্যুপাধিবলিতং মহাপ্রেমদং (বিপ্রলম্ভবিগ্রহ-গৌর-প্রেমপ্রদং পুরুষবরং) কঞ্চিং বন্দে ॥ ২২৩ ॥

অনুবাদ। যিনি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রচুর কৃপা-রসের উত্তমপাত্র, যিনি কীর্তনে প্রগাঢ়প্রেমধারায় ভরপুর, যিনি (অন্তরে) প্রেমানন্দে প্রফুল্ল, যিনি শ্রীখণ্ডে বাসস্থান করিয়াছেন এবং সর্বদা চন্দনলেপ-চর্চিত, যিনি (পূর্বে) মধুমতীসংজ্ঞায় প্রখ্যাত, সেই মহাপ্রেমদাতা কোন অদ্ভুত পুরুষবরকে বন্দনা করি ॥ ২২৩ ॥

ঐছে বহু চরিত্র বর্ণয়ে বিজ্ঞগণ।
শ্রীনিবাসে যৈছে স্নেহ না হয় বর্ণন ॥ ২২৪ ॥
শ্রীসরকার ঠাকুরের আজ্ঞামৃত-পানে।
যে আনন্দ হৈল তাহা কে বর্ণিতে জানে ॥ ২২৫ ॥
চাখন্দি-গ্রামেতে শীঘ্র গেলা শ্রীনিবাস।
নিরন্তর শুনে গৌরচন্দ্রের বিলাস ॥ ২২৬ ॥

শ্রীনিবাসের পিতৃমুখে শ্রীচৈতন্যচরিত-শ্রবণ—

একদিন গৌরাঙ্গের সুচারু চরিত।
জিজ্ঞাসে পিতার স্থানে হৈয়া উল্লসিত ॥ ২২৭ ॥
বিপ্র কহে—ব্রহ্মাদি না পায় অন্ত যাঁর।
তাঁ'র লীলা কহিব কি মুঞি জীব ছার ॥ ২২৮ ॥
শুন শুন শ্রীনিবাস কহিয়ে তোমায়।
বৃন্দাবনচন্দ্র কৃষ্ণ বিশ্বম্ভর-রায় ॥ ২২৯ ॥
নবদ্বীপে বাল্যাবেশে বিহরে যখন।
সে সময়ে আমরা করিয়ে অধ্যয়ন ॥ ২৩০ ॥
ভক্তিমর্ম না বুঝিয়া তর্কাদি পড়িয়ে।
বহির্মুখগণ-সঙ্গে সদাই রহিয়ে ॥ ২৩১ ॥
দিনে দিনে প্রভু-লীলা শুনি চমৎকার।
সদা মনে করিয়ে যাইব দেখিবার ॥ ২৩২ ॥

দুষ্টসঙ্গ-মতে তথা যাইতে না পারি।
তা' সবার অহঙ্কার সহিতেও নারি ॥ ২৩৩ ॥
বিদ্যামদে সে সবে কাহুকে নাহি গণে।
প্রভুর প্রসঙ্গে হাস্য করে সর্বজনে ॥ ২৩৪ ॥
মহা-দুঃখ পাই মনে, নহে সম্বরণ।
বিধি-প্রতি প্রার্থনা করিয়ে অনুক্ষণ ॥ ২৩৫ ॥
ত্বরিতে হউক এ-সবার দর্প চূর্ণ।
শুন সে প্রসঙ্গ বিধি যৈছে কৈল পূর্ণ ॥ ২৩৬ ॥

দিগ্বিজয়ীর নবদ্বীপ-আগমন—

অকস্মাৎ দিগ্বিজয়ী নবদ্বীপে আইলা।
তাঁহার প্রভাবে সবে কম্পিত হইলা ॥ ২৩৭ ॥
সরস্বতীদেবী তাঁ'র ভক্তিতে অধীন।
এ হেতু সে মহাকবি শাস্ত্রেতে প্রবীণ ॥ ২৩৮ ॥
তাঁ'রে পরাজয় করে হেন কেহ নাই।
চিন্তিত সকল অধ্যাপক এক ঠাঁই ॥ ২৩৯ ॥
চাখন্দি-নিবাসী আদি যত বিদ্যাবান্।
শুনি' সে-প্রসঙ্গ স্থির নহে কারু প্রাণ ॥ ২৪০ ॥
সে সময়ে সরস্বতী-পতি নারায়ণ।
নিমাই-পণ্ডিত নাম, পাঠ ব্যাকরণ ॥ ২৪১ ॥
ব্যাকরণে অধ্যাপক বহু শিষ্য-সঙ্গে।
শ্রীজাহ্নবী-তীরে বিলসয়ে মহারঙ্গে ॥ ২৪২ ॥

নিমাই পণ্ডিতের স্থানে দিগ্বিজয়ীর পরাজয়—

দিগ্বিজয়ী অপূর্ব বালক নিরখিয়া।
চলিলেন বিদ্যামদে হাসিয়া হাসিয়া ॥ ২৪৩ ॥
নিকটে যাইতে প্রভু করি পুরস্কার।
কহিলেন গঙ্গার মহিমা বর্ণিবার ॥ ২৪৪ ॥
বহু শ্লোক কৈল তিঁহ ক্ষণেকে বর্ণন।
অতি সে আশ্চর্য সর্বমতে নির্দূষণ ॥ ২৪৫ ॥
তা'র মধ্যে প্রভু এক শ্লোকার্থ পুছিল।
করিতে শ্লোকার্থ তিন স্থানে দোষ দিল ॥ ২৪৬ ॥
করিতে নারিয়া নিজ-শ্লোকার্থ-সঙ্গতি।
প্রভু-আগে দিগ্বিজয়ী লজ্জা পাইল অতি ॥ ২৪৭ ॥
তথাপিহ প্রভু তাঁ'র করিলা সম্মান।
প্রভু-গুণে মগ্ন দিগ্বিজয়ী ভাগ্যবান্ ॥ ২৪৮ ॥
সরস্বতী তাঁ'রে প্রভু-পরিচয় দিল।
দিগ্বিজয়ী প্রভু-পদে আত্ম সমর্পিল ॥ ২৪৯ ॥
নিমাইর স্থানে দিগ্বিজয়ি পরাভব।
শুনি' মহাহর্ষ হৈলা ভট্টাচার্য সব ॥ ২৫০ ॥
নিমাই-পণ্ডিত কৈলা দিগ্বিজয়ি-জয়।
এই কথা সর্বত্র সকল লোকে কয় ॥ ২৫১ ॥
মোর অধ্যাপক-আদি যত বিদ্যাবান্।
ছাড়িল মনুষ্যবুদ্ধি, হইল দিব্যজ্ঞান ॥ ২৫২ ॥
কি কহিব বাপ! অলৌকিক-লীলা তাঁ'র।
দেখে মহাভাগ্যবন্ত লোক নদীয়ার ॥ ২৫৩ ॥

মহাপ্রভুর গয়া-গমন—

কতদিন বিদ্যা-বিলাসাদি করি' রঙ্গে।
গয়া করিবারে গেলা বহু লোক-সঙ্গে ॥ ২৫৪ ॥
লোকশিক্ষা-হেতু এ প্রভুর ব্যাবহার।
গয়া হৈতে আসি' কৈলা সে প্রেমপ্রচার ॥ ২৫৫ ॥
অলৌকিক-প্রেম-চেষ্টা দেখি' শিষ্যগণে।
পরস্পর প্রসংসয়ে মহানন্দ-মনে ॥ ২৫৬ ॥

ভক্তগণসহ মহাপ্রভুর নবদ্বীপে বিহার—

পূর্বে প্রভু-ইচ্ছামতে কেহ না চিনিল।
শ্রীবাসাদি ভক্তসবে আশীর্বাদ কৈল ॥ ২৫৭ ॥
ভক্ত-অনুগ্রহ জানাইয়া সর্বোপরি।
লুকাইতে নারে ভক্তপ্রিয় গৌরহরি ॥ ২৫৮ ॥
হইলেন ব্যক্ত প্রভু ভুবনমোহন।
চিনিলেন পরম কৌতুকে ভক্তগণ ॥ ২৫৯ ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীপণ্ডিত-গদাধর।
শ্রীমুরারিগুপ্ত, হরিদাস বিজ্ঞবর ॥ ২৬০ ॥
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী আদি পরিকর।
প্রভুগুণে মগ্ন হইলেন নিরন্তর ॥ ২৬১ ॥
মিলিলেন মহারঙ্গে অদ্বৈত গোসাঞি।
কি কহিব তাঁহার গুণের অন্ত নাঞি ॥ ২৬২ ॥
প্রভু বলদেব নিত্যানন্দ অবধূত।
গৌরচন্দ্র-সঙ্গে তাঁ'র মিলন অদ্ভুত ॥ ২৬৩ ॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত শ্রীবাসাদি লৈয়া সঙ্গে।
বিহরয়ে প্রভু নবদ্বীপে মহারঙ্গে ॥ ২৬৪ ॥

জগাই-মাধাইর উদ্ধার—

অহে বাপু শ্রীনিবাস! কহি তোর ঠাঁই।
এই অবতারে করুণার সীমা নাই ॥ ২৬৫ ॥
না ধরয়ে অস্ত্র, না মারয়ে কারু প্রাণে।
উদ্ধার করয়ে সে দুর্লভ প্রেমদানে ॥ ২৬৬ ॥
প্রভুর উৎসাহ বাপ পাষণ্ডী তারিতে।
এ-হেতু দুর্জয় দুষ্ট-প্রভাব কলিতে ॥ ২৬৭ ॥
জগাই, মাধাই নামে দুই দস্যুরাজ।
যা'র ভয়ে কাঁপে সব নদীয়া-সমাজ ॥ ২৬৮ ॥
মদ্য-মাংস বিনা তা'র ভক্ষণ না হয়।
তা'রে দেখি' কেহ স্থির হইতে নারয় ॥ ২৬৯ ॥
করয়ে কুক্রিয়া যত তা'র অন্ত নাই।
আমরাহ তা'র ভয়ে ভাবিত সদাই ॥ ২৭০ ॥
দেখিয়া দৌরাত্ম্য বিজ্ঞগণে বিচারয়।
ঈশ্বর বিহনে ইহার শাস্তা কেহ নয় ॥ ২৭১ ॥
রাবণ-কংসাদি সে ইহার সম নহে।
এই মত কত কথা পরস্পর কহে ॥ ২৭২ ॥
সে দুই পাপীরে প্রভু উদ্ধার করিলা।
নিত্যানন্দ দয়াল জগতে জানাইলা ॥ ২৭৩ ॥
একদিন গৌরচন্দ্র কহে হর্ষ হৈয়া।
'উদ্ধারহ জীবে কৃষ্ণ উপদেশ দিয়া ॥' ২৭৪ ॥
শুনি' প্রভু নিত্যানন্দ হরিদাস-সঙ্গে।
কৃষ্ণনাম উপদেশ করি' ফিরে রঙ্গে ॥ ২৭৫ ॥
পড়ুয়া-অধম মিলি' নিন্দয়ে সদাই।
যাইতে কহিল যথা জগাই মাধাই ॥ ২৭৬ ॥
কৃষ্ণনাম শুনি' দোঁহে ক্রোধযুক্ত হঞা।
এ-দোঁহারে মারিতে আইল দোঁহে ধাঞা ॥ ২৭৭ ॥
মদে মত্ত মাধাই কহি' বাক্য-বজ্রাঘাত।
নিত্যানন্দদেবের করিল রক্তপাত ॥ ২৭৮ ॥
তথাপিহ নিত্যানন্দ করুণাসাগর।
চিন্তয়ে দোঁহার হিত আনন্দ-অন্তর ॥ ২৭৯ ॥
শুনি' গৌরচন্দ্র মহাক্রোধযুক্ত হৈল।
নিত্যানন্দ-অনুগ্রহে অনুগ্রহ কৈল ॥ ২৮০ ॥
নিত্যানন্দ-গৌরচন্দ্র একদেহ হয়।
লীলা-কারণেতে ভিন্ন সর্বলোকে কয় ॥ ২৮১ ॥
জগাই-মাধাই দুই প্রভুপদে ধরি'।
কহিল যতেক তাহা কহিতে না পারি ॥ ২৮২ ॥
যদ্যপি সকল দোষ ক্ষমা করি' প্রভু।
করিলেন আত্মসাৎ, শান্তি নহে তবু ॥ ২৮৩ ॥
জগাই-মাধাই কহে কান্দিয়া কান্দিয়া।
ঐছে আজ্ঞা কর যেন স্থির হয় হিয়া ॥ ২৮৪ ॥
শুনি' সেই প্রভু হৃষ্ট হৈয়া দুইজনে।
আজ্ঞা দিল গঙ্গাস্নানঘাট সম্মার্জনে ॥ ২৮৫ ॥
তবে দোঁহে আপনা মানিয়া দীন অতি।
গঙ্গাঘাট মার্জন করয়ে নিতি নিতি ॥ ২৮৬ ॥
হইলেন দুই ভাই প্রভু-পরিকর।
যাঁ'র নাম লৈলে ঘুচে পাষণ্ড-অন্তর ॥ ২৮৭ ॥
এই কথা সর্বলোকে হইল বিদিত।
উদ্ধারিলা মহাদুষ্টে নিমাই পণ্ডিত ॥ ২৮৮ ॥

পড়ুয়া অধমগণের নিমাইপণ্ডিতের গুণ-কীর্তন—

পড়ুয়া অধম অতি বিস্মিত হইয়া।
কেহ কারু প্রতি কহে হাসিয়া হাসিয়া ॥ ২৮৯ ॥
'অহে ভাই নিমাই পণ্ডিত কেবা জানে।
জগাই-মাধাইরে আনিল নিজ-গণে ॥ ২৯০ ॥
কোথাও না দেখি যে ইহার পরাভব।
ঐছে গাছে হয় নদীয়ার লোক সব ॥ ২৯১ ॥
কেহ কহে—আপনাকে সাবধান হ'বে।
দুই চারিদিনে সব দেখিতে পাইবে ॥ ২৯২ ॥
ঐছে কহি' পড়ুয়া আপনা ধন্য মানে।
ফিরয়ে সকলে সদা ছিদ্র-অন্বেষণে ॥ ২৯৩ ॥
অহে বাপু শ্রীনিবাস! সে দুই উদ্ধারে।
হইনু আমরা সবে নির্ভয় অন্তরে ॥ ২৯৪ ॥
নবদ্বীপে সদা মহা আনন্দ-পাথার।
সবে সংকীর্তনেই উন্মত্ত অনিবার ॥ ২৯৫ ॥
পাষণ্ডি-সকল তথা কতক প্রকারে।
যবনের ভয় জানাইয়া হাস্য করে ॥ ২৯৬ ॥

মহাপ্রভুর কাজীদলন ও কাজীর আত্মসমর্পণ—

কাজী নামে যবন, প্রতাপ অতিশয়।
নবদ্বীপ-আদি তা'র অধিকার হয় ॥ ২৯৭ ॥
গৌড়েতে যবনরাজা তা'র প্রিয় অতি।
কাজীরে লঙ্ঘিতে নাহি কাহার শকতি ॥ ২৯৮ ॥
এ-দেশের লোক সব কাঁপে তা'র ডরে।
দেবপূজা স্বচ্ছন্দে করিতে কেহ নারে ॥ ২৯৯ ॥
তিঁহ হেন দুর্লভ কীর্তন-দ্বেষ কৈল।
এ-হেতু প্রভুর মহা-ক্রোধ উপজিল ॥ ৩০০ ॥
একদিন রাত্রে প্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
বিহরয়ে নবদ্বীপে সংকীর্তন-রঙ্গে ॥ ৩০১ ॥
যে অপূর্ব শোভা হইল নদীয়া-নগরে।
লক্ষ-মুখে তাহা কেহ বর্ণিতে না পারে ॥ ৩০২ ॥
প্রভু-ইচ্ছামতে নদীয়ার লোক সব।
ঘরে ঘরে করে মহামঙ্গল-উৎসব ॥ ৩০৩ ॥
লক্ষ লক্ষ দীপ জ্বলে কৌতুক অপার।
রাত্রিকে দিবস-জ্ঞান হইল সবার ॥ ৩০৪ ॥
আত্মবিস্মরিত লোক ভ্রমে চারিভিতে।
দেবতা মনুষ্য কেহ না পারে চিনিতে ॥ ৩০৫ ॥
লক্ষ লক্ষ লোক মিলি' করয়ে কীর্তন।
খোল-করতাল-শব্দে ভেদয়ে গগন ॥ ৩০৬ ॥
নৃত্য-পদাঘাতে ক্ষিতি করে টলমল।
হইল অদ্ভুত জয়ধ্বনি কোলাহল ॥ ৩০৭ ॥
সিংহপরাক্রম জিনি' সবে বলবান্।
'কাজী মার, কাজী মার' বলি' করিলা পয়ান ॥ ৩০৮ ॥
সে গর্জন শুনিতে পাষণ্ডী মরে ফাটি'।
ভাঙ্গিল কাজীর ঘর-দ্বার পুষ্পবাটী ॥ ৩০৯ ॥
কাজী-বক্ষঃ বিদারিতে প্রভু পূর্বদিনে।
হইল নৃসিংহ, কাজী দেখিল নয়নে ॥ ৩১০ ॥
জানিলেন—নিমাই মনুষ্য কভু নয়।
এ-কথা সবার প্রতি ব্যক্ত করি' কয় ॥ ৩১১ ॥
শুনি' সবে নানাকথা কহে পরস্পরে।
হেনকালে মহাধ্বনি হইল নগরে ॥ ৩১২ ॥
লোকে গিয়া কহে—'সেই পণ্ডিত নিমাই।
করয়ে কীর্তন সে লোকের সংখ্যা নাই ॥ ৩১৩ ॥
মার মার করি' সবে আইসে এথায়।
ভাঙ্গে ঘর-দ্বার-বৃক্ষ, না দেখি উপায়' ॥ ৩১৪ ॥
এ-বাক্য-শ্রবণে কাজী মহাভয় পাঞা।
চলিলেন প্রভু আগে অশ্রুযুক্ত হঞা ॥ ৩১৫ ॥
প্রভুরে দেখিয়া কৈল আত্মসমর্পণ।
কহিতে না আইসে যৈছে করিল স্তবন ॥ ৩১৬ ॥
পতিতপাবন গৌরসুন্দর-বিগ্রহ।
ভাগ্যবন্ত কাজীরে করিলা অনুগ্রহ ॥ ৩১৭ ॥
এ-সব আশ্চর্যকথা শুনি' শিষ্টগণ।
নিশ্চয় জানিলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥ ৩১৮ ॥
ঐছে নবদ্বীপে প্রভু রঙ্গে বিলসয়।
শুনিতে সে সব কথা চিত্তে ক্ষোভ হয় ॥ ৩১৯ ॥

চৈতন্যদাসের গৌরদর্শন ও তাঁহার রূপবর্ণন—

মনে কৈনু যাজিগ্রাম হইতে আসিয়া।
দেখিব শ্রীগৌরচন্দ্রে নবদ্বীপে গিয়া ॥ ৩২০ ॥
শীঘ্র যাজিগ্রামে গিয়া কার্য সমাধিনু।
কণ্টকনগরে অতি উল্লাসে আইনু ॥ ৩২১ ॥
তথা শ্রীভারতীস্বামী মহাতেজোময়।
মোর প্রতি তাঁ'র অনুগ্রহ অতিশয় ॥ ৩২২ ॥
যাজিগ্রাম কণ্টকনগরে যবে যাই।
তাঁ'রে দেখি, কখন বা রহি তাঁ'র ঠাঁই ॥ ৩২৩ ॥
মনে কৈনু তাঁ'র স্থানে বিদায় হইয়া।
নবদ্বীপে যা'ব গৌর-দর্শন লাগিয়া ॥ ৩২৪ ॥
এই কথা চিত্তে বিচারিয়া তথা যাই।
হেনকালে দেখিয়ে লোকের ধাওয়া ধাই ॥ ৩২৫ ॥
বাল-বৃদ্ধ-যুবা-স্ত্রী-পুরুষ কত শত।
মহাভিড় হইল, চলিতে নাই পথ ॥ ৩২৬ ॥
জিজ্ঞাসিলে কহে—যা'ব ভারতীর ঘর।
নদীয়া হৈতে আইলা শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ৩২৭ ॥
শুনিতে এ বাক্য যেন হাতে চাঁদ পাইনু।
শ্রীকেশবভারতী স্বামীর স্থানে গেনু ॥ ৩২৮ ॥

দেখিলাম শ্রীগৌরসুন্দরে নেত্র ভরি'।
ভুবনমোহন প্রতি অঙ্গের মাধুরী ॥ ৩২৯ ॥
কি ছার কনকচাঁপা, বিদ্যুৎ, কেশর।
সে রূপে তুলনা নাই ভুবন-ভিতর ॥ ৩৩০ ॥
সুচারু চাঁচর কেশে জগৎ মাতায়।
কেবা না ভুলয়ে গণ্ড-ললাট-ছটায় ॥ ৩৩১ ॥
শ্রবণযুগল ভুরু পরম সুন্দর।
আকর্ণ বিস্তৃত নেত্র, নাসা মনোহর ॥ ৩৩২ ॥
কোটি কোটী চন্দ্রমা জিনিয়া চন্দ্রমুখ।
দেখিতেই ঘুচে কোটি জনমের দুঃখ ॥ ৩৩৩ ॥
আজানুলম্বিত দুই বাহু, বক্ষঃ পীন।
সিংহের শাবক জিনি' কটিদেশ ক্ষীণ ॥ ৩৩৪ ॥
নিতম্ব মধুর, উরু-চরণ-ভঙ্গিতে।
কোটি কোটি কন্দর্প নারয়ে স্থির হৈতে ॥ ৩৩৫ ॥
রাঙা পদতল দেখি' মনে বিচারিল।
কত শত অরুণ শরণ বুঝি লৈল ॥ ৩৩৬ ॥
আরে বাপু শ্রীনিবাস, কি বলিব তোরে।
ডুবিনু সে গোরারূপ-অমিয়া-পাথারে ॥ ৩৩৭ ॥
তথা কেহ কারু প্রতি যত্নে জিজ্ঞাসয়।
এথা কেনে হইল গৌরচন্দ্রের বিজয় ॥ ৩৩৮ ॥
তিঁহ কহেন—করিবেন সন্ন্যাসগ্রহণ।
ভুবনমোহন কেশ হ'বে অদর্শন ॥ ৩৩৯ ॥
এ-বাক্য শুনিতে মোর উড়িল পরাণ।
হেনকালে নাপিত দেখিল বিদ্যমান ॥ ৩৪০ ॥
নাপিতে নাপিত-ক্রিয়া কৈল যে-প্রকারে।
তাহা দেখি' কেবা ধৈর্য ধরিবারে পারে ॥ ৩৪১ ॥
শ্রীমস্তকে হৈল শ্রীকেশের অদর্শন।
উঠিল ক্রন্দন-ধ্বনি ব্যাপিল ভুবন ॥ ৩৪২ ॥
এই কথা কহিতে কহিতে বিপ্রবর।
হইলা মূর্চ্ছিত, নেত্রে ধারা নিরন্তর ॥ ৩৪৩ ॥
পিতার মুখেতে এই প্রসঙ্গ শুনিয়া।
শ্রীনিবাস কান্দে অতি ব্যাকুল হইয়া ॥ ৩৪৪ ॥
কতক্ষণ পরে বিপ্র শ্রীচৈতন্যদাস।
শ্রীচাঁচর কেশ বলি' ছাড়য়ে নিঃশ্বাস ॥ ৩৪৫ ॥
অনেক যত্নেতে স্থির হৈয়া নেত্র মেলে।
দেখে—পুত্র কান্দয়ে পড়িয়া ভূমিতলে ॥ ৩৪৬ ॥
বিহ্বল হইয়া বিপ্র পুত্র কোলে করি'।
আশীর্বাদ করে—কৃপা কর গৌরহরি ॥ ৩৪৭ ॥
ঝাড়িয়া অঙ্গের ধূলি পোঁছে নেত্রধারা।
স্থির করি' কহে কত অমৃতের পারা ॥ ৩৪৮ ॥
নীলাচলে কৈল যৈছে প্রভুর দর্শন।
প্রেমাবেশে কহিল সে সব বিবরণ ॥ ৩৪৯ ॥
যৈছে প্রভু নীলাচলে করয়ে বিহার।
সে সব কহিতে নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ৩৫০ ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈতের চরিত্র কহিল।
প্রভু পরিকরের চরিত্র জানাইল ॥ ৩৫১ ॥
কহিল প্রভুর যৈছে ব্রজেতে বিহার।
নবদ্বীপে যে লাগি' হইলা অবতার ॥ ৩৫২ ॥
শুনিয়া পিতার মুখে এ-সব প্রসঙ্গ।
শ্রীনিবাস অধৈর্য ধরিতে নারে অঙ্গ ॥ ৩৫৩ ॥
শুনিতে গৌরাঙ্গলীলা বড় সাধ মনে।
লক্ষ লক্ষ শ্রুতি বাঞ্ছে বিধাতার স্থানে ॥ ৩৫৪ ॥
অনুরাগে রক্তবর্ণ নেত্রে ধারা বয়।
পুনঃ-পুনঃ পিতার চরণে প্রণময় ॥ ৩৫৫ ॥
আত্মবিস্মরিত শ্রীনিবাস প্রেমাবেশে।
নিতি নিতি ঐছে জিজ্ঞাসয়ে পিতা-পাশে ॥ ৩৫৬ ॥
একদিন শ্রীচৈতন্যদাস বিপ্রবর।
পুত্র-প্রতি কহে অতি সস্নেহ অন্তর ॥ ৩৫৭ ॥
অহে বাপু, মাতার পালনে যোগ্য হইলা।
মাতা-সহ তোমারে সকল সমর্পিলা ॥ ৩৫৮ ॥
এবে মাতা-সহ তোমা রাখি' যাজিগ্রামে।
মনে হয় শীঘ্র যাই বৃন্দাবনধামে ॥ ৩৫৯ ॥

চৈতন্যদাস-কর্তৃক রূপ-সনাতনের চরিত-বর্ণন—

বৃন্দাবনে রূপ-সনাতনাদি-দ্বারায়।
কৈল অলৌকিক কার্য প্রভু গৌররায় ॥ ৩৬০ ॥
অহে বাপু, সে দোঁহার অদ্ভুত চরিত।
দেখিলে মনুষ্য-জ্ঞান নহে কদাচিত ॥ ৩৬১ ॥

যে সময় দর্শন করিনু সে দোঁহার।
সে সময় ঐছে বুদ্ধি না ছিল আমার ॥ ৩৬২ ॥
এবে আপনাকে ধন্য করিয়া মানিনু।
সংক্ষেপে কহিয়ে যৈছে দর্শন করিনু ॥ ৩৬৩ ॥
নবদ্বীপ-আদিস্থিত অধ্যাপকগণ।
প্রায় রামকেলি-গ্রামে সবার গমন ॥ ৩৬৪ ॥
মোর অধ্যাপক অগ্রগণ্য চাখন্দিতে।
রামকেলি হৈতে লোক আইল তাঁ'রে লৈতে ॥৩৬৫ ॥
চলিলেন অধ্যাপক, মোরা সঙ্গে গেনু।
শুভক্ষণে রামকেলি-গ্রামে প্রবেশিনু ॥ ৩৬৬ ॥
সনাতন-রূপের ভবন-সন্নিধানে।
হইল সবার বাসা পরম সম্মানে ॥ ৩৬৭ ॥
অধ্যাপকগণ মহা উল্লাস হিয়ায়।
চলিলেন সনাতন-রূপের সভায় ॥ ৩৬৮ ॥
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণে বেষ্টিত হইয়া।
ইন্দ্রসম সভামধ্যে আছেন বসিয়া ॥ ৩৬৯ ॥
কনকসুন্দর তনু অতি তেজোময়।
দেখিতে দোঁহার শোভা কেবা ধৈর্য হয় ॥ ৩৭০ ॥
কিবা মন্দহাস্য মুখে, সুখের অবধি।
কিবা দীর্ঘ নয়ন নির্মিল কোন্ বিধি ? ৩৭১ ॥
কিবা বাহু বক্ষঃ কটিদেশ মনোহর।
তুলনা দিবার নাই সর্বাঙ্গসুন্দর ॥ ৩৭২ ॥
অধ্যাপক-সঙ্গে গিয়া দেখিনু সাক্ষাতে।
করিলেন সবার সম্মান নানা মতে ॥ ৩৭৩ ॥
ঐশ্বর্যের সীমা অহঙ্কারমাত্র নাই।
কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি মাগে সর্ব ঠাঁই ॥ ৩৭৪ ॥
দুই ভাই সর্বশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত।
জ্যেষ্ঠ সনাতন, রূপ কনিষ্ঠ বিদিত ॥ ৩৭৫ ॥
নানাদেশী পণ্ডিতের শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুনে'।
বহু অর্থ দিয়া পরিতোষে সর্বজনে ॥ ৩৭৬ ॥
সে দোঁহার শাস্ত্র-ব্যাখ্যা অধ্যাপক শুনি'।
যে শ্লাঘা করয়ে তাহা কহিতে না জানি ॥ ৩৭৭ ॥
মহামন্ত্রী দোঁহে রাজবিষয়ে প্রধান।
কোনমতে কারু না করয়ে অসম্মান ॥ ৩৭৮ ॥
গৌড়ে বাদসার ভাগ্য কহিলে না হয়।
সনাতন-রূপে প্রীতি করে অতিশয় ॥ ৩৭৯ ॥
শুনিও লোকের মুখে সে সত্য সকল।
সে চেষ্টা দেখিয়া কেবা না হয় বিহ্বল ॥ ৩৮০ ॥
কতদিন' রহি তথা হইয়া বিদায়।
চলিলেন অধ্যাপক উল্লাস-হিয়ায় ॥ ৩৮১ ॥
সনাতন-রূপ আনন্দিত সর্বমতে।
কিবা সে বৈষ্ণবক্রিয়া বিখ্যাত জগতে ॥ ৩৮২ ॥
রামকেলি হৈতে মোরা শীঘ্র আইনু ঘরে।
প্রভুর সন্ন্যাস তাঁ'র কিছুদিন পরে ॥ ৩৮৩ ॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু গেলা নীলাচলে।
তিলেক না ছাড়ে সঙ্গে বৈষ্ণব-সকলে ॥ ৩৮৪ ॥
সন্ন্যাসীর শিরোমণি শচীর নন্দন।
নীলাচল হৈতে যাত্রা কৈলা বৃন্দাবন ॥ ৩৮৫ ॥
রামকেলি-গ্রামেতে আসিলা গণ-সহ।
সনাতন-রূপে কৈল মহা অনুগ্রহ ॥ ৩৮৬ ॥
নহিল গমন ব্রজে, ক্ষেত্রে ফিরি' গেলা।
পুনঃ প্রভু বৃন্দাবনে গমন করিলা ॥ ৩৮৭ ॥
এথা রামকেলি-গ্রামে রূপ-সনাতন।
শুনিলেন—মহাপ্রভু গেলা বৃন্দাবন ॥ ৩৮৮ ॥
কি বলিব দোঁহার প্রবল অনুরাগ।
অনায়াসে দোঁহে করিলেন সর্বত্যাগ ॥ ৩৮৯ ॥
শ্রীরূপের ভ্রাতা শ্রীবল্লব তাঁ'র নাম।
পরম বৈষ্ণব, পূর্বে নাম অনুপম ॥ ৩৯০ ॥
তাঁ' সহ প্রথমে রূপ ব্রজে যাত্রা কৈলা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রে প্রয়াগে মিলিলা ॥ ৩৯১ ॥
শ্রীরূপেরে দেখি' প্রভু যে আনন্দ মনে।
যে কৃপা করিল তা' দেখিল ভাগ্যবানে ॥ ৩৯২ ॥
এথা রামকেলিতে গোস্বামী সনাতন।
হইয়া অস্পষ্ট ব্রজে করিলা গমন ॥ ৩৯৩ ॥
কাশী গিয়া প্রভুর শ্রীচরণ দেখিল।
না জানি কি সুখের সমুদ্র উথলিল ॥ ৩৯৪ ॥
মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্বেশ্বর।
সনাতনে দেখি' স্নেহে বিহ্বল অন্তর ॥ ৩৯৫ ॥

মনের আনন্দে বহু উপদেশ কৈল।
সনাতন অনুগ্রহ-সীমা জানাইল ॥ ৩৯৬ ॥
সনাতন-রূপের শ্রীব্রজেতে গমন।
এ-সব দেশেতে শুনিলেন সর্বজন ॥ ৩৯৭ ॥
কেহ কোনরূপে ধৈর্য নারে ধরিবার।
হইল সবার মনে মহা-চমৎকার ॥ ৩৯৮ ॥
এমন ঐশ্বর্য ত্যাগ করিল কেমনে।
দিবারাত্রি এই কথা কহে সর্বজনে ॥ ৩৯৯ ॥
কিবা স্ত্রী, পুরুষ, বাল, বৃদ্ধ, যুবাগণ।
সবে গায়—ব্রজে গেলা রূপ-সনাতন ॥ ৪০০ ॥
অধ্যাপকগণ রূপ-সনাতন বিনে।
রামকেলি হ'তে দুঃখে গেলা অন্যস্থানে ॥ ৪০১ ॥
সনাতন রূপের বৈরাগ্যে সবে দুঃখী।
এক কৃষ্ণভক্তগণ হৈলা মহাসুখী ॥ ৪০২ ॥
বৃন্দাবনে আচার্য শ্রীরূপ-সনাতন।
প্রভু-মনোবৃত্তি প্রকাশিলা দুইজন ॥ ৪০৩ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ-কর্তৃক শ্রীরাধা-গোবিন্দ-বিগ্রহসেবা-প্রতিষ্ঠা—

লুপ্ত তীর্থ ব্যক্ত করি' শাস্ত্র-প্রমাণেতে।
শ্রীরূপগোসাঞির এক চিন্তা হৈল চিতে ॥ ৪০৪ ॥
শ্রীবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দ ব্রজেন্দ্রকুমার।
সদা যোগপীঠে স্থিতি, শাস্ত্রে এ-প্রচার ॥ ৪০৫ ॥
হেন শ্রীগোবিন্দদেবের না পাই দর্শন।
গ্রামে গ্রামে বনে বনে করয়ে ভ্রমণ ॥ ৪০৬ ॥
ব্রজবাসী ঘরে ঘরে অন্বেষণ করি'।
যমুনার তীরে রহে ধৈর্য পরিহরি' ॥ ৪০৭ ॥
একদিন এক ব্রজবাসী অকস্মাৎ।
শ্রীরূপগোস্বামী আগে হইলা সাক্ষাৎ ॥ ৪০৮ ॥
পরম সুন্দর তিঁহ, মধুর বচনে।
শ্রীরূপে কহয়ে—স্বামি, দুঃখী দেখি কেনে ॥ ৪০৯ ॥
তাঁহার মধুর বাক্যে চিত্ত আকর্ষিল।
শ্রীরূপগোস্বামী ক্রমে সব নিবেদিল ॥ ৪১০ ॥
ব্রজবাসী কহে,—"চিন্তা না করিহ মনে।
'গোমাটিলা'-খ্যাতি যোগপীঠ বৃন্দাবনে ॥ ৪১১ ॥
তথা কোন গাভী-শ্রেষ্ঠ পূর্বাহ্ণ-সময়।
দুগ্ধ দেন প্রতিদিন উল্লাস-হৃদয় ॥ ৪১২ ॥
শ্রীগোবিন্দদেব তথা আছেন গোপনে।
এত কহি' রূপে লৈয়া গেলা সেইখানে ॥ ৪১৩ ॥
স্থান জানাইয়া তিঁহ অদর্শন হৈতে।
মূর্ছিত হইয়া রূপ পড়িলা ভূমিতে ॥ ৪১৪ ॥
কতক্ষণ পরে রূপ পাইয়া চেতন।
নিবাইতে নারে নেত্রে ধারা অনুক্ষণ ॥ ৪১৫ ॥
শ্রীরূপগোস্বামী কোটি সমুদ্র-গভীর।
প্রভুর রহস্য জানি' হইলেন স্থির ॥ ৪১৬ ॥
মনের উল্লাসে কহে ব্রজবাসিগণে।
শ্রীগোবিন্দদেব প্রভু আছেন এখানে ॥ ৪১৭ ॥
শুনি' ব্রজবাসী প্রেমে বিহ্বল হইলা।
বাল-বৃদ্ধ আদি সবে 'গোমাটিলা' আইলা ॥ ৪১৮ ॥
কেহ কারু প্রতি কহে সহাস্যবদনে।
'গোমাটিলা' যোগপীঠ জানিনু এখানে ॥ ৪১৯ ॥
যত্নে যোগপীঠ-ভূমি খননের কালে।
কৈল বলরাম আজ্ঞা—দেখ মধ্যস্থলে ॥ ৪২০ ॥
যোগপীঠ মধ্যে প্রভু ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
হইলা সাক্ষাৎ কোটি-কন্দর্প-মোহন ॥ ৪২১ ॥

তথাহি ব্রজস্থ-শ্রীহরিদাসপণ্ডিতগোস্বামিনঃ শিষ্যঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণ-গোস্বামিকৃত-শ্রীসাধনদীপিকায়াম্—

প্রভোরাজ্ঞাপালনার্থং গত্বা বৃন্দাবনান্তরে।
ন দৃষ্ট্বা শ্রীবপুস্তত্র চিন্তিতঃ স্বান্তরে সুধীঃ ॥ ৪২২ ॥

ব্রজবাসী শ্রীহরিদাসপণ্ডিত-গোস্বামীর শিষ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণগোস্বামিকৃত শ্রীসাধনদীপিকাগ্রন্থে এইরূপ দেখা যায়,—

অন্বয়। সুধীঃ (শ্রীরূপগোস্বামী) প্রভোঃ আজ্ঞাপালনার্থং বৃন্দাবনান্তরে গত্বা তত্র শ্রীবপুঃ ন দৃষ্ট্বা স্বান্তরে চিন্তিতঃ (বভূব) ॥ ৪২২ ॥

অনুবাদ। সুধী শ্রীল রূপগোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশপালনার্থ শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া তথায় শ্রীবিগ্রহ না দেখিতে পাইয়া অন্তরে চিন্তিত হইলেন ॥ ৪২২ ॥

ব্রজবাসিজনানাঞ্চ গৃহেষু চ বনে বনে।
গ্রামে গ্রামে ন দৃষ্ট্বা তু রুদিতশ্চিন্তিতো বুধঃ ॥ ৪২৩ ॥

অন্বয়। বুধঃ (তত্র ভবান্) বনে বনে গ্রামে গ্রামে ব্রজবাসিনাং গৃহেষু চ ন দৃষ্ট্বা রুদিতঃ চিন্তিতঃ (অভূৎ)॥ ৪২৩ ॥

অনুবাদ। বিজ্ঞ গোস্বামিপ্রবর বনে বনে, গ্রামে গ্রামে এবং ব্রজবাসিগণের গৃহে (শ্রীবিগ্রহ) না দেখিতে পাইয়া কাঁদিতে ও চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৪২৩ ॥

একদা বসতস্তস্য যমুনায়াস্তটে শুচৌ।
ব্রজবাসিজনাকারঃ সুন্দরঃ কশ্চিদাগতঃ ॥ ৪২৪ ॥

অন্বয়। একদা যমুনায়াঃ শুচৌ তটে বসতঃ তস্য ব্রজবাসিজনাকারঃ সুন্দরঃ কশ্চিৎ আগতঃ ॥ ৪২৪ ॥

অনুবাদ। একদিন তিনি যমুনার পবিত্র তটে বসিয়া আছেন, সেই সময়ে ব্রজবাসিরূপধারী সুন্দর এক পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪২৪ ॥

তং দৃষ্ট্বা কথিতং তেন—হে পতে! দুঃখিতো নু কিম্?
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য স্নেহাকর্ষিতমানসঃ ॥ ৪২৫ ॥
প্রেমগম্ভীরয়া বাচা দূরীকৃতমনঃক্লমঃ।
কথয়ামাস তং সর্বং তং নিদেশং মহাপ্রভোঃ ॥ ৪২৬ ॥

অন্বয়। তং দৃষ্ট্বা তেন (ব্রজজনাকারেণ) কথিতং হে পতে! (ভবান্) কিং নু দুঃখিতঃ ? তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা স্নেহাকর্ষিতমানসঃ, প্রেমগম্ভীরয়া বাচা দূরীকৃতমনঃক্লমঃ তং মহাপ্রভোঃ সর্বং তং নিদেশং কথয়ামাস ॥৪২৫-৪২৬॥

অনুবাদ। তাঁহাকে দেখিয়া সেই পুরুষ বলিলেন,—"হে স্বামিন্, আপনি দুঃখিত কেন ? সেই পুরুষের সেই বাক্য শুনিয়া গোস্বামীর মন স্নেহে আকৃষ্ট হইল, প্রেমপূর্ণ-বাক্যে মনের অবসাদ দূর হইল, তিনি তখন সেই পুরুষকে মহাপ্রভুর সমস্ত আদেশ নিবেদন করিলেন ॥ ৪২৫-৪২৬ ॥

স শ্রুত্বা সর্ববৃত্তান্তমাগচ্ছেতি ব্রুবন্নমুম্।
গুমাটিলা ইতি খ্যাতে তত্র নীত্বাব্রবীৎ পুনঃ ॥ ৪২৭ ॥

অন্বয়। স সর্ববৃত্তান্তং শ্রুত্বা আগচ্ছ ইতি অমুং ব্রুবন্ গুমাটিলা ইতি খ্যাতে (স্থানে) নীত্বা তত্র পুনঃ অব্রবীৎ ॥ ৪২৭ ॥

অনুবাদ। সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সেই পুরুষ গোস্বামীকে 'আপনি আসুন'—ইহা বলিয়া গুমাটিলা-নামক স্থানে লইয়া গেলেন এবং তথায় পুনরায় বলিলেন ॥৪২৭॥

অত্র কাচিদ্গবাং শ্রেষ্ঠা পূর্বাহ্ণে সমুপাগতা।
দুগ্ধস্রাবং বিকুর্বাণাপ্যহন্যহনি যাতি ভোঃ।
স্বামিংশ্চিত্তে বিমৃশ্যৈতদুচিতং কুরু যাম্যহম্ ॥ ৪২৮ ॥

অন্বয়। ভোঃ! কাচিৎ গবাং শ্রেষ্ঠা অহনি অহনি পূর্বাহ্ণে অত্র সমুপাগতা দুগ্ধস্রাবং বিকুর্বাণা যাতি। স্বামিন্! চিত্তে এতৎ বিমৃশ্য উচিতং কুরু, অহং যামি ॥ ৪২৮ ॥

অনুবাদ। 'স্বামিন্! এক শ্রেষ্ঠা গাভী প্রত্যহ পূর্বাহ্ণে এই স্থানে আসিয়া দুগ্ধ দিয়া যায়। স্বামিন্! মনে ইহা বিচার করিয়া যাহা উচিত,তাহা করুন,আমি চলিলাম।'

শ্রীরূপস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা রূপং দৃষ্ট্বা চ মূর্ছিতঃ।
পুনঃ ক্ষণান্তরে ধীরো ধৈর্যং ধৃত্বোপচিন্তয়ন্ ॥ ৪২৯ ॥
জ্ঞাতসর্বরহস্যোঽপি লোকানুকৃতচেষ্টিতঃ।
ব্রজবাসিজনানাহ শ্রীগোবিন্দোঽত্র বিদ্যতে ॥ ৪৩০ ॥

অন্বয়। শ্রীরূপঃ তদ্বচঃ শ্রুত্বা রূপং চ দৃষ্ট্বা মূর্ছিতঃ (অভবৎ)। ধীরঃ (সঃ) ক্ষণান্তরে পুনঃ ধৈর্যং ধৃত্বা উপচিন্তয়ন্ জ্ঞাতসর্বরহস্যঃ (সন্) অপি লোকানুকৃতচেষ্টিতঃ ব্রজবাসি-জনান্ আহ—শ্রীগোবিন্দঃ অত্র বিদ্যতে (ইতি)॥৪২৯-৩০॥

অনুবাদ। শ্রীরূপ তাঁহার কথা শুনিয়া ও রূপ দেখিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি ধীরস্বভাব, অতএব ক্ষণকাল পরে ধৈর্যধারণ-পূর্বক চিন্তা করিয়া সমস্ত রহস্য জানিতে পারিয়াও লৌকিক চেষ্টার অনুকরণে ব্রজবাসি-গণকে বলিলেন,—"এইস্থানে শ্রীগোবিন্দ আছেন॥"৪২৯ ৪৩০

এতচ্ছ্রুত্বা তু তে সর্বে প্রেমসংভিন্নচেতসঃ।
মিলিত্বা বালবৃদ্ধৈশ্চ তাং ভূমিং সমশোধয়ন্ ॥ ৪৩১ ॥

অন্বয়। তে সর্বে এতৎ শ্রুত্বা প্রেমসংভিন্নচেতসঃ বালবৃদ্ধৈশ্চ মিলিত্বা তাং ভূমিং সমশোধয়ন্ ॥ ৪৩১ ॥

অনুবাদ। তাহারা সকলে ইহা শুনিয়া প্রেম-বিগলিতচিত্তে বালক ও বৃদ্ধগণের সহিত মিলিত হইয়া সেই স্থান পরিষ্কার করিল ॥ ৪৩১ ॥

যোগপীঠস্য মধ্যস্থং পশ্যত কৃষ্ণমীশ্বরম্।
সাক্ষাদ্ব্রজেন্দ্রতনয়ং কোটি-মন্মথমোহনম্।
রুরুধুস্তাং ধরাং যত্নাদ্রামস্যাজ্ঞানুসারতঃ ॥ ৪৩২ ॥

অন্বয়। যোগপীঠস্য মধ্যস্থং কোটিমন্মথমোহনং সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রতনয়ং ঈশ্বরং কৃষ্ণং পশ্যত (ইতি) রামস্য আজ্ঞানুসারতঃ (তে) তাং ধরাং যত্নাৎ রুরুধুঃ ॥ ৪৩২ ॥

অনুবাদ। 'যোগপীঠের মধ্যস্থিত কোটি-মদন-মোহন, সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান্ কৃষ্ণকে দর্শন কর'—শ্রীবলরামের এই আদেশ (দৈববাণী) অনুসারে তাহারা যত্নের সহিত সেই স্থান সংরুদ্ধ করিল ॥ ৪৩২ ॥

শ্রীগোবিন্দদেবের প্রকটধ্বনি হৈতে।
উল্লাসে অসংখ্য লোক ধায় চারি ভিতে ॥ ৪৩৩ ॥
মিশাইয়া মনুষ্যে ব্রহ্মাদি দেবগণ।
পরম উল্লাসে করে গোবিন্দ-দর্শন ॥ ৪৩৪ ॥
তিলার্ধেক লোকভিড় নিবৃত্ত না হয়।
কোথা হৈতে আইসে কেহ লখিতে নারয় ॥৪৩৫॥
গোবিন্দ-প্রকটমাত্রে শ্রীরূপগোসাঞি।
ক্ষেত্রে পত্রী পাঠাইলা মহাপ্রভু-ঠাঞি ॥ ৪৩৬ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু পার্ষদ সহিতে।
পত্রী পড়ি' আনন্দে না পারে স্থির হৈতে ॥৪৩৭॥

কাশীশ্বরের শ্রীগৌরগোবিন্দবিগ্রহ-সহ শ্রীবৃন্দাবনে গমন—

কাশীশ্বর-প্রতি প্রভু কহয়ে নির্জনে।
তোমারেই যাইতে হইল বৃন্দাবনে ॥ ৪৩৮ ॥
কাশীশ্বর কহে,—"প্রভু তোমারে ছাড়িতে।
বিদরে হৃদয়, যে উচিত কর ইথে" ॥ ৪৩৯ ॥
কাশীশ্বর-অন্তর বুঝিয়া গৌরহরি।
দিলেন নিজ-স্বরূপ-বিগ্রহ যত্ন করি' ॥ ৪৪০ ॥
প্রভু সে বিগ্রহ-সহ অন্নাদি ভুঞ্জিল।
দেখি' কাশীশ্বরের পরমানন্দ হৈল ॥ ৪৪১ ॥
শ্রীগৌরগোবিন্দ-নাম প্রভু জানাইলা।
তাঁ'রে লৈয়া কাশীশ্বর বৃন্দাবনে আইলা ॥ ৪৪২ ॥
শ্রীগোবিন্দ-দক্ষিণে প্রভুরে বসাইয়া।
করয়ে অদ্ভুত সেবা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ ৪৪৩ ॥

তথাহি শ্রীসাধনদীপিকায়াং মহাপ্রভু-পার্ষদ-শ্রীমুখশ্রুতকথা—

একদা শ্রীমহাপ্রভুঃ শ্রীকাশীশ্বরং কথিতবান্—ভবান্ শ্রীবৃন্দাবনং গত্বা শ্রীরূপসনাতনয়োরন্তিকং নিবসত্বিতি স তু তচ্ছ্রুত্বা হর্ষবিস্মিতোঽভূৎ। সর্বজ্ঞশিরোমণিস্তদ্ধৃদয়ং জ্ঞাত্বা গৌরঃ পুনঃ কথিতবান্ শ্রীজগন্নাথপার্শ্ববর্তিনং শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ-মানীয়—স্বয়ংভগবতানেন মমাভেদং জানীহি, এবমেনং সেবস্ব (ইতি)। তচ্ছ্রুত্বা স তূষ্ণীং বভূব। ততো বিগ্রহ-বপুষা শ্রীকৃষ্ণেন মহাপ্রভুণা চ একত্র ভোজনং কৃতম্। ততঃ শ্রীকাশীশ্বরো দণ্ডবৎ প্রণম্য গৌরগোবিন্দবিগ্রহং বৃন্দাবনং প্রাপয়ামাস। সোঽয়ং শ্রীগোবিন্দপার্শ্ববর্তী মহাপ্রভুঃ ॥৪৪৪

অনুবাদ। 'শ্রীসাধনদীপিকায়' মহাপ্রভুর পার্ষদের শ্রীমুখে শ্রুতকথা এইরূপ—

একদা শ্রীমহাপ্রভু শ্রীকাশীশ্বর গোস্বামীকে বলিলেন,—'আপনি শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীরূপ-সনাতনের নিকট বাস করুন।' কাশীশ্বর তাহা শুনিয়া আনন্দসত্ত্বেও বিস্মিত হইলেন। সর্বজ্ঞশিরোমণি গৌরসুন্দর কাশীশ্বরের অন্তর বুঝিতে পারিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের পার্শ্বস্থিত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ আনিয়া পুনঃ বলিলেন,—'স্বয়ং ভগবান্ এই শ্রীবিগ্রহের সহিত আমার অভেদ জানিবেন, এবং এইরূপ জানিয়া ইঁহার সেবা করিবেন।' তাহা শুনিয়া কাশীশ্বর চুপ করিয়া রহিলেন। অনন্তর শ্রীবিগ্রহরূপী শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীমহাপ্রভু একত্রে ভোজন করিলেন। অতঃপর কাশীশ্বর দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া শ্রীগৌরগোবিন্দবিগ্রহকে বৃন্দাবনে লইয়া গেলেন। তিনিই শ্রীগোবিন্দের পার্শ্বস্থ এই মহাপ্রভু।

পদকান্ত্যা জিতমদনো মুখকান্ত্যা খণ্ডিতকমলমণিগর্বঃ।
শ্রীরূপাশ্রিতচরণঃ কৃপয়তু ময়ি গৌরগোবিন্দঃ ॥ ৪৪৫ ॥

অন্বয়। পদকান্ত্যা জিতমদনঃ, মুখকান্ত্যা খণ্ডিত-কমল-মণি-গর্বঃ শ্রীরূপাশ্রিতচরণঃ গৌরগোবিন্দঃ ময়ি কৃপয়তু ॥ ৪৪৫ ॥

অনুবাদ। পাদপদ্মের কান্তিতে যিনি মদনকে জয় করেন, শ্রীমুখকান্তিতে যিনি কমল ও মণির গর্ব হরণ করেন, শ্রীরূপ যাঁহার চরণ আশ্রয় করিয়াছেন, সেই শ্রীগৌরগোবিন্দ আমাকে কৃপা করুন ॥ ৪৪৫ ॥

গোবিন্দের লীলা অতি অদ্ভুত অপার।
কে বুঝিতে পারে কৃপা না হইলে তাঁ'র ॥ ৪৪৬ ॥
প্রকটাপ্রকট-লীলা দুই মত হয়।
অপ্রকটে মৌনমুদ্রারূপে বিলসয় ॥ ৪৪৭ ॥
অহে শ্রীনিবাস! কত কহিব তোমারে।
শ্রীগোবিন্দ প্রকট হইলা রূপদ্বারে ॥ ৪৪৮ ॥

শ্রীরূপকর্ত্তৃক শ্রীবৃন্দাদেবীর প্রকাশ—

শ্রীরূপে শ্রীবৃন্দা স্বপ্নচ্ছলে জানাইল।
ব্রহ্মকুণ্ড-তট হৈতে তাঁ'রে প্রকাশিল ॥ ৪৪৯ ॥
শ্রীবৃন্দাদেবীর শোভা মহিমা অপার।
সর্বকার্য সিদ্ধি হয়, হৈলে কৃপা তাঁ'র ॥ ৪৫০ ॥

তথাহি শ্রীসাধনদীপিকায়াম্—

ব্রহ্মকুণ্ডতটোপান্তে বৃন্দাদেবী প্রকাশিতা।
প্রভোরাজ্ঞাবলেনাপি শ্রীরূপেণ কৃপাব্ধিনা ॥ ৪৫১ ॥

অন্বয়। প্রভোঃ আজ্ঞাবলেন কৃপাব্ধিনা শ্রীরূপেণ ব্রহ্মকুণ্ডতটোপান্তে বৃন্দাদেবী অপি প্রকাশিতা ॥ ৪৫১ ॥

অনুবাদ। শ্রীসাধনদীপিকায় এইরূপ আছে—মহাপ্রভুর আদেশবলে কৃপাসিন্ধু শ্রীরূপ ব্রহ্মকুণ্ডের তটসমীপে শ্রীবৃন্দাদেবীকেও প্রকট করিলেন ॥ ৪৫১ ॥

চূড়ায়াং চারুরত্নাম্বরমণিমুকুটং বিভ্রতীং মূর্ধ্নি দেবীং
কর্ণদ্বন্দ্বে চ দীপ্তে পুরটবিরচিতে কুণ্ডলে হারিহারান্।
নিষ্কং কাঞ্চীং সুহাসাং ভুজকটকতুলাকোটিকাদীংশ্চ বন্দে
বৃন্দাং বৃন্দাবনান্তঃ স্বরুচিরবসনাং শ্রীলগোবিন্দপার্শ্বে ॥৪৫২

অন্বয়। বৃন্দাবনান্তঃ শ্রীলগোবিন্দপার্শ্বে মূর্ধ্নি চূড়ায়াং চারুরত্নাম্বর-মণিমুকুটং কর্ণদ্বন্দ্বে চ পুরটবিরচিতে দীপ্তে কুণ্ডলে, হারিহারান্ নিষ্কং, সুহাসাং কাঞ্চীং, ভুজকটক-তুলাকোটিকাদীংশ্চ বিভ্রতীং স্বরুচিরবসনাং বৃন্দাং দেবীং বন্দে ॥ ৪৫২ ॥

অনুবাদ। শ্রীবৃন্দাবনমধ্যে শ্রীল গোবিন্দদেবের পার্শ্বে বিরাজিতা, মস্তকচূড়ায় চারুরত্নাম্বর ও মণিমুকুট, কর্ণযুগলে স্বর্ণরচিত উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয়, বক্ষে সুচারু হার ও পদক, কটিতে সুবিকসিত চন্দ্রহার, হস্তে বলয় ও চরণে নূপুর প্রভৃতি অলঙ্কারধারিণী, অতিমনোহর-বস্ত্রপরিহিতা শ্রীবৃন্দাদেবীকে বন্দনা করি ॥৪৫২॥

শ্রীবৃন্দায়াঃ পদাব্জং সুরমুনিসকলৈশ্চাপি ভক্ত্যানুবন্দ্যং
প্রেম্না সংসেব্যমানং কলিকলুষহরং সর্ববাঞ্ছাপ্রদঞ্চ।
বক্তব্যং চাত্র কিম্বা নু যদনু ভজতো দুর্লভে দেবলোকৈঃ
শ্রীমদ্বৃন্দাবনেঽস্মিন্ নিবসতি মনুজঃ সর্বদুঃখৈর্বিমুক্তঃ ॥৪৫৩

অন্বয়। সুরমুনিসকলৈশ্চ অপি ভক্ত্যা অনুবন্দ্যং শ্রীবৃন্দায়াঃ পদাব্জং প্রেম্না সংসেব্যমানং সৎ কলিকলুষহরং সর্ববাঞ্ছাপ্রদঞ্চ (ভবতি)। যৎ অনুভজতঃ (জনস্য) অত্র কিম্বা নু বক্তব্যঞ্চ। (তাদৃশঃ) মনুজঃ সর্বদুঃখৈর্বিমুক্তঃ সন্ দেবলোকৈঃ দুর্লভে অস্মিন্ শ্রীমদ্বৃন্দাবনে নিবসতি ॥৪৫৩

অনুবাদ। দেবতা ও মুনিগণের ভক্তিসহকারে সর্বদা বন্দনীয় শ্রীবৃন্দাদেবীর পাদপদ্ম প্রেমভরে সম্যগ্‌রূপে সেবিত হইলে কলিকলুষ হরণ ও সকল অভীষ্টপ্রদান করেন। সেই পাদপদ্মে নিত্য ভজনকারীর সম্বন্ধে এই স্থলে কিই বা বলিব? তাদৃশ ভজনপরায়ণ ব্যক্তি সর্ববিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া দেবগণেরও দুর্লভ এই শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া থাকেন ॥ ৪৫৩ ॥

শ্রীরূপ-সনাতনের অদ্ভুত বিলাস—

অহে শ্রীনিবাস, শ্রীরূপের কর্ম যত।
তাহা আমি এক মুখে কহিব বা কত ॥ ৪৫৪ ॥
সনাতন গোস্বামীর অদ্ভুত বিলাস।
মধ্যে মধ্যে করেন শ্রীমহাবনে বাস ॥ ৪৫৫ ॥

শ্রীসনাতনকর্ত্তৃক শ্রীমদনগোপালের সেবা-প্রকট—

মদনগোপাল তথা বালক-সহিতে।
যমুনাপুলিনে খেলে দেখয়ে সাক্ষাতে ॥ ৪৫৬ ॥
মদনগোপাল সনাতন-প্রেমাধীন।
স্বপ্নচ্ছলে সনাতনে কহে একদিন ॥ ৪৫৭ ॥
সনাতন তোমার কুটীর মোরে ভায়।
মহাবন হৈতে আমি আসিব এথায় ॥ ৪৫৮ ॥
এত কহি' প্রভু হইলেন অদর্শন।
প্রেমাবেশে বিহ্বল হৈলা সনাতন ॥ ৪৫৯ ॥
প্রভুর ভঙ্গিমা জানে ভালমতে।
মদনগোপাল আইলা রজনী-প্রভাতে ॥ ৪৬০ ॥
সনাতন-মনে হৈল আনন্দ প্রচুর।
পত্র-কুটীরেতে সেবা করেন প্রভুর ॥ ৪৬১ ॥
মহারাজকুমার শ্রীমদনমোহন।
তিঁহ শুষ্ক রুটী ভুঞ্জে—দুঃখী সনাতন ॥ ৪৬২ ॥
সনাতন-মনঃ জানি' মদনগোপাল।
নিজ-সেবাবৃদ্ধি-ইচ্ছা হইল তৎকাল ॥ ৪৬৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণদাস কপূরদ্বারা মদনমোহনের শ্রীমন্দির-নির্মাণাদি—

হেন কালে মূলতানদেশীয় একজন।
অতিশয় ধনাঢ্য সর্বাংশে বিচক্ষণ ॥ ৪৬৪ ।

কর্পূর ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ নাম কৃষ্ণদাস।
নৌকা হৈতে নামি' আইলা গোস্বামীর পাশ ॥৪৬৫
গোস্বামীর চরণে পড়িল লোটাইয়া।
কৈল কত দৈন্য নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া ॥ ৪৬৬ ॥
সনাতন তা'রে বহু অনুগ্রহ কৈলা।
শ্রীমদনমোহন-চরণে সমর্পিলা ॥ ৪৬৭ ॥
সেইদিন মন্দিরের আরম্ভ করিল।
নানা রত্ন-ভূষণে ভূষিত করাইল ॥ ৪৬৮ ॥
পরিধেয় বস্ত্রাদি সে বিবিধ প্রকার।
রাখাইলা যত্ন করি' পৃথক্ ভাণ্ডার ॥ ৪৬৯ ॥
ভোগের সামগ্রী নানাপ্রকার করিলা।
ভুঞ্জিবেন প্রভু, ইথে মহাহর্ষ হৈলা ॥ ৪৭০ ॥
মদনগোপালে দেখি' কেবা ধৈর্য ধরে।
ব্রজবাসিগণ ভাসে সুখের সাগরে ॥ ৪৭১ ॥
সঙ্ক্ষেপে কহিল এ প্রসঙ্গ রসায়ন।
মদনমোহন সনাতনের জীবন ॥ ৪৭২ ॥

শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য ও শ্রীমধুপণ্ডিত-কর্তৃক শ্রীগোপীনাথের সেবা-প্রতিষ্ঠা—

অহে বাপু শ্রীনিবাস! কহিতে কি আর।
প্রভু ভক্তদ্বারে কৈল আপনা' প্রচার ॥ ৪৭৩ ॥
পরমানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়।
শ্রীমধুপণ্ডিত অতি গুণের আলয় ॥ ৪৭৪ ॥
দোঁহাপ্রেমাধীন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
পরমদুর্গম চেষ্টা, কহি সাধ্য কা'র ॥ ৪৭৫ ॥
বংশীবট-নিকট পরম রম্য হয়।
তথা গোপীনাথ মহারঙ্গে বিলসয় ॥ ৪৭৬ ॥

তথাহি শ্রীসাধনদীপিকায়াম্—

যস্তেন সুপ্রকটিতো গোপীনাথো দয়াম্বুধিঃ।
বংশীবটতটে শ্রীমদ্‌যমুনোপতটে শুভে ॥ ৪৭৭ ॥

অন্বয়। তেন (মধুপণ্ডিতেন) যঃ দয়াম্বুধিঃ (দয়াসাগরঃ) গোপীনাথঃ (গোপীনাং নাথঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) শ্রীমদ্‌যমুনোপতটে (শ্রীমত্যাঃ যমুনায়াঃ উপতটে) শুভে (মনোহারিণি) বংশীবটতটে (বংশীবটস্য তটে) সুপ্রকটিতঃ (সুপ্রকাশিতঃ) ॥৪৭৭

অনুবাদ। শ্রীযমুনার উপতটস্থ মনোহারী বংশীবটতটে দয়ার সাগর গোপীনাথ মধুপণ্ডিত-কর্তৃক প্রকটিত হইয়াছেন ॥

শ্রীমদনমোহনে দেখিয়া কৃষ্ণদাস।
ভূমে পড়ি' প্রণময়ে ছাড়ি' দীর্ঘশ্বাস ॥ ৪৭৮ ॥
অকস্মাৎ দর্শন দিলেন কৃপা করি'।
শ্রীমধুপণ্ডিত হৈলা সেবা-অধিকারী ॥ ৪৭৯ ॥
শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়।
মধুপণ্ডিতে তাঁ'র স্নেহ অতিশয় ॥ ৪৮০ ॥
অহে শ্রীনিবাস! গোপীনাথের দর্শনে।
কহিতে কে জানে যে আনন্দ বৃন্দাবনে ॥ ৪৮১ ॥
হরয়ে সবার মনঃ অঙ্গের ছটায়।
করিতে দর্শন লক্ষ লক্ষ লোক ধায় ॥ ৪৮২ ॥
শ্রীগোপীনাথের চারু চরিত্র মধুর।
যে শুনে বারেক তা'র তাপ যায় দূর ॥ ৪৮৩ ॥
শ্রীব্রজের কথা ভক্তমুখে যে শুনিনু।
সে অতি বিস্তার, তা'র কিছু শুনাইনু ॥ ৪৮৪ ॥
অহে শ্রীনিবাস! প্রাণ করয়ে কেমন।
হেন দিন হ'বে কি, যাইব বৃন্দাবন ॥ ৪৮৫ ॥

বৃন্দাবন-লীলা আলোচনা করিতে করিতে পিতা-পুত্রের প্রেমাশ্রু-বর্ষণ—

শ্রীচৈতন্যদাস ঐছে কহিতে কহিতে।
নয়নে বহয়ে ধারা, নারে নিবারিতে ॥ ৪৮৬ ॥
পিতার চরণ ধরি' কাঁদে শ্রীনিবাস।
মনে মনে কহে—কি পূরিবে মোর আশ ॥ ৪৮৭ ॥
পিতা-পুত্রে স্থির হইলেন কতক্ষণে।
কি অদ্ভুত প্রেমের প্রতাপ কেবা জানে ॥ ৪৮৮ ॥
কৃষ্ণকথা বিনা কিছু নাহি ভায় চিতে।
হেন পিতা-পুত্রের উপমা নাহি দিতে ॥ ৪৮৯ ॥
পিতা পুত্র-সংবাদ শুনয়ে যেই জন।
অনায়াসে পায় সে দুর্লভ ভক্তিধন ॥ ৪৯০ ॥
শ্রীনিবাস-আচার্য চরণ চিন্তা করি'।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥ ৪৯১ ॥

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীনিবাস-জন্মাদি-প্রসঙ্গানুকথনে বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দাদি-প্রকটবর্ণনং নাম দ্বিতীয়স্তরঙ্গঃ।

তৃতীয় তরঙ্গ

কথাসার—এই তরঙ্গে শ্রীনিবাস প্রভুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি প্রীতি, পিতামাতার সেবা, যাজিগ্রামে গমন ও বাস, নীলাচল-গমনে উৎকণ্ঠা, শ্রীখণ্ডে গমন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শীঘ্রই প্রকট-লীলা-সঙ্গোপনের সম্ভাবনায় শ্রীনিবাসকে স্নেহ-বৎসল শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের নীলাচলে যাইতে অনুমোদন, শ্রীনিবাসের শ্রীখণ্ডবাসী ভক্তগণের সহিত সাক্ষাৎকার, মাতৃসমীপে বিদায়-গ্রহণ ও মাঘী শুক্লা পঞ্চমীতে নীলাচল-যাত্রা, পথে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটলীলা-সঙ্গোপন-সংবাদ-শ্রবণে মূর্ছা ও প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প, স্বপ্নে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন ও সান্ত্বনা-প্রদান, পরে নীলাচলে যাইতে আদেশ, সিংহদ্বারে স্বপ্নে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার দর্শন, স্বপ্নে পরিকরসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন ও কৃপোক্তি, পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট আগমন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটে শ্রীগদাধরের বিরহ, নির্জনে ভাগবতালোচনা ও প্রেমাশ্রুপাত, শ্রীনিবাসের আগমনে শ্রীল গদাধরের পরম আনন্দ ও বাৎসল্য এবং অন্যান্য ভক্তগণকে দর্শন করিতে অনুমোদন, শ্রীনিবাসের সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বাটীতে রায়-রামানন্দ-সহ গৌরগুণকথন-দর্শন—তৎপ্রতি তাঁহাদের বাৎসল্য, বক্রেশ্বর পণ্ডিতের নিকট গমন, শ্রীনিবাসকে দেখিয়া প্রভুর বিরহকাতর শ্রীপরমানন্দ পুরী আদি ভক্তগণের হর্ষোদয় ও স্নেহ, শিখিমাহাতির ভবনে গমন ও শিখিমাহাতির ভগ্নীর উক্তি, বাণীনাথ প্রভৃতি ভক্তগণের অপার স্নেহ, গোবিন্দ ও শঙ্করের দর্শনে গমন, গোপীনাথ আচার্যকে দর্শন, তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহ-ব্যাকুল ভক্তগণের আনন্দ, স্বরূপ ও রঘুনাথের অদর্শনে শ্রীনিবাসের ব্যাকুল ক্রন্দন, মহাপ্রভুর ও স্বরূপ গোস্বামীর বিরহে শ্রীদাস গোস্বামীর বৃন্দাবনে বাস, তাঁহার ভজনস্থান-দর্শনে আর্তি, প্রতাপরুদ্রের কথা-শ্রবণ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিয়োগে প্রতাপরুদ্রের অন্যত্র বাস, রাজার অদর্শনে ক্রন্দন, সমুদ্রতীরে হরিদাস ঠাকুরের সমাধি-দর্শন ও প্রেমাশ্রুবর্ষণ, পুনঃ গদাধরাদেশে জগন্নাথ-দর্শনে গমন, চক্রবেড়ে সমস্ত শ্রীবিগ্রহদর্শনান্তে পুনঃ গোপীনাথ-দর্শন ও মহাপ্রসাদসেবন, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শ্রীনিবাসের নিকট ভাগবত-ব্যাখ্যা ও আশীর্বাদ, তৎপরে তাঁহাকে গৌড়ে যাইতে আজ্ঞা, পথে গৌড় হইতে আগত ভক্তের মুখে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও অদ্বৈত প্রভুর প্রকট-লীলা-সঙ্গোপনের সংবাদ-শ্রবণে প্রাণপরিত্যাগের সঙ্কল্প, স্বপ্নে নিত্যানন্দপ্রভু ও অদ্বৈত প্রভুর দর্শন কৃপাশীর্বচন ও সান্ত্বনা, শ্রীনিবাস প্রভুর নবদ্বীপে আগমন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের জয়—

জয় নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ অবধূত হলধর ॥ ১ ॥
জয় শান্তিপুরনাথ অদ্বৈত-ঈশ্বর।
জয় গৌরপ্রিয় শ্রীপণ্ডিত-গদাধর ॥ ২ ॥
জয় জয় পণ্ডিত ঠাকুর শ্রীনিবাস।
জয় হরিনামামৃতমগ্ন হরিদাস ॥ ৩ ॥
জয় প্রেমময় শ্রীস্বরূপ-দামোদর।
জয় শ্রীমুরারিগুপ্ত গুণের সাগর ॥ ৪ ॥
জয় বাসুদেব সার্বভৌম মহাশয়।
জয় রায়-রামানন্দ রসের আলয় ॥ ৫ ॥
জয় গৌরীদাস, শ্রীপণ্ডিতবক্রেশ্বর।
জয় নরহরি, শ্রীমুকুন্দ, কাশীশ্বর ॥ ৬ ॥
জয় জগদীশ, গৌরীদাস, ধনঞ্জয়।
জয় সনাতন-রূপ গুণের আলয় ॥ ৭ ॥
জয় জীব, গোপাল, ভূগর্ভ, লোকনাথ।
জয় রঘুনাথভট্ট ভুবনে বিখ্যাত ॥ ৮ ॥
জয় রঘুনাথদাস শ্রীকুণ্ড-নিবাসী।
জয় জয় শ্রীরাঘব গোবর্ধনবাসী ॥ ৯ ॥
জয় শ্রীনিবাস, নরোত্তম, রামচন্দ্র।
জয় দীন-দুঃখীর জীবন শ্যামানন্দ ॥ ১০ ॥
জয় শ্রীঠাকুর মোর বৈষ্ণব-গোসাঞি।
জগৎ পবিত্র হয় যাঁ'র গুণ গাই ॥ ১১ ॥

জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়।
এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয়॥ ১২॥

শ্রীনিবাস-চরিত্র—

গৌরগুণে মগ্ন শ্রীনিবাসের অন্তর।
শ্রীপিতা-মাতার সেবা করে নিরন্তর॥ ১৩॥
পিতা-মাতা দোঁহার যে স্নেহ পুত্র-প্রতি।
সে সব কহিতে নাই আমার শকতি॥ ১৪॥
কি আনন্দ চাখন্দি-গ্রামেতে প্রতিঘরে।
তিলার্দ্ধেক শ্রীনিবাসে ছাড়িতে না পারে॥ ১৫॥
শ্রীনিবাস সবারে তোষয়ে নানা মতে।
শ্রীনিবাসে সবে প্রশংসয়ে হর্ষচিতে॥ ১৬॥
চাখন্দিতে যৈছে শ্রীনিবাস বিলসয়।
তাহা একমুখে কি কহিতে সাধ্য হয়॥ ১৭॥
কতদিনে পিতার হইল পরলোক।
পুত্রমুখ দেখি' মাতা পাসরিল শোক॥ ১৮॥

শ্রীনিবাসের যাজিগ্রামে বাস—

কিছুদিন পরে শ্রীনিবাস মহাশয়।
যাজিগ্রামে গেলা মাতামহের আলয়॥ ১৯॥
যুক্তি স্থির করিলেন মাতার সহিত।
যাজিগ্রামে বাস এবে হয়ত' উচিত॥ ২০॥
গ্রামবাসী লোক সব একথা শুনিল।
পরম আনন্দে বাসযোগ্য স্থান কৈল॥ ২১॥
যাজিগ্রাম-সমীপাদি সবার উল্লাস।
সর্বপ্রাণাধিক হইলেন শ্রীনিবাস॥ ২২॥
ভক্তিরসে মগ্ন শ্রীনিবাস অনুক্ষণ।
দেখি' মহাহর্ষ চৈতন্যের প্রিয়গণ॥ ২৩॥
নিরন্তর শ্রীনিবাস ভক্তগোষ্ঠী-পাশে।
শুনয়ে চৈতন্যলীলা অশেষ বিশেষে॥ ২৪॥
প্রভুগণ-সহ বিলসয়ে নীলাচলে।
শুনিতে সে সব কথা হৃদয় উথলে॥ ২৫॥

শ্রীনিবাসের নীলাচল-গমনেচ্ছা—

হইলা উদ্বিগ্ন শ্রীনিবাস মহাধীর।
নীলাচলে চলিতে করিলা মন স্থির॥ ২৬॥
কত অভিলাষ চিত্তে হয় ক্ষণে ক্ষণে।
মো পামরে প্রভু কি দিবেন দরশনে? ২৭॥
প্রভুভক্তগণ কৃপা করিবে কি মোরে?
তা'সবার পদধূলি ধরিব কি শিরে? ২৮॥
মো'হেন অযোগ্যে শ্রীপণ্ডিত গদাধর।
চরণ-নিকটে কি রাখিবে নিরন্তর? ২৯॥
শ্রীমদ্ভাগবত প্রভু শুনিবেন যবে।
সে শ্রীমুখ-বাক্য কর্ণে প্রবিষ্ট কি হ'বে? ৩০॥
দেখিব কি নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ।
শ্রীসুভদ্রাদেবী প্রভু বলরাম-সাথ? ৩১॥

শ্রীনিবাসের শ্রীখণ্ডে গমন—

ঐছে বহু কহে, ধারা বহে দু'নয়নে।
চলিলেন খণ্ডে স্থির হৈয়া কতক্ষণে॥ ৩২॥
দেখি' শ্রীবিগ্রহ কৈল প্রণতি অপার।
নিরন্তর দুই নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ ৩৩॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রিয় পার্ষদগণেরে।
ভূমিতে পড়িয়া প্রণময় বারে বারে॥ ৩৪॥
ঠাকুর শ্রীনরহরি প্রেমের আবেশে।
শ্রীভুজ পসারি' কোলে কৈল শ্রীনিবাসে॥ ৩৫॥
স্নেহে শ্রীনিবাস-অঙ্গ সিঞ্চে নেত্রজলে।
জিজ্ঞাসে কুশল—যেন কত সুধা ঢালে॥ ৩৬॥
শ্রীনিবাস কহয়ে—যাইব নীলাচল।
আজ্ঞা দেহ' দেখি গিয়া শ্রীপদকমল॥ ৩৭॥
শুনিতে এ-বাক্য অতি উদ্বিগ্ন হৃদয়।
আজ্ঞা দিল—যাহ শীঘ্র বিলম্ব না সয়॥ ৩৮॥
পুনঃ শ্রীনিবাসে কহে গদ্‌গদ বচন।
প্রভু করিবেন এই লীলা-সঙ্গোপন॥ ৩৯॥

শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের তর্জা—

অদ্বৈত আচার্য তর্জা করি' পাঠাইল।
তর্জা-প্রহেলীতে মনোবৃত্তি প্রকাশিল॥ ৪০॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলার উনবিংশ পরিচ্ছেদে (২০-২১ শ্লোক)—

"বাউলকে কহিও,—লোক হইল আউল।
বাউলকে কহিও,—হাটে না বিকায় চাউল॥৪১॥

বাউলকে কহিও,—কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও,—ইহা কহিয়াছে বাউল ॥" ৪২ ॥
তর্জা-অর্থ প্রভু অন্য ছলে ব্যক্ত কৈল।
সেই হৈতে সকল ভক্তের চিন্তা হৈল ॥ ৪৩ ॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর—কেবা জানে মর্ম তাঁ'র ?
না জানি যে কখন করিবে অন্ধকার ॥ ৪৪ ॥
এত কহিতেই নেত্রজলে সিক্ত হৈল।
শ্রীনিবাসে ব্যাকুল দেখিয়া প্রবোধিল ॥ ৪৫ ॥
পথের সঙ্গতি করি' দিল সেইক্ষণে।
ঠাকুরের যে স্নেহ বর্ণিবে কোন্ জনে ? ৪৬ ॥

খণ্ডবাসী ভক্তগণ-সহ শ্রীনিবাসের মিলন—

শ্রীরঘুনন্দন আসি' তথায় মিলিল।
শ্রীনিবাসে আলিঙ্গিয়া প্রেমাবিষ্ট হৈল ॥ ৪৭ ॥
খণ্ডবাসী প্রভুর যতেক ভক্তগণ।
যথাযোগ্য সবা-সহ হইল মিলন ॥ ৪৮ ॥
সবাকার স্থানে শীঘ্র হইয়া বিদায়।
যাজিগ্রাম গিয়া সব নিবেদিল মায় ॥ ৪৯ ॥

শ্রীনিবাসের নীলাচল-যাত্রা—

যত্নপূর্বক বিদায় হইয়া মাতা-স্থানে।
চলিলেন নীলাচলে প্রভুর দরশনে ॥ ৫০ ॥
মাঘ শুক্লাপঞ্চমীদিবস শুভক্ষণ।
মনের উল্লাসে শ্রীনিবাসের গমন ॥ ৫১ ॥
কৈশোর বয়স, অতি সুন্দর শরীর।
যে দেখে বারেক সে হইতে নারে স্থির ॥ ৫২ ॥
কেহ কহে,—'ইহ কোন্ রাজার তনয়।
পদব্রজে চলে, অনুরাগ অতিশয়' ॥ ৫৩ ॥
কেহ কহে,—'ইহ হন গৌর-পরিকর।
নহিলে কেনে নেত্রে এত ধারা নিরন্তর' ? ৫৪ ॥
কেহ কহে,—'ইহাতে সন্দেহ কিছু নাঞি।
সকল করিতে পারে গৌরাঙ্গ-গোসাঞি' ॥ ৫৫ ॥
কেহ কহে,—'অহে সে দেখিয়া গোরাচাঁদে।
কি নারী, পুরুষ,—কেহ স্থির নাহি বাঁধে' ॥ ৫৬ ॥
কেহ কহে,—'গৌরচন্দ্র ব্রজেন্দ্রকুমার।
নীলাচলে দেখিলাম অদ্ভুত বিহার' ॥ ৫৭ ॥
কেহ কহে,—'উৎকলের ভাগ্যের সীমা নাই।
সচল অচল দুই প্রভু এক ঠাঁই' ॥ ৫৮ ॥
কেহ কহে,—'গৌর-জগন্নাথ এক হয়।
ইথে যাঁ'র ভেদবুদ্ধি সেই যায় ক্ষয়' ॥ ৫৯ ॥
এইরূপ কহে কত পথিকসকলে।
শ্রীনিবাস-চেষ্টা দেখি' ভাসে নেত্রজলে ॥ ৬০ ॥
আনন্দ-আবেশে শ্রীনিবাস চলি' যায়।
ক্ষেত্র হৈতে যে আইসে প্রণমে তাঁহায় ॥ ৬১ ॥
প্রভু ভক্তগণে পুছেন সমাচার।
শুনিতে সে সব কথা আনন্দ অপার ॥ ৬২ ॥
উড়িয়া যাইতে পাথা প্রভুরে প্রার্থয়।
দিবানিশি চলে পথে, শ্রম না জানয় ॥ ৬৩ ॥

পথে মহাপ্রভুর অপ্রকট-বার্তা-শ্রবণে শ্রীনিবাসের বিলাপ ও খেদ—

মনের আনন্দে শ্রীনিবাসের গমন।
কতদূরে শুনিল চৈতন্য-সঙ্গোপন ॥ ৬৪ ॥
মহাপ্রভু-অদর্শন—এ-বাক্য শুনিতে।
যে দশা হইল, তাহা কে পারে বর্ণিতে ? ৬৫ ॥
কত শত করাঘাত করে নিজ-শিরে।
ছিড়িয়া ফেলেন কেশ, নখে বক্ষঃ চিরে ॥ ৬৬ ॥
আপনা ধিক্কার করে কান্দিয়া কান্দিয়া।
সে বিলাপ শুনি' যায় পাষাণ গলিয়া ॥ ৬৭ ॥
মূর্ছিত হইয়া ভূমে পড়ে বার বার।
নেত্রধারা দেখি' প্রাণ বিদরে সবার ॥ ৬৮ ॥
অতি কদর্থনে হইল দিবা-অবসান।
নিশ্চয় করিল—দেহে না রাখিব প্রাণ ॥ ৬৯ ॥
অগ্নিকুণ্ড করি' তাহে করিব প্রবেশ।
তবে সে ঘুচিবে মোর এ দারুণ ক্লেশ ॥ ৭০ ॥
ঐছে বিচারিতে রাত্রি হৈল দণ্ড চারি।
লইয়া প্রভুর নাম কান্দে উচ্চ করি' ॥ ৭১ ॥

স্বপ্নে মহাপ্রভুর দর্শনলাভ ও মহাপ্রভু-কর্তৃক সান্ত্বনা—

প্রভু-ইচ্ছামতে হৈল নিদ্রা-আকর্ষণ।
স্বপ্নচ্ছলে গৌরচন্দ্র দিলেন দর্শন ॥ ৭২ ॥

বিদ্যুতের পুঞ্জ জিনি' শ্রীঅঙ্গ সুন্দর।
শ্রীমুখমণ্ডল জিনি' কোটি সুধাকর ॥ ৭৩ ॥
আকর্ণ-পর্য্যন্ত দুই লোচন বিশাল।
আজানুলম্বিত ভুজ, গলে বনমাল ॥ ৭৪ ॥
বরিষে অমৃতধারা মধুর হাসিতে।
কে ধরে ধৈরয শোভা বারেক দেখিতে? ৭৫ ॥
ভকতবৎসল প্রভু ভুবনমোহন।
স্বপ্নচ্ছলে দেখা দিয়া রাখিল জীবন ॥ ৭৬ ॥
শ্রীনিবাস-মস্তকে শ্রীচরণ অর্পিল।
প্রেমাবেশে প্রভু অতিশয় আশ্বাসিল ॥ ৭৭ ॥

তথাহি শ্রীনৃসিংহকবিরাজকৃত-নবপদ্যে—

গন্তুং শ্রীপুরুষোত্তমং কৃতমতিঃ শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভো-
শ্চৈতন্যস্য কৃপাম্বুধের্জনমুখাচ্ছ্রুত্বা তিরোধানতাম্।
দুঃখৌঘৈঃ স মুহুর্মুর্চ্ছ ভগবান্ দৃষ্ট্বাথ ভক্তব্যথা-
মাশ্বাসাতিশয়ং দয়ামভিবদন্ স্বপ্নে সমাদিষ্টবান্ ॥৭৮॥

অন্বয়ঃ শ্রীপুরুষোত্তমং (শ্রীপুরুষোত্তমস্য ধাম) গন্তুং কৃতমতিঃ (ইচ্ছুকঃ) শ্রীশ্রীনিবাসঃ কৃপাম্বুধেঃ (কৃপাবিষয়ে সমুদ্রতুল্যস্য পরমকরুণস্যেত্যর্থঃ) প্রভোঃ (ভগবতঃ) চৈতন্যস্য তিরোধানতাং (তিরোভাবম্) জনমুখাৎ শ্রুত্বা দুঃখৌঘৈঃ (দুঃখ-প্রবাহৈঃ দুঃখাতিশয্যেনেত্যর্থঃ) মুহুঃ (বারংবারং) মুমূর্চ্ছ (মূর্চ্ছাং প্রাপ্তঃ)। অথ (অনন্তরং) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ) ভক্তব্যথাং (ভক্তস্য নিজসেবকস্য শ্রীনিবাসস্য ব্যথাং) দৃষ্ট্বা দয়াং (শ্রীনিবাসং প্রতি নিজকৃপাং) অভিবদন্ (জ্ঞাপয়ন্) স্বপ্নে (নিদ্রায়াং শ্রীনিবাসং) আশ্বাসাতিশয়ং (পরমং আশ্বাসং) সমাদিষ্টবান্ (উক্তবান্) ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ শ্রীনৃসিংহ-কবিরাজের রচিত নবপদ্যে—শ্রীপুরুষোত্তমধামে গমন করিতে ইচ্ছুক হইলে শ্রীনিবাস কৃপানিধি ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকট-লীলা সঙ্গোপন-বার্ত্তা লোকমুখে শুনিয়া অতি দুঃখে পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা-প্রাপ্ত হইতে থাকিলেন। অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ভক্তের দুঃখদর্শনে শ্রীনিবাসকে নিজ দয়া জানাইবার জন্য স্বপ্নে অনেক আশ্বাসবাক্য বলিলেন ॥ ৭৮ ॥

শ্রীনিবাসে বাৎসল্য প্রকাশি' ভগবান্।
ক্ষণেক থাকিয়া স্বপ্নে হৈল অন্তর্দ্ধান ॥ ৭৯ ॥
প্রভু অদর্শন হৈলে হৈল নিদ্রাভঙ্গ।
বাড়িল বিচ্ছেদ-দুঃখ-সমুদ্র-তরঙ্গ ॥ ৮০ ॥
শ্রীনিবাসে মহাদুঃখী দেখি' গৌরহরি।
পুনঃ স্বপ্ন-ছলে কিছু কহে ধীরি ধীরি ॥ ৮১ ॥
'গদাধর আদি মোর প্রিয়-পরিকর।
নিরীখে তোমার পথ ব্যাকুল অন্তর ॥ ৮২ ॥
বিলম্ব না কর, শীঘ্র যাহ নীলাচল।'
এত কহি' নিজ হস্তে পোঁছে নেত্রজল ॥ ৮৩ ॥
অতিস্নেহে আলিঙ্গন করি বার বার।
অন্তর্দ্ধান হৈলা প্রভু শচীর কুমার ॥ ৮৪ ॥
নিদ্রাভঙ্গ হৈল নিশি প্রভাত দেখিয়া।
চলে শ্রীনিবাস প্রভু-চরণ চিন্তিয়া ॥ ৮৫ ॥
নীলাচলে শ্রীনিবাস গেলা কত দিনে।
শ্রীনরেন্দ্র-শৌচ দেখি' ধারা দু'নয়নে ॥ ৮৬ ॥
শ্রীনরেন্দ্র রাজা, শৌচ মহাপাত্র তার।
এ দু'য়ের নামে সরোবর এ প্রচার ॥ ৮৭ ॥
মহাপ্রভু জলক্রীড়া কৈল নরেন্দ্রেতে।
এ সকল কথা পূর্বে শুনিল গৌড়েতে ॥ ৮৮ ॥
সে-সকল ভাবিতে অধৈর্য্য হৈল মন।
কঙ্কণ তীরে বসি' করিলা ক্রন্দন ॥ ৮৯ ॥
উথলিল প্রেমসিন্ধু নারে স্থির হৈতে।
ধরণী লোটায়, চেষ্টা কে পারে বুঝিতে? ৯০ ॥
বাহ্য প্রকাশিয়া সিক্ত হৈয়া নেত্রনীরে।
নরেন্দ্র প্রণমি' চলিলেন ধীরে ধীরে ॥ ৯১ ॥

শ্রীনিবাসের সিংহদ্বারে নাম-সঙ্কীর্ত্তন
স্বপ্নে জগন্নাথ-দর্শন

হইল অনেক রাত্রি বিচারিয়া মনে।
সিংহদ্বার-সমীপে রহিল এক স্থানে ॥ ৯২ ॥
প্রেমাবিষ্ট হৈয়া করে নামসঙ্কীর্ত্তন।
নদীর প্রবাহ তুল্য ঝরে দু'নয়ন ॥ ৯৩ ॥
ধরিতে না পারে অঙ্গ, লোটায় ভূমিতে।
নিদ্রা-আকর্ষণ হৈল প্রভুর ইচ্ছাতে ॥ ৯৪ ॥
বলরাম-সুভদ্রা-সহিত জগন্নাথ।
কৃপা করি' স্বপ্নচ্ছলে হইল সাক্ষাৎ ॥ ৯৫ ॥

কি অদ্ভুত বাৎসল্য ! কে বুঝে হেন রঙ্গ ?
নেত্র ভরি' দেখিল, হইল নিদ্রাভঙ্গ ॥ ৯৬ ॥
শ্রীনিবাস অতিশয় ব্যাকুল হইল।
হেন কালে এক বিপ্র তথায় আইল ॥ ৯৭ ॥
তিঁহ কহে—'অহে বাপু ব্রাহ্মণ-কুমার।
দুঃখে দগ্ধ হৈলা, নাহি ভক্ষণ তোমার ॥ ৯৮ ॥
শ্রীমহাপ্রসাদ লহ করহ ভোজন।'
প্রসাদ সমর্পি' তিঁহ হৈল অদর্শন ॥ ৯৯ ॥
শ্রীনিবাস ব্যগ্র হৈয়া বিচারিছে মনে।
মোর ঐছে দুঃখ—ইহ জানিল কেমনে ? ১০০ ॥
শ্রীমহাপ্রসাদ মোরে করি' সমর্পণ।
দেখিতে দেখিতে হইলেন অদর্শন ॥ ১০১ ॥
ঐছে বিচারিতে চিত্তে চিন্তাযুক্ত হৈল।
হইয়া সাক্ষাৎপ্রায় প্রভু প্রবোধিল ॥ ১০২ ॥
প্রভু জগন্নাথ অনুগ্রহে হর্ষমনে।
শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জিলেন সেই ক্ষণে ॥ ১০৩ ॥
নরেন্দ্রশৌচের জল জলপাত্রে ছিল।
যত্নে হস্ত প্রক্ষালন করি' পান কৈল ॥ ১০৪ ॥
প্রভু-নামসঙ্কীর্ত্তন করে ধীরে ধীরে।
কিছু নিদ্রা আকর্ষিল কতক্ষণ পরে ॥ ১০৫ ॥

স্বপ্নে শ্রীনিবাসের শ্রীগৌরাঙ্গ-দর্শন

স্বপ্নে দেখে শ্রীগৌর বেষ্টিত-পরিকর।
দেবগণ মধ্যে যেন শোভে পুরন্দর ॥ ১০৬ ॥
গদাধর পণ্ডিত প্রভুর আগে বসি'।
পড়ে ভাগবত—সুধা ঢালে রাশি রাশি ॥ ১০৭ ॥
অশ্রু-কম্প-ভাবাদি-ভূষিত সর্ব্বজন।
হেন শোভা শ্রীনিবাস করেন দর্শন ॥ ১০৮ ॥
মনের বাঞ্ছিত সব সফল হইল।
কতক্ষণে নিদ্রাভঙ্গে অতি দুঃখ পাইল ॥ ১০৯ ॥

পুনরায় দর্শন

পুনঃ নামসঙ্কীর্ত্তন করে মহাশয়।
পুনঃ অকস্মাৎ কিছু নিদ্রা আকর্ষয় ॥ ১১০ ॥
পুনঃ স্বপ্নে দেখে সেই সিংহদ্বার-পথে।
আসিছেন গৌরচন্দ্র পরিকর সাথে ॥ ১১১ ॥

শ্রীগৌর-কলেবরের শোভা

কনক-পর্ব্বত জিনি গৌর-কলেবর।
আজানুলম্বিত ভুজ, ভঙ্গী মনোহর ॥ ১১২ ॥
শ্রীমুখমণ্ডলে কত চাঁদের উদয়।
হাসে মন্দ মন্দ—সদা সুধাবৃষ্টি হয় ॥ ১১৩ ॥
আকর্ণপর্য্যন্ত দুই নয়নকমল।
পরিপূর্ণ প্রেমজলে করে টলমল ॥ ১১৪ ॥
ভুবনমোহন কণ্ঠে তুলসীর দাম।
পরিধেয় অরুণ বসন অনুপম ॥ ১১৫ ॥
ঝলমল করে দিক্ অঙ্গের শোভায়।
নিজ প্রেমে মহামত্ত চলে সিংহপ্রায় ॥ ১১৬ ॥
হেন শোভা দেখিতেই হইল বিহ্বল।
ধরিতে না পারে অঙ্গ, করে টলমল ॥ ১১৭ ॥
ধরণী লোটা'য়ে পড়ে প্রভুর চরণে।
করুণ নয়নে প্রভু চায় ভৃত্য পানে ॥ ১১৮ ॥
হাসি' প্রভু কহে—'দুঃখ না ভাবিহ আর।
তোমার হৃদয়ে সদা বিশ্রাম আমার ॥' ১১৯ ॥
এত কহি' অন্তর্দ্ধান হৈলা দয়াময়।
নিদ্রাভঙ্গ হৈ'ল, দেখে প্রভাত সময় ॥ ১২০ ॥

শ্রীনিবাসের শ্রীগোপীনাথ-দর্শন

অনেক যতনে স্থির হৈয়া সেইক্ষণে।
মার্কণ্ডে চলেন জিজ্ঞাসিয়া কোন জনে ॥ ১২১ ॥
প্রাতঃকৃত্য করি' কৈল মার্কণ্ডেতে স্নান।
শ্রীনিবাসে দেখি' সবে জুড়ায় নয়ন ॥ ১২২ ॥
শ্রীনিবাস চলয়ে মার্কণ্ডে প্রণমিয়া।
তথা কোন বৃদ্ধে পুছে অতি ব্যগ্র হৈয়া ॥ ১২৩ ॥
গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী আছে কোথা ?
তিঁহ কহে—লইয়া যাইব, তিঁহ যথা ॥ ১২৪ ॥
এত কহি' শ্রীনিবাস সঙ্গে আগে যায়।
উলটি উলটি শ্রীনিবাস পানে চায় ॥ ১২৫ ॥
শ্রীগোপীনাথের পুষ্পবাটী মনোহর।
দেখাইল—'এখানে রহেন গদাধর ॥ ১২৬ ॥
যাহ বাপু ! তাঁর দশা কি কব তোমারে ?
প্রভুর বিচ্ছেদে প্রাণ ধরিতে না পারে ॥ ১২৭ ॥

ক্ষেত্র শূন্য হৈল, ভাগ্য মন্দ মো সবার।'
এত কহি' গেলা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উদার ॥ ১২৮ ॥
শ্রীনিবাস দেখি' তাঁর কাতর অন্তর।
প্রণমিয়া তাঁরে কৈল মিনতি বিস্তর ॥ ১২৯ ॥
অতি শীঘ্র শ্রীগোপীনাথের আগে গিয়া।
পুনঃ পুনঃ প্রণময়ে ভূমে লোটাইয়া ॥ ১৩০ ॥
অনিমিখ নেত্রে দেখে শ্রীমুখ-সুন্দর।
অশ্রু-কম্পে পরিপূর্ণ হৈল কলেবর ॥ ১৩১ ॥
শ্রীনিবাসে দেখি' সবে পুছে ব্যগ্রচিত্তে।
'কার পুত্র, কি নাম, আইলা কোথা হৈতে?' ১৩২ ॥
শুনি' কহে—'গৌড়দেশ হইতে আগমন।
শ্রীনিবাস নাম, বিপ্রচৈতন্য-নন্দন ॥' ১৩৩ ॥
শুনিয়াই এই বাক্য ভাসে প্রেমজলে।
সবাই ধাইয়া শ্রীনিবাসে করে কোলে ॥ ১৩৪ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহে শ্রীগদাধরপণ্ডিত গোস্বামীর অবস্থা

কেহ গেলা শ্রীপণ্ডিত-গোস্বামীর স্থানে।
তিঁহ একা বসিয়াছেন পরম নির্জনে ॥ ১৩৫ ॥
যে অদ্ভুত দশা, তাহা কহনে না যায়।
সেই জানে, সে সময়ে যে দেখিল তাঁয় ॥ ১৩৬ ॥
হেমপুঞ্জ জিনি অঙ্গ-বলনি সুন্দর।
হইল মলিন যেন দিবা শশধর ॥ ১৩৭ ॥
দেখিতে চাঁদের সাধ যে মুখমণ্ডল।
শুখাইল যেন বারিবিহীন কমল ॥ ১৩৮ ॥
অরুণ কমলনেত্রে ধারা নিরন্তর।
ভিজয়ে সে সকলে কোমল কলেবর ॥ ১৩৯ ॥
সম্মুখে শ্রীভাগবত, তাহা ভিজি' যায়।
কিছু স্মৃতি নাই—অগ্নি জলয়ে হিয়ায় ॥ ১৪০ ॥
অত্যন্ত গদগদ-কণ্ঠ শ্লোক উচ্চারিতে।
মহাধীর শ্রীপণ্ডিত নারে স্থির হৈতে ॥ ১৪১ ॥
শ্রীগৌরসুন্দর বলি' মুদয়ে নয়ন।
ছাড়য়ে নিঃশ্বাস দীর্ঘ অনল সমান ॥ ১৪২ ॥
গৌরাঙ্গ-বিচ্ছেদে শ্রীপণ্ডিত-গদাধর।
যেরূপ হইল তাহা প্রভু-অগোচর ॥ ১৪৩ ॥
শ্রীনিবাসে অনুগ্রহ করিবার তরে।
আছয়ে জীবন মাত্র নিশ্চল শরীরে ॥ ১৪৪ ॥
কিছু বাহ্যস্ফূর্তি হৈল প্রভু-ইচ্ছামতে।
হেনই সময়ে কেহ কহে যোড়হাতে ॥ ১৪৫ ॥
'শ্রীগৌর হইতে আইলেন শ্রীনিবাস।
যাঁর পিতা-নাম—বিপ্র শ্রীচৈতন্যদাস ॥' ১৪৬ ॥

শ্রীগদাধর-সমীপে শ্রীনিবাস

শুনি' কহে—'আন, দেখি' জুড়াই নয়ন।'
শ্রীনিবাসে লইয়া গেলেন সেইক্ষণ ॥ ১৪৭ ॥
শ্রীনিবাস চাহি' প্রভু গদাধর-পানে।
ভূমে পড়ি' প্রণময়ে, ধারা দু'নয়নে ॥ ১৪৮ ॥
পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীনিবাসে নিরখিয়া।
উঠিলেন শীঘ্র দুই বাহু প্রসারিয়া ॥ ১৪৯ ॥
আইস বাপু বলি'—তুলি' লইলেন কোলে।
শ্রীনিবাসে স্নান করাইল নেত্রজলে ॥ ১৫০ ॥
পরমবাৎসল্যে বসাইয়া নিজ পাশে।
সুমধুর বাক্যে স্থির করিল শ্রীনিবাসে ॥ ১৫১ ॥
যদ্যপি শ্রীপ্রভুর বিয়োগে মহাদুঃখ।
তথাপিহ শ্রীনিবাসে দেখি' পায় সুখ ॥ ১৫২ ॥
যত্ন করি' কহে নিজ-লোক সঙ্গে দিয়া।
'শ্রীনিবাসে আনহ সর্বত্র মিলাইয়া ॥' ১৫৩ ॥
তথা পরস্পর শুনিলেন ভক্তগণ।
পণ্ডিতের পাশে শ্রীনিবাসের গমন ॥ ১৫৪ ॥

রায়-রামানন্দ ও সার্বভৌম-সমীপে

সবে উৎকণ্ঠিত শ্রীনিবাসে দেখিতে।
শ্রীনিবাস গেলা সার্বভৌমের বাটীতে ॥ ১৫৫ ॥
তথায় শ্রীরায়-রামানন্দের গমন।
দোঁহে বসি গায় গৌরচন্দ্র গুণগণ ॥ ১৫৬ ॥
শ্রীনিবাস গিয়া দোঁহে দর্শন করিল।
ভূমিতে পড়িয়া দুই চরণ বন্দিল ॥ ১৫৭ ॥
মহাশোক-সমুদ্রে ভাসয়ে দুই জনে।
শ্রীনিবাসে দেখি' সুখ উপজিল মনে ॥ ১৫৮ ॥
দোঁহে উঠি' শ্রীনিবাসে কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমজলে কৈল শ্রীনিবাসেরে সিঞ্চন ॥ ১৫৯ ॥

পুনঃ পুনঃ শ্রীনিবাস পড়ে পদতলে।
নিরন্তর ভাসে দুই নয়নের জলে ॥ ১৬০ ॥
দেখি' শ্রীনিবাস-দশা কান্দে দুইজন।
পুনঃ পুনঃ শ্রীনিবাসে করে আলিঙ্গন ॥ ১৬১ ॥
দোঁহার বাৎসল্য কিছু কহনে না যায়।
করে ধরি' দোঁহে নিজ নিকটে বসায় ॥ ১৬২ ॥
দোঁহে মহাধীর মহামধুর বচনে।
শ্রীনিবাসে স্থির করিলেন কতক্ষণে ॥ ১৬৩ ॥
সঙ্গে যে আছিল তারে কহে মৃদুভাষে।
'সর্বত্র মিলাও প্রাণসম শ্রীনিবাসে ॥' ১৬৪ ॥

বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সমীপে

চলিলেন শ্রীনিবাস বিহ্বল অন্তর।
যথা বসিয়া আছেন পণ্ডিত বক্রেশ্বর ॥ ১৬৫ ॥
ভূমে পড়ি' তাঁ'র পাদপদ্মে প্রণমিলা।
শ্রীনিবাসে দেখি' শ্রীপণ্ডিত সুখী হৈলা ॥ ১৬৬ ॥
আইস বাপ বলি'—তুলি' লইলেন কোলে।
শ্রীনিবাস-অঙ্গ সিঞ্চিলেন নেত্র-জলে ॥ ১৬৭ ॥
বসাইল নিকটে, বাৎসল্য অতিশয়।
অঙ্গে হস্ত দিয়া কথা কহে সুধাময় ॥ ১৬৮ ॥
'ভাল হৈল আইলা শীঘ্র দেখিনু তোমারে।
বহুকার্য্য প্রভু সাধিবেন তোমা দ্বারে ॥' ১৬৯ ॥
এত কহি' অধৈর্য হইলা মহাশয়।
পরমবাৎসল্যে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গয় ॥ ১৭০ ॥
যদ্যপিহ শ্রীনিবাসে নারয়ে ছাড়িতে।
তথাপিহ আজ্ঞা দিল সবারে মিলিতে ॥ ১৭১ ॥
শ্রীনিবাস পুনঃ প্রণমিয়া শ্রীচরণে।
চলিলেন, অশ্রুধারা বহে দু-নয়নে ॥ ১৭২ ॥

শ্রীপরমানন্দপুরী-সমীপে

শ্রীপরমানন্দ-আদি সন্ন্যাসি-সকল।
প্রভুর বিয়োগে সবে অত্যন্ত বিকল ॥ ১৭৩ ॥
বসিয়া উঠিতে শক্তি নাহিক কাহার।
প্রভুর ইচ্ছাতে দেহ আছয়ে সবার ॥ ১৭৪ ॥
মৃতপ্রায় হইয়া আছয়ে নিরজনে।
দিবস-রজনী-স্মৃতি নাহি কারু মনে ॥ ১৭৫ ॥
শ্রীনিবাস যাইয়া করিল দরশন।
মহাযত্নে বন্দিলেন সবার চরণ ॥ ১৭৬ ॥
শ্রীনিবাসে দেখিতে সবার হর্ষোদয়।
ভূমি হৈতে তুলি' পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গয় ॥ ১৭৭ ॥
শ্রীনিবাসে পাইয়া পাইল যেন প্রাণ।
প্রেমজলে শ্রীনিবাসে করাইলা স্নান ॥ ১৭৮ ॥
শ্রীনিবাস হৈল মহাপ্রেমেতে বিহ্বল।
মুখ বুক বহিয়া পড়য়ে নেত্রজল ॥ ১৭৯ ॥
শ্রীনিবাসে স্থির করি' কতক্ষণ পরে।
আজ্ঞা দিল—'যাহ বাপু! মিলহ সবারে ॥' ১৮০ ॥

শিখি মাহিতির ভবনে

শ্রীনিবাস গেলা শিখিমাহিতি-ভবন।
বহুজনসঙ্গে তথা হইল মিলন ॥ ১৮১ ॥
শ্রীনিবাস প্রণমিতে কৈলা সবে কোলে।
শ্রীনিবাস ভিজে তাঁ-সবার নেত্রজলে ॥ ১৮২ ॥
শ্রীনিবাস কহে কিছু কান্দিতে কান্দিতে।
শুনিয়া সে-সব বাক্য নারে স্থির হৈতে ॥ ১৮৩ ॥
কানাই-খুটিয়া কহে—'শুন শ্রীনিবাস।
আজি তুমি কৈলা অন্ধ-নয়ন প্রকাশ ॥' ১৮৪ ॥
ভগ্নীর সহিত শিখিমাহিতি কহয়ে।
'তোমারে দেখিব, তাই জীবন আছয়ে ॥' ১৮৫

বাণীনাথ-সমীপে

শ্রীপট্টনায়ক-বাণীনাথ আদি যত।
শ্রীনিবাসে কোলে করি' কহে এই মত ॥ ১৮৬ ॥
আজ্ঞা দিল শ্রীনিবাসে রাখি কতক্ষণ।
'মিলহ সর্বত্র দেখি জুড়া'ক নয়ন ॥' ১৮৭ ॥

গোবিন্দ ও শঙ্করসহ মিলন

আজ্ঞা পাঞা শ্রীনিবাস সজলনয়নে।
চলিলেন গোবিন্দ শঙ্কর-দরশনে ॥ ১৮৮ ॥
দেখে গিয়া দুইজন নির্জ্জনে বৈসয়ে।
গৌরাঙ্গ-বিরহে শুষ্ক বাতাসে হালয়ে ॥ ১৮৯ ॥
শ্রীনিবাস দুহুঁ আগে পড়ে ভূমিতলে।
দোঁহে শ্রীনিবাসে তুলি' করিলেন কোলে ॥ ১৯০ ॥

কহিলেন কত কথা ব্যাকুল হিয়ায়।
শুনিতে সে-সব দুঃখ পাষাণ মিলায়॥ ১৯১ ॥
শ্রীনিবাস উচ্চৈঃস্বরে করয়ে ক্রন্দন।
ভূমিতে পড়িয়া হইলেন অচেতন॥ ১৯২ ॥
শ্রীনিবাস-দশা দেখি' দোহে স্থির করে।
যত্নে আজ্ঞা দিল—যাই মিলহ সবারে॥ ১৯৩ ॥

গোপীনাথ-আচার্য-সমীপে

চলিলেন শ্রীনিবাস, স্থির নহে মন।
গোপীনাথ আচার্যের কৈল দরশন॥ ১৯৪ ॥
ভূমিতলে পড়ি' প্রণমিল তাঁর পায়।
তিঁহ কোলে কৈল অতি ব্যাকুল হিয়ায়॥ ১৯৫ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি' প্রেমজলে ভাসে।
কোলে করি' ছাড়িতে না পারে শ্রীনিবাসে॥ ১৯৬ ॥
শ্রীনিবাস কান্দে তাঁর চরণ ধরিয়া।
সে দশা দেখিতে কে ধরিতে পারে হিয়া? ১৯৭ ॥
কতক্ষণে গোপীনাথ আপনা সম্বরি'।
শ্রীনিবাসে পাশে বসাইল স্থির করি'॥ ১৯৮ ॥
ধীরে ধীরে কহে কথা অমৃতের ধার।
'তোমারে দেখিতে সাধ ছিল সবাকার॥ ১৯৯ ॥
এই কতদিন প্রভু হৈল অদর্শন।
তদিচ্ছায় নহিল তোমার আগমন॥ ২০০ ॥
দুঃখ না ভাবিহ আরে বাপ শ্রীনিবাস।
তোমার হৃদয়ে সদা প্রভুর বিলাস॥' ২০১ ॥
ঐছে কত কহি' আজ্ঞা দিল—মিল সবে।
চলিলেন শ্রীনিবাস সে দর্শনলোভে॥ ২০২ ॥
এইরূপ সর্ব্বত্র মিলিলা প্রেমাবেশে।
সবেই করিল কৃপা প্রিয় শ্রীনিবাসে॥ ২০৩ ॥

মহাপ্রভুর বিরহে ভক্তগণের নিশ্চল দশা

প্রভুর বিয়োগে দশা যেরূপ সবার।
লক্ষ লক্ষ মুখে কেবা পারে বর্ণিবার? ২০৪ ॥
শ্রীবিগ্রহ মৌনমুদ্রারূপে রহে যৈছে।
শ্রীনিবাস সর্ব্বত্র দেখিল সবে তৈছে॥ ২০৫ ॥
প্রিয় শ্রীনিবাসে কৃপা করিবার তরে।
এ হেন বিয়োগে প্রাণ রহিল শরীরে॥ ২০৬ ॥

স্বরূপের রঘুনাথকে না দেখিয়া শ্রীনিবাসের অধৈর্য্য

স্বরূপের রঘুনাথে দর্শন না পাঞা।
কান্দে শ্রীনিবাস অতি ব্যাকুল হইঞা॥ ২০৭ ॥
প্রভুর বিয়োগ, স্বরূপের অদর্শন।
মহাদুঃখে রঘুনাথ গেলা বৃন্দাবন॥ ২০৮ ॥
এই হেতু দেখা না হইল তাঁর সনে।
করিল বিলাপ বহু স্বরূপ-সদনে॥ ২০৯ ॥
রঘুনাথ ছিলা যথা, সে স্থান দেখিয়া।
ছাড়ে দীর্ঘনিশ্বাস সে গণ সোঙরিয়া॥ ২১০ ॥
শ্রীরঘুনাথের গুণ বলিবেক কে?
শ্রীযদুনন্দন আচার্য্যের শিষ্য যে॥ ২১১ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে দশমাঙ্কে যিযাসূন্ প্রতি শিবানন্দ-বাক্যম্—

আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়-
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাম্।
শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেক-সততস্নিগ্ধঃ স্বরূপানুগো
বৈরাগ্যস্য নিধির্ন কস্য বিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতাম্॥২১২॥

অন্বয়। শ্রীবাসুদেবপ্রিয়ঃ (শ্রীবাসুদেবদত্তঠক্কুরস্য শিষ্যপ্রায়ত্বাৎ অনুগ্রহভাজনং) সুমধুরঃ (অতিমধুর-স্বভাবঃ) যদুনন্দন আচার্যঃ। রঘুনাথ ইতি তচ্ছিষ্যঃ (তস্য যদুনন্দনস্য শিষ্যঃ) অধিগুণঃ (অতিশয়-গুণশালী) মাদৃশাং (জনানাং) প্রাণাধিকঃ (প্রিয়তমঃ), শ্রীচৈতন্য-কৃপাতিরেক-সততস্নিগ্ধঃ (শ্রীচৈতন্যস্য কৃপাতিরেকেণ অতিকৃপয়া সততং স্নিগ্ধঃ প্রেমময়ঃ) স্বরূপানুগঃ (শ্রীস্বরূপদামোদরস্য অনুগতঃ) বৈরাগ্যস্য (যুক্ত-বৈরাগ্যস্য) নিধিঃ (সমুদ্রস্বরূপঃ) নীলাচলে তিষ্ঠতাং (জনানাং মধ্যে) কস্য ন বিদিতঃ? (সর্ব্বস্যাপি সুবিদিত ইত্যর্থঃ)॥২১২॥

অনুবাদ। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে দশমাঙ্কে গমনেচ্ছুগণের প্রতি শ্রীশিবানন্দ সেনের বাক্য শ্রীবাসুদেবদত্ত ঠাকুরের শিষ্যতুল্য প্রিয় ও অতিমধুরস্বভাব যদুনন্দন আচার্য্য। ইঁহার শিষ্য পরমগুণবান্, আমাদের প্রাণাধিক, শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাতিশয্যে সর্ব্বদা প্রেমময়, শ্রীস্বরূপ-দামোদরের অনুগত, বৈরাগ্যের পারাবার শ্রীরঘুনাথ নীলাচলবাসী কাঁহার নিকট পরিচিত নহেন? ২১২ ॥

মহাপ্রভুর বিরহে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের দশা

শুনিলেন প্রতাপরুদ্রের সমাচার।
যৈছে তাঁর চেষ্টা, তাহা কহে সাধ্য কার? ২১৩॥
প্রভু কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের বিদ্যমানে।
পুত্রে রাজ্য সমর্পিলা মঙ্গল-বিধানে॥ ২১৪॥
বাসুদেবসার্ব্বভৌম রামানন্দ সনে।
নিরন্তর মগ্ন প্রভু-চরিত্র-কীর্ত্তনে॥ ২১৫॥
পরম আনন্দে দিবারাত্রি গোঙাইতে।
অকস্মাৎ উদ্বেগে নারয়ে স্থির হৈতে॥ ২১৬॥
হেনকালে প্রভু-অদর্শন কথা শুনি'।
অঙ্গ আছাড়িয়া রাজা লোটায় ধরণী॥ ২১৭॥
শিরে করাঘাত করি' হৈলা অচেতন।
রায়-রামানন্দ মাত্র রাখিল জীবন॥ ২১৮॥
প্রভুর বিয়োগ রাজা সহিতে না পারে।
নীলাচল হইতে রহিল কত দূরে॥ ২১৯॥
ইহা শুনি' শ্রীনিবাস ভাসে নেত্রজলে।
না হইল রাজার দর্শন নীলাচলে॥ ২২০॥
ঐছে কতজন সঙ্গে না হইল দেখা।
মানে নিজ দুর্দ্দৈব—দুঃখের নাই লেখা॥ ২২১॥

ঠাকুর হরিদাসের সমাধি দর্শন ও বিলাপ

শ্রীনিবাস শীঘ্র সমুদ্রের কূলে গেলা।
হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দেখিলা॥ ২২২॥
ভূমিতে পড়িয়া কৈল প্রণতি বিস্তর।
নিজ-নেত্রজলে সিক্ত হৈল কলেবর॥ ২২৩॥
শ্রীহরিদাসের চেষ্টা পূর্ব্বে যে শুনিল।
সে-সব চিন্তিতে চিত্ত ব্যাকুল হইল॥ ২২৪॥
'হা হা প্রভু হরিদাস' বলিতে বলিতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন পৃথিবীতে॥ ২২৫॥
অলৌকিক প্রেম-চেষ্টা না হয় বর্ণন।
প্রভু-ইচ্ছামতে মাত্র হইল চেতন॥ ২২৬॥
ভাগবতগণ শ্রীসমাধি-সন্নিধানে।
শ্রীনিবাসে স্থির কৈল সস্নেহ-বচনে॥ ২২৭॥
পুনঃ শ্রীনিবাস শ্রীসমাধি প্রণমিয়া।
যে বিলাপ কৈল, তা' শুনিতে দ্রবে হিয়া॥ ২২৮॥
সঙ্গে যে ছিলেন, তিঁহ যত্নে শ্রীনিবাসে।
লইয়া গেলেন শীঘ্র পণ্ডিতের পাশে॥ ২২৯॥
পণ্ডিত-গোসাঞি পুনঃ কহিলেন তাঁরে।
'ইহোঁ লৈয়া যাহ জগন্নাথ দেখিবারে॥' ২৩০॥

শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে শ্রীনিবাস

সিংহদ্বার-পথে চলিলেন শ্রীনিবাস।
অত্যদ্ভুত তেজঃ—যেন সূর্য্যের প্রকাশ॥ ২৩১॥
ধূলায় ধূসর সে কোমল কলেবর।
অরুণ-নয়ন-জলে ভাসে নিরন্তর॥ ২৩২॥
যে বারেক নিরিখয়ে শ্রীনিবাস-পানে।
সে অতি অধৈর্য্য, ধারা বহয়ে নয়নে॥ ২৩৩॥
কেহ শ্রীনিবাস-আগে চলয়ে ধাইয়া।
গমনের শোভা দেখে সম্মুখে রহিয়া॥ ২৩৪॥
কেহ কহে—'অহে ভাই দেখ শ্রীনিবাসে।
ইহার হৃদয়ে কৃষ্ণচৈতন্য বিলাসে॥' ২৩৫॥
কেহ কহে—'যে কহিল এইত সম্ভব।
নহিলে কি এত স্নেহ করে ভক্তসব? ২৩৬॥
প্রভুর বিয়োগে ভক্ত রহে মৃতপ্রায়।
তথাপিহ শ্রীনিবাসে দেখি' সুখ পায়॥' ২৩৭॥
কেহ কহে—'মো-সবার ঘুচাইতে ব্যথা।
শ্রীনিবাসে জগন্নাথ আনিলেন এথা॥' ২৩৮॥
কেহ কহে—'পূর্বে প্রভু যে আজ্ঞা করিল।
তাহা মো-সবার নেত্রে প্রত্যক্ষ হইল॥' ২৩৯॥
কেহ কহে—'অলপ বয়স সুকুমার।
দেখিতে এদশা প্রাণ বিদরে আমার॥' ২৪০॥
এইরূপ কত কথা কহে পরস্পরে।
শ্রীনিবাস আসি' প্রণমিলা সিংহদ্বারে॥ ২৪১॥
প্রথমেই পতিতপাবনে নিরখিয়া।
চলিলেন কিছু আগে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥ ২৪২॥
আপনাকে দীনহীন মানে নিরন্তর।
নৃসিংহদেবের স্তুতি করেন বিস্তর॥ ২৪৩॥
অতি যত্নে প্রণমিয়া নৃসিংহদেবেরে।
সাবধান-পূর্বক প্রবেশিল শ্রীমন্দিরে॥ ২৪৪॥

সর্বচিত্তাকর্ষি' রহে দূরে দাঁড়াইয়া।
নীলাচলচন্দ্রে দেখে নয়ন ভরিয়া ॥ ২৪৫ ॥

শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলদেবের রূপ-মাধুরী

নীলাচলচন্দ্রের মাধুর্য্য মনোহর।
সজল জলদঘটা জিনি' কলেবর ॥ ২৪৬ ॥
শ্রীপদ্মলোচনদ্বয় ত্রিভুবন-লোভা।
কোটি কোটি চন্দ্র জিনি' শ্রীমুখের শোভা ॥ ২৪৭ ॥
পরম অদ্ভুত বাহুভঙ্গির সুষমা।
নানা-রত্ন-ভূষণে ভূষিত মনোরমা ॥ ২৪৮ ॥
বিবিধ পুষ্পের মালা চরণ পর্য্যন্ত।
ক্রমে বিলসয়ে শোভা কে করিবে অন্ত ? ২৪৯ ॥
নানা পুষ্পচূড়া চারু শিরে সুশোভয়।
ঝলকে ললাটে কোটি কন্দর্প বিজয় ॥ ২৫০ ॥

শ্রীনিবাসের শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রা দর্শন

ঐছে জগন্নাথদেবে করি' সন্দর্শন।
বলদেবচন্দ্রে দেখি' জুড়ায় নয়ন ॥ ২৫১ ॥
ইন্দু-কুন্দ-চন্দন-রজত গিরি জিনি'।
ঝলমল করে অঙ্গ অদ্ভুত লাবণি ॥ ২৫২ ॥
শ্রীমুখচন্দ্রের শোভা ভুবন ভুলায়।
নেত্রপদ্মভঙ্গিতে কন্দর্প মূর্চ্ছা পায় ॥ ২৫৩ ॥
নিরুপম ভুজ, চারু ললাট শোভিত।
নানা-রত্ন-পুষ্পে ভূষণে বিভূষিত ॥ ২৫৪ ॥
হেন বলরাম-শোভা দেখে শ্রীনিবাস।
ধরিতে না পারে অঙ্গ বাড়য়ে উল্লাস ॥ ২৫৫ ॥
শ্রীসুভদ্রামুখপদ্ম করিয়া দর্শন।
নেত্র ভরি' দেখিলেন চক্র-সুদর্শন ॥ ২৫৬ ॥
শ্রীজগন্নাথের প্রিয় সেবক উল্লাসে।
শ্রীমালাপ্রসাদ, বস্ত্র দিল শ্রীনিবাসে ॥ ২৫৭ ॥
চক্রবেড় মধ্যেতে যতেক দেবালয়।
মহাযত্নে সকল দেখিল মহাশয় ॥ ২৫৮ ॥
শ্রীনিবাসে যেঁই করাইলেন দর্শন।
তিঁহ লৈয়া আইলা গোপীনাথের ভবন ॥ ২৫৯ ॥
পুনঃ গোপীনাথপাদপদ্ম নিরখিল।
অতি সে সৌন্দর্য্য-সুধা-সমুদ্রে ডুবিল ॥ ২৬০ ॥

পুনরায় শ্রীগদাধর সমীপে শ্রীনিবাস

শ্রীপণ্ডিত গোস্বামীর নিকটে পুনঃ গেলা।
তিঁহ মহাপ্রসাদ-সেবনে আজ্ঞা দিলা ॥ ২৬১ ॥
শ্রীনিবাস বৈসে মহাপ্রসাদ-সেবনে।
নেত্রে অশ্রুধারা বহে প্রসাদ-দর্শনে ॥ ২৬২ ॥
আশ্চর্য্য সৌরভ পাই' হৃদয় উথলে।
মহাযত্নে ভুঞ্জয়ে প্রণমি' ভূমিতলে ॥ ২৬৩ ॥
কত লৈব নাম ?—সে প্রসাদ নানা ভাতি।
ভুঞ্জিলেন শ্রীনিবাস ভক্তিরসে মাতি' ॥ ২৬৪ ॥
শ্রীমহাপ্রসাদ-সেবা করি' কতক্ষণে।
চলিলেন শ্রীপণ্ডিত-গোস্বামীর স্থানে ॥ ২৬৫ ॥
পণ্ডিত-গোসাঞি মহাবিরহে জর্জ্জর।
দু'নয়নে প্রেমধারা বহে নিরন্তর ॥ ২৬৬ ॥
প্রসাদ-সেবনে জিজ্ঞাসিয়া শ্রীনিবাসে।
পরম বাৎসল্যে বসাইলা নিজ-পাশে ॥ ২৬৭ ॥
কি অপূর্ব স্নেহে পুনঃ কহে আধ আধ।
'ভাগবত পড়িতে তোমার ছিল সাধ ॥ ২৬৮ ॥
পড়াইতে তোমারে আমারো ছিল সাধা।
কারে কি কহিব, হৈল বিপরীত বাধা ॥ ২৬৯ ॥
এত কহি কিছুকাল রহে মৌন ধরি'।
চাহে শ্রীনিবাস-পানে আপনা সম্বরি ॥ ২৭০ ॥
মধ্যে মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত অর্থ কহে।
যাঁহার শ্রবণে কোন সন্দেহ না রহে ॥ ২৭১ ॥
শ্রীনিবাসে দেখ এই কৃপার অবধি।
এহেন সময়ে শুনায়েন যথাবিধি ॥ ২৭২ ॥
পুনঃ শ্রীনিবাসে কহে—'বৃন্দাবনে যাবে।
তথা এসকল মনোরথ পূর্ণ হবে ॥ ২৭৩ ॥
এথা যে আছেন গ্রন্থ, তাহা জীর্ণ হৈল।
এত কহি শ্রীনিবাসে গ্রন্থ আনি দিল ॥ ২৭৪ ॥
শ্রীনিবাস শ্রীগ্রন্থে করিয়া নমস্কার।
অক্ষর দেখিতে নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ২৭৫ ॥
শ্রীচৈতন্যপ্রভু গদাধর-নেত্রজলে।
মধ্যে মধ্যে বর্ণ লোপ, পাঠ নাহি চলে ॥ ২৭৬ ॥
দেখিতে দেখিতে যৈছে হৈলা শ্রীনিবাস।
তাহা দেখি গোসাঞির চিত্তে হৈল ত্রাস ॥ ২৭৭ ॥

কি অপূর্ব স্নেহ! স্থির করি শ্রীনিবাসে।
করিলেন অনুগ্রহ অশেষ বিশেষে ॥ ২৭৮ ॥
শ্রীপণ্ডিত-গোস্বামীর বাৎসল্য চমৎকার।
গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে নারি বর্ণিবার ॥ ২৭৯ ॥

শ্রীনিবাসের নীলাচল হইতে গৌড়দেশে যাত্রা

শ্রীনিবাসে গৌড়দেশে যাইতে আজ্ঞা দিল।
সর্ব্বত্র বিদায় শীঘ্র হইতে কহিল ॥ ২৮০ ॥
পণ্ডিতের প্রাণসম দাস-গদাধর।
তাঁ'র লাগি করিলেন আক্ষেপ বিস্তর ॥ ২৮১ ॥
খণ্ডবাসী নরহরি আদি যত জনে।
কহিতে কহিল যা, তা দুষ্কর শ্রবণে ॥ ২৮২ ॥
গোস্বামীর ঐছে আজ্ঞা শুনি শ্রীনিবাস।
মাথায় ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল আকাশ ॥ ২৮৩ ॥
লঙ্ঘিতে না পারে আজ্ঞা, ব্যাকুল হইয়া।
যে কৈল বিলাপ, তা শুনিতে ফাটে হিয়া ॥ ২৮৪ ॥
কায়মনোবাক্যে কৈল চরণ বন্দন।
প্রদক্ষিণ করি কৈল অনেক রোদন ॥ ২৮৫ ॥
শ্রীগোপীনাথের পাদপদ্মে প্রণমিয়া।
চলিলেন শ্রীনিবাস আত্মসমর্পিয়া ॥ ২৮৬ ॥
শ্রীজগন্নাথেরে গিয়া করিল দর্শন।
অনেক প্রার্থনা কৈল করিয়া রোদন ॥ ২৮৭ ॥
ক্ষেত্রবাসী সকল ভক্তের স্থানে গিয়া।
করয়ে প্রণাম বহু ভূমে লোটাইয়া ॥ ২৮৮ ॥
দুই নেত্রে অশ্রুধারা বহে অনিবার।
সে দশা দেখিতে প্রাণ বিদরে সবার ॥ ২৮৯ ॥
প্রেমাবেশে করে সবে দৃঢ় আলিঙ্গন।
শ্রীনিবাসে ছাড়িতে না পারে কোন জন ॥ ২৯০ ॥
ব্যাকুল হইয়া সবে বিদায় করিল।
কহিল যে সব, তাহা বর্ণিতে নারিল ॥ ২৯১ ॥
মরি মরি স্নেহের বালাই লৈয়া মরি।
রহিলেন সবে সে গমন-পথ হেরি ॥ ২৯২ ॥
কেহ কেহ সঙ্গেতে চলিয়া কত দূরে।
সুসঙ্গ করিয়া দিল গৌড়ে যাইবারে ॥ ২৯৩ ॥
শ্রীনিবাস গৌড়দেশে গমন করিল।
পণ্ডিত-গোস্বামীর স্থানে সবে জানাইল ॥ ২৯৪ ॥
শ্রীনিবাসে পাঠাইয়া হৈল যে প্রকার।
তাহা কি কহিব? চিত্তে সংশয় সবার ॥ ২৯৫ ॥
এথা শ্রীনিবাস চিন্তা করে অনুক্ষণ।
পুনঃ কি পাইব শ্রীগোসাঞির দর্শন? ২৯৬ ॥
ঐছে বহু আশঙ্কা সে চরণ ভাবিয়া।
নির্ব্বিঘ্নে আইলা খণ্ডে ব্যাকুল হইয়া ॥ ২৯৭ ॥

শ্রীখণ্ডে ভক্তগণের সহিত মিলন

শ্রীনিবাসে দেখিয়া ঠাকুর নরহরি।
করিলা ক্রন্দন শ্রীনিবাস-গলা ধরি' ॥ ২৯৮ ॥
শ্রীনিবাসে যত্নে জিজ্ঞাসেন সমাচার।
শ্রীনিবাস কহে—নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ২৯৯ ॥
প্রভুর বিয়োগে যৈছে প্রভু-পরিকর।
বিস্তারি' কহিতে নারে ব্যাকুল অন্তর ॥ ৩০০ ॥
পণ্ডিত গোসাঞির কথা কহিতে কহিতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন পৃথিবীতে ॥ ৩০১ ॥
শ্রীনিবাস-দশা দেখি' প্রভু নরহরি।
অনেক যতনে স্থির কৈলা বক্ষে ধরি' ॥ ৩০২ ॥
শ্রীরঘুনন্দন-আদি যত প্রভুগণ।
শ্রীনিবাসে দেখি' স্থির নহে কোন জন ॥ ৩০৩ ॥
যে-প্রকার হৈল, তাহা কহিতে কি পারি?
সবে স্থির কৈল শ্রীঠাকুর নরহরি ॥ ৩০৪ ॥

শ্রীনিবাসের শ্রীক্ষেত্রে পুনর্যাত্রা

শ্রীনিবাস সেই রাত্রি রহিয়া খণ্ডেতে।
প্রাতঃকালে পুনঃ চলিলেন ক্ষেত্র-পথে ॥ ৩০৫ ॥
মনে বিচারয়ে—গোসাঞির স্থানে গিয়া।
রহিব এবার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ॥ ৩০৬ ॥
এইরূপে নানা কথা উপজে অন্তরে।
দেখিলেন—কতজন আইসে কত দূরে ॥ ৩০৭ ॥

পথে পণ্ডিত-গোস্বামীর অপ্রকট-সংবাদে মূর্চ্ছা

ব্যগ্র হৈয়া তা' সবারে পুছে সমাচার।
কেবা কি কহিবে?—হিয়া বিদীর্ণ সবার ॥ ৩০৮ ॥

কতক্ষণে কহিলেন করিয়া ক্রন্দন।
শ্রীপণ্ডিত গোস্বামী হইলা অদর্শন॥ ৩০৯॥
শ্রীনিবাস ব্যাকুল এ বাক্য-বজ্রাঘাতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন পৃথিবীতে॥ ৩১০॥
শ্রীনিবাসে দেখি' সবে করে হায় হায়!
কেনে বা কহিনু মোরা এ কথা ইহায়? ৩১১॥
কেহ কহে,—'জিজ্ঞাসিলে কহিতেই হয়।
এবে ঐছে করহ জীবন যৈছে রয়॥' ৩১২॥
শ্রীনিবাসে লইয়া ব্যাকুল সর্বজন।
বিবিধ প্রকারে করাইলেন চেতন॥ ৩১৩॥
শ্রীনিবাস তা' সবার পানে নিরখিয়া।
করে করাঘাত শিরে, উমড়য়ে হিয়া॥ ৩১৪॥
হা হা প্রভু-গদাধর—কহে বার বার।
তেজয়ে নিঃশ্বাস দীর্ঘ, নেত্রে অশ্রুধার॥ ৩১৫॥
ক্ষণে কহে,—অহে প্রভু নির্দয় হইয়া।
এই হেতু মো অজ্ঞেরে দিলা পাঠাইয়া॥ ৩১৬॥
এইরূপ অনেক কহয়ে আর্তনাদে।
শুনিতে সে-সব বাক্য পশুপক্ষী কাঁদে॥ ৩১৭॥

স্বপ্নে শ্রীগৌর-গদাধরের দর্শন ও আদেশ-প্রাপ্তি—

কত রাত্রে নিদ্রায় নিশ্চল কলেবর।
স্বপ্নে দেখা দিয়া প্রবোধিলা গদাধর॥ ৩১৮॥
তথাপিহ শ্রীনিবাস ধৈর্য নাহি বান্ধে।
হা হা প্রভু-গৌর গদাধর বলি' কান্দে॥ ৩১৯॥
ক্ষিপ্তপ্রায় যাজপুর-গ্রাম-সন্নিধানে।
ভ্রমে কত দূরে—কিছু স্মৃতি নাই মনে॥ ৩২০॥
একদিন স্বপ্নে গৌর গদাধর-সনে।
স্নেহে শ্রীনিবাসে স্থির করিলা যতনে॥ ৩২১॥
নবদ্বীপ হইয়া শীঘ্র যাহ বৃন্দাবন।
এত কহি দোঁহে হইলেন অদর্শন॥ ৩২২॥

শ্রীনিবাসের গৌড়দেশ-যাত্রা—

স্বপ্নভঙ্গে শ্রীনিবাস নারে স্থির হৈতে।
গৌড়দেশে যাত্রা কৈল রজনী-প্রভাতে॥ ৩২৩॥
প্রেমাবেশে নিরন্তর ঝরয়ে নয়ান।
যে বারেক দেখে, সে ধরিতে নারে প্রাণ॥ ৩২৪॥
কিবা সে গমন,—একা চলে রাজপথে।
সেই পথে কতজন আইসে গৌড় হৈতে॥ ৩২৫॥
শ্রীনিবাসে দেখিয়াই কেহ কেহ কয়।
শুনিয়াছি—শ্রীনিবাস সেই এই হয়॥ ৩২৬॥
নীলাচল হৈতে ইহা আইসে অল্পদিনে।
গৌড়ের বৃত্তান্ত বুঝি কিছু নাহি জানে॥ ৩২৭॥
ঐছে কত কহি সবে নিকটে আইসে।
শ্রীনিবাস তা' সবারে যতনে জিজ্ঞাসে॥ ৩২৮॥
কোথা হৈতে আইলা, কেনে ক্ষীণ কলেবর।
পুনঃপুনঃ পুছে কিছু না পায় উত্তর॥ ৩২৯॥

পথে শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত-অপ্রকট-বার্তা-শ্রবণে শ্রীনিবাসের অজস্র বিলাপ—

কেহ অধোমুখে কহে করিয়া ক্রন্দন।
নিত্যানন্দাদ্বৈত দোঁহে হৈলা অদর্শন॥ ৩৩০॥
শুনিতেই অঙ্গ আছাড়িয়া ভূমে পড়ে।
নিশ্চয় করিল—প্রাণ না রাখিব ধড়ে॥ ৩৩১॥
কেশ ছিঁড়ি' হস্তাঘাত করয়ে মাথায়।
কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে শুনি' পাষাণ মিলায়॥ ৩৩২॥
কি হৈল, কি হৈল বলি' নখে বক্ষঃ চিরে।
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া কহয়ে বারে বারে॥ ৩৩৩॥
'হা হা গৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত-গদাধর।
হা হা স্বরূপ প্রভু-প্রাণের সোসর॥ ৩৩৪॥
মো হেন অধমে দুঃখ ভুঞ্জাইতে।
অসময়ে জন্মাই রাখিলা পৃথিবীতে॥ ৩৩৫॥
করিব উচিত, প্রাণ যৈছে বাহিরায়।
প্রভাতে জ্বালিয়া অগ্নি প্রবেশিব তায়॥' ৩৩৬॥
ঐছে মহাদুঃখে দহি' রাত্রিশেষ কৈল।
প্রভু-ইচ্ছামতে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল॥ ৩৩৭॥

স্বপ্নে শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতের অপরূপ রূপ-দর্শন ও সান্ত্বনা-লাভ—

স্বপ্নচ্ছলে নিত্যানন্দাদ্বৈত দয়াময়।
শ্রীনিবাস আগে আসি' হইলা উদয়॥ ৩৩৮॥
কনক-অরুণ কিবা নিতাইর তনু।
ঝলমল করে জিনি' প্রভাতের ভানু॥ ৩৩৯॥

পিরীতি অমিয়া-মাখা মধুর লাবণী।
সে নব ভঙ্গীতে কোটি মদন নিছনি ॥ ৩৪০ ॥
বদন-সৌন্দর্য কিবা তাহে মৃদু হাস।
যেন সুনির্মল কোটি-চাঁদের প্রকাশ ॥ ৩৪১ ॥
শিরে সুকুন্তল চারু তিলক কপালে।
শ্রবণে কুণ্ডল গণ্ডতটে ঝলমলে ॥ ৩৪২ ॥
ভুরু-ভৃঙ্গপাঁতি, নেত্রকমল বিশাল।
শুকচঞ্চু নাসা, কুন্দদশন রসাল ॥ ৩৪৩ ॥
পরিসর বক্ষঃ, কি মধুর মহিমা।
আজানুলম্বিত বাহু সুষমার সীমা ॥ ৩৪৪ ॥
ত্রিবলি-বলিত নাভি গভীর মধুর।
ক্ষীণ কটি সিংহের গরব করে দূর ॥ ৩৪৫ ॥
উলট কদলী-জানু জগৎ মোহয়।
চরণে নূপুর-বীণা চলিতে বাজয় ॥ ৩৪৬ ॥
করে চারু লগুড় কনক-মণিময়।
বারেক দেখিতে দ্রবে পাষাণ-হৃদয় ॥ ৩৪৭ ॥
অদ্বৈত-গোসাঞি-শোভা পরম সুন্দর।
কনকপর্বত জিনি' তনু মনোহর ॥ ৩৪৮ ॥
ললাটে তিলক, গলে তুলসীর দাম।
সুদীর্ঘ লোচন দেখি' মুরুছয়ে কাম ॥ ৩৪৯ ॥
চান্দের গরব নাশে হাসিমাখা মুখ।
দশন-ছটায় যেন বরিষয়ে সুখ ॥ ৩৫০ ॥
আজানুলম্বিত বাহু করিশুণ্ড জিনি'।
পরিসর বুক, কিবা ক্ষীণ মাজাখানি ॥ ৩৫১ ॥
উরু নিরুপম, চারু চরণমাধুরী।
দেখিলে মাতায়ে জগতের নরনারী ॥ ৩৫২ ॥
হেন দুই প্রভুরে দেখিয়া শ্রীনিবাস।
ভাসয়ে নয়ন-জলে বাঢ়য়ে উল্লাস ॥ ৩৫৩ ॥
লোটাইয়া পড়িল দোঁহার পদতলে।
দুঁহু পাদপদ্ম সিক্ত কৈল নেত্রজলে ॥ ৩৫৪ ॥
নিতাই অদ্বৈত দোঁহে দেখি' শ্রীনিবাসে।
ভাসাইল প্রেমজলে মনের উল্লাসে ॥ ৩৫৫ ॥
পসারিয়া বাহু অতিবাৎসল্য-হৃদয়।
শ্রীনিবাসে কোলে করি' যত্নে প্রবোধয় ॥ ৩৫৬ ॥

তুমি যে করিলা মনে সে উচিত নহে।
সাধিব অনেক কার্য তোমার এ দেহে ॥ ৩৫৭ ॥
গৌড়ে তোমা দেখিতে উদ্বিগ্ন বহু জন।
তা' সবারে দেখি শীঘ্র যাহ বৃন্দাবন ॥ ৩৫৮ ॥
ঐছে বহু কহি শ্রীনিবাসে স্থির কৈল।
পুনঃ শ্রীনিবাস প্রভু-পদে প্রণমিল ॥ ৩৫৯ ॥
শ্রীনিবাস-মাথে দোঁহে ধরিল চরণ।
পরম বাৎসল্যে কৈল পুনঃ আলিঙ্গন ॥ ৩৬০ ॥
শ্রীনিবাসে বিদায় করিয়া দুইজনে।
দোঁহে অদর্শন হইলেন সেইক্ষণে ॥ ৩৬১ ॥

শ্রীনিবাসের গৌড়ে আগমন ও নবদ্বীপ-দর্শনে যাত্রা—

নিদ্রাভঙ্গে শ্রীনিবাস ব্যাকুল হইল।
রজনী-প্রভাতে তথা হৈতে যাত্রা কৈল ॥ ৩৬২ ॥
কিছুদিনে উৎকলের সীমা ছাড়াইলা।
মধ্যদেশ হৈয়া গৌড়দেশে প্রবেশিলা ॥ ৩৬৩ ॥
খণ্ডে গিয়া প্রভু-প্রিয়গণ-দর্শনেতে।
যে হইল পরস্পর—না পারি বর্ণিতে ॥ ৩৬৪ ॥
শ্রীপ্রভুর স্বপ্নাদেশ করিয়া স্মরণ।
নবদ্বীপ-পথ-পানে করয়ে গমন ॥ ৩৬৫ ॥
লোকমুখে শুনে নদীয়ার সমাচার।
না ধরে ধৈরয, নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ৩৬৬ ॥
নবদ্বীপ যাইতে উদ্বেগ বাঢ়ে মনে।
দুই দিবসের পথ চলে একদিনে ॥ ৩৬৭ ॥
পথেতে যাইতে চিত্তে উপজয়ে যাহা।
একমুখে কেবা বা বর্ণিতে পারে তাহা ? ৩৬৮ ॥
শ্রীশ্রীনিবাসের এই নদীয়া-গমন।
যে করে শ্রবণ, তা'রে মিলে ভক্তিধন ॥ ৩৬৯ ॥
শ্রীনিবাস-আচার্যচরণ চিন্তা করি'।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥ ৩৭০ ॥

ইতি শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য-চরিত-বর্ণনে তন্নীলাচলগমনং পুনর্গৌড়াগমনং নাম তৃতীয়স্তরঙ্গঃ সমাপ্তঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থ তরঙ্গ

কথাসার—এই তরঙ্গে শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর গৌড়-মণ্ডলের নবদ্বীপাদি কতিপয় স্থান-দর্শনানন্তর ব্রজে গমন এবং তথায় শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর নিকট দীক্ষা-গ্রহণাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া শ্রীনিবাস মহাপ্রভুর বিরহে আকুলভাবে ক্রন্দন করিতে থাকেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রিয় শিষ্য বংশীবদন ঠাকুর-কর্তৃক তিনি দেবীর নিকট নীত হইয়া দেখিতে পান, শ্রীগৌরসুন্দরের বিরহে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তণ্ডুলদ্বারা হরিনাম সংখ্যা পূর্ণ করিয়া সেই সংখ্যাত তণ্ডুলের অন্ন মহাপ্রভুকে ভোগ প্রদানানন্তর তাহার কিয়দংশ গ্রহণ করেন। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর স্নেহাশীর্বাদ-লাভের পর শ্রীনিবাস স্বপ্নে শ্রীশচীমাতার কৃপা-প্রাপ্ত হন। নবদ্বীপে শ্রীমুরারি, পণ্ডিত শ্রীবাস, দামোদর, সঞ্জয়, বিজয়, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, দাস গদাধর প্রমুখ গৌর-পার্ষদগণের কৃপালাভ করেন; তাঁহারা সকলেই শ্রীনিবাসকে বৃন্দাবনে যাইতে আদেশ করেন। নবদ্বীপ হইতে তিনি শান্তিপুরে যান। তথা হইতে খড়দহে নিত্যানন্দপ্রভুর আলয়ে যাইয়া পরমেশ্বরী দাস, জাহ্নবাদেবী, বসুধাদেবী ও বীরভদ্র-প্রভুর কৃপালাভ করেন। এই স্থান হইতে শ্রীনিবাস খানাকুলে গমন করেন। তথায় শ্রীঅভিরামঠাকুর তাঁহাকে জয়মঙ্গল-চাবুক-দ্বারা পরীক্ষা করেন। তথা হইতে তিনি শ্রীখণ্ডে আসিয়া নরহরি ও রঘুনন্দন ঠাকুরের সহিত মিলিত হন; সর্বত্রই বৃন্দাবনে যাইবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া জননীর নিকট বিদায় গ্রহণান্তে শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে যাত্রা করেন এবং অগ্রদ্বীপ, কাটোয়া, যৌরেশ্বর প্রভৃতি দর্শন করিয়া 'একচাকা'-গ্রামে হাড়াই ওঝার গৃহে উপস্থিত হন। তথায় স্বপ্নে সপার্ষদ নিত্যানন্দপ্রভুর দর্শন-প্রাপ্ত হন। তৎপরে গয়ায় বিষ্ণুপাদ-পদ্ম-দর্শন এবং কাশী, অযোধ্যা ও প্রয়াগ-দর্শনান্তে ব্রজে উপস্থিত হন; তখন শ্রীরূপগোস্বামী, শ্রীসনাতনগোস্বামী, শ্রীকাশীশ্বর-গোস্বামী ও শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামী প্রকটলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী ও শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর দর্শন পান; স্বপ্নে শ্রীরূপসনাতনের দর্শনও পাইয়াছিলেন। শ্রীনিবাস শ্রীগোপাল ভট্ট-গোস্বামীর নিকট মন্ত্র-গ্রহণান্তর শ্রীজীব গোস্বামিপাদের নিকট অধ্যয়ন করেন। শ্রীজীবপাদ শ্রীনিবাসকে শ্রীশ্রীরাধাদামোদরের চরণে সমর্পণ করেন। শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল দাসগোস্বামী ও শ্রীল কবিরাজগোস্বামীর সহিত শ্রীনিবাসের মিলন হয়। তথায় তিন দিন অবস্থান করিয়া বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করেন। একদিন শ্রীনিবাস শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণির একটি শ্লোকের ভাব ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর প্রীতি বর্ধন করেন। সর্ব বৈষ্ণবের অনুমতি-অনুসারে শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীনিবাসকে 'আচার্য' এবং শ্রীনরোত্তমকে 'ঠাকুর'-পদবী প্রদান করেন। শ্রীনরোত্তম ব্রজে আসিয়া শ্রীনিবাসের সহিত মিলিত হন এবং শ্রীলোকনাথ প্রভুর নিকট দীক্ষা-গ্রহণানন্তর শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভুর নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তম শ্রীজীবগোস্বামিপাদের বাহুযুগলসদৃশ।

সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের জয়—

জয় নবদ্বীপচন্দ্র শচীর নন্দন।
অনাথের নাথ, ভক্তজনের জীবন ॥ ১ ॥
জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর তনয়।
ভুবনপাবন প্রভু অতি দয়াময় ॥ ২ ॥
জয় জয় গদাধর মাধব-নন্দন।
জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভুভক্তগণ ॥ ৩ ॥
জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়।
এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥ ৪ ॥

শ্রীনিবাসের নবদ্বীপ-দর্শন—

নবদ্বীপ-প্রান্তে শ্রীনিবাস ব্যগ্র হঞা।
করয়ে ক্রন্দন নবদ্বীপ-পানে চাঞা ॥ ৫ ॥
বৃক্ষমূলে বসিয়া রহিলা কতক্ষণ।
অনেক যতনে কৈল ধৈর্যাবলম্বন ॥ ৬ ॥

নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের বিলাস আশ্চর্য।
সে সব ভাবিতে পুনঃ হইল অধৈর্য ॥ ৭ ॥
নবদ্বীপ প্রবেশিতে দেখে চমৎকার।
ভক্তগোষ্ঠী-সহ প্রভুর প্রকট-বিহার ॥ ৮ ॥
পরম অদ্ভুত গৌরাঙ্গের গুণ গাই।
নবদ্বীপাঙ্গনা সব করে ধাওয়া ধাই ॥ ৯ ॥
ভুবনমঙ্গল সঙ্কীর্তন ঘরে ঘরে।
আনন্দের নদী বহে নদীয়া-নগরে ॥ ১০ ॥
দেখি' আত্মবিস্মরিত হৈল শ্রীনিবাস।
কে কহিতে পারে যৈছে বাড়িল উল্লাস ॥ ১১ ॥
ঐছে কতক্ষণ দেখি' দেখে তারপর।
দুঃখের সমুদ্রে সবে ভাসে নিরন্তর ॥ ১২ ॥
শ্রীনিবাস বিস্মিত হইয়া আগে যায়।
প্রভুর আলয় কোথা সবারে শুধায় ॥ ১৩ ॥
কেহ কিছু নাহি কয়,—ভাসে নেত্রজলে।
শ্রীনিবাস ব্যাকুল হইয়া পথে চলে ॥ ১৪ ॥

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত-বিরহে বিলাপ—

'হা হা গৌর গদাধর-প্রাণনাথ' বলি'।
করয়ে ফুৎকার ঊর্ধ্বে দুই বাহু তুলি' ॥ ১৫ ॥
হা হা প্রভু নিত্যানন্দাদ্বৈত দয়াময়।
এত কহি হৈলা মহা-অধৈর্য-হৃদয় ॥ ১৬ ॥
পাষাণ বিদরে—ঐছে করয়ে ক্রন্দন।
তথা অকস্মাৎ আইলেন একজন ॥ ১৭ ॥
অপূর্ব বালক দেখি বিস্মিত হইয়া।
প্রভুর বাড়ীর পথ দিল দেখাইয়া ॥ ১৮ ॥
বাড়ীর নিকটে গিয়া চাহি চারি পানে।
কাষ্ঠের পুতলিপ্রায় রহে একস্থানে ॥ ১৯ ॥

শ্রীবংশীবদনের সহিত সাক্ষাৎ—

শ্রীবংশীবদন দেখি বিনা পরিচয়।
মনে বিচারয়ে শ্রীনিবাস এ নিশ্চয় ॥ ২০ ॥
নিকটে আসিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসিল।
শ্রীনিবাস আদ্যোপান্ত সব নিবেদিল ॥ ২১ ॥
শ্রীবংশীবদন ধরি করিলেন কোলে।
শ্রীনিবাসে সিক্ত কৈল নিজ-নেত্র-জলে ॥ ২২ ॥
শ্রীনিবাস ভূমে পড়ি চাহে প্রণমিতে।
শ্রীঠাকুর বংশী না ছাড়য়ে কোল হৈতে ॥ ২৩ ॥
শ্রীঈশ্বরী বিষ্ণুপ্রিয়া-মায়ে জানাইতে।
চলিলেন শ্রীবংশীবদন সাবহিতে ॥ ২৪ ॥

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর স্বপ্ন—

এথা বিষ্ণুপ্রিয়া প্রিয়দাসী প্রতি কয়।
দেখিনু স্বপন, কহি মনে যে আছয় ॥ ২৫ ॥
ভুবনমোহন প্রভু মোর প্রাণপতি।
আইলা আমার আগে, কি মধুর গতি ! ২৬ ॥
কামের গরব-নাশে সে রূপের ছটা।
তাহে কি উপমা ছার বিজুরীর ঘটা ॥ ২৭ ॥
কিবা চারু-চন্দন-চর্চিত সব তনু।
শরদের চাঁদ-বাটি লেপিয়াছে যনু ॥ ২৮ ॥
ভূষণে ভূষিত সে বসন পরিধানে।
লোভায় যুবতিলাজ, ভয় নাহি মনে ॥ ২৯ ॥
আহা মরি ! চাঁচর চিকণ চারু চুলে।
কিবা সে সৌরভ, তায় কেবা নাই ভুলে ॥ ৩০ ॥
দুটি আঁখি দীঘল কমলদল জিনি।
না ধরে ধৈরয কেহ দেখি সে চাহনি ॥ ৩১ ॥
আজানুলম্বিত বাহু, ভঙ্গী মনোহর।
জগৎ মাতায় কিবা বক্ষঃ পরিসর ॥ ৩২ ॥
সে চাঁদবদনে অতি মন্দমন্দ হাসি।
না জানি কি অমিয়া বরিষে রাশি রাশি ! ৩৩ ॥
কত না আদরে মোরে বসায়ে আসনে।
ধীরে ধীরে কহে মোরে মধুর বচনে ॥ ৩৪ ॥
শ্রীনিবাস-নামে এক ব্রাহ্মণকুমার।
পাইল যতেক দুঃখ—লেখা নাহি তা'র ॥ ৩৫ ॥
অদ্য আসিবেন তিঁহ তোমার দর্শনে।
আপনা জানিয়া কৃপা করিবা তাহানে ॥ ৩৬ ॥
ঐছে কত কহি কি আনন্দ প্রকাশিয়া।
হৈল অদর্শন, দুঃখে বাসনু জাগিয়া ॥ ৩৭ ॥
বুঝিনু সে মোর প্রাণনাথ-প্রিয় অতি।
মনে হেন হয়—তাঁ'র হ'বে শীঘ্র গতি ॥ ৩৮ ॥

বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর সমীপে শ্রীনিবাস—

হেনকালে শ্রীবংশীবদন জানাইলা।
নীলাচল হৈতে শ্রীনিবাস এথা আইলা ॥ ৩৯ ॥
শুনি ঈশ্বরীর ইচ্ছা হইল দেখিতে।
শ্রীনিবাস গেলেন শ্রীঈশ্বরী সাক্ষাতে ॥ ৪০ ॥
প্রেমধারা নেত্রেতে বহয়ে নিরন্তর।
ধরণী-লোটাঞা কৈল প্রণতি বিস্তর ॥ ৪১ ॥
শ্রীনিবাস প্রণময়ে শুনিয়া ঈশ্বরী।
দাঁড়াইল সঙ্গোপনে গৌরাঙ্গ স্মঙরি ॥ ৪২ ॥
প্রভুর বিচ্ছেদ-দাবানলে জলে হিয়া।
তথাপি উল্লাস শ্রীনিবাসে নিরখিয়া ॥ ৪৩ ॥
বাৎসল্যানুগ্রহে কহি' মধুর বচন।
শ্রীনিবাস-মস্তকে দিলেন শ্রীচরণ ॥ ৪৪ ॥
মহাপ্রসাদ ভুঞ্জাইতে আজ্ঞা দিয়া।
হইলেন স্তব্ধ, নেত্রজলে ভাসে হিয়া ॥ ৪৫ ॥
শ্রীনিবাসে দিল কেহ প্রসাদ বিরলে।
পাইল প্রসাদ, সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে ॥ ৪৬ ॥

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কঠোর বৈরাগ্য—

প্রতিদিন শ্রীনিবাস করয়ে দর্শন।
ঈশ্বরীর ক্রিয়া—যৈছে না হয় বর্ণন ॥ ৪৭ ॥
প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা ত্যজিল নেত্রেতে।
কদাচিৎ নিদ্রা হৈল শয়ন-ভূমিতে ॥ ৪৮ ॥
কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন।
কৃষ্ণচতুর্দশীর শশীর প্রায় ক্ষীণ ॥ ৪৯ ॥
হরিনাম-সংখ্যা পূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি' প্রভুরে অর্পয় ॥ ৫০ ॥
তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র করয়ে ভক্ষণ।
কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন ॥ ৫১ ॥

শ্রীনিবাসের প্রতি কৃপা—

শ্রীনিবাসে সন্দর্শন দিয়া দিনে দিনে।
যে দশা হইল, তা' বর্ণিবে কোন্ জনে ॥ ৫২ ॥
তখনই সে অনুভব কৈল সর্বজন।
শ্রীনিবাসে কৃপা-হেতু এ দেহ-ধারণ ॥ ৫৩ ॥
শ্রীনিবাস-ভাগ্য প্রশংসয়ে সর্বজন।
শ্রীনিবাস-সম নাই কৃপার ভাজন ॥ ৫৪ ॥
স্বপ্নচ্ছলে শচীমাতা শ্রীনিবাস-প্রতি।
যে কৃপা করিল, তা বর্ণিতে কি শকতি ? ৫৫ ॥

নবদ্বীপবাসী ভক্তগণের কৃপা—

নবদ্বীপ-গ্রামে হৈল এ বাক্য-প্রকাশ।
আইলেন গৌর প্রেমপাত্র শ্রীনিবাস ॥ ৫৬ ॥
শ্রীমুরারি, শ্রীবাসপণ্ডিত, দামোদর।
সঞ্জয়, বিজয়, ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর ॥ ৫৭ ॥
দাস গদাধর আদি প্রভু-প্রিয়গণ।
শ্রীনিবাসে অনুগ্রহ কৈল সর্বজন ॥ ৫৮ ॥
যদ্যপি প্রভু-বিচ্ছেদে সবে মৃতপ্রায়।
তথাপিহ পাইলা সুখ প্রভুর ইচ্ছায় ॥ ৫৯ ॥
শ্রীনিবাসে অনুগ্রহ করিবার তরে।
এ হেতু প্রকট রাখিলেন পরিকরে ॥ ৬০ ॥
শ্রীবাসগৃহিণী আদি পতিব্রতাগণ।
শ্রীনিবাসে যে বাৎসল্য না যায় লিখন ॥ ৬১ ॥
শ্রীনিবাসে রাখি সবে কিছুদিন পরে।
আজ্ঞা দিল শীঘ্র বৃন্দাবন যাইবারে ॥ ৬২ ॥

শ্রীনিবাসের শান্তিপুরে গমন—

সর্বত্র বিদায় হৈয়া ব্যাকুল-হৃদয়ে।
শান্তিপুর চলে প্রভু অদ্বৈত-আলয়ে ॥ ৬৩ ॥
শান্তিপুর প্রবেশিতে মহাদুঃখী হৈলা।
প্রভু শ্রীঅদ্বৈত দেখা দিয়া প্রবোধিলা ॥ ৬৪ ॥
শ্রীনিবাস স্থির নহে মনে মনে গণি।
কি আশ্চর্য দেখিনু, এ ভ্রম অনুমানি ॥ ৬৫ ॥
ঐছে বিচারিতে পুনঃ হইল আদেশ।
ঘুচিল মনের ভ্রম উল্লাস-বিশেষ ॥ ৬৬ ॥
ভাসয়ে নেত্রের জলে সে-রূপ ভাবিয়া।
প্রভুর মন্দিরে শীঘ্র উত্তরিলা গিয়া ॥ ৬৭ ॥
শ্রীনিবাস-গমন শুনিয়া সর্বজন।
দেখিতে সবার হইল উৎকণ্ঠিত মন ॥ ৬৮ ॥
প্রভুর বিয়োগে সবে ব্যাকুল অন্তর।
হইয়াছে সবার দুর্বল কলেবর ॥ ৬৯ ॥

শ্রীসীতাদেবীর আশীর্বাদ—

প্রাণমাত্র আছে সীতা মাতার শরীরে।
শ্রীনিবাসে বোলাইয়া লৈল অন্তঃপুরে ॥ ৭০ ॥
শ্রীনিবাস কৈল গিয়া চরণ বন্দন।
অনুগ্রহ করি' মাথে দিলা শ্রীচরণ ॥ ৭১ ॥
দুই নেত্রে অশ্রুধারা নিরন্তর বহে।
গদ্গদবাক্যে কিছু শ্রীনিবাসে কহে ॥ ৭২ ॥
অহে বাপু শ্রীনিবাস! আছি পথ চাহিয়া।
ভাল কৈলে আইলা, সুখ পাইনু দেখিয়া ॥ ৭৩ ॥
চিরজীবী হইয়া থাকহ পৃথিবীতে।
জীবের মঙ্গল হবে তোমার দ্বারাতে ॥ ৭৪ ॥
এ হেন দুর্লভ প্রেমভক্তি বিলাইবা।
ভক্তের সর্বস্ব ভক্তিশাস্ত্র প্রচারিবা ॥ ৭৫ ॥
কেহ কেহ তোমারে মিলিবে কতদিনে।
এ সকল দুঃখে স্থির হবে তাহা সনে ॥ ৭৬ ॥
হইবেক তোমার অনেক অনুচর।
সঙ্কীর্তন-সুখেতে ভাসিবা নিরন্তর ॥ ৭৭ ॥
শীঘ্র করি যাইতে হইবে বৃন্দাবন।
তথা শিষ্য হবে, হবে বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ৭৮ ॥
কত কহি মদনগোপালে সমর্পিল।
নিজ-পুত্র-ভৃত্যগণে সবে মিলাইল ॥ ৭৯ ॥
শ্রীনিবাসে যে বাৎসল্য নারি বর্ণিবার।
বিদায় করিলা কহি অনেক প্রকার ॥ ৮০ ॥

শ্রীনিবাসের খড়দহে গমন—

সবারে বন্দিয়া শ্রীনিবাস মহাশয়।
খড়দহ গেলা প্রভু-নিত্যানন্দালয় ॥ ৮১ ॥
শ্রীনিবাসে দেখি শ্রীপরমেশ্বরী দাস।
মহাদুঃখী তথাপিহ পাইল উল্লাস ॥ ৮২ ॥
মনে দঢ়াইল—এই শ্রীনিবাস হয়।
নিকটে আসিয়া পাইলেন পরিচয় ॥ ৮৩ ॥
খড়দহ-গ্রামেতে ব্যাপিল এই কথা।
আইলেন চাখন্দির শ্রীনিবাস এথা ॥ ৮৪ ॥
শ্রীনিবাসে দেখিতে উদ্বিগ্ন সর্বজন।
যথা শ্রীনিবাস তথা করিল গমন ॥ ৮৫ ॥
এথা পরমেশ্বরীদাস শ্রীনিবাসে।
লইয়া গেলেন শীঘ্র প্রভুর আবাসে ॥ ৮৬ ॥
শ্রীনিবাস ভাসয়ে সদাই নেত্রজলে।
প্রণমি' পড়িলা ঈশ্বরীর পদতলে ॥ ৮৭ ॥

শ্রীবসু-জাহ্নবা-বীরভদ্রাদির কৃপা-লাভ—

শ্রীবসুজাহ্নবী বীরভদ্রের সহিত।
শ্রীনিবাসে দেখিয়া পাইলা মহাপ্রীত ॥ ৮৮ ॥
যদ্যপি দারুণ দুঃখ সহনে না যায়।
তথাপি জন্মিল সুখ সবার হিয়ায় ॥ ৮৯ ॥
দিন চারি পাঁচ রহিলেন সেইখানে।
শ্রীনিবাসে ছাড়িতে না পারে কোন জনে ॥ ৯০ ॥
সূর্যদাস, গৌরীদাস, পণ্ডিত মহেশ।
তথা বহু ভক্ত কৃপা করিল অশেষ ॥ ৯১ ॥
শ্রীজাহ্নবী, প্রভু আদি ব্যাকুল অন্তরে।
আজ্ঞা করিলেন বৃন্দাবন যাইবারে ॥ ৯২ ॥
শ্রীবসু-জাহ্নবী পুনঃ স্নেহাবেশে কয়।
শীঘ্র যাবে অভিরাম-গোপাল-আলয় ॥ ৯৩ ॥
শ্রীনিবাস প্রণমিয়া হইলা বিদায়।
নিরন্তর ভাসে দুই নেত্রের ধারায় ॥ ৯৪ ॥
নিত্যানন্দ-গুণে মহাব্যাকুল হইলা।
তাঁ'র ইচ্ছামতে নানা রহস্য দেখিলা ॥ ৯৫ ॥

শ্রীনিবাসের খানাকুলে গমন—

শ্রীনিবাস সে আনন্দসমুদ্রে ভাসিল।
অভিরাম-নিকটে যাইতে যাত্রা কৈল ॥ ৯৬ ॥
অতি অনুরাগে পথে করয়ে গমন।
'বীরলোক' যাইতে সঙ্গী হৈল একজন ॥ ৯৭ ॥
প্রাচীন ব্রাহ্মণ, খানাকুলে তাঁ'র ঘর।
শ্রীনিবাসে জিজ্ঞাসয়ে প্রসন্ন অন্তর ॥ ৯৮ ॥
'কি নাম তোমার বাপু! যাইবা কোথায়?'
শ্রীনিবাস নিবেদিল প্রণমিয়া তায় ॥ ৯৯ ॥
শুনি' বিপ্র কহয়ে বিহ্বল হৈয়া প্রেমে।
শুনিনু তোমার কথা খড়দহ-গ্রামে ॥ ১০০ ॥
আইস বাপু শ্রীনিবাস! তোমা করি কোলে।
এত কহি' কোলে লৈয়া ভাসে নেত্রজলে ॥ ১০১ ॥

ঠাকুর অভিরামের চরিত্র—

শ্রীঠাকুর অভিরাম গুণের আলয়।
তোমারে করিবে অনুগ্রহ অতিশয় ॥ ১০২ ॥
অভিরাম গোস্বামীর প্রতাপ প্রচণ্ড।
যাঁ'রে দেখি' কাঁপে সদা দুর্জয় পাষণ্ড ॥ ১০৩ ॥
নিত্যানন্দ-আবেশে উন্মত্ত নিরন্তর।
জগতে বিদিত যাঁ'র কৃপা মনোহর ॥ ১০৪ ॥
অহে শ্রীনিবাস! কত কহিব তোমারে?
জীব উদ্ধারিতে অবতীর্ণ বিপ্রঘরে ॥ ১০৫ ॥
সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত পরম মনোরম।
নৃত্য-গীত-বাদ্যে বিশারদ নিরুপম ॥ ১০৬ ॥
প্রভু নিত্যানন্দ-বলরামের ইচ্ছাতে।
করিল বিবাহ বিজ্ঞ বিপ্রের গৃহেতে ॥ ১০৭ ॥
শ্রীঅভিরামের পত্নী-নাম শ্রীমালিনী।
তাঁহার প্রভাব যত কহিতে না জানি ॥ ১০৮ ॥
অহে শ্রীনিবাস! শ্রীঠাকুর অভিরাম।
কৃষ্ণলীলাকালে এঁহ প্রসিদ্ধ শ্রীদাম ॥ ১০৯ ॥
এবে সেই পূর্বক্রিয়াদ্বারে ব্যক্ত হৈলা।
কোন ভৃত্যে শ্রীদামরূপেতে দেখা দিলা ॥ ১১০ ॥
শ্রীঠাকুর অভিরাম প্রেমমূর্তিময়।
সর্বলোকে পূজ্য, যশঃ কেবা না ঘুষয়? ১১১ ॥

তথাহি তচ্ছাখা-শ্রীবেদগর্ভাচার্যকৃতপদ্যে—

শ্রীদামাখ্যং পুরা প্রেমমূর্তিং বিপ্রশিরোমণিম্।
শ্রীমালিনীপতিং পূজ্যমভিরামমহং ভজে ॥ ১১২ ॥

অন্বয়। পুরা (শ্রীকৃষ্ণলীলায়াং) শ্রীদামাখ্যং (শ্রীদাম-নামকং ব্রজগোপালম্ অধুনা শ্রীগৌরলীলায়াং) বিপ্রশিরোমণিং (দৈক্ষ-সাবিত্র্য-ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠং) শ্রীমালিনীপতিং (শ্রীমালিনীপত্নীকং) প্রেমমূর্তিং (প্রেমময়বিগ্রহং) পূজ্যং শ্রীঅভিরামম্ অহং ভজে ॥ ১১২ ॥

অনুবাদ। শ্রীঅভিরামঠাকুরের শিষ্য-শাখা শ্রীবেদগর্ভ আচার্যের রচিত পদ্যে আছে—

পূর্বে শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীদাম-নামক ব্রজগোপাল, এখন শ্রীগৌরলীলায় ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ শ্রীমালিনীদেবীর পতি, প্রেম-ময়মূর্তি পূজনীয় শ্রীঅভিরামঠাকুরকে বন্দনা করি ॥১১২॥

ঠাকুর অভিরামের গোপীনাথ-সেবা—

অহে শ্রীনিবাস! কি অপূর্ব তাঁ'র রীত।
শ্রীবিগ্রহসেবা লাগি' হৈলা উৎকণ্ঠিত ॥ ১১৩ ॥
গোপীনাথ স্বপ্নচ্ছলে সাক্ষাৎ হইলা।
'এথা মোর স্থিতি'—কহি' স্থান দেখাইলা ॥ ১১৪ ॥
সেই স্থান খনন করিয়া অভিরাম।
পাইলেন গোপীনাথ-মূর্তি অনুপাম ॥ ১১৫ ॥
সর্বত্র হইল ধ্বনি, ধায় সর্বলোক।
করিতেই দর্শন পাসরে দুঃখ-শোক ॥ ১১৬ ॥
গোপীনাথ-প্রকট কুণ্ডের দিব্যজল।
স্নান পানে হৈলা সবে আনন্দে বিহ্বল ॥ ১১৭ ॥
'রামকুণ্ড' বলি' খ্যাতি হইল তাহার।
লোক গতায়াত যত সীমা নাই তা'র ॥ ১১৮ ॥
মালিনী শ্রীঅভিরাম নিজগণ লৈয়া।
শ্রীগোপীনাথের সেবা করে হর্ষ হৈয়া ॥ ১১৯ ॥
মধ্যে মধ্যে প্রভু নিত্যানন্দ গণ-সনে।
আইসেন প্রিয় অভিরামের ভবনে ॥ ১২০ ॥

শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের বংশীবাদন-লীলা—

একদিন প্রেমানন্দে মত্ত অভিরাম।
করয়ে নর্তন, সে ভঙ্গিমা অনুপাম ॥ ১২১ ॥
সখ্যরসাবেশে বংশী বাজাইতে চায়।
ইতি-উতি ফিরে, নিজ-বংশী নাহি পায় ॥ ১২২ ॥
শতাধিক লোকে যা'রে নারে চালাইতে।
হেন কাষ্ঠে বংশী করি' ধরিলেন হাতে ॥ ১২৩ ॥
তাহা দেখি' সবে মহা বিস্মিত হইলা।
মধ্যে মধ্যে ঐছে তাঁ'র অলৌকিক-লীলা ॥ ১২৪ ॥
এবে নিত্যানন্দ-বলরাম-অদর্শনে।
সদা দীর্ঘশ্বাস, কথা নাহি কা'র সনে ॥ ১২৫ ॥
সে অতি দুর্গম চেষ্টা বুঝে ভাগ্যবান্।
দেখিবা সাক্ষাতে বাপু হ'বা সাবধান ॥ ১২৬ ॥
এত কহি' বিপ্র অতি স্নেহযুক্ত হৈয়া।
শ্রীঅভিরামের বাড়ী দিল দেখাইয়া ॥ ১২৭ ॥
শ্রীনিবাস করি' বিপ্র-চরণ-বন্দন।
করিলেন নিত্যানন্দচন্দ্রের স্মরণ ॥ ১২৮ ॥

খানাকুলে অভিরাম-গৃহে শ্রীনিবাস—

ঈশ্বরীর আজ্ঞাবল হৃদয়ে ধরিয়া।
শ্রীঅভিরামের গৃহে উত্তরিলা গিয়া॥ ১২৯॥
প্রণতি করিয়া বহির্দ্বারেতে রহিল।
বীরলোকে শ্রীনিবাস গমন দেখিল॥ ১৩০॥
অভিরাম ঠাকুর শ্রীপ্রভুর বিরহে।
সদা প্রেমাবেশে কা'রে কিছুই না কহে॥ ১৩১॥

ঠাকুর অভিরামের পরীক্ষা ও কৃপা—

শ্রীনিবাস আইলা জানি' হাসে মন্দ মন্দ।
'পরীক্ষা করিব'—মনে কৈল অনুবন্ধ॥ ১৩২॥
দশকড়া কড়ি দিল নির্বাহ করিতে।
ইহ যথাযোগ্য দ্রব্য কিনিল তাহাতে॥ ১৩৩॥
তথা দারুকেশ্বর-নদীর তীরে গেলা।
রন্ধন করিয়া কৃষ্ণে ভোগ সমর্পিলা॥ ১৩৪॥
হেনকালে ঠাকুর পাঠাইল চারিজন।
তাঁ'রে দেখি' শ্রীনিবাস উল্লসিত মন॥ ১৩৫॥
প্রণমিয়া চারি জনে তাহা ভুঞ্জাইলা।
আপনিও সেই মহাপ্রসাদ পাইলা॥ ১৩৬॥
শ্রীনিবাস-চরিত্রে সবার হর্ষ হিয়া।
ঠাকুরে কহয়ে—আইলাম তৃপ্ত হৈয়া॥ ১৩৭॥
এ সব পরীক্ষা অন্যে শিক্ষা করাইতে।
শ্রীনিবাসে আনাইলা আপন সাক্ষাতে॥ ১৩৮॥
শ্রীজয়মঙ্গল-নামে চাবুক তাঁহার।
শ্রীনিবাস-অঙ্গে স্পর্শাইলা তিনবার॥ ১৩৯॥
মনের উল্লাসে সে চাবুক স্পর্শাইয়া।
খল খল হাসে শ্রীনিবাসে কিছু কৈয়া॥ ১৪০॥
প্রেমাবেশে পুনঃ সে চাবুক স্পর্শাইতে।
শ্রীমালিনীদেবী আসি' ধরিলেন হাতে॥ ১৪১॥
মালিনী কহয়ে,—"ধৈর্য ধরহ গোসাঞি।
কৈলা অনুগ্রহ যে, তাহার সীমা নাই॥ ১৪২॥
শ্রীনিবাস বালক নারিবে স্থির হৈতে।
প্রেমে মত্ত হইলে কার্য সাধিবে কি মতে?" ১৪৩॥
ঐছে পরস্পর কহি' প্রসন্ন হিয়ায়।
দোঁহে হস্ত ধরে শ্রীনিবাসের মাথায়॥ ১৪৪॥
শ্রীনিবাস পড়িলা দোঁহার পদতলে।
দোঁহে তোলাইয়া সিক্ত কৈল নেত্রজলে॥ ১৪৫॥
দোঁহে যত স্নেহ কৈলা শ্রীনিবাস-প্রতি।
সে সকল কহিতে কি আমার শকতি?১৪৬॥
সমর্পিয়া রাধা-গোপীনাথের চরণে।
দোঁহে আজ্ঞা দিলেন যাইতে বৃন্দাবনে॥ ১৪৭॥
কৃষ্ণনগর-খানাকুলবাসী যত।
শ্রীনিবাসে দেখি' স্নেহ বাড়ে অবিরত॥ ১৪৮॥

শ্রীনিবাসের শ্রীখণ্ডে পুনরাগমন—

সর্ব বৈষ্ণবের স্থানে হইয়া বিদায়।
শ্রীখণ্ডে আইলা পুনঃ ব্যাকুল হিয়ায়॥ ১৪৯॥
শ্রীঠাকুর নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীনিবাসে দেখি' কৈল গাঢ় আলিঙ্গন॥ ১৫০॥
পুছিলেন সকল বৃত্তান্ত ধীরে ধীরে।
নিবেদিল শ্রীনিবাস ভাসি' নেত্রনীরে॥ ১৫১॥
ঠাকুর শ্রীনরহরি, শ্রীরঘুনন্দন।
অনুমতি দিলেন যাইতে বৃন্দাবন॥ ১৫২॥
শ্রীনিবাসে ঠাকুর লইয়া পুনঃ কোলে।
ছাড়িতে না পারয়ে, ভাসয়ে নেত্রজলে॥ ১৫৩॥
পথের সন্ধান সব দিলেন কহিয়া।
বিদায়-কালেতে বিদীর্ণ হৈল হিয়া॥ ১৫৪॥
শ্রীঠাকুর নরহরি, শ্রীরঘুনন্দনে।
দোঁহে প্রণমিয়া যাত্রা কৈল শুভক্ষণে॥ ১৫৫॥

যাজিগ্রাম হইতে বৃন্দাবন-যাত্রা—

যৈছে পথে চলে, তাহা না হয় বর্ণন।
যাজিগ্রামে গিয়া কৈল মাতার দর্শন॥ ১৫৬॥
সকল বৃত্তান্ত নিবেদিয়া তাঁ'র আগে।
শীঘ্র বৃন্দাবন যাইবারে আজ্ঞা মাগে॥ ১৫৭॥
শুনিয়া মাতার চিত্ত ব্যাকুল হইল।
শ্রীনিবাসে নিষেধ করিতে না পারিল॥ ১৫৮॥
দিন পাঁচ সাত পুত্রে যত্নেতে রাখিলা।
শ্রীনিবাস আশ্বাসিয়া বিদায় হইলা॥ ১৫৯॥
পুনঃ-পুনঃ প্রণমিয়া মায়ের চরণে।
চলিলেন মিলি' গ্রামবাসী সর্বজনে॥ ১৬০॥

অগ্রহায়ণ-শুক্ল-দ্বিতীয়ায় গৃহ হৈতে।
রহিলেন কত দূরে কা'র চেষ্টামতে॥ ১৬১॥

পথে কণ্টকনগর, মৌড়েশ্বর, কুণ্ডলীদমন ও একচক্রাদি স্থানে

অগ্রদ্বীপ আদি গ্রামে ভক্ত ঘরে ঘরে।
বিদায় হইয়া আইলা কণ্টকনগরে॥ ১৬২॥
মহাপ্রভু কৈল যথা সন্ন্যাসগ্রহণ।
তথা প্রেমাবেশে কৈল অনেক ক্রন্দন॥ ১৬৩॥
তথা হৈতে ত্বরায় যাইয়া মৌড়েশ্বর।
শিবের দর্শনে হৈল প্রসন্ন অন্তর॥ ১৬৪॥
তথা জনগণ শ্রীনিবাসে নিবেদিলা।
যৈছে সর্পভয়, প্রভু পরিত্রাণ কৈলা॥ ১৬৫॥
কুণ্ডলীদমন স্থান দেখি' শ্রীনিবাস।
প্রভু নিত্যানন্দ বলি' ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস॥ ১৬৬॥
সর্ব্বচিত্ত আকর্ষি' শ্রীনিবাস বিজবর।
একচক্রা গেলা যথা হাড়ো ওঝা-ঘর॥ ১৬৭॥
তথা প্রবেশিতে শ্বেতদ্বীপ হইল জ্ঞান।
নেত্র ভরি' দেখে নিত্যানন্দ জন্মস্থান॥ ১৬৮॥
নিত্যানন্দপ্রভু যথা কৈল রাসলীলা।
সে সকল স্থান দেখি' ব্যাকুল হইলা॥ ১৬৯॥
ঊর্দ্ধবাহু করি' নিত্যানন্দ-গুণ গায়।
নিরন্তর ভাসে দুই নেত্রের ধারায়॥ ১৭০॥
ধূলায় ধূসর অঙ্গ ভূমিতে লোটায়।
প্রভু-ইচ্ছা-মতে নিদ্রা করিল সহায়॥ ১৭১॥

শ্রীনিবাসের স্বপ্নে গণসহ শ্রীনিত্যানন্দের দর্শন

স্বপ্নচ্ছলে সাক্ষাৎ দেখয়ে মহারঙ্গ।
বিহরয়ে নিত্যানন্দ সঙ্গিগণ-সঙ্গ॥ ১৭২॥
প্রভুগণ-সহ শোভা করিয়া দর্শন।
বাঢ়িল আনন্দ, জুড়াইল নেত্রমন॥ ১৭৩॥
নিদ্রাভঙ্গ হইলে দুঃখ হইল অশেষ।
প্রভু কৈল বৃন্দাবন-গমনে আদেশ॥ ১৭৪॥
শ্রীনিবাস একচক্রা গ্রামে নমস্করি'।
চলিলেন নিত্যানন্দচরণ সঙরি'॥ ১৭৫॥

যে যে গ্রাম দিয়া শ্রীনিবাস চলি' যায়।
সে সকল গ্রামবাসী দেখিবারে ধায়॥ ১৭৬॥
নানা যত্ন করে সবে কিছু ভুঞ্জাইতে।
শ্রীনিবাস করেন সবার সুখ যা'তে॥ ১৭৭॥

গয়া, কাশী, অযোধ্যা, প্রয়াগ ও মথুরায় শ্রীনিবাস

কতদিনে গয়াক্ষেত্রে উত্তরিল গিয়া।
বিষ্ণুপাদপদ্ম দেখে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥ ১৭৮॥
তথা মহাপ্রভু-পুরীশ্বরের মিলন।
সে সব সঙরি' নেত্রে ধারা অনুক্ষণ॥ ১৭৯॥
কিবা স্ত্রী পুরুষ—যেবা দেখে শ্রীনিবাসে।
সে হয় অধৈর্য্য, সদা নেত্রজলে ভাসে॥ ১৮০॥
কিবা মধ্য-যৌবন পরমানন্দময়।
দেখিলে বারেক সঙ্গ ছাড়িতে নারয়॥ ১৮১॥
এইরূপ সর্ব্বচিত্ত করি' আকর্ষণ।
কাশী গিয়া দেখে চন্দ্রশেখরভবন॥ ১৮২॥
তথা চন্দ্রশেখরের শিষ্য-মহাশয়।
শ্রীনিবাসে দেখি' হৈল আনন্দহৃদয়॥ ১৮৩॥
পরিচয় পাইয়া প্রেমে অধৈর্য্য হইলা।
শ্রীনিবাসে কোলে করি' কান্দিতে লাগিলা॥ ১৮৪॥
প্রভুর যেখানে স্থিতি, তাহা দেখাইয়া।
দুই চারি দিবস রাখিল যত্ন পাঞা॥ ১৮৫॥
কাশীতে যে ছিলা প্রভু অনুগত জন।
তাঁ' সবার সহ তথা হইল মিলন॥ ১৮৬॥
বিদায় হইয়া অতি ত্বরায় চলিলা।
অযোধ্যা, প্রয়াগ দেখি' প্রেমাবিষ্ট হৈলা॥ ১৮৭॥
তথা হৈতে ব্রজে চলিলেন শ্রীনিবাস।
উপজয়ে অন্তরে অনেক অভিলাষ॥ ১৮৮॥
রূপ-সনাতন-পাদপদ্ম হৃদে ধরি'।
মথুরা-নগরে প্রবেশিলা তাড়াতাড়ি॥ ১৮৯॥
কংস মারি' বিশ্রাম করিলা কৃষ্ণ যথা।
সেই শ্রীবিশ্রামঘাট, উত্তরিলা তথা॥ ১৯০॥
দুই চারি বিপ্র আইসেন সেই পথে।
শ্রীবৃন্দাবনের কথা কহিতে কহিতে॥ ১৯১॥

কেহ কহে—সহে কি এতেক বিড়ম্বন?
কি সুখ পাইতে আছে এ ছার জীবন? ১৯২ ॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা কিছু বুঝা নাহি যায়।
ক্রমে ক্রমে রত্নশূন্য হইল এথায় ॥ ১৯৩ ॥

মহাপ্রভুর ও তদীয় পার্ষদগণের অপ্রকটবার্ত্তাশ্রবণ

নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বেশ্বর।
হইলেন সকলের নেত্র-অগোচর ॥ ১৯৪ ॥
সে অতি দুঃসহ বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কাশীশ্বর-গোস্বামী হইলা সঙ্গোপন ॥ ১৯৫ ॥
রঘুনাথভট্ট ভাগবত-বক্তা যেঁহ।
প্রভুর বিয়োগে অদর্শন হৈল তিঁহ ॥ ১৯৬ ॥
এই কথোদিনে শ্রীগোসাঞি সনাতন।
মো-সবার নেত্র হৈতে হইলা অদর্শন ॥ ১৯৭ ॥
এবে অপ্রকট হৈলা শ্রীরূপগোসাঞি।
দেখিয়া আইনু—সে দুঃখের সীমা নাঞি ॥ ১৯৮ ॥
শ্রীগোপালভট্ট-রঘুনাথ-আদি যত।
বিচ্ছেদাগ্নি-জ্বালায় জ্বলিছে অবিরত ॥ ১৯৯ ॥
মো-সবার ভাগ্য মন্দ বুঝিনু এখনে।
নহিলে এ সুখে দুঃখ দেখি কি নয়নে? ২০০ ॥
এইরূপ অনেক আক্ষেপ করি' যায়।
শ্রীনিবাস ব্যগ্র হৈয়া জিজ্ঞাসিল তাঁয় ॥ ২০১ ॥
সনাতন-রূপ-অপ্রকট-বিবরণ।
তিঁহ শ্রীনিবাসে কহে করিয়া ক্রন্দন ॥ ২০২ ॥
শুনি' শ্রীনিবাস ভাসিলেন নেত্রজলে।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ভূমিতলে ॥ ২০৩ ॥
হায়! হায়! কি শুনিনু'—বলি' পুনঃ উঠে।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ পুনঃ মহী লুঠে ॥ ২০৪ ॥
পুনঃ কহে—হা হা প্রভু রূপ-সনাতন।
মো-অধম প্রতি কেনে হইলে এমন? ২০৫ ॥
না দেখিনু শ্রীচরণ, না পূরিল আশ।
এত কহি' নখে বক্ষঃ চিরে শ্রীনিবাস ॥ ২০৬ ॥

জনৈক মাথুর ব্রাহ্মণের শ্রীনিবাসকে সান্ত্বনা-দান

দেখিয়া ধরিল হস্ত মাথুর ব্রাহ্মণ।
কৈল বহু যত্ন প্রাণরক্ষার কারণ ॥ ২০৭ ॥
মথুরানিবাসী সবে হইল বিস্মিত।
করিল প্রবোধ বহু, না হৈল সম্মত ॥ ২০৮ ॥
শ্রীনিবাস প্রণমিয়া মাথুর ব্রাহ্মণে।
উলটি চলিল পুনঃ পূর্ব্বদেশ-পানে ॥ ২০৯ ॥
মনে বিচারয়ে—গৌড়ক্ষেত্রে প্রভুগণ।
সবে আজ্ঞা কৈল শীঘ্র যাহ বৃন্দাবন ॥ ২১০ ॥
এই হেতু কৈল আজ্ঞা, তাহা না বুঝিনু।
ভাগ্যহীন তেঁঞি শীঘ্র আসিতে নারিনু ॥ ২১১ ॥
দারুণ বিধাতা কৈল এত বিড়ম্বন।
তথাপিহ পাপদেহে আছয়ে জীবন ॥ ২১২ ॥
ঐছে বিচারিতে দুই নেত্রে ধারা বয়।
নিঃশব্দ হইয়া পুনঃ আর্ত্তনাদে কয় ॥ ২১৩ ॥
অহে সনাতন! রূপ! গুণের সাগর।
রঘুনাথভট্ট, শ্রীপণ্ডিত-কাশীশ্বর ॥ ২১৪ ॥
শুনিলাম তোমরা পরম কৃপাময়।
মো-হেন দুঃখীরে কেনে হইলে নির্দ্দয়? ২১৫ ॥
ঐছে কত কহয়ে ছাড়িতে চাহে প্রাণ।
পড়ে অঙ্গ আছাড়ি, না জানে স্থানাস্থান ॥ ২১৬ ॥
এইরূপ কতদূর যাইতে রাত্রি হৈল।
পথে এক বৃক্ষ দেখি' তথাই রহিল ॥ ২১৭ ॥
করয়ে বিলাপ অতি ব্যাকুল অন্তরে।
সে-সব শুনিতে দারু-পাষাণ বিদরে ॥ ২১৮ ॥
নিকটস্থ গ্রামবাসী সবে তাহা শুনি'।
যেরূপ হইলা তাহা কহিতে না জানি ॥ ২১৯ ॥
শ্রীনিবাস জাগে রাত্রি করিয়া ক্রন্দন।
প্রভু-ইচ্ছামতে হৈল নিদ্রা আকর্ষণ ॥ ২২০ ॥

স্বপ্নে রূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণের দর্শন-লাভ

সনাতন-রূপ-আদি অতি কৃপাবান্।
স্বপ্নচ্ছলে হৈলা শ্রীনিবাসে বিদ্যমান ॥ ২২১ ॥
পরম অপূর্ব্ব শোভা গোস্বামী সবার।
দেখি' শ্রীনিবাস-চিত্তে আনন্দ অপার ॥ ২২২ ॥
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ ভাসে নেত্রজলে।
ভূমে লোটাইয়া পড়িলেন পদতলে ॥ ২২৩ ॥

শ্রীনিবাস-মাথে সবে চরণ অর্পিলা।
আলিঙ্গিয়া বিবিধ প্রকারে প্রবোধিলা ॥ ২২৪ ॥
শ্রীনিবাস-তনু ক্ষীণ দেখি' বারবার।
শ্রীহস্ত বুলান অঙ্গে, নেত্রে অশ্রুধার ॥ ২২৫ ॥
পুনঃ শ্রীগোস্বামী শ্রীনিবাস মুখ চাঞা।
কহয়ে মধুর কথা প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ২২৬ ॥
অহে বাপ শ্রীনিবাস! কহিতে কি হয়।
এবে নহে তোমার এ বিষাদ-সময় ॥ ২২৭ ॥
মো-সহ অভিন্ন শ্রীগোপালভট্ট হন।
তাঁর স্থানে কর গিয়া শ্রীমন্ত্র-গ্রহণ ॥ ২২৮ ॥
করিনু যে গ্রন্থগণ সে সব লইয়া।
অতি অবিলম্বে গৌড়ে প্রচারিবে গিয়া ॥ ২২৯ ॥

তথাহি নবপদ্যে—

স্বপ্নে শ্রীল-সনাতনেন সহ তে শ্রীরূপনামাদয়ঃ
প্রোচুস্তং নহি তে বিষাদসময়ো গোপালভট্টোঽস্তি যৎ।
তস্মান্মন্ত্রবরং গৃহাণ সকলান্ গ্রন্থাংস্তথাস্মৎকৃতান্
গত্বা গৌড়মলং প্রচারয় মতং ত্বং বৈষ্ণবান্ শিক্ষয় ॥২৩০॥

অন্বয়। তে শ্রীরূপনামাদয়ঃ (শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভৃতয়ঃ) শ্রীল-সনাতনেন সহ স্বপ্নে তং (শ্রীনিবাসং) প্রোচুঃ (আদিষ্টবন্তঃ)—তে (তব) বিষাদসময়ঃ দুঃখাবসরঃ) নহি, যৎ (যতঃ) শ্রীগোপালভট্টঃ অস্তি। তস্মাৎ (ভট্টগোস্বামিনঃ সকাশাৎ) মন্ত্রবরং (শ্রেষ্ঠং শ্রীগোপালমন্ত্রং) তথা অস্মৎকৃতান্ (অস্মাভিঃ রচিতান্) সকলান্ গ্রন্থান্ (চ) গৃহাণ, (ততঃ) গৌড়ং (গৌড়দেশং) গত্বা (তত্র) মতং (শ্রীস্বরূপ-রূপানুগসম্মতং শ্রীমহাপ্রভোর্মতং) অলং (প্রাচুর্য্যেণ) প্রচারয়, বৈষ্ণবাংশ্চ শিক্ষয় (সর্ব্বতত্ত্বাচারান্ ইতি শেষঃ) ॥ ২৩০ ॥

অনুবাদ। নবপদ্যে আছে,—শ্রীল সনাতন প্রভু সহ তাঁহারা—শ্রীরূপপ্রমুখ গোস্বামিগণ স্বপ্নে শ্রীনিবাসকে আদেশ করিলেন,—"তোমার এখন বিষাদের সময় নহে, যেহেতু শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রকট-লীলা করিতেছেন। তুমি তাঁহার নিকট হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ গোপালমন্ত্র ও আমাদের রচিত সকল গ্রন্থ লইয়া গৌড়দেশে গমন কর, তথায় শ্রীস্বরূপরূপানুগসম্মত শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত বিশেষভাবে প্রচার কর এবং বৈষ্ণবগণকে শিক্ষা দান কর ॥ ২৩০ ॥

ঐছে বহু কহি' শ্রীনিবাসে কৃপা করি'।
হইলেন অন্তর্দ্ধান গৌরাঙ্গ সোঙরি ॥ ২৩১ ॥
শ্রীনিবাস সে দর্শন-বাক্যামৃত পিয়া।
হইলা বিহ্বল, প্রাতে চলে উলটিয়া ॥ ২৩২ ॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন দুহুঁ এক মেলে।
সেই রাত্রি শ্রীজীবে কহয়ে স্বপ্নচ্ছলে ॥ ২৩৩ ॥

শ্রীরূপ-সনাতনের শ্রীজীব ও শ্রীগোপালভট্টের প্রতি স্বপ্নাদেশ

বৈশাখমাসের এই বিংশতি দিনেতে।
হইবে অপূর্ব সঙ্গ—কহিল পূর্বেতে ॥ ২৩৪ ॥
তিঁহ আজি আসি' প্রবেশিবে বৃন্দাবনে।
পাইবে পরমানন্দ তাঁহার মিলনে ॥ ২৩৫ ॥
শ্রীগোবিন্দদেবের আরতি সন্ধ্যাকালে।
অন্বেষিবে তাঁরে লোক-ভিড় অল্প হৈলে ॥ ২৩৬ ॥
কনক চম্পক-কান্তি, ক্ষীণ কলেবর।
অলপ বয়স, নেত্রে ধারা নিরন্তর ॥ ২৩৭ ॥
গৌড় হৈতে মহাদুঃখে করিল গমন।
এথাই শুনিল মো সবার অদর্শন ॥ ২৩৮ ॥
দেহত্যাগ করিবে নিশ্চয় কৈল চিতে।
দেখা দিয়া তারে প্রবোধিনু নানা মতে ॥ ২৩৯ ॥
কহিতে না আইসে যৈছে ব্যাকুলহৃদয়।
তাঁরে দেখিলেই তাঁ'র পাবে পরিচয় ॥ ২৪০ ॥
শ্রীগোপালভট্ট স্থানে দীক্ষা করাইবা।
অধ্যয়ন হৈলে সব গ্রন্থ সমর্পিবা ॥ ২৪১ ॥
শ্রীগৌড়মণ্ডলে শীঘ্র করা'বে গমন।
তিঁহ বিতরিবে লোকে গ্রন্থরত্নগণ ॥ ২৪২ ॥
আর কি বলিব—শ্রীনিবাসের দ্বারায়।
সাধিবে অনেক কার্য্য প্রভু গৌররায় ॥ ২৪৩ ॥
শ্রীজীবের প্রতি ঐছে অনেক কহিয়া।
শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীরে কহে গিয়া ॥ ২৪৪ ॥
আইল তোমার শ্রীনিবাস গৌড় হৈতে।
পাইল অনেক দুঃখ, না পারি কহিতে ॥ ২৪৫ ॥
তারে শিষ্য করি', তার জুড়াইবে প্রাণ।
ঐছে বহু কহি' হইলেন অন্তর্দ্ধান ॥ ২৪৬ ॥

প্রভাত-সময়ে ঐছে আদেশ পাইয়া।
রূপ-সনাতন বলি' উঠয়ে কান্দিয়া॥ ২৪৭॥
হেনই সময়ে শ্রীজীবের আগমন।
তাঁরে দেখি' কৈল কিছু ধৈর্য্যাবলম্বন॥ ২৪৮॥
প্রণময়ে শ্রীজীব, ভাসয়ে নেত্রজলে।
শ্রীভট্ট গোস্বামী শ্রীজীবেরে লৈল কোলে॥ ২৪৯॥
নয়নের জলে সিক্ত কৈল তাঁর দেহ।
গুমড়য়ে হিয়া, না ধরিতে পারে থেহ॥ ২৫০॥
পরস্পর স্বপ্নাদেশ কহিতে কহিতে।
যে দশা হইল, তাহা নারি বিবরিতে॥ ২৫১॥
কতক্ষণে শ্রীভট্টগোস্বামী স্থির হৈয়া।
শ্রীজীবে করিলা স্থির অনেক কহিয়া॥ ২৫২॥
রাধারমণের সিংহাসন-যাত্রা হন।
এ হেতু হইয়া ব্যস্ত করে আয়োজন॥ ২৫৩॥
শ্রীজীব প্রণমি' পুনঃ ভট্ট-গোস্বামীরে।
চলিলেন শীঘ্র করি' আপন কুটীরে॥ ২৫৪॥
শ্রীনিবাস লাগি' অতি উৎকণ্ঠা বাড়িল।
শ্রীনিবাস-গমন সর্বত্র জানাইল॥ ২৫৫॥
কতক্ষণে আসিবেন—এই মনে হয়।
ক্ষণে ক্ষণে গিয়া পথ পানে নিরীখয়॥ ২৫৬॥

শ্রীনিবাসের শ্রীবৃন্দাবন-শোভা-দর্শন

এথা শ্রীনিবাস অতি উদ্বিগ্ন হইয়া।
নিরীখয়ে শোভা বৃন্দাবনে প্রবেশিয়া॥ ২৫৭॥
নানা পুষ্পপুঞ্জে মঞ্জু ভ্রমর গুঞ্জরে।
স্থানে স্থানে ময়ুর-ময়ুরী নৃত্য করে॥ ২৫৮॥
কোকিলাদি পক্ষী শব্দ করে রসায়ন।
চারিদিকে ফিরে মৃগ-আদি পশুগণ॥ ২৫৯॥
নানা বৃক্ষ-লতায় বেষ্টিত মনোহর।
দেখিতে এসব নেত্রে অশ্রু নিরন্তর॥ ২৬০॥
ব্রজবাসি-বৈষ্ণবের আলয় দেখিলা।
শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দির-পাশে গেলা॥ ২৬১॥
গোবিন্দে দর্শন করিয়া সন্ধ্যাকালে।
আনন্দে উমড়ে হিয়া, ভাসে নেত্রজলে॥ ২৬২॥
প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ভূমে পড়ি' গড়ি যায়।
রহিলেন এক ভিতে প্রভুর ইচ্ছায়॥ ২৬৩॥

শ্রীজীবের শ্রীনিবাস-সহ মিলন ও আনন্দ

মহালোকভিড় সন্ধ্যা-আরতি সময়।
শ্রীনিবাসে শ্রীজীবগোস্বামী অন্বেষয়॥ ২৬৪॥
শ্রীনিবাস এক ভিতে আছেন পড়িয়া।
অকস্মাৎ সেই স্থানে প্রবেশিল গিয়া॥ ২৬৫॥
ভাবের বিকার দেখি' শ্রীজীব-গোসাঞি।
এই শ্রীনিবাস—জানি' রহে সেই ঠাঞি॥ ২৬৬॥
ভাব সম্বরণ হইলেন কতক্ষণে।
ভূমি হৈতে তুলিলেন শ্রীজীব আপনে॥ ২৬৭॥
শ্রীনিবাস নিজ-নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া।
শ্রীজীব গোসাঞি-পদে পড়ে প্রণমিয়া॥ ২৬৮॥
শ্রীজীব ব্যাকুল হৈয়া সুমধুর ভাষে।
দুই বাহু পসারি' ধরিলা শ্রীনিবাসে॥ ২৬৯॥
দৃঢ় আলিঙ্গিয়া বন্ধু বলি' সম্বোধয়।
বিনা জিজ্ঞাসায় পাইলেন পরিচয়॥ ২৭০॥
পরস্পর মিলনেতে যে আনন্দ হৈল।
তাহা বিস্তারিয়া এথা বর্ণিতে নারিল॥ ২৭১॥

শ্রীনিবাসের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-পণ্ডিতের স্নেহ

শ্রীকৃষ্ণ-পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য-পরিকর।
শ্রীনিবাস দেখি' তাঁ'র আনন্দ অন্তর॥ ২৭২॥
একমুখে তাঁর গুণ কহন না হয়।
তিঁহ গোবিন্দের অধিকারী সে সময়॥ ২৭৩॥
শ্রীনিবাসে শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জাইঞা।
প্রসাদী তাম্বূল-মালা দিল যত্ন পাঞা॥ ২৭৪॥
কে বর্ণিতে পারে তিঁহ যত স্নেহ কৈল।
শ্রীনিবাস-গমন সর্বত্র ব্যক্ত হৈল॥ ২৭৫॥
শ্রীজীব-গোস্বামী প্রিয় শ্রীনিবাসে লৈয়া।
নিজ বাসস্থানে গেলা মহাহৃষ্ট হৈয়া॥ ২৭৬॥
এথা রাধাদামোদর করিলা শয়ন।
এই হেতু রাত্রিযোগে নহিল দর্শন॥ ২৭৭॥

শ্রীনিবাসের শ্রীরাধা-দামোদর-দর্শন

শ্রীজীব নিভৃতে বাস দিল শ্রীনিবাসে।
শ্রীনিবাস রহে তথা মনের উল্লাসে॥ ২৭৮॥
বৈশাখী পূর্ণিমা-নিশিশোভা চমৎকার।
প্রফুল্লিত নানা পুষ্প,সৌগন্ধ্য বিস্তার॥ ২৭৯॥
নানা বৃক্ষলতার মাধুর্য্য নিরীখয়।
নেত্রে নিদ্রা নাহি,—হৈল প্রভাত সময়॥ ২৮০॥
প্রাতে প্রাতঃক্রিয়া সারি' স্নানাদি করিয়া।
শ্রীজীবগোস্বামি-পদে প্রণমিল গিয়া॥ ২৮১॥
শ্রীজীবগোস্বামী বন্ধুপ্রায় আচরিলা।
রাধাদামোদরের দর্শন করাইলা॥ ২৮২॥
শ্রীনিবাস-হৃদয়েতে আনন্দ উথলে।
পুনঃ পুনঃ প্রণময়ে পড়ি' ভূমিতলে॥ ২৮৩॥
অতি খর্ব্ব অপূর্ব্ব বিগ্রহ মনোহর।
নিরখিতে নেত্রে ধার বহে নিরন্তর॥ ২৮৪॥
নেত্র ভরি' দর্শন করিলা কতক্ষণ।
রাধাদামোদর শ্রীজীবের প্রাণধন॥ ২৮৫॥
স্বপ্নাদেশে শ্রীরূপ শ্রীরাধা-দামোদরে।
স্বহস্তে নির্ম্মাণ করি' দিল শ্রীজীবেরে॥ ২৮৬॥
শ্রীজীবের চরিত বর্ণিতে নাহি পার।
শ্রীরূপের পাদপদ্ম সর্ব্বস্ব যাঁহার॥ ২৮৭॥
এ সব প্রসঙ্গ নানা ভাষা সংস্কৃতে।
বর্ণিলেন পূর্ব্ব কবি বিখ্যাত জগতে॥ ২৮৮॥

তথাহি সাধনদীপিকায়াম্—

শ্রীরূপচরণদ্বন্দ্বরাগিণং ব্রজবাসিনম্।
শ্রীজীবং সততং বন্দে মন্দেষানন্দদায়িনম্॥ ২৮৯॥

অন্বয়। শ্রীরূপচরণদ্বন্দ্বরাগিণং (শ্রীরূপগোস্বামিনঃ চরণযুগলে অনুরাগপূর্ণং) ব্রজবাসিনং মন্দেষু (অবিজ্ঞেষু) আনন্দদায়িনং (তত্ত্বজ্ঞানশিক্ষয়া আনন্দবিধায়কং) শ্রীজীবং সততং বন্দে॥ ২৮৯॥

অনুবাদ। সাধনদীপিকাতে আছে—শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর পদযুগে অনুরাগী, ব্রজবাসী, তত্ত্বজ্ঞানশিক্ষাদ্বারা অতত্ত্বজ্ঞগণের হৃদয়ে আনন্দবিধানকারী শ্রীজীবপ্রভুকে সর্ব্বদা বন্দনা করি॥ ২৮৯॥

রাধাদামোদরো দেবঃ শ্রীরূপেণ প্রতিষ্ঠিতঃ।
জীবগোস্বামিনে দত্তঃ শ্রীরূপেণ কৃপাব্ধিনা॥ ২৯০॥

অন্বয়। রাধাদামোদরো দেবঃ শ্রীরূপেণ প্রতিষ্ঠিতঃ (প্রকটিতঃ)। স চ দেবঃ কৃপাব্ধিনা (কৃপাপারাবারেণ) শ্রীরূপেণ জীবগোস্বামিনে (সেবার্থং) দত্তঃ॥ ২৯০॥

অনুবাদ। শ্রীরাধাদামোদরদেব শ্রীরূপগোস্বামি-কর্ত্তৃক প্রকটিত হন। কৃপার সাগর শ্রীরূপ শ্রীজীব গোস্বামীকে সেই শ্রীরাধাদামোদর-বিগ্রহ সেবার্থ প্রদান করেন॥ ২৯০॥

জানাইনু সংক্ষেপে প্রকট-বিবরণ।
রাধা-দামোদর এক জীবের জীবন॥ ২৯১॥

শ্রীজীবের শ্রীরাধা-দামোদর-বিলাস-দর্শন

নিরন্তর শ্রীজীবের পরম উল্লাস।
দেখিয়া শ্রীরাধাদামোদরের বিলাস॥ ২৯২॥
মধ্যে মধ্যে ভক্ষ্যদ্রব্য মাগে শ্রীজীবেরে।
শ্রীজীব দেখয়ে প্রভু ভুঞ্জে যে প্রকারে॥ ২৯৩॥
একদিন বাজায় বাঁশী হাসিয়া হাসিয়া।
শ্রীজীবে কহয়ে—'মোরে দেখহ আসিয়া'॥ ২৯৪॥
কৈশোর বয়স, বেশ ভুবনমোহন।
দেখিতেই শ্রীজীব হইল অচেতন॥ ২৯৫॥
চেতন পাইয়া হিয়া আনন্দে উথলে।
ভাসয়ে দীঘল দু'টী নয়নের জলে॥ ২৯৬॥
প্রসঙ্গে কহিনু কিছু—ঐছে বহু হয়।
রাধাদামোদর সর্ব্বচিত্ত আকর্ষয়॥ ২৯৭॥

শ্রীনিবাসের শ্রীরাধাদামোদরের সেবালাভ ও শ্রীরূপগোস্বামীর সমাধি-দর্শন

শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীনিবাসে কৃপা কৈল।
রাধাদামোদরের চরণে সমর্পিল॥ ২৯৮॥
শ্রীরূপগোস্বামীর সমাধি সেইখানে।
তথা শ্রীনিবাসে লৈয়া গেলেন আপনে॥ ২৯৯॥
শ্রীনিবাস সমাধি দর্শন করিয়া।
নেত্রজলে ভাসে, ভূমে পড়ে প্রণমিয়া॥ ৩০০॥

শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর সহিত শ্রীনিবাসের মিলন

শ্রীজীব প্রবোধি' শীঘ্র লৈয়া শ্রীনিবাসে।
গেলা শ্রীগোপালভট্টগোস্বামীর পাশে॥ ৩০১॥

শ্রীভট্ট-গোস্বামী বসি আছেন নির্জ্জনে।
নিরন্তর অশ্রুধারা বহে দু'নয়নে ॥ ৩০২ ॥
শ্রীনিবাস ভট্ট-গোস্বামির পানে চাঞা।
হইলা অধৈর্য্য, ভূমে পড়ে লোটাইঞা ॥ ৩০৩ ॥
পুনঃ পুনঃ প্রণময়ে নেত্রে ধারা বয়।
শ্রীজীব দিলেন শ্রীনিবাস-পরিচয় ॥ ৩০৪ ॥
যদ্যপি দগ্ধয়ে ভট্ট বিচ্ছেদ-অগ্নিতে।
তথাপি আনন্দ শ্রীনিবাস-নিরখিতে ॥ ৩০৫ ॥
স্নেহে শ্রীনিবাস-মাথে ধরি' শ্রীচরণ।
বসিতে কহিল কহি' স্নেহ বচন ॥ ৩০৬ ॥
পুনঃ শ্রীনিবাসে সমাচার জিজ্ঞাসিল।
শ্রীনিবাস আদ্যোপান্ত সব নিবেদিল ॥ ৩০৭ ॥
শুনিয়া গোস্বামী অতি ব্যাকুল অন্তরে।
মহাদুঃখ পাইলা, কহয়ে বারে বারে ॥ ৩০৮ ॥
পুনঃ শ্রীনিবাসের সৌভাগ্য প্রশংসিল।
সনাতন-রূপ স্বপ্নাবেশে জানাইল ॥ ৩০৯ ॥
শ্রীজীবগোস্বামী গোস্বামীর কথা শুনি'।
অবসরমতে কহে সুমধুর বাণী ॥ ৩১০ ॥
শ্রীনিবাস দীক্ষা-হেতু ব্যাকুল হিয়ায়।
গোস্বামীর অনুমতি হৈল দ্বিতীয়ায় ॥ ৩১১ ॥

শ্রীরাধারমণ-বিগ্রহের প্রকট-প্রসঙ্গ

শ্রীজীবগোস্বামী মহা মনের উল্লাসে।
শ্রীরাধারমণে দেখাইলা শ্রীনিবাসে ॥ ৩১২ ॥
শ্রীরাধারমণ-মূর্ত্তি অতি মনোহর।
ভাগ্যবন্তজনের সে নয়নগোচর ॥ ৩১৩ ॥
অতি সুমধুর ভঙ্গী বিদিত ভুবনে।
প্রকট-সময়ে মহানন্দ বৃন্দাবনে ॥ ৩১৪ ॥
প্রকট-প্রসঙ্গ শুন কহিয়ে কিঞ্চিৎ।
শ্রীরাধারমণ ভট্টগোস্বামি-বিদিত ॥ ৩১৫ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গদেব আজ্ঞা দিল গোস্বামীরে।
শালগ্রাম হৈতে তুমি দেখিবে হরিরে ॥ ৩১৬ ॥
গৌরাঙ্গ-আদেশ ভট্ট শ্রীরূপে প্রকাশে।
রূপগোস্বামীহ তবে কহে প্রেমাবেশে ॥ ৩১৭ ॥
শ্রীগোবিন্দদেব হন সর্ব্ব তোমার।
তথাপি পৃথক্ সেবা কর— ইচ্ছা তাঁ'র ॥ ৩১৮ ॥
তবে কতদিন পর শালগ্রাম হৈতে।
আপনি প্রকট হৈলা লোকের বিদিতে ॥ ৩১৯ ॥
কে বুঝিতে পারে শ্রীগোস্বামীর আশয়।
হৈলা কি অপূর্ব্ব ভঙ্গী ভুবন বিজয় ॥ ৩২০ ॥
শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ মদনমোহন।
ক্রমে এ তিনের মুখ, বক্ষ, শ্রীচরণ ॥ ৩২১ ॥
তিন প্রভু একত্র দর্শন এক ঠাঞি।
ঐছে পারিপাটী পূর্ব্বে চিন্তিল গোসাঞি ॥ ৩২২ ॥
সনাতনগোস্বামী ভাগবত-আদি যত।
শ্রীরাধারমণসেবা দেখি' উল্লসিত ॥ ৩২৩ ॥
শ্রীবৈশাখমাসে শ্রীপূর্ণিমা-শুভক্ষণে।
শ্রীরাধারমণ বসিলেন সিংহাসনে ॥ ৩২৪ ॥
মহামহোৎসব সিংহাসন বিজয়েতে।
'ভট্টপ্রেমাধীন প্রভু'—বিখ্যাত জগতে ॥ ৩২৫ ॥
এমত প্রকট রাধারমণসুন্দর।
বর্ণিলেন ভাষা সংস্কৃতে বিজ্ঞবর ॥ ৩২৬ ॥

তথাহি সাধনদীপিকায়াম্—

গোবিন্দপাদসর্ব্বস্বং বন্দে গোপালভট্টকম্।
শ্রীমদ্রূপাজ্ঞয়া যেন পৃথক্ সেবা প্রকাশিতা ॥ ৩২৭ ॥

অন্বয়। গোবিন্দপাদসর্ব্বস্বং (শ্রীগোবিন্দদেবস্য পাদৌ সর্ব্বস্বং সর্ব্বসম্পদ্‌যস্য তং) গোপালভট্টকং বন্দে, যেন (শ্রীমদ্‌গোপালভট্টেন) শ্রীমদ্রূপাজ্ঞয়া (শ্রীমতঃ রূপগোস্বামিন আদেশানুসারতঃ) পৃথক্ সেবা (শ্রীবিগ্রহার্চ্চনসেবা) প্রকাশিতা।

অনুবাদ। সাধনদীপিকায় আছে—বৃন্দাবনস্থ শ্রীল গোবিন্দদেবের পাদপদ্ম যাঁহার সর্ব্বস্ব, সেই শ্রীগোপাল ভট্টকে বন্দনা করি, যিনি শ্রীমদ্ রূপগোস্বামীর আজ্ঞাক্রমে পৃথক্ শ্রীঅর্চ্চা-সেবা প্রকাশ করিয়াছেন। ৩২৭ ॥

শ্রীরাধারমণো দেবঃ সেবায়া বিষয়ো মতঃ।
কৃতিনা শ্রীল-রূপেণ সোঽয়ং যোঽসৌ বিভাবিতঃ।
আজ্ঞায়াঃ কারণং তত্র প্রামাণিকমুখাচ্ছ্রুতম্ ॥ ৩২৮ ॥

অন্বয়। শ্রীরাধারমণো দেবঃ (অস্যাঃ) সেবায়াঃ বিষয়ঃ (উপাস্যং বস্তু) কৃতিনা (প্রেমিকবরেণ) শ্রীল-রূপেণ

যঃ অসৌ (শ্রীগোবিন্দদেবঃ) বিবিক্তঃ (প্রকটীকৃতঃ) অয়ং (শ্রীরাধারমণদেবঃ) স এব তত্র (পৃথক্ সেবাপ্রকাশ-বিষয়ে) আজ্ঞায়াঃ কারণং প্রামাণিকমুখাৎ (প্রামাণ্যজনমুখাৎ) শ্রুতং (জ্ঞাতং)। (তৎকারণং) তু (দেশে) প্রসিদ্ধম্ ॥৩২৮॥

অনুবাদ। উক্ত পৃথক্ সেবার উপাস্য বস্তু—শ্রীরাধারমণ-দেব। প্রেমিকবর শ্রীল রূপ প্রভু যেই শ্রীগোবিন্দদেবকে প্রকট করিছেন, এই শ্রীরাধারমণ দেব তিনিই। ঐরূপ পৃথক্ সেবপ্রকাশবিষয়ে আজ্ঞার কারণ প্রমাণ্য ব্যক্তিগণের মুখ হইতে জ্ঞাত। সেই কারণ সেই বৃন্দাবনাদি স্থানে প্রসিদ্ধ ॥ ৬ ॥

তত্র প্রসিদ্ধমেব—

শ্রীমৎপ্রবোধানন্দস্য ভ্রাতুষ্পুত্রকৃপালয়ম্।
শ্রীমদ্গোপালভট্টং তং নৌমি শ্রীব্রজবাসিনম্ ॥৩২৯॥

অন্বয়। শ্রীমৎপ্রবোধাদস্য (ত্রিদণ্ডিস্বামিনঃ শ্রীল-প্রবোধানন্দসরস্বতীপাদস্য) ভ্রাতুষ্পুত্রকৃপালয়ং (ভ্রাতুঃ জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতুঃ শ্রীবেঙ্কটভট্টস্য পুত্রং তু সরস্বতীপাদস্য কৃপাপাত্রঞ্চ) শ্রীব্রজবাসিনং তং শ্রীমদ্গোপালভট্টং নৌমি (স্তৌমি) ॥৩২৯॥

অনুবাদ। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীল বঙ্কভট্টের পুত্র ও তদীয় কৃপাপাত্র শ্রীব্রজধামবাসী সেই গোপালভট্ট প্রভুকে স্তুতি করিতেছি।

তথাহি শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যাঙ্কুরস্থাচশাখা শ্রীমনোহররায়-কৃত-শ্রীমদনরাগবল্ল্যাম্—

শ্রীরাধিকা-সহিত শ্রীমদনগোপাল।
বৃন্দাবনেশ্বরী-সহ শ্রীগোবিন্দলাল ॥ ৩৩০ ॥
বৃষভানুকুমারী সহ শ্রীগোপীনাথ।
দর্শন-সেবায় জন্মানিল কৃতার্থ ॥ ৩৩১ ॥
নিজ সেবা করিতেই উৎকণ্ঠা বাঢ়িল।
বুঝি—গোসাঞিবরে প্রভুর ইচ্ছা হৈল ॥ ৩৩২ ॥
একদিন রূপমাত্র উপলক্ষ্য করি'।
মনের আকৃতি মনে বিচার আচারি ॥ ৩৩৩ ॥
শ্রীগোপালভট্ট সাক্ষীর জানি' অভিলাষ।
স্বয়ংরূপ শ্রীগোপাল করিলা প্রকাশ ॥ ৩৩৪ ॥
সগণ উৎসব করি অভিষেক কৈল।
শ্রীরাধারমণসেবা প্রকট হইল ॥ ৩৩৫ ॥
মন্দির করিয়া নিজ-সেবা করি' দিল।
অতি বিলক্ষণ—তাহা কহিল, নহিল ॥ ৩৩৬ ॥

শ্রীরাধারমণ-প্রাণ শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী সাক্ষাৎ শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী

ঐছে রাধারমণের প্রকট-বিষয়।
অল্পে জানাইনু—ইথে সর্বসুখোদয় ॥ ৩৩৭ ॥
শ্রীরাধারমণ ভট্টগোপালের প্রাণ।
তাঁহা বিনা শয়নে স্বপনে নাহি আন ॥ ৩৩৮ ॥
শ্রীরাধারমণ-শোভা পিয়ে দেহ ভরি'।
শ্রীগোপালভট্ট গুণ—অনঙ্গমঞ্জরী ॥ ৩৩৯ ॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াম্ (১৮৪-শ্লোকঃ)—

অনঙ্গমঞ্জরী যাসীৎ সাদ্য গোপালভট্টকঃ।
ভট্টগোস্বামিনং কেচিদাহুঃ শ্রীগুণমঞ্জরীম্ ॥ ৩৪০ ॥

অন্বয়। যা (প্রাক্ ব্রজলীলায়াং) অনঙ্গমঞ্জরী আসীৎ, সা অদ্য (অধুনা গৌরলীলায়াং) গোপালভট্টকঃ। কেচিৎ (লীলারসতত্ত্বজ্ঞা জনাঃ) ভট্টগোস্বামিনং (কৃষ্ণলীলায়াং) শ্রীগুণমঞ্জরীং আহুঃ (কথয়ন্তি) ॥ ৩৪০ ॥

অনুবাদ। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা-গ্রন্থে কথিত আছে—যিনি পূর্বে ব্রজলীলায় শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী, তিনি বর্তমানে গৌরলীলায় গোপালভট্টরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। কোন কোন লীলারস তত্ত্ববিৎ মহাজন ভট্টগোস্বামীকে কৃষ্ণলীলার শ্রীগুণমঞ্জরী বলিয়া থকেন ॥ ৩৪০ ॥

রাধারমণের রূপে গুণে মত্ত হৈয়া।
নানা পুষ্পবেশ করে অনুমতি পাইয়া ॥ ৩৪১ ॥
সেবায় পরমানন্দ বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণে।
শ্রীগৌরচন্দ্রের সেবা সদা পড়ে মনে ॥ ৩৪২ ॥
নিজ-গৃহে পিতার আজ্ঞায় গোরাচান্দে।
সেবিলেন—সোঙরি' ধৈরয নাহি বান্ধে ॥ ৩৪৩ ॥
হইয়া বিহ্বল ভাসে নেত্রের ধারায়।
ঘন ঘন শ্রীরাধারমণ-পানে চায় ॥ ৩৪৪ ॥

শ্রীরাধারমণ-বিগ্রহের শ্রীগৌরমূর্তিতে প্রকাশ

গোপালের প্রেমাধীন শ্রীরাধারমণ।
শ্রীগৌরসুন্দর-মূর্তি হৈলা সেইক্ষণ ॥ ৩৪৫ ॥

নবীন বয়স, বেশ ভুবন মাতায়।
মুরছে মদনকোটি রূপের ছটায়॥ ৩৪৬ ॥
শোভা নিরখিতে হিয়া আনন্দ উথলে।
কি দেখিনু—বলিয়া পড়য়ে মহীতলে॥ ৩৪৭ ॥
বিপুল পুলক, আঁখি জলে ভাসি' যায়।
শ্রীরাধারমণ-গোরাচাঁদ-গুণ গায় ॥ ৩৪৮ ॥
শ্রীগোপালভট্টের যে অভিলাষ মনে।
শ্রীরাধারমণ পূর্ণ করে ক্ষণে ক্ষণে॥ ৩৪৯ ॥
জগতে বিদিত অতি নিরুপম রীতি।
শ্রীরাধারমণ গোপালের প্রাণপতি॥ ৩৫০ ॥

শ্রীরাধারমণের শ্রীচরণে শ্রীনিবাসের আত্মনিবেদন

হেন রাধারমণের দর্শন করিয়া।
শ্রীনিবাস ভূমিতলে পড়ে প্রণমিয়া॥ ৩৫১ ॥
ভাসয়ে নয়ন-জলে নারে স্থির হৈতে।
কহিতে মনের কথা কত উঠে চিতে॥ ৩৫২ ॥
শ্রীরাধারমণে আত্মনিবেদন করি'।
করিলা দর্শন কতক্ষণ ধৈর্য্য ধরি'॥ ৩৫৩ ॥

শ্রীলোকনাথ ও শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর সহিত মিলন

শ্রীজীবগোস্বামী প্রিয় শ্রীনিবাসে লৈয়া।
চলিলেন শ্রীরাধারমণে প্রণমিয়া॥ ৩৫৪ ॥
লোকনাথ-ভূগর্ভগোস্বামি-পাশে গেলা।
তথা শ্রীনিবাসের গমন জানাইলা॥ ৩৫৫ ॥
যদ্যপি দোঁহার অতি ব্যাকুল হৃদয়।
শ্রীনিবাস আইলা শুনি' হৈল হর্ষোদয়॥ ৩৫৬ ॥
শ্রীনিবাস বন্দিলেন দোঁহার চরণ।
দোঁহে অতি বাৎসল্যে কৈল আলিঙ্গন॥ ৩৫৭ ॥
কোল হৈতে ছাড়িতে নারয়ে প্রেমাবেশে।
নেত্রজলে সিক্ত করিলেন শ্রীনিবাসে॥ ৩৫৮ ॥
শ্রীরাধাবিনোদ-পাদপদ্মে সমর্পিল।
দোঁহে শ্রীনিবাসে অতি অনুগ্রহ কৈল॥ ৩৫৯ ॥
শ্রীনিবাস শ্রীরাধাবিনোদ দরশনে।
যৈছে প্রেমাবেশ—তা' বর্ণিবে কোন্ জনে? ৩৬০॥

শ্রীনিবাসের শ্রীগোপীনাথবিগ্রহ-দর্শন

শ্রীনিবাসে লইয়া শ্রীজীব সেইক্ষণ।
করিলেন গিয়া গোপীনাথের দর্শন॥ ৩৬১ ॥
শ্রীনিবাস শ্রীগোপীনাথে দরশনে।
হইলা অধৈর্য্য, ধারা বহে দু'নয়নে॥ ৩৬২ ॥

পরমানন্দপুরী ও মধুপণ্ডিতের সহিত মিলন

তথা শ্রীপরমানন্দ শ্রীমধুপণ্ডিত।
শ্রীনিবাসে দেখি' সবে হৈলা উল্লসিত॥ ৩৬৩ ॥
করিলা যতেক স্নেহ—না হয় বর্ণন।
তথা হৈতে দেখে গিয়া মদনমোহন॥ ৩৬৪ ॥

শ্রীমদনমোহনবিগ্রহ-দর্শন

শ্রীনিবাস মদনমোহনে নিরখিয়া।
না ধরে ধৈরয, প্রেমে উথলয়ে হিয়া॥ ৩৬৫ ॥
মদনগোপালে প্রণময়ে বার বার।
মুখ বুক বহিয়া পড়য়ে অশ্রুধার॥ ৩৬৬ ॥
শ্রীনিবাস স্থির হইলে কতক্ষণে।
শ্রীজীবগোস্বামী মিলাইল সবা' সনে॥ ৩৬৭ ॥
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী আদি যতেক জন।
সবে প্রেমাবেশে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন॥ ৩৬৮ ॥
শ্রীনিবাস সবার চরণে প্রণমিল।
সবে শ্রীনিবাসে মহা অনুগ্রহ কৈল॥ ৩৬৯ ॥

শ্রীসনাতন গোস্বামীর সমাধিদর্শন

সনাতন গোস্বামীর সমাধি-দর্শনে।
শ্রীনিবাসে লইয়া চলিলা সর্ব্বজনে॥ ৩৭০ ॥
সনাতনগোস্বামীর সমাধি দেখিয়া।
শ্রীনিবাস পড়িলেন ভূমে লোটাইয়া॥ ৩৭১ ॥
শ্রীনিবাস হৈলা যৈছে—না হয় বর্ণন।
শ্রীনিবাস-কান্দনে কান্দয়ে সর্ব্বজন॥ ৩৭২ ॥
সবে অতিশয় স্নেহ করি শ্রীনিবাসে।
করিল প্রবোধ কত সুমধুর ভাষে॥ ৩৭৩ ॥

শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর নিকট শ্রীনিবাসের দীক্ষা-গ্রহণ

শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাসেরে লইয়া।
আইলা আপন বাসা অতিহৃষ্ট হৈয়া॥ ৩৭৪ ॥

কল্য প্রাতঃকালে শ্রীনিবাসে শ্রীগোসাঞি।
করিবেন শিষ্য—জানাইলা সর্বঠাঞি ॥ ৩৭৫ ।
শ্রীনিবাস আপনার ভাগ্য প্রশংসিল।
সে দিবস বিবিধ প্রসঙ্গে গোঙাইল ॥ ৩৭৬ ॥
তার পরদিন স্নান করি' শ্রীনিবাস।
শ্রীজীবের সঙ্গে গেলা গোস্বামীর পাশ ॥ ৩৭৭ ॥
এথা ভট্টগোস্বামী পরম প্রেমময়।
রাধারমণের পরিচর্যাদি করয় ॥ ৩৭৮ ॥
শ্রীজীব গোস্বামী গোস্বামীরে প্রণমিয়া।
শ্রীনিবাস-প্রসঙ্গ কহিলা হর্ষ হৈয়া ॥ ৩৭৯ ॥
শ্রীনিবাস গোস্বামিচরণে প্রণময়।
দেখি' গোস্বামীর হৈল প্রসন্ন হৃদয় ॥ ৩৮০ ॥
শ্রীনিবাসে শ্রীরাধারমণ-সন্নিধানে।
করিলেন শিষ্য অতি অপূর্ব বিধানে ॥ ৩৮১ ॥
সাধন-প্রক্রিয়া অতি যত্নে জানাইল।
শ্রীরাধারমণ-গৌরচন্দ্রে সমর্পিল ॥ ৩৮২ ॥
শ্রীনিবাস পড়িয়া গোসাঞি-পদতলে।
করিল অনেক দৈন্য ভাসি' নেত্রজলে ॥ ৩৮৩ ॥
গোসাঞির নেত্রধারা নহে নিবারণ।
সর্বসিদ্ধি হৌক—বলি' কৈল আলিঙ্গন ॥ ৩৮৪ ॥
শ্রীজীবেরে স্নেহে শ্রীনিবাসে সমর্পিল।
শ্রীনিবাস প্রণমিতে তিঁহ প্রণমিল ॥ ৩৮৫ ॥
শ্রীজীবগোস্বামী আলিঙ্গয়ে শ্রীনিবাসে।
হইলা অধৈর্য—দোঁহে নেত্রজলে ভাসে ॥ ৩৮৬ ॥
শ্রীনিবাস-শিষ্যকথা ব্যাপিল সর্বত্র।
শ্রীনিবাস সবার পরম স্নেহপাত্র ॥ ৩৮৭ ॥
আইলেন সবে রাধারমণ-দর্শনে।
শ্রীনিবাসদর্শন করিলা সর্বজনে ॥ ৩৮৮ ॥
হৈল যে উৎসব, তাহা কে পারে বর্ণিতে ?
সবে মহাহর্ষ শ্রীনিবাসের চরিতে ॥ ৩৮৯ ॥

শ্রীদাস গোস্বামী, শ্রীরাঘব ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের সহিত শ্রীনিবাসের সাক্ষাৎ—

তার পরদিবস শ্রীজীব শ্রীনিবাসে।
পাঠাইলা শ্রীকুণ্ডেতে গোস্বামীর পাশে ॥ ৩৯০ ॥
শ্রীনিবাসে দেখি' সুখে শ্রীদাস গোসাঞি।
অনুগ্রহ কৈল যত তা'র অন্ত নাই ॥ ৩৯১ ॥
শ্রীরাঘব-কৃষ্ণদাসকবিরাজ আদি।
শ্রীনিবাসে কৈল সবে কৃপার অবধি ॥ ৩৯২ ॥
তিন দিন রহি' রাধাকুণ্ড-গোবর্ধনে।
সবা' অনুমতি লৈয়া আইলা বৃন্দাবনে ॥ ৩৯৩ ॥
পাইয়া সবার আজ্ঞা পরম সন্তোষে।
পাঠারম্ভ কৈল শীঘ্র অপূর্ব দিবসে ॥ ৩৯৪ ॥
শ্রীমদ্ভাগবত, গোস্বামীর গ্রন্থগণ।
অনায়াসে স্ফুরে দেখি' হর্ষ সর্বজন ॥ ৩৯৫ ॥

শ্রীজীব-কর্তৃক শ্রীনিবাসকে 'আচার্য'-পদবী-প্রদান-বৃত্তান্ত—

একদিন শ্রীজীব উজ্জ্বল বিলোকয়।
উদ্দীপনবিভাবের পদ্য বিচারয় ॥ ৩৯৬ ॥

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ উদ্দীপনবিভাবে—

সখি রোপিতো দ্বিপত্রঃ শতপত্রাক্ষেণ যো ব্রজদ্বারি।
সোঽয়ং কদম্বডিম্ভঃ ফুল্লো বল্লভবধূস্তুদতি ॥ ৩৯৭ ॥

অন্বয়। হে সখি! ব্রজদ্বারি (ব্রজস্য গোকুলস্য দ্বারি দ্বারদেশে প্রবেশমুখে ইত্যর্থঃ)শতপত্রাক্ষেণ (কমললোচনেন যঃ দ্বিপত্রঃ (পত্রদ্বয়মাত্রান্বিতঃ অতিপোতকঃ কদম্ব ইত্যর্থঃ) রোপিতঃ (প্রাগিতি শেষঃ) অয়ং (পুরস্তাৎ দৃশ্যমানঃ) স কদম্বডিম্ভঃ (কদম্ববৃক্ষপোতঃ, অধুনা) ফুল্লঃ (বিকসিতঃ যৌবনদশায়াং পুষ্পাদিশোভিতঃ) বল্লভবধূঃ (গোপবধূঃ) তুদতি (ব্যথয়তি উদ্দীপকত্বাদিতি ভাবঃ) ॥ ৩৯৭ ॥

অনুবাদ। হে সখী! গোকুলের প্রবেশমুখে কমলনয়ন কৃষ্ণ যে দোপাতা কদম্বের চারা রোপণ করিয়াছিলেন, এই সেই কদম্বচারা এখন বিকসিত হইয়া বৃদ্ধিক্রমে যৌবনদশায় পুষ্পাদিশোভিত হইয়া গোপবধূগণকে বিরহাবস্থায় উদ্দীপনদ্বারা ব্যথা দিতেছে ॥ ৩৯৭ ॥

এ-শ্লোকের ভাব-ব্যাখ্যা স্ফূর্তি না হইল।
শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীনিবাসে জিজ্ঞাসিল ॥ ৩৯৮ ॥
শ্রীনিবাসে শ্রীরূপ গোস্বামী স্ফূরাইলা।
কৈল ভাব-ব্যাখ্যা, শুনি' সবে হর্ষ হৈলা ॥ ৩৯৯ ॥

এ-শ্লোকের ভাব-ব্যাখ্যা অতি চমৎকার।
বিস্তারিলা শ্রীউজ্জ্বলগ্রন্থে টীকাকার ॥ ৪০০ ॥
সবে শ্রীনিবাস-শক্তি দেখিয়া বিস্ময়।
পরস্পর বিবিধ প্রকারে প্রশংসয় ॥ ৪০১ ॥
সর্বত্রানুমতি লৈয়া শ্রীজীব উল্লাসে।
'শ্রীআচার্য'-পদবী দিলেন শ্রীনিবাসে ॥ ৪০২ ॥
ইথে শ্রীনিবাস অতি লজ্জাযুক্ত হৈলা।
শ্রীজীব জানিয়া স্নেহাবেশে সম্বোধিলা ॥ ৪০৩ ॥
শ্রীজীবগোস্বামি-আজ্ঞায় 'আচার্য' অনুক্ষণ।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করান অধ্যয়ন ॥ ৪০৪ ॥
একদিন শ্রীনিবাস বসিয়া নির্জনে।
হইয়া ব্যাকুল, কথা কহে মনে মনে ॥ ৪০৫ ॥
'নরোত্তম' নাম-মাত্র শ্রবণে শুনিল।
শ্রবণ-মাত্রেতে মহা আনন্দ পাইল ॥ ৪০৬ ॥
তিঁহ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের কৃপা-পাত্র।
তাঁহারে দেখিলে না ছাড়িব তিলমাত্র ॥ ৪০৭ ॥
না জানি তাঁহার দেখা পা'ব কত দিনে।
ঐছে বিচারিতে অশ্রু ঝরে দু'নয়নে ॥ ৪০৮ ॥
প্রভু ইচ্ছামতে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল।
স্বপ্নচ্ছলে শ্রীরূপগোসাঞি দেখা দিল ॥ ৪০৯
তিঁহ কহে—কালি দেখা হবে তাঁ'র সনে।
এত কহি' অন্তর্ধান হৈল সেইক্ষণে ॥ ৪১০ ॥
শ্রীনিবাস-আচার্য পরম হর্ষ হৈলা।
তার পরদিন নরোত্তমেরে মিলিলা ॥ ৪১১ ॥
দোঁহে দোঁহা দেখি' নেত্রে বহে অশ্রুধার।
স্বাভাবিক প্রেমোদয় হইল দোঁহার ॥ ৪১২ ॥
শ্রীনিবাস কহে—বিধি সদয় হইল।
নরোত্তম হেন রত্ন আনি' মিলাইল ॥ ৪১৩ ॥
ঐছে কত কহে স্নেহবিবশ হইয়া।
সে-সব শুনিতে কা'র না জুড়ায় হিয়া ॥ ৪১৪ ॥
নরোত্তমে আলিঙ্গন করে বারে বারে।
শ্রীনিবাস কোল হৈতে ছাড়িতে না পারে ॥ ৪১৫ ॥
শ্রীসীতা মাতার বাক্য করিয়া স্মরণ।
কতক্ষণে কৈল আচার্য ধৈর্যাবলম্বন ॥ ৪১৬ ॥
নরোত্তম শ্রীনিবাসাচার্যে প্রণমিয়া।
করিল অনেক দৈন্য অশ্রুযুক্ত হৈয়া ॥ ৪১৭ ॥
শ্রীনিবাসাচার্য, নরোত্তম—প্রেমময়।
সর্বত্র ব্যাপিল এ-দোঁহার প্রণয় ॥ ৪১৮ ॥

শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা-গ্রহণ—

নরোত্তম মহানন্দে নিমগ্ন হইল।
প্রভু-লোকনাথ-পদে আত্ম সমর্পিল ॥ ৪১৯ ॥
নরোত্তম-চেষ্টা দেখি' প্রভু লোকনাথ।
দীক্ষামন্ত্র দিয়া সুখে কৈল আত্মসাৎ ॥ ৪২০ ॥

শ্রীজীব-কর্তৃক নরোত্তমকে 'ঠাকুর মহাশয়'-উপাধি-প্রদান—

শ্রীগোপালভট্ট আদি সবে কৃপা কৈল।
শ্রীজীব গোস্বামী পাঠারম্ভ করাইল ॥ ৪২১ ॥
অল্প দিনে বহু শাস্ত্র হৈল অধ্যয়ন।
দেখি' হেন শক্তি প্রশংসয়ে সর্বজন ॥ ৪২২ ॥
অন্যের দুর্গম ঐছে প্রকাশে আশয়।
শ্রীজীব গোস্বামী সদা হর্ষ অতিশয় ॥ ৪২৩ ॥
সর্বত্রই সবার লইয়া অনুমতি।
নরোত্তমে দিলেন "শ্রীমহাশয়" খ্যাতি ॥ ৪২৪ ॥

শ্রীজীব গোস্বামীর অতি স্নেহভাজন শ্রীনিবাসাচার্য ও ঠাকুর নরোত্তম—

বৃন্দাবনে আনন্দ হইল সবাকার।
শ্রীজীবের স্নেহ যত নারি বর্ণিবার ॥ ৪২৫ ॥
শ্রীনিবাস-নরোত্তম প্রেমের ভাজন।
শ্রীজীবের যেন দুই বাহু দুই জন ॥ ৪২৬ ॥
শ্রীরূপ-সনাতন-গুণে মগন হইয়া।
সদা ভক্তিরস আস্বাদয়ে দোঁহা লৈয়া ॥ ৪২৭ ॥
এ-সব শুনিতে যাঁ'র প্রসন্ন অন্তর।
তাঁ'রে ভক্তিরত্ন দেন প্রভু-বিশ্বম্ভর ॥ ৪২৮ ॥
শ্রীনিবাস আচার্য-চরণ চিন্তা করি'।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥ ৪২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভক্তিরত্নাকরে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যস্য গৌড়ভ্রমণ-বৃন্দাবন-গমনাদিবর্ণনং নাম চতুর্থস্তরঙ্গঃ।

পঞ্চম তরঙ্গ

কথাসার—পঞ্চম তরঙ্গে শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্যের ও শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুরের শ্রীমদ্ রাঘব গোস্বামীর সহিত মাথুরমণ্ডল-পরিক্রমার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ প্রিয় শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তমকে মাথুরমণ্ডল-দর্শনার্থ শ্রীরাঘব গোস্বামীর সহিত প্রেরণ করেন। শ্রীরাঘব নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদ; তাঁহার প্রেম ও বৈরাগ্যের অন্ত নাই। তিনি শ্রীকৃষ্ণলীলায় চম্পকলতা। শ্রীরাঘব গোস্বামী দাক্ষিণাত্যে মহাকুলীন বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-বংশে আবির্ভূত হন।

মাথুরমণ্ডল বিংশতিযোজনব্যাপী। শ্রীমথুরা পদ্মাকৃতি-বিশিষ্ট; এই পদ্মের কর্ণিকায় কেশব, পশ্চিম পত্রে শ্রীহরি, উত্তর পত্রে শ্রীগোবিন্দ, পূর্ব পত্রে 'বিশ্রান্তি'-দেব ও দক্ষিণে শ্রীবরাহের অবস্থিতি।

শ্রীরাঘবপণ্ডিত-কর্তৃক মহাপ্রভুর ভিক্ষাদাতা সনোড়িয়া বিপ্রের গৃহ, অর্ধচন্দ্রস্থান, বাসুদেব ও দেবকীর গৃহ, শ্রীকেশব, পদ্মনাভ, স্বায়ম্ভুব, একানংশা দেবী, যশোদা, দেবকী, ক্ষেত্রপাল ভূতেশ্বর মহাদেব, শ্রীবিশ্রান্তিতীর্থ, গুহ্য প্রয়াগ, কনখল, তিন্দুক, সূর্য, বটস্বামী, ধ্রুব, ঋষি, মোক্ষ, কোটি, বোধি, দ্বাদশ, নব, সংযম, ধারাপতন, নাগ, ঘণ্টাভরণ, বৃক্ষ, সোম, সরস্বতীপতন, চক্র, দশাশ্বমেধ, বিঘ্নরাজ, যমুনার চতুর্বিংশতি ঘাট, কৃষ্ণগঙ্গা, বৈকুণ্ঠ, অসিকুণ্ড, চতুঃসামুদ্রিক কূপ, দ্বাদশবন (যমুনার পশ্চিমপারে মধু, তাল, কুমুদ, বহুলা, কাম্য, খদির ও বৃন্দাবন এই সাতটি এবং পূর্বপারে ভদ্র, ভাণ্ডীর, বিল্ব, লোহ ও মহাবন এই পাঁচটী), দতি-উপবন—যথায় কৃষ্ণকর্তৃক দন্তবক্র বিনষ্ট হইয়াছিল, গৌরবাই-গ্রাম, ষষ্ঠীঘরা ও শকটারোহণ, গরুড়-গোবিন্দ, গন্ধেশ্বর-স্থান, সাতোঞা-গ্রাম, ময়ূর-গ্রাম, রাওলগ্রাম, আরিট্‌গ্রাম, শ্রীরাধাকুণ্ড, ললিতাদি অষ্টসখীর কুণ্ড, সুবলাদির কুঞ্জ, শ্রীশ্যামকুণ্ড প্রভৃতির প্রদর্শন ও মহিমা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আরিট্-গ্রামে ধান্যক্ষেত্রদ্বয়ের জলে স্নান ও মৃত্তিকায় তিলক-ধারণ-দ্বারা লুপ্ত শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের আবিষ্কার, শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর জনৈক শ্রেষ্ঠীর দ্বারা কুণ্ডদ্বয়ের পঙ্কোদ্ধার, তীরবর্তী বৃক্ষপঞ্চকরূপে পঞ্চপাণ্ডবের অবস্থিতি-হেতু শ্যামকুণ্ডের বক্রতা, দাস গোস্বামীর কুণ্ডদ্বয়ের তটস্থিত বৃক্ষতলে বাস, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর জলপানরত ব্যাঘ্রদর্শন ও দাসগোস্বামী প্রভুকে কুটীরে বাস করান, দাস গোস্বামীর দৈনিক মাত্র এক দোনা তক্রপানদ্বারা জীবনধারণ, সিদ্ধদেহের ক্রিয়ায় 'সখীস্থলী'-নাম-শ্রবণে ক্রোধ-প্রকাশ, মহাপ্রভু-প্রদত্ত শ্রীগোবর্ধন-শিলা ও গুঞ্জাহারের সেবা, শ্রীমুক্তাচরিত-গ্রন্থের বিবরণ প্রভৃতি বর্ণন করিতে করিতে শ্রীরাঘব গোস্বামী শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তমসহ শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে শ্রীল দাস গোস্বামী ও শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সমীপে উপস্থিত হন। তৎপরে তাঁহারা কুণ্ডতীরবাসী অন্যান্য বৈষ্ণবগণের দর্শন লাভ করিয়া এবং শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর কুটীরে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া মুখরই-গ্রাম, গোবর্ধন-পার্শ্বস্থ লীলাস্থলী-সমূহ যথা—কুসুম-সরোবর, নারদকুণ্ড, পরাসোলি-গ্রাম, গন্ধর্ব-কুণ্ড, পৈঠ-গ্রাম (রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ এইস্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন), গৌরীতীর্থ, আনোয়ার-গ্রাম, গোবিন্দ-কুণ্ড, দান-নিবর্তন-কুণ্ড, শ্যামঢাক, সুরভি-কুণ্ড, রুদ্র-কুণ্ড, কদমখণ্ডি, দানঘাটী, ব্রহ্মকুণ্ড, মানস-গঙ্গা (শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিহার-স্থান), হরিদেব এবং শ্রীগোবর্ধন দর্শন করেন। শ্রীগোবর্ধন মথুরা হইতে ৮ ক্রোশ দূরবর্তী। শ্রীল রাঘব গোস্বামী গোবর্ধনমহিমা ও 'অর্থবসন্ত'-নামক জনৈক বলদেবভক্ত বিপ্রের চরিত্র এবং সনাতন প্রভুর গোবর্ধনপরিক্রমা ও তদীয় বৃদ্ধবয়সে পরিক্রমার পরিশ্রম দেখিয়া গোপীনাথ-কর্তৃক কৃষ্ণপদচিহ্ন-প্রদান প্রভৃতি প্রসঙ্গ বর্ণন করেন। গোবর্ধন-দর্শনানন্তর তাঁহারা দোলক্রীড়া-ভূমি চক্রতীর্থ, সোঁকরাই-গ্রাম, সখীস্থলী, গোবিন্দঘাট, নিম-গ্রাম, পাটল-গ্রাম, ডেরাবলি, কুঞ্জেরা, সূর্যকুণ্ড, গাঠুলীতে বিঠ্ঠলের সেবা ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বিগ্রহ, মুনিশীর্ষস্থান-কুণ্ড, প্রমোদনা-গ্রাম, ঝুলনস্থলী, কদম্ব-কানন, ইন্দ্রের তপস্যাস্থল ইন্দ্রোলী, কণ্বমুনির তপস্যার স্থান, কনোয়ার-গ্রাম, কাম্য-বন, শ্রীচরণ, বিমল, যশোদা, নারদ, কামনা, সমুদ্রবন্ধন-লীলাস্থান, সেতুবন্ধ, লুকলুকানি, গোমতী, দ্বারকা, ধ্যান, ক্রীড়া, পঞ্চগোপ, ঘোষরাণী, মান, মোহিনী, বলভদ্র,

সুরভি, চতুর্ভুজ প্রভৃতি কুণ্ডসকল, বাজনশীলা, শন্তনকুণ্ড, অযোধ্যাকুণ্ড, ধূলাউড়াগ্রাম, উধাগ্রাম, আটোর-গ্রাম, কদম্বখণ্ডী, বৃষভানুপুর বা বর্ষাণে পর্বত-সমীপে বৃষভানুর গৃহ, তমালকুঞ্জ, চিক্সৌলী, শীতিলাকুণ্ড, পিয়ালসরোবর, প্রেমসরোবর, সঙ্কেত-কুঞ্জ, কুঞ্জবন, তড়াগতীর্থ, ক্ষুণ্ণাহার-সরোবর, ধোয়ানি, ললিতা, বিশাখা, পৌর্ণমাসী, যশোদা, করেল প্রভৃতি কুণ্ডসকল, নন্দীশ্বর-পর্বতে কৃষ্ণের পদচিহ্ন, মধুসূদনকুণ্ড, পাণিহারিকুণ্ড, সাহসিকুণ্ড, মুক্তাকুণ্ড, অক্রূরের স্থান, গোশালা-স্থান, গুপ্তকুণ্ড, অভিমন্যুর আলয়, কৃষ্ণকুণ্ড, পিরসকুণ্ড, নারদকুণ্ড, যাবটগ্রাম (যথায় শ্রীকৃষ্ণ নানা প্রচ্ছন্ন বেশে শ্রীরাধার সহিত মিলিত হন), কোকিলাবন (যথায় শ্রীকৃষ্ণ কোকিলের ন্যায় শব্দ করিয়া শ্রীরাধাকে আকর্ষণ করিতেন), আজনগ্রাম, পরসোগ্রাম, কামাইগ্রাম (বিশাখার আবির্ভাব-স্থান), করালা-গ্রাম (ললিতার আবির্ভাব-স্থান), পিয়াসোগ্রাম, সাহারগ্রাম (উপানন্দের বসতিস্থান), সাঁথিগ্রাম, উমরাও-গ্রাম প্রভৃতি দর্শন করেন। তৎপরে তাঁহারা কিশোরী-কুণ্ডের সংলগ্ন বনে লোকনাথ প্রভুর ভজনস্থানে গমন করেন। এই স্থানে শ্রীলোকনাথ গোস্বামী তাঁহার সেব্য শ্রীরাধাবিনোদ-বিগ্রহকে বৃক্ষের কোটরে রাখিয়া নিজে রৌদ্রবৃষ্টি সহ্য করিয়া বর্ষাশীতাদিতেও বৃক্ষতলে বাস করিতেন। অতঃপর তাঁহারা সঙ্গমকুণ্ড,নেওছাক (ভোজন-বিলাস-স্থান), ভাণ্ডাগো, সনাতন গোস্বামীর ভজনকুটীর, কুণ্ডলকুণ্ড, চরণপাহাড়, হারোয়াল-গ্রাম (এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার সহিত পাশাখেলায় হারিয়া যান), শ্রীশন্তন-মুনির তপস্যার স্থান, সাতোঞা-গ্রাম, বিছোর-গ্রাম, তিলোয়ারগ্রাম, শৃঙ্গার-বট (এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার শৃঙ্গার করেন), কোটরবন, ক্ষীরসমুদ্র (এখানে শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত শয্যায় শায়িত), কদম্বকানন, খেলনবন (কৃষ্ণ ও বলরামের খেলার স্থান), শ্রীবলরামের রাসস্থলী রামঘাট (এইস্থানে নিত্যানন্দ প্রভুর তীর্থপর্যটনকালে রাসবিলাসী বলদেবের আবেশ হইয়াছিল), কচ্ছবন, ভূষণবন, অক্ষয়-বট, ভাণ্ডীরবট (এইস্থানে শ্রীবলরাম প্রলম্বাসুরকে বধ করেন), মুঞ্জাটবী, ভাণ্ডারি-গ্রাম, তপোবন (গোপকন্যা-গণের তপঃ-স্থান), চীরঘাট (বস্ত্রহরণ-ঘাট), নাদনঘাট, ভয়গ্রাম, উনাইগ্রাম বলিহারা-গ্রাম, পরিখম (এইস্থানে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের শিশু ও বৎসগণ হরণ করেন), এচোমুহা-গ্রাম (এস্থানে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেন), অঘবন (এস্থানে অঘাসুর নিহত হয়), তরোলীগ্রাম, কৃষ্ণকুণ্ডটীলা, আটস্থ (অষ্টবক্রমুনির তপঃক্ষেত্র), শকরোয়া, নন্দঘাট (এই স্থানে শ্রীজীব দিগ্বিজয়ীকে পরাজিত করিয়াছিলেন), ভদ্রবন," ভাণ্ডীরবন, ছাহেরি, মাঠগ্রাম, বিল্ববন, লৌহবন, লোহজঙ্ঘবন প্রভৃতি দর্শন করিয়া অবশেষে মহাবনে আগমন করেন।

গোকুল বা মহাবন শ্রীকৃষ্ণ-দেহ-স্বরূপ, ইহা পঞ্চযোজন-পরিমিত ; তথায় সকল দেবতার অবস্থান। ঐ স্থান চিন্ময়হেতু একমাত্র প্রেমচক্ষুর গোচরীভূত। অষ্টদলপদ্মের কর্ণিকায় প্রিয়াজীসহ শ্রীগোবিন্দের বিলাস, বেদে ও পুরাণে তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। শ্রীগোবিন্দ,শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহন ভক্তগণের প্রাণধন। মহাবন-দর্শনানন্তর শ্রীরাঘবপণ্ডিত শ্রীনিবাস ও নরোত্তম-সহ প্রস্কন্দনঘাটে আগমন করেন। এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কিছুদিন বনের ভিতরে বটবৃক্ষতলে অবস্থান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছিলেন। তৎপ্রসঙ্গে শ্রীরাঘব পণ্ডিত শ্রীহট্টের নব-গ্রাম-নিবাসী পরমবৈষ্ণব কুবেরপণ্ডিত ও তাঁহার ভক্তিমতী পত্নী নাভাদেবী হইতে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব, শান্তিপুরে পিতামাতাসহ অবস্থান ও অধ্যয়ন, পিতা-মাতার অপ্রকটের পর গয়াযাত্রাচ্ছলে নানাতীর্থে ভ্রমণ ও মাধবেন্দ্রপুরীস্থানে দীক্ষা-গ্রহণ, ব্রজে আগমন, মহাপ্রভুর প্রকটের সময় জানিয়া গৌড়ে আগমন প্রভৃতি বর্ণন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি মহাপ্রভুর চরিত্রও বর্ণন করিয়াছেন।

সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্র বিফল ; শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক এই চারিটি সম্প্রদায় ; রামানুজাচার্য, মধ্বমুনি, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্যের যথাক্রমে ঐ চারিটি সম্প্রদায়-স্বীকার ; পরে রামানুজ-সম্প্রদায়ী রামানন্দ-কর্তৃক রামানন্দ-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ; বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ে বল্লভাচার্য হইতে 'বল্লভী'-সম্প্রদায় ; ব্রহ্মসম্প্রদায়ের গুরু-পরম্পরা-

নির্দেশ; গৌরাবতারের শাস্ত্রীয় প্রমাণ; বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য গোপালগুরু গোস্বামিকৃত তারকব্রহ্ম-নামের অর্থ; শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর চরিত্র-বর্ণন; রাঢ়ে একচক্রা-গ্রামে হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতীর তনয়-রূপে নিত্যানন্দের আবির্ভাব; দ্বাদশ বৎসরের বালক নিত্যানন্দকে জনৈক সন্ন্যাসি-কর্তৃক প্রার্থনা ও গ্রহণ; শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর অবধূতবেশে নানাতীর্থ-ভ্রমণ; মাধবেন্দ্রপুরীর গুরু লক্ষ্মীপতি তীর্থের স্বপ্নে শ্রীবলদেবরূপে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর দর্শনলাভ ও তৎপ্রদত্ত মন্ত্রদ্বারা তাঁহাকে দীক্ষাদানাদেশ-প্রাপ্তি; লক্ষ্মীপতির তিরোভাব, অবধূত নিত্যানন্দের মাধবেন্দ্রের সহিত প্রতীচী-তীর্থে মিলন, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি বন্ধুজ্ঞান এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের প্রতি গুরুবুদ্ধি; তৎপরে নিত্যানন্দ-প্রভুর সেতুবন্ধে রামেশ্বরদর্শনে গমন; মথুরা-নগরে আগমন; শ্রীগোকুল-মহাবনে মদনগোপাল-দর্শন প্রভৃতি প্রসঙ্গও শ্রীরাঘব পণ্ডিত বর্ণন করিয়াছেন। অতঃপর তিনি শ্রীনিবাস আচার্য ও নরোত্তম ঠাকুরকে ধীর-সমীর, মণিকর্ণিকা ও বংশীবট দেখাইয়া রাসস্থলীতে লইয়া যান; তথায় শ্রীরাসপ্রসঙ্গে সঙ্গীতশাস্ত্রের বিবিধ রহস্য—রাগ, রাগিণী, মূর্চ্ছনা ও গ্রামাদির বিস্তার, বাদ্য, বিবিধ প্রকারের নৃত্য, অঙ্গাভিনয় প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া শ্রীরাসলীলায় গীতাদির অপ্রাকৃতত্ব ও সর্বদোষশূন্যতার বিষয় বর্ণন করেন। অতঃপর শ্রীরাঘব পণ্ডিত অষ্টকালীয় নিত্যলীলা, ঝুলন, ফাগুখেলা ও নায়ক-নায়িকার সম্যক্ ভেদাদি বর্ণন করিয়া ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমার আনন্দ যে একমাত্র ব্রজের অনুগত জনেরই লভ্য এবং বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বুঝিতে বিজ্ঞেরও যে অসামর্থ্য, তাহা বলেন।

জয় জয় শ্রীগৌরগোবিন্দ সর্বেশ্বর।
জয় জয় নিত্যানন্দ দেব হলধর ॥ ১ ॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত ভক্তিদাতা-শিরোমণি।
জয় শ্রীপণ্ডিত গদাধর প্রেমখনি ॥ ২ ॥
জয় জয় শ্রীবাস পণ্ডিত দীনবন্ধু।
জয় সনাতন রূপ করুণার সিন্ধু ॥ ৩ ॥
জয় দয়াময় শ্রীপ্রভুর ভক্তগণ।
অনুগ্রহ কর সবে লইনু শরণ ॥ ৪ ॥
জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়।
এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥ ৫ ॥
শ্রীনিবাসাচার্য নরোত্তম মহাশয়ে।
শ্রীজীবের স্নেহ যৈছে কহিল না হয়ে ॥ ৬ ॥
একদিন শ্রীজীবগোস্বামী কৈল মনে।
দোঁহে পাঠাইব শীঘ্র সর্বত্র দর্শনে ॥ ৭ ॥
সঙ্গে কে যাবেন মনে ঐছে বিচারিতে।
রাঘব গোসাঞি আইল গোবর্ধন হইতে ॥ ৮ ॥
শ্রীজীব গোস্বামী তাঁ'রে দেখি' হর্ষ হৈয়া।
জিজ্ঞাসিল কুশল আসনে বসাইয়া ॥ ৯ ॥
তেঁহো কহে ব্রজে আমি করিব ভ্রমণ।
এই হেতু হৈল শীঘ্র আমার গমন ॥ ১০ ॥
শ্রীজীব কহয়ে ভাল হৈল সর্বমতে।
শ্রীনিবাস নরোত্তম যাবেন সঙ্গেতে ॥ ১১ ॥
শুনি' শ্রীরাঘব অতি আনন্দ পাইলা।
হেন কালে শ্রীনিবাস নরোত্তম আইলা ॥ ১২ ॥
দুহুঁ প্রণমিতে দোঁহে কৈলা আলিঙ্গন।
হইল দোঁহার মহা উল্লসিত মন ॥ ১৩ ॥
শ্রীজীব গোস্বামী নরোত্তম শ্রীনিবাসে।
শ্রীবন-ভ্রমণ-কথা কহিল উল্লাসে ॥ ১৪ ॥
শুনি' শ্রীনিবাস-নরোত্তম হর্ষমনে।
সর্বত্র বিদায় হইল সেই ক্ষণে ॥ ১৫ ॥
শ্রীজীবগোস্বামী মহা-মনের সন্তোষে।
করিল বিদায় নরোত্তম শ্রীনিবাসে ॥ ১৬ ॥

শ্রীরাঘবের সহিত শ্রীনিবাস-নরোত্তমের বনযাত্রা—

শ্রীরাঘব শ্রীনিবাস-নরোত্তমে লইয়া।
গেলেন মথুরা অতি উল্লসিত হৈয়া ॥ ১৭ ॥
শ্রীকেশবদেবের মন্দির-সন্নিধানে।
রহিলেন শ্রীধ্রুবুদ্ধি ছিলেন যেখানে ॥ ১৮ ॥

শ্রীসুবুদ্ধিরায়ের কহিয়া গুণগণ।
সন্ধ্যা-সময়েতে কৈলা শ্রীনামকীর্ত্তন ॥ ১৯ ॥
প্রেমানন্দে সদা মত্ত রাঘব গোসাঞি।
রাঘবের চরিত্র কহিতে অন্ত নাই ॥ ২০ ॥

শ্রীরাঘবগোস্বামীর মহিমার বর্ণন—

দাক্ষিণাত্য-বিপ্র মহাকুলীন প্রচার।
পরমবৈষ্ণব ক্রিয়া কে বর্ণিবে তাঁ'র ॥ ২১ ॥
দীনহীনে অনুগ্রহ-সীমা দেখাইলা।
ভক্তিরত্ন-প্রকাশাদি গ্রন্থ যে বর্ণিলা ॥ ২২ ॥
যাহার সর্বস্ব শ্রীপর্বত গোবর্ধন।
গোবর্ধনে বাস সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥ ২৩ ॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং ১৬২ শ্লোকঃ —

শ্রীরাধাপ্রাণরূপা যা শ্রীচম্পকলতা ব্রজে।
সাদ্য রাঘব-গোস্বামী গোবর্ধনকৃতস্থিতিঃ।
ভক্তিরত্ন-প্রকাশাখ্য-গ্রন্থো যেন প্রকাশিতঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়। ব্রজে (কৃষ্ণলীলায়াং ব্রজধাম্নি) যা শ্রীরাধা-প্রাণরূপা (শ্রীরাধায়াঃ প্রাণস্বরূপা) চম্পকলতা, সা অদ্য (অধুনা শ্রীগৌরলীলায়াং) গোবর্ধনকৃতস্থিতিঃ (গোবর্ধন-গিরি-পাদদেশে কৃতা স্থিতিঃ যেন গোবর্ধনবাসীত্যর্থঃ) রাঘব-গোস্বামী (ভূত ইত্যর্থঃ), যেন (রাঘবগোস্বামিনা) ভক্তিরত্নপ্রকাশাখ্যগ্রন্থঃ (ভক্তিরত্নপ্রকাশ ইতি আখ্যা যস্য তাদৃশঃ কশ্চিৎ গ্রন্থঃ) প্রকাশিতঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় আছে,—যিনি ব্রজে শ্রীরাধার প্রাণস্বরূপা সখী চম্পকলতা, তিনি এখন গৌরলীলায় গোবর্ধনবাসী শ্রীরাঘবগোস্বামী। ইনি 'ভক্তিরত্নপ্রকাশ'-নামে গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন ॥২৪॥

মধ্যে মধ্যে ব্রজেতে ভ্রমণ করে রঙ্গে।
মধ্যে মধ্যে রহে দাসগোস্বামীর সঙ্গে ॥ ২৫ ॥
কভু কভু এক যোগে আসি' বৃন্দাবনে।
মহানন্দ পায় প্রভুগণের দর্শনে ॥ ২৬ ॥
রাধাকৃষ্ণ-চৈতন্যচরিত্র সদা গায়।
না ধরে ধৈরয নেত্রজলে ভাসি' যায় ॥ ২৭ ॥
ধূলায় ধূসর স্পৃহা নাহি ভক্ষণেতে।
প্রবল বৈরাগ্য-চেষ্টা কে পারে বুঝিতে ॥ ২৮ ॥
শ্রীনিবাস-নরোত্তম প্রেমভক্তিময়।
দোঁহে এক জানি' স্নেহ করে অতিশয় ॥ ২৯ ॥
প্রদোষ-সময়ে দোঁহে কহয়ে বিরলে।
কৃষ্ণের অশেষ লীলা মথুরা-মণ্ডলে ॥ ৩০ ॥
মথুরা-মণ্ডলে রাজা বজ্রনাভ হৈলা।
কৃষ্ণলীলা-নামে বহু গ্রাম বসাইলা ॥ ৩১ ॥
শ্রীবিগ্রহ-সেবা কৈলা কুণ্ডাদি-প্রকাশ।
নানারূপে পূর্ণ হইল তাঁ'র অভিলাষ ॥ ৩২ ॥
কথোদিন পরে সব হৈল গুপ্তপ্রায়।
তীর্থ-প্রসঙ্গাদি কেহো না করে কোথায় ॥ ৩৩ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ব্রজেন্দ্রকুমার।
মথুরা আইলা হইলা কৌতুক অপার ॥ ৩৪ ॥
করিয়া ভ্রমণ কিছু দিগ্‌দর্শাইলা।
সনাতন-রূপ-দ্বারে সব প্রকাশিলা ॥ ৩৫ ॥
যদ্যপি সে সব স্থান বেদ্য সে দোঁহার।
তথাপি করিলা শাস্ত্ররীত অঙ্গীকার ॥ ৩৬ ॥
নানা শাস্ত্রপ্রমাণ করিয়া সঙ্কলন।
করিলেন ব্রজেতে ভ্রমণ দুই জন ॥ ৩৭ ॥
গুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিল যত্ন করি'।
ব্যক্ত কৈল রাধাকৃষ্ণ-রসের মাধুরী ॥ ৩৮ ॥
প্রভুপ্রিয় রূপসনাতনের কৃপায়।
মথুরা-মহিমা এবে সর্বলোকে গায় ॥ ৩৯ ॥

শ্রীরাঘব-কর্তৃক শ্রীনিবাস-নরোত্তমের নিকট মথুরা-মাহাত্ম্য-বর্ণনা—

মথুরা-মণ্ডল এই বিংশতিযোজনে।
ঘুচয়ে পাতক সব যথা তথা স্নানে ॥ ৪০ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

বিংশতির্যোজনানান্তু মাথুরং মম মণ্ডলম্।
যত্র তত্র নরঃ স্নাতো মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়। মম মাথুরং মণ্ডলং (মাথুরা-ধামসীমেত্যর্থঃ) যোজনানাং তু বিংশতিঃ (বিংশতিযোজন-পরিমিতা ভবতি)। (অস্মিন্ মণ্ডলে) যত্র তত্র স্নাতঃ (জনঃ) সর্ব-পাতকৈঃ মুচ্যতে (সর্বপাতকমুক্তো ভবতি) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—আমার এই মথুরা-

মণ্ডল বিংশতিযোজনপর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার মধ্যে যেখানে সেখানে স্নান করিয়া লোক সর্বপাতক হইতে মুক্ত হয় ॥৪১

যৈছে সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূর করে।
যৈছে বজ্রভয়েতে পর্বত কাঁপে ডরে ॥ ৪২ ॥
গরুড়ে দেখিয়া যৈছে সর্প পায় ভয়।
যৈছে মেঘঘটা বায়ুস্পর্শে দূর হয় ॥ ৪৩ ॥
যৈছে তত্ত্বজ্ঞানে দুঃখ না রহে কিঞ্চিৎ।
সিংহে দেখি' যৈছে মৃগ হয়েত কম্পিত ॥ ৪৪ ॥
তৃণ-পুঞ্জ অগ্নিসংযোগেতে হয় যৈছে।
মথুরা-দর্শনে সর্ব পাপ-ধ্বংস তৈছে ॥ ৪৫ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

সূর্যোদয়ে তমো নশ্যেৎ যথা বজ্রভয়ান্নগাঃ।
তার্ক্ষ্যং দৃষ্ট্বা যথা সর্পা মেঘা বাতহতা ইব ॥ ৪৬ ॥
তত্ত্বজ্ঞানাদ্‌যথা দুঃখং সিংহং দৃষ্ট্বা যথা মৃগাঃ।
তথা পাপানি নশ্যন্তি মথুরাদর্শনাৎ ক্ষণাৎ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়। সূর্যোদয়ে তমঃ (অন্ধকারঃ) যথা নশ্যেৎ (লয়ং যাতি), বজ্রভয়াৎ (বজ্রপতনভয়াদিত্যর্থঃ) নগাঃ (পর্বতাঃ) যথা (নশ্যেয়ুঃ নষ্টপ্রায়া ভবন্তীত্যর্থঃ) ; তার্ক্ষ্যং (গরুড়ং) দৃষ্ট্বা সর্পা যথা (নশ্যেয়ুঃ), বাতহতাঃ (প্রবল-বায়ুনা তাড়িতাঃ) মেঘাঃ ইব তত্ত্বজ্ঞানাৎ (জীবস্বরূপস্য পরমেশস্বরূপস্য চ বেদনাৎ) দুঃখং (ক্লেশঃ) যথা (নশ্যতি) সিংহং দৃষ্ট্বা মৃগা যথা (নশ্যেয়ুঃ), মথুরাদর্শনাৎ (মথুরাদর্শনং লব্ধ্বা জনস্য ইত্যর্থঃ) পাপানি তথা ক্ষণাৎ (ক্ষণকালেন) নশ্যন্তি (ধ্বংসন্তে) ॥ ৪৬-৪৭ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—সূর্যোদয়ে অন্ধকার যেরূপ বিনষ্ট হয়, বজ্রপাতভয়ে পর্বত যেরূপ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, গরুড়দর্শনে সর্পকুল ও পবনতাড়িত মেঘ যেরূপ অদৃশ্য হয়, তত্ত্বজ্ঞান হইলে যেরূপ দুঃখ নাশ পায় এবং সিংহ দেখিয়া মৃগগণ যেরূপ নষ্ট হয়, তদ্রূপ মথুরাদর্শনে ক্ষণ-কালে পাপসকল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৬-৪৭ ॥

অন্যদ্‌যথা পাদ্মে পাতালখণ্ডে হরগৌরী-সংবাদে—

যথা তৃণসমূহন্তু জ্বলয়ন্তি স্ফুলিঙ্গকাঃ।
তথা মহান্তি পাপানি দহতি মথুরাপুরী ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়। স্ফুলিঙ্গকাঃ (ক্ষুদ্রাঃ স্ফুলিঙ্গাঃ) তু তৃণসমূহং যথা জ্বলয়ন্তি (দহন্তি) তথা মথুরাপুরী মহান্তি (গুরু-তরাণি) পাপানি দহতি (ভস্মসাৎ করোতি) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ। পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে হরগৌরী-সংবাদে—ক্ষুদ্র অগ্নিকণাসকলও তৃণরাশিকে যেমন দগ্ধ করে, তদ্রূপ মথুরাপুরী মহাপাতকরাশিকে দহন করে ॥৪৮॥

বিংশতিযোজন এই মথুরামণ্ডলে।
পদে পদে অশ্বমেধযজ্ঞ-পুণ্য মিলে ॥ ৪৯ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

বিংশতির্যোজনানান্তু মাথুরং মম মণ্ডলম্।
পদে পদেঽশ্বমেধীয়ং পুণ্যং নাত্র বিচারণম্ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়। মম মাথুরং মণ্ডলং (মথুরাধাম্নঃ সীমা) তু যোজনানাং বিংশতিঃ (বিংশতিযোজনপর্যন্তম্)। (অত্র মণ্ডলে) পদে পদে (প্রতিপদক্ষেপং) অশ্বমেধীয়ং (অশ্ব-মেধযজ্ঞস্য ইত্যর্থঃ) পুণ্যং (লভ্যতে) অত্র (বিষয়ে) বিচারণা (তর্কাপেক্ষা) নাস্তি ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—আমার মথুরা-মণ্ডল বিংশতিযোজন-বিস্তৃত। এই মণ্ডলমধ্যে প্রতি-পাদক্ষেপে অশ্বমেধযজ্ঞের পুণ্য লভ্য হয়, এ বিষয়ে তর্কের অবকাশ নাই ॥ ৫০ ॥

জ্ঞানে বা অজ্ঞানেতে যে পাপ উপার্জয়।
অন্যত্র কৃত সে পাপ মথুরা নাশয় ॥ ৫১ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

অন্যত্র হি কৃতং পাপং মথুরায়াং বিনশ্যতি।
জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি যৎ পাপং সমুপার্জিতম্ ॥৫২॥

অন্বয়। অন্যত্র (স্থানান্তরে) কৃতং পাপং, যৎ (চ) পাপং জ্ঞানতঃ (জ্ঞানপূর্বকং) অজ্ঞানতঃ (অজ্ঞানপূর্বকং) বাপি সমুপার্জিতং (সংগৃহীতং) (তৎ সর্বমিত্যর্থঃ) হি মথুরায়াং বিনশ্যতি ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—অন্যস্থানে অনুষ্ঠিত পাপ এবং জ্ঞানে বা অজ্ঞানে উপার্জিত পাপ মথুরাধামে নিশ্চয়ই নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৫২ ॥

বহুজন্মার্জ্জিত পাপ মথুরা বিনাশে।
মথুরামহিমা সর্বপুরাণে প্রকাশে ॥ ৫৩ ॥

পাদ্মে পাতালখণ্ডে—

বহুজন্মানি পাপানি সঞ্চিতানি নিবর্ত্তন্তে।
মথুরাপ্রভবং পাপং নশ্যতি ক্ষণমাত্রতঃ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়। বহুজন্মানি (ব্যাপ্যেত্যর্থঃ)(অন্যত্র) সঞ্চিতানি পাপানি (মথুরায়াং) নিবর্ত্তন্তে (নিবৃত্তানি ভবন্তি)। (অপরং চ) মথুরাপ্রভবং (মথুরায়াং উৎপন্নং) পাপং ক্ষণমাত্রতঃ (ক্ষণমাত্রেণ) নশ্যতি ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ। পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে—বহুজন্ম ব্যাপিয়া অন্যত্র সঞ্চিত পাপসকল মথুরায় নিবৃত্ত হইয়া যায়। আর মথুরাতে উৎপন্ন পাপ ক্ষণমাত্রকালে বিনাশপ্রাপ্ত হয় ॥৫৪॥

মথুরায় কৈলে পাপ মথুরা নাশয়ে।
স্থিতি হৈলে ধর্ম-অর্থ কাম-মোক্ষ পায়ে ॥ ৫৫ ॥

তথাহি বায়ুপুরাণে—

মথুরায়াং কৃতং পাপং মথুরায়াং বিনশ্যতি।
ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষাখ্যং স্থিত্বা তত্র লভেন্নরঃ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়। মথুরায়াং কৃতং পাপং মথুরায়াং বিনশ্যতি। তত্র (মথুরায়াং) স্থিত্বা (উষিত্বা) নরঃ ধর্মার্থকাম-মোক্ষাখ্যং (চতুর্বর্গং ফলং) লভেৎ (লভেত, লব্ধুং শক্নুয়াৎ) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ। বায়ুপুরাণে—মথুরায় অনুষ্ঠিত পাপ মথুরাতেই বিনষ্ট হইয়া যায়। মথুরায় বাস করিয়া লোক ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ লাভ করিতে পারে ॥ ৫৬ ॥

অন্যত্র প্রারব্ধ পাপ ভুঞ্জে দশ বর্ষ।
মথুরাতে সে পাপ ভুঞ্জয়ে দিন দশ ॥ ৫৭ ॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে—

অন্যত্র দশভির্বর্ষৈঃ প্রারব্ধং ভুজ্যতে তু যৎ।
কিল্বিষং তন্মহাদেবি মাথুরে দশভির্দিনৈঃ ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়। হে মহাদেবি! অন্যত্র (অন্যস্মিন্ স্থানে) যৎ তু প্রারব্ধং (ফলোন্মুখপ্রাক্তনকর্ম) দশভিঃ বর্ষৈঃ ভুজ্যতে (নরা ইতি শেষঃ), মাথুরে (মথুরামণ্ডলে) (নরাঃ) তৎ কিল্বিষং (পাপং) দশভিঃ দিনৈঃ (ভুঞ্জতে) ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ। পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে—হে মহাদেবি! লোকে যে প্রারব্ধ কর্ম অন্য স্থানে দশবৎসরে ভোগ করিয়া থাকে, সেই পাপ তাহারা মাথুরমণ্ডলে দশদিনে ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

সর্বতীর্থ অধিক শ্রীমথুরা নিশ্চয়।
কৃষ্ণপ্রিয় স্থান ঐছে অন্যত্র না হয় ॥ ৫৯ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

ন বিদ্যতে চ পাতালে নান্তরীক্ষে ন মানুষে।
সমন্তু মথুরায়া হি প্রিয়ং মম বসুন্ধরে ॥ ৬০ ॥

অন্বয়। হে বসুন্ধরে! মথুরায়াঃ সমং তু মম প্রিয়ং (স্থানমিত্যর্থঃ) ন পাতালে, ন চ মানুষে (লোকে মর্ত্যধামে) অন্তরীক্ষে চ ন হি বিদ্যতে ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—হে বসুন্ধরে! কিন্তু মথুরার সমান আমার প্রিয় স্থান নিশ্চয়ই পাতালে নাই, মনুষ্যধামে নাই এবং অন্তরীক্ষে নাই ॥ ৬০ ॥

ভারতবর্ষেতে ফল মিলে বহু দিনে।
সে ফল মিলয়ে এই মথুরা-স্মরণে ॥ ৬১ ॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে নারদবাক্যম্—

ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি ত্রিংশদ্বর্ষ-শতানি চ।
যৎ ফলং ভারতে বর্ষে তৎ ফলং মথুরাং স্মরন্ ॥৬২॥

অন্বয়। ভারতে বর্ষে (মথুরায়া অন্যত্র) ত্রিংশদ্-বর্ষশতানি ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি চ (বর্ষাণি ব্যাপ্য উষিত্বেত্যর্থঃ) যৎ ফলং (লভ্যতে) তৎ ফলং মথুরাং স্মরন্ (মথুরাস্মরণমাত্রেণ জনো লভতে) ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ। স্কন্দপুরাণে মথুরাখণ্ডে নারদবাক্য এই—ভারতবর্ষে অন্যত্র ত্রিশ সহস্র ও ত্রিশ শত বৎসর বাস করিয়া যে ফল লভ্য হয়, লোকে মথুরা স্মরণ করিয়া সেই ফলপ্রাপ্ত হয় ॥ ৬২ ॥

যে না দেখি' মথুরা দেখিতে যেবা চায়।
যথা তথা মৈলে সে মাথুরে জন্ম পায় ॥ ৬৩ ॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে—

ন দৃষ্টা মথুরা যেন দিদৃক্ষা যস্য জায়তে।
যত্র তত্র মৃতস্যাস্য মাথুরে জন্ম জায়তে ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়। যস্য দিদৃক্ষা (মথুরাদর্শনেচ্ছা) জায়তে (ভবতি কিন্তু) যেন মথুরা ন দৃষ্টা যত্র তত্র (যত্র কুত্রচিৎ স্থানে) মৃতস্য অস্য (মথুরাদিদৃক্ষাবতঃ জনস্য) মাথুরে (মাথুরমণ্ডলে) জন্ম জায়তে (ভবতি) ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ। পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে—যাহার মথুরা-দর্শনের ইচ্ছা জন্মিয়াছে, কিন্তু মথুরা দেখিতে পায় নাই, যেখানে সেখানে মৃত তাদৃশ মথুরাদর্শনেচ্ছু ব্যক্তির মথুরাতে জন্মগ্রহণ হইয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥

সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীমথুরা বহু তীর্থাশ্রয়।
মথুরাতে তীর্থ যত সংখ্যা নাহি হয় ॥ ৬৫ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

ষষ্টিকোটিসহস্রাণি ষষ্টিকোটিশতানি চ।
তীর্থসংখ্যা চ বসুধে মথুরায়াং ময়োদিতা ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়। হে বসুধে! মথুরায়াং (মথুরামণ্ডলে ইত্যর্থঃ) ষষ্টিকোটিসহস্রাণি ষষ্টিকোটিশতানি চ তীর্থসংখ্যা চ ময়া উদিতা (কথিতা) ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—হে বসুধে! মথুরা-মণ্ডলে ষাটহাজার কোটি ও ষাট শতকোটি তীর্থসংখ্যা আমি নির্দেশ করিয়াছি ॥ ৬৬ ॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—

রজসাং গণনা ভূমেঃ কালেনাপি ভবেন্নৃপ।
মাথুরে যানি তীর্থানি তেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে ॥৬৭॥

অন্বয়। (হে) নৃপ! কালেন অপি ভূমেঃ (পৃথিব্যাঃ) রজসাং (ধূলিকণানাঃ) গণনা (ভবেৎ), (কিন্তু) মাথুরে (ক্ষেত্রে) যানি তীর্থানি (সন্তি) তেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ। হে রাজন্! কালক্রমে পৃথিবীস্থ ধূলিকণার গণনা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু মাথুরমণ্ডলে যে সকল তীর্থ আছে তাহাদের সংখ্যা হয় না ॥ ৬৭ ॥

মথুরা-নিবাস সর্ব্ব শাস্ত্রে উপদেশে।
সর্ব্বসিদ্ধি হয় এই মথুরা-নিবাসে ॥ ৬৮ ॥

তথাহি পাতালখণ্ডে—

কুরু ভো কুরু ভো বাসং মাথুরীয়াং পুরীং প্রতি।
যত্র গোপ্যশ্চ গোবিন্দস্ত্রৈলোক্যস্য প্রকাশকঃ ॥ ৬৯ ॥

অন্বয়। যত্র ত্রৈলোক্যস্য প্রকাশকঃ গোবিন্দঃ (বর্ত্ততে) গোপ্যশ্চ (বর্ত্তন্তে) ভো,ভো, (মানব!) (তাং) মাথুরীয়াং পুরীং (মথুরাপুরীং) প্রতি বাসং কুরু, (বাসং) কুরু ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ। হে মানব! যে স্থানে ত্রৈলোক্যের প্রকাশক গোবিন্দ এবং গোপীগণ বিরাজ করিতেছেন সেই মথুরাপুরীতে বাস কর, বাস কর ॥ ৬৯ ॥

তথাহি তত্রৈব—

রে রে সংসারমগ্নাঢ্য শিক্ষামেকান্ততঃ শৃণু।
যদীচ্ছসি সুখং সান্দ্রং বাসং কুরু মধোঃ পুরে ॥ ৭০ ॥

অন্বয়। রে রে সংসারমগ্নাঢ্য! (সংসারমগ্নবিষয়িন্) একান্ততঃ (যথার্থাং) শিক্ষাং শৃণু। যদি সান্দ্রং (নিরবচ্ছিন্নং গাঢ়ঞ্চ) সুখম্ ইচ্ছসি (তর্হি) মধোঃ পুরে (মথুরায়াং) বাসং কুরু ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ। রে রে সংসারমগ্ন বিষয়িন্! যথার্থ শিক্ষা শ্রবণ কর। যদি নিরবচ্ছিন্ন সুখ পাইতে ইচ্ছা কর, তবে মধুপুরে বাস কর ॥ ৭০ ॥

যে মথুরা ত্যজি' করে স্পৃহা অন্যত্রেতে।
সে অতি পামর মুগ্ধ প্রভুর মায়াতে ॥ ৭১ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

মথুরাঞ্চ পরিত্যজ্য যোঽন্যত্র কুরুতে রতিম্।
মূঢ়ো ভ্রমতি সংসারে মোহিতো মম মায়য়া ॥ ৭২ ॥

অন্বয়। যঃ (জনঃ) চ মথুরাং পরিত্যজ্য অন্যত্র (অন্যস্মিন্ ধাম্নি স্থানে বা) রতিং (অনুরাগং) কুরুতে (দর্শয়তি স হি) মূঢ়ঃ (অবিবেকী) মম মায়য়া মোহিতঃ (সন্) সংসারে (ব্রহ্মাণ্ডে) ভ্রমতি (পুনঃ পুনঃ যাতায়াতং করোতি) ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ। আদি বরাহপুরাণে—যে ব্যক্তি মথুরা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য ধাম বা স্থানে অনুরাগ প্রদর্শন করে, সেই মূঢ় জন আমার মায়ায় মোহিত হইয়া সংসারে ভ্রমণ করে ॥ ৭২ ॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে চ—

মথুরামপি সংপ্রাপ্য যোঽন্যত্র কুরুতে স্পৃহাম্।
দুর্ব্বুদ্ধেস্তস্য কিং জ্ঞানমজ্ঞানেন বিমোহিতঃ ॥ ৭৩ ॥

অন্বয়। যঃ (জনঃ) মথুরাং সংপ্রাপ্য (লব্ধ্বা) অপি অন্যত্র (স্থানে) স্পৃহাং কুরুতে, দুর্ব্বুদ্ধেঃ (বিকৃতবুদ্ধিবিশিষ্টস্য) তস্য জ্ঞানং কিম্? (স হি) অজ্ঞানেন বিমোহিতঃ ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ। স্কন্দপুরাণে মথুরাখণ্ডেও—যে লোক মথুরা ধাম লাভ করিয়াও অন্য স্থানের প্রতি স্পৃহা করে, সেই দুষ্টবুদ্ধি জনের আবার জ্ঞান কি? সে ব্যক্তি অজ্ঞান দ্বারা বিমোহিত ॥ ৭৩ ॥

যার কোন গতি নাই সর্ব্ব প্রকারেতে।
মথুরা তাহার গতি—বিদিত শাস্ত্রেতে ॥ ৭৪ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

মাত্রা পিত্রা পরিত্যক্তা যে ত্যক্তা নিজবন্ধুভিঃ।
যেষাং কাপি গতির্নাস্তি যেষাং মধুপুরী গতিঃ ॥ ৭৫ ॥
সারাৎ সারতরং স্থানং গুহ্যানাং গুহ্যমুত্তমম্।
গতিমন্বেষমাণানাং মথুরা পরমা গতিঃ ॥ ৭৬ ॥

অন্বয়। যে (জনাঃ) মাত্রা পিত্রা (চ) পরিত্যক্তাঃ, নিজবন্ধুভিঃ (আত্মীয়ৈশ্চ) ত্যক্তাঃ, যেষাং কা অপি গতিঃ নাস্তি তেষাং (তাদৃশানাং সর্ব্বেষাং) মধুপুরী গতিঃ। (সা মথুরা) সারাৎ সারতরং গুহ্যানাম্ উত্তমং গুহ্যং স্থানং (ভবতি) গতিং অন্বেষমাণানাং (অনুসন্ধিৎসূনাং) মথুরা পরমা গতিঃ (ভবতি) ॥ ৭৫-৭৬ ॥

অনুবাদ। আদি-বরাহপুরাণে—যাহারা মাতাপিতা কর্ত্তৃক, আত্মীয়গণ কর্ত্তৃকও পরিত্যক্ত, যাহাদের কোন গতিই নাই, মধুপুরী তাহাদের সকলের গতি। মথুরা

সার হইতেও সারতর এবং গুহ্যসকলের মধ্যে উত্তম গুহ্য স্থান। মথুরা গত্যন্বেষণকারিগণের পরমা গতি ॥ ৭৫-৭৬ ॥

মথুরাতে স্বয়ং-কৃষ্ণস্থিতি নিরন্তর।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র বিস্তারিত মনোহর ॥ ৭৭ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

মথুরায়াঃ পরং ক্ষেত্রং ত্রৈলোক্যে ন হি বিদ্যতে।
যস্যাং বসাম্যহং দেবি মথুরায়ান্তু সর্ব্বদা ॥ ৭৮ ॥

অন্বয়। (হে) দেবি! যস্যাং তু মথুরায়াম্ অহং সর্ব্বদা বসামি (বাসং করোমি তস্যাঃ) মথুরায়াঃ পরং (শ্রেষ্ঠং) ক্ষেত্রং (ধাম) ত্রৈলোক্যে (লোকত্রয়ে) হি (নিশ্চিতং) ন বিদ্যতে ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ। আদি-বরাহপুরাণে—হে দেবি! যে মথুরাতে আমি সর্ব্বদা অবস্থান করি, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধাম ত্রিলোকে নিশ্চয়ই নাই ॥ ৭৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে—

তত্তাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়াস্তটং শুচি।
পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ ॥ ৭৯ ॥

অন্বয়। (হে) তাত! ভদ্রং তে (ভবতু), যমুনায়াঃ তটং (তীরে) তৎ শুচি (পবিত্রং) পুণ্যং মধুবনং (মধুপুরম্ ইত্যর্থঃ) গচ্ছ; যত্র (মধুবনে) হরেঃ (কৃষ্ণস্য) নিত্যদা (সর্ব্বদা) সান্নিধ্যং (অস্তি) ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ। শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে (৪।৮।৪২)—হে বৎস! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি যমুনার তীরে সেই পবিত্র ও পুণ্য মধুবনে যাও, যথায় শ্রীহরির নিত্য সান্নিধ্য রহিয়াছে ॥ ৭৯ ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে—

হত্বা চ লবণং রক্ষো মধুপুত্রং মহাবলম্।
শত্রুঘ্নো মথুরা নাম পুরীং যত্র চকার বৈ ॥ ৮০ ॥
তত্রৈব দেবদেবস্য সান্নিধ্যং হরিমেধসঃ।
সর্ব্বপাপহরে তস্মিন্ তপস্তীর্থে চকার সঃ ॥ ৮১ ॥

অন্বয়। শত্রুঘ্নঃ চ যত্র (মধুবনে) মহাবলং মধুপুত্রং (মধুরাক্ষসস্য পুত্রং) লবণং রক্ষঃ হত্বা মথুরা নাম পুরীং বৈ চকার (কৃতবান্) তত্র (মথুরাপুর্য্যাং) এব হরিমেধসঃ (হরৌ মেধাঃ বুদ্ধিঃ যস্য, হরিপরায়ণস্য) দেবদেবস্য (মহাদেবস্য) সান্নিধ্যং (অবস্থানং), সঃ (দেবদেবঃ) তস্মিন্ সর্ব্বপাপহরে (সর্ব্বপাপনাশকে) তীর্থে (মথুরায়াম্ ইত্যর্থঃ) তপশ্চকার ॥ ৮০-৮১ ॥

অনুবাদ। বিষ্ণুপুরাণে—যে মধুবনে শত্রুঘ্নও মধুরাক্ষসের পুত্র মহাবলশালী লবণ রাক্ষসকে বধ করিয়া মথুরা নামক পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই মথুরাপুরীতেই হরিপরায়ণ দেবদেব মহাদেবের অবস্থান। তিনি সেই সর্ব্বপাপহারী তীর্থে তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ৮০-৮১ ॥

তথাহি বায়ুপুরাণে—

চত্বারিংশদ্‌যোজনানাং ততস্তু মথুরা স্থিতা।
তত্র দেবো হরিঃ সাক্ষাৎ স্বয়ং তিষ্ঠতি সর্ব্বদা ॥ ৮২ ॥

অন্বয়। যোজনানাং চত্বারিংশৎ (চত্বারিংশদ্‌যোজনব্যাপিনী) মথুরা তু ততঃ (পরম্ ইত্যর্থঃ) স্থিতা। তত্র (মথুরায়াং) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষঃ) দেবঃ (ভগবান্) হরিঃ স্বয়ং সর্ব্বদা তিষ্ঠতি ॥ ৮২ ॥

অনুবাদ। বায়ুপুরাণে—তাহার পর চল্লিশ যোজনব্যাপিনী মথুরা অবস্থিত। প্রত্যক্ষ ভগবান্ হরি তথায় সর্ব্বদা স্বয়ং অবস্থান করেন ॥ ৮২ ॥

শ্রীকৃষ্ণকৃপাতে মথুরাতে রতি হয়।
পুণ্য-দানতপাদিতে অলভ্য নিশ্চয় ॥ ৮৩ ॥

তথাহি আদিপুরাণে—

ন তৎ পুণ্যৈর্ন তদ্দানৈর্ন তপোভির্ন তজ্জপৈঃ।
ন লভ্যং বিবিধৈর্যাগৈর্লভ্যতে মদনুগ্রহাৎ ॥ ৮৪ ॥
শ্রীবিষ্ণুকৃপয়া নূনং তত্র বাসো ভবিষ্যতি।
বিনা কৃষ্ণপ্রসাদেন ক্ষণমাত্রং ন তিষ্ঠতি ॥ ৮৫ ॥

অন্বয়। তৎ (মথুরায়াম্ অবস্থানং) পুণ্যৈঃ ন লভ্যং, তৎ দানৈঃ ন, তৎ তপোভিঃ ন, জপৈঃ ন, বিবিধৈঃ যাগৈঃ (পূজাভিঃ) ন লভ্যম্; (কিন্তু) মদনুগ্রহাৎ (মম ভগবতঃ কৃষ্ণস্য ইত্যর্থঃ কৃপয়া) লভ্যতে। শ্রীবিষ্ণুকৃপয়া নূনং (নিশ্চিতং) তত্র (মথুরায়াং) বাসঃ ভবিষ্যতি। কৃষ্ণপ্রসাদেন বিনা (কশ্চিদপি তত্র) ক্ষণমাত্রং ন তিষ্ঠতি ॥ ৮৪-৮৫ ॥

অনুবাদ। আদিপুরাণে—মথুরাবাস বহু পুণ্য, বহু দান, বহু তপস্যা, বহু জপ, বিবিধ যাগের দ্বারা লভ্য হয় না; কিন্তু আমার অর্থাৎ ভগবান্ কৃষ্ণের কৃপাতেই লভ্য হয়।

শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় নিশ্চয়ই মথুরায় বাস হয়। কৃষ্ণের অনুগ্রহ ব্যতীত কেহই তথায় ক্ষণমাত্র অবস্থান করিতে পারে না ॥ ৮৪-৮৫ ॥

তথাহি পাদ্মে উত্তরখণ্ডে—

হরৌ যেষাং স্থিরা ভক্তির্ভূয়সী যেষু তৎকৃপা।
তেষামেব হি ধন্যানাং মথুরায়াং ভবেদ্রতিঃ ॥ ৮৬ ।

অন্বয়। যেষাং হরৌ স্থিরা (অবিচলা) ভক্তিঃ, যেষু তৎকৃপা (শ্রীহরেঃ কৃপা চ) ভূয়সী (বহুতরা ভবতি) তেষাং ধন্যানাং (শ্লাঘ্যানাং) এব (জনানাং) মথুরায়াং রতিঃ (অনুরাগঃ) হি ভবেৎ (ভবিতুং শক্যতে। শ্রীকৃষ্ণকৃপয়া শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত্যা এব হি মথুরাভক্তিঃ সম্ভাব্যতে, নান্যথেত্যর্থঃ) ॥ ৮৬ ॥

অনুবাদ। পদ্মপুরাণ উত্তর-খণ্ডে —শ্রীহরিতে যাঁহাদের অবিচলিতা ভক্তি এবং যাঁহাদের প্রতি শ্রীহরির প্রচুর কৃপা, তাদৃশ ধন্য ব্যক্তিগণেরই মথুরাধামে রতি হইয়া থাকে ॥ ৮৬ ॥

মথুরা লভ্য ভগবদ্ধ্যানাদিতে হয়।
অন্যথা অপ্রাপ্য মধুপুরী সুনিশ্চয় ॥ ৮৭ ॥

তথাহি পাদ্মে নির্ব্বাণখণ্ডে—

যদা বিশুদ্ধাস্তপ-আদিনা জনাঃ
শুভাশ্রয়া ধ্যানধনা নিরন্তরম্।
তদৈব পশ্যন্তি মমোত্তমাং পুরীং
ন চান্যথা কল্পশতৈর্দ্বিজোত্তম ॥ ৮৮ ॥

অন্বয়। (হে) দ্বিজোত্তম ! যদা জনাঃ তপ-আদিনা (তপঃপ্রভৃতিভিঃ) বিশুদ্ধাঃ (শুদ্ধাচারাঃ তথা) নিরন্তরং ধ্যানধনাঃ (ধ্যানপরায়ণাঃ) শুভাশ্রয়াঃ (শ্রেয় এব আশ্রিত্য বর্ত্তমানাঃ) (ভবন্তি), তদা এব (তে) মম উত্তমাং (শ্রেষ্ঠাং) পুরীং (মথুরামিত্যর্থঃ) পশ্যন্তি, অন্যথা কল্পশতৈঃ (শতসংখ্যকৈঃ কল্পৈঃ) চ (অপি) ন (পশ্যন্তি) ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদ। পদ্মপুরাণ নির্ব্বাণ-খণ্ডে— হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যখন লোক তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা বিশুদ্ধ, নিরন্তর ধ্যান-পরায়ণ ও কল্যাণপথাশ্রিত হয়, তখনই তাহারা আমার শ্রেষ্ঠ ধাম মথুরাপুরী দর্শন করিতে পারে, অন্যথা শত শত কল্পেও পারে না ॥ ৮৮ ॥

শ্রীমথুরা মোক্ষপ্রদা সর্ব্ব প্রকারেতে।
পুরাণাদি কহে ব্যক্ত, বিদিত জগতে ॥ ৮৯ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

যা গতির্যোগযুক্তস্য ব্রহ্মজ্ঞস্য মনীষিণঃ।
সা গতিস্ত্যজতঃ প্রাণান্ মথুরায়াং নরস্য চ ॥ ৯০ ॥

অন্বয়। যোগযুক্তস্য (যোগিনঃ) ব্রহ্মজ্ঞস্য মনীষিণঃ (মহাত্মনঃ) যা গতিঃ (ভবতি), মথুরায়াং প্রাণান্ ত্যজতঃ (মৃতস্যেত্যর্থঃ) নরস্য চ সা গতিঃ (ভবতি) ॥ ৯০ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহ-পুরাণে —যোগী ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মার যে গতি হয়, মথুরায় প্রাণত্যাগকারী ব্যক্তিরও সেই গতি লাভ হইয়া থাকে ॥ ৯০ ॥

তীর্থে চৈব গৃহে বাপি চত্বরে পথি চৈব হি।
যত্র তত্র মৃতা দেবি মুক্তিং যান্তি ন চান্যথা ॥ ৯১ ॥

অন্বয়। (হে) দেবি ! (মথুরায়াং) তীর্থে (বিশিষ্ট-পুণ্যস্থলাদৌ) চৈব, গৃহে বা, চত্বরে (প্রাঙ্গণে) অপি, পথি চৈব (এবং) যত্র তত্র (কুত্রচিৎ স্থানে) মৃতাঃ (জনাঃ) মুক্তিং যান্তি হি (লভন্ত এব), ন চ অন্যথা (ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৯১ ॥

অনুবাদ। হে দেবি ! মথুরাধামে পুণ্যস্থানাদিতে, গৃহে, চত্বরে (চবুতারায়), পথে—যে কোন স্থানে মৃত ব্যক্তি নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করে—অন্যথা হয় না ॥ ৯১ ॥

কাশ্যাদিপুর্য্যো যা হি সন্তি লোকে
তাসান্তু মধ্যে মথুরৈব ধন্যা।
আজন্মমৌঞ্জীকৃতমৃত্যুদাহৈ-
র্নৃণাং চতুর্দ্ধা বিদধাতি মোক্ষম্ ॥ ৯২ ॥

অন্বয়। লোকে (জগতি) হি যা কাশ্যাদিপুর্য্যঃ (কাশী প্রভৃতিনগর্য্যঃ) সন্তি, তাসাং মধ্যে তু মথুরা এব ধন্যা (ভবতি), (সা মথুরা তস্যাং) আজন্মমৌঞ্জীকৃতমৃত্যুদাহৈঃ (আজন্ম-মৌঞ্জীকৃতং নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্যং, মৃত্যুঃ দাহশ্চ এতৈঃ) নৃণাং চতুর্দ্ধা মোক্ষং (সালোক্যাদিচতুর্বিধাং মুক্তিং) বিদধাতি (দদাতীত্যর্থঃ) ॥ ৯২ ॥

অনুবাদ। এই পৃথিবীতে কাশী প্রভৃতি যে সকল পুরী আছে, তাহার মধ্যে কিন্তু মথুরাই শ্রেষ্ঠা। সেই মথুরাধামে যাহাদের আজন্ম ব্রহ্মচর্য্যপালন, মৃত্যু ও দাহ

হয়, মথুরা তাদৃশ লোকের সালোক্যাদি চারি প্রকার মুক্তি বিধান করিয়া থাকেন ॥ ৯২ ॥

কৃমিকীটপতঙ্গাদ্যা মথুরায়াং মৃতা হি যে।
কূলাং পতন্তি যে বৃক্ষাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥

অন্বয়। মথুরায়াং যে হি কৃমিকীটপতঙ্গাদ্যাঃ মৃতাঃ ভবন্তি, যে (চ) বৃক্ষাঃ কূলাং (যমুনাতটাৎ) পতন্তি তে অপি (কা কথা অপরেষাং) পরাং (মোক্ষরূপাং পরমাং) গতিং যান্তি ॥ ৯৩ ॥

অনুবাদ। যে সকল কৃমিকীটপতঙ্গাদির মথুরায় মৃত্যু হয়, যে সকল বৃক্ষ তীর হইতে পতিত হয়, তাহারাও মোক্ষরূপ পরমা গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৯৩ ॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে—

চাণ্ডালপুক্কসস্ত্রীণাং জীবহিংসারতস্য চ।
মথুরাপিণ্ডদানেন পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৯৪ ॥

অন্বয়। চাণ্ডালপুক্কসস্ত্রীণাং (চণ্ডালানাং পুক্কসানাং স্ত্রীণাং চ ইত্যর্থঃ) জীবহিংসারতস্য (জীবহিংসায়াং রতস্য জনস্য) চ মথুরাপিণ্ডদানেন (মথুরায়াং পিণ্ডদানেন) পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৯৪ ॥

অনুবাদ। পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে —চণ্ডাল, পুক্কস, স্ত্রীলোক, এবং প্রাণিহিংসায় রত ব্যক্তির মথুরায় পিণ্ডদানের দ্বারা পুনর্জন্ম হয় না ॥ ৯৪ ॥

প্রণাল্যামিষ্টকে চাপি শ্মশানে ব্যোম্নি মঙ্ককে।
অট্টালে বা মৃতা দেবি মাথুরে মুক্তিমাপ্নুয়ুঃ ॥ ৯৫ ॥

অন্বয়। (হে) দেবি! মাথুরে (মথুরামণ্ডলমধ্যে) প্রণাল্যাং (পয়োনিঃসরণপথে) ইষ্টকে (ইষ্টকোপরি) অপি চ শ্মশানে ব্যোম্নি (আকাশে) মঙ্ককে অট্টালে (অট্টালিকায়াং) বা মৃতাঃ (জনাঃ) মুক্তিম্ আপ্নুয়ুঃ (অবশ্যমেব লভন্তে) ॥ ৯৫ ॥

অনুবাদ। হে দেবি! মথুরামণ্ডলমধ্যে কোন প্রণালী অর্থাৎ নর্দ্দমায়, ইটের উপর, শ্মশানে, আকাশে, মাচায় অথবা অট্টালিকায় মৃত ব্যক্তি অবশ্যই মুক্তি প্রাপ্ত হয়॥

তথাহি সৌরপুরাণে—

অস্তীহ মথুরা নাম ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
কৃষ্ণপাদরজোমিশ্রবালুকাপূতবীথিকা॥ ৯৬ ॥

অন্বয়। ইহ (পৃথিব্যাং) ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা (বিখ্যাতা) কৃষ্ণপাদরজোমিশ্রবালুকাপূতবীথিকা (কৃষ্ণস্য পাদরজোভিঃ মিশ্রিতাভিঃ বালুকাভিঃ পবিত্রাঃ বীথিকাঃ পন্থানঃ যস্যাং তাদৃশী) মথুরা নাম (প্রসিদ্ধা) অস্তি ॥ ৯৬ ॥

অনুবাদ। সৌরপুরাণে—এই পৃথিবীতে ত্রিলোক-বিখ্যাত কৃষ্ণপাদরজোমিশ্রিতবালুকাদ্বারা পবিত্র পথশোভিত প্রসিদ্ধ মথুরা ধাম আছেন ॥ ৯৬ ॥

তথাহি—

স্পর্শেন রজসস্তস্যা মুচ্যতে জন্মবন্ধনাৎ ॥ ৯৭ ॥

অন্বয়। তস্যাঃ (এবম্বিধায়াঃ মথুরায়াঃ) রজসঃ (ধূলীনাং) স্পর্শেন (জনঃ) জন্মবন্ধনাৎ (জন্মজনিতসংসার-বন্ধনাৎ) মুচ্যতে ॥ ৯৭ ॥

অনুবাদ। মথুরার ধূলিস্পর্শে লোক জন্মহেতুক সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয় ॥ ৯৭ ॥

তথাহি মথুরাখণ্ডে—

মথুরায়াং বসিষ্যামি যাস্যামি মথুরামহম্।
ইতি যস্য ভবেদ্বুদ্ধিঃ সোঽপি বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥৯৮॥

অন্বয়। অহং মথুরায়াং বসিষ্যামি (মথুরাবাসং করিষ্যামি তথা) অহং মথুরাং যাস্যামি ইতি (এবংরূপা) বুদ্ধিঃ (সংকল্পঃ) যস্য ভবেৎ, সঃ অপি বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে (মুক্তো ভবতি) ॥ ৯৮ ॥

অনুবাদ। মথুরাখণ্ডে—আমি মথুরায় বাস করিব, আমি মথুরায় যাইব—এইরূপ সঙ্কল্প যাহার হয়, সেও সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে ॥ ৯৮ ॥

বিষ্ণুলোকপ্রদ এই মথুরা-মণ্ডল।
সর্ব্বমতে নাশয়ে জীবের অমঙ্গল ॥ ৯৯ ॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

যে পশ্যন্ত্যচ্যুতং দেবং মাথুরে দেবকীসুতম্।
তে বিষ্ণুলোকমাসাদ্য ক্ষরন্তে ন কদাচন ॥ ১০০ ॥

অন্বয়। যে (জনাঃ) মাথুরে (মথুরায়াম্ ইত্যর্থঃ) দেবকীসুতং দেবং (ভগবন্তং) অচ্যুতং পশ্যন্তি তে (জনাঃ) বিষ্ণুলোকম্ আসাদ্য (প্রাপ্য) কদাচন (তস্মাৎ) ন ক্ষরন্তে (পতন্তি) ॥ ১০০ ॥

অনুবাদ। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—যেসকল লোক মথুরায় দেবকীনন্দন ভগবান্ অচ্যুতকে দর্শন করে, তাহারা বিষ্ণুলোক অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইয়া কখনও তথা হইতে পতিত হয় না ॥ ১০০ ॥

তথাহি—

যাত্রাং করোতি কৃষ্ণস্য শ্রদ্ধয়া যঃ সমাহিতঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ১০১ ॥

অন্বয়। যঃ (জনঃ) শ্রদ্ধয়া সমাহিতঃ (পরিপূরিতচিত্তঃ সন্) কৃষ্ণস্য যাত্রাং (কৃষ্ণমন্দিরাদিদর্শনার্থং পরিক্রমং) করোতি স সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ (সর্ব্বপাপং বিহায়) বিষ্ণুলোকং গচ্ছতি ॥ ১০১ ॥

অনুবাদ। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ণচিত্তে কৃষ্ণের যাত্রা-উৎসব করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন ॥ ১০১ ॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে—

স্ত্রিয়ো ম্লেচ্ছাশ্চ শূদ্রাশ্চ পশবঃ পক্ষিণো মৃগাঃ।
মথুরায়াং মৃতা যে চ তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ১০২ ॥
সর্পদষ্টাঃ পশুহতাঃ পাবকাম্বুবিনাশিতাঃ।
লব্ধাপমৃত্যবো যে চ মাথুরে হরিলোকগাঃ ॥ ১০৩ ॥

অন্বয়। স্ত্রিয়ঃ, ম্লেচ্ছাঃ চ, শূদ্রাঃ চ, পশবঃ, পক্ষিণঃ, মৃগাঃ (ইত্যেবং) যে মথুরায়াং মৃতাঃ (ভবন্তি), তে চ (অপি) পরমাং গতিং (মুক্তিং) যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি)। যে চ মাথুরে সর্পদষ্টাঃ, পশুহতাঃ (হিংস্রাদিভিঃ পশুভিঃ হতাঃ), পাবকাম্বুবিনাশিতাঃ (পাবকেন অগ্নিনা তথা অম্বুনা জলেন বিনাশিতাঃ) লব্ধাপমৃত্যবঃ (প্রকারান্তরেণাপি অপমৃত্যুং প্রাপ্তাঃ তে সর্ব্বে) হরিলোকগাঃ (হরিধামগামিনঃ ভবন্তি) ॥ ১০২-১০৩ ॥

অনুবাদ। পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে—স্ত্রীলোক, ম্লেচ্ছ, শূদ্র, পশু, পক্ষী, মৃগ প্রভৃতি যাহারা মথুরায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহারাও পরমগতি অর্থাৎ মুক্তি লাভ করে। যাহারা মাথুরমণ্ডলে সর্পদষ্ট, হিংস্র প্রভৃতি পশুদ্বারা হত, অগ্নি ও জলদ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত, অথবা অন্য প্রকারেও অপমৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তাহারা সকলে হরিধামে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকে ॥ ১০২-১০৩ ॥

সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীমথুরা—শাস্ত্রে কয়।
যার যে কামনা তারে তাহাই মিলয় ॥ ১০৪ ॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

সত্যং সত্যং মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রুবে শপথপূর্ব্বকম্।
সর্ব্বাভীষ্টপ্রদং নান্যন্মথুরায়াঃ সমং ক্বচিৎ ॥ ১০৫ ॥

অন্বয়। (হে) মুনিশ্রেষ্ঠ! (অহং) শপথপূর্ব্বকং সত্যং সত্যং ব্রুবে (কথয়ামি) মথুরায়াঃ সমং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদং অন্যৎ (স্থানমিত্যর্থঃ) ক্বচিৎ (কুত্রাপি) ন (অস্তীতি) ॥ ১০৫ ॥

অনুবাদ। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি শপথ করিয়া সত্য সত্য বলিতেছি—মথুরার তুল্য সর্ব্বাভীষ্টপ্রদানকারী অন্যস্থান কোথাও নাই ॥ ১০৫ ॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—

ক্ষেত্রপালো মহাদেবো বর্ত্ততে যত্র সর্ব্বদা।
যত্র বিশ্রান্তিতীর্থঞ্চ তত্র কিং দুর্লভং ফলম্ ॥ ১০৬ ॥
ত্রিবর্গদা কামিনাং চ মুমুক্ষূণাঞ্চ মোক্ষদা।
ভক্তীচ্ছোর্ভক্তিদা সা বৈ মথুরামাশ্রয়েদ্বুধঃ ॥ ১০৭ ॥

অন্বয়। যত্র (যস্যাং মথুরায়ামিত্যর্থঃ) ক্ষেত্রপালঃ (শ্রীধামরক্ষকঃ) মহাদেবঃ সর্ব্বদা বর্ত্ততে, যত্র (মথুরায়াং) বিশ্রান্তিতীর্থং (বিশ্রামঘাটাখ্যং তীর্থং) চ বর্ত্ততে তত্র (মথুরায়াং) কিং ফলং দুর্লভম্? (ন কিঞ্চিদপীত্যর্থঃ)। সা (মথুরা) বৈ কামিনাং (বুভুক্ষূণাং) চ ত্রিবর্গদা (ধর্ম্মার্থকাম-দায়িনী) মুমুক্ষূণাং (মোক্ষেচ্ছূনাং) চ মোক্ষদা (মুক্তিদায়িনী) ভক্তীচ্ছোঃ (ভজনেচ্ছুকস্য) ভক্তিদা (ভক্তিদায়িনী ভবতি, অতঃ) বুধঃ (বিজ্ঞঃ জনঃ) মথুরাং আশ্রয়েৎ (মথুরাশ্রয়ং কুর্য্যাৎ) ॥ ১০৬ ১০৭ ॥

অনুবাদ। স্কন্দপুরাণে মথুরাখণ্ডে—যে মথুরায় ক্ষেত্রপাল মহাদেব সর্ব্বদা বিরাজিত আছেন, যথায় বিশ্রামঘাট নামক তীর্থ, তথায় কোন্ ফল দুর্লভ? সেই মথুরা ভোগিগণের ত্রিবর্গদায়িকা, মোক্ষকামিগণের মোক্ষদায়িনী, ভগবৎসেবাভিলাষিগণের ভক্তিপ্রদা। অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তির সেই মথুরা আশ্রয় করা কর্ত্তব্য ॥ ১০৬-১০৭ ॥

শ্রীমথুরামণ্ডল প্রপঞ্চাতীত হন।
কে বর্ণিতে পারে মথুরার গুণগণ ॥ ১০৮ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

অন্যৈব কাচিৎ সা সৃষ্টির্বিধাতুর্ব্যতিরেকিণী।

ন যৎক্ষেত্রগুণান্ বক্তুমীশ্বরোঽপীশ্বরো যতঃ॥১০৯॥

অন্বয়। যতঃ ঈশ্বরঃ (বিভুঃ) অপি যৎক্ষেত্রগুণান্ (যস্য ক্ষেত্রস্য গুণান্) বক্তুম্ ঈশ্বরঃ (সমর্থঃ) ন ভবতি অতঃ সা (মথুরা) বিধাতুঃ (সৃষ্টিকর্ত্তুঃ) কাচিৎ ব্যতিরেকিণী (বিপরীতা অনন্যসদৃশী) অন্যা (অপরা) সৃষ্টিঃ এব ॥ ১০৯ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—যেহেতু বিভু ঈশ্বরও যে ক্ষেত্রের গুণরাশি বলিতে সমর্থ নহেন, অতএব সেই মথুরা নিশ্চয়ই বিধাতার অন্য এক বিপরীত সৃষ্টিবিশেষ॥১০৯॥

তথাহি মথুরাখণ্ডে—

তন্মণ্ডলং মাথুরং হি বিষ্ণুচক্রোপরিস্থিতম্।

পদ্মাকারং সদা তত্র বর্ত্ততে শাশ্বতং নৃপ ॥ ১১০ ॥

অন্বয়। (হে) নৃপ ! তৎ শাশ্বতং (নিত্যং অবিনাশি ইত্যর্থঃ) পদ্মাকারং বিষ্ণুচক্রোপরি (সুদর্শনোপরি) স্থিতং মাথুরং মণ্ডলং তত্র (বিষ্ণুচক্রোপরি) হি (এব) সদা বর্ত্ততে (বিরাজতে) ॥ ১১০ ॥

অনুবাদ। মথুরাখণ্ডে—হে রাজন্! সেই নিত্যধাম, পদ্মাকার, বিষ্ণুচক্রের উপর অবস্থিত মথুরামণ্ডল নিত্যকাল সেই বিষ্ণুচক্রের উপরেই বিরাজিত ॥ ১১০ ॥

দেবত্রয়রূপ শ্রীমথুরা মনোহিত।

মাথুরশব্দের অর্থ পুরাণে বিদিত ॥ ১১১ ॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে—

মকারে চ থকারে চ রকারে চাস্তসংস্থিতে।

নিষ্পন্নো মথুরা শব্দ ওঁকারস্য ততঃ সমঃ॥ ১১২ ॥

অন্বয়। মকারে চ (আদৌ ইত্যর্থঃ) থকারে চ (মধ্যে ইত্যর্থঃ) আন্তসংস্থিতে (আস্তঃ আকারান্তঃ সন্ সংস্থিতঃ তস্মিন্) রকারে চ (অন্তে ইত্যর্থঃ) (সৎসু) 'মথুরা' শব্দঃ (মথুরা ইতি শব্দঃ) নিষ্পন্নঃ (ভবতি)। ততঃ (মথুরাশব্দঃ) ওঁকারস্য সমঃ (ভবতি)।

অনুবাদ। পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে —আদিতে 'ম'কার, মধ্যে 'থু'কার, অন্তে আকারান্ত 'র'কারের অবস্থিতি-দ্বারা 'মথুরা' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহাতে 'মথুরা'-শব্দ 'ওঁ'কারের সমান ॥ ১১২ ॥

মহারুদ্রো মকারঃ স্যাৎ থকারো বিষ্ণুসংজ্ঞকঃ।

রকারোঽন্তস্থো ব্রহ্মা স্যাৎ ত্রিশব্দং মাথুরং ভবেৎ ॥

অন্বয়। মকারঃ মহারুদ্রঃ স্যাৎ, থকারঃ বিষ্ণুসংজ্ঞকঃ স্যাৎ, অন্তস্থঃ (অন্তস্থিতঃ) রকারঃ ব্রহ্মা স্যাৎ। এবং মাথুরং (মথুরা এব মাথুরং) ত্রিশব্দং (শব্দত্রয়ঘটিতং) ভবেৎ ॥ ১১৩ ॥

অনুবাদ। 'ম'কার মহারুদ্রের সংজ্ঞা, 'থু'কার বিষ্ণুর সংজ্ঞা, অন্তস্থিত 'র'কার ব্রহ্মার সংজ্ঞা। এইরূপে 'মাথুর' শব্দ শব্দত্রয়ের দ্বারা গঠিত ॥ ১১৩ ॥

অতঃ শ্রেষ্ঠতমং ক্ষেত্রং সত্যমেব ভবত্যত।

সা ত্রিদেবময়ী মূর্ত্তির্মথুরা তিষ্ঠতে সদা ॥ ১১৪ ॥

অন্বয়। অতঃ (অস্মাৎ কারণাৎ মথুরা) সত্যম্ এব শ্রেষ্ঠতমং ক্ষেত্রং (ধাম) ভবতি। উত সা মথুরা সদা ত্রিদেবময়ী (ব্রহ্মাদিদেবত্রয়রূপা) মূর্ত্তিঃ তিষ্ঠতে ॥ ১১৪ ॥

অনুবাদ। এই কারণে মথুরা সত্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধাম। সেই মথুরা ব্রহ্মাদি তিন দেবতার মিলিত মূর্ত্তিরূপে সদা অবস্থিত ॥ ১১৪ ॥

শ্রীমদ্বিষ্ণুভক্তি মথুরাতে লভ্য হয়।

বিবিধ প্রকারে নানা পুরাণেতে কয় ॥ ১১৫ ॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে—

অন্যেষু পুণ্যক্ষেত্রেষু মুক্তিরেব মহাফলম্।

মুক্তৈঃ প্রার্থ্যা হরের্ভক্তির্মথুরায়ান্তু লভ্যতে ॥১১৬॥

ত্রিরাত্রমপি যে তত্র বসন্তি মনুজা মুনে।

হরির্দদ্যাৎ সুখং তেষাং মুক্তানামপি দুর্লভম্ ॥১১৬॥

অন্বয়। অন্যেষু পুণ্যক্ষেত্রেষু (পুণ্যতীর্থেষু) মুক্তিঃ এব মহাফলং (ভবতি)। তু (কিন্তু) (তাদৃশৈঃ) মুক্তৈঃ প্রার্থ্যা (প্রার্থনীয়া) হরেঃ ভক্তিঃ মথুরায়াং লভ্যতে। হে মুনে! যে মনুজাঃ (মানবাঃ) ত্রিরাত্রম্ অপি তত্র (মথুরায়াং) বসন্তি, হরিঃ তেষাং (তত্র বসদ্ভ্যঃ ইত্যর্থঃ) মুক্তানাম্ অপি দুর্লভং সুখং (প্রেমানন্দং) দদ্যাৎ (অবশ্যমেব দদাতি)।

অনুবাদ। পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে— মুক্তিই অন্য সকল পুণ্যধামের মহাফল। কিন্তু তাদৃশ মুক্তগণের প্রার্থনীয় হরিভক্তি মথুরায় লভ্য হয়। হে মুনিবর! যে সকল মনুষ্য

স্ত্রিরাও মথুরায় বাস করে, হরি তাহাদিগকে মুক্তগণেরও দুর্লভ প্রেমানন্দ অবশ্য প্রদান করেন ॥ ১১৬-১১৭ ॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

ত্রৈলোক্যবর্ত্তিতীর্থানাং সেবনাদ্দুর্লভা হি যা।
পরানন্দময়ী সিদ্ধির্মথুরাস্পর্শমাত্রতঃ ॥ ১১৮ ॥

অন্বয়। যা পরানন্দময়ী (প্রেমানন্দরূপা) সিদ্ধিঃ ত্রৈলোক্যবর্ত্তিতীর্থানাং (ত্রিলোকস্থিতানাং তীর্থানাং) সেবনাৎ দুর্লভা (ভবতি) (সা) হি (নিশ্চিতং) মথুরাস্পর্শমাত্রতঃ (মথুরায়াঃ স্পর্শমাত্রেণ ভবতি) ॥ ১১৮ ॥

অনুবাদ। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—ত্রিলোকে অবস্থিত তীর্থ সকলের সেবাকালে যে প্রেমানন্দলাভরূপ সিদ্ধি দুর্লভ হয়, তাহা মথুরার স্পর্শমাত্রে নিশ্চিত লভ্য হয় ॥ ১১৮ ॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—

স্মরন্তি মথুরাং যে চ মথুরেশং বিশাম্পতে।
সর্ব্বতীর্থফলং তেষাং স্যাচ্চ ভক্তির্হরৌ পরে ॥ ১১৯ ॥

অন্বয়। (হে) বিশাম্পতে (নরপতে)! যে (জনাঃ) মথুরাং (তথা) মথুরেশং (কৃষ্ণং বাসুদেবং) চ স্মরন্তি তেষাং সর্ব্বতীর্থফলং (তথা) পরে (পরব্রহ্মণি) হরৌ ভক্তিশ্চ স্যাৎ ॥ ১১৯ ॥

অনুবাদ। স্কন্দপুরাণে মথুরাখণ্ডে—হে নরপতি! যাঁহারা মথুরা এবং মথুরাধিপতিকে স্মরণ করেন, তাঁহারা সর্ব্বতীর্থের ফল এবং পরব্রহ্ম শ্রীহরিতে ভক্তি লাভ করেন ॥

স্বতো মথুরা পরমফল বিতরয়।
হেন মথুরায় কেবা না করে আশ্রয়? ১২০ ॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে—

অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥ ১২১ ॥

অন্বয়। অহো! বৈকুণ্ঠাৎ (নারায়ণধাম্নঃ) চ (অপি) গরীয়সী (শ্রেষ্ঠতরা) মধুপুরী (মথুরা) ধন্যা (প্রশংসনীয়া যত্র) একং দিনং (ব্যাপ্য) নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে (উৎপদ্যতে) ॥ ১২১ ॥

অনুবাদ। পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে—অহো! নারায়ণ-ধাম বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠা মথুরা ধন্যা, যথায় একদিন বাস করিলে শ্রীহরির পাদপদ্মে ভক্তি উৎপন্ন হয় ॥ ১২১ ॥

আদিবারাহে—

যদীচ্ছেৎ পরমাং সিদ্ধিং সংসারস্য চ মোক্ষণম্।
মথুরা গীয়তাং নিত্যং কর্ম্মণা মনসাপি চ ॥ ১২২ ॥

অন্বয়। যদি (জনঃ) পরমাং (ভগবৎপ্রেমরূপাং) সিদ্ধিং সংসারস্য মোক্ষণং (সংসারবন্ধনাৎ মুক্তিং) চ ইচ্ছেৎ (তর্হি তেন জনেন) কর্ম্মণা মনসা অপি চ (চকারাৎ গিরা ইতি অর্থাৎ কায়মনোবাক্যৈঃ) নিত্যং মথুরা গীয়তাং (স মথুরামহিমানং কীর্ত্তয়তু ইত্যর্থঃ) ॥ ১২২ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—যদি কোন লোক ভগবৎপ্রেমরূপ পরমসিদ্ধি এবং ভববন্ধন হইতে মুক্তি ইচ্ছা করে, সে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা মথুরার কীর্ত্তন করুক ॥ ১২২ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মথুরামণ্ডল সর্ব্বোত্তম।
বিংশতি যোজন সীমা অতি মনোরম ॥ ১২৩ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

বিংশতির্যোজনানান্তু মাথুরং মম মণ্ডলম্ ॥ ১২৪ ॥

অন্বয়। মম (কৃষ্ণস্য ইত্যর্থঃ) মাথুরং মণ্ডলং তু যোজনানাং বিংশতিঃ (বিংশতিযোজনব্যাপী) ॥ ১২৪ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—আমার (অর্থাৎ কৃষ্ণের) মথুরামণ্ডল বিংশ-যোজন-ব্যাপী ॥ ১২৪ ॥

মথুরামণ্ডলসীমা—'যাযাবর' হৈতে।
'শৌকরী বটেশ্বর' পর্য্যন্ত,—শাস্ত্রমতে ॥ ১২৫ ॥
যাযাবর বিপ্র নামে 'যাযাবর'-স্থান।
আদি শূকরের নামে 'শৌকরী'-আখ্যান ॥ ১২৬ ॥
বটেশ্বর শিব যেঁহো সবার পূজিত।
শ্রীশূরসেনের রাজ্য সবার বিদিত ॥ ১২৭ ॥
'বরাহদশন হ্রদ'—এবে কহয়ে লোকেতে।
যাযাবর শৌকরী প্রসিদ্ধ পুরাণেতে ॥ ১২৮ ॥

তথাহি পাদ্মে যমুনামাহাত্ম্যে—

রম্যমপ্সরসঃ স্থানং যস্মিন্ চঞ্চলতাং গতঃ।
যাযাবরঃ পুরা বিপ্রস্তপস্বী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১২৯ ॥
চিরকালং প্রতপ্তশ্চ তমিন্দ্রশাপাগ্নিনার্দ্দিতম্।
স্পৃষ্ট্বা বারিকণেনেমং মোচয়িত্বাথ পাতকাৎ
ইত্যাদয়ঃ ॥ ১৩০ ॥

অন্বয়। (তৎ) অপ্সরসঃ রম্যং স্থানং যস্মিন্ (স্থানে) যাযাবরঃ (নাম কশ্চিৎ) তপস্বী (তপঃপরায়ণঃ) বিজিতেন্দ্রিয়ঃ (সংযতেন্দ্রিয়ঃ) বিপ্রঃ পুরা চঞ্চলতাং গতঃ (ইন্দ্রিয়পরবশঃ অভূৎ)। ইন্দ্রশাপাগ্নিনা (ইন্দ্রস্য শাপরূপেণ অগ্নিনা) অর্দ্দিতং (পীড়িতং) চিরকালং (দীর্ঘকালং) প্রতপ্তং (প্রবলং তপঃ আচরন্তং) ইমং তং (যাযাবরং) বারিকণেন স্পৃষ্ট্বা অথ (বারিস্পর্শাৎ অনন্তরং) পাতকাৎ মোচয়িত্বা ইত্যাদয়ঃ॥ ১২৯-১৩০॥

অনুবাদ। পদ্মপুরাণ যমুনামাহাত্ম্যে—অপ্সরার সেই রম্য স্থান যেখানে যাযাবর নামক এক তপস্বী জিতেন্দ্রিয় বিপ্র পুরাকালে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের বশীভূত হন। ইন্দ্রের অভিশাপরূপ অগ্নিতে ক্লিষ্ট, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কঠোর তপঃকারী এই যাযাবরকে জলকণাদ্বারা স্পর্শপূর্ব্বক পাতক হইতে মুক্ত করিয়া ইত্যাদি॥ ১২৯-১৩০॥

তত্রৈব—

পুনঃ স প্রাঙ্মুখং গত্বা* সংপ্রাপ্তঃ শৌকরীং পুরীম্।
যস্যাং ধরাং সমুদ্ধর্ত্তুমুৎপন্নশ্চাদিশূকরঃ॥ ১৩১॥

অন্বয়। সঃ (যাযাবরো বিপ্রঃ) পুনঃ প্রাঙ্মুখং (পূর্ব্বাং দিশং) গত্বা শৌকরীং (শূকরাবতারস্য ইত্যর্থঃ) পুরীং সংপ্রাপ্তঃ (প্রাপ্তবান্) যস্যাং (শৌকর্য্যাং পুর্য্যাং) আদিশূকরঃ (ভগবান্ আদিবরাহাবতারঃ) ধরাং (প্রলয়-জলনিমগ্নাং) সমুদ্ধর্ত্তুং উৎপন্নঃ চ (আবির্ভূতঃ আসীৎ)॥১৩১॥

অনুবাদ। সেই যাযাবর বিপ্র পুনরায় পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া শৌকর-পুরীতে উপস্থিত হইলেন। যথায় ভগবান্ আদিবরাহদেব প্রলয়জলনিমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। (এই শৌকরী পুরীর বর্ত্তমান নাম 'শূকরতল'।)॥ ১৩১॥

ঐছে যাযাবর শৌকরী সীমার প্রচার।
ঐছে সর্ব্বদিশা বিশ যোজন বিস্তার॥ ১৩২॥
বহু তীর্থ হয় এই বিশ যোজনেতে।
তার মধ্যে বিশেষ কহয়ে পুরাণেতে॥ ১৩৩॥
দ্বাদশ যোজন ব্যাপ্ত মথুরামণ্ডল।
তথা বহুতীর্থ রামকৃষ্ণ-ক্রীড়াস্থল॥ ১৩৪॥

তথাহি মথুরাখণ্ডে—

মথুরামণ্ডলং তদ্ধি যোজনানান্তু দ্বাদশ।
তত্র তীর্থসহস্রাণি কৃষ্ণরামক্রিয়াণি চ॥ ১৩৫॥

অন্বয়। তৎ মথুরামণ্ডলং হি যোজনানাং তু দ্বাদশ (দ্বাদশ-যোজনপরিমিতং)। তত্র (মথুরামণ্ডলে) চ কৃষ্ণ-রামক্রিয়াণি (কৃষ্ণরাময়োঃ ক্রিয়াঃ লীলাঃ যেষু তাদৃশানি) তীর্থসহস্রাণি (তীর্থানাং সহস্রাণি সন্তীত্যর্থঃ)॥ ১৩৫॥

অনুবাদ। মথুরাখণ্ডে—সেই মথুরামণ্ডল দ্বাদশ-যোজন বিস্তৃত। তথায় কৃষ্ণ-বলরামের লীলাস্থল বহু সহস্র তীর্থ আছে॥ ১৩৫॥

তথাপি বৈশিষ্ট্য এই মথুরাপ্রবরা।
চতুর্বিংশতি-ক্রোশময়ী মনোহরা॥ ১৩৬॥
কুমুদবনাদি-দ্বাদশারণ্য সংযুতা।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী সর্ব্বত্র বিদিতা॥ ১৩৭॥

তথাহি আদিবারাহে—

গব্যূতিদ্বাদশময়ী দ্বাদশারণ্যসংযুতা।
তত্রাপি মথুরাদেবী সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী॥ ১৩৮॥

অন্বয়। তত্র (দ্বাদশযোজনপরিমিতে মথুরামণ্ডলে) অপি গব্যূতিদ্বাদশময়ী (গব্যূতিঃ ক্রোশদ্বয়ং তাসাং দ্বাদশ তন্ময়ী চতুর্বিংশতিক্রোশব্যাপিনীত্যর্থঃ) দ্বাদশারণ্যসংযুতা (কুমুদাদিদ্বাদশবনসহিতা) সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী মথুরাদেবী (বর্ত্ততে)॥ ১৩৮॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—সেই মথুরামণ্ডল মধ্যে চতুর্বিংশতিক্রোশবিস্তৃতা দ্বাদশবনশোভিতা সর্ব্বসিদ্ধি-দায়িনী মথুরাদেবী বিদ্যমান॥ ১৩৮॥

তত্রাপি বৈশিষ্ট্য—শ্রীমথুরা পদ্মাকৃতি।
ক্লেশঘ্ন কেশবদেবের কর্ণিকায় স্থিতি॥ ১৩৯॥

তত্র হি আদিবারাহে—

ইদং পদ্মং মহাভাগে সর্ব্বেষাং মুক্তিদায়কম্।
কর্ণিকায়াং স্থিতো দেবঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ॥১৪০॥
কর্ণিকায়াং মৃতা যে তু তে নরা মুক্তিভাগিনঃ।
পত্রমধ্যে মৃতা যে চ তেষাং মুক্তির্বসুন্ধরে॥ ১৪১॥

অন্বয়। হে মহাভাগে (ভাগ্যবতি) বসুন্ধরে! ইদং পদ্মং (পদ্মাকারা মথুরা ইত্যর্থঃ) সর্ব্বেষাং (তস্যাং যত্র কুত্র

* পাঠান্তরে প্রাঙ্মুখো ভূত্বা

স্থিতানাং) মুক্তিদায়কং (ভবতি)। ক্লেশনাশনঃ (দুঃখহারী) দেবঃ (ভগবান্) কেশবঃ (আদিকেশবঃ অস্ত) কর্ণিকায়াং স্থিতঃ। যে তু নরাঃ কর্ণিকায়াং মৃতা ভবন্তি তে মুক্তিভাগিনঃ (মুক্তৌ অধিকারিণঃ ভবন্তি)। যে চ (নরাঃ পদ্মস্য) পত্রমধ্যে মৃতাঃ (ভবন্তি) তেষাং মুক্তিঃ (ভবতি) ॥১৪০-১৪১॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—হে পরমসৌভাগ্যশালিনি বসুন্ধরে! এই পদ্ম অর্থাৎ পদ্মাকৃতি মথুরা সকলের মুক্তিদায়ক। ইহার কর্ণিকায় দুঃখহারী আদি-কেশবদেব অবস্থান করেন। যে সকল লোকের কর্ণিকায় মৃত্যু হয় তাহারা মুক্তিলাভে অধিকারী হয়। আর যাহারা ইহার পত্রমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহাদেরও মুক্তি হয় ॥১৪০-১৪১ ॥

পশ্চিম পত্রেতে 'হরিদেব' মনোহর।
গোবর্ধন-নিবাসী পরমানন্দকর ॥ ১৪২ ॥

তথাহি তত্রৈব—

পশ্চিমে চ হরিং দেবং গোবর্ধননিবাসিনম্।
দৃষ্ট্বা তং দেবদেবেশং কিং মনঃ পরিতপ্যসে?১৪৩॥

অন্বয়। (রে) মনঃ! (তস্য পদ্মস্য) পশ্চিমে (পত্রে) চ গোবর্ধননিবাসিনং (গোবর্ধনগিরৌ বসন্তং) দেবদেবেশং (মহাদেবস্যাপীশ্বরং) তং (সর্বজগৎপ্রসিদ্ধং) দেবং হরিং দৃষ্ট্বা (হরিদেবস্য দর্শনাৎ পরং) কিং (কথং পুনঃ) পরিতপ্যসে (দুঃখম্ অনুভবসি)? ১৪৩॥

অনুবাদ। রে মন! সেই পদ্মের পশ্চিমপত্রে গোবর্ধন-নিবাসী, দেবদেব মহাদেবেরও প্রভু সেই 'হরিদেবকে' দর্শন করিবার পর পুনঃ কেন পরিতপ্ত হইতেছ? ১৪৩ ॥

উত্তরে 'শ্রীগোবিন্দ' পরমানন্দময়।
যাঁহার দর্শনে সর্বপাপে মুক্ত হয় ॥ ১৪৪ ॥

তথাহি তত্রৈব—

উত্তরেণ তু "গোবিন্দং" দৃষ্ট্বা দেবং পরং শুভম্।
নাসৌ পততি সংসারে যাবদাহূতসংপ্লবন্ ॥ ১৪৫ ॥

অন্বয়। (তৎপদ্মস্য) উত্তরেণ (উত্তরে পত্রে স্থিতমিত্যর্থঃ) তু পরং শুভং (নিঃশ্রেয়সপ্রদং) দেবং গোবিন্দং দৃষ্ট্বা অসৌ (দ্রষ্টা) যাবদাহূতসংপ্লবং (আপ্রলয়ং) সংসারে ন পততি ॥ ১৪৫ ॥

অনুবাদ। ঐ পদ্মের উত্তরপত্রে স্থিত পরমকল্যাণদাতা 'গোবিন্দদেবকে' দর্শন করিলে সেই দর্শনকারী প্রলয় পর্যন্ত আর সংসারে পতিত হয় না ॥ ১৪৫ ॥

পূর্বপত্রে 'বিশ্রান্তি'-সংজ্ঞকদেব-স্থিতি।
যাঁহার দর্শনে মনুষ্যের হয় মুক্তি ॥ ১৪৬ ॥

তথাহি তত্রৈব—

বিশ্রান্তিসংজ্ঞকো দেবঃ পূর্বপত্রে ব্যবস্থিতঃ।
যং দৃষ্ট্বা তু নরো যাতি মুক্তিং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥১৪৭॥

অন্বয়। (এতৎপদ্মস্য) পূর্বপত্রে বিশ্রান্তি-সংজ্ঞকঃ (বিশ্রান্তিনামকঃ) দেবঃ ব্যবস্থিতঃ (অস্তি) যং (বিশ্রান্তিদেবং) তু দৃষ্ট্বা নরঃ (দর্শকো জনঃ) মুক্তিং যাতি (প্রাপ্নোতি) অত্র (বিষয়ে) সংশয়ো নাস্তি ॥ ১৪৭ ॥

অনুবাদ। এই পদ্মের পূর্বপত্রে বিশ্রান্তি-নামক ভগবান্ অবস্থিত,—যাঁহাকে দেখিয়া লোক মুক্তি লাভ করে—এই বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ১৪৭ ॥

শ্রীবরাহদেব শোভে দক্ষিণপত্রেতে।
সর্বসিদ্ধি মনুষ্যের যাঁ'র কৃপা হৈতে ॥ ১৪৮ ॥

তথাহি তত্রৈব—

দক্ষিণেন তু মাং বিদ্ধি প্রতিমাং দিব্যরূপিণীম্।
মহাকায়স্বরূপাঞ্চ তাঞ্চ কেশবসন্নিভাম্ ॥
মাং দৃষ্ট্বা মনুজো দেবি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥১৪৯॥

অন্বয়। (অস্য পদ্মস্য) দক্ষিণেন (দক্ষিণে পত্রে স্থিতামিত্যর্থঃ) তাং দিব্যরূপিণীং (উজ্জ্বলরূপাং) মহাকায়স্বরূপাং (মহাবরাহাকৃতিং) চ কেশবসন্নিভাং (কেশবাভিন্নাং) চ প্রতিমাং তু মাং বিদ্ধি (জানীহি)। অর্থাৎ সা প্রতিমা মদৈব প্রকাশভেদ ইত্যর্থঃ)। হে দেবি! মাং (তদ্বরাহপ্রতিমারূপং) দৃষ্ট্বা মনুজঃ (মানবঃ) ব্রহ্মলোকে মহীয়তে (পূজ্যতে) ॥ ১৪৯ ॥

অনুবাদ। এই পদ্মের দক্ষিণপত্রে স্থিতা সেই দিব্যরূপিণী মহাবরাহদেহধারিণী কেশবতুল্যা প্রতিমাকে আমি বলিয়া জানিবে। হে দেবি! আমাকে অর্থাৎ আমার এই রূপ দেখিয়া মানব ব্রহ্মলোকে পূজ্য হইয়া থাকে ॥ ১৪৯ ॥

মথুরায় নিবাসাদি কালবিশেষে।
যে ফল মিলয়ে তাহা পুরাণে প্রকাশে ॥ ১৫০ ॥

জ্যৈষ্ঠে শুক্লা দ্বাদশী মথুরা-স্নান করি।
মিলয়ে পরমা গতি দেখিলে শ্রীহরি ॥ ১৫১ ॥

আদিবারাহে—

জ্যৈষ্ঠস্য শুক্লদ্বাদশ্যাং স্নাত্বা তু নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
মথুরায়াং হরিং দৃষ্ট্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥১৫২॥

অন্বয়। জ্যৈষ্ঠস্য শুক্লদ্বাদশ্যাং (তিথৌ নরঃ) নিয়তেন্দ্রিয়ঃ (সংযতঃ সন্) মথুরায়াং (মথুরাপাদবাহিন্যাং যমুনায়ামিত্যর্থঃ) স্নাত্বা (তত্রধাম্নি বিরাজমানং) হরিং (আদি-কেশবদেবমিত্যর্থঃ) দৃষ্ট্বা পরমাং গতিং প্রাপ্নোতি ॥১৫২॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—মানব জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা দ্বাদশী-তিথিতে সংযত হইয়া মথুরায় স্নানপূর্বক শ্রীআদি-কেশবদেবকে দর্শন করিয়া পরমগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ১৫২ ॥

চাতুর্মাস্যে মথুরায় ফল অতিশয়।
পৃথিবীর যত তীর্থ মাথুরে বৈসয় ॥ ১৫৩ ॥

আদিবারাহে—

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি আসমুদ্রসরাংসি চ।
মথুরায়াং গমিষ্যন্তি ময়ি সুপ্তে বসুন্ধরে ॥ ১৫৪ ॥

অন্বয়। হে বসুন্ধরে! পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি আসমুদ্রসরাংসি (সমুদ্রসহিতানি সর্বাণি সরাংসি) চ (সন্তি তানি সর্বাণি) ময়ি সুপ্তে (সতি, মম শয়নকালে ইত্যর্থঃ) মথুরায়াং গমিষ্যন্তি ॥ ১৫৪ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—হে বসুন্ধরে! পৃথিবীতে যত তীর্থ এবং সমুদ্র ও সরোবর আছে তৎসমস্ত আমার শয়নকালে মথুরায় গমন করিয়া থাকে ॥ ১৫৪ ॥

ঐছে ভাদ্র-জন্মাষ্টম্যাদিক কাল যাহা।
কহিতে কি—পুরাণাদি শাস্ত্রে ব্যক্ত তাহা ॥১৫৫॥
মথুরাবনান্তর্গত মথুরাপুরী—যার।
মাহাত্ম্য কহিতে কেহ নাহি পায় পার ॥ ১৫৬ ॥
মধুদৈত্যবধ এথা কৈলা ভগবান্।
এই হেতু "মধুবন" মথুরা আখ্যান ॥ ১৫৭ ॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—

মধোর্বনং প্রথমতো যত্র বৈ মথুরাপুরী।
মধুদৈত্যো হতো যত্র হরিণা বিশ্বমূর্তিনা ॥ ১৫৮ ॥

অন্বয়। প্রথমতঃ (প্রথমে) মধোঃ বনং (মধুবনমিত্যর্থঃ) যত্র (মধুবনে) মথুরাপুরী বৈ (অস্তি) যত্র (চ) বিশ্বমূর্তিনা (বিরাটরূপিণা) হরিণা মধুদৈত্যঃ হতঃ (আসীৎ) ॥ ১৫৮ ॥

অনুবাদ। স্কন্দপুরাণ মথুরাখণ্ডে—প্রথমে মধুদৈত্যের বন—যেখানে মথুরাপুরী অবস্থিত এবং যথায় বিশ্বরূপী শ্রীহরি মধুদৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন ॥ ১৫৮ ॥

এথাতে যতেক তীর্থ, লেখা নাই তার।
সে সব তীর্থের নাম কহে শক্তি কা'র? ১৫৯ ॥

তথাহি তত্রৈব—

তস্মিন্ মধুবনে রাজন্ দুর্ঘটং কিং হরিপ্রিয়ে।
বক্তুং নামানি তীর্থানাং শক্যতে ন ময়াধুনা ॥১৬০॥

অন্বয়। হে রাজন্! তস্মিন্ হরিপ্রিয়ে মধুবনে কিং দুর্ঘটং (অসম্ভবং, ন কিমপীত্যর্থঃ)। অধুনা (তত্র স্থিতানাং) তীর্থানাং নামানি বক্তুং (সংখ্যাতুং) ময়া ন শক্যতে ॥১৬০॥

অনুবাদ। হে রাজন্! শ্রীহরির প্রিয় সেই মধুবনে কিছুই অসম্ভব নহে। এক্ষণে তথায় উপস্থিত সকল তীর্থের নাম বলা আমার সাধ্য নহে ॥ ১৬০ ॥

ঐছে মথুরায় মহা-মাহাত্ম্য কহিতে।
রাঘবপণ্ডিত হর্ষে নারে স্থির হৈতে ॥ ১৬১ ॥
রজনী-প্রভাতে সঙ্গে লইয়া দুইজনে।
প্রাতঃক্রিয়া করি' চলে মথুরা-ভ্রমণে ॥ ১৬২ ॥
আগে গেলা সনোড়িয়া বিপ্র যথা ছিলা।
যাঁ'র ঘরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভিক্ষা কৈলা ॥ ১৬৩ ॥
মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর যেঁহ শিষ্য।
যে দেখিল গৌরাঙ্গের পরম রহস্য ॥ ১৬৪ ॥
শ্রীরাঘবপণ্ডিত কহয়ে শ্রীনিবাসে।
"এথা গৌরচন্দ্র নৃত্য কৈলা প্রেমাবেশে ॥ ১৬৫ ॥
আইল অসংখ্য লোক প্রভুর দর্শনে।
সবে মহামত্ত হইলা শ্রীনাম-কীর্তনে ॥ ১৬৬ ॥
সবার নেত্রেতে অশ্রু ঝরে অনিবার।
'ব্রজেন্দ্রনন্দন'-জ্ঞান হইল সবার ॥ ১৬৭ ॥
তিলার্ধেক ছাড়িয়া যাইতে কেহো নারে।
সবে সাঁতারয়ে প্রেমসমুদ্রপাথারে ॥ ১৬৮ ॥

এথাতে অদ্ভুত গৌরচন্দ্রের বিলাস।"
এত কহি' শ্রীরাঘব ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ॥ ১৬৯ ॥
গৌরাঙ্গচান্দের লীলা করিয়া শ্রবণ।
শ্রীনিবাস-নরোত্তম করয়ে ক্রন্দন ॥ ১৭০ ॥
করিতে বিলাপ অতি অধৈর্য অন্তর।
হইলেন বিপ্রাঙ্গনে ধূলায় ধূসর ॥ ১৭১ ॥
ক্ষণে ক্ষণে কত না তরঙ্গ উঠে চিতে।
কতোক্ষণে স্থির হৈয়া চাহে চারিভিতে ॥ ১৭২ ॥
শ্রীনিবাস প্রতি কহে রাঘবপণ্ডিত।
শুনিছু প্রাচীনমুখে একথা বিদিত ॥ ১৭৩ ॥
তীর্থপর্যটনকালে অদ্বৈতগোসাঞি।
দেখি' মথুরার শোভা ছিলা এই ঠাঞি ॥ ১৭৪ ॥
মথুরায় অসুদেশী এক বিপ্রাধম।
বৈষ্ণবে নিন্দয়ে সদা—এ তা'র নিয়ম ॥ ১৭৫ ॥
পণ্ডিতাভিমানী দুষ্ট সকল প্রকারে।
মথুরার শিষ্ট লোক কাঁপে ত'ার ডরে ॥ ১৭৬ ॥
এক দিন প্রভু-অদ্বৈতের সন্নিধানে।
করয়ে বৈষ্ণবনিন্দা দুঃসহ শ্রবণে ॥ ১৭৭ ॥
শুনি' অদ্বৈতের ক্রোধাবেশ অতিশয়।
কাঁপে ওষ্ঠাধর, রক্তবর্ণ নেত্রদ্বয় ॥ ১৭৮ ॥
মহাদর্প করিয়া কহয়ে বারবার।
'ওরে রে পাষণ্ড! তোর নাহিক নিস্তার ॥ ১৭৯ ॥
চক্র লইয়া হাতে এই দেখ বিদ্যমান।
তোর মুণ্ড কাটিয়া করিব খান খান' ॥ ১৮০ ॥
এত কহিয়াই প্রভু চতুর্ভুজ হৈলা।
দেখি' বিপ্রাধম ভয়ে কাঁপিতে লাগিলা ॥ ১৮১ ॥
করযোড় করিয়া কহয়ে বারবার।
'যে উচিত দণ্ড প্রভু করহ আমার ॥ ১৮২ ॥
দুঃসঙ্গ-প্রযুক্ত মোর বুদ্ধিনাশ হৈল।
না জানি' বৈষ্ণবতত্ত্বে অপরাধ কৈল ॥ ১৮৩ ॥
কৈছু অপরাধ যত সংখ্যা নাই তার।
মো হেন পাষণ্ডে প্রভু করহ উদ্ধার' ॥ ১৮৪ ॥
এত কহি' বিপ্রাধম করয়ে রোদন।
চতুর্ভুজ মূর্তি প্রভু কৈলা সম্বরণ ॥ ১৮৫ ॥
দেখিয়া বিপ্রের দশা দয়া হৈল মনে।
অনুগ্রহ করি' কহে মধুর বচনে ॥ ১৮৬ ॥
'কৈলা অপরাধ মহানরক ভুঞ্জিতে।
এবে যে কহিয়ে তাহা কর সাবহিতে ॥ ১৮৭ ॥
আপনাকে সাপরাধ হৈয়া সর্বক্ষণ।
সর্বত্যাগ করি' কর নাম-সঙ্কীর্তন ॥ ১৮৮ ॥
প্রাণপণ করি' সন্তোষিবা বৈষ্ণবেরে।
সদা সাবধান হ'বা বৈষ্ণবের দ্বারে ॥ ১৮৯ ॥
ভক্তি-অঙ্গ যাজনেতে নিযুক্ত হইবে।
দেখিলে যে মূর্তি তাহা গোপনে রাখিবে' ॥১৯০॥
ঐছে কত কহি' প্রভু গেলেন ভ্রমণে।
বিপ্র মহামত্ত হৈলা শ্রীনাম-কীর্তনে ॥ ১৯১ ॥
মথুরায় বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে গিয়া।
করয়ে রোদন মহাদৈন্য প্রকাশিয়া ॥ ১৯২ ॥
দেখিয়া বিপ্রের চেষ্টা বৈষ্ণব সকল।
প্রসন্ন হইয়া চিন্তে বিপ্রের মঙ্গল ॥ ১৯৩ ॥
কেহ কহে—অকস্মাৎ আশ্চর্য দেখিয়ে।
কেহ কহে—আছয়ে কারণ, নিবেদিয়ে ॥ ১৯৪ ॥
মথুরায় আসি' এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
ছিলেন গোপনে—তাঁ'র তেজ সূর্যসম ॥ ১৯৫ ॥
বিচারিছু—সে ঈশ্বর মনুষ্য আকার।
তাঁর অনুগ্রহে বিপ্র হৈল এ প্রকার ॥ ১৯৬ ॥
দেখিয়া বিপ্রের ভক্তি ঐছে কত কয়।
এস্থান দর্শনে ভক্তিরত্ন লভ্য হয় ॥ ১৯৭ ॥
অহে শ্রীনিবাস! দেখ কিবা সুশোভিত।
এই অর্ধচন্দ্র স্থানমাহাত্ম্য বিদিত ॥ ১৯৮ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

তত্র মধ্যে তু যৎ স্থানমর্ধচন্দ্রং ব্যবস্থিতম্।
তত্রৈব বাসিনো লোকা মুক্তিং যান্তি ন সংশয়ঃ ॥১৯৯॥
অর্ধচন্দ্রে তু যঃ স্নানং করোতি নিয়তাশনঃ।
তেনৈব চাক্ষয়া লোকাঃ প্রাপ্তা এব ন সংশয়ঃ ॥২০০॥
অর্ধচন্দ্রে মৃতা দেবি মম লোকং ব্রজন্তি তে।
অন্যত্র তু মৃতা দেবি অর্ধচন্দ্রে কৃতক্রিয়াঃ।
তেঽপি মুক্তিং গমিষ্যন্তি দাহাদিকরণৈর্বিনা ॥২০১

যাবদস্থীন্যর্ধচন্দ্রে যস্য তিষ্ঠন্তি দেহিনঃ।
তাবৎ স পাপকর্তাপি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ২০২॥

অন্বয়। তত্র (মথুরাধাম্নি) মধ্যে (মধ্যস্থলে) তু যৎ অর্ধচন্দ্রং (অর্ধচন্দ্রাকারং) স্থানং ব্যবস্থিতং (অস্তি) তত্র (স্থানে) বাসিনঃ (বাসকারিণঃ) লোকা এব মুক্তিং যান্তি ন (অত্র) সংশয়ঃ। যঃ তু নিয়তাশনঃ (সংযতাহারঃ সন্) অর্ধচন্দ্রে স্নানং করোতি তেন (জনেন) এব চ অক্ষয়া লোকাঃ প্রাপ্তাঃ (ভবন্তি, অত্র) সংশয়ঃ ন এব। হে দেবি! (যে জনাঃ) অর্ধচন্দ্রে মৃতাঃ (ভবন্তি) তে মম লোকং (ধাম) ব্রজন্তি। হে দেবি! যে তু (নরাঃ) অন্যত্র মৃতাঃ অর্ধচন্দ্রে কৃতক্রিয়াঃ (স্নানাদিক্রিয়াঃ কৃতবন্তঃ) (ভবন্তি) তে অপি দাহাদিকরণৈঃ (দাহাদ্যন্ত্যেষ্টিক্রিয়াভিঃ) বিনা মুক্তিং গমিষ্যন্তি। যস্য (মৃতস্য) দেহিনঃ অস্থীনি যাবৎ (যাবন্তং কালং ব্যাপ্য) অর্ধচন্দ্রে তিষ্ঠন্তি সঃ (দেহী) পাপকর্তা অপি তাবৎ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে (পূজ্যতে)॥১৯৯-২০২॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—মথুরাধামে মধ্যস্থলে যে অর্ধচন্দ্রাকার স্থান অবস্থিত আছে তথায় বাসকারী লোকমাত্রই নিঃসন্দেহে মুক্তি লাভ করে। যে ব্যক্তি সংযতাহারী হইয়া অর্ধচন্দ্রে স্নান করে সেই ব্যক্তিই অক্ষয় লোকসকল প্রাপ্ত হয়—সন্দেহ নাই। হে দেবি! যাহারা অর্ধচন্দ্রে প্রাণত্যাগ করে তাহারা আমার ধামে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে গমন করে। আর যাহারা অর্ধচন্দ্রে স্নানাদিক্রিয়া করিয়াছে তাহারা অন্যত্র মরিলেও দাহাদি অন্ত্যেষ্টিকার্য ব্যতিরেকে মুক্তিলাভ করিবে। যে মৃত-দেহধারী জনের অস্থি সকল যাবৎকাল অর্ধচন্দ্রে থাকে সে ব্যক্তি পাপী হইলেও তাবৎকাল ব্রহ্মলোকে পূজ্য হইয়া থাকে॥১৯৯-২০২

এত কহি' শ্রীনিবাসাচার্য করে ধরি'।
মনের আনন্দে পুনঃ কহে ধীরি ধীরি ॥ ২০৩॥
মধুবনান্তর্গত মথুরা তেজোময়।
কালবিশেষেতে যাত্রাফল অতিশয় ॥ ২০৪ ॥
সর্বপাপ দূরে যায় মথুরা-ভ্রমণে।
অন্যেও পবিত্র হয় তাহার দর্শনে ॥ ২০৫ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

ব্রহ্মঘ্নশ্চ সুরাপশ্চ গোঘ্নো ভগ্নব্রতস্তথা।
মথুরাং প্রদক্ষিণীকৃত্য পূতো ভবতি পাতকাৎ ॥২০৬॥

অন্যদেশাগতো দূরাৎ পরিক্রামতি যো নরঃ।
তস্য সন্দর্শনাদেব পূতাঃ স্যুর্গতকল্মষাঃ ॥ ২০৭ ॥

অন্বয়। ব্রহ্মঘ্নঃ (ব্রাহ্মণঘাতী) চ, সুরাপঃ (মদ্যপায়ী) চ, গোঘ্নঃ (গোঘাতকঃ) তথা ভগ্নব্রতঃ (ভগ্নং পতিতং ব্রতং ব্রহ্মচর্যং যস্য স ব্রহ্মচর্যচ্যুতশ্চ জনঃ) মথুরাং প্রদক্ষিণীকৃত্য পাতকাৎ (পূর্বোক্তাৎ ব্রাহ্মণবধাদিজনিতাৎ) পূতঃ(পবিত্রঃ মুক্ত ইত্যর্থঃ) ভবতি। দূরাৎ অন্যদেশাগতঃ (দূরবর্তিনঃ দেশান্তরাৎ আগতঃ) যঃ নরঃ (ইমাং মথুরাং) পরিক্রামতি তস্য(পরিক্রমং কৃতবতঃ জনস্য) সন্দর্শনাৎ এব (অন্যে দর্শকাঃ) গতকল্মষাঃ (বিগতপাপাঃ সন্তঃ) পূতাঃ স্যুঃ ॥২০৬-২০৭॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—ব্রাহ্মণঘাতক, মদ্যপায়ী, গোঘাতী ও ব্রহ্মচর্যভ্রষ্ট ব্যক্তি মথুরা প্রদক্ষিণ করিয়া উক্ত পাতকসকল হইতে মুক্ত ও পবিত্র হয়। অন্য দূর দেশ হইতে আগত যে জন মথুরা পরিক্রমা করে তাহার দর্শনেই অপর লোক পাপরহিত হইয়া পবিত্র হয় ॥২০৬-২০৭॥

এই দেখ বসুদেব-দেবকীর ঘর।
এথা জন্মিলেন কৃষ্ণ জগৎ-ঈশ্বর ॥ ২০৮ ॥
জন্মস্থান মাহাত্ম্য পুরাণে ব্যক্ত কয়।
কালবিশেষে ফলের সীমা নাহি হয় ॥ ২০৯ ॥

তথাহি স্কান্দে—

জপোপবাসনিরতো মথুরায়াং ষড়ানন।
জন্মস্থানং সমাসাদ্য সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২১০ ॥

অন্বয়। হে ষড়ানন (কার্তিকেয়)! মথুরায়াং জপোপবাসনিরতঃ (জনঃ তত্র মথুরায়াং) জন্মস্থানং (শ্রীকৃষ্ণস্য প্রকটভূভাগং) সমাসাদ্য (প্রাপ্য) সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে (সর্বপাপেভ্যো মুক্তো ভবতি) ॥ ২১০ ॥

অনুবাদ। স্কন্দপুরাণে—হে কার্তিকেয়! মথুরাধামে জপ-উপবাসে নিযুক্ত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান লাভ করিয়া অর্থাৎ দর্শন করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ২১০ ॥

পাদ্মে—

কার্তিকে জন্মসদনে কেশবস্য চ যে নরাঃ।
সকৃৎ প্রবিষ্টা বৈ কৃষ্ণং তে যান্তি পরমব্যয়ম্ ॥ ২১১ ॥

অন্বয়। যে চ নরাঃ কার্তিকে (মাসি) কেশবস্য জন্মসদনে (আবির্ভাবগৃহে) সকৃৎ (একবারং) বৈ প্রবিষ্টাঃ(ভবন্তি) তে অব্যয়ং (নিত্যং) পরং (বস্তু) কৃষ্ণং যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥

অনুবাদ। পদ্মপুরাণে—যে সকল ব্যক্তি কার্তিক মাসে ভগবান্ কেশবের জন্মগৃহে একবারও প্রবিষ্ট হয় তাহারা নিত্য ও পরম বস্তু কৃষ্ণকে লাভ করে ॥ ২১১ ॥

অহে শ্রীনিবাস! কর কেশব দর্শন।
এথা শ্রীচৈতন্য কৈলা অদ্ভুত নর্তন ॥ ২১২ ॥
ভাসিল সকল লোক প্রেমের বন্যায়।
সবে কহে—'ইঁহো এই শ্রীকেশব রায়' ॥ ২১৩ ॥
কেশবের মাহাত্ম্য কহিতে সাধ্য কা'র?
সপ্তদ্বীপ প্রদক্ষিণ প্রদক্ষিণে যাঁ'র ॥ ২১৪ ॥
কেশবকীর্তনে সর্বপাপ যায় ক্ষয়।
কালবিশেষে যে ফল—অন্ত নাহি হয় ॥ ২১৫ ॥

আদিবারাহে—

প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।
প্রদক্ষিণীকৃতো যেন মথুরায়ান্তু কেশবঃ ॥ ২১৬ ॥
ইহ জন্মৌ কৃতং পাপমন্যজন্মকৃতং চ যৎ।
তৎ সর্বং নশ্যতি শীঘ্রং কেশবস্য চ কীর্তনে ॥ ২১৭॥

অন্বয়। যেন মথুরায়াং (মধুপুর্যাং) তু কেশবঃ প্রদক্ষিণীকৃতঃ তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা প্রদক্ষিণীকৃতা। ইহ জন্মৌ (জন্মনি) কৃতং যৎ পাপং (যচ্চ পাপং) অন্যজন্মকৃতং তৎ সর্বং চ কেশবস্য কীর্তনে শীঘ্রং নশ্যতি ॥ ২১৬-২১৭ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—যে ব্যক্তি মথুরাপুরীতে বিরাজমান শ্রীকেশবদেবকে প্রদক্ষিণ করিয়াছে সে সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরাকে প্রদক্ষিণ করিয়াছে। এই জন্মে কৃত ও অন্য জন্মে কৃত যে পাপ তৎসমস্তই শ্রীকেশবের কীর্তনে শীঘ্রই নষ্ট হয় ॥ ২১৬-২১৭ ॥

দেখ দেখ কি আশ্চর্য মথুরানগরে।
শ্রীভগবানের মূর্তি সদা শোভা করে ॥ ২১৮ ॥
'দীর্ঘবিষ্ণু, পদ্মনাভ, স্বায়ম্ভুব' নাম।
যে দেখে সকৃৎ তা'র পূরে সর্ব কাম ॥ ২১৯ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

দীর্ঘবিষ্ণুং সমালোক্য পদ্মনাভং স্বায়ম্ভুবম্।
মথুরায়াং সকৃদ্দেবি সর্বাভীষ্টমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২২০ ॥

অন্বয়। হে দেবি! মথুরায়াং (মথুরাপুর্যাং) দীর্ঘবিষ্ণুং পদ্মনাভং স্বায়ম্ভুবং সকৃৎ সমালোক্য (জনঃ) সর্বাভীষ্টং অবাপ্নুয়াৎ (লভেত) ॥ ২২০ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—হে দেবি! মথুরাপুরীতে অধিষ্ঠিত দীর্ঘবিষ্ণু, পদ্মনাভ, স্বায়ম্ভুবকে একবারমাত্র দর্শন করিয়া দর্শনকারী সকল অভীষ্ট প্রাপ্ত হয়॥২২০॥

দেখ শ্রীনিবাস! শ্রীকৃষ্ণের পরিবার।
একানংশা দেবী, যশোদা, দেবকী আর ॥ ২২১ ॥
মহাবিদ্যেশ্বরী এ সভার দর্শনেতে।
ব্রহ্মহত্যা হৈতে মুক্ত ব্যক্ত পুরাণেতে ॥ ২২২ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

একানংশাং ততো দেবীং যশোদাং দেবকীং তথা।
মহাবিদ্যেশ্বরীং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ২২৩ ॥

অন্বয়। মহাবিদ্যেশ্বরীং (ঈশ্বররূপিণীং মহাশক্তিং) দেবীং একানংশাং (একা পরা অনংশা চ ন অংশরূপা অর্থাৎ পূর্ণা চ ইতি তাং পূর্ণশক্তিরূপাং যোগমায়াং) ততঃ (তদনন্তরং মহাবিদ্যেশ্বরীং) দেবীং যশোদাং, তথা (মহাবিদ্যেশ্বরীং দেবীং) দেবকীং দৃষ্ট্বা (লোকঃ) ব্রহ্মহত্যয়া (ব্রহ্মহত্যাজনিতপাপাৎ) মুচ্যতে ॥ ২২৩ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—দেবী একানংশা অর্থাৎ যোগমায়া, দেবী যশোদা, দেবী দেবকী—এই সকল মহাবিদ্যেশ্বরীর দর্শনে লোক ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হয় ॥২২৩

এই মহাদেব ভূতেশ্বর ক্ষেত্রপাল।
দৃষ্টিমাত্র হরে পাপ—পরম দয়াল ॥ ২২৪ ॥
কৃষ্ণভক্তি লভে কৈলে ইঁহার পূজন।
ইহাতে যে বিমুখ—তাহার বিড়ম্বন ॥ ২২৫ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

মথুরায়াঞ্চ দেব ত্বং ক্ষেত্রপালো ভবিষ্যসি।
ত্বয়ি দৃষ্টে মহাদেব মম ক্ষেত্রফলং লভেৎ ॥ ২২৬ ॥

অন্বয়। হে দেব! ত্বং মথুরায়াং (মথুরাধাম্নি) চ ক্ষেত্রপালঃ (ধামেশ্বরঃ) ভবিষ্যসি। হে মহাদেব! ত্বয়ি দৃষ্টে (সতি দর্শকঃ) মম ক্ষেত্রফলং (ক্ষেত্রস্য ধাম্নঃ ফলং) লভেৎ (লভেত ইত্যর্থঃ) ॥ ২২৬ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—হে দেব! তুমি মথুরায় ক্ষেত্রপাল হইবে। হে মহাদেব! তোমার দর্শন হইলে লোক আমার ধামের ফল প্রাপ্ত হইবে ॥ ২২৬ ॥

পুনস্তত্রৈব—

দৃষ্ট্বা ভূতপতিং দেবং বরদং পাপনাশনম্ ।
তেন দৃষ্টেন বসুধে মাথুরং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ২২৭ ॥

অন্বয়। হে বসুধে ! বরদং (বরদাতারং) পাপনাশনং (পাপহারিণং) ভূতপতিং দেবং (শিবং) দৃষ্ট্বা (তস্য দেবস্য দর্শনানন্তরমিত্যর্থঃ) (দর্শকো জনঃ) তেন দৃষ্টেন (দর্শনেন) মাথুরং (মথুরাধাম্ন ইত্যর্থঃ) ফলং আপ্নুয়াৎ (নিশ্চিতং লভেত) ॥ ২২৭ ॥

অনুবাদ। সেই আদিবরাহপুরাণেই—হে বসুন্ধরে ! বরদাতা পাপনাশন ভূতনাথ মহাদেবকে দর্শন করিলে দর্শনকারী ব্যক্তি সেই দর্শনফলে মথুরাধামের ফল অবশ্য প্রাপ্ত হইবে ॥ ২২৭ ॥

তথাহি নির্বাণখণ্ডে—

যত্র ভূতেশ্বরো দেবো মোক্ষদঃ পাপিনামপি ।
মম প্রিয়তমো নিত্যং দেবো ভূতেশ্বরঃ পরঃ ॥ ২২৮ ॥
কথং বা ময়ি ভক্তিং স লভেত পাপপুরুষঃ ।
যো মদীয়ং পরং ভক্তং শিবং সংপূজয়েন্নহি ॥২২৯॥
মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ প্রায়স্তে মানবাধমাঃ ।
ভূতেশ্বরং যে স্মরন্তি ন নমন্তি স্তুবন্তি বা ॥ ২৩০ ॥

অন্বয়। যত্র (মথুরাধাম্নি) পাপিনাং অপি মোক্ষদঃ (মুক্তিদাতা) ভূতেশ্বরঃ (ভূতনাথঃ) দেবঃ (মহাদেবঃ) (বিরাজত ইত্যর্থঃ)। ভূতেশ্বরঃ পরঃ দেবঃ (মহাদেবঃ) নিত্যং মম প্রিয়তমঃ (ভবতি)। যঃ (জনঃ) মদীয়ং পরং (পরমং) ভক্তং শিবং ন হি সংপূজয়েৎ(সম্যক্ পূজয়তি) স পাপপুরুষঃ (পাপী জনঃ) কথং বা ময়ি (ভগবতি কৃষ্ণে) ভক্তিং লভেত (ন কথমপীত্যর্থঃ)। যে মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ (মম মায়য়া বিমোহিতবুদ্ধয়ঃ) তে মানবাধমাঃ (মানবেষু অধমাঃ) প্রায়ঃ (বাহুল্যেন) ভূতেশ্বরং মহাদেবং) ন স্মরন্তি, ন বা নমন্তি, ন বা স্তুবন্তি ॥ ২২৮-২৩০ ॥

অনুবাদ। নির্বাণখণ্ডে—সেই মথুরাধামে পাপিগণেরও মোক্ষদাতা ভূতনাথ মহাদেব বিরাজিত আছেন। মহাদেব ভূতনাথ সর্বদা আমার প্রিয়তম। যে ব্যক্তি আমার পরম ভক্ত শিবের সম্যক্ পূজা করে না, সে পাপী কি করিয়া আমাতে ভক্তি লাভ করিবে ? যাহাদের বুদ্ধি আমার মায়ায় মোহিত সেই সকল অধম মানব প্রায়ই ভূতনাথকে স্মরণ করে না, নমস্কার করে না কিম্বা স্তুতি করে না ॥ ২২৮-২৩০ ॥

মথুরাধামস্থিত তীর্থসকলের বর্ণনা

এই দেখ মহাতীর্থ—শ্রীবিশ্রান্তি নাম ।
কংসে বধি' কৃষ্ণ এথা করিলা বিশ্রাম ॥ ২৩১ ॥
অহে শ্রীনিবাস, এথা ন্যাসিশিরোমণি ।
কৈল যে অদ্ভুত কর্ম—কহিতে না জানি ॥ ২৩২ ॥
কিবা স্ত্রী পুরুষ বাল বৃদ্ধ যুবা যত ।
সবে চতুর্দিকে ধায় হইয়া উন্মত্ত ॥ ২৩৩ ॥
লক্ষ লক্ষ লোক সব কহে উভরায় ।
'সন্ন্যাসীর শিরোমণি আইলা মথুরায়' ॥ ২৩৪ ॥
ঐছে কত কহি' সবে ভাসে নেত্রজলে ।
ঊর্ধ্ববাহু করি' চতুর্দিকে হরি বলে ॥ ২৩৫ ॥
ভুবনমোহন-গৌরচন্দ্র-শোভা দেখি' ।
ফিরাইতে নারে কেহ অনিমিখ আঁখি ॥ ২৩৬ ॥
প্রভু পূর্ণ কৈল সর্ব-লোক-অভিলাষ ।
বিশ্রামতীর্থেতে ঐছে অদ্ভুত বিলাস ॥ ২৩৭ ॥
বিশ্রান্তি-তীর্থ-মাহাত্ম্য বিদিত জগতে ।
পরম দুর্লভ পদ প্রাপ্তি বিশ্রান্তিতে ॥ ২৩৮ ॥
সর্বপাপ হরে সংসারের ক্লেশ যত ।
বিশ্রান্তি-স্নানের ফল কে কহিবে কত ? ২৩৯ ॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—

তত্র তীর্থং মহারাজ বিশ্রান্তির্লোকবিশ্রুতম্ ।
ভ্রমিত্বা সর্বতীর্থানি বিশ্রান্তিং যান্তি শাশ্বতীম্॥২৪০॥

অন্বয়। হে মহারাজ ! তত্র (মথুরায়াং) লোকবিশ্রুতং (লোকপ্রসিদ্ধং) বিশ্রান্তিঃ (নাম) তীর্থং (বর্ততে)। (যত্র হি বিশ্রান্ত্যাং লোকাঃ) সর্বতীর্থানি ভ্রমিত্বা শাশ্বতীং (নিত্যাং) বিশ্রান্তিং (বিশ্রামং) যান্তি (লভন্তে) ॥ ২৪০ ॥

অনুবাদ। স্কন্দপুরাণে মথুরাখণ্ডে—হে মহারাজ ! মথুরায় লোকপ্রসিদ্ধ বিশ্রান্তি-তীর্থ বিরাজিত, যথায় লোক সর্বতীর্থ ভ্রমণ করিয়া নিত্য বিশ্রাম লাভ করে ॥ ২৪০ ॥

তথাহি সৌরপুরাণে—

ততো বিশ্রান্তিতীর্থাখ্যং তীর্থমংহোবিনাশনম্।
সংসারমরুসঞ্চারক্লেশবিশ্রান্তিদং নৃণাম্ ॥ ২৪১ ॥
তত্র তীর্থে কৃতস্নানো যোঽর্চয়েদচ্যুতং নরঃ।
স মুক্তো ভবসন্তাপাদমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ২৪২ ॥

অন্বয়। ততঃ (ততঃ পরং) নৃণাং অংহোবিনাশনং (পাপহারকং) সংসারমরুসঞ্চারক্লেশবিশ্রান্তিদং (সংসাররূপ-মরুভূমৌ সঞ্চরণজনিতক্লেশেভ্যো বিশ্রামপ্রদং) বিশ্রান্তি-তীর্থাখ্যং (বিশ্রান্তিতীর্থনামকং) তীর্থং (অস্তি)। যঃ নরঃ তত্র তীর্থে কৃতস্নানঃ (স্নাতঃ সন্) অচ্যুতম্ অর্চয়েৎ স ভবসন্তাপাৎ (সংসারতাপাৎ) মুক্তঃ (সন্) অমৃতত্বায় (অমরত্বায়) কল্পতে ॥ ২৪১-২৪২ ॥

অনুবাদ। সৌরপুরাণে—ইহার পর লোকের সংসার-মরুভূমিতে বিচরণজনিত ক্লেশ হইতে বিশ্রামপ্রদ পাপবিনাশন বিশ্রান্তিতীর্থনামক তীর্থ। যে ব্যক্তি তথায় স্নান করিয়া অচ্যুতের অর্চন করে সে সংসারতাপ হইতে মুক্ত হইয়া অমরত্বলাভে সমর্থ হয় ॥ ২৪১-২৪২ ॥

পাদ্মে যমুনামাহাত্ম্যে—

কলিন্দপর্বতোত্তুঙ্গে মথুরায়াং তথা পুরি।
প্রত্যঙ্মুখ্যাঞ্চ শৌকর্য্যাং ভাগীরথ্যাশ্চ সঙ্গমে ॥ ২৪৩ ॥
ফলমুত্তরোত্তরোক্তং তৎ কালিন্দ্যাং শতাধিকম্।
তদেব কোটিগুণিতং বিশ্রান্ত্যাং কথ্যতে বুধৈঃ ॥২৪৪

অন্বয়। কলিন্দপর্বতোত্তুঙ্গে (কলিন্দনাম্নি উচ্চপর্বত-বিশেষে) তথা মথুরায়াং পুরি, প্রত্যঙ্মুখ্যাং (পশ্চিম-বাহিন্যাং) শৌকর্য্যাং (শুকরতলাখ্যপ্রদেশাধঃ স্থিতায়াং গঙ্গায়াং) ভাগীরথ্যাঃ সঙ্গমে (সাগরসঙ্গমতীর্থে) চ ফলং উত্তরোত্তরোক্তং(উত্তরোত্তরেণ উৎকর্ষেণ কথিতং ভবতি)। তৎ (ফলং) কালিন্দ্যাং (যমুনায়াং) শতাধিকং (শতাবৃত্তং ভবতি), তদেব (ফলং) বিশ্রান্ত্যাং কোটিগুণিতং বুধৈঃ কথ্যতে ॥ ২৪৩-২৪৪ ॥

অনুবাদ। পদ্মপুরাণে যমুনামাহাত্ম্যে—কলিন্দনামক উচ্চ পর্বতবিশেষে, তদ্রূপ মথুরাপুরীতে, পশ্চিমবাহিনী শুকরতলের গঙ্গায়, ভাগীরথীর সঙ্গমে অতি উত্তম ফল কথিত আছে। যমুনায় সেই ফল শতগুণ। বিশ্রান্তি-তীর্থে সেই ফল কোটিগুণ বলিয়া পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ॥২৪৩-২৪৪॥

তথাহি আদিবারাহে—

বিশ্রান্তিসংজ্ঞকং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥২৪৫

অন্বয়। হে দেবি! বিশ্রান্তিসংজ্ঞকং তীর্থং নাম (নিশ্চিতং) ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং(ত্রিলোকপ্রসিদ্ধং)যস্মিন্ স্নাতঃ নরঃ মম লোকে (বৈকুণ্ঠধাম্নি) মহীয়তে (পূজ্যতে) ॥২৪৫॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—হে দেবি! বিশ্রান্তি-নামক তীর্থ সত্যই ত্রিলোকবিখ্যাত, যথায় স্নাত ব্যক্তি আমার বৈকুণ্ঠধামে পূজিত হয় ॥ ২৪৫ ॥

এই **গতশ্রম** দেব—দেখ রম্যস্থানে।
সর্বতীর্থ-ফলপ্রাপ্তি ইহার দর্শনে ॥ ২৪৬ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

সর্বতীর্থেষু যৎ স্নানৈঃ সর্বতীর্থেষু যৎ ফলম্ ॥
তৎ ফলং লভতে দেবি দৃষ্ট্বা দেবং **গতশ্রমম্**॥২৪৭॥

অন্বয়। হে দেবি! সর্বতীর্থেষু স্নানৈঃ যৎ (ফলং লভ্যতে), সর্বতীর্থেষু (চ) যৎ ফলং (লভ্যতে) তৎ ফলং (বিশ্রান্ত্যাং) গতশ্রমং (বিশ্রান্তং) দেবং (কৃষ্ণং) দৃষ্ট্বা (নরঃ) লভতে ॥ ২৪৭ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—হে দেবি! সর্বতীর্থে স্নানে যে ফল এবং সর্বতীর্থের যে ফল সেই সকল ফল লোক বিশ্রামতীর্থে গতশ্রমদেবকে দর্শন করিয়া লাভ করিয়া থাকে।

মথুরায় প্রবাহিত যমুনায় চব্বিশতীর্থ

অহে শ্রীনিবাস! এই অর্ধচন্দ্রস্থিত।
শ্রীযমুনা-তীর্থ চতুর্বিংশতি বিদিত ॥ ২৪৮ ॥
এই **অবিমুক্ত তীর্থ**-স্নানে মুক্তি হয়।
প্রাণত্যাগে বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি সুনিশ্চয় ॥ ২৪৯ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

অবিমুক্তে নরঃ স্নাতো মুক্তিং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্।
তত্রাথ মুঞ্চতে প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥২৫০॥

অন্বয়। অবিমুক্তে (অবিমুক্তাখ্যে তীর্থে) স্নাতঃ নরঃ অসংশয়ং (নিশ্চিতমেব) মুক্তিং প্রাপ্নোতি। অথ তত্র (যঃ) প্রাণান্ মুঞ্চতে স মম লোকং গচ্ছতি ॥ ২৫০ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—মথুরায় অবিমুক্ততীর্থে

স্নানকারী ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মুক্তি লাভ করে। সেইরূপ তথায় প্রাণত্যাগকারী ব্যক্তি আমার ধামে গমন করে॥২৫০॥

এই দেখ **গুহ্যতীর্থ** এথা স্নান কৈলে।
সংসারেতে মুক্ত হয়—বিষ্ণুলোক মিলে॥ ২৫১ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

অস্তি চান্যতরদ্ গুহ্যং সর্বসংসারমোক্ষণম্।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে॥২৫২॥

অন্বয়। হে দেবি! সর্বসংসারমোক্ষণং (সর্বসংসার-তারকং) গুহ্যং (গুহ্য-নামকং) অন্যতরং (তীর্থং) চ অস্তি। তস্মিন্ স্নাতঃ নরঃ মম লোকে মহীয়তে (পূজিতো ভবতি)॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—হে দেবি! সর্ব সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিপ্রদ গুহ্য নামক অপর এক তীর্থ আছে। তথায় স্নাত ব্যক্তি আমার বৈকুণ্ঠধামে পূজিত হইয়া থাকে॥ ২৫২ ॥

দেবের দুর্লভ এ **প্রয়াগতীর্থ** নাম।
অগ্নিষ্টোমফল মিলে এথা কৈলে স্নান॥ ২৫৩ ॥

তথাহি সৌরপুরাণে—

প্রয়াগ-নাম তীর্থন্তু দেবানামপি দুর্লভম্।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ॥২৫৪॥

অন্বয়। প্রয়াগ-নাম (প্রয়াগসংজ্ঞকং) তীর্থং তু দেবানামপি দুর্লভম্। হে দেবি! তস্মিন্ স্নাতঃ নরঃ অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ (লভেত)॥ ২৫৪ ॥

অনুবাদ। সৌরপুরাণে—মথুরান্তর্গত প্রয়াগনামক তীর্থ দেবগণের দুর্লভ। হে দেবি! তথায় স্নাত ব্যক্তি অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়॥ ২৫৪ ॥

এই **কনখল-তীর্থ**—এথা কৈলে স্নান।
পরম ঐশ্বর্য লভে, পুরাণে প্রমাণ॥ ২৫৫ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

তথা কনখলং তীর্থং গুহ্যতীর্থং পরং মম।
স্নানমাত্রেণ তত্রাপি নাকপৃষ্ঠে চ মোদতে॥ ২৫৬ ॥

অন্বয়। কনখলং নাম তীর্থং তথা মম পরং গুহ্য-তীর্থম্। তত্র অপি স্নানমাত্রেণ (লোকঃ) নাকপৃষ্ঠে (স্বর্গে) মোদতে (সুখম্ অনুভবতি)॥ ২৫৬ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—কনখল নামক তীর্থ তদ্রূপ আমার অতি গুহ্যতীর্থ। তাহাতেও স্নানমাত্রে লোক স্বর্গে সুখভোগ করে॥ ২৫৬ ॥

এই দেখ মহাতীর্থ **তিন্দুক**-আখ্যান।
বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি হয় এথা কৈলে স্নান॥ ২৫৭ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

অস্তি ক্ষেত্রং পরং গুহ্যং তিন্দুকং মম নামতঃ।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে॥২৫৮

অন্বয়। নামতঃ (নাম্না) তিন্দুকং মম পরং গুহ্যং ক্ষেত্রং অস্তি। হে দেবি! তস্মিন্ স্নাতঃ নরঃ মম লোকে মহীয়তে (পূজ্যতে)॥ ২৫৮ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—তিন্দুক নামে আমার এক অতি গুহ্য ক্ষেত্র আছে। হে দেবি! তথায় স্নাত ব্যক্তি আমার ধামে পূজিত হয়॥ ২৫৮ ॥

এই **সূর্যতীর্থ** পাপ নাশয়ে সকলি।
এথা তপ কৈলা বিরোচন-পুত্র বলি॥ ২৫৯ ॥
চন্দ্রসূর্য-গ্রহণ, সংক্রান্তি, রবিবারে।
রাজসূয়-ফল লভে স্নান যেই করে॥ ২৬০ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

ততঃ পরং সূর্যতীর্থং সর্বপাপপ্রমোচনম্।
বৈরোচনেন বলিনা সূর্যস্ত্বারাধিতঃ পুরা॥ ২৬১ ॥
আদিত্যেঽহনি সংক্রান্তৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্যয়োঃ।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি রাজসূয়ফলং লভেৎ॥২৬২॥

অন্বয়। ততঃ পরং সর্বপাপপ্রমোচনং (সর্বপাপেভ্যঃ মোচকং) সূর্যতীর্থং (ভবতি)। পুরা (তত্র) বৈরোচনেন (বিরোচন-পুত্রেণ) বলিনা সূর্যঃ তু আরাধিতঃ। হে দেবি! আদিত্যে অহনি (রবিবারে) সংক্রান্তৌ (সংক্রান্তিদিবসে) চন্দ্রসূর্যয়োঃ গ্রহণে (চ) তস্মিন্ স্নাতঃ নরঃ রাজসূয়ফলং লভেৎ (লভেত)॥ ২৬১-২৬২ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—তারপর সর্বপাপ-বিমোচন সূর্যতীর্থ। বিরোচনপুত্র বলি পুরাকালে তথায় সূর্যের আরাধনা করিয়াছিলেন। হে দেবি! রবিবারে, সংক্রান্তিদিনে ও চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণকালে এই তীর্থে স্নাত ব্যক্তি রাজসূয়যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়॥২৬১-২৬২॥

এই দেখ **বটস্বামিতীর্থ** তীর্থোত্তম।
বটস্বামী সূর্য এথা বিখ্যাত ভুবন॥ ২৬৩ ॥
ভক্তিপূর্ব এ তীর্থ-সেবনে রোগ-ক্ষয়।
ঐশ্বর্য লভ্য, উত্তম গতি অন্তে হয়॥ ২৬৪ ॥

তথাহি সৌরপুরাণে—

ততঃ পরং বটস্বামিতীর্থাখ্যং তীর্থমুত্তমম্।
বটস্বামীতি বিখ্যাতো যত্র দেবো দিবাকরঃ ॥ ২৬৫ ॥
তত্তীর্থং চৈব যো ভক্ত্যা রবিবারে নিষেবতে।
প্রাপ্নোত্যারোগ্যমৈশ্বর্যমন্তে চ পরমাং গতিম্ ॥ ২৬৬॥

অন্বয়। ততঃ পরং বটস্বামিতীর্থাখ্যং (বটস্বামি-তীর্থনামকং) উত্তমং (শ্রেষ্ঠং) তীর্থং (বর্ততে), যত্র (তীর্থে) দেবঃ দিবাকরঃ বটস্বামী ইতি (বটস্বামীতি নাম্না) বিখ্যাতঃ যশ্চ (জনঃ) তৎ (বটস্বামী) তীর্থং রবিবারে ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্বকং) নিষেবতে (স হি তদানীং) আরোগ্যম্ ঐশ্বর্যং (চ) প্রাপ্নোতি, অন্তে (মৃত্যোঃ পরং) চ পরমাং গতিং (মুক্তিং) (লভতে) ॥ ২৬৫-৬৬ ॥

অনুবাদ। সৌরপুরাণে—তা'র পরে 'বটস্বামি-তীর্থ' নামক উত্তম তীর্থ অবস্থিত, যথায় সূর্যদেব বটস্বামি-নামে প্রসিদ্ধ। যে জন রবিবারে ভক্তিপূর্বক সেই তীর্থের সেবা করে, সে ইহকালে আরোগ্য ও ঐশ্বর্য লাভ করে এবং জীবনান্তে পরমগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ২৬৫-৬৬ ॥

এই '**ধ্রুবতীর্থ**'—ধ্রুব-তপস্যার স্থান।
ধ্রুবলোকপ্রাপ্তি ধ্রুব হয় কৈলে স্নান ॥ ২৬৭ ॥
তীর্থমুখ্য এথা শ্রাদ্ধে পিতৃলোক তরে।
সর্বতীর্থফল পায় জপাদি যে করে ॥ ২৬৮ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

যত্র ধ্রুবেণ সন্তপ্তমিচ্ছয়া পরমং তপঃ।
তত্রৈব স্নানমাত্রেণ ধ্রুবলোকে মহীয়তে ॥ ২৬৯ ॥
ধ্রুবতীর্থে তু বসুধে যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ।
পিতৃন্ সংতারয়েৎ সর্বান্ পিতৃপক্ষে বিশেষতঃ ॥২৭০॥

অন্বয়। যত্র (ধ্রুবাখ্যতীর্থে) ধ্রুবেণ ইচ্ছয়া (কামনাবশাৎ) পরমং তপঃ সন্তপ্তং (আচরিতং) তত্র (ধ্রুবতীর্থে) এব স্নানমাত্রেণ (জনঃ) ধ্রুবলোকে মহীয়তে (পূজ্যতে)। হে বসুধে! যঃ নরঃ তু ধ্রুবতীর্থে বিশেষতঃ পিতৃপক্ষে শ্রাদ্ধং কুরুতে (সঃ) সর্বান্ পিতন্ সংতারয়েৎ (সম্যক তারয়তি)॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—যেই তীর্থে ধ্রুব সকামভাবে পরম তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই তীর্থেই স্নান-মাত্রে লোক ধ্রুবলোকে পূজিত হয়। যে ব্যক্তি ধ্রুবতীর্থে —বিশেষতঃ পিতৃপক্ষে শ্রাদ্ধ করে, সে সকল পিতৃপুরুষকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় ॥ ২৬৯-৭০ ॥

তথাহি সৌরপুরাণে—

ধ্রুবতীর্থমিতি খ্যাতং তীর্থমুখ্যং ততঃ পরম্।
যত্র স্নানকৃতো মোক্ষো ধ্রুব এব ন সংশয়ঃ ॥ ২৭১ ॥

অন্বয়। ততঃ পরং ধ্রুবতীর্থম্ ইতি খ্যাতং তীর্থমুখ্যং (তীর্থশ্রেষ্ঠং বিরাজতে)—যত্র স্নানকৃতঃ (স্নানকারিণঃ জনস্য) ধ্রুবঃ (নিশ্চিতঃ) এব মোক্ষঃ (ভবেৎ, তত্র) ন সংশয়ঃ ॥ ২৭১ ॥

অনুবাদ। সৌরপুরাণে—তাহার পর ধ্রুবতীর্থ-নামে শ্রেষ্ঠ তীর্থ বিরাজিত, যথায় স্নানকারীর নিশ্চিত মোক্ষ হয়; এই বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ২৭১ ॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—

গয়ায়াং পিণ্ডদানেন যৎ ফলং হি নৃণাং ভবেৎ।
তস্মাচ্ছতগুণং তীর্থে পিণ্ডদানে ধ্রুবস্য চ ॥ ২৭২ ॥
ধ্রুবতীর্থে জপো হোমস্তপোদানং সমর্চনম্।
সর্বতীর্থাচ্ছতগুণং নৃণাং তত্র ফলং ভবেৎ ॥ ২৭৩ ॥

অন্বয়। গয়ায়াং (শ্রীবিষ্ণুপদে) পিণ্ডদানেন হি নৃণাং যৎ ফলং ভবেৎ, তস্মাৎ ধ্রুবস্য তীর্থে পিণ্ডদানে চ শতগুণং (ফলং) ভবেৎ। তত্র ধ্রুবতীর্থে নৃণাং (যৎ) জপঃ হোমঃ তপঃ দানং সমর্চনং (তস্য) ফলং সর্বতীর্থাৎ (সর্বতীর্থে অনুষ্ঠিতাৎ) শতগুণং ভবেৎ ॥ ২৭২-৭৩ ॥

অনুবাদ। স্কন্দপুরাণ-মথুরাখণ্ডে—গয়ায় পিণ্ডদানে লোকের যে ফল লভ্য হয়, ধ্রুবতীর্থে পিণ্ডদানে তদপেক্ষা শতগুণ ফল হয়। সেই ধ্রুবতীর্থে লোকে যে সকল জপ, হোম, তপস্যা, দান ও অর্চন করে; তাহার ফল অন্য সর্বতীর্থের অপেক্ষা শতগুণ অধিক হয় ॥ ২৭২-৭৩ ॥

দেখ '**ঋষিতীর্থ**' ধ্রুবতীর্থের দক্ষিণে।
বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি হয় এ তীর্থের স্নানে ॥ ২৭৪ ॥
কৃষ্ণপ্রিয় ঋষিতীর্থ পুরাণেতে কয়।
এথা স্নান কৈলে কৃষ্ণভক্তি লভ্য হয় ॥ ২৭৫ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

দক্ষিণে ধ্রুবতীর্থস্য ঋষিতীর্থং প্রকীর্তিতম্।
যত্র স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥ ২৭৬ ॥

অন্বয়। হে দেবি! ধ্রুবতীর্থস্য দক্ষিণে ঋষিতীর্থং প্রকীর্তিতং (প্রসিদ্ধং) যত্র স্নাতঃ নরঃ মম লোকে মহীয়তে (পূজ্যতে) ॥ ২৭৬ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—হে দেবি। ধ্রুবতীর্থের দক্ষিণে ঋষিতীর্থ কথিত, যথায় স্নাত ব্যক্তি আমার ধামে পূজিত হয় ॥ ২৭৬ ॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—

তস্মিন্ মধুবনে পুণ্যমৃষিতীর্থং হরেঃ প্রিয়ম্।
স্নানমাত্রেণ ভূপাল হরৌ ভক্তিং পরাং লভেৎ ॥ ২৭৭ ॥

অন্বয়। তস্মিন্ মধুবনে হরেঃ প্রিয়ং পুণ্যং (পুণ্যপ্রদং) ঋষিতীর্থম্ (অস্তি)। হে ভূপাল! (তত্র) স্নানমাত্রেণ (জনঃ) হরৌ পরাং ভক্তিং লভেৎ (লভেত) ॥ ২৭৭ ॥

অনুবাদ। স্কন্দপুরাণ-মথুরাখণ্ডে—সেই মধুবনে শ্রীহরির প্রিয়, পুণ্য ঋষিতীর্থ। হে ভূপাল! তথায় স্নান-মাত্রই লোক শ্রীহরিতে পরা ভক্তি অবশ্যই লাভ করে ॥ ২৭৭ ॥

এই **'মোক্ষতীর্থ'** ঋষিতীর্থ-দক্ষিণেতে।
এথা মোক্ষপ্রাপ্তি অবগাহন-মাত্রেতে ॥ ২৭৮ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

দক্ষিণে ঋষিতীর্থস্য মোক্ষতীর্থং বসুন্ধরে।
স্নানমাত্রেণ তত্রাপি মোক্ষং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥

অন্বয়। হে বসুন্ধরে! ঋষিতীর্থস্য দক্ষিণে মোক্ষতীর্থং তত্রাপি স্নানমাত্রেণ মানবঃ মোক্ষং প্রাপ্নোতি (লভতে) ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—হে বসুন্ধরে! ঋষি-তীর্থের দক্ষিণে মোক্ষতীর্থ, সেখানেও স্নানমাত্রে মানব মোক্ষ লাভ করে ॥ ২৭৯ ॥

এই **'কোটিতীর্থ'** দেবদুর্লভ—এথায়।
স্নান দান করে যে সে বিষ্ণুলোক পায় ॥ ২৮০ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

তত্রৈব কোটিতীর্থং তু দেবানামপি দুর্লভম্।
তত্র স্নানেন দানেন মম লোকে মহীয়তে ॥ ২৮১ ॥

অন্বয়। তত্র এব তু দেবানামপি দুর্লভং কোটিতীর্থং (বর্ত্ততে)। (লোকঃ) তত্র স্নানেন দানেন মম লোকে মহীয়তে (পূজিতো ভবতি) ॥ ২৮১ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—তথায়ই দেবগণেরও দুর্লভ কোটিতীর্থ বিদ্যমান। তথায় স্নান-দানে লোক আমার ধামে পূজিত হয় ॥ ২৮১ ॥

এই **'বোধিতীর্থ'** এথা পিণ্ডপ্রদানেতে।
পিতৃলোকপ্রাপ্তি হয় কহে পুরাণেতে ॥ ২৮২ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

তত্রৈব বোধিতীর্থাখ্যং দেবানামপি দুর্লভম্।
পিণ্ডং দত্বা তু বসুধে পিতৃলোকং হি গচ্ছতি ॥ ২৮৩ ॥

অন্বয়। তত্র এব দেবানামপি দুর্লভং বোধিতীর্থাখ্যং (বোধিতীর্থনামকং তীর্থং)। হে বসুধে! (অত্র) পিণ্ডং দত্বা (জনঃ) হি (নিশ্চিতং) পিতৃলোকং গচ্ছতি ॥ ২৮৩

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—সেই স্থানেই দেব-গণেরও দুর্লভ বোধিতীর্থ-নামক তীর্থ। হে বসুধে! এখানে পিণ্ড দান করিলে লোক নিশ্চিত পিতৃলোকে গমন করে ॥ ২৮৩ ॥

এ দ্বাদশতীর্থ শুভ বিশ্রামদক্ষিণে।
সর্বপাপমুক্ত হয় এ সব স্মরণে ॥ ২৮৪ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

দ্বাদশৈতানি তীর্থানি দেবানাং দুর্লভানি চ।
তেষাং স্মরণমাত্রেণ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২৮৫ ॥

অন্বয়। দেবানাং দুর্লভানি চ এতানি দ্বাদশ তীর্থানি (তত্র তত্র সন্তি)। তেষাং স্মরণমাত্রেণ (জনঃ) সর্ব-পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২৮৫ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—এই দ্বাদশ তীর্থ দেবগণেরও দুর্লভ। তাহাদের স্মরণমাত্রে লোক সর্বপাপ হইতে প্রকৃষ্টরূপে মুক্তি লাভ করে ॥ ২৮৫ ॥

দেখ **'নবতীর্থ'** অসিকুণ্ড-উত্তরেতে।
ঐছে তীর্থ না হয়, না হবে পৃথিবীতে ॥ ২৮৬ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

উত্তরে হ্যসিকুণ্ডাচ্চ তীর্থং চ নবসংজ্ঞকম্।
নবতীর্থাৎ পরং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ২৮৭ ॥

অন্বয়। অসিকুণ্ডাৎ উত্তরে চ নবসংজ্ঞকং তীর্থং চ (অস্তি)। নবতীর্থাৎ পরং (শ্রেষ্ঠং) তীর্থং ন ভূতং, ন ভবিষ্যতি ॥ ২৮৭ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—অসিকুণ্ডের উত্তরে নব-নামক তীর্থ। নবতীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ হয় নাই, হইবে না ॥ ২৮৭ ॥

ত্রৈলোক্য-বিদিত এই তীর্থ—**সংযমন।**
এথা স্নানে ফল—বিষ্ণুলোকেতে গমন ॥ ২৮৮ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

ততঃ সংযমনং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
তত্র স্নাতো নরো দেবি মম লোকং হি গচ্ছতি ॥২৮৯

অন্বয়। ততঃ (তদনন্তরং) সংযমনং নাম ত্রৈলোক্য-বিশ্রুতং (ত্রিলোকপ্রসিদ্ধং) তীর্থম্। হে দেবি! নরঃ তত্র স্নাতঃ মম লোকং হি গচ্ছতি ॥ ২৮৯ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—তদনন্তর ত্রিলোক-বিখ্যাত সংযমন-নামক তীর্থ। হে দেবি! লোক তথায় স্নাত হইলে নিশ্চয়ই আমার ধামে গমন করে ॥ ২৮৯ ॥

এ **'ধারাপতন'**-তীর্থ—স্নানে হরে শোক।
পায় মহৈশ্বর্য, প্রাণত্যাগে বিষ্ণুলোক ॥ ২৯০ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

ধারাপতনকে স্নাত্বা নাকপৃষ্ঠে হি মোদতে।
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥২৯১ ॥

অন্বয়। (লোকঃ) ধারাপতনকে (তীর্থে) স্নাত্বা নাকপৃষ্ঠে (স্বর্গলোকে) মোদতে (সুখী ভবতি)। অথ (যঃ) অত্র প্রাণান্ মুঞ্চতে, স মম লোকং গচ্ছতি ॥২৯১॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—ধারাপতনক-তীর্থে স্নান করিয়া লোক স্বর্গে সুখ লাভ করে। আর এই তীর্থে যে প্রাণত্যাগ করে, সে আমার ধামে গমন করে ॥ ২৯১ ॥

এ **'নাগতীর্থ'**—তীর্থোত্তম শাস্ত্রে কহে।
স্নানে স্বর্গপ্রাপ্তি, মৈলে পুনর্জন্ম নহে ॥ ২৯২ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

ততঃ পরং নাগতীর্থং তীর্থানামুত্তমোত্তমম্।
যত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবাঃ ॥ ২৯৩ ॥

অন্বয়। ততঃ পরং তীর্থানাং (মধ্যে) উত্তমোত্তমং (শ্রেষ্ঠাদপি শ্রেষ্ঠং) নাগতীর্থং যত্র স্নাত্বা (লোকাঃ) দিবং যান্তি। যে (অত্র) মৃতাঃ তে অপুনর্ভবাঃ (পুনর্জন্মরহিতাঃ ভবন্তি) ॥ ২৯৩ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—তাহার পরে তীর্থ-গণের মধ্যে উত্তম অপেক্ষাও উত্তম নাগতীর্থ, যেখানে স্নান করিয়া লোক স্বর্গে গমন করে। যাহাদের এখানে মৃত্যু হয়, তাহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না ॥ ২৯৩॥

সর্বপাপ নাশে **'ঘণ্টাভরণ'** প্রধান।
সূর্যলোকে পূজ্য এথা করয়ে যে স্নান ॥ ২৯৪ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

ঘণ্টাভরণকং তীর্থং সর্বপাপবিমোচনম্।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি সূর্যলোকে মহীয়তে ॥২৯৫॥

অন্বয়। ঘণ্টাভরণকং তীর্থং সর্বপাপবিমোচনং (সর্ব-পাপনাশকং)। হে দেবি! তস্মিন্ স্নাতঃ নরঃ সূর্যলোকে মহীয়তে (পূজ্যতে) ॥ ২৯৫ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—ঘণ্টাভরণক-তীর্থ সর্ব-পাপনাশন। হে দেবি! তথায় স্নাত ব্যক্তি সূর্যলোকে পূজ্য হইয়া থাকে ॥ ২৯৫ ॥

এই **'ব্রহ্মতীর্থ'**—তীর্থোত্তম এ বিদিত।
স্নানাদিতে বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি সুনিশ্চিত ॥ ২৯৬ ॥

তথাহি আদিপুরাণে—

তীর্থানামুত্তমং তীর্থং ব্রহ্ম লোকেঽতিবিশ্রুতম্।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ সংযতো নিয়তাসনঃ।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ২৯৭ ॥

অন্বয়। তীর্থানাম্ উত্তমং ব্রহ্ম তীর্থং লোকে (জগতি) অতিবিশ্রুতম্ (অতিপ্রসিদ্ধম্)। (যঃ) তত্র স্নাত্বা পীত্বা চ সংযতঃ (সংযমী) নিয়তাসনঃ (স্থিরাসনশ্চ ভবতি)। স ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতঃ (অনুমতঃ সন্) বিষ্ণুলোকং গচ্ছতি ॥ ২৯৭ ॥

অনুবাদ। আদিপুরাণে—তীর্থগণের উত্তম ব্রহ্মতীর্থ জগতে অতিপ্রসিদ্ধ। যে জন তথায় স্নান পান করিয়া সংযমী ও স্থিরাসন হয়, সে ব্যক্তি ব্রহ্মার অনুমতি লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে ॥ ২৯৭ ॥

অহে শ্রীনিবাস, এই **'সোমতীর্থ'**-স্থল।
দেখহ যমুনাবারি বহয়ে নির্মল ॥ ২৯৮ ॥
এথা অভিষিক্ত হৈলে সর্বসিদ্ধি হয়।
সোমলোকে সুখী—ইথে নাহিক সংশয় ॥ ২৯৯ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

সোমতীর্থে তু বসুধে পবিত্রে যমুনাম্ভসি।
তত্রাভিষেকং কুর্বীত স্ব-স্ব-কর্মপ্রতিষ্ঠিতঃ।
মোদতে সোমলোকে তু এবমেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩০০ ॥

অন্বয়। হে বসুধে! স্ব-স্ব-কর্মপ্রতিষ্ঠিতঃ (স্বে স্বে কর্মণি বর্ণাশ্রমবিহিতকর্মণি প্রতিষ্ঠিতঃ নিরতঃ জনঃ) তত্র সোমতীর্থে পবিত্রে যমুনাম্ভসি অভিষেকং কুর্বীত। এবং (কুর্বন্ জনঃ) তু সোমলোকে মোদতে—(অত্র) ন এব সংশয়ঃ ॥ ৩০০ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—হে বসুধে! স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমোচিত কর্মে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি সেই সোমতীর্থে পবিত্র যমুনাজলে স্নান করিবে। এইরূপ স্নানকারী ব্যক্তি সোমলোকে সুখ লাভ করে—ইহাতে সংশয় নাই ॥৩০০॥

'সরস্বতীপতন'-তীর্থে যেই স্নান করে।
অবর্ণ হয়েন যতি, পাপ যায় দূরে ॥ ৩০১ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

সরস্বত্যাশ্চ পতনং সর্বপাপহরং শুভম্।
তত্র স্নাত্বা নরো দেবি অবর্ণোঽপি যতির্ভবেৎ ॥ ৩০২

অন্বয়। সরস্বত্যাঃ পতনং সর্বপাপহরং শুভং চ। হে দেবি! অবর্ণঃ (বর্ণবাহ্যঃ অতঃ সন্ন্যাসাধিকার-রহিতঃ) অপি নরঃ তত্র স্নাত্বা যতিঃ ভবেৎ (ভবিতুং শক্নুয়াৎ) ॥৩০২

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—সরস্বতীপতন সর্ব-পাপনাশক ও শুভকর। হে দেবি! চারি বর্ণের বহির্ভূত অতএব সন্ন্যাসাধিকার-রহিত ব্যক্তিও তথায় স্নান করিয়া সন্ন্যাসী হইতে পারে ॥ ৩০২ ॥

'চক্রতীর্থ' বিখ্যাত দেখহ শ্রীনিবাস।
এথা স্নান করয়ে ত্রিরাত্র-উপবাস ॥ ৩০৩ ॥
স্নানমাত্রে মনুষ্যের ব্রহ্মহত্যা যায়।
কহিতে কি—পরম দুর্লভ ফল পায় ॥ ৩০৪ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

চক্রতীর্থং তু বিখ্যাতং মাথুরে মম মণ্ডলে।
যস্তত্র কুরুতে স্নানং ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ।
স্নানমাত্রেণ মনুজো মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ৩০৫ ॥

অন্বয়। মম মাথুরে মণ্ডলে চক্রতীর্থং তু বিখ্যাতম্ যঃ ত্রিরাত্রোপোষিতঃ (ত্রিরাত্রং কৃতোপবাসঃ) নরঃ তত্র স্নানং কুরুতে (সঃ) মনুজঃ (তেন) স্নানমাত্রেণ (কেবলং স্নানেন) ব্রহ্মহত্যয়া মুচ্যতে ॥ ৩০৫ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—আমার মথুরামণ্ডলে চক্রতীর্থ বিখ্যাত। যে ব্যক্তি ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া তথায় স্নান করে, সে ব্যক্তি স্নানমাত্রে ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হয় ॥ ৩০৫ ॥

দেখহ **'দশাশ্বমেধ-'**তীর্থ পূর্বে ঋষি।
এথা প্রভু পূজা সদা কৈল সুখে ভাসি' ॥ ৩০৬ ॥
হেন তীর্থে নিয়ত যে সবে স্নান করে।
স্বর্গপদ দুর্লভ না হয় সে সবারে ॥ ৩০৭ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

দশাশ্বমেধমৃষিভিঃ পূজিতং সর্বদা পুরা।
তত্র যে স্নান্তি নিয়তাস্তেষাং স্বর্গো ন দুর্লভঃ ॥ ৩০৮ ॥

অন্বয়। দশাশ্বমেধং ঋষিভিঃ পুরা সর্বদা পূজিতম্। যে নিয়তাঃ (সংযতাঃ) সন্তঃ তত্র স্নান্তি তেষাং স্বর্গো দুর্লভঃ ন (ভবতি) ॥ ৩০৮ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—পুরাকালে সর্বদা ঋষিগণের পূজিত এই দশাশ্বমেধ-তীর্থ। যাহারা সংযত হইয়া তথায় স্নান করে, স্বর্গ তাহাদের দুর্লভ হয় না ॥৩০৮

এই **'বিঘ্নরাজতীর্থ'** কল্মষ নাশয়।
এথা স্নান কৈলে বিঘ্নরাজ না পীড়য় ॥ ৩০৯ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

তীর্থস্তু বিঘ্নরাজস্য পুণ্যং পাপহরং শুভম্।
তত্রৈব স্নাতং মনুজং বিঘ্নরাজো ন পীড়য়েৎ ॥ ৩১০ ॥

অন্বয়। বিঘ্নরাজস্য তীর্থং তু পুণ্যং (পুণ্যপ্রদং) পাপহরং (পাপনাশকং অতঃ) শুভং (মঙ্গলাবহং) তত্র স্নাতং মনুজং (জনং) বিঘ্নরাজঃ ন পীড়য়েৎ এব ॥ ৩১০ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—বিঘ্নরাজ-তীর্থ পুণ্য-দায়ক, পাপনাশক ও মঙ্গলকারক। তথায় স্নাত ব্যক্তিকে বিঘ্নরাজ নিশ্চয়ই পীড়া দেন না ॥ ৩১০ ॥

এই দেখ **'কোটিতীর্থ'** পরম মঙ্গল।
এথা স্নানমাত্রে মিলে গঙ্গাকোটি-ফল ॥ ৩১১ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

ততঃ পরং কোটিতীর্থং পবিত্রং পরমং শুভম্।

তত্রৈব স্নানমাত্রেণ গঙ্গাকোটিফলং লভেৎ ॥ ৩১২ ॥

অন্বয়। ততঃ পরং পরমং পবিত্রং শুভং কোটিতীর্থম্। (জনঃ) তত্র স্নানমাত্রেণ গঙ্গাকোটিফলং লভেৎ (লভেত) এব ॥ ৩১২ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—তা'র পর পরম পবিত্র ও শুভ কোটিতীর্থ। তথায় স্নানমাত্রে লোক নিশ্চয়ই কোটি গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করে ॥ ৩১২ ॥

বিনা বিশ্রান্তি উত্তর দক্ষিণে তাহার।

দ্বাদশ দ্বাদশ চতুর্বিংশতি প্রচার ॥ ৩১৩ ॥

তথাহি মথুরাখণ্ডে—

চতুর্বিংশানি তীর্থানি তত্তীর্থাদ্দক্ষিণোত্তরে।

দশাশ্বমেধপর্যন্তং মোক্ষান্তঞ্চ যুধিষ্ঠির ॥ ৩১৪ ॥

অন্বয়। হে যুধিষ্ঠির! তত্তীর্থাৎ (তস্মাৎ বিশ্রান্তি-তীর্থাৎ) দক্ষিণোত্তরে (দক্ষিণস্যাং উত্তরস্যাং চ দিশি) (তত্র উত্তরস্যাং) দশাশ্বমেধপর্যন্তং (স্থিতানি দ্বাদশ, দক্ষিণস্যাং) মোক্ষান্তং চ (স্থিতানি দ্বাদশ এবং) চতুর্বিংশানি তীর্থানি বর্ত্তন্তে ॥ ৩১৪ ॥

অনুবাদ। মথুরাখণ্ডে—হে যুধিষ্ঠির! সেই বিশ্রান্তি-তীর্থের উত্তর দক্ষিণ উভয় দিকে—উত্তরে দশাশ্বমেধপর্যন্ত দ্বাদশ ও দক্ষিণে মোক্ষতীর্থ-পর্যন্ত দ্বাদশ—এই চতুর্বিংশতি তীর্থ অবস্থিত ॥ ৩১৪ ॥

মথুরার অপরাপর তীর্থ—

অহে শ্রীনিবাস, চতুর্বিংশতি ঘাটেতে।

মহাপ্রভু কৈলা স্নান মহানন্দ-চিতে ॥ ৩১৫ ॥

প্রতিঘাটে হৈল যৈছে প্রেমের আবেশ।

তাহা এক বর্ণিতে জানেন মাত্র শেষ ॥ ৩১৬ ॥

লক্ষ লক্ষ লোক স্নান কৈল প্রভুসঙ্গে।

ভাসিল সে সব লোক প্রেমের তরঙ্গে ॥ ৩১৭ ॥

সকল দেবতা আসি' মনুষ্যে মিলয়।

সবে কহে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় জয় ॥ ৩১৮ ॥

ঐছে মথুরায় অতি অদ্ভুত বিলাস।

মথুরাতে আর তীর্থ দেখ শ্রীনিবাস ॥ ৩১৯ ॥

এই বিশ্বনাথ-তীর্থ **'গোকর্ণাখ্য'**-নাম।

বিষ্ণুপ্রিয় ভুবনে বিদিত অনুপম ॥ ৩২০ ॥

তথাহি সৌরপুরাণে—

ততো গোকর্ণতীর্থাখ্যং তীর্থং ভুবনবিশ্রুতম্।

বিষ্ণতে বিশ্বনাথস্য বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভম্ ॥ ৩২১ ॥

অন্বয়। ততঃ বিষ্ণোঃ অত্যন্তবল্লভং (অতীব প্রিয়ং) ভুবনবিশ্রুতং (জগদ্বিখ্যাতং) গোকর্ণতীর্থাখ্যং (গোকর্ণতীর্থ-নামকং) বিশ্বনাথস্য (মহাদেবস্য) তীর্থং বিদ্যতে ॥ ৩২১ ॥

অনুবাদ। সৌরপুরাণে—তা'র পর বিষ্ণুর অতিপ্রিয় জগদ্বিখ্যাত, বিশ্বনাথের গোকর্ণতীর্থনামক তীর্থ বিদ্যমান ॥

প্রতিদিন এই **'কৃষ্ণগঙ্গা'**-স্নান কৈলে।

পঞ্চতীর্থ হৈতে দশগুণ ফল মিলে ॥ ৩২২ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

পঞ্চতীর্থাভিষেকাচ্চ যৎ ফলং লভতে নরঃ।

কৃষ্ণগঙ্গাস্নানেন তৎ দশগুণং দিনে দিনে ॥ ৩২৩ ॥

অন্বয়। নরঃ পঞ্চতীর্থাভিষেকাৎ (বিশ্রান্তিশৌকর-নৈমিষ-প্রয়াগ-পুষ্করেষু পঞ্চসু তীর্থেষু স্নানাৎ) নরঃ যৎ চ ফলং লভতে, তৎ (ফলং) দিনে দিনে (প্রতিদিনং) কৃষ্ণগঙ্গা-স্নানেন দশগুণং (লভ্যং স্যাৎ) ॥ ৩২৩ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—লোক বিশ্রান্তি-শৌকর-নৈমিষ-প্রয়াগ-পুষ্কর—এই পঞ্চতীর্থে স্নান-দ্বারা যে ফল লাভ করে, প্রত্যহ কৃষ্ণ-গঙ্গাস্নানে তাহার দশগুণ ফল লভ্য হয় ॥ ৩২৩ ॥

'বৈকুণ্ঠ-তীর্থ'-স্নানেতে মহাফল পায়।

সর্বপাপে মুক্ত হৈয়া বিষ্ণুলোকে যায় ॥ ৩২৪ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

বৈকুণ্ঠতীর্থে যঃ স্নাতি মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ।

সর্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৩২৫ ॥

অন্বয়। যঃ বৈকুণ্ঠতীর্থে স্নাতি (সঃ) সর্বপাতকৈঃ মুচ্যতে, সঃ সর্বপাপবিনির্মুক্তঃ বিষ্ণুলোকং গচ্ছতি ॥৩২৫॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—যে জন বৈকুণ্ঠ-তীর্থে স্নান করে, সে সকল পাতক হইতে মুক্ত হয়। সে ব্যক্তি সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে ॥ ৩২৫ ॥

এই 'অসিকুণ্ডতীর্থ' দেখ শ্রীনিবাস।
এথা স্নানে বহু ফল—পুরাণে প্রকাশ ॥ ৩২৬ ॥
শ্রীবরাহ, নারায়ণী, লাঙ্গলী, বামনে।
কুণ্ডে স্নান করিয়া দেখয়ে চারি জনে ॥ ৩২৭ ॥
সাগর পর্যন্ত তীর্থ যত মথুরায়।
সে সকল পরিক্রমা-ফল মিলে তায় ॥ ৩২৮ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

একা বরাহসংজ্ঞা চ তথা নারায়ণী পরা।
বামনা চ তৃতীয়া বৈ চতুর্থী লাঙ্গলী শুভা ॥ ৩২৯ ॥
এতাশ্চতস্রো যঃ পশ্যেৎ স্নাত্বা কুণ্ডেঽসিসংজ্ঞকে।
চতুঃসাগরপর্যন্তা ক্রান্তা তেন ধরা ধ্রুবম্।
তীর্থানাং মাথুরাণাঞ্চ সর্বেষাং ফলমশ্নুতে ॥ ৩৩০ ॥

অন্বয়। একা বরাহসংজ্ঞা (বরাহ-নাম্নী) চ, তথা পরা (অন্যা) নারায়ণী তৃতীয়া বামনা চ, চতুর্থী বৈ শুভা (মঙ্গলদায়িনী) লাঙ্গলী—যঃ অসি-সংজ্ঞকে (অসি-নামকে) কুণ্ডে স্নাত্বা এতাঃ চতস্রঃ পশ্যেৎ, তেন চতুঃসাগরপর্যন্তা (চতুঃসমুদ্রৈঃ পরিবৃতা) ধরা ধ্রুবং ক্রান্তা, (সঃ) সর্বেষাং মাথুরাণাং (মথুরাস্থিতানাং) তীর্থানাঞ্চ ফলম্ অশ্নুতে (লভতে) ॥ ৩২৯-৩০ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—একা বরাহনাম্নী, দ্বিতীয়া নারায়ণী, তৃতীয়া বামনা ও চতুর্থী মঙ্গলময়ী লাঙ্গলী—এই চারি শ্রীমূর্তি যে ব্যক্তি অসিকুণ্ডে স্নান করিয়া দর্শন করে, সে নিশ্চয়ই চতুঃসমুদ্রপরিবেষ্টিতা ধরিত্রীকে পরিক্রমা করে এবং সকল মাথুর-তীর্থের ফল লাভ করে ॥ ৩২৯-৩০ ॥

এই 'চতুঃসামুদ্রিক'-নাম কূপ হয়।
এথা স্নান কৈলে দেবলোকে বিলসয় ॥ ৩৩১ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

চতুঃসামুদ্রিকো নাম কূপঃ লোকেষু বিশ্রুতঃ।
তত্র স্নাতো নরো ভদ্রে দেবৈস্তু সহ মোদতে ॥৩৩২

অন্বয়। চতুঃসামুদ্রিকঃ (চতুঃসমুদ্ররূপঃ) নাম কূপঃ লোকেষু (ত্রিলোক্যাং) বিশ্রুতঃ (প্রসিদ্ধঃ)। হে ভদ্রে! তত্র স্নাতঃ নরঃ দেবৈঃ সহ মোদতে (দেবগণমধ্যে সুখং ভুঙ্‌ক্তে) ॥ ৩৩২ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—চতুঃসামুদ্রিক-নামক কূপ ত্রিজগতে প্রসিদ্ধ। হে ভদ্রে! তাহাতে স্নাত ব্যক্তি দেবগণের সহিত সুখভোগ করে ॥ ৩৩২ ॥

ওহে শ্রীনিবাস, এই যমুনা-মহিমা।
কেবা কত কহিবে? কহিতে নাই সীমা ॥ ৩৩৩ ॥
গঙ্গা হইতে শতগুণ মথুরামণ্ডলে।
বিষ্ণুলোকে পূজ্য যমুনায় স্নান কৈলে ॥ ৩৩৪ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

গঙ্গাশতগুণা প্রোক্তা মাথুরে মম মণ্ডলে।
যমুনা বিশ্রুতা দেবি নাত্র কার্যা বিচারণা ॥ ৩৩৫ ॥
তত্র তীর্থানি গুহ্যানি ভবিষ্যন্তি মমানঘে।
যেষু স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥৩৩৬॥

অন্বয়। হে দেবি! মম মাথুরে মণ্ডলে বিশ্রুতা (প্রসিদ্ধা) যমুনা গঙ্গা-শতগুণা (গঙ্গায়াঃ শতগুণা) প্রোক্তা (কথিতা), অত্র বিচারণা (তর্কঃ) ন কার্যা। হে অনঘে দেবি! তত্র (যমুনায়াং) মম গুহ্যানি (গোপ্যানি) তীর্থানি ভবিষ্যন্তি, যেষু স্নাতঃ নরঃ মম লোকে মহীয়তে (পূজ্যতে) ॥৩৩৫-৩৬

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—আমার মাথুর-মণ্ডলে প্রসিদ্ধ যমুনা গঙ্গা অপেক্ষা শতগুণে অধিক বলিয়া কথিত। এই বিষয়ে তর্ক কর্তব্য নহে। হে অনঘে দেবি! সেই যমুনায় আমার গুহ্য তীর্থসকল থাকিবে। তাহাতে স্নাত ব্যক্তি আমার ধামে পূজিত হয় ॥ ৩৩৫-৩৬ ॥

যমুনার জলে স্নান-পানে, সে কীর্তনে।
পুণ্য লভে, পরম মঙ্গল সে দর্শনে ॥ ৩৩৭ ॥
স্নান-পানে পবিত্র সপ্তম কুল হয়।
প্রাণত্যাগে পরম গতি—এ সুনিশ্চয় ॥ ৩৩৮ ॥

তথাহি মাৎস্যে যুধিষ্ঠির-নারদ-সংবাদে—

তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ যমুনায়াং যুধিষ্ঠির।
কীর্তনাল্লভতে পুণ্যং দৃষ্ট্বা ভদ্রাণি পশ্যতি ॥ ৩৩৯ ॥
অবগাহ্য চ পীত্বা চ পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্।
প্রাণাংস্ত্যজতি যস্তত্র প্রয়াতি পরমাং গতিম্ ॥৩৪০॥

অন্বয়। হে যুধিষ্ঠির! (লোকঃ) তত্র যমুনায়াং স্নাত্বা চ পীত্বা চ কীর্তনাৎ পুণ্যং লভতে, (তাং যমুনাং) দৃষ্ট্বা ভদ্রাণি পশ্যতি; অবগাহ্য চ পীত্বা আসপ্তমং কুলং

পুনাতি (পবিত্রয়তি); যঃ তত্র (যমুনায়াং) প্রাণান্ ত্যজতি, (সঃ) পরমাং গতিং (ধাম) প্রয়াতি (গচ্ছতি) ॥ ৩৩৯-৪০॥

অনুবাদ। মৎস্যপুরাণে যুধিষ্ঠির-নারদ-সংবাদে—হে যুধিষ্ঠির! সেই যমুনায় স্নান ও পান করিয়া কীর্তন করিলে পুণ্য লভ্য হয়, যমুনা-দর্শনে মঙ্গল দর্শন হয়, যমুনায় অবগাহনকারী ও যমুনার জলপানকারী সপ্তমপুরুষ পর্যন্ত কুল পবিত্র করে; যে যমুনায় প্রাণ ত্যাগ করে, সে পরম ধামে গমন করে ॥ ৩৩৯-৪০ ॥

ইথে শ্রাদ্ধ যে করে অক্ষয় ফল তা'র।
সচ্চিদানন্দাদি স্বয়ং যমুনা-প্রচার ॥ ৩৪১ ॥

তথাহি বিষ্ণুধর্মোত্তরে—

যত্র সচলকালিন্দ্যাং কৃত্বা শ্রাদ্ধং নরাধিপ।
অক্ষয়ং ফলমাপ্নোতি নাকপৃষ্ঠে চ মোদতে ॥ ৩৪২ ॥

অন্বয়। হে নরাধিপ! যত্র সচলকালিন্দ্যাং (প্রবাহশীলায়াং যমুনায়াং) শ্রাদ্ধং কৃত্বা (নরঃ) অক্ষয়ং ফলং আপ্নোতি (লভতে) নাকপৃষ্ঠে (স্বর্গে) চ মোদতে (সুখী ভবতি)। ৩৪২ ॥

অনুবাদ। বিষ্ণুধর্মোত্তরে—হে নরাধিপ! সেই প্রবহমাণ যমুনায় (অর্থাৎ যমুনাপ্রবাহে) শ্রাদ্ধ করিয়া লোক অক্ষয় ফল লাভ করে এবং স্বর্গে সুখী হয় ॥ ৩৪২ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে মরীচিসর্গে—

রসো যঃ পরমাধারঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ।
ব্রহ্মেত্যুপনিষদ্গীতঃ স এব যমুনা স্বয়ম্ ॥ ৩৪৩ ॥

অন্বয়। যঃ (পরমপুরুষঃ) পরমাধারঃ (সর্বকারণ-কারণং) সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ (সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ) রসঃ (রস-স্বরূপঃ) ব্রহ্ম ইতি উপনিষদ্গীতঃ (উপনিষৎসু ব্রহ্ম ইতি কীর্তিতঃ) স (স্বয়ং ভগবান্ রসিকশেখরঃ কৃষ্ণঃ) স্বয়ং এব যমুনা (যমুনারূপেণ বিরাজিতঃ) ॥ ৩৪৩ ॥

অনুবাদ। পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে প্রজাপতি মরীচির সৃষ্টিপ্রসঙ্গে—যিনি সকল আধারের আধার অর্থাৎ সর্বকারণের কারণ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, রসময়পুরুষ, উপনিষদে ব্রহ্ম বলিয়া কীর্তিত, সেই স্বয়ং ভগবান্ রস-স্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ংই যমুনারূপে বিরাজিত ॥ ৩৪৩ ॥

কালবিশেষে যমুনা-স্নানাদিক-ফল।
অশেষ বিশেষে বর্ণে পুরাণসকল ॥ ৩৪৪ ॥
অহে শ্রীনিবাস, এই কালিন্দী-কৃপাতে।
মিলয়ে বাঞ্ছিত ফল—বিদিত জগতে ॥ ৩৪৫ ॥
লোহ স্বর্ণ হয় স্পর্শমণি-স্পর্শে যৈছে।
পাপ হয় পুণ্য কৃষ্ণাজল-স্পর্শে তৈছে ॥ ৩৪৬ ॥

তথাহি স্কান্দে—

যথা স্পর্শমণিস্পর্শাৎ লোহং যাতি সুবর্ণতাম্।
তথা কৃষ্ণাজলস্পর্শাৎ পাপং গচ্ছতি পুণ্যতাম্ ॥ ৩৪৭ ॥

অন্বয়। যথা লোহং স্পর্শমণি-স্পর্শাৎ সুবর্ণতাং (সুবর্ণভাবং) যাতি (লভতে), তথা পাপং কৃষ্ণাজলস্পর্শাৎ (যমুনাজলস্পর্শং প্রাপ্য) পুণ্যতাং (পুণ্যভাবং) গচ্ছতি ॥ ৩৪৭ ॥

অনুবাদ। স্কন্দপুরাণে—লৌহ যেরূপ স্পর্শমণির স্পর্শ পাইয়া স্বর্ণে পরিণত হয়, তদ্রূপ পাপও যমুনার জল-স্পর্শে পুণ্যে পরিণত হয় ॥ ৩৪৭ ॥

এই শ্রীমাথুর-বিপ্র-মহিমা অপার।
নিজমুখে কহে প্রভু বিবিধ প্রকার ॥ ৩৪৮ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

অনৃচো মাথুরো যশ্চ চতুর্বেদস্তথাপরঃ।
চতুর্বেদং পরিত্যজ্য মাথুরং ভোজয়েদ্দ্বিজম্ ॥ ৩৪৯ ॥
কুবীবলো দুরাচারো ধর্মমার্গপরাঙ্মুখঃ।
ঈদৃশোঽপি পূজনীয়ো মাথুরো মম রূপধৃক্ ॥ ৩৫০ ॥
মাথুরাণাং চ যদ্রূপং তন্মে রূপং বসুন্ধরে।
একস্মিন্ ভোজিতে বিপ্রে কোটির্ভবতি ভোজিতাঃ ॥
মাথুরা মম পূজ্যা হি মাথুরা মম বল্লভাঃ।
মাথুরে পরিতুষ্টে বৈ তুষ্টোঽহং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৫২ ॥
ভবন্তি পুণ্যতীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ।
মঙ্গলানি চ সর্বাণি যত্র তিষ্ঠন্তি মাথুরাঃ ॥ ৩৫৩ ॥

অন্বয়। যঃ চ মাথুরঃ (মথুরাবাসী বিপ্রঃ) অনৃচঃ (বেদানভিজ্ঞঃ), তথা (পক্ষান্তরে) অপরঃ (বিপ্রঃ) চতুর্বেদঃ (চতুর্বেদপারঙ্গতঃ)—অনয়োঃ মধ্যে চতুর্বেদং পরিত্যজ্য মাথুরং দ্বিজং (অবেদজ্ঞং অপি, জনঃ) ভোজয়েৎ (মাথুরভোজনং কর্তব্যমিত্যর্থঃ)। দুরাচারঃ (অসদাচারী)

ধর্মমার্গপরাঙ্মুখঃ (ধর্মপথবিমুখঃ মাথুরঃ যঃ) কৃষীবলঃ (কৃষকঃ সঃ) ঈদৃশঃ অপি পূজনীয়ঃ ভবতি। (যতঃ) মাথুরঃ (জনঃ) মম রূপধৃক্ (রূপধারী)। হে বসুন্ধরে! মাথুরাণাং (মথুরাবাসিনাং) যৎ রূপং, তৎ চ মে রূপং (ভবতি)। একস্মিন্ (মাথুরে) বিপ্রে ভোজিতে (সতি) কোটীঃ (বিপ্রাঃ) ভোজিতাঃ (ভবন্তি)। মাথুরাঃ মম (ভগবতঃ অপি) পূজ্যাঃ হি (নিশ্চিতং), মাথুরাঃ মম বল্লভাঃ (প্রিয়া হি ভবন্তি), মাথুরে (জনে) বৈ পরিতুষ্টে (সতি) অহং তুষ্টঃ (ভবামি), অত্র (বিষয়ে) সংশয়ঃ ন (নাস্তি)। যত্র (স্থানে) মথুরাঃ তিষ্ঠন্তি (বসন্তি, তানি), পুণ্যতীর্থানি (ভবন্তি), আয়তনানি (গৃহাণি) চ পুণ্যানি (ভবন্তি); সর্বাণি চ মঙ্গলানি (মঙ্গলকরাণি ভবন্তি) ॥ ৩৪৯-৫৩ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—যে মথুরাবাসী বিপ্র বেদে অজ্ঞ, পক্ষান্তরে অপর যে অমাথুর বিপ্র চারি বেদে পারঙ্গত—এই উভয়ের মধ্যে চতুর্বেদীকে পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞ মাথুর বিপ্রকেই ভোজন করাইবে। দুরাচার, ধর্মপথ-বিমুখ মথুরাবাসী যে কৃষক, তাদৃশ হইলেও সে আমার পূজনীয়। কেননা, মথুরাবাসী জন আমার রূপধারী। হে বসুন্ধরে! মাথুরগণের যে রূপ, তাহা আমারও রূপ। একজন মাথুর ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে কোটী ব্রাহ্মণকে ভোজন করান হয়। মাথুরগণ নিশ্চয়ই আমার পূজ্য, তাহারা আমার প্রিয়। মথুরাবাসী ব্যক্তি তুষ্ট হইলে আমি তুষ্ট হই, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। যেখানে মাথুরগণ অবস্থান করে, সে সকল স্থান পুণ্যতীর্থ, সে সকল গৃহ পুণ্যপ্রদ এবং সমস্ত মঙ্গলদায়ক হয়। ৩৪৯-৫৩ ॥

> অহে শ্রীনিবাস, শ্রীমথুরাবাসী যত।
> বেদপুরাণে সবে মহিমা বহু মত ॥ ৩৫৪ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

> যে বসন্তি মহাভাগে মথুরামিতরে জনাঃ।
> তেঽপি যান্তি পরাং সিদ্ধিং মৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ ॥
> মথুরাবাসিনো লোকাঃ সর্বে তু মুক্তিভাজনম্।
> অপি কীটপতঙ্গা বা তির্যগ্‌যোনিগতা অপি ॥৩৫৬॥
> পরদাররতা যে চ যে নরা অজিতেন্দ্রিয়াঃ।
> মথুরাবাসিনঃ সর্বে তে দেবা নরবিগ্রহাঃ ॥ ৩৫৭ ॥

অন্বয়। হে মহাভাগে! যে ইতরে (অন্যদেশবাসিনঃ) জনাঃ মথুরাং বসন্তি, তে অপি মৎপ্রসাদাৎ (মম অনুগ্রহং প্রাপ্য) পরাং সিদ্ধিং (মৎপ্রাপ্তিরূপাং) যান্তি (লভন্তে অত্র) ন সংশয়ঃ। মথুরাবাসিনঃ লোকাঃ (মনুষ্যাঃ) কীটপতঙ্গাঃ অপি বা, তির্যগ্‌যোনিগতাঃ (পশুপক্ষিণঃ) অপি বা, সর্বে তু মুক্তিভাজনং (ভবন্তি)। মথুরাবাসিনঃ যে চ নরাঃ পরদাররতাঃ (লম্পটাঃ), যে চ অজিতেন্দ্রিয়াঃ, তে সর্বে নরবিগ্রহাঃ (নরদেহধারিণঃ) দেবাঃ (ভবন্তি) ॥ ৩৫৫-৫৭ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—হে মহাভাগে! যে সকল অপর জন মথুরায় বাস করে, তাহারাও আমার কৃপায় পরম সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। মথুরাবাসী মনুষ্য, কীটপতঙ্গ, পশু-পক্ষীও—সকলে মুক্তির অধিকারী। মথুরাবাসী—যাহারা পরস্ত্রীতে আসক্ত এবং যাহারা অজিতেন্দ্রিয়, তাহারা সকলে নরদেহধারী দেবতা ॥ ৩৫৫-৫৭ ॥

তথাহি পাদ্মে নির্বাণখণ্ডে—

> মথুরাবাসিনাং যে তু দোষং পশ্যন্তি পামরাঃ।
> তে স্বদোষং ন পশ্যন্তি জন্মমৃত্যুসহস্রদম্ ॥ ৩৫৮ ॥

অন্বয়। যে পামরাঃ তু মথুরাবাসিনাং দোষং পশ্যন্তি, তে জন্মমৃত্যুসহস্রদং (জন্মমৃত্যূনাং সহস্রাণি দদাতি ইত্যেবম্বিধং) স্বদোষং (নিজদোষং) ন পশ্যন্তি ॥ ৩৫৮ ॥

অনুবাদ। পদ্মপুরাণ-নির্বাণখণ্ডে—যে পামরগণ মথুরাবাসিগণের দোষ দর্শন করে, তাহারা কিন্তু সহস্র সহস্র জন্মমৃত্যুর কারণস্বরূপ নিজ-দোষ দেখিতে পায় না ॥ ৩৫৮ ॥

> অহে শ্রীনিবাস, দেখ মথুরানগর।
> কৃষ্ণের অশেষ লীলাস্থান মনোহর ॥ ৩৫৯ ॥
> কৃষ্ণপ্রিয় সুদামা-মালীর ঘর এথা।
> কহিতে কি ?—সর্বত্র বিদিত যা'র কথা ॥ ৩৬০ ॥
> কংসের রজকে কৃষ্ণ বধি' এইখানে।
> কৌতুকে অপূর্ব বস্ত্র পরে গণসনে ॥ ৩৬১ ॥
> এই পথে কৃষ্ণ কংস-নিকটে চলিলা।
> শোভা দেখি' মথুরানগরী মুগ্ধ হৈলা ॥ ৩৬২ ॥
> এথা কৃষ্ণ ধনুক ভাঙ্গিয়া মহারঙ্গে।
> চলয়ে অদ্ভুতগতি সখাগণ-সঙ্গে ॥ ৩৬৩ ॥

কুবলয়াপীড় এথা পথ রুদ্ধ কৈল।
কৃষ্ণ তা'রে বধিয়া কৌতুকে দন্ত নিল ॥ ৩৬৪ ॥
এই রঙ্গস্থল—এথা মল্লযুদ্ধ কৈলা।
এই মঞ্চস্থলে—কংস এথাই বসিলা ॥ ৩৬৫ ॥
এথা নন্দাদিক গোপ বসিলেন সুখে।
কৃষ্ণ মল্লযুদ্ধ কৈল দেখিলা কৌতুকে ॥ ৩৬৬ ॥
কৃষ্ণ মহাকৌতুকে কংসের হরে প্রাণ।
এই কংসখালি—এথা কংসের নির্বাণ ॥ ৩৬৭ ॥
শ্রীকুব্জার মন্দির আছিল এইখানে।
এই দেখ কুব্জাকূপ—সর্বলোকে জানে ॥ ৩৬৮ ॥
কুব্জা-সহ কৃষ্ণের যে অদ্ভুত বিলাস।
তাহা ত্রিজগৎ-মাঝে হইল প্রকাশ ॥ ৩৬৯ ॥
বলদেবকুণ্ড, কৃষ্ণকূপ এই হয়।
এথা রামকৃষ্ণ গণসহ বিলসয় ॥ ৩৭০ ॥
অহে শ্রীনিবাস, নরোত্তম এইখানে।
যে আনন্দ হৈল তা' কহিতে কেবা জানে ?৩৭১॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র মথুরা ভ্রমিয়া।
বসিলা অসংখ্য লোক-বেষ্টিত হইয়া ॥ ৩৭২ ॥
ভাবাবেশে মহাপ্রভু হৈলা যে প্রকার।
তাহা দেখি' লোকের হৈল চমৎকার ॥ ৩৭৩ ॥
মাথুর ব্রাহ্মণগণ পরস্পর কয়।
কপট সন্ন্যাসী এই কৃষ্ণ সুনিশ্চয় ॥ ৩৭৪ ॥
অতি অলৌকিক—কে বুঝিবে এনা রঙ্গ ?
আপনা' গোপন কৈল ধরি' গৌর-অঙ্গ ॥ ৩৭৫ ॥
কেহ কহে—'মো-সবার ভাগ্য অতিশয়।
দেখিলাম মথুরাতে প্রভুর বিজয় ॥' ৩৭৬ ॥
ঐছে কহে কত লোকে মনের উল্লাসে।
দেখি' গৌরমাধুর্য পরমানন্দে ভাসে ॥ ৩৭৭ ॥
ঐছে কত কহিতে শ্রীরাঘব পণ্ডিত।
হইলা অধৈর্য চিন্তি' চৈতন্যচরিত ॥ ৩৭৮ ॥
শ্রীনিবাস-নরোত্তম ধৈর্য নাহি বান্ধে।
'হা হা প্রভু' ! বলিয়া ভূমেতে পড়ি' কান্দে ॥৩৭৯॥
শ্রীরাঘব পণ্ডিতের চরণে ধরিয়া।
দোঁহে কত কহে—শুনি' বিদরয়ে হিয়া ॥ ৩৮০ ॥
শ্রীপণ্ডিত স্থির হৈয়া দোঁহে স্থির কৈল।
মথুরার আর যে তীর্থ দেখাইল ॥ ৩৮১ ॥
শ্রীনিবাস-প্রতি কহে সুমধুর ভাষ।
"এইখানে গোপাল ছিলেন একমাস ॥ ৩৮২ ॥
শ্রীরূপ গোস্বামী সঙ্গে লৈয়া প্রিয়গণে।
হইলা বিহ্বল শ্রীগোপাল-সন্দর্শনে ॥ ৩৮৩ ॥
পাইয়া গোস্বামিগণে মথুরানিবাসী।
আনন্দে নিমগ্ন—না জানয়ে দিবানিশি ॥ ৩৮৪ ॥
দেখ শ্রীনিবাস এই বৃক্ষ পুরাতন।
এথা ক্রীড়ারত পূর্বে রোহিণীনন্দন ॥ ৩৮৫ ॥
সেই প্রভু নিত্যানন্দ—তীর্থপর্যটনে।
মথুরায় আসিয়া রহিলা এইখানে ॥ ৩৮৬ ॥
পূর্ব জন্মভূমি দেখি' উল্লাস হিয়ায়।
অলক্ষিত সে আবেশে সর্বত্র বেড়ায় ॥ ৩৮৭ ॥
অবধূতচন্দ্রে দেখি' মথুরার লোক।
পাইলা মহানন্দ পাসরিলা দুঃখ-শোক ॥ ৩৮৮ ॥
এ স্থান-দর্শনে সব তাপ যায় দূর।
নিত্যানন্দপদে ভক্তি বাড়য়ে প্রচুর ॥ ৩৮৯ ॥
শ্রদ্ধা করি' শুনয়ে যেই মথুরা-ভ্রমণ।
অনায়াসে হয় তা'র বাঞ্ছিত পূরণ ॥" ৩৯০ ॥

শ্রীমাথুর-মণ্ডলের দ্বাদশ বন—

রাঘব পণ্ডিত অতি মনের উল্লাসে।
শ্রীনিবাস-প্রতি কিছু কহে মৃদুভাষে ॥ ৩৯১ ॥
দ্বাদশবিপিনযুক্তা শ্রীমথুরাপুরী।
পুণ্যা পাপহরা শুভা—অপূর্ব-মাধুরী ॥ ৩৯২ ॥
তেন দৃষ্টা চ সা রম্যা কেশবস্য পুরী তথা।
বনৈর্দ্বাদশভির্যুক্তা পুণ্যা পাপহরা শুভা ॥ ৩৯৩ ॥

অন্বয়। দ্বাদশভিঃ বনৈঃ যুক্তা (শোভিতা) পুণ্যা (পুণ্যদায়িনী) পাপহরা [অতএব] শুভা (শুভপ্রদা) তথা রম্যা (রমণীয়া) চ কেশবস্য সা পুরী তেন দৃষ্টা ॥ ৩৯৩ ॥

অনুবাদ। কেশবের সেই দ্বাদশবনযুক্তা পুণ্যপ্রদা, পাপহারিণী, মঙ্গলময়ী, তথা রমণীয়া পুরী তিনি দর্শন করিলেন ॥ ৩৯৩ ॥

দ্বাদশ বিপিন—সর্বপুরাণে প্রমাণ।
শুনিতে সে সব নাম জুড়ায় পরাণ॥ ৩৯৪॥
মধু, তাল, কুমুদ, বহুলা, কাম্য আর।
খদিরা, শ্রীবৃন্দাবন—যমুনা-এপার॥ ৩৯৫॥
শ্রীভদ্র, ভাণ্ডীরী, বিল্ব, লৌহ, মহাবন।
যমুনার ওপার—এ মনোজ্ঞ কানন॥ ৩৯৬॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—

ভদ্র-শ্রী-লৌহ-ভাণ্ডীর-মহা-তাল-খদিরকাঃ।
বহুলা কুমুদং কাম্যং মধু বৃন্দাবনং তথা॥ ৩৯৭॥
দ্বাদশৈতান্যরণ্যানি, কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে।
পূর্বে পঞ্চ বনং প্রোক্তং তত্রাস্তি গুহ্যমুত্তমম্॥ ৩৯৮॥

অন্বয়। ভদ্র-শ্রী-লৌহ-ভাণ্ডীর-মহা-তাল-খদিরকাঃ, বহুলা, কুমুদং, কাম্যং, মধু তথা বৃন্দাবনং—এতানি দ্বাদশ-অরণ্যানি (ভবন্তি তেষু) সপ্ত (অরণ্যানি) কালিন্দ্যাঃ (যমুনায়াঃ) পশ্চিমে (পারে বর্তন্তে), পূর্বে (পারে) পঞ্চবনং (পঞ্চানাং বনানাং সমাহারঃ ইতি পঞ্চবনং) প্রোক্তং (কথিতং) তত্র পঞ্চবনে গুহ্যম্ উত্তমম্ (বনং) অস্তি।

অনুবাদ। পদ্মপুরাণে—ভদ্র, বিল্ব (শ্রী), লৌহ, ভাণ্ডীর, মহাবন (গোকুল), তাল, খদির, বহুলা, কুমুদ, কাম্য, মধুবন, তথা বৃন্দাবন—এই দ্বাদশ বন। তন্মধ্যে সাতটী বন কালিন্দীর পশ্চিম পারে অবস্থিত, পূর্ব পারে পঞ্চবন কথিত। সেই পঞ্চবন-মধ্যে গুহ্য উত্তম বন বিদ্যমান॥ ৩৯৭-৩৯৮॥

স্কান্দে—

পূর্বে তু পঞ্চ ভদ্রাদ্যাস্তালাদ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে।
অন্যচ্চোপবনং প্রোক্তং কৃষ্ণক্রীড়ারসস্থলম্॥ ৩৯৯॥

ইতি দ্বাত্রিংশৎ উপবনানি।

অন্বয়। (যমুনায়াঃ) পূর্বে (পারে) তু ভদ্রাদ্যাঃ পঞ্চ, [তথা] পশ্চিমে (পারে) তালাদ্যাঃ সপ্ত [সন্তি]। অন্যচ্চ কৃষ্ণক্রীড়ারসস্থলম্ (কৃষ্ণক্রীড়া-রহস্যস্থলং) উপবনং প্রোক্তম্॥ ৩৯৯॥

অনুবাদ। স্কন্দপুরাণে—যমুনার পূর্বপারে ভদ্র প্রভৃতি পঞ্চবন এবং পশ্চিম পারে তাল প্রভৃতি সপ্ত বন অবস্থিত। কৃষ্ণের ক্রীড়ারসের অন্য স্থান সকল উপবন বলিয়া কথিত॥ ৩৯৯॥

(১) প্রথম—মধুবন:—

অহে শ্রীনিবাস, এই দেখ মধুবন।
সর্বকাম পূর্ণ হয় করিলে দর্শন॥ ৪০০॥

তথাহি আদিবারাহে—

রম্যং **মধুবনং** নাম বিষ্ণুস্থানমনুত্তমম্।
যদ্দৃষ্ট্বা মনুজো দেবি সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥ ৪০১॥
তত্র কুণ্ডং স্বচ্ছজলং নীলোৎপলবিভূষিতং।
তত্র স্নানেন দানেন বাঞ্ছিতং ফলমাপ্নুয়াৎ॥ ৪০২॥

অন্বয়। হে দেবি! মধুবনং নাম বিষ্ণুস্থানং (বিষ্ণুধাম) রম্যং অনুত্তমং (সর্বোৎকৃষ্টং) যৎ দৃষ্ট্বা মনুজঃ সর্বান্ কামান্ অবাপ্নুয়াৎ (লভেত)। তত্র (মধুবনে) নীলোৎপল-বিভূষিতম্ স্বচ্ছজলং কুণ্ডং [অস্তি] তত্র (কুণ্ডে) স্নানেন দানেন চ জনঃ বাঞ্ছিতং ফলম্ আপ্নুয়াৎ (প্রাপ্তুং শক্নোতি)॥ ৪০১-৪০২॥

অনুবাদ। আদিবরাহ-পুরাণে—হে দেবি! মধুবন-নামে বিষ্ণুধাম রমণীয় ও সর্বোৎকৃষ্ট, যাহার দর্শনে মানব সর্ব অভীষ্টলাভে সমর্থ হয়। সেই বনে নীলপদ্ম-শোভিত স্বচ্ছ জলপূর্ণ কুণ্ড আছে, সেই কুণ্ডে স্নান-দানের দ্বারা লোক অবশ্য বাঞ্ছিত ফল লাভ করে॥ ৪০১-৪০২॥

(২) দ্বিতীয়—তালবন:—

তালবনে প্রভু তাল-রক্ষক অসুরে।
বধিল কৌতুকে—সুখ সবার অন্তরে॥ ৪০৩॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—

অহো **তালবনং** পুণ্যং যত্র তালৈর্হতোঽসুরঃ।
হিতায় যাদবানাঞ্চ আত্মক্রীড়নকায় চ॥ ৪০৪॥

অন্বয়। অহো! পুণ্যং (পুণ্যপ্রদং) তালবনং যত্র (বনে) যাদবানাং হিতায় চ আত্মক্রীড়নকায় (আত্মনঃ ক্রীড়নমেব ক্রীড়নকং তস্মৈ) তালৈঃ (তালরক্ষকঃ) অসুরঃ (কশ্চিৎ) হতঃ (কৃষ্ণেনেত্যর্থঃ)॥ ৪০৪॥

অনুবাদ। স্কন্দপুরাণে মথুরাখণ্ডে—অহো, এই পুণ্য তালবন, যথায় যাদবগণের হিতের জন্য এবং নিজ-ক্রীড়ার জন্য কৃষ্ণ তালরক্ষক অসুরকে তালদ্বারা বধ করিয়াছিলেন॥ ৪০৪॥

(৩) তৃতীয়—কুমুদবন:—

দেখহ **কুমুদবন** পরম আশ্চর্য।
এথা গতিমাত্রে বিষ্ণুলোকে হয় পূজ্য॥ ৪০৫॥

তথাহি আদিবারাহে—

কুমুদবনমেতচ্চ তৃতীয়বনমুত্তমম্।
যত্র গত্বা নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥ ৪০৬॥

অন্বয়। হে দেবি! এতৎ কুমুদবনং তৃতীয়বনম্ উত্তমং চ যত্র গত্বা নরঃ মম লোকে (ধাম্নি) মহীয়তে (পূজিতো ভবতি) ॥ ৪০৬ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহ-পুরাণে—হে দেবি!. এই কুমুদবন তৃতীয় বন ও উত্তম, যথায় গমন করিয়া লোক আমার ধামে পূজ্য হইয়া থাকে ॥ ৪০৬ ॥

অহে শ্রীনিবাস দেখ মথুরা পশ্চিমে।
দন্তবক্রে বধে কৃষ্ণ এই উপবনে ॥ ৪০৭ ॥
ব্রজনাভ থুইল নাম **দতিহা** ইহার।
দতি উপবন—পদ্মপুরাণে প্রচার ॥ ৪০৮ ॥
দন্তবক্র-প্রসঙ্গে কহি এক কথা।
যাহার শ্রবণে ঘুচে মরমের ব্যথা ॥ ৪০৯ ॥
ব্রজ হৈতে গণসহ নন্দাদি সকলে।
কৃষ্ণ লাগি' গেলা কুরুক্ষেত্রে যাত্রাচ্ছলে ॥ ৪১০ ॥
হইল কৃষ্ণের সহ সবার মিলন।
যথা যে উচিত কৈল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৪১১ ॥
বিবিধ প্রকারে কৃষ্ণ সবে সন্তোষিয়া।
কহিলেন—ব্রজে শীঘ্র মিলিব আসিয়া ॥ ৪১২ ॥
কৃষ্ণ-বাক্যামৃতপান করি' হৃষ্টচিতে।
বিদায় হইয়া সবে আইলা তথা হৈতে ॥ ৪১৩ ॥
কৃষ্ণ লাগি' রহিলেন যমুনার পারে।
সর্ব-মনোবৃত্তি—কৃষ্ণে লৈয়া যাবে ঘরে ॥ ৪১৪ ॥
কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ সবে বিদায় করিয়া।
হইলেন ব্যাকুল—ধরিতে নারে হিয়া ॥ ৪১৫ ॥
দ্বারকা যাইয়া শীঘ্র বধি' শিশুপালে।
মথুরা আইলা দন্তবক্র-বধচ্ছলে ॥ ৪১৬ ॥
দন্তবক্রে বধিয়া যমুনা পার হৈলা।
যথা নন্দাদিক তথা ত্বরায় চলিলা ॥ ৪১৭ ॥
কৃষ্ণ দেখি' ধায় গোপ আনন্দে বিহ্বল।
"আয়োরে আয়োরে" বলি' করে কোলাহল ॥৪১৮
মিলিলা সবারে কৃষ্ণ, কৃষ্ণে সবে লৈয়া।
নিজালয়ে আইলা যমুনা পার হৈয়া ॥ ৪১৯ ॥
হইলা পরমানন্দ ব্রজে ঘরে ঘরে।
পূর্বমত সবা-সহ শ্রীকৃষ্ণ-বিহরে ॥ ৪২০ ॥

'আয়োরে' বলিয়া গোপ যেথানে মিলিল।
আয়োরে নামেতে গ্রাম তথায় হইল ॥ ৪২১ ॥
নন্দাদিক সবে বাস কৈলা যেইথানে।
'গৌরবাই' সে-গ্রামের নাম কে না জানে ॥ ৪২২॥
যেরূপে এ-নাম হৈল শুনহ সে-কথা।
ঢানা-নামে এক বৃহদ্গ্রাম আছে তথা ॥ ৪২৩ ॥
সেই ঢানা-গ্রামের বিশিষ্ট জমিদার।
শ্রীনন্দ রায়ের সহ অতি প্রীতি তাঁ'র ॥ ৪২৪ ॥
কুরুক্ষেত্র হৈতে নন্দ-গমন শুনিয়া।
মহাহর্ষে আগুসরি' আনিলেন গিয়া ॥ ৪২৫ ॥
বাস করাইলা—সে গৌরব-সীমা নাই।
এই হেতু গ্রাম-নাম হৈল **গৌরবাই** ॥ ৪২৬ ॥
এবে সে গ্রামের নাম **গৌরাই** কহয়।
ঢানা-আয়োরে-গ্রামাদি নিকটস্থ হয় ॥ ৪২৭ ॥
এ গ্রাম-প্রসঙ্গ অন্যত্রও প্রচারয়ে।
আর যে যে গ্রাম নাম কহিল না হয়ে ॥ ৪২৮ ॥

তথাহি শ্রীগোপালচম্পূগ্রন্থে—

কথঞ্চিদপি মাথুরানমুগতাঃ কুরূণাং স্থলা-
ব্রজেন্দ্রমুখগোদুহঃ পুনরুপৈতুমাত্মালয়ম্।
বিরক্তমনসস্তদা তপনজাং সমুত্তীর্য গো-
রঈতি বিদিতস্থলে ব্রজমবাসয়ন্ দূরতঃ ॥ ৪২৯ ॥
গোকুলপতিরিতি নাম্না গৌরব ইতি তদ্গৌরঈত্যপি চ।
সংস্কৃতজং প্রাকৃতজং গ্রামজমাখ্যানমঞ্চতি স্থানম্ ॥৪৩০॥
গোকুলপতিরিতি নাম্না খ্যাতং গোকুলপতেঃ স্থানম্।
পুরুষোত্তম ইতি যদ্বৎ পুরুষোত্তমধাম বিখ্যাতম্ ॥৪৩১॥

অন্বয়। ব্রজেন্দ্রমুখগোদুহঃ (ব্রজেশ্বরপ্রমুখাঃ গোপাঃ) কুরূণাং স্থলাৎ (কুরুক্ষেত্রে শুমন্তপঞ্চকাৎ) পুনঃ আত্মালয়ম্ (স্বগৃহং ব্রজং) উপৈতুং (গন্তুং) কথঞ্চিদপি (অনিচ্ছয়া মহতা কষ্টেন) মাথুরান্ (মথুরাদেশং) অনু (প্রতি) গতাঃ (প্রস্থিতাঃ) বিরক্তমনসঃ (গৃহগমনে বীতস্পৃহাঃ সন্তঃ) তদা তপনজাং (যমুনাং) সমুত্তীর্য গৌরই ইতি বিদিত-স্থলে (গৌরই ইতি-প্রসিদ্ধ-প্রদেশে) ব্রজং (গোপসঙ্ঘং গোষ্ঠমিত্যর্থঃ গোকুলাৎ) দূরতঃ (দূরে) অবাসয়ন্ (অস্থাপয়ন্) তৎ স্থানং নাম্না গোকুলপতিঃ ইতি সংস্কৃতজং আখ্যানং (নাম), গৌরব ইতি প্রাকৃতজং

(আখ্যানং) গৌরই ইতি গ্রামজং (আখ্যানম্) অপি চ অঞ্চতি (প্রাপ্তং ইত্যর্থঃ)। যদ্বৎ পুরুষোত্তমধাম পুরুষোত্তম ইতি বিখ্যাতং (তদ্বৎ) গোকুলপতেঃ স্থানং গোকুলপতিঃ ইতি নাম্না খ্যাতম্ ॥ ৪২৯-৪৩১ ॥

অনুবাদ। শ্রীগোপালচম্পূগ্রন্থে --কুরুক্ষেত্র-স্যমন্তপঞ্চক হইতে পুনঃ নিজগৃহে গোকুলে গমনেচ্ছু ব্রজেশ্বর শ্রীনন্দ প্রমুখ গোপগণ অনিচ্ছাহেতু কোন প্রকারে মথুরার দিকে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু গৃহ-গমনে বিরক্তচিত্ত হইয়া তখন যমুনা পার হইয়া গোকুল হইতে দূরে গৌরাই-নামে প্রসিদ্ধ স্থানে গোষ্ঠ স্থাপন করিলেন। সেই স্থান 'গোকুল-পতি' এই সংস্কৃত-নাম, 'গৌরব' এই প্রাকৃত নাম এবং গৌরই এই গ্রামজ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যেরূপ পুরুষোত্তম-ধাম 'পুরুষোত্তম' এই নামে বিখ্যাত, তদ্রূপ গোকুলপতির এই স্থান 'গোকুলপতি' এই নামে প্রসিদ্ধ ॥ ৪২৯-৪৩১ ॥

যে সকল গ্রাম হয় কৃষ্ণলীলা-স্থান।
মনের আনন্দে তা' দেখয়ে ভাগ্যবান্ ॥ ৪৩২ ॥
ঐছে কত কহিয়া পণ্ডিত হর্ষমনে।
পরিক্রমা-পথে চলে শ্রীবন-ভ্রমণে ॥ ৪৩৩ ॥
আদিবারাহেতে যৈছে কৈল নিরূপণ।
সেরূপ নহিব, ক্রমে হইব তেমন ॥ ৪৩৪ ॥
রাঘব পণ্ডিত পথে যাইতে যাইতে।
মনে হইল **ষষ্ঠীকরাটবী** দেখাইতে ॥ ৪৩৫ ॥
পরিক্রমা-পথ ছাড়ি' অন্য পথে গিয়া।
শ্রীনিবাস কহে ষষ্ঠীকরা প্রবেশিয়া ॥ ৪৩৬ ॥
পূর্বে ষষ্ঠীকরাটবী নাম সে ইহার।
এবে ষষ্ঠীঘরা-নাম লোকেতে প্রচার ॥ ৪৩৭ ॥
দেখ শ্রীনিবাস এই শকটারোহণ।
কৃষ্ণপ্রিয় স্থান এ পরমরম্য হন ॥ ৪৩৮ ॥
ভ্রমর গুঞ্জরে সদা পুষ্পের কাননে।
পরম আনন্দ হয় এ কুণ্ডের স্নানে ॥ ৪৩৯ ॥
এথা উপবাস একরাত্র করে যে।
বিদ্যাধর-লোকে সুখে বিলসয়ে সে ॥ ৪৪০ ॥
কালবিশেষেতে ফল বহুবিধ হয়।
এবে এ **'শকটাগ্রাম'** নাম লোকে কয় ॥ ৪৪১ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

শকটারোহণং নাম তস্মিন্ ক্ষেত্রং পরং মম।
মথুরা পশ্চিমে ভাগ অদূরাদর্ধযোজনে ॥ ৪৪২ ॥
অনেকানি সহস্রাণি ভ্রমরাণাং বসন্তি বৈ।
তত্রাভিষেকং কুর্বীতৈকরাত্রোপোষিতো নরঃ।
স হি বিদ্যাধরং লোকং গত্বা চ রমতে সুখম্ ॥৪৪৩॥

অন্বয়। তস্মিন্ (কুমুদবনে) মথুরা পশ্চিমে ভাগে অর্ধযোজনে অদূরাৎ শকটারোহণং নাম মম পরং (শ্রেষ্ঠং) ক্ষেত্রং (স্থানং) বর্ততে। (তত্র) ভ্রমরাণাং অনেকানি সহস্রাণি বৈ বসন্তি। [যঃ] নরঃ একরাত্রোপোষিতঃ (একাং রাত্রিম্ উপোষ্য তত্র) অভিষেকং (স্নানং) কুর্বীত (কুর্যাৎ) স হি বিদ্যাধরং লোকং গত্বা (তত্র লোকে) সুখং (সুখেন) রমতে চ ॥ ৪৪২-৪৪৩ ॥

অনুবাদ। আদি-বরাহপুরাণে—সেই কুমুদবনে মথুরার পশ্চিম দিকে অদূরে অর্ধযোজনে শকটারোহণ-নামক আমার এক শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র আছে। তথায় অনেক সহস্র ভ্রমর ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। যে ব্যক্তি একরাত্রি উপবাস করিয়া তথায় স্নান করে, সে নিশ্চয়ই বিদ্যাধর-লোকে গমন করিয়া তথায় সুখে বাস করে ॥ ৪৪২-৪৪৩ ॥

'গরুড়গোবিন্দ' এই—দেখ শ্রীনিবাস।
এথা করিলেন কৃষ্ণ অদ্ভুত বিলাস ॥ ৪৪৪ ॥
শ্রীদাম গরুড় হৈয়া খেলয়ে আনন্দে।
চতুর্ভুজ গোবিন্দ চড়য়ে তা'র স্কন্ধে ॥ ৪৪৫ ॥
গরুড় গোবিন্দ দুঁহ শোভা অতিশয়।
এই হেতু 'গরুড়গোবিন্দ' নাম কয় ॥ ৪৪৬ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতামৃতে যথা—

শ্রীদাম্নি তার্ক্ষ্যত্বং প্রাপ্তে সোঽপি চতুর্ভুজ ইত্যাদি।

অন্বয়। শ্রীদাম্নি তার্ক্ষ্যত্বং (গরুড়ত্বং) প্রাপ্তে [সতি] সঃ (কৃষ্ণঃ) অপি চতুর্ভুজঃ (নারায়ণরূপঃ অভূদিত্যর্থঃ) ॥ ৪৪৭ ॥

অনুবাদ। শ্রীলঘুভাগবতামৃতে—শ্রীদাম গরুড়রূপ ধারণ করিলে কৃষ্ণও **চতুর্ভুজ** নারায়ণরূপ প্রকাশ করিলেন ইত্যাদি ॥ ৪৪৭ ॥

ঐছে কত স্থান দেখাইয়া দুইজনে।
পূর্ব পরিক্রমাপথে আইলা হর্ষমনে ॥ ৪৪৮ ॥
দূর হইতে কহে—দেখ '**গন্ধেশ্বরস্থান**'।
কৃষ্ণ গন্ধদ্রব্য পরে—তেঁই এ আখ্যান ॥ ৪৪৯ ॥
দেখহ '**সাতোঞা**'-গ্রাম—কুণ্ড সুনির্মল।
শান্তনু মুনির এই তপস্যার স্থল ॥ ৪৫০ ॥
এত কহি' শ্রীনিবাস—নরোত্তমে লৈয়া।
আগে চলে নানা রম্যস্থান দেখাইয়া ॥ ৪৫১ ॥

(৪) চতুর্থ—বহুলাবন :—

রাঘব পণ্ডিত কহে হইয়া উল্লাস।
শ্রীবহুলাবন এই—দেখ শ্রীনিবাস ॥ ৪৫২ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনভ্রমণ-কালেতে।
প্রেমাবেশে মত্ত হৈয়া আইলা এই পথে ॥ ৪৫৩ ॥
লক্ষ লক্ষ গাভীগণ ঊর্ধ্বপুচ্ছে ধায়।
চতুর্দিকে বেড়ি' গৌরচন্দ্র-পানে চায় ॥ ৪৫৪ ॥
শ্রীগৌরসুন্দর হস্তে স্পর্শি' গাভীগণে।
প্রকাশয়ে পূর্বে যৈছে কৈলা গোচারণে ॥ ৪৫৫ ॥
মৃগাদিক পশু, শিখি কোকিলাদি পক্ষ।
মহামত্ত চতুর্দিকে ফিরে লক্ষ লক্ষ ॥ ৪৫৬ ॥
বৃক্ষগণ পুষ্পবৃষ্টি করে গৌরচন্দ্রে।
দেখয়ে অসংখ্য লোক পরম আনন্দে ॥ ৪৫৭ ॥
কেহ কহে—অহে ভাই, মনে হেন বাসি।
ব্রজেন্দ্রনন্দন এই কপট সন্ন্যাসী ॥ ৪৫৮ ॥
শ্যাম সুচিক্কণ রূপ আচ্ছন্ন করিয়া।
গৌররূপ ধরি, ফিরে লোক প্রতারিয়া ॥ ৪৫৯ ॥
ঐছে কত কহে লোক অধৈর্য-হিয়ায়।
সর্বমনোরথ সিদ্ধ করে গৌররায় ॥ ৪৬০ ॥
অহে শ্রীনিবাস, এই বহুলাবনেতে।
দেখহ অপূর্ব কুণ্ড—পদ্মবন যাতে ॥ ৪৬১ ॥
আর এই সঙ্কর্ষণ-কুণ্ড অনুপম।
আর মান-সরসী পরম মনোরম ॥৪৬২ ॥
এসব দর্শন-স্নানে বহুফল হয়।
লক্ষ্মীসহ কৃষ্ণে দেখে—পুরাণেতে কয় ॥ ৪৬৩ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

পঞ্চমং **বহুলং** নাম বনানাং বনমুত্তমম্।
তত্র গতো নরো দেবি অগ্নিস্থানং স গচ্ছতি ॥ ৪৬৪ ॥

অন্বয়। বহুলং নাম পঞ্চমং বনং বনানাম্ উত্তমম্। হে দেবি! (যঃ) নরঃ তত্র (বহুলাবনে) গতঃ সঃ অগ্নিস্থানং (অগ্নিলোকং) গচ্ছতি ॥ ৪৬৪ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—বহুলা-নামক পঞ্চম বন বনগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হে দেবি! যে ব্যক্তি সেই বনে গমন করে, সে অগ্নিলোকে গমন করে ॥ ৪৬৪ ॥

স্কান্দে শ্রীমথুরা-খণ্ডে—

বহুলা শ্রীহরেঃ পত্নী তত্র তিষ্ঠতি সর্বদা।
তস্মিন্ পদ্মবনে রাজন্ বহুপুণ্যফলানি চ ॥ ৪৬৫ ॥
তত্রৈব রমতে বিষ্ণুর্লক্ষ্ম্যা সার্ধং সদৈব হি।
তত্র সঙ্কর্ষণং কুণ্ডং তত্র মানসরো নৃপ ॥ ৪৬৬ ॥
যস্তত্র কুরুতে স্নানং মধুমাসে নৃপোত্তম।
স পশ্যতি হরিং তত্র লক্ষ্ম্যাসহ বিশাংপতে ॥৪৬৭ ॥

অন্বয়। শ্রীহরেঃ পত্নী বহুলা তত্র (বহুলাবনে) সর্বদা তিষ্ঠতি। হে রাজন্! (বহুলাবনে স্থিতস্য কুণ্ডস্য) তস্মিন্ পদ্মবনে (গমনফলেন) বহুপুণ্যফলানি (লভ্যন্তে) চ। হি (যতঃ) বিষ্ণুঃ লক্ষ্ম্যা সার্ধং (সহ) তত্র (বহুলাবনে) এব সদৈব রমতে। হে নৃপ! তত্র (বহুলাবনে) সঙ্কর্ষণং কুণ্ডং (অস্তি) তত্র মানসরঃ (চ অস্তি)। হে বিশাংপতে! নৃপোত্তম! যঃ মধুমাসে (চৈত্রে মাসি) তত্র (কুণ্ডে সরসি চ) স্নানং কুরুতে স তত্র লক্ষ্ম্যা সহ হরিং পশ্যতি॥৪৬৫-৪৬৭ ॥

অনুবাদ। স্কন্দপুরাণ-শ্রীমথুরাখণ্ডে—শ্রীহরির পত্নী বহুলা সেই বহুলাবনে সর্বদা বিরাজ করেন। হে রাজন্! বহুলাবনের কুণ্ডস্থ সেইপদ্মবনে প্রবিষ্ট ব্যক্তি বহু পুণ্যফল লাভ করে। কেন না, শ্রীবিষ্ণু লক্ষ্মীসহ সেই বহুলাবনে সর্বদা সুখে বিরাজ করেন। হে নৃপ! বহুলাবনে সঙ্কর্ষণ-কুণ্ড ও মানসরঃ আছে। হে নরপতে! নৃপশ্রেষ্ঠ! যে চৈত্র মাসে সেই কুণ্ডে ও সরোবরে স্নান করে সে তথায় লক্ষ্মীসহ শ্রীহরিকে দেখিতে পায় ॥ ৪৬৫-৪৬৭ ॥

ঐ যে **ময়ূরগ্রাম**—কৃষ্ণ ঐখানে।
দেখে ময়ূরের নৃত্য প্রিয়াগণ-সনে ॥ ৪৬৮ ॥

কি অপূর্ব ! লক্ষ লক্ষ ময়ূর-মণ্ডলী।
রাই-কানু-পানে চায় ঊর্ধ্বে পুচ্ছ তুলি' ॥ ৪৬৯ ॥
ময়ূরের মধ্যে রাই-কানু বিলসয়।
নাচয়ে নাচায়—কি অদ্ভুত হর্ষোদয় ॥ ৪৭০ ॥
চতুর্দিকে করতালি দিয়া সখীগণ।
দেখয়ে অদ্ভুত শোভা ভুবনমোহন ॥ ৪৭১ ॥
ঐ দেখ **দক্ষিণ-গ্রামাদি** কথোদূরে।
ও-সব স্থানেতে কৃষ্ণ আনন্দে বিহরে ॥ ৪৭২ ॥
দক্ষিণ গ্রামেতে কৃষ্ণ রঙ্গে বিলসয়।
দক্ষিণ নায়িকা-ভাব ব্যক্ত অতিশয় ॥ ৪৭৩ ॥
আগে এ 'বসতি'-গ্রাম—দেখ শ্রীনিবাস।
এথা বৃষভানুরাজা করিলেন বাস ॥ ৪৭৪ ॥
ষষ্ঠীকরা, রাওল পর্যন্ত নন্দ রহে।
'রাওল'-গ্রামের নাম এবে '**রাল**' কহে ॥ ৪৭৫ ॥
বসতি নিকট রাম-কৃষ্ণ-তোষ-স্থানে।
মহাতোষে বিলসে সকল সখাগণে ॥ ৪৭৬ ॥

আরিট-গ্রামে শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ডের প্রকাশ

এই আগে দেখহ '**আরিট**'-নামে গ্রাম।
এথা কৃষ্ণচন্দ্রের বিলাস অনুপম ॥ ৪৭৭ ॥
অরিষ্ট-অসুর আইলা বৃষরূপ ধরি'।
পরম কৌতুকে তা'রে বধিলা শ্রীহরি ॥ ৪৭৮ ॥
কৌতুকে শ্রীরাধাঙ্গ স্পর্শিতে কৃষ্ণ চায়।
হাসিয়া রাধিকা কহে—'ইহা না যুয়ায় ॥ ৪৭৯ ॥
যদ্যপি অসুর—সে ধরয়ে বৃষাকৃতি।
তা'রে বধ কৈলা, হৈলা অপবিত্র অতি ॥ ৪৮০ ॥
যদি সর্বতীর্থে স্নান পার করিবারে।
তবে সে ঘুচয়ে দোষ—কহিল তোমারে ॥' ৪৮১ ॥
হাসিয়া কহয়ে কৃষ্ণ সুমধুর-বাণী।
'এথাই করিব স্নান সর্বতীর্থ আনি' ॥ ৪৮২ ॥
এত কহি' পদাঘাত কৈলা মহীতলে।
পরিপূর্ণ হৈল কুণ্ড সর্বতীর্থ-জলে ॥ ৪৮৩ ॥
নিজ-নিজ পরিচয় দিয়া তীর্থগণ।
সাক্ষাৎ হইয়া কৃষ্ণে করিলা স্তবন ॥ ৪৮৪ ॥
শ্রীরাধিকা-সহ সখীগণে দেখাইয়া।
স্নান কৈল কৃষ্ণ তীর্থগণে সম্বোধিয়া ॥ ৪৮৫ ॥
অর্ধরাত্র হইতেই হৈল সমাধান।
অদ্যাপিহ লোকে তৈছে কুণ্ডে করে স্নান ॥ ৪৮৬ ॥
শ্রীরাধিকা শুনি' কৃষ্ণ-প্রগল্ভ-বচন।
সখীসহ শীঘ্র কুণ্ড করিল খনন ॥ ৪৮৭ ॥
হইল অপূর্ব রাধিকার সরোবর।
দেখিয়া কৃষ্ণের অতি আনন্দ অন্তর ॥ ৪৮৮ ॥
সর্বতীর্থময়ী শ্রীমানসীগঙ্গা-জলে।
করিবেন কুণ্ড পূর্ণ অতি কুতূহলে' ॥ ৪৮৯ ॥
এই ইচ্ছা জানি' কৃষ্ণ তীর্থে নিদেশিতে।
প্রবেশে রাধিকাকুণ্ডে শ্যামকুণ্ড হৈতে ॥ ৪৯০ ॥
তীর্থগণ করি' বহুস্তুতি রাধিকার।
মানয়ে সৌভাগ্য, মহাহর্ষ অনিবার ॥ ৪৯১ ॥
দুই কুণ্ড পরিপূর্ণ হৈল তীর্থজলে।
সখীসহ দোঁহে শোভা দেখে কুতূহলে ॥ ৪৯২ ॥
নানা বৃক্ষলতায় বেষ্টিত কুণ্ডদ্বয়।
দোঁহার আশ্চর্য কেলিস্থান এই হয় ॥ ৪৯৩ ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে—
নীপৈশ্চম্পকপালিভির্নববরাশোকৈ রসালোৎকরৈঃ
পুন্নাগৈর্বকুলৈর্লবঙ্গলতিকা-বাসন্তিকাভির্বৃতম্।
হৃদ্যং তৎপ্রিয়কুণ্ডয়োস্তটমিলন্মধ্যপ্রদেশং পরং
রাধামাধবয়োঃ প্রিয়ং স্থলমিদং কেল্যাস্তদেবাশ্রয়ে ॥ ৪৯৪

অন্বয়। ইদং রাধামাধবয়োঃ কেল্যাঃ (রসক্রীড়ায়াঃ) স্থলং তৎপ্রিয়-কুণ্ডয়োঃ (তয়োঃ রাধামাধবয়োঃ প্রিয়য়োঃ কুণ্ডয়োঃ) তটমিলন্মধ্যপ্রদেশং (তটাভ্যাং মিলন্ মিলিতঃ ইত্যর্থঃ মধ্যপ্রদেশঃ যস্মিন্ তাদৃশং অর্থাৎ কুণ্ডদ্বয়মধ্যবর্তি-তটস্থং), নীপৈঃ, চম্পকপালিভিঃ (চম্পকশ্রেণীভিঃ), নববরাশোকৈঃ (নূতনৈঃ উত্তমৈশ্চ অশোকৈঃ), রসালোৎ-করৈঃ (আম্র-সমূহৈঃ), পুন্নাগৈঃ, বকুলৈঃ, লবঙ্গলতিকা-বাসন্তিকাভিঃ (লবঙ্গলতিকাভিঃ বাসন্তিকাভিঃ চ) বৃতং (পরিবেষ্টিতং অতঃ), হৃদ্যং (মনোরমং) পরং প্রিয়ং (রাধা-মাধবয়োঃ অতীব প্রিয়ং ভবতি)। [অহং] তদেব (নান্যৎ) আশ্রয়ে ॥ ৪৯৪ ॥

অনুবাদ। স্তবাবলীগ্রন্থে ব্রজবিলাসে—রাধামাধবের এই কেলিস্থান তাঁহাদের প্রিয় কুণ্ডদ্বয়ের মধ্যবর্তী তটে মিলিত মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহা কদম্ব, চম্পকশ্রেণী, নূতন ও উত্তম অশোক, আম্রশ্রেণী, পুন্নাগ, বকুল প্রভৃতি বৃক্ষ, লবঙ্গলতা, বাসন্তিকা প্রভৃতি লতার দ্বারা পরিবেষ্টিত ও মনোরম। ইহা রাধামাধবের অতি প্রিয়। আমি তাহাই আশ্রয় করিতেছি ॥৪৯৪॥

শ্রীরাধাকুণ্ডের শোভা-বর্ণনা—

শ্রীরাধিকাকুণ্ড সর্বদিকে নিরুপম।
ললিতাদি অষ্টসখী-কুঞ্জ মনোরম ॥ ৪৯৫ ॥
সুবলাদি-কুণ্ড শ্যামকুণ্ড-সর্বদিকে।
দোঁহে বিলসয়ে অতি অশেষ বিশেষে ॥ ৪৯৬ ॥

গীতে যথা :—

(রাগ সারঙ্গ)

নাগরবর পরম ধীর, রহি রাধাকুণ্ডতীর,
নিরখত অতি মঙ্গলময়
মধুর সরসী-শোভা।
নিরমল পরিপূরিত জল, তঁহি কত কত ভাঁতি কমল,
অতুলিত অলি বলিত মঞ্জু
গুঞ্জত চিতলোভা ॥
লঘু লঘু নব পবন-সঙ্গ, উপজত মৃদুতর তরঙ্গ,
প্রমুদিত জলচরচয় বহু।
ফিরত কত রঙ্গে।
ঝলকত মণিখচিত ঘাট- চয় বিচিত্র চিত্র-নাট
মণ্ডিত কুটি-মণ্ডপ
মদনালয়-মদ ভঙ্গে ॥
প্রফুল্লিত সুরসালহি অরু নীপ-বকুল-চম্পক-তরু
উচ্চ রুচির রচিত
রতন-দোলা তহি সাজে।
উলসিত শুক গায়ত ঘন, 'শুনি শুনি' উনমত খগগণ
নৃত্যত শিখী, কুহু কুহু কুহু
কোকিল কল গাজে ॥
কনক বেদী বিলসিত বন সেবিত ষড়্‌ঋতু অনুখন
বিকসিত কত কুসুম সুষম,
সৌরভ অনুপামা।
বেষ্টিত ললিতাদি কুঞ্জ, নিরমিত রসজনিত পুঞ্জ
বৈরঞ্চ-ভর-ভঞ্জন-ভণ,
নরহরি সুখধামা ॥ ৪৯৭ ॥

(রাগ সারঙ্গ)

রাধা মৃগনয়নী গোরী, নাগরকবাহু জোড়ি,
প্রমুদিত চিত নিরখত,
ঘনশ্যাম সরসী-শোভা।
নির্মল পরিপূর্ণ বারি, পীযূষভর-গরবহারি,
মন্দ পবন পরশত,
মৃদু বীচি ভুবন-লোভা ॥
বিকশিত নবকুঞ্জনিকর, গুঞ্জত মধুমত্ত ভ্রমর
মঞ্জু নটত খঞ্জন,
জন-রঞ্জন অনুপামা।
সারস-লস-হংস লাখ, ফিরতহি তহি চক্রবাক,
ক্রৌঞ্চ-কীর-কোকিল-শিখী,
কলরব অভিরামা ॥
ঝলকত সর-তীর অতুল, কুসুমিত তরু-বল্লী-বকুল,
বলয়িত-জল-ঝলক-ছাঁহ,
ছুটত ছবি ভারী।
অভিনব কুটি-মণ্ডপগণ, মণ্ডিত কত বেদি-রতন,
সুগঠন মণি-জড়িত ঘাট
লোচন রুচিকারী ॥
চৌদিশ রস ঝরত পুঞ্জ, বেষ্টিত সুবলাদি কুঞ্জ,
সুরুচি রচনা তঁহি কত,
ভাঁতি ভবন ভ্রাজে।
ষড়্‌ঋতু-কৃত সেবন ঘন, অদভুত মহিমা সুরগণ,
গায়ত নরহরি অনুখন,
ধ্যায়ত হৃদি মাঝে ॥ ৪৯৮ ॥

শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ডের মহিমা—

অরিষ্ট-কুণ্ডাখ্যে শ্যামকুণ্ড সবে কয়।
এই দুই কুণ্ডের মহিমা অতিশয় ॥ ৪৯৯ ॥
এই দুই কুণ্ডে স্নান যেই জন করে।
রাজসূয়-অশ্বমেধ ফল মিলে তা'রে ॥ ৫০০ ॥

তথাহি আদিবারাহে :—

অরিষ্টরাধাকুণ্ডাভ্যাং স্নানাৎ ফলমবাপ্যতে।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং নাত্র কার্যা বিচারণা ॥ ৫০১ ॥

অন্বয়। রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং (রাজসূয়ং অশ্বমেধঞ্চ ইষ্ট্বা ইত্যর্থ যৎ ফলং প্রাপ্যতে তৎ) ফলম্ অরিষ্টরাধা-কুণ্ডাভ্যাং (অরিষ্ট-রাধাকুণ্ডসকাশাৎ) স্নানাৎ (তত্র স্নানং কৃত্বা) অবাপ্যতে (লভ্যতে) অত্র (বিষয়ে) বিচারণা (তর্কঃ) ন কার্যা ॥৫০১॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—রাজসূয় ও অশ্বমেধ-যজ্ঞ-সম্পাদনে যে ফল লভ্য হয়, সেই ফল অরিষ্টকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড হইতে স্নানদ্বারা পাওয়া যায়। এই বিষয়ে তর্ক কর্তব্য নহে ॥ ৫০১ ॥

অহে শ্রীনিবাস, রাধাকুণ্ডের মহিমা।
পুরাণে বিদিত এ কহিতে নাহি সীমা ॥ ৫০২ ॥

তথাহি শ্রীমথুরাখণ্ডে :—

দীপোৎসবে কার্তিকে চ রাধাকুণ্ডে যুধিষ্ঠির।
দৃশ্যতে সকলং বিশ্বং ভূতৈর্বিষ্ণুপরায়ণৈঃ ॥ ৫০৩ ॥

অন্বয়। হে যুধিষ্ঠির ! কার্তিকে (মাসি) রাধাকুণ্ডে দীপোৎসবে (দীপদানোৎসবে চ কৃতে সতি) বিষ্ণুপরায়ণৈঃ (বিষ্ণুভক্তৈঃ) ভূতৈঃ (জনৈঃ) সকলং বিশ্বং দৃশ্যতে॥৫০৩॥

অনুবাদ। শ্রীমথুরাখণ্ডে—হে যুধিষ্ঠির! কার্তিক মাসে রাধাকুণ্ডে দীপদান উৎসব করিলে বিষ্ণুভক্ত জনগণ সকল বিশ্ব দেখিতে পায় ॥ ৫০৩ ॥

পাদ্মে কার্তিক-মাহাত্ম্যে :—

গোবর্ধনগিরৌ রম্যে রাধাকুণ্ডং প্রিয়ং হরেঃ।
কার্তিকে বহুলাষ্টম্যাং তত্র স্নাত্বা হরেঃ প্রিয়ঃ ॥
নরো ভক্তো ভবেদ্বিপ্র তৎস্থিতস্য প্রতোষণম্ ॥ ৫০৪ ॥
যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥ ৫০৫ ॥
তৎকুণ্ডে কার্তিকেঽষ্টম্যাং স্নাত্বা পূজ্যো জনার্দনঃ।
প্রবোধন্যাং যথা প্রীতিস্তথা প্রীতস্ততো ভবেৎ ॥ ৫০৬ ॥

অন্বয়। রম্যে (রমণীয়ে) গোবর্ধনগিরৌ(গোবর্ধনে পর্বতে) হরেঃ প্রিয়ং রাধাকুণ্ডং (বিরাজতে) কার্তিকে (মাসি) বহুলাষ্টম্যাং (কৃষ্ণাষ্টম্যাং তিথৌ) তত্র (রাধা-কুণ্ডে) স্নাত্বা নরঃ তৎস্থিতস্য (রাধাকুণ্ডে নিত্য-বিরাজ-মানস্য) হরেঃ প্রিয়ঃ ভক্তঃ ভবেৎ (ভবিতুং শক্নুয়াৎ), (যতঃ তেন স্নানেন হরেঃ) প্রতোষণং (পরমং প্রীণনং ভবতি)। যথা রাধা বিষ্ণোঃ (কৃষ্ণস্য) প্রিয়া তথা তস্যাঃ (রাধায়াঃ) কুণ্ডং (তস্য কৃষ্ণস্য) প্রিয়ং (ভবতি)। (যতঃ) সর্বগোপীষু (মধ্যে) সা একা এব (ন তু অন্যা কাচিৎ) বিষ্ণোঃ অত্যন্ত-বল্লভা (অতীব-প্রিয়া ভবতি)। কার্তিকে (কৃষ্ণপক্ষে) অষ্টম্যাং (তিথৌ) তৎকুণ্ডে (রাধাকুণ্ডে) স্নাত্বা (জনেন) জনার্দনঃ পূজ্যঃ (জনার্দনঃ পূজয়েদিত্যর্থঃ) প্রবোধন্যাং (উত্থানৈকাদশ্যাং পূজিতো জনার্দনঃ) যথা প্রীতঃ (ভবতি) ততঃ (তেন পূজনেন) তথা প্রীতঃ ভবেৎ ॥ ৫০৪-৫০৬ ॥

অনুবাদ। পদ্মপুরাণে কার্তিক-মাহাত্ম্যে—শ্রীহরির প্রিয় রাধাকুণ্ড রমণীয় গোবর্ধন-পর্বত-মধ্যে বিরাজিত। কার্তিক মাসে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে রাধাকুণ্ডে স্নান করিলে লোক রাধাকুণ্ডবিহারী শ্রীহরির প্রিয়ভক্ত হইতে পারে। কারণ তাহাতে শ্রীহরির অত্যন্ত তোষণ হয়। রাধা যেরূপ কৃষ্ণের প্রিয়, শ্রীরাধার কুণ্ড তদ্রূপ প্রিয়। কেননা সকল গোপীগণ মধ্যে একা রাধাই শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়। কার্তিক মাসে শ্রীরাধার কুণ্ডে স্নান করিয়া জনার্দনের পূজা কর্তব্য। জনার্দন উত্থান একাদশীতে পূজিত হইলে যেরূপ প্রীত হন, এই দিনের পূজাতে সেইরূপ প্রীত হন ॥ ৫০৪-৫০৬ ॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু-কর্তৃক শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ডের উদ্ধার—

দেখ শ্রীনিবাস—রাধাশ্যাম কুণ্ডদ্বয়।
চতুর্দিকে বন শোভা মুনীন্দ্রে মোহয় ॥ ৫০৭ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বন ভ্রমণ করিয়া।
এই তমালের তলে বসিল আসিয়া ॥ ৫০৮ ॥
অরিষ্টগ্রামীয় লোকগণে জিজ্ঞাসিল।
কুণ্ডদ্বয়-বার্তা কেহ কহিতে নারিল ॥ ৫০৯ ॥
সঙ্গেতে আইলা বিপ্র মথুরা হইতে।
তা'রে জিজ্ঞাসিল—সেহো না পারে কহিতে॥৫১০॥
প্রভু সে সর্বজ্ঞ গুপ্ততীর্থ নিরীখয়।
দুই ধান্য-ক্ষেত্র হইয়াছে কুণ্ডদ্বয় ॥ ৫১১ ॥
তথা অল্প জলে স্নান করি' হর্ষ-চিতে।
শ্রীকুণ্ডকে স্তুতি করিলেন নানামতে ॥ ৫১২ ॥

লইয়া মৃত্তিকা যত্নে তিলক করিল।
দেখি' গ্রামী লোক মহা-বিস্ময় হইল ॥ ৫১৩ ॥
কেহ কহে এই যে সন্ন্যাসী মহাশয়।
কোথা হৈতে অকস্মাৎ করিলা বিজয় ॥ ৫১৪ ॥
কেহ কহে—অহে ভাই ইঁহারে দেখিতে।
না জানি কি করে হিয়া না পারি বুঝিতে ॥৫১৫॥
কেহ কহে—মনুষ্য সন্ন্যাসী কভু নয়।
কহিতে না পারি মোর মনে যাহা হয় ॥ ৫১৬ ॥
কেহ কহে—ইঁহারে সন্ন্যাসী কহে কে ?
এই রূপে এই বেশে কৃষ্ণ হয় এ ॥ ৫১৭ ॥
দেখহ তাহার সাক্ষী নানা পক্ষিগণ।
নিকটে আসিয়া সবে করয়ে দর্শন ॥ ৫১৮ ॥
শুক পিক সুখে, 'কৃষ্ণ' সম্বোধন করে।
নাচয়ে ময়ূর মহা-উল্লাস অন্তরে ॥ ৫১৯ ॥
নানা শব্দ করে পক্ষী কর্ণরসায়ন।
দেখ কি অদ্ভুত প্রফুল্লিত বৃক্ষগণ ॥ ৫২০ ॥
অহে ভাই, এ কপট-সন্ন্যাসী উপরে।
দেখ লতাসহ বৃক্ষ পুষ্পবৃষ্টি করে ॥ ৫২১ ॥
হরিণ-হরিণীগণ সমীপে আসিয়া।
একদৃষ্টে রহিয়াছে মুখপানে চাহিয়া ॥ ৫২২ ॥
ঊর্ধ্বপুচ্ছে ধাইয়া আইসে ধেনুগণ।
চতুর্দিকে বেড়ি' মুখ করে নিরীক্ষণ ॥ ৫২৩ ॥
দেখ আনন্দাশ্রু ঝরে সবার নয়নে।
ইহাতে সূচায়—দেখা হৈল বহুদিনে ॥ ৫২৪ ॥
অহে ভাই, ভাগ্য প্রশংসিয়ে বারে বারে।
হেন রূপে হেন বেশে দেখিনু কৃষ্ণেরে ॥ ৫২৫ ॥
অহে ভাই, এ প্রভুচরণে নমস্কার।
লোকে জ্ঞান দিতে বুঝি এই অবতার ॥ ৫২৬ ॥
'কালী' 'গৌরী' নামে এই ধান্য-ক্ষেত কৈহ।
ইঁহার কৃপাতে কুণ্ডদ্বয় সে জানিনু ॥ ৫২৭ ॥
ঐছে সবে পরস্পর নানা কথা কয়।
শ্রীদর্শনামৃতপানে মত্ত অতিশয় ॥ ৫২৮ ॥
কুণ্ড দেখি' প্রভুর যে হৈল ভাবাবেশ।
ব্রহ্মাদিক বর্ণিতে নারয়ে তা'র লেশ ॥ ৫২৯ ॥

শ্রীল দাস গোস্বামীর মনোবাঞ্ছাপূর্তি—

অহে শ্রীনিবাস, ধান্যক্ষেত্র কুণ্ডদ্বয়।
এবে জলে পরিপূর্ণ হৈল অতিশয় ॥ ৫৩০ ॥
এরূপ হৈল যৈছে ধান্যক্ষেত গিয়া।
শুন সে প্রসঙ্গ—কহি সংক্ষেপ করিয়া ॥ ৫৩১ ॥
অকস্মাৎ রঘুনাথ-মনে এই হৈল।
কুণ্ডদ্বয় জলে পূর্ণ হৈলে হৈত ভাল ॥ ৫৩২ ॥
অর্থের আকাঙ্ক্ষা কিছু ইহাতে বুঝায়।
এত বিচারিয়া হৈলেন স্তব্ধপ্রায় ॥ ৫৩৩ ॥
আপনাকে ধিক্কার করয়ে বারবার।
কেনে এ বাসনা মনে হইল আমার ॥ ৫৩৪ ॥
বিবিধ প্রকারে নিজ-মন বুঝাইয়া।
রহয়ে নির্জনে অতি সাবধান হৈয়া ॥ ৫৩৫ ॥
ভক্তমনে যে হয় তা' না হয় অন্যথা।
কৃষ্ণ সে করেন পূর্ণ ভক্ত-মনঃকথা ॥ ৫৩৬ ॥
কোন এক ধনী বদরিকাশ্রমে গিয়া।
প্রভুকে দর্শন কৈল বহু মুদ্রা দিয়া ॥ ৫৩৭ ॥
নারায়ণ তা'রে আজ্ঞা করিল স্বপ্নেতে।
"মুদ্রা লৈয়া যাহ ব্রজে আরিট-গ্রামেতে ॥ ৫৩৮ ॥
তথা রঘুনাথ দাস বৈষ্ণবপ্রধান।
তাঁ'র আগে দিবা মুদ্রা লৈয়া মোর নাম ॥৫৩৯॥
যদি এই মুদ্রা তেঁহো না করে গ্রহণ।
তবে এই কথা তাঁ'রে করাবে স্মরণ ॥ ৫৪০ ॥
কুণ্ডদ্বয়জলে স্নান-পানের লাগিয়া।
করিয়াছ মনে, তা' করহ মুদ্রা লৈয়া ॥"৫৪১
এত কহি' বিদায় করিলা সেই ক্ষণে।
আরিট-গ্রামেতে তেঁই আইলা হর্ষমনে ॥ ৫৪২ ॥
রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আগে গিয়া।
ভূমে পড়ি' প্রণময়ে মুদ্রা ভেট দিয়া ॥ ৫৪৩ ॥
প্রভু যৈছে আজ্ঞা কৈল সে সব কহিলা।
শুনি' রঘুনাথ স্তব্ধ হইয়া রহিলা ॥ ৫৪৪ ॥
কতক্ষণে কহে প্রশংসিয়া বারবার।
'শীঘ্র কুণ্ডদ্বয়ের করহ পঙ্কোদ্ধার ॥' ৫৪৫ ॥

শুনি' মহাজন মহা-আনন্দ হইলা।
সেই ক্ষণে বহু লোক নিযুক্ত করিলা ॥ ৫৪৬ ॥
শীঘ্র কুণ্ডদ্বয় খোদাইল যত্নমতে।
শ্যামকুণ্ড বক্র যৈছে শুন সাবহিতে ॥ ৫৪৭ ॥
শ্যামকুণ্ডতীরে এই বৃক্ষ পুরাতন।
সবে স্থির কৈল—কালি করিব ছেদন ॥ ৫৪৮ ॥
স্বপ্নে রাজা যুধিষ্ঠির কহে রঘুনাথে।
"বৃক্ষরূপে মোরা পঞ্চ আছিয়ে এথাতে ॥ ৫৪৯ ॥
কালি-প্রাতে মানস-পাবনঘাটে গিয়া।
করিবেন রক্ষা পঞ্চ বৃক্ষ নিরখিয়া ॥" ৫৫০ ॥
স্বপ্ন দেখি' রঘুনাথ রজনী-প্রভাতে।
দেখে এক বৃক্ষে পঞ্চ বৃক্ষ ক্রমমতে ॥ ৫৫১ ॥
বৃক্ষের ছেদন সবে বারণ করিল।
এই হেতু শ্যামকুণ্ড চৌরস নহিল ॥ ৫৫২ ॥
নির্মল জলেতে পরিপূর্ণ কুণ্ডদ্বয়।
দেখি' রঘুনাথ হৃষ্ট হৈল অতিশয় ॥ ৫৫৩ ॥

শ্রীল দাসগোস্বামীর কুটীরবাস-স্বীকার—

দিবারাত্র রঘুনাথ বৃক্ষতলে রহে।
কুটির করিতে তাঁ'র কভু ইচ্ছা নহে ॥ ৫৫৪ ॥
একদিন সনাতন বৃন্দাবন হৈতে।
এথা আইলা শ্রীগোপালভট্টের বাসাতে ॥ ৫৫৫ ॥
মানস-পাবন-ঘাটে চলিলেন স্নানে।
দেখে—এক ব্যাঘ্র জল পিয়ে সেইখানে ॥ ৫৫৬ ॥
রঘুনাথ ধ্যানাবেশে আছেন বসিয়া।
ব্যাঘ্র বনে গেলা তাঁ'র নিকট হইয়া ॥ ৫৫৭ ॥
কতক্ষণে রঘুনাথ চাহে চারি পানে।
দেখেন শ্রীসনাতন আইসেন স্নানে ॥ ৫৫৮ ॥
ভূমেতে পড়িয়া সনাতনে প্রণমিল।
সনাতন স্নেহবশে আলিঙ্গন কৈল ॥ ৫৫৯ ॥
রঘুনাথ-প্রতি স্নেহে কহে ধীরে ধীরে।
বৃক্ষতল হৈতে এবে রহিবে কুটিরে ॥ ৫৬০ ॥
জানাইয়া বিশেষ গোসাঞি গেলা স্নানে।
কুটিরের আরম্ভ হৈল সেই দিনে ॥ ৫৬১ ॥
অন্য হিত হেতু রঘুনাথ সেই হৈতে।
রহিলেন কুটীরে গোসাঞির আজ্ঞামতে ॥ ৫৬২ ॥
অহে শ্রীনিবাস, রঘুনাথ চেষ্টা যত।
একমুখে তাহা আমি কহিব বা কত ॥ ৫৬৩ ॥

পরমহংসগণের নিত্যসিদ্ধ দেহে অবস্থান—

দাস নামে এক ব্রজবাসী এথা রয়।
দাসগোস্বামীর তা'রে স্নেহ অতিশয় ॥ ৫৬৪ ॥
তেঁহো একদিন সখীস্থলী গ্রামে গেলা।
বৃহৎ পলাশপত্র দেখি' তুলি' নিলা ॥ ৫৬৫ ॥
দাসগোস্বামীর কথা মনে মনে কহে।
অন্নাদিক-ত্যাগ কৈলা দারুণ বিরহে ॥ ৫৬৬ ॥
এক দোনা তক্র পিয়ে নিয়ম তাঁহার।
ইথে কিছু অতিরিক্ত হইবে আহার ॥ ৫৬৭ ॥
ঐছে মনে করি ঘরে আসি' দোনা কৈলা।
তা'হে তক্র লৈয়া রঘুনাথ আগে আইলা ॥ ৫৬৮ ॥
নব্যপত্র দোনা দেখি' জিজ্ঞাসে গোসাঞি।
এ বৃহৎ পত্র আজি পাইলা কোন্ ঠাঞি ॥ ৫৬৯ ॥
দাস কহে—সখীস্থলী গেনু গোচারণে।
পাইয়া উত্তম পত্র আনিনু এথানে ॥ ৫৭০ ॥
'সখীস্থলী' নাম শুনি' ক্রোধে পূর্ণ হৈলা।
তক্রসহ দোনা দূরে ফেলাইয়া দিলা ॥ ৫৭১ ॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া কহে দাসপ্রতি।
সে চন্দ্রাবলীর স্থান,—না যাইবা তথি ॥ ৫৭২ ॥
ইহা শুনি' দাস ব্রজবাসী স্থির হৈয়া।
জানিলেন সাধকদেহেতে সিদ্ধ-ক্রিয়া ॥ ৫৭৩ ॥
এ-সবার এই দেহ নিত্যসিদ্ধ হয়।
ইথে যে পামর সেই করয়ে সংশয় ॥ ৫৭৪ ॥
অহে শ্রীনিবাস, একদিন রঘুনাথ।
ভুঞ্জিলেন মানসে প্রসাদী দুগ্ধ-ভাত ॥ ৫৭৫ ॥
হইল অজীর্ণ, দেহ-ভার অতিশয়।
কৈছে দেহ-ভার হৈল কেহ না বুঝয় ॥ ৫৭৬ ॥
শ্রীবল্লভপুর শ্রীবিট্ঠল নাথ শুনি'।
দুই চিকিৎসক লৈয়া আইলা আপনি ॥ ৫৭৭ ॥

নাড়ী দেখি' চিকিৎসক কহে বার বার।
'দুগ্ধ-অন্ন খাইলা ইহোঁ ইথে দেহ-ভার' ॥ ৫৭৮ ॥
শ্রীবিট্‌ঠল নাথ কহে হইয়া বিস্ময়।
'দুগ্ধ অন্ন ইহারে সম্ভব কভু নয়' ॥ ৫৭৯ ॥
রঘুনাথ কহে—'এই সুসত্য বচন।
মানসে করিনু মুই দুগ্ধান্ন-ভোজন' ॥ ৫৮০ ॥
শুনিয়া সবার মনে হৈল চমৎকার।
ঐছে রঘুনাথ-ক্রিয়া, কি কহিব আর ॥ ৫৮১ ॥

একমাত্র শ্রীল দাসগোস্বামীর কৃপাতেই রাধাকুণ্ডে অধিকার—

অহে শ্রীনিবাস, এ নিশ্চয় জান চিতে।
রাধাকুণ্ডবাস রঘুনাথকৃপা হৈতে ॥ ৫৮২ ॥
শ্রীকুণ্ড, শ্রীগোবর্ধনশিলা, গুঞ্জাহার।
শ্রীরঘুনাথের এই সেবা সুপ্রচার ॥ ৫৮৩ ॥
পরম উজ্জ্বল কুণ্ডে বৃক্ষলতাগণ।
দেখ রাধাশ্যামকুণ্ডদ্বয়ের মিলন ॥ ৫৮৪ ॥
এই **'মাল্যহারি'** কুণ্ড অহে শ্রীনিবাস।
মুক্তামালা-ছলে এথা অদ্ভুত বিলাস ॥ ৫৮৫ ॥
শ্রীমুক্তা-চরিত্র-গ্রন্থে এসব বিচারি'।
বর্ণিল শ্রীরঘুনাথদাস কৃপা করি ॥ ৫৮৬ ॥
এই **'শিবখোর' 'ভানুখোর'** কুণ্ডদ্বয়।
এত কহি রাঘবের উল্লাস হৃদয় ॥ ৫৮৭ ॥
ঐছে আর কুণ্ড নানা স্থান দেখাইয়া।
শ্রীদাস গোস্বামী আগে গেলা দোঁহে লৈয়া ॥৫৮৮॥
শ্রীরাঘব পণ্ডিত সকল নিবেদিল।
শুনি' দাস গোস্বামীর চিত্তে হর্ষ হৈল ॥ ৫৮৯ ॥
শ্রীনিবাস-নরোত্তম অতি সাবধানে।
ভূমে পড়ি' প্রণমিলা গোস্বামি-চরণে ॥ ৫৯০ ॥
গোস্বামীর শুষ্ক দেহ দুর্বলাতিশয়।
তথাপি উঠিয়া দুই বাহু পসারয় ॥ ৫৯১ ॥
শ্রীনিবাস-নরোত্তমে আলিঙ্গন করি'।
শ্রীনিবাস-প্রতি কি কহিলা ধীরি ধীরি ॥ ৫৯২ ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ তথায় আইলা।
তাঁ'রে প্রণমিতে যে উচিত তেঁহো কৈলা ॥ ৫৯৩ ॥
শ্রীনিবাসে জানে তেঁহো প্রাণের সমান।
কহিতে কি—পরম অদ্ভুত চেষ্টা তা'ন ॥ ৫৯৪ ॥
দাস গোস্বামীর প্রিয় দাস ব্রজবাসী।
তেঁহো সেইখানে শীঘ্র মিলিলেন আসি' ॥ ৫৯৫ ॥
আর যে যে বৈষ্ণব ছিলেন কুণ্ডতীরে।
শ্রীনিবাস-নরোত্তম মিলে সে সবারে ॥ ৫৯৬ ॥
সবে হৃষ্ট হৈয়া স্নানে অনুমতি দিলা।
ভক্ষণসামগ্রী অতি শীঘ্র করাইলা ॥ ৫৯৭ ॥
দোঁহে স্নান করিবারে গেলা শীঘ্র করি'।
নয়ন ভরিয়া দেখে কুণ্ডের মাধুরী ॥ ৫৯৮ ॥
সুবলের কুঞ্জ শ্যাম-কুণ্ডের উত্তরে।
তথা ঘাট মানস-পাবন শোভা করে ॥ ৫৯৯ ॥
মানস-পাবন রাধিকার প্রিয় অতি।
তথা বৃক্ষরূপে পঞ্চপাণ্ডবের স্থিতি ॥ ৬০০ ॥
সেই ঘাটে দোঁহে স্নান কৈল প্রেমাবেশে।
বাঢ়িল দোঁহের সুখ অশেষ বিশেষে ॥ ৬০১ ॥
শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর কুটীর যথা।
শ্রীমহাপ্রসাদ-সেবা করিলেন তথা ॥ ৬০২ ॥
সে দিবস পরম আনন্দে গোঙাইয়া।
চলিলা পণ্ডিত প্রাতঃকালে দোঁহে লৈয়া ॥ ৬০৩ ॥
শ্রীকুণ্ডদক্ষিণে **'মুখরাই'** গ্রাম হয়।
তথা গিয়া পণ্ডিত শ্রীনিবাস-প্রতি কয় ॥ ৬০৪ ॥
রাধিকার মাতামহী মুখরা প্রাচীনা।
তাঁ'র এই বাসস্থান—জানে সর্বজনা ॥ ৬০৫ ॥
এথা মহা-কৌতুক—মুখরা অলক্ষিত।
রাধাকৃষ্ণে মিলায় হইয়া উল্লসিত ॥ ৬০৬ ॥

গোবর্ধনে বিবিধ লীলাস্থান—

এত কহি' আগে গিয়া কহে শ্রীনিবাসে।
বহু লীলাস্থলী গোবর্ধন-চারিপাশে ॥ ৬০৭ ॥
দেখহ **'কুসুমসরোবর'** এই বনে।
দোঁহার অদ্ভুত রঙ্গ কুসুমচয়নে ॥ ৬০৮ ॥
এই যে **'নারদকুণ্ড'** নারদ এথাতে।
তপঃ করি কৈলা পূর্ণ যে ছিল মনেতে ॥ ৬০৯ ॥

মুনি-মনোরথ ব্যক্ত পুরাণে অশেষ।
মনোরথ-সিদ্ধি-হেতু বৃন্দা-উপদেশ ॥ ৬১০ ॥
এই **রত্নসিংহাসন**—ইথে বহু কথা।
রত্ন-সিংহাসনে শ্রীরাধিকা ছিল এথা ॥ ৬১১ ॥
শঙ্খচূড়-বধের কারণ এথা হৈতে।
যৈছে কৃষ্ণ বধে—তা' বিদিত ভাগবতে ॥ ৬১২ ॥
এই দেখ **'পালিগ্রাম'** অপূর্ব উদ্যান।
পালিতা নামেতে যূথেশ্বরী-বাসস্থান ॥ ৬১৩ ॥
ওই দেখ দূরে যমুনা **অঙ-গ্রামেতে**।
তথা বিলসয়ে কৃষ্ণ সখাগণ-সাথে ॥ ৬১৪ ॥
ইন্দ্রধ্বজবেদী এই—এথা নন্দরায়।
করিতেন ইন্দ্রপূজা সর্বলোকে গায় ॥ ৬১৫ ॥
এই দেখ কৃষ্ণ এথা করে গোচারণ।
বংশীস্বনে নিকটে আনয়ে ধেনুগণ ॥ ৬১৬ ॥
এ ঋণমোচন-পাপমোচন-আখ্যান।
ঋণপাপ ঘুচে কুণ্ডদ্বয়ে কৈলে স্নান ॥ ৬১৭ ॥
এই দেখ **'সঙ্কর্ষণকুণ্ড'** তেজোময়।
এথা স্নান কৈলে মনোরথ সিদ্ধ হয় ॥ ৬১৮ ॥
এই **পরাসৌলি**-গ্রাম—দেখ শ্রীনিবাস।
বসন্তসময়ে এথা করিলেন রাস ॥ ৬১৯ ॥
এই দেখ **'চন্দ্রসরোবর'** অনুপম।
এথা রাসাবেশে কৃষ্ণচন্দ্রের বিশ্রাম ॥ ৬২০ ॥
দেখহ **গন্ধর্বকুণ্ড** অতিরম্য স্থল।
এথা কৃষ্ণগুণগানে গন্ধর্ব বিহ্বল ॥ ৬২১ ॥
গোবর্ধনে বসন্তরাসেতে রঙ্গ যত।
পরম মধুর—তা' বর্ণিবে কেবা কত ? ৬২২ ॥

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং গোবর্ধনাশ্রয়দশকে—

রাসে শ্রীশতবন্দ্যসুন্দরসখীবৃন্দাঙ্কিতা সৌরভ-
ভ্রাজৎকৃষ্ণরসালবাহুবিলসৎকণ্ঠী মধৌ মাধবী।
রাধা নৃত্যতি যত্র চারু বলতে রাসস্থলী সা পরা
যস্মিন্ কঃ সুকৃতী তমুন্নতময়ে গোবর্ধনং নাশ্রয়েৎ॥৬২৩॥

অন্বয়। যত্র (রাসস্থল্যাং) মধৌ (বসন্তর্তৌ)রাসে (রাসনৃত্যে) মাধবী (মাধবপ্রিয়া) রাধা শ্রীশতবন্দ্যসুন্দর-সখীবৃন্দাঙ্কিতা (শ্রীণাং লক্ষ্মীণাং শতানি তৈঃ বন্দ্যং বন্দনীয়ং সুন্দরীণাং সখীনাং বৃন্দং তেন অঙ্কিতা শোভিতা, তথা) সৌরভভ্রাজৎকৃষ্ণরসালবাহুবিলসৎকণ্ঠী (সৌরভেণ সুগন্ধেন ভ্রাজন্ দীপ্যমানঃ কৃষ্ণস্য রসালঃ বাহুঃ তেন বিলসৎ শোভমানং কণ্ঠং যস্যাঃ তাদৃশী চ সতী) চারু (মধুরং) নৃত্যতি, যস্মিন্ (গোবর্ধনে) সা পরা (সর্বশ্রেষ্ঠা) রাসস্থলী বলতে (সমাবিষ্টা বিরাজতে) অয়ে ! কঃ সুকৃতী (ভাগ্যবান্ জনঃ) তম্ উন্নতং (উচ্চং) গোবর্ধনং ন আশ্রয়েৎ (সর্ব এব আশ্রয়েদিত্যর্থঃ) ॥ ৬২৩ ॥

অনুবাদ। শ্রীস্তবাবলীতে গোবর্ধনাশ্রয়দশকে—যে রাসস্থলীতে বসন্তঋতুতে রাসনৃত্যে মাধবপ্রিয়া শ্রীরাধা শত শত লক্ষ্মীগণের বন্দনীয়া সুন্দরী সখীশ্রেণীর দ্বারা শোভিতা হইয়া এবং সৌরভ-সমুজ্জ্বল কৃষ্ণের রসাল বাহুবেষ্টনে শোভিতকণ্ঠে মধুর নৃত্য করেন, সেই সর্বোত্তম রাসস্থলী যে গোবর্ধনে বেষ্টিত হইয়া বিরাজ করে, আহা ! কোন্ সুকৃতী জন সেই সমুন্নত গোবর্ধনকে আশ্রয় না করিবে ?

দেখ **'পৈঠ'**-নামে গ্রাম অতি সুশোভিত।
পৈঠ নাম হৈল যৈছে কহিয়ে কিঞ্চিৎ ॥ ৬২৪ ॥
রাসে কৃষ্ণ অন্তর্ধান হৈলা এই বনে।
কৃষ্ণে অন্বেষণ করি' ফিরে গোপীগণে ॥ ৬২৫ ॥
চতুর্ভুজ হৈয়া কৃষ্ণ সাক্ষাৎ হইল।
রাইদৃষ্টে দুই ভুজ দেহে প্রবেশিল ॥ ৬২৬ ॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ নায়িকাপ্রকরণে পঞ্চমষষ্ঠ-শ্লোকৌ—

ভুজচতুষ্টয়ং কাপি নর্মণা দর্শয়ন্নপি
বৃন্দাবনেশ্বরীপ্রেম্না দ্বিভুজঃ ক্রিয়তে হরিঃ ॥ ৬২৭ ॥
রাসারম্ভবিধৌ নিলীয় বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈ-
র্দৃষ্টং গোপয়িতুং সমুদ্ধুরধিয়া যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং
সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্বাহুতা॥৬২৮॥

অন্বয়। নর্মণা (কৌতুকেন) কাপি (কদাপি) ভুজচতুষ্টয়ং (আত্মনশ্চতুর্ভুজত্বং) দর্শয়ন্ (প্রকটয়ন্) অপি হরিঃ বৃন্দাবনেশ্বরীপ্রেম্না (শ্রীরাধাপ্রেমপ্রভাবেণ) দ্বিভুজঃ ক্রিয়তে। রাসারম্ভবিধৌ(রাসস্য আরম্ভানুষ্ঠানে) [গোবর্ধন-স্থিতে] কুঞ্জে (নিলীয় আত্মানং সংগোপ্য) বসতা (স্থিতেন

কৃষ্ণেণ) মৃগাক্ষীগণৈঃ (গোপীভিঃ) দৃষ্টং (দর্শনং স্বস্থ ইত্যর্থঃ) গোপয়িতুং সমুদ্ধুরধিয়া (কৌতুকবুদ্ধ্যা) যা (চতুর্বাহুতা) সুষ্ঠু (সুচারু যথা স্যাৎ তথা) সন্দর্শিতা, হন্ত! রাধায়াঃ প্রণয়স্য [এতাবান্] মহিমা যস্য শ্রিয়া (প্রেম্নঃ সম্পদা) সা চতুর্বাহুতা (চতুর্ভুজরূপং) প্রভবিষ্ণুনা (প্রভুত্ববতা) অপি হরিণা রক্ষিতুং শক্যা ন আসীৎ ॥ ৬২৭-৬২৮ ॥

অনুবাদ। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে নায়িকাপ্রকরণে শ্রীহরি ক্রীড়াচ্ছলে কখনও চারি হস্ত প্রদর্শন করিলেও বৃন্দাবনেশ্বরী রাধার প্রেম তাঁহাকে দ্বিভুজ করে।

রাসক্রীড়ার আরম্ভানুষ্ঠানে কৃষ্ণ গোবর্ধনস্থিত কুঞ্জে লুকাইয়া থাকিয়া গোপীগণের দর্শন হইতে আত্মগোপন করিবার উদ্দেশ্যে কৌতুকবশতঃ যে চতুর্ভুজরূপ সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কৃষ্ণ প্রভু হইয়াও সেই চতুর্ভুজরূপ রাধার প্রেমের ঐশ্বর্যে রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। অহো! শ্রীরাধার প্রেমের এমনি মহিমা! ৬২৭-৬২৮ ॥

দেহে পৈঠে দ্বিভুজ—এ কৌতুক অপার।
এই হেতু পৈঠনাম লোকেতে প্রচার ॥ ৬২৯ ॥
পৈঠগ্রাম-আদি রম্যস্থান দেখাইয়া।
'গৌরীতীর্থে' পণ্ডিত আইলা উলটিয়া ॥ ৬৩০ ॥
পণ্ডিত উল্লাসে কহে—দেখ শ্রীনিবাস।
এই গৌরীতীর্থে হয় অদ্ভুত বিলাস ॥ ৬৩১ ॥
গৌরীতীর্থে নীপ-বৃক্ষরাজ মনোহর।
'নীপকুণ্ড' দেখ এই পরম সুন্দর ॥ ৬৩২ ॥
এই **'আনিয়োর'**-গ্রাম গিরিসন্নিধানে।
এথা যে কৌতুক—তা' কহিতে কেবা জানে? ৬৩৩॥
নন্দাদিক গোপ ইন্দ্রপূজা ত্যাগ করি'।
কৃষ্ণের কথায় পূজে গোবর্ধনগিরি ॥ ৬৩৪ ॥
বিবিধ সামগ্রী গোবর্ধনে ভোগ দিলা।
কৃষ্ণে একরূপে তথা সকল ভুঞ্জিলা ॥ ৬৩৫ ॥
মেঘ হৈতে গভীর বচন উচ্চারয়।
'আনিঔর আনিঔর' বারবার কয় ॥ ৬৩৬ ॥
গোপগোপী ভুঞ্জায়েন কৌতুকে অপার।
এই হেতু 'আনিয়োর' নাম সে ইহার ॥ ৬৩৭ ॥
'অন্নকুট'-স্থান এই—দেখ শ্রীনিবাস।
এ স্থানদর্শনে পূর্ণ হয় অভিলাষ ॥ ৬৩৮ ॥

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৭৫তম শ্লোক :—

ব্রজেন্দ্রবর্যার্পিতভোগমুচ্চৈ-
র্ধৃত্বা বৃহৎকায়মঘারিরুৎকঃ।
বরেণ রাধাং ছলয়ন্ বিভুঙ্ক্তে
যত্রান্নকূটং তদহং প্রপদ্যে ॥ ৬৩৯ ॥

অন্বয়। যত্র (স্থানে) অঘারিঃ (অঘবিনাশনঃ কৃষ্ণঃ) উৎকঃ (সাগ্রহঃ সন্) বৃহৎকায়ং ধৃত্বা ব্রজেন্দ্রবর্যার্পিতং (সর্বগোপমুখ্যেন শ্রীনন্দেন প্রদত্তং) উচ্চৈঃ ভোগং (উচ্চং ভোগ্যসম্ভারস্তূপং) বরেণ রাধাং ছলয়ন্ বিভুঙ্ক্তে তদ্ অন্নকূটং (স্থানং) অহং প্রপদ্যে (আশ্রয়ে) ॥ ৬৩৯ ॥

অনুবাদ। শ্রীস্তবাবলীতে ব্রজবিলাসে ৭৫তম শ্লোকে—যথায় অঘনিসূদন কৃষ্ণ বিপুলাকার দেহ ধারণ করিয়া সাগ্রহে গোপশ্রেষ্ঠ শ্রীনন্দের প্রদত্ত ভোগ্যসম্ভার স্তূপ রাধাকে বর-প্রদানে বঞ্চিত করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন, আমি সেই অন্নকূটস্থানের শরণাগত হইতেছি ॥ ৬৩৯ ॥

এই **'শ্রীগোবিন্দকুণ্ড'**—মহিমা অনেক।
এথা ইন্দ্র কৈল গোবিন্দের অভিষেক ॥ ৬৪০ ॥

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৭৪তম শ্লোক :—

নীচৈঃপ্রৌঢ়ভয়াৎ স্বয়ং সুরপতিঃ পাদৌ বিধৃত্যেহ যৈঃ
স্বর্গঙ্গাসলিলৈশ্চকার সুরভিদ্বারাভিষেকোৎসবম্।
গোবিন্দস্য নবং গবামধিপতারাজ্যে স্ফুটং কৌতুকা-
ত্তৈর্যৎ প্রাদুরভূৎ সদা স্ফুরতু তদ্গোবিন্দকুণ্ডং দৃশোঃ ॥

অন্বয়। ইহ (অত্র গোবর্ধনৈকদেশে) সুরপতিঃ (ইন্দ্রঃ) স্বয়ং প্রৌঢ়ভয়াৎ (ভয়াতিশয়েন) নীচৈঃ(অবনতঃ সন্) কৌতুকাৎ (আগ্রহপূর্বকং) সুরভিদ্বারা যৈঃ স্বর্গঙ্গা-সলিলৈঃ গবাং (জগত ইত্যর্থঃ) অধিপতারাজ্যে (আধিপত্যসাম্রাজ্যে) গোবিন্দস্য নবং অভিষেকোৎসবং স্ফুটং (সাক্ষাদ্ভাবেন) চকার, তৈঃ (অভিষেকজলৈঃ) যৎ (কুণ্ডং) প্রাদুরভূৎ (আবির্ভূতং তৎ গোবিন্দকুণ্ডং [মে] দৃশোঃ (নয়নয়োঃ) সদা স্ফুরতু ॥ ৬৪১ ॥

অনুবাদ। শ্রীস্তবাবলীতে ব্রজবিলাসস্তবের ৭৪তম শ্লোকে—এই গোবর্ধনপর্বতের এক প্রদেশে ইন্দ্র স্বয়ং অত্যধিক ভয়ে অভিভূত হইয়া সাগ্রহে সুরভিদ্বারা যে মন্দাকিনীজলে বিশ্বের আধিপত্যরাজ্যে গোবিন্দের নূতন

অভিষেকোৎসব সাক্ষাদ্ভাবে সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেই অভিষেকজল হইতে যে কুণ্ডের আবির্ভাব, সেই গোবিন্দ-কুণ্ড আমার নয়নে সর্বদা স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হউন ॥ ৬৪১ ॥

এই শ্রীগোবিন্দকুণ্ড স্নানে ফল যত।
পুরাণে প্রচার—তাহা কে বর্ণিবে কত ? ৬৪২ ॥

তথাহি মথুরাখণ্ডে—

যত্রাভিষিক্তো ভগবান্ মঘোনা যদুবৈরিণা।
গোবিন্দকুণ্ডং তজ্জাতং স্নানমাত্রেণ মোক্ষদম্ ॥

অন্বয়। যত্র (স্থানে) যদুবৈরিণা (যদবশত্রুণা) মঘোনা (ইন্দ্রেণ) ভগবান্ (গোবিন্দঃ) অভিষিক্তঃ তৎ (তস্মাৎ অভিষেকাৎ) জাতং (উৎপন্নং) গোবিন্দকুণ্ডং স্নানমাত্রেণ মোক্ষদং (মোক্ষদায়কং ভবতি) ॥ ৬৪৩ ॥

অনুবাদ। মথুরাখণ্ডে—যথায় শ্রীভগবান্ গোবিন্দ যাদবশত্রু ইন্দ্রকর্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন,সেই অভিষেক হইতে উৎপন্ন গোবিন্দকুণ্ড স্নানমাত্রে মোক্ষ প্রদান করে ॥

এথা শক্র কৃষ্ণে স্তুতি কৈল নানামতে।
বহুফল শক্র-তীর্থ-স্নান-তর্পণেতে ॥ ৬৪৪ ॥

তথাহি আদিবরাহে—

অন্নকূটস্য সান্নিধ্যে তীর্থং শক্রবিনির্মিতম্।
তস্মিন্ স্নানে তর্পণে চ শতক্রতুফলং লভেৎ ॥ ৬৪৫ ॥

অন্বয়। অন্নকূটস্য (অন্নকূটস্থানস্য) সান্নিধ্যে (সন্নিহিত-প্রদেশে) শক্রবিনির্মিতং (ইন্দ্রেণ প্রকটিতং) তীর্থং (গোবিন্দকুণ্ডং নাম অস্তীতি শেষঃ)। তস্মিন্ (গোবিন্দকুণ্ডাখ্যে তীর্থে) স্নানে তর্পণে চ (জনঃ) শতক্রতু-ফলং (শতযজ্ঞানাং ফলং) লভেৎ (ইত্যর্থঃ) ॥ ৬৪৫ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—অন্নকূটস্থানের নিকটে ইন্দ্রকর্তৃক প্রকটিত গোবিন্দকুণ্ডনামক তীর্থ আছে। তাহাতে স্নান ও তর্পণ করিলে শতযজ্ঞের ফল লভ্য হয় ॥৬৪৫

কুণ্ডের নিকট দেখ নিবিড় কানন।
এথাই গোপাল ছিলা হৈয়া সঙ্গোপন ॥ ৬৪৬ ॥

'দাননির্বর্তন'-কুণ্ড দেখ এইখানে।
এ অতি গোপন-স্থান—অন্যে নাহি জানে ॥ ৬৪৭ ॥

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৭৮তম শ্লোক :—

নিভৃতমজনি যস্মাদ্দাননির্বৃত্তিরস্মি-
ন্নত ইদমভিধানং প্রাপ যত্তৎসভায়াম্।
রসবিমুখনিগূঢ়ে তত্র তজ্‌জ্ঞৈকবেদ্যে
সরসি ভবতু বাসো দাননির্বর্তনেন ॥ ৬৪৮ ॥

অন্বয়। যস্মাৎ অস্মিন্ (দাননির্বর্তনকুণ্ডে) নিভৃতং (রহসি যথা স্যাৎ তথা) দাননির্বৃতিঃ(দানক্রিয়াসম্পাদনম্) অজনি (অভবৎ) অতঃ (অস্মাৎ কারণাৎ) তৎসভায়াং যৎ কুণ্ডম্ ইদং (দাননির্বর্তনং) অভিধানং (নাম) প্রাপ (প্রাপ্তং)। রসবিমুখনিগূঢ়ে (রসবিমুখেষু রসানভিজ্ঞেষু অনধিকারিষু জনেষু সংগোপিতে তেষাম্ অজ্ঞেয়ে কিন্তু) তজ্‌জ্ঞৈকবেদ্যে (কেবলম্ রসজ্ঞানাম্ অধিকারিণাং এব জ্ঞেয়ে) তত্র (তস্মিন্) সরসি দাননির্বর্তনেন (দান-সম্প্রদানেন) বাসঃ ভবতু ॥ ৬৪৮ ॥

অনুবাদ। শ্রীস্তবাবলীতে ব্রজবিলাস-স্তবের ৭৮তম শ্লোকে—যেহেতু এই দান-নির্বর্তন-কুণ্ডে নিভৃতে দানকেলি সম্পাদিত হইয়াছিল; অতএব ইহা সেই সভায় এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, এই সরোবর রসানভিজ্ঞ অনধিকারীর নিকট গোপনীয়; কিন্তু রসজ্ঞ অধিকারীরই একমাত্র জ্ঞেয়। সেই সরোবরের দান-প্রদানফলে বাস লভ্য হউক ॥৬৪৮॥

মাধবেন্দ্র পুরী এথা ছিলা বৃক্ষতলে।
গোপাল দিলেন দেখা দুগ্ধদান-ছলে ॥ ৬৪৯ ॥

গোপালের স্থান ওই দেখহ পর্বতে।
মধ্যে মধ্যে গোপালের স্থিতি **গাঠুলিতে** ॥ ৬৫০ ॥

দেখহ **'অপ্সরাকুণ্ড'** গোবর্ধন-অন্তে।
এথা স্নান করয়ে পরম ভাগ্যবন্তে ॥ ৬৫১ ॥

এই দেখ পলাশের বৃক্ষ পুরাতন।
'শ্যামঢাক' কহে লোকে—এ অতি নির্জন ॥ ৬৫২ ॥

এত কহি' আগে চলে মনের উল্লাসে।
নিজ-বাসস্থানে গিয়া কহে শ্রীনিবাসে ॥ ৬৫৩ ॥

এই মোর গোফা—আমি রহিয়ে এথায়।
দেখি' গোবর্ধন-শোভা মহাসুখ পাই ॥ ৬৫৪ ॥

এই গোবর্ধন-গুহা অতি মনোহর।
এথা রাধাকৃষ্ণ বিলসয়ে নিরন্তর ॥ ৬৫৫ ॥

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৬৫তম শ্লোক :—

যেষাং কাপি চ মাধবো বিহরতে স্নিগ্ধৈর্বয়স্যোৎকরৈ-
র্ধাতুস্রবপুঞ্জচিত্রিততরৈস্তৈস্তৈঃ স্বয়ং চিত্রিতঃ।

খেলাভিঃ কিল পালনৈরপি গবাং কুত্রাপি নর্মোৎসবৈঃ
শ্রীরাধাসহিতো গুহাসু রমতে তান্ শৈলবর্যান্ ভজে ॥৬৫৬॥

অন্বয়। যেষাং (শৈলবর্যানাং) কাপি চ (কুত্রচিৎ) গুহাসু শ্রীরাধাসহিতঃ মাধবঃ তদ্ধাতুদ্রবপুঞ্জচিত্রিততটৈঃ (তস্য গোবর্ধনস্য ধাতুদ্রবপুঞ্জৈঃ বিগলিতগৈরিকসমূহৈঃ চিত্রিততটৈঃ প্রাচুর্যেণ চিত্রিতৈঃ) তৈঃ তৈঃ স্নিগ্ধৈঃ (প্রেমপরায়ণৈঃ) বয়স্যোৎকরৈঃ (বয়স্যগণৈঃ) স্বয়ং (চ) চিত্রিতঃ [সন্] খেলাভিঃ, গবাং পালনৈঃ(রক্ষণৈঃ) অপি,কুত্র (গুহাসু) নর্মোৎসবৈঃ (রতিক্রীড়য়া) অপি কিল রমতে, তান্ শৈলবর্যান্ (তং শৈলরাজং গোবর্ধনম্) [অহং] ভজে (ভজামি) ॥ ৬৫৬ ॥

অনুবাদ। শ্রীস্তবাবলীতে ব্রজবিলাসস্তবের ৬৫তম শ্লোকে—

যে গিরিরাজ গোবর্ধনের গুহাসকলে শ্রীরাধামাধব গোবর্ধনের বিগলিত ধাতুসমূহে বিশেষভাবে রঞ্জিত প্রেমময় সেই সকল বয়স্যগণের সহিত স্বয়ংও তদ্রূপ চিত্রিত হইয়া বিবিধ খেলা, গোরক্ষণ, কোথাও বা রতিক্রীড়োৎসবে আনন্দ উপভোগ করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি, সেই গিরিরাজের ভজনা করি ॥ ৬৫৬ ॥

দেখ ঐরাবতপদচিহ্ন—ইন্দ্র এথা।
কহিলেন কৃষ্ণের অদ্ভুত কৃপাকথা ॥ ৬৫৭ ॥
দেখহ **'সুরভিকুণ্ড'** মহিমা অপার।
এথা নানা কৌতুক কহিতে সাধ্য কা'র ॥ ৬৫৮ ॥
দেখ **'রুদ্রকুণ্ড'**-শোভা নির্জন কাননে।
এথা মহাদেব মগ্ন হৈলা কৃষ্ণধ্যানে ॥ ৬৫৯ ॥
এই যে **'কদমখণ্ডি'**—কৃষ্ণ এইখানে।
চাহি' রহে রাধিকাগমনপথ-পানে ॥ ৬৬০ ॥
অহে শ্রীনিবাস, এই **'দানঘাটি'**-স্থান।
রসিকেন্দ্র কৃষ্ণ এথা সাধে গব্য-দান ॥ ৬৬১ ॥
এইখানে শ্রীচৈতন্য-সঙ্গের বিপ্রেরে।
জিজ্ঞাসেন দান-প্রসঙ্গাদি ধীরে ধীরে ॥ ৬৬২ ॥
দান-প্রসঙ্গাদি বিপ্র কহিল বিবরি'।
শুনি' হর্ষে মন্দ মন্দ হাসে গৌরহরি ॥ ৬৬৩ ॥
প্রেমাবেশে করি' হরিদেবের দর্শন।
করয়ে অদ্ভুত নৃত্য—দেখে সর্বজন ॥ ৬৬৪ ॥
প্রেমে মত্ত লোক, নেত্রে বহে অশ্রুধার।
সবে কহে—এই হরিদেব-অবতার ॥ ৬৬৫ ॥
যৈছে প্রভু আপনা প্রকাশে গোবর্ধনে।
অহে শ্রীনিবাস, তা' বর্ণিতে কেবা জানে ॥ ৬৬৬ ॥
দানঘাট পরম নির্জন স্থান হয়।
দানঘাট-নাম কেহ **'কৃষ্ণবেদী'** কয় ॥ ৬৬৭ ॥

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৭৭তম শ্লোকে :—

ঘট্টক্রীড়া কুতুকিতমনা নাগরেন্দ্রো নবীনো
দানী ভূত্বা মদননৃপতের্গব্যদানচ্ছলেন।
যত্র প্রাতঃ সখিভিরভিতো বেষ্টিতঃ সংরুরোধ
শ্রীগান্ধর্বাং নিজগণবৃতাং নৌমি তাং কৃষ্ণবেদীম্ ॥৬৬৮॥

অন্বয়। ঘট্টক্রীড়া-কুতুকিতমনাঃ (ঘট্টে পণ্যাংশগ্রহণকেলৌ কুতূহলাক্রান্তচিত্তঃ) নবীনঃ নাগরেন্দ্রঃ (নাগররাট্ যত্র (ঘট্টে) প্রাতঃ দানী ভূত্বা সখিভিঃ (বয়স্যৈঃ) অভিতঃ (সর্বদিক্ষু) বেষ্টিতঃ [সন্] মদননৃপতেঃ (রাজ্ঞঃ মদনস্য) গব্যদানচ্ছলেন (রাজপ্রাপ্যগব্যাংশগ্রহণব্যাজেন) নিজগণবৃতাং শ্রীগান্ধর্বাং সংরুরোধ তাং কৃষ্ণবেদীং নৌমি(স্তৌমি)॥

অনুবাদ। শ্রীস্তবাবলীতে ব্রজবিলাসস্তবের ৭৭তম শ্লোকে—ঘাটে দানগ্রহণ-ক্রীড়ায় কুতূহলাক্রান্তচিত্ত হইয়া নবীন নাগররাজ কৃষ্ণ যেই ঘাটে প্রাতঃকালে দানী সাজিয়া চারিদিকে সখাগণপরিবেষ্টিত হইয়া রাজা মদনের প্রাপ্য দুগ্ধাদির অংশ (তোলা) গ্রহণ-ছলে নিজগণবেষ্টিত শ্রীরাধাকে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণবেদীকে স্তুতি করিতেছি॥ ৬৬৮ ॥

এথা দান-লীলার উপমা নাহি দিতে।
বর্ণিল শ্রীরূপ দানকেলিকৌমুদীতে ॥ ৬৬৯ ॥
এই দেখ **'ব্রহ্মকুণ্ড'**—মহিমা অপার।
চারিপার্শ্বে তীর্থ চারু পুরাণে প্রচার ॥ ৬৭০ ॥

তথাহি মথুরাখণ্ডে—

অত্র যাতং ব্রহ্মকুণ্ডং ব্রহ্মণা তোষিতো হরিঃ।
ইন্দ্রাদিলোকপালানাং জাতানি চ সরাংসি চ॥

অন্বয়। অত্র (স্থানে) ব্রহ্মকুণ্ডং জাতং (যত্র) ব্রহ্মণা তোষিতঃ হরিঃ (ক্রীড়তি)। [তৎকুণ্ডপার্শ্বে] ইন্দ্রাদিলোকপালানাং সরাংসি চ জাতানি ॥ ৬৭১ ॥

অনুবাদ। মথুরাখণ্ডে—এই স্থানে ব্রহ্মকুণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে—যথায় ব্রহ্মার দ্বারা তোষিত শ্রীহরি ক্রীড়া করেন। ইহার পার্শ্বে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের সরোবরও সমুৎপন্ন ॥ ৬৭১ ॥

আদিবারাহে—

হ্রদং তত্র মহাভাগে দ্রুমগুল্মলতাযুতম্।
চত্বারি তত্র তীর্থানি পুণ্যানি চ শুভানি চ ॥৬৭২॥
ইন্দ্রং পূর্বেণ পার্শ্বেন যমতীর্থন্তু দক্ষিণে।
বারুণং পশ্চিমে তীর্থং কুবেরং চোত্তরেণ তু।
তত্র মধ্যে স্থিতশ্চাহং ক্রীড়য়িষ্যে যদৃচ্ছয়া ॥ ৬৭৩ ॥

অন্বয়। হে মহাভাগে। তত্র (গোবর্ধনে) দ্রুমগুল্মলতাযুতং (বৃক্ষ লতা-গুল্মশোভিতং) হ্রদং (ব্রহ্মাখ্যং কুণ্ডম্ ইত্যর্থঃ) বর্ততে। তত্র (হ্রদে) পুণ্যানি (পুণ্যপ্রদানি) চ শুভানি (মঙ্গলকরাণি) চ চত্বারি তীর্থানি (বিদ্যন্তে)। (হ্রদস্য) পূর্বেণ পার্শ্বেন ঐন্দ্রং (ইন্দ্রস্যেত্যর্থঃ) তীর্থং, দক্ষিণে (পার্শ্বে) তু যমতীর্থং (যমস্য তীর্থং), পশ্চিমে (পার্শ্বে) বারুণং (বরুণস্য) তীর্থং, উত্তরেণ (উত্তরে পার্শ্বে) তু কৌবেরং (কুবেরস্য) তীর্থং (বর্ততে)। অহং চ তত্র (হ্রদে) মধ্যে স্থিতঃ [সন্] যদৃচ্ছয়া (যথেষ্টং) ক্রীড়য়িষ্যে (ক্রীড়য়িষ্যামীত্যর্থঃ) ॥ ৬৭২-৬৭৩ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—হে মহাভাগে! সেই গোবর্ধনে বৃক্ষ-লতা-গুল্ম-শোভিত ব্রহ্মকুণ্ডনামক এক হ্রদ আছে। সেই হ্রদে পুণ্যপ্রদ ও মঙ্গলকর চারিটী তীর্থ বিরাজমান। হ্রদের পূর্বপার্শ্বে ইন্দ্র-তীর্থ, দক্ষিণপার্শ্বে যমতীর্থ, পশ্চিমপার্শ্বে বরুণ-তীর্থ এবং উত্তরপার্শ্বে কুবের-তীর্থ অবস্থিত। আমিও সেই হ্রদমধ্যে অবস্থানপূর্বক ইচ্ছানুরূপ ক্রীড়া করিব ॥ ৬৭২-৬৭৩ ॥

দেখহ **মানসগঙ্গা**—শ্রীকৃষ্ণ এথায়।
নৌকা-বিহারাদি করে আনন্দ-হিয়ায় ॥ ৬৭৪ ॥

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৬৪তম শ্লোক :—

গান্ধর্বিকা-মুরবিমর্দন-নৌবিহার-
লীলাবিনোদরস-নির্ভরভোগিমৌলৌ।
গোবর্ধনোজ্জ্বল-শিলাকুলমুন্নয়ন্তী
বীচীভরৈরবতু মানসজাহ্নবী মাম্ ॥ ৬৭৫ ॥

অন্বয়। গান্ধর্বিকা-মুরবিমর্দন-নৌবিহারলীলাবিনোদ-রসনির্ভর-ভোগিমৌলৌ (গান্ধর্বিকা-মুরবিমর্দনয়োঃ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ নৌবিহারলীলয়া বিনোদস্য আনন্দ-সম্ভোগস্য রসেন নির্ভরস্য পরিপূর্ণস্য ভোগিনঃ সর্পস্য মৌলৌ শিরসি) বীচীভরৈঃ (তরঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ) গোবর্ধনোজ্জ্বলশিলাকুলম্ উন্নয়ন্তী (প্রাপয়ন্তী) মানসজাহ্নবী (মানসগঙ্গা) মাম্ অবতু (রক্ষতু) ॥ ৬৭৫ ॥

অনুবাদ। শ্রীস্তবাবলী ব্রজবিলাসস্তবের ৬৪তম শ্লোকে—গান্ধর্বিকা ও মুরারির নৌকাবিহারলীলার আনন্দরসে ভরপুর সর্পের শিরোদেশে তরঙ্গভরে গোবর্ধনের উজ্জ্বলশিলারাশি উদ্বহনকারিণী মানসগঙ্গা আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৬৭৫ ॥

শ্রীমানসগঙ্গাবারি পরম নির্মল।
কে কহিতে পারে এথা যৈছে স্নান-ফল ॥ ৬৭৬ ॥
এত কহি' হরিদেবে দর্শন করিয়া।
গোবর্ধনমহিমা কহয়ে হর্ষ হৈয়া ॥ ৬৭৭ ॥
অহে শ্রীনিবাস, গোবর্ধনানন্দময়।
মথুরা হইতে অষ্ট ক্রোশ পথ হয় ॥ ৬৭৮ ॥
মথুরা পশ্চিমভাগে **'গোবর্ধন-ক্ষেত্র'**।
বিষম সংসারদুঃখ যায় দৃষ্টিমাত্র ॥ ৬৭৯ ॥
মানসগঙ্গায় স্নান করে যেই জন।
গোবর্ধনে হরিদেবে করয়ে দর্শন ॥ ৬৮০ ॥
অন্নকূট-গোবর্ধন পরিক্রমা করে।
তা'র গতাগতি কভু না হয় সংসারে ॥ ৬৮১ ॥
এই গোবর্ধন কৃষ্ণ বাম করে ধরি'।
ব্রজ রক্ষা কৈল ইন্দ্র-গর্ব চূর্ণ করি' ॥ ৬৮২ ॥
গোবর্ধনে কৃষ্ণের সুখের নাই সীমা।
বিবিধ প্রকারে গায় পুরাণে মহিমা ॥ ৬৮৩ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

অস্তি গোবর্ধনং নাম ক্ষেত্রং পরমদুর্লভম্।
মথুরাপশ্চিমে ভাগে অদূরাদ্যোজনদ্বয়ম্ ॥ ৬৮৪ ॥
অন্নকূটং ততঃ প্রাপ্য কুর্যাদস্য প্রদক্ষিণম্।
ন তস্য পুনরাবৃত্তির্দেবি সত্যং ব্রবীমি তে ॥ ৬৮৫ ॥
স্নাত্বা মানসগঙ্গায়াং দৃষ্ট্বা গোবর্ধনে হরিম্।
অন্নকূটং পরিক্রম্য কিং জনঃ পরিতপ্যতে ॥ ৬৮৬ ॥

ইন্দ্রস্য বর্ষতোঽত্যর্থং গবাং পীড়াকরং জলম্।
তাসাং সংরক্ষণার্থায় ধৃতো গিরিবরো ময়া ॥ ৬৮৭ ॥

অন্বয়। মথুরাপশ্চিমে (মথুরায়াঃ পশ্চিমে) ভাগে অদূরাৎ যোজনদ্বয়ং (ব্যাপ্য) পরমদুর্লভং গোবর্ধনং নাম ক্ষেত্রম্ অস্তি। ততঃ অন্নকূটং (তন্নামকং গ্রামং) প্রাপ্য অস্য অন্নকূটস্য প্রদক্ষিণং কুর্যাৎ। হে দেবি! তস্য (প্রদক্ষিণং কুর্বতো জনস্য) পুনরাবৃত্তিঃ (পুনর্জন্ম) ন ভবতি (ইতি) তে সত্যং ব্রবীমি। গোবর্ধনে মানসগঙ্গায়াং স্নাত্বা হরিং (হরিদেবং) দৃষ্ট্বা, অন্নকূটং পরিক্রম্য জনঃ কিং (কিমর্থং) পরিতপ্যতে ? গবাং পীড়াকরং জলং অত্যর্থং (অত্যধিকং) বর্ষতঃ ইন্দ্রস্য (ইন্দ্রাৎ ইত্যর্থঃ) তাসাং(গবাং) সংরক্ষণার্থায় ময়া গিরিবরঃ ধৃতঃ (উত্তোলিতঃ) ॥ ৬৮৪-৮৭ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—মথুরার পশ্চিমভাগে অদূরে দুই যোজনব্যাপী পরমদুর্লভ গোবর্ধন-নামক ক্ষেত্র অবস্থিত। তথায় অন্নকূটগ্রাম পাওয়া যায়, তাহা প্রদক্ষিণ করিবে। হে দেবি! তোমাকে সত্যই বলিতেছি যে, উহা প্রদক্ষিণ করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। গোবর্ধনে মানস-গঙ্গায় স্নান করিয়া, হরিদেব দর্শন করিয়া, অন্নকূট পরিক্রমা করিয়া লোক আর কেন পরিতপ্ত হইবে? গো-গণের পীড়াজনক অত্যধিক বর্ষণকারী ইন্দ্রের হস্ত হইতে তাহাদের রক্ষার নিমিত্ত আমি গিরিরাজ ধারণ করিয়াছিলাম ॥ ৬৮৪-৬৮৭ ॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—

গোবর্ধনশ্চ ভগবান্ যত্র গোবর্ধনো ধৃতঃ।
রক্ষিতা যাদবাঃ সর্বে ইন্দ্রবৃষ্টিনিবারণাৎ ॥ ৬৮৮ ॥
অহো গোবর্ধনঃ বিষ্ণুর্যত্র তিষ্ঠতি সর্বদা।
তত্র ব্রহ্মা শিবো লক্ষ্মীর্বসত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৬৮৯ ॥

অন্বয়। যত্র (মথুরামণ্ডলে) ভগবান্ গোবর্ধনশ্চ (বিরাজতে)। (স চ) গোবর্ধনঃ (কৃষ্ণেন) ধৃতঃ (তথা চ) ইন্দ্রবৃষ্টিনিবারণাৎ (ইন্দ্রবৃষ্টিং নিবার্যেত্যর্থঃ) সর্বে যাদবাঃ রক্ষিতাঃ। অহো গোবর্ধনঃ! যত্র বিষ্ণুঃ (কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ) সর্বদা তিষ্ঠতি, তত্র (গোবর্ধনে) ব্রহ্মা, শিবঃ লক্ষ্মীশ্চ বসত্যেব, (অত্র) সংশয়ঃ (নাস্তি) ॥ ৬৮৮-৬৮৯ ॥

অনুবাদ। স্কন্দপুরাণে মথুরাখণ্ডে—যেই মথুরামণ্ডলে ভগবৎস্বরূপ গোবর্ধন বিরাজিত, কৃষ্ণ সেই গোবর্ধন ধারণ করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা ইন্দ্রবৃষ্টি নিবারণপূর্বক সকল যাদবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অহো গোবর্ধন! যথায় কৃষ্ণ সর্বদা বিরাজ করিতেছেন, তথায় ব্রহ্মা, শিব এবং লক্ষ্মীও বাস করিতেছেন—কোন সন্দেহ নাই ॥ ৬৮৮-৮৯॥

আদিবারাহে—

গোবর্ধনং পরিক্রম্য দৃষ্ট্বা দেবং হরিং প্রভুম্।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৬৯০ ॥

অন্বয়। গোবর্ধনং (গিরিং) পরিক্রম্য প্রভুং (ঈশ্বরং) দেবং হরিং দৃষ্ট্বা (জনঃ) রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং (যৎ ফলং তৎ) ফলং অসংশয়ং প্রাপ্নোতি ॥ ৬৯০ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—গোবর্ধন পরিক্রমা করিয়া ঈশ্বর হরিদেবকে দর্শন করিয়া লোক নিঃসন্দেহে রাজসূয় ও অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে ॥ ৬৯০ ॥

গোবর্ধন-নিবাসী বলদেবভক্ত বিপ্রের সৌভাগ্য—

অহে শ্রীনিবাস, গোবর্ধন-সন্নিধানে।
ছিলা এক বিপ্র—অর্থবন্ত সবে জানে ॥ ৬৯১ ॥
তেঁহো সদা বিহ্বল, বলাইচাঁদে প্রীত।
নিরন্তর চিন্তে বলরামের চরিত ॥ ৬৯২ ॥
অবশ্য দিবেন দেখা দঢ়াইয়া মনে।
করয়ে ভ্রমণ এই গোবর্ধন-বনে ॥ ৬৯৩ ॥
বিপ্রের সৌভাগ্য কিছু কহনে না যায়।
অকস্মাৎ হৈল আজ্ঞা—মিলিব তোমায় ॥ ৬৯৪ ॥
নিত্যানন্দরাম প্রিয়ভক্তের কারণে।
তীর্থ-পর্যটন-রঙ্গে আইলা গোবর্ধনে ॥ ৬৯৫ ॥
এথাই রহিলা আসি' দেখিয়া নির্জন।
সর্বচিত্তাকর্ষে মূর্তি কন্দর্প-মোহন ॥ ৬৯৬ ॥
দূরে দেখি' সেই বিপ্র চিন্তে মনে মনে।
'কোথা হৈতে অবধূত আইলা এথানে ॥ ৬৯৭ ॥
করিল বিপিন আলো অঙ্গের ছটায়।
এ নহে মনুষ্যমাত্র—মনুষ্যের প্রায় ॥ ৬৯৮ ॥
হবে মনোরথসিদ্ধি ইঁহার কৃপাতে।'
এত বিচারিয়া বিপ্র নারে স্থির হৈতে ॥ ৬৯৯ ॥

দধি-দুগ্ধ-ছানা-নবনীত আদি লৈয়া।
প্রভু আগে আসি' কিছু কহে প্রণমিয়া ॥ ১০০ ॥
'অহে অবধূত! মোর এই নিবেদন।
কৃপা কর—দেখি যেন রোহিণী-নন্দন ॥ ১০১ ॥
কর অঙ্গীকার মুঞি যে কিছু আনিল।'
শুনি' প্রভু হাসি' মহাকৌতুকে ভুঞ্জিল ॥ ১০২ ॥
অবশেষ লৈয়া বিপ্র নিজস্থানে গেলা।
করিতে ভক্ষণ প্রেমে বিহ্বল হইলা ॥ ১০৩ ॥
পুনঃ আর প্রভু আগে যাইতে নারিল।
প্রায় সন্ধ্যা-সময়েতে নিদ্রা আকর্ষিল ॥ ১০৪ ॥
স্বপ্নচ্ছলে প্রভু নিত্যানন্দ দেখা দিলা।
দেখি' অবধূত-চন্দ্রে বিপ্র হর্ষ হৈলা ॥ ১০৫ ॥
বলদেব-মূর্তি প্রভু হৈলা সেই ক্ষণে।
বিপ্র লোটাইয়া পড়ে প্রভুর চরণে ॥ ১০৬ ॥
কিবা বলদেব-মূর্তি ভুবনমোহন।
ঝলমল করে অঙ্গে নানা আভরণ ॥ ১০৭ ॥
বিপ্রে অনুগ্রহ করি' অদর্শন হৈতে।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল—বিপ্র চাহে চারি ভিতে ॥ ১০৮ ॥
যথা প্রভু অবধূতে করিলা দর্শন।
তথাই চলয়ে শীঘ্র—স্থির নহে মন ॥ ১০৯ ॥
হৈল দৈববাণী—ধৈর্য ধরহ এখনে।
এথা হৈতে যাবে তথা রজনী-বিহানে ॥ ১১০ ॥
শুনি' বিপ্র মনে মনে করয়ে বিচার।
'হইল সফল আশা যে ছিল আমার ॥ ১১১ ॥
পাইনু প্রভুরে, এবে না দিব ছাড়িয়া।
ঘুচাইব এই বেশ চরণে পড়িয়া ॥ ১১২ ॥
রজনী-প্রভাতে আনাইয়া স্বর্ণকার।
পরাইব প্রভুরে বিবিধ অলঙ্কার ॥' ১১৩ ॥
এত কহিতেই নিদ্রা কৈল আকর্ষণ।
স্বপ্নচ্ছলে নিত্যানন্দ দিলা দরশন ॥ ১১৪ ॥
বিবিধ ভূষণেতে বিভূষিত কলেবর।
দেখি' বিপ্ররাজ স্তুতি করয়ে বিস্তর ॥ ১১৫ ॥
প্রভু অন্তর্ধান হৈলে নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
প্রাতে প্রভু আগে গিয়া সব জানাইল ॥ ১১৬ ॥
মন্দ মন্দ হাসি' প্রভু বিপ্র করে ধরি'।
জানাইলা সর্ব তত্ত্ব অনুগ্রহ করি' ॥ ১১৭ ॥
বিপ্র কহে,—'যে দেখিনু প্রভুর ভূষণ।
তা'-সম নির্মাণ করে কে আছে এমন' ॥ ১১৮ ॥
ভক্তাধীন প্রভু কহে,—'কত দিন পরে।
অবশ্য ভূষিত হ'ব নানা অলঙ্কারে ॥ ১১৯ ॥
এবে এ অপূর্ব গোবর্ধনের শিলায়।
স্বর্ণবদ্ধ করি' দেহ' রাখিব গলায় ॥' ১২০ ॥
স্বর্ণবদ্ধ করি' বিপ্র শিলা দিলা আনি'।
রাখিলা গলায় অবধূত-শিরোমণি ॥ ১২১ ॥
ব্রহ্মাদি দুর্লভ নিত্যানন্দের এ লীলা।
ইহা অন্যে প্রকাশিতে বিপ্রে নিষেধিলা ॥ ১২২ ॥
ভক্তপ্রীতে কিছু দিন রহিলা এখানে।
মিলয়ে দুর্লভ প্রীত এ স্থান-দর্শনে ॥ ১২৩ ॥

চক্রতীর্থে শ্রীসনাতনগোস্বামী প্রভুর অবস্থান-বৃত্তান্ত—

এই 'চক্রতীর্থ' দেখ, অহে শ্রীনিবাস।
ইহার কৃপাতে পূর্ণ হয় অভিলাষ ॥ ১২৪ ॥
চক্রতীর্থ পরম প্রসিদ্ধ গোবর্ধনে।
শ্রীরাধাকৃষ্ণের দোলা-ক্রীড়া এইখানে ॥ ১২৫ ॥

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮৯তম-৯০তম-শ্লোকৌ—

সীরি-ব্রহ্ম-কদম্বখণ্ড-সুমনো-রুদ্রাপ্সরো-গৌরিকা-
জ্যোৎস্নামোক্ষণমাল্যহারবিবুধারীন্দ্রধ্বজাখ্যাখ্যয়া।
যানি শ্রেষ্ঠসরাংসি ভান্তি পরিতো গোবর্ধনাদ্রেরমূ-
নীড়ে চক্রকতীর্থ-দৈবতগিরি-শ্রীরত্নপীঠান্যপি ॥ ১২৬ ॥
অহো দোলাক্রীড়া-রসবর-ভরোৎফুল্লবদনৌ
মুহুঃ শ্রীগান্ধর্বা-গিরিবরধরৌ তৌ প্রতিমধু।
সখীবৃন্দং যত্র প্রকটিতমুদান্দোলয়তি তৎ
প্রসিদ্ধং গোবিন্দ-স্থলমিদমুদারং বত ভজে ॥ ১২৭ ॥

অন্বয়। সীরি-ব্রহ্ম-কদম্বখণ্ড-সুমনো-রুদ্রাপ্সরোগৌরিকা-জ্যোৎস্নামোক্ষণ-মাল্যহার-বিবুধারীন্দ্রধ্বজাখ্যাখ্যয়া (সঙ্কর্ষণ-কুণ্ড ব্রহ্মকুণ্ড-কদম্বখণ্ড-কুসুমসরোবর-রুদ্রকুণ্ড-অপ্সরোকুণ্ড-গৌরী-তীর্থ-চন্দ্রসরোবর-ঋণপাপমোচনকুণ্ড-মাল্যহারকুণ্ড-অরিষ্টকুণ্ড-ইন্দ্রধ্বজবেদীপ্রভৃতিনামভিঃ) যানি শ্রেষ্ঠসরাংসি গোবর্ধনাদ্রেঃ (গোবর্ধনগিরিম্ ইত্যর্থঃ) পরিতঃ ভান্তি

(শোভন্তে) অমূনি (সরাংসি) তথা চক্রকতীর্থ-দৈবতগিরি-শ্রীরত্নপীঠানি (চক্রতীর্থ গোবর্দ্ধন-রত্নসিংহাসনানি) অপি ঈড়ে (স্তৌমি) ॥ ১২৬ ॥

অহো! যত্র প্রতিমধু (বসন্তে বসন্তে) সখীবৃন্দং প্রকটিত মুদা (আনন্দপ্রকাশবিশেষেণ) দোলাক্রীড়া-রসবর-ভরোৎফুল্লবদনৌ (দোলাক্রীড়ায়াং রসোৎকর্ষাতিশয়েন বিকসিতমুখমণ্ডলৌ)তৌ শ্রীগান্ধর্বাগিরিবরধরৌ(শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণৌ) মুহুঃ (বারংবারং) আন্দোলয়তি তৎ প্রসিদ্ধম্ উদারং (প্রশান্তং) ইদং গোবিন্দস্থলং বত ভজে॥ ১২৭ ॥

অনুবাদ। শ্রীস্তবাবলীতে ব্রজবিলাসস্তবের ৭৯তম ও ৮০তম শ্লোকে—গোবর্দ্ধনপর্বতের সর্বত্র সঙ্কর্ষণকুণ্ড, ব্রহ্ম-কুণ্ড, কদম্বখণ্ডি, কুসুমসরোবর, রুদ্রকুণ্ড, অপ্সরাকুণ্ড, গৌরী-তীর্থ, চন্দ্রসরোবর, ঋণপাপমোচনকুণ্ডদ্বয়, মাল্যহারকুণ্ড, অরিষ্টকুণ্ড, ইন্দ্রধ্বজবেদী প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ যে সকল শ্রেষ্ঠ তীর্থ শোভা পাইতেছে, সেই সকল তীর্থ এবং চক্র-তীর্থ-গোবর্দ্ধনগিরি-রত্নসিংহাসনকেও আমি স্তুতি করি॥

আহা! যথায় প্রতিবসন্তঋতুতে সখীগণ দোলাক্রীড়ার রসবিশেষভরে প্রফুল্লবদন সেই শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকে পরম আনন্দে পুনঃ-পুনঃ দোলা দিয়া থাকেন, সেই প্রসিদ্ধ প্রশস্ত এই গোবিন্দস্থলের ভজন করি॥ ১২৬-১২৭ ॥

অহে শ্রীনিবাস, শ্রীগোস্বামী সনাতনে।
চক্রতীর্থ আজ্ঞা কৈল রহিতে এথানে॥ ১২৮ ॥
এথা বাস কৈল অতি উল্লাস-অন্তরে।
এই দেখ তাঁ'র কুটী বনের ভিতরে॥ ১২৯ ॥
প্রতিদিন গোবর্দ্ধন পরিক্রমা তাঁ'র।
ভ্রময়ে দ্বাদশ ক্রোশ—ঐছে শক্তি কা'র॥ ১৩০ ॥
বৃদ্ধকালে মহাশ্রম দেখি' গোপীনাথ।
গোপবালকের ছলে হইলা সাক্ষাৎ॥ ১৩১ ॥
সনাতন-তনু-ঘর্ম নিবারি' যতনে।
অশ্রুযুক্ত হৈয়া কহে মধুর বচনে॥ ১৩২ ॥
"বৃদ্ধকালে এত শ্রম করিতে নারিবা।
অহে স্বামি, যে কহি তা' অবশ্য মানিবা॥" ১৩৩ ॥
সনাতন কহে,—"কহ, মানিব জানিয়া।"
শুনি' গোপ গোবর্দ্ধনে চড়িলেন গিয়া॥ ১৩৪ ॥
নিজ-পদ-চিহ্ন গোবর্দ্ধন-শিলা আনি'।
সনাতনে কহে পুনঃ সুমধুর বাণী॥ ১৩৫ ॥
'অহে স্বামি, লহ এই কৃষ্ণপদচিন।
আজি হৈতে করিবে ইহার প্রদক্ষিণ॥ ১৩৬ ॥
সব পরিক্রমা সিদ্ধ হইব ইহাতে।'
এত কহি' শিলা আনি' দিলেন কুটীতে॥ ১৩৭ ॥
শিলা সমর্পিয়া কৃষ্ণ হৈল অদর্শন।
বালকে না দেখি' ব্যগ্র হৈল সনাতন॥ ১৩৮ ॥
সনাতনে ব্যাকুল দেখিয়া অদৃশ্যেতে।
নিজ-পরিচয় দিলা বিহ্বল স্নেহেতে॥ ১৩৯ ॥
সনাতন নিজ-নেত্রজলে সিক্ত হৈলা।
করি' কত খেদ চিত্তে ধৈর্যাবলম্বিলা॥ ১৪০ ॥
সনাতন-প্রেমাধীন ব্রজেন্দ্রকুমার।
এই পুষ্পবনে করে বিবিধ বিহার॥ ১৪১ ॥
শ্রীরাধিকা আইসেন সখীগণ-সনে।
তা' সবারে আগুসারি' আনে এইখানে॥ ১৪২ ॥
মানসী-গঙ্গার এই ঘাটে নৌকা লইয়া।
করেন সবারে পার নাবিক হইয়া॥ ১৪৩ ॥
শ্রীরাধিকা-সহ এথা অদ্ভুত বিলাস।
ললিতাদি সখী পূর্ণ কৈলা অভিলাষ॥ ১৪৪ ॥

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং শ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয়দশকে ৬ষ্ঠ-শ্লোকঃ—

যস্যাং মাধবনাবিকো রসবতীমাধায় রাধাং তরৌ
মধ্যে চঞ্চলকে নিপাতবলনাত্রাসৈঃ স্তবত্যাস্ততঃ।
স্বাভীষ্টং পণমাদধে বহতি সা যস্মিন্ মনোজাহ্নবী
কস্তং তন্নবদম্পতীপ্রতিভুবং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ?॥১৪৫॥

অন্বয়। যস্যাং (মানসগঙ্গায়াং) মাধবনাবিকঃ (নাবিক-লীলাকারী মাধবঃ) তরৌ (নৌকায়াং) রসবতীং (রসিকাং) রাধাম্ আধায় (সংস্থাপ্য) চঞ্চলকে (তরঙ্গিতজলে) মধ্যে (গঙ্গামধ্যভাগে) নিপাতবলনাৎ (গত্বা ভ্রমণাৎ) ত্রাসৈঃ (ভয়েন হেতুনা) স্তবত্যাঃ (কৃষ্ণস্যাহ্নয়ং কুর্বন্ত্যাঃ ততঃ(তস্যাঃ রাধায়াঃ) স্বাভীষ্টং (নিজাভিলাষানুরূপং) পণম্ (শুল্কং) আদধে (গৃহীতবান্) সা মনোজাহ্নবী (মানসগঙ্গা) যস্মিন্ (গোবর্দ্ধনে বহতি (প্রবাহিতাস্তি) তন্নবদম্পতীপ্রতিভুবং (তয়োঃ নব-দম্পত্যোঃ দ্বিতীয়স্বরূপং) তং গোবর্দ্ধনং কঃ ন আশ্রয়েৎ ?

অনুবাদ। শ্রীস্তবাবলীতে গোবর্ধনাশ্রয়দশকের ৬ষ্ঠ শ্লোকে—যে মানসগঙ্গায় নাবিকলীলাকারী মাধব রসময়ী রাধাকে নৌকাতে উঠাইয়া চঞ্চল জল-মধ্যস্থলে গমনপূর্বক ভ্রমণ করেন, সেই ভয়ে কৃষ্ণের স্তুতিকারিণী রাধা হইতে নিজের অভীষ্ট পণ আদায় করিয়াছিলেন; সেই মানসগঙ্গা যথায় প্রবাহিতা, নবদম্পতীর দ্বিতীয়স্বরূপ সেই গোবর্ধনকে কে না আশ্রয় করিবে? ১৪৫ ॥

এই **'সোঁকরাই'**-গ্রামে কৌতুক বাড়িল।
সখীগণ কৃষ্ণের শপথ করাইল ॥ ১৪৬ ॥
শপথ করিয়া কৃষ্ণ কহে বার বার।
'শ্রীরাধিকা বিনু কভু না জানিয়ে আর।' ১৪৭ ॥
অহে শ্রীনিবাস,—এই সখীস্থলী-গ্রাম।
চন্দ্রাবলী-স্থিতি এবে **'সখীথরা'** নাম ॥ ১৪৮ ॥
এই দেখ, উদ্ধব বসিয়া এইখানে।
কৃষ্ণকথা কহে দ্বারকার প্রিয়াগণে ॥ ১৪৯ ॥
এই গোবর্ধনপাশে কৃষ্ণ মহারঙ্গে।
খেলয়ে বিবিধ খেলা গোপগণ-সঙ্গে ॥ ১৫০ ॥
দেখ, রামকৃষ্ণ দুই ভাই এইখানে।
বসিলেন বেষ্টিত লইয়া সখাগণে ॥ ১৫১ ॥
এত কহি' পণ্ডিত লইয়া শ্রীনিবাসে।
রাধাকুণ্ডতীরে গেলা মনের উল্লাসে ॥ ১৫২ ॥
শ্রীগোবিন্দঘাট গোবিন্দের প্রিয় অতি।
তথা স্নান করি' কহে শ্রীনিবাস-প্রতি ॥ ১৫৩ ॥

গোবিন্দঘাটে শ্রীসনাতনের অপরূপ দর্শন—

অহে শ্রীনিবাস, এই বৃক্ষের তলায়।
হইল যে রঙ্গ তাহা কহিয়ে তোমায় ॥ ১৫৪ ॥
একদিন সনাতন গোবর্ধন হৈতে।
এথা আইলা রূপ-রঘুনাথেরে দেখিতে ॥ ১৫৫ ॥
শ্রীরূপগোস্বামী পদ্য করয়ে রচনা।
বেণীর উপমা দিল ব্যালাঙ্গনা-ফণা ॥ ১৫৬ ॥
সনাতন গোস্বামী দেখিয়া কিছু কয়।
দিলা এ উপমা,—ইহা হয় বা না হয় ॥ ১৫৭ ॥
এত কহি' আসিয়া নামিলা কুণ্ডজলে।
দেখয়ে—বালিকাগণ খেলে বৃক্ষতলে ॥ ১৫৮ ॥
বালিকা-মস্তকে বেণী পিঠেতে লোটায়।
সনাতন দেখে—সর্পভ্রম হৈল তা'য় ॥ ১৫৯ ॥
বালিকার প্রতি কহে অতি ব্যগ্র হৈয়া।
'মাথায় চড়য়ে সর্প পৃষ্ঠদেশ দিয়া ॥ ১৬০ ॥
অবোধ বালিকাগণ হও সাবধান।'
এত কহি' নিবারিতে করিলা পয়ান ॥ ১৬১ ॥
সনাতনে অতিশয় ব্যাকুল দেখিয়া।
অন্তর্ধান হৈলা সবে ঈষৎ হাসিয়া ॥ ১৬২ ॥
সনাতন বিহ্বল হইলা এইখানে।
স্থির হইয়া গেলা রূপ-গোস্বামীর স্থানে ॥ ১৬৩ ॥
রূপে কহে—যে লিখিলা সেই সত্য হয়।
শ্রীরূপ জানিল সনাতনের হৃদয় ॥ ১৬৪ ॥
মনের আনন্দে শ্রীগোস্বামী সনাতন।
কতক্ষণ রহিয়া গেলেন গোবর্ধন ॥ ১৬৫ ॥

শ্রীরূপের শ্রীরাধাকুণ্ডে আসিবার কারণ—

"শ্রীরূপ গোস্বামীহ গেলেন বৃন্দাবনে।
কহি কিছু, আসিয়াছিলেন যে কারণে ॥ ১৬৬ ॥
ললিতমাধব—বিপ্রলম্ভসীমা যা'তে।
পূর্বে দিয়াছিলা রঘুনাথে আস্বাদিতে ॥ ১৬৭ ॥
গ্রন্থপাঠে রঘুনাথ দিবানিশি কান্দে।
হইল উন্মাদ দুঃখে—ধৈর্য নাহি বান্ধে ॥ ১৬৮ ॥
কভু দূরে রহে গিয়া গ্রন্থ পরিহরি'।
কভু ভূমে পড়ি' রহে গ্রন্থ বক্ষে করি' ॥ ১৬৯ ॥
খেনে খেনে নানা দশা হয় উপস্থিত।
সবে চিন্তাযুক্ত যবে হয়েন মূর্ছিত ॥ ১৭০ ॥
শ্রীরূপ-গোস্বামী মনে ঔষধ বিচারি'।
'দানকেলি-কৌমুদী' বর্ণিলা শীঘ্র করি' ॥ ১৭১ ॥
রঘুনাথে কহে—ইহা কর আস্বাদন।
পূর্ব গ্রন্থ দেহ' মোরে করিব শোধন ॥ ১৭২ ॥
রঘুনাথ গ্রন্থরত্ন ছাড়িতে না পারে।
শোধন করিব শুনি' দিলা শ্রীরূপেরে ॥ ১৭৩ ॥
দানকেলি-পাঠে রঘুনাথ বিজ্ঞবর।
সুখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা নিরন্তর ॥ ১৭৪ ॥

সনাতন-রূপ-রঘুনাথ-রীত যত।
অহে শ্রীনিবাস, তা' কহিব আমি কত ?" ১১৫ ॥
এত কহি, পণ্ডিত লইয়া শ্রীনিবাসে।
চলিলা বাসায় অতি মনের উল্লাসে ॥ ১১৬ ॥
রাধাকুণ্ড-নিকটে আছয়ে যে যে স্থান।
সে সব দর্শনে শীঘ্র করিলা পয়ান ॥ ১১৭ ॥
শ্রীনিবাস-প্রতি কহে রাঘব পণ্ডিত।
এই '**নিমগ্রাম**'-নাম—ঐছে এ বিদিত ॥ ১১৮ ॥
গোবর্দ্ধন হৈতে সবে নির্গত হইয়া।
প্রাণাধিক নির্মঞ্ছিল কৃষ্ণমুখ চায়া ॥ ১১৯ ॥

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৪০তম-শ্লোকঃ—
প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকপ্রিয়ৈরপি পরং পুত্রৈর্মুকুন্দস্য যাঃ
স্নেহাৎ পাদসরোজযুগ্মবিগলদ্‌ঘর্মস্য বিন্দোঃ কণম্।
নির্মঞ্ছ্যোরুশিখণ্ডসুন্দরশিরশ্চুম্বন্তি গোপ্যশ্চিরং
তাসাং পাদরজাংসি সন্ততমহং নির্মঞ্ছয়ামি স্ফুটম্ ॥১৮০॥

অন্বয়। যাঃ গোপ্যঃ পরং স্নেহাৎ (স্নেহাতিশয্যেন) মুকুন্দস্য পাদসরোজযুগ্মবিগলদ্‌ঘর্মস্য (চরণকমলযুগলাৎ বিনির্গচ্ছতঃ ঘর্মস্য) বিন্দোঃ কণং প্রাণেভ্যঃ অপি অধিকপ্রিয়ৈঃ পুত্রৈঃ অপি নির্মঞ্ছ্য উরুশিখণ্ডসুন্দরশিরঃ(শ্রেষ্ঠপিচ্ছৈঃ সুন্দরং শিরঃ) চিরং চুম্বন্তি, তাসাং পাদরজাংসি (চরণধূলীন্) অহং সন্ততং (নিত্যং) স্ফুটং (নিশ্চিতং) নির্মঞ্ছয়ামি ॥ ১৮০ ॥

অনুবাদ। শ্রীস্তবাবলীতে ব্রজবিলাসস্তবের ৪০ম শ্লোকে —যে গোপিকাগণ মুকুন্দের পাদপদ্মযুগল হইতে নির্গত ঘর্মবিন্দুর কণা প্রাণাপেক্ষাও অধিক প্রিয় পুত্রগণের দ্বারা নির্মঞ্ছন করাইয়া সুচারুময়ূরপিচ্ছশোভিত শির অনেকক্ষণ ধরিয়া চুম্বন করেন; সেই গোপীগণের চরণরেণু আমি সর্বদা নিশ্চিত নির্মঞ্ছন করি ॥ ১৮০ ॥

দেখহ '**পাটল গ্রাম**'—এথা সখীসঙ্গে।
পাটল-পুষ্প চয়ন করেন রাই রঙ্গে ॥ ১৮১ ॥
এই '**ডেরাবলি-গ্রাম**'—ষষ্ঠীঘরা হৈতে।
এথা ডেরা কৈলা নন্দ নন্দীশ্বর যাইতে ॥ ১৮২ ॥
এই কুঞ্জে '**নবাগ্রাম**' দেখহ অগ্রেতে।
শ্রীকুণ্ডের কুঞ্জসীমা হয় এথা হৈতে ॥ ১৮৩ ॥
এবে লোক কহয়ে '**কুঞ্জরা**'-নামে গ্রাম।
এথা রাধাকৃষ্ণের বিলাস অনুপম ॥ ১৮৪ ॥
এই '**সূর্যকুণ্ডগ্রাম**'—**মোরনাখ্যা** হয়।
দেখ সূর্যবিগ্রহ, বিপিনে সূর্যালয় ॥ ১৮৫ ॥
সখীসহ সূর্য পূজে রাই মহাসুখে।
কৃষ্ণ পুরোহিত হৈয়া পূজায় কৌতুকে ॥ ১৮৬ ॥
কৃষ্ণ-প্রীতিদাতা এই সূর্যদয়াময়।
কহিতে কি মহিমা—কেবা না আরাধয় ? ১৮৭ ॥

তথাহি—
যমুনাজনকং সূর্যং সর্বরোগাপহারকম্।
মঙ্গলালয়রূপং তং বন্দে কৃষ্ণরতিপ্রদম্ ॥ ১৮৮ ॥

অন্বয়। যমুনাজনকং (যমুনায়াঃ পিতরং) সর্বরোগাপহারকং (সর্বরোগবিনাশকং) কৃষ্ণরতিপ্রদং (কৃষ্ণপাদপদ্মে অনুরাগং জনয়ন্তং অতএব) মঙ্গলালয়রূপং (নানাকল্যাণানাং আধারভূতং) তং সূর্যং বন্দে ॥ ১৮৮ ॥

অনুবাদ। যমুনার পিতা, সর্বরোগহারী, কৃষ্ণপাদপদ্মে অনুরাগপ্রদানকারী; অতএব মঙ্গলের আধারস্বরূপ সেই সূর্যদেবকে বন্দনা করি ॥ ১৮৮ ॥

এই আগে দেখহ '**কেওনাই**'-নামে গ্রাম।
এথা রাই-বিহনে ব্যাকুল ঘনশ্যাম ॥ ১৮৯ ॥
কেওনা আই দূতীরে শ্রীকৃষ্ণ পুছয়।
এ হেতু কেওনাই—এবে **কোনাই** কহয় ॥ ১৯০ ॥
হের দেখ '**ভদায়র**'-নাম গ্রাম হয়।
এইখানে ভদ্রা যূথেশ্বরী বিলসয় ॥ ১৯১ ॥
এই দেখ '**মগহেরা**'-গ্রাম—ওইখানে।
কৃষ্ণের গমন-পথ হেরে সর্বজনে ॥ ১৯২ ॥
যেরূপ ব্যাকুল সবে—কহিলে না হয়।
এবে লোকে '**মঘেরা**' ইহার নাম কয় ॥ ১৯৩ ॥
ঐছে আর নানা লীলা-স্থান দেখাইয়া।
আইলেন রাধাকুণ্ডে উল্লসিত হৈয়া ॥ ১৯৪ ॥
এ সকল দর্শন-শ্রবণে যা'র রতি।
অনায়াসে ঘুচে তা'র দারুণ দুর্গতি ॥ ১৯৫ ॥
সে দিবস রাধাকুণ্ড-তটেই রহিলা।
কৃষ্ণকথায় সেই নিশা প্রভাত করিলা ॥ ১৯৬ ॥

গাঠুলি-নামের হেতু—

ঐছে পরিক্রমা করি' গোবর্ধন দিয়া।
গেলেন **'গাঠুলি'**-গ্রামে উল্লসিত হৈয়া॥ ৭৯৭ ॥
রাঘব পণ্ডিত শ্রীনিবাস-প্রতি কয়।
"কহিয়ে গাঠুলি-গ্রাম নাম যৈছে হয়॥ ৭৯৮ ॥
এথা হোলি খেলি' দোঁহে বৈসে সিংহাসনে।
সখী দুহুঁ বস্ত্রে গাঁঠি দিলা সঙ্গোপনে॥ ৭৯৯ ॥
সিংহাসন হৈতে দোঁহে উঠিলা যখন।
দেখয়ে বসনে গাঁঠি, হাসে সখীগণ॥ ৮০০ ॥
হইল কৌতুক অতি, দোঁহে লজ্জা পাইলা।
ফাগুয়া লইয়া কেহ গাঁঠি খুলি' দিলা॥ ৮০১ ॥
এ-হেতু গাঠুলি,—এ **গুলালকুণ্ড**-জলে।
এবে ফাগু দেখে লোক বসন্তের কালে।" ৮০২ ॥
এত কহি' গোপালের দর্শনে চলিলা।
দেখি' গোপালের রূপ অধৈর্য হইলা॥ ৮০৩ ॥

বিট্‌ঠলকে গাঠুলিতে শ্রীগোপালের সেবায় নিয়োগ—

বিট্‌ঠলের সেবা—কৃষ্ণচৈতন্য-বিগ্রহ।
তাঁহার দর্শনে হৈল পরম আগ্রহ॥ ৮০৪ ॥
শ্রীবিট্‌ঠলনাথ ভট্ট বল্লভ-তনয়।
করিলা যতেক প্রীতি—কহিলে না হয়॥ ৮০৫ ॥
"মধ্যে মধ্যে গোপালের গাঠুলিতে বাস।
সর্বমতে পূর্ণ করে ভক্ত-অভিলাষ॥ ৮০৬ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসীর শিরোমণি।
যাঁ'র তীর্থপর্যটনে ধন্য এ ধরণী॥ ৮০৭ ॥
মথুরা, শ্রীবৃন্দাবন, কুণ্ড, গোবর্ধনে।
যে লীলা প্রকাশে তা' দেখয়ে ভাগ্যবানে॥ ৮০৮ ॥
ভক্তভাবে প্রভু না লঙ্ঘয়ে গোবর্ধন।
ইচ্ছা হৈল গোপালেরে করিতে দর্শন॥ ৮০৯ ॥
গাঠুলি-গ্রামে গোপাল আইলা ছল করি'।
তাঁ'রে দেখি' নৃত্য-গীতে মগ্ন গৌরহরি॥ ৮১০ ॥
শ্রীমন্মহাপ্রভুর অলৌকিক প্রেমাবেশ।
দেখিতেই কারু না রহিল ধৈর্যলেশ॥ ৮১১ ॥
সে সময়ে গোপালের সেবা অধিকারী।
সেই দুই বিপ্র—যাঁ'রে শিষ্য কৈলা পুরী॥ ৮১২ ॥
মাধবেন্দ্র-কৃপাতে গৌড়ীয়া বিপ্রদ্বয়।
বৈরাগ্যে প্রবল, প্রেমভক্তি-রসময়॥ ৮১৩ ॥
কহিতে কি—সে দুই বিপ্রের অদর্শনে।
কথো দিন সেবে কোন ভাগ্যবন্ত জনে॥ ৮১৪ ॥
শ্রীদাসগোস্বামী আদি পরামর্শ করি'।
শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরে কৈলা সেবা অধিকারী॥ ৮১৫ ॥
পিতা শ্রীবল্লভভট্ট,—তাঁ'র অদর্শনে।
কথো দিন মথুরায় ছিলেন নির্জনে॥ ৮১৬ ॥
পরম বিহ্বল গৌরচন্দ্রের লীলায়।
সদা সাবধান এবে গোপাল-সেবায়॥" ৮১৭ ॥
গোপালের গুণ কহি' রাঘবপণ্ডিত।
গাঠুলি হইতে চলে হৈয়া উল্লসিত॥ ৮১৮ ॥
কথো দূরে গিয়া শ্রীনিবাস-প্রতি কয়।
এই দেখ **'রেহেজ'**-নামেতে গ্রাম হয়॥ ৮১৯ ॥
এথা ইন্দ্র অতি হীন মানি' আপনায়।
কৃষ্ণ-আগে যান করি' সুরভি সহায়॥ ৮২০ ॥
আর এই লীলাস্থলী অতি তেজোময়।
দেখ **'দেবশীর্ষস্থানকুণ্ড'**, সুশোভয়॥ ৮২১ ॥
সখা-সহ দেখিয়া কৃষ্ণের গোচারণ।
এথা মহাহর্ষে স্তুতি কৈলা দেবগণ॥ ৮২২ ॥
দেখ মুনিশীর্ষস্থান-কুণ্ড সুমাধুরী।
এথা কৃষ্ণে পাইলা মুনিগণ তপ করি'॥ ৮২৩ ॥
এই দেখ—রামকৃষ্ণ এ সকল স্থানে।
সখাসহ নানা ক্রীড়া কৈলা গোচারণে॥ ৮২৪ ॥
এই **'প্রমোদনা'**-গ্রামে কৃষ্ণ কুতূহলে।
দিলেন প্রমোদ ব্রজসুন্দরীসকলে॥ ৮২৫ ॥
এই হেতু প্রমোদনা-নাম গ্রাম হয়।
এবে **'পরমাদনা'** সকল লোকে কয়॥ ৮২৬ ॥
এই **সেতুকন্দরা**—পরম রম্যস্থান।
দেখি আদি বদ্রিনারায়ণ কৃপাবান্॥ ৮২৭ ॥
পরম অপূর্ব সেবা বনের ভিতর।
গণ্ডশিলা বসিয়া পর্বত মনোহর॥ ৮২৮ ॥

এথা কৃষ্ণ আনি' নন্দাদিক গোপগণে।
খেদ দূর কৈল দেখাইয়া নারায়ণে ॥ ৮২৯ ॥
এই আগে দেখ শুদ্ধ **'কদম্বকানন'**।
এথা সুখে মগ্ন রাধাকৃষ্ণ সখীগণ ॥ ৮৩০ ॥
বিবিধ প্রকার ক্রীড়া করে এইখানে।
রচিয়া ঝুলনা রঙ্গে ঝুলয়ে শ্রাবণে ॥ ৮৩১ ॥
এই **'ইন্দ্রোলিতে'** ইন্দ্র মগ্ন কৃষ্ণধ্যানে।
এবে গ্রাম ইদ্‌রোলি কহে সর্বজনে ॥ ৮৩২ ॥
অহে শ্রীনিবাস, এই দেখ সন্নিধান।
'কনোয়ারো'-গ্রাম কণ্বমুনি-তপঃস্থান ॥ ৮৩৩ ॥
এই দেখ সর্ববনোত্তম **'কাম্যবন'**।
বিষ্ণুলোকে পূজ্য এথা করিলে গমন ॥ ৮৩৪ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

চতুর্থং কাম্যকবনং বনানাং বনমুত্তমম্।
তত্র গত্বা নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥ ৮৩৫ ॥

অন্বয়। চতুর্থং কাম্যকবনং (ভবতি), (এতৎ) বনানাং (মধ্যে) উত্তমং বনং (ভবতি)। দেবি! নরঃ তত্র গত্বা মম লোকে মহীয়তে (পূজ্যতে) ॥ ৮৩৫ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—চতুর্থ কাম্যকবন (কাম্যবন)। ইহা বনসকলের মধ্যে উত্তম। হে দেবি! লোক সেই বনে গমন করিয়া আমার ধামে পূজ্য হইয়া থাকে ॥ ৮৩৫ ॥

সর্বকাম-ফলপ্রদ কাম্যবন হয়।
যথা তথা কৈলে স্নান সর্বদুঃখ-ক্ষয় ॥ ৮৩৬ ॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—

ততঃ কাম্যবনং রাজন্ যত্র বাল্যে স্থিতো ভবান্।
স্নানমাত্রেণ সর্বেষাং সর্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৮৩৭ ॥

অন্বয়। হে রাজন্! ততঃ কাম্যবনং (বিরাজতে) যত্র (কাম্যবনে) ভবান্ বাল্যে স্থিতঃ (আসীৎ)। (ইদং) স্নানমাত্রেণ সর্বেষাং সর্বকামফলপ্রদং (সর্বাভীষ্টফলং দদাতীত্যর্থঃ) ॥ ৮৩৭ ॥

অনুবাদ। স্কন্দপুরাণে মথুরাখণ্ডে—'হে মহারাজ! তাহার পর কাম্যবন, যথায় আপনি বাল্যকালে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই বন স্নানমাত্রে সকলের সকল কামনার ফল প্রদান করিয়া থাকে ॥' ৮৩৭ ॥

এই কাম্যবনে কৃষ্ণলীলা মনোহর।
করিবে দর্শন স্থান কুণ্ড বহুতর ॥ ৮৩৮ ॥
অহে শ্রীনিবাস, দেখ **'বিষ্ণুসিংহাসন'**।
'শ্রীচরণ-কুণ্ড' এথা ধুইল চরণ ॥ ৮৩৯ ॥
কি বলিব অহে! এই স্থানের মহিমা।
ব্রহ্মাদি বর্ণিয়া যা'র নাহি পায় সীমা ॥ ৮৪০ ॥
দেখ মহাতেজোময় **'শিবকামেশ্বর'**।
গরুড়-আসন-স্থান অতি মনোহর ॥ ৮৪১ ॥
এই **'ধর্মকুণ্ড'**—ধর্মরূপে নারায়ণ।
এথা বিলসয়ে, শোভা না হয় বর্ণন ॥ ৮৪২ ॥
এই ত' **'বিশোকা'**-নাম বেদী সবে জানে।
পঞ্চপাণ্ডবের কুণ্ড দেখ এইখানে ॥ ৮৪৩ ॥
এই **'মণিকর্ণিকা'** সকল লোকে গায়।
বিশ্বনাথ-প্রভাবাদি অনেক এথায় ॥ ৮৪৪ ॥
এ **'বিমল-কুণ্ড'**-স্নানে সর্বপাপ-ক্ষয়।
এথা প্রাণত্যাগে বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি হয় ॥ ৮৪৫ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

বিমলস্য চ কুণ্ডে চ সর্বং পাপং প্রমুচ্যতে।
যস্তত্র মুঞ্চতি প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥ ৮৪৬ ॥

অন্বয়। বিমলস্য কুণ্ডে চ সর্বং পাপং প্রমুচ্যতে। যঃ (জনঃ) তত্র (বিমলকুণ্ডে) প্রাণান্ মুঞ্চতি (ত্যজতি), সঃ মম লোকং (ধাম) গচ্ছতি ॥ ৮৪৬ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—কাম্যবনের বিমলকুণ্ডে সর্বপাপের মোচন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সেই কুণ্ডে প্রাণত্যাগ করে, সে আমার ধামপ্রাপ্ত হয় ॥ ৮৪৬ ॥

বিমলকুণ্ডের কথা কহা নাহি যায়।
এথা শ্রীবিমলাদেবী রহেন সদায় ॥ ৮৪৭ ॥
দেখহ **'যশোদাকুণ্ড'** পরম নির্মল।
এথা গোচারয়ে কৃষ্ণ হইয়া বিহ্বল ॥ ৮৪৮ ॥
দেখহ **'নারদকুণ্ড'**—নারদ এথানে।
হৈল মহা অধৈর্য কৃষ্ণের লীলা-গানে ॥ ৮৪৯ ॥

এই যে **'কামনাকুণ্ড'** জানে সর্বজনা।
এথা পূর্ণ হয় সব মনের কামনা ॥ ৮৫০ ॥
এই **'সেতুবন্ধকুণ্ড'**—ইথে বহু কথা।
সমুদ্রবন্ধন-লীলা কৈল কৃষ্ণ এথা ॥ ৮৫১ ॥
এই **'লুকলুকান-মিচলী-স্থান'** হয়।
এথা রাধাকৃষ্ণের বিলাস অতিশয় ॥ ৮৫২ ॥
মিচলীর অর্থ—নেত্র মুদ্রিত এখানে।
লুকলুকানীতে সুখ বাঢ়ে লুকায়নে ॥ ৮৫৩ ॥
লুকলুকানী মিচলীকুণ্ড সুশোভয়।
এ অতি নিবিড় বন অন্ধকারময় ॥ ৮৫৪ ॥
দেখ **'কাশীকুণ্ড-গয়া-প্রয়াগ-পুষ্কর'**।
গোমতী-দ্বারকাকুণ্ড নির্জন সুন্দর ॥ ৮৫৫ ॥
এই **তপকুণ্ড**—মুনি-তপস্যার স্থান।
এই **ধ্যানকুণ্ড**—কৃষ্ণ কৈল রাধাধ্যান ॥ ৮৫৬ ॥
শ্রীচরণ-চিহ্ন দেখ পর্বত উপরে।
এই **ক্রীড়াকুণ্ডে** কৃষ্ণ জলক্রীড়া করে ॥ ৮৫৭ ॥
শ্রীদামাদি পঞ্চ **গোপকুণ্ড** মনোহর।
ঘোষরানীকুণ্ড এই পরমসুন্দর ॥ ৮৫৮ ॥
ঘোষরাণী যশোধর-গোপের দুহিতা।
গোপরাজ কন্যার বিবাহ দিল এথা ॥ ৮৫৯ ॥
দেখহ **বিহ্বলকুণ্ড**—রাই এইখানে।
হইলা বিহ্বল কৃষ্ণ-মুরলীর গানে ॥ ৮৬০ ॥
এই **শ্যামকুণ্ড**—এথা শ্যাম রসময়।
রাধিকার পথপানে নিরখিয়া রয় ॥ ৮৬১ ॥
শ্রীললিতাকুণ্ড, এ বিশাখাকুণ্ড-নাম।
এথা দোঁহে পূর্ণ কৈলা কৃষ্ণ-মনস্কাম ॥ ৮৬২ ॥
দেখ **মানকুণ্ড**—রাধা মানিনী এথায়।
মানভঙ্গ কৈল কৃষ্ণ কৌতুক-কথায় ॥ ৮৬৩ ॥
এ **মোহিনীকুণ্ডে** কৃষ্ণ মোহিনী হইলা।
যে মোহিনীরূপে সুধা প্রদান করিলা ॥ ৮৬৪ ॥
দেখ এ **মোহিনীকুণ্ড** গোরোহন-স্থান।
বলভদ্রকুণ্ড এই—ব্রহ্মার নির্মাণ ॥ ৮৬৫ ॥
এই সূর্যকুণ্ড কৃষ্ণকুণ্ড-সন্নিধানে।
কৃষ্ণে স্তুতি কৈলা সূর্য রহি' এইখানে ॥ ৮৬৬ ॥

চন্দ্রসেন-পর্বতে এ পিছলিনী-শিলা।
এথা সখা-সহ কৃষ্ণ খেলে এই খেলা ॥ ৮৬৭ ॥
ভঙ্গিতে বসিয়া খর্ব পর্বত উপরে।
পিছলি নাময়ে—ঐছে পুনঃ-পুনঃ করে ॥ ৮৬৮ ॥
দেখ **গোপিকারমণ কামসরোবর**।
কে বর্ণিবে এথা যে বিলাস মনোহর ॥ ৮৬৯ ॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—

তত্র কামসরো রাজন্ গোপিকারমণং সরঃ।
তত্র তীর্থসহস্রাণি সরাংসি চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৮৭০ ॥

অন্বয়। হে রাজন্! তত্র (কাম্যবনে) কামসরঃ (কামসর ইত্যপরনাম) গোপিকারমণং সরঃ (বর্ততে)। তত্র (কাম্যবনে) তীর্থসহস্রাণি (তথা) পৃথক্ পৃথক্ সরাংসি চ (বর্তন্তে) ॥ ৮৭০ ॥

অনুবাদ। স্কন্দপুরাণে মথুরাখণ্ডে—তথায় কাম্যবনে গোপিকারমণ-সরোবর বিরাজিত। ইহার অপর নাম—কাম্যসরোবর। সেই কাম্যবনে সহস্র সহস্র তীর্থ ও পৃথক্ পৃথক্ সরোবর আছে ॥ ৮৭০ ॥

এই কামসরোবর মহাসুখময়।
কামসরোবরে কামসাগর কহয় ॥ ৮৭১ ॥
দেখহ **সুরভিকুণ্ড**—শোভা অতিশয়।
গো-গোপ-সহিত কৃষ্ণ এথা বিলসয় ॥ ৮৭২ ॥
এই **চতুর্ভুজকুণ্ড**—পরম নির্জন।
এথা যে কৌতুক তাহা না হয় বর্ণন ॥ ৮৭৩ ॥
দেখহ **ভোজনস্থলী**—কৃষ্ণ এইখানে।
করিলেন ভোজনকৌতুক সখা-সনে ॥ ৮৭৪ ॥
দেখহ **বাজন-শিলা**, অহে শ্রীনিবাস।
এথা নানা বাদ্যে হয় সবার উল্লাস ॥ ৮৭৫ ॥
পরশুরাম-স্থিতিস্থান করহ দর্শন।
এথা সিংহাসনে বসিলেন নারায়ণ ॥ ৮৭৬ ॥
এ **সন্তনকুণ্ড, বেদকুণ্ড, দামোদর**।
এ **গন্ধর্বকুণ্ড পৃথূদক-কুণ্ডবর** ॥ ৮৭৭ ॥
দেখহ **অযোধ্যা-কুণ্ড**—পরম-নির্জন।
বিস্তারিতে নারি এ কুণ্ডের বিবরণ ॥ ৮৭৮ ॥

শ্রীনৃসিংহকুণ্ড দেখ, **অর্ঘ্যকুণ্ড** আর।
এ **মধুসূদনকুণ্ড**—মহিমা প্রচার ॥ ৮৭৯ ॥
রোহিণীকুণ্ড, গোপালকুণ্ড, গোদাবরী।
দেখহ **দেবকীকুণ্ড**—অপূর্ব্ব মাধুরী ॥ ৮৮০ ॥
চৌর্য্যখেলা-স্থান এ পর্ব্বত—ব্যোমাসুরে।
বধিলা কৌতুকে কৃষ্ণ এই গোফাদ্বারে ॥ ৮৮১ ॥
দেখহ **প্রহ্লাদকুণ্ড লক্ষ্মীকুণ্ড** আর।
কাম্যবনে যত তীর্থ—লেখা নাই তার ॥ ৮৮২ ॥
কৃষ্ণক্রীড়া-স্থান এই পর্ব্বত-উপর।
এথা হৈতে দেখ চতুর্দ্দিক্ মনোহর ॥ ৮৮৩ ॥
ওই **ধূলাউড়া** গ্রাম দেখ শ্রীনিবাস।
ওথা গাভীপদরেণু ব্যাপিল আকাশ ॥ ৮৮৪ ॥
উধানামে গ্রাম ওই সর্ব্বলোকে কয়।
ওথা রহি' উদ্ধব গেলেন নন্দালয় ॥ ৮৮৫ ॥
এ **আটোর**-গ্রাম রম্য, নির্জ্জন এথায়।
কৃষ্ণাষ্টপ্রহর মগ্ন হয়েন ক্রীড়ায় ॥ ৮৮৬ ॥
দেখহ **কদম্বখণ্ডী, স্বর্ণহার**গ্রাম।
রত্নকুণ্ড, চতুর্ম্মুখ—স্থান অনুপম ॥ ৮৮৭ ॥
স্বর্ণহার-স্থানেতে বিলাস অতিশয়।
'সোন আর' 'সোনহেরা'-নাম এবে কয় ॥ ৮৮৮ ॥
দেখহ পর্ব্বত—এথা কৃষ্ণ-গোচারণে।
যে আনন্দ পান তা' কহিতে কেবা জানে ॥ ৮৮৯ ॥
বৃষভানুপুর এ—**বর্ষান** নাম কয়।
পর্ব্বত-সমীপে বৃষভানুর আলয় ॥ ৮৯০ ॥
অপূর্ব্ব পর্ব্বত—এথা ব্রজেন্দ্রকুমার।
করিলেন দানলীলা অন্য-অগোচর ॥ ৮৯১ ॥
এইখানে রাধিকার মানভঙ্গ হৈল।
এথা কৃষ্ণ বিবিধ বিলাসে মত্ত হৈল ॥ ৮৯২ ॥
পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যে এ সঙ্কীর্ণপথে।
যে কৌতুক তাহা কেহ না পারে কহিতে ॥ ৮৯৩ ॥
এবে এ **সাঁকরিখোর** নাম সবে কয়।
দান-মান-বিলাসপর্ব্বত গড়ত্রয় ॥ ৮৯৪ ॥
অহে শ্রীনিবাস, শ্রীরাধিকা সখীসনে।
বাল্যাবেশে নানা খেলা খেলিলা এথানে ॥ ৮৯৫ ॥
রাধিকার অপূর্ব্ব বয়স-সন্ধিকালে।
এথা মহা উল্লাসে বিলসে সখী মিলে ॥ ৮৯৬ ॥

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ উদ্দীপনে ৬ষ্ঠঃ শ্লোকঃ—

বাল্যযৌবনয়োঃ সন্ধির্বয়ঃসন্ধিরিতীর্য্যতে ॥ ৮৯৭ ॥

অন্বয়। বাল্যযৌবনয়োঃ সন্ধিঃ (মিলনং) বয়ঃসন্ধিঃ (ভবতি) ইতি ঈর্য্যতে (কথ্যতে) ॥ ৮৯৭ ॥

অনুবাদ। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে, উদ্দীপনপ্রকরণে ৬ষ্ঠ শ্লোকে—বাল্য অর্থাৎ পৌগণ্ড ও যৌবনের সন্ধিকে অর্থাৎ কৈশোরের প্রথমাংশকে বয়ঃসন্ধি কহে ॥ ৮৯৭ ॥

বাল্যযৌবনের সন্ধি ঐছে চমৎকার।
একরাজ্যে অন্যে যৈছে করে অধিকার ॥ ৮৯৮ ॥

তদ্যথা তত্রৈব ১১শঃ শ্লোকঃ—

বাদ্যং কিঙ্কিণীমাহরত্যুপচয়ং জ্ঞাত্বা নিতম্বো গুণী
মধ্যং ধ্বংসমবেত্য বষ্টি বলিভির্যোগং হ্রসন্মধ্যমম্।
বক্ষঃ সাধু ফলদ্বয়ং বিচিনুতে রাজোপহারক্ষমং
রাধায়াস্তনুরাজ্যমঞ্চতি নবে ক্ষৌণীপতৌ যৌবনে ॥

অন্বয়। ক্ষৌণীপতৌ (রাজনি) নবে যৌবনে রাধায়াঃ তনুরাজ্যম্ অঞ্চতি (অধিকুর্ব্বতি সতি) গুণী (গুণশালী, পক্ষে মেখলাগুণবান্) নিতম্বঃ (আত্মনঃ) উপচয়ং (বৃদ্ধি-সম্ভাবনাং পক্ষে স্থূলত্বং) জ্ঞাত্বা কিঙ্কিণীং বাদ্যম্ আহরতি (সংগৃহ্ণাতি রাজসম্ভাবনার্থমিত্যর্থঃ), হ্রসৎ (হ্রাসং ক্ষীণত্বং গচ্ছৎ) মধ্যমং স্বস্য ধ্বংসং অবেত্য (জ্ঞাত্বা) বলিভিঃ (ত্রিবল্যা, পক্ষে বলবদ্ভিঃ নৃপৈঃ সহ) যোগং (মিলনং) বষ্টি (ইচ্ছতি) ; সাধু বক্ষঃ রাজোপহারক্ষমং (রাজোপহারযোগ্যং) ফলদ্বয়ং (স্তনরূপং) বিচিনুতে (আহরতি) ॥ ৮৯৯ ॥

অনুবাদ। সেই উদ্দীপনপ্রকরণে ১১শ শ্লোকে—নৃপতি নবযৌবন শ্রীরাধার তনুরাজ্যে আগমন করিলে পর, গুণবান্ (কটিডোরশোভিত) নিতম্ব নিজের উন্নতি সম্ভাবনা (স্থূলত্বপ্রাপ্তি) জানিয়া রাজার সম্মানের জন্য কিঙ্কিণীবাদ্য সংগ্রহ করিল ; ক্ষীণত্বপ্রাপ্ত মধ্য (কটি) নিজের ধ্বংস বুঝিতে পারিয়া ত্রিবলীর সহিত মিলিত হইল (বলবান্ অপর নৃপগণের সহিত যোগদান কামনা করিল) এবং সাধু বক্ষঃস্থল রাজাকে উপহার দেওয়ার যোগ্য দুইটি ফল (স্তনদ্বয়) চয়ন করিল ॥ ৮৯৯ ॥

এই কুঞ্জে সখী রাধিকার বেশ করি'।
দেখে নব্য যৌবনের শোভা নেত্র ভরি' ॥ ৯০০ ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ উদ্দীপনে নবযৌবনলক্ষণে ১২শঃ শ্লোকঃ—
দরোদ্ভিন্নস্তনং কিঞ্চিচ্চলাক্ষং মন্থরস্মিতম্।
মনাগভিস্ফুরদ্ভাবং নব্যং যৌবনমুচ্যতে ॥ ৯০১ ॥

অন্বয়। দরোদ্ভিন্নস্তনং (দরেণ ঈষৎ উদ্ভিন্নৌ প্রকটিতৌ স্তনৌ যস্মিন্ তৎ) কিঞ্চিচ্চলাক্ষং (কিঞ্চিৎ চলে চঞ্চলে অক্ষিণী যস্মিন্ তৎ) মন্থরস্মিতং (মুখাৎ নির্গমনে বিলম্বমানস্মিতং মন্দহাস্যং যস্মিন্ তৎ) মনাগভিস্ফুরদ্ভাবং (মনাক্ কিঞ্চিৎ অভিস্ফুরন্ প্রকাশমানঃ ভাবঃ যত্র তৎ) নব্যং যৌবনম্ উচ্যতে ॥ ৯০১ ॥

অনুবাদ। উক্ত উদ্দীপন-প্রকরণে ১২শ শ্লোকে নবযৌবনের লক্ষণ—যে বয়সে স্তনস্থানে স্তনভাবের কিঞ্চিৎ প্রকাশ, নয়নে ঈষৎ চাঞ্চল্যের প্রকাশ, মৃদু হাস্য ধীরে ধীরে নির্গত হয় ও মনে ভাবের ঈষৎ স্ফুরণ হয়, তাহাকে নব্যযৌবন কহে ॥ ৯০১ ॥

এ নীপকাননে সুখে রাধা বিলসয়।
ব্যক্ত যৌবনের শোভা সখী নিরীখয় ॥ ৯০২ ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ উদ্দীপনে ব্যক্তযৌবনলক্ষণং ১২শঃ শ্লোকঃ—
বক্ষঃ প্রব্যক্তবক্ষোজং মধ্যঞ্চ সুবলিত্রয়ম্।
উজ্জ্বলানি তথাঙ্গানি ব্যক্তে স্ফুরতি যৌবনে ॥৯০৩॥

অন্বয়। ব্যক্তে যৌবনে স্ফুরতি (প্রকাশমানে সতি) বক্ষঃ প্রব্যক্তবক্ষোজং (সুবিকশিতস্তনং), মধ্যং (কটিদেশঃ) সুবলিত্রয়ং (সুন্দরত্রিবলিযুক্তং) চ তথা অঙ্গানি উজ্জ্বলানি (ভবন্তি) ॥ ৯০৩ ॥

অনুবাদ। ব্যক্ত যৌবনের স্ফূর্তি হইলে বক্ষঃস্থলে স্তনদ্বয়ের সুপ্রকাশ হয়, কটিদেশে সুন্দর ত্রিবলী শোভা করে, এবং অঙ্গসকল উজ্জ্বল হয় ॥ ৯০৩ ॥

সকল সম্ভবে ব্যক্তযৌবনী সদাই।
অনঙ্গ চাতুরী রসবর্দ্ধিনী সে রাই ॥ ৯০৪ ॥
এ মদনকুঞ্জে সুখে সখীর সঙ্গেতে।
কিবা সে অদ্ভুত শোভা পূর্ণযৌবনেতে ॥ ৯০৫ ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ উদ্দীপনে পূর্ণযৌবন-লক্ষণে ৪১শঃ শ্লোকঃ—
নিতম্বো বিপুলো মধ্যং কৃশমঙ্গং বরদ্যুতি।
পীনৌ কুচাবূরুযুগ্মং রম্ভাভং পূর্ণযৌবনে ॥ ৯০৬॥

অন্বয়। পূর্ণ-যৌবনে নিতম্বঃ বিপুলঃ, মধ্যং কৃশং অঙ্গং বরদ্যুতি (উজ্জ্বলকান্তিবিশিষ্টং) কুচৌ পীনৌ (পুষ্টৌ), ঊরুযুগ্মং রম্ভাভং (কদলীসদৃশং ভবতি) ॥ ৯০৬ ॥

অনুবাদ। উক্ত উদ্দীপনপ্রকরণে ৪১তম শ্লোকের পূর্ণযৌবন-লক্ষণ—পূর্ণ-যৌবনকালে নিতম্ব বিপুলাকার, কটি ক্ষীণ, অঙ্গ উজ্জ্বলকান্তিমণ্ডিত, স্তনদ্বয় স্থূল, ঊরুযুগল কদলী-বৃক্ষসদৃশ হয়॥

কি বলিব—এ তমাল কুঞ্জে সখীগণ।
করাইল ছলে রাধাকৃষ্ণের মিলন ॥ ৯০৭ ॥
'চিকসৌলী'-গ্রাম—পূর্ব্বে এই চিত্রশালী।
এথা রাই বিচিত্র বেশেতে দক্ষ আলি ॥ ৯০৮ ॥
পর্ব্বতগহ্বরে দেখ নিবিড় কানন।
এবে লোকে কহে এই **'গহ্বর-বন'** ॥ ৯০৯ ॥
এ **'শীতলাকুণ্ড'**—সুবেষ্টিত বৃক্ষগণ।
দেখহ **'দোহনী-কুণ্ড'**—এথা গোদোহন ॥ ৯১০ ॥
'ডভরারো'-গ্রাম এই—কৃষ্ণের এখানে।
ভরিল নয়নে অশ্রু রাধিকা-দর্শনে ॥ ৯১১ ॥
ডভরারো—অর্থ অশ্রুযুক্ত-নেত্রে কয়।
এবে লোকে প্রসিদ্ধ ডাভারো নাম হয় ॥ ৯১২ ॥
দেখ **'মুক্তাকুণ্ড'**—এথা রাধিকা সুন্দরী।
মুক্তাক্ষেত কৈলা কৃষ্ণ-সহ বাদ করি ॥ ৯১৩ ॥
বৃষভানুপুর পূর্ব্বে দেখ **'ভানুখোর'**।
অতি স্নিগ্ধ সলিল, শোভার নাই ওর ॥ ৯১৪ ॥
দেখহ **'পিয়াল'**-সরোবর গ্রামোত্তরে।
প্রিয়া-প্রিয় দোঁহে এথা নানাক্রীড়া করে ॥ ৯১৫ ॥
জিয়ালবৃক্ষের বন এথা অতিশয়।
শোভা দেখি' সখীসহ দোঁহে হৃষ্ট হয় ॥ ৯১৬ ॥
এই **'পিলুখোর'**—এথা পিলুফলছলে।
সখীসহ রাইকানুক্রীড়া কুতূহলে ॥ ৯১৭ ॥
'ভানুখোর', 'পিলুখোর' এবে লোকে কয়।
ভানু-পিলু-সরোবর পূর্ব্বে নাম হয় ॥ ৯১৮ ॥
বর্ষাণ-নিকটে এই নদী যে ত্রিবেণী।
এথা কৃষ্ণলীলা যৈছে কহিতে না জানি ॥ ৯১৯ ॥
দেখ কৃষ্ণ-লীলাস্থলী অতি অনুপম।
কথো লুপ্ত হৈল বজ্রকৃত যে যে গ্রাম ॥ ৯২০ ॥

এই 'প্রেমসরোবর' দেখ শ্রীনিবাস।
এথা প্রেমবৈচিত্ত্য-ভাবের পরকাশ ॥ ২২১ ॥
দেখহ 'বিহ্বলকুণ্ড'—শ্রীকৃষ্ণ এথাতে।
হইলা বিহ্বল রাইনাম শ্রবণেতে ॥ ২২২ ॥
এ 'সঙ্কেতকুঞ্জে' সখী সঙ্কেত করিয়া।
রাই-কানু দোঁহারে আনেন যত্ন পাইয়া ॥ ২২৩ ॥
অলক্ষিত প্রথম গমন শুভক্ষণে।
পূর্ব্বরাগে সংক্ষেপ-মিলন এইখানে ॥ ২২৪ ॥
পূর্ব্বরাগে যে কৌতুক—কহিলে না হয়।
পূর্ব্বরাগলক্ষণ শাস্ত্রেতে নিরূপয় ॥ ২২৫ ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ বিপ্রলম্ভপ্রকরণে ৫মঃ শ্লোকঃ—

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে ॥ ২২৬ ॥

অন্বয়। তয়োঃ (নায়কনায়িকয়োঃ) সঙ্গমাৎ (মিলনাৎ) পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা (দর্শনশ্রবণাদিনা উৎপন্না) যা রতিঃ উন্মীলতি (বিকাশং প্রাপ্নোতি) স প্রাজ্ঞৈঃ (অভিজ্ঞৈঃ রসজ্ঞৈঃ) পূর্ব্বরাগ উচ্যতে ॥ ২২৬ ॥

অনুবাদ। উজ্জ্বলনীলমণিতে বিপ্রলম্ভপ্রকরণে ৫ম শ্লোকে—নায়কনায়িকার মিলনের পূর্ব্বে পরস্পরের দর্শন-শ্রবণাদিজনিত যে রতি উন্মেষ লাভ করে, প্রাজ্ঞগণ তাহাকে পূর্ব্বরাগ কহেন ॥ ২২৬ ॥

দেখ 'কৃষ্ণকুণ্ডাদিক'-স্থান মনোহর।
সঙ্কেতে অশেষ লীলা অন্য-অগোচর ॥ ২২৭ ॥
নন্দীশ্বর-বর্ষাণ-গ্রামীর লোকচয়।
তা' সবার গতাগতি এই পথে হয় ॥ ২২৮ ॥
এই পথে শ্রীরাধিকা পিতার ঘর হৈতে।
যাবট-গ্রামেতে যান শ্বশুরালয়েতে ॥ ২২৯ ॥
এ অপূর্ব্ব বন স্নিগ্ধ ছায়া নিরন্তর।
নানা শব্দ করে পক্ষী, গুঞ্জরে ভ্রমর ॥ ২৩০ ॥
দেখ শ্রীনিবাস 'নন্দীশ্বর' নন্দালয়।
এথা গূঢ়রূপে রামকৃষ্ণ বিলসয় ॥ ২৩১ ॥

তথাহি শ্রীদশমে ৪৪য় অধ্যায়ে ১৩শঃ শ্লোকঃ—

পুণ্যা বত ব্রজভুবো যদয়ং নৃলিঙ্গ-
গূঢ়ঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ।
গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ ক্বণয়ংশ্চ বেণুং
বিক্রীড়য়াঞ্চতি গিরিত্ররমার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥ ২৩২ ॥

অন্বয়। বত (অহো) ব্রজভুবঃ (ব্রজভূময়ঃ) পুণ্যাঃ (ধন্যা ভবন্তি) যৎ (যাসু) অয়ং নৃলিঙ্গগূঢ়ঃ (স্বরূপতঃ মনুষ্যরূপী কিন্তু গূঢ়ঃ অজ্ঞানাম্ অভক্তানাম্ অগোচরঃ) বনচিত্রমাল্যঃ (বিচিত্রবনমালাশোভিতঃ) গিরিত্ররমার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিঃ (শিবেন লক্ষ্ম্যা চ অর্চ্চিতচরণঃ) পুরাণপুরুষঃ (সনাতনপুরুষঃ কৃষ্ণঃ) সহবলঃ (বলদেবেন সহ) গাঃ পালয়ন্ (চারয়ন্) বেণুং ক্বণয়ন্ (বাদয়ন্) চ বিক্রীড়য়া (বিবিধলীলয়া) অঞ্চতি (ভ্রমতি) ॥ ২৩২ ॥

অনুবাদ। দশম স্কন্ধে ৪৪তম অধ্যায়ে ১৩শ শ্লোকে—আহা! ব্রজভূমিসকলই ধন্য যথায় মনুষ্যরূপী, গূঢ়, বিচিত্র-বনমালাশোভিত, শিব ও লক্ষ্মীকর্ত্তৃক সেবিতচরণ এই সনাতন পুরুষ (শ্রীকৃষ্ণ) বলদেবের সহিত গো-চারণ ও বেণুবাদন করিতে করিতে বিবিধক্রীড়া প্রকাশপূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া থাকেন ॥

এই দেখ নন্দের বসতি-সীমাস্থান।
নন্দের ভবন—পূর্ব্বে অপূর্ব্ব উদ্যান ॥ ২৩৩ ॥
যাবট হইতে শ্রীরাধিকা সখী-সাথে।
নন্দের আলয়ে আইসেন এই পথে ॥ ২৩৪ ॥
অহে শ্রীনিবাস এ পাবন-সরোবরে।
স্নান করি' কৃষ্ণে যে দেখয়ে নন্দীশ্বরে ॥ ২৩৫ ॥
শ্রীনন্দ-শ্রীযশোদার করিলে দর্শন।
সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ তার হয় সেইক্ষণ ॥ ২৩৬ ॥

তথাহি মথুরামাহাত্ম্যে—

পাবনে সরসি স্নাত্বা কৃষ্ণং নন্দীশ্বরে গিরৌ।
দৃষ্ট্বা নন্দং যশোদাঞ্চ সর্ব্বাভীষ্টমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৩৭ ॥

অন্বয়। পাবনে সরসি স্নাত্বা (ততঃ) নন্দীশ্বরে গিরৌ (পর্ব্বতে) কৃষ্ণং নন্দং যশোদাঞ্চ দৃষ্ট্বা (লোকঃ) সর্ব্বাভীষ্টম্ অবাপ্নুয়াৎ (লভেত) ॥ ২৩৭ ॥

অনুবাদ। মথুরামাহাত্ম্যে—পাবন-সরোবরে স্নান করিয়া নন্দীশ্বর পর্ব্বতে কৃষ্ণ, নন্দ ও যশোদাকে দর্শন করিলে লোক সকল অভীষ্ট প্রাপ্ত হয় ॥ ২৩৭ ॥

এ পাবন-সরোবর কৃষ্ণপ্রিয় অতি।
দেখি' এ অপূর্ব্ব শোভা কেবা করে স্তুতি ॥ ২৩৮ ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৫৯শঃ শ্লোকঃ—

কদম্বানাং ব্রাতৈর্মধুপকুলঝঙ্কারললিতৈঃ
পরীতে যত্রৈব প্রিয়সলিললীলাহৃতিমিষৈঃ।
মুহুর্গোপেন্দ্রস্যাত্মজমভিসরন্ত্যম্বুজদৃশো
বিনোদেন প্রীত্যা তদিদমবতাৎ পাবনসরঃ ॥ ৯৩৯ ॥

অন্বয় । মধুপকুল-ঝঙ্কারললিতৈঃ (ভ্রমরাণাং ঝঙ্কারেণ মধুরৈঃ) কদম্বানাং (কদম্ববৃক্ষাণাং) ব্রাতৈঃ (সমূহৈঃ) পরীতে (পরিবেষ্টিতে) যত্র (পাবনসরসি) এব অম্বুজদৃশঃ (কমলাক্ষ্যঃ গোপ্যঃ) প্রিয়সলিললীলাহৃতিমিষৈঃ (প্রিয়ৈঃ জলক্রীড়া-চৌর্য্য-জলসেচনৈঃ) বিনোদেন (আনন্দয়িতুমিত্যর্থঃ) গোপেন্দ্রস্য (গোপরাজস্য নন্দস্য) আত্মজং (পুত্রং কৃষ্ণং) প্রীত্যা (প্রীতিবশাৎ) মুহুঃ অভিসরন্তি তৎ ইদং পাবনসরঃ (অস্মান্) অবতাৎ ॥ ৯৩৯ ॥

অনুবাদ । স্তবাবলীতে ব্রজবিলাসস্তবের ৫৯তম শ্লোকে —ভ্রমরকুলের ঝঙ্কারে মনোরম কদম্ববৃক্ষসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত যে পাবনসরোবরে কমলাক্ষী গোপীগণ প্রিয় জলখেলা-চৌর্য্য-জলসেচনদ্বারা কৃষ্ণের আনন্দবিধান করিবার জন্য প্রীতিভরে গোপেন্দ্রনন্দনের পুনঃ পুনঃ অভিসার করে, এই সেই পাবনসরোবর আমাদের রক্ষা করুন ॥ ৯৩৯ ॥

দেখ নন্দীশ্বর-চতুর্দ্দিকে কুণ্ডবন।
কৃষ্ণবিলাসের স্থান ভুবন-পাবন ॥ ৯৪০ ॥
পর্ব্বত-উপরে দেখ পুত্রের সহিতে।
শ্রীনন্দ-যশোদা শোভে অপূর্ব্ব গোফাতে ॥ ৯৪১ ॥
অহে শ্রীনিবাস, এথা শ্রীচৈতন্যরায়।
করিতে দর্শন গিয়া প্রবেশে গোফায় ॥ ৯৪২ ॥
শ্রীনন্দ-যশোদা দুই দিকে দুই জন।
মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রে দেখি' প্রফুল্ল নয়ন। ৯৪৩ ॥
শ্রীনন্দ শ্রীযশোদার চরণ বন্দিয়া।
কৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শে উল্লসিত হৈয়া ॥ ৯৪৪ ॥
প্রেমের আবেশে নৃত্য গীত আরম্ভিল।
দেখিয়া সকল লোক বিস্ময় হইল ॥ ৯৪৫ ॥
কেহো কহে—ইহোঁ ত' মনুষ্য কভু নয়।
মনুষ্যে এমন শোভা সম্ভব কি হয় ॥ ৯৪৬ ॥
কেহো কহে—ইহোঁ বৈকুণ্ঠের নারায়ণ।
মনুষ্যের রূপে ব্রজে করয়ে ভ্রমণ ॥ ৯৪৭ ॥
কেহো কহে—অহে ! মোর মনে এই হয়।
পুন বা প্রকট হৈলা নন্দের তনয় ॥ ৯৪৮ ॥
নহিলে এমন চেষ্টা হইব বা কেনে।
পুনঃ পুনঃ পড়ে নন্দ-যশোদাচরণে ॥ ৯৪৯ ॥
নিরন্তর শ্রীপদ্মনয়নে অশ্রু ঝরে।
না জানি কি কর যুড়ি' কহে ধীরে ধীরে ॥ ৯৫০ ॥
কি বলিব অহে ভাই ! ইহার দর্শনে।
'কৃষ্ণ এ নিশ্চয়'—মোর হৈল মনে ॥ ৯৫১ ॥
ঐছে কত কহি' ভাসে প্রেমের তরঙ্গে।
'হরি-বোল' বলিয়া নাচয়ে প্রভু-সঙ্গে ॥ ৯৫২ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসীর শিরোমণি।
এথা যে প্রকাশে প্রেম—কহিতে না জানি ॥ ৯৫৩ ॥
এই যে **তড়াগতীর্থ** সর্ব্বত্র বিদিত।
চতুর্দ্দিকে কিবা বৃক্ষলতা সুশোভিত ॥ ৯৫৪ ॥
অহে শ্রীনিবাসে, অল্পে কহি আর কথা।
দেবমীঢ়-পুত্র পর্জ্জন্যের বাস এথা ॥ ৯৫৫ ॥
কৃপা করি' নারদ আসিয়া নন্দীশ্বরে।
লক্ষ্মীনারায়ণমন্ত্র দিলা পর্জ্জন্যেরে ॥ ৯৫৬ ॥
পর্জ্জন্য তড়াগতীর্থে তপস্যা করিল।
নিজাভীষ্ট পূর্ণ—পঞ্চ নন্দন হইল ॥ ৯৫৭ ॥
উপানন্দ, অভিনন্দ, নন্দ নাম আর।
সনন্দ, নন্দন—পঞ্চ ভ্রাতা এ প্রচার ॥ ৯৫৮ ॥
সেই এ তড়াগ দেখ—কৃষ্ণপ্রিয় হন।
ভক্তের প্রার্থনা সদা তড়াগসেবন ॥ ॥ ৯৫৯ ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৬০শঃ শ্লোকঃ—

পর্জ্জন্যেন পিতামহেন নিতরামারাধ্য নারায়ণং
ত্যক্ত্বাহারমভূতপুত্রক ইহ স্বীয়াত্মজে গোষ্ঠপে।
যত্রাবাপি হরারিহা গিরিধরঃ পৌত্রো গুণৈকাকরঃ
ক্ষুণ্ণাহারতয়া প্রসিদ্ধমবনৌ তস্মৈ তড়াগং গতিঃ ॥ ৯৬০ ॥

অন্বয় । স্বীয়াত্মজে (নিজপুত্রে) গোষ্ঠপে (গোষ্ঠপতৌ নন্দে) অভূতপুত্রকে (অপুত্রকে সতি) ইহ যত্র (তড়াগে) পিতামহেন পর্জ্জন্যেন আহারং ত্যক্ত্বা নারায়ণং

নিতরাং (অতিশয়িতং যথা স্যাৎ তথা) আরাধ্য সুরারিহা (অসুরনিসূদনঃ) গিরিধরঃ (গোবর্দ্ধনধারী) গুণৈকাকরঃ (গুণানাম্ এক এব নিধিঃ) পৌত্রঃ (কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ) অবাপি (প্রাপ্তঃ) তৎ ক্ষুণ্ণাহারতয়া (ক্ষুণ্ণাহারনাম্না) অবনৌ (পৃথিব্যাং) প্রসিদ্ধং তড়াগং মে গতিঃ (ভবতু) ॥ ২৬০ ॥

অনুবাদ। স্তবাবলীতে ব্রজবিলাসস্তবের ৬০তম শ্লোকে—নিজপুত্র গোষ্ঠপতি নন্দ অপুত্রক হইলে পর এই যে তড়াগে পিতামহ পর্জ্জন্যগোপ আহার পরিত্যাগপূর্ব্বক একান্ত-ভাবে নারায়ণের আরাধনা করিয়া অসুরবিনাশন গিরিধারী, সর্ব্বগুণের একমাত্র আধার পৌত্রকে লাভ করিয়াছিলেন, ক্ষুণ্ণাহারনামে জগতে প্রসিদ্ধ সেই তড়াগ আমার গতি হউন॥

ক্ষুণ্ণাহার-সরোবর দেখ শ্রীনিবাস।
কি বলিব এথা যৈছে কৃষ্ণের বিলাস ॥ ২৬১ ॥
ধোয়ানিকুণ্ড, এ—নন্দীশ্বরের ঈশানে।
দধিপাত্র ধৌতজল রহে এইখানে ॥ ২৬২ ॥
এই **কৃষ্ণকুণ্ডে** দেখ কদম্বের বন।
এথা বিহরয়ে রঙ্গে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২৬৩ ॥
দেখহ **ললিতাকুণ্ড**—ললিতা এথায়।
রাধিকারে আনি' ছলে কৃষ্ণেরে মিলায় ॥ ২৬৪ ॥
পরম আশ্চর্য্য **সূর্য্যকুণ্ড** এইখানে।
হইলা অধৈর্য্য সূর্য্য কৃষ্ণদরশনে ॥ ২৬৫ ॥
এই যে **বিশাখাকুণ্ড** করহ দর্শন।
এথা মহারঙ্গে রাইকানুর মিলন ॥ ২৬৬ ॥
দেখ **পৌর্ণমাসীকুণ্ড** পরম-নির্জ্জনে।
পৌর্ণমাসী রহে পর্ণকুটীরে এথানে ॥ ২৬৭ ॥
রাধাকৃষ্ণ-বিলাসে উল্লাস অনিবার।
যৈছে তাঁর ক্রিয়া তা' বুঝিতে শক্তি কার ॥ ২৬৮ ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ২৫শঃ শ্লোকঃ—

গূঢ়ং তৎসুবিদগ্ধতাচ্ছিতসখীদ্বারোন্নয়ন্তী তয়োঃ
প্রেম্না সুষ্ঠু বিদগ্ধয়োরহরহর্দিনং মানাভিসারোৎসবম্।
রাধামাধবয়োঃ সুখামৃতরসং যৈবোপভুঙ্‌ক্তে মুহু-
র্গোষ্ঠে ভব্যবিধায়িনীং ভগবতীং তাং পৌর্ণমাসীং ভজে ॥

অন্বয়। যা (পৌর্ণমাসী) গোষ্ঠে অহর্দিনং (প্রত্যহং) বিদগ্ধয়োঃ (রসময়য়োঃ) রাধামাধবয়োঃ মানাভিসারোৎসবং প্রেম্না (প্রেমভরেণ) গূঢ়ং (তথা) সুষ্ঠু (যথা স্যাৎ তথা) তৎসুবিদগ্ধতাচ্ছিতসখীদ্বারা (তস্মিন্ অভিসারাদিসংঘটন-কার্য্যে নিপুণতয়া হেতুনা সম্মানিতসখীদ্বারা) উন্নয়ন্তী (সংঘটয়ন্তী) তয়োঃ (রাধাকৃষ্ণয়োঃ) এব সুখামৃতরসং মুহুঃ উপভুঙ্‌ক্তে ভব্যবিধায়িনীং (মঙ্গলকারিণীং) ভগবতীং তাং পৌর্ণমাসীং ভজে॥

অনুবাদ। স্তবাবলীতে ব্রজবিলাসস্তবের ২৫শ শ্লোকে—যে পৌর্ণমাসী রাধাকৃষ্ণের অভিসারাদি সংঘটনকার্য্যে নিপুণতাহেতু সকলের পূজ্য, সখীদ্বারা গোষ্ঠে প্রত্যহ প্রেমভরে গোপনে ও সুষ্ঠুভাবে রসময় রাধামাধবের মান-অভিসারোৎসব সম্পাদন করাইয়া রাধাকৃষ্ণের আনন্দামৃতরস পুনঃ পুনঃ উপভোগ করিয়া থাকেন, মঙ্গলবিধায়িনী ভগবতী সেই পৌর্ণ-মাসীর ভজনা করি ॥২৬৯॥

এথা **নান্দীমুখীর** আলয় মনোহর।
দেহ রাধাকৃষ্ণসুখে সুখী নিরন্তর ॥ ২৭০ ॥
শ্রীনান্দীমুখীর চারু চরিত্র যতনে।
বর্ণিলেন পূর্ব্বে মহাভাগবতগণে ॥ ২৭১ ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৩৪শঃ শ্লোকঃ—

অবন্তীতঃ কীর্ত্তেঃ শ্রবণভরতো মুগ্ধহৃদয়া
প্রগাঢ়োৎকণ্ঠাভির্ব্রজভুবমুরীকৃত্য কিল যা।
মুদা রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলরসসুখং বর্দ্ধয়তি তাং
মুখীং নান্দীপূর্ব্বাং সততমভিবন্দে প্রণয়তঃ ॥২৭২॥

অন্বয়। যা (নান্দীমুখী) কিল কীর্ত্তেঃ (রাধাকৃষ্ণয়োঃ যশসঃ) শ্রবণভরতঃ (শ্রবণভরেণ) মুগ্ধহৃদয়া (সতী) প্রগাঢ়োৎকণ্ঠাভিঃ অবন্তীতঃ (অবন্ত্যাঃ ইত্যর্থঃ) ব্রজভুবং (ব্রজভূমিং) উরীকৃত্য (স্বীকৃত্য আগত্য ইত্যর্থঃ) মুদা (আনন্দেন) রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলরসসুখং (রাধাকৃষ্ণয়োঃ মাধুর্য্য-রসানন্দং) বর্দ্ধয়তি তাং নান্দীপূর্ব্বাং মুখীং (নান্দীমুখীং) সততং প্রণয়তঃ (প্রেমভরেণ) অভিবন্দে ॥ ২৭২ ॥

অনুবাদ। স্তবাবলীতে ব্রজবিলাসস্তবের ৩৪তম শ্লোকে—যে নান্দীমুখী রাধামাধবের যশোগাথা শ্রবণভরে অন্তরে-মুগ্ধ হইয়া প্রগাঢ় উৎকণ্ঠাবশতঃ অবন্তী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ব্রজভূমিতে অবস্থান স্বীকার করিয়া আনন্দের সহিত রাধাকৃষ্ণের মধুররসানন্দ বর্দ্ধন করেন, সেই নান্দীমুখীকে প্রেমভরে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে বন্দনা করি ॥ ২৭২ ॥

দেখহ পরম রম্য কুঞ্জ ঠাঁই ঠাঁই।
এসকল স্থানে কৃষ্ণ-লীলা অন্ত নাই ॥ ৯৭৩ ॥
এই **শ্রীযশোদাকুণ্ড**—যশোদা এখানে।
দেখ রামকৃষ্ণ ক্রীড়া করে সখাসনে ॥ ৯৭৪ ॥
অহে শ্রীনিবাস, কৃষ্ণ প্রেমানন্দময়।
বিবিধ বয়সে এথা বিলসে অতিশয় ॥ ৯৭৫ ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
প্রথমলহর্য্যাং ১৫৮মঃ শ্লোকঃ—

বয়ঃ কৌমারপৌগণ্ডকৈশোরমিতি তত্রিধা।
কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
আ ষোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনং স্যাত্ততঃ পরম্॥৯৭৬॥

অন্বয় । তৎ বয়ঃ কৌমার-পৌগণ্ড-কৈশোরম্ ইতি (বিভাগেন সংজ্ঞয়া চ) ত্রিধা (ত্রিবিধং ভবতি)। পঞ্চমাব্দান্তং (পঞ্চমবৎসরপর্য্যন্তং) কৌমারং (ভবতি) দশমাবধি (পঞ্চমাৎ পরং দশমপর্য্যন্তং) পৌগণ্ডং (ভবতি), (দশমাৎ পরং) আ ষোড়শাৎ (ষোড়শবর্ষাৎ প্রাক্) কৈশোরং (ভবতি), ততঃ পরং যৌবনং স্যাৎ (ভবতি) ॥ ৯৭৬ ॥

অনুবাদ । শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণবিভাগে প্রথম-লহরীতে ১৫৮তম শ্লোকে—সেই বয়স তিনভাগে বিভক্ত, যথা—কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর। জন্ম হইতে পঞ্চম-বৎসরপর্য্যন্ত—কৌমার; তারপর দশমবৎসরপর্য্যন্ত—পৌগণ্ড; তারপর ষোড়শবৎসরের পূর্ব্বপর্য্যন্ত—কৈশোর। অতঃপর যৌবনকাল ॥

কৌমার বয়সে কৃষ্ণে যশোদা এখানে।
প্রকাশে যে বাৎসল্য তা' কহিতে কে জানে ॥ ৯৭৭ ॥
কৌমার-বয়সাবেশে কৃষ্ণ নিরন্তর।
বাঢ়ান মায়ের সুখ অন্য অগোচর ॥ ৯৭৮ ॥

তথাহি তত্রৈব ১৫৯মঃ শ্লোকঃ—

ঔচিত্যাত্তত্র কৌমারং বক্তব্যং বৎসলে রসে ॥ ৯৭৯ ॥

অন্বয় । (তত্তৎখেলাদিযোগতঃ) ঔচিত্যাৎ (যোগ্যতয়া) তত্র (বিষয়ে) বৎসলে রসে কৌমারং (তদ্বয়ঃ) বক্তব্যম্ ॥

অনুবাদ । ক্রীড়াভেদে বৎসলরসে কৌমারবয়স উচিত হয় ॥ ৯৭৯ ॥

পৌগণ্ড বয়সে কৃষ্ণ এ-নীপ-কাননে।
উপজে কৌতুক যে তা দেখে প্রিয়গণে ॥ ৯৮০ ॥
পৌগণ্ড বয়স আদি মধ্য শেষ ময়।
ইথে যে খেলাদি সে পরমানন্দময় ॥ ৯৮১ ॥

তথাহি তত্রৈব ১৫৯মঃ শ্লোকঃ—

পৌগণ্ডং প্রেয়সি তথা তত্তৎখেলাদিযোগতঃ ॥ ৯৮২ ॥

অন্বয় । তত্তৎখেলাদিযোগতঃ (বিভিন্নক্রীড়াভেদাৎ) প্রেয়সি (সখ্যরসে) তথা পৌগণ্ডং (বয়ঃ) (বক্তব্যম্) ॥

অনুবাদ । ক্রীড়াভেদে সখ্যরসে সেইপ্রকার পৌগণ্ড বয়স কথিত হয় ॥ ৯৮২ ॥

তত্রৈব পশ্চিমবিভাগে ৩য়-লহর্য্যাং ২৩শঃ শ্লোকঃ—

আদ্যং মধ্যং তথা শেষং পৌগণ্ডঞ্চ ত্রিধা ভবেৎ ॥

অন্বয় । আদ্যং মধ্যং তথা শেষং পৌগণ্ডঞ্চ (বয়ঃ) ত্রিধা (ত্রিবিধং) ভবেৎ ॥ ৯৮৩ ॥

অনুবাদ । ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পশ্চিমবিভাগে ৩য় লহরীতে ২৩শ শ্লোকে—পৌগণ্ডবয়স আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য-ভেদে ত্রিবিধ ॥ ৯৮৩ ॥

আদ্য পৌগণ্ডে কৃষ্ণাঙ্গ শোভাতিসুন্দর।
এথা বৎসচারণাদি চেষ্টা মনোহর ॥ ৯৮৪ ॥

তথাহি তত্রৈব ২৩।২৪শৌ শ্লোকৌ—

অধরাদেঃ সুলৌহিত্যং জঠরস্য চ তানবম্।
কম্বুগ্রীবোদ্গমাদ্যঞ্চ পৌগণ্ডে প্রথমে সতি ॥ ৯৮৫ ॥
পুষ্পমণ্ডনবৈচিত্রী চিত্রাণি গিরিধাতুভিঃ।
পীতপট্টদুকূলাদ্যমিহ প্রোক্তং প্রসাধনম্ ॥ ৯৮৬ ॥
সর্ব্বাটবীপ্রচারেণ নৈচিকীচয়চারণম্।
নিযুদ্ধকেলিনৃত্যাদিশিক্ষারম্ভোঽত্র চেষ্টিতম্ ॥ ৯৮৭ ॥

অন্বয় । পৌগণ্ডে (বয়সি) প্রথমে সতি (আদি-পৌগণ্ডে) (শ্রীকৃষ্ণস্য) অধরাদেঃ (অধরোষ্ঠাদীনাং) সুলৌহিত্যং (গাঢ়রক্তিমা) জঠরস্য (উদরস্য) তানবং (ক্ষীণতা) চ, কম্বুগ্রীবোদ্গমাদ্যং চ (কণ্ঠে শঙ্খবৎ রেখাত্রয়স্য উদয়শ্চ) পুষ্পমণ্ডনবৈচিত্রী (বিচিত্রপুষ্পালঙ্কারসজ্জা) গিরিধাতুভিঃ (গৈরিকাদিভিঃ) চিত্রাণি (চিত্রাঙ্কনানি) (এতানি লক্ষণানি দৃশ্যন্তে)। ইহ (পৌগণ্ডবয়সি) পীতপট্টদুকূলাদ্যং (পীতপট্ট-বস্ত্রাদিকং) প্রসাধনং (সজ্জাকরণং) প্রোক্তং (কথিতম্)॥ (পৌগণ্ডবয়সি) সর্ব্বাটবীপ্রচারেণ (দূরনিকটস্থাদিসর্ব্ব-বনভ্রমণেন) নৈচিকীচয়চারণং (নৈচিকীনাং গবাং চয়ঃ তস্য

চারণং অর্থাৎ গোচারণং) নিযুদ্ধকেলিনৃত্যাদিশিক্ষারম্ভঃ (নিযুদ্ধং বাহুযুদ্ধং তদেব কেলিঃ ক্রীড়া, নৃত্যং নর্ত্তনং চ আদির্যস্য তস্য শিক্ষায়াঃ আরম্ভঃ) অত্র (অস্মিন্ বয়সি) চেষ্টিতম্ (কার্য্যম্) ॥ ২৮৫-২৮৭ ॥

অনুবাদ। আদ্যপৌগণ্ডে অধরাদির মনোহর রক্তিমা, উদরের কৃশতা, কণ্ঠে শঙ্খের ন্যায় রেখাত্রয়ের উদ্গম ইত্যাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে। পৌগণ্ডবয়সে পুষ্পালঙ্কারের বিচিত্রতা, গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা চিত্র, বিচিত্র ও পীত পট্টবস্ত্রাদি এইসকল প্রসাধন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অপর বনসমূহের মধ্যে গমন করিয়া গোচারণ, বাহুযুদ্ধক্রীড়া ও নৃত্যশিক্ষারম্ভ ইত্যাদি পৌগণ্ড বয়সের চেষ্টা ॥

মধ্য পৌগণ্ডেতে প্রায় কৈশোর স্পর্শয়ে।
বিলসে এথায় চেষ্টা কহিলে না হয়ে ॥ ২৮৮ ॥

তথাহি তত্রৈব ২৫শঃ শ্লোকঃ—

নাসা সুশিখরা তুঙ্গা কপোলৌ মণ্ডলাকৃতী।
পার্শ্বাদ্যঙ্গং সুবলিতং পৌগণ্ডে সতি মধ্যমে ॥ ২০৯ ॥
উষ্ণীষং পট্টসূত্রোত্থপাশেনাত্র তড়িত্ত্বিষা।
যষ্টিঃ শ্যামা ত্রিহস্তোচ্চা স্বর্ণাগ্রেত্যাদি মণ্ডনম্ ॥ ২৯০ ॥
ভাণ্ডীরে ক্রীড়নং শৈলোদ্ধারণাদ্যঞ্চ চেষ্টিতম্ ॥ ২৯১ ॥

অন্বয়। পৌগণ্ডে মধ্যমে সতি (মধ্যপৌগণ্ডে) নাসা (নাসিকা) সুশিখরা (মনোহরাগ্রা) তুঙ্গা (উন্নতা) কপোলৌ (গণ্ডদেশৌ) মণ্ডলাকৃতী (গোলাকারৌ) পার্শ্বাদ্যঙ্গং (পার্শ্বাদীনি অঙ্গানি) সুবলিতং (শোভনবলিরেখাযুক্তং) অত্র (পৌগণ্ডে) তড়িত্ত্বিষা (বিদ্যুৎকান্তিযুক্তেন) পট্টসূত্রোত্থপাশেন (পট্টরজ্জুনা) উষ্ণীষং (শিরস্ত্রাণং), যষ্টিঃ শ্যামা (হরিদ্বর্ণা) ত্রিহস্তোচ্চা (ত্রিহস্তদীর্ঘা) স্বর্ণাগ্রা (স্বর্ণেন মণ্ডিতাগ্রা) ইত্যাদিমণ্ডনম্ (এবম্প্রকার-সজ্জা)। ভাণ্ডীরে (বটবৃক্ষে) ক্রীড়নং, শৈলোদ্ধারণাদ্যং (গোবর্দ্ধনগিরিধারণাদিকং) চ চেষ্টিতম্ (কার্য্যং লীলা বা) ॥ ২৮৯-২৯১ ॥

অনুবাদ। মধ্য পৌগণ্ডে নাসা ও ললাট উচ্চ, গণ্ডদ্বয় মণ্ডলাকৃতি, পার্শ্বাদি অঙ্গসকল স্পষ্টরূপে ত্রিবলিরেখাযুক্ত হয়।

মধ্য পৌগণ্ডের ভূষণ যথা—বিদ্যুদ্বর্ণ, পট্টসূত্রজনিত রজ্জুদ্বারা উষ্ণীষ-বন্ধন এবং অগ্রভাগে স্বর্ণমণ্ডিত ত্রিহস্ত উচ্চ শ্যামবর্ণ যষ্টিধারণ।

মধ্য পৌগণ্ডের চেষ্টা যথা—ভাণ্ডীরবটে ক্রীড়া ও পর্ব্বতোত্তোলনাদি ॥ ২৮৯-২৯১ ॥

তত্রৈব ২৭শঃ শ্লোকঃ—

পৌগণ্ডমধ্য এবায়ং হরির্দীব্যন্ বিরাজতে।
মাধুর্য্যাদ্ভুতরূপত্বাৎ কৈশোরাগ্রাংশভাগিব ॥ ২৯২ ॥

অন্বয়। অয়ং হরিঃ (কৃষ্ণঃ) পৌগণ্ডমধ্যে (মধ্য-পৌগণ্ডে) এব মাধুর্য্যাদ্ভুতরূপত্বাৎ (মাধুর্য্যেণ বর্ণপুষ্টতাদীনাং মনোরমত্বেনাদ্ভুতং লোকবিস্ময়কারকং রূপমাকারো যস্য স তদ্রূপত্বাৎ) কৈশোরাগ্রাংশভাক্ ইব (সর্ব্ববিলক্ষণকৈশোরাগ্রাংশং ভজতে যঃ স ইব) দীব্যন্ (ক্রীড়ন্) বিরাজতে ॥

অনুবাদ। অতিশয় মাধুর্য্যপ্রযুক্ত মধ্য-পৌগণ্ডেই শ্রীকৃষ্ণ প্রথম-কৈশোরাংশের ন্যায় ক্রীড়াপর হইয়া বিরাজ করিতেছেন ॥ ২৯২ ॥

শেষ পৌগণ্ডেতে অঙ্গ সৌষ্ঠবাতিশয়।
চেষ্টাদ্ভুত এথা সখা-সঙ্গে বিলসয় ॥ ২৯৩ ॥

তথাহি তত্রৈব ২৮শঃ শ্লোকঃ—

বেণী নিতম্বলম্বাগ্রা লীলালকলতাদ্যুতিঃ।
অংসয়োস্তুঙ্গতেত্যাদি পৌগণ্ডে চরমে সতি ॥ ২৯৪ ॥
উষ্ণীষে বক্রিমা লীলা-সরসীরুহপাণিতা।
কাশ্মীরেণোর্দ্ধপুণ্ড্রাদ্যমিহ মণ্ডনমীরিতম্ ॥ ২৯৫ ॥

অন্বয়। পৌগণ্ডে চরমে সতি (শেষপৌগণ্ডে) নিতম্বলম্বাগ্রা (নিতম্বপর্য্যন্তং লম্বমানা) বেণী, লীলালকলতাদ্যুতিঃ (লীলয়া ক্রীড়য়া বিন্যস্তায়াঃ অলকলতায়াঃ দ্যুতিঃ শোভা)-অংসয়োঃ (স্কন্ধয়োঃ) তুঙ্গতা (উচ্চতা, ঔন্নত্যং) ইত্যাদি। (পৌগণ্ডে শ্রীকৃষ্ণস্য) উষ্ণীষে (শিরোভূষণে) বক্রিমা (বক্রতা), (শ্রীকৃষ্ণস্য) লীলাসরসীরুহপাণিতা (লীলার্থং সরসীরুহং কমলং পাণৌ যস্য তস্য ভাবঃ, হস্তে লীলাকমলধারণমিত্যর্থঃ) কাশ্মীরেণ (কাশ্মীরজসিন্দুরেণ) উর্দ্ধপুণ্ড্রাদ্যম্ (উর্দ্ধপুণ্ড্রাদিরচনম্) ইহ (শেষপৌগণ্ডে) মণ্ডনম্ (বেশঃ) ঈরিতম্ (কথিতম্) ॥ ২৯৪-২৯৫ ॥

অনুবাদ। শেষ পৌগণ্ডে নিতম্বপর্য্যন্তলম্বিত বেণী, লীলানিবন্ধন চূর্ণকুন্তলের বিন্যাস এবং স্কন্ধদ্বয়ের উচ্চতা হয়। উষ্ণীষের বক্রিমা অর্থাৎ বক্র করিয়া উষ্ণীষ-বন্ধন, হস্তে

লীলাপদ্মধারণ এবং কুঙ্কুমদ্বারা উদ্ধপুণ্ড্রাদি-নির্মাণ—এই সকলকে অন্ত্যপৌগণ্ডের ভূষণ বলে ॥ ৯৯৪-৯৯৫ ॥

তত্রৈব ২৯শঃ শ্লোকঃ—

অত্র ভঙ্গী গিরাং নর্ম্মসখৈঃ কর্ণকথারসঃ ।

এষু গোকুলবালানাং শ্রীশ্লাঘেত্যাদিচেষ্টিতম্ ॥ ৯৯৬ ॥

অন্বয় । অত্র (অন্ত্যপৌগণ্ডে) গিরাং (বাক্যানাং) ভঙ্গী (বিন্যাসচাতুরী) নর্ম্মসখৈঃ (প্রিয়বয়স্যৈঃ সঙ্গিভিঃ সহ) কর্ণকথা-রসঃ (কর্ণাকর্ণি বিশ্রম্ভালাপজনিতঃ আমোদঃ) এষু (নর্ম্মসখেষু বয়স্যমণ্ডল্যামিতিশেষঃ) গোকুলবালানাং (ব্রজবালিকানাং) শ্রীশ্লাঘা (সৌন্দর্য্যপ্রশংসনম্) ইত্যাদি চেষ্টিতম্ (লীলা) ॥

অনুবাদ । এই অন্ত্যপৌগণ্ডে বাক্যের ভঙ্গী, নর্ম্মসখাদিগের সহিত কর্ণাকর্ণি কথারস এবং ঐসকল নর্ম্ম-সখাদিগের সমীপে গোকুলবালিকাদিগের শোভার প্রশংসা-করণ ইত্যাদি চেষ্টা ॥ ৯৯৬ ॥

আদ্য মধ্য অন্ত্য ত্রিধা কৈশোর বয়সে ।

সর্ব্বচিত্তাকর্ষে এই বিপিন-বিলাসে ॥ ৯৯৭ ॥

তথাহি তত্রৈব দক্ষিণবিভাগে ১ম লহর্য্যাং ১৫৯।১৬০তমৌ শ্লোকৌ—

শ্রৈষ্ঠ্যমুজ্জ্বল এবাস্য কৈশোরস্য তথাপ্যদঃ ।

প্রায়ঃ সর্ব্বরসৌচিত্যাদত্রোদাহ্রিয়তে ক্রমাৎ ।

আদ্যং মধ্যং তথা শেষং কৈশোরং ত্রিবিধং ভবেৎ ॥৯৯৮॥

অন্বয় । তথাপি উজ্জ্বলে (মধুরে) (রসে) অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কৈশোরস্য (তদ্বয়সঃ) এব শ্রৈষ্ঠ্যম্ (শ্রেষ্ঠতা)। (শ্রীকৃষ্ণস্য) প্রায়ঃ (প্রায়শঃ) সর্ব্বরসৌচিত্যাৎ (অখিল-রসযোগ্যতাতিশয্যাৎ) অত্র (প্রসঙ্গে) অদঃ (তদ্বিষয়ঃ) ক্রমাৎ উদাহ্রিয়তে (প্রদর্শ্যতে) ॥

আদ্যং (প্রথমং) মধ্যং তথা শেষম্ (অন্ত্যম্) (ইতি) কৈশোরং (বয়ঃ) ত্রিবিধং ভবেৎ ॥ ৯৯৮ ॥

অনুবাদ । যথা—'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' দক্ষিণবিভাগে ১ম লহরীতে ১৫৯।১৬০তম শ্লোকদ্বয়—

তথাপি মধুররসে শ্রীকৃষ্ণের কৈশোরবয়সই শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ প্রায় সর্ব্বরসাশ্রয় বলিয়া ক্রমশঃ ঐসকলের উদাহরণ দিতেছি। আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য—এই ত্রিবিধ কৈশোর ॥ ৯৯৮ ॥

প্রথম কৈশোরে বর্ণোজ্জ্বল চারু শোভা ।

বিহরে এ কুঞ্জে নানা চেষ্টা মনোলোভা ॥ ৯৯৯ ॥

তথাহি তত্রৈব—

বর্ণস্যোজ্জ্বলতা কাপি নেত্রান্তে চারুণচ্ছবিঃ ।

রোমাবলিপ্রকটতা কৈশোরে প্রথমে সতি ॥ ১০০০ ॥

অন্বয় । কৈশোরে প্রথমে সতি (আদ্যকৈশোরে) বর্ণস্য (দেহকান্তেঃ) কাপি (অনির্ব্বচনীয়া) উজ্জ্বলতা, নেত্রান্তে (চক্ষুঃপ্রান্তে) অরুণচ্ছবিঃ (রক্তিমাভা), রোমাবলিপ্রকটতা (রোমোদ্গমঃ) চ (ভবন্তি) ॥ ১০০০ ॥

অনুবাদ । প্রথম কৈশোরে বর্ণের অনির্ব্বচনীয় উজ্জ্বলতা, নেত্রান্তে অরুণবর্ণ কান্তি ও লোমাবলীর প্রকাশ ॥

তত্রৈব ১৬১মঃ শ্লোকঃ—

বৈজয়ন্তী শিখণ্ডাদি নটপ্রবরবেশতা ।

বংশীমধুরিমা বস্ত্রশোভা চাত্র পরিচ্ছদঃ ॥ ১০০১ ॥

অন্বয় । অত্র (প্রথমকৈশোরে) বৈজয়ন্তী (মালা), শিখণ্ডাদি (শিখিপিচ্ছাদি), নটপ্রবরবেশতা (নটবরবেশঃ), বংশীমধুরিমা, বস্ত্রশোভা (বেশপারিপাট্যম্) পরিচ্ছদঃ (বস্ত্রা-লঙ্কারাদি) চ (উদ্দীপনমিতি শেষঃ) ॥ ১০০১ ॥

অনুবাদ । বৈজয়ন্তী, ময়ূরপুচ্ছাদি, নটবরবেশ, বংশীমাধুর্য্য, বস্ত্রশোভা এবং পরিচ্ছদ সকলও উদ্দীপনরূপে কথিত হয় ॥ ১০০১ ॥

তত্রৈব ১৬২মঃ শ্লোকঃ—

খরতাত্র নখাগ্রাণাং ধনুরান্দোলিতা ভ্রুবোঃ ।

রদানাং রঞ্জনং রাগচূর্ণৈরিত্যাদি চেষ্টিতম্ ॥ ১০০২ ॥

অন্বয় । অত্র (আদ্যকৈশোরে) নখাগ্রাণাং খরতা (তীক্ষ্ণতা), ভ্রুবোঃ (ভ্রূযুগলস্য) ধনুরান্দোলিতা (ধনুর্ব্বৎ চঞ্চলতা) রাগচূর্ণৈঃ (রঞ্জনচূর্ণৈঃ) রদানাং (দন্তানাং) রঞ্জনং (রঞ্জিতকরণং) ইত্যাদি (এবম্বিধং) চেষ্টিতম্ (চেষ্টা) ॥

অনুবাদ । তীক্ষ্ণ নখাগ্র, চঞ্চল ভ্রূধনু ও চূর্ণখদিরাদি দ্বারা দন্ত-রঞ্জন ইত্যাদি উদ্দীপন বলে ॥ ১০০২ ॥

মধ্য কৈশোরে এ কুঞ্জ-পুঞ্জে বিলসয় ।

কন্দর্পমোহন চেষ্টা কহিলে না হয় ॥ ১০০৩ ॥

তথাহি তত্রৈব ১৬৩মঃ শ্লোকঃ—

উরুদ্বয়স্য বাহ্বোশ্চ কাপি শ্রীরুরসস্তথা ।

মূর্ত্তের্মধুরিমাদ্যঞ্চ কৈশোরে সতি মধ্যমে ॥ ১০০৪ ॥

অন্বয়। কৈশোরে মধ্যমে সতি (মধ্যমকৈশোরে) উরুদ্বয়স্য, বাহ্বোঃ (বাহুদ্বয়স্য) যথা উরসঃ (বক্ষসঃ) চ কাপি (অনির্বচনীয়া) শ্রীঃ (শোভা) মূর্তেঃ (অঙ্গস্য) মধুরিমাদ্যং চ ॥ ১০০৪ ॥

অনুবাদ। যথা—দঃ বিঃ ১ম লহরীতে ১৭৩তম শ্লোক—মধ্যম কৈশোরে উরুদ্বয়, বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থলের কোন অনির্বচনীয় শোভা এবং মূর্তির মধুরিমাদি-প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ১০০৪ ॥

মুখং স্মিতবিলাসাঢ্যং বিভ্রমোত্তরলে দৃশৌ।
ত্রিজগন্মোহনং গীতমিত্যাদিরিহ মাধুরী ॥ ১০০৫ ॥

অন্বয়। মুখং স্মিতবিলাসাঢ্যং (হাস্যবিলাসপূর্ণং) দৃশৌ (নয়নে) বিভ্রমোত্তরলে (বিভ্রমেণ বিলাসেন উত্তরলে চঞ্চলে), গীতং ত্রিজগন্মোহনং (ত্রিভুবনাকর্ষি) ইত্যাদি ইহ (আদ্যকৈশোরে) মাধুরী (মাধুর্যম্) ॥ ১০০৫ ॥

অনুবাদ। মন্দহাস্যযুক্ত মুখ,বিলাসান্বিত চঞ্চল লোচন এবং ত্রিজগন্মোহনকারী গীত ইত্যাদি মধ্যমকৈশোরের মাধুরী ॥ ১০০৬ ॥

বৈদগ্ধীসারবিস্তারঃ কুঞ্জকেলিমহোৎসবঃ।
আরম্ভো রাসলীলাদেরিহ চেষ্টাদি-সৌষ্ঠবম্ ॥১০০৬॥

অন্বয়। বৈদগ্ধীসারবিস্তারঃ (বৈদগ্ধ্যাঃ চতুরতায়া রসিকতায়াঃ বা সারস্য বিস্তারঃ) কুঞ্জকেলিমহোৎসবঃ(কুঞ্জে যা কেলয়ঃ তাসু মহোৎসবঃ মহানন্দঃ) রাসলীলাদেঃ আরম্ভঃ ইহ (বয়সি) চেষ্টাদি-সৌষ্ঠবং (লীলামাধুর্যম্) ॥ ১০০৬ ॥

অনুবাদ। মধ্যকৈশোরের মনোহর চেষ্টা যথা—রসিকতার সারবিস্তার, কুঞ্জক্রীড়ামহোৎসব এবং রাসলীলাদির আরম্ভ ॥ ১০০৬ ॥

যে শেষ কৈশোর-বয়সে নব যৌবন।
এ কুঞ্জ-ক্রীড়ায় রত চেষ্টা মনোরম ॥ ১০০৭ ॥

তথাহি তত্রৈব ১৬৪তমঃ শ্লোকঃ—

পূর্বতোঽপ্যধিকোৎকর্ষং বাঢ়মঙ্গানি বিভ্রতি।
ত্রিবলিব্যক্তিরিত্যাদ্যং কৈশোরে চরমে সতি ॥১০০৮॥

অন্বয়। কৈশোরে চরমে (অন্ত্যে) সতি, অঙ্গানি পূর্বতঃ (পূর্বকালাৎ) অপি বাঢ়ম্ (অতিশয়ম্) উৎকর্ষং (মাধুর্যাধিক্যং) বিভ্রতি (ধারয়ন্তি) [তত্র] ত্রিবলিব্যক্তি-রিত্যাদ্যং (ত্রিবলিপ্রকাশাদি) [চ] (ভবতি) ॥ ১০০৮ ॥

অনুবাদ। চরমকৈশোর প্রবৃত্ত হইলে অঙ্গসকল পূর্বাপেক্ষা অতিশয় উৎকর্ষ ধারণ করে এবং তাহাতে স্পষ্টরূপে ত্রিবলিরেখা-প্রকাশ পায় ॥ ১০০৮ ॥

তত্রৈব ১৬৫।১৬৬তম-শ্লোকৌ—

ইদমেব হরেঃ প্রাজ্ঞৈর্নবযৌবনমুচ্যতে ॥ ১০০৯ ॥
অত্র গোকুলদেবীনাং ভাবসর্বস্বশালিতা।
অভূতপূর্ব-কন্দর্পতন্ত্র-লীলোৎসবাদয়ঃ ॥ ইতি ॥১০১০॥

অন্বয়। প্রাজ্ঞৈঃ ইদম্ এব হরেঃ (কৃষ্ণস্য) নব-যৌবনম্ উচ্যতে(কথ্যতে)। অত্র (শেষকৈশোরে) গোকুল-দেবীনাং (গোপরামাণাং) ভাবসর্বস্বশালিতা (ভাবস্য যৎ সর্বস্বং সর্বোঽপি অর্থস্তেন প্রশংসাবত্তা) অভূতপূর্ব-কন্দর্প-তন্ত্রলীলোৎসবাদয়ঃ (অভূতপূর্বম্ অপূর্বং কন্দর্পতন্ত্রং কাম-প্রবৃত্তিঃ তদ্রূপা লীলোৎসবাদয়ঃ লীলানন্দলাভাদয়ঃ)[ভবন্তি]॥

অনুবাদ। প্রাজ্ঞগণ ইহাকেই হরির নবযৌবন বলিয়া থাকেন। শেষকৈশোরে ব্রজদেবীগণের অপূর্ব কন্দর্পক্রীড়া-রূপ লীলানন্দভাবসমূদয় প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥১০০৯-১০॥

এ সকল রম্যস্থলে কৃষ্ণ রসময়।
চতুর্বিধ কৈশোর-বয়সে বিলসয় ॥ ১০১১ ॥

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ উদ্দীপনপ্রকরণে ৫মঃ শ্লোকঃ—

বয়শ্চতুর্বিধন্তত্র কথিতং মধুরে রসে।
বয়ঃসন্ধিস্তথা নব্যং ব্যক্তং পূর্ণমিতি ক্রমাৎ ॥ ইতি ॥ ১০১২॥

অন্বয়। তু (কিন্তু)অত্র মধুরে রসে চতুর্বিধং বয়ঃ কথিতম্(উক্তম্)। বয়ঃসন্ধি (পৌগণ্ডকৈশোরয়োর্মিলনম্), নব্যং (আদ্যং) ব্যক্তং (মধ্যং) তথা পূর্ণম্ (শেষম্) ইতি ক্রমাৎ (পর্যায়েণ চতুর্বিধমিতি শেষঃ) ॥ ১০১২ ॥

অনুবাদ। যথা—'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি'তে উদ্দীপন-প্রকরণে ৫ম শ্লোক—কিন্তু সেই মধুররসে বয়ঃসন্ধি, আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য ইত্যাদিক্রমে চতুর্বিধ বয়স কথিত হয় ॥ ১০১২ ॥

দেখহ **'করেল'**-কুণ্ড 'করিলের বন'।
এথা কৃষ্ণ রহি' শোভা করে নিরীক্ষণ ॥ ১০১৩ ॥
নন্দীশ্বর-পর্বতে কৃষ্ণের পদচিন।
দেখয়ে প্রভাব বহু কহয়ে প্রাচীন ॥ ১০১৪ ॥
এ **'মধুসূদন'**-কুণ্ড পুষ্প-বনান্তরে।
কৃষ্ণ মহা-হর্ষ এথা ভ্রমর গুঞ্জরে ॥ ১০১৫ ॥

দেখ 'পানিহারি'-কুণ্ড পরম নির্মল।
ভোজনের কালে কৃষ্ণ পিয়ে এই জল ॥ ১০১৬ ॥
এই যে রন্ধনাগার দেখ শ্রীনিবাস।
রোহিণী সহিতে রাধার রন্ধনে উল্লাস ॥ ১০১৭ ॥
এইখানে সখা-সহ কৃষ্ণের ভোজন।
শত পাদ আসি' এথা করয়ে শয়ন ॥ ১০১৮ ॥
শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ-অবশেষান্ন ভুঞ্জিয়া।
বাটী-মধ্যে এ স্নিগ্ধ আরামে বৈসে গিয়া ॥ ১০১৯ ॥
অলক্ষিত সখী কৃষ্ণে আনিয়া মিলায়।
উপজে কৌতুক যত কেবা অন্ত পায় ॥ ১০২০ ॥
এথা শ্রীযশোদা রামকৃষ্ণে সাজাইয়া।
বিপিনে বিদায় দিতে বিদরয়ে হিয়া ॥ ১০২১ ॥
সখাগণ-মধ্যে রামকৃষ্ণ এই পথে।
চলে গোচারণে শোভা উপমা কি দিতে ॥ ১০২২ ॥
এইখানে যশোদা রাধায় করি' কোলে।
যাবটে বিদায় দিতে ভাসে নেত্রজলে ॥ ১০২৩ ॥
ললিতাদি সখীগণ-প্রতি স্নেহ যত।
এক মুখে তাহা কহিবেক কেবা কত ॥ ১০২৪ ॥
যশোদা রোহিণী সখী-সহ রাধিকারে।
করিয়া বিদায় স্থির হইবারে নারে ॥ ১০২৫ ॥
দেখ দধি-মন্থনের স্থান এই হয়।
এই যে দেখহ দেবী-প্রভাবাতিশয় ॥ ১০২৬ ॥
পৌর্ণমাসী আসি' যশোদায় কত কৈয়া।
এই পথে যান নিজালয়ে হর্ষ হৈয়া ॥ ১০২৭ ॥
এই কথো দূরে বৃন্দাদেবী এ নির্জনে।
দোঁহে মিলাইতে যুক্তি বিচারয়ে মনে ॥ ১০২৮ ॥
দোঁহে মিলাইয়া সখী-সহ সুখে ভাসে।
এহেন বৃন্দার গুণ কেবা না প্রকাশে ॥ ১০২৯ ॥

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৩১শঃ শ্লোকঃ—

প্রতিনবনবকুঞ্জং প্রেমপূরেণ পূর্ণা
প্রচুরসুরভিপুষ্পৈঃ ভূষয়িত্বা ক্রমেণ।
প্রণয়তি বত বৃন্দা তত্র লীলোৎসবং যা
প্রিয়গণবৃতরাধাকৃষ্ণয়োস্তাং প্রপদ্যে ॥ ১০৩০ ॥

অন্বয়। বত (হর্ষে) তাং (বৃন্দাসেতন্নাম্নীং বনদেবীং) প্রপদ্যে (অনুগচ্ছামি) প্রেমপূরেণ (প্রেমলাভেন পূর্ণা) যা বৃন্দা প্রতিনবনবকুঞ্জং (সকলনূতনকুঞ্জং) ক্রমেণ (গোস্থানাদারভ্য নিভৃতনিকুঞ্জপর্যন্তং রচন-পরিপাট্যা) প্রচুরসুরভিপুষ্পৈঃ (প্রভূতসুগন্ধিকুসুমৈঃ) ভূষয়িত্বা প্রিয়গণ-বৃতরাধাকৃষ্ণয়োঃ তত্র (কুঞ্জে) লীলোৎসবং (লীলানন্দং) প্রণয়তি (সম্পাদয়তি) ॥ ১০৩০ ॥

অনুবাদ। যথা—শ্রীস্তবাবলীতে ব্রজবিলাসে ৩১শ শ্লোক—অহো যিনি প্রেমরসে নিমগ্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক নবনব কুঞ্জ সুগন্ধিকুসুমসমূহে ভূষিত করত সখী-গণ-পরিবৃত রাধাকৃষ্ণের লীলানন্দ বিস্তার করিতেছেন, আমি নিয়ত সেই বৃন্দাকে বন্দনা করি ॥ ১০৩০ ॥

এ 'সাহসি'-কুণ্ড সখী কৃষ্ণে এইখানে।
জন্মাইয়া সাহস মিলায় রাই-সনে ॥ ১০৩১ ॥
এথা বৃক্ষডালে রচি' বিচিত্র হিন্দোর।
ঝুলে রাইকানু সখীসহ সুখে ভোর ॥ ১০৩২ ॥
এই 'মুক্তা'-কুণ্ড এথা নন্দের কুমার।
মুক্তাক্ষেত কৈল, হৈল কৌতুক অপার ॥ ১০৩৩ ॥
অহে শ্রীনিবাস, এই অক্রূরের স্থান।
কহিতে তাহার কথা বিদরে পরাণ ॥ ১০৩৪ ॥
মথুরা হইতে কংস-প্রেষিত অক্রূর।
রামকৃষ্ণে লইয়া যাইবেন মধুপুর ॥ ১০৩৫ ॥
এ হেতু আসিয়া হেথা চিন্তে মনে মনে।
কৃষ্ণের চরণচিহ্ন দেখে এইখানে ॥ ১০৩৬ ॥
প্রেমেতে বিহ্বল এথা হইলা অক্রূর।
অক্রূরের স্থান এই লোকে কহে ক্রূর ॥ ১০৩৭ ॥
দেখহ 'যোগিয়া'-স্থান উদ্ধব এথানে।
কহিলেন যোগ-কথা বিবিধ বিধানে ॥ ১০৩৮ ॥
'উধো-ক্রিয়া'-স্থান এই উদ্ধব হেথায়।
গোপী-ক্রিয়া দেখি' ধন্য মানে আপনায় ॥ ১০৩৯ ॥
এই ঠাঁই উদ্ধব নন্দাদি প্রবোধিলা।
দেখিয়া অদ্ভুতভাব অধৈর্য হইলা ॥ ১০৪০ ॥
কথোদিন উদ্ধব ছিলেন এইখানে।
সর্ব কার্য সিদ্ধ হয় এ স্থান-দর্শনে ॥ ১০৪১ ॥

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯৯তমঃ শ্লোকঃ—

পূর্ণঃ প্রেমরসৈঃ সদা মুররিপোর্দাসঃ সখা চ প্রিয়ং
স্বপ্রাণার্বুদতোঽপি তৎপদযুগং হিত্বেহ মাসান্ দশ।
প্রীত্যা যো নিবসংস্তদীয়কথয়া গোষ্ঠং মুহুর্জীবয়-
ত্যায়াতং কিল পশ্য কৃষ্ণমিতি তং মূর্দ্ধ্না বহাম্যুদ্ধবম্॥

অন্বয়। যঃ (উদ্ধবঃ) মুররিপোঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) প্রেমরসৈঃ সদা পূর্ণঃ [তস্য] দাসঃ সখা চ স্বপ্রাণার্বুদতঃ (নিজার্বুদপ্রাণেভ্যঃ) অপি প্রিয়ং তৎপদযুগং (কৃষ্ণস্য পদদ্বয়ং) হিত্বা ইহ (ব্রজে) প্রীত্যা (আনন্দেন) দশ মাসান্ নিবসন্ তদীয়কথয়া (কৃষ্ণসম্বন্ধিন্যা বাচা) আয়াতং কিল (আগত-প্রায়ং) কৃষ্ণং পশ্য ইতি [কৃত্বা] মুহুঃ (অহরহঃ) গোষ্ঠং (ব্রজবাসিনঃ সর্বং জনং) জীবয়তি তম্ (প্রসিদ্ধম্) উদ্ধবং মূর্দ্ধ্না বহামি (শিরসাভিবন্দে)॥ ১০৪২॥

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরসে পূর্ণ এবং তদীয় দাস এবং মিত্র যে উদ্ধব স্বীয় প্রাণসমূহ হইতেও প্রিয়তম কৃষ্ণপাদযুগল ত্যাগপূর্বক বৃন্দাবনে বাস করিয়া "শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে আগতপ্রায়, তোমরা দর্শন কর।"—এইরূপ আশ্বাসবাক্যে ব্রজবাসিগণকে দশমাস কেবল শ্রীকৃষ্ণের কথাতেই জীবিত রাখিয়াছিলেন, সেই উদ্ধবকে আমি শিরে ধারণপূর্বক বন্দনা করি॥ ১০৪২॥

অহে শ্রীনিবাস সখাসহ কৃষ্ণ এথা।
বিচারয়ে গোচারণে যাইবেন যথা॥ ১০৪৩॥
এ সব '**গোশালা**'-স্থান দেখ শ্রীনিবাস।
এথা গোপগণসহ কৃষ্ণের বিলাস॥ ১০৪৪॥
সুবলাদি-সহ কৃষ্ণ উল্লসিত-চিতে।
অতিশয় শোভা এই বিপিন যাইতে॥ ১০৪৫॥

(গীতে যথা)

আজু বিপিনে আওত কান,
　　মুরতি মুরত কুসুমবাণ,
যদু জলধর রুচির অঙ্গ,
　　ভঙ্গি নটবর সোহনী।
ঈষত হসিত বয়ান চন্দ,
　　তরুণী-নয়ন-নয়ন-ফন্দ,
বিম্ব অধরে মুরলী-মুরলি,
　　ত্রিভুবন-মনোমোহিনী॥ ১০৪৬॥
কুসুমমিলিত চিকুরপুঞ্জ,
　　চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরী-গুঞ্জ,
পিঞ্ছনিচয়-রচিত-মুকুট,
　　মকরকুণ্ডল-দোলনী।
চঞ্চলনয়নখঞ্জন জোর,
　　সঘনে ধাওত শ্রবণ ওর,
গীমসোহত রতন-রাজ,
　　মোতিম-হার দোলনী॥ ১০৪৭॥
কটি পীত পট কিঙ্কিণীরাজ,
　　মদগতি জিতি কুঞ্জররাজ,
আজানুলম্বিত কদম্বমাল,
　　মত্ত-মধুকর-ভোরণী॥
অরুণ-বরণ চরণ কঞ্জ,
　　তরুণ তরণি কিরণ-গঞ্জ
গোবিন্দদাস-হৃদয়রঞ্জ
　　মঞ্জু-মঞ্জীরবোলনী॥ ১০৪৮॥

দেখহ গোবৎস-বন্ধনের শঙ্কুগণ।
পূজে ব্রজস্ত্রী অদ্যাপি করিয়া যতন॥ ১০৪৯॥
নন্দীশ্বরে কৃষ্ণলীলা-স্থান বহু হয়।
যথা যে বিলাস তা কহিতে সাধ্য নয়॥ ১০৫০॥
এই পরিক্রমা-পথ দক্ষিণ বামেতে।
কৃষ্ণ-লীলা-স্থান বহু কে পারে কহিতে॥ ১০৫১॥
নন্দীশ্বর-চতুষ্পার্শে দেখি' কথো স্থান।
পুন এই পথে আগে করিব পয়ান॥ ১০৫২॥
এত কহি' চলিলেন '**নন্দগ্রাম**' হইতে।
বাঢ়য়ে আনন্দ চাহিতেই চারিভিতে॥ ১০৫৩॥
শ্রীনিবাসে কহে এ শোভার নাহি ওর।
নন্দীশ্বর বায়ুকোণে দেখ '**গেন্দুখোর**'॥ ১০৫৪॥
এই গেন্দুখোরে গেন্দু লইয়া উল্লাসে।
সখা-সহ রামকৃষ্ণ মত্ত খেলারসে॥ ১০৫৫॥
এই দেখ '**কদম্বকানন**' শোভাময়।
এথা বলরাম নানা রঙ্গে বিলসয়॥ ১০৫৬॥

এইখানে বলদেব করিলা শয়ন।
কৃষ্ণ করিলেন তাঁ'র পাদসম্বাহন ॥ ১০৫৭ ॥

তথাহি পূর্ব-গোপালচম্পূ দ্বাদশ পূরণে ৪৮তমং গীতং—

রমতে রামং পরিতঃ কৃষ্ণঃ, সখিগণগীতগুণেষু সতৃষ্ণঃ।
অনুগায়তি পিকষট্পদগানং, পরিজল্পতি শুকহংসসমানম্ ॥
এবং চক্রচকোরবকাদি, অনুরৌতি স্ফুটহাসবিবাদি।
দ্বীপিমুখার্পিতভীতিপশূনাং,রুতিমিব সৃজতি ভয়ায় শিশূনাম্॥
পক্ষিমৃগাদিকমহবহবচনং, বিরচিতনামভিরাহ চ সকলম্।
ভ্রমতি সখা যদি তস্মিন্ কোঽপি,কর্ষতি বিহসন প্রণয়মুতাপি॥
দূরগপশুমাহ্বয়তি চ নাম্না, কৃত-গো-গোপ-মনোরমসাম্না।
গব্যাহূতৌ শিখিনাং হূতিঃ,জাতা যদসৌ ঘনরুতিভূতিঃ ॥
ব্যতিযুঞ্জানো ভ্রাত্রা স্বকরং,শংসতি হসতি সখীহিতনিকরম্।
সখিভির্বিশ্রময়ন্নয়মার্যং, প্রণয়তি তৎপদলালনকার্যম্ ॥
সুললিত পল্লবতল্পবিধানঃ, সুহৃদুরুস্থিরমূর্ধনিধানঃ।
কেলিশ্রমমনু কৃতশয়নেহঃ, পুণ্যতমৈরুপবীজিতদেহঃ ॥
অত্র চ কৈরপি লালিতচরণঃ, অস্মত্তৃণ্মাত্রদ-পরিচরণঃ ॥
যঃ স্নিগ্ধানাং গানবিনোদৈঃ, নিদ্রামিতবান্ স্বরকৃতমোদৈঃ॥
স্মরতাং তন্নং কিমপি মনঃস্থং সময়ং সহতে নান্যাবস্থাম্।
বয়মিহ কে বা লুব্ধমন্যাঃ, লুব্ধা যস্মিন্ শুকমুখধন্যাঃ ॥

অন্বয়। সখিগণগীতগুণেষু (সখিগণস্য বন্ধুগণস্য গীত-গুণেষু সঙ্গীতগুণেষু) সতৃষ্ণঃ (সোৎকণ্ঠঃ) কৃষ্ণঃ রামং (শ্রীবলরামং) পরিতঃ (তস্য চতুর্দিক্ষু) রমতে (ক্রীড়তি)। [সঃ] পিকষট্পদগানম্ (কোকিলভ্রমরনিনাদম্) অনুগায়তি (অনুকরোতি, তদনুরূপং গায়তীত্যর্থঃ) শুকহংসসমানং (তৎসদৃশং) পরিজল্পতি (সুষ্ঠু গায়তি)॥

এবং (ঈদৃক্) স্ফুটহাসবিবাদি (স্ফুটং স্পষ্টং হাসং বিশেষেণ বদতি প্রকাশয়তি যস্মিন্ তাদৃক্)চক্রচকোরবকাদি (চক্রবাক-চকোর-সারসাদি) অনুরৌতি(অনুগায়তি)শিশূনাং ভয়ায় (ভয়োৎপাদনার্থং) দ্বীপিমুখার্পিতভীতিপশূনাং (দ্বীপিনঃ ব্যাঘ্রস্য মুখে অর্পিতস্য যা ভীতিঃ সা অস্তি যেষাং তেষাং পশূনাং) রুতিম্ (ধ্বনিম্) ইব (অনুরূপধ্বনিং) সৃজতি॥

[সঃ] অহবহবচনং (অস্ফুটশব্দকারি) পক্ষিমৃগাদিকং সকলং (সমস্তং) বিরচিতনামভিঃ (সৃষ্টনামভিঃ) আহ (ব্রবীতি) চ। যদি কোঽপি (কশ্চিৎ) সখা তস্মিন্ (বনে সময়ে বা) ভ্রমতি (তর্হি) বিহসনপ্রণয়ম্ (বিহসনেন প্রণয়ং প্রীতিম্) উত অপি কর্ষতি (আকর্ষতি সৃজতি বা)॥

(শ্রীকৃষ্ণ) দূরগপশুং (দূরগামিনং পশুম্) কৃতগো-গোপ-মনোরমসাম্না (কৃতং গবাং গোপানাঞ্চ মনোরমং সামগানং যস্মিন্ তেন) নাম্না (তত্তদাখ্যয়া) আহ্বয়তি চ। যৎ (যদা) গব্যাহূতৌ (গব্যাহূতিকালে গো-গবাহ্বান-সময়ে) শিখিনাং (ময়ূরাণাং) হূতিঃ (হুঙ্কৃতিঃ, কেকা) [অভূৎ] অসৌ (সা) ঘনরুতিভূতিঃ (মেঘগর্জনসদৃশী) জাতা (উদ্ভূতা)॥

ভ্রাত্রা (রামেণ) স্বকরং (স্বহস্তং) ব্যতিযুঞ্জানঃ (বিচ্ছিদ্যমানঃ) সখীহিতনিকরং (সখীনাং হিতনিকরং মঙ্গলকথা-সকলং) শংসতি (কথয়তি) হসতি (চ)। অয়ম্ (কৃষ্ণঃ) সখিভিঃ (বয়স্যৈঃ সহ) আর্যং (জ্যেষ্ঠং) বিশ্রময়ন্ (বিশ্রামং প্রাপয়ন্) তৎপাদলালনকার্যং (বলদেবপাদসম্বাহনকার্যং) প্রণয়তি (করোতি)॥

তত্র (কদম্বকাননে) চ কেলিশ্রমম্ (ক্রীড়াশ্রমম্) অনু (পশ্চাৎ) অস্মত্তৃণ্মাত্রদপরিচরণঃ (অস্মাকং তুট্ তৃষ্ণা এব তৃণ্মাত্রং তদ্দদাতীতি তৃণ্মাত্রদং তাদৃক্ পরিচরণং পরিচর্যা যস্য সঃ) [কৃষ্ণঃ] সুললিতপল্লবতল্পবিধানঃ(সুকোমলপত্রশয্যা-শয়িতঃ) [সন্] পুণ্যতমৈঃ কৈঃ অপি সখাভিঃ) উপবীজিত-দেহঃ (সেবিতশরীরঃ) লালিতচরণঃ (কৃতপাদসম্বাহনশ্চ) কৃতশয়নেহঃ (কৃতা নির্মিতা শয়নে ঈহা চেষ্টা যস্য সঃ সুহৃদুরুস্থিরমূর্ধনিধানঃ (সুহৃদঃ বন্ধোঃ উরৌ স্থিরং মূর্ধনিধানং শিরঃস্থাপনং যেন সঃ) যঃ (কৃষ্ণঃ) স্নিগ্ধানাং(প্রিয়বন্ধূনাং) স্বরকৃতমোদৈঃ (স্বরেণ মধুররাগেণ কৃতঃ মোদঃ যে তৈঃ) গানবিনোদৈঃ (সঙ্গীতানন্দৈঃ) নিদ্রাম্ ইতবান্ (প্রাপ্তবান্)॥

তৎ (তল্লীলাং) স্মরতাং (ধ্যায়তাং) নঃ (অস্মাকং) কিমপি (অদ্ভুতং) মনঃস্থং (চিত্তগতং বস্তু) সময়ং (কালং) সহতে (অপেক্ষতে) (কিন্তু) অন্যাবস্থাং, (বিস্মৃতিম্ অন্য-মনস্কতাং বা) ন সহতে। যতঃ যস্মিন্ (কৃষ্ণে) শুকমুখ-ধন্যাঃ (শুকদেবপ্রমুখাঃ কৃতার্থা জনাঃ) লুব্ধাঃ (অনুরক্তাঃ), ইহ (কৃষ্ণে) লুব্ধমন্যাঃ (ন তু যথার্থং লুব্ধাঃ) বয়ং বা কে ? (কৃষ্ণানুরাগলভনবিষয়ে অস্মাকং কা নাম শক্তিরিত্যর্থঃ)॥

অনুবাদ। সখাগণের সঙ্গীতগুণে সতৃষ্ণ কৃষ্ণ শ্রীবল-

রামের চতুষ্পার্শ্বে ক্রীড়া করিতেছেন। তিনি কোকিল এবং ভ্রমরের শব্দের অনুকরণ করিতেছেন; শুক এবং হংসের ন্যায় পুনঃ-পুনঃ স্পষ্ট ধ্বনি করিতেছেন।

এই প্রকারে তিনি স্পষ্টহাস্য প্রকাশ করিয়া চক্রবাক, চকোর এবং বক প্রভৃতির অনুরূপ রব করিতেছেন। শিশুদের ভয়োৎপাদনার্থ ব্যাঘ্রমুখে পতিত ভীতিযুক্ত পশুদিগের বিকট চীৎকারের ন্যায় চীৎকার করিতেছেন।

অহবহাদি অস্পষ্ট শব্দোচ্চারণকারী পক্ষিমৃগাদি সকলকে স্বকল্পিত নামোচ্চারণ করিয়া ডাকিতেছেন। সেই সময় যদি কোন সখা তথায় ভ্রমণ করে, তবে হাস্যরসের দ্বারা তাহার প্রীতি আকর্ষণ করেন।

কৃষ্ণ গো এবং গোপগণের মনোহর-গীতিযুক্ত নাম উচ্চারণ করিয়া দূরগামী পশুদিগকে সেই সেই নামে আহ্বান করেন। যুগপৎ গবাহ্বানধ্বনি ও ময়ূরদিগের কেকারব মেঘগর্জন তুল্য-হইয়াছিল।

কৃষ্ণ অগ্রজ বলরাম হইতে স্বহস্ত অপসারিত করত দূরস্থ সখাগণের নিকট সখীগণের গুণকথা বলেন এবং হাস্য করেন। পুনরায় এই কৃষ্ণ সখাগণের সহিত জ্যেষ্ঠ বলদেবকে বিশ্রান্ত করিয়া তাঁহার পাদসম্বাহন করিয়া থাকেন।

এই কদম্বকাননে ক্রীড়াশ্রমের পর ক্ষুত্তৃষ্ণামাত্রই আমাদের সুখবিধানকারী শ্রীকৃষ্ণ সুললিতপত্রশয্যায় শয়ান হইলে কতিপয় সুকৃতিশ্রেষ্ঠ সখা তাঁহার অঙ্গসেবা এবং পদসম্বাহন করিতে লাগিল। তিনি শয়নে অভিলাষী হইয়া সখার উরুতে স্থিরভাবে মস্তক রাখিলেন এবং স্নিগ্ধবন্ধুগণের সুস্বর ও আনন্দজনক সঙ্গীতশ্রবণসুখে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

শ্রীকৃষ্ণের সেই লীলাস্মরণকারী আমাদের হৃদয়ে যে অনির্বচনীয় অনুরাগোন্মেষ, তাহা সময় অপেক্ষা করিতে পারে; কিন্তু অন্যাবস্থা সহ্য করিতে পারে না। যেহেতু যেই কৃষ্ণে শুকদেব প্রভৃতি পরম ধন্য জনগণ লুব্ধ, এই কৃষ্ণে লুব্ধমন্ত আমরা কে? অর্থাৎ তাঁহাতে আমাদের অনুরাগের যোগ্যতা কোথায়? ১০৫৮-৬৫ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ১৫শ অধ্যায়ে ১৪শ শ্লোকঃ।

কচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণম্।
স্বয়ং বিশ্রময়ত্যার্যং পাদসম্বাহনাদিভিঃ ॥ ১০৬৬ ॥

অন্বয়। কচিৎ (কদাপি) স্বয়ং (শ্রীকৃষ্ণঃ সাক্ষাৎ) ক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণম্ (গোপবালকক্রোড় এব উপধানং যস্য স তং) আর্যং (জ্যেষ্ঠং শ্রীবলদেবং) পাদসম্বাহনাদিভিঃ (পাদপরিচর্যাদ্যৈঃ) বিশ্রাময়তি (গতশ্রমং করোতি) ॥ ১০৬৬ ॥

অনুবাদ। কখনও কৃষ্ণ স্বয়ং ক্রীড়াপরিশ্রান্ত গোপবালকক্রোড়কে উপধান (বালিশ) করিয়া শায়িত অগ্রজকে পাদসম্বাহনাদি-দ্বারা বিশ্রাম প্রদান করিতেছেন ॥১০৬৬॥

এই **'গুপ্ত'**-কুণ্ড এথা গুপ্তে নানা রঙ্গ।
ভ্রময়ে কাননে কৃষ্ণ সুবলাদিসহ ॥ ১০৬৭ ॥
ঐ দেখ **'মেহেরান'**-গ্রাম সবে জানে।
অভিনন্দ-গোপের গোশালা ঐখানে ॥ ১০৬৮ ॥
অহে শ্রীনিবাস আর এই রম্যস্থান।
এই দেখ যাওগ্রাম **'যাবট'** আখ্যান ॥ ১০৬৯ ॥
যাবট-গ্রামেতে বিলাসের স্থান যত।
সে অতি আশ্চর্য তাহা কে কহিবে কত ॥ ১০৭০ ॥
দেখ অভিমন্যুর আলয় এইখানে।
এথা বিলসয়ে রাই সখীগণ-সনে ॥ ১০৭১ ॥
অভিমন্যু শ্রীযোগমায়ার প্রভাবেতে।
রাধিকা কা কথা ছায়া না পায় স্পর্শিতে ॥ ১০৭২ ॥
অভিমন্যু রহে নিজ গো-গোপ-সমাজে।
জটিলা কুটিলা সদা রহে গৃহকাযে ॥ ১০৭৩ ॥
সখী সুচতুরা কৃষ্ণে আনিয়া এথায়।
দোঁহার বিলাস দেখে উল্লাস হিয়ায় ॥ ১০৭৪ ॥
জটিলা কুটিলা অভিমন্যু ভাঁড়াইয়া।
বিলসে কৌতুকে কৃষ্ণ এথাই আসিয়া ॥ ১০৭৫ ॥
মুখরা নাতিনী এথা দেখিয়া উল্লাসে।
জটিলার প্রতি কত কহে মৃদুভাষে ॥ ১০৭৬ ॥
এই খানে কুটিলা হইয়া মহাহর্ষ।
রাধিকায় দুষিতে করয়ে পরামর্শ ॥ ১০৭৭ ॥
ঐ পথে রাধিকা চলেন সূর্যালয়ে।
কদম্ব-কাননে রহি' কৃষ্ণ নিরিখয়ে ॥ ১০৭৮ ॥
পথে আসি' রাধিকার বস্ত্র আকর্ষয়।
রাইকানু দোঁহার কৌতুক অতিশয় ॥ ১০৭৯ ॥

শ্রীস্তবমালা-গীতাবল্যাং যথা—

ন কুরু কদর্থনমত্র সরণ্যাম্।
মামবলোক্য সতীমশরণ্যাম্ ॥ ১০৮০ ॥
চঞ্চল মুঞ্চ পটাঞ্চলভাগম্।
করবাণ্যধুনা ভাস্করযাগম্ ॥ ধ্রু ১০৮১ ॥
ন রচয় গোকুলবীর বিলম্বম্।
বিদধে বিধুমুখ বিনতি-কদম্বম্ ॥ ১০৮২ ॥
রহসি বিভেমি বিলোলদৃগন্তম্।
বীক্ষ্য সনাতনদেব ভবন্তম্ ॥ ১০৮৩ ॥

অন্বয়। অশরণ্যাং (নিরাশ্রয়াং) সতীং মাম্ অবলোক্য অত্র সরণ্যাং (পথি) কদর্থনং (নির্যাতনং) ন কুরু। হে চঞ্চল পটাঞ্চলভাগং মুঞ্চ, [অহং] অধুনা ভাস্করযাগং (সূর্যপূজাং) করবাণি। হে গোকুলবীর! বিলম্বং ন রচয় (কারয়), বিধুমুখ! বিনতিকদম্বং (প্রচুরং বিনয়মহং) বিদধে (করোমি)। হে সনাতনদেব! রহসি বিলোলদৃগন্তং (চঞ্চলনয়নপ্রান্তং) ভবন্তং বীক্ষ্য বিভেমি ॥ ১০৮৩ ॥

অনুবাদ। শ্রীস্তবমালা-গীতাবলীতে—আমি সতী, আমাকে নিরাশ্রয়া পাইয়া এই পথিমধ্যে নির্যাতন করিও না। হে চপল! বস্ত্রাঞ্চলভাগ ছাড়, আমি এখন সূর্যপূজা করিব। হে গোকুলবীর! বিলম্ব ঘটাইও না, হে চন্দ্রবদন! আমি অতিশয় বিনয় করিতেছি। হে সনাতনদেব! নির্জনে তোমার চঞ্চল নেত্রপ্রান্ত দেখিয়া আমি ভীত হইতেছি ॥

এই **'কৃষ্ণ'**-কুণ্ড বটবৃক্ষাদি-বেষ্টিত।
এথা শ্রীকৃষ্ণের লীলা অতি সুললিত ॥ ১০৮৪ ॥
এই **'মুক্তা'**-কুণ্ড—গ্রীষ্মসময়ে এথায়।
মুক্তাময় ভূষা সখী রাইরে পরায় ॥ ১০৮৫ ॥
এ **'পীবন'**-কুণ্ড-নদী কদম্বকাননে।
সুখে রাধাকৃষ্ণ বিলসয়ে সখীসনে ॥ ১০৮৬ ॥
পরম কৌতুকী কৃষ্ণ সখীঙ্গিত পাইয়া।
রাধিকা অধর-সুধা পিয়ে মত্ত হইয়া ॥ ১০৮৭ ॥
এই যে **'লাড়িলী'**-কুণ্ড—ললিতা এথায়।
সঙ্গোপনে রাই-কানু মিলন করায় ॥ ১০৮৮ ॥
দেখহ **'নারদ'**-কুণ্ড অহে শ্রীনিবাস।
এথা স্নান কৈলে পূর্ণ হয় অভিলাষ ॥ ১০৮৯ ॥
এইখানে মুনি রাধিকারে বর দিল।
হইল অমৃতহস্তা সবেই জানিল ॥ ১০৯০ ॥
শ্রীরাধিকা এথায় দাঁড়াইয়া সখীসনে।
দেখেন শ্রীকৃষ্ণ যবে যান গোচারণে ॥ ১০৯১ ॥
সখাগণ-সঙ্গে রঙ্গে বেণু বাজাইয়া।
গোচারণে যান কৃষ্ণ এই পথ দিয়া ॥ ১০৯২ ॥
ভুবনমোহন কৃষ্ণ গো-গোপ-মধ্যেতে।
রাই-নেত্রে নেত্র সমর্পয়ে অলক্ষিতে ॥ ১০৯৩ ॥

গীতে যথা—

লসত অতি, প্রচণ্ড প্রতাপ, ধেনু ভুবন বন্দিত ইয়া।
চঞ্চল খুররেণু, গত দিবি দেববৃন্দ-নন্দিত ইয়া ॥১০৯৪॥
আয়ত বন প্রণয় রঞ্জন, গমন মঞ্জু কুঞ্জর-গঞ্জন,
মৃদুতর তনু সুচিক্কণাঞ্জন, নৃত্যত দৃগ্ নবীন খঞ্জন।
কামিনীগণ-ধৈর্য-বিভঞ্জন, গোপমধ্য বিলসত ইয়া ॥১০৯৫॥
বিকসিত-শ্বেত-সরোজ-কানন, বিজয় স্বচ্ছঝলকতানন।
মঞ্জু অলকাবলি অলি-সম, শ্যামরঙ্গ তরলিত ইয়া ॥১০৯৬ ॥
তা তা থির্রা মির্রা কিটি ঝিক্ ঝিক্, ঝাঙ্কিটি তা ঝুক
বুক ঝিক ঝিক্ ঝিক্, তেনাতি আই আইয়া।
আইয়া শ্যামঘন সুবণিত ইয়া ॥ ধ্রু ১০৯৭ ॥
বাজত যন্ত্র, সুগান সুশ্রুতি, সুরযুক্ত-মধুরিম ছন্দয়া।
বংশীধ্বনি শুনি, রাধিকা-গৃহ তেজে, সহ সখীবৃন্দয়া॥১০৯৮॥
ললিত নটবর—বেশ নিরখত, নয়ন অনিমিখ-নন্দয়া।
প্রবল মনসিজ, অঙ্গ থর থর, কম্পগতি অতি মন্দয়া॥১০৯৯॥
তা তা তাকুট তাকুট নাকুট, তাকু থৈ তা, থৈ থৈ দিগ্ তা
থৈতা তা-তা কিটিতক্, ধো দি কিটি তক্।
থুন্না জ্রমকট ঝাঁ ঝাঁ কিটিঝক্, ঝা ক্বণা ঝাক্বণা ক্বণা ক্বণা॥১১০০
মিলত দৃগন্তে, কলিত দৌ অন্তর, কো জানত অদ্ভুত লগনা
কৌতুক অধিক, হোত ব্রজবীথন, শোভা-সিন্ধু শ্যামঘন-মগনা।
বিলসত শ্যামঘন-মগনা ॥ ১১০১ ॥
দিগ্ দিগ্ থৈ থৈ থৈ থৈ থৈতা,
ধিধি কট ধিধি কটতি আই আইয়া।
ঝাঁ, কিন কিন ঝাঁ, কিন কিন কিন ঝাঁ,
ঝাঁ কিন কিম ঝাঁ, ঝাঁ ঝাঁক্বণা ঝাঁক্বণা ক্বণা ক্বণা ক্বণা॥

অহে শ্রীনিবাস! এই যাবট-গ্রামেতে।
রাধিকারে মিলে কৃষ্ণ অতি কৌতুকেতে॥ ১১০৩॥
ননদ কুটিলা, শাশ জটিলা রাধার।
লখিতে না পারে কৃষ্ণ-চাতুর্য অপার॥ ১১০৪॥
কহিতে কি—সে সকল সুখের নাই অন্ত।
বিবিধ প্রকারে আস্বাদয়ে ভাগ্যবন্ত॥ ১১০৫॥

গীতে যথা—ক্বচিদপি সময়ে যথারাগং—

নাগর-বর বর, বরজ ধৃতিহর,
হরষ হিয়া পিয়া-রসভরে।
কুসুমগঞ্জ করি', মালিনীবেশ ধরি',
যাবটপুর পরবেশ করে॥ ১১০৬॥
আপনি আপনারে, হেরিয়া বারে বারে,
বসনে ঝাঁপি' মুখ বিহসিয়া।
অতি মধুরস্বরে, কহয়ে ঘরে ঘরে,
কে লিবে হার আইস লহসিয়া॥ ১১০৭॥
কোকিল-জিনি বাণী, শুনিয়া বিনোদিনী,
বিশাখা-সখী-সঙ্গে কহে কথা।
অপূর্ব হার হবে, পাছে বা কেহো লিবে,
তুরিতে মালিনীরে আন এথা॥ ১১০৮॥
বিশাখা শুনি' বাণী, পরম সুখ মানি',
মালিনী-প্রতি কহে—হের আইস।
ফিরায়া মালিনীরে, লইয়া আসে ঘরে,
আদরে কহে—এইখানে বৈস॥ ১১০৯॥
মালিনী-পানে চায়া, রাধিকা চলে ধায়া,
আনন্দ পায়া মনে মনে ভাবে।
এরূপ এ মালিনে, না দেখি কোন খানে,
বুঝি—এ সুরপুরবাসী হবে॥ ১১১০॥
এমতি চিতে বাসি', মালিনী কাছে বসি',
কহয়ে—তুয়া হার দেখি ওহে।
শুনি' দেখায় হার, উপমা নাহি যা'র,
শোভায়ে সবাকার মন মোহে॥ ১১১১॥
রাধিকা রসবতী, মদনভরে অতি,
পীড়িত পুনঃ পুলকিত হিয়া।
চাহিয়া হার-পানে, বিচার করে মনে,
এরূপ গাঁথে মোর প্রাণপিয়া॥ ১১১২॥
সুন্দরী থির নহে, মালিনী-প্রতি কহে,
মনে করি', প্রাণ দিয়ে তোরে।
গুণ কি কব আমি, ধন্য ধন্য হে তুমি,
মূল্য যে হয় তাহা কহ মোরে॥ ১১১৩॥
মালিনী কহে—শুন, না বলি পুন পুন,
মিছা না কহি কভু কা'র কাছে।
এ হার পরাইব, ও-গজমতি লিব,
সাজিলে যে দিবে তা' লব পাছে॥ ১১১৪॥
মালিনী-প্রতি ধনী, কহয়ে প্রিয়বাণী,
যে চাহি লেহ তাহা নিজ-বলে।
শুনিয়া রসে ভাসি', ঈষত হাসি' হাসি',
পরান হার রাধিকার গলে॥ ১১১৫॥
কত যতন করি, রুচির কুচগিরি,
উপরে সাজাইয়া করে ঝাঁপে।
মালিনী পরশিতে, উল্লাস বাসি' চিতে,
অমনি ধনী থরহরি কাঁপে॥ ১১১৬॥
বুঝিয়া নরহরি, যতেক সহচরী,
রহয়ে দূরে হরষিত মনা।
নিভৃত মন্দিরেতে, না পারে থির হৈতে,
অনঙ্গ-রঙ্গে মাতে দুই জনা॥ ১১১৭॥

ক্বচিচ্চ পৌরবী—

নাগরবর বরজশশী, নারী সুবেশ ধরি' বিহসি',
রসের ভরে যাবট-পুরে প্রবেশ করয়ে।
জিনি' সজল জলদ ঘটা, ললিত-প্রতি অঙ্গের ছটা,
পহিরে বাস-ভূষণ-শোভা পরাণ হরয়ে॥ ১১১৮॥
রাধিকা তাঁ'রে নিরখি' দূরে বারেক আঁখি ফিরাইতে নারে,
কহয়ে নিজ-সখীর প্রতি করেতে ধরিয়া।
এ ধনী কোথা হইতে আইলো, দেখহ রূপে করিল আলো
আনহ এথাই ইহারে অতি যতন করিয়া॥ ১১১৯॥
বিনোদিনীর ব্যাকুলবাণী, শুনিয়া সখী মরম জানি',
সে ধনী যথা আইসে তথা তুরিতে চলয়ে।

চাতুরী করি' নিকটে গিয়া, মধুরতর বচন কৈয়া,
হৈয়া হরষ লৈয়া তা'রে সুপ্রবেশে নিলয়ে॥ ১১২০॥
আইসে পাশে উলাসে ধনী বসায়া তা'রে রমণী-মণি
আদরে কহে—কথন আমি না দেখি তোমারে।
অশেষ সুখ পাইনু আজি, নিশ্চয় বলি কপট তেজি,
কি কাযে একা যাইছ কোথা বলহ আমারে॥১১২১॥
অমিয়া-সম বচন শুনি' অধিক সুখে মগন ধনী,
দরিদ্র জন যেন পরম রতন পাইল।
সুচারু চান্দ-বদন পানে, চাহিয়া কহে চাতুরী-মনে,
"শুন গো যদি পুছিলে কিছু কহিতে হইল॥ ১১২২॥
অধিক সাধে মনের মত, শিখিনু বেষ-রচনা যত
করিনু শ্রম অশেষ তাহে হইয়া নবীনা।
সে সব প্রকাশিবার তরে, ফিরিয়ে এই বরজপুরে
গুণবিচার করয়ে হেন না পাইয়া প্রবীণা॥ ১১২৩॥
তাহাতে এক রমণী মোরে, কহিল—বৃথা ফিরহ পুরে,
এথা পরম-চতুরা অভিমন্যুর ঘরণী।
রূপে গুণে কি হবেক রমা, জগতে কেহ নাহিক সমা,
যাঁহার পদ-পরশে ধন্য মানয়ে ধরণী॥ ১১২৪॥
আছয়ে বহু নায়িকা এথা, কত না কব তাদের কথা,
তিলেক বশ করিয়া যা'রে রাখিতে নারয়ে।
সে শ্যাম-শশী সুঘর বর, নাহিক কেহো যাহার পর,
তাহার প্রেমে অধীন হৈয়া সতত ফিরয়ে॥ ১১২৫॥
যাহ সেখানে মানহ কথা, গুণের পূজা হইবে তথা",
এতেক শুনি' অন্তরে অতি উল্লাস হইনু।
কি কব তুয়া আগে সে বাণী, আইনু তাঁ'র বচন মানি'
যেরূপ তেঁহো কহিল তাহা দেখিতে পাইনু॥ ১১২৬॥
এ বাণী শুনি' সুন্দরী রাই, অন্তরে অতি আনন্দ পাই,
কহেন—বেশ রচহ ওগো আপন জানিয়া।
পাইয়া অনুমতি সুভাষে, উচায়ে উঠি' বৈসয়ে পাশে,
বেশের যত সামগ্রী দাসী দেওয়ে আনিয়া॥ ১১২৭॥
যতনে ধনী ধৈরয ধরি', মধুর পৃষ্ঠ-মাধুরী হেরি,
রচয়ে বেণী ফণী নিরসি মুনিরে মোহয়ে।
পরশ-রসে হরষ হিয়া, নয়নে চারু কাজর দিয়া
আচরে মুখ মোছয়ে সাধে অধিক সোহয়ে॥ ১১২৮॥
সুচারু চাঁপা পরায়া কাণে, আপনা ধন্য করিয়া মানে,
সোঁপিয়া সিঁথে সিন্দূর ভালে সুচিত্র রচয়ে।
নাসায় দিয়া বেশরখানি, দোলায়া কহে মধুর বাণী,
উপমা নাহি—মদন ইথে মুরছে নিশ্চয়ে॥ ১১২৯॥
চিবুকে চারু কস্তুরীবিন্দু, দিতে উথলে আনন্দ-সিন্ধু,
তা' দেখি' দূরে নিমিখ আঁখি ফিরাতে নারয়ে॥
পরশি' কুচ রুচির তর, কাচুলি দিতে অথির কর,
ভূধরধর ধৃতিলেশ না ধরিতে পারয়ে॥ ১১৩০॥
অতুল তনু সঘনে কাঁপে, যতনে মুখ ওমুখে ঝাঁপে,
তা' দেখি সখী কহে চিবুকে অঙ্গুলি ধরিয়া।
এ কি বিষম না শুনি কাণে, রমণী হৈয়া রমণী-সনে,
এরূপ ক্রিয়া করহ ওগো কিরূপ করিয়া॥ ১১৩১॥
অপূর্ব বেশ রচিলে তুমি, কি কব নিজ-সখীরে আমি,
না বুঝি যা'রে তা'রে আপন করিয়া জানয়ে।
ভাল—যে কেহ নাহিক এথা, নহে, এ অতি লাজের কথা,
কা'রে কব এ দুঃখ—নিষেধ কভু না মানয়ে॥ ১১৩২॥
শুনিয়া স্মিতবদনী রাই, লজ্জিত শ্যামপানেতে চাই,
কহয়ে—ওহে চপল! ইথে কেবা না হাসিবে।
নাগর কহে—কর উচিত, বাঁধহ ভুজপাশে তুরিত,
তব সে ঘনশ্যাম সুখের সায়রে ভাসিবে॥ ১১৩৩॥

রুচিচ্ছ গৌরী—

শ্যাম সুনাগরবর সুখকারী, কুন্দলতা সহ যুকতি বিচারি'
অপরূপ নারী-বেশ ধরে রাই-দরশন-আশে হরষ হৈয়া।
যশোদাপ্রেষিত কুন্দলতা সতী,যাবটেতে চলে অতুলিতগতি,
তা'-সহ সুন্দর চলে চারু করে থারি করি' কিছু সামগ্রী লৈয়া॥
প্রবেশি' যাবটে জটিলার পায়, প্রণময়ে হেরি' হরষ হিয়ায়,
হাতে ধরি' অভিমন্যুর জননী কহে কত ভাঁতি মধুর কথা।
কুন্দলতা তাইচাতুরীপ্রকাশি'সামগ্রীদেখায়া নিকটেতেবসি'
যশোমতীবাণী কৈয়া অনুমতি পাইয়া চলে রাই বিলসে যথা॥
রসবতীঅতিআনন্দহইয়া,হাসি'কুন্দলতা-পানেতে চাহিয়া,
কত কত মতে কৌতুকেতেপাশেবৈসায়য়েসাধে ধরিয়াহাতে,
প্রাণপিয়া-কথা পুছিয়া যতনে,পুনকহেরাইচাহিয়াতা'পানে,
এনব রঙ্গিনীকোথাতেপাইলেকেন বা আইসেতোমারসাথে॥

শুনি'কুন্দলতাআনন্দেতেভাসি',কহে আমাদের পড়স-নিবাসি
এনবীনা বধূ অধিক সাধের, পাছে পরিচয় দিব যে আমি।
মোর মুখে শুনি' তুয়া গুণকথা,নিতি সাধ করে আসিবারে এথা
দেখি' বিয়াকুল আনিলাম আজি,নিজজনসম জানিবে তুমি॥
বহুগুণে বিহি গড়িল ইহারে,জগতে উপমা দিব বা কাহারে,
সদা থাকে অতি গোপনে আপন,কাযে বিচক্ষণ। চরিতচারু।
কি কহিব আর চাতুরীর কথা,পরশিতে নাশেদেহাদিরবেথা
সুখময়ী তুয়া সখীগণ-মাঝে, হেন মৃদুকর নাহিক কারু॥
শুনি'বিনোদিনীউলসিত চিতে,মনেহৈল তনুপরশ করাইতে
বুঝি'কুন্দলতা শ্যামবধূ-প্রতি,কহে ভঙ্গি করি' ঈষৎ হাসি'।
সফল হ'লযে মনে ছিল সাধা,আপন করিয়া নিলতোহে রাধা
তাহে চারু করকমলে চরণ,চাপিয়া সিঞ্চহ অমিয়া-রাশি॥
শুনি বাণী মনে মানি' মহাসুখ,আঁখি ভরিহেরি' সুধামাখা মুখ,
পালঙ্কের পাশে বসি' হাসে মৃদু, চরণ-পরশে রসের ভরে।
চমকি-চঞ্চল কাঁপে রাইতনু,বাতাতুর হেমলতা তড়িৎ যনু,
অনুপম গুণ প্রকাশি' হাসিয়া,শ্যাম-শশী থির হইতে নারে॥
অপরূপ দুঁহু দুঁহু মনলোভা,প্রেমরঙ্গে বহু বাঢ়ে দুঁহু শোভা,
ভঙ্গ নহে নব আলিঙ্গন ঘন,চুম্বন বিপুল পুলক অঙ্গে।
দূরে সখীগণ মনে মহাসুখ, বিহসি' বসনে ঝাপি রহে মুখ,
আঁখি-কোণে ঠারাঠারি,' পরিহাস করে কুন্দলতার সঙ্গে॥
সময় জানিয়া পুনকুন্দলতা,হাসি'বিনোদিনী পাশেআসি তথা
হেরি'শ্যামপানে রাইপ্রতি কহে,একি বিপরীত করিলা তুমি
বধূ আলিঙ্গিলে বন্ধুয়ার ভাণে,না জানিযে ও কি করিবেক মনে
এমতি যদি তুয়া ক্রিয়া জানিতু,তবে না ইহারে আনিতু আমি
রাই রঙ্গে কহে নতমুখীহৈয়া,বুঝিলাম লাজে,তিনাঞ্জলি দিয়া
এইরূপ বেশ বনাইয়া নিজ,দেয়রে লইয়া বিলস নিতি।
এতদিন ইহা গোপনেআছিল,যে সে হউক্ এবে প্রকাশ হইল
এমতি দোহে কহে কত,তা'শুনি' ঘনশ্যামমন মগন অতি॥

পুনঃ গৌরী—

শ্যাম সুনাগর, রসের সাগর,
গর গর রাই-দরশ-আশে।
চন্দ্রোদয় হেরি', দ্বিজবেশ ধরি',
চলিলা যাবটে জটিলাপাশে॥ ১১৪৪॥

দেখি' দ্বিজবর, জুড়ি' দুই কর,
প্রণমিয়া তাঁ'রে জটিলা কহে।
আজু ধন্য মানি, শুনি' তুয়া বাণী,
বোল—কেনে আইলা গোপের গৃহে॥১১৪৫॥
শুনি' দ্বিজরাজ, কহে—আছে কাজ,
চন্দ্র পূজি' আজি কিছু না খাইনু।
তুয়া বধূখানি, পতিব্রতা জানি,
তাঁ'র হাতে কিছু লইতে আইনু॥ ১১৪৬॥
জটিলা শুনিয়া, আনন্দিত হৈয়া,
বিশাখারে কহে মধুর বাণী।
রাধা আছে যথা, লৈয়া যাহ তথা,
যে চান তা' দিবে সুকৃতি মানি॥ ১১৪৭॥
করযোড় করি' চরণেতে ধরি'
আশীর্বাদ নিতে কহিবে তাঁ'রে।
অমঙ্গল যাবে মঙ্গল হইবে
ধেনুধন এই দ্বিজের বরে॥ ১১৪৮॥
এতেক শুনিয়া দ্বিজে সঙ্গে লইয়া
আইলেন যথা রমণীমণি।
শাশুড়ী-বচন কৈল নিবেদন
পরম আনন্দ পাইলা শুনি'॥ ১১৪৯॥
অপূর্ব আসনে বসাইয়া ব্রাহ্মণে
প্রণমি' বিনয়-বচন কৈয়া।
দধি-দুগ্ধ ঘৃত আদি যত যত
আনিল নিকটে যতন পায়া॥ ১১৫০॥
দ্বিজ বেড়ি' বেড়ি' রাই-পানে হেরি'
বিশাখারে কহে—শুনহ সখি।
নিতি নানাছান্দে পূজিবে যে চান্দে
সে চান্দ ইহার বদনে দেখি॥ ১১৫১॥
পাইনু সমীপে উপেক্ষি কিরূপে
আগে সুধাপান করিতে হৈল।
এত কহি' আসি' প্রেমরসে ভাসি'
রাইমুখশশী চুম্বন কৈল॥ ১১৫২॥
বিনোদিনী কহে— ইকি কর অহে,
ব্রাহ্মণ হইয়া এমন কেনে?

দ্বিজ কহে—ভুখ গেল মনোদুঃখ
সুখ পাই মুখ-অমৃত-পানে ॥ ১১৫৩ ॥
রোষে রসবতী বিশাখার প্রতি
কহে—না বুঝি এ তোমার খেলা!
বিশাখিকা ভণে— জানিলাম মনে
অলৌকিক শাশুড়ী-বৌ'র লীলা ॥ ১১৫৪ ॥
শুনি' শশিমুখী হাসে নত-আঁখি,
তা দেখি' ঘনশ্যাম প্রিয় হাসি'।
রাইয়ে ক্রোড়ে করি, কাঁপে থরহরি
কিবা সে অনঙ্গ-রঙ্গেতে ভাসি ॥ ১১৫৫ ॥

কি বলিব অহে শ্রীনিবাস, নরোত্তম।
ব্রহ্মার দুর্লভ কৃষ্ণলীলা মনোরম ॥ ১১৫৬ ॥
সর্বভাষা-বিজ্ঞ কৃষ্ণ রসের মূরতি।
কোকিলাদি-শব্দ উচ্চারিতে প্রাজ্ঞ অতি ॥ ১১৫৭ ॥
সঙ্কেত-প্রযুক্ত মিলে অভিমন্যালয়ে।
দৈবযোগে কোন দিন মিলন না হয়ে ॥ ১১৫৮ ॥

তথাহি শ্রীপদ্যাবল্যাম্—

সঙ্কেতীকৃতকোকিলাদিনিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্বতো
দ্বারোন্মোচনলোলশঙ্খবলয়ক্বাণং মুহুঃ শৃণ্বতঃ।
কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্ভজরতীবাক্যেন দূনাত্মনো
রাধাপ্রাঙ্গণকোণকোলিবিটপিক্রোড়ে গতা শর্বরী ॥

অন্বয়। সঙ্কেতীকৃতকোকিলাদিনিনদং (সঙ্কেতরূপেণ ব্যবস্থিতং কোকিলাদিশব্দং) কুর্বতঃ, (তৎসঙ্কেতিতশব্দশ্রবণেন রাধায়াঃ) দ্বারোন্মোচনশঙ্খবলয়ক্বাণং (দ্বারোদ্ঘাটনকালে শঙ্খবলয়শব্দং) মুহুঃ (পুনঃ-পুনঃ) শৃণ্বতঃ, (দ্বারোন্মোচনশব্দশ্রবণেন) কা ইয়ং কা ইয়ং ইতি প্রগল্ভজরতীবাক্যেন (চতুরায়াঃ বৃদ্ধায়াঃ বাক্যেন) দূনাত্মনঃ (ক্লিষ্টচিত্তস্য) কংস দ্বিষঃ (কৃষ্ণস্য) শর্বরী (রাত্রিঃ) রাধাপ্রাঙ্গণকোণকোলি-বিটপিক্রোড়ে (রাধায়াঃ গৃহপ্রাঙ্গণকোণে স্থিতস্য বদরীবৃক্ষস্য অন্তরালে) গতা (অতিবাহিতা আসীদিত্যর্থঃ) ॥ ১১৫৯ ॥

অনুবাদ। শ্রীপদ্যাবলীতে—কৃষ্ণ নির্দিষ্ট সঙ্কেতে কোকিলাদির শব্দ করিলে তাহা শুনিয়া দ্বারোদ্ঘাটনকালে রাধার শঙ্খবলয়ের শব্দ কৃষ্ণ পুনঃ-পুনঃ শুনিতে পাইলেন। সেই শব্দশ্রবণে চতুরা বৃদ্ধা জটিলার "কে সে, কে সে" বাক্য শুনিয়া ভীতচিত্ত কৃষ্ণের রাত্রি রাধার গৃহপ্রাঙ্গণকোণে স্থিত বদরীবৃক্ষের আড়ালে অতিবাহিত হইল ॥ ১১৫৯ ॥

কৃষ্ণ মহাকৌতুকী পরমানন্দময়।
কোকিল সৌভাগ্যহেতু সে শব্দে মিলয় ॥ ১১৬০ ॥
যাবটের পশ্চিমে এ বন মনোহর।
লক্ষ লক্ষ কোকিল কুহরে নিরন্তর ॥ ১১৬১ ॥
একদিন কৃষ্ণ এই বনেতে আসিয়া।
কোকিল-সদৃশ শব্দ করে হর্ষ হৈয়া ॥ ১১৬২ ॥
সকল কোকিল হৈতে শব্দ সুমধুর।
যে শুনে বারেক তা'র ধৈর্য যায় দূর ॥ ১১৬৩ ॥
জটিলা কহয়ে বিশাখারে প্রিয়বাণী।
কোকিলের শব্দ ঐছে কভু নাহি শুনি ॥ ১১৬৪ ॥
বিশাখা কহয়ে—এই মো সভার মনে।
যদি কহ এ কোকিলে দেখি গিয়া বনে ॥ ১১৬৫ ॥
বৃদ্ধা কহে,—'যাও'; শুনি' উল্লাস অশেষ।
রাই—সখীসহ বনে করিলা প্রবেশ ॥ ১১৬৬ ॥
হৈল মহাকৌতুক সুখের সীমা নাই।
সকলেই আসিয়া মিলিলা এক ঠাঁই ॥ ১১৬৭ ॥
কোকিলের শব্দে কৃষ্ণ মিলে রাধিকারে।
এ হেতু **'কোকিলাবন'** কহয়ে ইহারে ॥ ১১৬৮ ॥
অহে শ্রীনিবাস, দেখ **'আঁজনক'**-গ্রাম।
এথা রাধাকৃষ্ণের বিলাস অনুপম ॥ ১১৬৯ ॥
শ্রীরাধিকা নিজবেশ করয়ে নির্জনে।
হইলা ভূষিতা নানা রত্নাদি-ভূষণে ॥ ১১৭০ ॥
কেশবন্ধনাদি করি' অঞ্জন পরিতে।
অকস্মাৎ বংশীধ্বনি প্রবেশে কর্ণেতে ॥ ১১৭১ ॥
সেইক্ষণে শ্রীরাধিকা সখীগণ-সঙ্গে।
এথা আসি' কৃষ্ণে মিলিলেন মহারঙ্গে ॥ ১১৭২ ॥
আগুসরি' আনি' কৃষ্ণ বিহ্বল হইলা।
বৃন্দা-বিরচিত পুষ্পাসনে বসাইলা ॥ ১১৭৩ ॥
দেখে অঙ্গশোভা—নেত্রে না দেখে অঞ্জন।
জিজ্ঞাসিতে বৃত্তান্ত কহিলা সখীগণ ॥ ১১৭৪ ॥
রসের আবেশে কৃষ্ণ অঞ্জন লইয়া।
দিলেন রাধিকানেত্রে মহা-হর্ষ হৈয়া ॥ ১১৭৫ ॥

অঞ্জনের ছলে নানা পরিহাস কৈল।
এ হেতু এ স্থান-নাম **'আঁজনক'** হৈল ॥ ১১৭৬ ॥
এই বিদ্যুদ্দারি-গ্রাম, **'বিজো-আরি'** কয়।
এ গ্রামপ্রসঙ্গ শুনি' কেবা না দ্রবয় ॥ ১১৭৭ ॥
অহে শ্রীনিবাস, ব্রজে অক্রূর আসিতে।
হৈল এই ধ্বনি—আইলা রামকৃষ্ণ নিতে ॥ ১১৭৮ ॥
রাত্রিবাস আনন্দে করিয়া নন্দালয়ে।
নন্দাদিক-সহ প্রাতে মথুরা চলয়ে ॥ ১১৭৯ ॥
ব্রজশূন্য হৈল রামকৃষ্ণের গমনে।
কহিতে কি—তাহা যে দেখিল সেই জানে ॥ ১১৮০ ॥
কৃষ্ণেরে দেখিতে ধায় ব্রজাঙ্গনাগণ।
নদীর প্রবাহ-প্রায় ঝরয়ে নয়ন ॥ ১১৮১ ॥
সে দশা দেখিতে দারু-পাষাণ বিদরে।
লক্ষ লক্ষ মুখে তা' বর্ণিতে কেহ নারে ॥ ১১৮২ ॥
চতুর্দিকে ব্যাকুল কৃষ্ণের প্রিয়াগণ।
এথা কৃষ্ণ রথেতে করিলা আরোহণ ॥ ১১৮৩ ॥
কৃষ্ণমুখপদ্মে গোপী নেত্র সমর্পিলা।
হা হা প্রাণনাথ বলি' মূর্ছিত হইলা ॥ ১১৮৪ ॥
স্থির বিজুরির পুঞ্জ আকাশ হইতে।
যৈছে পড়ে তৈছে গোপী পড়ে পৃথিবীতে ॥ ১১৮৫ ॥
বিজুরির পুঞ্জ—জ্ঞান হইল সবার।
এই হেতু **'বিজো-আরি'**-নাম সে ইহার ॥ ১১৮৬ ॥
'পরশো'-নাম গ্রাম এই দেখহ অগ্রেতে।
পরশো-নাম হৈল যৈছে কহি সঙ্ক্ষেপেতে ॥ ১১৮৭ ॥
রথে চড়ি' কৃষ্ণ মথুরায় যাত্রা কৈলা।
গোপিকার দশা দেখি' ব্যাকুল হইলা ॥ ১১৮৮ ॥
লোকদ্বারে কহিলেন শপথ খাইয়া।
'কালি পরশ্বের মধ্যে মিলিব আসিয়া ॥' ১১৮৯ ॥
এ হেতু **পরশো**-নাম হইল ইহার।
কহিতে না জানি—যৈছে চেষ্টা গোপিকার ॥ ১১৯০ ॥
পরশো-নিকট এই **'শী-নামেতে'** গ্রাম।
সঙ্ক্ষেপে কহিয়ে যৈছে হইল শী-নাম ॥ ১১৯১ ॥
এথা কৃষ্ণচন্দ্র ধৈর্য ধরিতে না পারে।
গোপিকার দশা দেখি' কহে বারে বারে ॥ ১১৯২ ॥
মথুরা হইতে শীঘ্র করিব গমন।
এই হেতু শীঘ্র শী, কহয়ে সর্বজন ॥ ১১৯৩ ॥
রথে চড়ি' কৃষ্ণচন্দ্র চলে মথুরায়।
কৃষ্ণ বিনা গোপীগণ হৈলা মৃত্যুপ্রায় ॥ ১১৯৪ ॥
অসংখ্য গোপীর নেত্র-অঞ্জন-সহিতে।
নেত্র-অশ্রু বুক বাহি' পড়ে পৃথিবীতে ॥ ১১৯৫ ॥
একত্র হইয়া জল চলে নদীপারা।
সবে কহে—এই হয় যমুনার ধারা ॥ ১১৯৬ ॥
এই গোপিকার প্রেম-অশ্রুময় স্থান।
অহে শ্রীনিবাস, এ দেখয়ে ভাগ্যবান্ ॥ ১১৯৭ ॥
দেখ এই **'কামাই', 'করালা'**-গ্রামদ্বয়।
কামাই-গ্রামেতে বিশাখার জন্ম হয় ॥ ১১৯৮ ॥
ললিতার স্থান এই করালা-গ্রামেতে।
'লুধৌলী'-গ্রামেও বাস বিদিত ব্রজেতে ॥ ১১৯৯ ॥
এই করালা-গ্রামেতে চন্দ্রাবলী-স্থিতি।
করালার পুত্র গোবর্ধন যা'র পতি ॥ ১২০০ ॥
চন্দ্রভানু পিতা, ইন্দুমতী মাতা যা'র।
চন্দ্রাবলী হন জ্যেষ্ঠা ভগ্নী রাধিকার ॥ ১২০১ ॥
শ্রীচন্দ্রাবলীর পিতা—পঞ্চ সহোদর।
সকলের জ্যেষ্ঠ বৃষভানু নৃপবর ॥ ১২০২ ॥
চন্দ্রভানু, রত্নভানু, সুভানু, শ্রীভানু।
ক্রমে এ পঞ্চের সূর্য-সম তেজ যনু ॥ ১২০৩ ॥
গোবর্ধন মল্ল চন্দ্রাবলীর সহিতে।
সখীস্থলী-গ্রামে কভু রহে করালাতে ॥ ১২০৪ ॥
পদ্মা-আদি যূথেশ্বরী রহি' এই ঠাঁই।
কৃষ্ণে যৈছে মিলে সে কৌতুক অন্ত নাই ॥ ১২০৫ ॥
ওই যে **'পিয়াসো'**-গ্রামে কৃষ্ণে পিয়াস হৈল।
বলদেব আনি' জল কৃষ্ণে পিয়াইল ॥ ১২০৬ ॥
শ্রীনন্দের প্রিয় ও মন্ত্রী উপনন্দ মহাশয়—
এ **'সাহার'**-গ্রামে উপনন্দের বসতি।
অধিক বয়স মন্ত্রণাতে বিজ্ঞ অতি ॥ ১২০৭ ॥

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ১৬শ-শ্লোকঃ—

শ্বেতশ্মশ্রুভরেণ সুন্দরমুখঃ শ্যামঃ কৃতী মন্ত্রণা-
ভিজ্ঞঃ সংসদি সন্ততং ব্রজপতেঃ কুর্বন্ স্থিতিং যোঽর্চিতঃ।

স্বপ্রাণার্বুদখণ্ডনৈর্মুরভিদং ভ্রাতুঃ সুতং তোষয়েৎ।
সাহারে নিবসন্ স গোষ্ঠমবতান্নাম্নোপনন্দঃ সদা ॥১২০৮॥

অন্বয়। যঃ শ্বেতশ্মশ্রুভরেণ (শুভ্রশ্মশ্রুরাশিনা) সুন্দরমুখঃ শ্যামঃ কৃতী (কুশলঃ) মন্ত্রণাভিজ্ঞঃ (সুমন্ত্রবিদ্) ব্রজপতেঃ (ব্রজরাজস্য) সংসদি (সভায়াং) সন্ততং (সর্বদা) স্থিতিং কুর্বন্ (স্থিতঃ সন্) ভ্রাতুঃ সুতং (শ্রীনন্দসূনুং) মুরভিদং (মুরারিং কৃষ্ণং) স্বপ্রাণার্বুদখণ্ডনৈঃ (স্বপ্রাণার্বুদত্যাগেন) তোষয়েৎ স সাহারে (তদাখ্যে গ্রামে) নিবসন্ নাম্না উপনন্দঃ গোষ্ঠং সদা অবতাৎ (রক্ষতু) ॥ ১২০৮ ॥

অনুবাদ। শ্রীস্তবাবলীর ব্রজবিলাসস্তবে ১৬শ শ্লোকে—যিনি শুভ্র শ্মশ্রুরাজিতে সুন্দরমুখ শ্যামবর্ণ, কৃতী, মন্ত্রণা-কুশল, ব্রজরাজ নন্দের সভায় সর্বদা অবস্থানপূর্বক নিজ অর্বুদ প্রাণত্যাগে ভ্রাতুষ্পুত্র মুরারি কৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিয়া থাকেন, সাহার-গ্রাম-নিবাসী উপনন্দ-নামে খ্যাত তিনি গোষ্ঠকে সর্বদা রক্ষা করুন ॥ ১২০৮ ॥

উপনন্দ গোপের অদ্ভুত স্নেহ-প্রথা।
যা'র পুত্র সুভদ্র কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ॥ ১২০৯ ॥
শ্রীনন্দের প্রিয় গুণ কহিল না হয়।
পরম পণ্ডিত, কৃষ্ণে স্নেহ অতিশয় ॥ ১২১০ ॥

তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ১৭শ-শ্লোকঃ—

শ্যামঃ সূক্ষ্মমতির্যুবাতিমধুরো জ্যোতির্বিদামগ্রণীঃ
পাণ্ডিত্যৈর্জিতগীষ্পতির্ব্রজপতেঃ সব্যে কৃতাবস্থিতিঃ।
কৃষ্ণং পালয়তীহ যঃ প্রিয়তয়া প্রাণার্বুদৈরপ্যলং
মন্ত্রেণাপ্যুপনন্দসূনুমিহ তং প্রীত্যা সুভদ্রং স্তুমঃ ॥১২১১

অন্বয়। যঃ শ্যামঃ সূক্ষ্মমতিঃ (তীক্ষ্ণবুদ্ধিঃ) যুবা, অতিমধুরঃ জ্যোতির্বিদাম্ অগ্রণীঃ (জ্যোতির্বিচ্ছিরোমণিঃ) পাণ্ডিত্যৈঃ জিতগীষ্পতিঃ (বৃহস্পতিং পরাজিতবান্) ব্রজপতেঃ সব্যে (বামপার্শ্বে) কৃতাবস্থিতিঃ (অবস্থিতঃ) প্রাণার্বুদৈঃ অপি অলং (প্রাণার্বুদেভ্যঃ অপি প্রাচুর্যেণ) প্রিয়তয়া কৃষ্ণম্ ইহ (গোষ্ঠে) মন্ত্রেণ পালয়তি তং উপনন্দসূনুং সুভদ্রং অপি প্রীত্যা (প্রীতিভরেণ) ইহ স্তুমঃ (স্তুমঃ) ॥১২১১॥

অনুবাদ। সেই ব্রজবিলাসস্তবের ১৭শ শ্লোকে—যিনি শ্যামকান্তি, সূক্ষ্মবুদ্ধি, যুবক, অতিমধুরস্বভাব, জ্যোতির্বিগণের অগ্রণী, পাণ্ডিত্যে বৃহস্পতিকে পরাজিত করিয়াছেন, ব্রজরাজের বামপার্শ্বে অবস্থিত, অর্বুদপ্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় বলিয়া এই গোষ্ঠে কৃষ্ণকে পরামর্শ-দানে রক্ষা করেন, সেই উপনন্দ-পুত্র সুভদ্রকেও প্রীতিভরে এই গোষ্ঠে স্তুতি করিতেছি ॥ ১২১১ ॥

সুভদ্রের ভার্যা কুন্দলতা নাম যা'র।
কৃষ্ণ সে জীবন—যেহোঁ সখী রাধিকার ॥ ১২১২ ॥

তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ৩২শ-শ্লোকঃ—

সখ্যেনালং পরমরুচিরা নর্মভব্যেন রাধাং
পাকার্থং যা ব্রজপতিমহিষ্যাজ্ঞয়া সন্নয়ন্তী।
প্রেম্না শশ্বৎ পথি পথি হরের্বার্তয়া তর্পয়ন্তী
তুষ্যত্যেতাং পরমিহ ভজে কুন্দপূর্বাং লতাং তাম্ ॥

অন্বয়। যঃ নর্মভব্যেন (পরিহাসমধুরেণ) অলং (প্রচুরেণ) সখ্যেন (হেতুনা) পরমরুচিরা (অতিমনোজ্ঞা) ব্রজপতিমহিষ্যাজ্ঞয়া (যশোমত্যা আদেশেন) রাধাং পাকার্থং সন্নয়ন্তী পথি পথি শশ্বৎ (সর্বক্ষণং) হরেঃ বার্তয়া (কৃষ্ণ-প্রসঙ্গেন) প্রেম্না (প্রীতিবশতঃ) তর্পয়ন্তী (রাধায়াঃ তৃপ্তিং বিধায়েত্যর্থঃ) পরং তুষ্যতি (স্বয়ং পরমাং তৃপ্তিং লভতে) তাং কুন্দপূর্বাং লতাং (কুন্দলতাং) ইহ (গোষ্ঠে) ভজে ॥

অনুবাদ। ঐ ব্রজবিলাসস্তবের ৩২শ শ্লোকে—যিনি পরিহাসহেতু মধুর, অতীব সখ্যভাবের দ্বারা অতি প্রিয়, যশোমতীর আজ্ঞায় রন্ধনার্থ রাধাকে আনয়নকালে পথে পথে সর্বক্ষণ কৃষ্ণকথার দ্বারা প্রীতির সহিত রাধার তৃপ্তি-বিধান করিয়া নিজেও পরমানন্দ লাভ করেন, সেই কুন্দলতাকে এই গোষ্ঠে ভজনা করি ॥ ১২১৩ ॥

সাহার-গ্রামেতে যে আনন্দ দিবারাতি।
তাহা বিবরিয়া কহে কাহার শকতি ॥ ১২১৪ ॥
এই **'আঁখি'**-নামে গ্রাম দেখ—এইখানে।
দুষ্ট শঙ্খচূড়ে কৃষ্ণ বধিলা আপনে ॥ ১২১৫ ॥
শঙ্খচূড়-মাথে মণি ছিল—তাহা লৈয়া।
বলদেব-পাশে আসি' দিলা হর্ষ হৈয়া ॥ ১২১৬ ॥
এই কথো দূর যথা ছিলা বলরাম।
তথা **'রামকুণ্ড'** এবে **'রামতলাও'** নাম ॥ ১২১৭ ॥
বলদেব মণি মধুমঙ্গল-দ্বারায়।
রাধিকারে দিলা—মহাকৌতুক তাহায় ॥ ১২১৮ ॥

অহে শ্রীনিবাস নরোত্তম ! এই খানে।
কৌতুকে বিহ্বল রাই সখীগণ-সনে ॥ ১২১৯ ॥

ছত্রবনের উমরাও-নাম হইবার লীলা-বিবরণ—

'ছত্রবনে' কৃষ্ণে রাজা করি' সখাগণ।
রাজ-আজ্ঞা-বলে করে সর্বত্র শাসন ॥ ১২২০ ॥
মধুমঙ্গলাদি সবে প্রগল্‌ভ বচনে।
কৃষ্ণের দোহাই দিয়া ফিরে বনে বনে ॥ ১২২১ ॥
"মহারাজ ছত্রপতি নন্দের কুমার।
তাঁ'র এ রাজ্যেতে নাই অন্য অধিকার ॥ ১২২২ ॥
যদি কেহ পুষ্পচয়নেতে এথা আইসে।
তবে দণ্ড দিব তা'রে লৈয়া রাজা-পাশে ॥"১২২৩॥
ললিতাদি সখী ক্রোধে কহে বার বার।
"রাধিকার রাজ্যে কে করয়ে অধিকার ॥" ১২২৪ ॥
ঐছে কত কহি ললিতাদি সখীগণ।
রাধিকারে উমরাও কৈলা সেইক্ষণ ॥ ১২২৫ ॥
উমরাও-যোগ্য সিংহাসনে বসি' রাই।
সখীগণ-প্রতি কহে চতুর্দিকে চাই ॥ ১২২৬ ॥
"মোর রাজ্যে অধিকার করে যেই জন।
পরাভব করি' তা'রে আন এইক্ষণ ॥" ১২২৭ ॥
শুনি' সজ্জ হৈয়া চলে যুদ্ধ করিবারে।
বৃন্দা-বিনির্মিত পুষ্প-যষ্টি লৈয়া করে ॥ ১২২৮ ॥
সহস্র সহস্র সখী চলে চারিভিতে।
সুবলাদি সখা তাহা দেখে দূর হৈতে ॥ ১২২৯ ॥
শ্রীমধুমঙ্গল না কহিয়া পলাইল।
কোন সখী গিয়া মধুমঙ্গলে ধরিল ॥ ১২৩০ ॥
পুষ্পমালা দিয়া হস্ত বন্ধন করিলা।
উমরাও-পাশে শীঘ্র লইয়া আইলা ॥ ১২৩১ ॥
দেখি' মধুমঙ্গলে কহয়ে বার বার।
"কা'র রাজ্যে করাও কাহার অধিকার ॥ ১২৩২ ॥
তোমা সবাসহ দণ্ড দিব সে রাজারে।
যেন ঐছে কর্ম আর কভু নাহি করে ॥" ১২৩৩ ॥
শুনি' মধু কহয়ে করিয়া মুণ্ড হেঁট।
ঐছে দণ্ড কর যা'তে ভরে মোর পেট ॥ ১২৩৪ ॥
উমরাও কহে,—'এই পেটার্থী ব্রাহ্মণে।
ছাড়ি' দেহ' যাউক রাজার সন্নিধানে' ॥ ১২৩৫ ॥
সখীগণ দিলা মধুমঙ্গলে ছাড়িয়া।
বন্ধন-সহিত মধু চলিল ধাইয়া ॥ ১২৩৬ ॥
মহাদর্পে রাজা বসি' রাজ-সিংহাসনে।
মধুমঙ্গলেরে কহে—ঐছে দশা কেনে ॥ ১২৩৭ ॥
বিমর্ষ হইয়া মধু কহে বার বার।
"তোমারে করিনু রাজা এই ফল তা'র ॥ ১২৩৮ ॥
তেঁহ উমরাও—তাঁ'র প্রতাপ অপার।
তুমি কি করিবে তাঁ'র রাজ্যে অধিকার ॥১২৩৯॥
যে কন্দর্প জগতের ধৈর্যধন হরে।
সে কন্দর্প কাঁপে তাঁ'র নেত্র-ভঙ্গিশরে ॥ ১২৪০ ॥
তাহাতে মানহ তুমি আমার বচন।
নিজাঙ্গ সমর্পি' লেহ তাঁহার শরণ ॥" ১২৪১ ॥
কৃষ্ণ কহে,—মধু যে কহিলা সর্বোপরি।
তোমারে বান্ধিল দুঃখ সহিতে না পারি ॥ ১২৪২ ॥
মধু কহে,—'তোমার মঙ্গল মাত্র চাই।
অপমান হইলেও কোন দুঃখ নাই' ॥ ১২৪৩ ॥
এত কহি' কৃষ্ণহস্ত করি' আকর্ষণ।
রাধিকার নিকটে আইসে সেইক্ষণ ॥ ১২৪৪ ॥
প্রাণনাথ-গমন দেখিয়া সুখে রাই।
হইলেন অধৈর্য—লজ্জার সীমা নাই ॥ ১২৪৫ ॥
উমরাও-বেশ রাই ঘুচাইতে চায়।
সখী কহে,—'এই বেশে রহিবে এথায়' ॥ ১২৪৬ ॥
রাধিকার ঐছে বেশ কৃষ্ণে দেখি' দূরে।
হইলা অস্থির, ধৈর্য ধরিতে না পারে ॥ ১২৪৭ ॥
কৃষ্ণচেষ্টা দেখি' মধু উল্লাস হিয়ায়।
রাধিকা-সমীপে কৃষ্ণে আনিল ত্বরায় ॥ ১২৪৮ ॥
রাধিকা-দক্ষিণপাশে কৃষ্ণে বসাইল।
কৃষ্ণবামে রাই—কি অদ্ভুত শোভা হৈল ॥ ১২৪৯ ॥
রাধিকার প্রতি মধু কহে বারবার।
এবে কৃষ্ণ লহ, রাজ্যে কর অধিকার ॥ ১২৫০ ॥
কৃষ্ণ যে দিবেন এক আলিঙ্গন-রত্ন।
সে তোমার ভেট—তা' লইবে করি' যত্ন ॥ ১২৫১॥

শুনি' মধুবচন ললিতা হাসি' সুখে।
দিলেন মোদক মধুমঙ্গলের মুখে ॥ ১২৫২ ॥
মধু কহে,—'কৈলা দোষ, বাঁধিলা আমায়।
ঐছে লক্ষ লাড্ডু ভুঞ্জাইলে দোষ যায় ॥' ১২৫৩ ॥
এত কহি' ভঙ্গি করি' মোদক ভুঞ্জয়ে।
সখী-সুবেষ্টিত দুঁহু-শোভা নিরীক্ষয়ে ॥ ১২৫৪ ॥
মোদক ভুঞ্জিয়া অতি সুমধুর ভাষে।
'বহু কার্য আছে'—বলি' চলয়ে উল্লাসে ॥ ১২৫৫ ॥
উমরাও, রাজা—দোঁহে নিকুঞ্জ-ভবনে।
করিলা প্রবেশ অতি উল্লসিত মনে ॥ ১২৫৬ ॥
সুরত-সমরে দোঁহে শ্রমযুক্ত হৈলা।
বিবিধ কৌতুকে সখী শ্রমদূর কৈলা ॥ ১২৫৭ ॥
অহে শ্রীনিবাস, রঙ্গ কহিতে কি আর।
'উমরাও'-গ্রাম-নাম এ-হেতু ইহার ॥ ১২৫৮ ॥

কিশোরীকুণ্ড-প্রসঙ্গে লোকনাথগোস্বামীর বৈরাগ্য ও সেবার কথা—

বৃষভানু কিশোরীর প্রিয় অতিশয়।
এই যে **'কিশোরী'**-কুণ্ড সদা শোভাময় ॥ ১২৫৯ ॥
দেখি' এ অপূর্ব বন মহা-হর্ষমনে।
লোকনাথ গোস্বামী ছিলেন এইখানে ॥ ১২৬০ ॥
যে বৈরাগ্য তাঁ'র—তা' কহিতে অন্ত নাই।
শ্রীরাধাবিনোদ-কৃপা কৈল এই ঠাঁই ॥ ১২৬১ ॥
ফল, মূল, শাক, অন্ন যবে যে মিলয়।
যত্নে তাহা শ্রীরাধাবিনোদে সমর্পয় ॥ ১২৬২ ॥
বর্ষা-শীতাদিতে এই বৃক্ষতলে বাস।
সঙ্গে জীর্ণ কাঁথা, অতিজীর্ণ বহির্বাস ॥ ১২৬৩ ॥
আপনি হইতে সিক্ত অতিবৃষ্টি-নীরে।
ঠাকুরে রাখিত এই বৃক্ষের কোটরে ॥ ১২৬৪ ॥
অন্য সময়েতে জীর্ণ ঝোলায় লইয়া।
রাখিতেন বক্ষে অতি উল্লসিত হিয়া ॥ ১২৬৫ ॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের লীলা করিয়া স্মরণ।
হইত ব্যাকুল, এথা করিত ক্রন্দন ॥ ১২৬৬ ॥
ঐছে কত কহি' ধৈর্য ধরিতে না পারে।
রাঘব-পণ্ডিত নেত্র-জলেই সাঁতারে ॥ ১২৬৭ ॥
শ্রীনিবাস, নরোত্তম ধূলায় লোটায়।
ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস, ভাসে নেত্রের ধারায় ॥ ১২৬৮ ॥
কতক্ষণে শ্রীপণ্ডিত সুস্থির হইয়া।
দোঁহে স্থির করি, আগে চলে দোঁহে লৈয়া ॥ ১২৬৯ ॥
পণ্ডিত কহয়ে,—**'নরীসেমরী'** এ গ্রাম।
'শ্যামরী-কিন্নরী'—এ গ্রামের পূর্ব-নাম ॥ ১২৭০ ॥
রাধিকার মানভঙ্গ-উপায় না দেখি'।
এইখানে শ্রীকৃষ্ণ হইলা শ্যামাসখী ॥ ১২৭১ ॥
বীণাযন্ত্র বাজাইয়া আইলা এথায়।
শ্রীরাধিকা কহে,—'এ কিন্নরী সর্বথায়' ॥ ১২৭২ ॥
শুনি' বীণাবাদ্য রাই বিহ্বল হইলা।
নিজ-রত্নমালা তা'র গলে পরাইলা ॥ ১২৭৩ ॥
কিন্নরী কহে,—'মানরত্ন-মোরে দেহ'।
অনুগ্রহ করিয়া আপন করি' লেহ' ॥ ১২৭৪ ॥
এ বাক্য শুনিয়া রাই মন্দ মন্দ হাসে।
দূরে গেল মান—মগ্ন হইলা উল্লাসে ॥ ১২৭৫ ॥
এইরূপে এই দুই গ্রামের নাম হয়।
এথা এই দেবীর প্রভাব অতিশয় ॥ ১২৭৬ ॥
অহে শ্রীনিবাস, আগে দেখ ছত্রবন।
এইখানে হৈলা রাজা ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১২৭৭ ॥
কৃষ্ণ রাজা হইলে কিছুদিনে পৌর্ণমাসী।
রাধিকার অভিষেক কৈলা সুখে ভাসি' ॥ ১২৭৮ ॥
বৃন্দারণ্য-রাণী রাধা রাধাস্থলী-স্থানে।
অভিষেকে যে রঙ্গ তা' কহিতে কে জানে ॥ ১২৭৯ ॥

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৬১তম-শ্লোকঃ—

সার্ধং মানসজাহ্নবীমুখনদীবর্গৈঃ সরঙ্গোৎকরৈঃ
সাবিত্র্যাদিসুরীকুলৈশ্চ নিতরামাকাশবাণ্যা বিধেঃ।
বৃন্দারণ্যবরেণ্যরাজ্যবিষয়ে শ্রীপৌর্ণমাসী মুদা
রাধাং যত্র সিষেচ সিঞ্চতু সুখং সোন্মত্তরাধাস্থলী ॥১২৮০॥

অন্বয়। যত্র (রাধাস্থল্যাং) বিধেঃ (ব্রহ্মণঃ) আকাশবাণ্যা (আকাশবাণী-ক্রমেণ) শ্রীপৌর্ণমাসী সরঙ্গোৎকরৈঃ (বর্ণপুঞ্জসহিতৈঃ) মানসজাহ্নবীমুখনদীবর্গৈঃ (মানসগঙ্গাপ্রভৃতিনদীসমূহৈঃ) সাবিত্র্যাদিসুরীকুলৈঃ (সাবিত্রীপ্রভৃতি দেবীবর্গৈঃ) চ সার্ধং বৃন্দারণ্যবরেণ্যরাজ্য-

বিষয়ে (বৃন্দারণ্যরূপ শ্রেষ্ঠরাজ্যাধিকারে) রাধাং মুদা সিষেচ (অভিসিক্তবতী) সা রাধাস্থলী অস্মভ্যঃ (অস্মভ্যং) সুখং সিঞ্চতু (বর্ষতু)॥ ১২৮০ ॥

অনুবাদ। শ্রীস্তবাবলীতে ব্রজবিলাসস্তবের ৬১তম শ্লোকে—

ব্রহ্মার আকাশবাণীক্রমে শ্রীপৌর্ণমাসী নানাবর্ণযুক্ত মানসগঙ্গাপ্রমুখ নদীবর্গ ও সাবিত্রী প্রভৃতি দেবীগণসহিত যথায় বৃন্দারণ্যরূপ শ্রেষ্ঠরাজ্যাধিকারে শ্রীরাধাকে সানন্দে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেই রাধাস্থলী আমাদিগকে সুখ প্রদান করুন ॥ ১২৮০ ॥

(৬) খদিরবন ও তদন্তর্গত লীলাস্থানসমূহের বিবরণ :—

দেখহ '**খদিরবন**' বিদিত জগতে।
বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি এথা গমন-মাত্রেতে ॥ ১২৮১ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

সপ্তমন্তু বনং ভূমৌ খদিরং লোকবিশ্রুতম্।
তত্র গত্বা নরো ভদ্রে মম লোকং স গচ্ছতি ॥১২৮২॥

অন্বয়। ভূমৌ (পৃথিব্যাং) খদিরং তু লোকবিশ্রুতং (লোকপ্রসিদ্ধং) সপ্তমং বনং (ভবতি) ভদ্রে! তত্র গত্বা স নরঃ মম লোকং গচ্ছতি ॥ ১২৮২ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—লোকপ্রসিদ্ধ খদিরবন এই জগতে সপ্তম বন। হে ভদ্রে! তথায় গমন করিলে সে লোক আমার ধামে গমন করে ॥ ১২৮২ ॥

অহে শ্রীনিবাস, দেখ কৃষ্ণ এইখানে।
সখাসহ নানা খেলা খেলে গোচারণে ॥ ১২৮৩ ॥
দেখহ '**সঙ্গমকুণ্ড**' অতি মনোরম।
কৃষ্ণসহ গোপিকার এথা সুসঙ্গম ॥ ১২৮৪ ॥
পরম নির্জন এথা সুখে লোকনাথ।
মধ্যে মধ্যে রহিতেন ভূগর্ভের সাথ ॥ ১২৮৫ ॥
এই যে '**কদম্বখণ্ডি**', শোভা মনোহর।
এথাদ্ভুত লীলা করে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ১২৮৬ ॥
'**বকথরা**'-গ্রাম এ যাবট-সন্নিধানে।
বকাসুরে কৃষ্ণ বধিলেন এইখানে ॥ ১২৮৭ ॥
'**নেওছাক**'-স্থান এই—দেখ শ্রীনিবাস।
এথা শ্রীকৃষ্ণের হয় ভোজন-বিলাস ॥ ১২৮৮ ॥
ছাক-শব্দে ভক্ষণ-সামগ্রী ব্রজে কয়।
কৃষ্ণ ভুঞ্জিবেন—তেঞি যশোদা প্রেরয় ॥ ১২৮৯ ॥
আর যত গোপবালকের মাতাগণে।
সবে ভক্ষ্যদ্রব্য পাঠায়েন এই বনে ॥১২৯০ ॥
এই '**ভাণ্ডাগোর**'-গ্রাম দেখ শ্রীনিবাস।
এথা শ্রীকৃষ্ণের অতি অদ্ভুত বিলাস ॥ ১২৯১ ॥
এবে গ্রাম-নাম লোকে '**ভাদালি**' কহয়।
এ কুণ্ডের স্নানাদিতে সর্বসিদ্ধি হয় ॥ ১২৯২ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

ভাণ্ডাগোরমিতি খ্যাতং গুহ্যমস্তি ততো মম।
লভন্তে মনুজা ভূমি সিদ্ধিং তত্র ন সংশয়ঃ ॥ ১২৯৩ ॥
তত্র কুণ্ডং মহাভাগে দ্রুম-গুল্মলতাবৃতম্।
তত্র স্নানং প্রকুর্বীত যোঽহোরাত্রোষিতো নরঃ ॥১২৯৪॥
লোকং বৈদ্যাধরং গত্বা মোদতে কৃতোনিশ্চয়ঃ।
তত্রাশ্চর্যং প্রবক্ষ্যামি ভূমি গুহ্যং পরং মম ॥ ১২৯৫ ॥
চতুর্বিংশতি দ্বাদশ্যাং মম ভক্তির্ব্যবস্থিতা।
অর্ধরাত্রেষু শৃণ্বন্তি গীতং কর্ণসুখাবহম্ ॥ ১২৯৬ ॥

অন্বয়। ততঃ (তদনন্তরং) ভাণ্ডাগোরং ইতি খ্যাতং মম গুহ্যং (স্থানং) অস্তি। তত্র (ভাণ্ডাগোরে) (হে) ভূমি মনুজাঃ সিদ্ধিং (সাফল্যং) লভন্তে; (তত্র বিষয়ে) ন সংশয়ঃ। হে মহাভাগে, তত্র (স্থানে) দ্রুমগুল্মলতাবৃতং কুণ্ডং (অস্তি)। যঃ নরঃ অহোরাত্রোষিতঃ (দিবারাত্রং উপোষ্য) তত্র (কুণ্ডে) স্নানং প্রকুর্বীত (সঃ) বৈদ্যাধরং লোকং (বিদ্যাধরলোকে) গত্বা মোদতে (সুখং লভতে ইতি) নিশ্চয়ঃ কৃতঃ (ময়া ক্রিয়তে)। (হে) ভূমি! তত্র মম আশ্চর্যং পরং গুহ্যং (রহস্যং) প্রবক্ষ্যামি—চতুর্বিংশতিদ্বাদশ্যাং মম ভক্তিঃ ব্যবস্থিতা, (তে চ জনাঃ) অর্ধরাত্রেষু কর্ণসুখাবহং গীতং শৃণ্বন্তি ॥১২৯৩ ৯৬

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—তারপর ভাণ্ডাগোর-নামে প্রসিদ্ধ আমার গুহ্যস্থান আছে। হে ভূমি! লোক তথায় নিঃসংশয়ে সিদ্ধি লাভ করে। হে মহাভাগে! সেই স্থানে বৃক্ষ-গুল্ম-লতাবেষ্টিত এক কুণ্ড আছে। যে ব্যক্তি অহোরাত্র উপবাস করিয়া সেই কুণ্ডে স্নান করে, সে বিদ্যাধরলোকে যাইয়া সুখভোগ করে, ইহা নিশ্চয় করিলাম। হে ভূমি! তথাকার আমার আশ্চর্য পরম রহস্য বলিব—'এথায় চতুর্বিংশতি দ্বাদশী তিথিতে উপবাসাদি-দ্বারা আমার সেবার ব্যবস্থা আছে এবং সেই সকল লোক

অর্ধরাত্রে কর্ণের আনন্দপ্রদ গীত শ্রবণ করিয়া থাকে ॥ ১২৯৩-৯৬ ॥

এত কহি' আর নানা স্থান দেখাইয়া।
পুনঃ নন্দীশ্বরে আইলা উল্লসিত হৈয়া ॥ ১২৯৭ ॥
নন্দাদি-চরিত্র কিছু কহি' শ্রীনিবাসে।
দাঁড়াইলা শ্রীপাবন-সরোবর-পাশে ॥ ১২৯৮ ॥

পাবনসরোবরে শ্রীসনাতন গোস্বামীর অবস্থান-বৃত্তান্ত—

সনাতন গোস্বামীর কুটীর-দর্শনে।
হইলা অধৈর্য—অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥ ১২৯৯ ॥
রাঘব পণ্ডিত কহে শ্রীনিবাস-প্রতি।
কহি' কিছু কিছু যৈছে গোস্বামীর স্থিতি ॥ ১৩০০ ॥
বৃন্দাবন হৈতে আসি' এ নির্জন বনে।
প্রেমেতে বিহ্বল সদা কৃষ্ণ-আরাধনে ॥ ১৩০১ ॥
সঙ্গোপনে রহে, ভক্ষণের চেষ্টা নাই।
কেহো না জানয়ে—কে আছয়ে এই ঠাঁই ॥ ১৩০২ ॥
কৃষ্ণ গোপবালকের ছলে দুগ্ধ লৈয়া।
দাঁড়াইলা গোস্বামি-সম্মুখে হর্ষ হৈয়া ॥ ১৩০৩ ॥
গোরক্ষক-বেশ, মাথে উষ্ণীষ শোভয়।
দুগ্ধভাণ্ড হাতে করি' গোস্বামীরে কয় ॥ ১৩০৪ ॥
আছহ নির্জনে, তোমা কেহ নাহি জানে।
দেখিলাম তোমারে আসিয়া গোচারণে ॥ ১৩০৫ ॥
এই দুগ্ধ পান কর আমার কথায়।
লইয়া যাইব ভাণ্ড রাখিহ এথায় ॥ ১৩০৬ ॥
কুটীরে রহিলে মো-সভার সুখ হবে।
ঐছে রহ—ইথে ব্রজবাসী দুঃখ পাবে ॥ ১৩০৭ ॥
এত কহি' গোপালের হইল গমন।
মুগ্ধ হৈয়া দুগ্ধ-পান কৈল সনাতন ॥ ১৩০৮ ॥
দুগ্ধপানমাত্রে প্রেমে অধৈর্য হইলা।
নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া বহু খেদ কৈলা ॥ ১৩০৯ ॥
অলক্ষিত প্রভু সনাতনে প্রবোধিলা।
ব্রজবাসীদ্বারে এক কুটীর করাইলা ॥ ১৩১০ ॥
ঐছে সনাতনের হইল বাসালয়।
মধ্যে মধ্যে এথা শ্রীরূপের স্থিতি হয় ॥ ১৩১১ ॥

একদিন শ্রীরূপগোস্বামী সনাতনে।
ভুঞ্জাইতে দুগ্ধান্নাদি করিলেন মনে ॥ ১৩১২ ॥
ঐছে মনে করি' পুনঃ সঙ্কোচিত হইলা।
শ্রীরূপের মনোবৃত্তি রাধিকা জানিলা ॥ ১৩১৩ ॥
ঘৃত-দুগ্ধ-তণ্ডুল-শর্করাদিক লইয়া।
গোপবালিকার ছলে আইলা হর্ষ হৈয়া ॥ ১৩১৪ ॥
রূপ-প্রতি কহে,—'স্বামী, এই সব লেহ।
শীঘ্র পাক করি' কৃষ্ণে সমর্পি' ভুঞ্জহ ॥ ১৩১৫ ॥
মাতা মোর এই কথা কহিল কহিতে।
কোনই সঙ্কোচ যেন নহে কভু চিতে' ॥ ১৩১৬ ॥
এত কহি' শ্রীরাধিকা কৌতুকে চলিলা।
শ্রীরূপগোস্বামী সুখে শীঘ্র পাক কৈলা ॥ ১৩১৭ ॥
কৃষ্ণে সমর্পিয়া গোস্বামী সনাতনে।
করে পরিবেশন পরমানন্দ-মনে ॥ ১৩১৮ ॥
সনাতন গোস্বামী সামগ্রী-সুগন্ধিতে।
না জানে কতেক সুখ উপজয়ে চিতে ॥ ১৩১৯ ॥
দুই এক গ্রাস মুখে দিয়া সনাতন।
হইলা অধৈর্য—অশ্রু নহে নিবারণ ॥ ১৩২০ ॥
সনাতন সামগ্রীবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিল।
শ্রীরূপ ক্রমেতে সব বৃত্তান্ত কহিল ॥ ১৩২১ ॥
শুনিয়া গোস্বামী নিষেধয়ে বার বার।
'ঐছে ভক্ষ্যদ্রব্য-চেষ্টা না করিহ আর ॥' ১৩২২ ॥
এত কহি' শ্রীমহাপ্রসাদ-সেবা কৈলা।
শ্রীরূপগোস্বামী অতি খেদযুক্ত হৈলা ॥ ১৩২৩ ॥
স্বপ্নছলে শ্রীরাধিকা দিয়া দরশন।
প্রবোধিলা শ্রীরূপে—জানিলা সনাতন ॥ ১৩২৪ ॥
অহে শ্রীনিবাস, যৈছে শ্রীরূপের ধৈর্য।
বৈষ্ণবসমাজে ব্যক্ত হইল আশ্চর্য ॥ ১৩২৫ ॥
একদিন রাধাকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-কথাতে।
কান্দয়ে বৈষ্ণব মূর্চ্ছাগত পৃথিবীতে ॥ ১৩২৬ ॥
অগ্নিশিখাপ্রায় জ্বলে রূপের হৃদয়।
তথাপি বাহিরে কিছু প্রকাশ না হয় ॥ ১৩২৭ ॥
কারু দেহে শ্রীরূপের নিশ্বাস স্পর্শিল।
অগ্নিদগ্ধ-প্রায় তা'র দেহে ব্রণ হৈল ॥ ১৩২৮ ॥

দেখিয়া সবার মনে হৈল চমৎকার।
ঐছে শ্রীরূপের ক্রিয়া—কহিতে কি আর ॥ ১৩২৯ ॥
কি কহিব—যতসুখ এই নন্দীশ্বরে।
এত কহি' চলে গোস্বামীর শ্রীকুটীরে ॥ ১৩৩০ ॥
তথা বিপ্র শ্রীগোপালমিশ্র সুচরিত্র।
সনাতন গোস্বামীর পুরোহিত-পুত্র ॥ ১৩৩১ ॥
শ্রীসনাতন-শিষ্য, সর্বাংশে সুন্দর।
এ সবে দেখিতে তাঁ'র উল্লাস অন্তর ॥ ১৩৩২ ॥
শ্রীউদ্ধবদাস, মাধবাদি যে যে ছিলা।
পরস্পর মিলি' সবে মহা হর্ষ হৈলা ॥ ১৩৩৩ ॥
ব্রজবাসিগণ অতি উল্লসিত মনে।
ভক্ষণসামগ্রী আনাইলা সেইক্ষণে ॥ ১৩৩৪ ॥
সেই দিবস তথা মহামহোৎসব হইল।
নাম-সঙ্কীর্তনে সবে রাত্রি গোঙাইল ॥ ১৩৩৫ ॥
এহেন অপূর্ব কথা যে করে শ্রবণ।
অচিরে মিলয়ে তারে কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥ ১৩৩৬ ॥
শ্রীগোপালদাস-আদি যত বিজ্ঞবর।
হইল সবার মহা উল্লাস অন্তর ॥ ১৩৩৭ ॥
শ্রীরাঘব দোঁহে লৈয়া রজনী-প্রভাতে।
বিদায় হইয়া চলে পরিক্রমা-পথে ॥ ১৩৩৮ ॥
শ্রীপণ্ডিত শ্রীনিবাস-নরোত্তমে কয়।
আগে এই দেখহ **'বৈঠান'**-গ্রাম হয় ॥ ১৩৩৯ ॥
যবে যে করয়ে পরামর্শ গোপগণ।
এইখানে আসিয়া বৈসয়ে সর্বজন ॥ ১৩৪০ ॥
গোপগণ বৈসে—এই হেতু এ বৈঠান।
এবে লোকে কহে "ছোট" "বড়" দুই নাম ॥১৩৪১॥
ব্রজবাসিস্নেহে বদ্ধ হৈয়া হর্ষমনে।
সনাতন গোস্বামী ছিলেন এই খানে ॥ ১৩৪২ ॥
যেরূপে রহিল এথা—সে চারু চরিত্র।
কহিয়ে কিঞ্চিৎ—যাতে জগত পবিত্র ॥ ১৩৪৩ ॥
সনাতন গোস্বামী এ ব্রজবাসিগণে।
নিরন্তর প্রাণের অধিক করি' মানে ॥ ১৩৪৪ ॥
ব্রজপরিক্রমা যবে করেন গোসাই।
গ্রামে গ্রামে রহে—সে সুখের সীমা নাই ॥১৩৪৫॥

গ্রামে গ্রামে সনাতন গোস্বামীর প্রতি ব্রজবাসিগণের ব্যবহার

এক গ্রামে রহি' আর গ্রামে যবে যায়।
গ্রামবাসী লোক গোস্বামীর পাছে ধায় ॥ ১৩৪৬ ॥
কিবা বাল, বৃদ্ধ—কেহ ধৈর্য নাহি মানে।
গোস্বামীর বিচ্ছেদে কান্দয়ে সর্বজনে ॥ ১৩৪৭ ॥
সনাতন গোস্বামীও ক্রন্দন করিয়া।
নিজ নিজ গৃহে পাঠায়েন প্রবোধিয়া ॥ ১৩৪৮ ॥
ক্রন্দন সম্বরি' সবে নিজ গৃহে গেলে।
তবে সনাতন অন্য গ্রামে শীঘ্র চলে ॥ ১৩৪৯ ॥
যে গ্রামে যাইব সেই গ্রামবাসিগণ।
দূর হৈতে দেখে সনাতনের গমন ॥ ১৩৫০ ॥
কিবা বাল, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষগণে।
সবে কহে—ঐ দেখ রূপ-সনাতনে ॥ ১৩৫১ ॥
ব্রজবাসিগণের অদ্ভুত স্নেহ হয়।
রূপে দেখিলেও রূপ-সনাতন কয় ॥ ১৩৫২ ॥
গ্রামী লোকগণ কেহ স্থির হৈতে নারে।
আগুসরি' চলে সনাতনে আনিবারে ॥ ১৩৫৩ ॥
বহু রত্ন লভ্যে দরিদ্রের সুখ যৈছে।
সনাতন-দর্শনে সবার সুখ তৈছে ॥ ১৩৫৪ ॥
অতিবৃদ্ধ, বৃদ্ধ যত স্ত্রী-পুরুষগণ।
পুত্রভাবে সনাতনে করয়ে লালন ॥ ১৩৫৫ ॥
কহে কেহ—অরে পুত্র! মো-সবে ভুলিয়া।
কিরূপে আছিলা কোথা মরি এ চিন্তিয়া ॥ ১৩৫৬ ॥
ঐছে কহি' সবে সনাতন-মুখ চাই।
আপনা নির্মঞ্ছে মনে মহাসুখ পাই ॥ ১৩৫৭ ॥
স্ত্রী, পুরুষ, যুবা—যার জন্ম সে গ্রামেতে।
তা' সবার ভ্রাতৃভাব—বিহ্বল স্নেহেতে ॥১৩৫৮॥
কেহ কহে—ভ্রাতা, তুমি আছিলা কেমনে।
বুঝি মো-সবারে কভু না করিলা মনে ॥ ১৩৫৯ ॥
কেনে ভ্রাতা! মো-সবারে হইলা নির্দয়।
ঐছে কত কহে— নেত্রে অশ্রুধারা বয় ॥ ১৩৬০ ॥
বালিকা বালক আসে' চরণ স্পর্শিতে।
করে নিবারণ সবে—নারে নিবারিতে ॥ ১৩৬১ ॥

কিছু দূরে রহিয়া গ্রামের বধূগণ।
সঙ্কোচিত হৈয়া সবে করয়ে দর্শন ॥ ১৩৬২ ॥
অহে শ্রীনিবাস! সনাতনের দর্শনে।
প্রণামাদি-ক্রিয়া কারু স্মৃতি নাই মনে ॥ ১৩৬৩ ॥
গ্রামে প্রবেশিতে যে যে আইসে ধাইয়া।
হস্তে ধরি' লৈয়া চলে দৃঢ় আলিঙ্গিয়া ॥ ১৩৬৪ ॥
দিব্য বৃক্ষতলে সবে মনের উল্লাসে।
সনাতনে বসাই বৈসয়ে চারি পাশে ॥ ১৩৬৫ ॥
দধি, দুগ্ধ, নবনীত আদি গৃহ হৈতে।
আনে যত্নে সবে সনাতনে ভুঞ্জাইতে ॥ ১৩৬৬ ॥
ভোজন-কৌতুক সমাধিয়া কতক্ষণে।
সুস্থির হৈয়া সুখে বৈসে সর্বজনে ॥ ১৩৬৭ ॥
সনাতন গোস্বামী পরম স্নেহাবেশে।
সবে সর্বপ্রকারেই মঙ্গল জিজ্ঞাসে ॥ ১৩৬৮ ॥
কার কত কন্যা, পুত্র,—বিবাহ কোথায়।
কি নাম কাহার—কৈছে প্রবীণ নির্ভয় ॥ ১৩৬৯ ॥
গাভী-বৃষাদিক কত কৃষিকর্ম কার।
কার গৃহে শস্য কত, কৈছে ব্যবহার ॥ ১৩৭০ ॥
শরীর আরোগ্য কার, কৈছে মনোবৃত্তি।
ঐছে জিজ্ঞাসিতে সবে হন হর্ষ অতি ॥ ১৩৭১ ॥
গোস্বামীরে ক্রমে সবে সব নিবেদয়।
কারু দুঃখ শুনিতেই মহা দুঃখী হয় ॥ ১৩৭২ ॥
সনাতন-প্রবোধে তাহার দুঃখ-ক্ষয়।
এ সব প্রসঙ্গে রাত্রি প্রভাত করয় ॥ ১৩৭৩ ॥
প্রাতে প্রাতঃক্রিয়া শীঘ্র করি' সনাতন।
স্নানাদিক করিতেই আইসে সর্বজন ॥ ১৩৭৪ ॥
দধি-দুগ্ধাদিক সবে শীঘ্র আনায়য়।
সনাতনগোস্বামীরে ভুঞ্জিতে কহয় ॥ ১৩৭৫ ॥
ভুঞ্জেন শ্রীগোস্বামী সবারে ভুঞ্জাইয়া।
দেখয়ে সবার শোভা উল্লসিত হৈয়া ॥ ১৩৭৬ ॥
পূর্বমত গ্রাম হৈতে করিতে গমন।
ব্যাকুল হইয়া কান্দে ব্রজবাসিগণ ॥ ১৩৭৭ ॥
যৈছে স্নেহচর্যা—তা কহিতে অন্ত নাই।
বিবিধ প্রকারে সবে প্রবোধে গোঁসাই ॥ ১৩৭৮ ॥
কথোদূর সঙ্গে সবে গমন করিতে।
দেন নিজ শপথ সবারে ফিরাইতে ॥ ১৩৭৯ ॥
এইরূপে গ্রামে গ্রামে করিয়া ভ্রমণ।
আইসেন **বৈঠান-গ্রামেতে** সনাতন ॥ ১৩৮০ ॥
সনাতনে দেখিয়া গ্রামের লোক যত।
যে আনন্দে মগ্ন—তা' কহিবে কেবা কত ॥ ১৩৮১ ॥
সনাতন সবার মঙ্গল জিজ্ঞাসয়।
গোঙায়েন দিবানিশি উল্লাস হিয়ায় ॥ ১৩৮২ ॥
এক রাত্রি বাস—এ নির্বন্ধ সবে জানে।
হইয়া ব্যাকুল তেঞি কহে সনাতনে ॥ ১৩৮৩ ॥
'কথো দিন থাকিলে সবার ভাল হয়।
মান মো-সবার কথা, না হও নির্দয় ॥ ১৩৮৪ ॥
প্রাতঃকালে যাবে এই নির্বন্ধ তোমার।
ছাড়হ নির্বন্ধ—প্রাণ রাখহ সবার ॥" ১৩৮৫ ॥
ঐছে গ্রামবাসী কত কহেন কান্দিয়া।
এ হেতু রহিল এথা সবে সুখ দিয়া ॥ ১৩৮৬ ॥
বৈঠান-গ্রামীয়, আর নিকটস্থ যত।
সবে সনাতনগুণে মগ্ন অবিরত ॥ ১৩৮৭ ॥
অহে শ্রীনিবাস! মহা আনন্দ এথায়।
দেখ **'নীপবন'**— মন মোহয়ে শোভায় ॥ ১৩৮৮ ॥
এই **'কৃষ্ণকুণ্ড'**—এথা কৌতুক অশেষ।
এ **'কুণ্ডলকুণ্ডে'** কৃষ্ণ কৈল কেশবেশ ॥ ১৩৮৯ ॥
এই **'বেড়োখোর'**-কুঞ্জ ভবন-মাঝার।
বিলসয়ে দোঁহে বন্ধ করি' কুঞ্জদ্বার ॥ ১৩৯০ ॥
'চরণপাহাড়ি' এই পর্বতের নাম।
এথা কৃষ্ণচন্দ্রের কৌতুক অনুপম ॥ ১৩৯১ ॥
সখা-সুবেষ্টিত কৃষ্ণ চড়িয়া পর্বতে।
গো-গণ চরয়ে দূরে—দেখে চারিভিতে ॥ ১৩৯২ ॥
ভুবনমোহনবেশে বংশী করে লৈয়া।
দাঁড়াইলা বৃক্ষতলে ত্রিভঙ্গ হইয়া ॥ ১৩৯৩ ॥
বংশীবাদ্যারম্ভমাত্রে জগত মাতিল।
যে যথা ছিলেন সবে ধাইয়া আসিল ॥ ১৩৯৪ ॥
বংশীগান শ্রবণে স্থগিত সবে হৈলা।
তুলনা কি গানে ?—এই পর্বত দ্রবিলা ॥ ১৩৯৫ ॥

বংশীধ্বনি শুনিয়া যে আইল এথায়।
তা' সবার পদচিহ্ন দেখহ শিলায়॥ ১৩৯৬॥
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মচিহ্ন এ রহিল।
এই হেতু 'চরণপাহাড়ি' নাম হৈল॥ ১৩৯৭॥
দেখ কৃষ্ণকুণ্ড এই, **'হারোয়াল'** গ্রাম।
এথা বিলসয়ে রঙ্গে রাই-ঘনশ্যাম॥ ১৩৯৮॥
পাশা খেলাইতে রাই কৃষ্ণে হারাইলা।
খেলায় হারিয়া কৃষ্ণ মহা লজ্জা পাইলা॥ ১৩৯৯॥
ললিতা কহয়ে—'রাই, পাশক-ক্রীড়াতে।
অনায়াসে তুমি হারাইলা প্রাণনাথে॥ ১৪০০॥
হইল তোমার জিত অনেক প্রকারে।
দেখিব—কন্দর্পযুদ্ধে কেবা জিতে হারে॥ ১৪০১॥
এত কহি' নিকুঞ্জ-মন্দিরে দোঁহে থুইয়া।
সখীগণ দেখে রঙ্গ অলক্ষিত হৈয়া॥ ১৪০২॥
হইল পরমানন্দ—কহিতে কি আর।
এই হারোয়ালে হয় অদ্ভুত বিহার॥ ১৪০৩॥
দেখহ **'সাতোঞা'** নাম গ্রাম শোভা করে।
এথা শ্রীশান্তনুমুনি আরাধে কৃষ্ণেরে॥ ১৪০৪॥
'সূর্যকুণ্ড', 'নন্দনকূপ', 'বাস্তশিলা', আর।
অপূর্ব পর্বত—এথা কৃষ্ণের বিহার॥ ১৪০৫॥
দেখ **'পাই-গ্রাম'**, রাই সখীগণসনে।
কৃষ্ণের অন্বেষণ করি' পাইল এথানে॥ ১৪০৬॥
দেখ এ **'চলনশিলা'**—এথা শ্যামরায়।
চলিতে নারয়ে প্রেমে, বৈসয়ে শিলায়॥ ১৪০৭॥
দেখহ **'কামরিগ্রাম'**,—কৃষ্ণ এই খানে।
কামে ব্যস্ত হইয়া চাহে রাইপথ পানে॥ ১৪০৮॥
দেখ এ **'বিছোর-গ্রাম'**—এথা চন্দ্রমুখী।
কৃষ্ণসহ মিলয়ে সঙ্গেতে প্রিয়সখী॥ ১৪০৯॥
ক্রীড়াবসানেতে দোঁহে চলে নিজালয়।
বিচ্ছেদ-প্রযুক্ত এ বিছোর-নাম হয়॥ ১৪১০॥
দেখহ কদম্বখণ্ডি **'তিলোয়ার'**-গ্রাম।
এথা ক্রীড়ারত, নাই তিলেক বিশ্রাম॥ ১৪১১॥
এই যে **'শৃঙ্গার-বট'**—কৃষ্ণ এই খানে।
রাধিকার বেশ কৈল বিবিধ বিধানে॥ ১৪১২॥
এই দেখ কৃষ্ণের অপূর্ব লীলাস্থান।
এবে এ হইল **'ললাপুর'** নাম গ্রাম॥ ১৪১৩॥
এই যে **'বাসোলী'** গ্রাম—কৃষ্ণাঙ্গ সুবাসে।
ভ্রমর মাতিব কি?—জগতধৈর্য নাশে॥ ১৪১৪॥
এথা রাধাকৃষ্ণ প্রিয়সখীগণ-সঙ্গে।
নিরন্তর মগ্ন হোলিখেলাদিক-রঙ্গে॥ ১৪১৫॥
ওহে দেখ **'পয়-গ্রাম'**,—শ্রীকৃষ্ণ এথানে।
পয়ঃপান কৈলা সর্ব সখাগণ সনে॥ ১৪১৬॥
এ **'কোটরবন', 'কোটবন'** সবে কয়।
এথা সখাসহ কৃষ্ণ সুখে বিলসয়॥ ১৪১৭॥
এই **'দধি-গ্রামে'** কৃষ্ণ দধি লুঠ কৈল।
গোপাঙ্গনা সহ মহা কৌতুক বাঢ়িল॥ ১৪১৮॥

ব্রজের সীমান্তে শেষশায়ী দর্শনে শ্রীমহাপ্রভু—

এ **'শেষশায়ী' 'ক্ষীরসমুদ্র'**—এথাতে।
কৌতুকে শুইলা কৃষ্ণ অনন্তশয্যাতে॥ ১৪১৯॥
শ্রীরাধিকা পাদপদ্ম করয়ে সেবন।
যে আনন্দ হৈল—তাহা না হয় বর্ণন॥ ১৪২০॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯১তম শ্লোকঃ—

যস্য শ্রীমচ্চরণকমলে কোমলে কোমলাপি
শ্রীরাধোচ্চৈর্নিজসুখকৃতে সন্নয়ন্তী কুচাগ্রে।
ভীতাপ্যারাদথ নহি দধাত্যস্য কার্কশ্যদোষাৎ
স শ্রীগোষ্ঠে প্রথয়তু সদা শেষশায়ী স্থিতিং নঃ॥

অন্বয়। যস্য (শেষশায়িনঃ কৃষ্ণস্য) কোমলে শ্রীমচ্চরণ-কমলে (সুন্দরং পাদপদ্মযুগং) কোমলা অপি শ্রীরাধা নিজ-সুখকৃতে (স্বসুখার্থং) আরাৎ (বক্ষঃসমীপে) সন্নয়ন্তী (সুষ্ঠু আনীয়) অপি অথ (অনন্তরং) অস্য (কুচাগ্রস্য) কার্কশ্য-দোষাৎ (কর্কশতাদোষং আকলয্য) ভীতা (সতী) উচ্চৈঃ কুচাগ্রে ন দধাতি হি (ধারয়ত্যেব) স শেষশায়ী (অনন্তে শয়ানঃ কৃষ্ণঃ) শ্রীগোষ্ঠে নঃ (অস্মাকং) স্থিতিং প্রথয়তু (প্রতিষ্ঠিতাং করোতু)॥ ১৪২১॥

অনুবাদ। স্তবাবলীতে ব্রজবিলাসস্তবের ৯১তম শ্লোকে—যে শ্রীকৃষ্ণের কোমল সুমনোহর চরণযুগল কোমলাঙ্গী শ্রীরাধাও নিজ সুখার্থে বক্ষঃসমীপে অনেক দূর উত্তোলন করিয়াও পরে এই কুচাগ্রের কর্কশতাদোষ বিচার করিয়া

ভীত হইয়া উন্নত কুচাগ্রে ধারণ করেন না, সেই শেষশায়ী কৃষ্ণ মনোরম গোষ্ঠে আমার অবস্থান বিধান করুন ॥১৪২১॥

এই শেষশায়ি-মূর্তি দর্শন করিতে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র আইলা এথাতে ॥ ১৪২২ ॥
করিয়া দর্শন মহা কৌতুক বাঢ়িল।
সে প্রেম-আবেশে প্রভু অধৈর্য হইল ॥ ১৪২৩ ॥
প্রভুতেজ দেখি' ভাগ্যবন্ত লোকগণ।
আনন্দে উন্মত্ত—নেত্রে ধারা অনুক্ষণ ॥ ১৪২৪ ॥
পরস্পর কহে—এ মনুষ্য কভু নয়।
সন্ন্যাসীর বেশ—এ ঈশ্বর সত্য হয় ॥ ১৪২৫ ॥
কেহ কহে—অহে ভাই, ইথে নাহি আন।
এ সন্ন্যাসী—এই শেষশায়ী ভগবান্ ॥ ১৪২৬ ॥
ঐছে কত কহে—কেহ স্থির হৈতে নারে।
প্রভুমুখচন্দ্র নিরীখয়ে বারে বারে ॥ ১৪২৭ ॥
অহে শ্রীনিবাস! প্রভু চরিত্র অপার।
প্রভু জানাইলে সে পারয়ে জানিবার ॥ ১৪২৮ ॥
এই দেখ কদম্বকানন মনোহর।
এথা বিহরয়ে রঙ্গে রসিকশেখর ॥ ১৪২৯ ॥
এই ব্রজ-সীমা—খ্যহরে **'খানিগ্রাম'**।
এথা গোচারয়ে রঙ্গে কৃষ্ণ-বলরাম ॥ ১৪৩০ ॥
'বনচারী' আদি গ্রামে অদ্ভুত বিলাস।
এ সব ব্রজের সীমা, ওহে শ্রীনিবাস ॥ ১৪৩১ ॥
যমুনা-নিকট গ্রাম **'খররো'**—এখানে।
বলরাম মঙ্গল জিজ্ঞাসে সখাগণে ॥ ১৪৩২ ॥
দেখহ **'উজানি'**-স্থান—যমুনা এখানে।
বহয়ে উজান শ্রীকৃষ্ণের বংশীগানে ॥ ১৪৩৩ ॥
দেখহ **'খেলনবন'**—এথা দুই ভাই।
সখাসহ খেলে—ভক্ষণের চেষ্টা নাই ॥ ১৪৩৪ ॥
মায়ের যত্নেতে ভুঞ্জে কৃষ্ণ-বলরাম।
এ খেলনবনের **'শ্রীখেলাতীর্থ'** নাম ॥ ১৪৩৫ ॥

রামঘাটে শ্রীবলরামের রাসলীলা—

অহে শ্রীনিবাস! এই **'রামঘাট'** হয়।
এথা রাসলীলা করে রোহিণীতনয় ॥ ১৪৩৬ ॥
যথা কৃষ্ণ প্রিয়াসহ কৈল রাসকেলি।
তথা হৈতে দূর—এ রামের রাসস্থলী ॥ ১৪৩৭ ॥
কহিতে কি—তেঁহো কোটি-সমুদ্র গভীর।
কৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ—পরম সুধীর ॥ ১৪৩৮ ॥
দ্বারকা হইতে উৎকণ্ঠায় ব্রজে আইলা।
চৈত্র বৈশাখ দুইমাস স্থিতি কৈলা ॥ ১৪৩৯ ॥
শ্রীনন্দ-যশোদা-আদি প্রবোধে সবারে।
সখাগণে সন্তোষয়ে বিবিধ প্রকারে ॥ ১৪৪০ ॥
নানা অনুনয়বিজ্ঞ রোহিণীতনয়।
কৃষ্ণপ্রিয়াগণে নানা প্রকারে শান্তয় ॥ ১৪৪১ ॥
নিজ প্রিয় গোপীগণ-মনোহিত করে।
যে সব সহিত পূর্বে বসন্ত বিহরে ॥ ১৪৪২ ॥
কে বর্ণিতে পারে সে কৌতুক অতিশয়।
শঙ্খচূড়-বধ কৃষ্ণ করে সে সময় ॥ ১৪৪৩ ॥
বলদেবপ্রিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া সম্বলিত।
হোরিক্রীড়া,—রঙ্গবৃদ্ধি হৈল যথোচিত ॥ ১৪৪৪ ॥
রাম-কৃষ্ণ দোঁহে নিজ নিজ প্রিয়া সনে।
বিলসয়ে যৈছে—তা' বর্ণয়ে বিজ্ঞগণে ॥ ১৪৪৫ ॥

তথাহি শ্রীমুরারিগুপ্তকৃতশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্রমে—

ততশ্চ পশ্যাত্র বসন্তবেশৌ
শ্রীরামকৃষ্ণৌ ব্রজসুন্দরীভিঃ।
চিক্রীড়তুঃ স্ব-স্ব-যূথেশ্বরীভিঃ
সমং রসজ্ঞৌ কলধৌতমণ্ডিতৌ ॥ ১৪৪৬ ॥
নৃত্যন্তৌ গোপীভিঃ সার্দ্ধং গায়ন্তৌ রসভাবিতৌ।
গায়ন্তীভিশ্চ রামাভির্নৃত্যন্তীভিশ্চ শোভিতৌ ॥১৪৪৭॥

অন্বয়। ততঃ (অতঃপরং) চ পশ্য অত্র (স্থানে) বসন্তবেশৌ (বসন্তোপযোগিবেশভূষিতৌ) রসজ্ঞৌ (রসিকৌ) কলধৌতমণ্ডিতৌ (স্বর্ণালঙ্কারালঙ্কৃতৌ) শ্রীরামকৃষ্ণৌ স্ব-স্ব-যূথেশ্বরীভিঃ ব্রজসুন্দরীভিঃ সমং চিক্রীড়তুঃ (ক্রীড়িতবন্তৌ)। রসভাবিতৌ (রসপূরিতৌ) শোভিতৌ (শোভাশালিনৌ তৌ) গায়ন্তীভিশ্চ নৃত্যন্তীভিশ্চ রামাভিঃ (সুন্দরীভিঃ) গোপীভিঃ সার্দ্ধং গায়ন্তৌ নৃত্যন্তৌ (চিক্রীড়তুঃ ইত্যর্থঃ)।

অনুবাদ। শ্রীমুরারিগুপ্তকৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিত চতুর্থ প্রক্রমে—তারপর দেখ, এইস্থানে বসন্তোপযোগি-বেশ-

ধারণকারী, রসিক, স্বর্ণভূষিত শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ নিজ যূথেশ্বরী ব্রজসুন্দরীগণের সহিত কেলি করিয়াছিলেন। তাঁহারা রসে ভরপূর ও শোভাময় হইয়া গানকারিণী নৃত্যশীলা সুন্দরী গোপীগণের সহিত গান ও নৃত্য করিয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

পরম অদ্ভুত বলদেবের বিহার।
বলদেব-প্রেয়সীগণের নাহি পার ॥ ১৪৪৮ ॥
কৃষ্ণক্রীড়াকালে অনুৎপন্ন বালাগণ।
বলদেব-প্রিয়ায় সে-সবার গণন ॥ ১৪৪৯ ॥
এ সকল গোপী-রতিবর্ধন বলাই।
যৈছে ক্রীড়ারত—তা' কহিতে অন্ত নাই ॥১৪৫০॥
চৈত্রবৈশাখ মাসের ভাগ্য অতিশয়।
রোহিণীনন্দন যা'তে ব্রজে বিলসয় ॥ ১৪৫১ ॥

তথাহি শ্রীদশমে ৬৫তম অধ্যায়ে ১১শ শ্লোকঃ—

দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীন্মধুং মাধবমেব চ।
রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্ ॥১৪৫২॥

অন্বয়। ভগবান্ রামঃ (বলদেবঃ) ক্ষপাসু (রাত্রিষু) গোপীনাং রতিং (সুখং) আবহন্ (উৎপাদয়ন্) তত্র মধুং (চৈত্রং) চ মাধবং (বৈশাখং) চ দ্বৌ মাসৌ অবাৎসীৎ (উবাস) এব ॥ ১৪৫২ ॥

অনুবাদ। শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের ৬৫তম অধ্যায়ের ১১শ শ্লোকে—ভগবান্ শ্রীবলরাম রাত্রিতে গোপীগণের রতি-বিধানপূর্বক তথায় চৈত্র ও বৈশাখ দুই মাস বাস করিয়াছিলেন ॥ ১৪৫২ ॥

অহে শ্রীনিবাস! বলদেব প্রিয়াসনে।
করিবেন রাসক্রীড়া—এ উল্লাস মনে ॥ ১৪৫৩ ॥
কে বুঝিতে পারে বলরামের চরিত।
পরম কৌতুকে এথা হৈলা উপনীত ॥ ১৪৫৪ ॥
এই রম্য যমুনা-পুলিন-উপবন।
সদা মন্দ মন্দ বহে সুগন্ধি পবন ॥ ১৪৫৫ ॥
পূর্ণচন্দ্রকিরণে রজনী উজিয়ার।
বিকশিত পুষ্পপুঞ্জ—শোভা চমৎকার ॥ ১৪৫৬ ॥
ভ্রমর ভ্রমরীগণ গুঞ্জে মনোহর।
নানা পক্ষী নানা শব্দ করে নিরন্তর ॥ ১৪৫৭ ॥
লক্ষ লক্ষ ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য করে।
কুরঙ্গ-কুরঙ্গী রঙ্গে চতুর্দিকে ফিরে ॥ ১৪৫৮ ॥
বৃক্ষতলে রহি' দেখে রোহিণীনন্দন।
কিবা সে অপূর্ব ভঙ্গি ভুবনমোহন ॥ ১৪৫৯ ॥
শ্রীরামের শোভা দেখি' আনন্দ-অন্তরে।
স্বর্গে দেবগণ জয় জয় ধ্বনি করে ॥ ১৪৬০ ॥

গীতে যথা—রাগ বেলাবলী

জয় রোহিণীনন্দন বল বীর।
কম্বু-কুন্দ-কর্পূর-রজতগিরি-গরবহারি রুচি
রুচির শরীর ॥ ধ্রু ॥ ১৪৬১ ॥
মঞ্জুল কেশ, অলককুল চঞ্চল, ঝলমল তিলক,
তরুণী-চিত-চোর।
লোচন-কমল বিশাল, ভৃঙ্গ-ভূরু টলমল, কুণ্ডল
শ্রবণ-উজোর ॥ ১৪৬২ ॥
নাসা খগপতি-চঞ্চু, চন্দ্র জিনি আননে, অমিয় বরিষে
অনিবার।
সুবলিত বাহু-বলনী বলয়া-কর, পরিসর বক্ষে বিলসে
মণিহার ॥ ১৪৬৩ ॥
সিংহ-দরপভর-ভঞ্জন কটিতট, নীলবসন-পহিরণ অনুপম।
সুগঠন জানুযুগল জনরঞ্জন, পদনখনিকর নিছনি ঘনশ্যাম ॥
অহে শ্রীনিবাস! বলদেব-সন্দর্শনে।
ত্রিজগতে ধৈর্য বা ধরিব কোন্ জনে ॥ ১৪৬৫ ॥
এথা রাম রত্নসিংহাসনে বিলসয়।
রামোৎসব-বেশের সুষমা অতিশয় ॥ ১৪৬৬ ॥
বলদেব-শোভা কোটিকন্দর্প জিনিয়া।
প্রতি অঙ্গ-বলনী মুনীন্দ্র-মোহনিয়া ॥ ১৪৬৭ ॥
অঙ্গের ছটায় ত্রিজগত আলো করে।
কোটি কোটি চন্দ্রের কিরণ-দর্প হরে ॥ ১৪৬৮ ॥
শিরে চারু চাঁচর চিকণ কেশজাল।
মণিময় মুকুট বেষ্টিত পুষ্পমাল ॥ ১৪৬৯ ॥
ললাট উজ্জ্বল, ভুরু ভ্রমরের পাঁতি।
আকর্ণ-পর্যন্ত নেত্রারুণপদ্ম-ভাঁতি ॥ ১৪৭০ ॥
জিনিয়া খগেন্দ্র-চঞ্চু নাসিকা সুন্দর।
নিরুপম শ্রীমুখমণ্ডল মনোহর ॥ ১৪৭১ ॥

পাকা বিম্বফল জিনি ওষ্ঠাধর-আভা।
মুক্তামদ নাশে মঞ্জু দশনের শোভা ॥ ১৪৭২ ॥
রজত দর্পণ জিনি শ্রীগণ্ড-যুগল।
কর্ণে এক কুণ্ডল করয়ে ঝলমল ॥ ১৪৭৩ ॥
কি মধুর চিবুক-উপমা নাই দিতে।
সিংহের গরব হরে গ্রীবার ভঙ্গিতে ॥ ১৪৭৪ ॥
ত্রিবলি-বলিত কণ্ঠ, সুবলিত কক্ষ।
তরুণী না ধরে হিয়া হেরি' পীন বক্ষ ॥ ১৪৭৫ ॥
কি ছার কুঞ্জর-কর শ্রীভুজের আগে।
কত সাধে কেবা না পরশ-রস মাগে ॥ ১৪৭৬ ॥
অঙ্গদ, বলয়া নানাভূষণে ভূষিত।
বাম করে শৃঙ্গ নানা রতনে জড়িত ॥ ১৪৭৭ ॥
বৈজয়ন্তীমালা গলে দোলে অনিবার।
ভ্রময়ে ভ্রমর যাতে করয়ে গুঞ্জার ॥ ১৪৭৮ ॥
উদর মধুর নাভি মধ্য অতি ক্ষীণ।
পরিধেয় নীলিম বসন তম্বলীন ॥ ১৪৭৯ ॥
উলট কদলী উরু রসের আলয়।
পদতলে অরুণগরব পরাজয় ॥ ১৪৮০ ॥
চরণমাধুরী মোদ বাড়ায় সবার।
তাহাতে নূপুর সে চঞ্চল অনিবার ॥ ১৪৮১ ॥
নখের কিরণে অন্ধকার দূর করে।
কি দিব তুলনা—নাই ভুবন ভিতরে ॥ ১৪৮২ ॥
বলদেব-ধ্যান ঐছে পুরাণে প্রচার।
ভাগ্যবন্ত জন সে দেখয়ে অনিবার ॥ ১৪৮৩ ॥
ভুবনমোহন প্রভু রোহিণীনন্দন।
যাঁর শৃঙ্গবাদ্যে হরে ব্রহ্মাদির মন ॥ ১৪৮৪ ॥
এই খানে বলদেব ত্রিভঙ্গ হইয়া।
বাজায় মোহন শিঙ্গা উলসিত হিয়া ॥ ১৪৮৫ ॥

গীতে যথা—মালকোষ।

আজু মধুর মধু-যামিনী পূরণ শশী শোহয়ে।
যমুনা বন পুলিন হেরি', উনমত চিত বেরি বেরি,
বায়ত বলদেব শৃঙ্গনাদ জগত মোহয়ে ॥ধ্রু ॥১৪৮৬॥
কর্ষত ধ্বনি প্রেয়সীগণ, পর্শত শ্রুতি, তেজি' ভবন,
আয়ত, হিয়া হর্ষ-সরস, সুষমা মন রঞ্জয়ে।
কিঙ্কিণী রিণি ঝিনিন্ ঝনন্ নূপুর-রব ধিরজ-হরণ,
কঞ্জ চরণ-ধরণ মঞ্জু খঞ্জন-গতি গঞ্জয়ে ॥ ১৪৮৭ ॥
বহু পিয় চউতোর সকল, কামিনী বনি' বেশ বিমল,
দামিনী জিনি ঝলকত, অতি কৌতুক পরকাশয়ে।
নাহ পরম কৌতুকরত, মৃদু মৃদু মৃদু ভাখত কত,
চাতুরীময় বচন চারু অমিয়-গরব নাশয়ে ॥ ১৪৮৮ ॥
চঞ্চল যুগভ্রমর-নয়ন, ললনাকুল কমলবয়ন-
মাধুরী-মধু পিয়ত মগন ঘন ভণ তন আয়য়ে।
বিপুল পুলক উয়ত দেহ, অতুলিত নিত ললিত-লেহ
নরহরি কি এ বুঝব, পরশ পররস উমতায়ে ॥১৪৮৯॥

এথা শ্রীবলাইর অতি অদ্ভুত বিলাস।
একমুখে কি বলিব অহে শ্রীনিবাস ॥ ১৪৯০ ॥
কৌমুদী-গন্ধ-বায়ু সেবিত নিরন্তর।
কিবা চন্দ্রকিরণ উজ্জ্বল মনোহর ॥ ১৪৯১ ॥
যমুনোপবন ক্রীড়ারত বলরাম।
লক্ষ লক্ষ প্রিয়ায় বেষ্টিত অনুপম ॥ ১৪৯২ ॥

তথাহি শ্রীদশমে ৬৫তম অধ্যায়ে ১২শ শ্লোকঃ—

পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে কৌমুদীগন্ধবায়ুনা।
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ ॥১৪৯৩॥

অন্বয়। পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে (পূর্ণচন্দ্রস্য কলয়া বিভূত্যা মৃষ্টে বিধৌতে) কৌমুদীগন্ধবায়ুনা (কুমুদগন্ধপরিপূর্ণবায়ুনা) সেবিতে যমুনোপবনে স্ত্রীগণৈঃ বৃতঃ (রামঃ) রেমে (চিক্রীড়) ॥ ১৪৯৩ ॥

অনুবাদ। শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে ৬৫তম অধ্যায়ে ১২শ শ্লোকে—পূর্ণচন্দ্রের প্রভায় প্লাবিত কুমুদের গন্ধে ভরপুর, বায়ুদ্বারা সেবিত যমুনার উপবনে স্ত্রীগণবেষ্টিত হইয়া বলদেব ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ১৪৯৩ ॥

প্রিয়াসহ বারুণী পানেতে মহারঙ্গ।
সর্বত্র বিদিত এই বারুণী প্রসঙ্গ ॥ ১৪৯৪ ॥

তথাহি তত্রৈব ১৩শ শ্লোকঃ—

বরুণপ্রেষিতা দেবী বারুণী বৃক্ষকোটরাৎ।
পতন্তী তদ্বনং সর্বং স্বগন্ধেনাধ্যবাসয়ৎ ॥ ১৪৯৫ ॥
তদ্গন্ধং মধুধারায়া বায়ুনোপহৃতং বলঃ।
আঘ্রায়োপগতস্তত্র ললনাভিঃ সমং পপৌ ॥ ১৪৯৬ ॥

অন্বয়। বরুণপ্রেষিতা (বরুণেন প্রেরিতা) দেবী বারুণী বৃক্ষকোটরাৎ পতন্তী (নির্গতা সতী) সর্বং তৎ বনং স্বগন্ধেন (মনোহরগন্ধেন) অধ্যবাসয়ৎ (স্ববাসিতং চকার)। বায়ুনা উপহৃতং (আনীয় প্রদত্তং) মধুধারায়াঃ (মদধারায়াঃ) তদ্‌গন্ধং (তস্মিন্ বনে বিস্তৃতং গন্ধং) আঘ্রায় বলঃ তত্র (বনে) উপগতঃ ললনাভিঃ সমং পপৌ ॥ ১৪৯৫-৯৬ ॥

অনুবাদ। শ্রীভাগবতে সেই স্থলে ১৩শ শ্লোকে—বরুণকর্তৃক প্রেরিত বারুণী দেবী বৃক্ষকোটর হইতে নির্গত হইয়া সেই সমগ্র বনকে স্বগন্ধে পরিপূর্ণ করিলেন। বায়ুদ্বারা আনীত মদধারার সেই গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া বলদেব সেই বনে আসিয়া স্ত্রীগণের সহিত মদ পান করিলেন ॥১৪৯৫-৯৬॥

মদিরাধিষ্ঠাত্রী দেবী সুধা-সহোৎপন্না।
রামে জানাইল—মুই বরুণের কন্যা ॥ ১৪৯৭ ॥

তথাহি হরিবংশে—

সমীপং প্রেষিতা পিত্রা বরুণেন তবানঘ ইতি ॥

অন্বয়। অনঘ! (অহং) পিত্রা বরুণেন তব সমীপং প্রেষিতা (প্রেরিতা) ॥ ১৪৯৮ ॥

অনুবাদ। হরিবংশে—হে অনঘ! পিতা বরুণ-কর্তৃক আপনার নিকট প্রেরিত হইয়াছি ॥ ১৪৯৮ ॥

এথা প্রিয়াগণসহ রোহিণীকুমার।
রাসারম্ভে মত্ত হইলেন অনিবার ॥ ১৪৯৯ ॥
মৃদঙ্গ, পিনাক, বীণা আদি যন্ত্রগণে।
বিবিধ ভঙ্গিতে বাজায়েন বহুজনে ॥ ১৫০০ ॥
প্রেয়সী প্রবীণা নানারাগ আলাপয়।
শ্রুতি, স্বর, মূর্ছনা-গ্রামাদি প্রকাশয় ॥ ১৫০১ ॥
গায় প্রাণনাথের চরিত্র গোপীগণ।
ব্রহ্মাদি মোহিত গীত করিয়া শ্রবণ ॥ ১৫০২ ॥
শ্রীরাসমণ্ডলে সে সুখের সীমা নাই।
গীত, বাদ্য, নৃত্যে মহা বিহ্বল বলাই ॥ ১৫০৩ ॥

গীতে যথা—শঙ্করাভরণ

নৃত্যত বলদেব বিপুল-পুলকিত প্রতি অঙ্গ।
দাঁ দাঁ দৃমি দৃমি দৃমি কট, ধা দৃগু দৃগুধ বিথুকট,
তক তক ধিকি তক থোরি, কু কু বাজত মৃদু মৃদঙ্গ ॥ধ্রু॥
গীম ধুনত অতি সুমধুর, পীন পরমপরিসর উর
মঞ্জুল বনমাল অতুল দোলত অলিসঙ্গ।
গণ্ড রজতদর্পণদর, চঞ্চল শ্রুতি-কুণ্ডলবর,
বঙ্কিম দিঠি খঞ্জনভুরু, ভামিনী-কৃত রঙ্গ ॥ ১৫০৫ ॥
হস্তক কৃত ভাঁতি সুঘট, মস্তক মণিমোর মুকুট,
কুটিল অলক ঝলকত কত, মনমথ-মদভঙ্গ।
পদতল থলকমল ভাল, ধর তঁহি তঁহি বিবিধ তাল,
উঘটত তক থৈ থৈ থৈ, তিতক ধিলঙ্গ ॥ ১৫০৬ ॥
ঝুনু ঝু ঝু ঝু ঝু নূপুরধ্বনি, কোই ধিরজ ধরত না শুনি,
কিঙ্কিণীরণ রনি রনি রব, উপজাত হিয় উমঙ্গ।
প্রেয়সীগণ বদনচন্দ্র, চুম্বত হসি' মন্দ মন্দ,
গায়ত মনোরঞ্জন ঘনশ্যাম রসতরঙ্গ ॥ ১৫০৭ ॥

পুনঃ কেদার—

বাজে ঝিগ ঝিগ ঝিগ ঝেদ্রাং দৃগু দৃগু দৃমিদিগ্ দ্রাং,
তাল ত্রিপুট প্রকটত মৃদু মর্দন গতি ঘোর।
তক থৈ থৈ তাথৈ তা, থোদি থুন্না থোং কুণা
কুণা ঝিনি না না না কৃত, রতিপতি মতি ভোর।
সুন্দর বলবীর ধীর নৃত্যত রবিতনয়া-তীর,
রাস রভস প্রেয়সীগণ, বিলসত চউতোর।
চঞ্চল পগভঙ্গি ঝিনিনি, ঝঙ্কত কটি-কিঙ্কিণী-মণি,
ঝুনু ঝু ঝু ঝু নূপুর-রব, মুনিগণ মনচোর ॥ ১৫০৯ ॥
ঝলকত মণিকুণ্ডলক লোল, মঞ্জুল বনমাল লোল,
সৌরভভর-বলিতপুঞ্জ, গুঞ্জত অলিঘোর।
সরস পরশ হসত মন্দ চমকত-বর বদনচন্দ,
পীযূষরস পীয়ত ঘনশ্যাম দৃক্‌চকোর ॥ ১৫১০ ॥
প্রেয়সী সকল মহা আনন্দ অন্তরে।
বলদেবে বেড়িয়া অদ্ভুত নৃত্য করে ॥ ১৫১১ ॥

গীতে যথা—কেদার

আজু পূর্ণিম পূরণ শশী নির্মল মধুযামিনী।
ধা ধা ধিগি তগবিলঙ্গ, দৃমি দৃমি দৃমি বাজ মৃদঙ্গ,
নৃত্যত বলদেব বলিত বিলসত সব ভামিনী ॥ধ্রু॥১৫১২॥
কিঙ্কিণী মৃদুনাদ নূপুর, নিরুপমগতি গান মধুর,
হস্তকচয় চঞ্চল দৃগ ভঙ্গিম অভিরামিণী।

গীম ধুনত মন্দ মন্দ হসত লসত দশনবৃন্দ,
ভণব কি ঘনশ্যাম, সুতনু ঝলকত যনু দামিনী ॥ ১৫১৩ ॥

পুনঃ—ভূপালী

আজু কি মধুর মধু-নিশা।
চাঁদে আলো কৈল সব দিশা ॥ ১৫১৪ ॥
যমুনাপুলিন-পরিসরে।
প্রিয়াসহ বলাই বিহরে ॥ ১৫১৫ ॥
কিবা রাসমণ্ডল-সুষমা।
চতুর্দিকে গোপী মনোরমা ॥ ১৫১৬ ॥
বায় নানা যন্ত্র কুতুহলে।
গায় গীত রসের হিলোলে ॥ ১৫১৭ ॥
প্রাণনাথে বেঢ়ি নৃত্য করে।
শোভয়ে ভুবনমন হরে ॥ ১৫১৮ ॥
রসিকশেখর বলরাম।
নাচয়ে জিনিয়া কোটি কাম ॥ ১৫১৯ ॥
সঘনে সুচারু শৃঙ্গ পূরে।
জগত মাতায় সে না স্বরে ॥ ১৫২০ ॥
কত না চাতুরী প্রকাশয়ে।
প্রিয়াভুজে ভুজ আরোপয়ে ॥ ১৫২১ ॥
বদনে বদন-বিধু দিয়া।
উলাসে ধরিতে নারে হিয়া ॥ ১৫২২ ॥
পূরায় সবার অভিলাষ।
নিছনি এ নরহরিদাস ॥ ১৫২৩ ॥

অহে শ্রীনিবাস! শ্রীরামের রাসলীলা।
প্রভু-ভক্তগণ বহু প্রকারে বর্ণিলা ॥ ১৫২৪ ॥
যমুনা আকর্ষি' রঙ্গে আনি' এইখানে।
জল-ক্রীড়া কৈল বলদেব প্রিয়াসনে ॥ ১৫২৫ ॥

গীতে যথা—ভূপালী

শ্রীরাসবিলাসী বল বীর।
তিলে তিলে বিহ্বল, হইতে নারে থির ॥ ১৫২৬ ॥
কে বুঝে বলাইর এই লীলা।
অনায়াসে লাঙ্গলে যমুনা আকর্ষিলা ॥ ১৫২৭ ॥
বসিয়া রমণীগণ-সঙ্গে।
যমুনায় জলকেলি করে নানা রঙ্গে ॥ ১৫২৮ ॥
জলযুদ্ধ করি' উঠে তীরে।
পরে বাস ভূষণ-শোভায় প্রাণ হরে ॥ ১৫২৯ ॥
বলরাম রসের মূরতি।
করে মধুপানাদি মদনমদে মাতি' ॥ ১৫৩০ ॥
প্রিয়াসহ নিকুঞ্জ-ভবনে।
শুতয়ে কুসুমশেযে, কত উঠে মনে ॥ ১৫৩১ ॥
দেখি নিশি শেষ প্রিয়াগণ।
প্রাণনাথে ছাড়ি' নারে যাইতে ভবন ॥ ১৫৩২ ॥
বলাই কত না আদরিয়া।
করিতে বিদায় হিয়া যায় বিদরিয়া ॥ ১৫৩৩ ॥
সবে গেলা নিজ নিজ বাসে।
নরহরি নিছনি এ বলাইর বিলাসে ॥ ১৫৩৪ ॥

এথা প্রিয়াগণ-সঙ্গে বিবিধ বিহার।
নিশান্তে হইল গৃহগমন সবার ॥ ১৫৩৫ ॥
এই খানে যমুনা পাইয়া মহাভয়।
বলদেব-পাদপদ্মে পড়ি' প্রণময় ॥ ১৫৩৬ ॥
আপনা মানিয়া হীন কাতর অন্তরে।
দুই কর যুড়িয়া অনেক স্তুতি করে ॥ ১৫৩৭ ॥

গীতে যথা—দেশপাল

হে রাম রোহিণীতনয় নলিনাক্ষ
যদুকুলতিলক বলদেব প্রণতবন্ধো।
ভক্তবৎসল হলায়ুধ মোদসদন
গুণধাম ভয়হরণ করুণৈকসিন্ধো ॥ ১৫৩৮ ॥
হে জগতবন্দ্য চন্দ্রাস্য সুন্দর
শৃঙ্গবাদ্যাতিনিপুণ ধিকি ধিকট ধেয়া।
সরিগ সরিগম পমগরিমপধনিতি
অয়ি কুরু কৃপাং ময়ি নৃহরিনাথ তেয়া ॥ ১৫৩৯ ॥

মনের উল্লাসে পুন প্রণমে যমুনা।
কহিতে কি—অন্যহিতচিন্তায় নিপুণা ॥ ১৫৪০ ॥

গীতে যথা—শ্রীরাগ

জয় জয় রেবতীরমণ রসালয়
নিখিলভুবন-জনরঞ্জন রে।
অমল-কমলদল-লোচন, ধৃতিভর-মোচন
গজগতি-গঞ্জন রে ॥ ১৫৪১ ॥

চন্দ্রবদন নবতাণ্ডবপণ্ডিত
হলধর যদুকুলমণ্ডন রে।
কম্বু-কুন্দনিভ নীলাম্বরধর
মকরধ্বজমদ-খণ্ডন রে ॥ ১৫৪২ ॥
শরণাগত-রক্ষক, নরহরিমব,
ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ত্রিগড়তিয়া।
এই অই অই অই, আই অতি অইঅ,
তেন্না তেন্না তি অতি অই ইয়া ॥১৫৪৩॥

কি বলিব অহে শ্রীনিবাস, সে না কথা।
যমুনাকে প্রসন্ন বলাই হৈল এথা ॥ ১৫৪৪ ॥
বিবিধ কৌতুক এই রাসবিলাসেতে।
এ রামের রাসস্থলী বিখ্যাত জগতে ॥ ১৫৪৫ ॥
কি বলিব—রামঘাট-প্রদেশ সুন্দর।
ভক্তগোষ্ঠী বন্দনা করয়ে নিরন্তর ॥ ১৫৪৬ ॥

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯৪তম-শ্লোকঃ—

আকৃষ্টা যা কুপিতহলিনা লাঙ্গলাগ্রেণ কৃষ্ণা
ধীরা যান্তী লবণজলধৌ কৃষ্ণসম্বন্ধহীনা।
অদ্যাপীত্থং সকলমনুজৈর্দৃশ্যতে সৈব যস্মিন্
ভক্ত্যা বন্দেহদ্ভুতমিমমহো রামঘট্টপ্রদেশম্ ॥১৫৪৭॥

অন্বয়। যা ধীরা (ধীরনায়িকা) কৃষ্ণা (যমুনা) কৃষ্ণসম্বন্ধহীনা (সতী) লবণজলধৌ যান্তী কুপিতহলিনা (ক্রুদ্ধ-হলধরেণ কর্ত্রা) লাঙ্গলাগ্রেণ (করণেন) আকৃষ্টা, সা (কৃষ্ণা) অদ্যাপি সকলমনুজৈঃ যস্মিন্ (ঘট্টপ্রদেশে) ইত্থং (এবং) এব দৃশ্যতে, অহো! ইমম্ অদ্ভুতং রামঘট্টপ্রদেশং ভক্ত্যা বন্দে ॥ ১৫৪৭ ॥

অনুবাদ। শ্রীস্তবাবলীর ব্রজবিলাসস্তবের ৯৪তম শ্লোকে—কৃষ্ণসম্বন্ধবিরহিত হইয়া লবণসমুদ্রাভিমুখে গমনকারিণী যে ধীরনায়িকা যমুনা ক্রুদ্ধ হলধরকর্তৃক লাঙ্গলাগ্রদ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, সেই যমুনাকে যে স্থানে সকল লোকে অদ্যাপি এইরূপই দেখিয়া থাকে, অহো! এই আশ্চর্য রামঘাট-প্রদেশকে ভক্তিপূর্বক বন্দনা করি ॥১৫৪৭॥

রামঘাটে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর লীলা—

রামঘাট-প্রসঙ্গ শুনিতে যা'র মন।
অনায়াসে ঘুচে তা'র এ-ভববন্ধন ॥ ১৫৪৮ ॥

শ্রীরাসবিলাসী রাম নিত্যানন্দরায়।
তীর্থপর্যটনকালে রহিলা এথায় ॥ ১৫৪৯ ॥
গোপশিশু-সঙ্গে সদা খেলায় বিহ্বল।
ক্ষুধা হৈলে ভুঞ্জে দধি, দুগ্ধ, মূল, ফল ॥ ১৫৫০ ॥
বলদেব-আবেশে নারয়ে স্থির হৈতে।
আপনা লুকায়—না পারয়ে লুকাইতে ॥ ১৫৫১ ॥
সবে কহে,—'এই সেই রোহিণী-নন্দন।
অবধূত-বেশে ব্রজে করয়ে ভ্রমণ' ॥ ১৫৫২ ॥
অহে শ্রীনিবাস, দেখি' নিতাইর রীত।
কিবা বাল, বৃদ্ধ, যুবা সবেই মোহিত ॥ ১৫৫৩ ॥
নিতাইচান্দের এথা অদ্ভুত বিহার।
এই যে শাকটবৃক্ষ দন্তকাষ্ঠ তাঁ'র ॥ ১৫৫৪ ॥
এই রামঘাটে এক বিপ্র ভাগ্যবান্।
বলদেব বিনু সে ধরিতে নারে প্রাণ ॥ ১৫৫৫ ॥
নিত্যানন্দ-রাম ভক্ত-রক্ষার কারণ।
বলদেবরূপে বিপ্রে দিলেন দর্শন ॥ ১৫৫৬ ॥
শ্রীরাসবিলাসী নিত্যানন্দ বলরামে।
স্তুতি কৈল কালিন্দী দেখিয়া এইখানে ॥ ১৫৫৭ ॥
এথা নিত্যানন্দ-রঙ্গ দেখি' দেবগণ।
হইলা বিহ্বল—অশ্রু নহে নিবারণ ॥ ১৫৫৮ ॥
এই বৃক্ষতলে ধূলাবেদীর উপর।
শয়নে বিহ্বল নিত্যানন্দ-হলধর ॥ ১৫৫৯ ॥
শয়নে থাকিয়া প্রভু কহে বার বার।
'কত দিনে পাষণ্ডীর হইব উদ্ধার ॥ ১৫৬০ ॥
নবদ্বীপনাথ নবদ্বীপে কতদিনে।
হইবেন ব্যক্ত—গিয়া দেখিব নয়নে ॥' ১৫৬১ ॥
ঐছে কত কহে—কেহ বুঝিতে না পারে।
নিতাইর অদ্ভুত লীলা বিদিত সংসারে ॥ ১৫৬২ ॥
রামঘাট-নিকট দেখহ **'কচ্ছবন'**।
কচ্ছপের প্রায় এথা খেলে শিশুগণ ॥ ১৫৬৩ ॥
দেখহ **'ভূষণবন'** এ অতি নির্জনে।
কৃষ্ণে পুষ্পভূষা পরাইল সখাগণে ॥ ১৫৬৪ ॥
এই আর দেখ কৃষ্ণবিলাসের স্থান।
এ সব দর্শনে কা'র না জুড়ায় প্রাণ ॥ ১৫৬৫ ॥

এত কহি' পণ্ডিত চলয়ে ধীরে ধীরে।
দেখি' বনশোভা ধৈর্য ধরিতে না পারে ॥ ১৫৬৬ ॥
চলয়ে **'ভাণ্ডীরপথে'** উল্লাস অন্তরে।
এবে লোক কহয়ে **'অক্ষয়বট'** তা'রে ॥ ১৫৬৭ ॥
ভাণ্ডীর-নিকট গিয়া সুমধুরভাবে।
অতি স্নেহে পণ্ডিত কহয়ে শ্রীনিবাসে ॥ ১৫৬৮ ॥
দেখহ **'ভাণ্ডীরবট'**-স্থান অনুপম।
এথা ভাল বিলসয়ে কৃষ্ণ-বলরাম ॥ ১৫৬৯ ॥
সখাসহ মল্লবেশে খেলা খেলাইতে।
প্রলম্ব-অসুর আসি' মিশাইল তা'তে ॥ ১৫৭০ ॥
বলরাম কৌতুকে প্রলম্ব-বধ কৈলা।
সখাসহ ভাণ্ডীরে কৃষ্ণের নানা লীলা ॥ ১৫৭১ ॥
একদিন কৃষ্ণ একা ভাণ্ডীর-তলায়
বংশীবাদ্য কৈল—যা'তে জগত মাতায় ॥ ১৫৭২ ॥
বংশধ্বনি শুনি' রাধা অধৈর্য হইলা।
সখীসহ আসি' শীঘ্র কৃষ্ণেরে মিলিলা ॥ ১৫৭৩ ॥
হইল পরমানন্দ দোঁহার অন্তরে।
সঙ্গীগণসঙ্গে নানা রঙ্গেতে বিহরে ॥ ১৫৭৪ ॥

ভাণ্ডীরে মল্লবেশে রাধা-কৃষ্ণের মল্লযুদ্ধ-লীলা—

শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রতি কহে মৃদুভাবে।
'সখাসহ কৈছে ক্রীড়া কর এ-প্রদেশে ॥' ১৫৭৫ ॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন,—'এথা মল্লবেশ ধরি'।
সখাগণসহ সুখে মল্লযুদ্ধ করি ॥ ১৫৭৬ ॥
মোর সম মল্লযুদ্ধ কেহ না জানয়।
অনায়াসে করি অন্য মল্লে পরাজয়' ॥ ১৫৭৭ ॥
হাসিয়া ললিতা কৃষ্ণে কহে বার-বার।
'মল্লবেশে যুদ্ধ আজি দেখিব তোমার ॥' ১৫৭৮ ॥
এত কহি' সকলেই কৈলা মল্লবেশ।
কৃষ্ণ মল্লবেশে দর্প করয়ে অশেষ ॥ ১৫৭৯ ॥
কৃষ্ণপানে চাহি' রাই মন্দ মন্দ হাসে।
মল্লযুদ্ধহেতু যুদ্ধস্থলেতে প্রবেশে ॥ ১৫৮০ ॥
মহা-মল্লযুদ্ধে নাহি জয়-পরাজয়।
হইল আনন্দ কন্দর্পের অতিশয় ॥ ১৫৮১ ॥

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯৩তম-শ্লোকঃ—
মল্লীকৃত্য নিজাঃ সখীঃ প্রিয়তমা গর্বেণ সম্ভাবিতা
মল্লীভূয় মদীশ্বরী রসময়ী মল্লত্বমুৎকণ্ঠয়া।
যস্মিন্ সম্যগুপেয়ুষা বকভিদা রাধা নিযুদ্ধং মুদা
কুর্বাণা মদনস্য তোষমতনোত্তাণ্ডীরকং তং ভজে ॥

অন্বয়। যস্মিন্ (ভাণ্ডীরে) মদীশ্বরী রসময়ী প্রিয়তমা রাধা উৎকণ্ঠয়া (কৌতূহলাৎ স্বয়ং) মল্লীভূয় (মল্লবেশং কৃত্বা) (তথা) নিজাঃ সখীঃ (ললিতাদ্যাঃ) মল্লীকৃত্য (মল্লরূপেণ সজ্জীকৃত্য) গর্বেণ সম্ভাবিতা (স্ফীতা) মল্লত্বং উপেয়ুষা (মল্লবেশং কৃতবতা) বকভিদা (বকারিকৃষ্ণেন) মুদা (আনন্দেন) নিযুদ্ধং (মল্লযুদ্ধং) কুর্বাণা মদনস্য তোষং (আনন্দং) অতনোৎ (বর্ধয়ামাস) তং ভাণ্ডীরকং ভজে ॥ ১৫৮২ ॥

অনুবাদ। শ্রীস্তবাবলীতে ব্রজবিলাসস্তবের ৯৩তম শ্লোকে—যথায় আমার অধীশ্বরী কৃষ্ণপ্রিয়তমা রসময়ী শ্রীরাধা মল্ল-যুদ্ধের কৌতূহলবশতঃ স্বয়ং মল্লবেশে সজ্জিতা হইয়া ও নিজ-সখীগণকে মল্লবেশে সজ্জিত করিয়া গর্বিতা হইয়াছিলেন এবং মল্লবেশধারী বকারি কৃষ্ণের সহিত আনন্দভরে মল্লযুদ্ধ করিয়া মদনের আনন্দবর্ধন করিয়াছিলেন, আমি সেই ভাণ্ডীরকে ভজনা করি ॥ ১৫৮২ ॥

ঐছে নানা কৌতুকে বিহ্বল ভাণ্ডীরেতে।
ভাণ্ডীরে যে বিলাস তা' কে পারে বর্ণিতে ॥ ১৫৮৩ ॥
ভাণ্ডীর-নিকটে দেখ এই **'আরাগ্রাম।'**
'মুঞ্জাটবী' এ পুনঃ ঈষিকাটবী-নাম ॥ ১৫৮৪ ॥
এথা দাবানল পান করি' কৃষ্ণচন্দ্র।
রক্ষা কৈল গো-গোপাদি—হৈল মহানন্দ ॥ ১৫৮৫ ॥
ঐ যে **'ভাণ্ডারী'**-গ্রাম যমুনার পার।
উহা মুঞ্জাটবী সব লোকেতে প্রচার ॥ ১৫৮৬ ॥
অহে শ্রীনিবাস, এই দেখ **'তপোবন'।**
এইখানে কৈল তপ গোপকন্যাগণ ॥ ১৫৮৭ ॥
দেখ **'গোপীঘাট'**—এথা গোপীগণ আইলা।
যমুনা-স্নানেতে অতি উল্লসিত হৈলা ॥ ১৫৮৮ ॥
এই **'চীরঘাট'**—এথা গোপকন্যাগণ।
কাত্যায়নী পূজিয়া সবার হর্ষ মন ॥ ১৫৮৯ ॥

পরিধেয় বস্ত্র রাখি' যমুনার কূলে।
স্নান করিবারে সবে প্রবেশিলা জলে ॥ ১৫৯০ ॥
অলক্ষিতে সবাকার বস্ত্র চুরি করি'।
নীপবৃক্ষ-উপরে কৌতুক দেখে হরি ॥ ১৫৯১ ॥
গোপকন্যাগণ মহা-লজ্জিত হইয়া।
কৃষ্ণকে মাগেন বস্ত্র জলেতে রহিয়া ॥ ১৫৯২ ॥
নিজ-মনোবৃত্তি কৃষ্ণ করিয়া প্রকাশ।
দিলেন সবারে বস্ত্র হইয়া উল্লাস ॥ ১৫৯৩ ॥
বস্ত্র পরিলেন হর্ষে গোপকন্যাগণ।
নিজ-নিজ-আত্মা কৃষ্ণে করি' সমর্পণ ॥ ১৫৯৪ ॥
এই **'নন্দঘাট'** দেখ—নন্দাদিক এথা।
করিলা যমুনা-স্নান—ইথে বহু কথা ॥ ১৫৯৫ ॥
একাদশী নিরাহার করি' দ্বাদশীতে।
স্নানহেতু প্রবেশয়ে কালিন্দী-জলেতে ॥ ১৫৯৬ ॥
বরুণের দূত নন্দে হরিয়া লইল।
কৃষ্ণ তথা হৈতে নন্দে কৌতুকে আনিল ॥ ১৫৯৭ ॥
অহে শ্রীনিবাস, এথা নন্দ ভয় পাইলা।
তেঞি **'ভয়'**-নামে গ্রাম বজ্র বসাইলা ॥ ১৫৯৮ ॥
এত কহি' চলিলেন 'ভয়'-গ্রাম হৈতে।
পরিক্রমা-মধ্যে যে যে স্থান তা' দেখিতে ॥১৫৯৯॥
শ্রীনিবাসে কহে—এই দেখ **'বৎসবন'**।
এথা চতুর্মুখ হরিলেন বৎসগণ ॥ ১৬০০ ॥

তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ৯৬তম-শ্লোক :—

দ্রষ্টুং সাক্ষাৎ স্বপতিমহিমোদ্রেকমুৎকেন ধাত্রা
বৎসব্রাতে দ্রুতমপহৃতে বৎসপালোৎকরে চ।
তত্তদ্রূপো হরিরথ ভবন্ যত্র তত্তৎপ্রসূনাং
মোদং চক্রেঽশনমপি ভজে বৎসহারস্থলীং তাম্ ॥

অন্বয়। যত্র (স্থল্যাং) স্বপতিমহিমোদ্রেকং (স্বপ্রভোঃ মহিমাতিশয়ং) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষং) দ্রষ্টুং উৎকেন (কুতূহলিনা) ধাত্রা (ব্রহ্মণা) বৎসব্রাতে (গোবৎস-সমূহে) বৎসপালোৎকরে (গোপালবৃন্দে) চ দ্রুতং অপহৃতে (সতি) অথ হরিঃ তত্তদ্রূপঃ (বৎস-বৎসপালবৃন্দঃ ভূত্বা) তত্তৎপ্রসূনাং (গো-গোপমাতৃণাং) মোদং (সুখং) অশনং (তত্তন্মাতৃকুল-প্রদত্তং ভোজনং) অপি (চ) চক্রে তাং বৎসহারস্থলীং ভজে ॥ ১৬০১ ॥

অনুবাদ। সেই ব্রজবিলাসস্তবের ৯৬তম শ্লোকে—নিজ-প্রভু কৃষ্ণের মহিমাতিশয্য প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে কৌতূহলী ব্রহ্মা যে-স্থলে বৎসবৃন্দ ও গোপালবৃন্দকে দ্রুত অপহরণ করিলে পর, শ্রীহরি সেই সকল গো-গোপরূপ ধারণ করিয়া সেই সকল গো-গোপজননীগণের আনন্দ-বিধান ও সেই সেই মাতৃগণ-প্রদত্ত দ্রব্য ভোজন করিয়াছিলেন, সেই বৎসহরণস্থলীর ভজন করি ॥১৬০১॥

এই যে **'উনাই'**-গ্রাম,—এথা সখা সঙ্গে।
বিবিধ সামগ্রী কৃষ্ণ ভুঞ্জে নানা রঙ্গে ॥ ১৬০২ ॥
এই **'বালহারা'**-নাম গ্রাম—এইখানে।
বালকাদি হরে চতুর্মুখ হর্ষমনে ॥ ১৬০৩ ॥
'পরিখম'-নাম স্থান দেখহ এথাতে।
চতুর্মুখ ছিলা কৃষ্ণে পরীক্ষা করিতে ॥ ১৬০৪ ॥
'সেই'-স্থান-নাম এ সকল লোকে জানে।
কৃষ্ণের মায়াতে ব্রহ্মা মোহিত এখানে ॥ ১৬০৫ ॥
শিশু-বৎস হরি' ব্রহ্মা রাখি' সঙ্গোপনে।
সেই শিশু-বৎস দেখে কৃষ্ণ-সন্নিধানে ॥ ১৬০৬ ॥
'সেই এই, এই সেই' বলে বার-বার।
এই হেতু 'সেই' নাম হৈল সে ইহার ॥ ১৬০৭ ॥
'এচোমুহা'-গ্রামে ব্রহ্মা আসি' কৃষ্ণপাশে।
করিল কৃষ্ণের স্তুতি অশেষ-বিশেষে ॥ ১৬০৮ ॥

তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ৯৭তম-শ্লোকঃ—

বাঢ়ং বৎসকবৎসপালহৃতিতো জাতাপরাধাদ্ভয়ৈ-
র্ব্রহ্মা সাশ্রমপূর্বপদ্যনিবহৈর্যস্মিন্নিপত্যাবনৌ।
তুষ্টাবাদ্ভুতবৎসপং ব্রজপতেঃ পুত্রং মুকুন্দং মনাক্-
স্মেরং ভীরুচতুর্মুখাখ্যমনিশং সেশং প্রদেশং স্তুমঃ ॥

অন্বয়। বৎসক-বৎসপালহৃতিতঃ (বৎস-বৎসপালাপ-হরণাৎ) জাতাপরাধাৎ বাঢ়ং ভয়ৈঃ (অতিভয়বশাৎ) ব্রহ্মা সাশ্রং (সাশ্রু) নিপত্য অবনৌ যস্মিন্ (প্রদেশে) অদ্ভুত-বৎসপং (অপরূপ-বৎসপালকং) ব্রজপতেঃ পুত্রং মনাক্স্মেরং (ঈষদ্ধসিতমুখং) মুকুন্দম্ অপূর্বপদ্যনিবহৈঃ তুষ্টাব (তং) সেশং (ঈশসহিতং) ভীরুচতুর্মুখাখ্যং প্রদেশং স্তুমঃ (স্তুমঃ) ॥

অনুবাদ। সেই ব্রজবিলাসস্তবের ৯৭তম শ্লোকে—ব্রহ্মা বৎস ও বৎসপালকগণের অপহরণ হইতে জাত

অপরাধের অতি ভয়ে সাশ্রুনেত্রে পতিত হইয়া পৃথিবীর যে প্রদেশে অপরূপ বৎসপালক ঈষৎ-হাস্যযুক্ত বদন ব্রজেন্দ্রনন্দনকে অপূর্ব স্তুতিসমূহের দ্বারা স্তব করিয়াছিলেন, সেই সপ্রভু 'ভীরুচতুর্মুখ'-নামক প্রদেশকে বন্দনা করি ॥ ১৬০৯ ॥

অঘাসুর বধে কৃষ্ণ—এই সর্পস্থলী।
'অঘবন'-নাম, লোকে কহয়ে **'সপৌলী'** ॥ ১৬১০ ॥

তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ৯৫তম-শ্লোকঃ—

প্রাণপ্রেষ্ঠবয়স্যবর্গমুদরে পাপীয়সোঽঘাসুর-
স্যারণ্যোদ্ভটপাবকোৎকটবিষৈর্দুষ্টে প্রবিষ্টং পুরঃ।
ব্যগ্রং প্রেক্ষ্য রুষা প্রবিশ্য সহসা হত্বা খলং তং বলী
যত্রৈনং নিজমাররক্ষ মুরজিৎ সা পাতু সর্পস্থলী ॥১৬১১

অন্বয়। যত্র বলী মুরজিৎ পুরঃ (অগ্রে স্থিতস্য) পাপীয়সঃ (অতি পাপস্য) অঘাসুরস্য আরণ্যোদ্ভটপাবকোৎকটবিষৈঃ (ভীষণদাবানলবৎ প্রবলবিষৈঃ) দুষ্টে (ভয়ঙ্করে) উদরে প্রবিষ্টং প্রাণপ্রেষ্ঠবয়স্যবর্গং ব্যগ্রং প্রেক্ষ্য রুষা (ক্রোধভরেণ) সহসা (সবেগং) প্রবিশ্য তং খলং হত্বা নিজং (স্বকীয়ং) এনং প্রেষ্ঠবর্গং আররক্ষ (সম্যক্ রক্ষিতবান্) সা সর্পস্থলী (মাং) পাতু ॥ ১৬১১ ॥

অনুবাদ। সেই ব্রজবিলাসস্তবের ৯৫তম শ্লোকে—যে স্থানে বলবান্ মুরারি অগ্রে স্থিত পাপিষ্ঠ অঘাসুরের ভীষণদাবানলের ন্যায় প্রবল বিষে বিষাক্ত উদরে প্রবিষ্ট প্রাণপ্রেষ্ঠ বয়স্যগণকে ব্যগ্র দেখিয়া ক্রোধে সবেগে প্রবেশপূর্বক সেই দুষ্টকে বধ করিয়া নিজ প্রেষ্ঠগণকে সম্যগ্-ভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সর্পস্থলী আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১৬১১ ॥

এথা পুষ্প বর্ষে দেব, জয়ধ্বনি করে।
এ হেতু **'জয়েত'**-গ্রাম কহয়ে ইহারে ॥ ১৬১২ ॥
সবে কহে—অঘাসুর-বধে এ সিয়ান।
তেঞি এ **'সোয়ানো'**-গ্রাম—**সেহোনা**-আখ্যান॥
এই দেখ **'তরোলী'**, **'বরোলী'**-গ্রামদ্বয়।
পূর্বে গোপকৃত নাম—সকলে কহয় ॥ ১৬১৪ ॥
অহে শ্রীনিবাস! আর দেখ রম্যস্থান।
এথা বিহরয়ে নন্দপুত্র ভগবান্ ॥ ১৬১৫ ॥
এত কহি' **'কৃষ্ণকুণ্ডটীলায়'** চড়িয়া।
চতুর্দিকে চাহে মহা-প্রফুল্লিত হৈয়া ॥ ১৬১৬ ॥
শ্রীনিবাসে কহে—দেখ **'মঘেরা'** এ গ্রাম।
পূর্বে জানাইল **'মঘহেরা'** হয় নাম ॥ ১৬১৭ ॥
অহে দেখ • মালকানন ঐখানে।
বাঢ়ে মহারঙ্গ রাধাকৃষ্ণের মিলনে ॥ ১৬১৮ ॥
এত কহি' কৌতুকে নামিয়া টীলা হৈতে।
শ্রীনিবাস-প্রতি কহে পরম স্নেহেতে ॥ ১৬১৯ ॥
এ **'আটস্থ'**-গ্রামে মহা-কৌতুক হইল।
অষ্টবক্রমুনি এথা তপস্যা করিল ॥ ১৬২০ ॥
এই **'শক্রস্থান'**, এবে **'শকরোয়া'** কয়।
ব্রজে বৃষ্টি করি' শক্র এথা পাইল ভয় ॥ ১৬২১ ॥
এই **'বরাহর'**-গ্রামে বরাহরূপেতে।
খেলাইলা কৃষ্ণ প্রিয় সখার সহিতে ॥ ১৬২২ ॥
দেখ **'হরাসলী'**-গ্রাম অহে শ্রীনিবাস।
এই রাসস্থলী—কৃষ্ণ এথা কৈল রাস ॥ ১৬২৩ ॥

তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ৬৩তম শ্লোকঃ—

বৈদগ্ধ্যোজ্জ্বলবস্তুবল্লববধূবর্গেণ নৃত্যন্নসৌ
হিত্বা তং মুরজিদ্রসেন রহসি শ্রীরাধিকাং মণ্ডয়ন্।
পুষ্পালঙ্কৃতিসঞ্চয়েন রমতে যত্র প্রমোদোৎকরৈ-
স্ত্রৈলোক্যাদ্ভুতমাধুরীপরিবৃতা সা পাতু রাসস্থলী॥১৬২৪

অন্বয়। বৈদগ্ধ্যোজ্জ্বলবস্তুবল্লববধূবর্গেণ (চাতুর্যেণ উজ্জ্বলঃ মনোরমশ্চ গোপবধূবর্গঃ তেন সহ) নৃত্যন্ অসৌ মুরজিৎ (মুরারিঃ) তং (গোপীগণং) হিত্বা (পরিত্যজ্য) যত্র রহসি (নির্জনে) রসেন (প্রেম্ণা) পুষ্পালঙ্কৃতিসঞ্চয়েন (পুষ্পালঙ্কারসমূহেন) শ্রীরাধিকাং মণ্ডয়ন্ প্রমোদোৎকরৈঃ (বিবিধৈঃ প্রমোদৈঃ) রমতে (ক্রীড়তি) সা ত্রৈলোক্যাদ্ভুতমাধুরীপরিবৃতা (ত্রৈলোক্যে স্থিতয়া অপরূপমাধুর্যা পরিবেষ্টিতা) রাসস্থলী পাতু (অস্মানিতি শেষঃ) ॥১৬২৪॥

অনুবাদ। সেই ব্রজবিলাসস্তবের ৬৩তম শ্লোকে—চাতুর্যহেতু উজ্জ্বল ও সুন্দর গোপবধূগণের সহিত নৃত্য করিতে করিতে কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যেস্থানে নির্জনে প্রেমভরে পুষ্পালঙ্কার-রাশির দ্বারা শ্রীরাধিকাকে অলঙ্কৃত করিয়া বিবিধ প্রমোদে ক্রীড়া করেন, ত্রিজগতের অপরূপ মাধুরীতে পরিপূর্ণ সেই রাসস্থলী আমাদিগকে পোষণ করুন ॥ ১৬২৪ ॥

এত কহি' শ্রীনিবাস-নরোত্তমে লৈয়া।
পুনঃ নন্দঘাটে আইলা মহা-হর্ষ হৈয়া॥ ১৬২৫ ॥

নন্দঘাটে শ্রীজীবপ্রভুর অবস্থান-বৃত্তান্ত—

শ্রীনিবাস কহে—এই নির্জন এথাতে।
শ্রীজীব ছিলেন অতি অজ্ঞাতরূপেতে॥ ১৬২৬ ॥
কহি সে প্রসঙ্গ—একদিন বৃন্দাবনে।
শ্রীরূপ লিখেন গ্রন্থ বসিয়া নির্জনে॥ ১৬২৭ ॥
গ্রীষ্ম-সময়েতে স্বেদ ব্যাপয়ে অঙ্গেতে।
শ্রীজীব বাতাস করে রহি' একভিতে॥ ১৬২৮ ॥
যৈছে রূপগোস্বামীর সৌন্দর্যাতিশয়।
তৈছে শ্রীজীবের শোভা, যৌবন-সময়॥ ১৬২৯ ॥
কেবা না করয়ে সাধ শ্রীরূপে দেখিতে।
শ্রীবল্লভভট্ট আসি' মিলিলা নিভৃতে॥ ১৬৩০ ॥
ভক্তিরসামৃতগ্রন্থ-মঙ্গলাচরণ।
দেখি' ভট্ট কহে—ইহা করিব শোধন॥ ১৬৩১ ॥
এত কহি' গেলা স্নানে যমুনার কূলে।
শ্রীজীব চলিলা জল আনিবার ছলে॥ ১৬৩২ ॥
শ্রীবল্লভভট্ট-সহ নাহি পরিচয়।
'মঙ্গলাচরণে কি সন্দেহ?'—জিজ্ঞাসয়॥ ১৬৩৩ ॥
শুনি' শ্রীবল্লভভট্ট যে কিছু কহিল।
শ্রীজীব সে সব শীঘ্র খণ্ডন করিল॥ ১৬৩৪ ॥
প্রসঙ্গে হইল নানা শাস্ত্রের বিচার।
শ্রীজীবের বাক্য ভট্ট নারে খণ্ডিবার॥ ১৬৩৫ ॥
কতক্ষণ করি' চর্চা, চর্চা সমাধিয়া।
শ্রীরূপের প্রতি ভট্ট কহে পুনঃ গিয়া॥ ১৬৩৬ ॥
'অলপ-বয়স যে ছিলেন তোমা-পাশে।
তাঁ'র পরিচয়-হেতু আইনু উল্লাসে॥' ১৬৩৭ ॥
শ্রীরূপ কহেন,—'কিবা দিব পরিচয়।
জীব-নাম, শিষ্য মোর, ভ্রাতার তনয়॥ ১৬৩৮ ॥
এই কথো দিন হৈল আইলা দেশ হৈতে।'
শুনি' ভট্ট প্রশংসা করিল সর্বমতে॥ ১৬৩৯ ॥
রূপ-সমাদরে ভট্ট করিলা গমন।
শ্রীজীব যমুনা হৈতে আইলা সেইক্ষণ॥ ১৬৪০ ॥
শ্রীরূপ কহেন শ্রীজীবেরে মৃদুভাষে।
'মোরে কৃপা করি' ভট্ট আইলা মোর পাশে ১৬৪১॥
মোর হিত লাগি' গ্রন্থ শুধিব কহিলা।
এ অতি অলপ বাক্য সহিতে নারিলা॥ ১৬৪২ ॥
তাহে পূর্ব দেশ শীঘ্র করহ গমন।
মন স্থির হইলে আসিবা বৃন্দাবন॥ ১৬৪৩ ॥
গোস্বামীর আজ্ঞায় চলিলা পূর্বপানে।
কথো দূরে মন স্থির কৈলা সাবধানে॥ ১৬৪৪ ॥
গোস্বামীর আজ্ঞা নাই নিকটে আসিতে।
এহেতু আইলা এথা নির্জন বনেতে॥ ১৬৪৫ ॥
রহি' পত্রকুটীরে খেদিত অতিশয়।
কভু কিছু ভুঞ্জে, কভু উপবাস হয়॥ ১৬৪৬ ॥
দেহ হৈতে প্রাণ ভিন্ন করিয়া ত্বরিতে।
প্রভু-পাদপদ্ম পাব—এই চিন্তা চিতে॥ ১৬৪৭ ॥
অকস্মাৎ সনাতনগোস্বামী আইলা।
গ্রামিলোক আগুসরি গ্রামে লৈয়া গেলা॥ ১৬৪৮ ॥
পরম উল্লাসে বসাইয়া গোস্বামীরে।
জিজ্ঞাসি' কুশল পুনঃ কহে ধীরে ধীরে॥ ১৬৪৯ ॥
অলপ বয়স এক তপস্বী সুন্দর।
কথো দিন হৈল রহে এ বন-ভিতর॥ ১৬৫০ ॥
ভুঞ্জাইতে যত্ন করি অনেক প্রকার।
কভু ফল-মূল ভুঞ্জে, কভু নিরাহার॥ ১৬৫১ ॥
বহু যত্নে কিঞ্চিৎ গোধূমচূর্ণ লৈয়া।
করয়ে ভক্ষণ তাহা জলে মিশাইয়া॥ ১৬৫২ ॥
ঐছে শুনি' জানিল—আছয়ে জীব এথা।
বাৎসল্যে হইয়া আর্দ্র চলিলেন তথা॥ ১৬৫৩ ॥
শ্রীজীব ছিলেন পত্রকুটীরে বসিয়া।
গোস্বামীর দর্শনে ধরিতে নারে হিয়া॥ ১৬৫৪ ॥
লোটাইয়া পড়ে গোস্বামীর পদতলে।
শ্রীজীবের চেষ্টা দেখি' বিস্মিত সকলে॥ ১৬৫৫ ॥
স্নেহাবেশে সনাতন জিজ্ঞাসিল যাহা।
শ্রীজীব সংক্ষেপে ক্রমে নিবেদিল তাহা॥ ১৬৫৬ ॥
শুনি' শ্রীগোস্বামী জীবে রাখি' সেইখানে।
গ্রামিলোকে প্রবোধি' গেলেন বৃন্দাবনে॥ ১৬৫৭ ॥

গোস্বামীর গমন শুনিয়া সেইক্ষণে।
শ্রীরূপ গেলেন গোস্বামীর দরশনে ॥ ১৬৫৮ ॥
গোস্বামী শ্রীরূপে জিজ্ঞাসেন সমাচার।
'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' অপেক্ষা কি আর ॥' ১৬৫৯ ॥
শ্রীরূপ কহেন,—'প্রায় হইল লিখন।
জীব রহিলেই শীঘ্র হইত শোধন ॥' ১৬৬০ ॥
গোস্বামী কহেন,—'জীব জীয়া মাত্র আছে।
দেখিনু—তাহার দেহ বাতাসে হালিছে' ॥ ১৬৬১ ॥
ঐছে কহি' জীবের বৃত্তান্ত জানাইল।
শ্রীরূপ জীবে সেইক্ষণে আনাইল ॥ ১৬৬২ ॥
শ্রীজীবের দশা দেখি' শ্রীরূপ গোঁসাই।
করিলেন শুশ্রূষা—কৃপার সীমা নাই ॥ ১৬৬৩ ॥
শ্রীজীবের আরোগ্যে সবার হর্ষ মন।
দিলেন সকল ভার রূপ-সনাতন ॥ ১৬৬৪ ॥
শ্রীরূপ-শ্রীসনাতন-অনুগ্রহ হৈতে।
শ্রীজীবের বিদ্যাবল ব্যাপিল জগতে ॥ ১৬৬৫ ॥
বৃন্দাবনে আইলা দিগ্বিজয়ী এক জন।
বহুলোক সঙ্গে, সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥ ১৬৬৬ ॥
তেঁহ কহে—যদি চর্চা না পার করিতে।
তবে মোর জয়পত্রী পাঠাহ ত্বরিতে ॥ ১৬৬৭ ॥
শুনিয়া শ্রীজীব শীঘ্র পত্রী পাঠাইল।
পত্রীপাঠে দিগ্বিজয়ী পরাভব হৈল ॥ ১৬৬৮ ॥
ঐছে দর্প করি' যত দিগ্বিজয়ী আইসে।
পরাভব হইয়া পলায় নিজ-দেশে ॥ ১৬৬৯ ॥
শ্রীজীবের প্রভাব কহিতে নাহি পার।
অহে শ্রীনিবাস,—এই কুটীর তাঁহার ॥ ১৬৭০ ॥
ঐছে কত কহিয়া যমুনা পার হৈলা।
'**খুরুখুরু**'-গ্রামে আসি' সে দিন রহিলা ॥ ১৬৭১ ॥
তথা যৈছে কৃষ্ণ প্রসন্ন দেবগণে।
তাহা জানাইলা শ্রীনিবাস-নরোত্তমে ॥ ১৬৭২ ॥
তথা হৈতে দূরস্থ গ্রামেও দেখাইল।
যথা যে বিলাস তাহা সংক্ষেপে কহিল ॥ ১৬৭৩ ॥

(৭ম) ভদ্রবন—

খুরুখুরু হৈতে করি' প্রভাতে গমন।
শ্রীনিবাসে কহে,—"এই দেখ '**ভদ্রবন**' ॥ ১৬৭৪ ॥
কৃষ্ণপ্রিয় হয় ভদ্রবন-গমনেতে।
নাকপৃষ্ঠ-লোক-প্রাপ্তি বন-প্রভাবেতে ॥" ১৬৭৫ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

অস্তি ভদ্রবনং নাম ষষ্ঠঞ্চ বনমুত্তমম্।
তত্র গত্বা চ বসুধে মদ্ভক্তো মৎপরায়ণঃ।
তদ্বনস্য প্রভাবেণ নাকলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৬৭৬ ॥

অন্বয়। ভদ্রবনং নাম উত্তমং ষষ্ঠং বনং চ অস্তি। হে বসুধে! তত্র গত্বা মদ্ভক্তঃ মৎপরায়ণঃ (ময়ি একনিষ্ঠঃ ভবতি), স তদ্বনস্য প্রভাবেণ নাকলোকং (স্বর্লোকং) গচ্ছতি চ ॥ ১৬৭৬ ॥

অনুবাদ। আদি-বরাহপুরাণে—ভদ্রবন-নামক ষষ্ঠ উত্তম বন আছে। হে বসুধে! তথায় গমন করিলে আমার ভক্ত আমাতে একনিষ্ঠ হয় এবং সেই বনের প্রভাবে সেই ভক্ত স্বর্গে গমন করে ॥ ১৬৭৬ ॥

(৮ম) ভাণ্ডীরবন—

পরম নির্জন দেখ এ '**ভাণ্ডীর-বনে**'।
নানা খেলা খেলে রামকৃষ্ণ সখা-সনে ॥ ১৬৭৭ ॥
যোগিগণপ্রিয় এ ভাণ্ডীরবন হয়।
দর্শনমাত্রেতে গর্ভযাতনা ঘুচয় ॥ ১৬৭৮ ॥
সর্ববনোত্তম এ ভাণ্ডীর—শাস্ত্রে কহে।
এথা বাসুদেবদৃষ্টে পুনর্জন্ম নহে ॥ ১৬৭৯ ॥
ভাণ্ডীরে নিয়ত স্নানাদিক করে যে।
সর্বপাপমুক্ত ইন্দ্রলোকে যায় সে ॥ ১৬৮০ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

একাদশন্তু ভাণ্ডীরং যোগিনাং প্রিয়মুত্তমম্।
তস্য দর্শনমাত্রেণ নরো গর্ভং ন গচ্ছতি ॥ ১৬৮১ ॥
ভাণ্ডীরং সমনুপ্রাপ্য বনানাং বনমুত্তমম্।
বাসুদেবং ততো দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥১৬৮২॥
তস্মিন্ ভাণ্ডীরকে স্নাতো নিয়তো নিয়তাশনঃ।
সর্বপাপবিনির্মুক্ত ইন্দ্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৬৮৩ ॥

অন্বয়। একাদশং ভাণ্ডীরং (তদাখ্যং বনং) তু যোগিনাং প্রিয়ম্ উত্তমং (চ) ভবতি। নরঃ তস্য (ভাণ্ডীরস্য) দর্শন-মাত্রেণ গর্ভং ন গচ্ছতি (গর্ভপ্রবিষ্টো ন ভবতি)। বনানাম্ উত্তমং বনং ভাণ্ডীরং সমনুপ্রপ্য (ভাণ্ডীরে গত্বেত্যর্থঃ) ততঃ

(অনন্তরং) বাসুদেবং দৃষ্ট্বা (লোকস্য) পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। স (জনঃ) নিয়তঃ (সংযতঃ) নিয়তাশনঃ (তথা সংযতাহারঃ) তস্মিন্ ভাণ্ডীরকে স্নাতঃ সর্বপাপ-বিনির্মুক্তঃ (সন্) ইন্দ্রলোকং গচ্ছতি ॥ ১৬৮১-৮৩ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—ভাণ্ডীর-নামক একাদশ বন উত্তম ও যোগিগণপ্রিয়। ভাণ্ডীরের দর্শনমাত্রে লোক আর গর্ভে প্রবিষ্ট হয় না। সকলবন-মধ্যে উত্তম বন ভাণ্ডীরে গমন করিয়া তথায় বাসুদেব দর্শন করিলে লোকের আর পুনর্জন্ম হয় না। সে-ব্যক্তি সংযতেন্দ্রিয় ও সংযতাহারী হইয়া সেই ভাণ্ডীরে স্নানপূর্বক সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে ॥

সখাসহ শ্রীকৃষ্ণ ভাণ্ডীরে খেলাইয়া।
ভুঞ্জে নানা সামগ্রী এ-ছায়ায় বসিয়া ॥ ১৬৮৪ ॥
এ হেতু **'ছাহেরী'**-নাম গ্রাম এই হয়।
যমুনা-নিকট স্থান দেখ শোভাময় ॥ ১৬৮৫ ॥
এই **'মাঠগ্রাম'**—মহা আনন্দ এথানে।
নানা ক্রীড়া করে রাম-কৃষ্ণ সখাসনে ॥ ১৬৮৬ ॥
মৃত্তিকা-নির্মিত বৃহৎ পাত্র—'মাঠ'-নাম।
মাঠোৎপত্তি-প্রশস্ত—এ হেতু মাঠ-গ্রাম ॥ ১৬৮৭ ॥
দধিমন্থনাদি-লাগি' ব্রজবাসিগণ।
লয়েন অসংখ্য 'মাঠ'—ঐছে সবে কন ॥ ১৬৮৮ ॥

(৯ম) বিল্ববন—

রামকৃষ্ণ সখাসহ এ **'বিল্ববনে'**তে।
পক্ক বিল্বফল ভুঞ্জে মহাকৌতুকেতে ॥ ১৬৮৯ ॥
দেবতা-পূজিত বিল্ববন শোভাময়।
এ বন-গমনে ব্রহ্মলোকে পূজ্য হয় ॥ ১৬৯০ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

বনং বিল্ববনং নাম দশমং দেবপূজিতম্।
তত্র গত্বা তু মনুজো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৬৯১ ॥

অন্বয়। বিল্ববনং নাম দেবতাপূজিতং দশমং বনং (ভবতি)। মনুজঃ (লোকঃ) তু তত্র গত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে (পূজ্যতে) ॥ ১৬৯১ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—বিল্ববন-নামক বন দেবপূজিত দশম বন। লোক তথায় গমন করিয়া ব্রহ্মলোকে পূজিত হইয়া থাকে ॥ ১৬৯১ ॥

বিল্ববনে শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডে যে করে স্নান।
সর্বপাপে মুক্ত সে পরম ভাগ্যবান্ ॥ ১৬৯২ ॥
দেখ অতি পূর্বে এই ধারা যমুনার।
মান-সরোবর ছিলা যমুনা-ওপার ॥ ১৬৯৩ ॥
এবে হইলেন যমুনার ধারাদ্বয়।
মধ্যে মান-সরোবর অতি শোভাময় ॥ ১৬৯৪ ॥
এই আর দেখ এ প্রদেশে নানা গ্রাম।
কৃষ্ণলীলাস্থলী এ সকল অনুপম ॥ ১৬৯৫ ॥

(১০ম) লোহবন, নৌকাকেলি—

অহে শ্রীনিবাস! এই দেখ **'লোহবন'**।
লোহবনে কৃষ্ণের অদ্ভুত গোচারণ ॥ ১৬৯৬ ॥
নানাপুষ্প-সুগন্ধে ব্যাপিত রম্যস্থান।
এথা লোহজঙ্ঘাসুরে বধে ভগবান্ ॥ ১৬৯৭ ॥
লোহজঙ্ঘবন-নাম হয়ত ইহার।
এ সর্বপাতক হৈতে করয়ে উদ্ধার ॥ ১৬৯৮ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

লোহজঙ্ঘবনং নাম লোহজঙ্ঘেন রক্ষিতম্।
নবমন্তু বনং দেবি সর্বপাতকনাশনম্ ॥ ১৬৯৯ ॥

অন্বয়। হে দেবি! লোহজঙ্ঘেন রক্ষিতং লোহ-জঙ্ঘবনং নাম তু সর্বপাতকনাশনং নবমং বনং ভবতি।

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—হে দেবি! লোহ-জঙ্ঘকর্তৃক রক্ষিত লোহজঙ্ঘনামক নবম বন সর্বপাতক-নাশক ॥ ১৬৯৯ ॥

দেখ এ প্রদেশে নানাস্থান মনোহর।
সর্বত্র বিহরে সদা নন্দের কুমার ॥ ১৭০০ ॥
এত কহি' সর্বত্রই করিল দর্শন।
কৃষ্ণ-বলরাম-নৃসিংহাদি মূর্তিগণ ॥ ১৭০১ ॥
যমুনা-নিকট যাই' শ্রীনিবাসে কয়।
এই ঘাটে কৃষ্ণ **'নৌকা-ক্রীড়া'** আরম্ভয় ॥ ১৭০২ ॥
সে অতি কৌতুক রাই সখীর সহিতে।
দুগ্ধাদি লইয়া আইসেন পার হৈতে ॥ ১৭০৩ ॥
দেখি' সে অপূর্ব শোভা কৃষ্ণ মুগ্ধ হৈয়া।
এক ভিতে রহে এক জীর্ণ নৌকা লৈয়া ॥ ১৭০৪ ॥

শ্রীরাধিকা সখীসহ কহে বারে বারে।
'পার কর নাবিক—যাইব শীঘ্র পারে ॥' ১৭০৫ ॥

তথাহি শ্রীপদ্যাবল্যাং নৌক্রীড়ায়াং ২৬৯তম-শ্লোকঃ—

কুরু পারং যমুনায়া মুহুরিতি গোপীভিরুৎকরাহুতঃ।
তরিতটকপটশয়ালুর্দ্বিগুণালস্যো হরির্জয়তি ॥ ১৭০৬ ॥

অন্বয়। যমুনায়াঃ পারং কুরু ইতি গোপীভিঃ মুহুঃ (পুনঃপুনঃ) উৎকরাহুতঃ (ভৃশং আহুতঃ) তরিতটকপটশয়ালুঃ (নৌকোপরি কপটনিদ্রিতঃ) দ্বিগুণালস্যঃ (দ্বিগুণং আলস্যপ্রকাশকঃ) হরিঃ জয়তি ॥ ১৭০৬ ॥

অনুবাদ। শ্রীপদ্যাবলীতে নৌক্রীড়াবর্ণনায় ২৬৯তম শ্লোকে—'যমুনার পার কর' বলিয়া গোপীগণকর্তৃক পুনঃপুনঃ অত্যন্ত আহুত, নৌকার উপর কপটনিদ্রিত, দ্বিগুণ আলস্য-প্রদর্শক শ্রীহরি জয়যুক্ত হউন ॥ ১৭০৬ ॥

কতক্ষণে কৃষ্ণ চড়াইয়া সে নৌকায়।
কিছুদূর চলে অতি আনন্দহিয়ায় ॥ ১৭০৭ ॥
উপজিল যে কৌতুক কহিতে না পারি।
বর্ণিলেন কবিগণ এ রঙ্গ বিস্তারি ॥ ১৭০৮ ॥

তথাহি শ্রীপদ্যাবল্যাং তত্রৈব ২৭২তম ও ২৭৪-৭৬তম-শ্লোকঃ

জীর্ণা তরিঃ সরিদতীবগভীরনীরা
বালা বয়ং সকলমিত্থমনর্থহেতুঃ।
নিস্তারবীজমিদমেব কৃশোদরীণাং
যন্মাধব ত্বমসি সম্প্রতি কর্ণধারঃ ॥ ১৭০৯ ॥
বাচা তবৈব যদুনন্দন গব্যভারো-
হারোঽপি বারিণি ময়া সহসা বিকীর্ণঃ।
দূরীকৃতঞ্চ কুচয়োরনয়োর্দুকূলং
কূলং কলিন্দদুহিতুর্ন তথাপ্যদূরম্ ॥ ১৭১০ ॥
পয়ঃপূরৈঃ পূর্ণা সপদি গতঘূর্ণা চ পবনৈ-
র্গভীরে কালিন্দীপয়সি তরিরেষা প্রবিশতি।
অহো মে দুর্দৈবং পরমকুতুকাক্রান্তহৃদয়ো-
হরির্বারংবারং তদপি করতালীং রচয়তি ॥ ১৭১১ ॥
পানীয়সেচনবিধৌ মম নৈব পাণী
বিশ্রাম্যতস্তদপি তে পরিহাসবাণী।
জীবামি চেৎ পুনরহং ন তদা কদাপি
কৃষ্ণ ত্বদীয়তরণৌ চরণৌ দদামি ॥ ১৭১২

অন্বয়। তরিঃ (ঈষৎ) জীর্ণা, সরিৎ (নদী) অতীব গভীরনীরা, বয়ং (আরোহিণ্যঃ) বালাঃ—ইত্থং (অনেন প্রকারেণ) সকলং অনর্থহেতুঃ (অনিষ্টকারণং ভবতি)। কৃশোদরীণাং (ক্ষীণকটীনাং গোপবালানাং) ইদং এব নিস্তার-বীজং (উদ্ধারকারণং যৎ হে মাধব! ত্বং সম্প্রতি কর্ণধারঃ অসি ॥ হে যদুনন্দন! তব এব বাচা (বাক্যেন) ময়া গব্যভারঃ (দুগ্ধাদীনাং ভারঃ) হারঃ অপি সহসা বারিণি বিকীর্ণঃ (নিক্ষিপ্তঃ) অনয়োঃ কুচয়োঃ দুকূলং চ দূরীকৃতং, তথাপি (এষু ভারেষু দূরীকৃতেষপি) কলিন্দদুহিতুঃ (যমুনায়াঃ) কূলং অদূরং (নিকটস্থং) ন (ভবতি) ॥ পয়ঃপূরৈঃ (জলরাশিভিঃ) পূর্ণা পবনৈঃ গতঘূর্ণা (ঘূর্ণিমধ্যে পতিতা) চ এষা তরিঃ গভীরে কালিন্দীপয়সি সপদি (শীঘ্রং) প্রবিশতি। অহো! মে দুর্দৈবং (যৎ) তদপি (ঈদৃগবস্থায়ামপি) হরিঃ পরমকুতুকাক্রান্তহৃদয়ঃ (অতিকৌতুকাবিষ্টচিত্তঃ সন্) বারং-বারং করতালীং রচয়তি (দদাতি) ॥ মম পাণী (করদ্বয়ং) পানীয়সেচনবিধৌ (জলসেচনকার্যে) ন বিশ্রাম্যতঃ (বিরমতঃ) এবং তদপি (তথাপি) তে (তব) পরিহাসবাণী (ন বিরমতি)। হে কৃষ্ণ (অতোঽয়মেব মে নিশ্চয়ঃ যৎ অধুনা) জীবামি চেৎ তদা কদাপি ত্বদীয়-তরণৌ (মম) চরণৌ ন দদামি (দাস্যামীত্যর্থঃ) ॥ ১৭০৯-১২ ॥

অনুবাদ। শ্রীপদ্যাবলীতে নৌকাক্রীড়াবর্ণনায়—এই তরী জীর্ণ, নদীর জল অতি গভীর, আমরা বালিকা—এই প্রকারে সমস্তই অনর্থের কারণ। কিন্তু হে মাধব! ইহাই আমাদের উদ্ধারের বীজ যে, তুমি এখন কর্ণধার হইয়াছ হে যদুনন্দন! তোমারই কথায় আমি গব্যভার এবং হারও জলে নিক্ষেপ করিয়াছি, এই কুচদ্বয়ের বস্ত্রও দূর করিয়াছি; তথাপি যমুনার কূল নিকটবর্তী হইল না। এই তরী জলরাশিতে পূর্ণ ও বাতাসে ঘূর্ণিপাকে পতিত হইয়া যমুনার গভীর জলে তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করিবে। হায়! আমার কি দুর্দৈব! তথাপি কৃষ্ণ অতি কৌতুকপূর্ণ চিত্তে বারংবার করতালি দিতেছে। আমার দুই হাত জলসেচনে বিশ্রাম করে নাই, তথাপি তোমার পরিহাস-বাক্যের বিরাম নাই। হে কৃষ্ণ! যদি বাঁচি, তাহা হইলে আর কখনও তোমার তরণীতে আমার চরণ স্থাপন করিব না ॥ ১৭০৯-১২ ॥

(১১শ) মহাবন—

'মহাবনে' গিয়া শ্রীপণ্ডিত মহাবেশে।
শ্রীনিবাস-নরোত্তমে কহে মৃদুভাষে ॥ ১১১৩ ॥
দেখ নন্দ-যশোদা-আলয় মহাবনে।
এথা যে যে রঙ্গ—তা' কে বর্ণিতে জানে ॥১১১৪॥
এই দেখ '**শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্মস্থল**'।
পুত্রমুখ দেখি' এথা নন্দাদি বিহ্বল ॥ ১১১৫ ॥
ব্রজ-গোপ-গোপী ধাই' আইসে এ অঙ্গনে।
পুত্রজন্ম-উৎসব হইল এইখানে ॥ ১১১৬ ॥
বহু দান কৈল নন্দ-পুত্র কল্যাণেতে।
পরম অদ্ভুত সুখ ব্যাপিল জগতে ॥ ১১১৭ ॥

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮৯তম-শ্লোকঃ—

আবির্ভাবমহোৎসবে মুররিপোঃ স্বর্ণোরুমুক্তাফল-
শ্রেণীবিভ্রমমণ্ডিতে নবগবীলক্ষে দদৌ দ্বে মুদা।
দিব্যালঙ্কৃতিরত্নপর্বততিলপ্রস্থাদিকং চাদরা-
দ্বিপ্রেভ্যঃ কিল যত্র স ব্রজপতির্বন্দে বৃহৎকাননম্ ॥

অন্বয়। যত্র কিল স ব্রজপতিঃ (নন্দঃ) মুররিপোঃ (কৃষ্ণস্য) আবির্ভাবমহোৎসবে (জন্মমহোৎসবে) স্বর্ণোরু-মুক্তাফলশ্রেণীবিভ্রমমণ্ডিতে (স্বর্ণগ্রথিতায়া বিশাল-মৌক্তিকশ্রেণ্যাঃ শোভয়ালঙ্কৃতে) দ্বে নবগবীলক্ষে (গবাং অষ্টাদশ-লক্ষাণি) দিব্যালঙ্কৃতিরত্নপর্বত-তিলপ্রস্থাদিকং (মনোহরান্ অলঙ্কারান্ রত্নরাশীন্ তিলপ্রস্থপ্রভৃতীন্) চ মুদা বিপ্রেভ্যঃ দদৌ তৎ বৃহৎকাননং বন্দে ॥ ১১১৮ ॥

অনুবাদ। শ্রীস্তবাবলীর ব্রজবিলাসস্তবের ৮৯তম শ্লোকে —যে বনে ব্রজরাজ নন্দ কৃষ্ণের জন্মমহোৎসবে স্বর্ণ-গ্রথিত বিশালমুক্তামালার শোভায় মণ্ডিত অষ্টাদশ লক্ষ গাভী, দিব্য-অলঙ্কার, পর্বতপ্রমাণ রত্নরাশি ও তিলপ্রস্থ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, সেই মহাবনকে বন্দনা করি ॥১১১৮ ॥

শ্রীস্তবমালা-গীতাবল্যাং প্রথমং নন্দোৎসবে ভৈরবঃ—

পুত্রমুদারমসূত যশোদা।
সমজনি বল্লবততিরতিমোদা ॥ ধ্রুং ॥ ১১১৯ ॥
কোঽপ্যুপনয়তি বিবিধমুপহারম্।
নৃত্যতি কোঽপি জনো বহুবারম্ ॥ ১১২০
কোঽপি মধুরমুপগায়তি গীতম্।
বিকিরতি কোঽপি সদধি নবনীতম্ ॥ ১১২১ ॥
কোঽপি তনোতি মনোরথপূর্তিম্।
পশ্যতি কোঽপি সনাতনমূর্তিম্ ॥ ১১২২ ॥

অন্বয়। যশোদা উদারং (মনোজ্ঞং) পুত্রং অসূত (প্রসূতবতী)। (তেন) বল্লবততিঃ (গোপগণঃ) অতি-মোদা (পরমানন্দিতঃ) সমজনি (অভবৎ)। কঃ অপি (গোপঃ) বিবিধং উপহারম্ উপনয়তি (দদাতি), কঃ অপি জনঃ বহুবারং নৃত্যতি; কঃ অপি মধুরং গীতং উপগায়তি; কঃ অপি সদধি (দধিসহিতং) নবনীতং বিকিরতি (বিতরতি); কঃ অপি মনোরথপূর্তিং (প্রার্থিজনস্য অভিলাষপূরণং) তনোতি (করোতি); কঃ অপি সনাতন-মূর্তিং (কৃষ্ণস্য নিত্যচিন্ময়-রূপং) পশ্যতি ॥ ১১১৯-২২ ॥

অনুবাদ। শ্রীস্তবমালার গীতাবলীতে নন্দোৎসবের প্রথম গীত ভৈরব-রাগে—যশোদা সুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন, তাহাতে গোপগণ অতীব আনন্দিত হইলেন। কোন গোপ বিবিধ উপহার প্রদান করিতেছেন; কেহ বা বহুবার নৃত্য করিতেছেন; কেহ বা মধুর গীত গান করিতেছেন; কেহ বা দধি ও নবনীত বিতরণ করিতেছেন; কেহ বা প্রার্থী ব্যক্তির অভিলাষ পূরণ করিতেছেন; কেহ বা কৃষ্ণের নিত্যচিন্ময়রূপ দর্শন করিতেছেন ॥ ১১১৯-২২ ॥

পুনস্তত্রৈব আশাবরী

বিপ্রবৃন্দমভূদলঙ্কৃতি গোধনৈরপি পূর্ণম্।
গায়নানপি মদ্বিধান্ ব্রজনাথ তোষয় তূর্ণম্ ॥১১২৩॥
সুষ্ঠুরদ্ভুতসুন্দরোঽজনি নন্দরাজ তবায়ম্।
দেহি গোষ্ঠজনায় বাঞ্ছিতমুৎসবোচিতদায়ম্ ॥ ধ্রুং ॥
তাবকাত্মজবীক্ষণক্ষণনন্দি মদ্বিধচিত্তম্।
যন্ন কৈরপি লব্ধমর্থিভিরেতদিচ্ছতি বিত্তম্ ॥১১২৫॥
শ্রীসনাতনচিত্তমানসকেলিনীলমরালে।
মাদৃশাং রতিরত্র তিষ্ঠতু সর্বদা তব বালে ॥১১২৬॥

অন্বয়। [কৃষ্ণজন্মোৎসবে] বিপ্রবৃন্দং গোধনৈঃ পূর্ণমপি (পূর্ণভাবেনৈব) অলঙ্কৃতি (অলঙ্কৃতং) অভূৎ। হে ব্রজনাথ ! মদ্বিধান্ (মাদৃশান) গায়নান্ (গায়কান্) অপি তূর্ণং তোষয়। হে নন্দরাজ ! তব অয়ম্ অদ্ভুতসুন্দরঃ

(পরমসুন্দরঃ) সুনুঃ (পুত্রঃ) অজনি (জাতঃ)। গোষ্ঠজনায় (গোষ্ঠবাসিভ্যঃ) উৎসবোচিতদায়ং (উৎসবানুরূপদানেন) বাঞ্ছিতং (প্রার্থিতং) দেহি। মদ্বিধচিত্তং (মাদৃশাং চিত্তং) তাবকাত্মজবীক্ষণ-ক্ষণনন্দি (তব পুত্রদর্শনানন্দেন আনন্দিতং) এতৎ (মম চিত্তং) বিত্তম্ ইচ্ছতি যৎ (বিত্তং) কৈঃ অপি অর্থিভিঃ (যাচকৈঃ) ন লব্ধম্। শ্রীসনাতনচিত্তমানসকেলিনীলমরালে (শ্রীসনাতনস্য চিত্তমানস-সরোবরে যঃ কেলিপরায়ণঃ নীলমরালঃ তাদৃশে) তব অত্র বালে (পুত্রে) মাদৃশাং (জনানাং) রতিঃ সর্বদা তিষ্ঠতু ॥ ১৭২৩-২৬ ॥

অনুবাদ। সেই গীতাবলীতেই পুনরায় আশাবরী-রাগিণীতে—বিপ্রগণ কৃষ্ণজন্মোৎসবে গোধনদ্বারা পূর্ণভাবেই শোভিত হইয়াছে। হে ব্রজেশ্বর! আমাদের মত গায়কগণকেও শীঘ্র তুষ্ট করুন। হে নন্দরাজ! আপনার এই পরমসুন্দর পুত্র জন্মিয়াছে; অতএব উৎসবানুরূপ দানের দ্বারা গোষ্ঠবাসিগণের প্রার্থনা পূরণ করুন। আমার মত লোকের চিত্ত আপনার পুত্রদর্শনের আনন্দে আনন্দিত; অন্য কোন প্রার্থী যাহা পায় নাই, আমার চিত্ত তাহাই ইচ্ছা করিতেছে। আপনার পুত্র শ্রীসনাতনের চিত্তরূপ মানস-সরোবরে ক্রীড়াশীল কৃষ্ণহংস, তাঁহাতে সর্বদা আমাদের রতি হউক ॥ ১৭২৩-২৬ ॥

অহে শ্রীনিবাস, এথা সুখের অবধি।
কৈল কৃষ্ণজন্মের লৌকিক যে যে বিধি ॥ ১৭২৭ ॥
এই দেখ নন্দের গোশালা-স্থান এথা।
গর্গাচার্যে নন্দ জানাইল মনঃকথা ॥ ১৭২৮ ॥
কংসভয়ে গর্গ রামকৃষ্ণের গোপনে।
কৈল নামকরণ এথাই হর্ষমনে ॥ ১৭২৯ ॥
পূতনা বধিলা এথা ব্রজেন্দ্রকুমার।
এইখানে অগ্নিক্রিয়া হৈল পূতনার ॥ ১৭৩০ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, কৃষ্ণ রহিয়া শয়নে।
শকট ভঞ্জন করিলেন এইখানে ॥ ১৭৩১ ॥
উত্তান শয়নে কৃষ্ণ-শোভা অতিশয়।
শৈশবে অদ্ভুত লীলা দেখিতে বিস্ময় ॥ ১৭৩২ ॥

তথাহি শ্রীপদ্যাবল্যাং শ্রীকৃষ্ণশৈশবে ১৩০তম-শ্লোকঃ—

অতিলোহিতকরচরণং মঞ্জুলগোরোচনালসত্তিলকম্।
হঠপরিবর্তিতশকটং মুররিপুমুত্তানশায়িনং বন্দে ॥

অন্বয়। অতিলোহিতকরচরণং (অতিরক্তবর্ণ-হস্তপাদং) মঞ্জুলগোরোচনালসত্তিলকং (সুন্দরগোরোচনারচিত-তিলকশোভিতং) হঠপরিবর্তিতশকটং (প্রসহ্য শকট-পরিবর্তং কৃতবন্তং) উত্তানশায়িনং (ঊর্ধ্বমুখশয়ালুং) মুররিপুং (মুরারিং) বন্দে ॥ ১৭৩৩ ॥

অনুবাদ। শ্রীপদ্যাবলীতে শ্রীকৃষ্ণশৈশব বর্ণনায় ১৩০তম শ্লোকে—অতি রক্তবর্ণ হস্তপদবিশিষ্ট, গোরোচনারচিত সুন্দর তিলকে শোভিত, চিৎ হইয়া শয়নশীল শিশু কৃষ্ণ বলপূর্বক শকট উল্টাইয়া ফেলিয়াছিলেন; আমি তাঁহাকে বন্দনা করি ॥ ১৭৩৩ ॥

এথা কৃষ্ণচন্দ্র চড়ি' মায়ের ক্রোড়েতে।
স্তনদুগ্ধ পিয়ে মহা অদ্ভুত ভঙ্গিতে ॥ ১৭৩৪ ॥
যশোদা কৃষ্ণের মুখ করি' নিরীক্ষণ।
আনন্দে বিহ্বল হৈলা পিয়ায়েন স্তন ॥ ১৭৩৫ ॥

তথাহি শ্রীপদ্যাবল্যাং তত্রৈব ১৩১তম-শ্লোকঃ—

অর্ধোন্মীলিতলোচনস্য পিবতঃ পর্যাপ্তমেকং স্তনং
সদ্যঃপ্রস্নুতদুগ্ধদিগ্ধমপরং হস্তেন সংমার্জতঃ।
মাত্রা চাঙ্গুলিলালিতস্য বদনে স্মেরায়মাণে মুহু-
র্বিষ্ণোঃ ক্ষীরকণোরুধামধবলা দন্তদ্যুতিঃ পাতু বঃ॥

অন্বয়। অর্ধোন্মীলিতলোচনস্য পর্যাপ্তং (যথেষ্টং যথা স্যাৎ তথা) একং স্তনং পিবতঃ, সদ্যঃপ্রস্নুতদুগ্ধদিগ্ধং (তৎক্ষণ এব ক্ষরিতদুগ্ধেন সিক্তং) অপরং (স্তনং) হস্তেন সংমার্জতঃ (পরামৃশতঃ) মাত্রা চ অঙ্গুলিলালিতস্য (অঙ্গুলিস্পর্শেন প্রদর্শিতস্নেহস্য) বিষ্ণোঃ (কৃষ্ণস্য) মুহুঃ (পুনঃপুনঃ) স্মেরায়মাণে (হাস্যং কুর্বতি) বদনে ক্ষীরকণোরুধামধবলা (ক্ষীরকণানাং পরমোজ্জ্বলেন ধবলা) দন্তদ্যুতিঃ (দন্তকৌমুদী) বঃ (যুষ্মান্) পাতু ॥ ১৭৩৬ ॥

অনুবাদ। শ্রীপদ্যাবলীর সেই স্থলেই ১৩১তম শ্লোকে—কৃষ্ণ নয়ন অর্ধেক উন্মীলন করিয়া জননীর একটী স্তন পর্যাপ্তরূপে পান করিতেছেন; সেই সময়ে ক্ষরিত দুগ্ধে লিপ্ত অপর স্তনে হাত বুলাইতেছেন; জননীও অঙ্গুলিদ্বারা তাঁহাকে লালন করিতেছেন; কৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ মধুর হাস্য করিতেছেন; কৃষ্ণের দন্তজ্যোতিঃ দুগ্ধকণাসকলের উজ্জ্বল প্রভায় ধবল। সেই দন্তকান্তি তোমাদিগকে পালন করুন ॥ ১৭৩৬ ॥

এথা কৃষ্ণ যশোদা আকর্ষে মহাসুখে।
হামাগুড়ি যান, কি মধুর হাসি মুখে ॥ ১৭৩৭ ॥

তথাহি শ্রীপদ্যাবল্যাং তত্রৈব ১৩২তম-শ্লোকঃ—

গোষ্ঠেশ্বরীবদনফুৎকৃতিলোলনেত্রং
জানুদ্বয়েন ধরণীমনুসঞ্চরন্তম্।
কিঞ্চিন্নবস্মিতসুধামধুরাধরাভং
বালং তমালদলনীলমহং ভজামি ॥ ১৭৩৮ ॥

অন্বয়। গোষ্ঠেশ্বরীবদনফুৎকৃতিলোলনেত্রং (ব্রজেশ্বর্যা বদনস্য ফুৎকারেণ চঞ্চলনয়নং) জানুদ্বয়েন ধরণীম্ অনু (ধরণীপৃষ্ঠে) সঞ্চরন্তং (ভ্রমন্তং) কিঞ্চিন্নবস্মিতসুধামধুরাধরাভং (স্বল্পনূতনহাস্যামৃতেন মধুরাধরাভাবিশিষ্টং) তমালদলনীলং (তমালপত্রবৎ কৃষ্ণং) বালম্ অহং ভজামি ॥ ১৭৩৮ ॥

অনুবাদ। শ্রীপদ্যাবলীর সেইস্থলে ১৩২তম শ্লোকে— ব্রজেশ্বরীর মুখের ফুৎকারে চঞ্চলনয়ন, ধরণীপৃষ্ঠে জানুদ্বয়দ্বারা সঞ্চরণকারী; স্বল্প নূতন হাস্যামৃতে মধুর অধরের আভা-বিশিষ্ট, তমালপত্রের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বালককে আমি ভজনা করিতেছি ॥১৭৩৮॥

এথা কৃষ্ণে গোপীগণ জিজ্ঞাসয়ে যাহা।
অঙ্গুলিনির্দেশে কৃষ্ণ দেখায়েন তাহা ॥ ১৭৩৯ ॥

তথাহি তত্রৈব ১৩৩তম-শ্লোকঃ—

কাননং ক নয়নং ক নাসিকা
ক শ্রুতিঃ ক চ শিখেতি দেশিতঃ।
তত্র তত্র নিহিতাঙ্গুলীদলো
বল্লবীকুলমনন্দয়ৎ প্রভুঃ ॥ ১৭৪০ ॥

অন্বয়। ক (তব) আননং, ক নয়নং, ক নাসিকা, ক শ্রুতিঃ (কর্ণঃ), ক চ শিখা ইতি দেশিতঃ (পৃষ্টঃ) প্রভুঃ তত্র তত্র (তত্তৎ-স্থানে) নিহিতাঙ্গুলীদলঃ (অঙ্গুলীদলং সংস্থাপ্য) বল্লবীকুলং (গোপীগণং) অনন্দয়ৎ ॥ ১৭৪০ ॥

অনুবাদ। শ্রীপদ্যাবলীর সেইস্থলেই ১৩৩তম শ্লোকে— তোমার মুখ কোথায়? চোক কোথায়? নাক কোথায়? কাণ কোথায়? শিখা কোথায়? এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রভু সেই সেই স্থানে অঙ্গুলি স্থাপনপূর্বক গোপীগণকে আনন্দিত করিয়াছিলেন ॥ ১৭৪০ ॥

এথা কৃষ্ণ ধূলায় ধূসর হৈয়া হাসে।
দেখি' মাতা-পুত্রে কত কহে মৃদুভাষে ॥ ১৭৪১ ॥

তথাহি তত্রৈব ১৩৪তম-শ্লোকঃ—

ইদানীমঙ্গমক্ষালি রচিতং চানুলেপনম্।
ইদানীমেব তে কৃষ্ণ ধূলিধূসরিতং বপুঃ ॥ ১৭৪২ ॥

অন্বয়। হে কৃষ্ণ! ইদানীং (অস্মিন্ ক্ষণে এব) অঙ্গং অক্ষালি (প্রক্ষালিতং) অনুলেপনং চ রচিতং (প্রদত্তং) ইদানীমেব (অধুনৈব) তে (তব) বপুঃ (দেহঃ) ধূলি-ধূসরিতং (জাতম্) ॥ ১৭৪২ ॥

অনুবাদ। শ্রীপদ্যাবলীর সেইস্থলে ১৩৪তম শ্লোকে— হে কৃষ্ণ! এখন তোমার গা ধুইয়া দিয়াছি এবং অঙ্গে অনুলেপন দিয়াছি, আর এখনই তোমার দেহ ধূলায় ধূসরিত হইল ॥ ১৭৪২ ॥

পরমসুন্দর কৃষ্ণ বসি' এইখানে।
দুগ্ধপান লাগি' চাহে জননীর পানে ॥ ১৭৪৩ ॥
এথা তৃণাবর্ত দুষ্ট কৃষ্ণেরে লইয়া।
উঠিল আকাশে অতি উল্লসিত হৈয়া ॥ ১৭৪৪ ॥
পরম কৌতুকে কৃষ্ণ চাহি' চারি পাশে।
তৃণাবর্তে বধে এই কংসের আবাসে ॥ ১৭৪৫ ॥
এথা কৃষ্ণ মৃত্তিকা-ভক্ষণ কৈল সুখে।
ব্রজেশ্বরী ব্রহ্মাণ্ড দেখিল কৃষ্ণমুখে ॥ ১৭৪৬ ॥
এ-হেতু **'ব্রহ্মাণ্ডঘাট'**-নাম সে ইহার।
দেখ যমুনার তীরশোভা চমৎকার ॥ ১৭৪৭ ॥
যশোদা আনন্দে বসি' গোপীগণ-সনে।
দেখয়ে পুত্রের চারু-শোভা এ অঙ্গনে ॥ ১৭৪৮ ॥

তথাহি তত্রৈব ১৩৫তম-শ্লোকঃ—

পঞ্চবর্ষমতিলোলমঙ্গনে ধাবমানমলকাকুলেক্ষণম্।
কিঙ্কিণী-বলয়-হার-নূপুরৈররঞ্জিতং নমত নন্দনন্দনম্ ॥১৭৪৯

অন্বয়। পঞ্চবর্ষম্ অতিলোলং (অতিচঞ্চলং) অঙ্গনে ধাবমানং (ইতস্ততঃ চংক্রম্যমাণং) অলকাকুলেক্ষণং (অলকারাশিভিঃ আকুলনয়নং) কিঙ্কিণী-বলয়হারনূপুরৈঃ রঞ্জিতং (শোভমানং) নন্দনন্দনং নমত ॥ ১৭৪৯ ॥

অনুবাদ। শ্রীপদ্যাবলীতে সেইস্থলে ১৩৫তম শ্লোকে— পঞ্চবৎসরবয়স্ক, অতিচঞ্চল, অঙ্গনে ভ্রমণকারী, অলকরাশি-দ্বারা আকুলিতচক্ষু, কিঙ্কিণী-বলয়-হার-নূপুরদ্বারা অলঙ্কৃত নন্দনন্দনকে নমস্কার কর ॥ ১৭৪৯ ॥

শৈশবে তারুণ্য কৃষ্ণ প্রকাশয়ে যথা।
বর্ণে কবিগণ সুখে এ অদ্ভুত কথা ॥ ১৭৫০ ॥

তথাহি তত্রৈব শৈশবেঽপি তারুণ্যে ১৩৬তম-শ্লোকঃ—

অধরমধরে কণ্ঠং কণ্ঠে সুচারুদৃশোর্দৃশা-
বলিকমলিকে দত্ত্বা গোপীজনেন সসম্ভ্রমম্।
শিশুরিতি রুদন্ কৃষ্ণো বক্ষঃস্থলে নিহিতশ্চিরা-
ন্নিভৃতপুলকঃ স্মেরঃ পায়াৎ স্মরালসবিগ্রহঃ ॥১৭৫১॥

অন্বয়। রুদন্ (ক্রন্দন্) শিশুঃ ইতি গোপীজনেন (গোপীভিরিত্যর্থঃ) অধরে অধরং কণ্ঠে কণ্ঠং সুচারুদৃশোঃ (অতি সুন্দরয়োঃ নয়নয়োঃ) দৃশৌ (নয়নে) অলিকে (ললাটে) অলিকং দত্ত্বা বক্ষঃস্থলে সসম্ভ্রমং চিরাৎ নিহিতঃ (ধৃতঃ) নিভৃতপুলকঃ (পুলকাঞ্চিতঃ) স্মেরঃ (ঈষদ্ধাস্যং কুর্বন্) স্মরালসবিগ্রহঃ (মদনাবেশেন নিশ্চলদেহঃ) কৃষ্ণঃ পায়াৎ (রক্ষতু) ॥ ১৭৫১ ॥

অনুবাদ। শ্রীপদ্যাবলীতে শৈশবের মধ্যেও তারুণ্য-প্রকাশের বর্ণনায় ১৩৬তম-শ্লোকে—শিশু কাঁদিতেছে—এই বলিয়া কোন গোপীকর্তৃক অধরে অধর, কণ্ঠে কণ্ঠ, সুচারু নয়নে নয়নদ্বয়, ললাটে ললাট প্রদানপূর্বক ব্যগ্রতাসহকারে বক্ষঃস্থলে অনেকক্ষণ যাবৎ সংস্থাপিত হইয়া পুলকাবৃত, মৃদুহাস্যযুক্ত, মদনাবেশে নিশ্চলদেহ কৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১৭৫১ ॥

তত্রৈব ১৩৮তম-১৪০তম-শ্লোকাঃ—

বনমালিনি পিতুরঙ্কে রচয়তি বাল্যোচিতং চরিতম্।
নবনবগোপবধূটীস্মিতপরিপাটী পরিস্ফুরতি ॥ ১৭৫২ ॥
নীতং নবনবনীতং কিয়দিতি কৃষ্ণঃ যশোদয়া পৃষ্টঃ।
ইয়দিতি গুরুজনসবিধে বিধৃতধনিষ্ঠাপয়োধরঃ পায়াৎ ॥
ক যাসি নমু চৌরিকে প্রমুদিতং স্ফুটং দৃশ্যতে,
দ্বিতীয়মিহ মামকং বহসি কঞ্চুকে কন্দুকম্।
ত্যজেতি নবগোপিকাকুচযুগং নিমথ্নন্ বলা-
ল্লসৎপুলকমণ্ডলো জয়তি গোকুলে কেশবঃ ॥১৭৫৪॥

অন্বয়। বনমালিনি (কৃষ্ণে) পিতুঃ (নন্দস্য) অঙ্কে বাল্যোচিতং (বাল্যসুলভং) চরিতং (চেষ্টাং) রচয়তি (প্রদর্শয়তি সতি) নবনবগোপবধূটী-স্মিতপরিপাটী (নবানাং নবানাং গোপবধূনাং মৃদুহাস্যসৌষ্ঠবং) পরিস্ফুরতি (বিকসতি) ॥ কিয়ৎ (কিং পরিমাণং) নবনবনীতং নীতং (ত্বয়া) ইতি যশোদয়া পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ সন্) ইয়ৎ (এতৎ-পরিমাণং ময়া নীতং) ইতি (প্রদর্শনার্থং) গুরুজনসবিধে (গুরুজনসমক্ষে) বিধৃত-ধনিষ্ঠাপয়োধরঃ (ধনিষ্ঠাস্তনধারী) কৃষ্ণঃ অস্মান্ পায়াৎ। হে চৌরিকে (চৌর্যকারিণি) নমু ক যাসি? স্ফুটং (সুস্পষ্টং তব) প্রমুদিতং (আনন্দঃ) দৃশ্যতে। ইহ (তব) কঞ্চুকে মামকং (মমেত্যর্থঃ) দ্বিতীয়ং কন্দুকং (ক্রীড়াগোলকং) বহসি (নয়সি) (অতস্তং কন্দুকং) ত্যজ ইতি বলাৎ (বল-পূর্বকং) নবগোপিকাকুচযুগং নিমথ্নন্ (মর্দয়ন্) লসৎপুলক-মণ্ডলঃ (প্রকটিতপুলকরাশিঃ) কেশবঃ গোকুলে জয়তি ॥

অনুবাদ। শ্রীপদ্যাবলীর ঐস্থলেই ১৩৮তম-১৪০তম শ্লোকে—বনমালী কৃষ্ণ পিতার কোলে বাল্যোচিত চেষ্টা প্রদর্শন করিতে থাকিলে নব নব গোপবধূগণের মৃদুহাস্যের নৈপুণ্য স্ফূর্তি পাইল। কতটুকু সদ্যঃ নবনীত নিয়াছ—যশোদা ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, "এই পরিমাণ নিয়াছি।" —ইহা দেখাইবার জন্য গুরুজনসমক্ষে ধনিষ্ঠাসখীর স্তন-ধারী কৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। "হে চৌরি! কোথায় যাইতেছ? তোমার সুস্পষ্ট আনন্দ প্রকাশ পাইতেছে। তোমার এই কাঁচুলিমধ্যে আমার দ্বিতীয় কন্দুকটী লইয়া যাইতেছ, তাহা ছাড়"—এই বলিয়া বলপূর্বক নবগোপ-বধূর স্তনযুগল-মর্দনকারী পুলকরাশিশোভিত কেশব গোকুলে বিজয় করিতেছেন ॥ ১৭৫২-৫৪ ॥

এথা কৃষ্ণ মনে বিচারয়ে মাতৃভয়।
নবনীত-চৌর্যেতে নিপুণ অতিশয় ॥ ১৭৫৫ ॥

তত্রৈব ১৪১তম শ্লোকঃ—

দূরদৃষ্টনবনীতভাজনং জানুচংক্রমণজাতসম্ভ্রমম্।
মাতৃভীতিপরিবর্তিতাননং কৈশবং কিমপি শৈশবং ভজে ॥

অন্বয়। দূরদৃষ্টনবনীতভাজনং (দূরাৎ দৃষ্টং নবনীত-ভাজনং যস্মিন্ শৈশবে তৎ) জানুচংক্রমণজাতসম্ভ্রমং (জানুভ্যাং গমনেন ত্বরান্বিতং) মাতৃভীতিপরিবর্তিতাননং (জনন্যাভয়েন পরাবৃত্তং বদনং যস্মিন্ তৎ) কৈশবং (কেশব-সম্বন্ধি) কিমপি (অপরূপং) শৈশবং ভজে ॥ ১৭৫৬ ॥

অনুবাদ। শ্রীপদ্যাবলীতে শৈশববর্ণনায় ১৪১তম শ্লোকে যে শৈশবে কেশব দূর হইতে নবনীতপাত্র দেখিয়া হামাগুড়ি

দিয়া স্বরাযুক্ত হইয়াছিলেন এবং জননীর ভয়ে মুখ ফিরাইয়া দেখিয়াছিলেন, কেশবের সেই অপরূপ শৈশব-কালকে ভজন করি ॥১৭৫৬॥

এথা কৃষ্ণ স্বপ্নে সম্বোধয়ে দেবতায়।
শুনিয়া সে বাক্য মাতা ব্যাকুল হিয়ায় ॥ ১৭৫৭ ॥

তত্রৈব ১৪৭তম শ্লোকঃ—

শম্ভো স্বাগতমাস্যতামিত ইতো বামেন পদ্মোদ্ভব
ক্রৌঞ্চারে কুশলং সুখং সুরপতে বিত্তেশ নো দৃশ্যসে।
ইত্থং স্বপ্নগতস্য কৈটভরিপোঃ শ্রুত্বা জনন্যা গিরঃ
কিং কিং বালক জল্পসীত্যনুচিতং থূথূকৃতং পাতু বঃ॥

অন্বয়। হে শম্ভো! স্বাগতং (তে) ইতঃ (অস্মিন্ স্থানে) আস্যতাং (উপবিশ্যতাং) ; হে পদ্মোদ্ভব (ব্রহ্মন্) বামেন (বামপার্শ্বে) ইতঃ (অত্র আস্যতামিত্যর্থঃ) ; হে ক্রৌঞ্চারে (কার্তিকেয় অপি তে) কুশলং হে সুরপতে (ইন্দ্র) (অপি তে) সুখং ; হে বিত্তেশ (কুবের ত্বং) নো (ন) দৃশ্যসে (ময়েতি শেষঃ) স্বপ্নগতস্য (নিদ্রিতস্য) কৈটভরিপোঃ (কৈটভারেঃ কৃষ্ণস্য) ইত্থং (এবম্বিধাঃ) গিরঃ (বাক্যানি) শ্রুত্বা হে বালক! কিং কিং (কথং কথমিতি সম্ভ্রমে দ্বিরুক্তিঃ) অনুচিতং জল্পসি ইতি (ইত্যুক্ত্বা) জনন্যা (যশোদয়া) থূথূকৃতং (ভূতাদ্যপসারণার্থং কৃতথূৎকারঃ) বঃ পাতু ॥১৭৫৮

অনুবাদ। সেই শৈশববর্ণনার ১৪৭তম শ্লোকে—হে শম্ভো! আপনার শুভাগমন হউক। এইখানে বসুন। হে ব্রহ্মন্! বামপার্শ্বে এইস্থানে বসুন। হে কার্তিকেয়! আপনার কুশল ত? হে ইন্দ্র! আপনি সুখে আছেন ত? হে কুবের! আপনাকে দেখিতে পাইতেছি না। নিদ্রিত কৈটভারির ঈদৃশ বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া—হে বৎস, কেন, কেন এইরূপ অনুচিত কথা বলিতেছ—এই বলিয়া জননী-কর্তৃক প্রদত্ত থূথূকার তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥

এথা নন্দ-যশোদা কৃষ্ণেরে নিদাইতে।
শ্রীরাম-প্রসঙ্গাদি শুনান নানা মতে ॥ ১৭৫৯ ॥

তত্রৈব ১৫১তম-১৫২তম শ্লোকৌ—

রামো নাম বভূব হুং তদবলা সীতেতি হুং তাং
পিতুর্বাচা পঞ্চবটীবনে নিবসতস্তস্যাহরদ্রাবণঃ।
কৃষ্ণস্যেতি পুরাতনীং নিজকথামাকর্ণ্য মাত্রেরিতাং
সৌমিত্রে ক ধনুর্ধনুর্ধনুরিতি ব্যগ্রা গিরঃ পান্তু বঃ॥

পুনঃ—

শ্যামোচ্চন্দ্রা স্বপিষি ন শিশো নৈতি মামম্ব নিদ্রা-
নিদ্রাহেতোঃ শৃণু সুত কথাং কামপূর্বাং বদস্ব।
ব্যক্তঃ স্তম্ভান্নরহরিরভূদ্দানবং দারয়িষ্য-
ন্নিত্যুক্তস্য স্মিতমুদয়তে দেবকীনন্দনস্য ॥ ১৭৬১ ॥

অন্বয়। রামঃ নাম (কশ্চিদ্রাজা) বভূব; হুং ; তদবলা (তস্য পত্নী) সীতা ইতি (নাম বভূব) ; হুং ; পিতুঃ বাচা (আদেশেন) পঞ্চবটীবনে নিবসতঃ (স্থিতস্য) তস্য (রামস্য) তাং (পত্নীং) রাবণঃ অহরৎ ইতি মাত্রা (জনন্যা) ঈরিতাং (কথিতাং) পুরাতনীং (প্রাচীনাং) নিজকথাং (স্বলীলা-কথাং) আকর্ণ্য সৌমিত্রে ক ধনুঃ ধনুঃ ধনুঃ ইতি (এবম্প্রকারা) কৃষ্ণস্য ব্যগ্রাঃ গিরঃ বঃ পান্তু। পুনঃ—শ্যামা (রাত্রিঃ) উচ্চন্দ্রা (অবসানপ্রায়া) (কিন্তু) শিশো (বৎস ত্বং) ন স্বপিষি (এবং জনন্যা কথিতঃ কৃষ্ণঃ বদতি) অম্ব! নিদ্রা মাং ন এতি (আগচ্ছতি)। (ততঃ মাতা কথয়তি) সুত (পুত্র) নিদ্রাহেতোঃ অপূর্বাং (আশ্চর্য-ময়ীং) কাং কথাং শৃণু। (ততঃ কৃষ্ণো ব্রূতে) বদস্ব (ব্রূহি কথামিত্যর্থঃ)। (ততঃ) দানবং (হিরণ্যকশিপুং) দারয়িষ্যন্ (বিদারয়িতুং) স্তম্ভাৎ (স্তম্ভমধ্যাৎ) নরহরিঃ (নৃসিংহদেবঃ) ব্যক্তঃ (প্রকটিতঃ) অভূৎ ইতি (কথাং) উক্তস্য দেবকীনন্দনস্য স্মিতং (মৃদুহাস্যং) উদয়তে (জাত-মাসীৎ)॥ ১৭৬০-৬১ ॥

অনুবাদ। সেই শৈশবলীলা-বর্ণনায় ১৫১তম ও ১৫২তম শ্লোকে—"রাম নামে এক রাজা ছিলেন"; হুঁ ; "তাঁ'র পত্নী সীতা" ; হুঁ ; "পিতার আদেশে পঞ্চবটীবনে বাসকালে তাঁ'র স্ত্রীকে রাবণ হরণ করিয়াছিল।" জননীর মুখে নিজ পূর্বলীলার এই কথা শুনিয়া—"হে লক্ষ্মণ! ধনু ধনু ধনু কোথায়"—কৃষ্ণের এইরূপ ব্যগ্রতাপূর্ণ বাক্য তোমাদিগকে রক্ষা করুন। পুনঃ—"রাত্রি শেষ হইয়া যাইতেছে, বৎস! তুমি ঘুমাইতেছ না?" "মা! আমার নিদ্রা আসিতেছে না।" "বৎস! নিদ্রার জন্য এক আশ্চর্য গল্প শ্রবণ কর।" "আচ্ছা, বল।" "দানব হিরণ্যকশিপুকে বিদীর্ণ করিবার জন্য স্তম্ভ হইতে নৃসিংহদেব প্রকটিত হইয়াছিলেন"—এইরূপ কথায় দেবকীনন্দনের মৃদুহাস্য উদিত হইল ॥১৭৬০-৬১

এথা উদূখলে কৃষ্ণে যশোদা বান্ধিলা।
বন্ধন-স্বীকার কৃষ্ণ কৌতুকে করিলা ॥ ১৭৬২ ॥
এই **'যমলার্জুন-ভঞ্জন'**-তীর্থস্থল।
অপূর্ব কুণ্ডের শোভা সুনির্মল জল ॥ ১৭৬৩ ॥
মিলয়ে অনন্ত ফল স্নানোপবাসেতে।
ইন্দ্রলোকে পূজ্য মহাবন-গমনেতে ॥ ১৭৬৪ ॥
দেখ গোপীশ্বর—মহাপাতক নাশয়।
কৃষ্ণপ্রিয় মহাবন কৃষ্ণলীলাময় ॥ ১৭৬৫ ॥
সপ্তসামুদ্রিক কূপ দেখ এইখানে।
পিণ্ড-প্রদানাদি-ফল ব্যক্ত সে পুরাণে ॥ ১৭৬৬ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

মহাবনং চাষ্টমন্তু সদৈব তু মম প্রিয়ম্।
তস্মিন্ গত্বা তু মনুজ ইন্দ্রলোকে মহীয়তে ॥১৭৬৭॥
যমলার্জুনতীর্থঞ্চ কুণ্ডং তত্র চ বর্ততে।
পর্যস্তং যত্র শকটং ভিন্নভাণ্ডকটীঘটম্ ॥ ১৭৬৮ ॥
তত্রস্নানোপবাসেন অনন্তফলমাপ্নুয়াৎ।
তত্র গোপীশ্বরো নাম মহাপাতকনাশনঃ ॥ ১৭৬৯ ॥

অন্বয়। মহাবনং তু অষ্টমং (ভবতি) সদা এব মম প্রিয়ং চ (ভবতি)। মনুজঃ (মানবঃ) তত্র গত্বা ইন্দ্রলোকে মহীয়তে(পূজ্যতে)। তত্র (মহাবনে) যমলার্জুন-তীর্থং কুণ্ডং চ বর্ততে, যত্র (যমলার্জুনতীর্থে) ভিন্নভাণ্ডকটী-ঘটং (ভিন্নং ভাণ্ডং কটীঘটশ্চ যেন তাদৃশং) শকটং পর্যস্তং (পরিনিক্ষিপ্তম্ আসীৎ)। তত্র (তীর্থে) স্নানোপবাসেন (লোকঃ) অনন্তফলং আপ্নুয়াৎ (লব্ধুং শক্নোতি)। তত্র (মহাবনে) গোপীশ্বরঃ নাম মহাপাতকনাশনঃ (মহাদেবঃ বিরাজতে) ॥ ১৭৬৭-৬৯ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—অষ্টম মহাবন, তাহা সর্বদাই আমার প্রিয়। মনুষ্য তথায় গমন করিলে ইন্দ্রলোকে পূজ্য হইয়া থাকে। সেই মহাবনে যমলার্জুনতীর্থ ও কুণ্ড বিদ্যমান। যমলার্জুনতীর্থস্থানে বালকৃষ্ণ দধিদুগ্ধাদির ভাণ্ড ও কটী-কলস ভগ্ন করিয়া একটী শকটকে উল্টাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তথায় স্নান-উপবাসে অনন্তফল লভ্য হয়। সেই মহাবনে সর্বপাতকনাশন গোপেশ্বর মহাদেব বিরাজিত আছেন ॥ ১৭৬৭-৬৯ ॥

মহাবনে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু—

অহে শ্রীনিবাস। কৃষ্ণচৈতন্য এথায়।
জন্মোৎসব-স্থান দেখি' উল্লাস হিয়ায় ॥ ১৭৭০ ॥
ভাবাবেশে প্রভু নৃত্যগীতে মগ্ন হইলা।
কৃপা করি' সর্ব চিত্ত আকর্ষণ কৈলা ॥ ১৭৭১ ॥
চতুর্দিকে ধায় লোক দেখিয়া প্রভুরে।
হইয়া অধৈর্য হরি হরি ধ্বনি করে ॥ ১৭৭২ ॥
সবার নেত্রেতে অশ্রু ঝরে অনিবার।
সবে কহে—ন্যাসী নহে, কৃষ্ণ এ নির্ধার ॥ ১৭৭৩ ॥
প্রভুপ্রেমে লোক সব উন্মত্ত হইয়া।
ঐছে কত কহে, ভূমে পড়ে লোটাইয়া ॥ ১৭৭৪ ॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের ভঙ্গি বুঝে শক্তি কা'র।
মহাবনে হৈল মহা-আনন্দপাথার ॥ ১৭৭৫ ॥
মদনগোপাল দেখি' অধৈর্য হইলা।
কে বর্ণিবে প্রভুর এ-অলৌকিক-লীলা ॥ ১৭৭৬ ॥

মহাবনে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মদনগোপাল-লীলা-দর্শন—

অহে শ্রীনিবাস! স্থান করহ দর্শন।
এইখানে ছিলেন গোস্বামী সনাতন ॥ ১৭৭৭ ॥
মহাবনবাসী যত লোক ভাগ্যবান্।
সনাতনে দেখিলেই সবে পায় প্রাণ ॥ ১৭৭৮ ॥
সনাতন মদনগোপাল-দরশনে।
মহাসুখ পাইয়া রহয়ে মহাবনে ॥ ১৭৭৯ ॥
'রমণক'-বালু এই যমুনার তীরে।
এথা রঙ্গে মদনগোপাল ক্রীড়া করে ॥ ১৭৮০ ॥
একদিন মহাবনবাসী শিশুসনে।
গোপশিশুরূপে আইলা এ দিব্য পুলিনে ॥ ১৭৮১ ॥
নানা খেলা খেলয়ে—তা' দেখি' সনাতন।
মনে বিচারয়ে—এ সামান্য শিশু ন'ন ॥ ১৭৮২ ॥
খেলা সাঙ্গ করি' শিশু গমন করিতে।
সনাতন চলিলেন তাহার পশ্চাতে ॥ ১৭৮৩ ॥
মন্দিরে প্রবেশে শিশু, তথা সনাতন।
শিশু না দেখিয়া দেখে মদনমোহন ॥ ১৭৮৪ ॥

সনাতন মদনগোপালে প্রণমিয়া।
আইলেন বাসাঘরে কিছু না কহিয়া ॥ ১৭৮৫ ॥
গোস্বামীর প্রেমাধীন মদনগোপাল।
ব্যাপিল জগতে যাঁ'র চরিত্র রসাল ॥ ১৭৮৬ ॥
দেখ এই কূপে **'গোপকূপ'** সবে কয়।
শ্রীগোকুল, মহাবন—দুই এক হয় ॥ ১৭৮৭ ॥
এই শ্রীগোকুল-মহাবন-শোভা অতি।
ক্রমে উপনন্দাদিক গোপের বসতি ॥ ১৭৮৮ ॥
গোকুলে কৃষ্ণের বাল্যলীলা অতিশয়।
যা'তে উল্লসিত গোপ-গোপীর হৃদয় ॥ ১৭৮৯ ॥
অহে শ্রীনিবাস, এই বৃক্ষ পুরাতন।
দেখ এই বৃক্ষের শোভা না হয় বর্ণন ॥ ১৭৯০ ॥

মহাপ্রভুর গোকুলে আগমন-বৃত্তান্ত—

গোকুলনিবাসী লোক এথা স্নিগ্ধ হয়।
গৌরাঙ্গ গোকুলে আসি' এথাই বৈসয় ॥ ১৭৯১ ॥
যেরূপে হইল এথা প্রভুর গমন।
তাহা বিস্তারিয়া বর্ণিবেক কোন্ জন ॥ ১৭৯২ ॥
প্রয়াগ হইতে ক্রমে আসি' অগ্রবনে।
আইলেন শীঘ্র জমদগ্নির আশ্রমে ॥ ১৭৯৩ ॥
তাঁ'র ভার্যা রেণুকা, **'রেণুকা'**-নামে গ্রাম।
যথা জন্ম লভিলেন শ্রীপরশুরাম ॥ ১৭৯৪ ॥
রেণুকা হইতে শীঘ্র **'রাজগ্রাম'** দিয়া।
এই বৃক্ষতলে রহে গোকুলে আসিয়া ॥ ১৭৯৫ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্রমে দ্বিতীয়সর্গে—

ততঃ প্রয়াগমাসাদ্য দৃষ্ট্বা শ্রীমাধবং প্রভুম্।
প্রেমানন্দসুধাপূর্ণো ননর্ত স্বজনৈঃ সহ ॥ ১৭৯৬ ॥
শ্রীলাক্ষয়বটং দৃষ্ট্বা ত্রিবেণীস্নানমাচরন্।
যমুনায়াঞ্চ সংমজ্য মত্তবারণলীলয়া ॥ ১৭৯৭ ॥
হুঙ্কারগম্ভীররাবৈঃ প্রেমাশ্রুপুলকৈর্বৃতঃ।
ব্রজন্ ক্রমাত্তামুত্তীর্য বনং চাগ্রং দদর্শ হ ॥ ১৭৯৮ ॥
তত্রৈব রেণুকা নাম গ্রামো যত্র যুধাং পতিঃ।
জামদগ্ন্যো মাহাত্মা চ পুণ্যক্ষেত্রে হ্যবাতরৎ॥১৭৯৯॥
তত্রৈব যমুনাং দৃষ্ট্বা বৃন্দারণ্যোন্মুখীং সদা।
রাজগ্রামং ততো গত্বা গোকুলং প্রেক্ষ্য বিহ্বলঃ॥১৮০০

অন্বয়। ততঃ (তদনন্তরং) প্রয়াগম্ আসাদ্য (প্রয়াগে আগম্য) প্রভুং (ভগবন্তং) শ্রীমাধবং দৃষ্ট্বা প্রেমানন্দসুধাপূর্ণঃ (সন্ শ্রীমন্মহাপ্রভুঃ) স্বজনৈঃ সহ ননর্ত। (তত্র) শ্রীলাক্ষয়বটং দৃষ্ট্বা, ত্রিবেণীস্নানম্ আচরন্ (কৃত্বা),যমুনায়াং মত্তবারণলীলয়া (মত্তবারণবৎ)সংমজ্য চ হুঙ্কারগম্ভীররাবৈঃ (হুঙ্কারৈঃ গম্ভীরশব্দৈঃ চ সহ) প্রেমাশ্রুপুলকৈঃ বৃতঃ (প্রেমাশ্রুভিঃ পুলকৈশ্চ পরিপূর্ণঃ সন্) ব্রজন্ (পথি গচ্ছন্) ক্রমাৎ তাং (যমুনাং) উত্তীর্য অগ্রং বনং দদর্শ হ। তত্র (অগ্রবনে) এব রেণুকা নাম গ্রামঃ(বর্ত্ততে) যত্র পুণ্যক্ষেত্রে (রেণুকাগ্রামে) যুধাং পতিঃ (বীরশ্রেষ্ঠঃ) মহাত্মা জামদগ্ন্যঃ (জামদগ্নিপুত্রঃ পরশুরামঃ) অবাতরৎ (অবতীর্ণোঽভূৎ) তত্রৈব (রেণুকাগ্রামে) সদা বৃন্দারণ্যোন্মুখীং (বৃন্দাবনাভিমুখং প্রবহন্তীং) যমুনাং দৃষ্ট্বা, রাজগ্রামং গত্বা,ততঃ গোকুলং প্রেক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) বিহ্বলঃ (অভবৎ) ॥ ১৭৯৬-১৮০০ ॥

অনুবাদ। শ্রীচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্রমের দ্বিতীয় সর্গে—মহাপ্রভু অনন্তর প্রয়াগে আসিয়া শ্রীমাধবদেবকে দর্শন করিলেন এবং প্রেমানন্দামৃতপূর্ণ হইয়া নিজগণ-সহ নৃত্য করিলেন। তথায় শ্রীঅক্ষয়বট-দর্শনানন্তর ত্রিবেণীস্নান ও মত্ত বারণের ন্যায় যমুনায় অবগাহন করিয়া প্রেমাশ্রুপূর্ণ হইয়া পুলকিত দেহে হুঙ্কার ও গম্ভীর শব্দে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া অগ্রবন দর্শন করিলেন। তথায় রেণুকা-নামে এক গ্রাম আছে, যে পুণ্য গ্রামে যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ মহাত্মা পরশুরাম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সেই গ্রামেই সর্বদা বৃন্দাবনাভিমুখে প্রবাহিতা যমুনা দর্শন করিয়া রাজগ্রামে গেলেন। অনন্তর গোকুল দর্শন করিয়া বিহ্বল হইলেন ॥ ১৭৯৬-১৮০০ ॥

এথা মহামত্ত হৈয়া নাম-সংকীর্তনে।
বহুলোক সঙ্গে গেলা কৃষ্ণ-জন্মস্থানে ॥ ১৮০১ ॥
অহে শ্রীনিবাস, এথা সুখের অবধি।
কৈল কৃষ্ণজন্মের লৌকিক যে যে বিধি ॥ ১৮০২ ॥
এথা যত প্রাচীন গোপিকা মহাসুখে।
কৃষ্ণের মঙ্গলগীত গায়েন কৌতুকে ॥ ১৮০৩ ॥
এইখানে বৈসে নন্দাদিক গোপগণ।
পরস্পর নানা পরামর্শে বিচক্ষণ ॥ ১৮০৪ ॥

এথা মধ্যে মধ্যে নানা উৎপাত দেখিয়া।
সবে স্থির কৈল—বৃন্দাবনে রহি গিয়া॥ ১৮০৫॥
গোকুল-রাবল-আদি হৈতে গোপগণ।
দেখ, এই পথে সবে গেলা বৃন্দাবন॥ ১৮০৬॥
পথে মহা-কৌতুক ভাণ্ডীরবন-পাশে।
হইলা যমুনা পার পরম উল্লাসে॥ ১৮০৭॥
গোবৎসাদি সবে সকলয়ে এক ঠাঁই।
তেঞি **'সকরৌলী'**-গ্রাম কহয়ে তথাই॥ ১৮০৮॥
অহে শ্রীনিবাস দেখ এ **'রাবল'**-গ্রাম।
এথা বৃষভানুর বসতি অনুপম॥ ১৮০৯॥
শ্রীরাধিকা প্রকট হইলা এইখানে।
যাহার প্রকটে সুখ ব্যাপিল ভুবনে॥ ১৮১০॥

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯০তম-শ্লোকঃ—
গান্ধর্বায়া জনিমণিরভূৎ যত্র সঙ্কীর্তিতায়া-
মানন্দোৎকৈঃ সুরমুনিনরৈঃ কীর্তিদাগর্ভখন্যাম্।
গোপীগোপৈঃ সুরভিনিকরৈঃ সংপরীতেঽত্র মুখ্যে
রাবলাখ্যে বৃষরবিপুরে প্রীতিপূরো মমাস্তাম্॥১৮১১

অন্বয়। যত্র (রাবলে) আনন্দোৎকৈঃ (আনন্দোৎসুকৈঃ সুরমুনিনরৈঃ সংকীর্তিতায়াং (বন্দিতায়াং) কীর্তিদাগর্ভ-খন্যাং (কীর্তিদায়াঃ গর্ভরূপখন্যাং) গান্ধর্বায়াঃ (শ্রীরাধিকায়াঃ) জনিমণিঃ (জন্মরূপো মণিঃ) অভূৎ (জাতঃ), গোপীগোপৈঃ (গোপজনৈঃ) সুরভিনিকরৈঃ (গবীসমূহৈঃ) সংপরীতে (ব্যাপ্তে) রাবলাখ্যে (রাবল ইতিনাম্না খ্যাতে) মুখ্যে (প্রধানে) বৃষরবিপুরে (বৃষভানুপুরে) মম প্রীতিপূরঃ (প্রীতিরাশিঃ) আস্তাম্॥ ১৮১১॥

অনুবাদ। শ্রীস্তবাবলীতে ব্রজবিলাসস্তবের ৯০তম শ্লোকে —যথায় আনন্দে উৎসুক দেবতা, ঋষি ও নরগণ-কর্তৃক বন্দিত কীর্তিদার গর্ভরূপ খনিতে শ্রীরাধার জন্মরূপ মণি উৎপন্ন হইয়াছিল, গো-গোপ-গোপীসমূহে পরিপূর্ণ রাবল-নামক প্রধান বৃষভানুপুরে আমার প্রচুর প্রীতি হউক॥১৮১১

গীতে যথা—
আজু কি আনন্দ বৃষভানুর মন্দিরে।
জন্মিলা রাধিকাদেবী কৃত্তিকা-উদরে॥ ১৮১২॥
দিশা দশ করে আলো-রূপের ছটায়।
যে দেখে বারেক তা'র তাপ দূরে যায়॥ ১৮১৩॥
সুকোমল তনু জিনি কনকলবনী।
আহা মরি! কিবা প্রতি অঙ্গের বলনী॥ ১৮১৪॥
জননী-জনক-ধৃতি ধরিতে না পারে।
কত সাধে চাঁদমুখ দেখে বারে বারে॥ ১৮১৫॥
জয় জয় কলরবে ভরিল ভুবন।
গাওয়ে মঙ্গলগীত গোপনারীগণ॥ ১৮১৬॥
বাজয়ে বিবিধ বাদ্য পরম রসাল।
নাচয়ে সকল লোক বলে,—ভাল ভাল॥ ১৮১৭॥
দধি দুধ হল্‌দি অঙ্গনে ছড়াইয়া।
হাসয়ে হাসায় কত ভঙ্গি প্রকাশিয়া॥ ১৮১৮॥
বিপ্র, বন্দিগণে দান করে নানা ভাতি।
দেখি ঘনশ্যাম ও না রঙ্গ সুখে মাতি॥ ১৮১৯॥

পুনঃ—
আজু কি আনন্দ ব্রজ ভরিয়া।
নব বাস-ভূষা পরি' ধায়ত গোপনারী
রহিতে নারয়ে ধৃতি ধরিয়া॥ ধ্রু॥ ১৮২০॥
কিবা অপরূপ সাজে প্রবেশে ভবনমাঝে
গোপগণ কান্ধে ভার করিয়া।
বৃষভানু নৃপমণি আপনা মানয়ে ধনি
বালিকা-বদন-বিধু হেরিয়া॥ ১৮২১॥
সুভানু, সুচন্দ্রভানু, ধরিতে নারয়ে তনু
নাচে সব গোপ তা'র ঘিরিয়া।
বাজে বাদ্য নানা ভাতি, গীত গায় প্রেমে মাতি'
বসন উড়ায় ফিরি' ফিরিয়া॥ ১৮২২॥
ঘৃত দধি দুগ্ধ সেহ হরিদা সলিল কেহ
ঢালে কারু মাথে ছল করিয়া।
মুখরার সাধ কত করয়ে মঙ্গল কত
কৌতুক দেখয়ে নরহরিয়া॥ ১৮২৩॥
মাতাপিতা প্রকটসময়ে শোভা দেখি'।
আনন্দে অধৈর্য— ফিরাইতে নারে আঁখি॥১৮২৪॥
কন্যার মঙ্গলহেতু করে নানা দান।
কে পারে বর্ণিতে তা'—দেখে ভাগ্যবান্॥ ১৮২৫॥
এথা শ্রীরাধিকা বহু বালিকা-সহিত।
করয়ে ভ্রমণ—দেখি' মাতা উল্লসিত॥ ১৮২৬॥

গণসহ বৃষভানু বৈসে এক ঠাঁই।
রাবলে যে রঙ্গ—তা' কহিতে অন্ত নাই ॥ ১৮২৭ ॥
অহে শ্রীনিবাস! গৌরচন্দ্র গণসনে।
গোকুল হইতে আসি' রহে এইখানে ॥ ১৮২৮ ॥
দেখিয়া রাবলগ্রাম বৈছে ভাবাবেশ।
আনের কা কথা—তা' বর্ণিতে নারে শেষ ॥ ১৮২৯ ॥
চতুর্দ্দিকে ধায় লোক, করে হরিধ্বনি।
সবে কহে—দেখ ভাই, ন্যাসিশিরোমণি ॥ ১৮৩০ ॥
প্রভুমুখচন্দ্র-সুধা-পানে মত্ত অতি।
উল্লসিত হৈয়া কেহ কহে কারু প্রতি ॥ ১৮৩১ ॥
'মনে বিচারিনু—ইহ কৃষ্ণ সুনিশ্চয়।
এই বেশে ব্রজেতে ভ্রময়ে ইচ্ছাময় ॥' ১৮৩২ ॥
কেহ কহে—'এই গৌরদেহ-দরশনে।
কহিতে না আইসে মুখে যাহা হয় মনে ॥' ১৮৩৩ ॥
ঐছে কত কহি' লোক চৈতন্য-কৃপায়।
না ধরে ধৈরজশক্তি নেত্রের ধারায় ॥ ১৮৩৪ ॥
অলৌকিক লীলা প্রভু প্রকাশি' এথানে।
মথুরা গেলেন সেই সনোড়িয়া-সনে ॥ ১৮৩৫ ॥
অহে শ্রীনিবাস! এই পরম নির্জ্জন।
এথা রাধিকার বাল্যলীলা মনোরম ॥ ১৮৩৬ ॥
ঐছে কত কহি, রাত্রি রাবলে রহিল।
কৃষ্ণকথারসে নিশি প্রভাত হইল ॥ ১৮৩৭ ॥
শ্রীরাঘব শ্রীনিবাস-নরোত্তম-সনে।
যে প্রেমে নিমগ্ন—তা' বর্ণিব কোন্ জনে ॥ ১৮৩৮ ॥
এ সব প্রসঙ্গ যত্নে যে করে শ্রবণ।
তারে মিলে রাধাকৃষ্ণ-চৈতন্য-চরণ ॥ ১৮৩৯ ॥
প্রাতঃকালে রাবল হইতে যাত্রা কৈলা।
হইয়া যমুনা পার মথুরা আইলা ॥ ১৮৪০ ॥
উগ্রসেন, বসুদেব, কংসের আলয়।
যথা যশোদার কন্যা কংস আকর্ষয় ॥ ১৮৪১ ॥
দেবীরে বধিতে কংস উদ্যত যেথানে।
বসুদেব কারাগারে ছিলেন যে-স্থানে ॥ ১৮৪২ ॥
বাসুদেব মূত্রোৎসর্গ কৈলা যে শিলাতে।
কৃষ্ণে লৈয়া বসুদেব চলিলা যে পথে ॥ ১৮৪৩ ॥
বসুদেব যেথানে যমুনা পার হৈলা।
পুত্রে রাখি' গোকুলে যে পথে গৃহে আইলা ॥ ১৮৪৪ ॥
শ্রীনিবাসে সে সকল স্থান দেখাইয়া।
রাঘবপণ্ডিত কত কহে বিবরিয়া ॥ ১৮৪৫ ॥

অম্বিকাকাননে সুদর্শন-বিদ্যাধরের বৃত্তান্ত—

বিশ্রাম-তীর্থেতে স্নান করি' হর্ষমনে।
কৃষ্ণগঙ্গাতীরে আইলা অম্বিকাকাননে ॥ ১৮৪৬ ॥
শ্রীঅম্বিকাদেবী, গোকর্ণাখ্য শিবে দেখি'।
শ্রীনিবাস-নরোত্তম হৈলা মহাসুখী ॥ ১৮৪৭ ॥
রাঘবপণ্ডিত দোঁহে কহে ধীরে ধীরে।
দেখহ অপূর্ব্ব স্থান কৃষ্ণগঙ্গাতীরে ॥ ১৮৪৮ ॥
এথা নন্দাদিক গোপ সুসজ্জ হইয়া।
আইলেন দেবযাত্রা দর্শন লাগিয়া ॥ ১৮৪৯ ॥
গোকর্ণাখ্য মহাদেব, অম্বিকা দোঁহারে।
পূজিলেন নন্দরায় বিবিধ প্রকারে ॥ ১৮৫০ ॥
এই রম্যস্থানে নন্দ শয়নেতে ছিলা।
অকস্মাৎ মহাকালসর্পে গ্রস্ত হৈলা ॥ ১৮৫১ ॥
পিতা সর্পে গ্রস্ত দেখি' কৃষ্ণ সেইক্ষণে।
মন্দ মন্দ হাসি' সর্পে স্পর্শিলা চরণে ॥ ১৮৫২ ॥
প্রভুপাদপদ্ম-স্পর্শে উল্লাস অন্তর।
সর্পদেহ গেল, হৈল দিব্যকলেবর ॥ ১৮৫৩ ॥
পূর্ব্বে সুদর্শন-নামে বিদ্যাধর ছিলা।
বিপ্রশাপে সর্পদেহ—প্রভুরে কহিলা ॥ ১৮৫৪ ॥
করিয়া প্রভুর চারু চরণ বন্দন।
নিজস্থানে গমন করিলা সুদর্শন ॥ ১৮৫৫ ॥
নন্দাদিক গোপ স্নেহে মহাহর্ষ হৈলা।
সখাসহ রামকৃষ্ণে লৈয়া গৃহে আইলা ॥ ১৮৫৬ ॥
দেখ '**শ্রীঅক্রূরতীর্থ**'—তীর্থশ্রেষ্ঠ হয়।
সর্ব্বত্র বিদিত কৃষ্ণপ্রিয় অতিশয় ॥ ১৮৫৭ ॥
কহিব কি ফল—স্নান কৈলে পূর্ণিমাতে।
মুক্ত হয় সংসারে—বিশেষ কার্ত্তিকেতে ॥ ১৮৫৮ ॥
সর্ব্বতীর্থে স্নান কৈলে যে ফল মিলয়।
অক্রূরতীর্থের স্নানে তাহা প্রাপ্ত হয় ॥ ১৮৫৯ ॥

সূর্য্যগ্রহণেতে এ তীর্থে যে স্নান করে।
রাজসূয়-অশ্বমেধ-ফল মিলে তারে ॥ ১৮৬০ ॥

তথাহি সৌরপুরাণে—

অনন্তরমতিশ্রেষ্ঠং সর্ব্বপাপবিনাশনম্।
অক্রূরতীর্থমত্যর্থমস্তি প্রিয়তরং হরেঃ ॥ ১৮৬১ ॥
পূর্ণিমায়াং তু যঃ স্নায়াৎ তত্র তীর্থবরে নরঃ।
স মুক্ত এব সংসারাৎ কার্ত্তিক্যাস্তু বিশেষতঃ ॥ ১৮৬২ ॥

অন্বয়ঃ অনন্তরং হরেঃ অত্যর্থং (অতীব) প্রিয়তরং সর্ব্বপাপনাশনং (অতএব) অতিশ্রেষ্ঠম্ অক্রূরতীর্থম্ অস্তি। যঃ নরঃ পূর্ণিমায়াং বিশেষতঃ কার্ত্তিক্যাং (পূর্ণিমায়াং) তত্র তীর্থবরে স্নায়াৎ, স এব সংসারাৎ মুক্তঃ (ভবতি) ॥ ১৮৬১-৬২॥

অনুবাদঃ সৌরপুরাণে—অনন্তর শ্রীহরির অতীব প্রিয়, সর্ব্বপাপনাশক অতিশ্রেষ্ঠ অক্রূরতীর্থ বিদ্যমান। যে ব্যক্তি পূর্ণিমাতিথিতে—বিশেষতঃ কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় সেই শ্রেষ্ঠ তীর্থে স্নান করে, সেই সংসার হইতে মুক্ত হয় ॥ ১৮৬১-৬২ ॥

আদিবারাহে চ—

তীর্থরাজং হি চাক্রূরং গুহ্যানাং গুহ্যমুত্তমম্।
তৎফলং সমবাপ্নোতি সর্ব্বতীর্থাবগাহনাৎ ॥ ১৮৬৩ ॥
অক্রূরে চ পুনঃ স্নাত্বা রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১৮৬৪ ॥

অন্বয়ঃ অক্রূরং হি (নিশ্চিতং) তীর্থরাজং (তীর্থানাং রাজা) গুহ্যানাং (মধ্যে) উত্তমং (শ্রেষ্ঠং) গুহ্যং চ (ভবতি)। পুনশ্চ দিবাকরে রাহুগ্রস্তে সতি (অর্থাৎ সূর্য্যগ্রহণকালে) মানবঃ অক্রূরে স্নাত্বা রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং (রাজসূয়েন অশ্বমেধেন চ যৎ লভ্যং তৎ) ফলম্ আপ্নোতি (লভতে) ॥

অনুবাদঃ আদিবরাহপুরাণে—অক্রূরতীর্থ নিশ্চয়ই সকল তীর্থের রাজা এবং গুহ্যগণের মধ্যে অতিগুহ্য। পুনশ্চ সূর্য্যগ্রহণ-দিনে মানব অক্রূরতীর্থে স্নান করিয়া রাজসূয়-অশ্বমেধের ফল লাভ করে ॥ ১৮৬৩-৬৪ ॥

অক্রূর গ্রামে শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা-লীলা

অহে শ্রীনিবাস! এই **অক্রূর-গ্রামেতে**।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু ছিলেন নিভৃতে ॥ ১৮৬৫ ॥
বৃন্দাবনে লোক-ভিড়—এ হেতু এথায়।
ভিক্ষা করিতেন আসি' উল্লাস-হিয়ায় ॥ ১৮৬৬ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ভুবনপাবন।
তাঁ'র মনোবৃত্তি না বুঝিবে কোন্ জন ॥ ১৮৬৭ ॥
দেখ শ্রীনিবাস! এ পরম রম্য স্থানে।
করিলেন যজ্ঞ অঙ্গিরাদি মুনিগণে ॥ ১৮৬৮ ॥
অন্ন লাগি' কৃষ্ণ এথা সখা পাঠাইলা।
গোপশিশুবাক্যে বিপ্র ক্রোধযুক্ত হৈলা ॥ ১৮৬৯ ॥
সখা গিয়া কৃষ্ণেরে সকল নিবেদিল।
পুনঃ কৃষ্ণ মুনিপত্নী আগে পাঠাইল ॥ ১৮৭০ ॥
মুনিপত্নীগণ মহা মনের আনন্দে।
এথা অন্ন আনিয়া দিলেন কৃষ্ণচন্দ্রে ॥ ১৮৭১ ॥
গণসহ কৃষ্ণ অন্ন ভুঞ্জেন এথাই।
ভোজনে কৌতুক যত তার অন্ত নাই ॥ ১৮৭২ ॥
হইল সবার অতি আনন্দ হৃদয়।
এ '**ভোজন-স্থল**' নাম সকলে জানয় ॥ ১৮৭৩ ॥

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮৬তম-শ্লোকঃ—

অন্নৈর্যত্র চতুর্বিধৈঃ পৃথুগুণৈঃ স্বৈরং সুধানিন্দিভিঃ
কামং রামসমেতমচ্যুতমহো স্নিগ্ধৈর্বয়স্যৈর্বৃতম্।
শ্রীমান্ যাজ্ঞিকবিপ্র-সুন্দরবধূবর্গঃ স্বয়ং যো মুদা
ভক্ত্যা ভোজিতবান্ স্থলঞ্চ তদিদং তঞ্চাপি বন্দামহে ॥১৮৭৪

অন্বয়ঃ অহো! যত্র (স্থলে) যঃ শ্রীমান্ যাজ্ঞিক-বিপ্রসুন্দরবধূবর্গঃ (যাজ্ঞিকানাং বিপ্রাণাং শ্রীযুক্তা রূপবত্যঃ স্ত্রিয়ঃ) স্বৈরং (স্বেচ্ছয়েত্যর্থঃ) স্বয়ং মুদা (প্রীতিভরেণ) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্ব্বকং) রাম-সমেতং (বলরামসহিতং) স্নিগ্ধৈঃ (প্রীতিমদ্ভিঃ) বয়স্যৈঃ (সখিভিঃ) বৃতম্ অচ্যুতং সুধানিন্দিভিঃ (অমৃতাদপি উৎকৃষ্টৈঃ) পৃথুগুণৈঃ (মহাগুণৈঃ) চতুর্বিধৈঃ (চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয়ৈঃ) অন্নৈঃ (ভক্ষ্যদ্রব্যৈঃ) ভোজিতবান্, ইদং তৎ স্থলং চ, তং (বধূবর্গং) চ অপি বন্দামহে ॥ ১৮৭৪ ॥

অনুবাদঃ স্তবাবলীতে ব্রজবিলাসস্তবের ৮৬তম শ্লোকে—অহো! যে স্থানে যাজ্ঞিক বিপ্রগণের যে সুন্দরী পত্নীগণ স্বেচ্ছায় স্বয়ং প্রীতি ও ভক্তিভরে স্নিগ্ধ বয়স্যগণ-পরিবেষ্টিত বলরামসহিত কৃষ্ণকে সুধাধিক্কারী মহাগুণবিশিষ্ট

চতুর্বিধ অন্ন আহার করাইয়াছিলেন, এই সেই ভোজনস্থল। সেই ভোজনস্থল এবং সেই বধূবর্গকেও বন্দনা করি ॥১৮৭৪॥

(১২শ) শ্রীবৃন্দাবন

অহে শ্রীনিবাস! দেখ 'বৃন্দাবন'-শোভা।
উপমা কি—যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্র-মনোলোভা ॥ ১৮৭৫ ॥
বৃন্দা-নিষেবিত কৃষ্ণপ্রিয় বৃন্দাবন।
সর্ব পাপ নাশে এ—দুর্ল্লভ রম্য হন ॥১৮৭৬॥

তথাহি আদিবারাহে—

বৃন্দাবনং দ্বাদশকং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতম্।
মম চৈব প্রিয়ং ভূমে সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ১৮৭৭ ॥
তত্রাহং ক্রীড়য়িষ্যামি গোপী-গোপালকৈঃ সহ।
সুরম্যং সুপ্রতীতঞ্চ দেব-দানব-দুর্লভম ॥ ১৮৭৮ ॥

অন্বয় ঃ হে ভূমে! বৃন্দয়া (বৃন্দাদেব্যা) পরিরক্ষিতং দ্বাদশকং বৃন্দাবনং সর্ব্বপাতকনাশনং মম চ প্রিয়ং এব (ভবতি) অহং তত্র গোপীগোপালকৈঃ সহ ক্রীড়য়িষ্যামি। (এতৎ) সুরম্যং সুপ্রতীতং (সুপ্রসিদ্ধং) দেবদানব-দুর্লভং (ভবেৎ) ॥ ১৮৭৭-৭৮ ॥

অনুবাদ ঃ আদিবরাহপুরাণে—হে পৃথিবি! বৃন্দাদেবী কর্ত্তৃক সুরক্ষিত এই দ্বাদশ বৃন্দাবন সর্বপাতকনাশক এবং নিশ্চয়ই আমার প্রিয়। আমি গোপ-গোপীসহ তথায় লীলা করিব। ইহা অতি মনোরম, বিখ্যাত ও দেবদানব-গণেরও দুর্লভ। ১৮৭৭-৭৮ ॥

ব্রহ্ম-রুদ্রাদিক বৃন্দাবন-সেবারত।
মুনিগণ বৃন্দাবন ধিয়ায় সতত। ১৮৭৯ ॥
লক্ষ্মী প্রিয়তমা ভক্তিপরায়ণা যৈছে।
গোবিন্দের প্রিয় বৃন্দাবন হয় তৈছে ॥ ১৮৮০ ॥
বিলসয়ে গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত যেখানে।
সখাসহ রামকৃষ্ণ রত গোচারণে ॥ ১৮৮১ ॥
জীবমাত্রে মুক্তি দেন সর্ব্বতীর্থময়।
সর্ব্ব দুঃখ নাশে বৃন্দাবনানন্দালয় ॥ ১৮৮২ ॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—

ততো বৃন্দাবনং পুণ্যং বৃন্দাদেবীসমাশ্রিতম্।
হরিণাধিষ্ঠিতং তচ্চ ব্রহ্মরুদ্রাদিসেবিতম্ ॥ ১৮৮৩॥
বৃন্দাবনং সুগহনং বিশালং বিস্তৃতং বহু।
মুনীনামাশ্রয়ৈঃ পূর্ণং বন্যবৃন্দাসমন্বিতম্ ॥ ১৮৮৪ ॥
যথা লক্ষ্মীঃ প্রিয়তমা সদা ভক্তিপরায়ণা।
গোবিন্দস্য প্রিয়তমং তথা বৃন্দাবনং ভুবি ॥ ১৮৮৫ ॥
বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সাকং ক্রীড়তি মাধবঃ।
বৃন্দাবনান্তরগতঃ সরামো বালকৈর্বৃতঃ ॥ ১৮৮৬ ॥
অহো বৃন্দাবনং রম্যং যত্র গোবর্দ্ধনো গিরিঃ।
তত্র তীর্থান্যনেকানি বিষ্ণুদেবকৃতানি চ ॥ ১৮৮৭ ॥

অন্বয় ঃ ততঃ (তদনন্তরং) বৃন্দাদেবীসমাশ্রিতং (বৃন্দাদেবীং সর্বতোভাবেন আশ্রিত্য স্থিতং) পুণ্যং বৃন্দাবনং (বর্ত্ততে)। বহু (যথা স্যাত্তথা) বিস্তৃতং মুনীনাং আশ্রয়ৈঃ পূর্ণং বন্যবৃন্দাসমন্বিতং (তুলসীবনৈঃ সহিতং) ব্রহ্মরুদ্রাদি-সেবিতং সুগহনং (অতিদুর্জ্ঞেয়ং) বিশালং (বিশেষেণ শালতে শোভতে ইতি পরমশোভাময়ং) তৎ বৃন্দাবনং হি হরিণা (কৃষ্ণেন) অধিষ্ঠিতং (ভবতি)। সদা ভক্তিপরায়ণা (সেবাময়ী) লক্ষ্মীঃ যথা (বিষ্ণোরিত্যর্থঃ) প্রিয়তমা, তথা বৃন্দাবনং ভুবি (পৃথিব্যাং) গোবিন্দস্য প্রিয়তমং (ভবতি)। বৎসৈঃ বৎসতরীভিঃ চ সাকং বৃন্দাবনান্তরগতঃ (বৃন্দাবনে নিবসন্) সরামঃ (বলদেবেন সহ) বালকৈঃ (গোপবালৈঃ) বৃতঃ (বেষ্টিতঃ) মাধবঃ (তত্র) ক্রীড়তি। অহো! রম্যং বৃন্দাবনং যত্র গোবর্দ্ধনঃ গিরিঃ (বর্ত্ততে)। তত্র বিষ্ণুদেব-কৃতানি (ভগবতা বিষ্ণুনা কৃতানি) অনেকানি তীর্থানি (বর্ত্তন্তে) ॥ ১৮৮৩—৮৭ ॥

অনুবাদ ঃ স্কন্দপুরাণে মথুরাখণ্ডে—তদনন্তর সর্বতো-ভাবে বৃন্দাদেবীর আশ্রিত পুণ্য বৃন্দাবন। বহুবিস্তৃত, মুনি-গণের আশ্রমে পরিপূর্ণ, তুলসীবন-সমন্বিত, ব্রহ্মা-রুদ্র-প্রভৃতি দেবগণের সেবিত, অতিদুর্জ্ঞেয়, পরমশোভাময় সেই বৃন্দাবনে শ্রীহরি অধিষ্ঠিত আছেন। সর্বদা সেবাপরায়ণা লক্ষ্মীদেবী যেরূপ বিষ্ণুর প্রিয়তমা, তদ্রূপ বৃন্দাবন এই পৃথিবীতে গোবিন্দের প্রিয়তম। মাধব বলরামের সহিত গোপবালক-বেষ্টিত হইয়া গোবৎসগণ লইয়া বৃন্দাবনমধ্যে ক্রীড়া করেন। অহো! কি রমণীয় বৃন্দাবন, যথায় গোবর্দ্ধনপর্বত বিরাজিত, তথায় ভগবান্ বিষ্ণুকর্ত্তৃক সৃষ্ট অনেক তীর্থ বিদ্যমান।

পাদ্মে নির্ব্বাণখণ্ডে—

বনমানন্দকন্দাখ্যং মহাপাতকনাশনম্।
সমস্তদুঃখসংহন্তৃ জীবমাত্রবিমুক্তিদম্॥ ১৮৮৮॥

অন্বয়। আনন্দকন্দাখ্যং (আনন্দপ্রস্রবণরূপং) বনং মহাপাতকনাশনং সমস্তদুঃখসংহন্তৃ (সর্ব্বদুঃখাপহারকং) জীবমাত্রবিমুক্তিদং (সর্বজীবানাম্ এব মুক্তিদায়কং ভবতি)॥

অনুবাদ। পদ্মপুরাণ নির্ব্বাণখণ্ডে—আনন্দপ্রস্রবণ-নামক বন মহাপাতক ও সকল দুঃখ দূর করে এবং জীবমাত্রেরই মুক্তিদায়ক॥ ১৮৮৮॥

নিরন্তর বৃন্দাবন নবীন কানন।
বৃন্দাবন-শোভায় বিমুগ্ধ গোপীগণ॥ ১৮৮৯॥

তথাহি শ্রীদশমে ১১শ অধ্যায়ে ২৮শ-শ্লোকঃ—

বনং বৃন্দাবনং নাম পশব্যং নবকাননম্।
গোপগোপীগবাং সেব্যং পুণ্যাদ্রিতৃণবীরুধম্॥১৮৯০॥

অন্বয়। বৃন্দাবনং নাম বনং পশব্যং (পশূনাম্ অনুকূলং) নবকাননং (নিত্যনূতনকাননময়ং) গোপগোপীগবাং সেব্যং পুণ্যাদ্রিতৃণবীরুধং (পুণ্যৈঃ পর্ব্বতৈঃ তৃণৈঃ লতাভিশ্চ পূর্ণং ভবতি)॥ ১৮৯০॥

অনুবাদ। ভাগবত ১০ম স্কন্ধের ১১শ অধ্যায়ে ২৮শ শ্লোক—বৃন্দাবননামক বন পশুগণের অনুকূল, তথাকার কাননসকল নিত্যনবীন, ইহা গোপগোপী ও গো-সমূহের সেব্য এবং পুণ্যপর্ব্বত-তৃণ-লতায় পরিপূর্ণ॥ ১৮৯০॥

তত্রৈব ২১শ অধ্যায়ে ১০ম-শ্লোকঃ—

বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং
যদ্দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি।
গোবিন্দবেণুমনু মত্তময়ূরনৃত্যং
প্রেক্ষ্যাদ্রিসান্বপরতান্যসমস্তসত্ত্বম্॥ ১৮৯১॥

অন্বয়। হে সখি! বৃন্দাবনং ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) কীর্ত্তিং বিতনোতি (বিশেষেণ প্রথয়তি), যৎ (যতঃ এতৎ) দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি (দেবকীনন্দনস্য পাদপদ্মাৎ প্রাপ্তশোভং) গোবিন্দবেণুম্ অনু (কৃষ্ণস্য বংশীনাদশ্রবণেন) মত্তময়ূরনৃত্যং (মত্তানাং ময়ূরাণাং নৃত্যং) প্রেক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) অদ্রিসান্বপরতান্যসমস্তসত্ত্বং (অদ্রিসানুনিশ্চলানি অন্যানি সর্বাণি সত্ত্বানি যস্মিন্ তাদৃশং চ ভবতি॥

অনুবাদ। ভাগবত ১০ম স্কন্ধে ২১ অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকে কোন গোপী বলিতেছেন—হে সখি! বৃন্দাবন পৃথিবীর বিশেষ কীর্ত্তি প্রকাশ করিতেছে। কেন না, এই বৃন্দাবন দেবকীনন্দনের পাদপদ্ম হইতে শোভা লাভ করিয়াছে এবং গোবিন্দের বেণুনিনাদ-শ্রবণে ময়ূরগণের নৃত্য দর্শন করিয়া অপর সমস্ত প্রাণী ইহার পর্ব্বতসানুতে নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে॥ ১৮৯১॥

অহে শ্রীনিবাস! সর্বশাস্ত্রে নিরূপণ।
কৃষ্ণের পরম প্রিয় ধাম বৃন্দাবন॥ ১৮৯২॥
এথা পশু-পক্ষি-বৃক্ষ-কীট-নরাদয়।
যে বৈসয়ে অন্তে তার প্রাপ্তি কৃষ্ণালয়॥ ১৮৯৩॥
কৃষ্ণদেহরূপ পঞ্চযোজন এ বন।
সূক্ষ্মরূপে দেবাদি রহয়ে সর্বক্ষণ॥ ১৮৯৪॥
সর্ব্বদেবময় কৃষ্ণ কভু না ছাড়য়।
আবির্ভাব-তিরোভাব যুগে যুগে হয়॥ ১৮৯৫॥
তেজোময় বৃন্দাবন অতি মনোহর।
প্রেমনেত্র বিনা চর্ম্মচক্ষু অগোচর॥ ১৮৯৬॥

তথাহি গৌতমীয়ে নারদং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলম্॥ ১৮৯৭॥
অত্র যে পশবঃ পক্ষি-বৃক্ষ-কীট-নরামরাঃ।
বসন্তি তে মমাধিষ্ঠে মৃতা যান্তি মমালয়ম্॥ ১৮৯৮॥
অত্র যা গোপকন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে।
যোগিন্যস্তা ময়া নিত্যং মম সেবাপরায়ণাঃ॥ ১৮৯৯॥
পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকম্।
কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী॥ ১৯০০॥
অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ।
সর্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ॥ ১৯০১॥
আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেদত্র যুগে যুগে।
তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষা॥ ১৯০২॥

অন্বয়। ইদং কেবলং (সমগ্রং) রম্যং বৃন্দাবনম্ এব মম ধাম। অত্র মম অধিষ্ঠে (অধিষ্ঠানে) যে পশবঃ পক্ষি-বৃক্ষ-কীট-নরামরাঃ বসন্তি, তে মৃতাঃ (সন্তঃ) মম আলয়ং (গোলোকধাম) যান্তি। অত্র মম আলয়ে (বৃন্দাবনধাম্নি) মম সেবাপরায়ণাঃ যাঃ চ গোপকন্যাঃ ময়া (সহ) নিবসন্তি তাঃ

যোগিন্যঃ (ভবন্তি)। পঞ্চযোজনং বনং (ইদং) মে দেহরূপকম্ এব অস্তি,(তত্র দেহরূপে বনে প্রবাহিতা) ইয়ং কালিন্দী (যমুনা যস্যাঃ) পরমামৃতবাহিনী সুষুম্না (ইতি) আখ্যা (ভবতি)। অত্র (বনে) দেবাঃ ভূতানি চ সূক্ষ্মরূপাঃ (সূক্ষ্মরূপেণ বসন্তি), অহং চ (অপি) সর্ব্বদেবময়ঃ কচিৎ (কদাচিৎ) বনং ন ত্যজামি। অত্র (বৃন্দাবনে) যুগে যুগে (মম) আবির্ভাবঃ তিরোভাবশ্চ ভবেৎ। ইদং তেজোময়ং রম্যং (বনং) চর্ম্মচক্ষুষা (স্থূলদৃষ্ট্যা) অদৃশ্যং (ভবতি)॥

অনুবাদ—গৌতমীয়তন্ত্রে নারদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য, যথা—এই রম্য বৃন্দাবন সমগ্রই আমার ধাম। আমার এই ধামে যে সকল পশু-পক্ষি-বৃক্ষ-কীট-নর-দেবতা বাস করে, তাহারা দেহান্তে আমার গোলোকধামে গমন করে। আমার এই আলয়ে আমার সেবাপরায়ণা যে সকল গোপকন্যা আমার সহিত বাস করে, তাহারা যোগিনী। পঞ্চযোজনব্যাপী এই বন আমার দেহস্বরূপ, সেই দেহে এই কালিন্দীর পরমামৃতবাহিনী সুষুম্না আখ্যা। এথায় দেবগণ ও ভূতসকল সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে। সর্ব্বদেবময় আমি কখনও এই বন ত্যাগ করি না। যুগে যুগে এই ধামে আমার আবির্ভাব-তিরোভাব হইয়া থাকে। এই রম্য তেজোময় ধাম চর্ম্মচক্ষুর অদৃশ্য॥ ১৮৯৭—১৯০২॥

অহে শ্রীনিবাস! বৃন্দাবনের মহিমা।
যে সে রূপে কহে—কেহ নাহি পায় সীমা॥১৯০৩॥
বৃন্দাবন ষোল ক্রোশ—লোকে এ প্রচার।
শাস্ত্রেতে প্রসিদ্ধ—পঞ্চযোজন বিস্তার॥ ১৯০৪॥
লোকে যে কহয়ে তাহা অন্যথা না হয়।
অচিন্ত্য ধামের শক্তি সর্ব্ব সমাধয়॥ ১৯০৫॥
বৃন্দাবনে গোবিন্দে যে দেখে ভাগ্যবান্।
সে না যায় যমপুর—সর্ব্বত্র প্রমাণ॥১৯০৬॥

তথাহি আদিবারাহে—

বৃন্দাবনে চ গোবিন্দং যে পশ্যন্তি বসুন্ধরে।
ন তে যমপুরং যান্তি যান্তি পুণ্যকৃতাং গতিম্॥১৯০৭॥

অন্বয়। হে বসুন্ধরে! যে চ বৃন্দাবনে গোবিন্দং পশ্যন্তি, তে যমপুরং ন যান্তি (পরন্তু) পুণ্যকৃতাং (পুণ্যকারিণাং) গতিং (গন্তব্যং লোকং) যান্তি॥ ১৯০৭॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—হে বসুধে! যাহারা বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দকে দর্শন করে, তাহারা যমপুরে গমন করে না, পরন্তু পুণ্যকারিগণের গতি প্রাপ্ত হয়॥১৯০৭॥

বৃন্দাবনে **শ্রীগোবিন্দদেবের** আলয়।
সেবকে বেষ্টিত সদা—অতি শোভাময়॥ ১৯০৮॥
অহে শ্রীনিবাস! তাহা কি আর কহিতে।
যে বারেক দেখে সে কৃতার্থ পৃথিবীতে॥ ১৯০৯॥

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে নারদোক্তৌ—

তস্মিন্ বৃন্দাবনে পুণ্যং গোবিন্দস্য নিকেতনম্।
তৎ সেবকসমাকীর্ণং তত্রৈব স্থীয়তে ময়া॥ ১৯১০॥
ভুবি গোবিন্দবৈকুণ্ঠং তস্মিন্ বৃন্দাবনে নৃপ।
তত্র বৃন্দাদয়ো ভৃত্যাঃ সন্তি গোবিন্দলালসাঃ॥১৯১১॥
বৃন্দাবনে মহাসদ্ম যৈর্দৃষ্টং পুরুষোত্তমৈঃ।
গোবিন্দস্য মহীপাল তে কৃতার্থাঃ মহীতলে॥১৯১২॥

অন্বয়। তস্মিন্ বৃন্দাবনে গোবিন্দস্য তৎ পুণ্যং সেবকসমাকীর্ণং (সেবকপরিবৃতং) নিকেতনং (মন্দিরং বিরাজতে), ময়া তত্র এব স্থীয়তে। হে নৃপ! ভুবি (পৃথিব্যাং) তস্মিন্ বৃন্দাবনে গোবিন্দবৈকুণ্ঠং (গোবিন্দস্য বৈকুণ্ঠধাম অস্তি); তত্র (গোবিন্দবৈকুণ্ঠে) গোবিন্দলালসাঃ (গোবিন্দে স্পৃহাবন্তঃ) বৃন্দাদয়ঃ ভৃত্যাঃ (সেবকাঃ) সন্তি। হে মহীপাল! বৃন্দাবনে যৈঃ পুরুষোত্তমৈঃ (শ্রেষ্ঠপুরুষৈঃ) গোবিন্দস্য মহাসদ্ম (মহাগৃহং) দৃষ্টং তে মহীতলে কৃতার্থাঃ (ভবন্তি)।

অনুবাদ। স্কন্দপুরাণে মথুরাখণ্ডে নারদের উক্তিতে—সেই বৃন্দাবনে গোবিন্দদেবের প্রসিদ্ধ সেবকপরিবেষ্টিত মন্দির বিরাজিত। আমি সেইখানেই অবস্থান করি। হে রাজন্! এই পৃথিবীতে সেই বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দের বৈকুণ্ঠ অবস্থিত। গোবিন্দের প্রতি লালসাযুক্ত বৃন্দা প্রভৃতি সেবিকাগণ তথায় আছেন। হে মহীপাল! যে সকল শ্রেষ্ঠপুরুষ বৃন্দাবনে গোবিন্দের বিশাল গৃহ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা এই পৃথিবীতে কৃতার্থ॥ ১৯১০—১২॥

বৃন্দাবনে যোগপীঠে শ্রীগোবিন্দদেব ও অর্চ্চা-রহস্য

শ্রীগোবিন্দদেব সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রতনয়।
বিগ্রহের ন্যায় লীলা করে ইচ্ছাময়॥ ১৯১৩॥

প্রাপঞ্চিক লোকে দেখে প্রতিমা আকার।
স্বজন দেখয়ে শ্রীগোবিন্দ সাক্ষাৎকার ॥ ১৯১৪ ॥
মৌনমুদ্রাদিক অঙ্গীকার করি' অঙ্গে।
পরিকরে দেন সুখ রসের তরঙ্গে ॥ ১৯১৫ ॥
বৃন্দাবনে অষ্টদলপদ্ম-কর্ণিকায়।
প্রিয়াসহ বিলসে কি অদ্ভুত শোভায় ॥ ১৯১৬ ॥

তথাহি অথর্ববেদে (গোপালতাপন্যাং)—

গোকুলাখ্যে মথুরামণ্ডলে বৃন্দাবনমধ্যে সহস্রদলপদ্মে ষোড়শদলমধ্যে অষ্টদলকেশরে গোবিন্দোঽপি শ্যামঃ পীতাম্বরো দ্বিভুজো ময়ূরপুচ্ছশিরা বেণুবেত্রহস্তো নির্গুণঃ সগুণো নিরাকারঃ সাকারো নিরীহঃ সচেষ্টো বিরাজত ইতি। দ্বে পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধা চ ইত্যাদি ॥ ১৯১৭ ॥

অনুবাদ ঃ অথর্ববেদীয় গোপালতাপনীতে—গোকুলনামক মথুরামণ্ডলের মধ্যে সহস্রদলবিশিষ্ট পদ্মাকার বৃন্দাবনের অষ্টদলকেশরযুক্ত ষোড়শদলের মধ্যস্থানে শ্যামবর্ণ, পীতাম্বর, নির্গুণ, দ্বিভুজ, সগুণ, নিরাকার, সাকার, নিষ্ক্রিয়, লীলাময় গোবিন্দদেব ময়ূরপুচ্ছশোভিত-শিরে বেণুবেত্রশোভিতহস্তে বিরাজিত। চন্দ্রাবলী ও রাধা তাঁহার দুই পার্শ্বে। ইত্যাদি ॥

তথাহি সম্মোহনতন্ত্রোক্তিঃ—

গোবিন্দসহিতাং ভূরিহাবভাবপরায়ণাম্।
যোগপীঠেশ্বরীং রাধাং প্রণমামি নিরন্তরম্ ॥ ১৯১৮॥

অন্বয় ঃ ভূরিহাবভাবপরায়ণাং (প্রচুরহাবভাবশালিনীং) গোবিন্দসহিতাং যোগপীঠেশ্বরীং রাধাং নিরন্তরং প্রণমামি।

অনুবাদ ঃ সম্মোহনতন্ত্রবাক্যে প্রচুর হাবভাবে শোভমানা গোবিন্দসহ বিরাজিতা যোগপীঠেশ্বরী রাধাকে সর্ব্বদা প্রণাম করি ॥ ১৯১৮ ॥

বৃন্দাবনে যোগপীঠ পরম আশ্চর্য্য।
যোগপীঠে গোবিন্দের অদ্ভুত সৌন্দর্য্য ॥ ১৯১৯ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে বৃন্দাবন-মাহাত্ম্যে—

পার্ব্বত্যুবাচ,—

গোবিন্দস্য কিমাশ্চর্য্যং সৌন্দর্য্যামৃতমদ্ভুতম্।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব কৃপানিধে ॥ ১৯২০ ॥

ঈশ্বর উবাচ,—

মধ্যে বৃন্দাবনে রম্যে মঞ্জুমন্দার শোভিতে।
যোজনোচ্ছ্রিতভদ্বৃক্ষশাখাপল্লব-মণ্ডিতে ॥ ১৯২১ ॥
মহৎ পদং মহদ্ধাম মহানন্দরসাশ্রয়ে।
প্রবালকুসুমগন্ধমত্তালিবৃন্দসেবিতম্ ॥ ১৯২২ ॥
তত্রাধ্যস্তাৎ সিদ্ধপীঠে গোবিন্দস্থলমব্যয়ম্।
সপ্তাবরণকং স্থানং শ্রুতিমৃগ্যং নিরন্তরম্ ॥ ১৯২৩॥
তত্র শুদ্ধং হেমপীঠং মণিমণ্ডপমণ্ডিতম্।
তন্মধ্যে মঞ্জুনির্ম্মাণং যোগপীঠং সমুজ্জ্বলম্ ॥ ১৯২৪ ॥
যচ্চাষ্টকোণনির্ম্মাণং নানাদীপ্তিমনোহরম্।
যচ্চোপরি চ মাণিক্যস্বর্ণসিংহাসনোজ্জ্বলম্ ॥ ১৯২৫ ॥
তস্মিন্নষ্টদলং পদ্মং কর্ণিকায়াং সুখশ্রিয়াম্।
গোবিন্দস্য প্রিয়ং স্থানং কিমস্য মহিমোচ্যতে ॥১৯২৬॥
শ্রীমদ্গোবিন্দমন্ত্রস্থং বল্লবীবৃন্দসেবিতম্।
দিব্যব্রজ্যাবয়োরূপং কৃষ্ণং বৃন্দাবনেশ্বরম্ ॥ ১৯২৭ ॥
ব্রজেন্দ্রং সন্ততৈশ্বর্য্যং ব্রজবালৈকবল্লভম্।
যৌবনোদ্ভিন্নবয়সাদ্ভুতবিগ্রহধারিণম্ ॥ ১৯২৮ ॥

অন্বয় ঃ পার্ব্বতী উবাচ—গোবিন্দস্য আশ্চর্যম্ অদ্ভুতম্ (অত্যাশ্চর্য্যং) কিং সৌন্দর্য্যামৃতং (সৌন্দর্য্যরূপম্ অমৃতম্ অস্তি) তৎ অহং শ্রোতুম্ ইচ্ছামি। হে কৃপানিধে ! (তৎ) কথয়স্ব (কথয় ইত্যর্থঃ)। ঈশ্বরঃ (মহাদেবঃ) উবাচ—মঞ্জুমন্দারশোভিতে (সুন্দরমন্দারবৃক্ষৈঃ শোভিতে যোজনোচ্ছ্রিততদ্বৃক্ষশাখাপল্লবমণ্ডিতে (যোজনং ব্যাপ্য উৎপন্নানাং তদ্বৃক্ষাণাং মন্দারতরূণাং শাখাপল্লবৈরলঙ্কৃতে মহানন্দরসাশ্রয়ে (মহতঃ আনন্দরসস্য আধারভূতে) রম্যে (রমণীয়ে) মধ্যেবৃন্দাবনে (বৃন্দাবনস্য মধ্যস্থলে) মহদ্ধাম (পরমোজ্জ্বলং) প্রবালকুসুমগন্ধমত্তালিবৃন্দসেবিতং (নবপল্লবানাং কুসুমানাং গন্ধেন মত্তৈঃ অলিবৃন্দৈঃ সেবিতং) মহৎ পদং (স্থানম্ অস্তি)। তত্র অধস্তাৎ (স্থানে) সিদ্ধপীঠে অব্যয়ং (নিত্যং) গোবিন্দস্থলং (গোবিন্দস্য স্থলং বর্ত্ততে), (তচ্চ) স্থানং সপ্তাবরণকং (সপ্তাবরণযুক্তং) নিরন্তরং (সর্ব্বদা) শ্রুতিগণমৃগ্যং (শ্রুতীনাং প্রার্থনীয়ং ভবতি)। তত্র মণিমণ্ডপমণ্ডিতং (মণিময়মণ্ডপাচ্ছাদিতং) শুদ্ধং (সুনির্ম্মলং) হেমপীঠং (অস্তি)। তন্মধ্যে (হেমপীঠমধ্যে) মঞ্জুনির্ম্মাণং (সুচারুনির্মিতং) সমুজ্জ্বলং (অত্যুজ্জ্বলং) যোগপীঠং (অস্তি) যৎ চ (পীঠং) অষ্টকোণনির্ম্মাণং (অষ্টকোণোপলক্ষণেন গঠিতং) নানাদীপ্তিমনোহরং (বিবিধেন ঔজ্জ্বল্যেন সুন্দরং), যৎ চ

(পীঠং) উপরি মাণিক্যস্বর্ণসিংহাসনোজ্জ্বলং (মাণিক্যখচিত-স্বর্ণসিংহাসনেন উজ্জ্বলং ভবতি)। তস্মিন্ (সিংহাসনে) অষ্টদলং পদ্মং (অস্তি), (তস্য পদ্মস্য) সুখশ্রিয়াং (সুখস্য আনন্দস্য শ্রীঃ যস্যাম্ আনন্দময্যাং) কর্ণিকায়াং গোবিন্দস্য প্রিয়ং স্থানং (অবস্থিতিঃ ভবতি), অস্য মহিমা কিং উচ্যতে (ন বক্তুং শক্যতে ইত্যর্থঃ)। অত্রস্থং (কর্ণিকায়াং স্থিতং) বল্লবীবৃন্দ-সেবিতং (গোপীভিঃ সেবিতং) দিব্যব্রজ্যাবয়োরূপং (মধুরগমন-ভঙ্গি-বয়ঃ-সৌন্দর্য্যবিশিষ্টং) বৃন্দাবনেশ্বরং (বৃন্দাবনাধিপতিং) ব্রজেন্দ্রং (গোকুলেশ্বরং) সন্ততৈশ্বর্য্যং (বিস্তৃতৈশ্বর্য্যং) ব্রজরামৈকবল্লভং (ব্রজাঙ্গনানাম্ একং প্রিয়ং) যৌবনোদ্ভিন্ন-বয়সাদ্ভুতবিগ্রহধারিণং (যৌবনেন প্রকটিতেন বয়সা অদ্ভুত-রূপধারিণং) শ্রীমদ্গোবিন্দং (গোপালং) কৃষ্ণং (বন্দে ইতি শেষঃ) ॥ ১৯২০-২৮ ॥

অনুবাদ ঃ পদ্মপুরাণে বৃন্দাবনমাহাত্ম্যে—পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন—গোবিন্দের পরমাশ্চর্য্য কি সৌন্দর্য্যামৃত আছে, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। হে কৃপানিধে! তাহা বলুন। মহাদেব বলিলেন—সুন্দর মন্দারবৃক্ষে শোভিত, যোজনব্যাপিস্থানে উৎপন্ন সেই সকলবৃক্ষের শাখা-পল্লবে সমলঙ্কৃত, পরমানন্দরসের আশ্রয়, বৃন্দাবনের মধ্যস্থলে রমণীয় পরমোজ্জ্বল নবপল্লব পুষ্পগন্ধে মত্ত অলিকুলসেবিত বিস্তৃত স্থান আছে। তথায় নিম্নস্থলে সিদ্ধপীঠে গোবিন্দের অব্যয় স্থান—যাহা সপ্তাবরণবিশিষ্ট ও শ্রুতিগণের নিত্য প্রার্থনীয়। তথায় মণিময়মণ্ডপশোভিত সুনির্ম্মল হেমপীঠ বিরাজিত। সেই হেমপীঠমধ্যে সুচারুনির্মিত সমুজ্জ্বল যোগপীঠ—যাহা অষ্টকোণে নির্মিত, বিবিধ উজ্জ্বলতায় মনোহর। এবং উপরিভাগে মাণিক্যখচিত স্বর্ণসিংহাসনে উজ্জ্বল। সেই সিংহাসনে অষ্টদল পদ্ম, সেই পদ্মের প্রচুরসুখসমৃদ্ধ কর্ণিকায় গোবিন্দের প্রিয় স্থান। সেই স্থানের মহিমা কি বলিব? এই কর্ণিকায় অবস্থিত, গোপীগণসেবিত, গমনভঙ্গি-বয়স-রূপে মধুর, বৃন্দাবননাথ, গোকুলপতি, ঐশ্বর্য্যবিস্তারী, ব্রজস্ত্রীগণের একমাত্র প্রিয় যৌবনোদ্ভাসিত বয়সে অদ্ভুত রূপধারী কৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দকে বন্দনা করি ॥ ১৯২০-২৮ ॥

বৃন্দাবনপতি শ্রীগোবিন্দ প্রেমালয়।
রাধাসহ সদা সিংহাসনে বিলসয় ॥ ১৯২৯ ॥
যোগপীঠাষ্টকোণে প্রকৃতিসুবেষ্টিত।
সিংহাসন-রত্নমণ্ডপাদি অতুলিত ॥ ১৯৩০ ॥

তথাহি বরাহতন্ত্রে পঞ্চমপটলে—
শ্রীবরাহ উবাচ,—

কর্ণিকা চ মহদ্ধাম গোবিন্দস্থানমব্যয়ম্।
তত্রোপরি স্বর্ণপীঠং মণিমণ্ডপমণ্ডিতম্ ॥ ১৯৩১ ॥

অন্বয় ঃ কর্ণিকা চ অব্যয়ং (অক্ষরং) মহদ্ধাম (অত্যুজ্জ্বলং) গোবিন্দস্থানং (ভবতি)। তত্র (কর্ণিকায়াং) উপরি মণিমণ্ডপমণ্ডিতং স্বর্ণপীঠং (অস্তি) ॥ ১৯৩১ ॥

অনুবাদ ঃ বরাহতন্ত্রে পঞ্চমপটলে—শ্রীবরাহদেব বলিলেন, কর্ণিকা গোবিন্দের অত্যুজ্জ্বল অব্যয় স্থান। তথায় উপরে মণিমণ্ডপমণ্ডিত স্বর্ণসিংহাসন অবস্থিত ॥ ১৯৩১ ॥

তথাহি—
কর্ণিকায়াং মহালীলা তল্লীলারসবদ্গিরৌ।
যত্র কৃষ্ণো নিত্যো বৃন্দাকাননস্য পতির্ভবেৎ ॥ ১৯৩২ ॥
কৃষ্ণো গোবিন্দতাং প্রাপ্তঃ কিমন্যৈর্বহুভাষিতৈঃ।
দলং তৃতীয়কং রম্যং সর্ব্বশ্রেষ্ঠোত্তমোত্তমম্ ॥ ১৯৩৩ ॥

অন্বয় ঃ কর্ণিকায়াং (কৃষ্ণস্য) মহালীলা (ভবতি) (তন্মহালীলা-বিষয়ে) অন্যৈঃ বহুভাষিতৈঃ কিং (বহুভাষণেন অলমিত্যর্থঃ)। যত্র তল্লীলারসবদ্গিরৌ (তস্যা মহালীলায়াঃ রসময়ে গিরৌ বৃন্দাকাননস্য নিত্যঃ পতিঃ গোবিন্দতাং (গোপালকত্বং) প্রাপ্তঃ ভবেৎ। (তস্য পদ্মস্য) তৃতীয়কং (তৃতীয়ং) রম্যং দলং সর্ব্বশ্রেষ্ঠোত্তমোত্তমং (সর্ব্বশ্রেষ্ঠেষু যে উত্তমাঃ তেভ্যোঽপি উত্তমং ভবতি ॥ ১৯৩২-৩৩ ॥

অনুবাদ ঃ সেই পদ্মের কর্ণিকায় শ্রীকৃষ্ণের মহালীলা হয়। সেই মহালীলাবিষয়ে অন্য বেশী কথা বলিয়া কি ফল? তাদৃশ মহালীলারসময়-পর্ব্বতে বৃন্দাবনের নিত্য-অধিপতি কৃষ্ণ গোপালত্ব প্রাপ্ত হন। সেই পদ্মের রমণীয় তৃতীয়দল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তুসকলের মধ্যে উত্তম অপেক্ষাও উত্তম।

তথাহি—
গোবিন্দস্য প্রিয়ং স্থানং কিমস্য মহিমোচ্যতে।
গোবিন্দং তত্র সংস্থঞ্চ বল্লবীবৃন্দবল্লভম্ ॥ ১৯৩৪ ॥
দিব্যব্রজ্যাবয়োরূপং বল্লবীপ্রীতিবর্দ্ধনম্।
ব্রজেন্দ্রং নিয়তৈশ্বর্য্যং ব্রজবালৈকবল্লভম্ ॥ ১৯৩৫ ॥

অন্বয় ঃ (তৎকর্ণিকা হি) গোবিন্দস্য প্রিয়ং স্থানং (ভবতি) তস্য মহিমা কিম্ উচ্যতে? তত্র (কর্ণিকায়াং) সংস্থং (অবস্থিতং) বল্লভীবৃন্দবল্লভং (গোপীনাং প্রিয়ং) দিব্যব্রজ্যাবয়োরূপং (গত্যা বয়সা রূপেণ চ মধুরং) বল্লবী-প্রীতিবর্দ্ধনং (গোপীনাং প্রীতিবর্দ্ধকং) ব্রজেন্দ্রং (গোকুল-নাথং) নিগূঢ়ৈশ্বর্য্যং (সংগোপিতৈশ্বরভাবং) ব্রজবালৈক-বল্লভং (ব্রজবালানাং একং প্রিয়ং) গোবিন্দং (নমামীত্যর্থঃ)।

অনুবাদ ঃ সেই কর্ণিকা গোবিন্দের প্রিয় স্থান। ইহার মহিমা কি বলিব? সেই কর্ণিকায় অবস্থিত গোপীজন-প্রিয়, মধুরগতি, মধুরবয়স্ক রমণীয়রূপ, গোপীপ্রীতিবর্দ্ধক, গোকুলনাথ, নিজ ঈশ্বরভাবের সংগোপনকারী, ব্রজবালবল্লভ গোবিন্দকে প্রণাম করি ॥ ১৯৩৪-৩৫ ॥

তথাহি পৃথিব্যুবাচ—

পরমং কারণং কৃষ্ণং গোবিন্দাখ্যং পরাৎপরম্।
বৃন্দাবনেশ্বরং নিত্যং নির্গুণস্যৈককারণম্ ॥ ১৯৩৬ ॥

অন্বয় ঃ পরমং কারণং (সর্ব্বকারণকারণং) পরাৎ-পরং (পরতমং) নিত্যং বৃন্দাবনেশ্বরং (বৃন্দাবনাধিপতিং) নির্গুণস্য (ব্রহ্মণঃ) এককারণং গোবিন্দাখ্যং কৃষ্ণং (বেদিতু-মিচ্ছামীত্যর্থঃ) ॥ ১৯৩৬ ॥

অনুবাদ ঃ পৃথিবী বলিলেন—সকল কারণের কারণ পরতমবস্তু, নিত্যবৃন্দাবননাথ, নির্গুণব্রহ্মের একমাত্র কারণ, যাঁহার অপর নাম 'গোবিন্দ', সেই কৃষ্ণকে জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১৯৩৬ ॥

বরাহ উবাচ—

রাধয়া সহ গোবিন্দং স্বর্ণ-সিংহাসনে স্থিতম্।
পূর্ব্বোক্তরূপলাবণ্যং দিব্যভূষং সুসুন্দরম্ ॥ ১৯৩৭ ॥
ত্রিভঙ্গমঞ্জুসুস্নিগ্ধং গোপীলোচনতারকম্।
তত্রৈব যোগপীঠে চ স্বর্ণসিংহাসনাবৃতে ॥ ১৯৩৮ ॥
প্রত্যঙ্গরভসাবেশাঃ প্রধানাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ।
ললিতাদ্যাঃ প্রকৃতয়ো মূলপ্রকৃতী রাধিকা ॥ ১৯৩৯ ॥
সম্মুখে ললিতাদেবী শ্যামলাপি চ বায়বে।
উত্তরে শ্রীমধুমতী ধন্যৈশান্যাং হরিপ্রিয়া ॥ ১৯৪০ ॥
বিশাখা চ তথা পূর্ব্বে শৈব্যা চাগ্নৌ ততঃপরম্।
পদ্মা চ দক্ষিণে ভদ্রা নৈর্ঋতে ক্রমশঃ স্থিতাঃ ॥ ১৯৪১ ॥
যোগপীঠস্য কোণাগ্রে চারুচন্দ্রাবলী প্রিয়া।
প্রকৃত্যষ্টৌ তদন্যাশ্চ প্রধানাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ ॥ ১৯৪২ ॥
প্রধানা প্রকৃতিশ্চাদ্যা রাধিকা সর্ব্বসাধিকা।
চিত্রবেশা চ বৃন্দা চ চন্দ্রা মদনসুন্দরী ॥ ১৯৪৩ ॥
সুপ্রিয়া চ মধুমতী শশিরেখা হরিপ্রিয়া।
সম্মুখাদিক্রমাদ্দিক্ষু বিদিক্ষু চ তথা স্থিতাঃ ॥ ১৯৪৪ ॥
ষোড়শপ্রকৃতিশ্রেষ্ঠা প্রধানা কৃষ্ণবল্লভা।
বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা তদ্বত্তু ললিতা প্রিয়া ॥ ১৯৪৫ ॥

অন্বয় ঃ রাধা। সহ স্বর্ণসিংহাসনে স্থিতং পূর্ব্বোক্ত-রূপলাবণ্যং (পূর্ব্ববর্ণিতরূপলাবণ্যবন্তং) দিব্যভূষং (রম্যভূষণং) সুসুন্দরং (পরমসুন্দরং) ত্রিভঙ্গমঞ্জুসুস্নিগ্ধং (ত্রিভঙ্গমধুরং অতিস্নিগ্ধঞ্চ) গোপীলোচনতারকং (গোপীনাং নয়নমণিং) গোবিন্দং (নমামি) তত্র স্বর্ণসিংহাসনাবৃতে (স্বর্ণসিংহাসন-শোভিতে) যোগপীঠে এব প্রত্যঙ্গরভসাবেশাঃ (সর্ব্বেষঙ্গেষু পরমাবিষ্টাঃ) কৃষ্ণবল্লভাঃ (কৃষ্ণস্য প্রিয়াঃ) প্রধানাঃ প্রকৃতয়ঃ ললিতাদ্যাঃ মূলপ্রকৃতিঃ রাধিকা (চ স্থিতাঃ)। সম্মুখে (পশ্চিমে) ললিতাদেবী, অপি চ বায়বে (বায়ুকোণে) শ্যামলা, উত্তরে শ্রীমধুমতী, ঐশান্যাং ধন্যা (ধনিষ্ঠা), তথা পূর্ব্বে হরিপ্রিয়া বিশাখা ততঃপরং অগ্নৌ (অগ্নিকোণে) চ শৈব্যাঃ, দক্ষিণে পদ্মা, নৈর্ঋতে ভদ্রা ক্রমশঃ স্থিতাঃ। যোগপীঠস্য কোণাগ্রে প্রিয়া চারুচন্দ্রাবলী (স্থিতা)। তদন্যা (চন্দ্রাবলীতরাঃ প্রকৃত্যষ্টৌ (অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ চ) প্রধানাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ (ভবন্তি)। রাধিকা চ (তু) সর্ব্বসাধিকা (কৃষ্ণস্য সর্ব্বাভীষ্টদায়িনী) আদ্যা প্রধানা প্রকৃতিঃ (ভবতি)। চিত্রবেশা চ বৃন্দা চ চন্দ্রা, মদনসুন্দরী, সুপ্রিয়া চ, মধুমতী, শশিরেখা, হরিপ্রিয়া চ সম্মুখাদিক্রমাৎ (সম্মুখাদারভ্য ক্রমশঃ) দিক্ষু (পূর্ব্বাদিষু চতুর্ষু) তথা বিদিক্ষু (কোণদিক্ষু) চ স্থিতাঃ। বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা ষোড়শপ্রকৃতিশ্রেষ্ঠা (এতাসু ষোড়শপ্রকৃতিসু শ্রেষ্ঠা) প্রধানা (মুখ্যা) কৃষ্ণবল্লভা (কৃষ্ণ-প্রিয়া ভবতি) ললিতা তু (অপি) তদ্বৎ (রাধাবৎ কৃষ্ণস্য) প্রিয়া (ভবতি) ॥ ১৮৩৭-৪৫ ॥

অনুবাদ ঃ রাধার সহিত স্বর্ণ-সিংহাসনে অবস্থিত পূর্ব্ববর্ণিত রূপলাবণ্যবিশিষ্ট, দিব্যভূষণশোভিত পরমসুন্দর, ত্রিভঙ্গমধুর, অতিস্নিগ্ধ, গোপীগণের নয়নমণি গোবিন্দকে

প্রণাম করি। স্বর্ণসিংহাসনমণ্ডিত যোগপীঠেই প্রত্যেক অঙ্গে পরমাবেশযুক্তা, কৃষ্ণবল্লভা প্রধানা প্রকৃতি ললিতাদি এবং মূলপ্রকৃতি শ্রীরাধিকা অবস্থিতা। সম্মুখে ললিতাদেবী, বায়ুকোণে শ্যামলা, উত্তরে শ্রীমধুমতী, ঈশানকোণে ধন্যা, পূর্বে কৃষ্ণপ্রিয়া বিশাখা, অগ্নিকোণে শৈব্যা, দক্ষিণে পদ্মা এবং নৈঋর্তে ভদ্রা যথাক্রমে অবস্থিতা। যোগপীঠের কোণাগ্রে প্রিয়া চারুচন্দ্রাবলীর অবস্থান। প্রধানা কৃষ্ণপ্রিয়া আরও আটজন প্রকৃতি আছেন। কিন্তু রাধিকা কৃষ্ণের সর্বসাধিকা আদ্যা প্রধানা প্রকৃতি। চিত্রবেশা, বৃন্দা, চন্দ্রা, মদনসুন্দরী, সুপ্রিয়া, মধুমতী, শশিরেখা এবং হরিপ্রিয়া সম্মুখাদিক্রমে পূর্বাদি চতুর্দিকে ও অপর চারি কোণে অবস্থিতা। বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা এই ষোড়শ-প্রকৃতি-মধ্যে শ্রেষ্ঠা মুখ্যা কৃষ্ণবল্লভা। ললিতাও রাধার ন্যায় কৃষ্ণের প্রিয়া ॥ ১৯৩৮-৪৬ ॥

শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে—

রত্নভূধরসংলগ্নরত্নাসনপরিগ্রহম্।
কল্পপাদপমধ্যস্থহেমমণ্ডপিকাগতম্ ॥ ১৯৪৭ ॥

অন্বয়। রত্নভূধরসংলগ্নরত্নাসনপরিগ্রহং (রত্নপর্বতস্থিতরত্নসিংহাসনে অধিষ্ঠিতং) কল্পপাদপমধ্যস্থহেমমণ্ডপিকাগতং (কল্পবৃক্ষাণাং মধ্যে স্থিতস্য স্বর্ণমণ্ডপস্য মধ্যে অবস্থিতং কৃষ্ণং বন্দে) ॥ ১৯৪৭ ॥

অনুবাদ। শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে—রত্নপর্বতোপরিস্থিত রত্নসিংহাসনে অবস্থিত, কল্পবৃক্ষের মধ্যস্থ স্বর্ণমণ্ডপে অধিষ্ঠিত কৃষ্ণকে বন্দনা করি ॥ ১৯৪৭ ॥

গোবিন্দের মাধুর্যেতে জগৎ মাতায়।
যে দেখে বারেক তাঁরে কিছুই না ভায় ॥ ১৯৪৮ ॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্যাং
১১১তম-শ্লোকঃ—

স্মেরাং ভঙ্গিত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ ॥১৯৪৯॥

অন্বয়। হে সখে ! যদি বন্ধুসঙ্গে (অন্যেষাং বন্ধূনাং সম্ভোগভোগে) তব রঙ্গঃ (কুতূহলং) অস্তি [তর্হি] ইতঃ (অস্মিন্) কেশিতীর্থোপকণ্ঠে (কেশিতীর্থসান্নিধ্যে) স্মেরাং (মৃদুহাস্যযুক্তাং) ভঙ্গিত্রয়পরিচিতাং (ত্রিভঙ্গবিশিষ্টাং) সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং (বক্রপ্রসারিতকটাক্ষাং) বংশীন্যস্তাধরকিশলয়াং(বংশীশোভিতাধরপল্লবাং) চন্দ্রকেণ(ময়ূরপিচ্ছেন) উজ্জ্বলাং গোবিন্দাখ্যাং (গোবিন্দনাম্না প্রসিদ্ধাং) হরিতনুং (কৃষ্ণবিগ্রহং) মা প্রেক্ষিষ্ঠাঃ (ন পশ্য) ॥ ১৯৪৯ ॥

অনুবাদ। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ববিভাগে দ্বিতীয়লহরীতে ১১১তম শ্লোকে—হে সখে ! যদি অপর বন্ধুগণের সম্ভোগভোগে তোমার কুতূহল থাকে,তাহা হইলে কেশিতীর্থের নিকটে এই স্থানে ঈষদ্ধাস্যযুক্ত ত্রিভঙ্গবিশিষ্ট, বক্রকটাক্ষ, বংশীশোভিতাধরপল্লবযুক্ত, ময়ূরপিচ্ছ-দ্বারা উজ্জ্বল গোবিন্দনামে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণবিগ্রহকে দর্শন করিও না ॥১৯৪৯॥

গোবিন্দ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সুন্দর।
মৌনমুদ্রাযুক্ত দ্বিভুজাদি মনোহর ॥ ১৯৫০ ॥

তথাহি শ্রীগোপালতাপন্যাং পূর্ববিভাগে ১৩শ শ্লোকঃ—

সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্ ॥ ১৯৫১ ॥
গোপগোপীগবাবীতং সুরদ্রুমতলাশ্রয়ম্।
দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নপঙ্কজমধ্যগম্ ॥ ১৯৫২ ॥
কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গিমারুতসেবিতম্।
চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেঃ ॥১৯৫৩॥

অন্বয়। সৎপুণ্ডরীকনয়নং (শোভনকমলাক্ষং) মেঘাভং (মেঘকান্তিং) বৈদ্যুতাম্বরং (বিদ্যুদুজ্জ্বলপীতাম্বরং) দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং (মৌনমুদ্রাশোভিতং) বনমালিনম্ ঈশ্বরং (প্রভুং) গোপগোপীগবাবীতং (গোপৈঃ গোপীভিঃ গোভিশ্চ পরিবেষ্টিতং) সুরদ্রুমতলাশ্রয়ং (কল্পবৃক্ষতলেঽবস্থিতং) দিব্যালঙ্করণোপেতং (দিব্যাভরণশোভিতং)রত্নপঙ্কজমধ্যগং রত্নপদ্মমধ্যস্থিতং) কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গিমারুতসেবিতং (যমুনায়াঃ তরঙ্গসংস্পৃষ্টবায়ুসেবিতং) কৃষ্ণং চেতসা চিন্তয়ন্ (ধ্যায়ন্ জনঃ) সংসৃতেঃ(সংসারাৎ) মুক্তঃ ভবতি ॥১৯৫১-৫৩॥

অনুবাদ। শ্রীগোপালতাপনীর পূর্ববিভাগে ১৩শ শ্লোকে—সুন্দরপদ্মচক্ষু, মেঘকান্তি বিদ্যুদ্বরণবস্ত্রপরিহিত, দ্বিভুজ, মৌনমুদ্রাশোভিত, বনমালী, সর্বময়প্রভু, গোপ গোপীগোগণ-পরিবেষ্টিত, কল্পবৃক্ষমূলে অবস্থিত,দিব্যাভরণভূষিত,

রত্নপদ্মের মধ্যস্থিত, যমুনার তরঙ্গস্পর্শে শীতল বায়ুদ্বারা সেবিত কৃষ্ণকে হৃদয়ে ধ্যান করিলে সংসার হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ১৯৫১-৫৩ ॥

তত্রৈব ৩৫তম-শ্লোকঃ—

তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্। ইত্যাদি চ॥

অন্বয়। সচ্চিদানন্দবিগ্রহং (সচ্চিদানন্দদেহং) একং (অদ্বিতীয়ং) তং গোবিন্দং ইত্যাদি॥ ১৯৫৪ ॥

অনুবাদ। সেই শ্রীগোপালতাপনীর ৩৫তম শ্লোকেও —সচ্চিদানন্দদেহ অদ্বিতীয় সেই গোবিন্দ ইত্যাদি-বর্ণনা দৃষ্ট হয় ॥ ১৯৫৪ ॥

অহে শ্রীনিবাস ! শ্রীমধুর বৃন্দাবনে।
কেবা না প্রণত এই তিনের চরণে ॥ ১৯৫৫ ॥
শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন।
সবার সর্বস্ব এই তিনের চরণ ॥ ১৯৫৬ ॥
মদনমোহন কহি **মদনগোপালে।**
এ-নাম বিখ্যাত—ইহা জানয়ে সকলে ॥ ১৯৫৭ ॥

শ্রীগোপালতাপন্যাং পূর্ববিভাগে ৩৭তম-৪১তম-৪৩তম-শ্লোকাঃ—

গোপালায় গোবর্ধনায় গোপীনাথায়
গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ১৯৫৮ ॥

অনুবাদ। শ্রীগোপালতাপনীর পূর্ববিভাগে ৩৭তম, ৪১তম ও ৪৩তম শ্লোকে—গোপাল, গোবর্ধন, গোপীনাথ ও গোবিন্দকে পুনঃ-পুনঃ নমস্কার ॥ ১৯৫৯ ॥

অহে শ্রীনিবাস ! এ কহিতে নাই পার।
উর্ধ্বাম্নায়-তন্ত্রে হয় এসব প্রচার ॥ ১৯৬০ ॥

তথাহি—

শ্রীপার্বত্যুবাচ,—

কোঽসৌ গোবিন্দদেবোঽস্তি যত্ত্বয়া সূচিতঃ পুরা।
কীদৃশং তস্য মাহাত্ম্যং কিং স্বরূপঞ্চ শঙ্কর ॥১৯৬১॥

শ্রীমহাদেব উবাচ,—

গোপাল এব গোবিন্দঃ প্রকটাপ্রকটঃ সদা।
বৃন্দাবনে যোগপীঠে স এব সততং স্থিতঃ ॥ ১৯৬২ ॥
অসৌ যুগচতুষ্কেঽপি শ্রীমদ্বৃন্দাবনাধিপঃ।
পূজিতো নন্দগোপাদ্যৈঃ কৃষ্ণেনাপি সুপূজিতঃ ॥১৯৬৩॥
চীরহর্তা ব্রজস্ত্রীণাং ব্রতপূর্তিবিধায়কঃ।
চিদানন্দময়াকারো ব্যাপকো ব্রজমণ্ডলে ॥ ১৯৬৪ ॥
কিশোরতামতিক্রম্য বর্তমানো দিনে দিনে।
তাম্বূলপূজিতমুখো রাধিকাপ্রাণদৈবতঃ ॥ ১৯৬৫ ॥
রত্নবন্ধচতুষ্কূলং হংসপদ্মাদিসঙ্কুলম্।
ব্রহ্মকুণ্ডং নাম কুণ্ডং তস্য দক্ষিণতো দিশি ॥ ১৯৬৬ ॥
রত্নমণ্ডপমাভাতি মন্দারতরুভির্বৃতম্।
তন্মধ্যে যোগপীঠাখ্যং সাম্রাজ্যপদমুত্তমম্ ॥ ১৯৬৭ ॥
বৃন্দাবনেশ্বরীপ্রাজ্য-সাম্রাজ্যরসরঞ্জিতঃ।
ইহৈব নির্জিতঃ কৃষ্ণো রাধয়া প্রৌঢ়হাসয়া ॥ ১৯৬৮ ॥
তস্যাঙ্গশ্রীঃ সদা বৃন্দা বীরা চাখিলসাধনা।
যোগপীঠস্য পূর্বত্র নাম্না লীলবতী স্থিতা ॥ ১৯৬৯ ॥
দক্ষিণস্যাং স্থিতা শ্যামা কৃষ্ণকেলিবিনোদিনী।
পশ্চিমে সংস্থিতা দেবী ভগিনী নাম সর্বদা ॥ ১৯৭০ ॥
উত্তরত্র স্থিতা নিত্যং সিদ্ধেশী নাম দেবতা।
পঞ্চবক্ত্রঃ স্থিতঃ পূর্বে দশবক্ত্রশ্চ দক্ষিণে ॥ ১৯৭১ ॥
পশ্চিমে তু চতুর্বক্ত্রঃ সহস্রবক্ত্র উত্তরে।
স্বর্ণবেত্রহস্তা চ সর্বত্র শাসনে স্থিতা ॥ ১৯৭২ ॥
মদনোন্মাদিনী নাম রাধিকায়াঃ প্রিয়া সখী।
পাদপে পাদয়ত্যেব গোবিন্দং মানবিহ্বলম্ ॥১৯৭৩॥
রতিপতিমানদাপি সাক্ষাদিহ যুগলাকৃতিধামকামদম্বে।
হরিমণিনবনীল মাধুরীভিঃ পদি পদি
মন্মথসৌধমুচ্ছিনোতি ॥ ১৯৭৪ ॥
মন্মথদ্বিতয়ং পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণায়েতি সৎপদম্।
গোবিন্দায় ততঃ পশ্চাৎ স্বাহায়ং দ্বাদশাক্ষরঃ।
গোবিন্দস্য মহামন্ত্রঃ কালে পূর্বানুরাগভাক্ ॥ ১৯৭৫ ॥
ততঃপরং প্রবক্ষ্যামি গোবিন্দং যুগলাত্মকম্।
লক্ষ্মীমন্মথতো রাধাগোবিন্দাভ্যাং নমঃ পদম্ ॥১৯৭৬॥
এতস্য জ্ঞানমাত্রেণ রাধাকৃষ্ণৌ প্রসীদতঃ।
অনয়োস্ত ঋষিঃ কামো বিরাট্ ছন্দ উদাহৃতম্ ॥১৯৭৭॥
দেবতা নিত্যগোবিন্দো রাধাগোবিন্দো এব চ।
যোগপীঠেশ্বরী শক্তিঃ ষড়ঙ্গং কামবীজকৈঃ ॥ ১৯৭৮ ॥
ধ্যায়েদ্গোবিন্দদেবং নবঘনমধুরং দিব্যলীলাঃ নটস্তং
বিস্ফূর্জমল্লকচ্ছং করযুগমুরলীরত্নদণ্ডাশ্রিতঞ্চ।

অংসন্যস্তোচ্ছপীতাম্বরবিপুলদশাবন্দগুচ্ছাভিরামং ।
পূর্ণং শ্রীমোহনেন্দ্রং তদিতরচরণাক্রান্তদক্ষাঙ্ঘ্রিনালম্॥
এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং যাবল্লক্ষচতুষ্টয়ম্।
তিলাজ্যহবনস্যান্তে যোগপীঠেশ্বরো যজেৎ ॥১৯৮০॥
চম্পকাশোকতুলসীকহ্লারৈঃ কমলৈস্তথা ।
রাধাগোবিন্দযুগলং সাক্ষাৎ পশ্যতি চক্ষুষা ॥ ১৯৮১ ॥
শ্রীমন্মদনগোপালোঽপ্যত্রৈব সুপ্রতিষ্ঠিতঃ ।
কৈশোররূপী গোপালো,গোবিন্দঃ প্রৌঢ়বিগ্রহঃ॥১৯৮২॥
উভয়োস্তারতম্যেন গোপীনাথোঽতিসুন্দরঃ।
ধীরোদ্ধতস্তু গোপালো,ধীরোদাত্তস্তথোচ্যতে ॥১৯৮৩॥
গোবিন্দো, গোপিকানাথো যো ধীরললিতাকৃতিঃ।
সিংহমধ্যস্তু গোপালস্ত্রিভঙ্গললিতাকৃতিঃ ॥ ১৯৮৪ ॥
গোবিন্দো, গোপিকানাথঃ পীনবক্ষঃস্থলো বিটঃ।
ত্রিসন্ধ্যমন্যদপ্যস্তি মাধুর্যং গোবিদাং পত্যৌ ॥ ১৯৮৫ ॥
গোবর্ধনদরীদণ্ডে পল্লবাদিবিচিত্রিতে।
বাল্যতঃ সমতিক্রান্তে,কৈশোরাৎ পরতো গতঃ॥১৯৮৬
বগাহমানঃ কন্দর্পং শ্রীগোবিন্দো বিরাজতে।
নানারত্নমনোহারিণ্যে তস্মিন্ যোগপীঠকে ॥ ১৯৮৭ ॥
সহজো হি প্রভাবোঽয়ং নাচিরাৎ পরিতুষ্যতি।
অন্যেষু সিদ্ধপীঠেষু যা সিদ্ধির্বহুহায়নৈঃ ॥ ১৯৮৮ ॥
বৃন্দাবনে যোগপীঠে সৈকেনাহ্না প্রজায়তে।
প্রাতর্বালার্কসঙ্কাশং সঙ্গবে মঙ্গলচ্ছবি ॥ ১৯৮৯ ॥
মধ্যাহ্নে তরুণার্কাভং পরাহ্নে পদ্মপত্রবৎ।
সায়ং সিন্দূরপূরাভং রাত্রৌ চ শশিনির্মলম্ ॥ ১৯৯০ ॥
তমস্বিনীম্বিন্দ্রনীলময়ূখমেচকপ্রভম্।
বর্ষাসু চ সদা ভাত্যা হরিত্তৃণমণিপ্রভম্ ॥ ১৯৯১ ॥
শরৎসু চন্দ্রবিম্বাভং হেমন্তে পদ্মরাগবৎ।
শিশিরে হীরকপ্রখ্যং বসন্তে পল্লবারুণম্ ॥ ১৯৯২ ॥
গ্রীষ্মে পীযূষপূরাভং যোগপীঠং বিরাজতে।
মাধুরীভিঃ সদাচ্ছন্নমশোকলতিকাবৃতম্ ॥ ১৯৯৩ ॥
অধশ্চোর্দ্ধ্বং মহারত্নময়ূখৈঃ পরিতোবৃতম্।
চন্দ্রাবলীহৃরাধর্ষং রাধাসৌভাগ্যমন্দিরম্ ॥ ১৯৯৪ ॥
শ্রীরত্নমণ্ডপং নাম তথা শৃঙ্গারমণ্ডপম্।
সৌভাগ্যমণ্ডপং নাম মহামাধুর্যমণ্ডপম্ ॥ ১৯৯৫ ॥
সাম্রাজ্যমণ্ডপং নাম তথা স্মরতমণ্ডপম্।
ইত্যষ্টৌ যোগপীঠস্য নামানি শৃণু পার্বতি ॥ ১৯৯৬ ॥
নামাষ্টকং যঃ পঠতি প্রভাতে
শ্রীযোগপীঠস্য মহত্তমস্য।
গোবিন্দদেবং বশয়েৎ স তেন
প্রেমাণমাপ্নোতি পরস্য পুংসঃ ॥ ১৯৯৭ ॥

ইত্যূর্দ্ধ্বাম্নায়ে যোগপীঠপ্রকাশনং নামৈকোনবিংশং পটলম্॥

অন্বয়। শ্রীপার্বতী উবাচ (মহাদেবমিত্যর্থঃ)—অসৌ গোবিন্দদেবঃ কঃ অস্তি যঃ পুরা ত্বয়া সূচিতঃ (উদ্দেশেন কথিতঃ)। হে শঙ্কর ! তস্য (গোবিন্দদেবস্য) মাহাত্ম্যং কীদৃশং, স্বরূপঞ্চ কিং (কীদৃশম্)? শ্রীমহাদেব [পার্বতীং] উবাচ—গোপাল এব গোবিন্দঃ, (স চ) সদা প্রকটাপ্রকটঃ (প্রকটশ্চ ভৌমলীলাপ্রকাশকশ্চ, তথা অপ্রকটশ্চ স্বধাম্নি নিত্যলীলাময়শ্চ) ; স এব (গোবিন্দঃ) বৃন্দাবনে (ধাম্নি) যোগপীঠে (ভগবৎপ্রকাশস্থলে) সততং স্থিতঃ (বিরাজত ইত্যর্থঃ)। অসৌ (গোবিন্দদেবঃ) যুগচতুষ্কে অপি (ন কেবলং দ্বাপরে যুগে অপি তু অন্যযুগত্রয়ে অপি) শ্রীমদ্বৃন্দাবনাধিপঃ [অস্তি]। [স] নন্দগোপাদ্যৈঃ (নন্দগোপপ্রভৃতিভিঃ) পূজিতঃ (বাৎসল্যাদিরসৈঃ সেবিতঃ) কৃষ্ণেন অপি (কা কথা অপরেষাং স্বমাধুর্যসৌন্দর্যমুগ্ধেন স্বয়ং কৃষ্ণেনাপি) সুপূজিতঃ (বিস্ময়াৎ প্রশংসিতঃ) [স] ব্রজস্ত্রীণাং (গোপীনাং) চীরহর্তা (বস্ত্রহারী) [তাসাং] ব্রতপূর্তিবিধায়কঃ ব্রতপূর্ণতাকারী),চিদানন্দময়াকারঃ(চিদানন্দময় বিগ্রহঃ) ব্রজমণ্ডলে ব্যাপকঃ(সর্বব্রজমণ্ডলং ব্যাপ্য বিহরণশীলঃ) দিনে দিনে (নিত্যমিত্যর্থঃ) কিশোরতাং (কৈশোরভাবং) অতিক্রম্য (প্রৌঢ়ত্বে) বর্তমানঃ, তাম্বূলপূজিতমুখঃ (তাম্বূলরঞ্জিতবদনঃ) রাধিকাপ্রাণদৈবতঃ (শ্রীরাধায়াঃ প্রাণদেবতা ভবতি)রত্নবন্ধচতুষ্কূলং (পারচতুষ্টয়ে রত্নমণ্ডিতং) হংসপদ্মাদিসঙ্কুলং (হংসপদ্মাদিভিঃ পরিপূর্ণং)ব্রহ্মকুণ্ডং নাম কুণ্ডং (অস্তি) ; তস্য (ব্রহ্মকুণ্ডস্য) দক্ষিণতঃ দিশি মন্দারতরুভিঃ বৃতং (বেষ্টিতং) রত্নমণ্ডপম্ আভাতি (শোভতে)। তন্মধ্যে (তস্য রত্নমণ্ডপস্য মধ্যভাগে) যোগপীঠাখ্যম্ উত্তমং সাম্রাজ্যপদং (সর্বেশ্বরেশ্বরস্থানং বর্ততে)। ইহ (অস্মিন্ যোগপীঠে) এব বৃন্দাবনেশ্বরীপ্রাপ্য-সাম্রাজ্যরস-রঞ্জিতঃ

(বৃন্দাবনেশ্বর্যাঃ রাধায়াঃ প্রাজ্যেন প্রচুরেণ সাম্রাজ্যরসেন সর্বোত্তমোত্তম-প্রেমরসেন রঞ্জিতঃ) কৃষ্ণঃ প্রৌঢ়হাসয়া (গর্বিতহাস্যযুক্তয়া) রাধয়া নির্জিতঃ (সম্যক্ বশীকৃতঃ)। তস্য (কৃষ্ণস্য) অঙ্গশ্রীঃ (অঙ্গকান্তিস্বরূপিণী) বীরা (বীরনায়িকা) অখিলসাধনা (সর্বোপায়নিপুণা) চ নাম্না লীলাবতী (লীলাবতীত্যপরনাম্নী) বৃন্দা যোগপীঠস্য পূর্বত্র (পূর্বভাগে) সদা স্থিতা (অস্তি); কৃষ্ণকেলিবিনোদিনী (কৃষ্ণক্রীড়াসু বিনোদং পরানন্দং লভমানা) শ্যামা (যোগপীঠস্য) দক্ষিণস্যাং স্থিতা; [যোগপীঠস্য] পশ্চিমে ভগিনী নাম দেবী সর্বদা স্থিতা; [যোগপীঠস্য] উত্তরত্র (উত্তরভাগে) সিদ্ধেশী নাম দেবতা নিত্যং স্থিতা। [তস্য যোগপীঠস্য] পূর্বে পঞ্চবক্ত্রঃ (শিবঃ), দক্ষিণে দশবক্ত্রঃ (দশরূপধারী সঙ্কর্ষণঃ) চ, পশ্চিমে তু চতুর্বক্ত্রঃ (চতুরাননঃ ব্রহ্মা) উত্তরে সহস্রবক্ত্রঃ (সহস্রাননঃ অনন্তদেবঃ) স্থিতঃ। স্বর্ণবেত্রহস্তা (স্বর্ণবেত্রধারিণী) সর্বত্র শাসনে স্থিতা (সর্ববিষয়েষু শাসনে অধিকারিণী) মদনোন্মাদিনী (মদনস্যাপি উন্মাদজনয়িত্রী) নাম রাধিকায়াঃ প্রিয়সখী মানবিহ্বলং (মানবশীভূতং) গোবিন্দং পাদপে (কল্পবৃক্ষমূলে) পাদয়তি (নয়তি) এব। সাক্ষাৎ রতিপতিমানদা (রতিপতেঃ মদনস্য মানদা মানবর্ধিনী) অপি সা মন্মথোন্মাদিনী ইহ (অত্র) যুগলাকৃতিধামকামদন্তে (যুগলরূপস্য রাধাগোবিন্দমিথুনস্যেত্যর্থঃ যৎ ধাম তদেব কামস্য দন্তঃ গর্বস্থলং তস্মিন্) হরিমণিনবনীল-মাধুরীভিঃ (হরিরেব মণিঃ নীলকান্তমণিঃ তস্য নবনীলমাধুরীভিঃ নিত্যনূতননীলমাধুরীভিঃ) পদি পদি (প্রতিপদং) মন্মথসৌধং উচ্চিনোতি (মদনবৃদ্ধিং বিদধাতি)। (প্রাক্) মন্মথদ্বিতয়ং (কামবীজদ্বয়ং) পশ্চাৎ (তদনন্তরং) শ্রীকৃষ্ণায় ইতি সৎপদং ততঃ পশ্চাৎ গোবিন্দায় (ততঃ) স্বাহা ইতি অয়ং গোবিন্দস্য দ্বাদশাক্ষরঃ মহামন্ত্রঃ কালে (কালক্রমেণ) পূর্বানুরাগভাক্ (পূর্বঃ সর্বশ্রেষ্ঠঃ অনুরাগঃ তস্যানুভবদাতা ভবতি)। ততঃ পরং যুগলাত্মকং গোবিন্দং (রাধাগোবিন্দযুগলস্য মন্ত্রমিত্যর্থঃ) প্রবক্ষ্যামি। (স চ এবং ভবতি যথা)—লক্ষ্মীমন্মথতঃ (প্রথমং লক্ষ্মীবীজং ততঃ মন্মথবীজং ততঃ) রাধাগোবিন্দাভ্যাং নমঃ ইতি পদম্। এতস্য (যুগলমন্ত্রস্য) জ্ঞানমাত্রেণ রাধাকৃষ্ণৌ প্রসীদতঃ (প্রীতৌ ভবতঃ)। অনয়োঃ (মহামন্ত্রযুগলমন্ত্রয়োঃ) তু কামঃ (মন্মথঃ) ঋষিঃ (ভবতি); বিরাট্ ছন্দ উদাহৃতং (কথিতম্); দেবতা নিত্যগোবিন্দঃ (পূর্বস্য মহামন্ত্রস্যেত্যর্থঃ) এব, রাধাগোবিন্দৌ চ (যুগলমন্ত্রস্যেত্যর্থঃ) এব। যোগপীঠেশ্বরী (রাধা অনয়োঃ মন্ত্রয়োঃ) শক্তিঃ, কামবীজকৈঃ [সহ] ষড়ঙ্গং (ষট্ অঙ্গানি)। [অথ গোবিন্দস্য ধ্যানং যথা]—নবঘনমধুরং (নবমেঘবৎ মনোরমং দিব্যলীলাঃ (অপ্রাকৃতলীলাঃ) নটন্তং (কুর্বন্তং) বিস্ফূর্জন্মল্লবচ্ছং (মল্লকচ্ছেন শোভিতং) করযুগমুরলীরত্নদণ্ডাশ্রিতং (করযুগেন মুরলীং রত্নদণ্ডঞ্চাশ্রিত্য স্থিতং) অংসন্যস্তাচ্ছপীতাম্বরবিপুল-দশাদ্বন্দ্বগুচ্ছাভিরামং (অংসয়োঃ ন্যস্তং স্থাপিতং যৎ অচ্ছং নির্মলং পীতাম্বরং তস্য বিপুলদশাদ্বন্দ্বস্য গুচ্ছেন অভিরামং সুন্দরং) শ্রীমোহনেন্দ্রং (শ্রিয়া সৌন্দর্যেণ মোহনেন্দ্রং মোহকারিবর্যং) ইতরচরণাক্রান্তদক্ষাঙ্ঘ্রিনালং (দক্ষিণচরণোপরি ন্যস্তবামচরণং) পূর্ণং তং গোবিন্দদেবং ধ্যায়েৎ। এবং (পূর্বোক্তপ্রকারেণ) ধ্যাত্বা যাবল্লক্ষচতুষ্টয়ং (চতুর্লক্ষবারানিত্যর্থঃ) মন্ত্রং জপেৎ। তিলাজ্যহবনস্যান্তে (সতিলঘৃতহোমান্তে) চম্পকাশোকতুলসীকহ্লারৈঃ তথা কমলৈঃ (এভিঃ পুষ্পাদিভিরিত্যর্থঃ) যোগপীঠেশ্বরৌ (রাধাগোবিন্দৌ) যজেৎ, পূজয়েৎ। [অনেন] রাধাগোবিন্দযুগলং সাক্ষাৎ পশ্যতি। অত্র (বৃন্দাবনে) এব শ্রীমন্মদনগোপালঃ অপি সুপ্রতিষ্ঠিতঃ (সুপ্রকটঃ)। গোপালঃ (মদনগোপালঃ মদনমোহন ইত্যর্থঃ) কৈশোররূপী (নিত্যকৈশোরে বর্তমানঃ) গোবিন্দঃ প্রৌঢ়বিগ্রহঃ (পূর্ণবিকশিতদেহঃ)। উভয়োঃ (সম্বন্ধে) তারতম্যেন (তুলনয়া) গোপীনাথঃ অতিসুন্দরঃ [ভবতি]। গোপালঃ তু ধীরোদ্ধতঃ (নায়কঃ); গোবিন্দঃ ধীরোদাত্ততয়া (ধীরোদাত্তনায়করূপেণ) উচ্যতে; যঃ গোপীনাথঃ (সঃ) ধীরললিতাকৃতিঃ (ধীরললিতনায়ক ইত্যর্থঃ)। গোপালঃ তু সিংহমধ্যঃ (সিংহকটিঃ), গোবিন্দঃ ত্রিভঙ্গললিতাকৃতিঃ (ত্রিভঙ্গেন মধুররূপঃ) গোপিকানাথঃ পীনবক্ষঃস্থলঃ (সুপুষ্টোরস্কঃ) বিটঃ (কাম-কলাকোবিদঃ)। গোবিদাং পত্যৌ (গোবিন্দে) ত্রিসন্ধ্যং (প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়ংকালেষু অন্যৎ অন্যৎ হি (নবনবায়মানং) সৌন্দর্যং (শোভা দৃশ্যতে ইতি শেষঃ)। পল্লবাদিবিচিত্রিতে (পল্লবাদিভিঃ বিচিত্রং শোভিতে) গোবর্ধনদরীদণ্ডে (গোবর্ধনগুহাপ্রান্তে)

স্থিতে বাল্যতঃ সমতিক্রান্তে (বাল্যমতিক্রম্য প্রাপ্ত-কৈশোরে) গোবিন্দাৎ পরতো (গোপীনাথে) ত্রিসন্ধ্যং হি অন্তং অন্তং (ভিন্নপ্রকারকং) মাধুর্যম্। কৈশোরাৎ পরতো গতঃ (কৈশোরমতিক্রান্তঃ) কন্দর্পং বগাহমানঃ(মদনাবিষ্টঃ) শ্রীগোবিন্দঃ অস্মিন্ নানারত্নমনোহারিণি যোগপীঠকে বিরাজতে। [অত্র যোগপীঠে] অয়ং হি সহজঃ(স্বাভাবিকঃ) প্রভাবঃ (যৎ গোবিন্দঃ) ন চিরাৎ (অচিরেণ) পরিতুষ্যতি। অন্যেষু সিদ্ধপীঠেষু (যোগপীঠেষু) বহুহায়নৈঃ (বহুবৎসরৈঃ) যা সিদ্ধিঃ (লভ্যতে) সা বৃন্দাবনে যোগপীঠে একেন অহ্না (দিনেন) প্রজায়তে। [এতৎ] যোগপীঠং প্রাতঃ বালার্ক-সঙ্কাশং (বালসূর্যসদৃশং), সঙ্গবে (প্রাতঃকালাদনন্তরং মুহূর্তত্রয়পরিমিতে কালে) মঙ্গলচ্ছবি (শুভকান্তি) মধ্যাহ্নে তরুণার্কাভং, পরাহ্ণে পদ্মপত্রবৎ, সায়ং সিন্দূরপূরাভং (সিন্দূররাশিসদৃশং) রাত্রৌ (জ্যোৎস্নাময্যামিত্যর্থঃ) চ শশিনির্মলং (চন্দ্রবন্নির্মলং) তমস্বিনীষু (অন্ধকারময়ীষু রাত্রিষু) ইন্দ্রনীলময়ূখমেচকপ্রভুং (ইন্দ্রনীলমণিকিরণানাং শ্যামবর্ণবৎ) বর্ষাসু চ ভাত্যা (দীপ্ত্যা) হরিতৃণমণিপ্রভুং (হরিদ্বর্ণতৃণানাং তথা হরিন্মণীনাং প্রভাবিশিষ্টং) শরৎসু চন্দ্রাবিম্বাভং (চন্দ্রমণ্ডলতুল্যং) হেমন্তে পদ্মরাগবৎ শিশিরে হীরকপ্রখ্যং (হীরকসদৃশং) বসন্তে পল্লবারুণং (পল্লববৎ অরুণবর্ণং) গ্রীষ্মে পীযূষপূরাভং (অমৃতরাশিতুল্যং) সদা (সর্বকালেষু) মাধুরীভিঃ (বিবিধৈঃ মাধুর্যৈঃ) আচ্ছন্নং (ব্যাপ্তং) অশোকলতিকাবৃতং অধশ্চ ঊর্ধ্বং চ মহারত্নময়ূখৈঃ (শ্রেষ্ঠরত্নানাং কিরণৈঃ) পরিতঃ (সর্বতোভাবেন) বৃতং সৎ বিরাজতে। হে পার্বতি ! অস্য যোগপীঠস্য চন্দ্রাবলীহৃরাধর্ষং (ইত্যেকং) রাধাসৌভাগ্যমন্দিরং (ইতি দ্বিতীয়ং) শ্রীরত্ন-মণ্ডপং (ইতি তৃতীয়ং নাম) তথা শৃঙ্গারমণ্ডপং (ইতি চতুর্থং) সৌভাগ্যমণ্ডপং (ইতি পঞ্চমং) মহামাধুর্যমণ্ডপং (ইতি ষষ্ঠং) সাম্রাজ্যমণ্ডপং (ইতি সপ্তমং নাম) তথা স্মরতমণ্ডপং (ইত্যষ্টমং) ইতি অষ্টৌ নামানি শৃণু। যঃ (জনঃ) প্রভাতে মহত্তমস্য (সর্বমহতঃ) শ্রীযোগপীঠস্য নামা-ষ্টকং পঠতি স তেন (পঠনেন) গোবিন্দদেবং বশয়েৎ (বশীকর্তুং শক্নুয়াৎ) পরস্য পুংসঃ (পরমপুরুষস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) প্রেমাণম্ আপ্নোতি (লভতে)"॥ ইতি ঊর্ধ্বাম্নায়ে যোগপীঠ-প্রকাশনং নাম একোনবিংশং (ঊনবিংশতিতমং) পটলম্॥ ১৯৬১-৯৭॥

অনুবাদ। শ্রীপার্বতী বলিলেন,—"সেই গোবিন্দদেব কে, যাঁহার সম্বন্ধে আপনি পূর্বে আভাস দিয়াছিলেন ? হে শঙ্কর ! তাঁহার মাহাত্ম্য ও স্বরূপ কীদৃশ ?" শ্রীমহাদেব বলিলেন,—"গোপালই গোবিন্দ, তিনি নিত্য প্রকট ও অপ্রকট এই উভয়লীলাবিশিষ্ট। তিনি বৃন্দাবনে যোগপীঠে নিত্য বিরাজমান। তিনি চারিযুগেই শ্রীবৃন্দাবনের অধীশ্বর। তিনি নন্দগোপাদিকর্তৃক বাৎসল্যাদিরসে সেবিত। স্বমাধুর্যাকৃষ্ট স্বয়ং কৃষ্ণও বিস্ময়ে গোবিন্দের প্রশংসা করিয়া থাকেন। তিনি গোপীগণের বস্ত্রহারী, তাঁহাদের ব্রতের পূর্ণতাবিধায়ক, চিদানন্দবিগ্রহ, সর্বব্রজমণ্ডলব্যাপী কিশোরভাব অতিক্রমপূর্বক নিত্য প্রৌঢ়ত্বে বর্তমান, তাম্বুলরঞ্জিতবদন ও শ্রীরাধিকার প্রাণদেবতা। চারিধারে রত্নমণ্ডিত, হংসপদ্ম প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ ব্রহ্মকুণ্ড-নামক এক কুণ্ড আছে। তাহার দক্ষিণদিকে মন্দারবৃক্ষরাজি-বেষ্টিত রত্নমণ্ডপ শোভা পাইতেছে। তাহার মধ্যস্থলে যোগপীঠ-নামক উত্তম সার্বভৌমস্থান অবস্থিত। সেই যোগপীঠেই বৃন্দাবনেশ্বরীর প্রচুর প্রেমরসে রঞ্জিত কৃষ্ণ গর্বিতহাস্যময়ী শ্রীরাধার একান্ত বশীভূত। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গশ্রী বীরনায়িকা সর্বোপায়কুশলা লীলাবতীনাম্নী বৃন্দাদেবী যোগপীঠের পূর্বভাগে নিত্য অবস্থিত ; উহার দক্ষিণভাগে কৃষ্ণকেলিবিনোদিনী শ্যামার অবস্থিতি ; পশ্চিমভাগে ভগিনীনামে দেবী সর্বদা অবস্থিতা এবং উত্তরভাগে সিদ্ধেশী-নাম্নী দেবী নিত্য অবস্থান করেন। যোগপীঠের পূর্বদিকে দেব পঞ্চানন, দক্ষিণে দশরূপধারী (দশবদন) সঙ্কর্ষণ, পশ্চিমে চতুর্বদন ব্রহ্মা, উত্তরে সহস্রবদন অনন্তদেব অবস্থিত। স্বর্ণবেত্রধারিণী সর্ববিষয়ে শাসনকার্যে অধি-কারিণী মদনোন্মাদিনী নামে রাধিকার প্রিয়সখী মানবিহ্বল গোবিন্দকে কল্পতরুমূলে লইয়া যান। সাক্ষাৎ মদনেরও মানবর্ধিনী সেই মদনোন্মাদিনী মদনের দন্তস্থল শ্রীযুগলের এই ধামে (পীঠে) নীলকান্তমণি হরির নিত্যনূতন নীল-কান্তিরাশিদ্বারা প্রতিপদে মদনের সৌধ নির্মাণ করিয়া থাকেন। প্রথম দুইটি কামবীজ, তারপর "শ্রীকৃষ্ণায়"—এই

পদ, তারপর "গোবিন্দায়,—এই পদ, তারপর "স্বাহা"—শ্রীগোবিন্দের এই দ্বাদশাক্ষর মহামন্ত্র কালক্রমে সর্বোত্তম-প্রেমানুভূতি প্রদান করিয়া থাকে। তারপর যুগলাত্মক গোবিন্দের মন্ত্র বলিব। প্রথমে লক্ষ্মীবীজ, তারপর কাম-বীজ, তারপর "রাধাগোবিন্দাভ্যাং নমঃ"—এই পদ। এই যুগলমন্ত্রের জ্ঞানমাত্রেই রাধাকৃষ্ণ প্রসন্ন হন। উক্ত মন্ত্র-দ্বয়ের ঋষি—কামদেব, ছন্দ—বিরাট্, দেবতা—নিত্য গোবিন্দ ও রাধাগোবিন্দ ; যোগপীঠেশ্বরী রাধা উঁহাদের শক্তি, কামবীজসহ ছয়টী অঙ্গ। গোবিন্দের ধ্যান—নবনীরদবৎ মধুর আপ্রাকৃতলীলাকারী, মল্লকচ্ছশোভিত। হস্তদ্বয়ে মুরলী ও রত্নদণ্ডধারী, স্কন্ধোপরি স্থাপিত নির্মল পীতবসনের বিস্তৃত অঞ্চলদ্বয়ের গুচ্ছদ্বারা মনোহর, সৌন্দর্যে সর্বপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মোহকারী, দক্ষিণচরণের উপর বামচরণস্থাপনপূর্বক বিরাজমান পরিপূর্ণতম সেই গোবিন্দ-দেবকে ধ্যান করিবে। এইরূপ ধ্যান করিয়া চারিলক্ষবার জপ করিবে। তিলসহিত আজ্যহোমের পর চম্পক-অশোক-তুলসী-কহ্লার-পদ্ম-পুষ্পে যোগপীঠদেবতা রাধা-গোবিন্দের পূজা করিবে। ইহাতে রাধাগোবিন্দ-যুগলকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতে পারা যায়। এই বৃন্দাবনেই শ্রীমন্ মদনগোপালও সুপ্রকট আছেন। গোপাল নিত্য কিশোর রূপধারী,আর গোবিন্দদেব প্রৌঢ়বিগ্রহ অর্থাৎ পূর্ণবিকসিত দেহে বিরাজমান। তারতম্য-বিচারে এই উভয় অপেক্ষা গোপীনাথ অধিক সুন্দর। গোপাল—ধীরোদ্ধত নায়ক, গোবিন্দ—ধীরোদাত্ত নায়ক, গোপীনাথ—ধীরললিত নায়ক। গোপাল—সিংহকটি, গোবিন্দ—ত্রিভঙ্গমধুরদেহ, গোপীনাথ—সুপুষ্টবক্ষবিশিষ্ট লম্পট। পল্লবাদিদ্বারা বিচিত্র-রূপে শোভিত গোবর্ধনের গুহাপ্রান্তে অবস্থিত এবং বাল্য অতিক্রমপূর্বক কৈশোরপ্রাপ্ত গোপীনাথের ত্রিসন্ধ্যা ভিন্ন ভিন্ন মাধুরী প্রকাশিত হয়। কৈশোরের পরের অবস্থাপ্রাপ্ত মদনাবিষ্ট শ্রীগোবিন্দ নানারত্নে মনোহর যোগপীঠে বিরাজ করেন। এই যোগপীঠের ইহাই স্বাভাবিক প্রভাব যে, গোবিন্দদেব অচিরে পরিতুষ্ট হন। অপর সিদ্ধপীঠসকলে যে সিদ্ধি বহুবৎসরে লভ্য হয়, তাহা বৃন্দাবন-যোগপীঠে এক দিনেই উপস্থিত হয়। এই যোগপীঠ প্রাতঃকালে বাল-সূর্যসদৃশ, তারপর তিন মুহূর্তকাল শুভকান্তিযুক্ত, মধ্যাহ্নে তরুণসূর্যের প্রভাবিশিষ্ট, অপরাহ্নে পদ্মপত্রের ন্যায়, সায়ং-কালে সিন্দূররাশির আভাবিশিষ্ট,জ্যোৎস্নারাত্রিতে শশীর ন্যায় নির্মল, অন্ধকার রজনীতে ইন্দ্রনীলমণিকিরণের শ্যামকান্তিতুল্য, বর্ষাকালে দীপ্তিতে হরিদ্বর্ণ তৃণ ও মণির প্রভাবিশিষ্ট, শরৎকালে চন্দ্রবিম্বতুল্য, হেমন্তে পদ্মরাগমণির ন্যায়, শীতকালে হীরকসদৃশ, বসন্তে পল্লবের ন্যায় অরুণ, গ্রীষ্মে অমৃতরাশির কান্তিবিশিষ্ট, সর্ব্বকালেই নানা মাধুরী-পরিপূর্ণ, অশোকলতিকাবেষ্টিত, অধঃ ও উর্ধ্বে উত্তম রত্ন-সকলের কিরণদ্বারা সর্বতোভাবে পরিবৃত হইয়া বিরাজিত। হে পার্বতি! এই যোগপীঠের অষ্ট নাম শ্রবণ কর—চন্দ্রাবলী-দুরাধর্ষ, রাধাসৌভাগ্যমন্দির, শ্রীরত্নমণ্ডপ, শৃঙ্গারমণ্ডপ, সৌভাগ্যমণ্ডপ, মহামাধুর্যমণ্ডপ, সাম্রাজ্যমণ্ডপ ও স্মরত-মণ্ডপ। যে জন প্রভাতে সর্বোত্তম শ্রীযোগপীঠের নামাষ্টক পাঠ করেন, তিনি তাহাদ্বারা গোবিন্দদেবকে বশ করিতে সমর্থ হন এবং পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রেম লাভ করেন। ইতি উর্ধ্বাম্নায়তন্ত্রে যোগপীঠপ্রকাশ-নামক উনবিংশতি পটল॥

এত কহি' শ্রীপণ্ডিত উল্লাস-অন্তরে।
ভোজনটিলাতে হৈতে চলে ধীরে ধীরে ॥ ১৯৯৮॥

কথো দূরে গিয়া কহে সুমধুর কথা।
করিলেন তপস্যা সৌভরিমুনি এথা ॥ ১৯৯৯ ॥

দেখহ যমুনাতীরে স্থান সুনির্জ্জন।
সনোরথ-নাম গ্রাম জানে সর্বজন ॥ ২০০০ ॥

এই যে কালিয়হ্রদ দেখ নিবাস।
এথা শ্রীকৃষ্ণের অতি আশ্চর্য বিলাস ॥ ২০০১ ॥

কালিন্দীর তীরে কেলিকদম্বে চড়িয়া।
কালিন্দীর জলে পড়িলেন ঝাঁপ দিয়া ॥ ২০০২ ॥

কালিয় দমন করে কালিন্দীর জলে।
কালি-সর্পফণে নাচে দেখয়ে সকলে ॥ ২০০৩ ॥

কালিয়-সর্পেরে কৃষ্ণ অনুগ্রহ কৈলা।
এথা হইতে রমণকদ্বীপে পাঠাইলা ॥ ২০০৪ ॥

এ-কালিয়হ্রদে স্নানাদিক করে যে।
অনায়াসে সর্বপাপে মুক্ত হয় সে ॥ ২০০৫ ॥

বিষ্ণুলোকে যায় এথা দেহ-ত্যাগ হৈলে।
পুরাণে কহয়ে আর নানা ফল মিলে ॥ ২০০৬ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

কালিয়স্য হ্রদং গত্বা ক্রীড়াং কৃত্বা বসুন্ধরে।
স্নানমাত্রেণ তত্রৈব সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২০০৭ ॥

*　　*　　*

অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥২০০৮॥

অন্বয়। হে বসুন্ধরে! কালিয়স্য হ্রদং গত্বা, (তত্র) ক্রীড়াং কৃত্বা তত্র স্নানমাত্রেণ [জনঃ] সর্বপাপৈঃ (সর্বপাপেভ্য ইত্যর্থঃ) প্রমুচ্যতে এব। অথ [যঃ] অত্র হ্রদে প্রাণান্ মুঞ্চতে স মম লোকং গচ্ছতি ॥ ২০০৭-৮ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—হে বসুন্ধরে! কালিয়ের হ্রদে গমন করিয়া, তথায় ক্রীড়া করিয়া ও তথায় স্নানমাত্রে লোক সর্বপাপ হইতে নিশ্চিতই মুক্ত হয়। এই হ্রদে যে প্রাণত্যাগ করে, সে আমার ধামে গমন করে ॥২০০৭-৮॥

শ্রীদশমস্কন্ধে ১৬শ অধ্যায়ে ৬২তম-শ্লোকঃ—

যোঽস্মিন্ স্নাত্বা মদাক্রীড়ে দেবাদীংস্তর্পয়েজ্জলৈঃ।
উপোষ্য মাং স্মরন্নর্চেৎ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২০০৯॥

অন্বয়। যঃ অস্মিন্ মদাক্রীড়ে (মম আক্রীড়ে ক্রীড়াস্থানে) স্নাত্বা (অস্য) জলৈঃ দেবাদীন্ তর্পয়েৎ (তোষয়তি), তথা উপোষ্য (কৃতোপবাসঃ) মাং স্মরন্ অর্চেৎ (অর্চয়েৎ সঃ) সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২০০৯ ॥

অনুবাদ। শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ১৬শ অধ্যায়ে ৬২তম শ্লোকে—যে ব্যক্তি আমার এই ক্রীড়াস্থানে স্নান করিয়া ইহার জলদ্বারা দেবতা প্রভৃতির তর্পণ করে, উপবাস করিয়া আমাকে স্মরণপূর্বক অর্চন করে, সে সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ২০০৯ ॥

যে কদম্বে চড়ি' কৃষ্ণ হ্রদে ঝাঁপ দিলা।
সে বৃহৎবৃক্ষশোভা শাস্ত্রে প্রকাশিলা ॥ ২০১০ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

অত্রাপি মহদাশ্চর্যং পশ্যন্তি পণ্ডিতা নরাঃ।
কালিয়হ্রদপূর্বেণ কদম্বো মহিতো দ্রুমঃ ॥ ২০১১ ॥
শতশাখঃ বিশালাক্ষি পুণ্যঃ সুরভিগন্ধিশ্চ।
স চ দ্বাদশমাসেষু মনোজ্ঞঃ শুভশীতলঃ।
পুষ্পয়তি বিশালাক্ষি প্রভাসন্তে দিশো দশ ॥২০১২॥

অন্বয়। হে বিশালাক্ষি! অত্র (কালিয়হ্রদে) অপি পণ্ডিতাঃ নরাঃ মহৎ আশ্চর্যং পশ্যন্তি। কালিয়হ্রদপূর্বেণ (কালিয়হ্রদস্য পূর্বেণ) শতশাখঃ (বহুশাখাবিশিষ্ট ইত্যর্থঃ) সুরভিগন্ধিঃ (সুগন্ধিযুক্তঃ) চ মহিতঃ (লোকপূজিতঃ) পুণ্যঃ (পুণ্যপ্রদ ইত্যর্থঃ) কদম্বঃ দ্রুমঃ (বৃক্ষঃ বর্ততে)। হে বিশলাক্ষি! মনোজ্ঞঃ (মনোহরঃ) শুভশীতলঃ স দ্বাদশ মাসেষু পুষ্পয়তি (পুষ্পং প্রসূতে) [তেন] দশদিশঃ প্রভাসন্তে (দীপ্যন্তে) ॥ ২০১১-১২ ॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—হে বিশালাক্ষি! এই স্থানেও পণ্ডিতগণ মহৎ আশ্চর্য দর্শন করিয়া থাকেন। কালিয়হ্রদের পূর্বদিকে শতশাখাযুক্ত সুগন্ধিবিশিষ্ট, লোকপূজিত, পুণ্যপ্রদ কদম্ব বৃক্ষ আছে। হে বিশালাক্ষি! মনোহর, শুভকারী, শীতল সেই বৃক্ষ দ্বাদশমাসে পুষ্প ধারণ করে, তাহাতে দশদিক্ উদ্ভাসিত হয় ॥ ২০১১-১২ ॥

এ কালিয়-তীর্থ তীর্থপাপ বিনাশয়।
কালিতীর্থ-স্নানে বহু কার্যসিদ্ধি হয় ॥ ২০১৩ ॥

তথাহি সৌরপুরাণে—

ততঃ কালিয়তীর্থাখ্যং তীর্থমঘৌঘবিনাশনম্।
অনৃত্যদ্ যত্র ভগবান্ বালঃ কালিয়মস্তকে ॥২০১৪॥
তত্র যস্তু কৃতস্নানো বাসুদেবং সমর্চয়েৎ।
অধমজনদুষ্প্রাপং কৃষ্ণসাযুজ্যমশ্নুতে ॥ ২০১৫ ॥

অন্বয়। ততঃ কালিয়তীর্থাখ্যং (কালিয়তীর্থনামকং) অঘৌঘবিনাশনং (পাপনিবর্তকং) তীর্থং [অস্তি] যত্র (তীর্থে) ভগবান্ বালঃ (কৃষ্ণঃ) কালিয়মস্তকে (কালিয়সর্পস্য শিরসি) অনৃত্যৎ। যঃ তু (এব) তত্র (কালিয়তীর্থে) কৃতস্নানঃ (স্নানং কৃত্বেত্যর্থঃ) বাসুদেবং সমর্চয়েৎ [সঃ] অধমজন-দুষ্প্রাপং (ঘৃণ্যজনানাং দুষ্প্রাপ্যং) কৃষ্ণসাযুজ্যম্ অশ্নুতে (লভতে) ॥ ২০১৪-১৫ ॥

অনুবাদ। সৌরপুরাণে—তারপর কালিয়তীর্থনামক পাপনাশন তীর্থ, যথায় ভগবান্ বালকৃষ্ণ কালিয়মস্তকে নৃত্য করিয়াছিলেন। যে এই তীর্থে স্নাত হইয়া বাসুদেবের অর্চন করে, সে নীচগণের দুর্লভ কৃষ্ণসেবা প্রাপ্ত হয় ॥২০১৪-১৫॥

দেখহ দ্বাদশাদিত্য-তীর্থ এই খানে।
মিলয়ে বাঞ্ছিত ফল—বিদিত পুরাণে ॥ ২০১৬ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

সূর্যতীর্থে নরঃ স্নাতো দৃষ্ট্বাদিত্যান্ বসুন্ধরে।
আদিত্যভুবনং প্রাপ্য কৃতকৃত্যঃ স মোদতে ॥২০১৭॥
আদিত্যেঽহনি সংক্রান্তাবস্মিন্ তীর্থে বসুন্ধরে।
মনসাভীপ্সিতং কামং প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ ॥২০১৮॥

অন্বয়। হে বসুন্ধরে! সূর্যতীর্থে স্নাতঃ নরঃ আদিত্যান্ দৃষ্ট্বা আদিত্যভুবনং (সূর্যলোকং) প্রাপ্য কৃতকৃত্যঃ [সন্] স মোদতে। হে বসুন্ধরে! আদিত্যে অহনি (রবিবাসরে) সংক্রান্তৌ (সংক্রমণদিবসে) অস্মিন্ তীর্থে (স্নানাদিকং কৃতবান্ জনঃ) মনসা অভীপ্সিতং (অভিলষিতং) কামং প্রাপ্নুবন্তি—(তত্র ন সংশয়ঃ)॥ ২০১৭-১৮॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—হে বসুন্ধরে! সূর্যতীর্থে স্নাত ব্যক্তি আদিত্য দর্শন করিয়া সূর্যলোক প্রাপ্ত হয় এবং কৃতকৃত্য হইয়া আনন্দ লাভ করে। হে বসুন্ধরে! রবিবারে সংক্রান্তি-দিনে এই তীর্থে স্নানাদিকারী জন মনের আকাঙ্খিত ফল প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই॥২০১৭-১৮॥

সৌরপুরাণে—

দ্বাদশাদিত্যতীর্থাখ্যং তীর্থং তদনুপাবনম্।
তস্য দর্শনমাত্রেণ নৃণামঘো বিনশ্যতি॥ ২০১৯॥

অন্বয়। তদনু (ততঃ পরং) দ্বাদশাদিত্যতীর্থাখ্যং (দ্বাদশাদিত্যতীর্থনামকং) তীর্থং (বর্ততে)। তস্য (তীর্থস্য) দর্শনমাত্রেণ নৃণাং (দর্শনকারিলোকানং) অঘঃ (পাপং) বিনশ্যতি॥ ২০১৯॥

অনুবাদ। সৌরপুরাণে—তাহার পর দ্বাদশ আদিত্য-নামক তীর্থ। তাহার দর্শনমাত্রে লোকের পাপ বিনষ্ট হয়॥ ২০১৯॥

অহে শ্রীনিবাস! কৃষ্ণ কালিহ্রদ হৈতে।
কালিকে দমন করি' আইলা এ টিলাতে॥ ২০২০॥
সূর্যগণ কৃষ্ণে অতি শীতার্ত জানিয়া।
শীত নিবারয়ে উগ্র তাপ প্রকাশিয়া॥ ২০২১॥

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮২তম-শ্লোকঃ—
সূর্যৈর্দ্বাদশভিঃ পরং মুররিপুঃ শীতার্ত উগ্রাতপৈ-
র্ভক্তিপ্রেমভরৈরুদারচরিতঃ শ্রীমান্ মুদা সেবিতঃ।
যত্র স্ত্রীপুরুষৈঃ কণৎপশুকুলৈরাবেষ্টিতোরাজতে
স্নেহৈর্দ্বাদশসূর্যনাম তদিদং তীর্থং সদা সংশ্রয়ে॥২০২২॥

অন্বয়। যত্র পরং (অতিশয়িতং) শীতার্তঃ (শীতাকুলঃ) উদারচরিতঃ (উদারলীলঃ) শ্রীমান্ (পরমসুন্দরঃ) মুররিপুঃ (মুরারিঃ কৃষ্ণঃ) দ্বাদশভিঃ সূর্যৈঃ (কর্তৃভিঃ) উগ্রাতপৈঃ (প্রবলতাপদানেনেত্যর্থঃ) ভক্তিপ্রেমভরৈঃ (প্রচুর-ভক্তিপ্রেমভিঃ) মুদা (আনন্দাৎ) সেবিতঃ [সন্] স্ত্রীপুরুষৈঃ (স্ত্রিয়াশ্চ পুরুষাশ্চ যেষু তাদৃশৈঃ) কণৎপশুকুলৈঃ (শব্দায়মান-গোকুলৈঃ) স্নেহৈঃ আবেষ্টিতঃ রাজতে ইদং তৎ দ্বাদশসূর্যনাম তীর্থং সদা আশ্রয়ে॥ ২০২২॥

অনুবাদ। শ্রীস্তবাবলীতে ব্রজবিলাসস্তবের ৮২তম শ্লোকে—যথায় অতি শীতার্ত উদারলীলাপরায়ণ পরমসুন্দর মুরারি দ্বাদশসূর্যকর্তৃক ভক্তিপ্রেমভরে ও আনন্দে প্রবলতাপদানদ্বারা সেবিত হইয়াছিলেন এবং শব্দায়মান-স্ত্রীপুরুষপূর্ণ গোসকলদ্বারা স্নেহে বেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিয়াছিলেন। এই সেই দ্বাদশসূর্যনামক তীর্থকে আমি সর্বদা আশ্রয় করি॥ ২০২২॥

স্বপ্নে সনাতন প্রভুকে মহাপ্রভুর কৃপা—

অহে শ্রীনিবাস! মহাপ্রভুর আজ্ঞায়।
সনাতন ব্রজে আসি' রহিলা এথায়॥ ২০২৩॥
প্রভু আসিবেন—আজ্ঞা দিল সনাতনে।
তাঁ'র লাগি' স্থান কৈলা দেখ এ নির্জনে॥ ২০২৪॥
সনাতনে উদ্বিগ্ন দেখিয়া গৌরহরি।
স্বপ্নচ্ছলে এথা দেখা দিলা কৃপা করি'॥২০২৫॥
বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র দিব্যাসনে।
সনাতন লোটাইয়া পড়িলা চরণে॥ ২০২৬॥
সনাতনে প্রভু করি' দৃঢ় আলিঙ্গন।
সর্বমতে সন্তোষিয়া হৈলা অদর্শন॥ ২০২৭॥
অদ্ভুত প্রভুর লীলা কে পারে বুঝিতে।
সদা বৃন্দাবনে বিহরয়ে ইচ্ছামতে॥ ২০২৮॥
দেখ **প্রস্কন্দন-ক্ষেত্র**-স্নানে পাপ যায়।
প্রাণত্যাগ হইলেই বিষ্ণুলোক পায়॥ ২০২৯॥

তথাহি আদিবারাহে—

পুনরন্যং প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ত্বং বসুন্ধরে।
ক্ষেত্রং প্রস্কন্দং নাম সর্বপাপহরং শুভম্॥ ২০৩০॥
তস্মিন্ স্নাতস্তু মনুজঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
অথাত্র হি মুঞ্চন্ প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি॥

অন্বয়। হে বসুন্ধরে! পুনঃ অন্যৎ (তীর্থং) প্রবক্ষ্যামি তৎ ত্বং শৃণু। সর্বপাপহরং শুভং প্রস্কন্দং নাম ক্ষেত্রং (অস্তি), তস্মিন্ (প্রস্কন্দনে) স্নাতঃ মনুজঃ তু (মনুষ্যঃ) সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। অথ অত্র প্রাণান্ মুঞ্চন্ স মম লোকে গচ্ছতি হি (এব)॥ ২০৩০-৩১॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—হে বসুন্ধরে! অন্যতীর্থের কথা বলিব, তাহা তুমি শ্রবণ কর। প্রস্কন্দন-নামে সর্বপাপনাশক শুভক্ষেত্র আছে। তথায় স্নাত ব্যক্তি

সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। আবার এথায় প্রাণত্যাগ করিলে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই আমার ধামে গমন করে॥ ২০৩০-৩১ ॥

অহে শ্রীনিবাস! সূর্যগণের তাপেতে।
দূরে গেল শীত ঘর্ম হইল দেহেতে॥ ২০৩২ ॥
সেই ঘর্ম-জল সূর্যকন্যায় মিলিল।
এই হেতু 'প্রস্কন্দন'-নাম তীর্থ হইল। ২০৩৩॥

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮৩ম-শ্লোকঃ—

অত্যন্তাতপ-সেবনেন পরিতঃ সংজাতঘর্মোৎকরৈ-
র্গোবিন্দস্য শরীরতো নিপতিতৈর্যত্তীর্থমুচ্চৈরভূৎ।
তত্তৎকোমলসান্দ্রসুন্দরতরশ্রীমৎসদঙ্গোচ্ছলদ্-
গন্ধৈর্হারি সুবারি সুদ্যুতি ভজে প্রস্কন্দনং বন্দনৈঃ॥

অন্বয়। অত্যন্তাতপ সেবনেন (প্রচুরসূর্যতাপসেবয়া) গোবিন্দস্য শরীরতঃ (শরীরে) পরিতঃ (সর্বাঙ্গেবিত্যর্থঃ) সংজাতঘর্মোৎকরৈঃ (নির্গতঘর্মরাশিভিঃ) নিপতিতৈঃ (বিগলিতৈঃ চ) যৎ উচ্চৈঃ (মহৎ) তীর্থম্ অভূৎ তৎকোমল-সান্দ্রসুন্দরতরং শ্রীমৎসদঙ্গোচ্ছলদ্গন্ধৈঃ (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কোমলং সান্দ্রসুন্দরতরং অতিসুন্দরং যৎ শ্রীমৎ সদঙ্গং তস্মাৎ উচ্ছলদ্গন্ধৈঃ স্ফুরদ্গন্ধৈঃ) হারি (মনোহারি) সুবারি (সুজলপূর্ণং) সুদ্যুতি (পরমোজ্জলং) তৎ প্রস্কন্দনং বন্দনৈঃ (স্তুতিভিঃ) ভজে॥ ২০৩৪ ॥

অনুবাদ। শ্রীস্তবাবলীর ব্রজবিলাসস্তবে ৮৩ম শ্লোকে— অত্যন্ত রৌদ্রসেবনহেতু গোবিন্দের শরীরে সর্বাঙ্গে বিনির্গত ঘর্মরাশি প্রবাহিত হইয়া যে মহাতীর্থের সৃষ্টি করিয়াছে, গোবিন্দের কোমল অতিসুন্দর শ্রীমৎ শুভাঙ্গ হইতে স্ফুরিত গন্ধরাশির দ্বারা মনোহর সুজলপূর্ণ পরমোজ্জল সেই প্রস্কন্দনকে বন্দনাপূর্বক ভজনা করি॥ ২০৩৪ ॥

প্রস্কন্দনঘাট দেখাইয়া শ্রীনিবাসে।
প্রেমাবেশে কহে অতি সুমধুরভাষে॥ ২০৩৫ ॥

শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর জন্মাদি-বৃত্তান্ত—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাভিন্ন অদ্বৈত ঈশ্বর।
কথোদিন ছিলা এই বনের ভিতর॥ ২০৩৬ ॥
এই বটবৃক্ষতলে কৃষ্ণে আরাধয়।
কে বুঝিতে পারে তাঁ'র দুর্গম আশয়॥ ২০৩৭ ॥
এ প্রভুর জন্মাদি-গমন যৈছে এথা।
শুন শ্রীনিবাস! কহি সংক্ষেপে সে কথা॥ ২০৩৮ ॥
মাধবেন্দ্রপুরীশ্বর, শচী, জগন্নাথ।
প্রকটিলা অদ্বৈত-ঈশ্বর সেই সাথ॥ ২০৩৯ ॥
জীবপ্রতি অদ্বৈতের করুণা অশেষ।
জনমের ছলে ধন্য কৈল বঙ্গদেশ॥ ২০৪০ ॥

বঙ্গদেশে শ্রীহট্ট-নিকট নবগ্রাম।
'কুবের পণ্ডিত' তথা নৃসিংহসন্তান॥ ২০৪১ ॥
কুবের পণ্ডিত ভক্তিপথে মহাধন্য।
কৃষ্ণপাদপদ্ম বিনা না জানয়ে অন্য॥ ২০৪২ ॥
তৈছে তাঁ'র পত্নী **'নাভাদেবী'** পতিব্রতা।
জগতের পূজ্যা, যেঁহো অদ্বৈতের মাতা॥ ২০৪৩ ॥
দোঁহে শান্তিপুরে আসি' গঙ্গা-সন্নিধানে।
নিরন্তর মগ্ন কৃষ্ণকথা-আলাপনে॥ ২০৪৪ ॥
একদিন শ্রীকুবের নাভার সহিতে।
বৈষ্ণবের নিন্দা শুনি' চাহয়ে মরিতে॥ ২০৪৫ ॥
কোন ভাগ্যবান্ দোঁহে দেখি' মৃতপ্রায়।
করিলা দোঁহারে স্থির কৃষ্ণের ইচ্ছায়॥ ২০৪৬ ॥
তথাপিহ দুঃখী হইয়া করিলা শয়ন।
কিছু নিদ্রা হৈতে দেখে অপূর্ব স্বপন॥ ২০৪৭ ॥
মহাতেজোময় এক পুরুষ সুন্দর।
তপ্তহেম-পর্বত জিনিয়া কলেবর॥ ২০৪৮ ॥
এ পুরুষ আর এক পুরুষ-সুন্দরে।
সুমধুর বাক্য কহে ধরি' দুই করে॥ ২০৪৯ ॥
"কলিহত জীবের এ দুঃখ নিবারিতে।
শীঘ্র অবতীর্ণ তুমি হও পৃথিবীতে॥ ২০৫০ ॥
তুমি আকর্ষিলে আমি রহিতে নারিব।
অগ্রজের সহ শীঘ্র প্রকট হইব॥" ২০৫১ ॥
শুনিয়া এতেক বাক্য মহাহর্ষ-চিতে।
শুভক্ষণে প্রবেশিলা নাভার গর্ভেতে॥ ২০৫২ ॥
ঐছে দেখি' বিপ্রের আনন্দ অতিশয়।
নিদ্রা-ভঙ্গ হৈতে হৈল ব্যাকুল হৃদয়॥ ২০৫৩ ॥
বিপ্র মহাশাস্ত্রজ্ঞ বিচার কৈল চিত্তে।
"গুরুরূপে ঈশ্বরের প্রকট কলিতে॥" ২০৫৪ ॥
ঐছে বহু মনে হৈতে হইলা বিহ্বল।
পত্নীসহ নারে নিবারিতে নেত্রজল॥ ২০৫৫ ॥

সেই দিন হৈতে নাভা হৈলা গর্ভবতী।
পুনঃ নবগ্রামে গিয়া করিলেন স্থিতি ॥ ২০৫৬ ॥
তথাই প্রকট হৈলা অদ্বৈত ঈশ্বর।
জগতের হৈল মহা উল্লাস অন্তর ॥ ২০৫৭ ॥
অকস্মাৎ এই ধ্বনি হৈল ইঁহা হৈতে।
"প্রকটিব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পৃথিবীতে ॥ ২০৫৮ ॥
নিত্যানন্দ-রামে ইহোঁ তুরিতে আনিব।
পরিকর-বৃন্দসহ সুখে বিহরিব ॥ ২০৫৯ ॥
খণ্ডিব জীবের দুঃখ চিন্তা নাহি আর।
ঘরে ঘরে হবে প্রেম-ভক্তির প্রচার ॥ ২০৬০ ॥
সঙ্কীর্তন-আনন্দ-সমুদ্র উথলিব।
ধন্য এই কলি! কেহ বঞ্চিত নহিব।" ২০৬১ ॥
ঐছে নানা ধ্বনি শুনি' সবে হর্ষ হয়।
কুবের ভবন হৈল মঙ্গল-আলয় ॥ ২০৬২ ॥
দিনে দিনে বাঢ়ে প্রভু অদ্বৈত ঈশ্বর।
দেখে ভাগ্যবন্ত লোক উল্লাস-অন্তর ॥ ২০৬৩ ॥
অদ্বৈত আপনা সদা লুকাইয়া রয়।
কভু শ্রীচৈতন্য-ইচ্ছামতে ব্যক্ত হয় ॥ ২০৬৪ ॥
অদ্বৈতে পাইয়া নবগ্রামবাসী লোক।
আনন্দে ভাসয়ে পাসরিয়া দুঃখ-শোক ॥ ২০৬৫ ॥
'কমলাক্ষ,' 'অদ্বৈত'—প্রভুর দুই নাম।
'অদ্বৈত' বলিয়া সবে ডাকে অবিরাম ॥ ২০৬৬ ॥
অদ্বৈতের বাল্যলীলা অতি চমৎকার।
দেখে ভাগ্যবন্ত—তা' বর্ণিতে শক্তি কা'র ?২০৬৭॥
শ্রীঅদ্বৈত সবার নেত্রের তারাপ্রায়।
শয়নে স্বপনে অদ্বৈতের গুণ গায় ॥ ২০৬৮ ॥
ধন্য এ-সকল লোক বলি বারবার।
ধন্য বঙ্গদেশে যা'তে প্রভু-অবতার ॥ ২০৬৯ ॥
প্রেমভক্তিময় শ্রীকুবের মহাধীর।
কহিলেন সবারে—যাইব গঙ্গাতীর ॥ ২০৭০ ॥
গ্রামবাসী প্রিয় বন্ধুবর্গের সহিতে।
আইলেন শান্তিপুরে নবগ্রাম হৈতে ॥ ২০৭১ ॥
শান্তিপুরে কৈল বাস প্রসন্ন হৃদয়।
কভু নবদ্বীপে বন্ধুবর্গেরে মিলয় ॥ ২০৭২ ॥

অদ্বৈতে করায় যত্নে শাস্ত্র-অধ্যয়ন।
হৈলা পণ্ডিত প্রভু পতিত-পাবন ॥ ২০৭৩ ॥
যদ্যপিহ মাতাপিতা পুত্রতত্ত্ব জানে।
বাৎসল্যে সে সব কিছু স্মৃতি নহে মনে ॥ ২০৭৪ ॥
শান্তিপুরবাসী যত পরম পণ্ডিত।
অদ্বৈতের চেষ্টা দেখি' সকলে বিস্মিত ॥ ২০৭৫ ॥
কেহ কহে,—"অদ্বৈত মনুষ্য কভু নয়।
মনুষ্য কি ঐছে সর্বচিত্ত আকর্ষয় ? ২০৭৬॥
ধন্য এ কুবের বিপ্র ঐছে পুত্র যাঁ'র।
ইহা হৈতে হবে বুঝি মঙ্গল সবার" ॥ ২০৭৭ ॥
এইমত নানা কথা কয় সর্বজন।
হইলা অদ্বৈতচন্দ্র সবার জীবন ॥ ২০৭৮ ॥
অদ্বৈত প্রভুর ইচ্ছা কে পারে বুঝিতে।
জননী-জনকে সুখ দেন নানামতে ॥ ২০৭৯ ॥
কথোদিনে পিতামাতা হৈল অদর্শন।
গয়া করিবারে প্রভু করয়ে গমন ॥ ২০৮০ ॥
গয়াছলে সর্বতীর্থ ভ্রমণ করিল।
মাধবেন্দ্রপুরী-স্থানে দীক্ষা-মন্ত্র নিল ॥ ২০৮১ ॥

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তম্—

প্রেমভক্তিপ্রদং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীপ্রিয়ম্।
শ্রীলাদ্বৈতপ্রভুং বন্দে শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়িনম্ ॥ ইতি॥

অন্বয়। শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীপ্রিয়ং শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়িনং (শ্রীমধ্বপ্রচারিত-তত্ত্বাধিকারিণং) প্রেমভক্তিপ্রদং শ্রীল-অদ্বৈতপ্রভুং বন্দে ॥ ২০৮২ ॥

অনুবাদ। প্রাচীনগণ বলেন,—'শ্রীমন্মাধবেন্দ্র-পুরীপাদের প্রিয় শ্রীমধ্বোপদিষ্ট তত্ত্বসম্পদে উত্তরাধিকারী প্রেমভক্তিপ্রদাতা শ্রীল অদ্বৈতাচার্য প্রভুকে বন্দনা করি' ॥ ২০৮২ ॥

অদ্বৈতের চেষ্টা বুঝে ঐছে শক্তি কা'র ?
করয়ে ভ্রমণ প্রেমে মত্ত অনিবার ॥ ২০৮৩ ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরামণ্ডলে।
দেখিয়া ব্রজের শোভা আনন্দ উথলে ॥ ২০৮৪ ॥
সর্বত্র দর্শন করি' আইল বৃন্দাবনে।
এথা ব্রজবাসিগণ রাখিল যতনে ॥ ২০৮৫ ॥

ফল, মূল, দুগ্ধ কিছু করয়ে আহার।
অদ্বৈতের তেজ দেখি' লোকে চমৎকার॥ ২০৮৬॥
প্রেমে মত্ত হৈয়া করে হুঙ্কার-গর্জন।
'কৃষ্ণে কি দেখিব ?'—বলি' করয়ে ক্রন্দন॥২০৮৭॥
এইরূপে নানা ভাব হয় ক্ষণে ক্ষণে।
কৃষ্ণে আরাধয়ে এ যমুনা-সন্নিধানে॥ ২০৮৮॥
জানি' কৃষ্ণচৈতন্যের প্রকটসময়॥
এথা হৈতে গৌড়দেশে করিলা বিজয়॥ ২০৮৯॥
অদ্বৈতচন্দ্রের লীলা অমৃত-সমান।
অহে শ্রীনিবাস! এ আস্বাদে ভাগ্যবান্॥ ২০৯০॥
যে বটবৃক্ষের তলে অদ্বৈতের স্থিতি।
সর্বত্র হইল সে 'অদ্বৈতবট'-খ্যাতি॥ ২০৯১॥
এ অদ্বৈতবট-দৃষ্টে সর্বপাপ-ক্ষয়।
পরম দুর্লভ প্রেমভক্তি লভ্য হয়॥ ২০৯২॥
দেখ কালিন্দীর তীরে তরুলতাগণ॥
সদাই নবীন—অতিশয় সুশোভন॥ ২০৯৩॥
এ তিন্তিড়ীবৃক্ষ পুরাতন অতিশয়।
এথা রাধাকৃষ্ণ সখীসহ বিলসয়॥ ২০৯৪॥
পূরব সোঙরি' কৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি।
এথা আসি' বসিল সুখের সীমা নাই॥ ২০৯৫॥

রাঘবকর্তৃক শ্রীনিবাসের নিকট শ্রীগৌরসুন্দরের চরিত-বর্ণনা—

এত কহিতেই প্রেমে বিহ্বল পণ্ডিত।
শ্রীনিবাসে কহে গোরাচান্দের চরিত॥ ২০৯৬॥
শ্রীগৌরসুন্দর পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
নবদ্বীপনাথ, কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ২০৯৭॥
নবদ্বীপে শচী জগন্নাথ-মিশ্র-ঘরে।
অবতীর্ণ হইলা প্রভু অদ্বৈত-হুঙ্কারে॥ ২০৯৮॥
নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার।
সহস্রবদনে তাহা নারে বর্ণিবার॥ ২০৯৯॥
পিতার বিয়োগ হৈলে কথোদিন পরে।
লোকরীতি-প্রায় আইলা গয়া করিবারে॥ ২১০০॥
তথা শ্রীঈশ্বরপুরী মহাভাগ্যবান্।
দেখি' গৌরচন্দ্রে যেন পাইলেন প্রাণ॥ ২১০১॥

ভক্তের জীবন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
ঈশ্বরপুরীরে কৈলা পরম আদর॥ ২১০২॥
নিজ-দীক্ষামন্ত্র তাঁ'র কর্ণেতে কহিয়া।
লইলেন মন্ত্র ভূমে পড়ি' প্রণমিয়া॥ ২১০৩॥
ঈশ্বরপুরীরে গুরু করি' গৌররায়।
নিরন্তর ভাসে দুই নেত্রের ধারায়॥ ২১০৪॥
ভুবনপাবন বিশ্বম্ভরে শিষ্য করি'।
প্রেমানন্দে মত্ত হৈলা শ্রীঈশ্বরপুরী॥ ২১০৫॥
যদি কহ—'জগতের গুরু গৌরচন্দ্র।
তাঁ'র গুরু অন্য—এ শুনিতে লাগে ধন্দ'॥ ২১০৬॥
তাহাতে কহিয়ে—লোকশিক্ষার কারণ।
আপনি আচরি' ধর্ম করয়ে স্থাপন॥ ২১০৭॥
প্রভুর এ অলৌকিক-লীলা কেবা জানে।
করিলেন ধন্য মাধ্বী-সম্প্রদা' আপনে॥ ২১০৮॥
সম্প্রদা-নিবিষ্ট হৈলে কার্যসিদ্ধি হয়।
অন্যত্র দীক্ষিতে মন্ত্র নিষ্ফল নিশ্চয়॥ ২১০৯॥
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক-সম্প্রদায় চারি।
কলিতে বিদিত—কহে পুরাণে বিস্তারি'॥২১১০॥

তথাহি শ্রীপদ্মপুরাণে—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥২১১১॥
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যাঃ সম্প্রদায়প্রবর্তকাঃ॥২১১২॥

অন্বয়। যে মন্ত্রাঃ সম্প্রদায়বিহীনাঃ (সম্প্রদায়ক্রমেণ শ্রৌতপথেন অনাগতাঃ) তে মন্ত্রাঃ নিষ্ফলাঃ মতাঃ (মন্তস্তে)। অতঃ (কারণাৎ) কলৌ চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ (শ্রৌতপথলব্ধ-তত্ত্বজ্ঞপরম্পরাঃ) ভবিষ্যন্তি। শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাঃ ক্ষিতি-পাবনাঃ বৈষ্ণবাঃ। তে চত্বারঃ কলৌ সম্প্রদায়-প্রবর্তকাঃ (সদ্গুরুপরম্পরামূলপুরুষাঃ) ভাব্যাঃ(ভবিষ্যন্তি)॥২১১১-১২॥

সম্প্রদায়-নামের উৎপত্তি-বিবরণ—

ভক্তি-অধিকারী এ সম্প্রদায়-চতুষ্টয়।
সংক্ষেপে কহিয়ে—সম্প্রদাখ্যা যৈছে হয়॥ ২১১৩॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু বাঞ্ছাকল্পতরু।
নারায়ণরূপে হন এ সবার গুরু॥ ২১১৪॥

শ্রী—নারায়ণের প্রিয়া, শিষ্যা পুনঃ তাঁ'র।
সর্বশাস্ত্রে বিস্তার অদ্ভুত ক্রিয়া যাঁ'র ॥ ২১১৫ ॥
শ্রী-শব্দেতে—লক্ষ্মী, তাঁ'র শাখা, উপশাখা।
হইল অনেক—তা'র কে করিবে লেখা ॥ ২১১৬ ॥
সেই গণে রামানুজ 'আচার্য' হইল।
তাঁহা হৈতে **'রামানুজ-সম্প্রদা'** চলিল ॥ ২১১৭ ॥
'শ্রীলক্ষ্মণাচার্য' পূর্বে নাম তাঁ'র হয়।
অত্যাদরে **রামানুজাচার্য** সবে কয় ॥ ২১১৮ ॥
নিজ-নামে 'রামানুজ-ভাষ্য' যেঁহ কৈল।
তাঁ'র শাখা-উপশাখা জগৎ ছাইল ॥ ২১১৯ ॥
অহে শ্রীনিবাস! মাধ্বী-সম্প্রদা-বিষয়।
এবে কিছু কহি, আগে কহিব যে হয় ॥ ২১২০ ॥
শ্রীনারায়ণের শিষ্য **'ব্রহ্মা'** দয়াবান্।
জগৎ ব্যাপিল শিষ্য-প্রশিষ্যাদি তা'ন ॥ ২১২১ ॥
সেই গণ-মধ্যেতে মধ্ব শিষ্য হৈলা।
প্রথমেই ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য তেঁহ কৈলা ॥ ২১২২ ॥
এই হেতু **'মধ্বাচার্য'**-নাম হৈল তাঁ'র।
সেই হৈতে **মধ্বাচার্য-সম্প্রদা**-প্রচার ॥ ২১২৩ ॥
শ্রীনারায়ণের শিষ্য **'রুদ্র'** কৃপাময়।
তাঁ'র শিষ্য-প্রশিষ্যের অন্ত নাহি হয় ॥ ২১২৪
বিষ্ণুস্বামী শিষ্য হইলেন সেই গণে।
ভক্তিরস-মত্ত হৈলা নিজ-শিষ্য-সনে ॥ ২১২৫ ॥
পরম প্রভাব—বিদ্যা সকল শাস্ত্রেতে।
বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদাখ্যা হৈল তাঁহা হৈতে ॥ ২১২৬ ॥
সনক-সম্প্রদা যৈছে শুন শ্রীনিবাস।
নারায়ণ হৈতে হংসবিগ্রহ-বিলাস ॥ ২১২৭ ॥
তাঁ'র শিষ্য সনকাদি চারি মহাশয়।
তাঁ'র শিষ্য-প্রশিষ্যের লেখা নাহি হয় ॥ ২১২৮ ॥
সেই গণমধ্যে নিম্বাদিত্য শিষ্য হৈল।
তাঁহা হৈতে **নিম্বাদিত্য-সম্প্রদা** চলিল ॥ ২১২৯ ॥
নিম্বাদিত্য-প্রভাব পরম চমৎকার।
তাঁ'র শিষ্য-প্রশিষ্যেতে ব্যাপিল সংসার ॥ ২১৩০ ॥
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক সম্প্রদায়গণে।
হইল সম্প্রদা বহু প্রভাব-কারণে ॥ ২১৩১ ॥
যৈছে রামানুজাচার্যগণের মধ্যেতে।
রামানন্দাচার্য হৈলা পূজ্য সর্ব মতে ॥ ২১৩২ ॥
তাঁ'র শিষ্য-প্রশিষ্যাদি অনেক তাহায়।
'রামানন্দী' খ্যাতি হৈল সেই সম্প্রদায় ॥ ২১৩৩ ॥
বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ে শ্রীবল্লভাচার্য।
কৈল 'অনুভাষ্য' তেঁহো সর্বমতে আর্য ॥ ২১৩৪ ॥
হইল তাহার খ্যাতি 'বল্লভী' বিদিত।
কি বলিব—অন্য সম্প্রদায়-এই রীত ॥ ২১৩৫ ॥

মধ্ব-সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা—

প্রভু ধন্য কৈল মাধ্ব-সম্প্রদা কলিতে।
প্রভুর গুর্বাদি-নাম কহি পূর্ব হৈতে ॥ ২১৩৬ ॥
সর্বাদিক পরব্যোমনাথ নারায়ণ।
তাঁ'র শিষ্য ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকের ভূষণ ॥ ২১৩৭ ॥
তাঁ'র শিষ্য শ্রীনারদমুনি প্রেমময়।
শ্রীশুকের গুরু ব্যাস তাঁর' শিষ্য হয় ॥ ২১৩৮ ॥
হইলা ব্যাসের শিষ্য **শ্রীমধ্ব** উদার।
নিজ-নামে 'ভাষ্য' কৈল—মহিমা অপার ॥ ২১৩৯ ॥
সেই হৈতে 'মধ্বাচার্য-সম্প্রদা' চলিল।
শ্রীমৎপদ্মনাভাচার্য তাঁ'র শিষ্য হৈল ॥ ২১৪০ ॥
তাঁ'র শিষ্য নরহরি, শ্রীমাধব তাঁ'র।
শ্রীঅক্ষোভ্য তাঁ'র শিষ্য সর্বত্র প্রচার ॥ ২১৪১ ॥
জয়তীর্থ তাঁ'র শিষ্য, তাঁ'র শিষ্য জ্ঞানসিন্ধু।
তাঁ'র শিষ্য মহানিধি দীনহীন-বন্ধু ॥ ২১৪২ ॥
তাঁ'র বিদ্যানিধি, তাঁ'র রাজেন্দ্র বিদিত।
জয়ধর্ম মুনি তাঁ'র—অদ্ভুত চরিত ॥ ২১৪৩ ॥
ইঁহার গণেতে বিষ্ণুপুরী শিষ্য হৈলা।
'ভক্তিরত্নাবলী'-গ্রন্থ প্রকাশ করিলা ॥ ২১৪৪ ॥
জয়ধর্মমুনির শিষ্যের শুদ্ধ রীত।
নাম শ্রীপুরুষোত্তমব্রহ্মণ্য বিদিত ॥ ২১৪৫ ॥
তাঁ'র শিষ্য ব্যাসতীর্থ—মহাবিজ্ঞ তেঁহ।
বর্ণিলেন 'শ্রীবিষ্ণুসংহিতা'-গ্রন্থ যেঁহ ॥ ২১৪৬ ॥
তাঁ'র শিষ্য লক্ষ্মীপতি গুণের আলয়।
তাঁ'র শিষ্য **মাধবেন্দ্র** ভক্তিচন্দ্রোদয় ॥ ২১৪৭ ॥

তাঁ'র শিষ্য **ঈশ্বরপুরী** করুণানিধান।
তাঁ'র শিষ্য প্রভু **গৌরচন্দ্র** ভগবান্ ॥ ২১৪৮

তথাহি কবিকর্ণপূরকৃত-শ্রীমদ্গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াম্—

প্রাদুর্ভূতাঃ কলিযুগে চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাহ্বয়াঃ পাদ্মে যথা স্মৃতাঃ ॥ ২১৪৯ ॥
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥ ২১৫০ ॥
তত্র মাধ্বসম্প্রদায়ঃ প্রস্তাবাদত্র লিখ্যতে।
পরব্যোমেশ্বরস্যাভূচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ ॥ ২১৫১ ॥
তস্য শিষ্যো নারদোঽভূদ্ব্যাসস্তস্যাপ শিষ্যতাম্।
শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাবরোধনাৎ॥২১৫২॥
তস্য শিষ্যাঃ প্রশিষ্যাশ্চ বহবো ভূতলে স্থিতাঃ।
ব্যাসাল্লব্ধকৃষ্ণদীক্ষো মধ্বাচার্যো মহাযশাঃ ॥ ২১৫৩ ॥
চক্রে বেদান্ বিভজ্যাসৌ সংহিতাং শতদূষণীম্।
নির্গুণাদ্ব্রহ্মণো যত্র সগুণস্য পরিক্রিয়া ॥ ২১৫৪ ॥
তস্য শিষ্যোঽভবৎ পদ্মনাভাচার্যো মহাশয়ঃ।
তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধবো দ্বিজঃ ॥২১৫৫॥
অক্ষোভ্যস্তস্য শিষ্যোঽভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ।
তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুস্তস্য শিষ্যো মহানিধিঃ ॥২১৫৬॥
বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্য সেবকঃ।
জয়ধর্মো মুনিস্তস্য শিষ্যো যদ্গণমধ্যতঃ ॥ ২১৫৭ ॥
শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী যস্য ভক্তিরত্নাবলী কৃতিঃ।
জয়ধর্মস্য শিষ্যোঽভূদ্ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ২১৫৮ ॥
ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাম্।
শ্রীমল্লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ ॥ ২১৫৯ ॥
তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্মোঽয়ং প্রবর্তিতঃ।
কল্পবৃক্ষস্যাবতারো ব্রজধামনি তিষ্ঠতঃ ॥ ২১৬০ ॥
প্রীত-প্রেয়ো বৎসলতোজ্জ্বলাখ্যফলধারিণঃ।
তস্য শিষ্যোঽভবচ্ছ্রীমানীশ্বরাখ্যঃ পুরীযতিঃ ॥২১৬১॥
ঈশ্বরাখ্যপুরীং গৌর উররীকৃত্য গৌরবে।
জগদাপ্লাবয়ামাস প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মকম্। ইতি ॥২১৬২

অন্বয়। যথা পাদ্মে (পদ্মপুরাণে) স্মৃতাঃ (উক্তাঃ) (তথা) শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাহ্বয়াঃ (শ্রী-মধ্বাদিনামভিঃ প্রসিদ্ধাঃ) চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ (সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকাঃ) কলিযুগে প্রাদুর্ভূতাঃ (অভবন্)। (পাদ্মোক্তির্যথা) অতঃ কলৌ শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ বৈষ্ণবাঃ চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ভবিষ্যন্তীতি। অত্র (স্থলে) প্রস্তাবাৎ (প্রসঙ্গক্রমেণ) তত্র (তেষু সম্প্রদায়েষু মধ্যে) মাধ্বসম্প্রদায়ঃ লিখ্যতে। (স চ যথা)—জগৎপতিঃ ব্রহ্মা পরব্যোমেশ্বরস্য শিষ্যঃ অভূৎ ; নারদঃ তস্য (ব্রহ্মণঃ) শিষ্যঃ অভূৎ ; ব্যাসঃ তস্য (নারদস্য) শিষ্যতাম্ আপ (প্রাপ্তবান্) ; জ্ঞানাবরোধনাৎ (জ্ঞানস্য অবরোধনাৎ হেতোঃ) শুকঃ ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তঃ ; তস্য (শুকস্য) বহবঃ শিষ্যাঃ প্রশিষ্যাঃ চ ভূতলে স্থিতাঃ ; মহাযশাঃ (বিপুলকীর্তিঃ) মধ্বাচার্যঃ ব্যাসাৎ লব্ধ-কৃষ্ণদীক্ষঃ (কৃষ্ণদীক্ষাং প্রাপ্তবান্) ; অসৌ (মধ্বঃ) বেদান্ বিভজ্য (সমালোচ্য) শতদূষণীং সংহিতাং চক্রে যত্র (শত-দূষণ্যাং) নির্গুণাৎ ব্রহ্মণঃ সগুণস্য ব্রহ্মণঃ পরিক্রিয়া (পরিস্ফুটত্বং স্থাপিতমিত্যর্থঃ) ; মহাশয়ঃ (মহামনাঃ) পদ্ম-নাভাচার্যঃ তস্য (মধ্বস্য) শিষ্যঃ অভবৎ ; নরহরিঃ তস্য (পদ্মনাভস্য) শিষ্যঃ ; দ্বিজঃ মাধবঃ তচ্ছিষ্যঃ (তস্য নরহরেঃ শিষ্যঃ) ; তস্য (মাধবস্য) শিষ্যঃ অক্ষোভ্যঃ ; জয়তীর্থকঃ (জয়তীর্থ ইত্যর্থঃ) তস্য (অক্ষোভ্যস্য) শিষ্যঃ অভূৎ ; জ্ঞান-সিন্ধুঃ তস্য (জয়তীর্থস্য) শিষ্যঃ ; মহানিধিঃ তস্য (জ্ঞানসিন্ধোঃ) শিষ্যঃ, বিদ্যানিধিঃ তস্য (মহানিধেঃ) শিষ্যঃ ; রাজেন্দ্রঃ তস্য (বিদ্যানিধেঃ) সেবকঃ (শিষ্যঃ) ; জয়ধর্মঃ মুনিঃ তস্য (রাজেন্দ্রস্য) শিষ্যঃ যদ্গণমধ্যতঃ (যস্য জয়ধর্মস্য গণানাং শিষ্যাণাং মধ্যে) শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী (অভবৎ) যস্য (শ্রীবিষ্ণুপুর্য্যাঃ) কৃতিঃ (গ্রন্থঃ) ভক্তিরত্নাবলী (ভবতি) ; পুরুষোত্তমঃ ব্রহ্মণ্যঃ জয়ধর্মস্য শিষ্যঃ অভূৎ ; ব্যাসতীর্থঃ তস্য (পুরুষোত্তমস্য) শিষ্যঃ (আসীৎ) যঃ (ব্যাসতীর্থঃ) বিষ্ণুসংহিতাং চক্রে (রচিতবান্) ; তস্য (ব্যাসতীর্থস্য) শিষ্যঃ ভক্তিরসাশ্রয়ঃ শ্রীমান্ লক্ষ্মীপতিঃ (আসীৎ) ; মাধবেন্দ্রঃ তস্য (লক্ষ্মীপতেঃ) শিষ্যঃ যৎ (যস্মাৎ মাধবেন্দ্রাৎ) ব্রজধামনি (অপ্রকটে ব্রজে) তিষ্ঠতঃ(বিরাজমানস্য)প্রীতপ্রেয়ো-বৎসলতোজ্জ্বলাখ্য-ফলধারিণঃ (দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মাধুর্যনামানি ফলানি দধতঃ) কল্পবৃক্ষস্য অবতারঃ অয়ং ধর্মঃ (প্রেমভক্তিধর্মঃ) প্রবর্তিতঃ (জগতি প্রকাশং গতঃ) ; যতিঃ(সন্ন্যাসী) শ্রীমান্ ঈশ্বরাখ্যঃ পুরী তস্য (মাধবেন্দ্রস্য শিষ্যঃ ; গৌরঃ স্বয়ং

ভগবান্ গৌরসুন্দরঃ) ঈশ্বরাখ্যপুরীং (শ্রীঈশ্বরপুরীং) গৌরবে (গুরুত্বে) উররীকৃত্য (স্বীকৃত্য অর্থাৎ তং গুরুং কৃত্বা) প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মকং (প্রাকৃতং তথা অপ্রাকৃতঞ্চ) জগৎ (প্রেমদানেন) আপ্লাবয়ামাস ॥ ইতি ॥ ২১৪৯-৬২ ॥

অনুবাদ। পদ্মপুরাণে যেরূপ কথিত আছে, তদ্রূপে কলিযুগে শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক নামক চারিজন সম্প্রদায়-প্রবর্তক আবির্ভূত হইয়াছেন। পদ্মপুরাণে আছে—অতঃপর কলিযুগে শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকনামে চারিজন জগৎপাবন বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রবর্তন করিবেন। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে এ চারিসম্প্রদায়ের মধ্যে মাধ্বী-সম্প্রদায় লিখিত হইতেছে। যথা—জগৎপতি ব্রহ্মা পরব্যোমনাথ শ্রীনারায়ণের শিষ্য হন; নারদ ব্রহ্মার শিষ্য; ব্যাস নারদের শিষ্যত্ব প্রাপ্ত হন; জ্ঞান অবরুদ্ধ হওয়ার দরুণ শুকদেব ব্যাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন; শুকদেবের বহু শিষ্য-প্রশিষ্য জগতে অবস্থিত; পরম যশস্বী মধ্বাচার্য ব্যাসদেবের নিকট কৃষ্ণদীক্ষা লাভ করেন এবং বেদসকল আলোচনাপূর্বক 'শতদূষণীসংহিতা' রচনা করেন; যে সংহিতায় নির্গুণব্রহ্ম অপেক্ষা সগুণব্রহ্ম অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত; মহামনা পদ্মনাভাচার্য মধ্বের শিষ্য হন; নরহরি পদ্মনাভের শিষ্য, দ্বিজ মাধব নরহরির শিষ্য, মাধবের শিষ্য অক্ষোভ্য, অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়তীর্থ, জয়তীর্থের শিষ্য জ্ঞানসিন্ধু, জ্ঞানসিন্ধুর শিষ্য মহানিধি, মহানিধির শিষ্য বিদ্যানিধি, বিদ্যানিধির সেবক রাজেন্দ্র, রাজেন্দ্রের শিষ্য জয়ধর্ম, জয়ধর্মের শিষ্যগণ-মধ্যে শ্রীমদ্‌বিষ্ণুপুরীর স্থান, ইহারই রচিত—'শ্রীভক্তিরত্নাবলী'-গ্রন্থ। জয়ধর্মের শিষ্য পুরুষোত্তম ব্রহ্মণ্য, পুরুষোত্তমের শিষ্য ব্যাসতীর্থ, যিনি 'বিষ্ণুসংহিতা' রচনা করেন; ব্যাসতীর্থের শিষ্য ভক্তিরসের আশ্রয় শ্রীমান্ লক্ষ্মীপতি, লক্ষ্মীপতির শিষ্য মাধবেন্দ্র, যাঁহা হইতে অপ্রকট ব্রজধামে অবস্থিত দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মাধুর্য-নামক ফলধারী কল্পবৃক্ষের অবতার এই প্রেমভক্তিধর্ম জগতে প্রচারিত হইয়াছে। সন্ন্যাসী শ্রীমান্ ঈশ্বরপুরী মাধবেন্দ্রের শিষ্য; স্বয়ংভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীঈশ্বর-পুরীকে গুরুত্বে বরণ করিয়া প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগৎকে প্রেম-বন্যায় প্লাবিত করিয়াছেন ॥ ২১৪৯-৬২ ॥

ঈশ্বরপুরীর শিষ্য প্রভু গৌররায়।
পুরীর মহিমা প্রভু নিজ-মুখে গায় ॥ ২১৬৩ ॥
প্রভুর অদ্ভুত ভক্তি কে পারে বুঝিতে ?
নিমানন্দ-সম্প্রদা চলিল প্রভু হৈতে ॥ ২১৬৪ ॥
প্রভুর নামমধ্যে মুখ্য 'নিমাই পণ্ডিত'।
নিত্যানন্দপ্রভুর এ নামে অতি প্রীত ॥ ২১৬৫ ॥
প্রভুর বৈষ্ণবগণে দেখি' নদীয়ায়।
নিমাই-সম্প্রদা বলি' অদ্যাপিহ গায় ॥ ২১৬৬ ॥
নিমাই প্রদান কৈলা জগতে আনন্দ।
এই হেতু অবনী-বিখ্যাত **নিমানন্দ** ॥ ২১৬৭ ॥
পূর্বে জানাইল সম্প্রদায় যৈছে।
প্রভু-প্রভাবেতে মাধ্বী-সম্প্রদায় তৈছে ॥ ২১৬৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্‌বক্রেশ্বরপণ্ডিতস্য শিষ্যঃ শ্রীগোপাল-গুরুগোস্বামিকৃতপদ্যে—

শ্রীমন্নারায়ণো ব্রহ্মা নারদো ব্যাস এব চ।
শ্রীলমধ্বঃ পদ্মনাভো নৃহরির্মাধবস্তথা ॥ ২১৬৯ ॥
অক্ষোভ্যো জয়তীর্থশ্চ জ্ঞানসিন্ধুর্মহানিধিঃ।
বিদ্যানিধিশ্চ রাজেন্দ্রো জয়ধর্মমুনিস্তথা ॥ ২১৭০ ॥
পুরুষোত্তমশ্চ ব্রহ্মণ্যো ব্যাসতীর্থমুনিস্তথা।
শ্রীমল্লক্ষ্মীপতিঃ শ্রীমান্ মাধবেন্দ্রপুরীশ্বরঃ ॥ ২১৭১ ॥
ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ প্রেমকল্পদ্রুমো ভুবি।
নিমানন্দাখ্যয়া যোঽসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে ॥

অন্বয়। (তত্র ব্রহ্মসম্প্রদায়ে আদৌ) শ্রীমান্ নারায়ণঃ (ততঃ) ব্রহ্মা (এবং ক্রমশঃ) নারদঃ, ব্যাসঃ, শ্রীলমধ্বঃ, পদ্মনাভঃ, নৃহরিঃ, মাধবঃ, অক্ষোভ্যঃ, জয়তীর্থঃ, জ্ঞানসিন্ধুঃ, মহানিধিঃ, বিদ্যানিধিঃ, রাজেন্দ্রঃ, জয়ধর্মমুনিঃ, পুরুষোত্তমঃ, ব্রহ্মণ্যঃ, ব্যাসতীর্থমুনিঃ, শ্রীমান্‌লক্ষ্মীপতিঃ, শ্রীমান্‌মাধবেন্দ্র-পুরী, ঈশ্বরঃ, ততঃ (ঈশ্বরাৎ) ভুবি প্রেমকল্পদ্রুমঃ, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যঃ যঃ অসৌ ক্ষিতিমণ্ডলে নিমানন্দাখ্যয়া (নিমানন্দ-নাম্না) বিখ্যাতঃ ॥ ২১৬৯-৭২ ॥

অনুবাদ। শ্রীমদ্‌বক্রেশ্বরপণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোপাল-গুরুগোস্বামীর রচিত পদ্যে—এই ব্রহ্মসম্প্রদায়ে (মাধ্বসম্প্রদায়ে) আদিতে শ্রীনারায়ণ, তাঁহা হইতে ব্রহ্মা, এইরূপে ক্রমশঃ নারদ, ব্যাস, শ্রীমধ্ব, পদ্মনাভ, নৃহরি, মাধব, অক্ষোভ্য,

জয়তীর্থ, জ্ঞানসিন্ধু, মহানিধি, বিদ্যানিধি, রাজেন্দ্র, জয়ধর্মমুনি, পুরুষোত্তমব্রহ্মণ্য, ব্যাসতীর্থমুনি, শ্রীলক্ষ্মীপতি, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীঈশ্বরপুরী। ঈশ্বরপুরী হইতে জগতের প্রেমকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,যিনি ভূমণ্ডলে নিমানন্দ-নামে-বিখ্যাত ॥ ২১৬৯-৭২ ॥

অহে শ্রীনিবাস! গয়া হৈতে গৌরহরি।
চলিলেন ঈশ্বরপুরীরে কৃপা করি' ॥ ২১৭৩ ॥
পূর্বে নবদ্বীপে লুকাইয়া ভক্তদ্বারে।
পুনঃ লুকাইতে চাহে লুকাইতে নারে ॥ ২১৭৪ ॥
অল্পদিনে গৌরচন্দ্র গিয়া নদীয়ায়।
হইলেন ব্যক্ত প্রিয় ভক্তের ইচ্ছায় ॥ ২১৭৫ ॥
অদ্বৈতাদি প্রভুর যতেক ভক্তগণ।
সবার হইল মহা-প্রফুল্লিত মন ॥ ২১৭৬ ॥
যে সুখ বাড়িল নিত্যানন্দের মিলনে।
তাহা লক্ষমুখে বর্ণিব বা কোন্ জনে? ২১৭৭ ॥
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতাদি-সঙ্গে গৌররায়।
নিরন্তর সংকীর্তনে মত্ত নদীয়ায় ॥ ২১৭৮ ॥
পরম অদ্ভুত কর্ম করি' দিনে দিনে।
ছাড়িবেন গৃহাশ্রম করিলেন মনে ॥ ২১৭৯ ॥
জগতের নাথ গোরা ভুবনমোহন।
জীবে কৃপা লাগি' কৈল সন্ন্যাসগ্রহণ ॥ ২১৮০ ॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু বিহ্বল হইলা।
নিত্যানন্দ অদ্বৈতভবনে লৈয়া গেলা ॥ ২১৮১ ॥
সন্ন্যাসীর শিরোমণি প্রভু গোরাচান্দে।
দেখিতে ধাইল লোক, স্থির নাহি বান্ধে ॥ ২১৮২ ॥
দেবতা মনুষ্য মিলি' হৈল এক যোগ।
অদ্বৈতভবন বেড়ে লক্ষ লক্ষ লোক ॥ ২১৮৩ ॥
'হরি হরি'-ধ্বনি সবে করে অনিবার।
স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালেতে হৈল চমৎকার ॥ ২১৮৪ ॥
সন্ন্যাসীর শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
দর্শন-দানেতে কৈল সর্বজনে ধন্য ॥ ২১৮৫ ॥
সঙ্কীর্তনে নর্তন করয়ে গৌরহরি।
চন্দনে ভূষিত অঙ্গ—অদ্ভুত মাধুরী ॥ ২১৮৬ ॥
চতুর্দিকে প্রভুর যতেক ভক্তগণ।
সবে মিলি' করে মহামধুর কীর্তন ॥ ২১৮৭ ॥
নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধর।
না ছাড়ে প্রভুর পাশ উল্লাস-অন্তর ॥ ২১৮৮ ॥
শ্রীভুজ তুলিয়া প্রভু 'হরি হরি' বলে।
সংকীর্তন-আনন্দে ভাসয়ে নেত্রজলে ॥ ২১৮৯ ॥
হেন প্রভু চৈতন্যচান্দের দরশনে।
হইলা বিহ্বল লোক—আপনা না জানে ॥ ২১৯০ ॥
নিভৃতে রহিয়া কেহ কারু প্রতি কয়।
"বিপ্ররূপে এ ঈশ্বর বেদে নিরূপয় ॥" ২১৯১ ॥

তথাহি অথর্ববেদে—

ওঁ যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ২১৯২ ॥

অন্বয়। ওঁ যদা পশ্যঃ (দ্রষ্টা সাধক ইত্যর্থঃ) কর্তারং (সর্বকারণকারণং) ঈশং (ঈশ্বরং) ব্রহ্মযোনিং (ব্রহ্মণঃ কারণভূতং) রুক্মবর্ণং (স্বর্ণবর্ণং) পুরুষং (পুরুষোত্তমং পশ্যতে (আত্মনিঃশ্রেয়সায় পশ্যতি) তদা বিদ্বান্ (বিজ্ঞানসম্পন্নঃ অসৌ) পুণ্যপাপে (কর্মবন্ধহেতুভূতে) বিধূয় (পরিত্যজ্য) নিরঞ্জনঃ (সর্বোপাধিনির্মুক্তঃ সন্) পরমং সাম্যং (সমভাবং) উপৈতি (লভতে) ॥ ২১৯২ ॥

অনুবাদ। অথর্ব বেদান্তর্গত মুণ্ডকোপনিষদে—সাধক যখন কর্তা অর্থাৎ সর্বশক্তির অধীশ্বর, ঈশ্বর, ব্রহ্মের কারণস্বরূপ,স্বর্ণবর্ণ পুরুষোত্তম-বিগ্রহকে নিজ বাস্তবকল্যাণহেতুরূপে দর্শন করেন, তখন তিনি বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া পুণ্যপাপজনিত সর্ববিধ কর্মগতি দূরে পরিহারপূর্বক সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত পরম সমদর্শন লাভ করেন ॥ ২১৯২ ॥

কেহ কহে,—"ভক্তরূপ মিশ্র বিশ্বম্ভর।
যুক্ত সর্বলক্ষণ, এ সকলের পর" ॥ ২১৯৩ ॥

তথাহি আথর্বণস্য তৃতীয়কাণ্ডে ব্রহ্মবিভাগানন্তরম্—

ইতোঽহং কৃতসন্ন্যাসোঽবতরিষ্যামি সগুণো নির্বেদো নিষ্কামো ভূগীর্বাণস্তীরস্থোঽলকনন্দায়াঃ কলৌ চতুঃসহস্রাব্দোপরি পঞ্চসহস্রাভ্যন্তরে গৌরবর্ণো দীর্ঘাঙ্গঃ সর্বলক্ষণযুক্ত ঈশ্বরপ্রার্থিতো নিজরসাস্বাদো ভক্তরূপো মিশ্রাখ্যো বিদিত-যোগোঽস্যামিতি ॥ ২১৯৪ ॥

অন্বয়। অহং (স্বয়ংভগবৎস্বরূপঃ) ঈশ্বরপ্রার্থিতঃ (ঈশ্বরেণ মহাবিষ্ণোরবতারেণ অদ্বৈতাচার্যেণ প্রার্থিতঃ

আরাধিতঃ সন্) কলৌ (কলিযুগে) চতুঃসহস্রাব্দোপরি (কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াশ্চতুঃসহস্রবৎসরেভ্য উর্দ্ধং) পঞ্চসহস্রাভ্যন্তরে (পঞ্চমসহস্রবৎসরকালমধ্যে) ইতঃ (গোলোকাৎ) অস্যাং (ভুবি নবদ্বীপ-মায়াপুরধাম্নি) অলকনন্দায়াঃ (গঙ্গায়াঃ) তীরস্থঃ (তটবাসী) গৌরবর্ণঃ দীর্ঘাঙ্গঃ (চতুর্হস্তায়তদেহঃ) সর্বলক্ষণযুক্তঃ (সর্বৈঃ দ্বাত্রিংশতা ভগবল্লক্ষণৈঃ যুক্তঃ) মিশ্রাখ্যঃ (মিশ্রেতি পদবীপ্রসিদ্ধঃ) ভূগীর্বাণঃ (ব্রাহ্মণবর্ণগতঃ সন্) অবতরিষ্যামি। (তদানীম্ অহং) সগুণঃ (মহাভাগবতোচিত-সদ্গুণরাশিসমলঙ্কৃতঃ) নির্বেদঃ (বৈরাগ্যবান্) নিষ্কামঃ (অকিঞ্চনঃ) বিদিতযোগঃ (শুদ্ধভক্তিযোগতত্ত্ববিৎ) নিজ-রসাস্বাদঃ (নিজরসঃ কৃষ্ণপ্রেমানন্দরসঃ তদাস্বাদনকারী) কৃতসন্ন্যাসঃ (সন্ন্যাসী) ভক্তরূপঃ (ভক্তভাবধারী ভবিষ্যামি) ॥ ২১৯৪ ॥

অনুবাদ। অথর্ববেদ-শাখান্তর্গত উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে (বা প্রকরণে) ব্রহ্মবিভাগনিরূপণের পরে কথিত আছে—"আমি স্বয়ংভগবান্ মহাবিষ্ণুর অবতার অদ্বৈতাচার্যকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া কলির প্রথমসন্ধ্যায় চারিসহস্র বৎসরের পর পঞ্চম সহস্র বৎসরের মধ্যে এই গোলোকধাম হইতে পৃথিবীস্থ নবদ্বীপ-মায়াপুরধামে গঙ্গার তীরে গৌরবর্ণ, চারিহাতপরিমিত আয়তদেহ, মহাপুরুষের সমগ্র বত্রিশলক্ষণযুক্ত, মিশ্রপদবীধারী ব্রাহ্মণরূপে অবতীর্ণ হইব। তখন মহাভাগবতের সকল সদ্গুণে ভূষিত, বৈরাগ্যযুক্ত, নিষ্কিঞ্চন, শুদ্ধভক্তিযোগতত্ত্বজ্ঞ, নিজ-কৃষ্ণপ্রেমানন্দ-রসাস্বাদক সন্ন্যাসী ভক্তরূপ হইব" ॥ ২১৯৪ ॥

কেহ কহে—"এই কলি-প্রথমসন্ধ্যায়।
স্বশক্তি ঐক্য এ গৌরচন্দ্রে—বেদে গায় ॥ ২১৯৫ ॥

তথাহি অথর্ববেদে পুরুষবোধন্যাম্—

সপ্তমে গৌরবর্ণবিষ্ণোরিত্যনেন স্বশক্ত্যা চৈক্যমেত্য।
প্রান্তে প্রাতরবতীর্য সহ স্বৈঃ স্বমন্ত্রশিক্ষয়তি ॥২১৯৬॥

অস্য ব্যাখ্যা—

সপ্তমে সপ্তমমন্বন্তরে বৈবস্বতমনৌ গৌরবর্ণো ভগবান্ স্বশক্ত্যা হ্লাদিনীশক্ত্যা ঐক্যং প্রাপ্য প্রান্তে কলৌ যুগে প্রাতঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং স্বৈঃ পার্ষদৈঃ সহ অবতীর্ণো ভূত্বা স্বং নিজজনান্ অনুশিক্ষয়তি হরেকৃষ্ণাদি উপদিশতি ॥ ২১৯৬ ॥

অনুবাদ। অথর্ববেদে পুরুষবোধনীতে—সপ্তম অর্থাৎ বৈবস্বতমন্বন্তরে গৌরবর্ণ ভগবান্ (গৌরহরি) নিজ-হ্লাদিনী শক্তির (শ্রীরাধার) সহিত এক হইয়া (রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু গৌরসুন্দর) কলিযুগে প্রথম সন্ধ্যায় স্বীয় পার্ষদসহ অবতীর্ণ হইয়া নিজগণকে হরেকৃষ্ণাদি-নাম শিক্ষা দেন ॥ ২১৯৬ ॥

কেহ কহে,—'দেখ হেম-অঙ্গ সুচিক্কণ।
আহা মরি! কি অপূর্ব চন্দন-ভূষণ' ॥ ২১৯৭ ॥

তথাহি (মহাভারতে দানধর্মে) শ্রীবিষ্ণোর্দিব্যসহস্রনামস্তোত্রে—

সুবর্ণবর্ণঃ হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। ইতি ॥২১৯৮॥

অন্বয়। সুবর্ণবর্ণঃ (সুবর্ণস্যেব বর্ণঃ কান্তির্যস্য স ইত্যেকং নাম), হেমাঙ্গঃ (হেমবৎ স্পৃহণীয়ানি অঙ্গানি যস্য স ইত্যপরং নাম) বরাঙ্গঃ (সৌন্দর্যবন্তি অঙ্গানি যস্য ইত্যেকং নাম চন্দনাঙ্গদী (চন্দনে ভক্তচিত্তাহ্লাদকে অঙ্গদে যস্য ইতি চৈকং নাম) ॥ ২১৯৮ ॥

অনুবাদ। মহাভারতে শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনামস্তোত্রে এই চারিটি নাম দৃষ্ট হয়—সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ, বরাঙ্গ (পরম সুন্দর অবয়বযুক্ত) ও চন্দনাঙ্গদী (চন্দনের অঙ্গদধারী)॥২১৯৮

কেহ কহে,—'সবার পরাণচোরা গোরা।
ইঁহার চরিতে ত্রিজগৎ হইল ভোরা ॥ ২১৯৯ ॥
পীতবর্ণ ধরে এই প্রশস্ত কলিতে।
শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ,—সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরেতে' ॥ ২২০০ ॥

তথাহি (শ্রীভাগবতে) দশমস্কন্ধে ৮ম-অধ্যায়ে ১৩শ-শ্লোকঃ—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ২২০১ ॥

অন্বয়। অনুযুগং (যুগে যুগে) তনূঃ (দেহভেদান্) গৃহ্নতঃ (স্বশক্ত্যা স্বেচ্ছয়া প্রকটয়তঃ) অস্য (তব পুত্রস্য) হি (নিশ্চিতমেব) শুক্লঃ (সত্যে) রক্তঃ (ত্রেতায়াং) পীতঃ (কলৌ) (ইতি) ত্রয়ঃ বর্ণাঃ আসন্। ইদানীং (সঃ) কৃষ্ণতাং (কৃষ্ণবর্ণং) গতঃ প্রাপ্তঃ ॥ ২২০১ ॥

অনুবাদ। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৮।১৩শ শ্লোকে—যুগে যুগে বিভিন্নরূপ প্রকটকারী তোমার এই পুত্রের শুক্ল (সত্যে), রক্ত (ত্রেতায়) ও পীত (কলিতে) এই তিন

বর্ণ ছিল। অধুনা (এই দ্বাপরে) তিনি কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ২২০১ ॥

কেহ কহে,—'কৃষ্ণবর্ণ ইঁহার অন্তর।
বাহিরে প্রকাশ গৌরকান্তি মনোহর ॥ ২২০২ ॥
নিত্যানন্দাদ্বৈতাদি-সঙ্গেতে বিলসয়।
সঙ্কীর্তন-যাজনেতে ইঁহারে মিলয় ॥' ২২০৩ ॥

তথাহি তত্রৈব ১১শ-স্কন্ধে ৫ম-অধ্যায়ে ৩২শ-শ্লোকঃ—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥২২০৪॥

অন্বয়। কলৌ যুগে সুমেধসঃ (সুধিয়ঃ) হি (এব ন তু মন্দবুদ্ধয়ঃ) কৃষ্ণবর্ণং (কৃষ্ণস্য বর্ণনাকারিণং অর্থাৎ কৃষ্ণমেব কীর্তয়ন্তং) সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং (অঙ্গাভ্যাং নিতানন্দাদ্বৈতাভ্যাং, উপাঙ্গৈঃ শ্রীবাসাদিভক্তৈঃ, অস্ত্রৈঃ হরিনামাদিভিঃ, পার্ষদৈঃ গদাধরদামোদরস্বরূপপ্রভৃতিভিঃ সহিতং) ত্বিষা (অঙ্গকান্ত্যা) অকৃষ্ণং (পীতবর্ণং শ্রীগৌরসুন্দরং) সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈঃ (কৃষ্ণনামাদি-সঙ্কীর্তনরূপৈঃ যজ্ঞৈঃ) যজন্তি (উপাসতে) ॥ ২২০৪ ॥

অনুবাদ। শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।৫।৩২শ-শ্লোকে—কলিকালে সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণই সর্বদা কৃষ্ণ-বর্ণনকারী (কৃষ্ণসংকীর্তনকারী) অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র-পার্ষদাদি-সহিত পীতবরণ গৌরসুন্দরকে কৃষ্ণসঙ্কীর্তনরূপ যজ্ঞের দ্বারা উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ২২০৪ ॥

কেহ কহে,—'সকলের ত্রাতা এই প্রভু।
এমন দয়ালু আর না হইবে কভু ॥ ২২০৫ ॥
কলিযুগ-ধর্ম—এই নাম-সঙ্কীর্তন।
অবতরি' 'কৈল সুখে ধর্ম-সংস্থাপন ॥' ২২০৬ ॥

তথাহি শ্রীগীতায়াং ৪র্থ-অধ্যায়ে ৮ম-শ্লোকঃ—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ২২০৭ ॥

অন্বয়। সাধূনাং পরিত্রাণায় (রক্ষণায়) দুষ্কৃতাং (দুষ্টানাং) বিনাশায় চ, (তথা) ধর্মসংস্থাপনার্থায় (যুগোচিতরূপেণ সনাতনধর্মপ্রতিষ্ঠার্থং) (অহং কৃষ্ণঃ) যুগে যুগে সম্ভবামি (অবতরামি) ॥ ২২০৭ ॥

অনুবাদ। শ্রীগীতায় ৪।৮ম-শ্লোকে—সজ্জনগণের রক্ষা, দুষ্টগণের বিনাশ ও যুগধর্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি প্রতিযুগে অবতীর্ণ হই ॥ ২২০৭ ॥

কেহ কহে,—'কে কহিবে প্রভুর বিলাস।
কলিযুগ ধন্য কৈল করিয়া সন্ন্যাস ॥' ২২০৮ ॥

তথাহি (শ্রীমহাভারতে দানধর্মে) শ্রীবিষ্ণোর্দিব্যসহস্রনামস্তোত্রে—

সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥২২০৯॥

অন্বয়। সন্ন্যাসকৃৎ (পরিব্রজ্যাকারী) শমঃ (কৃষ্ণতত্ত্বালোচনকারী) শান্তঃ (কৃষ্ণেতরবিষয়েভ্য উপরতঃ) নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ (হরিকীর্তন-প্রধানভক্তিযজ্ঞ-ভক্তিবিরোধোপশমনপরায়ণঃ) ॥ ২২০৯ ॥

অনুবাদ। (শ্রীমহাভারতের দানধর্মে) শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনামস্তোত্রে—তিনি সন্ন্যাসকারী, কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচক, কৃষ্ণেতর বিষয় হইতে নিবৃত্ত, কীর্তনময়ী ভক্তিতে দৃঢ়নিষ্ঠ ও ভক্তিবিরোধ-দমনপরায়ণ ॥ ২২০৯ ॥

কেহ কহে,—'কলিতে জীবের ভাগ্য অতি।
করিয়া সন্ন্যাস প্রভু নাশয়ে দুর্মতি ॥' ২২১০ ॥

তথাহি উপপুরাণে ব্যাসং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

অহমেব কচিদ্ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ॥২২১১॥

অন্বয়। হে ব্রহ্মন্! অহং এব (নান্যঃ) কচিৎ (কদাচিৎ) সন্ন্যাসাশ্রমং (আশ্রিতঃ সন্) কলৌ পাপহতান্ (পাপেন নষ্টান্) নরান্ হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি ॥ ২২১১ ॥

অনুবাদ। উপপুরাণে ব্যাসের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য—হে ব্রহ্মন্! আমিই কোন সময়ে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া কলিতে পাপে বিনষ্ট লোককে হরিভক্তি শিক্ষা দিয়া থাকি ॥ ২২১১ ॥

কেহ কহে—'হরিনাম-মহামন্ত্র-দানে।
জীবের দারুণ দুঃখ খণ্ডয়ে আপনে ॥' ২২১২ ॥

তথাহি—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ২২১৩॥

কেহ কহে,—'হরি-কৃষ্ণ-রাম-নামাক্ষরে।
প্রসবে অদ্ভুত অর্থ স্বাদে বিজ্ঞবরে ॥' ২২১৪ ॥

তথাহি—শ্রীগোপালগুরুগোস্বামিকৃতপদ্যে—

বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্ত্বং চিদ্ঘনানন্দবিগ্রহম্।
হরত্যবিদ্যাং তৎকার্যমতো হরিরিতি স্মৃতঃ ॥২২১৫॥
হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী।
অতো হরেত্যনেনৈব শ্রীরাধা পরিকীর্তিতা ॥২২১৬

আনন্দৈকসুখস্বামী শ্যামঃ কমললোচনঃ।
গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্যতে ॥ ২২১৭ ॥
বৈদগ্ধীসারসর্বস্বং মূর্তিলীলাধিদৈবতম্।
রাধিকাং রময়ন্নিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে ॥২২১৮॥

অন্বয়। (যতোঽয়ম্) চিদ্ঘনানন্দবিগ্রহং (চিন্ময়ানন্দদেহং) ভগবত্তত্ত্বং বিজ্ঞাপ্য (বোধয়িত্বা) অবিদ্যাং (অজ্ঞানং) তৎকার্যং (অজ্ঞানকার্যং পাপাদিকং) হরতি (উন্মূলয়তি) অতঃ (কারণাৎ) হরিঃ ইতি স্মৃতঃ (কথিতঃ)। কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী (কৃষ্ণস্য হ্লাদিনীশক্তিরূপা) (যা) শ্রীকৃষ্ণমনঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য চিত্তং) হরতি, অতঃ (হেতোঃ) হরা ইত্যনেন (নাম্না) সা শ্রীরাধা এব পরিকীর্তিতা। (যঃ) নন্দনন্দনঃ (নন্দনন্দনঃ) আনন্দৈকসুখস্বামী (আনন্দময়স্য সুখস্য রসস্য প্রভুঃ) শ্যামঃ (শ্যামবর্ণঃ) কমললোচনঃ গোকুলানন্দনঃ (গোকুলানন্দদায়কঃ) (সঃ) কৃষ্ণ ঈর্যতে (কথ্যতে)। বৈদগ্ধীসারসর্বস্বং (বৈদগ্ধী রসিকতা তৎসারময়ং) মূর্তিলীলাধিদৈবতং (মূর্তিলীলা রূপপ্রকাশলীলা তস্যাঃ মূলীভূতং) রাধিকাং নিত্যং রময়ৎ (যৎ স্বয়ংরূপং তৎ) রাম ইতি অভিধীয়তে ॥ ২২১৫-১৮ ॥

অনুবাদ। শ্রীগোপালগুরুগোস্বামিরচিত পদ্যে—যেহেতু ইনি 'ভগবত্তত্ত্ব চিদানন্দবিগ্রহবিশিষ্ট'—ইহা জানাইয়া জীবের অবিদ্যা ও উহার কার্য পাপাদি হরণ করেন, অতএব তিনি 'হরি'-নামে বিদিত। কৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তিস্বরূপা যিনি শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত হরণ করেন, সেই হেতু 'হরা' এই শব্দে সেই শ্রীরাধাই সংজ্ঞিত হন। আনন্দময়রসের অধীশ্বর, শ্যামবর্ণ, কমললোচন, গোকুলানন্দবিধাতা নন্দনন্দন 'কৃষ্ণ'-শব্দে উদ্দিষ্ট হন। রসিকতাসারই যাঁহার সর্বস্ব, সকলমূর্তিলীলার মূলীভূত ও নিত্য রাধিকারমণ যে স্বয়ংরূপ, তাহা 'রাম'-শব্দে কথিত হয় ॥ ২২১৫-১৮ ॥

এইরূপ নানা কথা কহি' সর্বজন।
শ্রীচৈতন্যপদে কৈল আত্মসমর্পণ ॥ ২২১৯ ॥
সন্ন্যাসীর শিরোমণি প্রভু গৌররায়।
অদ্বৈতভবনে ঐছে আনন্দে গোঙায় ॥ ২২২০ ॥
নবদ্বীপ হৈতে যে যে আইলা শান্তিপুরে।
সবা-মনোহিত কৈলা বিবিধ প্রকারে ॥ ২২২১ ॥
শ্রীশচীমায়েরে প্রবোধিয়া নানামতে।
তাঁ'র পাদপদ্মধূলি লইলা মাথাতে ॥ ২২২২ ॥
শচীঠাকুরাণী যেহে বিহ্বল হইলা।
নীলাচলে স্থিতি হয়—ঐছে আজ্ঞা দিলা ॥২২২৩॥
মায়ের আজ্ঞাতে প্রভু করিল গমন।
কে বর্ণিব—যৈছে হইলেন ভক্তগণ ॥ ২২২৪ ॥
কপট-সন্ন্যাসিবেশে ভ্রমি' সর্বদেশ।
মথুরামণ্ডলে আসি' করিলা প্রবেশ ॥ ২২২৫ ॥
মথুরার সনোড়িয়া বিপ্রে করি' সঙ্গে।
ভক্ত্যাবেশে ব্রজেতে ভ্রময়ে মহারঙ্গে ॥ ২২২৬ ॥
যথা যে যে লীলা পূর্বে করয়ে আপনে।
অজ্ঞাতের প্রায় তা' জিজ্ঞাসে সর্বজনে ॥ ২২২৭ ॥
অন্য মুখে শুনিতে উল্লাস অতিশয়।
এ-হেন কৌতুকে মত্ত শচীর তনয় ॥ ২২২৮ ॥
ক্রমে উপবন, বন ভ্রমণ করিয়া।
আইলেন বৃন্দাবনে মথুরা হইয়া ॥ ২২২৯ ॥
যমুনাপুলিনে যৈছে ভাবের বিকার।
লক্ষ মুখ হইলেও নারি' বর্ণিবার ॥ ২২৩০ ॥
অসংখ্য অসংখ্য লোক চতুর্দিকে ধায়।
প্রেমে মহামত্ত হৈয়া গৌরগুণ গায় ॥ ২২৩১ ॥
লোকভিড়-ভয়ে প্রভু অক্রুরে যাইয়া।
তথাই করেন ভিক্ষা নির্জন পাইয়া ॥ ২২৩২ ॥
মধ্যে মধ্যে বসিয়া তিন্তিড়ীবৃক্ষতলে।
নিজানন্দে ভাসে প্রভু নয়নের জলে ॥ ২২৩৩ ॥
এ আম্‌লি-তলে মহা-কৌতুক হইল।
কৃষ্ণদাস রাজপুতে অতি কৃপা কৈল ॥ ২২৩৪ ॥
অহে শ্রীনিবাস ! এ আম্‌লি-তলা হৈতে।
নীলাচলে গেলা প্রভু ভক্ত ইচ্ছামতে ॥ ২২৩৫ ॥
এ তিন্তিড়ীবৃক্ষ যে করয়ে দরশন।
অবশ্য তাহার হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ২২৩৬ ॥

শৃঙ্গারবট বা নিত্যানন্দবট-প্রসঙ্গে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর লীলাবিবরণ—

দেখ এ অপূর্ব বট যমুনার তীরে।
সকলে "শৃঙ্গার-বট" কহয়ে ইহারে ॥ ২২৩৭ ॥

এথা শ্রীকৃষ্ণের নানা বেশাদি-বিলাস।
বাঢ়াইলা সুবলাদি সবার উল্লাস ॥ ২২৩৮ ॥
ইহারেও 'নিত্যানন্দ-বট' কেহো কয়।
যে যাহা কহয়ে তাহা সব সত্য হয় ॥ ২২৩৯ ॥
নিত্যানন্দ এথা যৈছে কৈলা আগমন।
সংক্ষেপে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥ ২২৪০ ॥
চৈতন্যের এক দেহ নিত্যানন্দ-রাম।
তাঁ'র জন্মস্থান রাঢ়ে 'একচক্রা'-গ্রাম ॥ ২২৪১ ॥
হাড়াই পণ্ডিত পিতা, মাতা পদ্মাবতী।
পুত্রগত প্রাণ—স্নেহ বর্ণি কি শকতি ? ২২৪২ ॥
পরম আনন্দ পদ্মাবতীর তনয়।
একচক্রা-গ্রামে নানা লীলা প্রকাশয় ॥ ২২৪৩ ॥
নানা অবতারে যে সকল লীলা কৈল।
তাহা সে আবেশে সব লোকে দেখাইল ॥ ২২৪৪ ॥
একচক্রা-দেশবাসী লোক ভাগ্যবান্।
নিত্যানন্দচন্দ্র যা-সবার ধন-প্রাণ ॥ ২২৪৫ ॥
নিত্যানন্দ বাঢ়াইয়া সবার পীরিতি।
দ্বাদশ বৎসর গৃহে করিলেন স্থিতি ॥ ২২৪৬ ॥
নিত্যানন্দ-অন্তর বুঝিতে কেবা পারে ?
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিনা স্থির হৈতে নারে ॥ ২২৪৭ ॥
একদিন প্রভু মনে মনে বিচারয়।
'এবে যে যাইয়ে তথা—এ উচিত নয় ॥ ২২৪৮ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে প্রকটিয়া।
বাল্যাবেশে আছেন আপনা লুকাইয়া ॥ ২২৪৯ ॥
যবে ব্যক্ত হৈয়া ভক্তসহ বিহরিব।
তবে নবদ্বীপে গিয়া তাঁহারে মিলিব ॥ ২২৫০ ॥
এবে শীঘ্র গমন করিব তীর্থাটনে।'
ঐছে বিচারিয়া প্রভু হাসে মনে মনে ॥ ২২৫১ ॥
হেনকালে গ্রামে আইলা এক ন্যাসিবর।
লোকে জিজ্ঞাসয়ে হাড়োপণ্ডিতের ঘর ॥ ২২৫২ ॥
লোকদ্বারে জানি' হাড়ো-ওঝা ঘরে গেলা।
সন্ন্যাসীরে দেখি' ওঝা মহাহর্ষ হৈলা ॥ ২২৫৩ ॥
সেইক্ষণে ওঝা নানা সামগ্রী করিয়া।
সন্ন্যাসীরে নিবেদিল ভক্ষণ লাগিয়া ॥ ২২৫৪ ॥
ন্যাসী কহে,—'বিপ্র, কিছু যাজ্ঞা করিয়ে।
প্রতিশ্রুত হৈতে পারো, তবে সে ভুঞ্জিয়ে ॥ ২২৫৫॥
প্রতিশ্রুত হৈয়া সন্ন্যাসীরে ভুঞ্জাইল।
ন্যাসী যাত্রাকালে নিত্যানন্দে মাগি' নিল ॥২২৫৬॥
নিত্যানন্দচান্দ চিত্তে ধৈর্যাবলম্বিয়া।
ন্যাসি-সঙ্গে চলে পিতামাতা প্রবোধিয়া ॥ ২২৫৭ ॥
এইরূপে হইলেন ঘরের বাহির।
এ অতি অদ্ভুত লীলা—বুঝে কোন্ ধীর ? ২২৫৮॥
নবীন বয়স, শোভা ভুবনমোহন।
যে দেখে বারেক তা'র জুড়ায় নয়ন ॥ ২২৫৯ ॥
যে দিকে চলয়ে নিত্যানন্দ প্রেমময়।
সেই দিকে ধায় লোক অধৈর্য-হৃদয় ॥ ২২৬০ ॥
প্রভু অনুগ্রহ প্রকাশিয়া সর্বজনে।
চলে একেশ্বর মহাগজেন্দ্র-গমনে ॥ ২২৬১ ॥
দ্বাপরে করিলা যৈছে তীর্থপর্যটন।
সেইরূপ সর্বতীর্থে করয়ে ভ্রমণ ॥ ২২৬২ ॥
ভ্রমিতে দক্ষিণ গেলা পাণ্ডুর-পুরেতে।
তথা দেখিলেন প্রভু শ্রীবিট্ঠলনাথে ॥ ২২৬৩ ॥
সেই গ্রামে বৈসে এক নিরীহ ব্রাহ্মণ।
শ্রীমাধবপুরীর সতীর্থ তেঁহো হন ॥ ২২৬৪ ॥
নিত্যানন্দে আনি' বিপ্র আপন-ভবনে।
ভুঞ্জায়েন ফল-মূল-দুগ্ধাদি যতনে ॥ ২২৬৫ ॥
পাণ্ডুর-পুরের লোক মহা-ভাগ্যবান্।
নিত্যানন্দে দেখি' সবে জুড়ায় পরাণ ॥ ২২৬৬ ॥
প্রভুর যে মনোবৃত্তি তাহা কেবা জানে ?
শ্রীবিট্ঠলনাথে দেখি' রহয়ে নির্জনে ॥ ২২৬৭ ॥
অকস্মাৎ গ্রামে সে বিপ্রের আতিথ্যেতে।
আইলা তাঁ'র গুরু লক্ষ্মীপতি দূর হৈতে ॥ ২২৬৮ ॥
বহু শিষ্য-সঙ্গে, সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ।
শিষ্যে যে বাৎসল্য তাঁ'র কে করু বর্ণন ॥ ২২৬৯ ॥
অত্যন্ত প্রাচীন, অনির্বচনীয় কার্য।
সর্বত্র বিদিত—ভক্তিপথে মহা আর্য ॥ ২২৭০ ॥
কে কহিতে পারে লক্ষ্মীপতির মহিমা ?
যাঁ'র শিষ্য মাধবেন্দ্রপুরী—এই সীমা ॥ ২২৭১ ॥

মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমভক্তিরসময়।
যাঁ'র নামস্মরণে সকল সিদ্ধি হয় ॥ ২২৭২ ॥
শ্রীঈশ্বরপুরী, রঙ্গপুরী আদি যত।
মাধবের শিষ্য সবে ভক্তিরসে মত্ত ॥ ২২৭৩ ॥
গৌর-উৎকলাদি-দেশে মাধবের গণ।
সবে কৃষ্ণভক্ত প্রেমভক্তি-পরায়ণ ॥ ২২৭৪ ॥
মাধ্বি সম্প্রদায়ে যাঁ'র পরম সুখ্যাতি।
গুণের সমুদ্র, লক্ষ্মীপতি-প্রিয় অতি ॥ ২২৭৫ ॥
লক্ষ্মীপতি সেই বিপ্র-শিষ্যের ভবনে।
করিলেন ভিক্ষা কৃষ্ণকথা-আলাপনে ॥ ২২৭৬ ॥
লক্ষ্মীপতি সেই পুনঃ-পুনঃ কয়।
'আজু কি মঙ্গল দেখি তোমার আলয় ॥ ২২৭৭ ॥
আইলাম কতবার তোমার ভবনে।
ঐছে সুখ কভু না উপজে মোর মনে ॥ ২২৭৮ ॥
ইথে বুঝি কোন বা ভক্তের অধিষ্ঠান।'
বিপ্র কহে,—তুয়া অনুগ্রহ বলবান্ ॥ ২২৭৯ ॥
প্রভু-ইচ্ছামতে বিপ্রে স্ফূর্তি না হইল।
ঐছে কত কথায় দিবস গোঙাইল ॥ ২২৮০ ॥
নিশাভাগে নির্জনে বসিয়া ন্যাসিবর।
গায় বলদেবের চরিত্র মনোহর ॥ ২২৮১ ॥
প্রভু বলদেবে তাঁ'র অনন্য-ভকতি।
ক্রন্দন করিয়া কহে বলদেব-প্রতি ॥ ২২৮২ ॥
'অহে বলদেব, মু অধম দুরাচারে।
কর অনুগ্রহ—যশ ঘুষুক সংসারে ॥' ২২৮৩ ॥
ঐছে কত কহি' ধৈর্য না যায় ধরণে।
অবনি লোটায়, অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥ ২২৮৪ ॥
একে অতিবৃদ্ধ, তা'হে খেদ অতিশয়।
হইল অবশ যৈছে কহিল না হয় ॥ ২২৮৫ ॥
অত্যন্ত উদ্বেগে ন্যাসী নারে স্থির হৈতে।
অকস্মাৎ নিদ্রাকর্ষে প্রভু-ইচ্ছামতে ॥ ২২৮৬ ॥
বলরামরূপে নিত্যানন্দ কুতূহলে।
শ্রীলক্ষ্মীপতিরে দেখা দিলা স্বপ্নচ্ছলে ॥ ২২৮৭ ॥
কিবা শোভা! কন্দর্পের দর্প করে দূর।
রজতপর্বত নিন্দে অঙ্গ সুমধুর ॥ ২২৮৮ ॥
আজানুলম্বিত বাহু, বক্ষ পরিসর।
আকর্ণপর্যন্ত নেত্রভঙ্গি মনোহর ॥ ২২৮৯ ॥
কর্ণে এক কুণ্ডল ভুবনমন মোহে।
বাম কক্ষে নিক্ষিপ্ত মধুর শৃঙ্গ শোহে ॥ ২২৯০ ॥
বিবিধ ভূষণে ভূষিত কলেবর।
উপমার স্থান নাই ভুবনভিতর ॥ ২২৯১ ॥
বদনমণ্ডল জিনি' পূর্ণিমার শশী।
বচনের ছলে সে ঢালয়ে সুধারাশি ॥ ২২৯২ ॥
প্রিয় লক্ষ্মীপতি-প্রতি কহে ধীরে ধীরে।
'শুনিতে তোমার খেদ হৃদয় বিদরে ॥ ২২৯৩ ॥
অহে লক্ষ্মীপতি! কৃষ্ণ মোর প্রাণেশ্বর।
জন্মে জন্মে হও তুমি তাঁহার কিঙ্কর ॥' ২২৯৪ ॥
লক্ষ্মীপতি প্রভুর চরণে ধরি' কয়।
'ঐছে ভেদবুদ্ধি মোর কভু যেন নয় ॥' ২২৯৫ ॥
শ্রীলক্ষ্মীপতির এই বচন শুনিয়া।
প্রভু বলদেব কিছু কহেন হাসিয়া ॥ ২২৯৬ ॥
'এই গ্রামে আইলা, এক বিপ্রের কুমার।
অবধূতবেশ শিষ্য হইবে তোমার ॥ ২২৯৭ ॥
এই মন্ত্রে শিষ্য তুমি করিবে তাহারে।'
এত কহি' মন্ত্র কহে তাঁ'র কর্ণদ্বারে ॥ ২২৯৮ ॥
পাইয়া সে মন্ত্র লক্ষ্মীপতি হর্ষ হৈলা।
প্রভু অনুগ্রহ করি' অন্তর্ধান হৈলা ॥ ২২৯৯ ॥
প্রভাতে জাগিয়া ন্যাসী চিন্তে মনে মনে।
হেনকালে নিত্যানন্দ আইলা সেইখানে ॥ ২৩০০ ॥
নিত্যানন্দ-তেজ দেখি' ন্যাসী বিচারয়।
কি অদ্ভুত তেজঃ! এ-মনুষ্য কভু নয় ॥ ২৩০১ ॥
ঐছে কত বিচারিয়া ন্যাসী বিজ্ঞবর।
অনিমেষ-নেত্রে দেখে শ্রীমুখসুন্দর ॥ ২৩০২ ॥
প্রভু প্রণময়ে লোটাইয়া ক্ষিতিতলে।
আস্তে-ব্যস্তে ন্যাসী তুলি' লইলেন কোলে ॥ ২৩০৩ ॥
নিত্যানন্দ ন্যাসী প্রতি কহে বার বার।
'মন্ত্রদীক্ষা দিয়া কর আমার উদ্ধার ॥' ২৩০৪ ॥
নিত্যানন্দ প্রভুর এ মধুর বাক্যেতে।
নেত্রজলে ভাসে ন্যাসী, নারে স্থির হৈতে ॥ ২৩০৫ ॥

শ্রীবলদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিল।
সেইদিন নিত্যানন্দে দীক্ষামন্ত্র দিল ॥ ২৩০৬ ॥
দীক্ষামন্ত্র দিয়া নিত্যানন্দে করি' কোলে।
হইলা বিহ্বল, হিয়া আনন্দে উথলে ॥ ২৩০৭ ॥
লক্ষ্মীপতিপ্রিয় নিত্যানন্দ দয়াময়।
কিবা না করিতে পারে যেঁহ স্বেচ্ছাময় ॥ ২৩০৮ ॥
বাঢ়াইলা মাধ্বি-সম্প্রদায় মহানন্দ।
ভকতবৎসল প্রভু প্রেমানন্দকন্দ ॥ ২৩০৯ ॥

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তং—

নিত্যানন্দপ্রভুং বন্দে শ্রীমল্লক্ষ্মীপতিপ্রিয়ম্।
শ্রীমাধ্বিসম্প্রদানন্দবর্ধনং ভক্তবৎসলম্ ॥ ২৩১০ ॥

অন্বয়। শ্রীমল্লক্ষ্মীপতিপ্রিয়ং (গুরোঃ শ্রীলক্ষ্মীপতেঃ প্রিয়ং) শ্রীমাধ্বিসম্প্রদানন্দবর্ধনং (মাধ্বসম্প্রদায়িনং গুরুং স্বীকৃত্য তৎসম্প্রদায়স্য আনন্দবর্ধকং) ভক্তবৎসলং নিত্যানন্দপ্রভুং বন্দে ॥ ২৩১০ ॥

অনুবাদ। এক প্রাচীন শ্লোক—গুরু শ্রীলক্ষ্মীপতির প্রিয়, শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ের আনন্দবর্ধনকারী, ভক্তবৎসল শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বন্দনা করি ॥ ২৩১০ ॥

লক্ষ্মীপতিস্থানে শিষ্য হৈয়া নিত্যানন্দ।
বাঢ়াইলা তাঁ'র অতি অদ্ভুত আনন্দ ॥ ২৩১১ ॥
অতি শীঘ্র অন্যত্র গেলেন তথা হৈতে।
প্রভুর এ লীলা অন্যে না পারে বুঝিতে ॥ ২৩১২ ॥
ব্যাকুল হৈলা ন্যাসী নিত্যানন্দ বিনে।
কা'রে কিছু না কহে, চিন্তয়ে মনে মনে ॥ ২৩১৩ ॥
রজনীর শেষে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল।
স্বপ্নচ্ছলে প্রভু নিত্যানন্দ দেখা দিল ॥ ২৩১৪ ॥
দেখি' নিত্যানন্দে লক্ষ্মীপতি মহাধীর।
নিবারিতে নারে দুই নয়নের নীর ॥ ২৩১৫ ॥
বলদেবমূর্তি প্রভু হৈলা সেই ক্ষণে।
তাহা দেখি' লক্ষ্মীপতি পড়ে শ্রীচরণে ॥ ২৩১৬ ॥
নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া কহে বারবার।
'মোরে ভাঁড়াইতে এ তোমার অবতার ॥ ২৩১৭ ॥
ব্রহ্মাদি না জানে, আনে নারে জানিবারে।
আপনি জানাও যা'রে সে জানিতে পারে ॥২৩১৮॥
মো ছার মূর্খের কেনে কৈলা বিড়ম্বন।
অনুগ্রহ কর প্রভু লইনু শরণ ॥' ২৩১৯ ॥
শ্রীলক্ষ্মীপতির ঐছে বচন-শ্রবণে।
হইলেন নিত্যানন্দ-মূর্তি সেইক্ষণে ॥ ২৩২০ ॥
বিদ্যুতের পুঞ্জ জিনি' রূপের মাধুরী।
লক্ষ্মীপতি অধৈর্য হইলা শোভা হেরি' ॥ ২৩২১ ॥
নিত্যানন্দরাম করে করুণা-প্রকাশ।
শ্রীলক্ষ্মীপতির পূর্ণ কৈলা অভিলাষ ॥ ২৩২২ ॥
এ সকল অন্যে জানাইতে নিষেধিয়া।
অন্তর্ধান কৈলা প্রভু পুনঃ প্রবোধিয়া ॥ ২৩২৩ ॥
প্রভু-অদর্শনে দুঃখী হৈলা লক্ষ্মীপতি।
দূরে গেল নিদ্রা, দেখে পোহাইল রাতি ॥ ২৩২৪ ॥
কা'রে কিছু না কহে ধরিতে নারে ধৈর্য।
সেই দিন হৈতে দশা হইল আশ্চর্য ॥ ২৩২৫ ॥
দেখিয়া চিন্তিত হইলেন শিষ্যগণ।
অকস্মাৎ লক্ষ্মীপতি হৈলা সঙ্গোপন ॥ ২৩২৬ ॥
কহিতে কি জানি লক্ষ্মীপতির চরিত।
নিত্যানন্দপ্রিয় যেঁহ জগতে বিদিত ॥ ২৩২৭ ॥
পাণ্ডুরগ্রামীর ভক্তি কহনে না যায়।
অদ্যাপি প্রবল-ভক্তি নিতাইর কৃপায় ॥ ২৩২৮ ॥
এথা নিত্যানন্দ প্রভু আপন-ইচ্ছায়।
তীর্থ পর্যটন করে উল্লাস হিয়ায় ॥ ২৩২৯ ॥
কথোদিন পরে মাধবেন্দ্রের সহিতে।
দেখা হৈল প্রতীচী-তীর্থের সমীপেতে ॥ ২৩৩০ ॥
যে প্রেম প্রকাশ হৈল দোঁহার মিলনে।
তাহা কে বর্ণিব?—যে দেখিল সেই জানে॥২৩৩১॥
নিত্যানন্দে বন্ধুজ্ঞান করে মাধবেন্দ্র।
মাধবেন্দ্রে গুরুবুদ্ধি করে নিত্যানন্দ ॥ ২৩৩২ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে মাধবেন্দ্র-বাক্যম্—

জানিনু কৃষ্ণের প্রেম আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সম্প্রতি ॥ ২৩৩৩ ॥

তত্রৈব কবিবাক্যম্—

মাধবেন্দ্র-প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।
গুরুবুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয় ॥ ২৩৩৪ ॥

শ্রীঈশ্বরপুরী আদি দেখি' চমৎকার।
নিত্যানন্দে গাঢ়-রতি হইল সবার ॥ ২৩৩৫ ॥
কথোদিন দোঁহে কৃষ্ণরসে মগ্ন হৈলা।
মনের আনন্দে দিবা-রাত্রি গোঙাইলা ॥ ২৩৩৬ ॥
নিত্যানন্দ বিদায় হইয়া পুরী-স্থানে।
সেতুবন্ধ গেলা রামেশ্বর-দরশনে ॥ ২৩৩৭ ॥
শ্রীমাধবপুরীশ্বরাদিক শিষ্যে লৈয়া।
চলিলা সরযূতীর্থে বিদায় হইয়া ॥ ২৩৩৮ ॥
হৈলা মৃত্যুপ্রায় দোঁহে দোঁহার বিরহে।
এক কৃষ্ণ-প্রেমাবেশে রক্ষা পাইলা দোঁহে ॥২৩৩৯॥
যদ্যপি শ্রীনিত্যানন্দ পরম সুধীর।
ভ্রমিলেন সর্বত্র, হইতে নারে থির ॥ ২৩৪০ ॥
কথোদিনে আসি' প্রভু মথুরা-নগরে।
বাল্যাবেশে বালক-সহিত ক্রীড়া করে ॥ ২৩৪১ ॥
নিত্যানন্দ-চান্দেরে বারেক দেখে যেঁহ।
তিলার্ধেক সঙ্গ না ছাড়িতে পারে সেহ ॥ ২৩৪২ ॥
পরম-মধুর মূর্তি নিত্যানন্দ রায়।
নিত্যানন্দে দেখিতে অসংখ্য লোক ধায় ॥ ২৩৪৩ ॥
নিত্যানন্দ স্থির না রহয়ে এক ঠাঁই।
করয়ে ভ্রমণ ব্রজে মহানন্দ পাই ॥ ২৩৪৪ ॥
মধ্যে মধ্যে শ্রীগোকুল-মহাবনে যাই।
মদনগোপালে দেখি' রহেন তথাই ॥ ২৩৪৫ ॥
নন্দের আলয় দেখি কত উঠে মনে।
করিয়া রোদন চলে তীর্থ-পর্যটনে ॥ ২৩৪৬ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে
আদিখণ্ডে—

গোকুলে নন্দের ঘর বসতি দেখিয়া।
বিস্তর রোদন প্রভু করিলা বসিয়া ॥ ২৩৪৭ ॥
তবে প্রভু মদনগোপালে নমস্করি'।
চলিলা হস্তিনাপুর পাণ্ডবের পুরী ॥ ২৩৪৮ ॥
দেখিয়া সকল বন আসি' বৃন্দাবনে।
খেলয়ে অদ্ভুত খেলা যমুনাপুলিনে ॥ ২৩৪৯ ॥
এই যে অপূর্ব বটবৃক্ষের তলাতে।
ক্ষণে বৈসে ক্ষণে উঠে লোটায় ধূলাতে ॥ ২৩৫০
ক্ষণে নানা পুষ্পে বেশ করে আপনার।
ক্ষণে কহে—কোথা প্রাণ কানাই আমার ॥ ২৩৫১॥
নিত্যানন্দ ভাবাবেশে করে টলমল।
অশ্রুজলে পূর্ণ দীর্ঘ নয়নযুগল ॥ ২৩৫২ ॥
ঐছে নিত্যানন্দ বৃন্দাবনেতে বিহরে।
নিত্যানন্দ-চেষ্টা কে বুঝিতে শক্তি ধরে ? ২৩৫৩॥
জানিলেন—শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপে।
গুপ্তরূপে বিহরি' বিহরে ব্যক্তরূপে ॥ ২৩৫৪ ॥
মনে মনে হাসি' নিত্যানন্দ-হলধর।
নিরন্তর পুলকে পূর্ণিত কলেবর ॥ ২৩৫৫ ॥
হইলা অধৈর্য সে প্রভুর আকর্ষণে।
নবদ্বীপে গমন করিলা এথা হনে ॥ ২৩৫৬ ॥
বিংশতি বৎসর কৈলা তীর্থ-পর্যটন।
যথা যে বিলাস তাহা কে করু বর্ণন ॥ ২৩৫৭ ॥
এই প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের ক্রীড়াস্থান।
যে করে দর্শন সে পরম-ভাগ্যবান্ ॥ ২৩৫৮ ॥
অহে শ্রীনিবাস ! এই 'চীরঘাট' হয়।
কেহ বা 'চয়নঘাট' ইহারে কহয় ॥ ২৩৫৯ ॥
একদিন রাধাকৃষ্ণ সখীগণসনে।
রাসাদি-বিলাস-অন্তে এথা আইলা স্নানে ॥ ২৩৬০ ॥
বস্ত্রাদিক রাখি' এই নীপবৃক্ষতলে।
সূক্ষ্ম খর্ব বস্ত্র পরি' নামিলেন জলে ॥ ২৩৬১ ॥
হইয়াছিলেন শ্রান্ত বিবিধ বিলাসে।
শ্রমশান্তি হৈল স্নিগ্ধ যমুনাপরশে ॥ ২৩৬২ ॥
বারি-বিহরণে মহারঙ্গ উপজিল।
সকলেই গিয়া পদ্মবনে প্রবেশিল ॥ ২৩৬৩ ॥
কৃষ্ণ কোন ছলেতে আসিয়া বৃক্ষতলে।
করি' বস্ত্র গোপন প্রবেশে পুনঃ জলে ॥ ২৩৬৪ ॥
কতক্ষণ জলকেলি করি' উঠে তীরে।
বস্ত্র না দেখিয়া সবে চিন্তিত অন্তরে ॥ ২৩৬৫ ॥
কৃষ্ণ সে সময় অদ্ভুত শোভা হেরি'।
দিলেন সবারে বস্ত্র পরিহাস করি' ॥ ২৩৬৬ ॥
শ্রমশান্তি বস্ত্রচৌর্যাদিক এথা হৈল ॥
আর এই স্থানে কৃষ্ণ নানা ক্রীড়া কৈল ॥ ২৩৬৭ ॥

অহে শ্রীনিবাস! রাধাকৃষ্ণ সখীসনে।
নিধুবন-ক্রীড়া-রত এই নিধুবনে ॥ ২৩৬৮ ॥
এই কেশীতীর্থ দেখ অহে শ্রীনিবাস।
ইহার মহিমা বহু পুরাণে প্রকাশ ॥ ২৩৬৯ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

গঙ্গাশতগুণং পুণ্যং যত্র কেশী নিপাতিতঃ।
তত্রাপি চ বিশেষোঽস্তি কেশীতীর্থে বসুন্ধরে॥২৩৭০॥
তস্মিন্ পিণ্ডপ্রদানেন গয়াপিণ্ডফলং লভেৎ ॥২৩৭১॥

অন্বয়। যত্র (তীর্থে) কেশী (কেশিনামকঃ দৈত্যঃ) নিপাতিতঃ (হতঃ কৃষ্ণেনেত্যর্থঃ) (তত্তীর্থং) গঙ্গাশতগুণং (গঙ্গায়াঃ শতগুণাধিকং) পুণ্যং (পুণ্যপ্রদং)। হে বসুন্ধরে! তত্র কেশিতীর্থে বিশেষঃ চ অস্তি অপি (এব)। তস্মিন্ (কেশিতীর্থে) পিণ্ডপ্রদানেন গয়াপিণ্ডফলং (গয়ায়াং বিষ্ণুপদে পিণ্ডদানস্য ফলং) লভেৎ (লভেতেত্যর্থঃ) ॥২৩৭০-৭১॥

অনুবাদ। আদিবরাহপুরাণে—কৃষ্ণ যেস্থানে কেশীদৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন, তাহা গঙ্গা অপেক্ষা শতগুণ অধিক পুণ্যপ্রদ। হে বসুন্ধরে! সেই কেশিতীর্থের বৈশিষ্ট্যও আছে। তথায় পিণ্ডদান করিলে গয়ায় পিণ্ডদানের ফল লভ্য হয় ॥ ২৩৭০-৭১ ॥

কেশিবধ কৈলা কৃষ্ণ পরম কৌতুকে।
যমুনায় হস্ত পাখালিলা মহাসুখে ॥ ২৩৭২ ॥

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮৫তম-শ্লোকঃ—

হ্রেষাভির্জগতীত্রয়ং মদভরৈরুৎকম্পয়ন্তং পরৈঃ
ফুল্লন্নেত্রবিঘূর্ণনেন পরিতঃ পূর্ণং দহন্তং জগৎ।
তং তাবত্তৃণবদ্বিদীর্য বকভিদ্বিদ্বেষিণং কেশিনং
যত্র ক্ষালিতবান্ করৌ সরুধিরৌ তৎ কেশিতীর্থং ভজে॥

অন্বয়। পরৈঃ মদভরৈঃ (অতিমদেন) হ্রেষাভিঃ (শব্দৈঃ) জগতীত্রয়ং (চতুর্দশ লোকান্) উৎকম্পয়ন্তং (তথা) ফুল্লন্নেত্রবিঘূর্ণনেন (বিকসিতনেত্রঘূর্ণনেন) পরিতঃ (সর্বদিক্) পূর্ণং দহন্তং তং বিদ্বেষিণং (দ্বেষকারিণং) কেশিনং বকভিৎ (বকারিঃ কৃষ্ণঃ) তাবৎ (তদানীং) তৃণবৎ বিদীর্য (তৃণবৎ অনায়াসেন ছিত্বা) যত্র (তীর্থে) সরুধিরৌ করৌ ক্ষালিতবান্ তৎ কেশিতীর্থং ভজে (সেবে) ॥২৩৭৩॥

অনুবাদ। শ্রীস্তবাবলীতে ব্রজবিলাসস্তবের ৮৫তম-শ্লোকে—অশ্বাকার কেশিদৈত্য অতিশয় মদগর্বে হ্রেষাধ্বনিতে চতুর্দশ ভুবন কম্পিত এবং বিস্তৃত নয়নের ঘূর্ণনদ্বারা সর্বদিক পূর্ণভাবে দগ্ধ করিতেছিল। বকারি কৃষ্ণ সেই বিদ্বেষী কেশীকে তখন তৃণের ন্যায় বিদীর্ণ করিয়া যথায় রুধিররঞ্জিত হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিয়াছিলেন, আমি সেই কেশিতীর্থের ভজন করি ॥ ২৩৭৩ ॥

অহে শ্রীনিবাস! এই শ্রীধীরসমীরে।
কৃষ্ণের নিকুঞ্জলীলা অশেষ প্রকারে ॥ ২৩৭৪ ॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণের এথা অদ্ভুত মিলন।
মহাসুখে আস্বাদয়ে তাঁ'র প্রিয়গণ ॥ ২৩৭৫ ॥

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে ৫ম-সর্গে ২য়-গীতে শ্রীরাধিকাং প্রতি দূতীবাক্যং—

পূর্বং যত্র সমং ত্বয়া রতিপতেরাসাদিতাঃ সিদ্ধয়-
স্তস্মিন্নেব নিকুঞ্জমন্মথমহাতীর্থে পুনর্মাধবঃ।
ধ্যায়ংস্ত্বামনিশং জপন্নপি তবৈবালাপমন্ত্রাক্ষরং
ভূয়স্ত্বৎকুচকুম্ভনির্ভরপরীরম্ভামৃতং বাঞ্ছতি ॥২৩৭৬॥

অন্বয়। যত্র (নিকুঞ্জে) পূর্বং ত্বয়া সমং (সহ) রতিপতেঃ (কামস্য) সিদ্ধয়ঃ (কামবাসনাচরিতার্থতাঃ) আসাদিতাঃ (লব্ধাঃ কৃষ্ণেনেত্যর্থঃ) তস্মিন্নেব নিকুঞ্জমন্মথমহাতীর্থে (নিকুঞ্জস্বরূপে মদনস্য মহাতীর্থে) মাধবঃ ত্বাং অনিশং (সর্বক্ষণং) ধ্যায়ন্ তব এব আলাপমন্ত্রাক্ষরং (কথারূপং মন্ত্রাক্ষরং) (অনিশং) জপন্নপি (জপংশ্চ) ত্বৎকুচকুম্ভনির্ভরপরীরম্ভামৃতং (তব স্তনকুম্ভয়োঃ গাঢ়ালিঙ্গনামৃতং) ভূয়ঃ (অধিকং যথা স্যাৎ তথা) পুনঃ বাঞ্ছতি ॥ ২৩৭৬ ॥

অনুবাদ। শ্রীগীতগোবিন্দের ৫ম সর্গে ২য় গীতে শ্রীরাধিকার প্রতি দূতীর বাক্য—মাধব পূর্বে যে নিকুঞ্জে তোমার সহিত কামাভিলাষসকল চরিতার্থ করিয়াছিলেন, সেই নিকুঞ্জরূপ মদনের মহাতীর্থেই মাধব সর্বক্ষণ তোমার ধ্যান এবং তোমারই আলাপরূপ মন্ত্রাক্ষর জপ করিয়া তোমার কুচকুম্ভের গাঢ়ালিঙ্গনামৃত পুনরায় অধিকভাবে বাঞ্ছা করিতেছেন ॥ ২৩৭৬ ॥

তত্রৈব গীতং—

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্॥
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী ॥ইতি

অন্বয়। রতিসুখসারে (সুরতসুখসর্বস্বে) অভিসারে (নাগরীমিলনায় সঙ্কেতস্থানে) গতং মদনমনোহরবেশং (মদনবৎ মনোহরবেশধারিণং)তং হৃদয়েশং (প্রাণেশ্বরং) অনুসর (অনুগচ্ছ), হে নিতম্বিনি (প্রশস্তনিতম্বে নিতম্বভরেণ মন্থরগমনে ইত্যর্থঃ) (তত্র) গমনবিলম্বনং ন কুরু (শীঘ্রং যাহীত্যর্থঃ)। বনমালী (অধুনা) ধীরসমীরে (ধীরসমীরাখ্যপ্রদেশে) যমুনাতীরে বনে (কুঞ্জবনে) বসতি (অপেক্ষতে) ॥ ২৩৭৭ ॥

অনুবাদ। শ্রীগীতগোবিন্দের পূর্বোক্ত গীতেই— তোমার প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ মদনের ন্যায় মনোহরবেশে রতিসুখময় অভিসারে গিয়াছেন। হে নিতম্বিনি! তুমি আর বিলম্ব করিও না, তাঁহার অনুগমন কর। বনমালী ধীরসমীরে যমুনাতটে নিকুঞ্জবনে অপেক্ষা করিতেছেন॥২৩৭৭॥

দেখ শ্রীরাধিকা-মানভঞ্জন এথানে।
এ-মণিকর্ণিকা—কৃষ্ণ বিলসে এ-বনে ॥ ২৩৭৮ ॥
অহে শ্রীনিবাস! এই যমুনা-নিকট।
পরম-অদ্ভুত-শোভাময় 'বংশীবট' ॥ ২৩৭৯ ॥
বংশীবট-ছায়া জগতের দুঃখ হরে।
এথা গোপীনাথ সদা আনন্দে বিহরে ॥ ২৩৮০ ॥
ভুবনমোহন বেশে সুচারু ভঙ্গিতে।
গোপীগণে আকর্ষয়ে বংশীর স্বনেতে ॥ ২৩৮১ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং
১ম পরিচ্ছেদে ১৭শ-শ্লোকঃ—

শ্রীমদ্রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥২৩৮২

অন্বয়। শ্রীমদ্রাসরসারম্ভী (শ্রীমন্তং পরমচমৎকারপূর্ণং রাসরসং রাসসুখং আরভমাণঃ) বংশীবটতটস্থিতঃ (বংশীবটবৃক্ষস্য তলে অবস্থিতঃ) বেণুস্বনৈঃ (বংশীধ্বনিভিঃ) গোপীঃ কর্ষন্ গোপীনাথঃ নঃ (অস্মাকং) শ্রিয়ে(প্রেমসম্পদে) অস্তু (ভবতু) ॥ ২৩৮২ ॥

অনুবাদ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলায় ১ম পরিচ্ছেদে ১৭শ শ্লোক—পরম-চমৎকারিতাপূর্ণ রাসসুখ-উপভোগকারী, বংশীবটের তলে বিহারশীল, বংশীগানে গোপীগণকে আকর্ষণকারী, গোপীনাথ কৃষ্ণ আমাদের প্রেমসম্পদ বিধান করুন ॥ ২৩৮২ ॥

যমুনা-প্লাবিত এই বংশীবট-স্থান।
বংশীবট যমুনায় হৈলা অন্তর্ধান ॥ ২৩৮৩ ॥
তা'র এক ডাল আনি' গোস্বামী আপনে।
করিলা স্থাপন এ পূর্বের সন্নিধানে ॥ ২৩৮৪ ॥
দেখ শ্রীনিবাস! এ পরম রম্য স্থল।
সদা মন্দ মন্দ বহে সমীর শীতল ॥ ২৩৮৫ ॥
বংশীরবে সব ছাড়ি' অধৈর্য হিয়ায়।
গোপীগণ আসি' কৃষ্ণে মিলয়ে এথায় ॥ ২৩৮৬॥
গোপীগণ কৃষ্ণ-শোভাসমুদ্রে সাঁতারে।
কৃষ্ণ গোপীগণে দেখি' স্থির হৈতে নারে ॥ ২৩৮৭ ॥
ধৈর্যাবলম্বন করি' মনের উল্লাসে।
কে বুঝে মরম—যৈছে কুশল জিজ্ঞাসে ॥ ২৩৮৮ ॥
কৃষ্ণ এথা কৈলা গোপী-প্রেমের পরীক্ষা।
পুনঃ গৃহে যাইতে দিলেন বহু শিক্ষা ॥ ২৩৮৯ ॥
রাসারম্ভে অসমতা দেখি' গোপীগণে।
রাধাসহ অন্তর্হিত হৈতে হৈল মনে ॥ ২৩৯০ ॥
এইখানে কৃষ্ণচন্দ্র হৈয়া অদর্শন।
গোপিকাবিলাপ-সুখে করিলা শ্রবণ ॥ ২৩৯১ ॥
কৃষ্ণ বিনা গোপীগণ এ বৃক্ষ-লতায়।
জিজ্ঞাসে কৃষ্ণের কথা ব্যাকুল হিয়ায় ॥ ২৩৯২ ॥
করি' কৃষ্ণ-লীলানুকরণ গোপীগণ।
এথা কৈল রাধিকার সৌভাগ্য-বর্ণন ॥ ২৩৯৩ ॥
রাধিকার মনোহিত কৃষ্ণ এথা কৈলা।
এইখানে তাঁ'রে রাখি' অদর্শন হৈলা ॥ ২৩৯৪ ॥
এথা অন্য গোপীগণ দেখি' রাধিকারে।
কহিল অনেক অতি অধৈর্য অন্তরে ॥ ২৩৯৫ ॥
সবে এক হৈয়া কৃষ্ণ-দর্শন-লালসে।
গাইল কৃষ্ণের গুণ অশেষ বিশেষে ॥ ২৩৯৬ ॥
এইখানে শ্রীকৃষ্ণ দিলেন দরশন।
পরম আনন্দে মগ্ন হৈলা গোপীগণ ॥ ২৩৯৭ ॥
যত্নে গোপীগণ কৃষ্ণে বসাইল এথা।
এইখানে পরস্পর হৈল বহু কথা ॥ ২৩৯৮ ॥
শ্রীযমুনা-পুলিন দেখহ শ্রীনিবাস।
এইখানে কৃষ্ণ আরম্ভিলা মহারাস ॥ ২৩৯৯ ॥

শতকোটি অঙ্গনাবেষ্টিত কুতূহলে।
বিলসয়ে কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাসমণ্ডলে ॥ ২৪০০ ॥
হৈল কল্পসম রাত্রি শ্রীরাসবিহারে।
বর্ণিলেন ব্যাসাদি কবি বিবিধ প্রকারে ॥ ২৪০১ ॥
স্ত্রী রত্নে বেষ্টিত কৃষ্ণ রসিকশেখর।
সর্বচিত্তাকর্ষে রাসক্রীড়ায় তৎপর ॥ ২৪০২ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে দশমে ত্রয়স্ত্রিংশত্তমাধ্যায়ে—

তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোঽন্যাবদ্ধবাহুভিঃ ॥ ২৪০৩ ॥
রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥২৪০৪॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্ নভস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলম্।
দিবৌকসাং সদারাণামৌৎসুক্যাপহৃতাত্মনাম্ ॥২৪০৫॥
ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ।
জগুর্গন্ধর্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদ্যশোঽমলম্ ॥ ২৪০৬ ॥
বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাম্।
সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমূলো রাসমণ্ডলে ॥ ২৪০৭ ॥
তত্রাতি শুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা ॥ ২৪০৮ ॥
পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈ-
র্ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচপটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ।
স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররশনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো
গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ ॥২৪০৯॥
উচ্চৈর্জগুর্নৃত্যমানা রক্তকণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ।
কৃষ্ণাভিমর্শমুদিতা যদ্গীতেনেদমাবৃতম্ ॥ ২৪১০ ॥
কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতাঃ।
উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রীয়তা সাধু সাধ্বিতি।
তদেব ধ্রুবমুন্নিন্যে তস্যৈ মানঞ্চ বহ্বদাৎ ॥ ইতি ॥

অন্বয়। তত্র (যমুনাতটে) অনুব্রতৈঃ (অনুগতৈঃ) প্রীতৈঃ (প্রীতিযুক্তৈঃ) অন্যোঽন্যাবদ্ধবাহুভিঃ (পরস্পরং ধৃতহস্তৈঃ) স্ত্রীরত্নৈঃ (রত্নভূতাভিঃ গোপীভিঃ) অন্বিতঃ (মিলিতঃ) গোবিন্দঃ রাসক্রীড়াং (রাসো নৃত্যবিশেষস্তামেব ক্রীড়াং) আরভত। (অথ) গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ (গোপীনাং মণ্ডলৈঃ চক্রৈঃ মণ্ডিতঃ শোভিতঃ) রাসোৎসবঃ (রাসনৃত্যমিত্যর্থঃ) সংপ্রবৃত্তঃ। (তত্র নৃত্যে) দ্বয়োঃ দ্বয়োঃ (গোপ্যোঃ) মধ্যে প্রবিষ্টেন (প্রত্যেকগোপীদ্বয়মধ্যস্থিতেন ইত্যর্থঃ) যোগেশ্বরেণ (অচিন্ত্যমহাশক্তিনা) কৃষ্ণেন কণ্ঠে গৃহীতানাং (উভয়ত আলিঙ্গিতানাং) তাসাং (গোপীনাং মধ্যে সর্বাঃ) স্ত্রিয়ঃ যং (কৃষ্ণং) স্বনিকটং (নিজপার্শ্বস্থিতং) মন্যেরন্ (মন্তুং সমর্থা আসন্)। তাবৎ (তদানীং) নভঃ ঔৎসুক্যাপহৃতাত্মনাং (রাসদর্শনকুতূহলাক্রান্তচিত্তানাং) সদারাণাং (সপত্নীকানাং) দিবৌকসাং (দেবানাং) বিমানশতসঙ্কুলং (শতশতবিমানপরিপূর্ণং বভূব)। ততঃ (তদনন্তরং) দুন্দুভয়ঃ নেদুঃ, পুষ্পবৃষ্টয়ঃ পেতুঃ, সস্ত্রীকাঃ গন্ধর্বপতয়ঃ অমলং তদ্যশঃ (কৃষ্ণস্য যশঃ) জগুঃ (গীতবন্তঃ)। (তত্র) রাসমণ্ডলে (রাসচক্রে) সপ্রিয়াণাং (প্রিয়েণ কৃষ্ণেন সহিতানাং) যোষিতাং (গোপীনাং কৃষ্ণালিঙ্গিতানাং নৃত্যন্তীনাং) বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাং চ তুমূলঃ (মিশ্রিতঃ) শব্দঃ অভূৎ (উত্থিতঃ)। হৈমানাং (স্বর্ণতুল্যকান্তীনাং) রত্নানাং মধ্যে মহামারকতঃ (অত্যুজ্জ্বলঃ মরকতমণিঃ) যথা (শোভতে তথা) ভগবান্ দেবকীসুতঃ (দেবক্যাঃ যশোদায়াঃ ইত্যর্থঃ নন্দনঃ) তত্র (রাসমণ্ডলে) তাভিঃ (স্বর্ণবর্ণাভিঃ আশ্লিষ্টাভিঃ) অতি শুশুভে (বিশেষেণ শোভিতোঽভূৎ)। তাঃ কৃষ্ণবধ্বঃ কৃষ্ণভোগ্যা গোপ্যঃ) পাদন্যাসৈঃ (নৃত্যে পাদবিক্ষেপৈঃ ভুজবিধুতিভিঃ (বাহুসঞ্চালনৈঃ) সস্মিতৈঃ (মধুরহাস্যযুক্তৈঃ) ভ্রূবিলাসৈঃ (ভ্রূভঙ্গিভিঃ) ভজ্যন্মধ্যৈঃ (ভগ্নোন্মুখাভিঃ ক্ষীণাভিঃ কটিভিঃ) চলকুচপটৈঃ (চঞ্চলৈঃ স্তনৈঃ) বস্ত্রৈশ্চ গণ্ডলোলৈঃ (গণ্ডোপরি বিলসদ্ভিঃ) কুণ্ডলৈশ্চ (নৃত্যকালে এবম্বিধান্ ব্যাপারান্ প্রকটয়ন্ত্যঃ) স্বিদ্যন্মুখ্যঃ (বিগলদ্ঘর্মাক্তবদনাঃ) কবররশনাগ্রন্থয়ঃ (শিথিলকবরীরশনাবন্ধনাঃ) তং শ্রীকৃষ্ণং গায়ন্ত্যঃ (কৃষ্ণ-সৌন্দর্যমাধুর্যাদিকং কীর্তয়ন্ত্যঃ) মেঘচক্রে (মেঘমণ্ডলে) তড়িতঃ (বিদ্যুতঃ) ইব বিরেজুঃ (শুশুভিরে)। রতিপ্রিয়াঃ (কৃষ্ণস্য রত্যাং পরমপ্রীতিযুক্তাঃ তা গোপ্যঃ) নৃত্যমানাঃ(নৃত্যন্ত্যঃ) রক্তকণ্ঠ্যঃ(নানারাগৈঃ গায়ন্ত্য ইত্যর্থঃ) কৃষ্ণাভিমর্শমুদিতাঃ (কৃষ্ণস্য স্পর্শেন হৃষ্টাঃ সত্যঃ) উচ্চৈঃ জগুঃ যদ্গীতেন (যেন কৃষ্ণসম্বন্ধিগীতেন) ইদং (বিশ্বং) আবৃতং (ব্যাপ্তম্)। (গায়ন্তীনাং তাসাং মধ্যে) কাচিৎ (গোপী)

মুকুন্দেন সমং (সহ) অমিশ্রিতাঃ (কৃষ্ণেন গীতাভ্যঃ পৃথগিত্যর্থঃ) স্বরজাতীঃ (স্বরসমূহান্) উন্নিন্যে (মুখ্যত্বেন গীতবতী) ; (তদা তচ্ছ্রবণেন) প্রীয়তা (প্রীতিমাপন্নেন) তেন (কৃষ্ণেন) সাধু সাধু ইতি পূজিতা (অভিনন্দিতা অভবৎ) । (অপরা কাচিৎ) তদেব (স্বরজাতং) ধ্রুবং (ধ্রুবপদং কৃত্বা) উন্নিন্যে (গীতবতী) ; (কৃষ্ণঃ) তস্যৈ মানঞ্চ (আদরং) বহু (প্রচুরং) অদাৎ ॥ ২৪০৩-১১ ॥

অনুবাদ। শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ৩৩তম অধ্যায়ে—গোবিন্দ যমুনাতীরে অনুগত, প্রীতিযুক্ত, পরস্পর হস্তাবলম্বনে আবদ্ধ শ্রেষ্ঠ গোপীগণের সহিত মিলিত হইয়া রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। গোপীগণ বহু মণ্ডল রচনা করিয়া সেই রাসোৎসবের শোভা বিধান করিল। সেই রাসনৃত্যে যোগেশ্বর কৃষ্ণ দুই দুইজন গোপীর মধ্যে অবস্থিত হইয়া তাহাদের কণ্ঠ ধারণ করিলে তাহারা কৃষ্ণকে নিজের নিজের নিকটেই মনে করিতে লাগিল। তখন রাসোৎসব-দর্শনে কুতূহলী সস্ত্রীক দেবগণের শত শত বিমানে আকাশ পরিপূর্ণ হইল। অনন্তর দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, সস্ত্রীক গন্ধর্বপতিগণ কৃষ্ণের বিমল যশ গান করিতে লাগিল। রাসমণ্ডলে কৃষ্ণের আলিঙ্গনে বদ্ধ, নৃত্যরত গোপীগণের বলয়ের, নূপুরের ও কিঙ্কিণীর এক মিলিত ধ্বনি উত্থিত হইল। স্বর্ণকান্তিবিশিষ্ট রত্নরাশির মধ্যে মহামরকত-মণির ন্যায় ভগবান্ যশোদানন্দন রাসমণ্ডলে গোপীগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিলেন। আর কৃষ্ণভোগ্য গোপীসমূহ নৃত্যে পদবিক্ষেপ, হস্তসঞ্চালন, সহাস্য ভ্রূ-নর্তন, ভঙ্গোন্মুখ ক্ষীণকটিদেশ, চঞ্চল স্তন ও বস্ত্র, গণ্ডস্থলে দোদুল্যমান কুণ্ডল, ঘর্মাক্তবদন, শিথিল-বন্ধন কবরী ও কাঞ্চীতে শোভিত হইয়া কৃষ্ণেরই কীর্তন করিতে করিতে মেঘমণ্ডলে বিদ্যুৎরাশির ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল। কৃষ্ণের প্রীতিতে প্রীতিযুক্ত নৃত্য-পরায়ণ কৃষ্ণের স্পর্শে আনন্দিত গোপীগণ নানারাগ-পূর্ণ কণ্ঠস্বরে উচ্চস্বরে কৃষ্ণগান করিতে লাগিল—যে কৃষ্ণ-গীতে সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত। গীতপরায়ণা গোপীমধ্যে কোন গোপী কৃষ্ণের স্বরসমূহের সহিত অমিশ্রিত রাগিণী-সমূহ মূল রাগিণীরূপে গান করিলে কৃষ্ণ প্রীত হইয়া 'সাধু সাধু' বলিয়া তাহার সম্মান করিলেন। অপর এক গোপী সেই রাগিণীকেই ধ্রুবপদ করিয়া গান করিলে কৃষ্ণ তাহাকেও বহু সম্মান প্রদর্শন করিলেন ॥ ২৪০৩-১১ ॥

শ্রীগোপালচম্পূ পূর্বপ্রবন্ধে ২৬শ পূরণে ৩৩তম অঙ্কাবধি—যথা রাগঃ,—

জয় জয় সদ্গুণসার।
জগতি বিশিষ্টং কলয়িতুমিষ্টং গোকুললসদবতার ॥ধ্রু॥
কমলভবেশ্বর বৈকুণ্ঠেশ্বরপত্নীচিন্তিতসেব।
রাজসি রাসে বলিতবিলাসে নিজরমণীভির্দেব ॥২৪১৩॥
নটবৎপরিকর নিখিলকলাধর রচিতপরস্পরমোদ।
আলিঙ্গনমুখরিততমমহাসুখবল্লববধূহৃতত্তোদ ॥ ২৪১৪ ॥
ব্যতিবীক্ষণকৃতসাত্ত্বিকপরিবৃত-মণ্ডলমনু বহুমূর্তে।
ব্রজতরুণীগণ-রচিতনয়নপণ-সচিতবশীকৃতপূর্তে ॥ ২৪১৫ ॥
চরণকঞ্জধৃতি-করপল্লবকৃতি-চিল্লীবলিতবিহারান্।
মধ্যভঙ্গততি-মণিকুণ্ডলগতি-পুলকস্বেদবিকারান্ ॥২৪১৬॥
কলয়তি ভবতা ঘনসাম্যবতা তড়িদিব সর্বা ললনা।
অপিবঃ পরিমিতিতরতমতামিতি সেয়ং জপয়তি তুলনা॥
সুমধুরকণ্ঠে নৃত্যোৎকণ্ঠে তব রতিমাত্রপ্রীতে।
ত্বৎস্পর্শামৃতমদচয়সংবৃতচিত্তে ভাবক্রীতে ॥ ২৪১৮ ॥
যুবতীজাতে গীতজশাতেনাবৃতবিশ্বপ্রভবে।
যস্ত্বং রাজসি তৎসুখভাগসি নম এতস্মৈ প্রভবে ॥ ২৪১৯ ॥
যা সহ ভবতা বিস্ময়বতা স্বরজাতীরতিশুদ্ধম্।
গায়তি সেয়ং নিখিলৈর্গেয়ং কলয়তি নিজগুণরুদ্ধম্॥২৪২০॥
তত উৎকর্ষং বলয়তি হর্ষং বলয়তি যেয়ং গানে।
সা শ্রীরাধাবলিতারাধা ভবতা কলিতা মানে ॥ ২৪২১ ॥
যেয়ং রাসে শ্রমজবিলাসে বিগলন্মল্লীবলয়া।
সা ভবদংসে লসদবতংসে ধরতি করং বরকলয়া ॥২৪২২॥
যা চাংসোপরিভুজপরিঘং পরিচুম্বতি সবিনোদম্।
হৃষ্যতি সেয়ং তনুগণণেয়ং যদ্রোম চ সমোদম্ ॥ ২৪২৩ ॥
চলকুণ্ডলধর-গণ্ডমুকুরবরসমিষস্পর্শবিধানে।
তাম্বূলদ্রবপরিবর্তাদ্ভ্রময়সে চুম্বনদানে ॥ ২৪২৪ ॥
এষা নর্তনকীর্তনসিঞ্জিতজাতস্থতালা।
তব রামাহুজ করমতুলাম্বুজমিষমাধাদ্ধৃদি বালা ॥২৪২৫॥
অথ রাসক্রমপরিবলিতশ্রমবনিতালক্ষিতদেহ।
পরিতোভ্রমণকগণবিশ্রমকণসমুদিতপরমস্নেহ ॥ ২৪২৬ ॥

কবিকৃতনিশ্চয়গুম্ফযশশ্চয়মালাসমুদয়হারিন্।
জয় জয় জয় জয়, জয় জয় জয় জয়, জয় জয় রাসবিহারিন্॥

অন্বয়। জগতি বিশিষ্টং ইষ্টং কলয়িতুং (সাধয়িতুং) লসদবতার (গোকুলে লীলাময়াবতার) হে সদ্গুণসার ! (ত্বং) জয় জয়। হে কমলভবেশ্বরবৈকুণ্ঠেশ্বরপত্নীচিন্তিতসেব (কমলভবঃ ব্রহ্মা, ঈশ্বরঃ মহাদেবঃ, বৈকুণ্ঠেশ্বরপত্নী লক্ষ্মীঃ —এভিঃ চিন্তিতা প্রার্থিতা সেবা যস্য স তৎসম্বোধনে)! (ত্বং) নিজরমণীভিঃ (স্বপ্রিয়াভির্গোপীভিঃ) বলিতবিলাসে (বর্ধিতবিলাসে) রাসে রাজসি। হে নটবৎপরিকর (নৃত্যশীলসহচরবিশিষ্ট)! হে নিখিলকলাধর (অশেষকলাবিদ্যানিপুণ)! হে রচিতপরস্পরমোদ (পরস্পরানন্দবিধায়িন্)! আলিঙ্গন-মুখরিততম মহাসুখবল্লববধূহৃতভেদ(আলিঙ্গনৈঃ মুখরিততমং অতিশয়েন প্রকটিতং মহাসুখং যাসাং যাভির্বা তাদৃশীভিঃ গোপবধূভিঃ দূরীকৃতমদনব্যথ)! ব্যতিবীক্ষণকৃতসাত্ত্বিকপরিবৃতমণ্ডলং (ব্যতিবীক্ষণেন ভবতা সহ দৃষ্টিবিনিময়েন কৃতং আবির্ভাবিতং যৎ সাত্ত্বিকং সাত্ত্বিকভাবা ইত্যর্থঃ, তেন পরিবৃতং মণ্ডলং রাসমণ্ডলং) অনু (মণ্ডলসমীপে অর্থাৎ তাদৃশে মণ্ডলে) বহুমূর্তে (বহুরূপধারিন্) হে ব্রজতরুণীগণরচিতনয়নপণসচিতবশীকৃতপূর্তে (ব্রজযুবতিগণেন রচিতেন নয়নরূপেণ ধনেন সচিতা সহায়ং প্রাপিতা বশীকৃতা চ পূর্তিঃ বাসনাপূরণং যস্য সঃ) তড়িৎ ইব সর্বা ললনা (রাসমণ্ডলস্থিতাঃ সর্বা গোপ্যঃ) ঘনশ্যামবতা (নবনীরদনিভেন) ভবতা (সহ) চরণকম্প্রতি-করপল্লবকৃতি-চিল্লীবলিত-বিহারান্ (চরণপদ্মধারণেন তথা করপল্লবসঞ্চালনেন যে হাবপ্রকাশাস্তৈর্বলিতান্ মিশ্রিতান্ বিহারান্)মধ্যভঙ্গতিত-মণিকুণ্ডলগতি-পুলকস্বেদ-বিকারান্ (কটিভঙ্গীঃ মণিকুণ্ডলান্দোলনং রোমাঞ্চস্বেদবিকারান্) কলয়তি (প্রকটয়তি) । সা ইয়ং তুলনা বঃ (যুষ্মাকং) পরিমিতিতরতমতাং (পরিমাণং সমীমত্বং তারতম্যঞ্চ) জ্ঞপয়তি (ঘোষয়তি) ইতি কিং ? নহীত্যর্থঃ। যঃ ত্বং সুমধুরকণ্ঠে (অতিমধুরস্বরবিশিষ্টে) নৃত্যোৎকণ্ঠে (নৃত্যে ঔৎসুক্যবতি) তব রতিমাত্রপ্রীতে (তবসুখেনৈব সুখিতে) ত্বংস্পর্শামৃতমদচয়সংবৃতচিত্তে (তব স্পর্শামৃতস্য মদরাশিনা পরিপূরিতহৃদয়ে) ভাবক্রীতে (প্রেম্ণা ক্রীতে) গীতজশাতেন (গীতজনিতেন সুখেন) আবৃতবিশ্বপ্রভবে (সংপ্লাবিতবিশ্বকারণে) যুবতীজাতে (যুবতীগণে) রাজসি, তৎসুখভাক্ (রাসমণ্ডলবিহারেণ সুখী) অসি (চ) এতস্মৈ প্রভবে নমঃ। যা বিস্ময়ং অবতা (প্রাপ্তবতা বিস্মিতেনেত্যর্থঃ) ভবতা সহ স্বরজাতীঃ (বিবিধা রাগিণীঃ) অতিশুদ্ধং (সুবিশুদ্ধভাবেন) গায়তি সা ইয়ং নিজগুণরুদ্ধং (স্বীয়সঙ্গীতপ্রাবীণ্যেন নিয়ন্ত্রিতং স্বরমিতি শেষঃ) নিখিলৈঃ (অপরৈঃ সর্বৈঃ) গেয়ং কলয়তি। যা ইয়ং (গোপী) গানে ততঃ (পূর্বকৃতাৎ) উৎকর্ষং (প্রাবীণ্যাধিক্যং) বলয়িতহর্ষং (বর্ধিতানন্দং যথা স্যাৎ তথা) বলয়তি (প্রকটয়তি) শ্রীরাধাবলিতারাধা (শ্রীরাধয়া কৃতপূজা) সা ভবতা (কৃষ্ণেন) মানে (আদরপ্রদর্শনে) কলিতা (পূজিতা)। যা ইয়ং (গোপী) রাসে (রাসনৃত্যে) শ্রমজবিলাসে (যঃ শ্রমঃ তজ্জনিতে বিলাসে সুখেন ইত্যর্থঃ) বিগলন্মল্লীবলয়া (জাতা) সা লসদবতংসে (অবতংসশোভিতে) ভবদংসে (ভবতঃ স্কন্ধোপরি) বরকলয়া (পরমবৈদগ্ধ্যেন) (নিজং) করং ধরতি। যা চ (গোপী) অংসোপরি (স্বস্যাঃ স্কন্ধদেশে স্থিতং) ভুজপরিঘং (মুদ্গরসদৃশং বাহুং কৃষ্ণস্যেত্যর্থঃ) সবিনোদং (সলীলং) পরিচুম্বতি (সমাধিকং চুম্বতি) সা ইয়ং তনুগণনা (দেহস্মৃতিরহিতা) ভ্রমতি, যদ্রোম (যস্যাঃ রোম) চ সামোদং (হৃষ্টং)। চলকুণ্ডলধর-গণ্ডমুকুরবর-সামিষস্পর্শবিধানে (চঞ্চল-কুণ্ডল-শোভিতস্য গণ্ডমুকুরবরস্য সব্যাজং স্পর্শব্যাপারবতি) চুম্বনদানে (চুম্বনকর্মণি) তাম্বূলদ্রবপরিবর্তাৎ (চর্বিততাম্বূল-বিনিময়েন) দ্রবং (দ্রবীভাবং) অয়সে (গচ্ছসি ত্বমিতিশেষঃ) (হে) রামানুজ ! এষা নর্তনকীর্তনবর্তনসিঞ্জিতজাতসুতালা (নর্তনে গানে চ অঙ্গসঞ্চালনেন যৎ, সিঞ্জিতং ভূষণধ্বনিঃ তেন কৃতসুতালা) বালা তব অতুলাম্বুজমিত্রং (অদ্বিতীয়পদ্মপ্রতিযোগিনং) করং (হস্তং) হৃদি (বক্ষসি) আধাৎ (স্থাপিতবতী) হে রাসক্রমপরিবলিতভ্রমবনিতালক্ষিতদেহ (রাস-নৃত্যেন সংজাতক্লান্তিভিঃ গোপীভিঃ পরিবেষ্টিতদেহ) ! হে পরিতোভ্রমণকপণবিভ্রমকণসমুদিতপরমস্নেহ (পরিতোভ্রমণকস্য নৃত্যে অতিশয়িতং কৃতভ্রমণস্য গোপী-

সমূহস্য বিভ্রমকরৈঃ শ্রমাধিক্যজনিতৈঃ স্বেদবিন্দুভিঃ তদ্দর্শনেনেত্যর্থঃ অতিকরুণ) ! হে কবিকৃতনিশ্চয়শুভ্রযশশ্চয়-মালাসমুদয়হারিন্ (কবিভিঃ সুরিভিরেব কৃতনিশ্চয়ানাং তত্ত্বতোঽধিগতানাং বিমলমহিমরাশীনাং স্রকপুঞ্জান্ অপি হরতি যঃ স কবিকৃতামলগুণগণ-গীতিমালাশোভন) ! হে রাসবিহারিন্ ! জয় (ত্বং দশমতত্ত্বং দশদিক্ষু দশধা সর্বোৎ-কর্ষেণ বিজয়ী ভব ইতি জয়পদস্য দশবারান্ আবৃত্তিঃ) ॥ ২৪১২-২১ ॥

অনুবাদ। শ্রীগোপালচম্পূর পূর্বপ্রবন্ধে ২৬শ পূরণে—(যথাযোগ্য রাগিণীতে গেয়)—বিশিষ্ট অভীষ্টপূরণের জন্য ভৌমগোকুলে অবতীর্ণ হে লীলাময় অবতার! হে সদ্-গুণাধার ! আপনি পুনঃ-পুনঃ জয়যুক্ত হউন। ব্রহ্মা, শিব ও লক্ষ্মী আপনার সেবা প্রার্থনা করেন। হে দেব ! আপনি নিজকান্তা গোপীগণের সহিত বিলাসময় রাসে বিরাজ করেন। আপনি নৃত্যশীল পরিকরগণে শোভিত, অশেষ-কলাবিদ্যানিপুণ, পরস্পর আনন্দবিধাতা। গোপীগণ আলিঙ্গনের দ্বারা তাহাদের বিপুল আনন্দ বিশেষভাবে প্রকাশ করিয়া আপনার মনের ব্যথা দূর করিয়া দেয়। রাসমণ্ডলে আপনার সহিত দৃষ্টিবিনিময়ে সকলে সাত্ত্বিক-বিকারে মণ্ডিত হয়। আপনি সেই মণ্ডলে নিজকে বহু-মূর্তিতে প্রকাশ করেন। ব্রজের তরুণীগণের নয়নপথ আপনার মনোবাসনাপূরণের সহায়তা করিয়া উহাকে আয়ত্ত করিয়া দেয়। মেঘের সঙ্গে বিদ্যুতের ন্যায় নব-নীরদসদৃশ আপনার সঙ্গে গোপীগণের চরণধারণ, বিবিধ করভঙ্গি প্রভৃতি হাবভাবমিশ্রিত বিহার, কটিভঙ্গ, গণ্ডোপরি কুণ্ডল-সঙ্কলন, পুলক ও ঘর্মবিকার প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু এই তুলনা আপনাদের অসীমতা ও অতুলনীয়তার হানি করিতে পারে কি ? মধুরকণ্ঠী গোপীগণ রাসনৃত্যে আগ্রহসম্পন্ন, আপনার সুখেই তাঁহাদের প্রীতি, আপনার স্পর্শামৃতের মাদকতায় তাঁহাদের চিত্ত ভরপুর, তাঁহারা প্রেম-মূল্যে আপনার নিকট বিক্রীত, তাঁহারা সঙ্গীতজনিত আনন্দ-দ্বারা বিশ্বকারণ আপনাকেও আপ্লুত করিয়াছেন। আপনি এইরূপ যুবতীগণমধ্যে বিরাজমান হইয়া রাসসুখ উপভোগ করিতেছেন। এতাদৃশ প্রভুকে নমস্কার। যে গোপী আপনার বিস্ময় উৎপাদন করিয়া বিবিধ রাগিণী সুবিশুদ্ধভাবে গান করিতেছেন, তিনি নিজসঙ্গীত-নৈপুণ্যে নিজ রাগিণীতে অপর সকলের গানের রাগিণী বাঁধিয়া দিয়াছেন। এই যে গোপী-গানে তদপেক্ষাও অধিক উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়া আনন্দ বর্ধন করিতেছেন, শ্রীরাধাকর্তৃক সম্মানিত ইঁহাকে আপনি আদরপ্রদর্শনে সম্মানিত করিতেছেন। এই যে গোপীর রাসনৃত্যে পরিশ্রমহেতু আনন্দে বলয় ও মল্লিকামালা শিথিল হইয়া গিয়াছে, তিনি আপনার অবতংস-শোভিত স্কন্ধের উপর অতি সুন্দর ভঙ্গীতে নিজ-হস্ত স্থাপন করিয়াছেন। অপর এক গোপীর স্কন্ধোপরি আপনার পরিঘতুল্য বাহু ন্যস্ত হইলে তিনি তাহা পরমানন্দে অশেষ চুম্বন করিতেছেন, তিনি আনন্দে দেহস্মৃতিরহিত হইয়াছেন এবং তাঁহার পুলকোদ্গম হইয়াছে। কোন গোপীর লোলকুণ্ডলশোভিত গণ্ডস্থল ছলনাক্রমে স্পর্শ করিয়া চুম্বন-দানকালে পরস্পর চর্বিত-তাম্বূলের বিনিময়ে আপনি বিগলিতভাব প্রাপ্ত হইতেছেন। হে রামানুজ ! এই গোপবালার নৃত্যে ও গীতে তাঁহার অঙ্গবলনজনিত ভূষণধ্বনি সুন্দরভাবে তাল রক্ষা করিতেছে। ইনি আপনার অতুলনীয় পদ্মসদৃশ করপদ্ম নিজ-বক্ষে করিতেছেন। রাসনৃত্যে ক্লান্ত গোপীগণকর্তৃক আপনি পরিবেষ্টিত, নৃত্যে অধিক ঘূর্ণনহেতু গোপীগণের শ্রমাধিক্য-জনিত ঘর্মবিন্দুদর্শনে আপনি ইঁহাদের প্রতি অতিস্নেহাবিষ্ট হইয়াছেন। সূরিগণ অবধারণপূর্বক আপনার বিমল যশোরাশির যে মালা রচনা করিয়া থাকেন, আপনি তদ্দ্বারা শোভিত হন। হে রাসবিহারি ! আপনি দশভাবে জয়লাভ করুন ॥ ২৪১২-২১ ॥

অহে শ্রীনিবাস ! রাসবিলাস-বিস্তার।
যমুনাপুলিনে সে শোভার নাহি পার ॥ ২৪২৮ ॥
উজ্জ্বল রজনী পূর্ণচন্দ্রের কিরণে।
যমুনাসলিলশোভা বর্ণিব কি আনে ? ২৪২৯ ॥
এইখানে কৃষ্ণচন্দ্র প্রিয়াগণ-সঙ্গে।
যমুনায় জলকেলি কৈল নানা রঙ্গে ॥ ২৪৩০ ॥
পরমকৌতুকী কৃষ্ণ কুঞ্জক্রীড়ারত।
কৈল যৈছে বিশ্রাম তা' বর্ণিবে কে কত ? ২৪৩১ ॥

রজনীপ্রভাতে কৃষ্ণ প্রিয়াগণ-সনে।
গৃহে গতি যৈছে তা' বর্ণয়ে বিজ্ঞগণে ॥ ২৪৩২ ॥

তথাহি তত্রৈব ২৯তম পূরণে ৯৩তম শ্লোকাবধি ললিতরাগ

জাগরণাদথ কুঞ্জবরে।
বীক্ষিতভাস্বররুচিনিকরে ॥ ২৪৩৩ ॥
কান্তানিদ্রাভঙ্গকরে।
অপি সঙ্কলিতস্বপরিকরে ॥ ২৪৩৪ ॥
মম ধীর্মজ্জতি কংসহরে।
মৌলিশিখোপরি পিঞ্ছধরে ॥ ধ্রু ॥ ২৪৩৫ ॥
মুহুরুল্লসিতযুবতীনিকরে।
সমমনয়া বহিরনয়চরে ॥ ২৪৩৬ ॥
ঘনগহনাধ্বনি গমনপরে।
তত্র চ বহুকৃতসুখবিতরে ॥ ২৪৩৭ ॥
আশাস্তম্ভিতবিরহগরে।
ধাম্নি সনাতনশর্মহরে ॥ ২৪৩৮ ॥

অন্বয়। অথ (বিশ্রামানন্তরং) কুঞ্জবরে জাগরণাৎ (পরমিতি শেষঃ) বীক্ষিতভাস্বররুচিনিকরে (সূর্যালোকং দৃষ্টবতি) কান্তানিদ্রাভঙ্গকরে (শ্রীরাধায়াঃ নিদ্রাভঙ্গং কুর্বতি) সঙ্কলিতপরিকরে (পরিজনান্ মেলয়তি) অপি (চ) মৌলিশিখোপরি (শিরসি চূড়ায়াং) পিঞ্ছধরে (শিখিপুচ্ছধারিণি) কংসহরে (কংসারৌ কৃষ্ণে) মম ধীঃ (মতিঃ) মজ্জতি। মুহুরুল্লসিতযুবতীনিকরে(যুবতীসমূহং পুনঃ-পুনঃ উল্লাসয়তি) অনয়া (রাধিকয়া) সমং (সহ) বহিঃ অনয়চরে (পূর্বং কদাপি অগতবতি) ঘনগহনাধ্বনি (নিবিড়বনপথে) গমনপরে (গমনকারিণি) তত্র চ (বনমধ্যে) বহুকৃতসুখবিতরে (প্রচুরসুখং বিতরতি) আশাস্তম্ভিতবিরহগরে (পুনর্মিলনাশয়া নিবারিতবিরহবিষপ্রভাবে) সনাতনশর্মহরে (নিত্যসুখদায়িনি) ধাম্নি (কৃষ্ণবিগ্রহে, মম ধীঃ মজ্জতীতি শেষঃ)॥

অনুবাদ। শ্রীগোপালচম্পূর পূর্বপ্রবন্ধে ২৯তম পূরণে ললিতরাগে—বিশ্রামানন্তর কুঞ্জে জাগরণের পরে সূর্যালোক দর্শন করিয়া শ্রীরাধার নিদ্রাভঙ্গকারী পরিজনবর্গের মিলনকারী, মস্তকে চূড়ায় শিখিপুচ্ছধারী, কংসারি কৃষ্ণে আমার মতি নিমগ্ন হইতেছে। যিনি যুবতীসমূহকে পুনঃপুনঃ উল্লাসিত করিতেছেন, রাধিকার সহিত পূর্বে কখনও বাহিরে গমন করেন নাই, নিবিড়বনপথে গমনকালে তথায় নানা সুখ বিতরণ করিতেছেন, পুনর্মিলনের আশায় বিরহবিষক্রিয়া স্থগিত করিয়াছেন এবং যাঁহার সচ্চিদানন্দবিগ্রহ নিত্যসুখপ্রদ তাঁহাতে আমার মতি নিমগ্ন হইতেছে ॥ ২৪৩৩-৩৮ ॥

মহারাসবিলাসে সকল গোপিকার।
কৈল মনোরথ পূর্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ২৪৩৯ ॥
শ্রীরাসবিলাসী মহাসুখের আলয়।
শুনিলে এ সব—অভিলাষ পূর্ণ হয় ॥ ২৪৪০ ॥
অহে শ্রীনিবাস! কৃষ্ণ ভুবনমোহন।
শ্রীরাসবিলাসী রাধিকার প্রাণধন ॥ ২৪৪১ ॥
ভুবনমোহিনী রাধা রাসবিলাসিনী।
কৃষ্ণপ্রাণপ্রিয় রমণীর শিরোমণি ॥ ২৪৪২ ॥
কৃষ্ণসুখ যা'তে তাহা করয়ে সদায়।
শ্রীরাধিকা বিনা কৃষ্ণে অন্য নাহি ভয় ॥ ২৪৪৩ ॥
শ্রীরাধিকা রাধিকার সখীগণ-সনে।
সদা রাসবিলাসে বিহ্বল বৃন্দাবনে ॥ ২৪৪৪ ॥
এথা এক দিবস হইল মহারঙ্গ।
কহিতে বাড়য়ে সাধ সে সব প্রসঙ্গ ॥ ২৪৪৫ ॥
বৃন্দা মনে কৈল 'আজি বিবিধ বিধানে।
দেখিব বিলাস রাই কানু সখীগণে ॥' ২৪৪৬ ॥
এই হেতু বৃন্দা লৈয়া অনুচরীগণ।
রাসলীলারম্ভের করয়ে আয়োজন ॥ ২৪৪৭ ॥
নৃত্যস্থলী বিরচয়ে যে সব বিধানে।
সে সকল ভেদ নাট্যশাস্ত্রেও না জানে ॥ ২৪৪৮ ॥
যৈছে চন্দ্রকিরণ নির্মল উজিয়ার।
তৈছে নৃত্যস্থলীশুভ্রশোভা চমৎকার ॥ ২৪৪৯ ॥
এই কুঞ্জালয়ের অঙ্গনপরিসরে।
চন্দ্রের কিরণ কি অদ্ভুত শোভা ধরে ॥ ২৪৫০ ॥
চতুর্দিকে শুভ্র পুষ্পাসন সর্বোপরি।
মধ্যে শুভ্র সিংহাসন রাখে যত্ন করি' ॥ ২৪৫১ ॥
তাম্বূলবীটীকা রত্নসম্পুটে রাখয়।
যাহার সৌগন্ধ সর্বচিত্ত আকর্ষয় ॥ ২৪৫২ ॥
নানা পুষ্পভূষা আদি অনেক প্রকার।
সুগন্ধি চন্দন-আদি—লেখা নাই তা'র ॥ ২৪৫৩ ॥

লক্ষ লক্ষ চামর-শোভায় চিত্ত হরে।
মৃদঙ্গাদি নানা যন্ত্র রাখে থরে থরে ॥ ২৪৫৪ ॥
শুক কোকিলাদি পক্ষ্যে করয়ে আদেশ।
গাও কৃষ্ণ-রাধিকার চরিত্র অশেষ ॥ ২৪৫৫ ॥
ময়ূরগণেরে কহে নৃত্য করিবার।
নিদেশে ভ্রমরগণে করিতে ঝঙ্কার ॥ ২৪৫৬ ॥
হেনই সময়ে সে বৃন্দার অনুচরী।
শ্রীবৃন্দাদেবীর প্রতি কহে ধীরি ধীরি ॥ ২৪৫৭ ॥
দুঁহু-গতি-বিলম্বে চিন্তিত হৈয়া তুমি।
মোরে আজ্ঞা কৈলা—তথা গিয়াছিনু আমি ॥২৪৫৮॥
পৌর্ণমাসী-উপদেশে কৃষ্ণ হর্ষ হৈয়া।
পুষ্পবনে ছিলা রাই-পথ নিরখিয়া ॥ ২৪৫৯ ॥
শ্রীরাধিকা গৃহ হৈতে আসি' সখীসনে।
মিলিলেন কৃষ্ণ এই পুষ্পের কাননে ॥ ২৪৬০ ॥
দোঁহার মিলনে পৌর্ণমাসী হর্ষ হৈলা।
তোমার যে ক্রিয়া তাহা দোঁহে জানাইলা ॥২৪৬১॥
এত কহিতেই হৈল দোঁহার গমন।
কিবা পাদপদ্মের বিন্যাস মনোরম ॥ ২৪৬২ ॥
দোঁহে দুঁহু স্কন্ধে চারু ভুজ আরোপিয়া।
রসাবেশে রহে দোঁহে দোঁহা নিরখিয়া ॥ ২৪৬৩ ॥
কহিতে সে শোভার অবধি নাহি হয়।
নিরখিতে নয়ননিমিষ দূরে রয় ॥ ২৪৬৪ ॥
দুঁহু রূপছটা—আলো করে ত্রিভুবন।
সজল জলদঘটা দামিনীদমন ॥ ২৪৬৫ ॥
ললিতাদি-সখী-সুবেষ্টিত—শোভা অতি।
ঝলমল করে সে সবার অঙ্গদ্যুতি ॥ ২৪৬৬ ॥
অদ্ভুত ভঙ্গিতে চলে কুঞ্জের মাঝার।
মন্দ-মন্দ নূপুরের ধ্বনি অনিবার ॥ ২৪৬৭ ॥
রাই-কানু সখীসহ কুঞ্জে প্রবেশিয়া।
বৃন্দাবিরচিত শোভা দেখে হর্ষ হৈয়া ॥ ২৪৬৮ ॥
দোঁহে হাসি' বৈসে সে বিচিত্র সিংহাসনে।
চতুর্দিকে সখী সুখে আপনা না জানে ॥ ২৪৬৯ ॥
লক্ষ লক্ষ দাসী করে চামর-ব্যজন।
শুক কোকিলাদি গায় দুঁহু গুণগণ ॥ ২৪৭০ ॥

সুমধুর বাদ্যপ্রায় ভ্রমর গুঞ্জরে।
চতুর্দিকে ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য করে ॥ ২৪৭১ ॥
বৃন্দাদেশে সব নিজগুণ প্রকাশিল।
এই ছলে বৃন্দা মনোরথ জানাইল ॥ ২৪৭২ ॥
পরম সুগড় কৃষ্ণ রসের মূরতি।
হাসি' নেত্রকোণে কি কহিল বৃন্দাপ্রতি ॥ ২৪৭৩॥
বৃন্দা চন্দনাদি পুষ্পভূষা সমর্পিতে।
যে কৌতুক বাঢ়ে—তাহা কে পারে বর্ণিতে? ২৪৭৪॥
ললিতা সে তাম্বূলসম্পুট উঘাড়িয়া।
হৈল হর্ষ রাইহস্তে তাম্বূল অর্পিয়া ॥ ২৪৭৫ ॥
শ্রীরাধিকা তাম্বূলবীটীকা লৈয়া সুখে।
দিলেন সুভঙ্গীতে কৃষ্ণের চাঁদমুখে ॥ ২৪৭৬ ॥
মন্দ মন্দ হাসে কৃষ্ণ অধৈর্যহৃদয়।
তাম্বূলভক্ষণে নানা রঙ্গ প্রকাশয় ॥ ২৪৭৭ ॥
শ্রীরাসবিলাস করিবেন—এই মনে।
অপূর্ব ভঙ্গিতে চায় রাইমুখপানে ॥ ২৪৭৮ ॥
আনন্দের মূর্তি কৃষ্ণ রসের নিধান।
কোটি কোটি কন্দর্প জিনিয়া ভঙ্গী তাঁ'ন ॥ ২৪৭৯ ॥
ময়ূরচন্দ্রিকা মাথে শোভয়ে অশেষ।
বংশী ন্যস্ত অধরে—কি সুমধুর বেশ ॥ ২৪৮০ ॥
বৃন্দামনোরথসিদ্ধি করিবার তরে।
শ্রীরাধিকাসহ কৃষ্ণ এথাই বিহরে ॥ ২৪৮১ ॥
অসংখ্য প্রেয়সী—তা'র মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাধা।
যেঁহ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ করে সব সাধা ॥ ২৪৮২ ॥
রাধিকার বেশ যৈছে—কে পারে কহিতে?
ললিতাদি বেশের উপমা নাহি দিতে ॥ ২৪৮৩ ॥
রাধিকার গণ যত লেখা নাই তা'র।
ললিতাদি সখীর যূথের নাই পার ॥ ২৪৮৪ ॥
লক্ষ লক্ষ অঙ্গনাতে বেষ্টিত হইয়া।
বিলসয়ে কৃষ্ণ রাইস্কন্ধে বাহু দিয়া ॥ ২৪৮৫ ॥
শ্রীরাসবিলাসে শোভা ব্যাপিল ভুবন।
হইলেন সঙ্গীতে নিমগ্ন সর্বজন ॥ ২৪৮৬ ॥
কহিতে কি—সঙ্গীতের রীত চমৎকার।
সর্বচিত্তাকর্ষক—এ সর্বত্র প্রচার ॥ ২৪৮৭ ॥

অহে শ্রীনিবাস! পূর্বে ব্রহ্মা বেদ হৈতে।
প্রকাশে সঙ্গীতবেদ—বিদিত জগতে ॥ ২৪৮৮ ॥

তথাহি—
পুরা চতুর্ণাং বেদানাং সারমাকৃষ্য পদ্মভূঃ।
ইমন্তু পঞ্চমং বেদং সঙ্গীতাখ্যমকল্পয়ৎ ॥ ২৪৮৯ ॥

অন্বয়। পুরা পদ্মভূঃ (পদ্মযোনির্ব্রহ্মা) চতুর্ণাং বেদানাং সারম্ আকৃষ্য সঙ্গীতাখ্যম্ ইমং পঞ্চমং বেদম্ অকল্পয়ৎ (নির্মিতবান্ ॥ ২৪৮৯ ॥

অনুবাদ। পুরাকালে ব্রহ্মা চারিবেদের সার গ্রহণ করিয়া 'সঙ্গীতবেদ'-নামক এই পঞ্চম বেদ রচনা করিয়াছিলেন ॥ ২৪৮৯ ॥

সাম-ঋক্-অথর্বাদি বেদচতুষ্টয়।
ইথে জন্মে গীত-পাঠ্যরস-অভিনয় ॥ ২৪৯০ ॥

তথাহি—
ঋগ্‌ভ্যঃ পাঠ্যমভূদ্ গীতং সামভ্যঃ সমপদ্যত।
যজুর্ভ্যোঽভিনয়া জাতা রসাশ্চাথর্বণাঃ স্মৃতাঃ ॥২৪৯১ ॥

অন্বয়। ঋগ্‌ভ্যঃ (ঋঙ্মন্ত্রেভ্যঃ) পাঠ্যং (আবৃত্তিঃ) অভূৎ, সামভ্যঃ (সামগানাৎ) গীতং সমপদ্যত (সমুৎপন্নং), যজুর্ভ্যঃ (যজুর্বেদাৎ) অভিনয়াঃ জাতাঃ, রসাঃ চ আথর্বণাঃ (অথর্ববেদোৎপন্নাঃ) স্মৃতাঃ (কথিতা ইত্যর্থঃ) ॥ ২৪৯১ ॥

অনুবাদ। ঋক্‌সূক্তসকল হইতে পাঠ্য বা আবৃত্তির, সামগান হইতে গানের, যজুর্বেদ হইতে অভিনয়ের এবং এবং অথর্ববেদ হইতে রসের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া কথিত ॥ ২৪৯১ ॥

ব্রহ্ম-শিব আদি এ সঙ্গীত-প্রচারক।
এ মহামধুর সর্বজগতে ব্যাপক ॥ ২৪৯২ ॥

তথাহি——
ব্রহ্মেশ-নন্দি-ভরত-দুর্গা-নারদ-কোহলাঃ।
দশাস্য-বায়ু-রম্ভাদ্যাঃ সঙ্গীতস্য প্রচারকাঃ ॥ ২৪৯৩॥

অন্বয়। ব্রহ্মা ঈশঃ (মহাদেবঃ) নন্দী, ভরতঃ, দুর্গা, নারদঃ, কোহলঃ, দশাস্যঃ (রাবণঃ), বায়ুঃ, রম্ভা—এতৎ-প্রভৃতয়ঃ সঙ্গীতস্য প্রচারকাঃ (বিদিতা ইত্যর্থঃ) ॥২৪৯৩॥

অনুবাদ। ব্রহ্মা, শিব, নন্দী, ভরত, দুর্গা, নারদ, কোহল, রাবণ, বায়ু, রম্ভা প্রভৃতি সঙ্গীতের প্রচারক বলিয়া বিদিত ॥ ২৪৯৩ ॥

সঙ্গীত-স্বরূপ—গীত-বাদ্য-নৃত্যত্রয়।
গীত-বাদ্যদ্বয়ে কেহ সঙ্গীত কহয় ॥ ২৪৯৪ ॥

গীত-নৃত্য-বাদ্যের প্রভাব অতিশয়।
দেব-মনুষ্যাদি সর্বচিত্ত আকর্ষয় ॥ ২৪৯৫ ॥

তথাহি শ্রীসঙ্গীতপারিজাতে—
গীত-বাদিত্র-নৃত্যানাং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে।
গীতস্যাত্র প্রধানত্বাত্তৎ সঙ্গীতমিতীরিতম্ ॥২৪৯৬॥

অন্বয়। গীতবাদিত্রনৃত্যানাং ত্রয়ং (গীতং বাদিত্রং নৃত্যং এতত্রয়ং) সঙ্গীতম্ উচ্যতে। অত্র (এষু) গীতস্য প্রধানত্বাৎ তৎ (ত্রয়ং) সঙ্গীতম্ ইতি ঈরিতম্ (কথিতম্ ভবতি) ॥ ২৪৯৬ ॥

অনুবাদ। শ্রীসঙ্গীতপারিজাতে—গীত-বাদ্য-নৃত্য এই তিনের সমষ্টিকে সঙ্গীত বলা হয়। তন্মধ্যে গীতের প্রাধান্যবশতঃ উহারা সঙ্গীত বলিয়া কথিত ॥ ২৪৯৬ ॥

শ্রীসঙ্গীতশিরোমণৌ—
গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে।
গীতবাদ্যে উভে এব সঙ্গীতমিতি কেচন।
তত্তির্য্যঙ্‌নরদেবাদিমনোহারি প্রকীর্তিতম্ ॥২৪৯৭

অন্বয়। গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ (এতৎ) ত্রয়ং সঙ্গীতম্ উচ্যতে। উভে গীতবাদ্যে এব সঙ্গীতং ইতি কেচন (বদন্তি)। তৎ (সঙ্গীতং) তির্য্যঙ্‌নরদেবাদিমনোহারি (পশুপক্ষিণাং নরাণাং দেবাদিনাং চিত্তহারকং) প্রকীর্তিতং (প্রসিদ্ধম্) ॥ ২৪৯৭ ॥

অনুবাদ। শ্রীসঙ্গীতশিরোমণিতে—গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটী সঙ্গীত বলিয়া কথিত। গীত ও বাদ্য এই দুইটীই সঙ্গীত—এইরূপও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। এই সঙ্গীত পশু, পক্ষী, মনুষ্য, দেবতা প্রভৃতির চিত্তহারী বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ২৪৯৭ ॥

'মার্গ'-'দেশী'-ভেদে সে সঙ্গীত দ্বি-প্রকার।
স্বর্গে মার্গাশ্রিত—ব্রহ্মা আচার্য যাহার ॥ ২৪৯৮ ॥
নানাদেশ-ভেদে দেশী ভূতল-আশ্রিত।
মার্গ-দেশীদ্বয় ঐছে শাস্ত্রে সুবিদিত ॥ ২৪৯৯ ॥

তথাহি শ্রীসঙ্গীতসারে—
মার্গ-দেশীবিভেদেন সঙ্গীতং ভবতি দ্বিধা।
স্বর্গে মার্গাশ্রিতং দেশ্যাশ্রিতং ভূতলরঞ্জিতম্ ॥২৫০০॥

অন্বয়। মার্গ-দেশীবিভেদেন (মার্গশ্চ দেশী চ ইতি ভেদাৎ) সঙ্গীতং দ্বিধা (দ্বিপ্রকারং) ভবতি। মার্গাশ্রিতং

(সঙ্গীতং) স্বর্গে (বিদ্যতে), দেশ্যাশ্রিতং (সঙ্গীতং) ভূতলরঞ্জিতং (ভূতলস্থ রঞ্জকং ভবতি) ॥ ২৫০০ ॥

অনুবাদ। শ্রীসঙ্গীতসারে—মার্গ ও দেশী এই দুই ভেদক্রমে সঙ্গীত দুইপ্রকার। মার্গ-ভেদানুসারি-সঙ্গীত স্বর্গে অবস্থিত, দেশী-ভেদানুসারি-সঙ্গীত এই ভূলোকের আনন্দপ্রদাতা ॥ ২৫০০ ॥

শ্রীসঙ্গীতপারিজাতে—

মার্গদেশীবিভেদেন দ্বেধা সঙ্গীতমুচ্যতে।
বেধা মার্গাখ্যসঙ্গীতং ভরতায়াব্রবীৎ স্বয়ম্ ॥ ২৫০১ ॥
ব্রহ্মণোঽধীত্য ভরতঃ সঙ্গীতং মার্গসংজ্ঞিতম্।
অপ্সরোভিশ্চ গন্ধর্বৈঃ শম্ভোরগ্রে প্রযুক্তবান্ ॥ ২৫০২ ॥
তদ্দেশীয়মিতি প্রাহুঃ সঙ্গীতং দেশভেদতঃ ॥ ২৫০৩ ॥

অন্বয়। মার্গদেশীবিভেদেন সঙ্গীতং দ্বেধা উচ্যতে। বেধাঃ (ব্রহ্মা) মার্গাখ্যসঙ্গীতং ভরতায় স্বয়ম্ অব্রবীৎ (উপদিষ্টবান্) ভরতঃ ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মসকাশাৎ) মার্গসংজ্ঞিতং (মার্গাখ্যং) সঙ্গীতম্ অধীত্য অপ্সরোভিঃ গন্ধর্বৈঃ শম্ভোঃ অগ্রে তৎ প্রযুক্তবান্। সঙ্গীতং দেশভেদতঃ (দেশভেদাৎ) তদ্ দেশীয়ং ইতি প্রাহুঃ (কথয়ন্তি) ॥২৫০১-৩ ॥

অনুবাদ। শ্রীসঙ্গীতপারিজাতে—মার্গ ও দেশী-ভেদে সঙ্গীত দ্বিবিধ। ব্রহ্মা স্বয়ং ভরতকে মার্গসঙ্গীত উপদেশ করিয়াছিলেন। ভরত ব্রহ্মার নিকট মার্গসঙ্গীত শিক্ষা করিয়া অপ্সরা ও গন্ধর্বগণদ্বারা মহাদেবের সম্মুখে উহা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সঙ্গীত দেশভেদে সেই দেশীয় বলিয়া কথিত হয় ॥ ২৫০১-৩ ॥

গীতাদির উৎপত্তিকারণ নাদ হয়।
নাম—স্বয়ং হরি, নাদতত্ত্ব কে জানয় ? ২৫০৪ ॥

তথাহি—

ন নাদেন বিনা গীতং ন নাদেন বিনা স্বরঃ।
ন নাদেন বিনা রাগস্তস্মান্নাদাত্মকং জগৎ ॥২৫০৫॥

অন্বয়। নাদেন বিনা গীতং ন (ভবতি), নাদেন বিনা স্বরঃ (ষড়জাদিঃ) (তথা) নাদেন বিনা রাগঃ ন (ভবতি) ; তস্মাৎ জগৎ নাদাত্মকং (নাদময়ং ভবতি) ॥

অনুবাদ। নাদ ব্যতীত গীত, ষড়জাদি স্বর ও রাগ-রাগিণী হয় না। অতএব এই জগৎ নাদময় ॥২৫০৫॥

শ্রীসঙ্গীতদামোদরে—

ন নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদেন বিনা শিবঃ।
নাদরূপং পরং জ্যোতির্নাদরূপী স্বয়ং হরি ॥২৫০৬॥

অন্বয়। নাদেন (অর্থাৎ নাদতত্ত্বং) বিনা জ্ঞানং ন (ভবতি), নাদেন (নাদজ্ঞানং) বিনা শিবঃ ন (জায়তে) পরং জ্যোতিঃ (জ্যোতিঃস্বরূপং ব্রহ্ম) নাদরূপং (ভবতি), স্বয়ং হরিঃ (চ) নাদরূপী (ভবতি) ॥ ২৫০৬ ॥

অনুবাদ। শ্রীসঙ্গীতদামোদরে—নাদতত্ত্ব ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞানের পৃথক্ সত্তা নাই, নাদজ্ঞান ব্যতীত শিবকে জানা যায় না, জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম নাদময়, স্বয়ং হরিও নাদরূপী বা শব্দব্রহ্মস্বরূপ ॥ ২৫০৬ ॥

আগ্নেনেয় :—

নাদাব্ধেস্তু পরং পারং ন জানাতি সরস্বতী।
অদ্যাপি মজ্জনভয়াত্তুম্বং বহতি বক্ষসি ॥ ২৫০৭ ॥

অন্বয়। সরস্বতী তু (অপি) নাদাব্ধেঃ (নাদসমুদ্রস্য) পরং পারং (সামগ্র্যেণ নাদতত্ত্বমিত্যর্থঃ) অদ্যাপি ন জানাতি (ন গতা ইত্যর্থঃ)। (অতঃ কারণাৎ) সা (তৎসমুদ্রে) মজ্জনভয়াৎ বক্ষসি তুম্বং (বীণায়া এব) বহতি ॥ ২৫০৭ ॥

অনুবাদ। হনুমন্মতে—সরস্বতীও নাদসমুদ্রের পরপার এখনও পৌছিতে পারেন নাই। তাই ঐ সমুদ্রে নিমগ্ন হইবার ভয়ে বক্ষে বীণার তুম্ব বহন করিতেছেন ॥২৫০৭॥

নাদের উৎপত্তি অগ্নি-বায়ু হৈতে হয়।
আকাশাদি বায়ুতেও সে নাদ জন্ময় ॥ ২৫০৮ ॥
নাদের উৎপত্তিস্থান নাভি-অধোদেশে।
নাভি-উর্দ্ধে ভ্রমি' মুখে ব্যক্ত হয় শেষে ॥২৫০৯॥
নাদোৎপত্তি-প্রকারের রীত বহু হয়।
কেহ কেহ নাদোৎপত্তি অল্পে নিরূপয় ॥ ২৫১০ ॥

তথাহি শ্রীসঙ্গীতসারে—

নকারঃ প্রাণবায়ুঃ স্যাদ্দকারো হব্যবাহনঃ।
তাভ্যামুৎপদ্যতে যস্মাত্তস্মান্নাদোঽয়মুচ্যতে ॥ ২৫১১ ॥
তাভ্যাং প্রাণাগ্নিভ্যাং জাতো নাদ ইত্যর্থঃ ॥২৫১২॥

অন্বয়। প্রাণবায়ুঃ নকারঃ স্যাৎ, হব্যবাহনঃ (জাঠরাগ্নিঃ) দকারঃ (স্যাৎ)। যস্মাৎ অয়ং (নাদ ইত্যর্থঃ) তাভ্যাং (প্রাণাগ্নিভ্যাং) উৎপদ্যতে তস্মাৎ নাদঃ উচ্যতে ॥

অনুবাদ। শ্রীসঙ্গীতসারে—ন-কারের অর্থ প্রাণবায়ু, দ-কারের অর্থ অগ্নি, যেহেতু এই দুই হইতে উৎপন্ন হয়, সেইজন্য ইহাকে নাদ বলে। অর্থাৎ নাদ—প্রাণ ও অগ্নি হইতে উৎপন্ন ॥ ২৫১১-১২ ॥

শ্রীসঙ্গীতমুক্তাবল্যাং—

আকাশাগ্নিমরুজ্জাতো নাভেরূর্দ্ধং সমুচ্চরন্।
মুখেঽভিব্যক্তিমায়াতি যঃ স নাদঃ প্রকীর্তিতঃ॥

অন্বয়। যঃ (ধ্বনিরিত্যর্থঃ) আকাশাগ্নিমরুজ্জাতঃ (দেহাভ্যন্তরস্থিতেভ্যঃ আকাশাগ্নিমরুদ্ভ্যঃ উৎপন্নঃ সন্ ততঃ) নাভেঃ ঊর্দ্ধং (উপরিভাগে) (হৃৎকণ্ঠদেশে) সমুচ্চরন্ (উদ্গচ্ছন্) মুখে অভিব্যক্তিং (প্রকাশং) আয়াতি সঃ নাদঃ প্রকীর্তিতঃ॥ ২৫১৩॥

অনুবাদ। শ্রীসঙ্গীতমুক্তাবলীতে—যাহা আকাশ-অগ্নি-বায়ু হইতে উৎপন্ন হইয়া নাভির ঊর্দ্ধস্থানে বিচরণপূর্বক মুখে প্রকাশিত হয়, তাহা নাদ বলিয়া কথিত॥ ২৫১৩॥

নাদ ত্রিধা—প্রাণীতে অপ্রাণীতেও হয়।
প্রাণি-অপ্রাণি-যোগও সম্ভব এ-ত্রয়॥ ২৫১৪॥
প্রাণিদেহোদ্ভব বিনা অপ্রাণী নির্ধার।
প্রাণি-অপ্রাণি-বংশাদি সম্ভব প্রচার॥ ২৫১৫॥
মুখ-নাসাস্পর্শ-বায়ুযোগে ধ্বনি হয়।
এই হেতু প্রাণি-অপ্রাণি-সম্ভব কয়॥ ২৫১৬॥

তথাহি—

স চ প্রাণি-ভবোঽপ্রাণিভবশ্চোভয়সম্ভবঃ।
আদ্যঃ কায়ভবো বীণাসম্ভবস্তু দ্বিতীয়কঃ।
তৃতীয়শ্চাপি বংশাদিসম্ভবঃ স ত্রিধা মতঃ॥২৫১৭॥

অন্বয়। স চ (নাদঃ) প্রাণিভবঃ অপ্রাণিভবঃ উভয়সম্ভবঃ চ (ভবতি)। আদ্যঃ (প্রথমঃ) কায়ভবঃ (জীবদেহে জাতঃ) দ্বিতীয়কঃ বীণাসম্ভবঃ, তৃতীয়শ্চ বংশাদিসম্ভবঃ (এবং) স (নাদঃ) ত্রিধা (ত্রিপ্রকারঃ) মতঃ॥ ২৫১৭॥

অনুবাদ। সেই নাদ প্রাণিজাত, অপ্রাণিজাত ও উভয়জাত হয়। প্রথম জীবদেহজাত, দ্বিতীয় বীণাজাত এবং তৃতীয় বংশাদি-জাত—এইরূপে নাদ তিন প্রকার॥ ২৫১৭॥

ব্যবহারে নাদ ত্রিধা—'মন্দ্র', 'মধ্য', 'তার'।
হৃদি, কণ্ঠে, মূর্দ্ধি স্থান-ক্রমে—এ-প্রচার॥ ২৫১৮॥
'মন্দ্র' হইতে দ্বিগুণ উচ্চ 'মধ্য' হয়।
'মধ্য' হৈতে দ্বিগুণ 'তারাখ্য'—এই ত্রয়॥ ২৫১৯॥

তথাহি—

ব্যবহারে ত্বসৌ নাদঃ প্রোচ্যতে ত্রিবিধো বুধৈঃ।
মন্দ্রো হৃদি স্থিতঃ কণ্ঠে মধ্যস্তারশ্চ মূর্দ্ধনি।
দ্বিগুণঃ কিল মানেন পূর্বস্মাদুত্তরোত্তরঃ॥ ২৫২০॥

অন্বয়। অসৌ নাদস্তু বুধৈঃ ব্যবহারে (প্রয়োগ-ব্যাপারে) ত্রিবিধঃ প্রোচ্যতে (কথ্যতে)। (একঃ) মন্দ্রঃ হৃদি স্থিতঃ (দ্বিতীয়ঃ) মধ্যঃ কণ্ঠে (স্থিতঃ) (অপরঃ) তারশ্চ মূর্দ্ধনি (স্থিতঃ)। উত্তরোত্তরঃ (যঃ পরবর্তী সঃ) পূর্বস্মাৎ (তৎ পূর্বস্থিতাৎ) মানেন (কাল-পরিমাণেন) দ্বিগুণঃ কিল (কথ্যতে)॥ ২৫২০॥

অনুবাদ। প্রয়োগ-স্থলে পণ্ডিতগণ এই নাদকে তিন প্রকার বলিয়া থাকেন। 'মন্দ্র' হৃদয়ে, 'মধ্য' কণ্ঠে এবং 'তার' তালুতে অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে পরবর্তীটী তৎপূর্ববর্তীটী হইতে দ্বিগুণ সময়বিশিষ্ট॥ ২৫২০॥

ঐছে নাদোৎপত্তি নাদ-জ্ঞানের প্রকার।
রাসে গোপীগণ গীত করয়ে প্রচার॥ ২৫২১॥
কৃষ্ণের আহ্লাদ গোপীমুখোদ্গত গীতে।
সঙ্গীত-প্রভাব ব্যক্ত সকল শাস্ত্রেতে॥ ২৫২২॥

তথাহি—

শ্রুতিস্মৃত্যাদিসাহিত্যনানাশাস্ত্রবিদোঽপি চ।
সঙ্গীতং যে ন জানন্তি তে দ্বিপাদো মৃগাঃ স্মৃতাঃ॥২৫২৩॥
ত্রিবর্গফলদাঃ সর্বে জ্ঞানযজ্ঞস্তবাদয়ঃ।
একং সঙ্গীতবিজ্ঞানং চতুর্বর্গফলপ্রদম্॥ ২৫২৪॥

অন্বয়। যে শ্রুতি-স্মৃত্যাদি-সাহিত্য-নানাশাস্ত্রবিদঃ অপি সঙ্গীতং ন জানন্তি তে দ্বিপাদঃ (পদদ্বয়বন্তঃ) মৃগাঃ (পশবঃ) স্মৃতাঃ (কথ্যন্তে)। সর্বে জ্ঞান-যজ্ঞ-স্তবাদয়ঃ ত্রিবর্গফলদাঃ (ভবন্তি)। একং (একলং) সঙ্গীতবিজ্ঞানং চতুর্বর্গফলপ্রদং (ভবতি)॥ ২৫২৩-২৪॥

অনুবাদ। যাঁহারা শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি সাহিত্য ও নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়াও সঙ্গীত-বিদ্যা জানেন না, তাঁহারা দ্বিপদ পশু। জ্ঞান, যজ্ঞ, স্তব প্রভৃতি সকল সাধনই ধর্ম-অর্থ-কাম-রূপ ত্রিবর্গফল প্রদান করে। একমাত্র সঙ্গীত-বিজ্ঞান ধর্মার্থকাম-মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ-ফল প্রদান করে॥ ২৫২৩-২৪॥

বিশেষমাহ শ্রীসঙ্গীতদামোদরে—

সঙ্গীতকেন রম্যেণ সুখং যস্য ন চেতসি।
মনুষ্যবৃষভো লোকে বিধিনৈব স বঞ্চিতঃ ॥ ২৫২৫ ॥
গীতেন হরিণা বন্ধং প্রাপ্নুবন্ত্যপি পক্ষিণঃ।
বলাদায়ান্তি ফণিনঃ শিশবো ন রুদন্তি চ ॥ ২৫২৬ ॥
পরমানন্দবিবর্ধনমভিমতফলদং বশীকরণম্।
সকলজনচিত্তহরণং বিমুক্তিবীজং পরং গীতম্ ॥২৫২৭॥

অন্বয়। রম্যেণ (মনোহরেণ) সঙ্গীতকেন যস্য (জনস্য) চেতসি সুখং ন (ভবতি), স লোকে(সংসারে) মনুষ্যবৃষভঃ (মনুষ্যেষু গো-সদৃশঃ) বিধিনা (বিধাত্রা) বঞ্চিত এব। হরিণাঃ, পক্ষিণঃ, ফণিনঃ অপি গীতেন বলাৎ বন্ধং প্রাপ্নুবন্তি (বন্ধনং গচ্ছন্তি) শিশবঃ চ ন রুদন্তি। গীতং পরং (অতিশয়িতং) পরমানন্দবিবর্ধনং, অভিমত-ফলদং বশীকরণং সকলজনচিত্তহরণং বিমুক্তিবীজং (মুক্তি-কারণং ভবতি) ॥ ২৫২৫-২৭ ॥

অনুবাদ। শ্রীসঙ্গীতদামোদরে বিশেষ করিয়া উক্ত হইয়াছে—রম্য সঙ্গীতে যাহার চিত্তে সুখের উদয় হয় না, সে এই সংসারে মনুষ্য-মধ্যে গো-সদৃশ এবং বিধাতা কর্তৃক বঞ্চিতই। হরিণ, পক্ষী এবং সর্পও গানের দ্বারা বলপূর্বক বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়, শিশুগণও রোদন করে না, গান অতীব বিপুলানন্দবর্ধক, অভীষ্টফলদায়ক, বশীকরণ, সর্বচিত্তহারী ও মুক্তির বীজস্বরূপ ॥ ২৫২৫-২৭ ॥

অহে শ্রীনিবাস! কৃষ্ণ রসের আলয়।
গীতজ্ঞের শিরোমণি রাসে বিলসয় ॥ ২৫২৮ ॥
পরম অদ্ভুত শোভা শ্রীরাস-মণ্ডলে।
পরস্পর গীত প্রকাশয়ে কুতূহলে ॥ ২৫২৯ ॥
গীতের লক্ষণ হয় অনেক প্রকার।
ধাতু-মাতু-সহ গীত প্রসিদ্ধ প্রচার ॥ ২৫৩০ ॥
অনুরাগজনক এ-ধাতু-মাতু হয়।
গীত-অবয়ব ধাতু, মাতু রাগাদয় ॥ ২৫৩১ ॥

শ্রীসঙ্গীতসারে—

গীতং রঞ্জকং ধাতুমাতুসহিতমিতি ॥ ২৫৩২ ॥
গীতস্যাবয়বো ধাতু রাগাদির্মাতুরুচ্যতে ॥ ২৫৩৩ ॥

অন্বয়। ধাতু-মাতুসহিতং গীতং রঞ্জকং (বিনোদকং ভবতি ইতি। গীতস্য অবয়বঃ ধাতুঃ (উচ্যতে) রাগাদিঃ (গীতস্যেত্যর্থ) মাতুঃ উচ্যতে ॥ ২৫৩২-৩৩ ॥

অনুবাদ। শ্রীসঙ্গীতসারে—ধাতু-মাতুসহিত গীত চিত্তরঞ্জক হয়। গীতের অবয়বকে 'ধাতু' এবং গীতের রাগাদিকে 'মাতু' বলে ॥ ২৫৩২-৩৩ ॥

ধাতু নাদাত্মক—ইথে অনেক বিচার।
নাদাত্মক—নাদ 'আত্মা' 'স্বরূপ' যাহার ॥ ২৫৩৪ ॥

শ্রীনারদসংহিতায়াং—

ধাতু-মাতুসমাযুক্তং গীতমিত্যভিধীয়তে।
তত্র নাদাত্মকং গেয়ং ধাতুরিত্যভিধীয়তে ॥২৫৩৫॥

অন্বয়। ধাতু-মাতুসমাযুক্তং গীতং (ভবতি) ইতি অভিধীয়তে (কথ্যতে)। তত্র (তন্মধ্যে) নাদাত্মকং গেয়ং (গীতং) ধাতুঃ (ভবতি) ইতি অভিধীয়তে ॥ ২৫৩৫ ॥

অনুবাদ। শ্রীনারদসংহিতায় গীত ধাতু-মাতু-বিশিষ্ট হয়—এইরূপ কথিত হয়। তা'র মধ্যে নাদাত্মক গীতকে ধাতু বলা হয় ॥ ২৫৩৫ ॥

এথা নাদপদে নাদজন্য শ্রুতি, স্বর।
মূর্ছনা, তালাখ্য গ্রাম—প্রকার বিস্তর ॥ ২৫৩৬ ॥
নাদ হৈতে অনেক শ্রুতির জন্ম হয়।
শ্রুতি হইতেই জন্মে স্বর-ষড়্জাদয় ॥ ২৫৩৭ ॥
স্বর হৈতে মূর্ছনা জন্মে, মূর্ছনা হইতে।
তালাখ্য গ্রাম-সম্ভব—বিদিত জগতে ॥ ২৫৩৮ ॥

তথাহি—

নাদাচ্চ শ্রুতয়ো জাতাস্তাভ্যঃ ষড়্জাদয়ঃ স্বরাঃ ॥
তেভ্যঃ স্যুর্মূর্ছনাস্তাভ্যস্তালাখ্যা গ্রামসম্ভবাঃ ॥ ইতি ॥

অন্বয়। নাদাচ্চ শ্রুতয়ঃ জাতাঃ, তাভ্যঃ (শ্রুতিভ্যঃ) ষড়্জাদয়ঃ স্বরাঃ (জাতাঃ), তেভ্যঃ (স্বরেভ্যঃ) মূর্ছনাঃ স্যুঃ, তাভ্যঃ (মূর্ছনাভ্যঃ) গ্রামসম্ভবাঃ (গ্রামোত্থাঃ) তালাখ্যাঃ (ভবন্তি) ॥ ২৫৩৯ ॥

অনুবাদ। নাদ হইতে শ্রুতি জন্মে, শ্রুতি হইতে ষড়্জ প্রভৃতি স্বর, সেই সকল স্বর হইতে মূর্ছনা এবং মূর্ছনা হইতে গ্রাম-সম্ভূত তাল বা তান উৎপন্ন হয় ॥২৫৩৯॥

অহে শ্রীনিবাস! এই প্রসঙ্গানুসারে।
কহিব যে ক্রম তাহা কহি অল্পাক্ষরে ॥ ২৫৪০ ॥

নাদ-শ্রুতি-স্বরগ্রাম-মূর্ছনা-প্রচার।
তাল-বর্ণ-গ্রহস্বর—অংশস্বর আর ॥ ২৫৪১ ॥
ন্যাসস্বর, জাতি—এ-সকল এ-ক্রমেতে।
অগ্রে জানাইব—ঐছে বিস্তার অন্তেতে ॥ ২৫৪২ ॥

তথাহি—

নাদ-শ্রুতি-স্বরগ্রাম-মূর্ছনা-তাল-বর্ণকাঃ।
স্বরা গ্রহাংশন্যাসাখ্যা জাতিশ্চেতি ক্রমাদিহ॥২৫৪৩॥

অন্বয়। ইহ (শাস্ত্রে) নাদ-শ্রুতি-স্বরগ্রাম-মূর্ছনা-তালবর্ণকাঃ (নাদশ্চ শ্রুতিশ্চ স্বগ্রামশ্চ মূর্ছনাশ্চ তালশ্চ বর্ণশ্চ) গ্রহাংশন্যাসাখ্যাঃ (গ্রহশ্চ অংশশ্চ ন্যাসশ্চ ইত্যেতে আখ্যা যেষাং তে) স্বরাঃ, জাতিশ্চ ইতি ক্রমাৎ (কথিতা ইত্যর্থঃ) ॥ ২৫৪৩ ॥

অনুবাদ। নাদ, শ্রুতি, স্বরগ্রাম, মূর্ছনা, তাল, বর্ণ, গ্রহস্বর, ন্যাসস্বর, অংশস্বর ও জাতি এই ক্রমে উপদিষ্ট হইয়াছে ॥ ২৫৪৩ ॥

নাদ জানাইল, এবে জান শ্রুত্যাদয়।
রাসে কৃষ্ণ প্রিয়া-সহ গীতে প্রকাশয় ॥ ২৫৪৪ ॥
অহে শ্রীনিবাস ! এই শ্রীরাসমণ্ডলে।
কি বলিব—মূর্তিমন্ত হৈলা এ-সকলে ॥ ২৫৪৫ ॥
নাদ হৈতে শ্রুতি যৈছে প্রকট প্রকার।
তাহা প্রকাশিতে কৃষ্ণ কৌতুক অপার ॥ ২৫৪৬ ॥
সে নাদ মারুতাহত শ্রুতি দ্বাবিংশতি।
দ্বাবিংশতি নাড়ী বক্র ঊর্ধ্ব হৃদে স্থিতি ॥ ২৫৪৭ ॥
যত নাড়ী তত শ্রুতি—সর্বত্র বিদিত।
ক্রমে উচ্চ উচ্চ-যুক্ত বীণাদি লক্ষিত ॥ ২৫৪৮ ॥
কফাদিকে দুষ্ট কণ্ঠে শ্রুতি ব্যক্ত নহে।
এইরূপ অনেক প্রকার সবে কহে ॥ ২৫৪৯ ॥

তথাহি শ্রুতয়ঃ—

স নাদঃ শ্রুতয়ো দ্বাবিংশতিঃ স্যান্মারুতাহতঃ।
দ্বাবিংশতিস্তির্যগূর্ধ্বা নাড্যো হৃদয়মাশ্রিতাঃ॥২৫৫০
তা যাবত্যস্তু তাবত্যঃ শ্রুতয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ
ক্রমাদুচ্চোচ্চতাযুক্তা বীণাদাবেব লক্ষিতাঃ।
কফাদিদুষ্টে কণ্ঠে যত্তাসাং ব্যক্তির্ন জায়তে॥২৫৫১॥

অন্বয়। স নাদঃ মারুতাহতঃ (বায়ুনা প্রেরিতঃ সন্) দ্বাবিংশতিঃ শ্রুতয়ঃ (ভবন্তি) তির্যগূর্ধ্বাঃ (বক্রগতয়ঃ ঊর্ধ্বগতয়শ্চ) দ্বাবিংশতিঃ নাড্যঃ হৃদয়ং আশ্রিতাঃ (হৃদয়ে বর্তন্তে) ; যাবত্যঃ তু তাঃ নাড্যঃ (সন্তি) তাবত্যঃ শ্রুতয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ (তাঃ শ্রুতয়ঃ) ক্রমাৎ উচ্চোচ্চতাযুক্তাঃ বীণাদৌ এব লক্ষিতাঃ (ভবন্তি) যৎ (যতঃ) তাসাং (শ্রুতীনাং) কফাদিদুষ্টে কণ্ঠে অভিব্যক্তিঃ (প্রকাশঃ) ন জায়তে ॥ ২৫৫০-৫১ ॥

অনুবাদ। সেই নাদ বায়ুসঞ্চালিত হইয়া দ্বাবিংশ শ্রুতিতে পরিণত হয়। দ্বাবিংশ নাড়ী বক্র ও ঊর্ধ্বভাবে হৃদয়-স্থানকে আশ্রয় করিয়াছে; যত সংখ্যক নাড়ী, শ্রুতিও তত সংখ্যক বলিয়া কথিত। সেই সকল শ্রুতি ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া বীণা প্রভৃতি যন্ত্রেই লক্ষিত হয়; কেন-না, কফ প্রভৃতি দোষযুক্ত কণ্ঠে তাহাদের প্রকাশ হয় না ॥ ২৫৫০-৫১ ॥

দ্বাবিংশতি শ্রুতি ষড়্জাদিক সপ্ত স্বরে।
বিভাগ-ব্যবস্থা ঐছে কহে বিজ্ঞবরে ॥ ২৫৫২ ॥
মধ্যমে, পঞ্চম, ষড়্জে শ্রুতিচতুষ্টয়।
ঋষভ-ধৈবত-স্বরে হয় শ্রুতিত্রয় ॥২৫৫৩॥
গান্ধারে, নিষাদে দ্বয়—এই দ্বাবিংশতি।
শ্রুতি হৈতে জন্মে স্বর—এ প্রসিদ্ধ অতি ॥ ২৫৫৪ ॥

তথাহি—

চতস্রঃ পঞ্চমে ষড়্জে মধ্যমে শ্রুতয়ো মতাঃ।
ঋষভে ধৈবতে তিস্রো দ্বে গান্ধারে নিষাদকে॥২৫৫৫॥

অন্বয়। ষড়্জে, মধ্যমে, পঞ্চমে (স্বরে প্রত্যেকং) চতস্রঃ শ্রুতয়ঃ মতাঃ (কথ্যন্তে) ; ঋষভে ধৈবতে [চ] তিস্রঃ (শ্রুতয়ো মতাঃ) ; গান্ধারে নিষাদকে [চ] দ্বে (শ্রুতী মতে) ॥২৫৫৫॥

অনুবাদ। ষড়্জ, মধ্যম ও পঞ্চম স্বরে প্রত্যেকটীতে চারিটী করিয়া শ্রুতি ; ঋষভে ও ধৈবতে তিনটী করিয়া এবং গান্ধার ও নিষাদে দুইটী করিয়া শ্রুতি আছে ॥২৫৫৫॥

শ্রুতি নাম ভিন্ন ভিন্ন দেশবিশেষেতে।
কহি বহু সম্মত—ষড়্জাদি জন্মে যা'তে ॥ ২৫৫৬ ॥
নান্দী, বিশালা, সুমুখী, বিচিত্রা—এ চারি।
ইথে জন্মে ষড়্জ স্বর (১) সর্ব-মনোহারী ॥২৫৫৭॥

চিত্রা, ঘনা, চালনিকা—ঋষভে (২) এ-ত্রয়।
গান্ধারে (৩) সরসা, মালা—শ্রুতিনামদ্বয় ॥২৫৫৮॥
মধ্যমস্বরে (৪) মাধবী, শিবা, মাতঙ্গিকা।
মৈত্রেয়ী—এ-চতুষ্টয় সর্বাংশে অধিকা ॥ ২৫৫৯ ॥
বালা, কলা, কলরবা, শার্ঙ্গরবী নাম।
পঞ্চমে (৫) এ-চতুষ্টয় শ্রুতি অনুপম ॥ ২৫৬০ ॥
জায়া, রসা, অমৃতা—ধৈবতে (৬) এই ত্রয়।
নিষাদেতে (৭) মাত্রা, মধুকরী শ্রুতিদ্বয় ॥ ২৫৬১ ॥

তথাহি—

নান্দী বিশালা সুমুখী বিচিত্রা ষড়্জাঃ স্মৃতাঃ।
(ষড়্জা ইতি—ষড়্জং জনয়ন্তীতি ষড়্জাঃ)
চিত্রা, ঘনা, চালনিকা ঋষভে তিস্র ঈরিতাঃ॥২৫৬২॥
গান্ধারে সরসা, মালা মধ্যমে মাধবী শিবা।
মাতঙ্গিকা চ মৈত্রেয়ী চতস্রঃ পরিকীর্তিতাঃ॥২৫৬৩॥
বালা, কলা, কলরবা, শার্ঙ্গরব্যপি পঞ্চমে।
জায়, রসামৃতা চেতি তিস্রো ধৈবতনামনি॥২৫৬৪॥
নিষাদনামনি দ্বে চ মাত্রা মধুকরী তথা।
ইতি স্বরণাং শ্রুতয়ো দ্বাবিংশতিরুদীরিতাঃ ॥২৫৬৫॥
(স্বরাণামিত্যত্র পুত্রাণাং পিতা ইতিবৎ জন্যজনক-সম্বন্ধে ষষ্ঠী। স্বরাণাং জনিকা ইত্যর্থঃ॥)

অন্বয়। নান্দী, বিশালা, সুমুখী, বিচিত্রা (চ) ষড়্জাঃ (ষড়্জস্বরজনিকাঃ স্মৃতাঃ)। চিত্রা, ঘনা, চালনিকা (এতাঃ) তিস্রঃ ঋষভে (ঋষভস্বরে) ঈরিতাঃ (কথিতাঃ)। সরসা, মালা (ইতি দ্বে) গান্ধারে (কথ্যতে)। মাধবী, শিবা, মাতঙ্গিকা, মৈত্রেয়ী চ (ইতি) চতস্রঃ মধ্যমে, পরিকীর্তিতাঃ। বালা, কলা, কলরবা, শার্ঙ্গরবী অপি (চ ইতি চতস্রঃ) পঞ্চমে (কথিতাঃ)। জায়া রসা অমৃতা চ ইতি তিস্রঃ ধৈবতনামনি (ধৈবতনামকে কথিতাঃ)। মাত্রা তথা মধুকরী (ইতি) দ্বে নিষাদনামনি (নিষাদাখ্যে স্বরে) (কথিতে)। ইতি (উক্তক্রমেণ) স্বরাণাং (ষড়্জাদিস্বরোৎপাদিকাঃ) দ্বাবিংশতিঃ শ্রুতয়ঃ উদীরিতাঃ (কথ্যন্তে) ॥

অনুবাদ। ষড়্জস্বরে—নান্দী, বিশালা, সুমুখী ও বিচিত্রা এই চারিটী; ঋষভে—চিত্রা, ঘনা ও চালনিকা—এই তিনটী; গান্ধারে—সরসা ও মালা এই দুইটী; মধ্যমে মাধবী, শিবা, মাতঙ্গিকা ও মৈত্রেয়ী—এই চারিটী; পঞ্চমে—বালা, কলা, কলরবা ও শার্ঙ্গরবী এই চারিটী; ধৈবতে—জায়া, রসা ও অমৃতা এই তিনটী; নিষাদে—মাত্রা ও মধুকরী এই দুইটী; এইরূপে দ্বাবিংশতি শ্রুতি স্বরের উৎপাদিকা বলিয়া কথিত হয় ॥ ২৫৬২-৬৫ ॥

শ্রুতিনাম ভিন্ন সিদ্ধি প্রভাবত্যাদয়।
ইহাতে অনেক আরো প্রকার আছয় ॥ ২৫৬৬ ॥

তথাহি কোহলীয়ে—

সিদ্ধিঃ প্রভাবতী কান্তা সুভদ্রা চ মনোহরাঃ।
সাধয়ন্তি স্বরং ষড়্জং প্রজাপতিমুখোদ্গতাঃ ॥
ইত্যাদয়ঃ ॥২৫৬৭॥

অন্বয়। সিদ্ধিঃ, প্রভাবতী, কান্তা, সুভদ্রা চ (এতাঃ) প্রজাপতিমুখোদ্গতাঃ (ব্রহ্মমুখনিঃসৃতাঃ) মনোহরাঃ (চিত্তাকর্ষিণ্যঃ শ্রুতয়ঃ) ষড়্জং স্বরং সাধয়ন্তি (সম্পাদয়ন্তি) ॥২৫৬৭॥

অনুবাদ। কোহলীয়ে আছে, প্রজাপতির মুখ হইতে বিনির্গত সিদ্ধি, প্রভাবতী, কান্তা ও সুভদ্রা এই মনোহারিণী শ্রুতিচতুষ্টয় ষড়্জ স্বর উৎপাদন করে ॥ ২৫৬৭ ॥

শ্রুতিস্থানে স্বর যৈছে ব্রহ্মাও না জানে।
সঙ্গীতজ্ঞগণ মাত্র লক্ষণ বাখানে ॥ ২৫৬৮ ॥

তথাহি—

শ্রুতিস্থানে স্বরান্ বক্তুং নালং ব্রহ্মাপি তত্ত্বতঃ।
জলেষু চরতাং মার্গো মীনানাং নোপলভ্যতে ॥২৫৬৯

অন্বয়। ব্রহ্মা অপি শ্রুতিস্থানে (হৃদভ্যন্তরে উৎপন্নান্ ইত্যর্থঃ) স্বরান্ তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ সাকল্যেন) বক্তুং ন অলং (সমর্থঃ)। জলেষু (গভীরে জলমধ্যে) চরতাং মীনানাং মার্গঃ (গতিঃ) ন উপলভ্যতে ॥ ২৫৬৯ ॥

অনুবাদ। ব্রহ্মাও শ্রুতিস্থানে হৃদয়াভ্যন্তরে উৎপন্ন স্বরসকল তত্ত্বতঃ বলিতে অসমর্থ। গভীর জলে বিচরণকারী মৎস্যের গতি লক্ষিত হয় না ॥ ২৫৬৯ ॥

অহে শ্রীনিবাস। শ্রুতিস্বরূপ কে জানে?
কেবল ব্যক্ত রাসে রম্য গানে ॥ ২৫৭০ ॥
যৈছে কৃষ্ণচন্দ্র শ্রুতি করয়ে প্রচার।
তৈছে শ্রীরাধিকা ব্যক্ত করে চমৎকার ॥ ২৫৭১ ॥

ললিতাদি সখীর আনন্দ অতিশয়।
দেবে পুষ্পবৃষ্টি করে হইয়া বিস্ময় ॥ ২৫৭২ ॥
শ্রুতিগণ নিজ-নিজ ভাগ্য প্রশংসয়ে।
স্বরসহ শ্রুতি সর্বচিত্ত আকর্ষয়ে ॥ ২৫৭৩ ॥

অথ স্বরাঃ—

শ্রুতিস্থানে হৃদয়রঞ্জক যে—সে 'স্বর'।
কিম্বা স্বর সকল শ্রোতার মনোহর ॥ ২৫৭৪ ॥

তথাহি—

স স্বরো যঃ শ্রুতিস্থানে স্বনন্ হৃদয়রঞ্জকঃ।
এতেন স্বরশব্দস্য যোগরূঢ়ত্বমুচ্যতে ॥ ২৫৭৫ ॥
কিম্বা শ্রোতুর্মনো যস্মাদ্রঞ্জয়ন্তি ততঃ স্বরাঃ ॥ইতি॥

অন্বয়। যঃ (ধ্বনিরিত্যর্থঃ) শ্রুতিস্থানে (হৃদয়াভ্যন্তর ইত্যর্থঃ) স্বনন্ (ধ্বনিতঃ সন্) হৃদয়রঞ্জকঃ (ভবতি) স স্বরঃ (খ্যাতঃ)। এতেন (ব্যাখ্যানেন) স্বরশব্দস্য যোগ-রূঢ়ত্বং (যোগিকত্বেঽপি পারিভাষিকত্বং) উচ্যতে। কিম্বা যস্মাৎ (এতে) শ্রোতুঃ মনঃ রঞ্জয়ন্তি ততঃ (তস্মাৎ) স্বরাঃ (কথ্যন্তে) ॥ ২৫৭৫ ॥

অনুবাদ। যাহা শ্রুতিস্থানে হৃদয়াভ্যন্তরে ধ্বনিত হইয়া চিত্তরঞ্জক হয়,তাহার নাম স্বর। এই ব্যাখ্যানুসারে স্বরশব্দের যোগরূঢ়ত্ব নির্দিষ্ট হয়। অথবা—যেহেতু ইহারা শ্রোতার মনোরঞ্জন করে,অতএব তাহাদের 'স্বর'-সংজ্ঞা॥

সপ্তস্বর-সংজ্ঞা—ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার।
মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ আর ॥ ২৫৭৬ ॥
স রি গ ম প ধ নি—অপর সংজ্ঞা হয়।
সপ্তস্বরে মন্দ্র-মধ্য-তার ভাবত্রয় ॥ ২৫৭৭ ॥
ক্রমে এ-তিনের হৃৎ-কণ্ঠ-মস্তক-স্থান।
মন্দ্র হৈতে দ্বিগুণ দ্বিগুণ উচ্চ গান ॥ ২৫৭৮ ॥

তথাহি—

ষড়্‌জর্ষভৌ চ গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা।
ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ স্বরাঃ সপ্তাত্র কীর্তিতাঃ ॥২৫৭৯॥
সরিগমপধনিশ্চেত্যেতেষামপরাভিধা।
তে ত্রিধা স্যুর্মন্দ্রমধ্যতারভাবং সমাশ্রিতাঃ ॥ ২৫৮০ ॥
ত্রীণি স্থানানি তেষাং হি হৃদি মন্দ্রোঽভিজায়তে।
কণ্ঠে মধ্যো মূর্দ্ধ্নি তারো দ্বিগুণশ্চোত্তরোত্তরঃ ॥২৫৮১॥

অন্বয়। অত্র (স্বরপ্রস্তাবে) ষড়্‌জর্ষভৌ (ষড়্‌জশ্চ ঋষভশ্চ) গান্ধারঃ চ মধ্যমঃ তথা পঞ্চমঃ ধৈবতঃ চ নিষাদঃ চ (ইতি) সপ্ত স্বরাঃ কীর্তিতাঃ। এতেষাং (স্বরাণাং) স-রি-গ-ম-প-ধ-নিঃ ইতি অপরা চ অভিধা (সংজ্ঞা অস্তি)। মন্দ্র মধ্য-তার-ভাবং সমাশ্রিতাঃ তে(স্বরাঃ)ত্রিধা(ত্রিবিধাঃ) স্যুঃ। তেষাং(মন্দ্র-মধ্য-তারাণাং) হি ত্রীণি স্থানানি(সন্তি, যথা) মন্দ্রঃ হৃদিঃ অভিজায়তে,মধ্যঃ কণ্ঠে(অভিজায়তে)তারঃ মূর্দ্ধ্নি (মস্তকে অভিজায়তে)। উত্তরোত্তরঃ (যঃ পরং পরম্ আয়াতি স পূর্বপূর্বাস্মাৎ) দ্বিগুণঃ চ (ভবতি) ॥২৫৭৯-৮১॥

অনুবাদ। এই স্থলে ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ—এই সপ্তস্বর কথিত হয়। ইহাদের স-রি-গ-ম-প-ধ-নি এইরূপ নামান্তরও আছে। মন্দ্র-মধ্য-তার-ভাব-আশ্রয়ে ইহারা তিনপ্রকার। মন্দ্রাদির তিনটী উৎপত্তিস্থান—যথা মন্দ্র হৃদয়ে,মধ্য কণ্ঠে এবং তার মস্তকে উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে পর-পরটী পূর্ব-পূর্ব অপেক্ষা দ্বিগুণ উচ্চ ॥ ২৫৭৯-৮১ ॥

ষড়্‌জাদি সপ্ত স্বরের উৎপত্তি-প্রকার।
সঙ্গীতজ্ঞ কৈল অতি কৌতুকে প্রচার ॥ ২৫৮২ ॥

তত্র ষড়্‌জস্বরঃ—

বক্ষ, নাসা, কণ্ঠ, তালু, রসনা, দশন।
এই স্থানে ষড়্‌জস্বরের জনম ॥ ২৫৮৩ ॥

তথাহি—

নাসাং কণ্ঠমুরস্তালু জিহ্বাং দন্তাংশ্চ সংস্পৃশন্।
ষড়্‌ভ্যঃ সংজায়তে যস্মাত্তস্মাৎ ষড়্‌জ ইতি স্মৃতঃ ॥

অন্বয়। যস্মাৎ (অয়ং স্বরঃ) নাসাং কণ্ঠং উরঃ (বক্ষঃস্থলং) তালুং জিহ্বাং দন্তান্ চ সংস্পৃশন্ ষড়্‌ভ্যঃ (স্থানেভ্যঃ) সংজায়তে তস্মাৎ (স স্বরঃ) ষড়্‌জঃ ইতি স্মৃতঃ (কথিতঃ ভবতি) ॥ ২৫৮৪ ॥

অনুবাদ। যেহেতু এই স্বর নাসিকা, কণ্ঠ, বক্ষঃ, তালু, জিহ্বা ও দন্ত—ইহাদিগকে স্পর্শপূর্বক এই ছয় স্থান হইতে উৎপন্ন হয় ; অতএব ইহা ষড়্‌জ বলিয়া কথিত ॥ ২৫৮৪ ॥

দামোদরস্তুত্থাহ—

বায়ুসংমূর্চ্ছিতো নাভের্মাভ্যাশ্চ হৃদয়স্য চ।
পার্শ্বয়োর্মস্তকস্যাপি যস্মাৎ ষড়্‌জঃ প্রজায়তে ॥ইতি॥

অন্বয়। নাভেঃ, নাড্যাঃ চ হৃদয়স্য চ পার্শ্বয়োঃ মস্তকস্যাপি (ইতি) ষণ্ণাং (ষট্‌স্থানানাং) বায়ুঃ সংমূর্চ্ছিতঃ (প্রবৃদ্ধঃ সন্) ষড়্‌জঃ প্রজায়তে (ভবতি) ॥ ২৫৮৫ ॥

অনুবাদ। কিন্তু দামোদরের মত অন্য প্রকার, যথা—নাভি, হৃদয়, পার্শ্বদ্বয়, নাড়ী ও মস্তক এই ছয় স্থানের বায়ু সংমূর্চ্ছিত হইয়া ষড়্‌জ-স্বর উৎপাদন করে ॥ ২৫৮৫ ॥

ষড়্‌জ-স্বরোৎপত্তি ঐছে শাস্ত্রে সুনির্দ্ধার।
ঋষভাদি-স্বরোৎপত্তি সুগমপ্রচার ॥ ২৫৮৬ ॥

অথ ঋষভস্বরঃ—

নাভিমূলাদ্ যদা বায়ুরুত্থিতঃ কুরুতে ধ্বনিম্।
বৃষভস্যেব নির্যাতি হেলয়া ঋষভঃ স্মৃতঃ ॥ ২৫৮৭ ॥

অন্বয়। যদা বায়ুঃ নাভিমূলাৎ উত্থিতঃ (সন্) বৃষভস্য ধ্বনিম্ ইব (ধ্বনিং) কুরুতে হেলয়া নির্যাতি চ তদা স ঋষভঃ স্মৃতঃ ॥ ২৫৮৭ ॥

অনুবাদ। যখন বায়ু নাভিমূল হইতে উত্থিত হইয়া বৃষভের ন্যায় ধ্বনি উৎপাদন করে এবং সহজে মুখবহির্গত হয়, তখন তাহা ঋষভ-স্বর বলিয়া কথিত ॥ ২৫৮৭ ॥

অথ গান্ধারস্বরঃ—

নাভেঃ সমুদ্গতো বায়ুর্গন্ধং শ্রোত্রে চ চালয়ন্।
সশব্দং যেন নির্যাতি গান্ধারস্তেন কথ্যতে ॥২৫৮৮॥

অন্বয়। নাভেঃ সমুদ্গতঃ বায়ুঃ গন্ধং শ্রোত্রে (নাসিকাং কর্ণে) চ চালয়ন্ যেন (যতঃ) সশব্দং নির্যাতি তেন (হেতুনা) গান্ধারঃ কথ্যতে ॥ ২৫৮৮ ॥

অনুবাদ। যেহেতু নাভি হইতে উত্থিত বায়ু নাসিকা ও কর্ণকে সঞ্চালিত করিয়া সশব্দে নির্গত হয়; সেইজন্য তাহা গান্ধার বলিয়া কথিত ॥ ২৫৮৮ ॥

অথ মধ্যমস্বরঃ—

মধ্যমো মধ্যমস্থানাৎ শরীরস্যোপজায়তে।
নাভিমূলাচ্চ গম্ভীরঃ কিঞ্চিত্তারঃ স্বভাবতঃ ॥২৫৮৯॥

অন্বয়। স্বভাবতঃ গম্ভীরঃ কিঞ্চিত্তারঃ (স্বল্পোচ্চঃ) মধ্যমঃ শরীরস্য মধ্যমস্থানাৎ (বক্ষোদেশাৎ) নাভিমূলাৎ চ উপজায়তে ॥ ২৫৮৯ ॥

অনুবাদ। মধ্যম স্বর স্বভাবতঃ গম্ভীর ও কিছু উচ্চ। ইহা শরীরের নাভিমূল ও মধ্যস্থান হইতে উৎপন্ন হয় ॥

অথ পঞ্চমস্বরঃ—

প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ তথৈব চ।
এতেষাং সমবায়েন জায়তে পঞ্চমঃ স্বরঃ ॥ ২৫৯০ ॥

অন্বয়। প্রাণঃ অপানঃ সমানঃ চ তথা উদানব্যানৌ এব চ (ইতি পঞ্চ প্রাণাঃ)। এতেষাং সমবায়েন পঞ্চমঃ স্বরঃ জায়তে ॥ ২৫৯০ ॥

অনুবাদ। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পঞ্চ প্রাণ; ইহাদের সম্মিলনে পঞ্চম-স্বরের উৎপত্তি হয় ॥২৫৯০

এতেষাং স্থান-নিয়মমাহ—

হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিমধ্যগঃ।
উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্বশরীরগঃ ॥ ২৫৯১ ॥

অন্বয়। এতেষাং (পঞ্চপ্রাণানাং) স্থাননিয়মং (দেহে নিয়তস্থানং) আহ যথা—হৃদি প্রাণঃ (তিষ্ঠতি), গুদে অপানঃ (তিষ্ঠতি) ; সমানঃ নাভিমধ্যগঃ (নাভিস্থানস্থিতঃ ভবতি) ; উদানঃ কণ্ঠদেশস্থঃ (তথা) ব্যানঃ সর্বশরীরগঃ (সর্বদেহব্যাপী ভবতি) ॥ ২৫৯১ ॥

অনুবাদ। এই পঞ্চ প্রাণের স্থান-নির্দেশ এইরূপ কথিত আছে, যথা—হৃদয়ে প্রাণ, গুহ্যদেশে অপান, নাভিস্থলে সমান, কণ্ঠদেশে উদান এবং সর্বশরীর ব্যাপিয়া ব্যান অবস্থিত ॥ ২৫৯১ ॥

অথ ধৈবতস্বরঃ—

গত্বা নাভেরধোভাগং বস্তিং প্রাপ্যোর্দ্ধ্বগঃ পুনঃ।
ধাবন্নিব চ যো যাতি কণ্ঠদেশং স ধৈবতঃ ॥২৫৯২॥

অন্বয়। যঃ (স্বরঃ) নাভেঃ অধোভাগং গত্বা বস্তিং প্রাপ্য পুনঃ ঊর্দ্ধ্বগঃ সন্ ধাবন্ ইহ কণ্ঠদেশং চ যাতি (প্রাপ্নোতি) স ধৈবতঃ স্বরঃ ॥ ২৫৯২ ॥

অনুবাদ। যে স্বর নাভির অধোভাগে গিয়া বস্তিদেশ স্পর্শ করতঃ পুনরায় ঊর্দ্ধ্বগতি হইয়া যেন সবেগে কণ্ঠস্থানে উপস্থিত হয়, তাহা ধৈবত-স্বর ॥ ২৫৯২ ॥

অথ নিষাদস্বরঃ—

ষড়্‌জাদয়ঃ ষড়েতেঽত্র স্বরাঃ সর্বে মনোহরাঃ।
নিষীদন্তি যতো লোকে নিষাদস্তেন কথ্যতে ॥২৫৯৩॥

অন্বয়। যতঃ এতে ষড়্‌জাদয়ঃ সর্বে মনোহরাঃ স্বরাঃ অত্র (স্বরে) নিষীদন্তি (অবতিষ্ঠন্তে) তেন (হেতুনা অয়ং) লোকে (জগতি) নিষাদঃ কথ্যতে ॥ ২৫৯৩ ॥

অনুবাদ। যেহেতু এই সকল ষড়্জ প্রভৃতি মনোহর স্বর এই স্বরে অবস্থান করে, সেই কারণে এই স্বর জগতে নিষাদ বলিয়া কথিত ॥ ২৫৯৩ ॥

সপ্তস্বর-রূপ জান সামান্যধ্বনি-মতে।
শিখী কহে ষড়্জ-স্বর—বিখ্যাত জগতে ॥ ২৫৯৪ ॥
চাতক ঋষভ কহে, ছাগ গান্ধার।
ক্রৌঞ্চ মধ্যমাখ্যা, পিক পঞ্চম প্রচার ॥ ২৫৯৫ ॥
ভেক ধৈবত, হস্তী নিষাদ-স্বর কয়।
স্বর-রূপ ঐছে—কেহ অন্যমত কয় ॥ ২৫৯৬ ॥

তথাহি—

ময়ূরঃ ষড়্জমাখ্যাতি ঋষভং বক্তি চাতকঃ।
ছাগো গান্ধারমাচষ্টে ক্রৌঞ্চো বদতি মধ্যমম্ ॥২৫৯৭॥
কোকিলঃ পঞ্চমং ব্রূতে, ভেকো বদতি ধৈবতম্।
নিষাদং ভাষতে হস্তীত্যেতব্রহ্মাদিসম্মতম্ ॥ ২৫৯৮ ॥

দামোদরস্তু—

ময়ূর-বৃষভচ্ছাগ-ক্রৌঞ্চ-কোকিল-বাজিনঃ ॥
মাতঙ্গশ্চ ক্রমেণাহুঃ স্বরানেতান্ সুদুর্গমান্ ॥ ইতি ॥

অন্বয়। ময়ূরঃ ষড়্জম্ আখ্যাতি (কথয়তি), চাতকঃ ঋষভং বক্তি (শব্দায়তে) ছাগঃ গান্ধারঃ আচষ্টে (কথয়তি), ক্রৌঞ্চঃ (বকঃ) মধ্যমং বদতি, কোকিলঃ পঞ্চমং ব্রূতে, ভেকঃ ধৈবতং বদতি, হস্তী নিষাদং ভাষতে। ইত্যেতৎ স্বররূপং ব্রহ্মাদিসম্মতম্। দামোদরঃ তু (কিঞ্চিৎ অন্যথা নির্দিশতি) যথা—ময়ূরঃ-বৃষভচ্ছাগ-ক্রৌঞ্চ কোকিল-বাজিনঃ মাতঙ্গঃ; চ ক্রমেণ (ষড়্জাদিক্রমেণ) এতান্ সুদুর্গমান্ (অতিদুর্লভান্) স্বরান্ আহুঃ (কথয়ন্তি) ॥ ইতি ॥ ২৫৯৭-২৫৯৯ ॥

অনুবাদ। ময়ূর ষড়্জ, চাতক ঋষভ, ছাগ গান্ধার, বক মধ্যম, কোকিল পঞ্চম, ভেক ধৈবত এবং হস্তী নিষাদ-স্বর প্রকাশ করে। ইহা ব্রহ্মা প্রভৃতির সম্মত। দামোদর বলেন, —'ময়ূর, বৃষভ, ছাগ, কোকিল, অশ্ব ও হস্তী—ইহারা ক্রমান্বয়ে এই সকল অতি দুরায়ত্ত স্বর উচ্চারণ করিয়া থাকে।'

পুনঃ এই সপ্তস্বর-সংজ্ঞা চতুষ্টয়।
বাদী, সম্বাদী, বিবাদী, অনুবাদী হয় ॥২৬০০ ॥
সপ্তস্বরমধ্যে বাদী স্বর কহি তা'রে।
বহুপ্রয়োগেতে যে রাগাদি নির্ণয় করে ॥ ২৬০১ ॥
পঞ্চমের তুল্য শ্রুতি সম্বাদিক হয়।
কচিত মধ্যমস্বর সম্বাদী না হয় ॥ ২৬০২ ॥
গান্ধার, নিষাদ আর ঋষভ, ধৈবত।
এ-চারি বিবাদী শত্রু শাস্ত্র-সুসম্মত ॥ ২৬০৩ ॥
পক্ষান্তরে ঋষভ-ধৈবত-স্বর আর।
গান্ধার নিষাদ বিবাদী—এ হয় প্রচার ॥ ২৬০৪ ॥
এই সব স্বরের অবশিষ্ট যেই স্বর।
অনুবাদী স্বর সেই কহে বিজ্ঞবর ॥ ২৬০৫ ॥

তথাহি—

তে বাদি-সম্বাদি-বিবাদ্যনুবাদ্যভিধাঃ পুনঃ।
স্বরাশ্চতুর্বিধাঃ প্রোক্তাস্তত্র বাদী স কথ্যতে ॥
প্রচুরো যো প্রয়োগেষু বক্তি রাগাদিনিশ্চয়ম্।
সমশ্রুতিশ্চ সম্বাদী পঞ্চমস্ত ন স কচিৎ ॥ ২৬০৭ ॥
গ-নী বিবাদিনৌ স্যাতাং রিধয়োর্বাপি তৌ তয়োঃ।
অনুবাদী ভবেচ্ছেষ ইতি দত্তিল-সম্মতম্ ॥ ২৬০৮ ॥

অন্বয়। তে স্বরাঃ পুনঃ বাদি-সম্বাদি-বিবাদ্যনুবাদ্য-ভিধাঃ (বাদি-সম্বাদি-প্রভৃতিসংজ্ঞাভিঃ) চতুর্বিধাঃ (ভবন্তি); তত্র (তেষাং বাদিপ্রভৃতীনাং মধ্যে) যঃ (স্বরঃ) প্রয়োগেষু প্রচুরঃ (সন্) রাগাদিনিশ্চয়ং (রাগাদিনিরূপণম্) বক্তি (কথয়তি) স বাদী কথ্যতে। পঞ্চমস্য সমশ্রুতিঃ (স্বরঃ) সম্বাদী (কথ্যতে); স (তাদৃশঃ পঞ্চমসমশ্রুতিঃ) কচিৎ ন (সম্বাদী ভবতি)। গ-নী (গান্ধারনিষাদৌ) রিধয়োঃ বিবাদিনৌ স্যাতাং তয়োঃ (গান্ধারনিষাদয়োঃ) তৌ (ঋষভ-ধৈবতৌ) বাপি (বিবাদিনৌ) স্যাতাম্। শেষঃ অনুবাদী ভবেৎ ইতি (এতৎ) দত্তিলসম্মতং (ভবতি) ॥ ২৬০৬-৮ ॥

অনুবাদ। সেই সকল স্বর বাদি-সম্বাদি-বিবাদ্যনুবাদী এই চারি নামে আবার চারিপ্রকার। তন্মধ্যে যে স্বর কার্যকালে প্রচুরভাবে প্রযুক্ত হয় এবং রাগের স্বরূপ নির্দেশ করে, তাহা বাদী। পঞ্চমের সমান শ্রুতিবিশিষ্ট স্বর সম্বাদী, তাদৃশ স্বর কখনও বা সম্বাদী হয় না। গান্ধার ও নিষাদ ঋষভ-ধৈবতের বিবাদী এবং ঋষভ-ধৈবতও উহাদের বিবাদী। এতদবশিষ্ট অনুবাদী। ইহা দত্তিলাচার্যের অভিমত ॥ ২৬০৬-৮ ॥

রাজা—বাদী স্বর, পাত্র—সম্বাদী নির্ধার।
বিবাদী স্বর—শত্রু, এ সর্বত্র প্রচার ॥ ২৬০৯ ॥

অনুবাদী এ রাজা পাত্রের অনুচর।
এ সব স্বরূপ হয় অজ্ঞ-অগোচর ॥ ২৬১০ ॥

তথাহি—

বাদী নৃপস্তথা পাত্রং সম্বাদ্যথ বিবাদ্যরিঃ।
অনুবাদী ত্বনুচরো রাজ্ঞঃ পাত্রস্য চেরিতঃ ॥২৬১১॥

অন্বয়। বাদী (স্বরঃ) নৃপঃ ঈরিতঃ, তথা সম্বাদী পাত্রং (কথ্যতে); অথ বিবাদী অরিঃ (কথিতঃ); অনুবাদী তু রাজ্ঞঃ পাত্রস্য চ অনুচরঃ ঈরিতঃ ॥ ২৬১১ ॥

অনুবাদ। বাদী স্বর—রাজা, সম্বাদী স্বর—পাত্র, বিবাদী স্বর —শত্রু এবং অনুবাদী স্বর রাজা ওপাত্রের অনুচর বলিয়া কথিত হয় ॥ ২৬১১ ॥

অহে শ্রীনিবাস! এ সকল রম্য স্বর।
গীতে প্রকাশয়ে কৃষ্ণ রসিকশেখর ॥ ২৬১২ ॥
কৃষ্ণ আগে ললিতা গায়েন লয়ে বীণা।
স্বর-স্বরূপাদি ব্যক্ত করিতে প্রবীণা ॥ ২৬১৩ ॥
শুনিয়া গন্ধর্বগণ লজ্জিত অন্তরে।
কে বুঝিবে সে সবে যে অভিলাষ করে ॥২৬১৪॥
স্বরগণ সুকৃতি মানয়ে আপনারা।
স্বরের অদ্ভুত গতি গ্রামেতে প্রচারা ॥ ২৬১৫ ॥

অথ গ্রামাঃ—

স্বর-সূক্ষ্মভাব-সংযোজন কহি গ্রাম।
ষড়্জ-মধ্যম-গান্ধারত্রয় গ্রাম-নাম ॥ ২৬১৬ ॥
ষড়্জ-মধ্যমদ্বয় বিদিত পৃথিবীতে।
দেবলোকে গান্ধার প্রশস্ত সর্বমতে ॥ ২৬১৭ ॥
গ্রামত্রয়-মধ্যে ষড়্জগ্রাম শ্রেষ্ঠ হয়।
মূর্ছনা-আধার গ্রাম—শাস্ত্রে নিরূপয় ॥ ২৬১৮ ॥

তথাহি—

গ্রামঃ স্বরাণামতিসূক্ষ্মভাবং
সংযোজনং স্থান-কুলং ত্রিধা সঃ।
ষড়্জস্তথা মধ্যম এব ভূম্যাং
গান্ধারনামা কিল দেবলোকে ॥ ২৬১৯ ॥

অন্বয়। স্বরণাং অতিসূক্ষ্মভাবং সংযোজনং গ্রামঃ (ভবতি); সঃ (গ্রামঃ) স্থানকুলং (স্থানভেদেন) শ্রেণীভেদেন (চ) ত্রিধা (ভবতি)। ষড়্জঃ তথা মধ্যমঃ (গ্রামঃ) ভূম্যাং (পৃথিব্যাং)এব (দৃশ্যতে ইত্যর্থঃ), গান্ধারঃ দেবলোকে (বিদ্যতে) কিল (এবং শ্রূয়তে) ॥ ২৬১৯ ॥

অনুবাদ। স্বরসকলের অতিসূক্ষ্মভাবে সংযোজনের নাম গ্রাম। উহা স্থান ও শ্রেণীভেদে ত্রিবিধ। ষড়্জ ও মধ্যম গ্রাম পৃথিবীতে এবং গান্ধার গ্রাম দেবলোকে প্রচলিত বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ২৬১৯ ॥

অপরঞ্চ—

স্বরাণাং সুব্যবস্থানাং সমূহো গ্রাম ইষ্যতে ॥২৬২০॥

অনুবাদ। সুব্যবস্থিত স্বরসমূহকে গ্রাম বলা হয়।

শ্রীসঙ্গীতপারিজাতে—

অথ গ্রামাস্ত্রয়ঃ প্রোক্তাঃ স্বরসন্দোহরূপিণঃ।
ষড়্জমধ্যম-গান্ধারসংজ্ঞাভিস্তে সমন্বিতাঃ।
মূর্ছনাধারভূতাস্তে ষড়্জগ্রামস্ত্রিষূত্তমঃ ॥ ইতি ॥

অন্বয়। অথ স্বরসন্দোহরূপিণঃ (স্বরসমূহাত্মকাঃ) ত্রয়ঃ গ্রামাঃ প্রোক্তাঃ। তে (গ্রামাঃ) ষড়্জমধ্যমগান্ধার-সংজ্ঞাভিঃ সমন্বিতাঃ (ভবন্তি)। তে মূর্ছনাধারভূতাঃ (মূর্ছনোৎপত্তিহেতবঃ)। ত্রিষু (গ্রামেষু) ষড়্জগ্রামঃ উত্তমঃ (ভবতি) ॥ ২৬২১ ॥

অনুবাদ। অনন্তর স্বরসমূহাত্মক তিনটি গ্রাম কথিত হইয়াছে। তাহাদের ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার—এই তিন সংজ্ঞা। ইহারা মূর্ছনার আধারস্বরূপ। গ্রাম-ত্রয়মধ্যে ষড়্জগ্রাম উত্তম ॥ ২৬২১ ॥

গ্রামত্রয়ে সপ্ত স্বর মূর্ছনা প্রচার।
ষড়্জ-গ্রামে স-রি-গ-ম-প-ধ-নি নির্ধার ॥২৬২২॥
ম-প-ধ-নি-স-রি-গ মধ্যমগ্রামে হয়।
গ-ম-প-ধ-নি-স-রি গান্ধারে সুনিশ্চয় ॥ ২৬২৩ ॥
স-রি-গ-ম-প-ধ-নি-চ-ম-প-ধ-নি-স-রি গ-চ।
গ-ম-প-ধ-নি-স-রি-চ গ্রামত্রিতয়মূর্ছনা ॥২৬২৪॥

অনুবাদ। পারিজাতে—সরি-গম-পধনি, মপধনিস-রিগ এবং গ-ম-প-ধ-নি-স-রি যথাক্রমে তিন গ্রামের মূর্ছনা॥

অন্যেঽপি—

সরিগমপধনীতি ষড়্জগ্রামস্য মূর্ছনা।
মপধনিসরিগেতি মধ্যমগ্রামমূর্ছনা।
গমপধনিসরীতি গান্ধারগ্রামমূর্ছনা ॥ ২৬২৫ ॥

অনুবাদ। অন্যেও বলেন,—সরিগমপধনি—ইহা ষড়্জগ্রামের মূর্চ্ছনা, মপধনিসরিগ—ইহা মধ্যমগ্রামের মূর্চ্ছনা এবং গমপধনিসরি—ইহা গান্ধার গ্রামের মূর্চ্ছনা।

প্রতিগ্রামে ঐছে সপ্ত স্বর সুবিস্তার।
সর্ব্বভেদ-ক্রমে একবিংশতি-প্রকার ॥ ২৬২৬ ॥
এ সব বিদিত,—ভরতাদি নিরূপয়।
জাতি-শ্রুতি-স্বর-আদি গ্রাম প্রাপ্ত হয় ॥ ২৬২৭ ॥

কোহলোঽপি—

জাতিভিঃ শ্রুতিভিশ্চৈব স্বরা গ্রামত্বমাগতাঃ ॥ ইতি।

অনুবাদ। জাতি ও শ্রুতি প্রভৃতির সহিত স্বর গ্রাম সংগঠন করে ॥ ২৬২৮ ॥

ওহে শ্রীনিবাস! এই মধুর বৃন্দাবনে।
পরম আনন্দে রাসে কৃষ্ণ প্রিয়াসনে ॥ ২৬২৯ ॥
বিবিধ প্রকারে প্রকাশয়ে গ্রামত্রয়।
শিব-ব্রহ্মাদির যা'তে জন্ময়ে বিস্ময় ॥ ২৬৩০ ॥
প্রাণনাথে রাধিকা প্রশংসি' বার বার।
গ্রাম সঞ্চারয়ে—যা'তে কৃষ্ণে চমৎকার ॥ ২৬৩১ ॥
অধৈর্য্য হইয়া কৃষ্ণ রাই আলিঙ্গয়।
ললিতাদি সখীর উল্লাস অতিশয় ॥ ২৬৩২ ॥
যে কৌতুক গানে—তাহা কহি কি শকতি?
গ্রামত্রয়ে মূর্চ্ছনা প্রকাশে নানা ভাতি ॥ ২৬৩৩ ॥

অথ মূর্চ্ছনাঃ—

মূর্চ্ছনা গ্রাম-সম্ভব—ভরত কহয়।
স্বর সংমূর্চ্ছিত গ্রামে রাগ প্রাপ্ত হয় ॥ ২৬৩৪ ॥

তথাহি—

স্বরঃ সংমূর্চ্ছিতো যদা রাগতাং প্রতিপদ্যতে।
নাম্না তাং মূর্চ্ছনামাহুর্ভরতা গ্রামসম্ভবাম্ ॥ ২৬৩৫ ॥

অন্বয়। যদা স্বরঃ সংমূর্চ্ছিতঃ (সম্মিলিতঃ সন্) রাগতাং প্রতিপদ্যতে (রাগরূপেণ পরিণমতি) ভরতাঃ গ্রামসম্ভবাং (গ্রামোৎপন্নাং) তাং (রাগতাং) নাম্না (নামতঃ) মূর্চ্ছনাম্ আহুঃ কথয়ন্তি ॥ ২৬৩৫ ॥

অনুবাদ। যখন স্বর সংমূর্চ্ছিত হইয়া রাগে পরিণত হয়, ভরতাদি মুনিগণ সেই গ্রামোৎপন্ন রাগকে মূর্চ্ছনা নামে অভিহিত করেন ॥ ২৬৩৫ ॥

অপরঞ্চ—

যত্র স্বরো মূর্চ্ছিত এব রাগতাং
প্রাপ্তশ্চ তামাহ মুনিশ্চ মূর্চ্ছনাম্।
গ্রামোদ্ভবাস্তাঃ স্বরসপ্তসংযুতাঃ
গ্রামত্রয়ে স্যুঃ পুনরেকবিংশতিঃ ॥ ২৬৩৬ ॥

অন্বয়। যত্র স্বরঃ মূর্চ্ছিত এব রাগতাং চ প্রাপ্তঃ মুনিঃ তাং চ মূর্চ্ছনাম্ আহ (কথয়তি)। গ্রামোদ্ভবাঃ (গ্রামে সমুৎপন্নাঃ) স্বরসপ্তসংযুতাঃ (সপ্তস্বরবিশিষ্টাঃ) তাঃ (মূর্চ্ছনাঃ) গ্রামত্রয়ে (ত্রিষু গ্রামেষু) পুনঃ একবিংশতিঃ ভবন্তি)

অনুবাদ। যখন স্বর মূর্চ্ছিত হইয়া রাগের অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ভরতমুনি তাহাকে মূর্চ্ছনা বলেন। গ্রামোৎপন্ন, সপ্তস্বরবিশিষ্ট সেই মূর্চ্ছনা তিন গ্রামে সংখ্যায় মোট একবিংশতি ॥ ২৬৩৬ ॥

গ্রামত্রয়ে ত্রি-সপ্ত স্বর মূর্চ্ছনা হয়।
মূর্চ্ছনাখ্যা—ললিতা, মধ্যমা, চিত্রাদয় ॥ ২৬৩৭ ॥

তথাহি—

ললিতা মধ্যমা চিত্রা রোহিণী চ মতঙ্গজা।
সৌবীরা বর্ণমধ্যা চ ষড়্জমধ্যা চ পঞ্চমী ॥ ২৬৩৮ ॥
মৎসরী মৃদুমধ্যা চ শুদ্ধান্তা চ কলাবতী।
তীব্রা রৌদ্রী তথা ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী খেচরী বরা ॥ ২৬৩৯ ॥
নাদবতী বিশালা চ ত্রিষু গ্রামেষু বিশ্রুতাঃ।
একবিংশতিরিত্যুক্তং মূর্চ্ছনাশ্চন্দ্রমৌলিনা ॥ ২৬৪০ ॥

অন্বয়। ত্রিষু গ্রামেষু ললিতা-মধ্যমাপ্রভৃতয়ঃ বিশ্রুতাঃ (প্রসিদ্ধাঃ) একবিংশতিঃ মূর্চ্ছনাঃ (ভবন্তি) ইতি চন্দ্রমৌলিনা (চন্দ্রশেখরেণ শিবেন) উক্তম্ ॥ ২৬৩৮-৪০ ॥

অনুবাদ। ললিতা-মধ্যমা-চিত্রা-রোহিণী-মতঙ্গজা-সৌবীরা-বর্ণমধ্যা-ষড়্জমধ্যা পঞ্চমী-মৎসরী মৃদুমধ্যা-শুদ্ধান্তা-কলাবতী-তীব্রা-রৌদ্রী-ব্রাহ্মী-বৈষ্ণবী-খেচরী-বরা-নাদবতী-বিশালা এই একুশটি মূর্চ্ছনা গ্রামত্রয়ে প্রসিদ্ধ—মহাদেব এইরূপ বলেন ॥ ২৬৩৮-৪০ ॥

মূর্চ্ছনা-জ্ঞানেতে সুখ বাঢ়ে অনুক্ষণ।
ভরতাদি কহয়ে মূর্চ্ছনা প্রয়োজন ॥ ২৬৪১ ॥

তথাহি—

শিবাগ্রে মূর্চ্ছনাং কৃত্বা ব্রহ্মহাপি বিমুচ্যতে ॥ ২৬৪২ ॥

অন্বয়। শিবাগ্রে (মহাদেবস্য সম্মুখে) মূর্চ্ছনাং কৃত্বা (গীত্বা ইত্যর্থঃ) ব্রহ্মহা (ব্রাহ্মণঘাতকঃ) অপি বিমুচ্যতে (তস্মাৎ পাতকাদিত্যর্থঃ)॥ ২৬৪২ ॥

অনুবাদ। শিবের সম্মুখে মূর্চ্ছনা গান করিয়া ব্রহ্মঘাতীও পাপ হইতে বিমুক্ত হয়॥ ২৬৪২ ॥

ওহে শ্রীনিবাস! গ্রামসম্ভব মূর্চ্ছনা।
ইথে যে প্রকার—তা' না জানে অন্য জনা॥২৬৪৩॥
প্রিয়াগণ সঙ্গে কৃষ্ণ মনের উল্লাসে।
অদ্ভুত ভঙ্গীতে রাসবিলাসে প্রকাশে॥ ২৬৪৪ ॥
কি বলিব—কৃষ্ণ মহারসিকশেখর।
বিস্তারয়ে নানা তাল গান মনোহর॥ ২৬৪৫ ॥

অথ তালাঃ (তানাঃ)—

মূর্চ্ছনা হয়েন তালশুদ্ধাদি-নিশ্চয়।
সপ্তস্বরোদ্ভব তাল—এহো নিরূপয়॥ ২৬৪৬ ॥
তাল উনপঞ্চাশৎ শাস্ত্রেতে প্রচার।
পৃথক্ পৃথক্ কূট তাল সুবিস্তার॥ ২৬৪৭ ॥
পঞ্চম সহস্র ত্রয়স্ত্রিংশৎ এ হয়।
তাল-সংজ্ঞা অনেক প্রভাব অতিশয়॥ ২৬৪৮ ॥

তথাহি—

মূর্চ্ছনা এব তালাঃ স্যুঃ শুদ্ধা আরোহণাশ্রিতাঃ॥২৬৪৯॥

দামোদরস্তু—

বিস্তার্য্যন্তে প্রয়োগা যৈর্মূর্চ্ছনাশেষসংশ্রয়াঃ।
তানাস্তেঽপ্যূনপঞ্চাশৎ সপ্তস্বরসমুদ্ভবাঃ॥ ২৬৫০ ॥
তেভ্য এব ভবন্ত্যন্যে কূটতানাঃ পৃথক্ পৃথক্।
ভেদা বহুতরাস্তেষাং কস্তান্ কার্ৎস্ন্যেন বক্ষ্যতি॥২৬৫১॥
গ্রামাণাং মূর্চ্ছনানাঞ্চ তানানাং বহবো ভিদাঃ।
প্রকৃতাঽনুপযোগিত্বাদজ্ঞেয়ত্বাচ্চ নেরিতাঃ॥ ২৬৫২ ॥

অন্বয়। আরোহণাশ্রিতাঃ (আরোহণক্রমেণ ইত্যর্থঃ) মূর্চ্ছনা এব শুদ্ধাঃ তালাঃ স্যুঃ। দামোদরঃ তু (এবং কথয়তি) যৈঃ মূর্চ্ছনাশেষসংশ্রয়াঃ (মূর্চ্ছনাশেষসমাশ্রয়েণ ইত্যর্থঃ) প্রয়োগাঃ (স্বরপ্রয়োগাঃ) বিস্তার্য্যন্তে তে সপ্তস্বরসমুদ্ভবাঃ উনপঞ্চাশৎ তানাঃ (ভবন্তি)। তেভ্যঃ (তানেভ্যঃ) এব অন্যে পৃথক্ পৃথক্ কূটতানাঃ ভবন্তি। তেষাং (কূটতানানাং) বহুতরাঃ ভেদাঃ (সন্তি), কঃ তান্ কার্ৎস্ন্যেন (সমগ্রতয়া) বক্ষ্যতি (ন কোঽপীত্যর্থঃ)। গ্রামাণাং মূর্চ্ছনানাং তানানাং চ বহবঃ ভিদাঃ (ভেদাঃ) প্রকৃতানুপযোগিত্বাৎ (অত্র স্থলে অপ্রাকরণিকত্বাৎ) অজ্ঞেয়ত্বাৎ (সম্যক্ জ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ) চ ন ঈরিতাঃ (কথিতাঃ)॥ ২৬৪৯-২৬৫২ ॥

অনুবাদ। স্বরের আরোহণ-মুখে মূর্চ্ছনাসকলই শুদ্ধ "তাল" হয়। এই বিষয়ে দামোদর অন্যরূপ বলেন, যথা যাহাদের দ্বারা মূর্চ্ছনার শেষভাগের আশ্রয়ে স্বরপ্রয়োগের বিস্তার হয়, তাহারাই সপ্তস্বরসমুদ্ভূত উনপঞ্চাশৎসংখ্যক "তান"। তান হইতেই পৃথক্ পৃথক্ কূটতান সকলের উৎপত্তি। সে-সকল কূটতানের ভেদ অনেক। কে তাহা সম্পূর্ণ বলিতে পারে? গ্রাম, মূর্চ্ছনা ও তানের বহু ভেদ এই স্থলে অপ্রাসঙ্গিক ও অজ্ঞেয় বলিয়া কথিত হইল না॥২৬৪৯-২৬৫২॥

তদুক্তং তালাধিকারে—

তালাঃ পঞ্চ সহস্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশত্তবন্ত্যমী॥ ২৬৫৩ ॥
অগ্নিষ্টোমিকতালেন শিবং স্তুত্বা শিবো ভবেৎ।
তালানামিহ শুদ্ধানামগ্নিষ্টোমাদিকা ভিদাঃ॥ ২৬৫৪ ॥
সন্তি প্রয়োগবৈধুর্য্যান্ন ময়া তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ২৬৫৫ ॥

অন্বয়। তৎ (তস্মাদ্ধেতোঃ তালাধিকারে উক্তম্)—অমী তালাঃ পঞ্চ সহস্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশৎ ভবন্তীতি। অগ্নিষ্টোমিক-তালেন শিবং স্তুত্বা শিবঃ ভবেৎ (জন ইতি শেষঃ)। ইহ (শাস্ত্রে) শুদ্ধানাং তালানাং অগ্নিষ্টোমাদিকাঃ ভিদাঃ সন্তি, প্রয়োগ-বৈধুর্য্যাৎ (প্রয়োগাভাবাৎ) ন ময়া প্রকীর্ত্তিতাঃ (কথিতাঃ)।

অনুবাদ। উক্ত কারণে তালাধিকারে উক্ত হইয়াছে যে, ঐ সকল তাল সংখ্যায় পাঁচ হাজার তেত্রিশ। অগ্নিষ্টোমিক তালে শিবের স্তব করিলে শিবত্বপ্রাপ্তি হয়। শাস্ত্রে শুদ্ধ তালের অগ্নিষ্টোমাদি ভেদ কথিত আছে। কিন্তু প্রয়োগা-ভাবহেতু আমি তাহাদের উল্লেখ করিলাম না॥ ২৬৫৫ ॥

এ সকল তালের সৌভাগ্য অতিশয়।
মূর্ত্তিমন্ত হৈয়া কৃষ্ণ-আগে বিলসয়॥ ২৬৫৬ ॥
ললিতাদি যূথেশ্বরী সখী রাধিকার।
পৃথক্ পৃথক্ তাল করয়ে সঞ্চার॥ ২৬৫৭ ॥
রাই-কানু পরম আনন্দে সখী সনে।
প্রকাশয়ে বর্ণ গান বিচিত্র বন্ধানে॥ ২৬৫৮ ॥

অথ বর্ণমাহ—

গানক্রিয়া-আরম্ভ প্রযুক্ত স্বর "বর্ণ"।
সে চারি প্রকার—যাতে গায়ক প্রসন্ন ॥ ২৬৫৯ ॥
স্থায়ী বর্ণ, আরোহাবরোহী বর্ণ আর।
সঞ্চারী—এ চতুষ্টয় লক্ষণ প্রচার ॥ ২৬৬০ ॥
এক এব স্বর রহি' রহি' প্রয়োগেতে।
স্থায়ী বর্ণ হয়—এ বিদিত সর্বমতে ॥ ২৬৬১ ॥
আরোহাবরোহী স্বর স্বাখ্যানুগতার্থ।
এ ত্রয়মিশ্রিত বর্ণ সঞ্চারী সম্মত ॥ ২৬৬২ ॥

তথাহি—

স্বরো গানক্রিয়ারম্ভপ্রযুক্তো বর্ণ উচ্যতে।
স্থায্যারোহাবরোহী চ সঞ্চারীতি চতুর্বিধঃ ॥২৬৬৩॥

প্রত্যেকং লক্ষণমাহ—

স্থায়ং স্থায়ং প্রয়োগঃ স্যাদেকস্যৈব স্বরস্য চেৎ।
স্থায়ী বর্ণঃ স বিজ্ঞেয়ঃ পরাবন্বর্থসংজ্ঞকৌ ॥

পরৌ আরোহিস্বরোঽবরোহিস্বরশ্চ তৌ অন্বর্থসংজ্ঞকৌ অনুগতার্থনামানৌ। অর্থস্তু আরোহতীত্যর্থে আরোহী, অবরোহতীতি অবরোহীত্যর্থঃ ॥ ২৬৬৪ ॥

অন্বয়। গানক্রিয়ারম্ভপ্রযুক্তঃ (গানক্রিয়ায়াঃ প্রারম্ভে প্রযুক্তঃ) স্বরঃ "বর্ণঃ" উচ্যতে। (স চ বর্ণঃ) স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী সঞ্চারী চ ইতি চতুর্বিধঃ স্যাৎ ॥২৬৬৩॥

প্রত্যেকং (তেষাং বর্ণানামিত্যর্থঃ) লক্ষণম্ আহ— একস্য এব স্বরস্য স্থায়ং স্থায়ং (স্থিত্বা স্থিত্বা) চেৎ প্রয়োগঃ স্যাৎ (তর্হি) স স্থায়ী বর্ণঃ বিজ্ঞেয়ঃ। পরৌ (অন্যৌ দ্বৌ) অন্বর্থসংজ্ঞকৌ (যথার্থনামানৌ অর্থান্নাম্নৈব গতার্থৌ ভবতঃ)।

অনুবাদ। গানকার্য-সম্পাদনে ব্যবহৃত স্বরকে "বর্ণ" কহে। সেই বর্ণ স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী ভেদে চারিপ্রকার। তাহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ কথিত হইতেছে—একই স্বরের যদি থাকিয়া থাকিয়া প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে তাহার নাম—স্থায়ী। পরবর্তী দুইটী—নামের অনুরূপ অর্থবিশিষ্ট। অর্থাৎ যাহা আরোহণ করে, তাহা আরোহী, যাহা অবরোহণ করে, তাহা অবরোহী। ২৬৬৩ —২৬৬৪ ॥

সঙ্গীতপারিজাতে—

স্থিত্বা স্থিত্বা প্রয়োগঃ স্যাদেকৈকস্মিন্ স্বরে পুনঃ।
স্থায়ী বর্ণঃ স বিজ্ঞেয়ঃ পরাবন্বর্থনামকৌ।
এতৎসংমিশ্রণাদ্বর্ণঃ সঞ্চারী পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৬৬৫ ॥

অন্বয়। একৈকস্মিন্ স্বরে স্থিত্বা স্থিত্বা পুনঃ প্রয়োগঃ স্যাৎ (চেৎ তদা) স স্থায়ী বর্ণঃ বিজ্ঞেয়ঃ, পরৌ পরবর্তিনৌ দ্বৌ অন্বর্থনামকৌ (ভবতঃ)। এতৎসংমিশ্রণাৎ (এতেষাং স্থায্যারোহ্যবরোহিস্বরাণাং মিশ্রণাৎ) বর্ণঃ সঞ্চারী পরিকীর্তিতঃ (কথিতঃ) ॥ ২৬৬৫ ॥

অনুবাদ। এক একটী স্বরে থাকিয়া থাকিয়া পুনঃ প্রয়োগ হইলে সে স্বরকে স্থায়ী বর্ণ জানিবে। পরবর্তী দুইটী সার্থকনামা। ইহাদের অর্থাৎ স্থায়ী আরোহী অবরোহীদের মিশ্রণে সঞ্চারী বর্ণ হয় ॥ ২৬৬৫ ॥

স-রি-গ-ম-প-ধ-নি—এ বর্ণ সপ্ত স্বর।
রচনাবিশেষে অলঙ্কার বহুতর ॥ ২৬৬৬ ॥

তথাহি—

বর্ণা ভবন্ত্যলঙ্কারা রচনায়া বিশেষতঃ ॥ ২৬৬৭ ॥

অনুবাদ। রচনার বৈশিষ্ট্যে বর্ণ সকল অলঙ্কার হয়।

স্থায়ী ষড়্‌বিংশতি, দ্বাদশ আরোহ নিশ্চয়।
দ্বাদশ অবরোহ, সঞ্চারী দ্বাদশ হয় ॥ ২৬৬৮ ॥
সবে মিলে দ্বিষষ্টি প্রকার অলঙ্কার।
ইথে বহু ভেদ—তাহা শাস্ত্রেতে প্রচার। ২৬৬৯ ॥

তথাহি—

ষড়্‌বিংশতিঃ স্থায়িনঃ স্যুরারোহিণস্তু দ্বাদশ।
সঞ্চারিণো দ্বাদশৈব দ্বাদশৈবাবরোহিণঃ।
ইতি প্রসিদ্ধালঙ্কারাঃ দ্বিষষ্টিঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥২৬৭০॥

অন্বয়। স্থায়িনঃ (বর্ণস্য) ষড়্‌বিংশতিঃ অবরোহিণঃ তু দ্বাদশ, সঞ্চারিণঃ দ্বাদশ এব, অবরোহিণঃ দ্বাদশ এব (অলঙ্কারসংখ্যাঃ) স্যুঃ। ইতি (এবং) দ্বিষষ্টিঃ প্রসিদ্ধালঙ্কারাঃ পরিকীর্তিতাঃ। ২৬৭০ ॥

অনুবাদ। স্থায়ী বর্ণের ছাব্বিশ, আরোহীর দ্বাদশ, সঞ্চারীর দ্বাদশ, অবরোহীর দ্বাদশ—এই মোট বাষট্টি-প্রসিদ্ধ অলঙ্কার কথিত আছে। ২৬৭০ ॥

অলঙ্কারা প্রয়োজন বহুবিধ হয়।
স্বরজ্ঞানে দৃঢ়াভ্যাসাদিক শাস্ত্রে কয়॥ ২৬৭১॥

তথাহি—

স্বরজ্ঞানে দৃঢ়াভ্যাসো রঙ্গলাভশ্চ জায়তে।
বর্ণজ্ঞানবিচিত্রত্বমলঙ্কারপ্রয়োজনম্॥ ২৬৭২॥

সঙ্গীতপারিজাতে—

অলঙ্কারাদ্বিনা রাগা বিস্তারং নাপ্নুবন্তি হি॥ ২৬৭৩

অন্বয়ঃ স্বরজ্ঞানে (সতি) দৃঢ়াভ্যাসঃ, রঙ্গলাভঃ (আনন্দপ্রাপ্তিঃ) চ জায়তে। বর্ণজ্ঞানবিচিত্রত্বং (বিবিধ-বর্ণানাং জ্ঞানং) অলঙ্কারপ্রয়োজনং (অলঙ্কারঃ প্রয়োজনং যস্য তাদৃশং ভবতি)। (অত উক্তং) সঙ্গীত-পারিজাতে—হি অলঙ্কারাৎ বিনা রাগাঃ বিস্তারং ন প্রাপ্নুবন্তি॥ ২৬৭২-৭৩॥

অনুবাদঃ স্বরজ্ঞান হইলে অভ্যাস দৃঢ় ও আনন্দ লাভ হয়। অলঙ্কারের প্রয়োজনে বর্ণজ্ঞানের বৈচিত্র্য প্রয়োজনীয়। অতএব সঙ্গীত-পারিজাতে কথিত আছে—অলঙ্কার ব্যতীত রাগ বিস্তার লাভ করিতে পারে না।

স্থায়িবর্ণমাহ—

স্থায়িবর্ণে অলঙ্কারদিশা ঐছে কয়।
যে বর্ণে আরম্ভ তাহা অন্তে পুনঃ হয়॥ ২৬৭৪॥
ইথে জানাইয়ে 'ভদ্র' নাম অলঙ্কার।
এক এক স্বরে হানি—ক্রম এ প্রস্তার॥ ২৬৭৫॥

তথাহি পারিজাতে—

যত্রারভ্যাগ্রিমং গত্বা পুনঃ পূর্ব্বস্বরং বদেৎ।
ভদ্রং নাম হ্যলঙ্কারমাঞ্জনেয়োঽব্রবীৎ সুধীঃ।
একৈকস্য স্বরস্যাত্র হানাদেব ক্রমো ভবেৎ॥২৬৭৬॥

অন্বয়ঃ যত্র (একং স্বরম্) আরভ্য অগ্রিমং (অগ্রেস্থিতম্ অর্থাৎ পরবর্ত্তিনং স্বরং) গত্বা পুনঃ পূর্বস্বরং বদেৎ (তং) হি সুধীঃ (মহাসঙ্গীতজ্ঞঃ) আঞ্জনেয়ঃ (হনুমান্) ভদ্রং নাম অলঙ্কারম্ অব্রবীৎ (কথিতবান্)। অত্র (ভদ্রালঙ্কারে) একৈকস্য স্বরস্য হানাৎ (লাঘবাৎ) এব ক্রমঃ ভবেৎ॥

অনুবাদঃ সঙ্গীতপারিজাতে—যাহাতে এক স্বরে আরম্ভ করিয়া অগ্রবর্তী স্বরে যাইয়া পুনঃ পূর্বস্বরের আলাপ হয়, তাহাকে সঙ্গীতবিশারদ হনুমান্ ভদ্রনামক অলঙ্কার বলিয়াছেন। এই অলঙ্কারে এক একটী স্বরের হানি করিয়া ক্রম সম্পাদিত হয়॥ ২৬৭৬॥

উদাহরণম্—

সরিস, রিগরি, গমগ, মপম, পধপ, ধনিধ, নিসনি, সরিস॥

আরোহবর্ণমাহ—

ঐছে দিক্ দর্শাইয়ে আরোহালঙ্কারে।
বিস্তীর্ণাখ্যা—দীর্ঘ বর্ণ হয় সপ্ত স্বরে॥ ২৬৭৭॥

পারিজাতে—

মূর্চ্ছনাদেঃ স্বরাদ্যত্র ক্রমেণারোহণং ভবেৎ।
স্থিত্বা স্থিত্বা স্বরৈর্দীর্ঘৈঃ স বিস্তীর্ণোঽভিধীয়তে॥

অন্বয়ঃ যত্র (অলঙ্কারে) মূর্চ্ছনাদেঃ স্বরাৎ (মূর্চ্ছনায়াঃ) আদিস্বরাৎ (আরভ্যেত্যর্থঃ) স্থিত্বা স্থিত্বা দীর্ঘৈঃ (বিলম্বিতৈঃ) স্বরৈঃ ক্রমেণ আরোহণং ভবেৎ, স বিস্তীর্ণঃ (অলঙ্কারঃ) অভিধীয়তে (কথ্যতে)॥ ২৬৭৮॥

অনুবাদঃ যাহাতে মূর্চ্ছনার আদিস্বর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক স্বরকে অবস্থিতিপূর্ব্বক দীর্ঘ করিয়া ক্রমে আরোহণ হয়, তাহা বিস্তীর্ণনামে অভিহিত হয়॥ ২৬৭৮॥

উদাহরণম্—

সা রী গা মা পা ধা নী সা॥

আদিদ্বয় হ্রস্ব, দীর্ঘ তৃতীয় অক্ষর।
'প্রচ্ছাদন' নাম অলঙ্কার মনোহর॥ ২৬৭৯॥

পারিজাতে—

হ্রস্বমাদ্যদ্বয়ং কৃত্বা দীর্ঘং কৃত্বা তৃতীয়কম্।
হনূমানাহ সর্ব্বজ্ঞঃ সন্ধিপ্রচ্ছাদনং পরম্॥ ২৬৮০॥

অন্বয়ঃ সর্ব্বজ্ঞঃ (সর্ব্বসঙ্গীতবিশারদঃ) হনূমান্ আদ্যদ্বয়ং হ্রস্বং কৃত্বা তৃতীয়কং (স্বরং) দীর্ঘং কৃত্বা সন্ধিপ্রচ্ছাদনং (নাম) পরং (অপরম্ অলঙ্কারং) আহ॥ ২৬৮০॥

অনুবাদঃ সর্ব্বজ্ঞ হনূমান্ পূর্ব্ব দুই স্বরকে হ্রস্ব এবং তৃতীয় স্বরকে দীর্ঘ করিয়া সন্ধিপ্রচ্ছাদন নামক অপর এক অলঙ্কার বলিয়াছেন॥ ২৬৮০॥

উদাহরণম্—

সরিগা, রিগমা, গমপা, মপধা, পধনী, ধনিসা॥

'উদ্বাহিত' নাম—আদ্য উক্ত চতুর্ব্বার।
দ্বিতীয় দ্বিবার, ত্রি-চতুর্থ একবার॥ ২৬৮১॥

পারিজাতে—

আদ্যং স্বরং দ্বিবারঞ্চ চতুর্ব্বারং দ্বিতীয়কম্।
সকৃদুক্ত্বা তৃতীয়ন্তু তথা সকৃচ্চতুর্থকম্।
উদ্বাহিতস্ত্বলঙ্কারো হনূমতা প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ২৬৮১॥

অন্বয়। হনূমতা তু আদ্যং স্বরং চতুর্ব্বারং উক্ত্বা, দ্বিতীয়কং দ্বিবারং (উক্ত্বা) তৃতীয়ং তু সকৃৎ (উক্ত্বা) তথা চতুর্থকং সকৃৎ (উক্ত্বা) উদ্বাহিতঃ অলঙ্কারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

অনুবাদ। আদি স্বর চারিবার, দ্বিতীয় স্বর দুইবার, তৃতীয় ও চতুর্থ স্বর একবার মাত্র আলাপ করিয়া হনুমান উদ্বাহিত-নামক অলঙ্কার বলিয়াছেন॥ ২৬৮২।

উদাহরণম্—

স স স স রি রি গ ম, রি রি রি রি গ গ ম প,
গ গ গ গ ম ম প ধ, ম ম ম ম প প ধ নি,
প প প প ধ ধ নি স॥

অবরোহবর্ণমাহ—

অবরোহ-অলঙ্কার এইরূপ হয়।
কহিতে বাহুল্য—ইহা অন্তেও না কয়॥ ২৬৮২॥

পারিজাতে—

অবরোহক্রমাদেতে দ্বাদশাপ্যবরোহিণঃ।
গৌরবাদবরোহস্য লেখনং ন কৃতং ময়া॥ ২৬৮৪॥

অন্বয়। এতে দ্বাদশ (পূর্ব্বোক্তা দ্বাদশ আরোহালঙ্কারাঃ) অবরোহক্রমাৎ (অবরোহ ভাবেন) অবরোহিণঃ (অবরোহ-বর্ণস্য স্যুঃ) গৌরবাৎ (বাহুল্যাৎ হেতোঃ) অবরোহস্য লেখনং (পুনরুল্লেখ ইত্যর্থঃ) ন ময়া কৃতম্॥ ২৬৮৪॥

অনুবাদ। এই দ্বাদশটী আরোহীর অলঙ্কার স্বরের অবরোহণক্রমে অবরোহিবর্ণের অলঙ্কার হইয়া থাকে। বাহুল্য হইবে মনে করিয়া অবরোহালঙ্কারগণের পুনরুল্লেখ করা হইল না॥ ২৬৮৪॥

সঞ্চারিবর্ণমাহ—

সর্ব্বত্র সঞ্চরে এই—সঞ্চারী ইহাতে।
দিক্ দর্শাইয়ে—গায়কের সুখ যাতে॥ ২৬৮৫॥
আদ্যবর্ণদ্বয় ত্রিরাবৃত্তি, তার পর।
তৃতীয়বর্ণের পর দ্বিতীয় অক্ষর॥ ২৬৮৬॥
ঐছে উক্ত প্রসাদ-নামেতে অলঙ্কার।
এ সকল জ্ঞানে সুখ—শাস্ত্রেতে প্রচার॥ ২৬৮৭॥

পারিজাতে—

সঞ্চারিতাশ্চ সর্ব্বত্র যতঃ সঞ্চারিণস্ততঃ॥ ২৬৮৮॥
আদ্যং দ্বয়ং ত্রিরাবৃত্ত্যা তৃতীয়ঞ্চ দ্বিতীয়কম্।
উক্ত্বা ততঃ প্রসাদং তমলঙ্কারং জগুর্বুধাঃ॥ ২৬৮৯॥

অন্বয়। যতঃ সর্ব্বত্র সঞ্চারিতাঃ ততঃ সঞ্চারিণঃ (কথিতাঃ)। আদ্যং দ্বয়ং (স্বরদ্বয়ং) ত্রিঃ (বারত্রয়ং আবৃত্ত্যা (উক্ত্বা) ততঃ তৃতীয়ং চ (স্বরং ততঃ) দ্বিতীয়কং (স্বরং) উক্ত্বা বুধাঃ তং প্রসাদং অলঙ্কারং জগুঃ (কথিতবন্তঃ)॥

অনুবাদ। যেহেতু সর্ব্বত্র সঞ্চারিত, অতএব 'সঞ্চারী' বলিয়া কথিত। প্রথম স্বরদ্বয় তিনবার আবৃত্তি করিয়া তার পর ক্রমে তৃতীয় ও দ্বিতীয় স্বর উল্লেখ করিয়া পণ্ডিতগণ প্রসাদ-নামক অলঙ্কার বলিয়াছেন॥ ২৬৮৮-৮৯॥

উদাহরণম্—

সরি সরি সরি গরি, রিগ রিগ রিগ, মগ,
গম গম গম পম, মপ মপ মপ ধপ,
পধ পধ পধ নিধ, ধনি ধনি ধনি সনি॥
ইথে এক অলঙ্কার, 'আক্ষেপ' নাম হয়।
ক্রমে উক্ত প্রথম হইতে স্বরত্রয়॥ ২৬৯০॥

পারিজাতে—

ক্রমাৎ স্বরত্রয়ং যত্র জগুরাক্ষেপকং বুধাঃ॥ ২৬৯১॥

অনুবাদ। যাহাতে প্রথম হইতে তিনটী স্বরের ক্রমান্বয়ে উল্লেখ হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে আক্ষেপ অলঙ্কার বলিয়াছেন॥ ২৬৯১॥

উদাহরণম্—

সরিগ, রিগম, গমপ, মপধ, পধনি, ধনিস॥
কোকিলাখ্য বর্ণ সিংহাবলোকন-প্রায়।
সরিগ-সরিগম—এ প্রকার ইহায়॥ ২৬৯২॥

পারিজাতে—

সরী গশ্চ সরী গো ম ইত্যেতৈঃ কোকিলো ভবেৎ॥

অনুবাদ। সরিগ, সরিগম—এইরূপ স্বরবিন্যাসে "কোকিল" অলঙ্কার হয়॥ ২৬৯৩॥

উদাহরণম্—

সরিগ সরিগম, রিগম রিগমপ, গমপ গমপধ,
মপধ মপধনি, পধনি, পধনিস॥
এসকল স্বর বর্ণালঙ্কার মধুর।
ঐছে উচ্চারয়ে যাতে দুঃখ যায় দূর॥
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চারু মুখচন্দ্র হৈতে।
ঝরে যেন সুধা বর্ণালঙ্কাররূপেতে॥ ২৬৯৫॥
শ্রীরাধিকা ললিতাদি সখীগণ সঙ্গে।
গায় বর্ণালঙ্কার পরমাদ্ভুত রঙ্গে॥ ২৬৯৬॥
গন্ধর্ব্বাদিগণের হইল দর্প চুর।
জগতে উপমা নাই—ঐছে সুমধুর॥ ২৬৯৭॥
সভা প্রশংসিয়া কৃষ্ণ উল্লসিত মনে।
অনিমিষ নেত্রে চাহে রাইমুখ-পানে॥ ২৬৯৮॥
গ্রহস্বর, অংশস্বর, ন্যাসস্বর ত্রয়।
প্রকাশয়ে রঙ্গে কৃষ্ণ রসের আলয়॥ ২৬৯৯॥

অথ গ্রহস্বরমাহ—

সপ্ত স্বরে যে স্বর গীতাদৌ সমর্পয়।
সেই 'গ্রহস্বর' মুনি ভরতাদি কয়॥ ২৭০০॥

তথাহি—

স গ্রহস্বর ইত্যুক্তো যো গীতাদৌ সমর্পিতঃ॥ ২৭০১॥

সঙ্গীতপারিজাতে চ—

গীতাদৌ স্থাপিতো যস্তু স গ্রহস্বর উচ্যতে॥ ২৭০২॥

অনুবাদ। যে স্বর গীতের প্রারম্ভে প্রযুক্ত হয়, তাহাকে 'গ্রহস্বর' বলে। সঙ্গীতপারিজাতে আছে—গীতের প্রারম্ভে স্থাপিত স্বরের নাম—গ্রহস্বর॥ ২৭০১-২॥

অথ অংশস্বরমাহ—

অংশস্বর অনুরাগ প্রকাশক গানে।
ভরতাদি ঐছে বহু প্রভাব বাখানে॥ ২৭০৩॥

তথাহি—

যো রক্তিব্যঞ্জকো গেয়ে যস্য সর্ব্বেঽনুগামিনঃ।
যঃ স্বয়ং গ্রহতাং যাতো ন্যাসাদীনাং প্রয়োগতঃ।
যস্য সর্ব্বত্র বাহুল্যং স বাদ্যংশো নৃপোপমঃ॥২৭০৪॥

বাদী রাগাদিনিশ্চয়কর্ত্তেতি গীতপ্রকাশকারঃ। যঃ স্বয়ং গ্রহতাং যাত ইত্যনেন অংশস্বরস্য গ্রহস্বরকারণত্বমিত্যর্থঃ।

অন্বয়। গেয়ে (গীতে) যঃ (স্বরঃ) রক্তিব্যঞ্জকঃ (রাগ-প্রকাশকঃ) সর্ব্বে (অপরে) যস্য (স্বরস্য) অনুগামিনঃ, যঃ স্বয়ং গ্রহতাং যাতঃ (গ্রহস্বরকারণং) ন্যাসাদীনাং প্রয়োগতঃ (প্রয়োগাপেক্ষয়া) যস্য সর্ব্বত্র বাহুল্যং স নৃপোপমঃ অংশঃ, বাদী (ভবতি)॥ ২৭০৪॥

অনুবাদ। যে স্বর গানে রাগপ্রকাশক, অপর স্বর সকল যাহার অনুগামী, যাহা গ্রহস্বরের কারণ, ন্যাসাদি স্বরের প্রয়োগ অপেক্ষা সর্ব্বত্র যাহার আধিক্য, সেই রাজতুল্য স্বর অংশী ও বাদী। বাদী—অর্থাৎ রাগাদির নিরূপক। যাহা স্বয়ং গ্রহভাব প্রাপ্ত—ইহা দ্বারা গ্রহস্বরের কারণত্ব সূচিত॥২৭০৪॥

সঙ্গীতপারিজাতে—

রাগাণাং জীবভূতা যে প্রোক্তাস্তেঽংশস্বরা বুধৈঃ॥২৭০৫॥

অপরঞ্চ—

বহুলত্বং প্রয়োগেষু স অংশস্বর উচ্যতে॥ ২৭০৬॥

অনুবাদ। সঙ্গীতপারিজাতে, যথা—রাগসকলের জীবন-স্বরূপ স্বরকে পণ্ডিতগণ অংশস্বর বলেন। অন্যত্রও—প্রয়োগে যাহার বাহুল্য, তাহাকে অংশস্বর কহে॥২৭০৫-৬॥

অথ ন্যাসস্বরমাহ—

ন্যাস-স্বরগীতাদিক সমাপ্ত করয়॥
সে পায় আনন্দ যার ইথে জ্ঞান হয়॥ ২৭০৭॥

তথাহি—

ন্যাসস্বরস্তু সংপ্রোক্তো যো গীতাদিসমাপ্তিকৃৎ॥২৭০৮॥

তথা সঙ্গীতপারিজাতে—

ন্যাসস্বরস্তু বিজ্ঞেয়ো যস্তু গীতসমাপকঃ॥ ২৭০৯॥

অনুবাদ। যাহা গীতের সমাপ্তি করে, তাহা ন্যাস-স্বর নামে কথিত। সঙ্গীতপারিজাতেও—গীতসমাপক স্বরকে ন্যাসস্বর বলিয়া জানিবে॥ ২৭০৮-৯॥

ওহে শ্রীনিবাস! কৃষ্ণ রসের আবেশে।
গ্রহ অংশ-ন্যাসস্বর-বিন্যাস প্রকাশে॥ ২৭১০॥
শিব-ব্রহ্মাদির যাতে হয় চমৎকার।
ঐছে স্বর-জাত্যাদিক করয়ে প্রচার॥ ২৭১১॥

অথ জাতিমাহ—

যাহা হৈতে জন্মে রাগ তারে জাতি কয়।
সে রাগের মাতা পুনঃ জাতিভেদত্রয়॥ ২৭১২॥

শুদ্ধা, বিকৃতাখ্যা হয়, এ-দ্বয়-মিলনে।
সঙ্কীর্ণাখ্যা,—এই ত্রয় কহে বুধগণে ॥ ২১১৩ ॥

তথাহি—

যস্যা রাগজনিস্তু জাতিরিহ সা রাগস্য মাতাপি সা।
শুদ্ধাখ্যা বিকৃতা দ্বয়োশ্চ মিলনাৎ সঙ্কীর্ণকা চ ত্রিধা ॥

অন্বয়। যস্যাঃ রাগজনিঃ (রাগজন্ম ভবতি), সা তু ইহ (সঙ্গীতশাস্ত্রে) রাগস্য জাতিঃ (ভবতি), সা মাতাপি (ভবতি রাগস্য)। (তস্যাঃ) শুদ্ধা, বিকৃতা চ (এতয়োঃ) দ্বয়োঃ মিলনাৎ সঙ্কীর্ণকা (সঙ্কীর্ণা চ ইতি) ত্রিধা আখ্যা (ভবতি) ॥ ২১১৪ ॥

অনুবাদ। যাহা হইতে রাগের জন্ম, সঙ্গীতশাস্ত্রে তাহা রাগের জাতি, তাহা রাগের মাতাও বটে। শুদ্ধ, বিকৃত, এই দুইয়ের মিলনে সঙ্কীর্ণ—সেই জাতির এই তিন প্রকার আখ্যা। ২১১৪ ॥

শুদ্ধা-জাতিসপ্তকের ষড়্জাদি-স্বরাখ্যান।
শুদ্ধা জাতা বিকৃতা—কহয়ে বিজ্ঞাবান্ ॥ ২১১৫ ॥
বিকৃতাখ্যা একাদশ—শাস্ত্রে নিরূপয়।
শেষ সঙ্কীর্ণাখ্যা,—সে বিকৃতজাতা হয় ॥ ২১১৬ ॥
শুদ্ধা, বিকৃতা—এ অষ্টাদশ প্রকার।
এ দ্বয়ে আচার্য্যগণ কৈলা অঙ্গীকার ॥ ২১১৭ ॥
শুদ্ধা জাতি ষড়্জর্ষভা-আদি সংজ্ঞা কয়।
বিকৃতা—ষড়্জকৈশিকী-আদি নাম হয় ॥ ২১১৮ ॥
ষড়্জকৈশিকী ষড়্জ-গান্ধার-যোগে জাত।
ঐছে বিকৃতাখ্যা হয় সর্ব্বত্র বিখ্যাত ॥ ২১১৯ ॥

তথাহি—

শুদ্ধাঃ স্যুর্জাতয়ঃ সপ্ত তাঃ ষড়্জাদিস্বরাভিধাঃ।
তা এব বিকৃতাঃ শেষা জাতা বিকৃতিসঙ্করাৎ ॥২১২০॥
ইতি দ্বিধেত্যন্যে ॥

অন্বয়। শুদ্ধাঃ (অবিমিশ্রাঃ) জাতয়ঃ সপ্ত স্যুঃ, তাঃ (সপ্তশুদ্ধজাতয়ঃ) ষড়্জাদিস্বরাভিধাঃ (ষড়্জাদিনামবত্যঃ স্যুঃ)। তাঃ (শুদ্ধাঃ) এব বিকৃতাঃ (জাতয়ঃ ভবন্তি), শেষাঃ (সঙ্কীর্ণাঃ) বিকৃতিসঙ্করাৎ (বিকৃতস্বরমিশ্রণাৎ ভবন্তি) ইতি (এবংপ্রকারেণ) (জাতিঃ) দ্বিধা (ভবতি) ইতি অন্যে (কেচন বদন্তি) ॥ ২১২০ ॥

অনুবাদ। শুদ্ধা জাতি সাতটি; ষড়্জাদিস্বরে তাহাদের সংজ্ঞা হয়। শুদ্ধা জাতিই বিকৃতজাতি হয়, বিকৃত-জাতির মিশ্রণ হইতে সঙ্কীর্ণজাতির উদ্ভব হয়। এই প্রকারে জাতি দুই প্রকার—ইহা কাহারও অভিমত ॥ ২১২০ ॥

তদুক্তং হরিনায়কেন—

শুদ্ধাভির্বিকৃতাভিশ্চ মিলিতা জাতয়ঃ পুনঃ।
অষ্টাদশ সমুদিষ্টাস্তা রাগাণাঞ্চ মাতরঃ। ইতি ॥২১২১॥

অয়মেব পক্ষঃ প্রধান ইব প্রতিভাতি, যতঃ প্রাচীনাচার্য্যৈরঙ্গীকৃতঃ।

অন্বয়। তৎ (তস্মাৎ) হরিনায়কেন উক্তং—জাতয়ঃ পুনঃ শুদ্ধাভিঃ বিকৃতাভিশ্চ মিলিতাঃ (সত্যঃ) অষ্টাদশ সমুদিষ্টাঃ (কথিতাঃ), তাঃ (জাতয়ঃ) রাগাণাং মাতরশ্চ (উৎপত্তিভূময়ঃ ভবন্তি) ইতি। অয়ং পক্ষঃ (মতং) এব প্রধান ইব প্রতিভাতি (প্রতীয়তে), যতঃ (এষঃ) প্রাচীনাচার্য্যৈঃ অঙ্গীকৃতঃ ॥ ২১২১ ॥

অনুবাদ। হরিনায়ক তাই বলেন—শুদ্ধ ও বিকৃতের মিলনে জাতি অষ্টাদশ প্রকার বলিয়া কথিত এবং তাহারাই রাগসকলের উৎপত্তিকারণ। এই মতই প্রধান বলিয়া প্রতীত হয়। কারণ, প্রাচীন আচার্য্যগণ ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

তদুক্তং নিবন্ধান্তরে—

ষাড়্জার্ষভী চ গান্ধারী মাধ্যমী পাঞ্চমী তথা।
ধৈবতী চাথ নৈষাদী সপ্তৈতাঃ শুদ্ধজাতয়ঃ ॥২১২২॥
স্যাৎ ষড়্জ-কৈশিকী ষড়্জ-মধ্যমা চ ততঃ পরম্।
গান্ধারপঞ্চমাক্ষ্রী চ ষড়্জাপি ধৈবতী তথা ॥২১২৩ ॥
কার্ম্মারবী নন্দয়ন্তী গান্ধারোদীচ্চরাপি চ।
মধ্যমোদীচ্চরা রক্তগান্ধারী কৈশিকীত্যপি ॥ ২১২৪ ॥
এবমেকাদশ প্রোক্তা বিকৃতা ভরতাদিভি.।
শুদ্ধা-সিদ্ধা-বিকৃতানামথ হেতূন্ প্রচক্ষ্মহে ॥ ২১২৫ ॥
ষড়্জগান্ধারিকাযোগাজ্জায়তে ষড়্জকৈশিকী।
ষাড়্জিকামধ্যমাভ্যাস্তু জায়তে ষড়্জমধ্যমা।
গান্ধারীপঞ্চমীভ্যান্তু জাতা গান্ধারপঞ্চমী ॥ইত্যাদয়ঃ॥

অন্বয়। ষাড়্জী আর্ষভী চ গান্ধারী মাধ্যমী, পাঞ্চমী তথা ধৈবতী অথ নৈষাদী—এতাঃ সপ্ত শুদ্ধজাতয়ঃ (ভবন্তি) ষড়্জকৈশিকী ততঃ পরং ষড়্জমধ্যমা, গান্ধারপঞ্চমাক্ষ্রী, অপি

চ ষড়্জা তথা দৈবতী, কার্ম্মাবরী, নন্দয়ন্তী, গান্ধারোদীচ্চরা, অপি চ মধ্যমোদীচ্চরা, রক্তগান্ধারী, কৈশিকী ইতি অপি— (এবং একাদশ বিকৃতাঃ জাতয়ঃ) ভরতাদিভিঃ প্রোক্তাঃ অথ শুদ্ধ-সিদ্ধা-বিকৃতানাং (জাতীনাং) হেতূন্ প্রচক্ষ্মহে (কথয়ামঃ)—ষড়্জ-গান্ধারিকাযোগাৎ ষড়্জকৈশিকী জায়তে, ষাড়্জিকামধ্যমাভ্যাং তু ষড়্জমধ্যমা জায়তে, গান্ধারপঞ্চমীভ্যাং তু গান্ধারপঞ্চমী জাতা। ইত্যাদয়ঃ (হেতবঃ ভবন্তি) ॥ ২১২২-২৬ ॥

অনুবাদ। ষাড়্জ আর্ষভী, গান্ধারী, মাধ্যমী, পাঞ্চমী, দৈবতী নৈষাদী—এই সাতটী শুদ্ধা জাতি। ষড়্জ-কৈশিকী, ষড়্জমধ্যমা গান্ধারপঞ্চমাদ্ধ্রী, ষড়্জা, ধৈবতী, কার্ম্মাবরী, নন্দয়ন্তী, গান্ধারোদীচ্চরা, মধ্যমোদীচ্চরা, রক্ত-গান্ধারী কৈশিকী—এইরূপ একাদশ বিকৃত জাতি ভরতাদি বলিয়াছেন। অনন্তর শুদ্ধ, সিদ্ধ ও বিকৃত জাতির উৎপত্তি-হেতু কহিতেছি,—ষড়্জগান্ধারের যোগে ষড়্জকৈশিকী, ষড়্জমধ্যমের যোগে ষড়্জমধ্যমা গান্ধারপঞ্চমের যোগে গান্ধারপঞ্চমী উৎপন্ন। এইরূপে হেতু নির্দিষ্ট হয় ॥২১২২ ২৬॥

এ অষ্টাদশের গ্রাম-সম্বন্ধ-প্রকার।
বিস্তারি' বর্ণিলা ভরতাদি গ্রন্থকার ॥ ২১২৭ ॥
শ্রুতি-আদি-অন্তে জাতি কহিল অল্পেতে।
এ সব কিঞ্চিৎ ব্যক্ত জানহ বীণাতে ॥ ২১২৮ ॥

তথাহি—
শ্রুতিমারভ্য জাত্যন্তং ময়া যদ্ যৎ সমীরিতম্।
তত্তৎ বীণাস্বেব কিঞ্চিদ্ বুধৈর্জ্ঞেয়ং ন চান্যতঃ॥২১২৯॥

অন্বয়। শ্রুতিম্ আরভ্য জাত্যন্তং (জাতিপর্য্যন্তং) যৎ যৎ ময়া সমীরিতং (কথিতং) তৎ তৎ (সর্ব্বং) বুধৈঃ বীণাসু এব কিঞ্চিৎ জ্ঞেয়ম্, ন চ অন্যতঃ (জ্ঞাতুং শক্যত ইত্যর্থঃ) ॥ ২১২৯ ॥

অনুবাদ। শ্রুতি হইতে জাতি পর্য্যন্ত যাহা যাহা আমি বলিয়াছি, পণ্ডিতগণ সেই সকল কিছু কিছু বীণাতেই জ্ঞাত হইবেন, অন্যত্র নহে ॥ ২১২৯ ॥

রাগের জননী—জাতি রাসে মূর্ত্তিমন্ত।
মানে নিজ সুকৃতি, কহিতে নাহি অন্ত ॥ ২১৩০ ॥
অহে শ্রীনিবাস! রাসক্রীড়া সর্ব্বোপরি।
কে কহিতে জানে যৈছে গানের মাধুরী ॥ ২১৩১ ॥
রাই-কানু কণ্ঠধ্বনি জিনি' বীণানাদ।
প্রকাশয়ে জাতি—যাতে সখীর আহ্লাদ ॥ ২১৩২ ॥
পৃথক্ পৃথক্ রাগগণে প্রকাশিতে।
যে কৌতুক বাঢ়ে—তাহা কে পারে বর্ণিতে ॥২১৩৩॥

অথ রাগমাহ—
ভরতাদি কহে, এই রাগের লক্ষণ।
ত্রিজগদ্বর্ত্তিচিত্ত রঙ্গে রাগগণ ॥ ২১৩৪ ॥
ষোড়শ সহস্র রাগ শাস্ত্রে নিরূপয়।
সে সকল মেরু-চতুষ্পার্শ্বে বিলসয় ॥ ২১৩৫ ॥
সে সকল রাগমধ্যে রাগ ষট্‌ত্রিংশৎ।
জগতে বিশ্রুত—এই কহে বিজ্ঞ যত ॥ ২১৩৬ ॥

তথাহি—
যৈস্তু চেতাংসি রজ্যন্তে জগত্ত্রিতয়বর্ত্তিনাম্।
তে রাগা ইতি কথ্যন্তে মুনিভির্ভরতাদিভিঃ ॥২১৩৭॥

অন্বয়। যৈঃ তু জগত্ত্রিতয়বর্ত্তিনাং (জগত্ত্রয়বাসিনাং জীবানাং) চেতাংসি রজ্যন্তে (রাগযুক্তানি ক্রিয়ন্তে) তে ভরতাদিভিঃ মুনিভিঃ রাগা ইতি কথ্যন্তে ॥ ২১৩৭ ॥

অনুবাদ। ত্রিজগতবাসী জীবের চিত্ত যাহার দ্বারা রাগ যুক্ত হয়, ভরতাদি মুনিগণ তাহাকে "রাগ" কহিয়া থাকেন ॥ ২১৩৭ ॥

নারদপঞ্চমসংহিতায়াং—
সঙ্গীতমারভৎ কৃষ্ণো মুরলীনাদমোহিতম্।
গোপীভির্গীতমারব্ধমেকৈকং কৃষ্ণসন্নিধৌ।
তেন জাতানি রাগাণাং সহস্রাণি তু ষোড়শ ॥২১৩৮॥

অপরঞ্চ—
এষু রাগেষু ষট্‌ত্রিংশৎ রাগা জগতি বিশ্রুতাঃ।
সন্তি মেরুচতুর্দ্দিক্ষু সর্বে তেঽপীতি কেচন ॥ ২১৩৯ ॥

অন্বয়। কৃষ্ণঃ মুরলীনাদমোহিতং (মুরলীধ্বনিনা মোহমুৎপাদ্য) সঙ্গীতম্ আরভৎ (আরভত)। (তদানীং) কৃষ্ণসন্নিধৌ আরব্ধম্। তেন (গোপীনাং গানেন) তু রাগাণাং ষোড়শ সহস্রাণি জাতানি। এষু রাগেষু (ষোড়শসহস্র-সংখ্যেষু মধ্যে) ষট্‌ত্রিংশৎ রাগাঃ জগতি বিশ্রুতাঃ (প্রসিদ্ধাঃ সন্তি) সর্ব্বে অপি তে (রাগাঃ) মেরুচতুর্দ্দিক্ষু সন্তি বর্ত্তন্তে ইতি কেচন (বদন্তি) ॥ ২১৩৮-৩৯ ॥

অনুবাদ। শ্রীনারদপঞ্চমসংহিতায় আছে—কৃষ্ণ রাসে মুরলীর শব্দে সকলের মোহ উৎপাদনপূর্ব্বক সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। তখন কৃষ্ণের পার্শ্বস্থিত ষোল হাজার গোপী প্রত্যেকে গান আরম্ভ করিলেন। সেই গান হইতে ষোলহাজার রাগের উৎপত্তি হইল। এই সকলের মধ্যে ছত্রিশটী রাগ এই জগতে প্রসিদ্ধ আছে। সেই সকলও মেরুর চতুর্দিকে বর্ত্তমান আছে—ইহা কেহ কেহ বলেন ॥ ২১৩৮-৩৯ ॥

ষট্‌ত্রিংশতে রাগ ছয়, রাগিণী ত্রিংশৎ।
প্রতিরাগে পঞ্চভার্য্যা—এহো সুসম্মত ॥ ২১৪০ ॥
ভৈরবাদি রাগ ছয়, এই ছয় ক্রমেতে।
ভৈরবী-আদি রাগিণী বিদিত শাস্ত্রেতে ॥ ২১৪১ ॥

তথাহি শ্রীসঙ্গীতদামোদরে—

ভৈরবোঽথ বসন্তশ্চ রাগো মালবকৌশিকঃ।
শ্রীরাগো মেঘরাগশ্চ নটনারায়ণস্তথা ॥ ২১৪২ ॥
এতে পুমাংসঃ ষড়্রাগাঃ ক্রমাত্তদ্রাগিণীর্ব্রুবে।
ভৈরবী চাথ কৌশিকী বিভাষা চ বেলাবলী ॥ ২১৪৩ ॥
বঙ্গালী চেতি রাগিণ্যো ভৈরবস্যেহ বল্লভাঃ।
আন্দোলিতা চ দেশাখ্যা লোলা প্রথমমঞ্জরী।
মল্লারী (মন্দারী) চেতি রাগিণ্যো বসন্তস্য সদানুগাঃ ॥ ২১৪৪ ॥
গৌরী গুণ্ডকিরী (গুণকরী) চৈব বরাড়ী চ ক্ষমাবতী।
কর্ণাটী চেতি রাগিণ্যঃ প্রিয়া মালবকৌশিকে ॥ ২১৪৫
গান্ধারী দেবগান্ধারী মালবশ্রীশ্চ (আ) শাবরী।
রামকির্য্যপি রাগিণ্যঃ শ্রীরাগস্য প্রিয়া ইমাঃ ॥ ২১৪৬ ॥
ললিতা মালসী গৌরী নাটী দেবকিরী তথা।
মেঘরাগস্য রাগিণ্যো ভবন্তীমাঃ সুবল্লভাঃ ॥ ২১৪৭ ॥
তারামণী সুধাভীরী কামোদী গুর্জ্জরী তথা।
ককুভা চেতি রাগিণ্যো নটনারায়ণপ্রিয়াঃ ॥ ২১৪৮ ॥

অনুবাদ। ভৈরব, বসন্ত, মালবকৌশিক, শ্রীরাগ, মেঘ ও নটনারায়ণ—এই ছয়টী রাগ ও ইহারা পুরুষ। ক্রমে ইহাদের রাগিণী বলিতেছি। ভৈরবী, কৌশিকী, বিভাষ, বেলাবলী ও বঙ্গালী, এই রাগিণীগণ ভৈরব-পত্নী। আন্দোলিতা, দেশাখ্যা, লোলা, প্রথমমঞ্জরী ও মল্লারী—ইহারা বসন্তের অনুগত রাগিণী। গৌরী, গুণকরী, বরাড়ী, ক্ষমাবতী ও কর্ণাটী, এই সকল রাগিণী মালবকৌশিকের প্রিয়া। গান্ধারী, দেব-গান্ধারী, মালবশ্রী, আশাবরী ও রামকিরী—ইহারা শ্রীরাগের প্রিয়া রাগিণী। ললিতা, মালসী, গৌরী, নাটী ও দেবকিরী—ইহারা মেঘরাগের প্রিয়তমা রাগিণী। তারামণী, সুধাভীরী, কামোদী, গুর্জ্জরী ও ককুভা—এই রাগিণীগণ নটনারায়ণের প্রিয়তমা ॥ ২১৪২-৪৮ ॥

কেহ কহে—ষট্‌রাগ, রাগিণী ষট্‌ত্রিংশৎ।
প্রতিরাগে ভার্য্যা ছয়, এহো সুসম্মত ॥ ২১৪৯ ॥

তথাহি শ্রীনারদপঞ্চমসংহিতায়াম্—

রাগাঃ ষড়থ রাগিণ্যঃ ষট্‌ত্রিংশচ্চারুবিগ্রহাঃ।
শিবশক্তিময়ো রাগঃ পরপ্রেমরসার্ণবঃ।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ বিষ্ণুরাদ্রবিতো ভবেৎ ॥ ২১৫০ ॥

অন্বয়। ষট্ রাগাঃ অথ ষট্‌ত্রিংশৎ রাগিণ্যঃ চারু-বিগ্রহাঃ (স্যুঃ)। রাগঃ শিবশক্তিময়ঃ (শিবশক্ত্যোর্মিলিত-রূপঃ) পরপ্রেমরসার্ণবঃ (পরমপ্রেমরসস্য সাগরঃ ভবতি) যস্য (রাগস্য) শ্রবণমাত্রেণ বিষ্ণুঃ (শ্রীহরিঃ) আদ্রবিতঃ (সম্যক্ বিগলিতঃ) ভবেৎ ॥ ২১৫০ ॥

অনুবাদ। ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী সুন্দর দেহ-বিশিষ্ট। শিবশক্তির মিলিত রূপই রাগ। ইহা পরম প্রেমরসের সমুদ্র। ইহার শ্রবণে শ্রীহরি প্রেমবিগলিত হয়েন ; ২১৫০ ॥

তত্র রাগঃ—

মালবশ্চৈব মল্লারঃ শ্রীরাগশ্চ বসন্তকঃ।
হিন্দোলশ্চাথ কর্ণাটঃ ষট্‌পুংরাগাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥২১৫১
ধানসী মালসী রামকেরী চ সিন্ধুড়া তথা।
আশাবরী ভৈরবী চ মালবস্য প্রিয়া ইমাঃ ॥ ২১৫২ ॥
বেলাবলী চ পূরবী কানড়া মাধবী তথা।
কোড়া কেদারিকা চৈব মল্লারস্য প্রিয়া ইমাঃ ॥ ২১৫৩
বেলোয়ারী চ গৌরী চ গান্ধারী সুভগা তথা।
কৌমারী চৈব বৈরাগী শ্রীরাগস্য প্রিয়া ইমাঃ ॥ ২১৫৪॥
তোড়ী চ পঞ্চমী চৈব ললিতা পঠমঞ্জরী।
গুর্জ্জরী চ বিভাষা চ বসন্তস্য প্রিয়া ইমাঃ ॥ ২১৫৫ ॥
মায়ূরী দীপিকা চৈব দেশকারী চ পাহিড়া।
বরাড়ী মারহট্টা চ এতা হিন্দোলযোষিতঃ ॥ ২১৫৬ ॥

নাটিকা চাথ ভূপালী রামকেরী গড়া তথা।
কামোদী চাথ কল্যাণী কর্ণাটস্য প্রিয়া ইমাঃ ॥২৭৫৭॥

অনুবাদ। মালব, মল্লার, শ্রীরাগ, বসন্ত, হিন্দোল ও কর্ণাট—এই ছয়টী পুরুষ রাগ বলিয়া কথিত। ধানসী, মালসী, রামকেরী, সিন্ধুড়া, আশাবরী ও ভৈরবী—ইহারা মালব-রাগের পত্নী। বেলাবলী, পূরবী, কানড়া, মাধবী, কোড়া ও কেদারিকা—ইহারা মল্লার-রাগের পত্নী। বেলোয়ারী, গৌড়ী, গান্ধারী, সুভগা, কৌমারী ও বৈরাগী—ইহারা শ্রীরাগের প্রিয়তমা। তোড়ী, পঞ্চমী, ললিতা, পঠমঞ্জরী, গুর্জরী ও বিভাষা—ইহারা বসন্তরাগের প্রিয়তমা। মায়ূরী, দীপিকা, দেশকারী, পাহিড়া, বরাড়ী ও মারহট্টা—ইহারা হিন্দোলরাগের স্ত্রী। নাটিকা, ভূপালী, রামকেরী, গড়া, কামোদী ও কল্যাণী—ইহারা কর্ণাটরাগের প্রিয়তমা ॥ ২৭৫১-৫৭ ॥

ঐছে নানাপ্রকার কহয়ে বিজ্ঞবান্ ॥
কল্পান্তরাভিপ্রায়ে এ হয় সমাধান ॥ ২৭৫৮ ॥
দেশে দেশে রাগগণ নাম ভিন্ন হয়।
কেহ না করিতে পারে রাগের নির্ণয় ॥ ২৭৫৯ ॥

তথাহি—

দেশে দেশে ভিন্ননাম্নাং রাগাণাং তত্ত্বনির্ণয়ম্।
কোঽপি কর্ত্তুং ন শক্নোতি ন বীণয়া ন তন্ময়া ॥

অন্বয়। দেশে দেশে ভিন্ননাম্নাং (পৃথক্‌সংজ্ঞানাং) রাগাণাং তত্ত্বনির্ণয়ং (তত্ত্বতো নিরূপণং) কর্ত্তুং কঃ অপি ন শক্নোতি। ন বীণয়া (বীণাপাণ্যা) ন (চ) ময়া তৎ (নিরূপণং কর্ত্তুং শক্যত ইত্যর্থঃ) ॥ ২৭৬০ ॥

অনুবাদ। নানাদেশে পৃথক পৃথক নামে প্রসিদ্ধ রাগসকলের যথাযথ স্বরূপ নির্দেশ করিতে কেহই সমর্থ নহে। তাহা বীণাপাণি এবং আমিও করিতে অসমর্থ ॥ ২৭৬০ ॥

রাগভেদ ত্রিধা—সঙ্গীতজ্ঞ নিরূপয়।
সম্পূর্ণ, ষাড়ব, আর ঔড়ব—এ ত্রয় ॥ ২৭৬১ ॥

তথাহি—

সম্পূর্ণাঃ ষাড়বাস্তত্র ঔড়বাশ্চেতি তে ত্রিধা ॥ ২৭৬২ ॥
তে রাগাঃ ॥

অনুবাদ। তন্মধ্যে সেই সকল রাগ তিন প্রকার—সম্পূর্ণ, ষাড়ব ও ঔড়ব ॥ ২৭৬২ ॥

তত্র সম্পূর্ণঃ—

যে যে রাগ সপ্তস্বরে করয়ে গায়ন।
'সম্পূর্ণ' কহয়ে তা'রে গীতবিজ্ঞগণ ॥ ২৭৬৩ ॥

তথাহি—

সম্পূর্ণাস্তে তু যে তত্র জায়ন্তে সপ্তভিঃ স্বরৈঃ ॥ ২৭৬৪॥

অনুবাদ। তন্মধ্যে যে সকল রাগ সাতটী স্বরে উৎপন্ন হয়, তাহাদের 'সম্পূর্ণ' আখ্যা ॥ ২৭৬৪ ॥

সপ্তস্বরে 'সম্পূর্ণ'—এ পূর্ণ রাগ কয়।
শ্রীরাগ, নট, কর্ণাট আদি বহু হয় ॥ ২৭৬৫ ॥

তথাহি—

শ্রীরাগনটকর্ণাটা এতে গুপ্তবসন্তকাঃ।
শুদ্ধভৈরববঙ্গালসোমরাগাম্রপঞ্চমাঃ ॥ ২৭৬৬ ॥
কামোদো মেঘরাগশ্চ তথা দ্রাবিড়গৌড়কঃ।
বরাটী গুর্জরী তোড়ী মালবশ্রীশ্চ সৈন্ধবী ॥ ২৭৬৭ ॥
(মালবশ্রীঃ মালসী, সৈন্ধবী সিন্ধুড়েত্যর্থঃ)।
দেবক্রী চৈব রামক্রী তথা প্রথমমঞ্জরী।
নাটা বেলাবলী গৌরীত্যাদ্যাঃ সম্পূর্ণকাঃ মতা ॥২৭৬৮
(আদিপদেন অন্যেঽপি নাটাদ্যা গৃহ্যন্তে)

অনুবাদ। শ্রীরাগ, নট, কর্ণাট, গুপ্তবসন্ত, শুদ্ধভৈরব, বঙ্গালী, সোমরাগ, আম্রপঞ্চম, কামোদ, মেঘরাগ, দ্রাবিড়, গৌড়, বরাটী, গুর্জরী, তোড়ী, মালবশ্রী (মালসী), সৈন্ধবী (সিন্ধুড়া), দেবক্রী, রামক্রী, প্রথমমঞ্জরী (পঠমঞ্জরী), নাটে, বেলাবলী ও গৌরী—ইত্যাদি রাগ সম্পূর্ণ বলিয়া কথিত ॥ ২৭৬৬-৬৮ ॥

তদুক্তং শ্রীসঙ্গীতসারে—

নাটো ঘণ্টারাগো নটনারায়ণকভূপতী।
শঙ্করাভরণশ্চেতি পূর্ণরাগা ইমে মতাঃ ॥২৭৬৯ ॥

অনুবাদ। শ্রীসঙ্গীতসারে কথিত আছে,—নাট, ঘণ্টারাগ, নটনারায়ণ, ভূপতি (ভূপালী) ও শঙ্করাভরণ—ইহারা পূর্ণরাগ বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ২৭৬৯ ॥

এ সম্পূর্ণ-রাগ-গানফল অতিশয়।
সর্বত্র বিদিত, সঙ্গীতজ্ঞ নিরূপয় ॥ ২৭৭০ ॥

তথাহি কোহলীয়ে—

আয়ুর্ধর্মো যশঃকীর্তির্বুদ্ধিসৌখ্যধনানি চ।
রাজ্যাভিবৃদ্ধিসন্তানঃ পূর্ণরাগেষু জায়ন্তে ॥ ২৭৭১ ॥

অন্বয়। পূর্ণরাগেষু (গীতেষিত্যর্থঃ) আয়ুঃ (আয়ুর্বৃদ্ধিঃ) ধর্মঃ (পুণ্যং) যশঃকীর্তিঃ (যশোগানং) বুদ্ধিসৌখ্যধনানি (জ্ঞানং সুখং ধনং) রাজ্যাভিবৃদ্ধিসন্তানঃ (রাজ্যস্য পূর্ণবৃদ্ধিপ্রসারঃ) জায়ন্তে ॥ ২৭৭১ ॥

অনুবাদ। কোহল বলেন—পূর্ণরাগের গানে আয়ুঃ, ধর্ম, যশঃপ্রচার, বুদ্ধি, সুখ, ধন ও রাজ্যের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ২৭৭১ ॥

সম্পূর্ণাদিরাগমূর্তি-রসাদি-প্রকার।
কহিতে কি—এ সকল শাস্ত্রেতে প্রচার ॥ ২৭৭২ ॥
সম্পূর্ণাদি-মধ্যে কোন কোন রাগ কেহ।
গায় বিপর্যয় কল্পভেদে সত্য সেহ ॥ ২৭৭৩ ॥

অথ ষাড়বাঃ—

ষট্‌স্বরে উত্থিত যে সকল রাগ হয়।
সঙ্গীতজ্ঞগণ তাহে ষাড়ব কহয় ॥ ২৭৭৪ ॥

তথাহি—

ষাড়বস্তেঽভিধীয়ন্তে যে রাগাঃ ষট্‌স্বরোত্থিতাঃ ॥

অনুবাদ। যে সকল রাগ ছয়টি স্বর হইতে উৎপন্ন, তাহাদিগকে 'ষাড়ব' কহে ॥ ২৭৭৫ ॥

গৌড়কর্ণাটগৌড়াদি রাগ ষাড়বেতে।
সঙ্গীতজ্ঞ কহে—গানফল বহু ইথে ॥ ২৭৭৬ ॥

তথাহি—

গৌড়ঃ কর্ণাটগৌড়শ্চ দেশী ধন্যাসিকা তথা।
কোলাহলা চ বল্লালী দেশাখ্যাশাবরী তথা ॥ ২৭৭৭ ॥
খম্বাবতী হর্ষপুরী মল্লারী হুংচিকা ততঃ।
ইত্যাদ্যাঃ ষাড়বাঃ প্রোক্তা হরিনায়কসম্মতাঃ ॥ ২৭৭৮
(আদিপদেনান্যেঽপি শ্রীকণ্ঠাদ্যা গৃহ্যন্তে)

অনুবাদ। গৌড়, কর্ণাটগৌড়, দেশী, ধন্যাসিকা (ধানশ্রী), কোলাহলা, বল্লালী, দেশ, আশাবরী, খম্বাবতী (ক্ষমাবতী), হর্ষপুরী, মল্লারী, হুংচিকা—ইত্যাদি রাগ হরিনায়কের মতে ষাড়ব বলিয়া কথিত ॥ ২৭৭৭-৭৮ ॥

তদুক্তং শ্রীসঙ্গীতসারে—

শ্রীকণ্ঠশ্চৈব ভৌলী চ তারাষালগগৌড়কাঃ।
শুদ্ধাভীরী মধুকরী ছায়া নীলোৎপলাপি চ ॥ ২৭৭৯ ॥
ইতি ষাড়বগণনে ॥

অনুবাদ। শ্রীসঙ্গীতসারে ষাড়ব-গণনায় শ্রীকণ্ঠ, ভৌলী, তারা, ষালগ, গৌড়, শুদ্ধাভীরী, মধুকরী, ছায়া ও নীলোৎপলা—এই সকল রাগের উল্লেখ আছে ॥ ২৭৭৯ ॥

ফলমাহ কোহলঃ—

সংগ্রামে বীরতা রূপ-লাবণ্য-গুণকীর্তনম্।
গানে ষাড়ব-রাগাণাং গদিতং পূর্বসূরিভিঃ ॥ ২৭৮০ ॥

অন্বয়। ষাড়বরাগাণাং গানে (ফলরূপেণ) সংগ্রামে বীরতা (বীরত্বং) রূপ-লাবণ্য-গুণকীর্তনং (ইত্যাদি) পূর্বসূরিভিঃ (পূর্বাচার্যৈঃ) গদিতং (কথিতম্) ॥ ২৭৮০ ॥

অনুবাদ। পূর্বাচার্যগণ সংগ্রামে বীরত্ব, রূপ, লাবণ্য ও গুণের খ্যাতি ষাড়বরাগের গানফল বলিয়া কহিয়াছেন ॥ ২৭৮০ ॥

অথ ঔড়বাঃ—

পঞ্চস্বরে যে রাগ উত্থিত—সে ঔড়ব।
ঔড়বে অনেক রাগ কহে বিজ্ঞ সব ॥ ২৭৮১ ॥

তথাহি—

তে খ্যাতা ঔড়বা যে হি জায়ন্তে পঞ্চভিঃ স্বরৈঃ ॥

অনুবাদ। যাহারা পঞ্চ স্বরে উৎপন্ন, তাহারা ঔড়ব নামে খ্যাত ॥ ২৭৮২ ॥

মধ্যমাদি মল্লারাদি রাগ ঔড়বেতে।
বহু ফল মিলে এই ঔড়ব গানেতে ॥ ২৭৮৩ ॥

তথাহি—

মধ্যমাদিশ্চ মল্লারো দেশপালশ্চ মালবঃ।
হিন্দোলো ভৈরবো নাগধ্বনির্গৌণ্ডক্তিস্তথা ॥ ২৭৮৪॥
ললিতা চ ততশ্ছায়া তোড়ী বেলাবলী তথা।
প্রতাপপূর্বিকা প্রোক্তা সৈন্ধবী দ্বিতীয়া তথা।
ইত্যাদ্যা ঔড়বাঃ প্রোক্তা রাগা জনমনোহরাঃ ॥২৭৮৫
(আদিপদেন তুরুষ্ক-গৌড়াদয়োঽপি গৃহ্যন্তে)।

অনুবাদ। মধ্যমাদি, মল্লার, দেশপাল, মালব, হিন্দোল, ভৈরব, নাগধ্বনি, গৌণ্ডকৃতি (গুণকিরী), ললিতা, ছায়া, তোড়ী, বেলাবলী, প্রতাপসিন্ধু—ইত্যাদি লোক-

চিত্তরঞ্জক রাগসকল ঔড়ব। (আদিপদের দ্বারা তুরস্ক, গৌড় প্রভৃতিও বুঝিতে হইবে) ॥ ২৭৮৪-৮৫ ॥

তদুক্তং শ্রীসঙ্গীতসারে ঔড়ব-গণনে—

তুরস্ক-গৌড়ৌ গান্ধারপুলিন্দমেঘরঞ্জকাঃ। ইতি ॥

অনুবাদ। শ্রীসঙ্গীতসারে ঔড়বগণনায় কথিত আছে,— তুরস্ক, গৌড়, গান্ধার, পুলিন্দ, মেঘরঞ্জক ইত্যাদি ॥২৭৮৬॥

ফলমাহ কোহলঃ—

ব্যাধিনাশে শত্রুনাশে ভয়শোকবিনাশনে।

ঔড়বাস্তু প্রগাতব্যা গ্রহশান্ত্যর্থকর্মণি ॥ ২৭৮৭ ॥

অন্বয়। ব্যাধিনাশে (রোগনাশ-কার্যে) শত্রুনাশে, ভয়শোক-বিনাশনে (ভয়শোকদূরীকরণে) গ্রহশান্ত্যর্থ-কর্মণি (গ্রহশান্তিপ্রয়োজনবতি কার্যে) ঔড়বাঃ (রাগাঃ) তু প্রগাতব্যাঃ (প্রধানতঃ গেয়াঃ) ॥ ২৭৮৭ ॥

অনুবাদ। ইহার ফলবিষয়ে কোহল বলেন,— ব্যাধিনাশ-কার্যে, শত্রুনাশে, ভয়শোক দূর করিবার জন্য, গ্রহশান্তির প্রয়োজনে অনুষ্ঠিত ব্যাপারে প্রধানতঃ ঔড়ব রাগসকল গান করিবে ॥ ২৭৮৭ ॥

অথ সঙ্কীর্ণাঃ—

কহিল যে রাগ—এ অন্যোহন্য সংসর্গেতে।

'সঙ্কীর্ণ' কহয়ে বিজ্ঞে, শ্রুতি-শোভা যা'তে ॥ ২৭৮৮ ॥

অত্র হরিনায়কঃ—

এষামন্যোহন্যসংসর্গাৎ রাগাণাং বহুশোহভিধাঃ।

তত্র কেচিত্তু সঙ্কীর্ণাঃ কথ্যন্তে শ্রুতিশোভনাঃ ॥২৭৮৯॥

অন্বয়। এষাং (পূর্বোক্তানাং সম্পূর্ণষাড়ব-ঔড়বানাং) রাগাণাম্ অন্যোহন্যসংসর্গাৎ (পরস্পরমিশ্রণাৎ) বহুশঃ (বহুপ্রকারাঃ) অভিধাঃ (সংজ্ঞাঃ ভবন্তি) তত্র (তেষাং মধ্যে) তু শ্রুতিশোভনাঃ (শ্রবণে মধুরাঃ) কেচিৎ (মিশ্রিতা রাগাঃ) সঙ্কীর্ণাঃ কথ্যন্তে ॥ ২৭৮৯ ॥

অনুবাদ। এই বিষয়ে হরিনায়ক বলেন,—এই তিন শ্রেণীর রাগসকলের পরস্পর মিশ্রণে বহুপ্রকার নাম হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শ্রুতিমধুর কতকগুলিকে 'সঙ্কীর্ণ' বলা হয় ॥ ২৭৮৯ ॥

পৌরবী-কল্যাণী-আদি সঙ্কীর্ণাখ্য হয়।

সঙ্কীর্ণার্থ—রাগ দ্বিত্র্যাদি সংযোগময় ॥ ২৭৯০ ॥

তত্র পৌরবী—

দেশী-মল্লারী অংশে 'পৌরবী'-সংজ্ঞা হয়।

ঐছে এ সুগম রাগ বিজ্ঞে প্রকাশয় ॥ ২৭৯১ ॥

তথাহি—

দেশাখ্যায়াশ্চাথ মল্লারিকায়াঃ।

স্যাদংশাভ্যাং পৌরবীয়ং প্রদিষ্টা ॥ ২৭৯২ ॥

অনুবাদ। দেশ-নামিকা ও মল্লারী-নামিকার অংশদ্বয় হইতে এই "পৌরবী"-সংজ্ঞা হইয়াছে ॥ ২৭৯২ ॥

কল্যাণী—

বারাট্যাখ্যানাটকর্ণাটকেভ্যঃ।

সম্ভূতেয়ং মঞ্জুঃ কল্যাণীকাখ্যা ॥ ২৭৯৩ ॥

অনুবাদ। বারাটী ও নাটকর্ণাট হইতে এই মধুর কল্যাণী-নাম উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ২৭৯৩ ॥

সারঙ্গঃ—

সারঙ্গঃ স্যাত্তোড়ীধন্নাসিকাভ্যাম্ ॥ ২৭৯৪ ॥

অনুবাদ। তোড়ী ও ধন্নাসী হইতে 'সারঙ্গ' উৎপন্ন ॥ ২৭৯৪ ॥

গৌরী—

শ্রীরাগাৎ স্যাদ্গৌড়রাগাচ্চ গৌরী ॥ ২৭৯৫ ॥

অনুবাদ। শ্রীরাগ ও গৌড়রাগ হইতে গৌরীর উৎপত্তি ॥ ২৭৯৫ ॥

নটমল্লারিকা—

জাতা নাটস্যাথ মল্লারকস্য।

স্যাদংশাভ্যাং নটমল্লারিকা চ ॥ ২৭৯৬ ॥

অনুবাদ। নাট ও মল্লারের অংশদ্বয় হইতে নটমল্লারিকা উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ২৭৯৬ ॥

বল্লবী—

দেশাখ্যাশাবরীযোগাদ্বল্লবী পরিকীর্তিতা ॥ ২৭৯৭ ॥

অনুবাদ। দেশ ও আশাবরীর যোগে বল্লবীর উৎপত্তি কথিত ॥ ২৭৯৭ ॥

কর্ণাটিকা—

কর্ণাটতো ভৈরবতোহংশকাভ্যাম্।

কর্ণাটিকাখ্যা কথিতা সকম্পা ॥ ২৭৯৮ ॥

অনুবাদ। কর্ণাট ও ভৈরবের অংশদ্বয় হইতে সকম্পা কর্ণাটিকার উদ্ভব ॥ ২৭৯৮ ॥

সুখাবরী—

সৈন্ধবীতোড়িকাযোগাৎ সমুৎপন্না সুখাবরী ॥ ২৭৯৯ ॥

অনুবাদ। সৈন্ধবী ও তোড়ীর যোগে সুখাবরী উৎপন্ন ॥ ২৭৯৯ ॥

আশাবরী—

মল্লার-সৈন্ধবী-তোড়ী-যোগাদাশাবরী ভবেৎ ॥২৮০০

অনুবাদ। মল্লার, সৈন্ধবী ও তোড়ীর যোগে আশাবরীর উৎপত্তি ॥ ২৮০০ ॥

রামকেলিঃ—

গুর্জরীদেশিকাসঙ্গাদ্রামকেলিরজায়ত ॥২৮০১ ॥

অনুবাদ। গুর্জরী ও দেশীর যোগে রাম-কেলি উৎপন্ন ॥ ২৮০১ ॥

অন্যেঽপি সন্তি ভূয়াংসো রাগাঃ সঙ্কীর্ণ-লক্ষণাঃ।

যে যে যথাশ্রুতা দেশে জ্ঞেয়াস্তে তে তথা বুধৈঃ ॥২৮০২॥

অন্বয়। অন্যে অপি ভূয়াংসঃ (বহবঃ) সঙ্কীর্ণ-লক্ষণাঃ (মিশ্রাঃ) রাগাঃ সন্তি। (যত্র) দেশে যে যে (সঙ্কীর্ণাঃ) যথাশ্রুতাঃ (বিদ্যন্তে) তে তে তথা (তাদৃশাঃ) বুধৈঃ জ্ঞেয়াঃ ॥ ২৮০২ ॥

অনুবাদ। সঙ্কীর্ণ লক্ষণের আরও বহু রাগ আছে। যে দেশে যে-সকল সঙ্কীর্ণরাগ যেরূপ শ্রুত হয়, বিজ্ঞগণ তাহাদিগকে সেইরূপই জানিবেন ॥ ২৮০২ ॥

এ সকল রাগের যে যে কালে গান যুক্ত।

সে সকল সময় সঙ্গীতশাস্ত্রে উক্ত ॥ ২৮০৩ ॥

অসময় গানে গায়কের দোষ হয়।

গুর্জরী-রাগাদি গানে সে দোষ নাশয় ॥ ২৮০৪ ॥

তথাহি—

সময়োল্লঙ্ঘনং গানে সর্বনাশকরং ধ্রুবম্।

শ্রেণীবন্ধে নৃপাজ্ঞায়াং রঙ্গভূমৌ ন দোষদম্ ॥ ইতি ॥

লোভান্মোহাচ্চ যে কেচিদ্ গায়ন্তি চ বিয়োগতঃ।

সুরসা গুর্জরী তেষাং দোষং হন্তীতি কথ্যতে ॥২৮০৬॥

অন্বয়। গানে সময়োল্লঙ্ঘনং (কালনিয়মস্য উপেক্ষণং) ধ্রুবং সর্বনাশকরং (ভবতি) (কিন্তু) শ্রেণীবন্ধে (শ্রেণীকৃত্য বহুভিঃ গানে) (তথা) নৃপাজ্ঞায়াং (তথা) রঙ্গভূমৌ (রঙ্গমঞ্চে) (তাদৃশম্ উল্লঙ্ঘনং) দোষদং ন (ভবতি) যে কেচিৎ (গায়কাঃ) লোভাৎ মোহাৎ (অজ্ঞানাৎ) বিয়োগতঃ (বিরহাৎ) চ (সময়মুল্লঙ্ঘ্য) গায়ন্তি, সুরসা গুর্জরী তেষাং দোষং হন্তি (বিনাশয়তি) ইতি কথ্যতে ॥ ২৮০৫-৬ ॥

অনুবাদ। গানে রাগিণীসকলের নির্দিষ্ট সময়ের ব্যতিক্রমে নিশ্চিতই সর্বনাশ আনয়ন করিয়া থাকে। কিন্তু সম্মিলিতভাবে গানে, রাজার আদেশক্রমে ও রঙ্গস্থলে ঐরূপ ব্যতিক্রম দোষকর হয় না। যাহারা অর্থলোভে অজ্ঞতাবশতঃ ও শোকে কাল ব্যতিক্রম পূর্বক গান করে, সুরসা গুর্জরী রাগিণী তাহাদের সেই দোষ নষ্ট করে বলিয়া কথিত হয় ॥ ২৮০৫-৬ ॥

বসন্ত, রামকেলি, গুর্জরী—এই ত্রয়ে।

সর্বকাল গানে কোন দোষ না জন্ময়ে ॥ ২৮০৭ ॥

তথাহি শ্রীরত্নমালায়াম্—

বসন্তো রামকেলিশ্চ গুর্জরী সুরসাপি চ।

সর্বস্মিন্ গীয়তে কালে নৈব দোষোঽভিজায়তে॥২৮০৮॥

অন্বয়। বসন্তঃ রামকেলিঃ চ, অপি সুরসা গুর্জরী চ সর্বস্মিন্ কালে গীয়তে। (তত্র) দোষঃ ন অভিজায়ত এব ॥ ২৮০৮ ॥

অনুবাদ। বসন্ত, রামকেলি ও সুরসা গুর্জরী সর্বকালেই গীত হইয়া থাকে। তাহাতে কোন দোষই উৎপন্ন হয় না। ॥ ২৮০৮ ॥

নারদস্য বিশেষমাহ—

দশদণ্ডাৎ পরে রাত্রৌ সর্বেষাং গানমীরিতম্ ॥ ২৮০৯

অনুবাদ। রাত্রিতে দশদণ্ডের পরবর্তিকালে সকল রাগিণীরই গানের বিধি আছে ॥ ২৮০৯ ॥

এ সকল রাগ মূর্তি ধরি' সাবহিতে।

আপনা মানয়ে ধন্য রাসমণ্ডলেতে ॥ ২৮১০ ॥

কি বলিব শ্রীনিবাস! শ্রীরাসমণ্ডলে।

নানা রাগ গানে সুখ-সমুদ্র উথলে ॥ ২৮১১ ॥

গানের তুলনা নাই ভুবন-ভিতর।

পরম অদ্ভুত সুধা বর্ষে পরস্পর ॥ ২৮১২ ॥

কৃষ্ণ রাই-মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করি'।

প্রকাশয়ে গীতে কত অদ্ভুত চাতুরী ॥ ২৮১৩ ॥

গীতের লক্ষণ কিছু পূর্বে উক্ত হৈল।
এবে জান যৈছে গীতভেদ প্রকাশিল ॥২৮১৪ ॥
'অনিবদ্ধ' 'নিবদ্ধ'—দ্বিবিধ গীত হয়।
অনিবদ্ধ রাগালাপ রূপী নিরূপয় ॥ ২৮১৫ ॥
বন্ধহীন যে গীত সে 'অনিবদ্ধ' হন।
রাগালাপ কহি—রাগ প্রকটীকরণ ॥ ২৮১৬ ॥

তথাহি—

অনিবদ্ধং নিবদ্ধঞ্চ দ্বিধা গীতমুদীরিতম্।
আলপ্তির্বন্ধহীনা স্যাদ্রাগালাপনরূপিণী ॥ ২৮১৭ ॥

অন্বয়। গীতম্ অনিবদ্ধং নিবদ্ধং চ (ইতি) দ্বিধা (দ্বিপ্রকারেণ) উদীরিতং (কথিতং) (ভবতি)। রাগালাপনরূপিণী আলপ্তিঃ (আলাপঃ) বন্ধহীনা (অনিবদ্ধা) স্যাৎ ॥ ২৮১৭ ॥

অনুবাদ। অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ—গান এই দুই প্রকার কথিত হয়। রাগের আলাপমাত্রকে অনিবদ্ধ কহে ॥ ২৮১৭ ॥

তদুক্তম্—

আলপ্তির্বন্ধহীনত্বাদনিবদ্ধমিতীরিতম্ ॥ ইতি ২৮১৮ ॥

অনুবাদ। অতএব এইরূপ কথিত আছে—বন্ধন বা রচনাহীন বলিয়া আলাপকে অনিবদ্ধ বলা হয় ॥ ২৮১৮ ॥

রাগস্য আলাপনং প্রকটীকরণমিত্যর্থঃ ॥ ২৮১৯ ॥

অনুবাদ। রাগের প্রকাশ-কার্যকে 'আলাপ' বলিয়া থাকে ॥ ২৮১৯ ॥

'আলাপ' 'বর্ণালঙ্কার'—দুই মত হয়।
'আতানারি'—এক, আর—'সরিগমাদয়' ॥ ২৮২০ ॥
হুঙ্কারমাত্র এ 'আ-তা-না-রি' চতুষ্টয়ে।
হরি গৌরী হর ব্রহ্মা—ক্রমে নিরূপয়ে ॥ ২৮২১ ॥

তথাহি শ্রীনারদসংহিতাদৌ—

হুঙ্কারাৎ প্রসবশ্চৈব যথা বেদস্য ওমিতি।
তাশব্দেনোচ্যতে গৌরী না-শব্দেনোচ্যতে হরঃ।
তানেতি শব্দহুঙ্কারাৎপ্রোত্থাপ্যন্তে শনৈঃ শনৈঃ ॥২৮২২

তত্র চ—

আকারেণ হরিঃ প্রোক্তো রিকারেণ পিতামহঃ।
আ-তা-না-রীতি-শব্দেন সর্বেষামেব সম্ভবঃ ॥ ২৮২৩ ॥

অন্বয়। যথা হুঙ্কারাৎ বেদস্য ওমিতি (ওঙ্কার-রূপেণ) প্রসবঃ (প্রকাশঃ ভূত ইত্যর্থঃ) তথা তানেতি (তা-না-প্রভৃতয়ঃ) শব্দাঃ হুঙ্কারাৎ শনৈঃ শনৈঃ প্রোত্থাপ্যন্তে (প্রকাশ্যন্তে) তা-শব্দেন গৌরী উচ্যতে না-শব্দেন হরঃ উচ্যতে, আকারেণ হরিঃ প্রোক্তঃ রি-কারেণ পিতামহঃ (ব্রহ্মা) (প্রোক্তঃ)। (এবং) 'আ-তা-না-রি'-ইতি শব্দেন সর্বেষাং (হরাদীনাং) এব সম্ভবঃ (প্রকাশ উদ্দিশ্যতে)। ॥ ২৮২২-২৩ ॥

অনুবাদ। শ্রীনারদসংহিতায়—যেমন হুঙ্কার হইতে ওঙ্কাররূপে বেদের প্রকাশ, সেইরূপ হুঙ্কার হইতে তা-না-প্রভৃতি শব্দ ধীরে ধীরে উত্থিত হয়। তা-শব্দে গৌরী, না-শব্দে হর, আ-শব্দে হরি, রি-শব্দে ব্রহ্মা কথিত হন। এইরূপে আ-তা-না-রি-শব্দে হর প্রভৃতি সকলেরই প্রকাশ উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৮২২-২৩ ॥

স-রি-গ-ম-প-ধ-নি—সপ্ত বর্ণালঙ্কার।
ষড়্জাদিক স্বর—বর্ণালাপ, এ প্রচার ॥ ২৮২৪ ॥
আলাপে গমক-স্থান অতি বিচিত্রিত।
ইথে নানাভঙ্গি মনোহর—এ বিদিত ॥ ২৮২৫ ॥
যতেক অতাল তাহা আলাপে প্রবেশ।
গীতজ্ঞ আলাপ-ভেদ কহয়ে অশেষ ॥ ২৮২৬ ॥

হরিনায়কস্তু—

বর্ণালঙ্কারসংযুক্তা গমকস্থানচিত্রিতা।
আলপ্তিরুচ্যতে তজ্ জ্ঞৈর্ভূরিভঙ্গিমনোহরা ॥ ইতি ॥

অন্বয়। তজ্ জ্ঞৈঃ (সঙ্গীতজ্ঞৈঃ) বর্ণালঙ্কারসংযুক্তা (সরিগমাদিবর্ণযুক্তা) গমকস্থানচিত্রিতা। ভূরিভঙ্গি-মনোহরা (নানাভঙ্গিভির্মনোহরা) আলপ্তিঃ উচ্যতে ॥ ২৮২৭ ॥

অনুবাদ। হরিনায়ক বলেন—সঙ্গীতজ্ঞগণ সরিগমাদি-সমন্বিত, গমকের বিচিত্রতাযুক্ত ও নানা ভঙ্গির দ্বারা মনোহর রাগ-প্রকাশকে 'আলাপ' কহেন ॥ ২৮২৭ ॥

বর্ণালঙ্কারাস্তু নিরর্থকহুঙ্কারাদিশব্দ-সঙ্গীতোক্তসরিগমেত্যাদিবর্ণালঙ্কারশ্চ ॥ ২৮২৮ ॥

অনুবাদ। বর্ণালঙ্কার দুইপ্রকার—অর্থহীন হুঙ্কারাদি শব্দ এবং সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত সরিগম-প্রভৃতি বর্ণালঙ্কার ॥

আলপ্তের্বহুধা ভেদা ন প্রপঞ্চভিয়েরিতাঃ ॥ ২৮২৯ ॥

অনুবাদ। আলাপের বহুপ্রকার ভেদ আছে। বিস্তারভয়ে তাহা কথিত হইল না ॥ ২৮২৯ ॥

অহে শ্রীনিবাস ! শ্রীরাসমণ্ডলী-মাঝারে।
করয়ে আলাপ সবে অশেষ প্রকারে ॥ ২৮৩০ ॥

সে আলাপে কা'রে বা চমক নাহি লাগে।
কি ছার কোকিল সে কণ্ঠের ধ্বনি আগে ॥ ২৮৩১ ॥
আলাপ-সময়ে অতি অদ্ভুত বিলাস।
নিজ নিজ-চতুরতা করয়ে প্রকাশ ॥ ২৮৩২ ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ আলাপে বংশীতে।
জগৎ মাতায়—তা'র উপমা কি দিতে ? ॥ ২৮৩৩ ॥
বীণাযন্ত্রে আলাপয়ে বৃন্দাবনেশ্বরী।
কে বর্ণিতে পারে তা'র আলাপমাধুরী ॥ ২৮৩৪ ॥
ললিতাদি সখী নানাযন্ত্রে আলাপয়।
আনের কা কথা—শুনি' পাষাণ গলয় ॥ ২৮৩৫ ॥
একমুখে কে কহিবে আলাপ-প্রসঙ্গ।
উথলয়ে যেন সুধাসমুদ্র-তরঙ্গ ॥ ২৮৩৬ ॥
অনিবদ্ধ গানে মগ্ন হৈয়া পরস্পরে।
গায়েন নিবদ্ধ-গীত বিবিধ প্রকারে। ২৮৩৭ ॥

অথ নিবদ্ধমাহ—

ধাতু-অঙ্গে বদ্ধ হৈলে 'নিবদ্ধাখ্যা' হয়।
শুদ্ধা, ছায়ালগ, ক্ষুদ্র—নিবদ্ধ এ ত্রয় ॥ ২৮৩৮ ॥

তথাহি—

বদ্ধং ধাতুভিরঙ্গৈশ্চ নিবদ্ধমভিধীয়তে।
শুদ্ধং ছায়ালগং ক্ষুদ্রমিতি তচ্চ ত্রিধা মতম্ ॥ ২৮৩৯ ॥

অন্বয়। ধাতুভিঃ অঙ্গৈঃ চ বদ্ধং (গীতং) নিবদ্ধং অভিধীয়তে। তৎ (নিবদ্ধং) চ শুদ্ধং ছায়ালগং ক্ষুদ্রম্ ইতি ত্রিধা (ত্রিবিধং) মতম্ ॥ ২৮৩৯ ॥

অনুবাদ। ধাতু ও অঙ্গে বদ্ধ গীতকে 'নিবদ্ধ' কহে। সেই নিবদ্ধ শুদ্ধ,ছায়ালগ ও ক্ষুদ্র—এই তিন প্রকার॥২৮৩৯

তত্র শুদ্ধমাহ—

আলাপ-ধাতু অঙ্গ-সংযুক্ত শুদ্ধ হয়।
আলাপ—সার্থকপদে, এথা নিরূপয় ॥ ২৮৪০ ॥

তথাহি—

আলাপৈর্ধাতুভিশ্চাঙ্গৈঃ সংযুক্তং শুদ্ধমুচ্যতে।
(আলাপৈরত্র সার্থকপদৈরেবেতি সাম্প্রদায়িকাঃ)

অনুবাদ। আলাপ, ধাতু ও অঙ্গের সংযোগে 'শুদ্ধ' কথিত হয়। এস্থলে সাম্প্রদায়িকগণ বলেন—আলাপ-অর্থে 'সার্থকপদ' ॥ ২৮৪১ ॥

হরিনায়কস্তু—

আলাপো গমকালপ্তিরক্ষরৈর্বর্জিতা মতেত্যাহ ॥

অনুবাদ। হরিনায়ক কিন্তু অক্ষরবর্জিত গমকের আলাপকে আলাপ কহিয়াছেন ॥ ২৮৪২ ॥

নিরূপিল নিবদ্ধ-গীতের ভেদত্রয়।
শুদ্ধ, শালগ, সঙ্কীর্ণ—ঐছে কেহ কয় ॥ ২৮৪৩ ॥

শ্রীসঙ্গীতসারে—

শুদ্ধ-শালগ-সঙ্কীর্ণভেদাদ্ গীতং ত্রিধা মতম্।
তত্র ক্ষুদ্রগীতমেব সঙ্কীর্ণশব্দেনোচ্যতে ॥ ২৮৪৪ ॥
তচ্চ স্যাত্ত্রিবিধন্তু শুদ্ধকং ছায়ালগং ক্ষুদ্রকমিত্যেবং তেনৈবোক্তত্বাৎ ॥ ২৮৪৫ ॥

অন্বয়। শুদ্ধ-শালগ-সঙ্কীর্ণভেদাৎ গীতং ত্রিধা (ত্রিবিধং) মতং (কথিতং)। তত্র (তেষু) ক্ষুদ্রগীতম্ এব সঙ্কীর্ণ-শব্দেন উচ্যতে। তচ্চ (নিবদ্ধগীতং) ত্রিবিধং স্যাৎ শুদ্ধকং ছায়ালগং ক্ষুদ্রম্ ইতি। এবং তেনৈব উক্তত্বাৎ ॥২৮৪৪-৪৫

অনুবাদ। শুদ্ধ শালগ ও সঙ্কীর্ণভেদে গীত ত্রিবিধ বলিয়া অভিমত। তন্মধ্যে ক্ষুদ্র গীতই সঙ্কীর্ণশব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছে। কারণ শুদ্ধ, ছায়ালগ ও ক্ষুদ্র—এইরূপে উহা ত্রিবিধ—তিনি এইরূপ বলিয়াছেন ॥ ২৮৪৪-৪৫ ॥

কেহো কহে—নিবদ্ধগীতের সংজ্ঞাত্রয়।
প্রবন্ধ, বস্তু, রূপক—এ প্রসিদ্ধ হয় ॥ ২৮৪৬ ॥
ধাতুচতুষ্টয় আর ষড়ঙ্গ ইহায়।
হইলে প্রকৃষ্টবদ্ধ 'প্রবন্ধ' কহায় ॥ ২৮৪৭ ॥
'শুদ্ধ' গীতে 'প্রবন্ধ' কহয়ে বিজ্ঞগণ।
এবে জান 'বস্তু' আর 'রূপক'-লক্ষণ ॥ ২৮৪৮ ॥
ধাতুত্রয়াদি পঞ্চাঙ্গে 'বস্তু' নিরূপয়।
দ্বিধাতুক অঙ্গদ্বয়ে 'রূপক' কহয় ॥ ২৮৪৯ ॥

হরিনায়কস্তু—

সংজ্ঞাত্রয়ং নিবদ্ধস্য প্রবন্ধো বস্তু রূপকম্। ২৮৫০ ॥
চতুর্ভিধাতুভির্বদ্ধস্তৈঃ ষড়্ভিশ্চ কল্পিতঃ।
প্রকৃষ্টো যশ্চ বন্ধঃ স্যাৎ স প্রবন্ধো নিগদ্যতে ॥ ২৮৫১॥
(এতেন শুদ্ধ-গীতমেব প্রবন্ধ ইত্যুচ্যতে)
ত্র্যাদিভির্ধাতুভিশ্চাঙ্গৈঃ পঞ্চভির্বস্তু কথ্যতে।
দ্বিধাতুকং তথা দ্ব্যঙ্গং রূপকং পরিকীর্তিতম্ ॥ ইতি ॥

অন্বয়। নিবদ্ধস্য (নিবদ্ধাখ্য-গীতস্য) প্রবন্ধঃ, বস্তু, রূপকম্ ইতি সংজ্ঞাত্রয়ং (ভবতি)। যঃ চ বন্ধঃ (রচনা) চতুর্ভিঃ ধাতুভিঃ বন্ধঃ ষড়্‌ভিঃ অঙ্গৈঃ চ কল্পিতঃ (সন্) প্রকৃষ্টঃ স্যাৎ স (বন্ধঃ) প্রবন্ধঃ নিগদ্যতে। (এতেন শুদ্ধগীতম্ এব প্রবন্ধ ইতি উচ্যতে)। ত্র্যাদিভিঃ ধাতুভিঃ পঞ্চভিঃ অঙ্গৈঃ চ (রচিতঃ) বস্তু কথ্যতে। (যৎ) দ্বিধাতুকং(ধাতুদ্বয়নির্মিতং) তথা দ্ব্যঙ্গং (অঙ্গদ্বয়বিশিষ্টং) (তৎ) রূপকং পরিকীর্তিতম্।

অনুবাদ। হরিনায়ক বলেন,—প্রবন্ধ, বস্তু ও রূপক —নিবদ্ধের এই তিন প্রকার সংজ্ঞা আছে। যে বন্ধন চারিধাতু ও ছয় অঙ্গে রচিত হইয়া প্রকৃষ্ট হয়, তাহাকে 'প্রবন্ধ' কহে। (ইহাতে 'শুদ্ধ' গীতই প্রবন্ধ বলিয়া কথিত হইল)। তিন ধাতু ও পঞ্চ অঙ্গে রচিত বন্ধকে 'বস্তু' এবং দুই ধাতু ও দুই অঙ্গে রচিত বন্ধকে 'রূপক' বলে ॥ ২৮৫০-৫২ ॥

অথ ধাতুমাহ—

প্রবন্ধের অবয়ব-'ধাতু' নিরূপয়।
'অবয়ব' জান—ভাগবিশেষ কহয় ॥ ২৮৫৩ ॥
কেহো কহে—ধাতু চারি উদ্‌গ্রাহক আর।
মেলাপক ধ্রুবাভোগ—ক্রমে এ প্রচার ॥ ২৮৫৪ ॥
'উদ্‌গ্রাহ' প্রথম 'মেলাপক' তদুপরি।
তারপর 'ধ্রুব' অন্তে 'আভোগ'—এ চারি ॥ ২৮৫৫ ॥

তথাহি—

প্রবন্ধাবয়বো ধাতুঃ স চতুর্ধা প্রকীর্তিতঃ।
উদ্‌গ্রাহক-মেলাপক-ধ্রুবাভোগ ইতি ক্রমাৎ ॥ ২৮৫৬ ॥
উদ্‌গ্রাহঃ প্রথমোভাগস্ততো মেলাপকঃ স্মৃতঃ।
ধ্রুবত্বাচ্চ ধ্রুবঃ পশ্চাদাভোগস্ত্বন্তিমো মতঃ ॥ ২৮৫৭ ॥

অন্বয়। প্রবন্ধাবয়বঃ (গীতস্য অঙ্গং) ধাতুঃ (কথ্যতে), স (ধাতুঃ) উদ্‌গ্রাহক-মেলাপক-ধ্রুবাভোগঃ ইতি ক্রমাৎ চতুর্ধা(চতুর্বিধঃ) প্রকীর্তিতঃ। (তত্র) প্রথমঃ ভাগঃ উদ্‌গ্রাহঃ, ততঃ (দ্বিতীয়ভাগ ইত্যর্থঃ) মেলাপকঃ স্মৃতঃ (কথিতঃ)। পশ্চাৎ (তদনন্তরং) ধ্রুবত্বাচ্চ (স্থিরত্বেন হেতুনা) ধ্রুবঃ, (তদনন্তরং) অন্তিমঃ (ভাগঃ) আভোগঃ মতঃ (উক্তঃ)॥

অনুবাদ। প্রবন্ধ অর্থাৎ গীতের অবয়বকে ধাতু কহে। উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব ও আভোগ এই ক্রমে সেই ধাতু চারি প্রকার। প্রথম ভাগ—উদ্‌গ্রাহ, তারপর মেলাপক,তারপর স্থিরত্বহেতু—ধ্রুব, শেষ ভাগ—আভোগ বলিয়া কথিত ॥ ২৮৫৬ ৫৭ ॥

প্রবন্ধ-লক্ষণে কেহো ঐছে নিরূপয়।
উদ্‌গ্রাহ, ধ্রুব, আভোগ—ধাতু এই ত্রয় ॥ ২৮৫৮ ॥
গীতের প্রথম পাদ—'উদ্‌গ্রাহ' কহয়ে।
'ধ্রুব'—মধ্যে, অন্তেতে—'আভোগ' নিরূপয়ে ॥২৮৫৯

তথাহি শিরোমণৌ—

উদ্‌গ্রাহঃ প্রথমঃ পাদঃ কথিতঃ পূর্বসূরিভিঃ।
ধ্রুবত্বাচ্চ ধ্রুবো মধ্য আভোগশ্চান্তিমঃ স্মৃতঃ ॥ ২৮৬০ ॥
(ধ্রুবত্বাৎ নিশ্চলত্বাৎ পুনঃ পুনরুপাদানাদিত্যর্থঃ)

অন্বয়। পূর্বসূরিভিঃ (পূর্বাচার্যৈঃ গীতস্য) প্রথমঃ পাদঃ উদ্‌গ্রাহঃ কথিতঃ, মধ্যঃ (মধ্যপাদঃ) ধ্রুবত্বাৎ চ (পুনঃপুনঃ গ্রহণাদ্ধেতোঃ) ধ্রুবঃ, অন্তিমঃ চ (পাদঃ) আভোগঃ স্মৃতঃ ॥ ২৮৬০ ॥

অনুবাদ। শিরোমণিতে আছে—পূর্বাচার্যগণ গীতের প্রথম পাদকে উদ্‌গ্রাহ, মধ্যপাদকে নিশ্চলতাহেতু ধ্রুব এবং শেষ পাদকে আভোগ কহিয়াছেন ॥ ২৮৬০ ॥

ধ্রুব আর আভোগের মধ্যে যে চরণ।
অন্তরাখ্যা ধাতু তারে কহে বিজ্ঞগণ ॥ ২৮৬১ ॥

তথাহি হরিনায়কেনোক্তম্—

ধ্রুবাভোগান্তরে জাতো ধাতুরন্যোঽন্তরাভিধঃ ॥ইতি॥

অনুবাদ। হরিনায়ক বলেন,—ধ্রুব ও আভোগের মধ্যে অবস্থিত অপর ধাতুর নাম—অন্তরা ॥ ২৮৬২ ॥

আভোগেতে কবি নায়কের নাম হয়।
এই হেতু গীতজ্ঞ 'আভোগ'-সংজ্ঞা কয় ॥ ২৮৬৩ ॥

তথাহি—

আভোগে কবিনাম স্যাত্তথা নায়কনাম চ ॥ ২৮৬৪ ॥

অনুবাদ। আভোগে কবির ও নায়কের নামের উল্লেখ হয় ॥ ২৮৬৪ ॥

প্রবন্ধে যে ধাতু সে লক্ষণ ঐছে হয়।
গীতবিজ্ঞগণ নানা গীতে প্রকাশয় ॥ ২৮৬৫ ॥

গীতে যথা—পঠমঞ্জরী

উদিতপূরণ নিশি নিশাকর,
কিরণ করু তম দূরি।
ভানুনন্দিনী-পুলিন পরিসর
শুভ্র শোভত ভূরি ॥ উদ্‌গ্রাহ ॥
মন্দ মন্দ সুগন্ধ শীতল
চলত মলয়সমীর।
ভ্রমরগণ ঘন ঝঙ্করু, কত কুহরে
কোকিল কীর ॥ মেলাপক ॥
বিহরে বরজকিশোর।
মধুর বৃন্দাবিপিন-মাধুরী
পেখি' পরম বিভোর ॥ ধ্রুব ॥
দেবকুলহু সুরাসমণ্ডলে বিপুল কৌতুক আজ।
বংশীকর গাহি' অধর পরশত, মোদভরু হিয়ামাঝ ॥
রাধিকাগুণচরিতময় বর বিরচিব বহুবিধ গীত।
গানরত রতিনাথ-মদভরহরণ নিরুপম নীত ॥ অন্তরা ॥
কঞ্জলোচনে ললিত অভিনয় বরিষে রস জনু মেহ।
ভণব কি এ ঘনশ্যাম প্রকটিত জগতে অতুলিত লেহ
॥ আভোগ ॥

অথান্যান্যাহ—

প্রবন্ধের ধাতু পঞ্চ—শাস্ত্রে এ নির্দ্ধার।
ষড়ঙ্গ প্রবন্ধগীত—সর্ব্বত্র প্রচার ॥ ২৮৭২ ॥
স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাঠ, তাল।
এই ছয় অঙ্গে গীত পরম রসাল ॥ ২৮৭৩ ॥
স্বর—সরিগমপধাদিক নিরূপয়।
গুণনামযুক্তমতে 'বিরুদ' কহয় ॥ ২৮৭৪ ॥
পদ-শব্দ বাচক প্রকার বহু ইথে।
তেনা—তেনাদিক শব্দ মঙ্গলনিমিত্তে ॥ ২৮৭৫ ॥
পাঠ—বাদ্যোত্থবাক্ষর ধা ধা খিলঙ্গাদি।
তাল—চচ্চৎপুট যত্যাদিক যথাবিধি ॥২৮৭৬ ॥
এ ষড়ঙ্গ প্রাচীন আচার্য্য নিরূপয়।
বাক্য, স্বর, তাল, তেনা—চারি কেহ কয় ॥২৮৭৭॥

তথাহি—

প্রবন্ধস্য ষড়ঙ্গানি স্বরশ্চ বিরুদং পদম্।
তেনকঃ পাঠতালৌ চ স্বরাঃ সরিগমাদয়ঃ ॥ ২৮৭৮ ॥
গুণোল্লেখতয়া যত্তৎ বিরুদং পরিকীর্ত্তিতম্।
ততোঽন্যবাচকং যত্তু তৎ পদং সমুদাহৃতম্ ॥২৮৭৯॥
তেনেতি শব্দস্তেনঃ স্যান্মঙ্গলার্থেঽবধারিতঃ।
ধাং ধাং ধুগ-ধুগেত্যাদ্যাঃ পাঠা বাদ্যাক্ষরোৎকরাঃ।
আদিযত্যাদিকাস্তালাস্তালঃ স কথয়িষ্যতে ॥ ২৮৮১ ॥

অন্বয়। প্রবন্ধস্য (গীতস্য) ষট্‌অঙ্গানি (অবয়বাঃ ভবন্তি) (তানি চ যথা) স্বরঃ, বিরুদং, পদং, তেনকঃ, পাঠশ্চ, তালশ্চ। স্বরাঃ সরিগমাদয়ঃ, গুণোল্লেখতয়া (গুণোল্লেখেন) যৎ (ভবতি) তৎ বিরুদং পরিকীর্ত্তিতং (কথিতং স্যাৎ); ততঃ (গুণাৎ) অন্যবাচকং যৎ তৎ পদং সমুদাহৃতং (কথিতং); তেনেতি (তেনা ইতি) তেনঃ শব্দঃ মঙ্গলার্থে অবধারিতঃ (নিরূপিতঃ স্যাৎ) ; ধাং ধাং ধুগ-ধুগেত্যাদ্যাঃ (ধুগ ইত্যাদয়ঃ) বাদ্যাক্ষরোৎকরাঃ (বাদ্যাক্ষরসমূহাঃ) পাঠাঃ (কথ্যন্তে), আদিযত্যাদিকাঃ তালাঃ (কথ্যন্তে), স (চ) তালঃ কথয়িষ্যতে (পশ্চাদিত্যর্থঃ) ॥ ২৮৭৮-৮১ ॥

অনুবাদ। প্রবন্ধ বা গীতের ছয়টী অঙ্গ, যথা—স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাঠ, তাল। সরিগম প্রভৃতিকে 'স্বর' কহে ; যাহা গুণের উল্লেখ করে, তাহাকে 'বিরুদ' কহে ; গুণব্যতীত অন্যবাচক যাহা, তাহা 'পদ' বলিয়া কথিত ; তেনা —ইহার দ্বারা 'তেন'-শব্দ, ইহা মঙ্গলবাচক বলিয়া নিরূপিত ; ধাং ধাং ধুগ ধুগ প্রভৃতি বাদ্যাক্ষরসমূহকে 'পাঠ' বলে ; আদি যতি প্রভৃতিকে 'তাল' বলে। সেই তালের বিষয় পরে কথিত হইবে ॥ ২৮৭৮-৮১ ॥

সঙ্গীতপারিজাতে—

পদতালস্বরাঃ পাঠাস্তেনো বিরুদনামকঃ।
ইতি গীতে ষড়ঙ্গানি কথিতানি মনীষিভিঃ ॥ ২৮৮২ ॥
পদানি বাচকাঃ শব্দাস্তালাশ্চচ্চৎপুটাদয়ঃ।
স্বরাঃ ষড়্‌জাদয়স্তে স্যুঃ পাঠো বাদ্যোত্থবাক্ষরম্।
তেনঃ স্যান্মঙ্গলে শব্দো বিরুদং গুণনামযুক্ ॥ ২৮৮৪ ॥

অন্বয়। পদতালস্বরাঃ (পদং তালঃ স্বরঃ) পাঠাঃ তেনঃ বিরুদনামকঃ (নাম্না বিরুদং) ইতি ষট্‌ অঙ্গানি গীতে মনীষিভিঃ কথিতানি। (তত্র) বাচকাঃ শব্দাঃ পদানি, চচ্চৎপুটাদয়ঃ তালাঃ, তে ষড়্‌জাদয়ঃ স্বরাঃ, বাদ্যোত্থবাক্ষরং

(বাদ্যাৎ উদ্ভূতম্ অক্ষরং) পাঠঃ, মঙ্গলং (মঙ্গলবাচকঃ শব্দঃ) তেনঃ, গুণনামযুক্ শব্দঃ বিরুদঃ স্যুঃ ॥ ২৮৮২-৮৪ ॥

অনুবাদ ঃ সঙ্গীতপারিজাতে—পদ, তাল, স্বর, পাঠ, তেন, বিরুদ—এই ছয়টীকে মনীষিগণ গীতের অঙ্গ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে বাচকশব্দ পদ, চচ্চৎপুটাদি তাল, ষড়্জপ্রভৃতি—স্বর, বাদ্য হইতে উদ্ভূত অক্ষর—পাঠ, মঙ্গলার্থ—তেন, এবং গুণনামযুক্ত শব্দ বিরুদ॥ ২৮৮২-৮৪ ॥

প্রবন্ধে জাতি পঞ্চ—মেদিনী, নন্দিনী।
দীপনী, পাবনী, তারাবলী,—কহে মুনি ॥ ২৮৮৫ ॥
ষড়ঙ্গ মেদিনী নাম, পঞ্চাঙ্গ নন্দিনী।
চারি অঙ্গ দীপনী, এ ত্র্যঙ্গ পাবনী ॥ ২৮৮৬ ॥
অঙ্গদ্বয় তারাবলী—গীতবিজ্ঞ কহে।
ইথে জ্ঞান একাঙ্গ প্রবন্ধ সিদ্ধ নহে ॥ ২৮৮৭ ॥

তথাহি—

জাতয়ঃ স্যুঃ প্রবন্ধানাং পঞ্চৈব মুনিসম্মতাঃ।
মেদিনী নন্দিনী দীপন্যথ স্যাৎ পাবনী তথা ॥ ২৮৮৮ ॥
তারাবলী তথৈতাসাং লক্ষণং প্রতিপাদ্যতে।
ষড়ঙ্গা মেদিনী প্রোক্তা, পঞ্চাঙ্গা নন্দিনী তথা ॥২৮৮৯॥
দীপনী চতুরঙ্গা স্যাৎ পাবনী ত্র্যাঙ্গিকা মতা।
দ্ব্যঙ্গা তারাবলী প্রোক্তা পুরাণৈর্গীতবেদিভিঃ ॥২৮৯০॥
(এতেন একাঙ্গপ্রবন্ধো ন ভবতীতি প্রতিপাদিতম্)

অন্বয় ঃ প্রবন্ধানাং (গীতানাং) মুনিসম্মতাঃ (ভরত-কথিতাঃ) পঞ্চ এব জাতয়ঃ স্যুঃ—মেদিনী, নন্দিনী দীপনী, পাবনী তথা তারাবলী। তথা এতাসাং (জাতীনাং) লক্ষণাং প্রতিপাদ্যতে (কথ্যতে)। পুরাণৈঃ গীতবেদিভিঃ মেদিনী জাতিঃ ষড়ঙ্গা (ষড়ঙ্গযুক্তা) তথা নন্দিনী পঞ্চাঙ্গা প্রোক্তা, দীপনী চতুরঙ্গা স্যাৎ, পাবনী ত্র্যাঙ্গিকা মতা, তারাবলী দ্ব্যঙ্গা (অঙ্গদ্বয়যুক্তা) প্রোক্তা ॥ ২৮৮৮-৯০ ॥

অনুবাদ ঃ প্রবন্ধ বা গীতের ভরতমুনিসম্মত পাঁচটী-মাত্র জাতি হয়—মেদিনী, নন্দিনী, দীপনী, পাবনী ও তারাবলী। এই সকল জাতির লক্ষণ কথিত হইতেছে। প্রাচীন সঙ্গীতজ্ঞগণ ছয় অঙ্গবিশিষ্ট গীতকে মেদিনী, পাঁচ অঙ্গবিশিষ্টকে নন্দিনী, চারি অঙ্গবিশিষ্টকে দীপনী, তিন অঙ্গ-যুক্তকে পাবনী এবং অঙ্গদ্বয়যুক্তকে তারাবলী বলিয়াছেন। (ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, একাঙ্গ প্রবন্ধ হয় না)।

সঙ্গীতপারিজাতে—

প্রবন্ধজাতয়ঃ পঞ্চ বর্ত্তন্তে তাঃ ক্রমেণ চ।
ষড়্‌ভিরঙ্গৈর্মেদিনী স্যান্নন্দিনী পঞ্চভির্ভবেৎ ॥২৮৯১॥
চতুর্ভির্দীপনী প্রোক্তা ত্রিভিরঙ্গৈস্তু পাবনী।
দ্বাভ্যাং তারাবলী জাতিরঙ্গাভ্যামুপজায়তে ॥২৮৯২॥

অন্বয় ঃ প্রবন্ধজাতয়ঃ পঞ্চ (ভবন্তি), তাশ্চ (এবং) ক্রমেণ বর্ত্তন্তে—ষড়্‌ভিঃ অঙ্গৈঃ মেদিনী স্যাৎ, পঞ্চভিঃ(অঙ্গৈঃ) নন্দিনী ভবেৎ, চতুর্ভিঃ (অঙ্গৈঃ) দীপনী প্রোক্তা, ত্রিভিঃ অঙ্গৈঃ তু পাবনী (ভবতি), দ্বাভ্যাং অঙ্গাভ্যাং তারাবলী জাতিঃ উপজায়তে ॥ ২৮৯১-৯২ ॥

অনুবাদ ঃ সঙ্গীতপারিজাতে—প্রবন্ধজাতি পাঁচটী, তাহা এইরূপ ক্রমে ব্যবস্থিত। ছয় অঙ্গে মেদিনী জাতি হয়, পাঁচ অঙ্গে নন্দিনী, চারি অঙ্গে দীপনী কথিত, তিন অঙ্গে পাবনী হয়, দুই অঙ্গে তারাবলী জাতি উৎপন্ন হয়॥২৮৯১-৯২।

শুদ্ধ প্রবন্ধের ভেদ অন্ত নাহি হয়।
বিবিধ প্রকারে সঙ্গীতজ্ঞ নিরূপয় ॥ ২৮৯৩ ॥

তথাহি—

ভেদঃ শুদ্ধপ্রবন্ধানামানন্ত্যাদেক এব হি ॥২৮৯১।

অনুবাদ ঃ শুদ্ধ প্রবন্ধের অনন্ততাহেতু ভেদ এক-প্রকারই ॥ ২৪৯৪ ॥

তথাপি—

তালেনৈকেন বাদ্যাভ্যাং ত্রিভির্ব্বা বহুভিস্তথা।
প্রবন্ধান্ সুকবির্নূনং যথেচ্ছমুপকল্পয়েৎ ॥ ২৮৯৫ ।

অন্বয় ঃ সুকবিঃ একেন তালেন (তথা) বাদ্যাভ্যাং ত্রিভিঃ বহুভিঃ বা বাদ্যৈঃ যথেচ্ছং (ইচ্ছানুরূপং) প্রবন্ধান্ (গীতানি) নূনং (নিঃসন্দেহং) উপকল্পয়েৎ (রচয়িতুং শক্নুয়াৎ) ॥ ২৮৯৫ ॥

অনুবাদ ঃ উত্তম কবি এক তালে দুই, তিন বা বহু বাদ্যের সহিত ইচ্ছানুরূপ গীতসকল নিশ্চয়ই রচনা করিতে পারেন ॥ ২৮৯৫ ॥

কিঞ্চ—

বহুতালাঃ প্রবন্ধাস্তু রাগৈর্বহুভিরেব চ।

একরাগেণ বা কল্প্যাঃ পাঠাদীনাং বিধানতঃ ॥২৮৯৬॥

ভেদা বহুতরাস্তেষাং কস্তান কার্ৎস্ন্যেন বক্ষ্যতি।২৮৯৭

অন্বয়। বহুতালাঃ (অনেকতালবিশিষ্টাঃ) প্রবন্ধাঃ তু একরাগেণ (একেনৈব রাগেণ) বহুভিঃ রাগৈঃ বা পাঠাদীনাং বিধানতঃ (বাদ্যাক্ষরাদীন্ সন্নিবেশ্য) কল্প্যাঃ (কর্ত্তব্যাঃ)। তেষাং (বহুতালপ্রবন্ধানাং) বহুতরাঃ ভেদাঃ (সন্তি), কঃ (জনঃ) তান (ভেদান) কার্ৎস্ন্যেন (সম্পূর্ণভাবেন) বক্ষ্যতি ॥ ২৮৯৬-৯৭ ॥

অনুবাদ। বহুতালবিশিষ্ট প্রবন্ধ এক বা বহু রাগে বাদ্যাক্ষরপ্রভৃতির বিধানপূর্ব্বক রচনা করিবে। উহার ভেদ বহুতর। কে সে সকল ভেদ সম্পূর্ণভাবে বলিবে? ২৮৯৬-৯৭॥

তদুক্তম্—

ন রাগাণাং ন তালানাং ন বাদ্যানাং বিশেষতঃ।

নাপি প্রবন্ধগীতানামন্তো জগতি বিদ্যতে ॥ ইতি।

অন্বয়। তৎ (অতঃ কারণাৎ) উক্তং (যৎ) জগতি রাগাণাং অন্তঃ ন বিদ্যতে, (তথা) তালানাং বাদ্যানাং (চ) ন, বিশেষতঃ প্রবন্ধগীতানাং (অপি) চ নান্তো (বিদ্যতে) ইতি ॥ ২৮৯৮ ॥

অনুবাদ। অতএব কথিত আছে যে রাগের, তালের, বাদ্যের বিশেষতঃ প্রবন্ধগীতের অবধি এই জগতে নাই।

ওহে শ্রীনিবাস! কৃষ্ণপ্রিয়াসহ রাসে।

ব্রহ্মাদি-অগম্য শুদ্ধ প্রবন্ধ প্রকাশে ॥ ২৮৯৯ ॥

গানে মগ্ন রাই-কানু-শোভা নিরখিয়া।

বৃন্দাদেবী আনন্দে ধরিতে নারে হিয়া ॥ ২৯০০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকা-গুণ-মহিমা বর্ণনে ॥

করয়ে নিদেশ শুক-শারী-পিকগণে॥ ২৯০১ ॥

বৃন্দাদেশে হর্ষে শুক-শারী-পিকগণ।

শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকা-গুণ করয়ে বর্ণন ॥ ২৯০২ ॥

শুকঃ প্রাহ—

ষড়ঙ্গ মেদিনীগীতে যথা—

জয় জনরঞ্জন কঞ্জনয়ন

ঘন-অঞ্জননিভ-নব নাগর ঐ ঐ

গোকুলকুলজাকুলধৃতি-মোচন

চন্দ্রবদন গুণসাগর ঐ ঐ ॥ ২৯০৩ ॥

নন্দতনুজ ব্রজভূষণ রসময়

মঞ্জুলভুজ মুদবর্দ্ধন ঐ ঐ।

শ্রীবৃষভানু-নয়াহৃদিসম্পদ

মদনার্বুদমদমর্দ্দন ঐ ঐ ॥ ২৯০৪ ॥

গীতনিপুণ নিধুবন-নয়নন্দিত

নিরুপম তাণ্ডবপণ্ডিত ঐ ঐ।

ভানুতনয়াপুলিনাঙ্গনপরিসর-

রমণীনিকর-মণিমণ্ডিত ঐ ঐ ॥ ২৯০৫ ॥

বংশীধর ধরণীধরকৃতবন্ধুর

অধরারুণ সুন্দর ঐ ঐ।

কুন্দরদন কমনীয়কৃশোদর

বৃন্দাবিপিনপুরন্দর ঐ ঐ ॥ ২৯০৬ ॥

কৃষ্ণ কেলিকলহৈকধুরন্ধর ধা ধা ধি ধি ত গ থেয়া ঐ ঐ।

স-সরিগরি নরহরিনাথ এই অ ইতি

অই অই অতেয়া ঐ ঐ ॥ ২৯০৭ ॥

শারিকা প্রাহ—

মেদিনী-গীতে যথা,—

জয় জগতবন্দিনী বিদিত নৃপনন্দিনী,

রাধিকা চন্দ্রবদনী, দুঃখমোচনী।

শ্যামমনোরঞ্জিনী, ধৈর্য্যভরভঞ্জিনী কঞ্জ-খঞ্জন-

মীনগঞ্জিমৃগলোচনী ॥ ২৯০৮ ॥

কান্তিজিতদামিনী পরম অভিরামিণী, ভামিনী

সিন্ধুকন্যাদিমদমর্দ্দিনী।

মঞ্জুমৃদুহাসিনী ললিতকলভাষিণী ভুবনমোহিনী

ললিতাদিমুদবর্দ্ধিনী ॥ ২৯০৯ ॥

সুভগশৃঙ্গারিণী, নব নব বিহারিণী বৃন্দাবিপিন-

বিনোদিনী, গজগামিনী।

রাসরসরঙ্গিণী মধুরতরঙ্গিণী সকল রমণীমণি

নরহরিস্বামিনী ॥ ২৯১০ ॥

ঝান্তা ঝাং ঝান্তা তাথা বিতকতো থুন্না দৃমিকি

ত্রিগও তকতা তা থৈয়া।

সরি রিগম পমগ মম গরি সাস্ সাতি অই

তেয়া তেন্না তেনাং তি অই ঐ আ ॥ ২৯১১ ॥

পিকঃ প্রাহ—

পঞ্চাঙ্গ নন্দিনী-গীতে যথা—

জয় জয় কৃষ্ণ কৃপাময় কেশব
কমলেক্ষণ জনরঞ্জন আ॥
যুবতি কঞ্জবন-কুঞ্জর মঞ্জুপ্রিয়া—
হৃদিপঞ্জর খঞ্জন আ॥ ২৯১২ ॥
বন্ধুরবদনচন্দ্রমধুরস্মিত রাধা-
ধৃতিভরভঞ্জন আ।
সুন্দর নটবর নন্দতনুজ নব
নবতরুণীনয়নাঞ্জন আ॥ ২৯১৩ ॥
সরি গম গম পম মমম গরিস
তেন্না তেন্নন্তি অতি অই ইয়া।
অই নরহরিমুদবর্দ্ধন ঐ ঐ
আইঁঅতি অই তিয়া॥ ২৯১৪ ॥

অহে শ্রীনিবাস! পক্ষিগণ নানা মতে।
গায় রাধাকৃষ্ণের সুযশ শুদ্ধ গীতে॥ ২৯১৫ ॥
গীত-প্রবন্ধের ভেদ কহিল না হয়।
শাক্তি, বর্ণ, বিশেষাদি শাস্ত্রে নিরূপয়॥ ২৯১৬ ॥
এলাদি দুষ্কর তাহে গীত ষড়্বিংশতি।
সুগম দুর্গম শাস্ত্রে প্রকাশিল ইথি॥২৯১৭॥
প্রথমেই পঞ্চতালেশ্বর নাম হয়।
তদুপরি বর্ণ-স্বরে ভেদ চতুষ্টয়॥ ২৯১৮ ॥
স্বরাদি-বর্ণ-স্বর, পাঠাদি বর্ণস্বর।
পদাদি বর্ণস্বর, তেনাদি বর্ণস্বর॥ ২৯১৯ ॥
তদুপরি স্বরার্থমাতৃকা গীত কয়।
গীতবিজ্ঞ ঐছে ষড়্বিংশতি নিরূপয়॥ ২৯২০ ॥

তথাহি—

এলাদ্যা দুষ্করাঃ সন্তি প্রবন্ধা মুনিভাষিতাঃ।
তেভ্যঃ ষড়্বিংশতিঃ প্রোক্তা হরিনায়কসূরিণা॥২৯২১
কথ্যন্তে ক্রমশস্তে চ নামমাত্রেণ কেবলম্।
পঞ্চতালেশ্বরো বর্ণস্বরশ্চৈবাঙ্গচারিণী॥ ২৯২২ ॥
স্বরার্থমাতৃকা চৈব তথা রাগকদম্বকঃ।
স্বরাঙ্করণং বর্ম্মাথ তালার্ণবস্তথা॥ ২৯২৩ ॥
শ্রীরঙ্গঃ শ্রীবিলাসশ্চ পঞ্চভঙ্গিস্ততঃ পরম্।
পঞ্চাননো মাতিলকো সিংহনীলস্তথাপরঃ॥ ২৯২৪ ॥
ত্রিভঙ্গির্হংসনীলশ্চ তথা হরিবিলাসকঃ।
সুদর্শনঃ স্বরাঙ্গঃ শ্রীবর্দ্ধনো হর্ষবর্দ্ধনঃ॥ ২৯২৫ ॥
বীরঃ শ্রীমঙ্গলশ্চৈব লাহড়ী চ প্রকীর্ত্তিতা।
নবরত্নাভিধঃ প্রোক্তস্তথা সরভনীলকঃ॥ ২৯২৬ ॥
কণ্ঠাভরণনামা চেত্যেতে ষড়্বিংশতির্মতাঃ।
চন্দ্রপ্রকাশকাদ্যাশ্চ বিদ্যন্তে ষট্ তথাপরে॥ ২৯২৭ ॥

অনুবাদ। ভরতমুনি-কথিত এলাপ্রভৃতি দুঃসাধ্য প্রবন্ধসকল আছে। তন্মধ্য হইতে পণ্ডিত হরিনায়ক ছাব্বিশটী বলিয়াছেন। সেই সকল শুধু নামোল্লেখপূর্ব্বক ক্রমশঃ কথিত হইতেছে। যথা,—পঞ্চতালেশ্বর, বর্ণস্বর, অঙ্গচারিণী, স্বরার্থমাতৃকা, রাগকদম্বক, স্বরাঙ্করণ, তালার্ণব, শ্রীরঙ্গ, শ্রীবিলাস, পঞ্চভঙ্গি, পঞ্চানন, মাতিলক, সিংহনীল, ত্রিভঙ্গি, হংসনীল, হরিবিলাস, সুদর্শন, স্বরাঙ্গ, শ্রীবর্দ্ধন, হর্ষবর্দ্ধন, বীর, শ্রীমঙ্গল, লাহড়ী, নবরত্ন, সরভনীল, কণ্ঠাভরণ—এই ছাব্বিশটী। চন্দ্রপ্রকাশক প্রভৃতি আরও অন্য ছয় প্রকার আছে॥ ২৯২১-২৭ ॥

এ সকল প্রবন্ধ-লক্ষণ সুবিদিত।
বর্ণে কবিগণ যাতে সর্ব্বমনোহিত॥ ২৯২৮ ॥
বৃন্দাদেশে ভ্রমর পরম কুতূহলে।
স্বরার্থ-প্রবন্ধ গায় গুঞ্জনের ছলে॥ ২৯২৯ ॥
স্বরার্থ-প্রবন্ধাক্ষর—সরিগমাদয়।
শুদ্ধ, মিশ্র—দ্বিভেদে যথেচ্ছা নিরূপয়॥ ২৯৩০ ॥

তথাহি—

যত্র স্বরাক্ষরৈরেব বাঞ্ছিতার্থোঽভিধীয়তে।
স স্বরার্থো ভবেদ্দ্বেধা শুদ্ধমিশ্রপ্রভেদতঃ॥২৯৩১॥

(স্বরাক্ষরৈঃ সরিগমপধনিভির্যথেচ্ছং বাঞ্ছিতার্থোঽভিধীয়তে চেত্তদা স্বরার্থ ইত্যর্থঃ)।

অন্বয়। যত্র (প্রবন্ধে) স্বরাক্ষরৈঃ (সরিগমাদিভিঃ) এব বাঞ্ছিতার্থঃ (ইষ্টার্থঃ) অভিধীয়তে (কথ্যতে) স স্বরার্থঃ (ভবতি)। (স) শুদ্ধমিশ্রপ্রভেদতঃ দ্বিধা (দ্বিপ্রকারঃ) ভবেৎ॥ ২৯৩১ ॥

অনুবাদ। যে প্রবন্ধে সরিগমপ্রভৃতি স্বরাক্ষরদ্বারাই ইষ্টার্থ ব্যক্ত হয়, তাহাকে স্বরার্থ কহে। শুদ্ধ ও মিশ্রভেদে উহা দুই প্রকার। (সরিগমপধনি—এই সকল স্বরাক্ষরদ্বারা যদি বাঞ্ছিত অর্থ অভিহিত হয়, তাহা হইলে স্বরার্থ)।২৯৩১॥

স্বরার্থ-প্রবন্ধ রঙ্গে ভৃঙ্গ প্রকাশয়।
শুনি' শ্রীললিতাদি-সখীর সুখোদয়॥ ২৯৩২॥

তদ্‌যথা,—

রাগঃ কেদারঃ

জয় রসিকশেখর কৃষ্ণ কোমল অঙ্গ অঞ্জনঘন-ত্বিষা।
স্মিত-অমৃতস্রক্ষিতমুখ-মৃগাঙ্কহৃৎকিরণ-নির্মল-
কৃত দিশা॥ ২৯৩৩॥

জিত জলজ মঞ্জু বিশাল লোচন তরুণীগণধৃতিধনহরা।
ব্রজবিজয়ী নব যুবরাজ নটবর বংশীধর অরুণাধরা॥
রতিনাথমদহর মধুররাসবিলাসী সুন্দর নিরুপমা।
ব্রজরমণীমণি-মুখপদ্মপরিমললুব্ধ বক্ষ রতনসমা॥ ২৯৩৫॥
নবকুঞ্জভূপ ভুজঙ্গদমন মনোজ্ঞবেশ বিবিধবিধা।
ঘনশ্যাম-মুদবর্দ্ধন পমগমম্মগরি মপধনিপধনিধা॥২৯৩৬॥
ঐছে নানা পক্ষিগণে বৃন্দা নিদেশয়।
বিবিধ প্রবন্ধ গানে সবে সন্তোষয়॥২৯৩৭॥
ওহে শ্রীনিবাস! কৃষ্ণ প্রিয়াসহ রাসে।
শুদ্ধ গীত প্রবন্ধের সীমা পরকাশে॥ ২৯৩৮॥
শুদ্ধ মধ্যে কেহ শূড় প্রবন্ধ কহয়।
কেহ ছায়ালগমধ্যে শূড় প্রকাশয়॥ ২৯৩৯॥

অথ ছায়ালগঃ—

শুদ্ধ-ছায়ালগ্নহেতু 'ছায়ালগ' কয়।
ইথে তালবাদ্যাদি কল্পিত 'শূড়' হয়॥ ২৯৪০॥
বহুতালে গুম্ফন—এ শূড় মনোহর।
ছায়ালগ-সংজ্ঞা, 'রসালগ' নামান্তর॥ ২৯৪১॥

তথাহি—

শুদ্ধস্য লগতি ছায়াং যত্তু ছায়ালগং বিদুঃ।
রঞ্জকং তত্তুবেত্তালৈর্বাদ্যৈঃ শূড়কল্পিতম্॥২৯৪২॥

(বহুতালানামেকত্র গুম্ফনং শূড় ইত্যর্থঃ। ছায়াং লগতীত্যনেন শুদ্ধস্য যৎকিঞ্চিল্লক্ষণেনেদং ভবতীত্যুক্তমিত্যর্থঃ)

অন্বয়। যৎ তু শুদ্ধস্য (প্রবন্ধস্য) ছায়াং (আভাসং) লগতি (স্পৃশতি) তৎ ছায়ালগং বিদুঃ (কথয়ন্তি)। তৎ (ছায়ালগং) তালৈঃ বাদ্যৈঃ শূড়কল্পিতং (শূড়েন গুম্ফিতং) রঞ্জকং ভবেৎ॥ ২৯৪২॥

অনুবাদ। যাহা শুদ্ধ-প্রবন্ধের ছায়াতে সংলগ্ন হয়, তাহাকে 'ছায়ালগ' বলে। তাল, বাদ্য প্রভৃতির যোগে শূড়রচিত হইয়া উহা চিত্তরঞ্জক হয়। (বহুতালের একত্র গুম্ফনকে শূড় কহে। ছায়াতে সংলগ্ন হয় অর্থাৎ শুদ্ধ প্রবন্ধের যৎকিঞ্চিৎলক্ষণান্বিত হইয়া ইহা উৎপন্ন হয়—ইহাই তাৎপর্য্য।) ২৯৪২॥

তদুক্তম্—

উক্তানামেব ভাবানাং ছায়ামাত্রং ভবেদ্ যদি।
ছায়ালগঃ স বিজ্ঞেয়ো মুনিভির্ভরতাদিভিঃ॥২৯৪৩॥

অন্বয়। উক্তানাং (শুদ্ধপ্রবন্ধস্য) ভাবানাং ছায়ামাত্রং যদি ভবেৎ (যত্র প্রবন্ধে) সঃ ভরতাদিভিঃ মুনিভিঃ ছায়ালগঃ বিজ্ঞেয়ঃ (ভবতি)॥২৯৪৩॥

অনুবাদ। তাই কথিত আছে—পূর্ব্বোক্ত শুদ্ধ প্রবন্ধের রূপের ছায়ামাত্রও যদি কোন প্রবন্ধে থাকে, তাহাকে ভরত প্রভৃতি মুনিগণ ছায়ালগ বলিয়া থাকেন॥২৯৪৩॥

অস্য সালগমিতি নামান্তরমপ্যস্তি।
তদুক্তং হরিনায়কেন—
অথ ছায়ালগো যস্তু শূড়ঃ স এব সালগঃ॥২৯৪৪॥

অনুবাদ। ইহার 'সালগ' এই নামান্তরও আছে। তাই হরিনায়ক বলেন—যাহা ছায়ালগ-শূড়, তাহাই সালগ॥ ২৯৪৪॥

মতভেদে সালগ-শূড় বহুত হয়।
তথা চ ধ্রুবকাদি প্রশস্ত নিরূপয়॥ ২৯৪৫॥

তথাহি দামোদর-পঞ্চমসারসংহিতয়োঃ—

ধ্রুবকো মঠকশ্চৈব প্রতিমঠো নিশারুকঃ।
বাসকঃ প্রতিতালশ্চ তথান্যা চৈকতালিকা।
যতিশ্চ ঝুমরিশ্চেতি সালগং শূড় ঈরিতঃ॥২৯৪৬॥

অনুবাদ। সঙ্গীত দামোদর ও পঞ্চমসারসংহিতায় আছে—ধ্রুবক, মঠক, প্রতিমঠ, নিশারুক, বাসক, প্রতিতাল, একতালী, যতি, ঝুমরি—ইহারা সালগ-শূড়ের ভেদ॥২৯৪৬॥

ধ্রুবকাদীনাং ভেদমাহ—

ধ্রুবকাঃ ষোড়শ প্রোক্তা মঠকাঃ ষট্‌প্রকারকাঃ।
প্রতিমঠশ্চ পঞ্চৈব সপ্ত খ্যাতা নিশারুকাঃ ॥ ২৯৪৭॥
চত্বারো বাসকাঃ প্রোক্তাশ্চত্বারঃ প্রতিতালকাঃ।
একতালী চ ত্রিবিধা চত্বারো যতয়ো মতাঃ ॥২৯৪৮॥
একৈব ঝুমরিশ্চেতি সালগাঃ কথিতা ইমে ॥২৯৪৯॥
কেহপ্যাহুশ্চর্চ্চরীকাদ্যাঃ সন্ত্যন্যে দশ সালগাঃ।
ঊনবিংশতিরেবং তে ভবন্তি ভুবি সালগাঃ ॥২৯৫০॥

অনুবাদ। ধ্রুবক প্রভৃতির ভেদ কথিত হইয়াছে, যথা—ধ্রুবক ষোল প্রকার, মঠক ছয় প্রকার, প্রতিমঠ পাঁচ, নিশারুক সাত, বাসক চারি, প্রতিতাল চারি, একতালী তিন, যতি চারি, এবং ঝুমরি এক প্রকার—এইরূপে সালগ বর্ণিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন—চর্চ্চরীকাদি অপর দশ প্রকার সালগ আছে। এইরূপে উনবিংশতি প্রকার সালগ প্রসিদ্ধ ॥ ২৯৪৭-৫০ ॥

ধ্রুবকাদি-লক্ষণ দুষ্কর অতিশয়।
নয় তালে শূড়—এ সর্ব্বার্থে সুখোদয় ॥ ২৯৫১ ॥

তথাহি—

আদির্যতির্নসারুশ্চাঞ্জতালস্ত্রিপুটস্তথা।
রূপকো ঝম্পকো মঠ একতালীতি কীর্তিতাঃ ॥২৯৫২॥
এভিস্তু নবভিস্তালৈঃ কথিতঃ শূড় উচ্যতে।
ইত্যেষ রঞ্জকঃ শূড়ো গানে বাদ্যে চ নর্ত্তনে ॥২৯৫৩॥

অনুবাদ। আদি, যতি, নসারু, অঞ্জ, ত্রিপুট, রূপক, ঝম্পক, মঠ ও একতালী—এই নয় প্রকার তাল কথিত আছে। এই নয় তালে রচিত হইলে তাহাকে 'শূড়' কহে। এই প্রকার শূড়—গানে বাদ্যে ও নৃত্যে চিত্তরঞ্জক হয়॥ ॥ ২৯৫২-৫৩ ॥

শূড়াদি প্রবন্ধ ভেদ বিবিধ প্রকার।
লক্ষণোদাহরণাদি শাস্ত্রেতে প্রচার ॥ ২৯৫৪ ॥
গীতে তাল যুক্ত, তাল বিনা শুদ্ধি নয়।
যৈছে কর্ণধার বিনা নৌকা, তৈছে হয় ॥ ২৯৫৫ ॥
তালশব্দ-ব্যুৎপত্তি অনেক পরকার।
আচার্য্যগণেতে তাহা রিলা প্রচার ॥ ২৯৫৬ ॥

তথাহি—

বিনা তালেন গীতাদের্গতিশুদ্ধির্ন জায়তে।
কর্ণধারং বিনা নাব ইবাতস্তান্ প্রচক্ষ্মহে ॥ ২৯৫৭ ॥
তথাচার্য্যৈস্তালশব্দে ব্যুৎপত্তির্বহুধেরিতা ॥ ২৯৫৮ ॥

অন্বয়। তালেন বিনা গীতাদেঃ (সঙ্গীতাদেঃ) গতিশুদ্ধিঃ (গানক্রিয়াবিশুদ্ধিঃ) ন জায়তে, কর্ণধারং বিনা নাব ইব (যথা নাবঃ ন শুদ্ধং গচ্ছন্তীত্যর্থঃ)। অতঃ তান্ (তালান্) প্রচক্ষ্মহে (কথয়ামঃ)। তত্র তালশব্দে বহুধা ব্যুৎপত্তিঃ আচার্য্যৈঃ ঈরিতা (কথিতা) ॥ ২৯৫৭-৫৮ ॥

অনুবাদ। যেমন কর্ণধার ব্যতীত নৌকার শুদ্ধগতি হয়না, তদ্রূপ তাল ব্যতীত গীতাদির গতিশুদ্ধি হয় না। অতএব তালের বিষয় বলিতেছি। সেই তালশব্দের বহু প্রকার ব্যুৎপত্তি আচার্য্যগণ বলিয়াছেন ॥ ২৯৫৭-৫৮ ॥

তত্র হরিনায়কঃ—

সময়স্য সমত্বেন রঞ্জকত্বেন চাধিকম্।
তালয়ত্যেষ সঙ্গীতং যত্তত্তালো নিগদ্যতে ॥ ইতি ॥
(তালয়তি প্রতিষ্ঠাপয়তি—তল-ধাতুঃ প্রতিষ্ঠায়াং)

অন্বয়ঃ। যৎ (যস্মাৎ) এষঃ (তালঃ) সময়স্য সমত্বেন (সমতাদ্বারা) অধিকং রঞ্জকত্বেন (রঞ্জকো ভূত্বা) চ সঙ্গীতং তালয়তি (প্রতিষ্ঠাপয়তি), তৎ (তস্মাদ্ধেতোঃ) তালঃ নিগদ্যতে (কথ্যতে) ॥ ২৯৫৯ ॥

অনুবাদ। তালসম্বন্ধে হরিনায়ক বলেন—যেহেতু ইহা সময়ের সমতা বিধানপূর্ব্বকও অধিক রঞ্জকতাদ্বারা সঙ্গীতের স্থিরতা সম্পাদন করে, অতএব ইহা তাল বলিয়া কথিত ॥

সঙ্গীতসারে তু—

তকার ঈশো গিরিজা লকার-
স্তালস্ততঃ স্যাৎ শিবশক্তিযোগাৎ।
তলেস্তু ধাতোর্ঘঞি বেহ তাল-
স্তালোঽথবা স্যাত্তলয়োঃস্তু যোগাৎ ॥ ২৯৬০ ॥

অন্বয়। তকারঃ ঈশঃ (শিবঃ ভবতি), লকারঃ গিরিজা (শক্তিঃ কথ্যতে), ততঃ (তস্মাৎ) শিবশক্তিযোগাৎ তালঃ স্যাৎ। তলেঃ তু ধাতোঃ (পরে) ঘঞি (প্রত্যয়ে সতি) বা ইহ তালঃ (নিষ্পদ্যতে), অথবা ত-লয়োঃ (শিব-শক্ত্যোঃ) তু যোগাৎ তালঃ স্যাৎ ॥ ২৯৬০ ॥

অনুবাদ । সঙ্গীতসারে আছে—ত-শব্দে শিব এবং ল-শব্দে শক্তিকে বুঝায়। অতএব শিবশক্তির যোগে তালের উৎপত্তি। তলি-ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়াও তাল-শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে। অথবা ত-কার ও ল-কারের যোগে তাল-শব্দ হইয়াছে ॥ ২৯৬০ ॥

রত্নমালায়াম্—

তকারঃ শরজন্মা স্যাদকারো বিষ্ণুরুচ্যতে।
লকারো মারুতঃ প্রোক্তস্তালে দেবা বসন্ত্যমী ॥২৯৬১॥

অন্বয় । তকারঃ শরজন্মা (কার্ত্তিকেয়ঃ) স্যাৎ, অকারঃ বিষ্ণুঃ উচ্যতে, লকারঃ মারুতঃ (পবনঃ) প্রোক্তঃ, (অতঃ) তালে অমী দেবাঃ বসন্তি ॥ ২৯৬১ ॥

অনুবাদ । রত্নমালায়—তকার কার্ত্তিকেয়কে, অকার বিষ্ণুকে, লকার বায়ুকে নির্দ্দেশ করে। অতএব তালে ঐ সকল দেবতা অবস্থিত আছেন ॥ ২৯৬১ ॥

বাচস্পতিস্তু—

হস্তাঙ্গুলিপ্রসরণাকুঞ্চনাদিক্রিয়া হি যা।
তয়া কালস্য মানং যৎ স তাল ইহ কথ্যতে ॥২৯৬২॥

অন্বয় । যা হি হস্তাঙ্গুলিপ্রসারণাকুঞ্চনাদিক্রিয়া (হস্তয়োঃ অঙ্গুলীনাং প্রসরনং আকুঞ্চনঞ্চ ইত্যাদিক্রিয়া ভবতি, তয়া কালস্য মানং পরিমাণং যৎ (যতঃ ভবেৎ ততঃ) স ইহ তালঃ কথ্যতে ॥ ২৯৬২ ॥

অনুবাদ । বাচস্পতি বলেন—হস্তাঙ্গুলির প্রসরণ ও আকুঞ্চনপ্রভৃতি যে কার্য্য, তাহার দ্বারা কালের পরিমাণ হয় বলিয়া উহা শাস্ত্রে তাল বলিয়া কথিত ॥ ২৯৬২ ॥

অথ তালানাহ—

তাল—চচ্চৎপুট, চাচপুটাদি প্রধান।
একাধিক শত তাল সর্ব্বত্র প্রমাণ ॥ ২৯৬৩ ॥

তথাহি—

চচ্চৎপুটশ্চাচপুটঃ, ষট্ পিতাপুত্রকস্তথা।
সম্পকেষ্টক, উদ্ঘট্ট, আদিতালশ্চ, দর্পণঃ ॥ ২৯৬৪ ॥
চর্চ্চরী, সিংহনীলশ্চ, কন্দর্পঃ, সিংহবিক্রমঃ।
শ্রীরঙ্গো, রঙ্গলীলশ্চ, রঙ্গতালঃ, পরিক্রমঃ ॥ ২৯৬৫ ॥
প্রত্যঙ্গো, গজলীলশ্চ, ত্রিভিন্নো বীরবিক্রমঃ।
হংসলীলো, বর্ণলীলো, রাজচূড়ামণিস্তথা ॥ ২৯৬৬ ॥
রঙ্গদ্যোতো, রাজতালঃ, সিংহবিক্রীড়িতস্তথা।
বনমালী, বর্ণতালো, মিশ্রো রঙ্গপ্রদীপকঃ ॥ ২৯৬৭ ॥
হংসনাদঃ, সিংহনাদো, মল্লিকামোদসংজ্ঞকঃ।
ততঃ শরভলীলশ্চ, রঙ্গাভরণ এব চ ॥ ২৯৬৮ ॥
ততস্তুরগলীলশ্চ, তস্মাচ্চ সিংহনন্দনঃ।
জয়শ্রীর্বিজয়ানন্দঃ, প্রতিতালো দ্বিতীয়কঃ ॥ ২৯৬৯ ॥
মকরন্দঃ কীর্ত্তিতালো, বিজয়ো, জয়মঙ্গলঃ।
রাজবিদ্যাধরো, মঠো, জয়তালঃ, কুড়ুক্কঃ ॥ ২৯৭০ ॥
ততো নিঃশারুকঃ, ক্রীড়া, ত্রিভঙ্গিঃ, কোকোলিপ্রিয়ঃ।
শ্রীকান্তো, বিন্দুমালী চ, সমতালশ্চ, নন্দনঃ ॥২৯৭১॥
উদীক্ষণো, মল্লিকা চ, ঢেঙ্কিকা, বর্ণমণ্ঠিকা।
অভিনন্দোঽন্তরক্রীড়া, লঘুতালশ্চ, দীপকঃ ॥ ২৯৭২ ॥
অনঙ্গতালো, বিষমো, নান্দীকুন্দমুকুন্দকৌ।
একতালী চ, কঙ্কালশ্চতুস্তালশ্চ শংখুড়ী ॥ ২৯৭৩ ॥
অভঙ্গো, রাজঝঙ্কারস্তথৈব লঘুশেখরঃ।
প্রতাপশেখরশ্চান্যো, জগঝম্পশ্চতুর্মুখঃ ॥ ২৯৭৪ ॥
ঝম্পারঃ, প্রতিমণ্ঠশ্চ, তথা তালস্তৃতীয়কঃ।
তস্মাদুপরি বিজ্ঞেয়ঃ পার্ব্বতীলোচনস্তথা ॥ ২৯৭৫ ॥
ততঃ সারঙ্গতালঃ, স্যাত্ততঃ শ্রীনন্দিবর্দ্ধনঃ।
লীলাবিলোকিতশ্চান্যো, ললিতাপ্রিয় এব চ ॥২৯৭৬॥
জনকশ্চৈব, লক্ষ্মীশো, রাগবর্দ্ধনসংজ্ঞকঃ।
উৎসবশ্চেতি তালানামেকেনৈবাধিকং শতম্ ॥২৯৭৭॥
দামোদরাদিষেতেষাং কেষুচিদ্‌দৃশ্যতেঽন্যথা।
ঋষীণাং মতবাহুল্যাদ্বিকল্পে তেষু কা ক্ষতিঃ ॥ ২৯৭৮ ॥

অনুবাদ । একাধিক শত তালের নাম—চচ্চৎপুট, চাচপুট, ষট্ পিতাপুত্রক, সম্পকেষ্টক, উদ্ঘট্ট, আদিতাল, দর্পণ, চর্চ্চরী, সিংহনীল, কন্দর্প, সিংহবিক্রম, শ্রীরঙ্গ, রঙ্গলীল, রঙ্গতাল, পরিক্রম, প্রত্যঙ্গ, গজলীল, ত্রিভিন্ন, বীরবিক্রম, হংসলীল, বর্ণলীল, রাজচূড়ামণি, রঙ্গদ্যুত, রাজতাল, সিংহ-বিক্রীড়িত, বনমালী, বর্ণতাল, রঙ্গপ্রদীপ, হংসনাদ, সিংহনাদ, মল্লিকামোদ, শরভলীল, রঙ্গাভরণ, তুরগলীল, সিংহনন্দন, জয়শ্রী, বিজয়ানন্দ, প্রতিতাল, দ্বিতীয়ক, মকরন্দ, কীর্ত্তিতাল, বিজয়, জয়মঙ্গল, রাজবিদ্যাধর, মঠ, জয়তাল, কুড়ুক্ক, নিঃশারুক, ক্রীড়া, ত্রিভঙ্গি, কোকিলপ্রিয়, শ্রীকান্ত, বিন্দুমালী,

সমতাল, নন্দন, উদীক্ষণ, মল্লিকা, ঢেঙ্কিকা, বর্ণমণ্ঠিকা, অভিনন্দ, অন্তরক্রীড়া, লঘুতাল, দীপক, অনঙ্গতাল, বিষম, নান্দীকুন্দ, মুকুন্দ, একতালী, কঙ্কাল, চতুস্তাল, থংখড়ী, অভঙ্গ, রাজঝঙ্কার, লঘুশেখর, প্রতাপশেখর, জগঝম্প, চতুর্মুখ ঝঙ্কার, প্রতিমণ্ঠ, তৃতীয়ক, পার্ব্বতীলোচন, সারঙ্গ, নন্দিবর্দ্ধন, লীলাবিলোকিত, ললিতাপ্রিয়, জনক, লক্ষ্মীশ, রাগবর্দ্ধন এবং উৎসব। সঙ্গীতদামোদরপ্রভৃতি কোন কোন গ্রন্থে অন্যরূপ নামও দেখা যায়। ঋষিগণের নানামতবশতঃ নামের বিকল্পে কি ক্ষতি? ২৯৬৪-৭৮॥

এ সকল তালের লক্ষণোদাহরণ।
করিল প্রচার সুখে সঙ্গীতজ্ঞগণ॥ ২৯৭৯॥
তালাঙ্গ পঞ্চধা—অণুদ্রুতাদিক কয়।
আর লঘুমাত্রাদি নিয়ম নিরূপয়॥ ২৯৮০॥

তথাহি—

অণুদ্রুতো দ্রুতশ্চৈব লঘুর্গুরুস্ততঃ পরম্।
প্লুতশ্চৈব ক্রমেণৈবং তালাঙ্গানি তু পঞ্চধা॥
অণুদ্রুতং বিনান্যেষাং সংজ্ঞা দ-ল-গ-পাত্মিকাঃ॥২৯৮১॥
লঘ্বেকমাত্রশ্চ গুরুর্দ্বিমাত্রঃ
প্লুতস্ত্রিমাত্রো দ্রুতমর্দ্ধমাত্রম্।
অণুদ্রুতস্তু দ্রুতকার্দ্ধমাত্রং
বিরাম ইত্যস্য ভবেচ্চ নাম॥ ২৯৮২॥

অণুদ্রুত-দ্রুত-লঘু-গুরু-প্লুতা ইত্যাকারাঃ
{ এষামাকারো যথা ;—লঘু (।), গুরু (৬), প্লুত (।।।) }

অন্বয়। অণুদ্রুতঃ, দ্রুতঃ, লঘুঃ, ততঃ পরং গুরুঃ প্লুতঃ চ—এবং ক্রমেণ তালাঙ্গানি পঞ্চধা (পঞ্চবিধানি ভবন্তি)। অণুদ্রুতং বিনা (পরিহায়) অন্যেষাং (দ্রুতাদীনাং) দ-ল-গ-পাত্মিকাঃ (দ-ল-প্রভৃত্যাদ্যাক্ষরাত্মিকাঃ) সংজ্ঞাঃ (ভবন্তি) (তত্র) লঘুঃ একমাত্রঃ, গুরুঃ দ্বিমাত্রঃ, প্লুতঃ ত্রিমাত্রঃ, দ্রুতঃ অর্দ্ধমাত্রং, অণুদ্রুতং দ্রুতকার্দ্ধমাত্রং (চতুর্থাংশমাত্রং ভবন্তি)। অস্য (অণুদ্রুতস্য) বিরাম ইতি নাম চ ভবেৎ॥২৯৮১-৮৩॥

অনুবাদ। অণুদ্রুত, দ্রুত, লঘু, গুরু, প্লুত—এই ক্রমে তালের পাঁচটী অঙ্গ আছে। অণুদ্রুত ব্যতীত অপর সকলের সাঙ্কেতিক সংজ্ঞা যথাক্রমে দ, ল, গ ও প। তন্মধ্যে লঘু একমাত্রাবিশিষ্ট, গুরু দুইমাত্রা, প্লুত তিনমাত্রা, দ্রুত অর্দ্ধমাত্রা, অণুদ্রুত দ্রুতের অর্দ্ধমাত্রা। অণুদ্রুতের অপর নাম 'বিরাম'। অণুদ্রুতাদির আকারিক চিহ্ন যথা,—লঘু (।), গুরু (৬), প্লুত (।।।)॥ ২৯৮১-৮৩॥

এষাং সাবধিকঘাতস্থানমাহ—
দ্রুত—হস্তাঘাত উচ্চাঙ্গুলিচতুষ্টয়।
ল-গ-প—অষ্ট, ষোল, চতুর্বিংশতি এ হয়॥২৯৮৪॥

তথাহি—

দ্রুতাশ্রয়স্তু কথিতং চতুরঙ্গুলমুচ্ছ্রিতম্।
(উচ্ছ্রিতমুচ্চমিত্যর্থঃ)
লঘুরষ্টাঙ্গুলঃ প্রোক্তো গুরুঃ স্যাৎ ষোড়শাঙ্গুলঃ।
প্লুতস্ত্র্যষ্টাঙ্গুলশ্চাণুদ্রুতঃ কিঞ্চিৎকরক্রিয়া॥ ২৯৮৫॥

অন্বয়। উচ্ছ্রিতং চতুরঙ্গুলং দ্রুতাশ্রয়ং কথিতম্। লঘুঃ অষ্টাঙ্গুলঃ প্রোক্তঃ, গুরুঃ ষোড়শাঙ্গুলঃ স্যাৎ, প্লুতঃ ত্র্যষ্টাঙ্গুলঃ (প্রোক্তঃ) অণুদ্রুতঃ কিঞ্চিৎ করক্রিয়া (করসঞ্চালনম্)॥ ২৯৮৫॥

অনুবাদ। উচ্চ চারি অঙ্গুলিতে দ্রুত হয়। অষ্টাঙ্গুলেতে লঘু, ষোল অঙ্গুলিতে গুরু, এই চব্বিশ অঙ্গুলিতে প্লুত হয়। কিঞ্চিৎ করসঞ্চালনে অণুদ্রুত হয়॥ ২৯৮৫॥

অথৈষাং ধারণপ্রকারমাহ—
'সশব্দ' 'নিঃশব্দ' তাল—দ্বিবিধ ধরণ।
গুরু-প্লুত-দ্বয়েতে 'নিঃশব্দ' প্রয়োজন॥ ২৯৮৬॥
তালৈক 'সশব্দ', এক 'নিঃশব্দ'—গুরুতে।
প্লুতে—এক সশব্দ, দ্বয় নিঃশব্দ, তা'তে॥ ২৯৮৭॥
নিঃশব্দরহিত তাল লঘু-দ্রুতদ্বয়।
উচ্চ হস্তাঘাতে তাল 'সশব্দ' কহয়॥ ২৯৮৮॥

তথাহি—

সশব্দং শব্দহীনঞ্চ তালস্য ধরণং দ্বিধা।
উচ্চৈর্ঘাতঃ সশব্দঃ স্যাদেক এব লঘোঃ পরঃ॥২৯৮৯॥
গুরুর্ঘাতদ্বয়ং প্রোক্তমেকো নাদঃ পরোঽস্বনঃ।
সোঽপ্যর্দ্ধং যাতি চ লঘোর্দ্ধরনাদাদ্দ্রুত ইতি॥২৯৯০॥
প্লুতে ঘাতঃ সশব্দঃ স্যাদেকো ঘাতদ্বয়ং ততঃ।
তন্নিঃশব্দমেক ঊর্দ্ধং প্রপতেদপরস্বধঃ॥ ২৯৯১॥

অন্বয়। সশব্দং শব্দহানঞ্চ (ইতি) তালস্য দ্বিধা (দ্বিপ্রকারং) ধরণং (ভবতি)। (তত্র) উচ্চৈঃ ঘাতঃ সশব্দঃ স্যাৎ। লঘোঃ (লঘুনামক-তালাঙ্গস্য) এক এব পরঃ (নিঃশব্দো ভবতি)। গুরোঃ (গুরুনামকতালাঙ্গস্য) ঘাতদ্বয়ং প্রোক্তং (তত্র) একঃ নাদঃ (সশব্দঃ) পরঃ (অন্যঃ) অস্বনঃ (নিঃশব্দঃ স্যাৎ)। লঘোঃ সঃ (নিঃশব্দঃ) অপি অর্দ্ধং যাতি (ভবতীত্যর্থঃ) (ততঃ) অর্দ্ধনাদাৎ (সঃ) দ্রুতঃ ইতি (ভবতি) প্লুতে একঃ ঘাতঃ সশব্দঃ স্যাৎ, ততঃ (পরং) ঘাতদ্বয়ং (নিঃশব্দং ভবতি) তৎ (তস্মাৎ) এক ঊর্দ্ধম্ অপরঃ তু অধঃ প্রপতেৎ ॥ ২৯৮৯-৯১ ॥

অনুবাদ। 'সশব্দ' ও 'নিঃশব্দ'-ভেদে তালের দুই-প্রকার 'ধরণ' আছে। উচ্চ আঘাতকে 'সশব্দ' কহে। লঘু-তালাঙ্গে একটীমাত্র 'নিঃশব্দ'। গুরুতালাঙ্গের দুইটী আঘাত—একটী সশব্দ, অপরটী নিঃশব্দ। লঘুর সেই নিঃশব্দটীও অর্দ্ধ হয়, তখন অর্দ্ধনাদহেতু তাহাকে 'দ্রুত' কহে। প্লুততালাঙ্গে একটী আঘাত 'সশব্দ' তারপর দুইটি আঘাত 'নিঃশব্দ'। তন্মধ্যে একটী ঊর্দ্ধে ও অপরটী অধোভাগে পতিত হয় ॥ ২৯৮৯-৯১ ॥

তালের প্রভেদ যত তার নাই অন্ত।
শ্রীরাসমণ্ডলে সবে হৈলা মূর্ত্তিমন্ত ॥ ২৯৯২ ॥
কৃষ্ণ হস্তদ্বয়যোগে মধুর ভঙ্গিতে।
ঐছে তাল ধরে, তার উপমা কি দিতে ॥ ২৯৯৩ ॥
শ্রীরাধিকা অদ্ভুত ভঙ্গিমা প্রকাশিয়া।
হস্তে হস্ত সংযোজয়ে ঈষৎ হাসিয়া ॥ ২৯৯৪ ॥
হস্তাঘাত-বলয়াদিধ্বনি-সম্মিলনে।
যে অপূর্ব্ব হয় তাহা বর্ণিব কুন (কোন্) জনে ॥২৯৯৫॥
নানাভাতি হস্তাঘাত নানা তাল গীতে।
লক্ষ্মী-আদি বিস্ময়—সে উপমা কি দিতে? ২৯৯৬ ॥
রাধিকার গণ যত—সবে চমৎকার।
কেহ কুন (কোন্) তালে গীতে করয়ে প্রচার ॥২৯৯৭॥
ছায়ালগে গীত যে দুষ্কর অতিশয়।
ললিতাসুন্দরী তাহা সুখে প্রকাশয় ॥ ২৯৯৮ ॥
পরম কৌতুকী কৃষ্ণ ললিতাদি প্রতি।
'ক্ষুদ্র' গীত গাইতে দিলেন অনুমতি ॥ ২৯৯৯ ॥

অথ ক্ষুদ্রগীতমাহ—

তাল-ধাতুযুক্ত বাক্যমাত্র—'ক্ষুদ্র'-গীত।
ধাতু পূর্ব্বে উক্ত, উদ্গ্রাহাদি যথোচিত ॥ ৩০০০ ॥

তথাহি—

তালধাতুযুতং বাক্যমাত্রং ক্ষুদ্রমিতীর্য্যতে ॥ ৩০০১ ॥

অনুবাদ। তাল-ধাতুযুক্ত বাক্যমাত্রকে 'ক্ষুদ্র' বলা হয় ॥ ৩০০১ ॥

শুদ্ধ সালগের প্রায় 'ক্ষুদ্র'-গীত হয়।
অন্ত্যানুপ্রাস-প্রশস্ত শাস্ত্রেতে কহয় ॥ ৩০০২ ॥
ক্ষুদ্র-গীতভেদ চারি—(১) চিত্রপদা আর।
(২) চিত্রকলা, (৩) ধ্রুবপদা, (৪) পঞ্চালী প্রচার ॥

তথাহি—

তচ্চতুর্ব্বিধমেব স্যাত্তত্র চিত্রপদাগ্রিমা।
চিত্রকলা ধ্রুবপদা পঞ্চালীতি প্রভেদতঃ ॥ ৩০০৪ ॥

অন্বয়। তৎ (ক্ষুদ্রগীতং) চতুর্ব্বিধং স্যাৎ, তত্র প্রভেদতঃ (ভেদেষু) চিত্রপদা অগ্রিমা (প্রথমা ভবতি), চিত্রকলা, ধ্রুবপদা, পঞ্চালী ইতি (ক্রমশঃ ভবন্তি) ॥ ৩০০৪ ॥

অনুবাদ। সেই ক্ষুদ্র-গীত চারিপ্রকার। সেই সকল ভেদমধ্যে চিত্রপদা প্রথম, তারপর চিত্রকলা, ধ্রুবপদা ও পঞ্চালী ॥ ৩০০৪ ॥

এ-সকল গীতের লক্ষণ সুবিস্তার।
পদ-বৈচিত্রীতে 'চিত্রকলাখ্যা' প্রচার ॥ ৩০০৫ ॥

তথাহি—

কেবলং পদমাত্রেণ বৈচিত্র্যং যত্র দৃশ্যতে।
ন ধাত্বাদৌ বিচিত্রত্বং জ্ঞেয়া চিত্রপদেতি সা ॥ ৩০০৬॥
(পদবৈচিত্র্যন্ত অকঠোরানুপ্রাসপ্রসাদাদি-
গুণ-যুক্তত্বম্) ইতি চিত্রপদা ॥

অন্বয়। যত্র (ক্ষুদ্রগীতে) কেবলং পদমাত্রেণ বৈচিত্র্যং দৃশ্যতে, ধাত্বাদৌ বিচিত্রত্বং ন (ভবেৎ) সা চিত্রপদা ইতি (নাম্না) জ্ঞেয়া ॥ ৩০০৬ ॥

অনুবাদ। যে ক্ষুদ্রগীতে কেবল পদের বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়, ধাতুপ্রভৃতির বিচিত্রতা নাই তাহাকে, চিত্রপদা-নামে জানিবে। (এস্থলে পদবৈচিত্র্যশব্দে কোমল অনুপ্রাস ও প্রসাদাদিগুণবিশিষ্টতা বুঝিতে হইবে) ॥ ইতি চিত্রপদা ॥

অথ চিত্রকলা—

চিত্রকলা—ধ্রুবে মাত্রা ন্যূন, অন্য সম।
পাদত্রয়-অষ্টাবধি—এ গীত-নিয়ম ॥ ৩০০৭ ॥

তথাহি—

উদ্‌গ্রাহাভোগয়োর্মাত্রা সমা ন্যূনা ধ্রুবে যদি।
ত্র্যাদ্যাষ্টাবধিপাদাঢ্যা জ্ঞেয়া চিত্রকলা হি সা ॥৩০০৮॥

অন্বয়। যদি উদ্‌গ্রাহাভোগয়োঃ মাত্রা সমা, ধ্রুবে ন্যূনা (স্যাৎ), (তথা) ত্র্যাদ্যাষ্টাবধিপাদাঢ্যা (ত্রিভিরারভ্য অষ্টাভিঃ পাদৈঃ যুক্তা স্যাৎ) সা হি চিত্রকলা জ্ঞেয়া ॥৩০০৮॥

অনুবাদ। যদি উদ্‌গ্রাহ ও আভোগে মাত্রা সমান, কিন্তু ধ্রুবপদে ন্যূন হয় এবং তিন হইতে আট পর্য্যন্ত পাদ-সংখ্যা হয়, তাহাকে চিত্রকলা বলিয়া জানিবে ॥ ৩০০৮ ॥

ধ্রুবপদাদি-লক্ষণ সর্ব্বত্র বিদিত।
ভাষা, সংস্কৃতে গায় নানাবিধ গীত ॥ ৩০০৯ ॥
গীত সংস্কৃত-ভাষাদি প্রসিদ্ধ হয়।
দিব্যাদি-প্রকার সঙ্গীতজ্ঞ নিরূপয় ॥ ৩০১০ ॥

তদুক্তম্—

দিব্যঞ্চ মানুষঞ্চৈব গীতং স্যাদ্দিব্যমানুষম্।
দিব্যং সংস্কৃতসম্পন্নং মানুষং প্রাকৃতোত্থিতম্ ॥৩০১১॥
সংস্কৃত-প্রাকৃতোত্থঞ্চ দিব্যমানুষমুচ্যতে।
কেচিদ্দেশবিশেষোত্থভাষয়া মানুষং বিদুঃ ॥ ৩০১২ ॥
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাদ্যা দেশভাষাদিহেতবঃ।
যেষু যেষু চ দেশেষু যা ভাষাশ্চৈকবল্লভাঃ।
তাস্তু তত্তজ্জনালাপাদাহৃত্য প্রতিযোজয়েৎ ॥ ৩০১৩॥

অন্বয়। গীতং দিব্যং, মানুষং, দিব্যমানুষঞ্চ (ইতি ত্রিপ্রকারং ভবতি)। সংস্কৃতসম্পন্নং (সংস্কৃতভাষয়া নিবদ্ধং যদ্‌গীতং তৎ) দিব্যং (কথ্যতে), প্রাকৃতোত্থিতং (প্রাকৃত-ভাষয়া নিবদ্ধং গীতং) মানুষং (উচ্যতে), সংস্কৃতপ্রাকৃতোত্থং (সংস্কৃতেন প্রাকৃতেন চ নিবদ্ধং গীতং) দিব্যমানুষম্ উচ্যতে। কেচিৎ (সঙ্গীতজ্ঞাঃ) দেশবিশেষোত্থভাষয়া (দেশবিশেষজাত-ভাষয়া নিবদ্ধং গীতং) মানুষং বিদুঃ (কথয়ন্তি) অঙ্গবঙ্গ-কলিঙ্গাদ্যাঃ (অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গপ্রভৃতয়ো দেশাঃ) দেশভাষাদি-হেতবঃ (দেশভাষাদেরুৎপত্তিস্থানং ভবন্তি)। যেষু যেষু চ দেশেষু যাঃ ভাষাঃ একবল্লভাঃ (একান্ত-প্রিয়াঃ অর্থাৎ প্রচলিতাঃ ভবন্তি) তত্তজ্জনালাপাৎ (তত্তদ্দেশবাসিজনৈরালাপ-ক্রমেণ) তাঃ (ভাষাঃ) আহৃত্য (জ্ঞাত্বা গীতেষু) প্রতিযোজয়েৎ ॥

অনুবাদ। গীত—দিব্য, মানুষ ও দিব্য-মানুষ, এই তিন প্রকার। সংস্কৃতভাষায় রচিত গীত—দিব্য; প্রাকৃতভাষায় রচিত গীত—মানুষ; সংস্কৃত-প্রাকৃত-মিশ্রিত ভাষায় রচিত গীত—দিব্য-মানুষ। কেহ কেহ দেশবিশেষজাত ভাষায় রচিত গীতকে 'মানুষ' বলিয়া থাকেন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ দেশী ভাষার উৎপত্তিস্থল। যে যে দেশে যে ভাষা সকলের বিশেষ প্রিয়, তাহা সেই সেই দেশবাসী লোকের কথা হইতে সংগ্রহ করিয়া গীতে সংযোজন করিবে ॥ ৩০১১-১৩ ॥

কেহ গীত রচনাদি-বিশেষ নিরূপয়।
সম, অর্দ্ধসম, বিষমাখ্যা ভেদত্রয় ॥ ৩০১৪ ॥

তথাহি কোহলীয়ে—

সমমর্দ্ধসমঞ্চেতি বিষমং গীতকং ত্রিধা।
পাদৈঃ সমানমাত্রৈস্তু চতুর্ভিঃ সমমুচ্যতে ॥ ৩০১৫ ॥
তৃতীয়প্রথমৌ পাদৌ সমৌ তু দ্বি-চতুর্থকৌ।
জায়েতে যস্য গীতস্য তদর্দ্ধসমমীরিতম্ ॥ ৩০১৬ ॥
চত্বারোঽপি পৃথক্ পাদা যস্য মাত্রানুসংখ্যয়া।
তদ্‌গীতং বিষমং প্রাহুর্মুনয়ো ভরতাদয়ঃ ॥ ৩০১৭ ॥

অন্বয়। গীতকং (গীতং) সমং অর্দ্ধসমং বিষমং চ ইতি ত্রিধা (ত্রিবিধং ভবতি)। সমানমাত্রৈঃ (সমান-সংখ্যক-মাত্রাবিশিষ্টৈঃ) চতুর্ভিঃ পাদৈঃ (যদ্‌গীতং তৎ) সমম্ উচ্যতে। যস্য গীতস্য তৃতীয়প্রথমৌ দ্বিচতুর্থকৌ তুঃ (চ) পাদৌ সমৌ জায়েতে তদ্ (গীতং) অর্দ্ধসমম্ ঈরিতম্। যস্য (গীতস্য) চত্বারঃ পাদাঃ অপি (এব) মাত্রানুসংখ্যয়া (মাত্রাসংখ্যানেন) পৃথক্ (ভবন্তি) তদ্‌গীতং ভরতাদয়ঃ মুনয়ঃ বিষমং প্রাহুঃ (কথয়ন্তি) ॥

অনুবাদ। কোহলীয়ে—সম, অর্দ্ধসম ও বিষম—এই ভাবে গীত ত্রিবিধ। সমান মাত্রাযুক্ত চারি চরণে গীতের 'সম'-সংজ্ঞা হয়। যে গীতের প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ সমান তাহাকে 'অর্দ্ধসম' কহে। যাহার চারি চরণই মাত্রাসংখ্যায় পৃথক্ পৃথক্ হয়, ভরতাদি মুনিগণ তাহাকে 'বিষম' কহিয়া থাকেন ॥ ৩০১৫-১৭ ॥

গীতে যে বিশেষ আর অন্যে কি জানয়।
শ্রীরাসবিলাসে কৃষ্ণ সব প্রকাশয় ॥ ৩০১৮ ॥
সখীগণ-গানে কৃষ্ণ উল্লসিত মনে।
কত প্রশংসিয়া আলিঙ্গয়ে সখীগণে ॥ ৩০১৯ ॥
সখী-আলিঙ্গনে রাধিকার মহাসুখ।
আনে কি জানিবে—গীতে বাঢ়ে যে কৌতুক ॥৩০২০॥
কহিতে কি—গীত-গুণ বহুবিধ হয়।
যে সকল শ্রীরাসমণ্ডলে বিলসয় ॥ ৩০২১ ॥

অথ গীতগুণাঃ—

গীত-গুণ গীতজ্ঞ এ করিলা প্রচার।
গ্রহ, লয়, যতি, মান বিচিত্র প্রকার ॥ ৩০২২ ॥
ধাতু-পুনরুক্তভাত্র, এ নবনবতা।
মাতুবাক্যে নৈকার্থতা, রাগ—সুরম্যতা ॥ ৩০২৩ ॥
গমক, অর্থ-নৈর্ম্মল্য, তেন্না, পাঠ, স্বর।
বিবিধ আকারে সংযোজন মনোহর ॥ ৩০২৪ ॥
গীতগুণ জান এই গ্রহাদিক নয়।
ইথে আর বিবিধ প্রকার ভেদ হয় ॥ ৩০২৫ ॥

তথাহি—

গীতস্যাথ গুণাগ্রহো লয়যতী মানস্য বৈচিত্র্যকং
স্যাদ্ধাতোঃ পুনরুক্ততা নবনবত্বং চেতি নৈকার্থতা।
মাতো রাগসুরম্যতাথ গমকশ্চার্থস্য নৈর্ম্মল্যকং
তেন্নানাং স্বরপাঠয়োশ্চ বিবিধাকারেণ সংযোজনম্ ॥

অন্বয়। অথ গীতস্য গুণাঃ (কথ্যন্তে)—গ্রহঃ, লয়যতী (লয়শ্চ যতিশ্চ) মানস্য বৈচিত্র্যকং (বিচিত্রতা), ধাতোঃ (ষড়্‌জাদেঃ) পুনরুক্ততা, নবনবত্বং চ, মাতো নৈকার্থতা, রাগসুরম্যতা, গমকঃ চ, অর্থস্য নৈর্ম্মল্যকং (নির্ম্মলতা), তেন্নানাং স্বরপাঠয়োঃ (স্বরস্য পাঠস্য) চ বিবিধাকারেণ (নানাভাবেন) সংযোজনঞ্চেতি ॥ ৩০২৬ ॥

অনুবাদ। অনন্তর গীতের গুণ কথিত হইতেছে। যথা—গ্রহ, লয়, যতি, বিচিত্র মান, ধাতুর পুনরুক্তি, নবনবতা, মাতুর অনেকার্থতা, রাগের সুরম্যতা, গমক, অর্থের বিশুদ্ধতা, তেন্না, পাঠ ও স্বরের বিবিধভাবে সংযোজন॥৩০২৬॥

কিঞ্চ—

এষু সর্ব্বেষ্বপি গুণেষ্বাবশ্যকতমস্ত্বিদম্।
গুণালঙ্কাররসবদ্বাক্যস্য গ্রহণন্তু যৎ ॥ ৩০২৭ ॥

অন্বয়। এষু (পূর্ব্বোক্তেষু) সর্ব্বেষু অপি গুণেষু (মধ্যে) ইদং তু আবশ্যকতমং (অবশ্যসম্পাদ্যতমং) যৎ গুণালঙ্কাররসবদ্বাক্যস্য (গুণাদিযুক্তস্য বাক্যস্য) গ্রহণং (সন্নিবেশনম্) ॥ ৩০২৭ ॥

অনুবাদ। গুণ-অলঙ্কার-রসযুক্ত বাক্যের সমাবেশ বিধান ইহাই পূর্ব্বোক্ত সকল গুণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক ॥ ৩০২৭ ॥

গ্রহাদি-যতেক গুণ কৈল নিরূপণ।
ইহা নানা প্রকারে বিস্তারে বিজ্ঞগণ ॥ ৩০২৮ ॥

তত্র গ্রহমাহ—

গ্রহ—অনাগত, সম, অতীত—এ ত্রয়।
অনাগত-গ্রহাদি—এ সংজ্ঞা তিন হয় ॥ ৩০২৯ ॥

তথাহি—

তালো গীতগতেঃ সাম্যকারী তস্য গ্রহাস্ত্রয়ঃ।
অনাগত-সমাতীত-সংজ্ঞাঃ সর্ব্বত্র তে মতাঃ ॥ ৩০৩০ ॥

অন্বয়। তালঃ গীতগতেঃ(গানবিস্তারস্য) সাম্যকারী। তস্য (তালস্য) ত্রয়ঃ গ্রহাঃ (ভবন্তি)। তে (গ্রহাঃ) সর্ব্বত্র (সর্ব্বশাস্ত্রেষু) অনাগত-সমাতীত-সংজ্ঞাঃ (অনাগতাদিনামানঃ) মতাঃ ॥ ৩০৩০ ॥

অনুবাদ। তাল গানের গতির সমতাবিধানকারক। তাহার তিনটী 'গ্রহ'। তাহারা সকল গীতশাস্ত্রে অনাগত-অতীত-সম নামে অভিহিত ॥ ৩০৩০ ॥

অনাগতমাহ—

গীতারম্ভপূর্ব্বে তাল গ্রহণ হইলে।
'অনাগত' গ্রহ-সংজ্ঞা কহয়ে সকলে ॥ ৩০৩১ ॥

তথাহি—

গীতারম্ভাদ্ যদা পূর্ব্বং সমুচ্চার্য্যাক্ষরদ্বয়ম্।
তালস্য ন্যসনমুক্তস্তদৈবানাগতগ্রহঃ ॥ ৩০৩২ ॥

অন্বয়। যদা গীতারম্ভাৎ পূর্ব্বং অক্ষরদ্বয়ং সমুচ্চার্য্য তালস্য ন্যসনং (স্থাপনং ভবেৎ) তদা অনাগতগ্রহ উক্তঃ ॥

অনুবাদ। যখন গীতারম্ভের পূর্ব্বে দুইটী অক্ষর উচ্চারণ করিয়া তালের স্থাপন হয়, তখনই অনাগত-গ্রহ কথিত হয়। ॥ ৩০৩২ ॥

(অত্র গীতাদৌ যদক্ষরমধিকং গৃহ্যতে তদনাগতং তালাভ্যন্তরে কদাপি ন প্রবিষ্টমিত্যর্থঃ) ॥ ৩০৩৩ ॥

অনুবাদ। (এ স্থলে গীতের আদিতে যে অক্ষর অধিক উচ্চারিত হয়, তাহা 'অনাগত'। অর্থাৎ তাহা তালমধ্যে কখনও গৃহীত হয় না) ॥ ৩০৩৩ ॥

সমগ্রহ—

সমকালোদ্ভবতাল গীত যদি হয়।
তবে তার 'সমগ্রহ'-সংজ্ঞা বিজ্ঞে কয় ॥ ৩০৩৪ ॥

তথাহি—

গীতোচ্চারণমাত্রেণ যদা তালস্য সঙ্গতিঃ।
তদা সমগ্রহঃ প্রোক্তঃ সমকালসমুদ্ভবাৎ ॥ ৩০৩৫ ॥

অন্বয়। যদা গীতোচ্চারণমাত্রেণ (গীতোচ্চারণসমকাল এব) তালস্য সঙ্গতিঃ (যুগপদ্‌গতিঃ ভবতি) তদা সমকাল-সমুদ্ভবাৎ (সমকালে উদয়াদ্ধেতোঃ) সমগ্রহঃ প্রোক্তঃ ॥ ৩০৩৫॥

অনুবাদ। যখন গীতের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তালের সঙ্গতি হয় তখন সমকালে উদয়হেতু 'সমগ্রহ' কথিত হয় ॥ ৩০৩৫ ॥

অতীতগ্রহ—

ঐছে অতীত গ্রহ, প্রকার বহু ইথে।
সঙ্গীতজ্ঞগণ প্রকাশিল নানা মতে ॥ ৩০৩৬ ॥

তথাহি—

কলা যা তু পতিষ্যতি পশ্চাৎ তাং প্রথমে যদি।
বিন্যস্য গৃহ্যতে তালস্তদা তালগ্রহঃ স্মৃতঃ ॥ ৩০৩৭ ॥

অন্বয়। যা তু কলা (তালস্যেত্যর্থঃ) পশ্চাৎ পতিষ্যতি তাং (কলাং) প্রথমে বিন্যস্য যদি তালঃ গীয়তে তদা তালগ্রহঃ স্মৃতঃ ॥ ৩০৩৭ ॥

অনুবাদ। তালের যে অংশ পরে পড়িবে, যদি তাহা পূর্ব্বে স্থাপন করিয়া তাল গৃহীত হয়, তখন 'তালগ্রহ' হয় ॥ ৩০৩৭ ॥

অথ লয়ঃ—

লয়—গ্রহাদিকক্রিয়া সমতা সুগীতে।
দ্রুত-বিলম্বিত-মধ্য—ভেদত্রয় ইথে ॥ ৩০৩৮ ॥

তথাহি—

গীতবাদ্যপদন্যাসক্রিয়াণাং সমতা মিথঃ।
তথা ক্রিয়াতালয়োর্ব্বা লয় ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥
ইতি বাচস্পতিঃ ॥ ৩০৩৯ ॥

অন্বয়। গীতবাদ্যপদন্যাসক্রিয়াণাং (গীতস্য বাদ্যস্য চ পদস্থাপনক্রিয়াণাং) তথা ক্রিয়াতালয়োঃ বা মিথঃ সমতা লয়ঃ (স্যাৎ) ইতি বুধৈঃ উচ্যতে ॥ ৩০৩৯ ॥

অনুবাদ। বাচস্পতি বলেন—গীত ও বাদ্যের পদস্থাপন-কার্য্যের, তদ্রূপ ক্রিয়া ও তালের পরস্পর সমতা—লয়,—পণ্ডিতগণ এইরূপ বলেন ॥ ৩০৩৯ ॥

হরিনায়কস্তু—

ক্রিয়ান্তরেণ বিশ্রান্তির্লয় ইত্যভিধীয়তে।
স ত্রিধা কথিতঃ প্রাজ্ঞৈর্দ্রুতো মধ্যো বিলম্বিতঃ ॥৩০৪০॥
একমাত্রো দ্রুতো মধ্যো বিশ্রান্তির্দ্বিগুণাদ্দ্রুতাৎ ॥
বিলম্বিতস্তু দ্বিগুণঃ সর্ব্বেঽমী সর্ব্বতালগাঃ ॥ ৩০৪১ ॥

অন্বয়। ক্রিয়ান্তরেণ (গানক্রিয়ায়াঃ অবসরেণ) বিশ্রান্তিঃ লয় ইতি অভিধীয়তে। সঃ (লয়ঃ) ত্রিধা কথিতঃ প্রাজ্ঞৈঃ দ্রুতঃ মধ্যঃ বিলম্বিতঃ (ইতি)। একমাত্রঃ দ্রুতঃ (ভবতি), বিশ্রান্তিদ্বিগুণাৎ মধ্যঃ (ভবতি) দ্রুতাৎ দ্বিগুণস্তু বিলম্বিতঃ (স্যাৎ)। সর্ব্বে অমী (লয়াঃ) সর্ব্বতালগাঃ (সর্ব্বতালেষু গৃহীতাঃ) ॥ ৩০৪০-৪১ ॥

অনুবাদ। হরিনায়ক বলেন—গানক্রিয়ার মধ্যে বিশ্রামকে লয় বলেন। দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত-ভেদে উহা তিন প্রকার বলিয়া প্রাজ্ঞগণ বলেন। দ্রুতলয়ের একমাত্রা, দ্বিগুণ বিশ্রামে মধ্য লয়, দ্রুতের দ্বিগুণে বিলম্বিত-লয়। এই সকল লয় সকল তালেই—অবস্থিত ॥ ৩০৪০-৪১ ॥

কেহ তাল নিরূপণ করয়ে ইহাতে।
লয়—গানবিশেষরূপত্ব সর্ব্বমতে ॥ ৩০৪২ ॥

যতিমাহ—

লয়প্রবর্ত্তনের নিয়ম 'যতি' হয়।
স্রোতোবহা, সমা, গোপুচ্ছিকা— ভেদত্রয় ॥ ৩০৪৩ ॥
বিশ্রাম-বিশেষ—এ তিনেতে নিরূপণ।
ইথে নানা প্রকার বিস্তারে বিজ্ঞগণ ॥ ৩০৪৪ ॥

তথাহি—

লয়প্রবর্ত্তনস্যৈব নিয়মো হি যতির্ভবেৎ।
স্রোতোবহা সমা গোপুচ্ছিকেতি ত্রিবিধৈব সা ॥৩০৪৫॥

অন্বয়। লয়প্রবর্ত্তনস্য (লয়স্থাপনস্য) হি নিয়মঃ এব যতিঃ ভবেৎ। স্রোতোবহা, সমা, গোপুচ্ছিকা ইতি সা (যতিঃ) ত্রিবিধা এব (ত্রিবিধা ভবতি) ॥ ৩০৪৫ ॥

অনুবাদ। লয়প্রবর্তনের নিয়মই 'যতি'। স্রোতোবহা, সমা ও গোপুচ্ছিকা—এই তিন প্রকারই যতি হয়। ৩০৪৫ ॥

স্রোতোবহা, সমা, গোপুচ্ছিকা যতিত্রয়।
লক্ষণ সুগম জান—শাস্ত্রে বিস্তারয় ॥ ৩০৪৬ ॥

মানমাহ—

বিশ্রান্তিকারিণী তালক্রিয়া 'মান' কয়।
এ 'আবর্ত্ত-বর্দ্ধমান'—সংজ্ঞা এক হয় ॥ ৩০৪৭ ॥
দ্বিতীয়—'আবর্ত্ত-হীয়মানাখ্য' নির্দ্ধার।
এ দ্বয়-লক্ষণ জান সুগম প্রকার ॥ ৩০৪৮ ॥

তথাহি—

বিশ্রান্তিকারিণী তালক্রিয়া মানমিহোচ্যতে।
তালবিশ্রামকারিত্বান্মানং তালসমাপ্তিকৃৎ ॥ ৩০৪৯ ॥
তচ্চেদ্ধ্রুবে দ্বিতীয়ায়াং কলায়াং নিপতেত্তদা।
আবর্ত্তো বর্দ্ধমানাখ্যস্তালো তালজ্ঞসম্মতঃ ॥ ৩০৫০ ॥
মানং ধ্রুবে অন্তিমায়াং কলায়াং নিপতেদ্ যদা।
আবর্ত্তো হীয়মানাখ্যস্তদা প্রোক্তো মনীষিভিঃ ॥ ৩০৫১ ॥

অন্বয়। ইহ (সঙ্গীতশাস্ত্রে) বিশ্রান্তিকারিণী তালক্রিয়া (তালস্য কার্য্যং) মানম্ উচ্যতে। তালবিশ্রামকারিত্বাৎ মানং তালসমাপ্তিকৃৎ (ভবতি)। তৎ (মানং) চেৎ ধ্রুবে দ্বিতীয়ায়াং কলায়াং (দ্বিতীয়াংশে) নিপতেৎ তদা তালঃ তালজ্ঞসম্মতঃ বর্দ্ধমানাখ্য আবর্ত্তঃ (স্যাৎ)। মানং যদা ধ্রুবে অন্তিমায়াং কলায়াং (শেষাংশে) নিপতেৎ তদা মনীষিভিঃ হীয়মানাখ্য আবর্ত্তঃ প্রোক্তঃ ॥ ৩০৪৯-৫১ ॥

অনুবাদ। সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশ্রান্তিকারিণী তালক্রিয়াকে মান কহে। তালের বিশ্রামকারক বলিয়া মান তালের সমাপ্তিজ্ঞাপক। যখন মান ধ্রুবপদে দ্বিতীয় কলায় পড়ে তখন সেই তালের তালজ্ঞসম্মত 'বর্দ্ধমান আবর্ত্ত' সংজ্ঞা হয়। যখন মান ধ্রুবপদে শেষ কলায় পড়ে, তখন মনীষিগণ উহাকে 'হীয়মান আবর্ত্ত' বলিয়া থাকেন ॥

অথ ধাতোঃ পুনরুক্ততা—

ধাতু-পুনরুক্ততা-প্রকার কহে ভব্য।
গীত-অবয়ব পুনঃ পুনঃ গান নব্য ॥ ৩০৫২ ॥

মাতোর্বাক্যস্য নৈকার্থতা—

মাতুবাক্য-নৈকার্থতা ঐছে নিরূপয়।
একার্থবাক্যভঙ্গিতে প্রয়োগ না হয় ॥ ৩০৫৩ ॥
ধাতু-মাতু লক্ষণ পূর্ব্বেই জানাইল।
সুগম প্রকার—তেঞি বিস্তার নহিল ॥ ৩০৫৪ ॥

রাগস্থরম্যতামাহ—

রাগস্থরম্যতা ব্যক্ত বহু দুঃখ নাশে।
কর্ণপ্রিয় আদি গুণ রাগজ্ঞ প্রকাশে ॥ ৩০৫৫ ॥

তথাহি—

কর্ণপ্রিয়ং যতিস্থং স্যাদ্ভঙ্গাযুক্তং সুখাবহম্।
মন্দ্রমধ্যমতারাঢ্যং রাগরম্যত্বমীহিতম্ ॥ ৩০৫৬ ॥

অনুবাদ। কর্ণপ্রিয়, যতিস্থ, ভঙ্গযুক্ত, সুখাবহ, মন্দ্র-মধ্যম-তারাঢ্য—এই সকল রাগরম্যতার গুণ। ২০৫৬॥

গমকমাহ—

স্বরের কম্পন গমক স্বরূপ হয়।
শ্রোতাগণ-চিত্তে অতি সুখ উপজয় ॥ ৩০৫৭ ॥
গমকের ভেদ পঞ্চদশ পরকার।
তিরিপাদি-ক্রমে সব লক্ষণ প্রচার ॥ ৩০৫৮ ॥

তথাহি—

স্বরস্য কম্পো গমকঃ শ্রোতৃচিত্তসুখাবহঃ।
তস্য প্রভেদস্তিরিপঃ স্ফুরিতঃ কম্পিতস্তথা ॥ ৩০৫৯ ॥
লীন আন্দোলিত-বলি-ত্রিভিন্ন-কুরুলাহতাঃ।
উল্লাসিতঃ প্লাবিতশ্চ হুম্ফিতো মুদ্রিতস্তথা ॥
নামিতো মিশ্রিতঃ পঞ্চদশেতি পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩০৬০ ॥

অনুবাদ। শ্রোতৃবর্গের চিত্তের আনন্দপ্রদ স্বরের কম্পন—'গমক'। তাহার পঞ্চদশ প্রকার ভেদ কথিত আছে; যথা—তিরিপ, স্ফুরিত, কম্পিত, লীন, আন্দোলিত বলি, ত্রিভিন্ন, কুরুল, আহত, উল্লাসিত, প্লাবিত, হুম্ফিত, মুদ্রিত, নামিত, মিশ্রিত ॥ ৩০৫৯ ৬০ ॥

এষাং লক্ষণমাহ—

লঘিষ্ঠ-ডমরুধ্বনিকম্পানুকৃতি-সুন্দরঃ।
দ্রুততুর্য্যাংশবেগেন তিরিপঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩০৬১ ॥
বেগে দ্রুততৃতীয়াংশনির্ম্মিতে স্ফুরিতো মতঃ।
দ্রুতার্দ্ধমানগানেন কম্পিতং গমকং বিদুঃ ॥ ৩০৬২ ॥
লীনস্তু দ্রুতবেগেনান্দোলিতো লঘুবেগতঃ।
বলির্বিবিধবক্রত্বযুক্তো রাগবশাদ্ভবেৎ ॥ ৩০৬৩ ॥

ত্রিভিন্নস্ত্র ত্রিষু স্থানেম্ববিশ্রান্তঘনস্বরঃ।
কুবলো বলিরেব স্যাৎ গ্রন্থিলঃ কণ্ঠকোমলঃ ॥ ৩০৬৪ ॥
স্বরমগ্রিমমাহত্য নিবৃত্তস্থাহতো মতঃ।
উন্নামিতঃ স তু প্রোক্তো যঃ স্বরাহুত্তরোত্তরান্ ॥৩০৬৫॥
ক্রমাদ্‌গচ্ছেৎ প্লাবিতস্ত প্লুতগানেন কম্পনম্।
হৃদয়ঙ্গমহুঙ্কারগর্ভিতো হুঙ্কতো মতঃ ॥ ৩০৬৬ ॥
মুখমুদ্রণসম্ভূতো মুদ্রিতো গমকো ভবেৎ।
স্বরাণাং নমনাদুক্তো নামিতো ধ্বনিবেদিভিঃ ॥৩০৬৭॥
এতেষাং মিলনান্মিশ্রস্তস্য স্যুঃ ভূরয়ো ভিদাঃ।
নোক্তাঃ প্রয়োগানর্হত্বাদজ্ঞেয়ত্বাচ্চ তে ময়া ॥৩০৬৮॥

অন্বয়। লঘিষ্ঠডমরুধ্বনিকম্পানুকৃতিসুন্দরঃ (লঘুতমস্য ডমরুধ্বনিকম্পস্য অনুকরণেন সুন্দরঃ) দ্রুততুর্য্যাংশবেগেন (দ্রুতস্য চতুর্থাংশবেগেন) তিরিপঃ (গমকঃ) পরিকীর্ত্তিতঃ। দ্রুততৃতীয়াংশনির্ম্মিতে (দ্রুতস্য তৃতীয়াংশকৃতে) বেগে স্ফুরিতঃ (গমকঃ) মতঃ। দ্রুতার্দ্ধমানগানেন (দ্রুতস্য অর্দ্ধমানেন গানেন) কম্পিতং গমকং বিদুঃ (কথয়ন্তি)। দ্রুতবেগেন (দ্রুতস্যৈব বেগেন) নীলঃ (গমকঃ), লঘুবেগতঃ (লঘোঃ বেগেন) আন্দোলিতঃ (গমকঃ), রাগবশাৎ বিবিধবক্রত্বযুক্তঃ বলিঃ (গমকঃ) ভবেৎ। ত্রিষু ভিন্নস্থানেষু অবিশ্রান্তঘনস্বরঃ ত্রিভিন্নঃ (গমকো ভবতি)। গ্রন্থিলঃ (গ্রন্থিযুক্তঃ) কণ্ঠকোমলঃ (কোমলকণ্ঠেন) বলিঃ এব কুবলঃ স্যাৎ। অগ্রিমং (পূর্ব্বস্থং) স্বরম্ আহত্য নিবৃত্তঃ (যঃ সঃ) আহতঃ (গমকঃ) মতঃ। যঃ তু উত্তরোত্তরান্ স্বরান্ ক্রমাৎ গচ্ছেৎ স উন্নামিতঃ প্রোক্তঃ। প্লুতগানেন কম্পনং প্লাবিতঃ (গমকো ভবেৎ) হৃদয়ঙ্গমহুঙ্কারগর্ভিতঃ (মনোজ্ঞেন হুঙ্কারেণ পূর্ণঃ) হুঙ্কতঃ (গমকঃ) মতঃ। মুখমুদ্রণসম্ভূতঃ (মুখং সম্মীল্য উদ্ভূতঃ যঃ সঃ) মুদ্রিতঃ (গমকঃ) ভবেৎ। স্বরণাং নমনাৎ (হ্রস্বীকরণাৎ) ধ্বনিবেদিভিঃ নামিতঃ (গমকঃ) উক্তঃ। এতেষাং মিলনাৎ মিশ্রঃ (গমকো ভবতি) তস্য (মিশ্রস্য) ভূরয়ঃ ভিদাঃ স্যুঃ। তে (ভেদাঃ) প্রয়োগানর্হত্বাৎ (প্রয়োগে অযোগ্যত্বাৎ) অজ্ঞেয়ত্বাৎ (জ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ) চ ময়া ন উক্তাঃ ॥ ৩০৬১-৬৮ ॥

অনুবাদ। গমকসকলের লক্ষণ কথিত হইতেছে— ডমরুধ্বনির লঘুতম কম্পনের অনুকরণে সুন্দর এবং দ্রুতমাত্রার চতুর্থাংশবেগে তিরিপ-গমক হয়। দ্রুতমাত্রার তৃতীয়াংশে বেগ হইলে স্ফুরিত-গমক হয়। দ্রুতমাত্রার অর্দ্ধপরিমাণে গান হইলে উহাকে কম্পিত-গমক বলে। দ্রুতমাত্রায় বেগ হইলে নীল-গমক, লঘুমাত্রার বেগে আন্দোলিত-গমক হয়। রাগবশে নানাপ্রকার বক্রতাযুক্ত হইলে বলি-গমক হয়। তিনটি ভিন্ন স্থানে অবিশ্রান্ত ঘনভাবে স্বর হইলে ত্রিভিন্ন-গমক হয়। বলিগমক কোমল কণ্ঠে গ্রন্থিযুক্ত হইলে কুবল গমক হয়। পূর্ব্ব স্বরকে আঘাত করিয়া নিবৃত্ত হইলে আহত-গমক হয়। যে গমক উত্তরোত্তর স্বরসকলে ক্রমে সঞ্চরণ করে, তাহার নাম উন্নামিত-গমক। উচ্চগানে কম্পনকে প্লাবিত-গমক কহে। মনোজ্ঞ হুঙ্কার-গর্ভ গমকের নাম হুঙ্কত। মুখ বন্ধ করিয়া যাহার উদ্ভব, তাহা মুদ্রিত-গমক। স্বরের নীচুভাবে নামিত-গমক কথিত হয়। ইহাদের মিশ্রণে মিশ্রগমক হয়। মিশ্র-গমকের অনেক ভেদ আছে। তাহাদের প্রয়োগে অযোগ্যতা ও অজ্ঞেয়তাবশতঃ এস্থানে উল্লেখ হইল না ॥

এতদভ্যাসপ্রকারস্তু—

মাঘপৌষনিশায়াস্তু শেষপ্রহরমাত্রকে।
সাধকঃ সলিলে স্থিত্বা গমকান্ সাধয়েদিমান্ ॥ ৩০৬৯ ॥

অন্বয়। মাঘপৌষনিশায়াং শেষপ্রহরমাত্রকে (অবশিষ্টে সতি) সাধকঃ (গীতাভ্যাসকারী) সলিলে স্থিত্বা ইমান্ গমকান্ সাধয়েৎ ॥ ৩০৬৯ ॥

অনুবাদ। উক্ত গমকের অভ্যাস প্রকার এইরূপ— মাঘ ও পৌষ মাসের রাত্রিতে শেষ প্রহর মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে সাধক জলমধ্যে থাকিয়া এই সকল গমকের সাধন করিবে ॥ ৩০৬৯ ॥

অথার্থ নৈর্ম্মল্যং—

উচ্চারণে বাক্যের সকল বোধ হয়।
অদোষ রসযুক্তার্থ নৈর্ম্মল্য কহয় ॥ ৩০৭০ ॥

তথাহি—

উচ্চারণেন বাক্যস্য সম্যগর্থাববোধনম্।
সুখতাদোষরসযুগর্থ নৈর্ম্মলমেব তৎ ॥ ৩০৭১ ॥
তেনপাঠস্বরাণাঞ্চ বৈচিত্র্যেণ নিবেশনম্।
পাঠস্বরান্তে তেনস্য প্রয়োগো নাদিতঃ ক্বচিৎ ॥

অন্বয়। বাক্যস্য উচ্চারণেন সুখতাদোষরসযুক্ (সুখতা অদোষঃ রসশ্চ এতৈর্যুক্তং যৎ) সম্যক্ অর্থাববোধনং

(অর্থজ্ঞানং) তদেব অর্থ নৈর্ম্মল্যং (ভবতি)। (তত্রার্থ নৈর্ম্মল্যে) তেন-পাঠ-স্বরাণাং চ বৈচিত্র্যেণ (বিচিত্রভাবেন) নিবেশনং (সংস্থাপনং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ)। পাঠ-স্বরান্তে তেনস্য প্রয়োগঃ (কর্ত্তব্যঃ) ক্বচিৎ (কদাপি) ন আদিতঃ (প্রাক্ প্রয়োগো বিহিতঃ) ॥ ৩০৭১-৭২ ॥

অনুবাদ । বাক্যের উচ্চারণে স্পষ্টতা-অদোষ-রসযুক্ত সম্যক্ অর্থ-বোধ হইলে তাহাকে অর্থ নৈর্ম্মল্য কহে। তাহাতে তেন-পাঠ-স্বরের বিচিত্রভাবে সন্নিবেশ কর্ত্তব্য। পাঠ ও স্বরের পরে তেনের প্রয়োগ বিহিত, কখনও পূর্ব্বে নহে ॥ ৩৭১-৭২ ॥

গুণাদির অভাবে যে দোষ হয় গীতে।
তাহা কিছু জানো—এ বিস্তারে গীতজ্ঞেতে ॥৩০৭৩॥
তালহীনে রোগ, ধাতুহীনে ধনক্ষয়।
ধাতু-মাতু-পদ বিনা গীতে রিপু হয় ॥ ৩০৭৪ ॥

তথাহি—

তালহীনে কায়রোগো ধাতুহীনে ধনক্ষয়ঃ।
ধাতুমাতুপদং যত্র নাস্তি তদ্গীতকং রিপুঃ ॥ ৩০৭৫ ॥

অনুবাদ । তালহীনে কায়রোগ এবং ধাতুহীনে ধনক্ষয় হয়। যে গানে ধাতু-মাতু-পদ নাই সেই গীতকে রিপু কহে ॥ ৩০৭৫ ॥

অথ গীতদোষমাহ—

গীতে দোষ অনেক প্রকার কেহ কয়।
কেহ অল্পে বাণীস্খলনাদি নিরূপয় ॥ ৩০৭৬ ॥

তথাহি—

গীতেষু দোষাঃ স্খলনাদিবাণ্যা-
স্তালাপ্তভাবেন নিবন্ধনঞ্চ।
স্যুর্ধাতুমাত্রাদিহতিঃ কটুক্তী
রসাদিহানিঃ শ্রবণাপ্রিয়ত্বম্ ॥ ৩০৭৭ ॥
ইত্যাদিদোষা গীতেষু বহবো যদি সন্ত্যপি।
নোক্তাস্তে চেদ্গ্রহস্তেষাং গানে তত্তদ্বিলোক্যতাম্ ॥

অন্বয় । বাণ্যাঃ স্খলনাদিঃ (অক্ষরস্য শব্দস্য বা স্খলনং), তালাপ্তভাবেন (তালরাহিত্যেন) নিবন্ধনং (রচনা), ধাতুমাত্রাদিহতিঃ (ধাতুমাতুপ্রভৃতীনাং হীনতা) কটুক্তিঃ, রসাদিহানিঃ, শ্রবণাপ্রিয়ত্বং (শ্রবণকাকশ্যং) (এবমাদয়ঃ) দোষা গীতেষু স্যুঃ। যদ্যপি গীতেষু ইত্যাদিদোষাঃ (পূর্ব্বোক্তা দোষাঃ) বহবঃ সন্তি, তে ন উক্তাঃ। গানে তেষাং (দোষাণাং) গ্রহঃ (প্রকাশঃ) চেৎ ভবেৎ তৎ (তত্র) তৎ (দোষাদিকং) বিলোক্যতাম্ ॥

অনুবাদ । কথার স্খলন, তালরহিত ভাবে রচনা, ধাতুমাতুপ্রভৃতির অভাব, কটুক্তি, রসাদিহানি, শ্রুতিকর্কশতা প্রভৃতি গীতের দোষ। যদিও গীতে উক্ত বহু দোষ আছে, তথাপি তাহাদের বিশেষ উল্লেখ হইল না। গানে যদি তাহারা প্রকাশ পায় সেই স্থলে তাহা লক্ষ্য করিবে ॥

গীত গায় যে জন 'গায়ক' কহি তারে।
গায়ক-লক্ষণ ব্যক্ত বিবিধ প্রকারে ॥ ৩০৭৯ ॥

গায়কলক্ষণমাহ—

গায়ক ত্রিবিধ— উত্তম, মধ্যম, অধম।
এ তিন-লক্ষণ শাস্ত্রে কহয়ে সুগম ॥ ৩০৮০ ॥

তথাহি—

গায়কস্তু ত্রিধা প্রোক্ত উত্তমো মধ্যমোঽধমঃ।
মৃষ্টধ্বনিঃ সুশারীরো নানারাগপ্রভেদবিৎ ॥ ৩০৮১ ॥
গ্রহমানলয়োপেতস্তালজ্ঞো বিজিতশ্রমঃ।
ত্রিস্থানস্পর্শগমকেষ্বনায়াসলসদ্গতিঃ ॥ ৩০৮২ ॥
প্রবন্ধগানকুশলঃ সাবধানক্রিয়াপরঃ।
আয়ত্তকণ্ঠঃ স্থায়িজ্ঞো নির্দ্দোষো ধারণান্বিতঃ ॥ ৩০৮৩॥
উত্তমো মধ্যমঃ প্রোক্তো গুণৈঃ কতিপয়ৈরিতঃ।
গুণযুক্তোঽপি দোষাঢ্যো যস্তু সোঽধম উচ্যতে ॥৩০৮৪॥

অন্বয় । গায়কঃ তু উত্তমঃ মধ্যমঃ অধম ইতি ত্রিধা (ত্রিবিধঃ) প্রোক্তঃ। (যো হি) মৃষ্টধ্বনিঃ (শোধিতস্বরঃ) সুশারীরঃ (সুন্দরাবয়বঃ) নানারাগপ্রভেদবিৎ (বিবিধরাগ-ভেদজ্ঞঃ) গ্রহমানলয়োপেতঃ (অধিকৃতগ্রহমানলয়ঃ) তালজ্ঞঃ, বিজিতশ্রমঃ (অক্লান্তঃ) ত্রিস্থানস্পর্শগমকেষু (ত্রিভিন্নাদিগমকেষু) অনায়াসলসদ্গতিঃ (সহজসলীলগতিঃ) প্রবন্ধগানকুশলঃ, সাবধানক্রিয়াপরঃ (গানক্রিয়াসু প্রমাদরহিতঃ) আয়ত্তকণ্ঠঃ, স্থায়িজ্ঞঃ, নির্দ্দোষঃ, ধারণান্বিতঃ (মেধাবী সঃ) উত্তমঃ

(গায়কঃ)। ইতঃ (এষু মধ্যে) কতিপয়ৈঃ গুণৈঃ (লক্ষিতো গায়কঃ) মধ্যমঃ প্রোক্তঃ, গুণযুক্তঃ অপি দোষাঢ্যঃ (বহুদোষযুক্তঃ যঃ) স তু অধম উচ্যতে ॥ ৩৮১-৮৪ ॥

অনুবাদ ঃ গায়ক উত্তম মধ্যম ও অধম—এই তিন প্রকার। যে গায়ক মার্জ্জিতস্বর সুগঠিতদেহ, বিবিধ রাগিণীর ভেদজ্ঞাতা, গ্রহ মান-লয়ে অবিকার সম্পন্ন, তালজ্ঞ, ক্লান্তিরহিত, ত্রিভিন্নাদি গমকে সহজ ও সাবলীল গতিবিশিষ্ট, প্রবন্ধগানে নিপুণ, গানক্রিয়াতে সাবধান, আয়ত্তকণ্ঠ, স্থায়িজ্ঞ, দোষরহিত, মেধাবী—সে উত্তম। তন্মধ্যে কতিপয় গুণান্বিত গায়ক মধ্যম, গুণযুক্ত হইলেও বহুদোষসম্পন্ন গায়ক অধম ॥ ৩০৮১ ৮৪ ॥

শিক্ষাকারাদিক আর পঞ্চ পরকার।
শিক্ষায় নিপুণ—শিক্ষাকারাদি প্রচার ॥ ৩০৮৫ ॥

তথাহি—

শিক্ষাকারোঽনুকারশ্চ রসিকো রঞ্জকস্তথা।
ভাবকশ্চেতি গীতজ্ঞাঃ পঞ্চধা গায়নং জগুঃ ॥ ৩০৮৬ ॥

অন্যূনশিক্ষণে দক্ষঃ শিক্ষাকারো মতঃ সতাম্।
অনুকার ইতি প্রোক্তঃ পরভঙ্গ্যনুকারকঃ ॥ ৩০৮৭ ॥

রসাবিষ্টস্তু রসিকো রঞ্জকঃ শ্রোতৃরঞ্জকঃ।
গীতস্যাতিশয়াধানাদ্ভাবকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩০৮৮ ॥

অন্বয় ঃ শিক্ষাকারঃ, অনুকারঃ, রসিকঃ, তথা রঞ্জকঃ, ভাবকঃ চেতি পঞ্চধা (পঞ্চপ্রকারং) গায়নং (গায়কং) গীতজ্ঞাঃ (সঙ্গীততত্ত্বজ্ঞাঃ) জগুঃ (উক্তবন্তঃ)। অন্যূনশিক্ষণে (সমগ্রশিক্ষণে) দক্ষঃ (গায়কঃ) সতাং (সাধূনাং) শিক্ষাকারঃ মতঃ। পরভঙ্গ্যনুকারকঃ (পরভঙ্গীনাং অনুকরণকারী) অনুকার ইতি প্রোক্তঃ (কথ্যতে)। রসাবিষ্টঃ (রসমগ্নঃ গায়কঃ) তু রসিকঃ (পরিকীর্ত্তিতঃ), শ্রোতৃরঞ্জকঃ রঞ্জকঃ, গীতস্য অতিশয়াধানাৎ ভাবকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩০৮৬-৮৮ ॥

অনুবাদ ঃ গীতজ্ঞগণ পাঁচ প্রাকার গায়নের কথা বলিয়া থাকেন—শিক্ষাকার, অনুকার, রসিক, রঞ্জক ও ভাবক। সমগ্র শিক্ষাদানে দক্ষ গায়ক সর্ব্বসম্মত—শিক্ষাকার; পরের ভঙ্গির অনুকারী—অনুকার ; রসাবিষ্ট গায়ক—রসজ্ঞ ; শ্রোতৃগণের আনন্দবিধানকারী—রঞ্জক ; গীতের অধিক আদানহেতু—ভাবক ॥ ৩০৮৬ ৮৮ ॥

গায়ক ত্রিবিধ আর—কহে বিজ্ঞগণ।
এক, দ্বয়, বহুত্ব—এ সুগম লক্ষণ ॥ ৩০৮৯ ॥

তথাহি—

একলো যমলো বৃন্দো গায়কশ্চেতি স ত্রিধা।
এক এব তু যো গায়েদসাবেকলগায়নঃ ॥
স-দ্বিতীয়স্তু যমলঃ স-বৃন্দো বৃন্দগায়নঃ ॥ ৩০৯০ ॥

অনুবাদ ঃ অন্য প্রকারে গায়ক আবার তিন প্রকার—একল, যমল (যুগ্ম), বৃন্দ। যে একাকীই গান করে, সে 'একল' গায়ক; অপর একজনের সহিত গানকারী—যমল; বহুর সহিত গানকারী—'বৃন্দ' গায়ক ॥ ৩০৯০ ॥

গায়নদোষমাহ—

গায়কের দোষ হয় অনেক প্রকার।
ভয়, অব্যক্তপদাদি শাস্ত্রে সুপ্রচার ॥ ৩০৯১ ॥

তথাহি—

ভীতোঽব্যক্তপদঃ শিরোবিচলিতঃ ফূৎকারকো বিস্বরঃ
স্যাৎ সন্দৃষ্টরদো নিমীলনয়নো গ্রামাদ্যবস্থস্তথা।
গায়ন্ বক্রগলঃ স্বরাল্পবহুলঃ স্যাদ্রাগসংমিশ্রকঃ
কম্পাঙ্গোঽনবধানকো বিরসকৃৎ কাকস্বরঃ সত্বরঃ ॥
(কাকস্বরঃ ক্রূররব ইত্যর্থঃ)

অন্বয় ঃ ভীতঃ, অব্যক্তপদঃ (অস্পষ্টবাক্যঃ), শিরোবিচলিতঃ (শিরশ্চলিকঃ), ফূৎকারকঃ (ফুৎকারকারী), বিস্বরঃ (শুদ্ধস্বরাৎ স্খলিতঃ), সন্দৃষ্টরদঃ (দৃষ্টদন্তঃ), নিমীলনয়নঃ (নয়নে নিমীল্য গায়কঃ), গ্রামাদ্যবস্থঃ (সমারব্ধগ্রামে অস্থিরঃ) বক্রগলঃ, স্বরাল্পবহুলঃ (স্বরস্য দীর্ঘতাসংরক্ষণে অসমর্থঃ), রাগসংমিশ্রকঃ (রাগান্তরসংমিশ্রকারী) কম্পাঙ্গঃ, অনবধানকঃ (অন্যমনস্কঃ), বিরসকৃৎ, কাকস্বরঃ (কর্কশস্বরঃ) সত্বরঃ (দ্রুতগায়কঃ)—(এবং সদোষঃ) গায়ন্ স্যাৎ।

অনুবাদ ঃ গায়ক এইরূপ দোষযুক্ত হয়—ভীত, কথার অস্পষ্টতা, মস্তকসঞ্চালন, ফুৎকারযুক্ত, স্বরের বিকৃতি, দন্ত

দৃষ্ট হওয়া, চক্ষু মুদ্রিত করা, সমারব্ধগ্রামে স্থির থাকিতে না পারা, গলা বাঁকাইয়া গান, স্বরের হ্রস্বতা (দমের অল্পতা), এক রাগিণীর সহিত অন্য রাগিণীর মিশ্রণ, অঙ্গসঞ্চালন, অন্যমনস্কতা, বৈরস্যোৎপাদন, কর্কশস্বর, দ্রুততা ॥৩০৯২॥

কিঞ্চ—

বিতালকো গীততনুপ্রসারকঃ
করালকশ্ছাগগলোঽব্যবস্থিতঃ।
উৎফুল্লগণ্ডস্ত্বনুনাসিকঃ স্যা-
দেবং হি দুষ্টঃ কিল গায়নঃ স্যাৎ ॥ ৩০৯৩ ॥
সন্ত্যন্যে বহবো দোষা নোক্তা বিস্তরশঙ্কয়া।
গ্রন্থান্তরেভ্যস্তজ্‌জ্ঞেয়া অনুক্তা গানদোষকাঃ॥৩০৯৪

অন্বয়। বিতালকঃ (তালভঙ্গকারী), গীততনুপ্রসারকঃ (গীতদেহস্য দৈর্ঘ্যকারী), করালকঃ (ভয়ঙ্করাকারঃ), ছাগগলঃ (ছাগবৎ কণ্ঠধ্বনিযুক্তঃ), অব্যবস্থিতঃ (চঞ্চলঃ), উৎফুল্লগণ্ডঃ (গণ্ডস্ফীতিবিশিষ্টঃ), অনুনাসিকঃ—গায়নঃ কিল এবং (উক্তপ্রকারৈঃ) দুষ্টঃ (দোষযুক্) স্যাৎ। অন্যে চ বহবঃ দোষাঃ সন্তি,(তে) বিস্তরশঙ্কয়া ন উক্তাঃ। তৎ তে অনুক্তাঃ গানদোষকাঃ (গীতদোষাঃ) গ্রন্থান্তরেভ্যঃ জ্ঞেয়াঃ ॥৩০৯৩-৯৪

অনুবাদ। আরও—বেতালা, গানের মাত্রার দীর্ঘতাকারী, ভীষণাকার, ছাগবৎ কণ্ঠধ্বনিবিশিষ্ট, চঞ্চল, গণ্ড স্ফীত করিয়া গানকারী, নাকি-স্বরে গায়ক,—গায়ক এইরূপ দোষযুক্ত হয়। আরও বহুপ্রকার দোষ আছে, তাহা বাহুল্য-ভয়ে কথিত হইল না। অতএব অনুক্ত দোষসকল অন্য গ্রন্থ হইতে জানিবে ॥ ৩০৯৩-৯৪ ॥

রাগ যকারাদি আর যতেক প্রকার।
সঙ্গীতজ্ঞগণ তাহা করিলা বিস্তার ॥ ৩০৯৫ ॥
অপ্রাকৃত এ গীতাদি—নাহি দোষ-লেশ।
প্রসঙ্গে কহিল কিছু করিতে উদ্দেশ ॥ ৩০৯৬ ॥
গুণ-দোষ-রহিত কৃষ্ণ পুরুষ উত্তম।
যে করয়ে লীলা সেই সর্ব-মনোরম ॥ ৩০৯৭ ॥
অলোক পুরুষ সেই, লোকতুল্য লীলা।
দেখিয়া শুনিয়া গলে তৃণ-কাষ্ঠ-শিলা ॥ ৩০৯৮ ॥
যে সে কোনরূপে তাহা করয়ে বর্ণন।
দুঃসঙ্গ-বিমুক্ত হৈয়া পায় সে চরণ ॥ ৩০৯৯ ॥

ওহে শ্রীনিবাস! কি কহিব রাগ-রঙ্গে।
প্রকাশয়ে কৃষ্ণ সে-সকল প্রিয়াসঙ্গে ॥ ৩১০০ ॥
নাদ, শ্রুতি, স্বরাদি যতেক পরকার।
ভরতাদি মুনিও না পায় অন্ত তা'র ॥ ৩১০১ ॥
ব্রহ্মাদির পরম বিস্ময় জন্মে যা'তে।
হেন সে অদ্ভুত সব প্রকাশয়ে গীতে ॥ ৩১০২ ॥
সুসংস্কৃত নানা দেশ-ভাষা-গীতগণ।
গায়েন সে-সব রীতে করিয়া বর্ণন ॥ ৩১০৩ ॥
ক্ষণে একা গায়, ক্ষণে রাধিকা-সহিত।
কে বর্ণিতে পারে সে দোঁহার গান-রীত ॥ ৩১০৪ ॥
ক্ষণে ললিতাদি সখীগণের সহিতে।
গায়েন রাধিকা-কৃষ্ণ অদ্ভুত ভঙ্গিতে ॥ ৩১০৫ ॥
সে সকল কণ্ঠধ্বনি অমৃতের সার।
তাহে নানা গমকের অদ্ভুত সঞ্চার ॥ ৩১০৬ ॥
শুনিতে সে গান কেহ স্থির হৈতে নারে।
উপমার স্থান নাই ভুবন-ভিতরে ॥ ৩১০৭ ॥
যৈছে গান তৈছে নানা বাদ্য মহাশ্চর্য।
বাদ্যধ্বনি জগত্রয়ের হরে ধৈর্য ॥ ৩১০৮ ॥

অথ বাদ্যমাহ—

বাদ্যে গীত-তাল-শোভা, বাদ্যচতুষ্টয়।
তত, আনদ্ধ, শুষির, ঘনাখ্যা শাস্ত্রে কয় ॥ ৩১০৯ ॥
তত—বীণাদি, আনদ্ধ—মুরজাদি হ'ন।
বংশ্যাদি—শুষির, কাংস্যতালাদিক—ঘন ॥ ৩১১০ ॥

তথাহি—

ন বাদ্যেন বিনা যস্মাদ্ গীতং তালশ্চ শোভতে।
তস্মান্মাঙ্গল্যমস্মাভির্বাদ্যমত্র নিগদ্যতে ॥ ৩১১১ ॥
ততানদ্ধশুষিরাণি ঘনঞ্চেতি চতুর্বিধম্।
ততং বীণাদিকং বাদ্যমানদ্ধং মুরজাদিকম্।
বংশ্যাদিকন্তু শুষিরং কাংস্য-তালাদিকং ঘনম্ ॥৩১১২॥

অন্বয়। যস্মাৎ গীতং তালঃ চ বাদ্যেন বিনা ন শোভতে তস্মাৎ অত্র (শাস্ত্রে) অস্মাভিঃ মাঙ্গল্যং (মঙ্গলবিধায়কং) বাদ্যং নিগদ্যতে (কথ্যতে)। ততানদ্ধশুষিরাণি (ততম্ আনদ্ধং শুষিরং) ঘনং চ ইতি (বাদ্যং) চতুর্বিধং (ভবতি)। বীণাদিকং (তন্ত্রীযুক্তং) ততং (কথ্যতে), মুরজাদিকং

(মৃদঙ্গপ্রভৃতি চর্মাচ্ছাদিতং) আনদ্ধং, বংশ্যাদিকং (বংশী-প্রভৃতি সচ্ছিদ্রং ধমনেন বাদিতং) শুষিরং, কাংস্য-তালাদিকং (কাংস্য-করতাল-প্রভৃতি ধাতবানি বাদ্যানি) ঘনং (উচ্যতে) ॥ ৩১১১-১২ ॥

অনুবাদ। যেহেতু গীত এবং তাল বাদ্য ব্যতীত শোভা পায় না,অতএব এস্থলে মঙ্গলবিধায়ক বাদ্যের বিষয় কথিত হইতেছে। তত, আনদ্ধ, শুষির ও ঘন—এই চারিপ্রকার বাদ্য। বীণা প্রভৃতি তারের যন্ত্রকে 'তত', মুরজ প্রভৃতি চর্মের আবরণযুক্ত যন্ত্রকে 'আনদ্ধ', মুখবায়ুর দ্বারা বাদিত বংশী প্রভৃতিকে 'শুষির' এবং কাংস্য-করতাল প্রভৃতিকে 'ঘন' কহে ॥ ৩১১১-১২ ॥

শ্রীসঙ্গীতদামোদরে—

ততং শুষিরমানদ্ধং ঘনমিত্থং চতুর্বিধম্।
ততং তন্ত্রীগতং বাদ্যং বংশাদ্যং শুষিরং তথা।
চর্মাবনদ্ধমানদ্ধং ঘনং তালাদিকং মতম্ ॥ ৩১১৩ ॥

অনুবাদ। শ্রীসঙ্গীতদামোদরে—তত, শুষির, আনদ্ধ ও ঘন—এইরূপে বাদ্য চারিপ্রকার। তন্ত্রীগত বাদ্য—তত, বংশ প্রভৃতি—শুষির, চর্মাচ্ছাদিত—আনদ্ধ, তাল প্রভৃতি —ঘন বলিয়া কথিত ॥ ৩১১৩ ॥

নামমাত্র কিছু জানাইয়ে চতুষ্টয়ে।
সঙ্গীতজ্ঞ বাদ্যলক্ষণাদি প্রকাশয়ে ॥ ৩১১৪ ॥

ততং যথা—

তত-বাদ্য—অলাবনী, ব্রহ্মবীণা আর।
কিন্নরী, লঘুকিন্নরী আদি এ প্রচার ॥ ৩১১৫ ॥

তথাহি শ্রীসঙ্গীতদামোদরে—

অলাবনী ব্রহ্মবীণা কিন্নরী লঘুকিন্নরী।
বিপঞ্চী বল্লকী জ্যেষ্ঠা চিত্রা ঘোষবতী জয়া ॥৩১১৬ ॥
হস্তিকা কুব্জিকা কূর্মী শারঙ্গী পরিবাদিনী।
ত্রিশরী শতচন্দ্রী চ নকুলৌষ্ঠী চ কংসরী ॥ ৩১১৭ ॥
ঔড়ুম্বরী পিনাকী চ নিবদ্ধঃ পুষ্কলস্তথা।
গদাবারণহস্তশ্চ রুদ্রোঽথ শরমণ্ডলঃ।
কপিলাসো মধুস্যন্দী ঘোণেত্যাদি ততং ভবেৎ॥৩১১৮

অনুবাদ। শ্রীসঙ্গীতদামোদরে—অলাবনী, ব্রহ্মবীণা, কিন্নরী, লঘুকিন্নরী,বিপঞ্চী,বল্লকী,জ্যেষ্ঠা,চিত্রা,ঘোষবতী, জয়া, হস্তিকা, কুব্জিকা, কূর্মী, শারঙ্গী, পরিবাদিনী,ত্রিশরী, শতচন্দ্রী, নকুলৌষ্ঠী, কংসরী, ঔড়ুম্বরী, পিনাকী, নিবন্ধ, পুষ্কল, গদাবারণহস্ত, রুদ্রবীণা, শরমণ্ডল, কপিলাস, মধুস্যন্দী,ঘোণা প্রভৃতি তত বা তন্ত্রীযন্ত্রের বিবিধ প্রকার-ভেদ ॥ ৩১১৬-১৮ ॥

তথা চ—

অপরা কচ্ছপী বীণা সৈব রূপবতী রুচিৎ ॥ ৩১১৯ ॥
(ইয়মেব রূপবতীত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ। রুদ্র ইতি রুদ্রবীণা)

অনুবাদ। আর এক প্রকার—কচ্ছপী বীণা, উহাই রূপবতী বীণা ॥ ৩১১৯ ॥

আনদ্ধং যথা—

আনদ্ধ-প্রভেদ জানো মর্দলাখ্যা আর।
মুরজ, ঢক্কা, পটহ আদি -এ প্রচার ॥ ৩১২০ ॥

তথাহি—

মর্দলো মুরজশ্চৈব ঢক্কা-পটহ-চাঙ্গবঃ।
পণবঃ কুণ্ডলী ভেরী ঘণ্টাবাদ্যঞ্চ ঝর্ঝরঃ ॥ ৩১২১ ॥
ডমরুষ্টমকির্মঙ্খো হুড়ুকা মড্ডুডিণ্ডিমৌ।
উপাঙ্গদর্দ্দুরাবিত্যাদিকমানদ্ধমীরিতম্ ॥ ৩১২২ ॥

অনুবাদ। মর্দল, মুরজ, ঢক্কা, পটহ, চাঙ্গু, পণব, কুণ্ডলী, ভেরী,ঘণ্টাবাদ্য, ঝর্ঝর, ডমরু, টমকি, মঙ্খ, হুড়ুকা, মড্ডু, ডিণ্ডিম, উপাঙ্গ, দর্দ্দুর ইত্যাদি আনদ্ধ-যন্ত্রবাদ্য ॥৩১২১-২২

মর্দল আনদ্ধ-শ্রেষ্ঠ, মৃদঙ্গাখ্যা তা'র।
কাষ্ঠ-মৃত্তিকা-নির্মিত—এ দ্বয় প্রকার ॥ ৩১২৩ ॥
সর্ববাদ্যোত্তম এ মর্দল-সংযোগেতে।
সর্ব বাদ্য শোভা পায়—বিদিত শাস্ত্রেতে ॥ ৩১২৪ ॥
মৃদঙ্গে ব্রহ্মাদি-দেব-স্থিতি নিরন্তর।
পরম মঙ্গলধ্বনি সর্বমনোহর ॥ ৩১২৫ ॥

তথাহি শ্রীসঙ্গীতদর্পণে—

আনদ্ধে মর্দলঃ শ্রেষ্ঠ ইতি ॥ ৩১২৬ ॥

অনুবাদ। যথা শ্রীসঙ্গীতদর্পণে—আনদ্ধ মধ্যে মর্দল শ্রেষ্ঠ ॥

শ্রীসঙ্গীতদামোদরে—

মৃত্তিকানির্মিতাশ্চৈব মৃদঙ্গাঃ পরিকীর্তিতাঃ।
এবং মর্দলকঃ প্রোক্তঃ সর্ববাদ্যোত্তমোত্তমঃ।
অস্য সংযোগমাসাদ্য সর্বং বাদ্যঞ্চ শোভতে ॥৩১২৭॥

অন্বয়। মৃদঙ্গাঃ মৃত্তিকানির্মিতাঃ চৈব (চকারাৎ কাষ্ঠনির্মিতাপি) পরিকীর্তিতাঃ। এবং (অনেন প্রকারেণ) মর্দলকঃ সর্ববাদ্যোত্তমোত্তমঃ (সর্বেষাম্ উত্তমবাদ্যানামপি উত্তমঃ) প্রোক্তঃ। অস্য (মর্দলকস্য) সংযোগং (সঙ্গতিং) আসাদ্য (প্রাপ্য) সর্বং বাদ্যং শোভতে॥ ৩১২৭॥

অনুবাদ। শ্রীসঙ্গীতদামোদরে—মৃদঙ্গ মৃত্তিকানির্মিত বলিয়া বর্ণিত আছে। তদ্রূপ মর্দলসকল উত্তম বাদ্যের মধ্যে উত্তম। ইহার সঙ্গলাভে অপর সকল বাদ্য শোভন হয়॥ ৩১২৭॥

শ্রীসঙ্গীতপারিজাতে—

মধ্যদেশে মৃদঙ্গস্য ব্রহ্মা বসতি সর্বদা।
যথা তিষ্ঠন্তি তল্লোকে দেবা অত্রাপি সংস্থিতাঃ।
সর্ব্বদেবময়ো যস্মান্মৃদঙ্গঃ সর্বমঙ্গলঃ॥ ৩১২৮॥

অন্বয়। মৃদঙ্গস্য মধ্যদেশে (মধ্যাংশে) ব্রহ্মা সর্বদা বসতি। যথা দেবাঃ তল্লোকে (ব্রহ্মলোকে) তিষ্ঠন্তি (তথা) অত্রাপি (মৃদঙ্গস্য মধ্যদেশেঽপি তে দেবাঃ) সংস্থিতাঃ। যস্মাৎ (অয়ং মৃদঙ্গঃ) সর্বদেবময়ঃ (ততঃ) মৃদঙ্গঃ সর্বমঙ্গলঃ (স্যাৎ)॥ ৩১২৮॥

অনুবাদ। শ্রীসঙ্গীতপারিজাতে—মৃদঙ্গের মধ্যাংশে ব্রহ্মা সর্বদা অবস্থান করেন। যেমন দেবগণ ব্রহ্মলোকে বাস করেন, তদ্রূপ এই স্থলেও দেবগণ আছেন। যেহেতু মৃদঙ্গ সর্বদেবময়, অতএব ইহা সর্বমঙ্গল॥ ৩১২৮॥

মৃদঙ্গ-নির্মাণ বাদ্য-ভেদাদি-লক্ষণ।
বিবিধ প্রকারে বর্ণে সঙ্গীতজ্ঞগণ॥ ৩১২৯॥
বাদ্যোদ্ভব বর্ণ কেহ কহয়ে বিংশতি।
কেহ কিছু কহে বর্ণবিন্যাস-স্বরীতি॥ ৩১৩০॥

তথাহি শ্রীসঙ্গীতপারিজাতে—

উমাপতিপ্রণীতাস্তে পাঠবর্ণাশ্চ বিংশতিরিত্যাদয়ঃ॥

অনুবাদ। শ্রীসঙ্গীতপারিজাতে—উমাপতি-রচিত সেই সকল পাঠবর্ণ বিংশতিসংখ্যক ইত্যাদি॥ ৩১৩১॥

মৃদঙ্গবাদকের বহু লক্ষণ হয়।
ধীর, বাদ্যবিশারদাদিক কেহ কয়॥ ৩১৩২॥

তথাহি—

ধীরো বাদ্যবিশারদঃ প্রবচনঃ পাঠাক্ষরব্যঞ্জক-
স্তালাভ্যাসরতঃ সমস্তগমকপ্রৌঢ়প্রকাশক্ষমঃ।
নানাবাদ্যবিবর্তনর্তনপটুঃ স্বভ্যস্তগীতক্রমঃ
সন্তুষ্টো সুখবাদকো দ্রুতকরো মার্দঙ্গিকঃ কীর্তিতঃ॥

অন্বয়। মার্দঙ্গিকঃ (মৃদঙ্গবাদকঃ) ধীরঃ, বাদ্যবিশারদঃ(বাদ্যনিপুণঃ) প্রবচনঃ (বাগ্মী) পাঠাক্ষরব্যঞ্জকঃ (বাদ্যাক্ষরঃ প্রকাশনক্ষমঃ) নানাবাদ্যবিবর্ত-নর্তনপটুঃ (বিবিধানাং বাদ্যানাং বিবর্তনক্রমেণ নর্তনকুশলঃ) স্বভ্যস্তগীতক্রমঃ (গীতক্রমস্য সুষ্ঠু সঙ্গতিকারকঃ) সন্তুষ্টঃ সুখবাদকঃ (অনায়াসেন বাদকঃ) দ্রুতকরঃ (লঘুহস্তঃ) কীর্তিতঃ॥ ৩১৩৩॥

অনুবাদ। মৃদঙ্গবাদক ধীর, বাদননিপুণ, বাক্‌পটু, বাদ্যাক্ষর বা বোলপ্রকাশক, নানাভাবে বাদ্যের পরিবর্তন-ভঙ্গিমার সহিত নৃত্যে কুশল, গানের গতির সহিত সঙ্গতে উত্তম অভ্যস্ত, সন্তুষ্টচিত্ত, অনায়াসে বাদনকারী, লঘুহস্ত—এই সকল লক্ষণবিশিষ্ট বলিয়া কথিত॥ ৩১৩৩॥

এ সকল বিস্তারিল সঙ্গীতজ্ঞগণ।
শুষির-বাদ্য-প্রভেদ অতি রসায়ন॥ ৩১৩৪॥

অথ শুষিরম্—

শুষিরবাদ্য-প্রভেদ নানা নিরূপণ।
বংশী, পারী, মধুরী, তিত্তিরী, শঙ্খাদয়॥ ৩১৩৫॥

তথাহি—

বংশোঽথ পারী-মধুরী-তিত্তিরী-শঙ্খ-কাহলাঃ।
তোড়হী-মুরলী-বুক্কা-শৃঙ্গিকা-স্বরনাভয়ঃ॥ ৩১৩৬॥
শৃঙ্গং লাপিকবংশশ্চ চর্মবংশস্তথাপরঃ।
এতে শুষিরভেদাস্তু কথিতাঃ পূর্বসূরিভিঃ॥ ৩১৩৭॥

অনুবাদ। বংশ, পারী, মধুরী, তিত্তিরী, শঙ্খ, কাহল, তোড়হী, মুরলী, বুক্কা, শৃঙ্গিকা, স্বরনাভি, শৃঙ্গ, লাপিকবংশ এবং চর্মবংশ—শুষির বাদ্যে এই সকল ভেদ পূর্বসূরিগণ বলিয়া গিয়াছেন॥ ৩১৩৬-৩৭॥

বংশাখ্য-লক্ষণ শাস্ত্রে বহুবিধ হয়।
মঞ্জুল, সরল, পর্বদোষহীনাদয়॥ ৩১৩৮॥

তথাহি—

মঞ্জুলঃ সরলশ্চৈব পর্বদোষবিবর্জিতঃ।
বৈণবঃ খাদিরোঽপি স্যাদ্রক্তচন্দনজোঽথবা॥ ৩১৩৯॥
শ্রীখণ্ডজোঽথ সৌবর্ণো দন্তিদন্তময়োঽথবা।
কনিষ্ঠাঙ্গুলিতুল্যেন গর্ভরন্ধ্রেণ সোঽন্বিতঃ॥ইত্যাদয়ঃ॥
(বৈণবো বংশনির্মিত ইত্যর্থঃ)

অন্বয়। (বংশী) মঞ্জুলঃ (সুন্দরঃ) সরলঃ (অবক্রঃ) পর্বদোষবিবর্জিতঃ (গ্রন্থিদোষরহিতঃ চ স্যাৎ)। (সঃ) বৈণবঃ (বেণুনির্মিতঃ) খাদিরঃ (খদিরবৃক্ষনির্মিতঃ) রক্তচন্দনজঃ (রক্তচন্দনকাষ্ঠনির্মিতঃ) শ্রীখণ্ডজঃ (শ্বেতচন্দনবৃক্ষজাতঃ) সৌবর্ণঃ (স্বর্ণনির্মিতঃ) দন্তিদন্তময়ঃ (হস্তিদন্তরচিতঃ বা স্যাৎ)। (স হি) কনিষ্ঠাঙ্গুলিতুল্যেন (কনিষ্ঠাঙ্গুলিপরিমিতেন) গর্ভরন্ধ্রেণ (মধ্যছিদ্রেণ) অন্বিতঃ (যুক্তঃ স্যাৎ)॥ ৩১৩৯-৪০॥

অনুবাদ। বংশী সুন্দর, সরল ও গ্রন্থিদোষরহিত হইবে। ইহা বেণুনির্মিত, খদিরকাষ্ঠনির্মিত, রক্তচন্দননির্মিত, শ্বেতচন্দন-নির্মিত, স্বর্ণনির্মিত বা হস্তিদন্তনির্মিত হইবে। ইহার গর্ভচ্ছিদ্র কনিষ্ঠাঙ্গুলিপরিমিত হইবে॥ ৩১৩৯-৪০॥

বংশিকা-প্রমাণ হয়—ষড়ঙ্গুল হৈতে।
অষ্টাদশাঙ্গুল পর্যন্ত, এ শাস্ত্রমতে॥ ৩১৪১॥

তথাহি—

পঞ্চাঙ্গুলোঽয়ং বংশঃ স্যাদেকৈকাঙ্গুলিবৃদ্ধিতঃ।
ষড়ঙ্গুলাদিনাম্না স্যাদ্‌যাবদষ্টাদশাঙ্গুলম্॥ ৩১৪২॥

অন্বয়। অয়ং বংশঃ পঞ্চাঙ্গুলঃ স্যাৎ অষ্টাদশাঙ্গুলং যাবৎ একৈকাঙ্গুলিবৃদ্ধিতঃ (একৈকাং অঙ্গুলিং বর্ধয়িত্বা অয়ং হি) নাম্না ষড়ঙ্গুলাদিঃ স্যাৎ॥ ৩১৪২॥

অনুবাদ। এই বংশী ন্যূনপক্ষে পঞ্চাঙ্গুল দীর্ঘ হইতে পারে। এক এক অঙ্গুলি-বৃদ্ধিক্রমে আঠার অঙ্গুলি পর্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া ইহার ষড়ঙ্গুল প্রভৃতি নাম হয়॥৩১৪২॥

অঙ্গুলি-ন্যূনেতে বংশী-নাম বহু হয়।
মহানন্দাদি প্রশস্ত শাস্ত্রে নিরূপয়॥ ৩১৪৩॥

তথাহি—

মহানন্দস্তথা নন্দো বিজয়স্তু জয়স্তথা।
চত্বার উত্তমা বংশা মতঙ্গমুনিসম্মতাঃ॥ ৩১৪৪॥
দশাঙ্গুলো মহানন্দো নন্দ একাদশাঙ্গুলঃ।
দ্বাদশাঙ্গুলমানস্তু বিজয়ঃ পরিকীর্তিতঃ।
চতুর্দশাঙ্গুলমিতো জয় ইত্যভিধীয়তে॥ ৩১৪৫॥

অন্বয়। মহানন্দঃ তথা নন্দঃ তথা বিজয়ঃ জয়ঃ চ—(এতে) চত্বারঃ মতঙ্গমুনিসম্মতাঃ (মতঙ্গমুনের্মতানুসারতঃ) উত্তমাঃ বংশাঃ (ভবন্তি)। (তত্র দশাঙ্গুলঃ (বংশঃ) মহানন্দঃ, একাদশাঙ্গুলঃ নন্দঃ, দ্বাদশাঙ্গুলমানঃ (দ্বাদশাঙ্গুলিপরিমিতঃ) তু বিজয়ঃ পরিকীর্তিতঃ স্যাৎ। চতুর্দশাঙ্গুলমিতঃ (বংশঃ) জয় ইতি অভিধীয়তে (কথ্যতে)॥ ৩১৪৪-৪৫॥

অনুবাদ। মহানন্দ, নন্দ, বিজয় ও জয়—মতঙ্গমুনির মতে এই চারি প্রকার বংশী উত্তম। তন্মধ্যে দশাঙ্গুলপরিমিত বংশীর নাম মহানন্দ, একাদশাঙ্গুলপরিমিতের নাম নন্দ, দ্বাদশাঙ্গুলদীর্ঘের নাম বিজয়। চতুর্দশাঙ্গুলদীর্ঘ বংশীকে জয় বলা হয়॥ ৩১৪৪-৪৫॥

বংশী-গুণদোষাদি প্রকাশে বিজ্ঞগণ।
এ সব প্রচার—জানাইয়ে বাদ্য-ঘন॥ ৩১৪৬॥

অথ ঘনম্—

ঘনবাদ্যে—করতাল, কাংস্যবল আর।
জয়ঘণ্টা, শুক্তিকাদি বিবিধ প্রকার॥ ৩১৪৭॥

তথাহি—

করতালঃ কাংস্যবলো জয়ঘণ্টাঽথ শুক্তিকা।
কম্পিকা ঘটবাদ্যঞ্চ ঘণ্টাতোদ্যঞ্চ ঘর্ঘরম্॥ ৩১৪৮॥
ঝঞ্ঝাতালশ্চ মঞ্জীরঃ কর্তর্যুড়ুক্কুর এব চ।
দ্বাদশৈতে মুনীন্দ্রেণ কথিতা ঘনসংজ্ঞকাঃ॥ ৩১৪৯॥

অনুবাদ। করতাল, কাংস্যবল, জয়ঘণ্টা, শুক্তিকা, কম্পিকা, ঘটবাদ্য, ঘণ্টাতোদ্য, ঘর্ঘর, ঝঞ্ঝাতাল, মঞ্জীর, কর্তরী ও উড়ুক্কুর—এই দ্বাদশটী ঘনবাদ্যের ভিন্ন প্রকার ভরতমুনি বলিয়াছেন॥ ৩১৪৮-৪৯॥

করতালাদি-লক্ষণ শাস্ত্রেতে প্রচার।
ততাদিক বাদ্যে দেবাদির অধিকার॥ ৩১৫০॥

তথাহি—

ততং বাদ্যঞ্চ দেবানাং গন্ধর্বাণাঞ্চ শৌষিরম্।
আনদ্ধং রাক্ষসানাঞ্চ, কিন্নরাণাং(মানবানাং) ঘনং বিদুঃ॥

অন্বয়। দেবানাং ততং, গন্ধর্বানাং শৌষিরং, রাক্ষসানাং আনদ্ধং, কিন্নরাণাং (মানবানাং ইতি পাঠান্তরং) ঘনং বাদ্যং বিদুঃ (কথয়ন্তি বিজ্ঞাঃ ইত্যর্থঃ)॥ ৩১৫১॥

অনুবাদ। বীণা প্রভৃতি তত-যন্ত্র দেবগণের, বংশী প্রভৃতি শুষির-যন্ত্র গন্ধর্বগণের, ঢাক প্রভৃতি আনদ্ধ যন্ত্র রাক্ষসগণের এবং করতাল প্রভৃতি ঘন-যন্ত্র মানব বা কিন্নরগণের বাদ্য বলিয়া কথিত॥ ৩১৫১॥

এ সব বাদ্যের মহা-সৌভাগ্য-উদয়।
শ্রীরাসমণ্ডলে হৈল শোভা অতিশয়॥ ৩১৫২॥
ওহে শ্রীনিবাস! রাসে কি অদ্ভুত রীত।
বায় নানা বাদ্য যা'তে ব্রহ্মাদি মোহিত॥ ৩১৫৩॥
সর্ববাদ্য-বিশারদ ব্রজেন্দ্রতনয়।
প্রেয়সী-বেষ্টিত কোটি কন্দর্প মোহয়॥ ৩১৫৪॥
বাজায়েন বংশী কিবা অপূর্ব ভঙ্গিতে।
ত্রিজগতে শোভার উপমা নাই দিতে॥ ৩১৫৫॥
মন্দ্র, মধ্য, তা'রে স্বরালাপ মনোহর।
বংশীধ্বনি-শ্রবণে বিহ্বল মহেশ্বর॥ ৩১৫৬॥
গোবিন্দমোহিনী রাধা রসের মূরতি।
বাজায়েন অলাবনী-যন্ত্র শুদ্ধরীতি॥ ৩১৫৭॥
ষড়্‌জ আর মধ্যম, গান্ধার—গ্রামত্রয়।
যৈছে গানে ব্যক্ত তৈছে বাদ্যে প্রকাশয়॥ ৩১৫৮॥
ললিতা কৌতুকে বাজায়েন ব্রহ্মবীণা।
শ্রুতি-আদি বাদ্যে প্রকাশিতে যে প্রবীণা॥ ৩১৫৯॥
বিশাখা-সুন্দরী মহামধুরভঙ্গিতে।
বাজায় কচ্ছপী-বীণা নানা ভেদ-মতে॥ ৩১৬০॥
রুদ্রবীণা বাজায়েন সুচিত্রাসুন্দরী।
স্বর-জাতি-প্রভেদ প্রকাশে ভঙ্গি করি'॥ ৩১৬১॥
বিপঞ্চী বাজান রঙ্গে চম্পকলতিকা।
মূর্ছনা-তালাদি প্রকাশেন সর্বাধিকা॥ ৩১৬২॥
রঙ্গদেবী বাজায়েন যন্ত্রক বিলাস।
তহি কি অদ্ভুত গমকের পরকাশ॥ ৩১৬৩॥
সুদেবীসুন্দরী রঙ্গে সারঙ্গী বাজায়।
নানা রাগ-প্রভেদ, প্রবন্ধ ব্যক্ত তায়॥ ৩১৬৪॥
বাজান কিন্নরী তুঙ্গবিদ্যা কুতূহলে।
করয়ে অমৃতবৃষ্টি শ্রীরাসমণ্ডলে॥ ৩১৬৫॥
ইন্দুলেখা রঙ্গে স্বরমণ্ডল বাজায়।
স্বরের প্রভেদ ব্যক্ত করয়ে হেলায়॥ ৩১৬৬॥
শ্রীরাধিকা-সখী সমূহের গণ যত।
সবে সর্বপ্রকারে সকল বাদ্যে রত॥ ৩১৬৭॥
কেহ বায় মর্দল, মৃদঙ্গ সর্বমতে।
প্রকাশে অদ্ভুত তাল অশ্রুত জগতে॥ ৩১৬৮॥
কেহ কেহ মুরজ, উপাঙ্গবাদ্য বায়।
যাহার শ্রবণে ধৈর্য না রহে হিয়ায়॥ ৩১৬৯॥
কেহ বায় ডমরু পরম চাতুর্যেতে।
শিবপ্রিয় ডমরু—এ বিদিত জগতে॥ ৩১৭০॥

তথাহি শ্রীসঙ্গীতপারিজাতে—

দ্বিমুষ্টিডমরুর্জ্ঞেয়ো দ্বিমুখো মধ্যসূক্ষ্মকঃ।
তদাস্যং মুষ্টিমানেন সূক্ষ্মেণ চর্মণা যুতম্॥ ৩১৭১॥
তত্র সংলগ্নসূত্রস্থগ্রন্থিভ্যাং বাদ্যতে চ সঃ।
উমাপতেঃ করে নিত্যং বাদ্যমেতৎ সুশোভতে॥৩১৭২

অন্বয়। দ্বিমুষ্টিঃ (মুষ্টিদ্বয়পরিমিতপরিণাহঃ) দ্বিমুখঃ মধ্যসূক্ষ্মকঃ (মধ্যে সূক্ষ্মঃ) ডমরুঃ জ্ঞেয়ঃ। মুষ্টিমানেন (মুষ্টিপরিমাণেন) সূক্ষ্মেণ চর্মণা তদাস্যং (তস্য ডমরোরাস্যং) যুতং (ভবতি)। তত্র (আস্যে) সংলগ্নসূত্রস্থগ্রন্থিভ্যাং (সংলগ্নয়োঃ সূত্রয়োঃ স্থিতাভ্যাং গ্রন্থিভ্যাং) সঃ (ডমরুঃ) বাদ্যতে। এতৎ বাদ্যং উমাপতেঃ (শিবস্য) করে নিত্যং সুশোভতে॥ ৩১৭১-৭২॥

অনুবাদ। শ্রীসঙ্গীতপারিজাতে—ডমরু দ্বিমুষ্টি-পরিমাণ, দুই মুখযুক্ত এবং মধ্যস্থলে সূক্ষ্ম। ইহার মুখ মুষ্টিপরিমাণ সূক্ষ্ম চর্মদ্বারা আচ্ছাদিত। সেই মুখে সংলগ্ন সূত্রের দুইটী গ্রন্থির দ্বারা ইহা বাজান হয়। এই বাদ্য মহাদেবের হস্তে নিত্য শোভিত॥ ৩১৭১-৭২॥

কেহ কেহ করতালাদিক বাদ্য বায়।
শ্রীরাসমণ্ডল ব্যাপ্ত বাদ্যের ঘটায়॥ ৩১৭৩॥
শ্রীরাধিকা-সখীসমূহের গণ যত।
নানা বাদ্যযুক্তে শোভা কে কহিবে কত॥ ৩১৭৪॥

সর্ববাদ্যধ্বনি কি অদ্ভুত এক মেলে।
সুধা-বৃষ্টি করে যেন শ্রীরাস-মণ্ডলে॥ ৩১৭৫ ॥
শ্রীবৃন্দাদেবীর অতি আনন্দ-অন্তর।
যোগান অদ্ভুত বাদ্য-শাস্ত্র অগোচর ॥ ৩১৭৬ ॥
রাই-কানু নিমগ্ন হইয়া বাদ্যরসে।
করয়ে নর্ত্তন অতি মনের উল্লাসে॥ ৩১৭৭ ॥
ললিতাদি সখীর আনন্দ যথোচিত।
করয়ে নর্ত্তন—ভেদ জানাই কিঞ্চিৎ॥ ৩১৭৮ ॥

অথ নৃত্যমাহ—

নর্ত্তন-ক্রমেতে—নাট্য, নৃত্য, নৃত্তত্রয়।
বেদোদ্ভব এ তিন—নৃত্যজ্ঞ নিরূপয়॥ ৩১৭৯ ॥
নর্ত্তনং ত্রিবিধং নাট্যং নৃত্যং নৃত্তমিতি ক্রমাৎ॥৩১৮০॥

অনুবাদ। নর্ত্তন তিন প্রকার। তাহা যথাক্রমে নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত॥ ৩১৮০ ॥

তত্র নাট্যং যথা—

যে লোক-স্বভাবাবস্থা-ভেদ সুপ্রকার।
সে নাট্য অঙ্গাভিনয়যুক্ত এ প্রকার॥ ৩১৮১ ॥

তথাহি—

যোঽয়ং স্বভাবো লোকস্য নানাবস্থান্তরাত্মকঃ।
সোঽঙ্গাভিনয়নৈর্যুক্তো নাট্যমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥৩১৮২॥

অন্বয়। যঃ অয়ং লোকস্য নানাবস্থান্তরাত্মকঃ (বিবিধাবস্থাভেদাত্মকঃ) স্বভাবঃ(ভবতি) সঃ অঙ্গাভিনয়নৈঃ (আঙ্গিকানুকারৈঃ) যুক্ত (সন্) বুধৈঃ নাট্যম্ ইতি উচ্যতে॥ ৩১৮২ ॥

অনুবাদ। নানা অবস্থাভেদযুক্ত লোকের যে স্বভাব, তাহা আঙ্গিক অভিনয়যুক্ত হইলে অর্থাৎ তাহার আঙ্গিক অনুকরণ হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে নাট্য বলিয়া থাকেন॥ ৩১৮২ ॥

অপরঞ্চ—

নাটকস্থিতং বাক্যার্থপদার্থাভিনয়াত্মকম্।
তচ্চাদৌ ভরতেনোক্তং রসভাবসমন্বিতম্।
নাটকাদিষু তন্নূনমুপযুক্তং মুনীশ্বরৈঃ॥ ৩১৮৩ ॥

অন্বয়। বাক্যার্থ-পদার্থাভিনয়াত্মকং (বাক্যার্থস্য তথা পদার্থস্য অভিনয়াত্মকম্ অনুকরণরূপং দ্বিবিধম্ অভিনয়নং) নাটকস্থিতং (নাটকগতং ভবতি)। রসভাবসমন্বিতং (রসাশ্রয়ং ভাবাশ্রয়ং চ দ্বিবিধম্) তৎ (অনুকরণং) আদৌ ভরতেন (মুনিনা) উক্তম্। তৎ (দ্বিবিধং অভিনয়নং) মুনীশ্বরৈঃ নাটকাদিষু নূনম্ উপযুক্তং (প্রযুক্তম্) ॥ ৩১৮৩ ॥

অনুবাদ। বাক্যার্থ ও পদার্থের অনুকরণরূপ দ্বিবিধ অভিনয় নাটকে আছে। রসাশ্রয়-বাক্যার্থ-অভিনয় ও ভাবাশ্রয়-পদার্থাভিনয়—এই উভয়ই পূর্বে ভরতমুনি বলিয়া গিয়াছেন। ভরতমুনি নাটকাদিতে উভয়ই প্রয়োগ করিয়াছেন॥ ৩১৮৩ ॥

অথ নৃত্যম্—

দেশ-রীত-প্রতীত যে তালাদি-আশ্রিত।
সে নৃত্য সবিলাসাঙ্গবিক্ষেপ বিদিত॥ ৩১৮৪ ॥

তথাহি—

দেশরীত্যা প্রতীতো যস্তালমানলয়াশ্রিতঃ।
সবিলাসাঙ্গবিক্ষেপো নৃত্যমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥ ৩১৮৫ ॥

অন্বয়। যঃ দেশরীত্যা (দেশবিশেষরীত্যনুসারতঃ) প্রতীতঃ (জ্ঞাতঃ) তালমানলয়াশ্রিতঃ (তালাদ্যাশ্রয়েণ প্রবৃত্তঃ) সবিলাসাঙ্গ-বিক্ষেপঃ (বিলাসসহিতাঙ্গ-বিক্ষেপঃ সঃ) নৃত্যম্ ইতি বুধৈঃ উচ্যতে॥ ৩১৮৫ ॥

অনুবাদ। দেশ-প্রচলিত রীত্যনুসারে প্রসিদ্ধ, তাল-মান-লয়ের অনুসারী যে সবিলাস অঙ্গবিক্ষেপ, পণ্ডিতগণ তাহাকে নৃত্য বলেন॥ ৩১৮৫ ॥

বিলাসো যথা—

নায়কালোকনাদিষু বিশেষো হি ক্রিয়াসু যঃ।
শৃঙ্গারচেষ্টাসহিতো বিলাসঃ স নিগদ্যতে॥ ৩১৮৬ ॥

অন্বয়। নায়কালোকনাদিষু (দয়িতস্য দর্শনপ্রভৃতিষু) ক্রিয়াসু (নায়িকায়াঃ) যঃ শৃঙ্গারচেষ্টাসহিতঃ বিশেষঃ স বিলাসঃ নিগদ্যতে॥ ৩১৮৬ ॥

অনুবাদ। প্রিয়তমের দর্শন প্রভৃতি কার্যে নায়িকার শৃঙ্গার-চেষ্টাযুক্ত যে বৈশিষ্ট্য, তাহাই বিলাস॥ ৩১৮৬ ॥

নৃত্তমাহ—

নৃত্তাখ্যলক্ষণ—সর্বাভিনয়বর্জিত।
অঙ্গের বিক্ষেপমাত্রাদিক এ বিদিত॥ ৩১৮৭ ॥

তথাহি—

গাত্রবিক্ষেপমাত্রন্তু সর্বাভিনয়বর্জিতম্।

আঙ্গিকোক্তপ্রকারেণ নৃত্তং নৃত্যবিদো বিদুঃ ॥৩১৮৮॥

অন্বয়। নৃত্যবিদঃ (নৃত্যস্বরূপজ্ঞাঃ জনাঃ) আঙ্গিকোক্ত-প্রকারেণ (আঙ্গিকাভিনয়োক্তবিধিনা) সর্বাভিনয়বর্জিতং গাত্রবিক্ষেপমাত্রং (কেবলম্ অঙ্গবিক্ষেপং) নৃত্তং বিদুঃ (জানন্তি) ॥ ৩১৮৮ ॥

অনুবাদ। অঙ্গাভিনয়ে কথিত প্রকারানুসারে সর্ব-প্রকার অভিনয়রহিত কেবল গাত্রবিক্ষেপকে নৃত্যবিদ্‌গণ 'নৃত্ত' বলিয়া থাকেন * ॥ ৩১৮৮ ॥

নাট্য, নৃত্য, নৃত্ত—ত্রয় হয় দ্বিপ্রকার।

মার্গ, দেশী—ভেদ, ইহা শাস্ত্রে সুপ্রচার ॥ ৩১৮৯ ॥

তথাহি—

এতত্রয়ং দ্বিধা প্রোক্তং মার্গো দেশীতিভেদতঃ ॥৩১৯০॥

অনুবাদ। নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত—এই তিনটী 'মার্গ' ও 'দেশী'-ভেদে দুই প্রকার ॥ ৩১৯০ ॥

তত্র মার্গমাহ—

ব্রহ্মাদৈর্মার্গিতং শম্ভোঃ প্রযুক্তং ভরতাদিভিঃ।

গান্ধর্বং বাদনং নৃত্যং যত্তন্মার্গ ইতি স্মৃতম্ ॥ ৩১৯১ ॥

(মার্গিতং প্রার্থিতমিত্যর্থঃ)

অন্বয়। যৎ (যস্মাৎ) গান্ধর্বং (গীতং) বাদনং নৃত্যং (এতৎ ত্রয়ং) শম্ভোঃ (সকাশাৎ) ব্রহ্মাদৈঃ মার্গিতং (প্রার্থিতং ততো লব্ধা) ভরতাদিভিঃ প্রযুক্তং তৎ (তস্মাৎ) তৎ (গীতাদি) মার্গ ইতি স্মৃতম্ ॥ ৩১৯১ ॥

অনুবাদ। যেহেতু ব্রহ্মা প্রভৃতি এই নৃত্য, গীত ও বাদ্য শম্ভুর নিকট প্রার্থনা করিয়া লাভ করিয়াছিলেন; পরে তাহা হইতে শিক্ষা করিয়া ভরতমুনি প্রভৃতি জগতে উহাদের প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সেইহেতু তাহা মার্গ বলিয়া কথিত ॥ ৩১৯১ ॥

দেশ্যাহ—

দেশে দেশে নৃপাদীনাং যদাহ্লাদকরং পরম্।

গানং বাদ্যং তথা নৃত্যং তদ্দেশীত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥৩১৯২॥

অন্বয়। যৎ গানং বাদ্যং তথা নৃত্যং দেশে দেশে (বিভিন্নেষু দেশেষিত্যর্থঃ) নৃপাদীনাং (নৃপাণাং লোকানাঞ্চ) পরং (অতীব) আহ্লাদকরং (ভবতি) তৎ (গীতাদিকং) বুধৈঃ দেশী ইতি উচ্যতে ॥ ৩১৯২ ॥

অনুবাদ। যে গান, বাদ্য ও নৃত্য নানাদেশে তথাকার নৃপতি প্রভৃতির অতিশয় আনন্দজনক হয়, তাহাকে বিজ্ঞগণ 'দেশী' বলিয়া থাকেন ॥ ৩১৯২ ॥

মার্গ-নাট্য বিংশতি—কোহলে নিরূপয়।

নাটক, প্রকরণ, ভাণ, প্রহসনাদয় ॥ ৩১৯৩ ॥

কেহ কহে—মার্গ-নাট্য দশ পরকার।

নাটিকা, প্রাকরণিকাদিক এ প্রচার ॥ ৩১৯৪ ॥

দল্লিলাদি দেশী-নাট্য ষোড়শ কহয়।

সট্টক, ত্রোটক, গোষ্ঠী, বৃন্দকাখ্যাদয় ॥ ৩১৯৫ ॥

ঐছে নানাপ্রকার নাট্যাঙ্গ মনোহিত।

এথা দিক্ দর্শাইনু—শাস্ত্রে সুবিদিত ॥ ৩১৯৬ ॥

নৃত্য-নৃত্ত-দ্বয়েতে তাণ্ডব, লাস্যদ্বয়।

কহয়ে নৃত্যজ্ঞ যা'তে সর্ব সুখোদয় ॥ ৩১৯৭ ॥

তথাহি—

তাণ্ডবং লাস্যমিত্যেতদ্দ্বয়ং দ্বেধা নিগদ্যতে ॥ ৩১৯৮ ॥

(দ্বয়ং নৃত্যং নৃত্তঞ্চেত্যর্থঃ)

অনুবাদ। এই দুই অর্থাৎ নৃত্য ও নৃত্ত—তাণ্ডব ও লাস্যভেদে দুইপ্রকার কথিত হয় ॥ ৩১৯৮ ॥

তাণ্ডব—উদ্ধতপ্রায়াদিক নৃত্য হয়।

পুরুষ-স্ত্রীদ্বয়ে—এ তাণ্ডব-লাস্যদ্বয় ॥ ৩১৯৯ ॥

তথাহি—

তণ্ডুকমুদ্ধতপ্রায়ং প্রয়োগং তাণ্ডবং বিদুঃ ॥ ৩২০০ ॥

(তণ্ডুর্নাম শম্ভোর্গণবিশেষ ইত্যর্থঃ)

---

* ধনঞ্জয়কৃত দশরূপকে—

অবস্থানুকৃতির্নাট্যং……রসাশ্রয়ম্।

অন্যদ্ ভাবাশ্রয়ং নৃত্যং, নৃত্তং তাললয়াশ্রয়ম্ ॥

নাট্য—সাত্ত্বিকবহুল, রসাশ্রয়, বাক্যার্থাভিনয়াত্মক।

নৃত্য—আঙ্গিকবহুল, ভাবাশ্রয়, পদার্থাভিনয়াত্মক।

নৃত্ত— কেবল তাল-লয়ের অপেক্ষাযুক্ত, অভিনয়শূন্য অঙ্গবিক্ষেপ।

অনুবাদ। মহাদেবের দ্বারপাল তণ্ডু-কথিত উদ্ধত-প্রায় প্রয়োগকে তাণ্ডব বলে ॥ ৩২০০ ॥

শ্রীনারদসংহিতায়াম্—

পুংনৃত্যং তাণ্ডবং প্রোক্তং স্ত্রীনৃত্যং লাস্যমুচ্যতে ॥

অনুবাদ। পুরুষের নৃত্যকে তাণ্ডব এবং স্ত্রীলোকের নৃত্যকে লাস্য বলা হয় ॥ ৩২০১ ॥

তাণ্ডব দ্বিবিধ—প্রেরণী-তাণ্ডব আর।
বহুরূপ-তাণ্ডব, এ সুগম প্রচার ॥ ৩২০২ ॥

তথাহি—

প্রেরণী বহুরূপঞ্চেত্যেবং স্যাত্তাণ্ডবং দ্বিধা ॥ ৩২০৩ ॥

অনুবাদ। প্রেরণী ও বহুরূপ—এই ভেদে তাণ্ডব দুই প্রকার ॥ ৩২০৩ ॥

তত্র প্রেরণী যথা—

অঙ্গবিক্ষেপবাহুল্যং তথাভিনয়শূন্যতা।
যত্র সা প্রেরণী প্রোক্তা সংজ্ঞা দেশীতি লোকতঃ॥৩২০৪

অন্বয়। যত্র (তাণ্ডবনৃত্যে) অঙ্গবিক্ষেপবাহুল্যং তথা অভিনয়শূন্যতা (অভিনয়াভাবঃ) সা প্রেরণী প্রোক্তা, লোকতঃ (লোকে)(তস্য) দেশী ইতি সংজ্ঞা (ভবতি)॥৩২০৪

অনুবাদ। যে তাণ্ডবনৃত্যে অঙ্গবিক্ষেপের আধিক্য, তদ্রূপ অভিনয়-হীনতাযুক্ত তাণ্ডবের নাম 'প্রেরণী'। তাহার লৌকিক সংজ্ঞা 'দেশী' ॥ ৩২০৪ ॥

বহুরূপং যথা (শ্রীসঙ্গীত)-দামোদরে—

ছেদনং ভেদনং যত্র বহুরূপা মুখাবলী।
তাণ্ডবং বহুরূপঞ্চ তদ্বাণীগতমুদ্ধতম্॥ ৩২০৫ ॥

অন্বয়। যত্র (তাণ্ডবপ্রকারে) ছেদনং ভেদনং বহুরূপা মুখাবলী,বাণীগতম্ উদ্ধতং (সন্তি),তৎ বহুরূপং(বহুরূপাখ্যং) তাণ্ডবম্ ॥ ৩২০৫ ॥

অনুবাদ। যে তাণ্ডবনৃত্যে ছেদন, ভেদন, নানাপ্রকার মুখভঙ্গি ও বাণীগত উদ্ধত, তাহা বহুরূপ-তাণ্ডব ॥ ৩২০৫ ॥

প্রেরণী, বহুরূপ অন্যত্র বিস্তারিত।
লাস্য কন্দর্পবর্ধন—শাস্ত্রে সুবিদিত ॥ ৩২০৬ ॥

লাস্যমাহ—

লাস্য-নৃত্য দ্বিবিধ—স্ফুরিত-লাস্য আর।
যৌবত-লাস্য—এ দ্বয় সর্বপ্রচার ॥ ৩২০৭ ॥

তথাহি—

লাস্যং তু সুকুমারাঙ্গং মকরধ্বজবর্ধনম্।
স্ফুরিতং যৌবতঞ্চেতি তদপি দ্বিবিধং মতম্ ॥ ৩২০৮ ॥

অন্বয়। লাস্যং (তদাখ্যং নৃত্যং) তু সুকুমারাঙ্গং (কোমলাঙ্গং) মকরধ্বজবর্ধনং (কামবর্ধকং ভবতি)। তৎ অপি স্ফুরিতং যৌবতং চ ইতি দ্বিবিধং মতম্ ॥ ৩২০৮ ॥

অনুবাদ। লাস্যনৃত্য সুকোমলাঙ্গ ও কামবর্ধক। তাহাও 'স্ফুরিত' ও 'যৌবত'—এই দুইপ্রকার বলিয়া কথিত ॥ ৩২০৮ ॥

স্ফুরিতলাস্যমাহ—

যত্রাদ্যেঽভিনয়ে ভাবৈ রসৈরাশ্লেষচুম্বনৈঃ।
নায়িকা নায়কশ্চৈব নৃত্যতঃ স্ফুরিতং হি তৎ ॥৩২০৯॥
(আদ্যে প্রধানে রসে, রসজনকৈর্ভাবৈশ্চেষ্টিতৈঃ,
আশ্লেষঃ আলিঙ্গনমিত্যর্থঃ)

অন্বয়। যত্র আদ্যে (আদিরসপ্রধানে) অভিনয়ে (অনুকরণাত্মকে ব্যাপারে) নায়িকা নায়কঃ চ (উভৌ) ভাবৈঃ রসৈঃ আশ্লেষচুম্বনৈঃ(আলিঙ্গনেন চুম্বনৈশ্চ) নৃত্যতঃ তৎ হি স্ফুরিতং (স্ফুরিতাখ্যাং নৃত্যং ভবতি) ॥ ৩২০৯ ॥

অনুবাদ। যে শৃঙ্গাররসপ্রধান অভিনয়ে নায়ক-নায়িকা ভাবভরে রসভরে আলিঙ্গন-চুম্বনসহিত নৃত্য করে, তাহা স্ফুরিতনামক লাস্য-নৃত্য ॥ ৩২০৯ ॥

যৌবতলাস্যমাহ—

মধুরাবদ্ধলীলাভির্নটীভির্যত্র নৃত্যতে।
বশীকরণবিদ্যাভং তল্লাস্যং যৌবতং মতম্ ॥ ৩২১০ ॥

অন্বয়। মধুরাবদ্ধলীলাভিঃ (মধুরং যথা স্যাত্তথা রচিতাভিঃ লীলাভিঃ) নটীভিঃ (নর্তকীভিঃ) যত্র (নৃত্যে) নৃত্যতে (নৃত্যং ক্রিয়তে) বশীকরণবিদ্যাভং (বশীকরণবিদ্যা-সমুজ্জ্বলং) তৎ (নৃত্যং) হি যৌবতং (যুবতিসম্বন্ধি) লাস্যং মতম্ ॥ ৩২১০ ॥

অনুবাদ। যথায় নটীগণ মধুরভাবে রচিত নানা লীলা-ভঙ্গিতে নৃত্য করে, সেই বশীকরণবিদ্যাসমুজ্জ্বল নৃত্যকে যৌবত-লাস্য কহে ॥ ৩২১০ ॥

অথ নৃত্তমাহ—

নৃত্তনামমাত্র কহি, ইথে ভেদত্রয়।
বিষম, বিকট লঘু—শাস্ত্রে বিস্তারয় ॥ ৩২১১ ॥

তথাহি—

নৃত্তঞ্চাপি ত্রিধা প্রোক্তং বিষমং বিকটং লঘু।
বিষমং তৎ সমুদ্দিষ্টং যদ্রজ্জুভ্রমণাদিকম্॥ ৩২১২॥
বিরূপবেশাবয়বব্যাপারং বিকটং মতম্।
উপেতং করণৈরল্পৈরঞ্চিতাদ্যৈর্লঘু স্মৃতম্॥ ৩২১৩॥
(অঞ্চিতাদি-করণবিশেষঃ,স চ বক্ষ্যতে। কোহলোক্ত-নৃত্যবিশেষারম্ভিকা ভাণিকাদয়স্তূক্তা এব।)

অন্বয়। নৃত্তং চ অপি ত্রিধা (ত্রিপ্রকারং) প্রোক্তং বিষমং বিকটং লঘু (চেতি)। রজ্জুভ্রমণাদিকং (রজ্জুভ্রমণাদিযুক্তং) যৎ (নৃত্তং) তৎ বিষমং সমুদ্দিষ্টং (কথিতম্) বিরূপবেশাবয়বব্যাপারং (বিবিধরূপাঃ বেশাবয়বব্যাপারাঃ যস্মিন্ তৎ নৃত্তং) বিকটং মতম্। অঞ্চিতাদ্যৈঃ (বক্রভঙ্গি-প্রভৃতিভিঃ) অল্পৈঃ করণৈঃ (ক্রিয়াবিশেষৈঃ) উপেতং (অন্বিতং যৎ তৎ) লঘু (নৃত্তং) স্মৃতম্॥ ৩২১২-১৩॥

অনুবাদ। নৃত্তেরও তিন প্রকার কথিত আছে—বিষম, বিকট ও লঘু। রজ্জুভ্রমণাদি-সহিত যে নৃত্ত, তাহাকে 'বিষম' কহে। নানাপ্রকার বেশ ও অঙ্গ-ব্যাপারসহিত নৃত্তকে 'বিকট' কহে। অঞ্চিত প্রভৃতি অল্প করণযুক্ত নৃত্তকে 'লঘু' কহে॥ ৩২১২-১৩॥

ওহে শ্রীনিবাস! নর্তনের নানাগতি।
সম্যক কহিবে—ঐছে কাহার শকতি॥ ৩২১৪॥
শ্রীরাসমণ্ডলে কৃষ্ণ রসিকশেখর।
প্রকাশে নর্তন শিব-ব্রহ্মা-অগোচর॥ ৩২১৫॥
কৃষ্ণের অদ্ভুত নৃত্যে কেবা ধৈর্য ধরে?
সখীসহ রাই ভাসে সুখের সায়রে॥ ৩২১৬॥
পরস্পর নৃত্যে মহাকৌতুক বাঢ়য়।
পরম আশ্চর্য সে অঙ্গের অভিনয়॥ ৩২১৭॥

অথাঙ্গাভিনয়ঃ—

অঙ্গ-অভিনয় ত্রিধা—অঙ্গোপাঙ্গ আর।
প্রত্যঙ্গ,—এ তিনে ভেদ অনেক প্রকার॥ ৩২১৮॥

তথাহি—

তত্রাঙ্গানামুপাঙ্গানাং প্রত্যঙ্গানাং নিরূপণম্।
যথামতীহ ক্রিয়তে শার্ঙ্গদেবাদি সম্মতম্॥ ৩২১৯॥

অন্বয়। তত্র (অঙ্গাভিনয়ে) অঙ্গানাং উপাঙ্গানাং প্রত্যঙ্গানাং (চ) শার্ঙ্গদেবাদিসম্মতং (শার্ঙ্গদেবাদীনাং মতানুসারতঃ) যথামতি (যথাজ্ঞানং) ইহ (স্থলে) নিরূপণং (নির্দেশঃ) ক্রিয়তে॥ ৩২১৯॥

অনুবাদ। অঙ্গাভিনয়-মধ্যে অঙ্গ, উপাঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ সকলের শার্ঙ্গদেবাদিসম্মত নিরূপণ যথাজ্ঞানে এই স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে॥ ৩২১৯॥

অঙ্গ-অভিনয়—শিরঃ, অংস কহি আর।
উরঃ, পার্শ্ব, হস্ত, কটি, পদ—এ প্রচার॥ ৩২২০॥

তথাহি—

সপ্তাঙ্গানি শিরোঽংসোরঃপার্শ্বহস্তকটিপদম্॥ ৩২২১॥

অনুবাদ। শিরঃ, অংস, বক্ষঃ, পার্শ্ব, হস্ত, কটি ও পদ—এই সাতটি অঙ্গ॥ ৩২২১॥

'প্রত্যঙ্গ' জানহ নয় প্রকার সুন্দর।
গ্রীবা, বাহু, অংস, মণিবন্ধ, পৃষ্ঠোদর॥ ৩২২২॥
উরু আর জঙ্ঘা, জানু, ভূষণ—এ নয়।
প্রত্যঙ্গাভিনয়ে নৃত্যবিজ্ঞ নিরূপয়॥ ৩২২৩॥

তথাহি—

প্রত্যঙ্গানি নব গ্রীবা বাহ্বংসমণিবন্ধকৌ।
পৃষ্ঠোদরোরুজঙ্ঘাশ্চ জানুনী ভূষণানি চ॥ ৩২২৪॥

অনুবাদ। গ্রীবা, বাহ্বংস, মণিবন্ধ, পৃষ্ঠ, উদর, উরু, জঙ্ঘা, জানু ও ভূষণ—এই নয়টী প্রত্যঙ্গ॥ ৩২২৪॥

উপাঙ্গ দ্বাদশ—অভিনয় সুপ্রকার।
মূর্ধা, দৃক, তারা, ভ্রূকুটী, মুখাদি-প্রচার॥ ৩২২৫॥

তথাহি—

দ্বাদশোপাঙ্গানি মূর্ধ-দৃক্-তারা-ভ্রূকুটী-মুখম্।
নাসে নিশ্বাসচিবুকে জিহ্বাগণ্ডরদাধরান্॥ ৩২২৬॥
মুখরাগমুপাঙ্গেষু শার্ঙ্গদেবো গৃহীতবান্॥ ৩২২৭॥

অন্বয়। শার্ঙ্গদেবঃ উপাঙ্গেষু (উপাঙ্গগণনায়াং) মূর্ধ-দৃক্-তারা-ভ্রূকুটী-মুখং, নাসে (নাসিকাদ্বয়ং) নিশ্বাস-চিবুকে, জিহ্বাগণ্ডরদাধরান্ মুখরাগং (চেতি) দ্বাদশ উপাঙ্গানি গৃহীতবান্ (নির্ণীতবান্)॥ ৩২২৬-২৭॥

অনুবাদ। শার্ঙ্গদেব উপাঙ্গ-নিরূপণে মূর্ধা, চক্ষু-তারা, ভ্রূকুটী, মুখ, নাসিকা, নিঃশ্বাস, চিবুক, জিহ্বা, গণ্ড, দন্ত, অধর ও মুখরাগ—এই দ্বাদশটি গ্রহণ করিয়াছেন॥

কেহ কহে,—ষড়্ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দশ হয়।
ত্রয়োবিংশতি প্রকার উপাঙ্গাভিনয় ॥ ৩২২৮ ॥
এ সব বিস্তর,—অঙ্গপ্রধান ইহাতে।
কিছু জানাইয়ে সর্ব্বচিত্তাকর্ষে যা'তে ॥ ৩২২৯ ॥

তথাহি—

তত্রাঙ্গানাং প্রধানত্বাৎ তান্যুচ্যন্তে সমাসতঃ ॥৩২৩০॥

অন্বয়। তত্র (তেষাম্ অঙ্গাদীনাং মধ্যে) অঙ্গানাং প্রধানত্বাৎ তানি (অঙ্গানি) সমাসতঃ (সংক্ষেপেণ) উচ্যন্তে ॥ ৩২৩০ ॥

অনুবাদ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির মধ্যে অঙ্গের প্রাধান্য-হেতু তাহাই সংক্ষেপে কথিত হইতেছে ॥ ৩২৩০ ॥

তত্রাদৌ শির আহ—

শিরঃকর্ম্ম—ধৃত, বিধৃত, আধৃত আর।
অবধৃত আদি চতুর্দশ পরকার ॥ ৩২৩১ ॥

তথাহি—

ধৃতং বিধৃতমাধৃতমবধৃতঞ্চ কম্পিতম্।
আকম্পিতোদ্বাহিতে চ পরিবাহিতমঞ্চিতম্ ॥ ৩২৩২ ॥
নিকুঞ্চিতং পরাবৃত্তমুৎক্ষিপ্তাধোমুখে তথা।
লোলিতঞ্চেতি বিজ্ঞেয়ং চতুর্দশবিধং শিরঃ ॥ ৩২৩৩ ॥
(আকম্পিতমীষৎকম্পিতমিত্যর্থঃ)

অনুবাদ। ধৃত, বিধৃত, আধৃত, অবধৃত, কম্পিত, আকম্পিত (ঈষৎ কম্পিত), উদ্বাহিত, পরিবাহিত, অঞ্চিত, নিকুঞ্চিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, অধোমুখ ও লোলিত—এই চতুর্দশ প্রকার শিরঃ-অঙ্গের অভিনয় ॥ ৩২৩২-৩৩ ॥

তত্র ধৃতম্—

ক্রমে অল্প বক্র শিরঃকম্প 'ধৃত' হয়।
বিষাদ-বিস্ময়াদিকে 'ধৃত'-নিরূপয় ॥ ৩২৩৪ ॥

তথাহি—

ক্রমেণ শনকৈস্তির্য্যক্ ধৃতমুক্তং ধৃতং শিরঃ।
প্রতিষেধেঽনলিপ্সিতে চ বিষাদে বিস্ময়ে ভবেৎ ॥ ৩২৩৫ ॥

অন্বয়। ক্রমেণ (তথা) শনকৈঃ (শনৈঃ) তির্য্যক্ (বক্রং) ধৃতং (কম্পনং) ধৃতং শিরঃ উক্তং (কথ্যতে)। (এতৎ) প্রতিষেধে, অনিপ্সিতে (অনভিমতে বিষয়ে) বিষাদে বিস্ময়ে চ ভবেৎ ॥ ৩২৩৫ ॥

অনুবাদ। ক্রমে ক্রমে আস্তে আস্তে, বক্রভাবে যে কম্পন,তাহাকে 'ধৃত'-শিরঃ কহে। ইহা নিষেধে অনীপ্সিত বিষয়ে, বিষাদে ও বিস্ময়ে সংঘটিত হয় ॥ ৩২৩৫ ॥

বিধৃতাদি-লক্ষণ জানহ এই মত।
অংস-অভিনয় ঐছে ব্যক্ত সুসম্মত ॥ ৩২৩৬ ॥

অথাংসৌ—

অংস পঞ্চ—এক উচ্চ, লগ্ন-কর্ণ আর।
উচ্ছ্রিত, স্রস্ত, লোলিত,—লক্ষণ-প্রচার ॥ ৩২৩৭ ॥

তথাহি—

একোচ্চৌ লগ্নকর্ণৌ চোচ্ছ্রিতৌ স্রস্তৌ চ লোলিতৌ।
ইত্যুক্তৌ পঞ্চধা স্কন্ধৌ নাম্নৈব ব্যাপ্তলক্ষণৌ ॥ ৩২৩৮॥

অনুবাদ। একোচ্চ, লগ্নকর্ণ, উচ্ছ্রিত, স্রস্ত, লোলিত—এই পঞ্চ প্রকার স্কন্ধ-অভিনয় কথিত হয়। নাম-মাত্রে উহাদের লক্ষণ পরিস্ফুট ॥ ৩২৩৮ ॥

একোচ্চাভিনয়—মুষ্টি-কুন্ত-প্রহারেতে।
ঐছে কর্ণ-লগ্নাদির লক্ষণ শাস্ত্রেতে ॥ ৩২৩৯ ॥

তথাহি—

একোচ্চৌ কথিতৌ স্কন্ধৌ মুষ্টিকুন্তপ্রহারয়োঃ।
আশ্লেষে শিশিরে চাংসৌ কর্ণলগ্নৌ সতাং মতৌ ॥
উচ্ছ্রিতৌ হর্ষগর্বাদৌ স্রস্তৌ দুঃখে শ্রমে মদে।
মূর্চ্ছায়াং চাথ কর্ত্তব্যৌ লোলিতৌ বিটনর্ত্তনে ॥
নৃত্যজ্ঞৈর্গদিতৌ হাস্যে হুড্ডুকাবাদ্যবাদনে ॥ ৩২৪১ ॥
(বিটনর্ত্তনে জারপুরুষনর্ত্তন ইত্যর্থঃ)
ইত্যংসৌ পঞ্চধা ॥

অন্বয়। মুষ্টিকুন্তপ্রহারয়োঃ (মুষ্টিপ্রহারে কুন্তপ্রহারে চ) স্কন্ধৌ (স্কন্ধভঙ্গী) একোচ্চৌ কথিতৌ (ভবতঃ); আশ্লেষে (আলিঙ্গনে) শিশিরে (হিমে হিমর্ত্তৌ বা) চ স্কন্ধৌ কর্ণলগ্নৌ সতাং মতৌ; হর্ষগর্বাদৌ উচ্ছ্রিতৌ, দুঃখে শ্রমে মদে (চ) স্রস্তৌ (মতাবিত্যর্থঃ); মূর্চ্ছায়াং বিটনর্ত্তনে (জারপুরুষনর্ত্তনে) চ লোলিতৌ কর্ত্তব্যৌ, হাস্যে হুড্ডুকাবাদ্যবাদনে (চ) নৃত্যজ্ঞৈঃ (লোলিতৌ) গদিতৌ (কথিতৌ) ॥ ৩২৪০-৪১ ॥

অনুবাদ। নৃত্যবিদ্গণ মুষ্টিপ্রহার ও কুন্তপ্রহারে স্কন্ধাভিনয়ের নাম 'একোচ্চ', আলিঙ্গনে ও শীতে 'কর্ণলগ্ন',

হর্ষ-গর্বাদিতে 'উচ্ছ্রিত', দুঃখে, পরিশ্রমে ও মত্ততায় 'স্রস্ত', মূর্চ্ছা, লম্পটের নর্তন, হাস্য ও হুড্ডুকাবাদ্য-বাজনায় 'লোলিত' কহিয়াছেন। এই প্রকারে স্কন্ধাভিনয় পাঁচ প্রকার ॥ ৩২৪০-৪১ ॥

অথ উরঃ—

বক্ষ-অভিনয় পঞ্চ—সমাভুগ্ন আর।
নির্ভুগ্ন, কম্পিতোদ্বাহিত—এ প্রচার ॥ ৩২৪২ ॥

তথাহি—

স্যাদ্বক্ষঃ সমমাভুগ্নং নির্ভুগ্নঞ্চ প্রকম্পিতম্।
উদ্বাহিতং পঞ্চধেতি তেষাং লক্ষ্মাভিদধ্মহে ॥ ৩২৪৩ ॥

অন্বয়। বক্ষঃ (বক্ষোঽভিনয় ইত্যর্থঃ) সমম্ আভুগ্নং নির্ভুগ্নং প্রকম্পিতম্ উদ্বাহিতম্ ইতি পঞ্চধা (পঞ্চবিধং ভবতি); তেষাং পঞ্চবিধানাং লক্ষ্ম (লক্ষণং) অভিদধ্মহে (কথয়ামঃ)।

অনুবাদ। বক্ষোঽভিনয় পঞ্চ প্রকার, যথা—সম, আভুগ্ন, নির্ভুগ্ন, প্রকম্পিত ও উদ্বাহিত। তাহাদের লক্ষণ বলিতেছি ॥ ৩২৪৩ ॥

তত্র সমম্—

বক্ষঃ-সৌষ্ঠবাদি জান 'সম'-অভিনয়।
আভুগ্নাদি-লক্ষণ শাস্ত্রজ্ঞ নিরূপয় ॥ ৩২৪৪ ॥

তথাহি—

সৌষ্ঠবাধিষ্ঠিতং বক্ষশ্চতুরস্রাঙ্গসংশ্রয়ম্।
প্রকৃতিস্থং সমং প্রাহুঃ স্বভাবাভিনয়ে সমম্। ইত্যাদয়ঃ॥

অন্বয়। সৌষ্ঠবাধিষ্ঠিতং (সৌষ্ঠবান্বিতং) চতুরস্রাঙ্গসংশ্রয়ং (চতুষ্কোণাঙ্গাশ্রিতং) প্রকৃতিস্থং (স্বাভাবিকাবস্থং) বক্ষঃ সমং প্রাহুঃ (কথয়ন্তি); (তচ্চ) সমং স্বভাবাভিনয়ে (স্বাভাবিক-ভাবস্য অভিনয়ে ভবতি) ॥ ৩২৪৫ ॥

অনুবাদ। সৌষ্ঠবযুক্ত, চতুষ্কোণাঙ্গসংশ্রিত, প্রকৃতিস্থ বক্ষোঽভিনয়কে 'সম' কহে; স্বাভাবিক ভাবের অভিনয়ে 'সম' দৃষ্ট হয় ॥ ৩২৪৫ ॥

অথ পার্শ্বম্—

পার্শ্ব—বিবর্তিত, অপসৃত, প্রসারিত।
নত, উন্নত—এ পঞ্চ লক্ষণ বিদিত ॥ ৩২৪৬ ॥

তথাহি—

বিবর্তিতং চাপসৃতং প্রসারিতমথো নতম্।
উন্নতঞ্চেতি সংচখ্যুঃ পার্শ্বং পঞ্চবিধং বুধাঃ॥
বিবর্তনাত্ত্রিকস্য স্যাৎ পরাবৃত্তে বিবর্তিতম্॥ইত্যাদয়ঃ॥
(ত্রিকস্য পৃষ্ঠদেশস্যেত্যর্থঃ। পৃষ্ঠবংশাধরে ত্রিকমিতি)

অন্বয়। বুধাঃ (পণ্ডিতাঃ) পার্শ্বং (পার্শ্বাভিনয়ং) বিবর্তিতং, অপসৃতং, প্রসারিতং নতম্ উন্নতং চ ইতি পঞ্চবিধং সংচখ্যুঃ (কথিতবন্তঃ)। পরাবৃত্তে (পার্শ্বপরিবর্তনে) ত্রিকস্য (পৃষ্ঠদেশস্য) বিবর্তনাৎ (হেতোঃ) বিবর্তিতং স্যাৎ ॥

অনুবাদ। পণ্ডিতগণ বিবর্তিত, অপসৃত, প্রসারিত, নত ও উন্নত—এই পাঁচ প্রকার পার্শ্বাঙ্গাভিনয় কহিয়াছেন। পার্শ্ব-পরিবর্তনে ত্রিকের (মেরুদণ্ডের নিম্নাংশের) বিবর্তন-হেতু বিবর্তিত-সংজ্ঞা হয় ॥ ৩২৪৭ ॥

অথ হস্তঃ—

হস্ত অভিনয় ত্রিধা—সংযুতাখ্যা আর।
অসংযুত নৃত্যহস্ত—এ ত্রয় প্রচার ॥ ৩২৪৮ ॥

তথাহি—

অসংযুতাঃ সংযুতাশ্চ নৃত্যহস্তা ইতি ত্রিধা।
হস্তকাঃ কথিতাস্তজ্জ্ঞৈঃ সামান্যনৃত্যভেদতঃ ॥৩২৪৯॥

অন্বয়। নৃত্যভেদতঃ (নৃত্যভেদেন) সামান্যাৎ (সাধারণভাবেন) হস্তকাঃ (হস্তাভিনয়াঃ) অসংযুতাঃ সংযুতাঃ নৃত্যহস্তা চ ইতি ত্রিধা (ত্রিবিধাঃ) তজ্জ্ঞৈঃ (নৃত্যজ্ঞৈঃ) কথিতাঃ ॥ ৩২৪৯ ॥

অনুবাদ। নৃত্যভেদেও সাধারণতঃ হস্তাভিনয় তিন প্রকার; যথা অসংযুত, সংযুত ও নৃত্যহস্ত। নৃত্যজ্ঞগণ এইরূপ বলেন ॥ ৩২৪৯ ॥

একহস্তে অভিনয়-কর্ম 'অসংযুত'।
হস্তদ্বয়ে কর্ম যে সে হয়েন 'সংযুত' ॥ ৩২৫০ ॥
নৃত্যমাত্রস্থিত কিছু বস্তু না প্রচারে।
অঙ্গ-হাবসহ—'নৃত্যহস্ত' কহে তা'রে ॥ ৩২৫১ ॥

তথাহি—

হস্তেনৈকেন কর্মাণি যেষাং তে স্যুরসংযুতাঃ।
যেষাং হস্তদ্বয়েনৈব কর্ম তে স্যুস্ত সংযুতাঃ ॥ ৩২৫২ ॥

অন্বয়। যেষাং (হস্তাভিনয়ানাং) একেন হস্তেন কর্মাণি

(ভবন্তি) তে অসংযুতাঃ স্যুঃ (ভবেয়ুঃ)। যেষাং হস্তদ্বয়েন এব কর্ম (ভবেৎ) তে তু সংযুতাঃ স্যুঃ ॥ ৩২৫২ ॥

অনুবাদ। যে সকল হস্তাভিনয়ে এক হস্তে কার্য হয়,তাহাদিগকে অসংযুত এবং যাহাদের অভিনয়ে হস্তদ্বয়-দ্বারা কর্ম কৃত হয়, তাহাদিগকে সংযুত বলে ॥ ৩২৫২ ॥

নৃত্যমাত্রস্থিতা যে তু ন কিঞ্চিদ্বস্তুবাচিনঃ।
অঙ্গহাবেন সহিতা নৃত্যহস্তাস্তু তে মতাঃ ॥ ৩২৫৩ ॥

অন্বয়। যে (হস্তাভিনয়াঃ) নৃত্যমাত্রস্থিতাঃ (নৃত্যকাল এব স্থিতাঃ) তু (কিন্তু) কিঞ্চিদ্বস্তুবাচিনঃ (বস্তুনির্দেশকাঃ) ন (ন ভবন্তীতি শেষঃ)। অঙ্গহাবেন (অঙ্গভঙ্গ্যা) সহিতাঃ (যুক্তাঃ) তে (হস্তাভিনয়াঃ) তু নৃত্যহস্তাঃ (ইতি নামানঃ) মতাঃ (কথিতাঃ) ॥ ৩২৫৩ ॥

অনুবাদ। যাহারা কেবল নৃত্যকালে অবস্থান করে, কিন্তু কোন বস্তু নির্দেশ করে না; অঙ্গভঙ্গীর সহিত যুক্ত, সেই অভিনয়সকলকে নৃত্যহস্তা বলে ॥ ৩২৫৩ ॥

হস্তের সঞ্চার ত্রিধা নৃত্যজ্ঞ কহয়।
উত্তান, পার্শ্বগ, অধোমুখ এই ত্রয় ॥ ৩২৫৪ ॥

তথাহি—

উত্তানঃ পার্শ্বগশ্চৈব তথাধোমুখ এব চ।
হস্তসঞ্চারস্ত্রিবিধো ভরতেন * প্রকীর্তিতঃ ॥ ৩২৫৫ ॥

অন্বয়। উত্তানঃ পার্শ্বগশ্চ এব তথা অধোমুখঃ এব চ (ইতি) ভরতেন ত্রিবিধঃ হস্তসঞ্চারঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৩২৫৫ ॥

অনুবাদ। ভরত ত্রিবিধ হস্তসঞ্চার বর্ণন করিয়াছেন—উত্তান, পার্শ্বগ ও অধোমুখ ॥ ৩২৫৫ ॥

কেহো কহে পঞ্চদশ ইহাও মানিয়ে।
ক্রমপ্রাপ্ত মতে অসংযুত জানাইয়ে ॥ ৩২৫৬ ॥

অসংযুতমাহ—

অসংযুতা হস্তক পতাকা কহি আর।
ত্রিপতাকাদিক চতুর্বিংশতি প্রকার ॥ ৩২৫৭ ॥
ইহাতে অধিক কেহ কহে চতুষ্টয়।
কেহ কহে ত্রিংশত এ সুসম্মত হয় ॥ ৩২৫৮ ॥
অসংযুত অর্থবশে সংযুতা প্রমাণ।
এ সব বিস্তারি নিরূপয়ে বিজ্ঞাবান্ ॥ ৩২৫৯ ॥

তথাহি—

পতাকস্ত্রিপতাকোঽর্ধচন্দ্রাখ্যঃ কর্তরীমুখঃ।
অরালমুষ্টি-শিখর-কপিত্থ-খটকমুখাঃ ॥ ৩২৬০ ॥
শুকতুণ্ডঃ কাঙ্গুলশ্চ পদ্মকোষোঽথ পল্লবঃ।
স্থচিমুখঃ সর্পশিরাশ্চতুরো মৃগশীর্ষকঃ ॥ ৩২৬১ ॥
হংসাস্যো হংসপক্ষশ্চ ভ্রমরো মুকুলস্তথা।
ঊর্ণনাভশ্চ সংদংশস্তাম্রচূড়োঽপরঃ কবিঃ।
অমী অসংযুতা হস্তাশ্চতুর্বিংশতিরীরিতাঃ ॥ ৩২৬২ ॥

অনুবাদ। পতাক, ত্রিপতাক, অর্ধচন্দ্র, কর্তরীমুখ, অরালমুষ্টি, শিখর, কপিত্থ, খটকামুখ, শুকতুণ্ড, কাঙ্গুল, পদ্মকোষ, পল্লব, স্থচিমুখ, সর্পশিরা, চতুর, মৃগশীর্ষক, হংসাস্য, হংসপক্ষ, ভ্রমর, মুকুল, ঊর্ণনাভ, সংদংশ, তাম্রচূড় ও কবি—এই চব্বিশ প্রকারের অসংযুতহস্তা কথিত হইয়াছে ॥ ৩২৬০-৬২ ॥

উপধানঃ সিংহমুখঃ কদম্বশ্চ নিকুঞ্জকঃ।
অসংযুতেষু চতুরোঽধিকানেতান্ পরে জগুঃ ॥ ৩২৬৩॥

অন্বয়। পরে (অপরে) অসংযুতেষু (মধ্যে) উপধানঃ, সিংহমুখ, কদম্বঃ, নিকুঞ্জকশ্চ এতান্ চতুরঃ অধিকান্ জগুঃ (গীতবন্তঃ) ॥ ৩২৬৩ ॥

অনুবাদ। অন্যে অসংযুতসমূহের মধ্যে উপধান, সিংহমুখ, কদম্ব ও নিকুঞ্জক—এই চারিটি অধিক বলেন ॥ ৩২৬৩ ॥

ত্রিংশদ্দামোদরেণোক্তা অমী হস্তা অসংযুতাঃ।
অসংযুতা অর্থবশাদেতে স্যুঃ সংযুতা অপি ॥ ৩২৬৪ ॥

অন্বয়। দামোদরেণ অমী অসংযুতা হস্তাঃ ত্রিংশৎ (ত্রিংশৎসংখ্যকাঃ) উক্তাঃ। অর্থবশাৎ এতে অসংযুতাঃ অপি সংযুতাঃ স্যুঃ ॥ ৩২৬৪ ॥

অনুবাদ। দামোদর এই অসংযুতা হস্তার সংখ্যা ত্রিশ বলিয়া বলিয়াছেন। অর্থ-বশতঃ এই অসংযুতই সংযুত হয় ॥ ৩২৬৪ ॥

এ-সকল হস্তকের লক্ষণ-প্রকার।
যে বিষয়ে প্রয়োগ তা' শাস্ত্রেতে প্রচার ॥ ৩২৬৫ ॥
হস্তক-লক্ষণ অতি বিস্তারিত হয়।
এথা দর্শাইয়ে দিশা যৈছে অভিনয় ॥ ৩২৬৬ ॥

* নাট্যশাস্ত্রাণাং সূত্রকারো ভরতঃ।

পতাকামাহ—

অঙ্গুষ্ঠবক্রতা তর্জনীমূল-সমাশ্রিত।

আর সর্বাঙ্গুল সোঝা পতাকা বিদিত ॥ ৩২৬৭ ॥

তথাহি—

অঙ্গুষ্ঠো যস্য বক্রঃ সন্ তর্জনীমূলসংশ্রিতঃ।

ঋজবোঽঙ্গুলয়ঃ শ্লিষ্টাঃ স পতাক ইতি স্মৃতঃ ॥ ৩২৬৮॥

অন্বয়। যস্য (অসংযুতস্য) অঙ্গুষ্ঠঃ বক্রঃ সন্ তর্জনীমূলসংশ্রিতঃ (ভবতীতি শেষঃ) (যস্য) অঙ্গুলয়ঃ ঋজবঃ (সরলাঃ) শ্লিষ্টাঃ (সংযুক্তাঃ) (চ) স পতাকঃ ইতি স্মৃতঃ (কথিতঃ) ॥ ৩২৬৮ ॥

অনুবাদ। যেই অসংযুতের অভিনয়ে অঙ্গুষ্ঠ বক্র এবং তর্জনীমূলাশ্রিত থাকে, অঙ্গুলিসকল সরল ও সংযুক্ত থাকে, তাহাকে পতাক বলে ॥ ৩২৬৮ ॥

পতাকাভিনয় স্পর্শাদিক বহু স্থানে।

ইহা নানা প্রকারেতে নৃত্যজ্ঞ বাখানে ॥ ৩২৬৯ ॥

তথাহি—

এষ স্পর্শে চ পেটে চ পতাকা-তালিকাদিষু।

জ্বালাস্বর্ধগতাস্তস্যাঙ্গুল্যঃ প্রবিরলাশ্চলাঃ ॥ ৩২৭০ ॥

ধারাস্বধোগতা পক্ষিপক্ষে তস্য কটিস্থিতিঃ।

উর্ধ্বং গচ্ছন্নুচ্ছ্রিতেষু পুষ্করে গ্রহণে ত্বধঃ ॥ ৩২৭১ ॥

উর্ধ্বং গচ্ছন্ কটিক্ষেত্রাৎ উৎক্ষেপাভিনয়ে করঃ।

কটিক্ষেত্রাৎ কটিস্থান ইত্যর্থঃ ॥ ৩২৭২ ॥

অন্বয়। এষ (পতাকঃ) স্পর্শে চ (স্পর্শস্থানে স্যাৎ) পেটে চ (পেটস্থানে চ স্যাৎ) তস্য (পতাকস্য) অঙ্গুল্যঃ (অঙ্গুলিসমূহঃ) পতাকাতালিকাদিষু জ্বালাসু অর্ধগতাঃ প্রবিরলাঃ (স্বল্পাঃ) চলাঃ (চঞ্চলা ভবন্তি) পক্ষিপক্ষে তস্য (পতাকাভিনয়স্য) কটিস্থিতিঃ (কটিস্থানং) ধারাসু অধোগতা (ভবতি)। উৎক্ষেপাভিনয়ে করঃ (হস্তঃ) উচ্ছ্রিতেষু (স্থানেষু) উর্ধ্বং গচ্ছন্ তু (কিন্তু) পুষ্করে গ্রহণে (স্থানে) অধঃ (গচ্ছন্) কটিক্ষেত্রাৎ (কটিস্থানে) উর্ধ্বং গচ্ছন্ (বর্ত্ততে) ॥ ৩২৭০-৭২ ॥

অনুবাদ। এই পতাকাভিনয় স্পর্শস্থানে ও পেটস্থানে হয়। ইহার অঙ্গুলিসমূহ পতাকা-তালিকাদিতে ও জ্বালাতে অর্ধগমনপূর্বক স্বল্প চঞ্চল হইয়া থাকে। পক্ষিপক্ষে পতাকার কটিস্থান ধারাতে অধোগমন করে। উৎক্ষেপাভিনয়ে হস্ত উচ্ছ্রিতস্থানে উর্ধ্বে গমন করে,কিন্তু পুষ্করস্থানে অধোগমন করে এবং কটিস্থানে উর্ধ্বগমন করে ॥ ৩২৭০-৭২ ॥

আভিমুখ্যে মুখক্ষেত্রমাগচ্ছন্নিজপার্শ্বতঃ।

কম্প্রঃ পার্শ্বে নিষেধে চ পার্শ্বে বিভজনে পৃথক্ ॥৩২৭৩॥

পতাকশ্চ শনৈর্ঘর্ষোন্মর্দনে মার্জনে তথা।

শিলাদিস্থূলবস্তূনাং ধারণোৎপাটনাদিষু

উচ্ছ্রিতৌ বিচ্যুতৌ কার্যাবেতাবন্যোঽন্যসম্মুখৌ ॥

(উচ্ছ্রিতৌ উচ্চগতৌ ইত্যর্থঃ।)

অন্বয়। আভিমুখ্যে (সাম্মুখ্যস্থানে) কম্প্রঃ (কম্পনং) নিজপার্শ্বতঃ (স্বপার্শ্বেন) মুখক্ষেত্রম্ (মুখস্থানম্) আগচ্ছন্ পার্শ্বে (পার্শ্বস্থানে) নিষেধে চ (নিষেধস্থানে স্যাৎ) পার্শ্বে বিভজনে পৃথক্ (স্যাৎ) ঘর্ষোন্মর্দনে তথা মার্জনে (স্থানে ইত্যর্থঃ) শনৈঃ (ধীরং) পতাকং (তালং কুর্যাৎ) শিলাদিস্থূলবস্তূনাং ধারণোৎপাটনাদিষু এতৌ (করশ্চ কম্প্রশ্চ) অন্যোঽন্যসম্মুখৌ (পরস্পরসম্মুখৌ) উচ্ছ্রিতৌ (উচ্চগতৌ) বিচ্যুতৌ কার্যৌ (কর্ত্তব্যৌ) ॥ ৩২৭৩-৭৪ ॥

অনুবাদ। কম্পন আভিমুখ্যস্থানে, নিজপার্শ্বদিকে, মুখস্থানে আগমন করে এবং পার্শ্ব ও নিষেধস্থানে কম্পন হয়। কিন্তু পার্শ্ব ও বিভজন-স্থানে পৃথক্ কম্পন হয়। ঘর্ষণোন্মর্দন-স্থানে ও মার্জনস্থানে ধীরে ধীরে পতাক কর্ত্তব্য। শিলাদিস্থূলবস্তুসমূহের ধারণ ও উৎপাটনাদি-স্থানে হস্ত ও কম্পন পরস্পর সম্মুখীন করিয়া উচ্ছ্রিত ও বিচ্যুত করা কর্তব্য ॥ ৩২৭৩-৭৪ ॥

অধোগতোচ্ছ্রিততলাঙ্গুলির্বায়ূর্মিবেগয়োঃ।

সরঃপল্বলনির্দেশৈঃ স্বস্তিকীভূয় বিচ্যুতা ॥ ৩২৭৫ ॥

(সরঃপল্বলঃ ক্ষুদ্রপুষ্করিণীত্যর্থঃ।)

অন্বয়। উচ্ছ্রিততলাঙ্গুলিঃ বায়ূর্মিবেগয়োঃ (বায়ুবেগে চ তরঙ্গবেগে চ) অধোগতা সরঃপল্বলনির্দেশৈঃ (ক্ষুদ্রপুষ্করিণী-নির্দেশৈঃ) স্বস্তিকীভূয় বিচ্যুতা (ভবতি) ॥৩২৭৫॥

অনুবাদ। উচ্ছ্রিততলাঙ্গুলি বায়ুবেগ ও তরঙ্গবেগে অধোগমন করে এবং ক্ষুদ্রপুষ্করিণীনির্দেশে স্বস্তিক হইয়া বিচ্যুত হয় ॥ ৩২৭৫ ॥

কার্যঃ পতাকো বিশ্লিষ্য স্বস্তিকাকারতাং গতৌ।
ছেদনে গোপনাদর্শবাচনপ্রোঞ্ছনেষু চ ॥ ৩২৭৬ ॥
(প্রোঞ্ছনে পোঁছনে ইতি ভাষা ইত্যর্থঃ।)
অধোমুখোত্তালতলৌ হস্তৌ কিঞ্চিৎ প্রসারিতৌ।
কৃত্বা প্রদর্শয়েদ্বেলাং বিলং গ্রাহং গৃহং গুহাম্ ॥৩২৭৭॥

অন্বয়। গতৌ (গতিবিষয়ে) স্বস্তিকাকারতাং (স্বস্তিকরূপতাং) বিশ্লিষ্য (বিচ্ছিদ্য) পতাকঃ কার্যঃ (কর্তব্যঃ)। ছেদনে গোপনাদর্শবাচনপ্রোঞ্ছনেষু অধোমুখোত্তালতলৌ (অধোমুখম্ উত্তালং চ তলং যয়োঃ তৌ) হস্তৌ কিঞ্চিৎ প্রসারিতৌ (বিস্তারিতৌ) কৃত্বা বেলাং বিলং গ্রাহং গৃহং গুহাং প্রদর্শয়েৎ ॥ ৩২৭৬-৭৭ ॥

অনুবাদ। গতিস্থানে স্বস্তিকাকারকে বিশ্লেষ করিয়া পতাক করা কর্তব্য। ছেদনস্থানে গোপন-আদর্শ-বাচন ও প্রোঞ্ছনস্থানে অধোমুখ ও উত্তালতলযুক্ত হস্তদ্বয়কে কিঞ্চিৎ প্রসারিত করিয়া বেলা, বিল, গ্রাহ, গৃহ ও গুহা প্রদর্শন করা কর্তব্য ॥ ৩২৭৬-৭৭ ॥

যদ্যপি নির্বিশেষেণ হস্তপ্রয়োগা উক্তাস্তথাপি লোকপ্রযুক্তিমনুসৃত্যৈব প্রযোজ্যম্ ॥ ৩২৭৮ ॥

অনুবাদ। যদিও সম্পূর্ণরূপে হস্তপ্রয়োগসকল কথিত হইল, তথাপি লোকপ্রয়োগানুসারে হস্তপ্রয়োগ অভিনয় করা কর্তব্য। কেন-না, শাস্ত্রে সেই প্রকার উক্ত হইয়াছে ॥ ৩২৭৮ ॥

তদুক্তম্—
লোকপ্রয়োগমুদ্বীক্ষ্য নাট্যাঙ্গমুপজীব্য চ।
তত্তচ্চেষ্টানুসারেণ হস্তকান্ সংপ্রযোজয়েৎ ॥
ঘর্ষণচ্ছেদনাদর্শবিভাগাদৌ স্ফুটং হি তৎ ॥ ৩২৭৯ ॥
ইতি পতাকঃ ॥

অন্বয়। লোকপ্রয়োগম্ উদ্বীক্ষ্য (অনুসৃত্য) নাট্যাঙ্গম্ উপজীব্য চ (আশ্রিত্য চ) তত্তচ্চেষ্টানুসারেণ হস্তকান্ সংপ্রযোজয়েৎ ঘর্ষণচ্ছেদনাদর্শবিভাগাদৌ (তৎ) হস্তকং স্ফুটং (স্পষ্টং) প্রযোজয়েৎ ॥ ৩২৭৯ ॥

অনুবাদ। লোকপ্রয়োগানুসারে ও নাট্যাঙ্গ আশ্রয় করিয়া সেই সেই চেষ্টানুসারে হস্ত প্রয়োগ করা কর্তব্য। ঘর্ষণ, ছেদন, আদর্শ-বিভাগাদিস্থানে স্পষ্টরূপে হস্ত-প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইতি পতাকাভিনয় সমাপ্ত ॥ ৩২৭৯ ॥

ঐছে ত্রিপতাকাদি নৃত্যাঙ্গ নিরূপয়।
ইথে যে কৌতুক তাহা অন্যে কি বুঝয় ॥ ৩২৮০ ॥
ইত্যসংযুতহস্তাঃ অথ প্রাপ্তক্রমং সংযুতমাহ ॥ ৩২৮১॥

অনুবাদ। অনন্তর ক্রমানুসারে সংযুত উক্ত হইতেছে ॥ ৩২৮১ ॥

সংযুতহস্তক ত্রয়োদশ নিরূপয়।
অঞ্জলি কপোত কর্কট স্বস্তিকাদয় ॥ ৩২৮২ ॥

তথাহি—
অঞ্জলিশ্চ কপোতশ্চ কর্কটঃ স্বস্তিকস্তথা।
দোল-পুষ্পপুটোৎসঙ্গ-খটকা বর্ধমানকঃ ॥ ৩২৮৩ ॥
গজদন্তশ্চাবহিত্থো নিষধো মকরস্তথা।
বর্ধমানশ্চেতি হস্তাঃ সংযুতাঃ স্যুস্ত্রয়োদশ ॥ ৩২৮৪ ॥

অন্বয়। অঞ্জলিঃ চ কপোতঃ চ কর্কটঃ তথা স্বস্তিকঃ দোল পুষ্পপুটোৎসঙ্গ-খটকাঃ বর্ধমানকঃ গজদন্তশ্চ অবহিত্থঃ নিষধঃ তথা মকরঃ বর্ধমানঃ চ ইতি ত্রয়োদশ সংযুতাঃ হস্তাঃ স্যুঃ (ভবেয়ুঃ) ॥ ৩২৮৩ ৮৪ ॥

অনুবাদ। অঞ্জলি, কপোত, কর্কট, স্বস্তিক, দোল, পুষ্পপুটোৎসঙ্গ, খটক, বর্ধমানক, গজদন্ত, অবহিত্থ, নিষধ, মকর ও বর্ধমান—এই তেরটী সংযুত হস্ত ॥ ৩২৮৩-৮৪ ॥

অত্রাঞ্জলিঃ—
পতাকা দ্বিহস্ততলসংশ্লিষ্ট অঞ্জলি।
দেবাদি-নমস্কারাদি ক্রিয়া যুক্তাঙ্গুলি ॥ ৩২৮৫ ॥

তথাহি—
পতাকো হস্ততলয়োঃ সংশ্লিষ্টশ্চেত্তদাঞ্জলিঃ।
নমস্কারে দেবতানাং শিরঃস্থোঽয়মুদীরিতঃ ॥ ৩২৮৬ ॥
গুরূণান্তু নমস্কারে মুখক্ষেত্রগতো ভবেৎ।
নমস্কারে তু বিপ্রাণাং হৃদিস্থঃ সদ্ভিরিষ্যতে ॥ ৩২৮৭ ॥
অন্যেষনিয়মো জ্ঞেয়স্ত্রিভিঃ কার্যো যথেষ্টতঃ ॥ ৩২৮৮ ॥
ইত্যঞ্জলিঃ ॥

অন্বয়। চেৎ (যদি) পতাকঃ হস্ততলয়োঃ সংশ্লিষ্টঃ (সংযুক্তঃ স্যাৎ) তদা অঞ্জলিঃ (ভবেৎ)। দেবতানাং নমস্কারে অয়ং (অঞ্জলিঃ) শিরঃস্থঃ উদীরিতঃ (কথিতঃ) তু (কিন্তু) গুরূণাং নমস্কারে (অঞ্জলিঃ) মুখক্ষেত্রগতঃ (মুখস্থানগতঃ ভবেৎ) তু (কিন্তু) বিপ্রাণাং নমস্কারে (অয়ম্ অঞ্জলিঃ

হৃদিস্থঃ সদ্ভিঃ (সাধুভিঃ) ঈর্যতে (কথ্যতে) অন্যেষু (কপোতাদিষু) অনিয়মঃ জ্ঞেয়ঃ (জ্ঞাতব্যঃ) ত্রিভিঃ (কপোতাদীনাং মধ্যে যৈঃ কৈশ্চিৎ ত্রিভিঃ) যথেষ্টতঃ (যথেচ্ছং) নমস্কারঃ কার্যঃ (কর্তব্যঃ) ॥ ৩২৮৬ ৮৮ ॥

অনুবাদ। যদি পতাক হস্তদ্বয়তলসংশ্লিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে অঞ্জলি কহে। দেবতা-নমস্কারে এই অঞ্জলি শিরঃস্থ বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু গুরুনমস্কারে মুখস্থানগত হয় এবং বিপ্রনমস্কারে হৃদয়স্থ হয়। ইহা সাধুগণ ইচ্ছা করেন। আর অন্যান্য কপোতাদি-বিষয়ে কোন নিয়ম নাই ; ইহাই জ্ঞাতব্য। ইচ্ছামত যে কোন তিনটির দ্বারা নমস্কারাদি করা যাইতে পারে॥ ৩২৮৬ ৮৮ ॥

কপোতাদি সংযুত লক্ষণ বহু হয়।
বিবিধপ্রকার নৃত্যবিজ্ঞ বিস্তারয়॥ ৩২৮৯ ॥

অথ নৃত্যহস্তাঃ—

নৃত্যহস্তা নৃত্য-উপযোগী মাত্র হয়।
এ ত্রিংশৎ প্রকার দ্বাত্রিংশ কেহো কয়॥ ৩২৯০ ॥
চতুরস্র উদ্বৃত্তাদি ত্রিংশৎ প্রকার।
এ সভার লক্ষণাদি শাস্ত্রে সুপ্রচার॥ ৩২৯১ ॥

তথাহি—

চতুরস্রাবথোদ্বৃত্তৌ হস্তৌ তেন মুখাভিধৌ।ইত্যাদয়ঃ॥

অন্বয়। চতুরস্রৌ অথ (অনন্তরং) উদ্বৃত্তৌ মুখাভিধৌ হস্তৌ ইত্যাদয়ঃ (হস্তনৃত্যাঃ ভবন্তি)॥ ৩২৯২ ॥

অনুবাদ। চতুরস্র উদ্বৃত্তাদি ত্রিংশৎপ্রকার নৃত্যহস্ত॥ ৩২৯২ ॥

হস্তক অনন্ত বিজ্ঞে দিগ্‌ দর্শাইল।
আর যে যে হস্তক প্রকারে বিস্তারিল॥ ৩২৯৩ ॥

তথাহি—

দিঙ্‌মাত্রদর্শনায়ৈতে ময়োক্তা হস্তকা ইমে।
আনন্ত্যাদভিনেয়ানাং সন্ত্যনন্তাঃ পরে করাঃ॥ইতি হস্তঃ॥ ৩২৯৪ ॥

অন্বয়। ময়া দিঙ্মাত্রদর্শনায় (স্বল্পমাত্রপ্রদর্শনার্থম্) ইমে হস্তকা উক্তাঃ (কথিতাঃ) অভিনেয়ানাম্ আনন্ত্যাৎ (অসংখ্যত্বাৎ পরে (অন্যে) অনন্তা করাঃ সন্তি॥ ৩২৯৪ ॥

অনুবাদ। আমি কেবল দিগ্‌দর্শনের জন্য এই হস্তসকল বলিলাম, যেহেতু অভিনেয় বিষয় অনন্ত, হস্তসকলও অনন্ত॥ ৩২৯৪ ॥

অথ কটিমাহ—

কটি-অভিনয় পঞ্চ কম্পিতোদ্বাহিত।
ছিন্না বিবৃতা রেচিতা লক্ষণ বিদিত॥ ৩২৯৫ ॥

তথাহি—

কম্পিতোদ্বাহিতছিন্না বিবৃতা রেচিতা তথা।
কটিঃ পঞ্চবিধা প্রোক্তেতি॥ ৩২৯৬ ॥

অন্বয়। কম্পিতা, উদ্বাহিতা, ছিন্না, বিবৃতা, তথা রেচিতা ইতি পঞ্চবিধা কটিঃ প্রোক্তা॥ ৩২৯৬ ॥

অনুবাদ। কম্পিত, উদ্বাহিত, ছিন্ন, বিবৃত ও রেচিত —এই পাঁচ প্রকার কটি-অভিনয় বলিয়া কথিত॥ ৩২৯৬ ॥

অথ পদম্—

পদ সম অঞ্চিত কুঞ্চিত সূচ্যাদয়।
ত্রয়োদশ প্রকার নৃত্যজ্ঞ নিরূপয়॥ ৩২৯৭ ॥

তথাহি—

সমোঽঞ্চিতঃ কুঞ্চিতশ্চ সূচ্যগ্রতলসঞ্চরঃ।
মর্দিতোদ্ঘাটিতৌ চেত্যগ্রগঃ পার্শ্বগপাষ্ণিগৌ॥৩২৯৮॥
তাড়িতোদ্ঘট্টিতোচ্ছেধ উদ্ঘাটিত ইতি ক্রমাৎ।
ত্রয়োদশবিধঃ প্রোক্তশ্চরণা নৃত্যকোবিদৈঃ॥৩২৯৯॥
স্বভাবেন স্থিতো পাদৌ সমঃ পাদোঽভিধীয়তে॥
॥ ৩৩০০ ॥ ইতি সপ্তাঙ্গানি॥

অন্বয়। সমঃ অঞ্চিতঃ কুঞ্চিতঃ চ সূচ্যগ্রতলসঞ্চরঃ মর্দিতোদ্ঘাটিতৌ (মর্দিতশ্চ উদ্ঘাটিতশ্চ) চ ইতি অগ্রগঃ পার্শ্বগপাষ্ণিগৌ (পার্শ্বগশ্চ পাষ্ণিগশ্চ) তাড়িতোদ্ঘট্টিতোচ্ছেধঃ (তাড়িতশ্চ উদ্ঘট্টিতশ্চ উচ্ছেধশ্চ) উদ্ঘাটিতঃ ইতি (এবম্প্রকারেণ) ক্রমাৎ (অনুক্রমং) নৃত্যকোবিদৈঃ (নৃত্যবিশারদৈঃ) ত্রয়োদশবিধঃ চরণঃ (পাদঃ) প্রোক্তঃ (কথিতঃ)॥ স্বভাবেন (প্রকৃত্যা) স্থিতৌ পাদৌ সমঃ (সমানঃ) পাদঃ ইতি অভিধীয়তে (কথ্যতে)॥ ৩২৯৮-৩৩০০ ॥

অনুবাদ। নৃত্যবিদ্‌গণ সম, অঞ্চিত, কুঞ্চিত, সূচ্যগ্রতলসঞ্চর, মর্দিত, উদ্ঘাটিত, অগ্রগ, পার্শ্বগ, পাষ্ণিগ, তাড়িত,উদ্ঘট্টিত,উচ্ছেধ ও উদ্ঘাটিত—এই তের প্রকার পদ-নৃত্য বলিয়াছেন। স্বাভাবিকভাবে স্থিত পাদদ্বয়কে সম বলে॥

প্রত্যঙ্গ-উপাঙ্গে অভিনয় যে প্রকার।
নৃত্যজ্ঞগণেতে তাহা করিল বিস্তার॥ ৩৩০১ ॥
আর যে যে নাট্যক্রিয়া প্রচারিল ইথে।
সে সকল বিস্তারিয়া নারি জানাইতে॥ ৩৩০২ ॥

ওহে শ্রীনিবাস ! রাসে ব্রজেন্দ্র-তনয়।
ব্রহ্মাদি-দুর্জ্ঞেয় যাহা তাহা প্রকাশয় ॥ ৩৩০৩ ॥
অঙ্গ-অভিনয়ের উপমা নাই দিতে।
নানা ভাব প্রকাশয়ে অশেষ ভঙ্গিতে ॥ ৩৩০৪ ॥
শ্রীরাধিকা রাধিকার সখীগণ যত।
প্রকাশয়ে ভঙ্গি তা' কহিবে কে বা কত ॥ ৩৩০৫ ॥
পরম অদ্ভুত শোভা কহিল না হয়।
সখীগণ-মধ্যে রাই কানু বিলসয় ॥ ৩৩০৬ ॥
কহিতে কি দোঁহার মাধুর্য মনোহর।
বিবিধ প্রকারেতে বর্ণয়ে বিজ্ঞবর ॥ ৩৩০৭ ॥
তথাহি গীতে ॥ শ্রীকৃষ্ণস্য ॥ যথা রাগঃ ॥
রাসবিনোদিয়া শ্যাম রায়।
ভঙ্গিতে ভুবন মুরুছায় ॥ ৩৩০৮ ॥
দলিত অঞ্জন ঘন ঘটা।
জিনি সুকোমল অঙ্গ-ছটা ॥ ৩৩০৯ ॥
ময়ুর-চন্দ্রিকা শিরে শোহে।
যুবতীগণের মন মোহে ॥ ৩৩১০ ॥
বিচিত্র তিলক চারু ভালে।
কে না ভুলে অলক অরালে ॥ ৩৩১১ ॥
দুটি ভুরু কামের কামান।
আঁখি-কোণে শরের সন্ধান ॥ ৩৩১২ ॥
চঞ্চল কুণ্ডল শ্রুতিতটে।
দোলয়ে মুকুতা নাসা-পুটে ॥ ৩৩১৩ ॥
বদন-চন্দ্রমা চারি দেশে।
বরিষে অমিয়া হাসি লেশে ॥ ৩৩১৪ ॥
পরিসর বুকের মাধুরী।
করয়ে ধৈরজ-ধন চুরি ॥ ৩৩১৫ ॥
গলে বিলসয়ে বনমালা।
হেরি হিয়া ধরে কি অবলা ? ৩৩১৬ ॥
ভুজার বলনি প্রাণ হরে।
জগত মাতায় কৃশোদরে ॥ ৩৩১৭ ॥
বসন ভূষণ সাজে ভালি।
উরু নিন্দে উলট কদলী * ॥ ৩৩১৮ ॥
বাজয়ে নূপুর রাঙ্গা পায়।
নরহরি নিছনি তাহায় ॥ ৩৩১৯ ॥
যথা রাগঃ ॥ অথ শ্রীরাধিকায়াঃ ॥
রাসবিলাসিনী রাই রাসে।
সখী-মাঝে বিলসে শ্যামের বাম পাশে ॥ ৩৩২০ ॥
আহা মরি রূপের কি ছটা !
আলো করে জগ জিনি উপমার ঘটা ॥ ৩৩২১ ॥
বদনে চান্দের মদ নাশে।
অমিয়া গরব হরে সুমধুর হাসে ॥ ৩৩২২ ॥
ভুরু দুটি ভ্রমরের পাঁতি।
কমলনয়ন-কোণে ভঙ্গি নানা ভাতি ॥ ৩৩২৩ ॥
নাসায় বেশর ভাল সাজে।
কি নব সিন্দুর-বিন্দু ললাটের মাঝে ॥ ৩৩২৪ ॥
শ্রবণে তাড়ঙ্ক † মনোরমা।
কনক-দর্পণ নিন্দে গণ্ডের সুষমা ॥ ৩৩২৫ ॥
বলয়া কঙ্কণ করে শোহে।
কাঁচুলি অঙ্কিত কুচ কানু মন মোহে ॥ ৩৩২৬ ॥
কিঙ্কিণি বলিত মাজা ক্ষীণ।
পরিধেয় বিচিত্র বসন তনু লীন ॥ ৩৩২৭ ॥
ললিত নিতম্ব উরুদেশ।
যে গড়িল তা'র কি রহিল ধৃতি-লেশ ॥ ৩৩২৮ ॥
মণিময় নূপুর চরণে।
নরহরি নিছনি সু-নখের কিরণে ॥ ৩৩২৯ ॥
রাই-কানুসখী-সহ বিবিধ প্রকারে।
শ্রীবৃন্দাদেবীর মনোরথ পূর্ণ করে ॥ ৩৩৩০ ॥
কিবা রঙ্গ উপজয়ে শ্রীরাসমণ্ডলে।
মৃদঙ্গাদি নানা বাদ্য বাজে এক মিলে ॥ ৩৩৩১ ॥
নাচয়ে রসিকশিরোমণি শ্যামরায়।
কত সাধে সে নৃত্যমাধুরী কবি গায় ॥ ৩৩৩২ ॥
গীতে যথা ॥ রাগঃ কেদারঃ ॥
নৃত্যত ব্রজনাগর রস-সাগর সুখধামা।
ঝমকত মঞ্জীর চরণ, নানা গতি তাল-ধারণ,
ধৈরজ-ভর-হরণ ভূরি ভঙ্গিম নিরুপামা ॥ ৩৩৩৩ ॥

* কদলী-বৃক্ষের যদি মূলদেশ উপর করা যায়, তাহার ন্যায় জানু।
† তাড়ঙ্ক—কর্ণভূষণ, কাণতাড়কা।

লঙ্ঘনাকুল কৌতুক-ধৃত, বিবিধ ভাঁতি হস্তক নত,
মস্তক অভিনয় নব—শিপিপিঞ্ছ বলিত বামা।
মঞ্জু বদন রদনচ্ছদ, নিরসই চন্দ্র অরুণ মদ
কুন্দ রদন দমকত, মধুরস্মিত-স্মিত-কামা ॥ ৩৩৩৪ ॥
চারু পাঠ উঘটত কত, ধা ধা দিকি দিকি তক তত
থৈ থৈ থৈ থো দি দৃমিকি, দৃমিকট দিদি দ্রামা।
তাত্তা তক থোঙ্গ থোঙ্গ, থবি কুকু কুকুধা দিলঙ্গ,
ধিক্কট ধিধি কট ধিধি কট, ধিধি ধিল্লি লিলি ললামা ॥৩৩৩৫॥
কটিভূষণ ধ্বনি রসাল, লম্বিত উর পুহপ মাল
দোলত অলকালি ভাল, ভালয় অভিরামা
ঝলকত শ্রুতি কুণ্ডল মণি, চঞ্চল নব খঞ্জন জিনি,
কঞ্জনয়ন চাহনি, নিরমঞ্জন ঘনশ্যামা ॥ ৩৩৩৬ ॥

পুনঃ কেদারঃ

শ্যাম রসময় রাসমণ্ডল মধ্যে লসত সু-ভঙ্গিতে।
ললিত-বেশ বিলাস অতিশয় নিপুণ নব নব সঙ্গীতে ॥৩৩৩৭॥
জাতি শ্রুতি স্বরগ্রাম মূর্চ্ছন তান সরস প্রকাশঈ।
থোদিত কত থৈতা থৈ থৈ বদত মৃদু মৃদু হাসঈ ॥ ৩৩৩৮ ॥
মঞ্জু বদন ময়ঙ্ক ঝলকত মদন মদভর ভঞ্জএ।
লোল লোচন কঞ্জ চাহনি যুবতিগণ হৃদি রঞ্জএ ॥ ৩৩৩৯ ॥
ঝন নন নন শব্দকৃত মঞ্জীর চরণে বিরাজঈ।
নিছনি নরহরি মধুর নৃত্যে মৃদঙ্গ দৃমি দৃমি বাজঈ ॥ ৩৩৪০॥

পুনঃ ভূপালী

নাচয়ে রসিক শ্যামরায়।
দেখি, কে না পরাণ জুড়ায়? ৩৩৪১ ॥
কি মধুর ছান্দে মৃদু হাসে।
যুবতি-ধৈরয-ধর্ম্ম নাশে ॥ ৩৩৪২ ॥
দোলয়ে কুণ্ডল শ্রুতিমূলে।
গণ্ডের ছটায় কেনা ভুলে ॥ ৩৩৪৩ ॥
করয়ে কত না অভিনয়।
যাহাতে মদন পরাজয় ॥ ৩৩৪৪ ॥
চঞ্চল দীঘল আঁখি-কোণে।
কি রস ঢালয়ে কেবা জানে ॥ ৩৩৪৫ ॥
চরণ-কমলে তাল ধরে।
নূপুরের ধ্বনি প্রাণ হরে ॥ ৩৩৪৬ ॥
তা থৈ তা থৈ থৈ থৈয়া।
কহে কি ভঙ্গিতে রৈয়া রৈয়া ॥ ৩৩৪৭ ॥
দৃমি দৃমি মাদল বাজয়ে।
নরহরি পরাণ নিছয়ে ॥ ৩৩৪৮ ॥
ওহে শ্রীনিবাস রাইনৃত্য চমৎকার।
কবিগণ বর্ণে কিছু নাহি পায় পার ॥ ৩৩৪৯ ॥

তথাহি গীতে ॥ কেদারঃ ॥

নৃত্যতি রাধা ধৃতি-ভর-ভঞ্জিনী গজগামিনী,
মঙ্গলময় হীন মলিন কোমল কালিন্দী-পুলিন।
ধনি ধনি ধনি নির্ম্মল বর সরস পুলিন যামিনী ॥ ৩৩৫০ ॥
বাজত মৃদুতর মৃদঙ্গ, দিগি ধিগি দিগি তগ ধিলঙ্গ,
ধা দৃগু দৃগু ঝেন্দ্রাং দৃমি, দৃমি দৃমি দৃমি দ্রামিণী।
ঝুহু ঝুহু পগ নূপুর-ধ্বনি, কিঙ্কিণি কটি ঝিনি নিনি নিনি,
ঝঙ্কৃত কর বলয় ঝনন, ঝনন অতিবামিণী ॥ ৩৩৫১ ॥
প্রফুল্লিত মুখ কঞ্জ বসন, দুশনাবলি ললিত হসন,
নিগদত তক থৈ থৈ, থৈ তক সুখধামিনী।
সুললিত মণিভূষণ গণ, গীম ধুনত কৌতুক ঘন,
লোল লোচনাঞ্চল ভরু, অলক কুল ললামিনী ॥ ৩৩৫২ ॥
চামীকর গরব হরণ, পরম মধুর মধুরিমতন,
আবৃত বসনাঞ্চল চল, ঝলকত অনুপামিনী।
হস্তক বহুভাঁতি করত, শোভা রসপুঞ্জ ঝরত,
নরহরি বহু নিছনি নিরখি—লজ্জিত সুরকামিনী ॥ ৩৩৫৩ ॥

পুনঃ কর্ণাটঃ

নৃত্যতি রাসবিলাসিনী রাধা।
বাজত মৃদঙ্গ থিক থিক ধা ধা ॥ ৩৩৫৪ ॥
ঝলকত অঙ্গ কিরণ মনহরই।
মুখ-শশি হসনি অমিয় মধু ঝরই ॥ ৩৩৫৫ ॥
উঘটত থৈ থৈ থিকি তক্ক থেয়া।
আই অতি অই অতি ওইঅ তেয়া ॥ ৩৩৫৬ ॥
কঞ্জ নয়ন গতি খঞ্জন দলয়ে।
অভিনয় কৃতকর শোভিত বলয়ে ॥ ৩৩৫৭ ॥
কিঙ্কিণী মুখর বলিত কটি ক্ষীণা।
পহিরণ বসন তরল তনুলীনা ॥ ৩৩৫৮ ॥

ঝনন ঝলিত মণি নূপুর চরণে।
নরহরি নিছনি ললিত পগ ধরণে॥ ৩৩৫৯॥

পুনঃ কামোদঃ

নাচে রাই রমণীর মণি।
চরণে নূপুর বাজে কটিতে কিঙ্কিণী॥ ৩৩৬০॥
ফণি জিনি বেণী পিঠে দোলে।
গ্রীবার ভঙ্গিমা কিবা রসের হিল্লোলে॥ ৩৩৬১॥
কি মধুর অভিনয় করে।
তাথৈ তা তা থৈয়া থৈয়া কহি তাল ধরে॥ ৩৩৬২॥
বদনে চান্দের মদ নাশি।
হাসিতে বরিষে কি অমিয়া রাশি॥ ৩৩৬৩॥
আঁখি অভিনয় কত ছান্দে।
মাতায় মদন ভূপ বরজের চান্দে॥ ৩৩৬৪॥
নরহরি কি দিব উপমা।
জগতে করয়ে আলো অঙ্গের সুষমা॥ ৩৩৬৫॥
ওহে শ্রীনিবাস রাই কানু কত রঙ্গে।
করয়ে অদ্ভুত নৃত্য ললিতাদি সঙ্গে॥ ৩৩৬৬॥

তথাহি গীতে কেদারঃ

আজু রাস বিলাস অতিশয় শ্যাম শোহত পরম রসময়,
রাধিকা কর কঞ্জহি মহীধর চরণ-রঞ্জনা।
হসিত বদনে সুপাট উঘটত থৈ তাথৈ থৈ তাথৈ ততথো,
দিদি দিগণ হস্ত অভিনয়, মদন মদভয় ভঞ্জনা॥ ৩৩৬৭॥
রমণীমণি নিজপ্রাণ প্রিয়মুখ, নিরখি বাঢ়ত গাঢ় মনসুখ,
বিপুল পুলকিত গাত পদতল, তালধৃত গতি চঞ্চলে।
বাদত দৃমি দৃমিকি দৃমিধা, থৈ তথৈ তত থৈ তথৈ থা,
থুং ঙ্গুং ঙ্গুং রসপুঞ্জ বরষত লোল লোচন অঞ্চলে॥ ৩৩৬৮॥
যুগল ছবি অবলোকি প্রমুদিত, নিছই জলধর তড়িত
অতুলিত,
নৃত্যরত ললিতালি লহু লহু গীম ধুনত সুভঙ্গিতে।
মধুর স্বর কত ভাঁতি উচরত, থৈ তাথৈ থৈ
দৃমিকি দৃমি তথো,
দিগ দিগ দিগ দিগ থৈ তাথৈ প্রবীণাতিশয় সহ
সুসঙ্গীতে॥ ৩৩৬৯॥

বনি সুবেশ বিশাখিকা দিক নটত ঘন ঘন তাধিক
দিগিতি রটত
দিগিতি ধিগি দিগি ধিক নৈকট, ধা ধি নি নি নি
নিনি ধিন্নি না,
দৃমিকি দৃমি দৃমি মর্দ্দল-ধ্বনি হর ধৃতি ঘনশ্যাম ভনি
অনিবার
তি অই অইতি অইআ, আইঅতি অইঅ তিন্নিনা॥৩৩৭০॥

পুনঃ কেদারঃ

আজু কি নব পুনিম নিশা।
যমুনা পুলিন ঝলকই রাসে শশি উজোর এ দিশা॥ ৩৩৭১॥
রাইকানু কি মধুর ছাঁদে।
নাচে দুহু অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া ভুজা আরোপিয়া কাঁধে॥
তিলে তিলে কি কৌতুক চিতে।
দোঁহে বায় বাঁশী, মিশাইয়া সুখ তার কি উপমা দিতে॥
চারু নয়নে নয়ন নিয়া।
অধরে অধর পরশয়ে রস আবেশে উলাস হিয়া॥ ৩৩৭৪॥
বাম দক্ষিণ যুগল করে।
প্রকাশয়ে কত, ভাঁতি অভিনয় মদন ধৈরয হরে॥ ৩৩৭৫॥
তা তা তাথৈ তাথৈ কহে।
অনিবার রব বদনচান্দে কি অমিয়া ধারা বহে॥ ৩৩৭৬॥
দৃমি দৃমিকি মৃদঙ্গ বাজে।
মহীতলে তাল ধরয়ে, চরণে, কি নব নূপুর সাজে॥ ৩৩৭৭॥
ললিতাদি দেখি সে না শোভা।
নটন-ভঙ্গিতে গায় নানামতে নরহরি মনলোভা॥ ৩৩৭৮॥
ওহে শ্রীনিবাস রাস-বিলাস বিশেষ।
বর্ণে কবিগণ যাতে আনন্দ অশেষ॥ ৩৩৭৯॥
এ সব শ্রবণে নানা অমঙ্গল নাশে।
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম মিলে অনায়াসে॥ ৩৩৮০॥
শ্রীরাসবিলাসী কৃষ্ণ ভুবনমোহন।
যমুনায় জলকেলি করে কতক্ষণ॥ ৩৩৮১॥
তাহে যে কৌতুক তাহা কে বর্ণিতে পারে।
রচয়ে বিচিত্র বেশ এই কুঞ্জাগারে॥ ৩৩৮২॥
দোঁহে মহারঙ্গে এথা করয়ে শয়ন।
নিশান্ত-সময়ে জাগায়েন সখীগণ॥ ৩৩৮৩॥

দোঁহে সখীসহ নিজ নিজ গৃহে যান।
দোঁহার বিচ্ছেদে দোঁহে না ধরে পরাণ ॥ ৩৩৮৪ ॥
সখীগণ নানারূপে দোঁহে প্রবোধয়।
দোঁহে নিজ গৃহে সুতি স্বপ্নেতে মিলয় ॥ ৩৩৮৫ ॥

তথাহি গীতে—

সখীসহ রাই শ্যামরায়।
বিপুল বিলাস রাসে উল্লাস হিয়ায় ॥ ৩৩৮৬ ॥
জলকেলি করিবার তরে।
প্রবেশি যমুনাজলে কত ভঙ্গি করে ॥ ৩৩৮৭ ॥
পরস্পর বারি বরিষয়।
ভিজয়ে বসন তনুলীন শোভাময় ॥ ৩৩৮৮ ॥
লাজে ধনি চাহি শ্যাম পানে।
লুকায় অগাধ জলে কমলের বনে ॥ ৩৩৮৯ ॥
কালিয়া সে বিভোল প্রেমেতে।
চুম্বয়ে কমল রাই মুখের ভ্রমেতে ॥ ৩৩৯০ ॥
ললিতাদি সখী চারিপাশে।
দেখিয়া শ্যামের রঙ্গ মৃদু মৃদু হাসে ॥ ৩৩৯১ ॥
রাই সখী ইঙ্গিত পাইয়া।
দাঁড়ায় শ্যামের অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া ॥ ৩৩৯২ ॥
বাঢ়য়ে কৌতুক তিলে তিলে।
করি জলকেলি উঠে যমুনার কূলে ॥ ৩৩৯৩ ॥
পিয়ে মধু মদনে মাতিয়া।
সুরত-সমর-সুখে উথলয়ে হিয়া ॥ ৩৩৯৪ ॥
নিশি শেষে নিকুঞ্জ হইতে।
চলে সচকিত গতি অলখিত পথে ॥ ৩৩৯৫ ॥
দোঁহে নিজ নিজ গৃহে গিয়া।
সুতয়ে বিচ্ছেদ-দুঃখে ব্যাকুল হইয়া ॥ ৩৩৯৬ ॥
স্বপনে মিলয়ে মোদ চিতে।
নরহরি নিছনি এ দোঁহার পীরিতে ॥ ৩৩৯৭ ॥
পুনঃ আসি বিলসয়ে এই কুঞ্জাগারে।
ক্রমে কবি বর্ণে ইহা বিবিধ প্রকারে ॥ ৩৩৯৮ ॥

কুঞ্জাদ্গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাং
প্রাতঃ সায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ।
মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্ধাপরাহ্নে
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ স
কৃষ্ণোঽবতান্নঃ ॥ ৩৩৯৯ ॥

অন্বয়। যঃ নিশান্তে (রজনীশেষে) কুঞ্জাৎ গোষ্ঠং প্রবিশতি (ততঃ) দোহনান্নাশনাদ্যাং (গোদোহান্নভোজনাদ্যাং) লীলাং প্রাতঃ সায়ঞ্চ (সায়ংকালে চ) কুরুতে সঙ্গবে (পূর্ব্বাহ্নে) গাঃ চারয়ন্ (পালয়ন্) সখিভিঃ (বয়স্যৈঃ) বিহরতি (ভ্রমতি), মধ্যাহ্নে অথ নক্তঞ্চ (রাত্রৌ চ) বিপিনে রাধয়া (সহ) অদ্ধা (নিশ্চিতং) বিলসতি (রমতে), অপরাহ্নে গোষ্ঠং যাতি, প্রদোষে (রজনীমুখে) সুহৃদঃ (নন্দযশোদাদীন্) রময়তি (আনন্দয়তি) স কৃষ্ণঃ (নন্দনন্দনঃ) নঃ (অস্মান্) অবতাৎ (রক্ষতু) ॥ ৩৩৯৯ ॥

অনুবাদ। যিনি নিশান্তে কুঞ্জ হইতে গোষ্ঠে প্রবেশ করেন; প্রাতে এবং সায়ংকালে গোদোহন ও অন্নভোজনাদিলীলা করেন, পূর্ব্বাহ্নে সখাগণ সহ গোচারণ করিতে করিতে বিহার করেন, মধ্যাহ্নে এবং রাত্রিতে শ্রীরাধার সহিত যথাযথ রমণ করেন, অপরাহ্নে গোষ্ঠে যান, প্রদোষে সুহৃদ্গণকে আনন্দিত করেন, সেই কৃষ্ণ আমাদিগকে পালন করুন ॥ ৩৩৯৯ ॥

গীতে যথা—

রজনী শেষ, নবকুঞ্জে শয়ন,
ব্রজ-ভূষণ শ্যামগোরি নবলেহ।
কৌতুকে জাগি, কঠিন গুরুজন ভয়ে,
চলু অতি তুরিত সুতহি পুন গেহ ॥ ৩৪০০ ॥
স্নানাদিক রত, প্রাতে ধনী যশোমতী,
গৃহ গতকৃত রন্ধন সখীসঙ্গ।
গোদোহন করু, স্নান কানু সুখে,
গণসহ ভুঞ্জি শয়নের বহু রঙ্গ ॥ ৩৪০১ ॥
পূর্ব্বাহ্নে বন-গমন ধেনু-সহ,
বিলসি চপল চলু কুণ্ডকতীর।
প্রিয় অদর্শন সহি পুন ধনী নিজ।
প্রেষিত দূতী-পথ নিরিখে অথির ॥ ৩৪০২ ॥
মধ্যাহ্নে সখী-সহ সুন্দরী নিজ,
কুণ্ড নিকট প্রিয় মিলনে উলাস।

বংশীহরণ মধু-পান স্নান রবি-
পূজন অরু কত বিবিধ বিলাস ॥ ৩৪০৩ ॥
গৃহ চলু গোরী, সাজি অপরাহ্নহি,
সখীসহ প্রিয়পথ রহই নেহারি।
ধেনু সখা সঞে শ্যাম গমন গৃহ,
ও মুখ লখি' ব্রজজন সুখ ভারি। ৩৪০৪ ॥
সাঝহু সময়ে, জননী করু লালন,
গোদোহ-আদিক বহু রঙ্গ।
রাইক প্রেষিত, বিবিধ দ্রব্য সুখে,
ভুঞ্জই প্রিয় সুবলাদিক সঙ্গ ॥ ৩৪০৫ ॥
সময় প্রদোষে, সাজি ব্রজনাগর,
শুনি গুণি-গান গমন করু কুঞ্জ।
রাই রমণী মণি, বনী অলখিত গতি,
সখীসহ শ্যাম মিলনে সুখ-পুঞ্জ ॥ ৩৪০৬ ॥
মধুর নিশা নব-নৃত্য গীতরত,
রাসবিলাস ভুবনে অনুপাম।
কুঞ্জভবনে রতি-কেলিকলহ দুহুঁ,
শয়ন সেবই সুখে সখী ঘনশ্যাম ॥ ৩৪০৭ ॥
ওহে শ্রীনিবাস এই যমুনার কূলে।
ঝুলে কৃষ্ণ প্রিয়াসহ বিচিত্র হিন্দোলে ॥ ৩৪০৮ ॥

গীতে যথা। মল্লার ॥

আজু ঝুলত নাগর-রাজ।
মহামঞ্জু নিকুঞ্জকি মাঝ ॥ ৩৪০৯ ॥
নবনির্মিত রত্নহি ডোর।
তহি রাজত রঙ্গ বিভোর ॥ ৩৪১০ ॥
বাম ভাগেতে সুন্দরী শোহে।
শ্যামসুন্দরের মন মোহে ॥ ৩৪১১ ॥
দুহু রূপ নিরুপম ছটা।
দূরে দামিনী জলদঘটা ॥ ৩৪১২ ॥
হেমমণি বিভূষণ গায়।
অতি বিচিত্র বসন তায় ॥ ৩৪১৩ ॥
গলে দোলে সুললিত হার।
নেত্র-ভঙ্গি কি উপমা তার ॥ ৩৪১৪ ॥
মুখচন্দ্রে সুমধুর হাসি।
অনিবার ঝরে সুধারাশি ॥ ৩৪১৫ ॥
দোহে অধরে অধর দিয়া।
রহে অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া ॥ ৩৪১৬ ॥
ললিতাদি সখী চারিপাশে।
রঙ্গ দেখি' কি আনন্দে ভাসে ॥ ৩৪১৭ ॥
হাসি ঝুলায়ই মন্দ মন্দ।
মিলি গায়ই গীত সুছন্দ ॥ ৩৪১৮ ॥
কেহ কেহ মৃদঙ্গাদি বায়।
চারু চামর কেহ ঢুলায় ॥ ৩৪১৯ ॥
বরষা ঋতু রীতি অশেষ।
বহে মন্দ সমীর সুদেশ ॥ ৩৪২০ ॥
বেঢ়ি বৃক্ষ-লতা-রুচিকারী।
নানা পুষ্প প্রফুল্লিত ভারি ॥ ৩৪২১ ॥
ভ্রমে ভৃঙ্গ-ধ্বনি পরতেক।
শিখী কোকিল পক্ষ অনেক ॥ ৩৪২২ ॥
ঘন দাদুর* শবদ বহু।
রস-বাদর ঝুমি রহু ॥ ৩৪২৩ ॥
কহুকো উপমা নহু থোর।
ঘনশ্যাম সে কৌতুকে ভোর ॥ ৩৪২৪ ॥
দেখহ ফল্গুন খেলা স্থান শ্রীনিবাস।
এথা রাইকানুর কি অদ্ভুত বিলাস ॥ ৩৪২৫ ॥

গীতে বসন্তঃ ॥

আজু পরম, রঙ্গ হরষে, শ্যাম রসিক রাজ।
বেশ বিরচি বিলসত নব-কুঞ্জ-ভবন-মাঝ ॥ ৩৪২৬ ॥
রাধা বিধু-বদনী বনী, কি উপমা নহু থোরি।
নাহ-সমীপ, ভঙ্গিম সঞে, বাজত রস ভোরি ॥ ৩৪২৭ ॥
ডারত দুহু, ফাগু দুহুক, অঙ্গ অরুণ ভেল।
মৃগমদ চন্দন পরাগ কুঙ্কুম পুন দেল ॥ ৩৪২৮ ॥
সহচরীগণ, হেরি দুহুক, শোভা বহু ভাঁতি।
বাজত কত, যন্ত্র চরিত, গায়ত মুদ মাতি ॥ ৩৪২৯ ॥
চঞ্চল মন-মোহন ঘন, ছাড়ত পিচকারী।
ভীগল তনু, বসন লাগি সচকিত সুকুমারী ॥ ৩৪৩০ ॥

* দাদুর অর্থাৎ ভেক (বেঙ্) দর্দ্দুর।

ললিতা দলিতাঞ্জন জল, নাগর শিরে ঢালে।
হো হো হো, হোরি উচরি বিরচই করতালি ॥৩৪৩১॥
কেলিকলহ-পটু নটবর, কাহুক গহি আনি।
চুম্বিত বদন, কাহুক কুচ কমলে ধরই পাণি ॥ ৩৪৩২ ॥
কাহুক পরিরম্ভই বহু কহি সুমধুর বাত।
লোচন-শর, বরিষে পরশ-পর পুলকিত গাত ॥ ৩৪৩৩ ॥
ঐছে ফাগু, খেলা সুখ, কোন করব অন্ত।
মানি সুকৃতি, অতিশয় ঋতু-রাজ ঋতু বসন্ত ॥ ৩৪৩৪ ॥
মঙ্গলময়, জয় জয় পিক, কুহকত অনিবারি।
ভণব কি ঘন-শ্যাম বিপুল কৌতুক বলিহারি ॥ ৩৪৩৫ ॥
ওহে শ্রীনিবাস মহাকৌতুক এথায়।
রাই কুঞ্জদেবী হৈলা সখীর ইচ্ছায় ॥ ৩৪৩৬ ॥

গীতে যথা। যথা রাগঃ॥

সুন্দরী সখীসহ, করিয়া যুকতি,
শ্যামে মিলিবারে চলয়ে রঙ্গে।
নিকুঞ্জে প্রবেশি, বৈসে একা সুখে,
সুচারু বসন ঝাপিয়া অঙ্গে ॥ ৩৪৩৭ ॥
নাগরবর তরুতলে তরল,
রাই পথ হেরে প্রেমের ভরে।
কুঞ্জেতে সে ধনী পানে চা'য়া ধা'য়,
যা'য়া পুছে বৃন্দাদেবীরে ধীরে ॥ ৩৪৩৮ ॥
কহ কহ নব নিকুঞ্জে একাকী,
কেবা বসিয়াছে অপূর্ব্ব বেশে।
হেন শোভা কভু, না দেখি ভূমাঝে,
উমার মূরতি উপমা কিসে ॥ ৩৪৩৯ ॥
শুনি বৃন্দা, ব্রজরাজসুত প্রতি,
কহে ইহ এই নিকুঞ্জে দেবী।
মোর যত পরাক্রম তাহা তুমি,
জানিহ উহার চরণ সেবি' ॥ ৩৪৪০ ॥
শুনি বাণী বিদগধ গতিপর,
পরমাদর দরশ আশে।
চঞ্চলচিত, চারুকুঞ্জে গিয়া,
দাঁড়ায় ও নব দেবীর পাশে ॥ ৩৪৪১ ॥
যুড়ি দুই কর, কহে আজু সব,
সাধ সিধি হবে তোমারে সেবি।
বঞ্চনা না করি, কর দয়া সুখ,
হবে নিবেদিয়ে শুনহ দেবী ॥ ৩৪৪২ ॥
মোর প্রাণ-প্রিয়া হিয়ার পুতলি,
বৃষভানু-সুতা রমণী-মণি।
তাঁর অদরশ, না সহে পরাণে,
কত শত যুগ ক্ষণেকে গণি ॥ ৩৪৪৩ ॥
তেঁহো কুলবতী, অতিমৃদু সদা,
প্রাণ কাঁপে গুরুজনের ডরে।
তাহে শুভঙ্করী, এই ক'রো যেন,
তাঁরে কেহো কিছু কহিতে নারে ॥ ৩৪৪৪ ॥
এত কহি কানু প্রণময়ে পদ
পরশি কুসুম অঞ্জলি দিয়া।
তা' দেখি ললিতাদি, থাকিয়া গুপতে,
হাসে অতিশয় পুলক হিয়া ॥ ৩৪৪৫ ॥
বৃন্দাদেবী কহে, কি কর কালিয়া,
এরূপ পূজনে কি ফল পা'বে।
প্রতিঅঙ্গ দিয়া পূজ প্রতি অঙ্গ,
তবে সে এ দেবী প্রসন্ন হবে ॥ ৩৪৪৬ ॥
শুনি' শশিমুখী, ঘুঙটে বদন রাখি,
মৃদু হাসে আনন্দে ভাসি'।
নেত্রকোণে নিবারয়ে যে বৃন্দাকে,
সে প্রকাশয়ে পুন ঈষত হাসি ॥ ৩৪৪৭ ॥
মদনমদে, মাতিয়া নাগর,
হেরি হাসি ভাসি আনন্দ-জলে।
আইস আইস মোর, প্রাণ-প্রিয়া দেবী,
ইহা বুলি তুলি করয়ে কোলে ॥ ৩৪৪৮ ॥
ললিতা-লতামাঝ, তেজিয়া নিকটে,
আসি কহে কত বুঝাব আমি।
কুঞ্জদেবী বলি, ভয় নাহি করো
বিপরীত রতি-লম্পট তুমি ॥ ৩৪৪৯ ॥
ইথে, দোষ না মানো? শুনিয়া কহয়ে
যাবে দোষ তুয়া পরশ পায়া।

ইহা শুনি' নরহরি সহ সহচরী,
হাসে মুখে বসন দিয়া ॥ ৩৪৫০ ॥
ওহে শ্রীনিবাস! একদিন এইখানে।
হৈলা মহাব্যাকুল শ্রীকৃষ্ণ রাই বিনে ॥ ৩৪৫১ ॥
দূতীমুখে রাধিকার শুনিয়া গমন।
মহানন্দে মত্ত হইলা ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৩৪৫২ ॥
নেত্রমন রাধিকাগমন-পথে থুইলা।
আপনা না চিনে ঐছে বিহ্বল হইলা ॥ ৩৪৫৩ ॥
এথা রাধা প্রিয় সখীগণের ইচ্ছায়।
কৃষ্ণ আগে চলে চন্দ্রাবলী দূতীপ্রায় ॥ ৩৪৫৪ ॥

গীতে যথা। যথা রাগঃ ॥

রাধা সুধামুখী, সুখী সখীগণে,
রাখি কথোদূরে কৌতুক অতি।
প্রাণসম প্রিয়া, পাশে চলে একা,
অলখিত চন্দ্রাবলীর দূতী ॥ ৩৪৫৫ ॥
নিকুঞ্জে নাগর গর গর রাই,
দরশন আশে বিভোর হৈয়া।
কত মনোরথ, করে মনে মনে,
পিয়া পথ পানে সঘনে চা'য়া ॥ ৩৪৫৬ ॥
তথা ভৃঙ্গগণ, ভ্রমে ভঙ্গি ভূরি,
রঙ্গে রহে করি গুঞ্জর ছলা।
চন্দ্রাবলী-দূতী, ফিরে বনে কেনে,
না জানিয়ে শুনি চমকে কালা ॥ ৩৪৫৭ ॥
হেনই সময়, সে দূতী তুরিত,
উপনীত পাশে চাহি তা পানে।
বিমরিষ মুখ মলিন বিষম,
সঙ্কট জানিয়া ব্যাকুল মনে ॥ ৩৪৫৮ ॥
থির হৈয়া পুন, চাতুরী প্রকাশি,
দূতী প্রতি কহে আদর করি।
যাহ তুয়া পাছে, পাছে যাব বেগে।
দূতী কহে ছাড়ি যাইতে নারি ॥ ৩৪৫৯ ॥
তুয়া বিনু চন্দ্রাবলী না জীয়য়ে,
কি কর সে দশা দেখহ যা'য়া।
উঠ উঠ আর না সহে বিলম্ব,
এত কহি' পায়ে ধরয়ে ধা'য়া ॥ ৩৪৬০ ॥
পরশে পরম পরশন দূতী,
কতরূপে ধৃতি ধরয়ে যেনো।
দূতী-সুপরশ, পাই শ্যাম-শশী,
বিবশ সাপিনী দংশয়ে যেনো ॥ ৩৪৬১ ॥
চঞ্চল লোচনে, চাহে বৃন্দা প্রতি,
কহে কহ ইকি হইল মোরে।
বৃন্দা কহে কেনে ভাবো ভাল হবে,
বারেক দূতীরে করহ কোরে ॥ ৩৪৬২ ॥
শুনি সুচতুর-মণি অনিবার,
দূতী কোরে করি আনন্দে ভাসে।
দূরে থাকি তাহা, দেখি সখী সব,
বৃন্দাপানে চা'য়া ঈষত হাসে ॥ ৩৪৬৩ ॥
ললিতা ললিত, মল্লীবল্লী-মধ্য,
তেজি রোষে কহে ভ্রুভঙ্গি করি'।
যাহ যাহ তথা, এথা বৃথা স্থিতি,
রীতি অনুপম সহিতে নারি ॥ ৩৪৬৪ ॥
কত বা না কর, ও রতি-লম্পট,
সে সকল কথা রহিল দূরে।
চন্দ্রাবলীসহ, যেরূপ তোমার,
তাহা জানিলাম দূতীর দ্বারে ॥ ৩৪৬৫ ॥
আহামরি তুয়া, পীরিতি এরূপ,
পুলক কভু না দেখিয়ে অঙ্গে।
আমা সভাকারে, কিসের সঙ্কোচ,
চন্দ্রাবলী-সুধা পিবহ রঙ্গে ॥ ৩৪৬৬ ॥
শুনি কানু কহে, জিনি' চন্দ্রাবলী,
এ চান্দবদনে অমিয়া রাশি।
পাইনু অনুমতি, পান করি এবে,
এত কহি' মুখ চুম্বয়ে হাসি ॥ ৩৪৬৭ ॥
চিবুক পরি ধরি কর-পল্লব,
পরিহাস করে রসের ভরে।
উরুপরি রাখি' রচিয়া সুবেশ,
বিলসয়ে নব পালঙ্ক পরে ॥ ৩৪৬৮ ॥

জানি, সুসময়, প্রিয় সখী দুঁহু,
শ্রম নিবারয়ে যতন করি।
পাইয়া ইঙ্গিত রঙ্গে নরহরি,
করয়ে চামর ওরূপ হেরি ॥ ৩৪৬৯ ॥

ওহে শ্রীনিবাস আর এ রস-কুঞ্জেতে।
যৈছে বিহরয় তাহা কে পারে কহিতে ॥ ৩৪৭০ ॥
পরম অদ্ভুত লীলা সখী বিস্তারয়।
মনের আনন্দে তাহা সখী আস্বাদয় ॥ ৩৪৭১ ॥
সখী বিনা সুখ না জন্ময়ে কদাচিত।
সখীর মাহাত্ম্য হয় সর্ব্বত্র বিদিত ॥ ৩৪৭২ ॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ সখীভেদে ১ম শ্লোকঃ—
প্রেমলীলাবিহারাণাং সম্যগ্বিস্তারিকা সখী।
বিশ্রম্ভরত্নপেটী চ ততঃ সুষ্ঠু বিবিচ্যতে ॥ ৩৪৭৩ ॥

অন্বয়। সখী প্রেমলীলাবিহারাণাং সম্যক্ বিস্তারিকা (বিস্তারকারিণী) বিশ্রম্ভরত্নপেটী (বিশ্বাসরূপরত্নপেটিকা) চ (ভবতি) ততঃ সুষ্ঠু (যথাযথং) বিবিচ্যতে (বিচার্য্যতে) ॥

অনুবাদ। সখী প্রেমলীলাবিহারসকলের সম্যগ্রূপে বিস্তারকারিণী এবং বিশ্রম্ভরত্নপেটিকা-স্বরূপিণী, অতএব সুষ্ঠুভাবে উহা বিচারিত হইতেছে ॥ ৩৪৭৩ ॥

ওহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণ রসের মূরতি।
যে যে স্থানে যে যে লীলা কহি কি শকতি ॥ ৩৪৭৪ ॥
নায়ক-প্রভেদে সর্ব্বত্রেই বিলসয়।
নায়কের শিরোমণি ব্রজেন্দ্র-তনয় ॥ ৩৪৭৫ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—
নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ॥ ৩৪৭৬ ॥

অনুবাদ। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণই নায়কশিরোমণি।

ধামভেদে নায়কের ভেদ ষণ্ণবতি।
ব্রজে পূর্ণতম কৃষ্ণ ভাব উপপতি ॥ ৩৪৭৭ ॥
সহস্র সহস্র যূথেশ্বরীগণ সঙ্গে।
সর্ব্ব নায়কের ক্রিয়া প্রকাশয়ে রঙ্গে ॥ ৩৪৭৮ ॥
যূথে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা চন্দ্রাবলী শ্রীরাধিকা।
সর্ব্বত্র বিদিত ইথে রাধিকা অধিকা ॥ ৩৪৭৯ ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ—
তথাপি সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠে রাধাচন্দ্রাবলীত্যুভে।
যূথয়স্তু যয়োঃ সন্তি কোটিসংখ্যা মৃগীদৃশঃ ॥ ৩৪৮০ ॥

অন্বয়। তথাপি রাধা চন্দ্রাবলী ইতি (নায়িকে) উভে সর্ব্বথা (সর্ব্বপ্রকারেণ) শ্রেষ্ঠে। যয়োস্তু (রাধাচন্দ্রাবল্যোঃ) কোটিসংখ্যাঃ মৃগীদৃশঃ (অসংখ্যা মৃগনয়না গোপিকাঃ) যূথয়ঃ (বূহাঃ) সন্তি ॥ ৩৪৮০ ॥

অনুবাদ। তথাপি গোপীগণের মধ্যে রাধা ও চন্দ্রাবলী উভয়ে সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠা। তাহাদের উভয়ের কোটি-কোটি সংখ্যক মৃগনয়না গোপিকাযূথ আছে ॥৩৪৮০॥

অভূদাকুলিতো রাসঃ প্রমদাশতকোটিভিঃ।
পুলিনে যামুনে তস্মিন্নিত্যেষাগমিকা প্রথা ॥ ৩৪৮১ ॥

অন্বয়। তস্মিন্ যামুনে পুলিনে প্রমদাশতকোটিভিঃ (নারীশতকোটিভিঃ) আকুলিতঃ (সঙ্কুলিতঃ) রাসঃ (তন্নামকনৃত্যম্) অভূৎ। ইতি (এবম্) এষা আগমিকা (শাস্ত্রীয়া) প্রথা (রীতিঃ) ॥ ৩৪৮১ ॥

অনুবাদ। সেই যমুনাপুলিনে শতকোটি নারী-সঙ্কুলিত রাস হইত। এই প্রকার সনাতনী রীতি আছে।

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়সী ॥ ৩৪৮২ ॥

অন্বয়। তয়োঃ (রাধাচন্দ্রাবল্যোঃ) অপি উভয়োঃ (দ্বয়োঃ) মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথা (সর্ব্বভাবেন) অধিকা (শ্রেষ্ঠা) (যতঃ) ইয়ং (এষা রাধিকা) মহাভাবস্বরূপা (মহাভাব-রূপিণী) গুণৈঃ (নিখিলসদ্গুণৈঃ) অতি বরীয়সী (শ্রেষ্ঠা) ॥

অনুবাদ। তাহাদের উভয়ের মধ্যে শ্রীরাধিকা সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠা। যেহেতু, এই শ্রীরাধা মহাভাবস্বরূপা এবং নিখিলগুণে অতিশয় গুণান্বিতা ॥ ৩৪৮২ ॥

শ্রীরাধিকাসহ যৈছে কৃষ্ণের বিহার।
তাহা বিস্তারিয়া বা বর্ণিতে শক্তি কা'র ॥ ৩৪৮৩ ॥
এথা কৃষ্ণ পরম কৌতুকে বিলসয়ে।
ধীরোদাত্ত নায়কের ক্রিয়া প্রকাশয়ে ॥ ৩৪৮৪ ॥
ধীরোদাত্ত হয় সর্ব্বমানে প্রবীণ অতি।
পরম গম্ভীর বিনয়াদি শুদ্ধরীতি ॥ ৩৪৮৫ ॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—
গম্ভীরো বিনয়ী ক্ষন্তা করুণঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
অকত্থনো গূঢ়গর্ব্বো ধীরোদাত্তঃ সুসত্ত্বভৃৎ ॥ ৩৪৮৬ ॥

অন্বয়। (ধীরোদাত্তলক্ষণমাহ) ধীরোদাত্তঃ (নায়কঃ) গম্ভীরঃ, বিনয়ী ক্ষন্তা (ক্ষমাশীলঃ) করুণঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ অকত্থনঃ (আত্মশ্লাঘাহীনঃ) গূঢ়গর্ব্বঃ সুসত্ত্বভৃৎ (অতিসাহসিক উদারো বা স্যাৎ) ॥ ৩৪৮৬ ॥

অনুবাদ। ধীরোদাত্ত নায়ক গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, করুণ, দৃঢ়ব্রত, আত্মশ্লাঘাহীন, অপ্রকাশিতগর্ব্ব ও উদার হইয়া থাকেন ॥ ৩৪৮৬ ॥

কৃষ্ণ ধীর ললিত নায়ক মনোহর।
এই কুঞ্জমন্দিরে বিলসে নিরন্তর ॥ ৩৪৮৭ ॥
বিদগ্ধ, নিশ্চিন্ত, পরিহাসরত অতি।
প্রেয়সীর বশ, পরমানন্দময় রীতি ॥ ৩৪৮৮ ॥

তত্রৈব—

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ ॥

অন্বয়। ধীরললিতঃ (নায়কঃ) প্রায়ঃ (প্রায়শঃ) বিদগ্ধঃ (চতুরঃ) নবতারুণ্যঃ (নবীনযুবস্বভাবঃ) পরিহাসবিশারদঃ (হাস্যকৌতুকনিপুণঃ) নিশ্চিন্তঃ (নির্ভয়ঃ) প্রেয়সীবশঃ (প্রিয়াধীনঃ) স্যাৎ ॥ ৩৪৮৯ ॥

অনুবাদ। ধীরললিত নায়ক প্রায়ই বিদগ্ধ, নবযুবস্বভাব, পরিহাসবিশারদ, নির্ভয় ও প্রেয়সীবশ হইয়া থাকেন ॥

অয়ং কন্দর্পবৎ ॥

ধীর শান্ত নায়ক শ্রীব্রজেন্দ্র-তনয়।
শাস্ত্রদর্শী জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিকাতিশয় ॥ ৩৪৯০ ॥
বিনয়াদি গুণ প্রকাশয়ে প্রিয়াপাশ।
এ কুঞ্জ-ভবনে অতি অদ্ভুত বিলাস ॥ ৩৪৯১ ॥

তত্রৈব—

সমপ্রকৃতিকঃ ক্লেশসহনশ্চ বিবেচকঃ।
বিনয়াদিগুণোপেতো ধীরশান্ত উদীর্য্যতে ॥ ৩৪৯২ ॥

অন্বয়। সমপ্রকৃতিকঃ, ক্লেশসহনঃ চ বিবেচকঃ বিনয়াদিগুণোপেতঃ (বিনয়াদিগুণৈঃ উপেতঃ যুতঃ) (নায়কঃ) ধীরশান্তঃ (ধীরশ্চ শান্তশ্চেতি) উদীর্য্যতে (কথ্যতে) ॥ ৩৪৯২ ॥

অনুবাদ। সমপ্রকৃতিক, ক্লেশসহনশীল, বিবেচক, নম্রাদিগুণযুক্ত নায়ককে ধীরশান্ত নায়ক বলে। ৩৪৯২ ॥

অয়ং যুধিষ্ঠিরবৎ ॥

ধীরোদ্ধত নায়কের যৈছে গুণ ক্রিয়া।
কৃষ্ণ এথা প্রকাশে যাহাতে হর্ষ প্রিয়া ॥ ৩৪৯৩ ॥
আত্মশ্লাঘাদিক সে পরম চমৎকার।
যে কৌতুক এ কুঞ্জে তা না হয় বিস্তার ॥ ৩৪৯৪ ॥

তত্রৈব—

মাৎসর্য্যবানহঙ্কারী মায়াবী রোষণশ্চলঃ।
বিকত্থনশ্চ বিদ্বদ্ভির্ধীরোদ্ধত উদাহৃতঃ ॥ ৩৪৯৫ ॥

অন্বয়। মাৎসর্য্যবান্ (ঈর্ষান্বিতঃ) অহঙ্কারী, মায়াবী (ছলকারী) রোষণঃ (ক্রোধী) চলঃ (চঞ্চলঃ) বিকত্থনঃ চ (আত্মশ্লাঘাযুক্তশ্চ) (নায়কঃ) বিদ্বদ্ভিঃ (পণ্ডিতৈঃ) ধীরোদ্ধতঃ (ইতি) উদাহৃতঃ (উক্তঃ) ॥ ৩৪৯৫ ॥

অনুবাদ। ঈর্ষান্বিত, অহঙ্কারী, মায়াবী, ক্রোধী, চঞ্চল ও আত্মশ্লাঘাকারী নায়ককে বিদ্বদ্গণ ধীরোদ্ধত বলেন ॥

ওহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণ রসের মূরতি।
ব্যক্ত কৈলা অনুকূল নায়কের রীতি ॥ ৩৪৯৬ ॥
অনুকূল নায়কের নাহি সমতুল।
এক নায়িকাতে অনুরাগ অনুকূল ॥ ৩৪৯৭ ॥
অনুকূল নায়ক শ্রীব্রজেন্দ্র-কুমার।
একা রাই সঙ্গে এথা অদ্ভুত বিহার ॥ ৩৪৯৮ ॥

শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ—

অতিরক্ততয়া নার্য্যাং ত্যক্তান্যললনাস্পৃহঃ।
সীতায়াং রামবৎ সোঽয়মনুকূলঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৪৯৯ ॥
রাধায়ামেব কৃষ্ণস্য সুপ্রসিদ্ধানুকূলতা।
তদালোকে কদাপ্যস্য নান্যাসঙ্গঃ স্মৃতিং ব্রজেৎ ॥৩৫০০।

অন্বয়। নার্য্যাং (নায়িকায়াং) অতিরক্ততয়া (রাগাতিশয্যহেতুনা) ত্যক্তান্যললনাস্পৃহঃ (অন্যনারীসঙ্গমে নিস্পৃহঃ) সীতায়াং (একপত্ন্যাং) রামবৎ (রামচন্দ্রতুল্যঃ) সঃ অয়ম্ (এষ কৃষ্ণঃ) অনুকূলঃ প্রকীর্ত্তিতঃ (কথিতঃ)। রাধায়াম্ এব কৃষ্ণস্য অনুকূলতা (অনুরক্তিঃ) সুপ্রসিদ্ধা (যতঃ) তদালোকে (তস্যা রাধায়া দর্শনে প্রাপ্তে সতি) কদাপি অন্যাসঙ্গঃ (তদিতরপ্রিয়াসঙ্গঃ) অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) স্মৃতিং ন ব্রজেৎ (চিন্তনীয়ো ন ভবেৎ) ॥ ৩৪৯৯-৩৫০০ ॥

অনুবাদ ঃ সীতাতে অনুরক্ত রামচন্দ্রের ন্যায় একনারীতে (রাধাতে) বিশেষানুরক্ততাহেতু অন্যনারীসঙ্গ-নিস্পৃহ এই কৃষ্ণ অনুকূল-নায়ক বলিয়া কীর্ত্তিত হন। শ্রীরাধাতেই কৃষ্ণের অনুকূলতা (আসক্তি) সুপ্রসিদ্ধা, যেহেতু তাঁহার দর্শনমাত্রে কদাপি অন্যনারীস্পর্শ ইঁহার স্মৃতিতে উদিত হয় না॥ ৩৪৯৯-৩৫০০ ॥

রাধা-প্রেমাধীন কৃষ্ণ যৈছে দুঁহু প্রীতি।
বিবিধপ্রকারে কবি বর্ণে সেনা-রীতি ॥ ৩৫০১ ॥

তথাহি শ্রীগৌরচরিত্রচিন্তামণৌ শ্রীবমুনা গঙ্গাং প্রত্যাহ—

গীতে যথা পৌরবী ॥

ওহে প্রাণসম, সখি সুখময়ি !
বিকাইনু মুই তোমার গুণে।
এবে কহি শুন, শ্যাম-সুন্দরের,
অধিক পীরিতি যাহার সনে ॥ ৩৫০২ ॥
চন্দ্রাবলী ব্রজে বিদিতা সুন্দরী,
অপরূপ রূপে লজ্জিতা রমা।
নবীন যৌবনী, রসিকিনী ধনি,
সে গুণ চরিতে নাহিক সমা ॥ ৩৫০৩ ॥
সুবলিত নব নিকুঞ্জমন্দিরে,
শ্যাম সহ রঙ্গে বিলসে নিতি।
শ্যাম রসময়, মাতয়ে তেমতি,
তাঁর প্রেমাধীন কে বুঝে রীতি ॥ ৩৫০৪ ॥
পরানন্দসিন্ধু মাঝে ভাসে যবে,
সে ধনি রতন পরশ ক'রে।
মুখশশি-সুধা-পানে নিমগন,
তখন নাগরে কিছু না স্ফুরে ॥ ৩৫০৫ ॥
যদি সে সময়ে রাধা তনুগন্ধ,
কিঞ্চিত সে নাসা পরশে গিয়া।
তখনি তাহারে তেজিয়া চঞ্চল,
কালা ধায় যেন পাগল হৈয়া ॥ ৩৫০৬ ॥
কি আর বলিব ইথে জানো চিতে,
যা সনে কানুর অধিক লেহা।
নরহরি হেন, প্রেমের নিছনি,
গণইতে গুণ কে বাঁধে থেহা ॥ ৩৫০৭ ॥

পুনস্তত্রৈব ॥ কামোদঃ ॥

কি বলিব ওগো, জগতে অতুল,
রাধা-মাধবের পীরিতিখানি।
প্রাণ এক তনু ভিন ভিন কেবা,
গড়িয়াছে কত আনন্দ মানি ॥ ৩৫০৮ ॥
যদি বলো দুঁহু এক ইথে কেন,
হইল দোঁহার বরণ ভিনো।
তাহ তুয়া প্রতি কহিয়ে কিঞ্চিত,
যতন করিয়া সে কথা শুনো ॥ ৩৫০৯ ॥
বিবিধ বরণ আছে তাথে শ্যাম,
গৌরবরণে অধিক শোভা।
তাহার অবধি দেখা'য়া জগতে,
হাসে জগজন নয়ন-লোভা ॥ ৩৫১০ ॥
আর বলি ওহে, কালিয়া চঞ্চল,
যখন দেখায় রঙ্গিণী রাধে।
আতুর হইয়া তখন দুবাহু,
পসারিয়া কোরে করয়ে সাধে ॥ ৩৫১১ ॥
সে সময়ে যদি বিপক্ষ লোকেতে,
হঠাৎ নিকটে দেখে এ রীতি।
ঘন তড়িতাদি ভ্রমে ভুলে কেহ,
লখিতে নারয়ে কৌতুক অতি ॥ ৩৫১২ ॥
আর বলি সেই সুকবি বিধাতা,
বহুজনে অনেক আনন্দ দিতে।
নিরখিয়া শ্যাম গৌর রুচির,
উপমা রচিব অনেক মতে ॥ ৩৫১৩ ॥
এই হেতু কত, কত ভিন নহে,
রাই প্রেমে গড়া শ্যামের দেহা।
রাধা-কানু-তনু প্রেমময় এই,
জগতে বিদিত দেহের লেহা ॥ ৩৫১৪ ॥
এ দোঁহার রীতি আনে কি জানিব,
জানয়ে কেবল রসিক জনে।
এ রসে বঞ্চিত, যে হইল নর-
হরি তাহে পশু সমান গণে ॥ ৩৫১৫

ওহে শ্রীনিবাস এক দিন এইখানে।
হইল মিলন স্থির চন্দ্রাবলী সনে ॥ ৩৫১৬ ॥
হইলা চঞ্চল কৃষ্ণ তাঁহারে মিলিতে।
তেঁহ অভিসার কৈলা নিজসখী সাথে ॥ ৩৫১৭ ॥
হেনকালে রাধিকার নিকুঞ্জগমন।
শুনি' এথা হৈতে চলে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ ৩৫১৮ ॥
রাধিকা নিকটে আসি অধৈর্য্য হইলা।
চন্দ্রাবলী মিলনাদি সকল ভূলিলা ॥ ৩৫১৯ ॥
এই কুঞ্জে রাইসহ হৈল যে বিলাস।
তাহা না কহিতে জানি ওহে শ্রীনিবাস ॥ ৩৫২০ ॥
দক্ষিণ-নায়ক কৃষ্ণ ক্রিয়া রসময়।
সর্ব্বনায়িকাতে সম দক্ষিণ কহয় ॥ ৩৫২১ ॥
প্রিয়াগণ সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র এইখানে।
যৈছে বিলসয়ে তা কহিতে কেবা জানে ॥ ৩৫২২ ॥

তত্রৈব—

যো গৌরবং ভয়ং প্রেম দাক্ষিণ্যং পূর্ব্বযোষিতি।
ন মুঞ্চত্যন্যচিত্তোঽপি জ্ঞেয়োঽসৌ খলু দক্ষিণঃ ॥৩৫২৩॥

যদ্বা—

নায়িকাস্বপ্যনেকাসু তুল্যো দক্ষিণ উচ্যতে ॥ ৩৫২৪ ॥

অন্বয়। অন্যচিত্তঃ অপি (অন্যাসক্তঃ অপি) যঃ (নায়কঃ) পূর্ব্বযোষিতি (পূর্ব্বনায়িকায়াম্) গৌরবং, ভয়ং, প্রেম (প্রীতিং) দাক্ষিণ্যম্ (উদারতাং) (চ) ন মুঞ্চতি (পরিত্যজতি) অসৌ খলু (নিশ্চিতং) দক্ষিণঃ (নায়কঃ) জ্ঞেয়ঃ ॥ ৩৫২৩-২৪ ॥

অনুবাদ। যে নায়ক অন্যনায়িকার প্রতি আসক্ত হইলেও পূর্ব্ব নায়িকার প্রতি গৌরব, ভয়, প্রেম ও দাক্ষিণ্য পরিত্যাগ করে না, তাহাকেই দক্ষিণ নায়ক বলে। অথবা অনেক নায়িকাতে তুল্য অনুরক্তকে দক্ষিণ-নায়ক বলে ॥ ৩৫২৩-২৪ ॥

দক্ষিণানুকূল নায়কের যেই রীতি।
রাসে প্রকাশিল কৃষ্ণ রসের মূরতি ॥ ৩৫২৫ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে ৮ম পরিচ্ছেদে—

শতকোটি গোপী লৈয়া শ্রীরাস-বিলাস।
তার মধ্যে এক-মূর্ত্ত্যে রহে রাধা-পাশ ॥ ৩৫২৬ ॥
সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল-প্রেম হইল বামতা ॥ ৩৫২৭ ॥
ক্রোধ করি' রাস ছাড়ি' গেলা মান করি'।
তাঁহারে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা হরি ॥ ৩৫২৮ ॥
সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাস-লীলা।
রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা ॥ ৩৫২৯ ॥
তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি ভায় চিতে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে ॥ ৩৫৩০ ॥
ইতস্ততঃ ভ্রমি কাহাঁ রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হৈয়া ॥ ৩৫৩১ ॥
শতকোটি-গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপণ।
তাহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥ ৩৫৩২ ॥
এথা কৃষ্ণ শঠ-নায়কতা প্রকাশয়।
সাক্ষাতে প্রিয় পরোক্ষেতে অপ্রিয় করয় ॥ ৩৫৩৩ ॥

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ—

প্রিয়ং বক্তি পুরোঽন্যত্র বিপ্রিয়ং কুরুতে ভৃশম্।
নিগূঢ়মপরাধঞ্চ শঠোঽয়ং কথিতো বুধৈঃ ॥ ৩৫৩৪ ॥

অন্বয়। (যো নায়কঃ) পুরঃ (অগ্রতঃ) প্রিয়ং (অনুকূলং) বক্তি (কথয়তি), অন্যত্র (অগোচরং) বিপ্রিয়ং (অপ্রিয়ং) (বক্তি) ভৃশম্ (অত্যন্তং) নিগূঢ়ম্ (গুপ্তম্) অপরাধঞ্চ কুরুতে, অয়ং (নায়কঃ) বুধৈঃ (তত্ত্বজ্ঞৈঃ) শঠঃ (ইতি) কথিতঃ ॥ ৩৫৩৪ ॥

অনুবাদ। যে নায়ক নায়িকার অগ্রে তাহার প্রিয় কথা বলে কিন্তু অন্যত্র অপ্রিয় বলে ও ভয়ানক গোপনীয় অপরাধ করে, বুধগণ তাহাকে শঠ-নায়ক বলিয়া থাকেন॥

এইখানে কৃষ্ণ ধৃষ্টনায়কের ক্রিয়া।
প্রকাশে নায়িকা আগে উল্লসিত হৈয়া ॥ ৩৫৩৫ ॥
অন্য নায়িকার ভোগ-চিহ্নেও নির্ভয়।
মিথ্যাবাক্য-প্রয়োগে প্রবীণ অতিশয় ॥ ৩৫৩৬ ॥

তত্রৈব—

অভিব্যক্তান্যতরুণী-ভোগলক্ষ্মাপি নির্ভয়ঃ।
মিথ্যাবচনদক্ষশ্চ ধৃষ্টোঽয়ং খলু কথ্যতে ॥ ৩৫৩৭ ॥

অন্বয়। (যো নায়কঃ) অভিব্যক্তান্যতরুণীভোগলক্ষ্মা (অভিব্যক্তানি স্পষ্টীভূতানি অন্যতরুণীভোগস্য লক্ষ্মাণি লক্ষণানি

যস্মিন্ সঃ) (তথাভূতোঽপি) নির্ভয়ঃ মিথ্যাবচনদক্ষশ্চ (মিথ্যাবাদনিপুণশ্চ) (ভবতি) অয়ং (নায়কঃ) খলু ধৃষ্টঃ (কপটঃ) (নায়কঃ) কথ্যতে ॥ ৩৫৩৭ ॥

অনুবাদ । যে নায়ক অন্যনারীর ভোগলক্ষণসমূহ স্বীয় অঙ্গে স্পষ্টভাবে ধারণ করিয়াও নির্ভীক ও মিথ্যাবাক্যে দক্ষ, এমন নায়ককে ধৃষ্ট-নায়ক বলে ॥ ৩৫৩৭ ॥

এথা কৃষ্ণ রাধা প্রাণপ্রিয়ার সহিতে ।
যে বিলাসে বিহ্বল, কে পারে বর্ণিতে ॥ ৩৫৩৮ ॥
মধ্যবয়ঃস্থিতা রাধা গুণরত্ন-খনি ।
যে বিদিতা সর্ব্বনায়িকার শিরোমণি ॥ ৩৫৩৯ ॥
সর্ব্বনায়কাবস্থা কৃষ্ণে সম্ভব যৈছে ।
সর্ব্বনায়িকাবস্থা শ্রীরাধিকাতে তৈছে ॥ ৩৫৪০ ॥

তত্রৈব—

যথা স্যুর্নায়কাবস্থা নিখিলা এব মাধবে ।
তথৈব নায়িকাবস্থা রাধায়াং প্রায়শো মতাঃ ॥৩৫৪১॥

অন্বয় । যথা নিখিলাঃ (সমস্তাঃ) নায়কাবস্থা মাধবে এব স্যুঃ (ভবেয়ুঃ) তথা নায়িকাবস্থাঃ প্রায়শঃ (বাহুল্যেন) রাধায়াম্ এব (সন্তি) (ইতি) মতাঃ (নিশ্চিতাঃ) ॥ ৩৫৪১ ॥

অনুবাদ । যেমন নিখিল-নায়কাবস্থাসকল একমাত্র মাধবেই আছে, তেমন নিখিল নায়িকাবস্থাও একমাত্র রাধাতেই নিশ্চিত আছে ॥ ৩৫৪১ ॥

স্থানভেদে স্বীয়া পরকীয়া নিরূপয় ।
তিনশত ষাটি নায়িকার ভেদ হয় ॥ ৩৫৪২ ॥
ব্রজে পরকীয়া রাধা নায়িকা উত্তমা ।
মুগ্ধাদি প্রভেদে বিলসয়ে নাহি সীমা ॥ ৩৫৪৩ ॥
অহে শ্রীনিবাস, এই নিকুঞ্জ-ভবনে ।
বিলসয়ে কৃষ্ণ মুগ্ধা নায়িকার সনে ॥ ৩৫৪৪ ॥
সখীর অধীন মুগ্ধা নবীন-যৌবনা ।
নব-কামকলা-চাতুর্য্যে অল্পপ্রবীণা ॥ ৩৫৪৫ ॥
মান-বিষয়েতে মৃদু অক্ষমা তাহায় ।
কৃষ্ণে মিলাইয়া সখী মহাসুখ পায় ॥ ৩৫৪৬ ॥

তত্রৈব—

মুগ্ধা নববয়ঃকামা রতৌ বামা সখীবশা ।
রতচেষ্টাস্বতিব্রীড়-চারুগূঢ়প্রযত্নভাক্ ॥ ৩৫৪৭ ॥
কৃতাপরাধে দয়িতে বাষ্পরুদ্ধাবলোকনা ।
প্রিয়াপ্রিয়োক্তৌ চাশক্তা মানে চ বিমুখী সদা॥৩৫৪৮॥

অন্বয় । মুগ্ধা (নায়িকা) নববয়ঃকামা (নবং বয়ঃ কামশ্চ যস্যাঃ সা) রতৌ (রতিবিষয়ে) বামা (বিমুখী) সখীবশা রতচেষ্টাসু (রতিকেলিষু) অতিব্রীড়-চারুগূঢ়প্রযত্নভাক্ (অতিব্রীড়া অত্যধিকলজ্জাশীলা তথা চারুং মনোহরং গূঢ়ঞ্চ প্রযত্নং ভজতে যা সা) দয়িতে (প্রিয়ে) কৃতাপরাধে (অপরাধিনি সতি) বাষ্পরুদ্ধাবলোকনা (অশ্রুরুদ্ধদৃষ্টিঃ) প্রিয়াপ্রিয়োক্তৌ (প্রিয়ায়াম্ অনুকূলায়াম্ অপ্রিয়ায়াং প্রতিকূলায়াঞ্চ উক্তৌ) চ অশক্তা (অসমর্থা) মানে চ সদা বিমুখী (পরাঙ্মুখী) (ভবতি) ॥

অনুবাদ । মুগ্ধা নায়িকা নবীন যৌবনা, কামকলানভিজ্ঞা, রতিতে যেন অনিচ্ছুকা, সখীর অধীনা, রতিকেলিতে অতিশয় লজ্জিতা অথচ তাহাতে মনোহর গূঢ়চেষ্টাযুক্তা, প্রিয়কে অপরাধী দেখিয়া অশ্রুরুদ্ধনেত্রা, প্রিয় ও অপ্রিয় বাক্যপ্রয়োগে অশক্তা এবং মানে সর্ব্বদা বিমুখী হইয়া থাকেন ॥৩৫৪৭-৪৮॥

মানে বিমুখী যথা—

মৃদ্বী তথাক্ষমা চেতি সা মানে বিমুখী দ্বিধা ॥ ৩৫৪৯ ॥

অনুবাদ । মানে বিমুখী মুগ্ধা দুই প্রকারের—মৃদ্বী এবং অক্ষমা ॥ ৩৫৪৯ ॥

এই যে নিকুঞ্জ দেখ ওহে শ্রীনিবাস ।
এথা মধ্যা প্রিয়া সহ কৃষ্ণের বিলাস ॥ ৩৫৫০ ॥
মধ্যা ব্যক্তযৌবনা প্রবীণা সর্ব্বমতে ।
ধীরাদিক ভেদত্রয় মানবিষয়েতে ॥ ৩৫৫১ ॥

তত্রৈব—

সমানলজ্জামদনা প্রোদ্যত্তারুণ্যশালিনী ।
কিঞ্চিৎ প্রগল্ভবচনা মোহান্তসুরতক্ষমা ॥ ৩৫৫২ ॥
মধ্যা স্যাৎ কোমলা ক্বাপি মানে কুত্রাপি কর্কশা ।
ত্রিধাসৌ মানবৃত্তিঃ স্যাদ্ধীরাধীরোভয়াত্মিকা ॥৩৫৫৩॥

অন্বয় । মধ্যা (নায়িকা) সমানলজ্জামদনা (সমানৌ তুল্যৌ লজ্জামদনৌ লজ্জাকামৌ যস্যাঃ সা) প্রোদ্যত্তারুণ্যশালিনী (প্রোদ্যৎ বিলসৎ তারুণ্যং যৌবনং ধত্তে যা সা) কিঞ্চিৎ প্রগল্ভবচনা (বাঙ্‌নিপুণা) মোহান্তসুরতক্ষমা (মূর্চ্ছাপর্য্যন্তং সুরতে ক্ষমা সমর্থা) ক্বাপি (কুত্রাপি) কোমলা কুত্রাপি মানে কর্কশা (কঠিনা) স্যাৎ । অসৌ মানবৃত্তিঃ (মানস্য স্বভাবঃ)

ধীরা অধীরা উভয়াত্মিকা (ধীরাধীরা) (ইতি) ত্রিধা (ত্রিবিধা) স্যাৎ ॥ ৩৫৫২-৫৩ ॥

অনুবাদ । মধ্যা নায়িকার লজ্জা ও কাম তুল্যরূপ থাকে, তাহাতে উদীয়মান যৌবন শোভা পাইতে থাকে। সে ঈষৎ বাক্‌চাতুর্য্যযুক্তা, মোহান্তসুরতক্ষমা, কোথায়ও কোমলা, কখন বা মানে কর্কশা হইয়া থাকে। ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরাভেদে সেই মনোবৃত্তি ত্রিবিধ ॥ ৩৫৫২-৫৩ ॥

ধীরা মধ্যা মানে এই কুঞ্জ পরিসরে।
বক্র উক্তি, পবিত্র ভর্ৎসন কৃষ্ণে করে ॥ ৩৫৫৪ ॥

তত্রৈব—

ধীরা তু বক্তি বক্রোক্ত্যা সোৎপ্রাসং সাগসং প্রিয়ম্ ॥

অন্বয় । ধীরা তু সাগসং (অপরাধিনং) প্রিয়ং সোৎপ্রাসং (উপহাসসহিতং) বক্রোক্ত্যা (ব্যঙ্গোক্ত্যা) বক্তি (বদতি) ॥ ৩৫৫৫ ॥

অনুবাদ । ধীরা নায়িকা অপরাধী প্রিয়ের প্রতি উপহাসের সহিত বক্রবাক্যে কথা বলিয়া থাকে ॥ ৩৫৫৫ ॥

এ কুঞ্জে অধীর মধ্যা ক্রোধে প্রাণনাথে।
নির্ভয় নিষ্ঠুর বাক্যে সখী-সুখ যাতে ॥ ৩৫৫৬ ॥

তত্রৈব—

অধীরা পরুষৈর্ব্বাক্যৈর্নিরস্যেদ্বল্লভং রুষা ॥ ৩৫৫৭ ॥

অন্বয় । অধীরা (নায়িকা) রুষা (ক্রোধেন) পরুষৈঃ (নিষ্ঠুরৈঃ) বাক্যৈঃ বল্লভং (প্রিয়ং) নিরস্যেৎ (দূরীকুর্য্যাৎ) ॥

অনুবাদ । অধীরা নায়িকা ক্রোধে নিষ্ঠুরবাক্যদ্বারা প্রিয়কে প্রত্যাখ্যান করে। ৩৫৫৭ ॥

ধীরা ধীরমধ্যা কৃষ্ণে বাষ্পযুক্ত হৈয়া।
কহে বক্রবাক্যে এথা সখীপানে চা'য়া ॥ ৩৫৫৮ ॥

তত্রৈব—

ধীরাধীরা তু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়ং ॥৩৫৫৯॥

অন্বয় । ধীরাধীরা (নায়িকা) তু সবাষ্পং (অশ্রুযুক্তং যথা স্যাৎ তথা) বক্রোক্ত্যা (বক্রবাক্যেন) প্রিয়ং বদতি ॥ ৩৫৫৯ ॥

অনুবাদ । ধীরাধীরা বাষ্পাকুলনেত্রে প্রিয়ের প্রতি বক্রবাক্য প্রয়োগ করে ॥ ৩৫৫৯ ॥

সর্ব্ব রসোৎকর্ষ-মধ্যা-নায়িকা এ হয়।
মধ্যা রাধাকৃষ্ণে এথা আনন্দ বিতরয় ॥ ৩৫৬০ ॥

তত্রৈব—

সর্ব্ব এব রসোৎকর্ষো মধ্যায়ামেব যুজ্যতে।
যদস্যাং বর্ত্ততে ব্যক্তং মৌগ্ধ্যপ্রাগল্‌ভয়োর্যুতিঃ ॥৩৫৬১॥

অন্বয় । সর্ব্বঃ এব রসোৎকর্ষঃ (রসোন্নতিঃ) মধ্যায়াম (নায়িকায়াম্) এব যুজ্যতে (যুক্তো ভবতি) যৎ (যতঃ) অস্যাং (মধ্যায়াং) মৌগ্ধ্যপ্রাগল্‌ভ্যয়োঃ (মুগ্ধভাবস্য প্রগল্‌ভভাবস্য চ) যুতিঃ (সমষ্টিঃ) ব্যক্তং (স্পষ্টং) বর্ত্ততে ॥

অনুবাদ । মধ্যা নায়িকাতেই সকল রসোৎকর্ষ শোভা পায়। যেহেতু উহাতে মুগ্ধা ও প্রগল্‌ভা উভয়ের মিলন স্পষ্টভাবে বর্ত্তমান থাকে ॥ ৩৫৬১ ॥

এ কুঞ্জে প্রগল্‌ভা পূর্ণযৌবনা সুন্দরী।
কৃষ্ণে সুখ দিতে কত প্রকাশে চাতুরী ॥ ৩৫৬২ ॥
সুরতে উৎসুকা যৈছে কহিলে না হয়।
মানবৃত্তে প্রগল্‌ভা ধীরাদি ভেদত্রয় ॥ ৩৫৬৩ ॥

তত্রৈব—

প্রগল্‌ভা পূর্ণতারুণ্যা মদান্ধোরুরতোৎসুকা।
ভূরিভাবোদ্গমাভিজ্ঞা রসেনাক্রান্তবল্লভা।
অতিপ্রৌঢ়োক্তিচেষ্টাসৌ মানে চাত্যন্তকর্কশা ॥৩৫৬৪॥

অন্বয় । প্রগল্‌ভা (নায়িকা) পূর্ণতারুণ্যা (পূর্ণযৌবনা) মদান্ধা (যৌবনগর্ব্বেণ অন্ধা) উরুরতোৎসুকা (প্রচুরসুরতাভিলাষিণী) ভূরিভাবোদ্গমাভিজ্ঞা (যথেষ্টভাবসম্পাদনে নিপুণা) রসেন (প্রেম্ণা) আক্রান্তবল্লভা (বশীকৃতপ্রিয়া) অসৌ (প্রগল্‌ভা) অতিপ্রৌঢ়োক্তিচেষ্টা (অতিপ্রৌঢ়োক্তিযুক্তা চেষ্টা যস্যাঃ সা) মানে চ অত্যন্তকর্কশা (অতিরূঢ়া) (ভবতি) ॥ ৩৫৬৪ ॥

অনুবাদ । প্রগল্‌ভা নায়িকা পূর্ণযৌবনা, যৌবনগর্বান্ধা, প্রচুরসুরতাভিলাষিণী, ভূরিভাবোদ্গমে নিপুণা, রসের দ্বারা বল্লভকে আক্রমণকারিণী, অতিশয় প্রৌঢ়োক্তিচেষ্টাযুক্তা এবং মানে অতি কর্কশা হইয়া থাকে ॥ ৩৫৬৪ ॥

এই কুঞ্জে ধীরা প্রগল্‌ভা মানেতে প্রবীণা।
করি ক্রোধ গোপন সুরতে উদাসীনা ॥ ৩৫৬৫ ॥

তত্রৈব—

উদাস্তে স্মরতে দীরা সাবহিত্থা চ সাদরা ॥ ৩৫৬৬ ॥

অন্বয়। দীরা (ধীরপ্রগল্‌ভা নায়িকা দ্বিবিধা—একা) স্মরতে (রতিকেলৌ) (অভিমানিনী সতী) (অন্যা) সাবহিত্থা (অবহিত্থয়া আত্মগোপনেন সহ বর্ত্তমানা) সাদরা চ উদাস্তে (উদাসীনা ভবতি) ॥ ৩৫৬৬ ॥

অনুবাদ। একপ্রকার ধীর-প্রগল্‌ভা নায়িকা অভিমানিনী হইয়া স্মরতে উদাসীন থাকে, অন্যপ্রকার আকার-সঙ্গোপনকারিণী এবং আদরযুক্তা হয় ॥ ৩৫৬৬ ॥

অদীর-প্রগল্‌ভা এই নিকুঞ্জ-ভবনে।
কর্ণোৎপলে তাড়ে কৃষ্ণে নিষ্ঠুর তর্জ্জনে ॥ ৩৫৬৭ ॥

তত্রৈব—

সন্তর্য্য নিষ্ঠুরং রোষাদদীরা তাড়য়েৎ প্রিয়ম্ ॥ ৩৫৬৮

অন্বয়। অদীরা (নায়িকা) রোষাৎ (ক্রোধবশতঃ) নিষ্ঠুরং (পুরুষং কর্কশং বা) সন্তর্য্য (ভর্ৎসয়িত্বা) প্রিয়ং (নায়কং) তাড়য়েৎ (কর্ণোৎপলেন আহন্যাৎ) ॥ ৩৫৬৮ ॥

অনুবাদ। অধীরা নায়িকা (অভিমানে) ক্রোধ করিয়া প্রিয়কে নিষ্ঠুরবাক্যে ভর্ৎসনা ও (কর্ণোৎপলদ্বারা) তাড়না করে ॥ ৩৫৬৮ ॥

ধীরাদীরপ্রগল্‌ভার ক্রোধ অলক্ষিত।
এ কুঞ্জে ভঙ্গিতে কৃষ্ণে তর্জ্জয়ে কিঞ্চিত ॥ ৩৫৬৯ ॥

তত্রৈব—

ধীরাদীরগুণোপেতা ধীরাধীরেতি কথ্যতে ॥ ৩৫৭০ ॥

অন্বয়। ধীরাধীরগুণোপেতা (ধীরৈঃ শান্তৈঃ অধীরৈঃ অশান্তৈশ্চ গুণৈঃ উপেতা যুক্তা প্রগল্‌ভা নায়িকা) ধীরাধীরা ইতি কথ্যতে ॥ ৩৫৭০ ॥

অনুবাদ। ধীর ও অধীর গুণযুক্তা নায়িকাকে ধীরাধীরপ্রগল্‌ভা বলে ॥ ৩৫৭০ ॥

দেখ শ্রীনিবাস এই কুঞ্জে শ্রীরাধিকা।
করায়েন কৃষ্ণে অভিসার প্রেমাধিকা ॥ ৩৫৭১ ॥
শ্রীরাধিকা অভিসার করি সঙ্গোপনে।
সময় উচিত বেশে মিলে কৃষ্ণসনে ॥ ৩৫৭২ ॥
অভিসারিকা নায়িকা রাধিকা রূপসী।
কভু সখীসঙ্গে কভু একা মিলে আসি ॥ ৩৫৭৩ ॥

তত্রৈব—

যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং চাভিসরত্যপি।
সা জ্যোৎস্নী তামসী যানযোগ্যবেশাভিসারিকা ॥ ৩৫৭৪ ॥
লজ্জয়া স্বাঙ্গলীনেব নিঃশব্দাখিলমণ্ডনা।
কৃতাবগুণ্ঠা স্নিগ্ধৈকসখীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ ॥ ৩৫৭৫ ॥

অন্বয়। যা (নায়িকা) কান্তং (প্রিয়ং) অভিসারয়তে স্বয়ং চ অপি অভিসরতি (কান্তং সঙ্গচ্ছতে) সা জ্যোৎস্নী (শুভ্রবেশা) তামসী (কৃষ্ণবেশা) যানযোগ্যবেশা (শুক্লকৃষ্ণপক্ষকালে গমনযোগ্যবেশযুক্তা (সতী) অভিসারিকা (তন্নামিকা নায়িকা ভবতি)। (অভিসারিকা) লজ্জয়া স্বাঙ্গলীনা (স্বাঙ্গৈরেব অঙ্গমাচ্ছাদয়ন্তী) ইব নিঃশব্দাখিলমণ্ডনা (নিঃশব্দম্ অখিলং মণ্ডনং ভূষণং যস্যাঃ সা) কৃতাবগুণ্ঠা (অবগুণ্ঠনবতী) স্নিগ্ধৈকসখীযুক্তা (স্নিগ্ধয়া স্বজাতীয়য়া একয়া সখ্যা যুক্তা সতী) প্রিয়ং ব্রজেৎ (সঙ্গচ্ছেত) ॥ ৩৫৭৪-৭৫ ॥

অনুবাদ। যে নায়িকা কান্তকে অভিসারী করায় এবং নিজেও অভিসার করে, তাহাকে অভিসারিকা কহা যায়। সে জ্যোৎস্নাবতী অথবা তামসী রজনীতে গমন-যোগ্য-বেশদ্বারা জ্যোৎস্নী তামসী দুই প্রকার হয়। অভিসারিকা লজ্জায় যেন স্বাঙ্গদ্বারা অঙ্গ গোপন করিয়া, নিঃশব্দে যাবতীয় ভূষণ-পরিহিতা হইয়া একটিমাত্র স্নিগ্ধা সখীর সঙ্গে প্রিয়ের সহিত মিলিত হয় ॥ ৩৫৭৪-৭৫ ॥

বাসকসজ্জা-নায়িকা এ কুঞ্জ-ভবনে।
শয্যাদিক সজ্জা করে হর্ষে সখীসনে ॥ ৩৫৭৬ ॥
কৃষ্ণের গমনপথে অর্পয়ে নয়ন।
বার বার দূতীরে করয়ে নিরীক্ষণ ॥ ৩৫৭৭ ॥
বাসকসজ্জা নায়িকা রাধিকা সুন্দরী।
প্রকাশে যে চেষ্টা তাহা কহিতে না পারি ॥ ৩৫৭৮ ॥

তত্রৈব—

স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা ॥ ৩৫৭৯ ॥
চেষ্টা চাস্যাঃ স্মরক্রীড়াসঙ্কল্পো বর্ত্মবীক্ষণম্।
সখীবিনোদবার্ত্তা চ মুহুর্দূতীক্ষণাদয়ঃ ॥ ৩৫৮০ ॥

অন্বয়। যা (নায়িকা) স্ববাসকবশাৎ (স্বেচ্ছাবশাৎ স্ববাসরবশাদ্বা) কান্তে সমেষ্যতি (সমাগমিষ্যতি সতি) নিজং

বপুঃ গেহঞ্চ (গৃহঞ্চ) সজ্জীকরোতি, সা বাসকসজ্জিকা (ভবতি)। অস্যাঃ (বাসকসজ্জায়াঃ) চেষ্টা চ (যথা) স্মরক্রীড়াসঙ্কল্পঃ (রতিক্রীড়াভিলাষঃ) বর্ত্মবীক্ষণং (প্রিয়াগমনপথদর্শনং) সখীবিনোদবার্ত্তা (সখ্যাঃ কান্তবিনোদস্য বার্ত্তা) মুহুঃ (বারং বারং) দূতীক্ষণাদয়শ্চ (দূত্যাগমনপ্রত্যাশা) (ভবন্তি)॥ ৩৫৭৯-৮০ ॥

অনুবাদ । যে নায়িকা কান্তের ইচ্ছাবশতঃ কুঞ্জভবনে অবস্থানপূর্ব্বক আত্মদেহ এবং বাসকগৃহকে সজ্জিত করে, তাহাকে বাসকসজ্জিকা বলে। তাহার চেষ্টা যথা—কামক্রীড়া-সঙ্কল্প, কান্তপথনিরীক্ষণ, সখীসহ-বিনোদবার্ত্তা, পুনঃপুনঃ দূতীর পথপানে নিরীক্ষণ প্রভৃতি ॥ ৩৫৭৯-৮০ ॥

এই কুঞ্জে মিলনের সঙ্কেত আছিল।
কৃষ্ণের বিলম্বে সে না উৎসাহ ঘুচিল ॥ ৩৫৮১ ॥
বাঢ়িল বিরহ উৎকণ্ঠার সীমা নাই।
বিরহোৎকণ্ঠিতাবস্থা রাধিকা এথাই ॥ ৩৫৮২ ॥
না আইল কেনে কৃষ্ণ তর্কণা করয়।
হৃত্তাপকম্পাদি-চেষ্টা কহিলে না হয় ॥ ৩৫৮৩ ॥

তত্রৈব—

অনাগসি প্রিয়তমে চিরয়ত্যুৎসুকা তু যা।
বিরহোৎকণ্ঠিতা ভাববেদিভিঃ সা সমীরিতা ॥৩৫৮৪॥
অস্যাস্তু চেষ্টা হৃত্তাপো বেপথুর্হেতুতর্কণম্।
অরতির্বাষ্পমোক্ষশ্চ স্বাবস্থাকথনাদয়ঃ ॥ ৩৫৮৫ ॥

অন্বয় । যা (নায়িকা) তু অনাগসি (নিরপরাধিনি) প্রিয়তমে (প্রাণনাথে) চিরয়তি (বিলম্বং কুর্ব্বতি সতি) উৎসুকা (উৎকণ্ঠিতা) (ভবতি) সা ভাববেদিভিঃ (ভাবজ্ঞৈঃ) বিরহোৎকণ্ঠিতা (ইতি) সমীরিতা (সম্যক্ কথিতা)। অস্যাঃ (বিরহোৎকণ্ঠিতায়াঃ) তু চেষ্টা কার্য্যং (যথা) হৃত্তাপঃ (হৃদয়বেদনা) বেপথুঃ (কম্পঃ) হেতুতর্কণং (অনাগতিকারণচিন্তনং) অরতিঃ (বিরক্তিঃ) বাষ্পমোক্ষঃ (অশ্রুমোচনং) স্বাবস্থাকথনাদয়ঃ (স্বাবস্থায়াঃ নিবেদনপ্রভৃতয়ঃ) চ ॥৩৫৮৪-৮৫॥

অনুবাদ । নিরপরাধ প্রিয়তম বহুক্ষণ যাবৎ সমাগত না হইলে বিরহবশতঃ যে নায়িকা অত্যন্ত উৎসুক হন, রসজ্ঞেরা তাহাকেই উৎকণ্ঠিতা কহেন। হৃত্তাপ, গাত্রকম্পন কারণের প্রতি বিতর্ক, অস্বাস্থ্য, বাষ্পমোচন, আপনার অবস্থাদি কথন ইত্যাদি উৎকণ্ঠিতা নায়িকার চেষ্টা ॥ ৩৫৮৪-৮৫ ॥

অন্যকান্তা-ভোগচিহ্ন করিয়া ধারণ।
করিলেন কৃষ্ণ এই কুঞ্জে আগমন ॥ ৩৫৮৬ ॥
অতি ক্রোধে ধৃষ্টনায়কের পানে চাই।
খণ্ডিতা নায়িকাবস্থা রাধার এথাই ॥ ৩৫৮৭ ॥

তত্রৈব—

উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান।
ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ খণ্ডিতা হি সা।
এষা তু রোষ-নিঃশ্বাস-তূষ্ণীম্ভাবাদিভাগ্ ভবেৎ ॥

অন্বয় । সময়ম্ (মিলনসময়ম্) উল্লঙ্ঘ্য (অতিক্রম্য) যস্যাঃ (নায়িকায়াঃ) প্রেয়ান্ (প্রিয়ঃ) অন্যোপভোগবান্ (অন্যামুপভুঙ্‌ক্তে যঃ সঃ) ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ (অন্যভোগলক্ষণযুক্তঃ) (সন্) প্রাতঃ (পূর্ব্বনায়িকা-সমীপে) আগচ্ছেৎ, সা হি খণ্ডিতা (নায়িকেতি কথিতা)। এষা (খণ্ডিতা নায়িকা) তু রোষ-নিঃশ্বাস-তূষ্ণীম্ভাবাদিভাক্ (ক্রোধদীর্ঘনিঃশ্বাস-মৌনভাবাদিলক্ষণান্বিতা) ভবেৎ ॥ ৩৫৮৮ ॥

অনুবাদ । পূর্ব্ব সঙ্কেতিত কাল অতিক্রম করিয়া যেই নায়িকার প্রিয়তম অন্যনারী উপভোগকরতঃ তদীয় ভোগচিহ্নধারণপূর্ব্বক প্রভাতে সমাগত হয়েন, তাহাকে খণ্ডিতা নায়িকা বলে। এই খণ্ডিতা-নায়িকা রোষ, দীর্ঘনিঃশ্বাস ও মৌনাদিলক্ষণযুক্তা হইয়া থাকে ॥ ৩৫৮৮ ॥

বিপ্রলব্ধাবস্থা রাই তমাল-কুঞ্জেতে।
আসিবেন কৃষ্ণ না আইলা চিন্তে চিতে ॥ ৩৫৮৯ ॥
সেই এই তমালকুঞ্জ দেখ শ্রীনিবাস।
বিপ্রলব্ধা চেষ্টা যৈছে সর্ব্বত্র প্রকাশ ॥ ৩৫৯০ ॥

তত্রৈব—

কৃত্বা সঙ্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিতবল্লভে।
ব্যথমানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ।
নির্ব্বেদ-চিন্তা-খেদাশ্রু-মূর্চ্ছা-নিঃশ্বসিতাদিভাক্ ॥

অন্বয় । সঙ্কেতং (ইঙ্গিতং) কৃত্বা দৈবাৎ জীবিতবল্লভে (প্রাণনাথে) অপ্রাপ্তে (সতি) (যা) ব্যথমানান্তরা (ব্যথিতহৃদয়া) (ভবতি, সা) মনীষিভিঃ (পণ্ডিতৈঃ) বিপ্রলব্ধা

প্রোক্তা (কথিতা)। (সা) নির্ব্বেদ-চিন্তা-খেদাশ্রুমূর্চ্ছা-নিঃশ্বসিতাদিভাক্ (ভবতি)॥ ৩৫৯১॥

অনুবাদ। সঙ্কেত করিয়া যদি দৈবাৎ প্রাণনাথ অনাগত হন, তাহা হইলে যে নায়িকার অন্তর অতিশয় ব্যথিত হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই বিপ্রলব্ধা কহেন। নির্ব্বেদ (বৈরাগ্য), চিন্তা, খেদ, অশ্রু, মূর্চ্ছা ও দীর্ঘনিঃশ্বাস-ত্যাগ ইত্যাদি বিপ্রলব্ধা নায়িকার চেষ্টা॥ ৩৫৯১॥

এই কুঞ্জে কলহান্তরিতাবস্থা রাই।
মানান্তে পশ্চাৎ তাপ করেন এথাই॥ ৩৫৯২॥
প্রলাপাদি চেষ্টা যৈছে কহিলে না হয়।
দেখি সখীগণ নানা যুক্তি বিচারয়॥ ৩৫৯৩॥

তত্রৈব—

যা সখীনাং পুরঃ প্রাপ্তং পতিতং বল্লভং রুষা।
নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা।
অস্যাঃ প্রলাপ-সন্তাপ-গ্লানি-নিঃশ্বসিতাদয়ঃ॥ ৩৫৯৪॥

অন্বয়। যা (নায়িকা) সখীনাং পুরঃ (অগ্রে) প্রাপ্তং পতিতং (অবনতং) বল্লভং (প্রিয়ং) রুষা (ক্রোধেন) নিরস্য (প্রত্যাখ্যায়) পশ্চাৎ তপতি (ক্লিশ্যতি) সা হি কলহান্তরিতা (ত্যক্তকলহা) (ভবতি)। প্রলাপ-সন্তাপ-গ্লানি-নিঃশ্বসিতাদয়ঃ অস্যাঃ (চেষ্টাঃ ভবন্তীতি শেষঃ)॥ ৩৫৯৪॥

অনুবাদ। যে নায়িকা সখীজনের সমক্ষে পদানত বল্লভকে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ অতিশয় তাপ অনুভব করে, তাহাকে কলহান্তরিতা বলে। প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস-ত্যাগ প্রভৃতি কলহান্তরিতা নায়িকার চেষ্টা॥ ৩৫৯৪॥

প্রোষিতভর্ত্তৃকাবস্থা রাধিকা এথাতে।
কৃষ্ণ দূরদেশ গেলে নারে স্থির হৈতে॥ ৩৫৯৫॥

তত্রৈব—

দূরদেশং গতে কান্তে ভবেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা।
প্রিয়সঙ্কীর্ত্তনং দৈন্যমস্যাস্তানবজাগরৌ।
মালিন্যমনবস্থানং জাড্যং চিন্তাদয়ো মতাঃ॥ ৩৫৯৬॥

অন্বয়। কান্তে দূরদেশং (প্রবাসং) গতে (সতি) (নায়িকা) প্রোষিতভর্ত্তৃকা (প্রোষিতঃ দূরদেশগতঃ ভর্ত্তা যস্যাঃ সা) ভবেৎ। প্রিয়সঙ্কীর্ত্তনং (প্রিয়জনগুণগানং) দৈন্যং তানবজাগরৌ (কৃশতা নিদ্রারহিত্যঞ্চ) মালিন্যম্ অনবস্থানম্ (অস্থিরতা) জাড্যম্ (আলস্যম্) চিন্তাদয়ঃ (অস্যাঃ চেষ্টাঃ) মতাঃ (কথিতাঃ)॥ ৩৫৯৬॥

অনুবাদ। কান্ত দূরদেশে গমন করিলে নায়িকাকে প্রোষিতভর্ত্তৃকা বলে। প্রিয়সঙ্কীর্ত্তন, দৈন্য, কৃশতা, জাগরণ, মলিনতা, অস্থিরতা এবং জাড্য প্রভৃতি উহার চেষ্টা বলিয়া কথিত॥ ৩৫৯৬॥

কৃষ্ণ লৈয়া অক্রূর যাইতে মথুরায়।
এথা যৈছে হৈলা রাই কহনে না যায়॥ ৩৫৯৭॥

তথা হি হংসদূতকাব্যে ২য়-শ্লোকঃ—

যদায়াতো গোপীহৃদয়মদনো নন্দসদনা-
ন্মুকুন্দো গান্দিন্যাস্তনয়মনুবিন্দন্ মধুপুরীম্।
তদাঽমাঙ্ক্ষীচ্চিন্তাসরিতি ঘনঘূর্ণাপরিচয়ৈ-
রগাধায়াং বাধাময়পয়সি রাধাবিরহিণী॥ ৩৫৯৮॥

অন্বয়। যদা গোপীহৃদয়মদনঃ (গোপীপ্রাণবল্লভঃ) মুকুন্দঃ নন্দসদনাৎ (নন্দগৃহাৎ) গান্দিন্যাঃ তনয়ম্ (অক্রূরম্) অনুবিন্দন্ (অনুসরন্) মধুপুরীম্ (মথুরাম্) আয়াতঃ (আগতঃ) তদা ঘনঘূর্ণাপরিচয়ৈঃ (গাঢ়ঘূর্ণালক্ষণৈঃ লক্ষিতে) বাধাময়পয়সি (পীড়াময়সলিলে) অগাধায়াং চিন্তাসরিতি (চিন্তাতরঙ্গিণ্যাম্) রাধাবিরহিণী (বিপ্রলম্ভময়ী রাধা) অমাঙ্ক্ষীৎ (নিমমজ্জ)॥

অনুবাদ। যখন গোপীপ্রাণবল্লভ মুকুন্দ নন্দগৃহ হইতে গান্দিনীপুত্র অক্রূরকে অনুসরণকরতঃ মথুরায় আগমন করিয়াছেন, তখন হইতে বিরহিণী রাধা ঘনঘূর্ণালক্ষণান্বিত পীড়ারূপসলিলবিশিষ্ট অগাধ-চিন্তা-তরঙ্গিণীতে নিমজ্জিতা হইয়াছেন॥ ৩৫৯৮॥

কি বলিব অক্রূরের ব্রজে যশ নাই।
অদ্যাপি অক্রূরে ক্রূর কহে দুঃখ পাই॥ ৩৫৯৯॥
পরস্পর অক্রূরে নিন্দয়ে বার বার।
না বুঝয়ে ব্রজের মরম যে প্রকার॥ ৩৬০০॥
গান্দিনী আপন মায়ে প্রসব-সময়।
দিল মহাদুঃখ ইহো তাহারি তনয়॥ ৩৬০১॥
অক্রূরের নাম কেহ শুনিতে না পারে।
মনে করিতেই দুঃখসমুদ্রে সাঁতারে॥ ৩৬০২॥
দেখ, যমুনার কূলে কৃষ্ণ শোভাময়।
এথা রাইকাহ্ন কি আনন্দে বিলসয়॥ ৩৬০৩॥

স্বরতান্তে রাই যে কহেন কৃষ্ণ প্রতি।
তাহাই করেন কৃষ্ণ প্রেমাধীন অতি॥ ৩৬০৪॥
স্বাধীনভর্তৃকাবস্থা রাধা প্রকাশয়।
তিলে তিলে যে কৌতুক কহিলে না হয়॥ ৩৬০৫॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ নায়িকাভেদে ৪৯-শ-লক্ষণং
স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্তৃকা।
সলিলারণ্যবিক্রীড়া কুসুমাবচয়াদিকৃৎ॥ ৩৬০৬॥

অন্বয়। স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা (স্বায়ত্তঃ স্বাধীন আসন্নঃ নিকটবর্ত্তী চ দয়িতো যস্যাঃ সা) (নায়িকা) স্বাধীনভর্তৃকা ভবেৎ। (সা সলিলারণ্যবিক্রীড়া সলিলে জলমধ্যে অরণ্যে চ বিশিষ্টা ক্রীড়া যস্যাঃ সা) কুসুমাবচয়াদিকৃৎ (পুষ্পাহরণাদি-কারিণী) ভবেৎ॥ ৩৬০৬॥

অনুবাদ। কান্ত যাহার অধীন হইয়া সতত সমীপে অবস্থান করে, সেই নায়িকাকে স্বাধীনভর্তৃকা বলে। জল-মধ্যে ও অরণ্যে তাহার ক্রীড়া হইয়া থাকে। সে পুষ্পা-হরণাদি করিয়া থাকে॥ ৩৬০৬॥

ওহে শ্রীনিবাস এই পুষ্পের কাননে।
ভ্রমে রাধামাধব বেষ্টিত সখীগণে॥ ৩৬০৭॥
অনুরাগে রাধিকার উথলয়ে হিয়া।
প্রাপ্তপ্রেমবৈচিত্ত্য-দশানুরাগ-ক্রিয়া॥ ৩৬০৮॥

তত্রৈব স্থায়িভাব-প্রকরণে ১০২তম-লক্ষণম্—
সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥ ৩৬০৯॥
পরস্পরবশীভাবঃ প্রেমবৈচিত্ত্যকং তথা।
অপ্রাণিন্যপি জন্মাপ্ত্যৈ লালসাভর উন্নতঃ।
বিপ্রলম্ভেঽস্য বিস্ফূর্ত্তিরিত্যাদ্যাঃ স্যুরিহ ক্রিয়াঃ॥৩৬১০

অন্বয়। প্রিয়ং (প্রীতিবিষয়ং জনং) সদা অনুভূতমপি (আস্বাদিতচর-রূপগুণমাধুর্য্যম্ অপি) নবনবম্ (অননুভূত-পূর্ব্বমিব যঃ রাগঃ (পূর্ব্বোক্তলক্ষণোঽত্র তু তৃষ্ণাবিশেষত্বেন পরিণতঃ) (নবং নবং নিত্যনবাস্বাদ্যমানং) কুর্য্যাৎ, স (স্বয়মপি) নবনবঃ ভবন্ রাগঃ অনুরাগঃ ইতি ঈর্য্যতে (কথ্যতে)। (তত্র অনুরাগে) পরস্পরবশীভাবঃ (পরস্পরাধীনতাস্বীকারঃ, অত্র নায়কস্যৈব বশীভাবঃ স্পষ্টঃ) তথা প্রেমবৈচিত্ত্যং (নায়কে সমীপস্থেঽপি তদভাবজনিতং রোদনাদিকম্) অপ্রাণিনি (অচেতনে) অপি (বস্তুনি) জন্মাপ্ত্যৈ (জন্মলাভায়) উন্নতঃ (প্রবলঃ) লালসাভরঃ (আকাঙ্ক্ষাবেগঃ), ইহ বিপ্রলম্ভে (বিরহে) অস্য (নায়কস্য) বিস্ফূর্ত্তিঃ, ইত্যাদ্যাঃ ক্রিয়াঃ স্যুঃ (ভবেয়ুঃ)॥ ৩৬০৯-১০॥

অনুবাদ। যে রাগ নূতন নূতন হইয়া অনুভূত প্রিয়জনকে সর্বদা নব নব বোধ করায়, পণ্ডিতগণ তাহাকে অনুরাগ বলিয়া থাকেন। এই অনুরাগে পরস্পর বশীভাব, প্রেমবৈচিত্ত্য, অপ্রাণিমধ্যেও জন্মলাভের অতিশয় লালসা এবং বিপ্রলম্ভে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি ইত্যাদি অনুভব হইয়া থাকে॥

কিবা প্রেমবৈচিত্ত্যদশায় প্রেমাধিকা।
হইতে বিশ্লেষবুদ্ধি ব্যাকুল রাধিকা॥ ৩৬১১॥
কোথা কৃষ্ণ বলি অশ্রু ঝরয়ে নয়নে।
নিকটেই কৃষ্ণ তাহা স্মৃতি নাই মনে॥ ৩৬১২॥

তত্রৈব—
প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎপ্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥ ৩৬১৩॥

অন্বয়। প্রিয়স্য সন্নিকর্ষে অপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ (প্রেমাধিক্যহেতুনা) বিশ্লেষধিয়া (বিরহশঙ্কয়া) যা আর্ত্তিঃ (বিলাপাদিঃ) তৎ (কার্য্যং) প্রেমবৈচিত্ত্যম্ (প্রেমবিবর্ত্তম্) উচ্যতে॥ ৩৬১৩॥

অনুবাদ। প্রিয় নিকটে থাকিলেও প্রেমাধিক্যহেতু বিচ্ছেদাশঙ্কায় যে আর্ত্তি, তাহাকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে॥৩৬১৩

প্রেমবৈচিত্ত্য সম্ভোগ নহে পৃথকত।
সম্পন্ন সমৃদ্ধিমান্ ইথে সুসঙ্গত॥ ৩৬১৪॥
প্রেমবৈচিত্ত্য-বিলাস হয় পরম মধুর।
বর্ণে কবিগণ যাতে তাপ যায় দূর॥ ৩৬১৫॥

গীতে যথা—কামোদঃ

রাইকানু রসের আবেশে।
বৈসে একাসনে সখীগণ চারিপাশে॥ ৩৬১৬॥
কিবা অনুরাগের তরঙ্গ।
না ধরে ধৈরজ ধনি হৈল ক্ষীণ অঙ্গ॥ ৩৬১৭॥
সখীরে সুধায় বারে বারে।
প্রাণনাথ ছাড়ি' কোথা গেলেন আমারে॥ ৩৬১৮॥

আর কি পাইব প্রাণনাথে।
এত কহি' করাঘাত করে নিজ-মাথে ॥ ৩৬১৯ ॥
ভাসে দুটি নয়নের জলে।
ছাড়ি' দীর্ঘ নিঃশ্বাস লোটায় মহীতলে ॥ ৩৬২০ ॥
রসিকশেখর শ্যামরায়।
দেখিয়া বিষম দশা প্রবোধে রাধায় ॥ ৩৬২১ ॥
প্রবোধে পরাণ জুড়াইল।
ঘুচিল বিচ্ছেদবুদ্ধি দুঃখ দূরে গেল ॥ ৩৬২২ ॥
সখী কি কহিলা আঁখিকোণে।
পুলকে বলিত হৈয়া বিলসে গোপনে ॥ ৩৬২৩ ॥
কালা আলিঙ্গয়ে মেলি' বাহু।
লাজে নতমুখী রাই হাসে লহু লহু ॥ ৩৬২৪ ॥
মাধব ধরিতে নারে ধৃতি।
মুখে মুখ ঝাঁপয়ে মদনমদে মাতি ॥ ৩৬২৫ ॥
উচকুচযুগে কর দিতে।
না জানে আছয়ে কোথা কত উঠে চিতে ॥ ৩৬২৬ ॥
হাসি নীবিবন্ধ খসাইয়া।
রহয়ে কুসুম-শেষে অঙ্গ গড়াইয়া ॥ ৩৬২৭ ॥
তনু তনু মিশা শোহে হেন।
নীলমণি-কনক দামিনীঘন যেন ॥ ৩৬২৮ ॥
বাড়য়ে কৌতুক অতিশয়।
দুঁহু বেশ বিরচিয়া দোহে নিরিখয় ॥ ৩৬২৯ ॥
সময় জানিয়া সহচরী।
শ্রম-উপশমে কত কহে ধিরি ধিরি ॥ ৩৬৩০ ॥
নরহরি সখীর ইঙ্গিতে।
করয়ে সুবাতাস ঘরম নিবারিতে ॥ ৩৬৩১ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, এই কালিন্দী-কাননে।
বিলসয়ে কৃষ্ণ পঞ্চবিধ সখাসনে ॥ ৩৬৩২ ॥
চেট, বিট, বিদূষক, পীঠমর্দ আর।
প্রিয়নর্ম এই পঞ্চ সহায় তাঁহার ॥ ৩৬৩৩ ॥
বিবিধ প্রকারে করে কৃষ্ণের সহায়।
এ-সব সখার গুণ কেবা নাহি গায় ॥ ৩৬৩৪ ॥

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ সহায়-ভেদ-প্রকরণে ১ম-লক্ষণম্—

অথৈতস্য সহায়াঃ স্যুঃ পঞ্চধা চেটকো বিটঃ।
বিদূষকঃ পীঠমর্দঃ প্রিয়নর্মসখস্তথা।
নর্মপ্রয়োগে নৈপুণ্যং সদা গাঢ়ানুরাগিতা ॥ ৩৬৩৫ ॥
দেশকালজ্ঞতা দাক্ষ্যং রুষ্টগোপীপ্রসাদনং।
নিগূঢ়মন্ত্রতেত্যাদ্যাঃ সহায়ানাং গুণা মতাঃ ॥ ৩৬৩৬ ॥

অন্বয়। অথ এতস্য (নায়কস্য কৃষ্ণস্য) পঞ্চধা পঞ্চপ্রকারাঃ সহায়াঃ স্যুঃ, চেটকঃ, বিটঃ, বিদূষকঃ, পীঠমর্দঃ, তথা প্রিয়নর্মসখঃ। নর্মপ্রয়োগে (পরিহাসকরণে) নৈপুণ্যং সদা গাঢ়ানুরাগিতা, দেশকালজ্ঞতা, দাক্ষ্যং (দক্ষতা); রুষ্টগোপীপ্রসাদনং, নিগূঢ়মন্ত্রতা (গুপ্তমন্ত্রকারিতা) ইত্যাদ্যাঃ (এবম্প্রকারাঃ) গুণাঃ সহায়ানাং (লীলাসহায়ানাং সখীনাং) মতাঃ (বিশ্রুতাঃ) ॥ ৩৬৩৫-৩৬ ॥

অনুবাদ। এই নায়কের সহায় পাঁচপ্রকার থাকে; যথা—চেটক, বিট, বিদূষক, পীঠমর্দ ও প্রিয়নর্মসখ। পরিহাসবাক্যকথনে নিপুণতা, সর্বদা গাঢ় অনুরাগিত্ব, দেশকালের অভিজ্ঞতা, গোপীজন রুষ্ট হইলে তাহাদের প্রসন্নতাকরণ এবং নিগূঢ় মন্ত্রণা দেওয়া ইত্যাদি সহায়-সকলের গুণ ॥ ৩৬৩৫-৩৬ ॥

এথা কৃষ্ণ চেট ভৃঙ্গ-ভঙ্গুরাদি সনে।
বিলসে সে সব দক্ষ সকল সন্ধানে ॥ ৩৬৩৭ ॥

তথাহি তত্রৈব—

সন্ধানচতুরশ্চেটো গূঢ়কর্মা প্রগল্ভধীঃ।
স তু ভঙ্গুর-ভৃঙ্গারাদিকঃ প্রোক্তোঽত্র গোকুলে ॥

অন্বয়। চেটঃ সন্ধানচতুরঃ গূঢ়কর্মা প্রগল্ভধীঃ (প্রত্যুৎপন্নমতিঃ) (ভবতি)। অত্র গোকুলে স (চেটঃ) তু ভঙ্গুরভৃঙ্গারাদিকঃ প্রোক্তঃ (কথিতঃ) ॥ ৩৬৩৮ ॥

অনুবাদ। যে ব্যক্তি সন্ধানবিষয়ে চতুর, যাহার কর্ম কেহ জানিতে পারে না, গূঢ়রূপে সম্পন্ন করে এবং যাহার বুদ্ধি অতিশয় প্রগল্‌ভা, তাহাকে চেট বলে। এই গোকুলে ভঙ্গুর, ভৃঙ্গারাদি কৃষ্ণের চেট-সহায় বলিয়া কথিত ॥ ৩৬৩৮ ॥

বিট-সখা কড়ার, ভারতী আদি এথা।
কৃষ্ণবেশবিন্যাসে নিপুণাদ্ভুত প্রথা ॥ ৩৬৩৯ ॥

তত্রৈব—

বেশোপচারকুশলো ধূর্তো গোষ্ঠীবিশারদঃ।
কামতন্ত্রকলাবেদী বিট ইত্যভিধীয়তে।
কড়ারো ভারতীবন্ধ ইত্যাদির্বিট ঈরিতঃ॥ ৩৬৪০॥

অন্বয়। বেশোপচারকুশলঃ (বেশে বেশরচনায়াম্ উপচারে সেবায়াঞ্চ কুশলঃ) ধূর্তঃ, গোষ্ঠীবিশারদঃ (বাগ্‌বিন্যাসেন পরিজন-নিয়ন্ত্রণনিপুণঃ) কামতন্ত্রকলাবেদী (কামতন্ত্র-কলাসু বশীকরণ-মোহনমন্ত্রৌষধাদিপ্রয়োগেষু অভিজ্ঞঃ) সহায়ঃ বিটঃ ইতি অভিধীয়তে (কথ্যতে)। কড়ারঃ, ভারতীবন্ধঃ ইত্যাদিঃ বিটঃ ঈরিতঃ (কথিতঃ)॥

অনুবাদ। যে ব্যক্তি বেশরচনা ও শুশ্রূষাকার্যে পটু, ধূর্ত এবং বাক্য-প্রয়োগ-দ্বারা পরিবারবর্গ যাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন এবং যিনি স্ত্রীবশীকরণার্থ মন্ত্রৌষধি-প্রয়োগ করেন, তাঁহাকে বিট বলে। কড়ার, ভারতীবন্ধ প্রভৃতি গোপ কৃষ্ণের বিট-সহায় ছিলেন॥ ৩৬৪০॥

এথা বিদূষক বসন্তাদি সখাগণ।
বাঢ়ায় কৌতুক কৃষ্ণ করিতে ভোজন॥ ৩৬৪১॥

তত্রৈব—

বসন্তাদ্যভিধো লোলো ভোজনে কলহপ্রিয়ঃ।
বিকৃতাঙ্গবচোবেশৈর্হাস্যকারী বিদূষকঃ।
বিদগ্ধমাধবে খ্যাতো যথাসৌ মধুমঙ্গলঃ॥ ৩৬৪২॥

অন্বয়। বসন্তাদ্যভিধঃ (বসন্ত আদিনাম্না প্রসিদ্ধঃ) ভোজনে লোলঃ (লালসাযুক্তঃ) কলহপ্রিয়ঃ, বিকৃতাঙ্গ-বচোবেশৈঃ (বিকৃতৈঃ অঙ্গৈঃ বাচোভিঃ বেশৈশ্চ) হাস্য-কারী (সহায়ঃ) বিদূষকঃ (কথিতঃ)। যথা বিদগ্ধমাধবে (নাটকে) খ্যাতঃ অসৌ মধুমঙ্গলঃ॥ ৩৬৪২॥

অনুবাদ। বসন্ত প্রভৃতি নামযুক্ত যে ব্যক্তি ভোজন-বিষয়ে লোলুপ, কলহপ্রিয় এবং দেহ-বেশ-বাক্যের বিকৃতি করিয়া হাস্যকারী, তাহাকে বিদূষক বলে। যেমন শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটকে মধুমঙ্গল বিদূষক॥ ৩৬৪২॥

পীঠমর্দ শ্রীদাম গুণের অন্ত নাই।
করে কত কৃষ্ণের সহায় এই ঠাঁই॥ ৩৬৪৩॥

তত্রৈব—

গুণৈর্নায়ককল্পো যঃ প্রেম্না তত্রানুবৃত্তিমান্।
পীঠমর্দঃ স কথিতঃ শ্রীদামা স্যাদ্ যথা হরেঃ॥৩৬৪৪॥

অন্বয়। যঃ গুণৈঃ নায়ককল্পঃ প্রেম্না তত্র অনুবৃত্তিমান্ (অনুগতঃ) স পীঠমর্দঃ (সহায়ঃ) কথিতঃ। যথা শ্রীদামা হরেঃ (কৃষ্ণস্য) (পীঠমর্দঃ সহায়ঃ) স্যাৎ॥ ৩৬৪৪॥

অনুবাদ। যে ব্যক্তি নায়কতুল্য গুণবান্ হইয়া প্রেমবশতঃ সেই নায়কেরই অনুবৃত্তিকারী হয়, তাহাকে পীঠমর্দ কহে। যথা শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণের পীঠমর্দ-সহায়॥৩৬৪৪

প্রিয়নর্ম-সখা সুবলাদিক এথায়।
কৃষ্ণ-সুখ যা'তে তাহা করে সর্বথায়॥ ৩৬৪৫॥

তত্রৈব—

আত্যন্তিকরহস্যজ্ঞঃ সখীভাবসমাশ্রিতঃ।
সর্বেভ্যঃ প্রণয়িভ্যোঽসৌ প্রিয়নর্মসখো বরঃ।
স গোকুলে তু সুবলস্তথা স্যাদর্জুনাদিকঃ॥ ৩৬৪৬॥

অন্বয়। (যঃ) আত্যন্তিকরহস্যজ্ঞঃ সখীভাবসমাশ্রিতঃ (শ্রীকৃষ্ণ-তৎপ্রেয়স্যোঃ পরস্পরমিলনেচ্ছাং সমাশ্রিতঃ) অসৌ সর্বেভ্যঃ প্রণয়িভ্যঃ বরঃ (শ্রেয়ান্ জনঃ) প্রিয়নর্মসখঃ (ভবতীতি শেষঃ)। স তু গোকুলে সুবলঃ (প্রিয়নর্মসখঃ) তথা (দ্বারকায়াম্) অর্জুনাদিকঃ স্যাৎ॥ ৩৬৪৬॥

অনুবাদ। যে ব্যক্তি অতিশয় রহস্যজ্ঞ, সখীভাব-সমাশ্রিত এবং প্রণয়িগণ-মধ্যে অতিশয় প্রিয়, তাহাকে প্রিয়নর্মসখ কহে। যথা গোকুল-মধ্যে সুবল ও (দ্বারকায়) অর্জুন॥ ৩৬৪৬॥

ওহে শ্রীনিবাস, কৃষ্ণ এ রম্য কাননে।
স্বয়ং মিলে, গোপিকা কর্ষয়ে বংশীস্বনে॥ ৩৬৪৭॥
স্বয়ং-দূতী রাধিকাপ্তদূতী যৈছে তাঁ'র।
তৈছে শ্রীকৃষ্ণের ইথে আনন্দ অপার॥ ৩৬৪৮॥

তত্রৈব—

হরিপ্রিয়াপ্রকরণে বক্ষ্যন্তে যাস্তু দূতিকাঃ।
তত্রাপি তা যথাযোগ্যং বিজ্ঞেয়া রসবেদিভিঃ॥৩৬৪৯॥
তত্র স্বয়ং বশী চ। স্বয়মিতি স্বয়ং দূতীত্যর্থঃ॥৩৬৫০॥

অন্বয়। হরিপ্রিয়াপ্রকরণে (শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ হরি-প্রিয়াপ্রকরণে কৃষ্ণবল্লভাপ্রকরণে) যাঃ তু দূতিকাঃ বক্ষ্যন্তে তাঃ অত্র অপি রসবেদিভিঃ (রসজ্ঞৈঃ) যথাযোগ্যং বিজ্ঞেয়াঃ॥ (দূতী দ্বিবিধা) তত্র স্বয়ং বশী (আপ্তা) চ। স্বয়ম্ ইতি স্বয়ং-দূতী ইত্যর্থঃ॥ ৩৬৪৯-৫০॥

অনুবাদ। হরিপ্রিয়া-প্রকরণে যে সমস্ত দূতীলক্ষণ কথিত হইবে, রসজ্ঞগণ এখানেও তাহা যথাযোগ্যভাবে জ্ঞাত হইতে পারিবেন। দূতী স্বয়ং ও বশী—দুইপ্রকার। স্বয়ং অর্থে স্বয়ংদূতী বুঝায় ॥ ৩৬৪৯-৫০ ॥

বীরা-বৃন্দাদিক শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী।
এ কুঞ্জে মিলায় দোঁহে কি অদ্ভুত-রীতি ॥ ৩৬৫১ ॥

তত্রৈব—

বীরাবৃন্দাদিরপ্যাপ্তদূতী কৃষ্ণস্য কীর্তিতা।
বীরা প্রগল্ভ-বচনা বৃন্দা চাটূক্তিপেশলা ॥ ৩৬৫২ ॥
অস্যাসাধারণা দূত্যো বীরাদ্যাঃ কথিতা হরেঃ।
লিঙ্গিন্যন্তাস্তু বক্ষ্যন্তে যাস্তাঃ সাধারণা দ্বয়োঃ ॥ ৩৬৫৩ ॥

অন্বয়। বীরাবৃন্দাদিঃ অপি কৃষ্ণস্য আপ্তদূতী কীর্তিতা। (তন্মধ্যে) বীরা প্রগল্ভবচনা (মুখরা) বৃন্দা (তু) চাটূক্তিপেশলা (চাটুবাক্যদক্ষা)। অস্য হরেঃ (কৃষ্ণস্য) বীরাদ্যাঃ অসাধারণাঃ (বিশিষ্টাঃ) দূত্যঃ কথিতাঃ। যাঃ লিঙ্গিন্যন্তাঃ (তাপসীপর্যন্তাঃ) (দূত্যঃ) তু বক্ষ্যন্তে, তাঃ (দূত্যঃ) দ্বয়োঃ (রাধামাধবয়োঃ) সাধারণাঃ (ভবন্তি) ॥ ৩৬৫২-৫৩ ॥

অনুবাদ। বীরাবৃন্দাদি কৃষ্ণের আপ্তদূতী বলিয়া কীর্তিতা। তন্মধ্যে বীরা প্রগল্ভবচনা এবং বৃন্দা চাটু-বাক্য-প্রয়োগে দক্ষা। বীরাদি কৃষ্ণের অসাধারণা দূতী। লিঙ্গিনী প্রভৃতির কথাও বলা হইবে। তাহারা উভয়েরই সাধারণদূতী ॥ ৩৬৫২-৫৩ ॥

কি বলিব এথা সখ্যাদিক রাধিকার।
করয়ে সহায় যৈছে না হয় বিস্তার ॥ ৩৬৫৪ ॥
রাধিকার সখী পঞ্চবিধা সখী আর।
নিত্যসখী, প্রাণসখী আদি এ-প্রচার ॥ ৩৬৫৫ ॥
এ-সকল সখী লৈয়া রাধিকা সুন্দরী।
এই কুঞ্জে রহেন কৃষ্ণের পথ হেরি ॥ ৩৬৫৬ ॥

তত্রৈব—

তাস্তু বৃন্দাবনেশ্বর্যাঃ সখ্যঃ পঞ্চবিধা মতাঃ।
সখ্যশ্চ নিত্যসখ্যশ্চ প্রাণসখ্যশ্চ কাশ্চন।
প্রিয়সখ্যশ্চ পরমপ্রেষ্ঠসখ্যশ্চ বিশ্রুতাঃ ॥ ৩৬৫৭ ॥

অন্বয়। বৃন্দাবনেশ্বর্যাঃ (শ্রীরাধায়াঃ) তাঃ (প্রসিদ্ধাঃ) সখ্যঃ তু পঞ্চবিধাঃ মতাঃ (কথিতাঃ)। (যথা) সখ্যঃ চ নিত্যসখ্যঃ চ, কাশ্চন প্রাণসখ্যঃ চ, প্রিয়সখ্যঃ চ পরম-প্রেষ্ঠসখ্যঃ চ বিশ্রুতাঃ (প্রসিদ্ধাঃ ভবন্তি) ॥ ৩৬৫৭ ॥

অনুবাদ। বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার সেই সখীগণ পঞ্চ-বিধা। তাঁহারা সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরমপ্রেষ্ঠসখী নামে প্রসিদ্ধা ॥ ৩৬৫৭ ॥

সখী কুসুমিকা বিন্ধ্যা ধনিষ্ঠাদি এথা।
যতনে সাধয়ে রাধিকার মনঃ-কথা ॥ ৩৬৫৮ ॥

তত্রৈব—

সখ্যঃ কুসুমিকা-বিন্ধ্যা-ধনিষ্ঠাদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥৩৬৫৯

অনুবাদ। কুসুমিকা, বিন্ধ্যা ও ধনিষ্ঠা প্রভৃতি সখী বলিয়া প্রকীর্তিতা ॥ ৩৬৫৯ ॥

নিত্যসখী—কস্তূরী, মণিমঞ্জরিকাদি।
এথা রাধামনোবৃত্তি সাধে নিরবধি ॥ ৩৬৬০ ॥

তত্রৈব—

নিত্যসখ্যস্তু কস্তূরী-মণিমঞ্জরিকাদয়ঃ ॥ ৩৬৬১ ॥

অনুবাদ। কস্তূরী ও মণিমঞ্জরিকাদি নিত্যসখী।

প্রাণসখী বাসন্ত্যাদি রাধাতুল্য-প্রায়।
এই কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণে কৌতুক বাঢ়ায় ॥ ৩৬৬২ ॥

তত্রৈব—

প্রাণসখ্যঃ শশিমুখী-বাসন্তী-লাসিকাদয়ঃ।
গতা বৃন্দাবনেশ্বর্যাঃ প্রায়েণেমাঃ সরূপতাম্ ॥ ৩৬৬৩ ॥
(সরূপতাং তুল্যতামিত্যর্থঃ।)

অন্বয়। শশিমুখী, বাসন্তী, লাসিকাদয়ঃ (লাসিকা-প্রভৃতয়ঃ) প্রাণসখ্যঃ (ভবন্তি)। ইমাঃ (প্রাণসখ্যঃ) প্রায়েণ বৃন্দাবনেশ্বর্যাঃ সরূপতাং (তুল্যরূপতাং) গতাঃ ॥

অনুবাদ। শশিমুখী, বাসন্তী ও লাসিকা প্রভৃতি—প্রাণসখী। ইহারা প্রায় বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার তুল্যরূপ প্রাপ্তা। (সরূপতা-শব্দে তুল্যতা বুঝায়) ॥ ৩৬৬৩ ॥

প্রিয়সখী কুরঙ্গাক্ষী আদি অনুপমা।
এ কুঞ্জে বিহ্বল দেখি দোঁহার সুষমা ॥ ৩৬৬৪ ॥

তত্রৈব—

প্রিয়সখ্যঃ কুরঙ্গাক্ষী সুমধ্যা মদনালসা।
কমলা মাধুরী মঞ্জুকেশী কন্দর্পসুন্দরী।
মাধবী মালতী কামলতা শশিকলাদয়ঃ ॥ ৩৬৬৫ ॥

অনুবাদ। কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা, মদনালসা, কমলা, মাধুরী, মঞ্জুকেশী, কন্দর্পসুন্দরী, মাধবী, মালতী, কামলতা, শশিকলা প্রভৃতি—প্রিয়সখী ॥ ৩৬৬৫ ॥

পরমপ্রেষ্ঠসখী ললিতাদিক এথায়।
দোঁহে মিলাইয়া মহা উল্লাস হিয়ায় ॥ ৩৬৬৬ ॥

তত্রৈব—

পরমপ্রেষ্ঠসখ্যস্তু ললিতা সবিশাখিকা।
সুচিত্রা চম্পকলতা তুঙ্গবিদ্যেন্দুলেখিকা ॥ ৩৬৬৭ ॥
রঙ্গদেবী সুদেবী চেত্যষ্টৌ সর্বগুণাগ্রিমাঃ।
আসাং সুষ্ঠু দ্বয়োরেব প্রেম্নঃ পরমকাষ্ঠয়া।
ক্বচিজ্জাতু ক্বচিজ্জাতু তদাধিক্যমিবেক্ষ্যতে ॥ ৩৬৬৮ ॥

অন্বয়। সবিশাখিকা (বিশাখাসহিতা) ললিতা, সুচিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখিকা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, চ ইতি অষ্টৌ সর্বগুণাগ্রিমাঃ (সর্বগুণৈঃ শ্রেষ্ঠাঃ) পরমপ্রেষ্ঠসখ্যঃ তু (ভবন্তি)। আসাং (পরমপ্রেষ্ঠসখীনাং মধ্যে) দ্বয়োঃ (ললিতাবিশাখয়োঃ) এব প্রেম্নঃ সুষ্ঠু পরমকাষ্ঠয়া (অতিশয়ৈকান্তিতয়া) ক্বচিৎ জাতু ক্বচিৎ জাতু (কুত্রচিৎ কুত্রচিৎ স্থলে) তদাধিক্যম্ (তয়োঃ আধিক্যং মহত্বম্) ইব ঈক্ষ্যতে (দৃশ্যতে) ॥ ৩৬৬৭-৬৮ ॥

অনুবাদ। ললিতা, বিশাখা, সুচিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখিকা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী—এই আটজন সর্বগুণে শ্রেষ্ঠা পরমপ্রেষ্ঠসখী। ইঁহাদের মধ্যে ললিতা-বিশাখা সখীদ্বয়ের কেবল প্রেমের অতিশয় পরাকাষ্ঠা-হেতু কোথাও কোথাও তাঁহাদেরই যেন শ্রেষ্ঠতা লক্ষিত হয় ॥ ৩৬৬৭-৬৮ ॥

ওহে শ্রীনিবাস, এই নিকুঞ্জ-আবাসে।
স্বয়ংদূতী আপ্তদূতী চাতুর্য প্রকাশে ॥ ৩৬৬৯ ॥

তথাহি তত্রৈব—

অথাশ্রিতসহায়ানাং কৃষ্ণসঙ্গমতৃষ্ণয়া।
এতাসাং পূর্বরাগাদৌ দূত্যযুক্তির্বিলিখ্যতে।
দূতী স্বয়ং তথাপ্তা চ দ্বিধাত্র পরিকীর্তিতা ॥ ৩৬৭০ ॥

অন্বয়। অথ (যূথেশ্বরীভেদকথনানন্তরং) আশ্রিত-সহায়ানাম্ (আশ্রিতাঃ সহায়াঃ যাসাং তাসাং) এতাসাং (যূথেশ্বরীণাং) পূর্বরাগাদৌ কৃষ্ণ-সঙ্গমতৃষ্ণয়া (কৃষ্ণসহ-মিলনেচ্ছয়া) দূত্যযুক্তিঃ (দূত্যাঃ রাগাভিব্যঞ্জকসংবাদস্য যুক্তিঃ) বিলিখ্যতে। অত্র দূতী দ্বিধা পরিকীর্তিতা, স্বয়ং তথা আপ্তা চ ॥ ৩৬৭০ ॥

অনুবাদ। অনন্তর আশ্রিত-সহায় যূথেশ্বরীদিগের পূর্বরাগাদি অবস্থায় কৃষ্ণসঙ্গমার্থ অভিলাষ হওয়ায় তাহাদের দূতীযুক্তি বিলিখিত হইতেছে। দূতী দ্বিবিধা কথিতা হয়—স্বয়ংদূতী ও আপ্তদূতী ॥ ৩৬৭০ ॥

স্বয়ংদূতী এথা কৃষ্ণে করিয়া দর্শন।
বাচিকাঙ্গিক চাক্ষুষে সাধে প্রয়োজন ॥ ৩৬৭১ ॥
স্বয়ংদূতী শ্রীরাধিকা সর্বাংশে প্রবীণা।
বিলসয়ে এ কুঞ্জে সুখের নাহি সীমা ॥ ৩৬৭২ ॥

তত্রৈব—

অত্যৌৎসুক্যত্রুটদ্ব্রীড়া যা চ রাগাদিমোহিতা।
স্বয়মেবাভিযুঙ্‌ক্তে সা স্বয়ংদূতী ততঃ স্মৃতা।
স্বাভিযোগা-স্ত্রিধা প্রোক্তা বাচিকাঙ্গিকচাক্ষুষাঃ ॥ ৩৬৭৩

অন্বয়। যা অত্যৌৎসুক্যত্রুটদ্ব্রীড়া (অতিশয়ৌৎসুক্যাৎ ত্রুটন্তী নশ্যন্তী ব্রীড়া লজ্জা যস্যাঃ সা) (যা) রাগাদিমোহিতা (রত্যাদিমুগ্ধা) স্বয়ম্ এব অভিযুঙ্‌ক্তে (নায়কং প্রতি ভাবং প্রকাশয়তি) সা ততঃ (তস্মাদ্ধেতোঃ) স্বয়ংদূতী স্মৃতা (উক্তা)। বাচিকাঙ্গিকচাক্ষুষাঃ ত্রিধা স্বাভিযোগাঃ প্রোক্তাঃ ॥ ৩৬৭৩ ॥

অনুবাদ। ঔৎসুক্যবশতঃ যাহার লজ্জা দূরীভূতা হইয়াছে, আর যে অনুরাগে অতিশয় বিমোহিতা এবং স্বয়ং নায়কের নিকট অভিযোগ করে, তাহাকে স্বয়ংদূতী বলে। অভিযোগ তিন প্রকার—বাচিক, কায়িক ও চাক্ষুষ ॥৩৬৭৩

ওহে শ্রীনিবাস, এই কদম্বকাননে।
সদা রাধাসুখ বাঞ্ছে আপ্তদূতীগণে ॥ ৩৬৭৪ ॥
আপ্তদূতীগণচেষ্টা কহিল না হয়।
অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা, পত্রহারী ত্রয় ॥ ৩৬৭৫ ॥

তত্রৈব—

ন বিশ্রম্ভস্য ভঙ্গং যা কুর্যাৎ প্রাণাত্যয়েষপি।
স্নিগ্ধা চ বাগ্মিনী চাসৌ দূতী স্যাদ্ গোপসুভ্রুবাম্।
অমিতার্থা নিসৃষ্টার্থা পত্রহারীতি সা ত্রিধা ॥ ৩৬৭৬ ॥

বিশ্রম্ভো বিশ্বাস ইত্যর্থঃ।

অন্বয়। যা প্রাণাত্যয়েষু অপি বিশ্রম্ভস্য ভঙ্গং ন কুর্যাৎ (যা) স্নিগ্ধা চ বাগ্মিনী চ অসৌ গোপসুভ্রুবাং (গোপসুন্দরীণাং) দূতী (আপ্তদূতী) স্যাৎ। সা (আপ্তদূতী) ত্রিধা (ভবতি) (যথা) অমিতার্থা (প্রচুরেঙ্গিতজ্ঞা) নিসৃষ্টার্থা (নিসৃষ্টঃ অর্পিতঃ অর্থঃ কার্যং যস্যৈ সা) পত্রহারী (পত্রবাহিকা) ইতি॥ ৩৬৭৬॥

অনুবাদ। যে দূতী প্রাণান্তেও বিশ্বাস ভঙ্গ করে না, যে স্নিগ্ধা এবং বাগ্মিনী, গোপসুন্দরীগণের সেই দূতীকে আপ্তদূতী বলে। অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা ও পত্রহারী —এই তিন প্রকারের আপ্তদূতী॥ ৩৬৭৬॥

অমিতার্থা দূতী অতি প্রবীণা ইঙ্গিতে।
রচিয়া উপায় দোঁহে মিলায় এথাতে॥ ৩৬৭৭॥

তত্রৈব—

জ্ঞাত্বেঙ্গিতেন যা ভাবং দ্বয়োরেকতরস্য বা
উপায়ৈর্মিলয়েত্তৌ দ্বাবমিতার্থা ভবেদিয়ম্॥ ৩৬৭৮॥

অন্বয়। যা (আপ্তদূতী) ইঙ্গিতেন দ্বয়োঃ একতরস্য বা ভাবং জ্ঞাত্বা উপায়ৈঃ (কৌশলৈঃ) তৌ দ্বৌ মিলয়েৎ, ইয়ম্ অমিতার্থা ভবেৎ॥ ৩৬৭৮॥

অনুবাদ। যে আপ্তদূতী ইঙ্গিত পাইবামাত্র নায়ক-নায়িকা উভয়ের অথবা একজনের ভাব জ্ঞাত হইয়া কৌশলে সেই দুইজনকে মিলিত করায়, তাহাকে অমিতার্থা বলে॥ ৩৬৭৮॥

নিসৃষ্টার্থা দূতীকে অর্পয়ে কার্যভার।
এ-কুঞ্জে করেন যুক্তি ঘটনা দোঁহার॥ ৩৬৭৯॥

তত্রৈব—

বিন্যস্তকার্যভারা স্যাদ্দ্বয়োরেকতরেণ যা।
যুক্ত্যোভৌ ঘটয়েদেষা নিসৃষ্টার্থা নিগদ্যতে॥ ৩৬৮০॥

অন্বয়। দ্বয়োঃ (নায়ক-নায়িকয়োঃ) একতরেণ বিন্যস্ত-কার্যভারা যা যুক্ত্যা (দূত্যকার্যেণ) উভৌ ঘটয়েৎ (মিলয়েৎ) এষা (দূতী) নিসৃষ্টার্থা নিগদ্যতে (কথ্যতে)॥ ৩৬৮০॥

অনুবাদ। দুই নায়িকার মধ্যে একজন কর্তৃক কার্য-ভার প্রাপ্ত হইয়া যুক্তিদ্বারা তদুভয়ের মিলনকারিণীকে নিসৃষ্টার্থা দূতী কহে॥ ৩৬৮০॥

পত্রহারী দূতী মাত্র পত্রিকা লইয়া।
দেন দোঁহে, দোঁহে মিলে নিকুঞ্জে আসিয়া॥ ৩৬৮১॥

তত্রৈব—

সন্দেশমাত্রং যা যূনোর্নয়েৎ সা পত্রহারিকা॥ ৩৬৮২॥

অন্বয়। যা (দূতী) যূনোঃ (নায়ক নায়িকয়োঃ) সন্দেশমাত্রং (সংবাদমাত্রং) নয়েৎ, সা পত্রহারিকা (ভবেৎ)॥

অনুবাদ। যে দূতী নায়ক অথবা নায়িকার সংবাদ-মাত্র বহন করে, তাহাকে পত্রহারিকা বলে॥ ৩৬৮২॥

দূতী শিল্পকারী দৈবজ্ঞা লিঙ্গিনী আর।
পরিচারিকা ধাত্রেয়ী সর্বত্র প্রচার॥ ৩৬৮৩॥
বনদেবী সখী আদি এ-সব কুঞ্জেতে।
নিজ-নিজ-গুণ প্রকাশয়ে হর্ষচিতে॥ ৩৬৮৪॥

তথাহি তত্রৈব—

তাঃ শিল্পকারী দৈবজ্ঞা লিঙ্গিনী পরিচারিকা।
ধাত্রেয়ী বনদেবী চ সখী চেত্যাদয়ো ব্রজে॥ ৩৬৮৫॥

অন্বয়। তাঃ (দূত্যঃ) ব্রজে শিল্পকারী, দৈবজ্ঞা, লিঙ্গিনী (বেশধারিণী) তাপসী পরিচারিকা (সেবিকা) ধাত্রেয়ী (ধাত্রী) বনদেবী সখী চ ইত্যাদয়ঃ (ভবন্তি)॥ ৩৬৮৫॥

অনুবাদ। সেই আপ্তদূতীর মধ্যে ব্রজে শিল্পকারী, দৈবজ্ঞা, লিঙ্গিনী, পরিচারিকা, ধাত্রেয়ী, বনদেবী এবং সখী ইত্যাদি বিবিধ ভেদ॥ ৩৬৮৫॥

শিল্পকারী নানা শিল্পে প্রবীণা এথায়।
দেখাইয়া শিল্প, সুখী করেন দোঁহায়॥ ৩৬৮৬॥
দৈবজ্ঞাপ্তদূতী গণনায় বিলক্ষণা।
কহে এই কুঞ্জে অন্য দোঁহার ঘটনা॥ ৩৬৮৭॥
লিঙ্গিনী তাপসীবেশা যৈছে পৌর্ণমাসী।
পৌর্ণমাসী দোঁহে মিলায়েন এথা আসি'॥ ৩৬৮৮॥

তত্রৈব—

লিঙ্গিনী তাপসীবেশা পৌর্ণমাসীবদীরিতা॥ ৩৬৮৯॥

অন্বয়। পৌর্ণমাসীবৎ তাপসীবেশা লিঙ্গিনী ঈরিতা (কথিতা)॥ ৩৬৮৯॥

অনুবাদ। পৌর্ণমাসীর তুল্য তপোবেশধারিণীকে লিঙ্গিনী বলে॥ ৩৬৮৯॥

পরিচারিকা লবঙ্গমঞ্জর্যাদি রঙ্গে।
রাধিকারে এ-কুঞ্জে মিলান কৃষ্ণ-সঙ্গে॥ ৩৬৯০॥

তত্রৈব—

লবঙ্গমঞ্জরী ভানুমত্যাদ্যাঃ পরিচারিকাঃ ॥ ৩৬৯১ ॥

অনুবাদ। লবঙ্গমঞ্জরী ও ভানুমতী প্রভৃতি সখী পরিচারিকা দূতী ॥ ৩৬৯১ ॥

ধাত্রেয়ী যাবট হৈতে আনিয়া রাধায়।
এ-কুঞ্জে কৃষ্ণের সহ কৌতুকে মিলায় ॥ ৩৬৯২ ॥
বনদেবীগণ বনে রহে সর্বক্ষণ।
এই কুঞ্জে দেখে রাইকানুর মিলন ॥ ৩৬৯৩ ॥
সখী এই কুঞ্জে দোঁহে কৌতুকে মিলায়।
সখীরীত বিদিত কেবা না যশ গায় ॥ ৩৬৯৪ ॥

তত্রৈব—

স্বাত্মনোঽপ্যধিকং প্রেম কুর্বাণান্যোঽন্যমচ্ছলম্।
বিশ্রম্ভিণী বয়োবেশাদিভিস্তুল্যা সখী মতা ॥ ৩৬৯৫ ॥
বাচ্যং ব্যঙ্গমিতি দ্বেধা তদ্দূত্যমুভয়োরপি ॥ ৩৬৯৬ ॥

অন্বয়। অন্যোঽন্যম্ (পরস্পরং) অচ্ছলম্ (অব্যাজং) স্বাত্মনঃ (স্বপ্রাণেভ্যঃ) অপি অধিকং প্রেম (অনুরাগং) কুর্বাণা বিশ্রম্ভিণী (বিশ্বাসপাত্রী)) বয়োবেশাদিভিঃ তুল্যা (গোপিকা) সখী মতা (কথিতা)। উভয়োঃ অপি তদ্দূত্যম্ বাচ্যং ব্যঙ্গম্ ইতি দ্বেধা (ভবতি) ॥ ৩৬৯৫-৯৬ ॥

অনুবাদ। যাহারা ছল পরিত্যাগপূর্বক পরস্পরের প্রতি অতিশয় প্রীতি করে এবং পরস্পরের বিশ্বাসভাজন হয়, যাহাদের পরস্পর বয়ঃক্রম এবং বেশাদিতে তুল্যতা, তাহারাই পরস্পর সখী। নায়ক-নায়িকা উভয়ের সখীদূত্য বাচ্য ও ব্যঙ্গ-ভেদে দ্বিবিধ ॥ ৩৬৯৫-৯৬ ॥

(তত্তস্যাঃ সখ্যাঃ, উভয়োর্নায়কনায়িকয়োরিত্যর্থঃ)

অনুবাদ। তৎ-শব্দে সখীর ; উভয়ের অর্থে নায়ক-নায়িকার।

বিবিধ প্রকারে এই নিকুঞ্জ-আলয়ে।
সম্ভোগে দোঁহার সুখ সখী বিস্তারয়ে ॥ ৩৬৯৭ ॥
মুখ্য গৌণরূপে সম্ভোগ অষ্ট পরকার।
পূর্বরাগাদিকে সংক্ষিপ্তাদি এ-প্রচার ॥ ৩৬৯৮ ॥

তথাহি তত্রৈব—

দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া।
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্যতে ॥ ৩৬৯৯ ॥
মনীষিভিরয়ং মুখ্যো গৌণশ্চেতি দ্বিধোদিতঃ।
মুখ্যো জাগ্রদবস্থায়াং সম্ভোগঃ স চতুর্বিধঃ ॥ ৩৭০০ ॥
তান্ পূর্বরাগতো মানাৎ প্রবাসদ্বয়তঃ ক্রমাৎ।
জাতান্ সংক্ষিপ্ত-সঙ্কীর্ণ-সম্পন্নর্ধিমতো বিদুঃ ॥ ৩৭০১ ॥

অন্বয়। দর্শনালিঙ্গনাদীনাম্ আনুকূল্যাৎ (সাহায্যাৎ ন তু কামময়সম্ভোগাৎ) নিষেবয়া (সেবনেন) যূনোঃ (নায়িকা-নায়কয়োঃ) উল্লাসম্ (অতীবানন্দং) আরোহন্ (লভমানঃ) ভাবঃ (রসবিশেষঃ) সম্ভোগঃ ঈর্যতে (কথ্যতে) মনীষিভিঃ (পণ্ডিতৈঃ) অয়ং (সম্ভোগঃ) মুখ্যঃ গৌণশ্চ ইতি দ্বিধা উদিতঃ (কথিতঃ)। জাগ্রদবস্থায়াং (জাগরণ-কালে) মুখ্যঃ সম্ভোগঃ (ভবতি)। স চতুর্বিধঃ। (পণ্ডিতাঃ) তান্ (সম্ভোগান্) পূর্বরাগতঃ (পূর্বরাগাৎ) মানাৎ প্রবাস-দ্বয়তঃ (কিঞ্চিদ্দূরঃ সুদূরশ্চ ইতি প্রবাসদ্বয়াৎ) জাতান্ (উৎপন্নান্) সংক্ষিপ্ত-সঙ্কীর্ণ-সম্পন্নর্ধিমতঃ চ বিদুঃ (জানন্তি) ॥ ৩৬৯৯-৩৭০১ ॥

অনুবাদ। দর্শন এবং আলিঙ্গনাদির অনুকূলতাহেতু নায়ক-নায়িকাদিগের যে ব্যাপার,তাহার উল্লাসের উপরি যে ভাব আরোহণ করে, তাহার নাম সম্ভোগ। পণ্ডিতগণ মুখ্য ও গৌণভেদে ঐ সম্ভোগ দুই প্রকার কহিয়া থাকেন। জাগ্রদ্-অবস্থায় মুখ্যসম্ভোগ চারি প্রকার হয়। যথা— পূর্বরাগ, মান, কিঞ্চিদ্দূর ও সুদূর প্রবাস। সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্—ইহারা পূর্বরাগাদির গৌণ-ভাবে উদিত হয় ॥ ৩৬৯৯-৩৭০১ ॥

পূর্বরাগে সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগে সংক্ষেপেতে।
সখী দোঁহে মিলান সুপ্রকারে এথাতে ॥ ৩৭০২ ॥

তত্রৈব—

যুবানৌ যত্র সংক্ষিপ্তান্ সাধ্বসব্রীড়িতাদিভিঃ।
উপচারান্নিষেবেতে স সংক্ষিপ্ত ইতীরিতঃ ॥ ৩৭০৩ ॥

অন্বয়। যত্র (সম্ভোগে) যুবানৌ (নায়িকানায়কৌ) সাধ্বসব্রীড়িতাদিভিঃ (ভয়লজ্জাদিভিঃ, আদিশব্দেন অসহিষ্ণুতা চ ব্যজ্যতে।) সংক্ষিপ্তান্ (অল্পান্) উপচারান্ (সম্ভোগ-বস্তুনি) নিষেবেতে (উপভুঞ্জাতে) স (সম্ভোগঃ) সংক্ষিপ্তঃ ইতি ঈরিতঃ (কথিতঃ) ॥ ৩৭০৩ ॥

অনুবাদ। লজ্জা ও ভয়-হেতু যে সম্ভোগে যুবক-

যুবতীদ্বয় অল্পপরিমাণ সম্ভোগবস্তু উপভোগ করে, তাহাকে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ বলে। আদি-শব্দপ্রযুক্ত অসহিষ্ণুতাও জ্ঞেয় ॥ ৩১০৩ ॥

বিবিধ প্রকারে মান-ভঞ্জন হইলে।
এথা সঙ্কীর্ণসম্ভোগে সুখ সখী মিলে ॥ ৩১০৪ ॥

তত্রৈব—

যত্র সঙ্কীর্যমাণাঃ স্যুর্ব্যলীকস্মরণাদিভিঃ।
উপচারাঃ স সঙ্কীর্ণঃ কিঞ্চিত্তপ্তেক্ষুপেশলঃ ॥ ৩১০৫ ॥

অন্বয়। যত্র (সম্ভোগে) ব্যলীকস্মরণাদিভিঃ (নায়ককৃতবঞ্চনাস্মরণাদিভিঃ) উপচারাঃ (ভোগাঃ) সঙ্কীর্যমাণাঃ স্যুঃ স কিঞ্চিত্তপ্তেক্ষুপেশলঃ (তপ্তেক্ষুবৎ কিঞ্চিত্তুষ্ণমধুরভাবযুক্তঃ) (সম্ভোগঃ) সঙ্কীর্ণঃ (ভবতি) ॥ ৩১০৫ ॥

অনুবাদ। নায়কের ব্যলীক অর্থাৎ বিপক্ষের গুণকীর্তন এবং স্ববঞ্চনাদি স্মরণদ্বারা যে স্থলে ভোগব্যবহার সঙ্কুচিত এবং যাহাতে তপ্তেক্ষুচর্বণের ন্যায় সুখ ও অসহিষ্ণুতা বোধ হয়,তাহাকে সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ বলে॥৩১০৫॥

অদূর প্রবাসে সম্পন্ন সে ভেদদ্বয়।
এথাতে সম্ভোগ-সুখ সখী আস্বাদয় ॥ ৩১০৬ ॥

তত্রৈব—

প্রবাসাৎ সঙ্গতে কান্তে ভোগঃ সম্পন্ন ঈরিতঃ।
দ্বিধা স্যাদাগতিঃ প্রাদুর্ভাবশ্চেতি স সঙ্গমঃ ॥ ৩১০৭ ॥

অন্বয়। কান্তে প্রবাসাৎ (অদূরপ্রবাসাৎ) সঙ্গতে (সতি) ভোগঃ (সম্ভোগঃ) সম্পন্নঃ ঈরিতঃ (কথিতঃ), স সঙ্গমঃ (ভোগঃ) দ্বিধা স্যাৎ (যথা) আগতিঃ (আগমনম্) প্রাদুর্ভাবঃ চ ইতি ॥ ৩১০৭ ॥

অনুবাদ। প্রবাস হইতে কান্ত আসিয়া মিলিত হইলে যে সম্ভোগ হয়, তাহাকে সম্পন্ন বলে। সেই সঙ্গম আগতি ও প্রাদুর্ভাব-ভেদে দুই প্রকার ॥ ৩১০৭ ॥

আগতি :—

লৌকিকব্যবহারেণ স্যাদাগমনমাগতিঃ ॥ ৩১০৮ ॥

অন্বয়। লৌকিকব্যবহারেণ (প্রাতঃ প্রাতর্ব্রজাদ্বনগমনং প্রতিসায়ং বনাদ্ব্রজাগমনমিতি লৌকিকব্যবহারঃ তেন) আগমনম্ আগতিঃ (আগতিনামকঃ সম্পন্নসম্ভোগঃ) স্যাৎ ॥ ৩১০৮ ॥

অনুবাদ লৌকিক ব্যবহার-দ্বারা আগমন হইলে তাহাকে আগতি বলে ॥ ৩১০৮ ॥

প্রাদুর্ভাবঃ—

প্রেষ্ঠানাং প্রেমসংরম্ভবিহ্বলানাং পুরো হরিঃ।
আবির্ভবত্যকস্মাদ্ যৎ প্রাদুর্ভাবঃ স উচ্যতে ॥৩১০৯॥

অন্বয়। প্রেমসংরম্ভবিহ্বলানাং (প্রেমসংরম্ভেণ রূঢ়ভাব-বিক্রমেণ বিহ্বলানামাকুলানাং) প্রেষ্ঠানাং (প্রিয়াণাং মধ্যে) অকস্মাৎ (স্থানান্তরবৎ আগমনং বিনৈবেত্যর্থঃ) পুরঃ (অগ্রতঃ) যৎ হরিঃ আবির্ভবতি স (সম্পন্নসম্ভোগঃ) প্রাদুর্ভাব উচ্যতে (কথ্যতে) ॥ ৩১০৯ ॥

অনুবাদ। প্রেমসংরম্ভ অর্থাৎ রূঢ়ভাবের বিক্রমদ্বারা বিহ্বলা প্রিয়তমাদিগের সম্মুখে অকস্মাৎ যে হরির আবির্ভাব, তাহার নাম প্রাদুর্ভাব (সম্ভোগ) ॥ ৩১০৯ ॥

সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ সুদূর প্রবাসে।
আচ্ছন্ন প্রকাশ-ভেদে এ-কুঞ্জে বিলাসে ॥ ৩১১০ ॥

তত্রৈব—

দুর্লভালোকয়োর্যূনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ।
উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্ ॥

অন্বয়। পারতন্ত্র্যাৎ (যূনোরেকস্যাঃ পতিশ্বশ্রূপ্রভৃতিনামধীনত্বাৎ) বিযুক্তয়োঃ (দূরগতয়োঃ) দুর্লভালোকয়োঃ (দুষ্প্রাপ্যদর্শনয়োঃ) যূনোঃ (নায়িকা-নায়কয়োঃ) যঃ উপভোগাতিরেকঃ (পরস্পরদর্শনাদিরূপঃ সম্ভোগাতিশয়ঃ) স সমৃদ্ধিমান্ কীর্ত্যতে (বর্ণ্যতে) ॥ ৩১১১ ॥

অনুবাদ। পরাধীনত্ব-হেতু নায়ক-নায়িকাদ্বয়ের পরস্পর বিয়োগ ঘটিলে অথচ তাহাদিগের পরস্পর দর্শন দুর্লভ হইলে যে অতিরিক্ত সম্ভোগ উপস্থিত হয়, তাহার নাম সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ ॥ ৩১১১ ॥

তত্রৈব—

ছন্নপ্রকাশভেদেন কৈশ্চিদেষাং দ্বিরূপতা।
ইষ্টাপ্যত্র ন হি প্রোক্তা নাত্যুল্লাসকরী যতঃ ॥৩১১২॥

অন্বয়। ছন্নপ্রকাশভেদেন এষাং (চতুর্বিধসম্ভোগানাং) দ্বিরূপতা (দ্বৈবিধ্যং) কৈশ্চিৎ (পণ্ডিতৈঃ) (উক্তা)। ইষ্টা অপি অত্র সা ন হি প্রোক্তা (কথিতা) যতঃ (সা) ন অত্যুল্লাসকরী (অতিশয়ানন্দ দা) ॥ ৩১১২ ॥

অনুবাদ। পূর্বোক্ত চারি প্রকার সম্ভোগ প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশভেদে দুই প্রকার। ঐ দ্বিরূপতা ইষ্টা হইলেও এস্থলে বর্ণিত হইল না, কারণ উহা অত্যন্ত উল্লাসপ্রদ নয়॥৩১১২॥

ওহে শ্রীনিবাস, এই পথে রাই রঙ্গে।
প্রবেশয়ে এ কুঞ্জভবনে গণসঙ্গে॥ ৩১১৩॥
রাধিকার গণ যত, অন্ত নাই তা'র।
ললিতাদি সখী-মধ্যে শোভা চমৎকার॥ ৩১১৪॥
সর্বগুণে পরিপূর্ণা সখী শ্রীললিতা।
রত্নপ্রভা আদি অষ্টগুণে সুবেষ্টিতা॥ ৩১১৫॥

তথাহি শ্রীবৃহৎকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকায়াম্—

রত্নপ্রভা রতিকলা সুভদ্রা ভদ্ররেখিকা।
সুমুখী চ ধনিষ্ঠা চ কলহংসী কলাপিনী॥ ৩১১৬॥

অনুবাদ। রত্নপ্রভা, রতিকলা, সুভদ্রা, ভদ্ররেখিকা, সুমুখী, ধনিষ্ঠা, কলহংসী ও কলাপিনী—এই আট জন ললিতার গণ॥ ৩১১৬॥

বিশাখার সৌন্দর্য-উপমা নাহি হয়।
বেষ্টিত মাধবী আদি গণাষ্ট শোভয়॥ ৩১১৭॥

তথাহি তত্রৈব—

মাধবী, মালতী, চন্দ্ররেখিকা কুঞ্জরী তথা।
হরিণী চপলানাম্নী সুরভী চ শুভাননা॥ ৩১১৮॥

অনুবাদ। মাধবী, মালতী, চন্দ্ররেখিকা, কুঞ্জরী, হরিণী, চপলা, সুরভী ও শুভাননা—এই আট জন বিশাখার গণ॥

সর্বাংশে প্রবীণা সুচিত্রাদি সুচরিতা।
কুরঙ্গাক্ষী আদি নিজ-গণাষ্টে অন্বিতা॥ ৩১১৯॥

তত্রৈব—

কুরঙ্গাক্ষী সুচরিতা মণ্ডলী মণিকুণ্ডলা।
চন্দ্রিকা চন্দ্রলতিকা কুন্দকাক্ষী সুমন্দিরা॥ ৩১২০॥

অনুবাদ। কুরঙ্গাক্ষী, সুচরিতা, মণ্ডলী, মণিকুণ্ডলা, চন্দ্রিকা, চন্দ্রলতিকা, কুন্দকাক্ষী ও সুমন্দিরা—এই আট জন সুচিত্রার গণ॥ ৩১২০॥

চম্পকলতার অতি অদ্ভুত মাধুর্য।
রসালিকা আদি অষ্টগণে শোভাশ্চর্য॥ ৩১২১॥

তত্রৈব—

রসালিকা তিলকিনী সৌরসেনী সুগন্ধিকা।
রামিনী কামনগরী নাগরী নাগবেণিকা॥ ৩১২২॥

অনুবাদ। চম্পকলতার গণ—রসালিকা, তিলকিনী, সৌরসেনী, সুগন্ধিকা, রামিনী, কামনগরী, নাগরী ও নাগবেণিকা॥ ৩১২২॥

শ্রীরঙ্গদেবীর রূপে কেবা ধৈর্য ধরে।
মঞ্জুমেধাদি গণাষ্ট শোভা চিত্ত হরে॥ ৩১২৩॥

তত্রৈব—

মঞ্জুমেধা সুমধুরা সুমধ্যা মধুরেক্ষণা।
তনুমধ্যা মধুসান্দ্রা গুণচূড়া বরাঙ্গদা॥ ৩১২৪॥

অনুবাদ। মঞ্জুমেধা, সুমধুরা, সুমধ্যা, মধুরেক্ষণা, তনুমধ্যা, মধুসান্দ্রা, গুণচূড়া ও বরাঙ্গদা—এই আট জন রঙ্গদেবীর গণ॥ ৩১২৪॥

সুদেবী রাধিকাপ্রীতে সদা প্রফুল্লিতা।
তা'র অষ্টগণ তুঙ্গভদ্রাদি বিদিতা॥ ৩১২৫॥

তত্রৈব—

তুঙ্গভদ্রা রসোত্তুঙ্গা রঙ্গবাটী সুসঙ্গতা।
চিত্রলেখা বিচিত্রাঙ্গী মেদিনী মদনালসা॥ ৩১২৬॥

অনুবাদ। সুদেবীর অষ্টগণ—তুঙ্গভদ্রা. রসোত্তুঙ্গা, রঙ্গবাটী, সুসঙ্গতা, চিত্রলেখা, বিচিত্রাঙ্গী, মেদিনী ও মদনালসা॥ ৩১২৬।

তুঙ্গবিদ্যা পরমরূপসী শোভা অতি।
কলকণ্ঠী আদি অষ্টগণাদ্ভুত রীতি॥ ৩১২৭॥

তত্রৈব—

কলকণ্ঠী শশিকলা কমলা মধুরেন্দিরা।
কন্দর্পসুন্দরী কামলতিকা প্রেমমঞ্জরী॥ ৩১২৮॥

অনুবাদ। তুঙ্গবিদ্যার অষ্টগণ—কলকণ্ঠী, শশিকলা, কমলা, মধুরা, ইন্দিরা, কন্দর্পসুন্দরী, কামলতিকা ও প্রেমমঞ্জরী॥ ৩১২৮॥

ইন্দুলেখা সর্বচিত্তাকর্ষে সুচরিতে।
কাবেরী আদি গণাষ্ট উপমা কি দিতে॥ ৩১২৯॥

তত্রৈব—

কাবেরী চারুকবরা সুকেশী মঞ্জুকেশিকা।
হারহীরা মহাহীরা হারকণ্ঠী মনোহরা॥ ৩১৩০॥

অনুবাদ। ইন্দুলেখার অষ্টগণ—কাবেরী, চারুকবরা, সুকেশী, মঞ্জুকেশিকা, হারহীরা, মহাহীরা, হারকণ্ঠী ও মনোহরা॥ ৩১৩০॥

ওহে শ্রীনিবাস, ললিতাদি-গণ সঙ্গে।
এই কুঞ্জে দোঁহার মিলন দেখি রঙ্গে॥ ৩১৩১॥
তিলে তিলে উল্লাসে ধরিতে নারে হিয়া।
ললিতাদি সখীর পরমাদ্ভুত ক্রিয়া॥ ৩১৩২॥

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ—

মিথঃ প্রেমগুণোৎকীর্তিস্তয়োরাসক্তিকারিতা।
অভিসারো দ্বয়োরেব সখ্যাঃ কৃষ্ণে সমর্পণম্।
নর্মাশ্বাসননেপথ্যং হৃদয়োদ্ঘাটপাটবং
ছিদ্রসংবৃতিরেতস্যাঃ পত্যাদেঃ পরিবঞ্চনা ॥৩১৩৩॥
শিক্ষা সঙ্গমনং কালে সেবনং ব্যজনাদিভিঃ।
তয়োর্দ্বয়োরুপালম্ভঃ সন্দেশপ্রেষণং তথা।
নায়িকাপ্রাণসংরক্ষা প্রযত্নাদ্যাঃ সখীক্রিয়াঃ ॥৩১৩৪॥

অন্বয়। মিথঃ প্রেমগুণোৎকীর্তিঃ (দ্বয়োর্নায়কনায়িকয়োর্মিথঃ পরস্পরং প্রতি পরস্পরস্য প্রেম্ণো গুণস্য চ উৎকর্ষেণ কীর্তনং); তয়োঃ (যূনোঃ) আসক্তিকারিতা (পরস্পরং প্রতি আসক্তিং কারয়িতুং শীলং যস্যাস্তস্যা ভাবস্তত্তা); কালে (সমুচিতাবসরে) দ্বয়োঃ (যূনোঃ) এব অভিসারঃ(সঙ্কেতস্থানে গমনসংঘটনং);কৃষ্ণে সখ্যাঃ সমর্পণম্; নর্মাশ্বাসননেপথ্যং (নর্ম পরিহাসশ্চ আশ্বাসনমাশ্বাসদানঞ্চ নেপথ্যং সজ্জীকরণঞ্চ) ; হৃদয়োদ্ঘাটপাটবং (মনোগতভাবনিবেদনে দক্ষতা) ; এতস্যাঃ (নায়িকায়াঃ) ছিদ্রসংবৃতিঃ দোষাচ্ছাদনং) ; পত্যাদেঃ পরিবঞ্চনা (বঞ্চনম্) ; শিক্ষা (শিক্ষাপ্রদানং) ; [কালে] সঙ্গমনং (নায়িকানায়কয়োর্মেলনকরণং) ; ব্যজনাদিভিঃ সেবনং ; [কালে] তয়োঃ দ্বয়োঃ উপালম্ভঃ (তিরস্করণম্) ; তথা সন্দেশপ্রেষণং (সংবাদপ্রেরণম্) ; নায়িকাপ্রাণসংরক্ষা-প্রযত্নাদ্যাঃ (নায়িকাপ্রাণসংরক্ষার্থং বিশেষযত্নাদয়ঃ) (এতাঃ সপ্তদশ প্রকারাঃ) সখীক্রিয়াঃ (ভবন্তীতি শেষঃ) ॥ ৩১৩৩-৩৪ ॥

অনুবাদ। (১) নায়কনায়িকা পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেম-গুণাদির উৎকর্ষরূপে কীর্তন,(২) পরস্পরের আসক্তিকারিতা, (৩) সময়োচিত পরস্পরের অভিসার করান, (৪) কৃষ্ণেতে সখীসমর্পণ, (৫) পরিহাস, (৬) আশ্বাসপ্রদান, (৭) নায়কনায়িকার বেশরচনা, (৮) মনোগত ভাবপ্রকাশকরণে দক্ষতা, (৯) নায়িকার দোষগোপন, (১০) পত্যাদির বঞ্চনা, (১১) শিক্ষাপ্রদান, (১২) উচিত সময়ে উভয়কে মিলিত করান, (১৩) চামরাদি-দ্বারা সেবন, (১৪-১৫) উভয়ের প্রতি তিরস্কার, (১৬) সম্বাদপ্রেরণ ও (১৭) নায়িকার প্রাণরক্ষার্থ যত্নাদি—সখীগণের এই সপ্তদশপ্রকার কার্য ॥ ৩১৩৩-৩৪ ॥

ওহে শ্রীনিবাস কহিবার সাধ্য নাই।
কৃষ্ণ-মনোহিত পুষ্পবাটী এই ঠাঁই ॥ ৩১৩৫ ॥
কি অপূর্ব শোভা এই বনের ভিতর।
গুণাতীত লিঙ্গরূপ নাম গোপীশ্বর ॥ ৩১৩৬ ॥
এই সদাশিব বৃন্দাবিপিন পালয়।
ইঁহাকে পূজিলে সর্বকার্য সিদ্ধ হয় ॥ ৩১৩৭ ॥
গোপীগণ সদা কৃষ্ণসঙ্গের লাগিয়া।
নিরন্তর পূজে যত্নে নানা দ্রব্য দিয়া ॥ ৩১৩৮ ॥
কহিতে কি পারি যে মহিমা গুরুতর।
গোপিকাপূজিত তেঁই নাম গোপীশ্বর ॥ ৩১৩৯ ॥
ইন্দ্রাদি-দেবতা স্তুতি করয়ে সদায়।
বৃন্দাবনে প্রীতি-বৃদ্ধি ইঁহার কৃপায় ॥ ৩১৪০ ॥

তথাহি—

শ্রীমদ্গোপীশ্বরং বন্দে শঙ্করং করুণাময়ম্।
সর্বক্লেশহরং দেবং বৃন্দারণ্যরতিপ্রদম্ ॥ ৩১৪১ ॥

অন্বয়। সর্বক্লেশহরং বৃন্দারণ্যরতিপ্রদং (ব্রজে রতিদায়কং) করুণাময়ং শ্রীমদ্গোপীশ্বরং শঙ্করং দেবং বন্দে (ভজামি) ॥ ৩১৪১ ॥

অনুবাদ। আমি করুণাময়, সর্বক্লেশহর বৃন্দাবনে রতিপ্রদানকারী শ্রীমদ্গোপীশ্বরনামক শিবকে বন্দনা করি ॥

তথাচ শ্রীস্তবামৃতলহর্যাং—

বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোমসোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপীশ্বর ব্রজবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রিপদ্মে
প্রেম প্রযচ্ছ নিরুপাধি নমো নমস্তে ॥ ৩১৪২ ॥

অন্বয়। বৃন্দাবনাবনিপতে (হে বৃন্দাবনভূমীশ্বর !) সোমসোমমৌলে (হে সুন্দরচন্দ্রশেখর !) সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য (হে সনন্দন-সনাতন-নারদাদ্যৈঃ পূজিত !) গোপীশ্বর (হে গোপগোপীনাং বাঞ্ছাপূরক !) [ত্বং] জয় (সর্বোৎকর্ষেণ বর্তস্ব)ব্রজবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রিপদ্মে(ব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব-চরণকমলে) [মম] নিরুপাধি (অকপটং) প্রেম (অনুরাগং) প্রযচ্ছ (দেহি)। তে (তুভ্যং) নমঃ নমঃ [অস্তু] ॥ ৩১৪২ ॥

অনুবাদ। হে বৃন্দাবনক্ষেত্রপাল, হে সুন্দর চন্দ্রশেখর, হে সনন্দন-সনাতন-নারদাদির পূজ্য, হে গোপীশ্বর,

তোমার জয় হউক। ব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব অর্থাৎ শ্রীরাধামাধবের চরণকমলে নিরুপাধি প্রেম প্রদান কর। তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার॥ ৩৭৪২ ॥

দেখ ব্রহ্মকুণ্ড এই পরম নির্জন।
বহু গুল্মলতাবৃত অতি সুশোভন ॥ ৩৭৪৩ ॥
এথা স্নান একরাত্রি উপবাস কৈলে।
গন্ধর্বাদি-সহ ক্রীড়া করে কুতূহলে ॥ ৩৭৪৪ ॥
প্রাণত্যাগ হৈলে বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি হয়।
ব্রহ্মকুণ্ড-মহিমা পুরাণে ব্যক্ত হয় ॥ ৩৭৪৫ ॥

তথাহি আদিবারাহে—

তত্র ব্রাহ্মে মহাভাগে বহুগুল্মলতাবৃতে।
তত্র স্নানং প্রকুর্বীত একরাত্রোষিতো নরঃ॥৩৭৪৬॥
গন্ধর্বৈরপ্সরোভিশ্চ ক্রীড়মানঃ স মোদতে।
তত্রাথ মুঞ্চতে প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি॥৩৭৪৭॥

অন্বয়। মহাভাগে (পুণ্যশীলে পার্বতি) তত্র (বৃন্দাবনস্থে) বহুগুল্মলতাবৃতে তত্র ব্রাহ্মে (ব্রহ্মণঃ সরসি) নরঃ স্নানং প্রকুর্বীতঃ (কুর্যাৎ) একরাত্রোষিতঃ (একরাত্রং বাসং কুর্যাচ্চ) অথ [যঃ] তত্র (ব্রহ্মসরোবরে) প্রাণান্ মুঞ্চতে (পরিত্যজতি) স গন্ধর্বৈঃ অপ্সরোভিশ্চ [সহ] ক্রীড়মানঃ (ক্রীড়াং কুর্বন্) মোদতে (নন্দতি)। স মম লোকং (বিষ্ণুলোকং) গচ্ছতি ॥ ৩৭৪৬-৪৭ ॥

অনুবাদ। হে মহাভাগে! সেই বহুগুল্মলতাবৃত ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ও তত্তীরে একরাত্র বাস করা মানবমাত্রের উচিত। এরূপ ব্যক্তি (স্বর্গে) গন্ধর্ব ও অপ্সরোগণের সহিত ক্রীড়ায় রত হইয়া আনন্দ লাভ করে। অপিচ, তথায় প্রাণত্যাগকারী ব্যক্তি মদীয় লোকে গমন করে॥৩৭৪৬-৪৭॥

ব্রহ্মকুণ্ড-পার্শ্বে আর যে যে চমৎকার।
তাহা কি কহিব কৈল পুরাণে প্রচার ॥ ৩৭৪৮ ॥

তথাহি বারাহে—

তস্য তত্রোত্তরে পার্শ্বেঽশোকবৃক্ষোঽসিতপ্রভঃ।
বৈশাখস্য তু মাসস্য শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশ্যাম্ ॥ ৩৭৪৯ ॥
স পুষ্পতি চ মধ্যাহ্নে মম ভক্তসুখাবহঃ।
ন কশ্চিদপি জানাতি বিনা ভাগবতং শুচিম্ ॥৩৭৫০॥

অন্বয়। তত্র তস্য (ব্রহ্মকুণ্ডস্য) উত্তরে পার্শ্বে অসিতপ্রভঃ (কৃষ্ণবর্ণঃ) অশোকবৃক্ষঃ [বিদ্যতে]। স তু মম ভক্তসুখাবহঃ(অশোকঃ) বৈশাখস্য মাসস্য শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশ্যাং মধ্যাহ্নে পুষ্পতি (পুষ্পিতো ভবতি)। শুচিং (শুদ্ধং) ভাগবতং (বৈষ্ণবং) বিনা কশ্চিৎ অপি (জনঃ) [তৎ] ন জানাতি ॥ ৩৭৪৯-৫০ ॥

অনুবাদ। উহার (ব্রহ্মকুণ্ডের) উত্তরপার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ অশোকবৃক্ষ অবস্থিত আছে। বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে মধ্যাহ্নসময়ে আমার ভক্তগণের সুখাবহ সেই তরুর পুষ্পোদ্গম হয়। শুদ্ধ ভাগবত-জন ব্যতীত কেহ তাহা জানে না॥ ৩৭৪৯-৫০ ॥

এথা বৃন্দাদেবী মনোবৃত্তি প্রকাশিল।
নারদমুনির মনোরথ পূর্ণ কৈল ॥ ৩৭৫১ ॥
ওহে শ্রীনিবাস এই বেণুকূপ হয়।
এথা কৃষ্ণচন্দ্রের কৌতুক অতিশয় ॥ ৩৭৫২ ॥
প্রিয়াগণ তৃষ্ণাযুক্ত কৃষ্ণ তা জানিয়া।
ভূমিতলে দিলা দৃষ্টি বেণু করে লৈয়া ॥ ৩৭৫৩ ॥
বেণু ফুকিতেই শব্দ প্রবেশে পাতালে।
অকস্মাৎ হৈল কূপ পরিপূর্ণ জলে ॥ ৩৭৫৪ ॥
সবে জলপান করি' প্রশংসে কৃষ্ণেরে।
বেণুকূপ নাম তেঞি বিদিত সংসারে ॥ ৩৭৫৫ ॥
ওহে শ্রীনিবাস কালিদমনের দিনে।
দাবানল-পান কৃষ্ণ কৈলা এইখানে ॥ ৩৭৫৬ ॥
এই দাবানল-স্থান যে করে দর্শন।
সংসার-দাবাগ্নি হৈতে হয় বিমোচন ॥ ৩৭৫৭ ॥
এই শ্রীগোবিন্দস্বামি-তীর্থ মহোত্তম।
দেখহ অপূর্ব শোভা নাহি যা'র সম ॥ ৩৭৫৮ ॥
এথা স্নান কৈলে পূর্ণ হয় অভিলাষ।
এথা গোবিন্দের অতি অদ্ভুত বিলাস ॥ ৩৭৫৯ ॥

তথাহি সৌরপুরাণে—

গোবিন্দস্বামি-তীর্থাখ্যমস্তি তীর্থং মহোত্তমং।
বসুদেবতনূজস্য বিষ্ণোরত্যন্তদুর্লভম্ ॥ ৩৭৬০ ॥
গোবিন্দস্বামিনামাত্র বসত্যর্চাত্মকোঽচ্যুতঃ।
তত্র স্নাত্বা তমভ্যর্চ্য মুক্তিমিচ্ছন্তি সাধবঃ ॥ ৩৭৬১॥

অন্বয়। বসুদেবতনূজস্য (বাসুদেবস্য) বিষ্ণোঃ (কৃষ্ণস্য) গোবিন্দস্বামি-তীর্থাখ্যম্ অত্যন্তদুর্লভং মহোত্তমং তীর্থম্

অস্তি। অত্র গোবিন্দস্বামিনামা অর্চাত্মকঃ (অর্চারূপী) অচ্যুতঃ বসতি। সাধবঃ তত্র স্নাত্বা তম্ (গোবিন্দস্বামিনম্) অভ্যর্চ্য (সম্পূজ্য) মুক্তিম্ (স্ব-স্বরূপপ্রাপ্তিম্) ইচ্ছন্তি ॥৩৭৬০-৬১॥

অনুবাদ। বাসুদেব কৃষ্ণের গোবিন্দস্বামিতীর্থনামে অত্যন্ত দুর্লভ পরমোত্তম তীর্থ আছে। তথায় গোবিন্দস্বামি-নামক অর্চারূপী অচ্যুত বাস করেন। সাধুগণ তথায় স্নান ও তাঁহাকে অর্চন করিয়া মুক্তি (স্বরূপপ্রাপ্তি) ইচ্ছা করেন॥

ব্রজে নানা লীলা শুনি মাধুর্যাদি যত।
ব্রহ্মাদি অগম্য আনে জানিব বা কত ॥ ৩৭৬২ ॥

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ১০৪তম-শ্লোকঃ—

ন ব্রহ্মা ন চ নারদো নহি হরো ন প্রেমভক্তোত্তমাঃ
সম্যক্ জ্ঞাতুমিহাঞ্জসার্হতি তথা যস্যোচ্ছলন্মাধুরীম্।
কিন্তেকো বলদেব এব পরিতঃ সার্দ্ধং স্বমাত্রা স্ফুটং
প্রেম্নাপ্যুদ্ধব এষ বেত্তি নিতরাং কিং স ব্রজো বর্ণ্যতে॥

অন্বয়। ন ব্রহ্মা, ন চ নারদঃ, নহি হরঃ, ন প্রেম-ভক্তোত্তমাঃ (উত্তমপ্রেমিকাঃ) যস্য (ব্রজস্য) উচ্ছলন্মাধুরীং (মাধুর্যাধিক্যং) ইহ তথা অঞ্জসা (অনায়াসেন) সম্যক্ জ্ঞাতুং ন অর্হতি (যোগ্যো ভবতি), কিন্তু স্বমাত্রা (রোহিণ্যা) সার্দ্ধং (সহ) পরিতঃ (সর্বতোভাবেন) বলদেবঃ এব, প্রেম্না এষ উদ্ধবঃ অপি (যং ব্রজং) নিতরাং (যথার্থং) বেত্তি (জানাতি) স ব্রজঃ [ময়া] কিং বর্ণ্যতে (তদ্বর্ণনে মম কা নাম শক্তিরিত্যর্থঃ) ॥ ৩৭৬৩ ॥

অনুবাদ। ব্রহ্মা, নারদ, শিব এবং উত্তম প্রেমভক্তগণ যাঁহার উচ্ছলিত-মাধুরী শীঘ্র উত্তমরূপে জানিতে পারেন না, কিন্তু একমাত্র বলদেব এবং তন্মাতা রোহিণী-দেবী এবং প্রেমবশতঃ উদ্ধব যাঁহাকে যথার্থ জানেন, আমি সেই বৃন্দাবনের মহিমা কি বর্ণনা করিব? ৩৭৬৩ ॥

সর্বচিত্তাকর্ষ এই দ্বাদশ কানন।
ভূমিগত হৈয়া ভক্ত বন্দে অনুক্ষণ ॥ ৩৭৬৪ ॥

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯৮তম-শ্লোকঃ—

গন্ধব্যাকুল-ভৃঙ্গসঙ্ঘচমূ-সংঘৃষ্ট-পুষ্পোৎকরৈ-
র্ভ্রাজৎ-কল্পলতা-পলাশিনিকরৈর্বিভ্রাজিতানি স্ফুটং।
যানি স্ফারতড়াগ-পর্বত-নদীবৃন্দেন রাজন্ত্যহো
কৃষ্ণপ্রেষ্ঠবনানি তানি নিতরাং বন্দে মুহুর্দ্বাদশ ॥৩৭৬৫॥

অন্বয়। অহো (আশ্চর্যাণি) গন্ধব্যাকুল-ভৃঙ্গসঙ্ঘচমূ-সংঘৃষ্ট-পুষ্পোৎকরৈঃ (গন্ধব্যাকুলাঃ যে ভৃঙ্গসঙ্ঘাঃ ভ্রমর-সমূহাস্তে এব চম্বঃ সেনাভিঃ সংঘৃষ্টাঃ সংমর্দ্দিতাঃ যে পুষ্পোৎকরাঃ পুষ্পসমূহাঃ তৈঃ) ভ্রাজৎ-কল্পলতা-পলাশি-নিকরৈঃ (ভ্রাজন্তঃ প্রকাশমানা যে কল্পলতাঃ পলাশিনিকরা বৃক্ষসমূহাশ্চ তৈঃ) স্ফুটম্ (অতিশয়ং) বিভ্রাজিতানি (শোভমানানি) স্ফারতড়াগ-পর্বতনদীবৃন্দেন (স্ফারাণি আয়তানি যানি তড়াগানি পদ্মাকরাস্তানি চ পর্বতাশ্চ নদ্যশ্চ তাসাং বৃন্দেন) রাজন্তি (প্রকাশমানানি) যানি (প্রসিদ্ধানি) দ্বাদশ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠবনানি তানি নিতরাম্ (অতিশয়ং) মুহুঃ (বারং বারং) [অহম্] বন্দে (প্রণমামি) ॥ ৩৭৬৫ ॥

অনুবাদ। গন্ধোন্মত্ত ভৃঙ্গকুলরূপ সেনাসমূহদ্বারা যাহার পুষ্পরাশি সংঘৃষ্ট হইয়াছে, তাদৃশ শোভমান কল্পলতা ও বৃক্ষগণ-দ্বারা যাহাদিগের অত্যন্ত শোভা হইতেছে, বিস্তৃত-তড়াগ, পর্বত ও নদীগণে যাহারা সুশোভিত, সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম দ্বাদশ বনকে আমি বারম্বার বন্দনা করি ॥৩৭৬৫॥

ওহে শ্রীনিবাস ভক্ত সদা সংপ্রার্থয়ে।
অন্য প্রসঙ্গেও যেন ব্রজে বাস হয়ে ॥ ৩৭৬৬ ॥

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ১০৫তম-শ্লোকঃ—

অন্যত্র ক্ষণমাত্রমচ্যুতপুরে প্রেমামৃতাম্ভোনিধি-
স্নাতোঽপ্যচ্যুত-সজ্জনৈরপি সমং নাহং বসামি ক্বচিৎ।
কিন্ত্বত্র ব্রজবাসিনামপি সমং যেনাপি কেনাপ্যলং
সংলাপৈর্মম নির্ভরঃ প্রতিমুহুর্বাসোঽস্তু নিত্যং মম ॥৩৭৬৭

অন্বয়। (অন্যভগবল্লোকবাস-প্রার্থনাত্যাগপূর্বকং ব্রজবাস এব প্রার্থ্যতে অন্যত্রেতি) প্রেমামৃতাম্ভোনিধিস্নাতঃ অপি অচ্যুতসজ্জনৈঃ (কৃষ্ণভক্তৈরপি) সহ অন্যত্র অচ্যুতপুরে ক্বচিৎ ক্ষণমাত্রম্ অহং ন বসামি। কিন্তু অত্র ব্রজবাসিনাং [মধ্যে] যেন কেনাপি (প্রেমশূন্যেনাপি) সমং (সহ) মম অলং সংলাপৈঃ (বৃথাকথাভিঃ) প্রতিমুহুঃ (প্রতিক্ষণং) মম নির্ভরঃ (আসক্তিপূর্বকঃ) বাসঃ নিত্যম্ অস্তু (ভবতু)॥৩৭৬৭॥

অনুবাদ। আমি প্রেমসমুদ্রে স্নাত হইলেও বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন ভগবদ্ধামে সজ্জনের সঙ্গেও ক্ষণমাত্র বাস করিব না। কিন্তু, ব্রজবাসিগণের মধ্যে যে-কোন প্রেমশূন্য ব্যক্তির সহিত যদি বৃথালাপ করিতে হয়,

তাহা করিয়াও আমার প্রতিক্ষণ আসক্তিপূর্বক নিত্যই ব্রজে বাস হউক ॥ ৩৭৬৭ ॥

ব্রজভূমে বৈসে যে সে কৃষ্ণ প্রিয় হ'ন।
তা সবারে বন্দে নিত্য ভাগ্যবন্তগণ ॥ ৩৭৬৮ ॥

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ১০০তম-শ্লোকঃ—

মুদা যত্র ব্রহ্মা তৃণনিকরগুল্মাদিষু পরং
সদা কাঙ্ক্ষন্ জন্মাপিতবিবিধকর্মাপ্যহ্নুদিনম্।
ক্রমাদ্ যে তত্রৈব ব্রজভুবি বসন্তি প্রিয়জনা
ময়া তে তে বন্দ্যাঃ পরমবিনয়াৎ পুণ্যখচিতাঃ ॥৩৭৬৯॥

অন্বয়। যত্র (ব্রজে) অর্পিতবিবিধকর্মা (অর্পিতং স্থাপিতং সৃষ্ট্যাদিকর্ম যস্মিন্ সঃ) অপি ব্রহ্মা তৃণনিকর-গুল্মাদিষু জন্ম (প্রাদুর্ভাবং) পরং মুদা (হর্ষেণ) সদা (সর্বক্ষণং) কাঙ্ক্ষন্ (কাঙ্ক্ষিতবান্)। তত্র এব ব্রজভুবি (বৃন্দাবনে) যে পুণ্যখচিতাঃ (সুকৃতিনঃ প্রিয়জনাঃ বসন্তি তে তে অনুদিনং (প্রত্যহং) ক্রমাৎ ময়া পরমবিনয়াৎ (সাদরং) বন্দ্যাঃ (বন্দনীয়াঃ) ॥ ৩৭৬৯ ॥

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ যাহার প্রতি বিবিধ জগৎসৃষ্টির ভার অর্পণ করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মা সৃষ্ট্যাদিতে রত হইয়াও যে বৃন্দাবনে তৃণনিকর এবং গুল্মাদিতে পরমানন্দে জন্ম আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, সেই বৃন্দাবনে জন্ম লাভ করিয়া যাঁহারা বাস করিতেছেন; আমি পরমবিনয়পূর্বক প্রতিদিন ক্রমশঃ তাঁহাদিগকে বন্দনা করি ॥ ৩৭৬৯ ॥

ব্রজস্থিত তৃণ-গুল্ম-কীটাদিক যত।
সে সবে প্রণমে ভাগ্যবন্ত অবিরত ॥ ৩৭৭০ ॥

তথাহি তত্রৈব ১০২তম-শ্লোকঃ—

যৎকিঞ্চিত্তৃণগুল্মকীকটমুখং গোষ্ঠে সমস্তং হি তৎ
সর্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং লীলানুকূলং পরং।
শাস্ত্রৈরেব মুহুর্মুহুঃ স্ফুটমিদং নিষ্টঙ্কিতং যাচ্ঞয়া
ব্রহ্মাদেরপি সস্পৃহেণ তদিদং সর্বং ময়া বন্দ্যতে॥৩৭৭১॥

অন্বয়। গোষ্ঠে (ব্রজে) যৎকিঞ্চিৎ তৃণগুল্মকীকট-মুখং (তৃণঞ্চ গুল্মশ্চ কীকটো কীটশ্চ তানি মুখানি আদ্যানি যস্য তৎ) তৎ (অদ্ভুতং) সমস্তং হি সর্বানন্দময়ং মুকুন্দ-দয়িতং (মুকুন্দস্য প্রিয়ং) পরং (কেবলং) লীলানুকূলঞ্চ। ব্রহ্মাদেঃ অপি যাচ্ঞয়া শাস্ত্রৈরেব (শ্রীমদ্ভাগবতাদিভিঃ) মুহুর্মুহুঃ (বারং বারং) ইদং স্ফুটং (স্পষ্টং) নিষ্টঙ্কিতং (প্রতি-পাদিতং)। তদ্ (তস্মাৎ) ইদং সর্বং সস্পৃহেণ (পরমাদর-যুক্তেন) ময়া বন্দ্যতে ॥ ৩৭৭১ ॥

অনুবাদ। ব্রহ্মা প্রভৃতি উদ্ধবাদি পর্যন্ত সকলেরই প্রার্থনায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শাস্ত্র বহু বাক্যদ্বারা যাহা সুস্পষ্ট-রূপে বারম্বার প্রতিপাদিত করিয়াছেন এবং যাঁহারা কৃষ্ণলীলার অনুকূল, কৃষ্ণপ্রিয় ও সর্বানন্দময়, সেই যৎ-কিঞ্চিৎ তৃণ-গুল্ম-কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি গোষ্ঠস্থ সমস্তকে আমি সাগ্রহে বন্দনা করি ॥ ৩৭৭১ ॥

কেহো রাধাকৃষ্ণ নামোচ্চারি নেত্রনীরে।
কৃষ্ণ-কেলিস্থান সিঞ্চিবারে বাঞ্ছা করে ॥ ৩৭৭২ ॥

তথাহি তত্রৈব ১০৩ তম-শ্লোকঃ—

ভ্রমন্ কচ্ছে কচ্ছে ক্ষিতিধরপতের্বক্রিমগতৈ-
র্লপন্ রাধে কৃষ্ণেত্যনবরতমুন্মত্তবদহম্।
পতন্ কাপি কাপ্যুচ্ছলিত-নয়নদ্বন্দ্বসলিলৈঃ
কদা কেলিস্থানং সকলমপি সিঞ্চামি বিকলঃ ॥৩৭৭৩॥

অন্বয়। অহম্ উন্মত্তবৎ রাধে কৃষ্ণ (হে রাধে ! হে কৃষ্ণ !) ইতি অনবরতং (অবিরলং) লপন্ (বিলপন্), ক্ষিতিধরপতেঃ (নগরাজস্য গোবর্ধনস্য) কচ্ছে কচ্ছে (নিকটে) বক্রিমগতৈঃ (বক্রগতিভিঃ) ভ্রমন্, কাপি কাপি (কুত্রচিৎস্থানে) পতন্ (প্রেমবিবশতয়া স্খলন্) বিকলঃ (বিহ্বলঃ সন্) কদা সকলম্ অপি কেলিস্থানং (লীলাস্থানং) উচ্ছলিত-নয়নদ্বন্দ্ব-সলিলৈঃ সিঞ্চামি ॥ ৩৭৭৩ ॥

অনুবাদ। আমি নিরন্তর হে রাধে ! হে কৃষ্ণ ! এই বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপপূর্বক গোবর্ধনের নিকট পরিভ্রমণ করিতে করিতে এবং কোন কোন স্থানে প্রেম-বিবশতা-হেতু স্খলিত হইতে হইতে কবে আমি ব্যাকুল-চিত্তে উচ্ছলিত নয়নদ্বয়ের সলিলদ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের ক্রীড়াস্থান-সকলকে সিঞ্চিত করিব ? ৩৭৭৩ ॥

ওহে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনের মাধুরী।
মনে অভিলাষ সদা রাখি নেত্রে ভরি ॥ ৩৭৭৪ ॥
তোমা দোঁহা লৈয়া মহা-আনন্দে ভ্রমিনু।
পুন না হইবে হেন মনে বিচারিনু ॥ ৩৭৭৫ ॥
জন্মে জন্মে তুমি দুই প্রভুর কিঙ্কর।
এত কহি' পণ্ডিতের অধৈর্য অন্তর ॥ ৩৭৭৬ ॥

নরোত্তম শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর।
নেত্রজলে ভাসে দোঁহে ধৈর্য গেল দূর॥ ৩৭৭৭॥
পণ্ডিতের পদতলে পড়ে লোটাইয়া।
পণ্ডিত নয়ন-জলে সিঞ্চে কোলে লৈয়া॥ ৩৭৭৮॥
রাধাকৃষ্ণ চৈতন্যের চরিত্র-কীর্তনে।
হইলেন মত্ত দেহ-স্মৃতি নাই মনে॥ ৩৭৭৯॥
বৃন্দাবন-ভূমে প্রণমিয়া বার বার।
করে যে প্রার্থনা তা কহিতে নাই পার॥ ৩৭৮০॥
এইরূপ নির্জনে বসিয়া তিনজন।
করিলেন কতক্ষণ ধৈর্যাবলম্বন॥ ৩৭৮১॥
চলিলেন শ্রীগোবিন্দদেবের দর্শনে।
যাঁ'র রূপ-মাধুর্যাদি বর্ণে বিজ্ঞগণে॥ ৩৭৮২॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষ সুবর্ণ-সদন।
মহা-যোগপীঠ তাহা রত্ন-সিংহাসন॥ ৩৭৮৩॥
তা'তে বসিয়াছে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
শ্রীগোবিন্দ নাম সাক্ষাৎ মন্মথ-মথন॥ ৩৭৮৪॥
যাঁ'র ধ্যান লোকে সদা করে পদ্মাসনে।
অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে করে উপাসনে॥ ৩৭৮৫॥
সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ইথে নাহি আন।
যেই অজ্ঞজন করে প্রতিমা হেন জ্ঞান॥ ৩৭৮৬॥
সেই অপরাধে তা'র নাহিক নিস্তার।
ঘোর নরকে পড়য়ে কি বলিব আর॥ ৩৭৮৭॥

তথাহি ব্রহ্মবৈবর্তে—

প্রাপ্যাপি দুর্লভতরং মানুষ্যং বিবুধেপ্সিতং।
যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দস্তৈরাত্মা বঞ্চিতশ্চিরং॥৩৭৮৮
দ্রষ্টুং ন যোগ্যা বক্তুং বা ত্রিষু লোকেষু তেঽধমাঃ।
শ্রীগোবিন্দপদদ্বন্দ্বে বিমুখা যে ভবন্তি হি॥ ৩৭৮৯॥

অন্বয়। বিবুধেপ্সিতং (দেববাঞ্ছিতং) দুর্লভতরং মানুষ্যং (মানব-জন্ম) প্রাপ্য অপি যৈঃ (মনুজৈঃ) গোবিন্দঃ ন আশ্রিতঃ তৈঃ (জনৈঃ) আত্মা চিরং বঞ্চিতঃ (পাতিতঃ)। যে হি শ্রীগোবিন্দপদদ্বন্দ্বে বিমুখা ভবন্তি, ত্রিষু লোকেষু অধমাঃ (পতিতাঃ) তে দ্রষ্টুং বক্তুং বা ন যোগ্যাঃ (অদৃশ্যাঃ অবাচ্যা চ ইত্যর্থঃ)॥ ৩৭৮৮-৮৯॥

অনুবাদ। দেববাঞ্ছিত অতিদুর্লভ মানুষজন্ম লাভ করিয়াও যে সকল ব্যক্তি গোবিন্দকে আশ্রয় করিল না, তাহারা চিরতরে আত্মাকে (নিজকে) বঞ্চিত অর্থাৎ পাতিত করিল। যাহারা শ্রীগোবিন্দপদযুগলে বিমুখ, ত্রিভুবনে অধম সেই সকল ব্যক্তি দর্শন ও আলাপের অযোগ্য॥৩৭৮৮-৮৯॥

তথাচ—

দোলায়মানং গোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনং।
রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ৩৭৯০॥

অন্বয়। দোলায়মানং (হিন্দোললীলং) গোবিন্দং, মঞ্চস্থং (দোল-মঞ্চস্থিতং) মধুসূদনং, রথে (রথস্থিতং) চ বামনং দৃষ্ট্বা (দর্শনকারিণঃ) পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ৩৭৯০॥

অনুবাদ। হিন্দোলস্থিত গোবিন্দ, দোলমঞ্চস্থ মধুসূদন এবং রথে বামনদেবকে দর্শন করিলে মানবের পুনর্জন্ম হয় না॥ ৩৭৯০॥

শ্রীগোবিন্দদর্শন করিয়া তিনজন।
হৈল মহানন্দ জুড়াইল নেত্রমন॥ ৩৭৯১॥
শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত তিনে দেখিয়া উল্লাসে।
শ্রীমালা-প্রসাদ দিয়া মঙ্গল জিজ্ঞাসে॥ ৩৭৯২॥
রাঘব পণ্ডিত ক্রমে সব নিবেদিয়া।
সর্বত্র দর্শন কৈলা উল্লসিত হৈয়া॥ ৩৭৯৩॥
শ্রীজীব গোস্বামীর বাসা গেলেন ত্বরায়।
শ্রীজীবের মহানন্দ দেখিয়া সবায়॥ ৩৭৯৪॥
শ্রীরাঘব পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীজীবেরে।
কহিল সকল শুনি উল্লাস অন্তরে॥ ৩৭৯৫॥
দুই এক দিবস রহিয়া বৃন্দাবনে।
রাঘব পণ্ডিত শীঘ্র গেলা গোবর্ধনে॥ ৩৭৯৬॥
ওহে শ্রোতা, মথুরামণ্ডল-পরিক্রমা।
সংক্ষেপে কহিল ইথে অদ্ভুত মহিমা॥ ৩৭৯৭॥
এ-মাহাত্ম্য যত্নে পড়ে যে-সবে শুনয়।
শ্রেষ্ঠগতিপ্রাপ্ত সে উদ্ধারে পক্ষদ্বয়॥ ৩৭৯৮॥

তথাহি আদিবারাহে—

যে পঠন্তি মহাভাগে শৃণ্বন্তি চ সমাহিতাঃ।
মথুরায়াশ্চ মাহাত্ম্যং তে যান্তি পরমাং গতিং।
কুলানি তে তারয়ন্তি দ্বে শতে পক্ষয়োর্দ্বয়োঃ॥৩৭৯৯॥

অন্বয়। (হে মহাভাগে ! (পুণ্যব্রতে !) যে (জনাঃ) সমাহিতাঃ ('মনোযোগিনঃ সন্তঃ) মথুরায়াঃ চ মাহাত্ম্যং শৃণ্বন্তি পঠন্তি চ তে পরমাং (শ্রেষ্ঠাং) গতিং যান্তি (লভন্তে)। (অপি চ) তে দ্বয়োঃ পক্ষয়োঃ (মাতৃপিতৃ-বংশয়োঃ) দ্বে শতে কুলানি (কুলজাতানি) তারয়ন্তি (উদ্ধরন্তি)॥ ৩৭৯৯ ॥

অনুবাদ। হে মহাভাগে ! যে সকল ব্যক্তি মনোযোগের সহিত মথুরার মাহাত্ম্য শ্রবণ ও পাঠ করে, তাহারা পরমগতি লাভ করিয়াথাকে এবং মাতৃপিতৃ উভয় পক্ষের দুই শত কুল উদ্ধার করে॥ ৩৭৯৯ ॥

শ্রীব্রজমণ্ডল-ভ্রমণেতে সুখ যত।
সেই সে জানয়ে যে ব্রজের অনুগত ॥ ৩৮০০ ॥
ব্রজে লীলাস্থলী নাম করহ কীর্তন।
অনায়াসে হবে সব বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ৩৮০১ ॥
লীলা আস্বাদহ ভক্তগণের সহিতে।
মিলিবে নির্মল-ভক্তি ভক্তের কৃপাতে ॥ ৩৮০২ ॥
ভক্তস্থানে সাবধান হবে সর্বমতে।
যেন কোন অকৌশল নহে তাঁ'র চিতে ॥ ৩৮০৩॥
অকৌশল হইলে সব হয় অন্তরায়।
প্রসঙ্গ পাইয়া কিছু কহিয়ে এথায় ॥ ৩৮০৪ ॥
একদিন শ্রীরূপ-গোস্বামী বৃন্দাবনে।
ভাবয়ে মানসে মহা-উল্লসিত মনে ॥ ৩৮০৫ ॥
রাধিকার বেশ বিরচয় সখীগণ।
পৃষ্ঠদেশে রহি' কৃষ্ণ করে নিরীক্ষণ ॥ ৩৮০৬ ॥
কৃষ্ণ যে দেখেন তাহা রাধিকা না জানে।
জানাইতে সখীর কৌতুক বাঢ়ে মনে ॥ ৩৮০৭ ॥
বিচিত্র বান্ধনে কেশ করিয়া বন্ধন।
রাধিকার আগে সখী ধরিলা দর্পণ ॥ ৩৮০৮ ॥
শ্রীরাধিকা নিজ-মুখশোভা নিরখিতে।
কৃষ্ণ মুখচন্দ্র দেখে সেই দর্পণেতে ॥ ৩৮০৯ ॥
ব্যস্ত হইলেন রাই লজ্জা অতিশয়।
লইয়া বসন শীঘ্র সর্বাঙ্গ ঝাপয় ॥ ৩৮১০ ॥
সখীগণ হাসে মহা-কৌতুক হইল।
শ্রীরূপগোস্বামী সেই সঙ্গেই হাসিল ॥ ৩৮১১ ॥
হেনকালে আইলা বৈষ্ণব একজন।
শ্রীরূপে দেখিতে অতি উৎকণ্ঠিত মন ॥ ৩৮১২ ॥
শ্রীরূপ হাসেন দেখি' কিছু না কহিলা।
বিমর্ষ হইয়া সনাতন আগে গেলা ॥ ৩৮১৩ ॥
বৈষ্ণব কহয়ে গেনু শ্রীরূপ দেখিতে।
আমারে দেখিয়া তেহোঁ লাগিলা হাসিতে ॥৩৮১৪॥
মনোদুঃখী হৈয়া তাঁ'রে কিছু না কহিনু।
না বুঝি কারণ কিছু জিজ্ঞাসিতে আইনু ॥৩৮১৫॥
যে নিমিত্ত হাসে তা কহিলা সনাতন।
শুনি' বৈষ্ণবের হৈল খেদযুক্ত মন ॥ ৩৮১৬ ॥
বৈষ্ণব কহেন এ-সময় কেন গেনু।
তাঁ'র মন না বুঝিয়া অপরাধ কৈনু ॥ ৩৮১৭ ॥
ঐছে সে বৈষ্ণব অতি ব্যাকুল হইলা।
সনাতন গোস্বামী তাঁহারে স্থির কৈলা ॥ ৩৮১৮ ॥
এথা রূপ মগ্ন ছিলা লীলা-দরশনে।
সে আনন্দ অন্তর্ধান হৈল সেইক্ষণে ॥ ৩৮১৯ ॥
শ্রীরূপ ব্যাকুল হৈয়া চতুর্দিকে চায়।
মনে স্থির কৈল কেহ আইলা এথায় ॥ ৩৮২০ ॥
অপরাধ হৈল মোর তাঁ'র অসম্মানে।
ঐছে বিচারিয়া চলে গোস্বামীর স্থানে ॥ ৩৮২১ ॥
সে বৈষ্ণব শ্রীরূপের গমন দেখিয়া।
ভূমে পড়ি প্রণময়ে কথো দূরে গিয়া ॥ ৩৮২২ ॥
অতি দীনপ্রায় শ্রীরূপের প্রতি কয়।
অপরাধ কৈনু মুঞি ক্ষম মহাশয় ॥ ৩৮২৩ ॥
এই কতক্ষণ হৈল তথা গিয়াছিনু।
না বুঝি তোমার ক্রিয়া মনে কিছু কৈনু ॥ ৩৮২৪ ॥
গোস্বামীর পাশে আসি' কৈনু নিবেদন।
তেঁহো অনুগ্রহ করি' ঘুচাইলা ভ্রম ॥ ৩৮২৫ ॥
তুমি যদি অনুগ্রহ করহ আমারে।
তবে মন স্থির হয় কহিনু তোমারে ॥ ৩৮২৬ ॥
শুনিয়া শ্রীরূপ অতি কাতর অন্তরে।
ভূমে পড়ি' প্রণমি কহয়ে যোড়করে ॥ ৩৮২৭ ॥
অপরাধ কৈনু কত কহিতে না পারি।
অপরাধ ক্ষম মোর অনুগ্রহ করি' ॥ ৩৮২৮ ॥

ভক্তিরসাবেশে দোঁহে দৈন্য বহু কৈল।
অপরাধ ক্ষমাইয়া দোঁহে স্থির হৈল ॥ ৩৮২৯ ॥
দোঁহে আইলা সনাতন গোস্বামীর পাশে।
কথোপকথ মগ্ন হৈলা কৃষ্ণ-কথা-রসে ॥ ৩৮৩০ ॥
শ্রীরূপের এ-প্রসঙ্গ সকলে শুনিল।
শুনিয়া সবার অতি বিস্ময় হইল ॥ ৩৮৩১ ॥
ওহে ভাই বৈষ্ণবেতে সাবধান হবে।
প্রাণপণ করি' অপরাধ ক্ষমাইবে ॥ ৩৮৩২ ॥
বৈষ্ণবের দোষদৃষ্টে হবে সাবধান।
নিরন্তর করিবে বৈষ্ণবের গুণগান ॥ ৩৮৩৩ ॥
পূর্ব পূর্ব ভাগবতগণ এই কয়।
বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয় ॥ ৩৮৩৪ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু প্রিয়ভক্ত-দ্বারে।
অন্যেরে দিলেন শিক্ষা এই ত' প্রকারে ॥ ৩৮৩৫ ॥
ভক্তপাদপদ্ম ধরি' মস্তক-উপর।
ভক্তিরস-সায়রে ডুবহ নিরন্তর ॥ ৩৮৩৬ ॥
শ্রীনিবাস-আচার্যচরণ চিন্তা করি'।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥ ৩৮৩৭ ॥

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে ব্রজপরিক্রমাদিবর্ণনং নাম পঞ্চমস্তরঙ্গঃ ॥

ষষ্ঠ তরঙ্গ

কথাসার—শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর স্থানে শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের সহিত দুঃখী কৃষ্ণদাসের মিলন ; শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর চৈত্র-পূর্ণিমাতে আবির্ভাব, যৌবনে গৃহত্যাগ, শ্রীহৃদয়-চৈতন্য প্রভুর শিষ্যত্ববরণ, শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর দর্শন ও অনুগ্রহ-লাভ, শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদের আজ্ঞায় শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুরের সহিত ভক্তিগ্রন্থ-আস্বাদন এবং কিয়দ্দিবস পরে অধ্যাপনা, শ্রীজীবগোস্বামিপাদকর্তৃক দুঃখী কৃষ্ণদাসকে মানস-সেবায় অধিকার ও শ্যামানন্দ-নাম-প্রদান ; শ্রীশ্রীগোবিন্দের ও শ্রীশ্রীমদনমোহনের প্রকট-সময়ে শ্রীমতীর অভাবহেতু উৎকলপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রের তনয় শ্রীপুরুষোত্তমজানাকর্তৃক দুইটী বিগ্রহ-প্রেরণ ; শ্রীশ্রীমদনমোহনের স্বপ্নাদেশে একটীকে শ্রীমতী রাধারাণী ও অপরটীকে শ্রীললিতারূপে তৎপার্শ্বে স্থাপন, গোবিন্দদেবের জন্য শ্রীরাধাবিগ্রহ-প্রেরণে যত্নবান্ হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম জানার স্বপ্নে শ্রীমতী রাধিকার দর্শন-লাভ ; শ্রীমতীর চক্রবেড়ে স্থিতি-বিষয়ক-আখ্যায়িকা; শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্যের মানসে শ্রীনবদ্বীপ-লীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা-ভাবনা; শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের মানসসেবা ; শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু-প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দের আদেশে গোস্বামিবর্গের গ্রন্থ লইয়া শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য, শ্রীল নরোত্তমঠাকুর ও শ্রীপাদ শ্যামানন্দ প্রভুর অগ্রহায়ণ-শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে গৌড়দেশ-যাত্রা ; শ্রীমজ্জীবগোস্বামী প্রভুর আদেশে মথুরার কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির তাঁহাদিগকে গ্রন্থাদি-বহনের জন্য এবং বর্ষাভয় নিবারণের জন্য কাষ্ঠ-সম্পুট ও অগ্রে পশ্চাতে পদাতিক-প্রদান প্রভৃতি প্রসঙ্গ এই তরঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে।

জয় জয় শ্রীগৌরগোবিন্দ গুণমণি।
জয় নিত্যানন্দরাম প্রেমরত্নখনি ॥ ১ ॥
জয় অদ্বৈতচন্দ্র করুণার সিন্ধু।
জয় গদাধর পণ্ডিতের প্রাণবন্ধু ॥ ২ ॥
জয় জয় দয়াময় পণ্ডিত শ্রীবাস।
জয় বক্রেশ্বর, শ্রীমুরারি, হরিদাস ॥ ৩ ॥
জয় জয় শ্রীস্বরূপ, রূপ, সনাতন।
জয় জয় শ্রীগৌরচন্দ্রের ভক্তগণ ॥ ৪ ॥
জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়।
এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥ ৫ ॥
শ্রীনিবাসাচার্য নরোত্তম—দুই জনে।
বিলসয়ে পরম আনন্দে বৃন্দাবনে ॥ ৬ ॥
একদিন শ্রীনিবাস-আচার্য ঠাকুর।
নরোত্তম-প্রতি কহে বচন মধুর ॥ ৭ ॥
"আজি নানা মঙ্গল দেখিয়ে ক্ষণে ক্ষণ।
স্পন্দন করয়ে বাহু, দক্ষিণ নয়ন ॥ ৮ ॥
অকস্মাৎ মহাসুখ উপজয়ে চিতে।
অবশ্য মিলিব কোন বৈষ্ণব-সহিতে ॥" ৯ ॥
নরোত্তম কহয়ে—"শুনিনু যাঁ'র কথা।
সেই দুঃখী কৃষ্ণদাস মিলিবেন এথা" ॥ ১০ ॥
ঐছে কত কহে বিচারিয়া হর্ষমনে।
চলিলেন জীবগোস্বামীর দরশনে ॥ ১১ ॥
এথা শ্যামানন্দ আইলা গোসাঞির বাসায়।
গোসাঞি পাইলা প্রীত তাঁহার চেষ্টায় ॥ ১২ ॥
পূর্বে জানাইল এই শ্যামানন্দ-রীত।
এবে কিছু কহি—যা'তে হয় মহা-হিত ॥ ১৩ ॥

শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর বৃন্দাবন-বৃত্তান্ত—

চৈত্র-পূর্ণিমাতে জন্মিলেন শ্যামানন্দ।
দিনে দিনে বাড়িলেন যৈছে বাড়ে চন্দ্র ॥ ১৪ ॥
বাল্য-পৌগণ্ডাদি গৃহে করিলা বিলাস।
নব্য যৌবনেতে গৃহে হইলা উদাস ॥ ১৫ ॥
ফাল্গুনমাসেতে শ্যামানন্দ মহাধীর।
গৃহ ছাড়িবেন—মনে করিলেন স্থির ॥ ১৬ ॥
দণ্ডেশ্বর-গ্রামে মাতাপিতার সাক্ষাতে।
বিদায় হইয়া আইলা অম্বিকাগ্রামেতে ॥ ১৭ ॥
হৃদয়চৈতন্য-ঠাকুরের শিষ্য হৈলা।
তাঁ'র পাদপদ্মে নিজ আত্মা সমর্পিলা ॥ ১৮ ॥

ফাল্গুন-পূর্ণিমা—শুভক্ষণে শিষ্য হৈয়া।
চলিলেন বৃন্দাবনে ইষ্ট আজ্ঞা পাইয়া ॥ ১৯ ॥
কথোদিন করি' নানা তীর্থ পর্য্যটন।
মহাসুখে কৈলা ব্রজমণ্ডলে ভ্রমণ ॥ ২০ ॥
গোবর্দ্ধন হৈতে অতি আনন্দ-অন্তরে।
আইলেন শ্যামানন্দ রাধাকুণ্ড-তীরে ॥ ২১ ॥
রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড-শোভা নিরখিয়া।
নেত্রজলে ভাসে মহাবিহ্বল হইয়া ॥ ২২ ॥
শ্যামানন্দচেষ্টা দেখি' দাস ব্রজবাসী।
জিজ্ঞাসিল সকল পরমানন্দে ভাসি' ॥ ২৩ ॥
শ্রীদাসগোস্বামীর নিকটে লৈয়া গেলা।
শ্যামানন্দ-গমনবৃত্তান্ত জানাইলা ॥ ২৪ ॥
শ্যামানন্দ ভূমিতে পড়িয়া বার বার।
করয়ে প্রণাম, নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ২৫ ॥
শ্রীদাসগোস্বামী অতি অনুগ্রহ কৈল।
বসাইয়া নিকটে কুশল জিজ্ঞাসিল ॥ ২৬ ॥
শ্যামানন্দ ক্রমে সব কৈল নিবেদন।
শুনি' গোস্বামীর অতি হর্ষ হৈল মন ॥ ২৭ ॥
সে দিবস আপনার নিকটে রাখিয়া।
বৃন্দাবনে পাঠাইলা লোক সঙ্গে দিয়া ॥ ২৮ ॥
তেঁহ জীবগোস্বামীর স্থানে লৈয়া গেলা।
শ্যামানন্দ-বৃত্তান্ত সকল জানাইলা ॥ ২৯ ॥
শ্যামানন্দ পড়িয়া গোস্বামি-পদতলে।
আপনা মানয়ে দীন, ভাসে নেত্রজলে ॥ ৩০ ॥
শ্রীজীবগোস্বামী অতি বাৎসল্য-স্নেহেতে।
আলিঙ্গন করি' আজ্ঞা করিলা বসিতে ॥ ৩১ ॥
জিজ্ঞাসিয়া শ্রীগৌর-ভক্তের সমাচার।
জিজ্ঞাসয়ে দুইপ্রভু-সেবার প্রকার ॥ ৩২ ॥
শ্রীহৃদয়চৈতন্যের চেষ্টা জিজ্ঞাসিল।
ক্রমে ক্রমে শ্যামানন্দ সব নিবেদিল ॥ ৩৩ ॥
আপন-বৃত্তান্ত কহে করি' পরিহার।
"ভক্তিগ্রন্থাস্বাদ কৈছে হইবে আমার ॥" ৩৪ ॥
গোস্বামী কহেন—"কিছু চিন্তা না করিবে।
শ্রীনিবাস-নরোত্তম-সহ আস্বাদিবে ॥" ৩৫ ॥
শ্রীনিবাস-নরোত্তম-নাম শ্রবণেতে।
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ, উল্লাস মনেতে ॥ ৩৬ ॥
গোস্বামীর প্রতি পুনঃ করে নিবেদন।
"আজ্ঞা হৈলে করি গিয়া দোঁহার দর্শন ॥" ৩৭ ॥
এত কহিতেই নরোত্তম-শ্রীনিবাস।
হৃষ্ট হইয়া আইলেন গোস্বামীর পাশ ॥ ৩৮ ॥
শ্রীনিবাসে গোস্বামী কহেন হর্ষ চিতে।
"দুঃখী কৃষ্ণদাস এই আইলা গৌড় হৈতে ॥ ৩৯ ॥
হৃদয়চৈতন্য-ঠাকুরের শিষ্য হন।
কহিতে কি—তাঁর অলৌকিক গুণগণ ॥ ৪০ ॥
তাঁ' সবার মঙ্গল-সংবাদ শুনাইলা।
এই কথোক্ষণ রাধাকুণ্ড হৈতে আইলা ॥ ৪১ ॥
তোমা দোঁহা দেখিতে উদ্বিগ্ন অতিশয়।"
এত কহি' শ্যামানন্দে দিল পরিচয় ॥ ৪২ ॥
শ্যামানন্দ ভূমিতলে পড়ি' প্রণমিতে।
শ্রীনিবাস কোলে লৈয়া না পারে ছাড়িতে ॥ ৪৩ ॥
নরোত্তমে প্রণমিতে তেঁহো প্রণমিয়া।
আলিঙ্গন কৈল অতি স্নেহাবিষ্ট হৈয়া ॥ ৪৪ ॥
স্বাভাবিক প্রেমচেষ্টা কহিল না হয়।
শ্যামানন্দমিলনে আনন্দ অতিশয় ॥ ৪৫ ॥
শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ তিনে।
যে অদ্ভুত রীত তা' কহিতে কেবা জানে ॥ ৪৬ ॥
শ্রীজীবগোস্বামী অতি প্রসন্ন হইলা।
শ্যামানন্দে ভক্তিগ্রন্থারম্ভ করাইলা ॥ ৪৭ ॥
শ্রীনিবাসাচার্য্যে শ্যামানন্দে সমর্পিল।
কথোদিনে শ্যামানন্দ অধ্যাপক হৈল ॥ ৪৮ ॥
শ্রীশ্যামানন্দের ভক্তিরীত চমৎকার।
মধ্যে মধ্যে অম্বিকা(য়) পাঠান সমাচার ॥ ৪৯ ॥

শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভুর "শ্যামানন্দ"-নামকরণের হেতু—

রাধিকার দাসী-ভাব—এই ইচ্ছা মনে।
শ্রীগুরু-আজ্ঞায় লভ্য হৈল জীব-স্থানে ॥ ৫০ ॥
শ্রীজীবগোস্বামী শ্যামানন্দে কৃপা করি'।
করিলেন মানস-সেবার অধিকারী ॥ ৫১ ॥

রাধা-শ্যামসুন্দরের সুখ জন্মাইল।
জানিয়া শ্রীজীব শ্যামানন্দ-নাম থুইল ॥ ৫২ ॥
দিনে দিনে বাঢ়ে শ্যামানন্দ-ভক্তিরীত।
বৃন্দাবনবাসী সবে হৈলা উল্লসিত ॥ ৫৩ ॥
শ্রীজীবগোস্বামি-পদে নির্ম্মল ভকতি।
শ্রীনিবাস-নরোত্তম-সঙ্গে সদা স্থিতি ॥ ৫৪ ॥
গণসহ নিতাই-চৈতন্য-গুণ-গানে।
নিরন্তর মহামত্ত—আপনা না জানে ॥ ৫৫ ॥
'শ্রীগুরু শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু'—বলি'।
যমুনার তীরে সদা নাচে বাহু তুলি' ॥ ৫৬ ॥
সিদ্ধ-ভক্ত-ক্রিয়া না বুঝিয়া জীব মূর্খ।
করয়ে কুতর্ক—ইথে পায় মহাদুঃখ ॥ ৫৭ ॥
শ্যামানন্দ সদা ভক্তিরসে মাতোয়ার।
সর্ব্বত্র দর্শনে সুখ বাঢ়য়ে অপার ॥ ৫৮ ॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ, রাধামদনমোহন।
রাধাগোপীনাথে দেখি' নিছয়ে জীবন ॥ ৫৯ ॥
কি অদ্ভুত এ তিনের সৌন্দর্য্য দেখিতে।
কে আছে এমন যে ধৈরয ধরে চিতে ॥ ৬০ ॥
সদা নহে এ তিনের যুগল দর্শন।
একাদশী-পূর্ণিমামাবস্যায় নিয়ম ॥ ৬১ ॥
যে সময়ে সিংহাসনে বৈসে একত্রেতে।
সে সময়ে সে শোভার উপমা নাই দিতে ॥ ৬২ ॥

শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীমদনমোহনের যুগলরূপে প্রকাশের বৃত্তান্ত—

শ্রীগোবিন্দ যে সময়ে প্রকট হইলা।
সে সময়ে শ্রীমতী রাধিকা নাহি ছিলা ॥ ৬৩ ॥
ছিলেন শ্রীমদনমোহন প্রভু ঐছে।
সংক্ষেপে কহিয়ে শ্রীযুগল হৈলা যৈছে ॥ ৬৪ ॥
মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের কুমার।
'পুরুষোত্তম জানা' নাম, সর্ব্বাংশে সুন্দর ॥ ৬৫ ॥
তেঁহো দুই প্রভুর এ সংবাদ শুনিয়া।
যত্নে দুই ঠাকুরাণী দিল পাঠাইয়া ॥ ৬৬ ॥
বৃন্দাবন-নিকট আইলা কথো দিনে।
শুনি' সবে পরমানন্দিত বৃন্দাবনে ॥ ৬৭ ॥
সেবা-অধিকারী প্রতি মদনমোহন।
স্বপ্নচ্ছলে ভঙ্গিতে কহয়ে হর্ষ-মন ॥ ৬৮ ॥
—"পাঠাইলা দুই মূর্ত্তি শ্রীরাধিকা ভাণে।
রাধিকা, ললিতা দোঁহে—ইহা নাহি জানে ॥ ৬৯ ॥
আগুসরি' শীঘ্র তুমি দোঁহারে আনহ।
ছোট—শ্রীরাধিকা, মোর বামেতে রাখহ ॥ ৭০ ॥
বড়—ললিতায় রাখো আমার দক্ষিণে।
ইহা শুনি' অধিকারী চলে সেইক্ষণে ॥ ৭১ ॥
দোঁহারে আনিয়া অতি আনন্দ-অন্তরে।
আজ্ঞা অনুরূপ কার্য্য করিলা সত্বরে ॥ ৭২ ॥

তথাহি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃতস্তবামৃতলহর্য্যাং—

তরণিজাতীরভুবি তরণিকরবারক-
প্রিয়কষণ্ডস্থমণিসদনমহিতস্থিতে।
ললিতয়া সার্দ্ধমনুপদরমিতরাধয়া
মদনগোপাল নিজসদনমনু রক্ষ মাম্ ॥ ৭৩ ॥

অন্বয়। তরণিজাতীরভুবি (তরণিজায়াঃ সূর্য্যকন্যায়াঃ যমুনায়াঃ তীরভুবি তটদেশে) অনুপদরমিতরাধয়া (প্রতিপদং রাধাং তোষয়ন্ত্যা) ললিতয়া সার্দ্ধং তরণিকরবারকপ্রিয়কষণ্ডস্থ-মণিসদনমহিতস্থিতে (সূর্য্যকিরণনিবারককদম্ববৃক্ষসমূহমধ্যস্থে মণিময়মন্দিরে মহিতা পূজিতা স্থিতিঃ যস্য সঃ, তস্য সম্বুদ্ধৌ) মদনগোপাল! মাং নিজসদনং অনু (নিজগৃহান্তিকে) রক্ষ ॥

অনুবাদ। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত স্তবামৃতলহরীতে—হে মদনগোপাল, আপনি যমুনার তটদেশে রৌদ্রনিবারী কদম্ববৃক্ষরাজির মধ্যে অবস্থিত মণিময় মন্দিরে পদে পদে রাধিকার আনন্দবিধাত্রী ললিতার সহিত পূজিত হইয়া অবস্থিত, আপনি আমাকে নিজমন্দির-সমীপে রাখুন ॥ ৭৩ ॥

শ্রীমদনগোপাল-বিলাস ব্যক্ত হৈল।
বৈষ্ণবসমাজে মহাকৌতুক বাড়িল ॥ ৭৪ ॥
এ অদ্ভুত কথা ক্ষেত্রে শুনি' বড় জানা।
আনন্দে বিহ্বল অতি, না জানে আপনা ॥ ৭৫ ॥
শ্রীগোবিন্দে ঠাকুরাণী পাঠাইতে চায়।
করয়ে যতন কত,—না দেখে উপায় ॥ ৭৬ ॥
একদিন চিন্তাযুক্ত হৈয়া নিদ্রা গেলা।
স্বপ্নচ্ছলে শ্রীরাধিকা সাক্ষাৎ হইলা ॥ ৭৭ ॥

পুরুষোত্তম জানারে কহয়ে ধীরে ধীরে।
—"শ্রীগোবিন্দ নিকট পাঠাহ শীঘ্র মোরে ॥ ৭৮ ॥
শ্রীজগন্নাথের চক্রবেড় ভ্রমণেতে।
মোরে দেখি' "রাধিকা কল্পনা কৈল চিতে ॥ ৭৯ ॥
বহুকাল চক্রবেড় মধ্যে আছি আমি।
সকলে কহেন মোরে—লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ॥ ৮০ ॥
আমি যে রাধিকা—ইহা কেহ নাহি জানে।"
এত কহি' অন্তর্দ্ধান হৈলা সেই ক্ষণে ॥ ৮১ ॥
নিদ্রাভঙ্গে বড় জানা অতি ত্রস্ত হৈলা।
চক্রবেড়মধ্যে গিয়া সাক্ষাৎ দেখিলা ॥ ৮২ ॥
চক্রবেড়ে রাধিকার যৈছে হৈল স্থিতি।
প্রসঙ্গ পাইয়া কহি' সংক্ষেপে সম্প্রতি ॥ ৮৩ ॥
যৈছে শ্রীগোপাল গোবিন্দের স্থান হৈতে।
আইলা দক্ষিণে পদব্রজে সাক্ষ্য দিতে ॥ ৮৪ ॥

তথাহি সাধনদীপিকায়াং—

শ্রীগোবিন্দস্থানবাসী শ্রীগোপালো দয়াম্বুধিঃ।
সাক্ষ্যং দাতুং ব্রাহ্মণস্য স্বপদাভ্যাং যতো গতঃ ॥ ৮৫ ॥
অদ্যাপি রাজতে ওড্রদেশেঽসৌ ভক্তবৎসলঃ।
কর্ত্তুং ন কর্ত্তুং তৎকর্ত্তুং সমর্থো হরিরীশ্বরঃ ॥ ৮৬ ॥

অন্বয়। যতঃ শ্রীগোবিন্দস্থানবাসী (শ্রীবৃন্দাবনবাসী) দয়াম্বুধিঃ (দয়াসাগরঃ) শ্রীগোপালো ব্রাহ্মণস্য সাক্ষ্যং দাতুং স্বপদাভ্যাং (স্বপদব্রজেন) গতঃ (তস্মাৎ) ভক্তবৎসলঃ অসৌ (শ্রীগোপালঃ) অদ্যাপি ওড্রদেশে রাজতে (অবতিষ্ঠতে) হরিঃ কর্ত্তুং ন কর্ত্তুং (চ কিমপি ইত্যর্থঃ) ঈশ্বরঃ (প্রভুঃ, অতঃ) তৎ (পদব্রজেন ভ্রমণং) কর্ত্তুং সমর্থঃ (আসীৎ) ॥৮৫-৮৬॥

অনুবাদ। সাধনদীপিকায়—যেহেতু শ্রীগোবিন্দের স্থান শ্রীবৃন্দাবনবাসী দয়ার সাগর শ্রীগোপাল উৎকলদেশীয় ছোট বিপ্রের সাক্ষ্য দিবার জন্য স্বয়ং পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন, তাই ভক্তবৎসল তিনি এখনও উৎকলদেশে বিরাজ করিতেছেন। হরি যে কোন কার্য্য করিতে বা না করিতে পারেন, অতএব পদব্রজে ভ্রমণ করিতেও সমর্থ ॥ ৮৫-৮৬ ॥

শ্রীগোপাল-গমন অন্যত্র বিস্তারিত।
তৈছে কহি শ্রীরাধিকা-গমন কিঞ্চিৎ ॥ ৮৭ ॥

শ্রীরাধিকার উৎকলদেশে চক্রবেড়ে আগমন-বৃত্তান্ত—

কোন এক সময়ে রাধা বৃন্দাবন হৈতে।
আইলা উৎকলদেশে ভক্তাধীনমতে ॥ ৮৮ ॥
উৎকলদেশেতে গ্রাম—শ্রীরাধানগর।
তথা বৈসে এক দাক্ষিণাত্য বিপ্রবর ॥ ৮৯ ॥
পরম বৈষ্ণব—'বৃহদ্ভানু' নাম তাঁর।
সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত সে—সর্ব্বত্র প্রচার ॥ ৯০ ॥
শ্রীরাধিকা সে বৃহদ্ভানুর কন্যাপ্রায়।
তাঁর গৃহে বিলসয়ে উল্লাস-হিয়ায় ॥ ৯১ ॥

তথাহি সাধনদীপিকায়াং—

অত্রাপি শ্রূয়তে কাচিৎ কথা পুরাতনী শুভা।
বিপ্রো বৃহদ্ভানুনামা দাক্ষিণাত্যঃ সুবৈষ্ণবঃ ॥ ৯২ ॥
ওড্রদেশনিবাসী স রাধানগরগ্রামকে।
পুত্রীভাবেন তেনেয়ং কতি বর্ষাণি সেবিতা ॥ ৯৩ ॥
যদিয়ং করুণা তস্যাস্তত্র কিঞ্চন্ন দুর্ঘটম্ ॥ ৯৪ ॥

অন্বয়। অত্র (রাধাগমনবিষয়ে) অপি কাচিৎ শুভা পুরাতনী কথা শ্রূয়তে। দাক্ষিণাত্যঃ (দাক্ষিণাত্যদেশে জাতঃ) সুবৈষ্ণবঃ (পরম বৈষ্ণবঃ) বৃহদ্ভানুনামা (কশ্চিৎ) বিপ্রঃ (আসীৎ)। সঃ (বৃহদ্ভানুঃ) রাধানগরগ্রামকে ওড্রদেশ-নিবাসী (অভবৎ)। তেন ইয়ং (শ্রীরাধা) পুত্রীভাবেন (কন্যারূপেণ) কতি বর্ষাণি (বৎসরান্) সেবিতা (আসীৎ)। যৎ (যতঃ) ইয়ং তস্যাঃ (শ্রীরাধায়াঃ) করুণা, তত্র (কন্যা-ভাবেন সেবায়াং) ন কিঞ্চিৎ দুর্ঘটং (অসম্ভাব্যম্) ॥৯২-৯৪॥

অনুবাদ। সাধনদীপিকায়—এই বিষয়েও সুমঙ্গলপ্রদ প্রাচীন কথা শুনা যায়। দক্ষিণদেশোৎপন্ন বৃহদ্ভানুনামক এক পরম বৈষ্ণব উৎকলদেশে রাধানগরনামক গ্রামে বাস করিতেন। তিনি এই রাধাকে কন্যারূপে কতিপয় বৎসর সেবা করিয়াছিলেন। যেহেতু ইহা শ্রীরাধার কৃপা, সুতরাং এই বিষয়ে কিছু অসম্ভব নহে ॥ ৯২-৯৪ ॥

বৃহদ্ভানু বিপ্রের বাৎসল্য যে প্রকার।
তাহা এক মুখে কি বর্ণিব মুই ছার ॥ ৯৫ ॥
তিলার্দ্ধেক না দেখিলে যুগ হেন মানে।
রাধা সে সর্ব্বস্ব—রাধা বিনা নাহি জানে ॥ ৯৬ ॥

কথোদিন পরে বিপ্র হৈলা সঙ্গোপন।
লোকমুখে রাজা তাহা করিলা শ্রবণ ॥ ৯৭ ॥
ক্ষেত্রস্থ সে রাজা জগন্নাথপ্রিয় অতি।
শ্রীরাধানগরে আসি' দেখে দিব্য মূর্ত্তি ॥ ৯৮ ॥
মহাবিজ্ঞ রাজা চিন্তে মনে মনে।
শ্রীরাধিকা তাঁরে আজ্ঞা করয়ে স্বপনে ॥৯৯॥
—"জগন্নাথালয়ে মোরে রাখ শীঘ্র লৈয়া"।
রাজা মহাহর্ষ হৈলা ঐছে আজ্ঞা পাইয়া ॥ ১০০ ॥
শ্রীজগন্নাথের চক্রবেড় রম্য স্থানে।
রাখিল শ্রীরাধিকারে পরম যতনে ॥ ১০১ ॥
চক্রবেড়ে বহুদিন অতীত হইল।
"ইঁহ লক্ষ্মী"—এই কথা সর্ব্বত্র ব্যাপিল ॥ ১০২ ॥
লক্ষ্মী বলি' সকলেই করয়ে পূজন।
সেই সত্য শ্রীরাধিকা পূর্ণলক্ষ্মী হ'ন ॥ ১০৩ ॥
এইরূপে চক্রবেড়ে করিলেন স্থিতি।
কে বুঝিতে পারে লীলা—কাহার শকতি ॥ ১০৪ ॥
বৃন্দাবন গমনের সময় হইল।
তেঞি পুরুষোত্তম জানায় জানাইল ॥ ১০৫ ॥
স্বপ্নাদেশে রাজপুত্র পরম যতনে।
বহুলোকসঙ্গে পাঠাইলা বৃন্দাবনে ॥ ১০৬ ॥
শ্রীরাধিকা ক্ষেত্র হৈতে বৃন্দাবন গেলা।
গৌড়-উৎকলাদি দেশে সকলে জানিলা ॥ ১০৭ ॥
যে দিবস বৃন্দাবনে প্রবেশ করিল।
সে দিবস সুখের সমুদ্র উথলিল ॥ ১০৮ ॥
গোবিন্দের বামে বসাইলা সিংহাসনে।
হইল অদ্ভুত-রঙ্গ দোঁহার মিলনে ॥ ১০৯ ॥
শ্রীরাধিকাসহ গোবিন্দের শোভা যৈছে।
একমুখে তাহা বা বর্ণিব কেবা কৈছে ॥ ১১০ ॥
ঐছে ঠাকুরাণীর হইল আগমন।
এই সকল বর্ণিলেন পূর্ব্ব কবিগণ ॥ ১১১ ॥
সাধনদীপিকাদিক গ্রন্থে এ বিস্তার।
এ-সব যে শুনে প্রেমভক্তি লভ্য তাঁর ॥ ১১২ ॥
শ্রীরাধিকা-সহ গোপীনাথের প্রকট।
পূর্ব্বে জানাইল বংশীবটের নিকট ॥ ১১৩ ॥
শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন।
এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়ার প্রাণ-ধন ॥ ১১৪ ॥
এ তিন গৌড়ীয়ার সর্ব্বস্ব—সবে জানে।
গৌড়ীয়াকে আত্মসাৎ কৈলা এই তিনে ॥ ১১৫ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে কৈল আত্মসাৎ।
এই তিন ঠাকুর বন্দো—তিনে মোর নাথ ॥" ১১৬ ॥
শ্যামানন্দ এ'তিনের আশ্চর্য্য দর্শনে।
তিলার্দ্ধেক ধৈরয ধরিতে নারে মনে ॥ ১১৭ ॥
শ্রীরাধাবিনোদ, আর শ্রীরাধারমণ।
রাধাদামোদরে দেখি' প্রফুল্লনয়ন ॥ ১১৮ ॥
লোকনাথ, ভূগর্ভ, গোপালভট্ট-আদি।
সবে শ্যামানন্দে করে কৃপার অবধি ॥ ১১৯ ॥
শ্রীগোস্বামিগণের সমাধি যে যে ঠাঁই।
তাহা দেখি' যৈছে তা' কহিতে সাধ্য নাই ॥ ১২০ ॥
মধ্যে মধ্যে শ্রীরাধিকা-শ্যামকুণ্ডে গিয়া।
আইসে দাস-গোস্বামীর দর্শন করিয়া ॥ ১২১ ॥
শ্রীশ্যামানন্দের বৃন্দাবনে যৈছে ক্রিয়া।
বর্ণিলেন, কেহ তা' বর্ণিবে বিস্তারিয়া ॥ ১২২ ॥
শ্রীআচার্য্য ঠাকুর, ঠাকুর মহাশয়।
এ দোঁহার সঙ্গে সদা সুখে বিলসয় ॥ ১২৩ ॥
শ্রীশ্যামানন্দের অলৌকিক চেষ্টা দেখি'।
শ্রীনিবাস আচার্য্য হয়েন মহাসুখী ॥ ১২৪ ॥
শ্রীনিবাস আচার্য্যের কি আশ্চর্য্য রীতি।
এক মুখে কহে—হেন কাহার শকতি ॥ ১২৫ ॥
নবদ্বীপ, বৃন্দাবনে প্রভুর বিহার।
মানসে ভাবয়ে তাহা যথা যে প্রকার ॥ ১২৬ ॥
নবদ্বীপলীলা যৈছে করয়ে ভাবনা।
তাহা বিস্তারিয়া বা বর্ণিব কোন্ জনা ? ১২৭ ॥

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর নবদ্বীপলীলা-স্মরণপরায়ণতা—

একদিন পরম নির্জ্জনে শ্রীনিবাস।
চিন্তয়ে শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের বিলাস ॥ ১২৮ ॥

ব্রহ্মাদি-বন্দিত নবদ্বীপ রম্যস্থান।
বসন্তাদি ছয় ঋতু সদা মূর্ত্তিমান্ ॥ ১২৯ ॥
শোভয়ে বিবিধ বৃক্ষলতা পুষ্পময়।
কোকিলাদি-শব্দে সর্ব্বচিত্ত আকর্ষয় ॥ ১৩০ ॥
নবদ্বীপ-মধ্যে কি আশ্চর্য্য "মায়াপুর"।
সে-স্থান-দর্শনে সর্ব্ব তাপ যায় দূর ॥ ১৩১ ॥
তথা গৌরসুন্দর বিচিত্র সিংহাসনে।
বিলসয়ে উল্লাসে বেষ্টিত প্রিয়গণে ॥ ১৩২ ॥
সে অপূর্ব্ব শোভা নিরখিয়া শ্রীনিবাস।
প্রভুর আদেশে সব রহি' প্রভু-পাশ ॥ ১৩৩ ॥
সুগন্ধি চন্দন লৈয়া পরম যতনে।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দিলা বিচিত্র বন্ধানে ॥ ১৩৪ ॥
নানা পুষ্পহার দিয়া প্রভুর গলায়।
চামরে ব্যজন করে কৌতুক-হিয়ায় ॥ ১৩৫ ॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের মুখচন্দ্র-সুধা-পানে।
শ্রীনিবাস বিহ্বল—আপনা নাহি জানে ॥ ১৩৬ ॥
ধরিতে নারয়ে অঙ্গ—করে টলমল।
সুদীর্ঘ লোচনে বহে প্রেমানন্দ জল ॥ ১৩৭ ॥
ভাবের বিকার বহু—দেহে নাই স্মৃতি।
শ্রীনিবাস-চেষ্টা দেখি' প্রভু হর্ষ অতি ॥ ১৩৮ ॥
আপন গলার মালা দিলা ভক্তদ্বারে।
পাইয়া সে মালা-স্পর্শ আনন্দে সাঁতারে ॥ ১৩৯ ॥
আচার্য্যের বাহ্যজ্ঞান হৈল হেনকালে।
প্রভু-দত্ত মালা দেখে আপনার গলে ॥ ১৪০ ॥
শ্রীমালার শোভা-সৌগন্ধের সীমা নাই।
প্রতিদিকে ভ্রমর করয়ে ধাওয়া ধাই ॥ ১৪১ ॥
আচার্য্য করিলা শীঘ্র মালা সঙ্গোপন।
অলক্ষিতে তাহা দেখিলেন কোন জন ॥ ১৪২ ॥
আচার্য্যের কার্য্য সঙ্গোপনে নিতি নিতি।
নবদ্বীপ-বিহারে নিমগ্ন দিবারাতি ॥ ১৪৩ ॥
ঐছে বৃন্দাবন-লীলা-সমুদ্র-তরঙ্গে।
নিরবধি ভাসয়ে পরম প্রেমরঙ্গে ॥ ১৪৪ ॥
একদিন শ্রীনিবাস বসন্ত-সময়ে।
শ্রীকৃষ্ণের হোলী-ক্রীড়া মানসে ভাবয়ে ॥ ১৪৫ ॥

'ফাল্গুনস্থ-লীলা' নামে স্থান এক হয়।
এবে 'ফাগুতলা' তারে সকলে কহয় ॥ ১৪৬ ॥
পরম নির্জ্জন স্থান শোভা মনোহর।
মন্দ মন্দ স্নিগ্ধ বায়ু বহে নিরন্তর ॥ ১৪৭ ॥
চতুর্দ্দিকে কিবা নব কদম্বের বন।
শারী-শুক-পিক-আদি-শব্দ রসায়ন ॥ ১৪৮ ॥
প্রফুল্লিত নানা পুষ্পে ভ্রমর গুঞ্জরে।
লক্ষ লক্ষ ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করে ॥ ১৪৯ ॥
কুরঙ্গ-কুরঙ্গীগণ ফিরে মত্ত হৈয়া।
সখীসহ রাই-কানু দেখে দাঁড়াইয়া ॥ ১৫০ ॥
তথা বৃন্দা লক্ষ লক্ষ দাসীগণ-সঙ্গে।
হোলীখেলা-দ্রব্য সজ্জ করে নানা রঙ্গে ॥ ১৫১ ॥
বিবিধ প্রকার ফল্গু আদি সাজাইলা।
বীণাদিক নানা যন্ত্র সুমেলি করিলা ॥ ১৫২ ॥
সখীসহ রাই-কানু উল্লাস-অন্তরে।
হোলীখেলা আরম্ভ করিলা কুঞ্জাগারে ॥ ১৫৩ ॥
সখীগণ-বেষ্টিত রাধিকা মহারঙ্গে।
ডারয়ে অপূর্ব্ব ফাগু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে ॥ ১৫৪ ॥
সখীর ইঙ্গিতে শ্রীনিবাস দাসীরূপে।
ফল্গুন যোগান রহি' রাধিকা-সমীপে ॥ ১৫৫ ॥
কি অদ্ভুত বন্ধানে খেলয়ে রাই-শ্যাম।
শোভা দেখি' মূর্চ্ছিত হয়েন কোটি কাম ॥ ১৫৬ ॥
উড়য়ে ফল্গুন, হৈল অরুণ আচ্ছন্ন।
নানা যন্ত্র-বাদ্য-কোলাহলে রুদ্ধ কর্ণ ॥ ১৫৭ ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ কৌতুকী অপার।
সবার উপরে ফাগু বর্ষে অনিবার ॥ ১৫৮ ॥
সিক্ত করি' মৃগমদ-কুঙ্কুমাদি জলে।
আলিঙ্গন চুম্বনাদি করে নানা ছলে ॥ ১৫৯ ॥
নিরুপম হোলীখেলা খেলে দুই জন।
পুলকে পূর্ণিত ললিতাদি সখীগণ ॥ ১৬০ ॥
সকলেই সুস্থির হইয়া কথোক্ষণে।
রাই-কানু দোঁহে বসাইলা সিংহাসনে ॥ ১৬১ ॥
শ্রম দূর করি' কৈল চামরে বাতাস।
শ্রীনিবাস-দাসীর পূরিল অভিলাষ ॥ ১৬২ ॥

হৈল সেবা-সমাধান, বাহ্যজ্ঞান হৈতে।
দেখে ফাগুময় অঙ্গ,—নারে লুকাইতে ॥ ১৬৩ ॥
ঝলমল করে ফাগু, সৌগন্ধ অপার।
স্থির হৈতে নারে নাসা স্পর্শয়ে যাহার ॥ ১৬৪ ॥
নিতি নিতি ঐছে নানা মানসে বিহ্বল।
কে বর্ণিতে পারে যৈছে প্রেম অনর্গল ॥ ১৬৫ ॥

ঠাকুর শ্রীল নরোত্তমের মানসে যুগল-সেবা

শ্রীনিবাস আচার্য্যের দেখি' প্রেমক্রিয়া।
নরোত্তম আনন্দে ধরিতে নারে হিয়া ॥ ১৬৬ ॥
শ্রীনরোত্তমের যৈছে মানসে সেবন।
তাহা এক মুখে বা বর্ণিব কোন্ জন ? ১৬৭ ॥
একদিন রাধা-কৃষ্ণ সখীগণ-সঙ্গে।
বিলসয়ে নিকুঞ্জে পরম প্রেমরঙ্গে ॥ ১৬৮ ॥
শ্রীরাধিকা কৌতুকে কহয়ে সখী প্রতি।
"এথা ভক্ষ্যদ্রব্য শীঘ্র করো সুসঙ্গতি" ॥ ১৬৯ ॥
ললিতাদি সখী মহা উল্লসিত হৈয়া।
ভক্ষণ-সামগ্রী সবে করে যত্ন পাইয়া ॥ ১৭০ ॥
নরোত্তম দাসীরূপে অতি যত্ন-মতে।
দুগ্ধ আবর্ত্তন করে সখীর ইঙ্গিতে ॥ ১৭১ ॥
উথলি' পড়য়ে দুগ্ধ দেখি' ব্যস্ত হৈলা।
চুলী হৈতে দুগ্ধপাত্র হস্তে নামাইলা ॥ ১৭২ ॥
হস্ত দগ্ধ হৈল—তাহা কিছু স্মৃতি নাই।
দুগ্ধ আবর্ত্তন করি' দিলা সখী ঠাঁই ॥ ১৭৩ ॥
মনের আনন্দে রাধা-কৃষ্ণে ভুঞ্জাইল।
অবশেষ লভ্যমাত্রে বাহ্যজ্ঞান হৈল ॥ ১৭৪ ॥
দগ্ধ হস্ত দৃষ্টিমাত্রে কৈলা সঙ্গোপন।
জানিলেন মর্ম্ম অন্তরঙ্গ কোন জন ॥ ১৭৫ ॥
শ্রীনরোত্তমের যৈছে মানস-ভাবনা।
তাহা বিস্তারিয়া বা কহিবে কোন্ জনা ? ১৭৬ ॥
সদা মন ভ্রমে নবদ্বীপ-বৃন্দাবনে।
আনন্দে বিহ্বল শ্রীনিবাসাচার্য্য-সনে ॥ ১৭৭ ॥

মধ্যে মধ্যে শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তমের গোবর্দ্ধনবাস

শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীনরোত্তমে লৈয়া।
মধ্যে মধ্যে রহেন শ্রীগোবর্দ্ধনে গিয়া ॥ ১৭৮ ॥
একদিন শ্রীগোবর্দ্ধনের কন্দরাতে।
শুনে বংশীধ্বনি—ত্রিজগৎ মুগ্ধ যাতে ॥ ১৭৯ ॥
বংশীধ্বনি শ্রবণেতে হইলা বিহ্বল।
ধরিতে নারয়ে অঙ্গ—করে টলমল ॥ ১৮০ ॥
প্রবেশিতে শ্রীগোবর্দ্ধনের কন্দরায়।
কৃষ্ণাঙ্গ-সৌগন্ধ আসি প্রবেশে নাসায় ॥ ১৮১ ॥
সে সৌগন্ধ পাইয়া সুখের সীমা নাই।
মূর্চ্ছিত হইয়া দোঁহে পড়িলা তথাই ॥ ১৮২ ॥
কতক্ষণে বাহ্যজ্ঞান হইলা দোঁহার।
সম্মুখে দেখয়ে এক গোপের কুমার ॥ ১৮৩ ॥
অপূর্ব্ব উষ্ণীষ মাথে, সুন্দর শরীর।
করে এক যষ্টিমাত্র, অত্যন্ত সুধীর ॥ ১৮৪ ॥
হেন গোপপুত্রে দেখি' করিয়া আদর।
জিজ্ঞাসয়ে শ্রীনিবাস উল্লাস-অন্তর ॥ ১৮৫ ॥
"কহ কহ, গোপপুত্র, কি-হেতু এথানে ?"
তেঁহো কহে—"তোমা দোঁহা রক্ষার কারণে ॥ ১৮৬ ॥
এথা নানা ভয়, তাহা না জানো তোমরা।
গোচারণে এথা সব জানি যে আমরা ॥ ১৮৭ ॥
দূর হৈতে দেখিনু—তোমরা দুই জন।
ভূমে পড়িয়াছ, কারো নাহিক চেতন ॥ ১৮৮ ॥
সঙ্গিগণ ছাড়ি' আইনু অতি ব্যস্ত হৈয়া।
বহুক্ষণ হৈল—এথা আছি দাঁড়াইয়া ॥ ১৮৯ ॥
এবে নিরুদ্বেগ চিত্তে গোচারণে যাই"।
এত কহি' অদর্শন হইলা তথাই ॥ ১৯০ ॥
শ্রীনিবাস আচার্য্য চিন্তয়ে মনে মনে।
'কোথা গেলা গোপের কুমার এইখানে ॥ ১৯১ ॥
অদর্শন হৈলা সিক্ত করি' বাক্যামৃতে।
আপন দুর্দ্দৈব-দোষে নারিনু চিনিতে' ॥ ১৯২ ॥
ঐছে কত কহে দোঁহে বসি' বৃক্ষতলে।
ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস, ভাসে নয়নের জলে ॥ ১৯৩ ॥
মনের দুঃখেতে দোঁহে দিবা গোঙাইল।
কথোরাত্রে কৃষ্ণেচ্ছায় নিদ্রা আকর্ষিল ॥ ১৯৪ ॥
স্বপ্নচ্ছলে দেখা দিলা ব্রজেন্দ্রনন্দন।
শ্যামলসুন্দর মূর্ত্তি ভুবনমোহন ॥ ১৯৫ ॥

নটবর বেশ, বংশী করে সুশোভয়।
মুখচন্দ্র-ছটায় মদন মূরুছয় ॥ ১৯৬ ॥
মধুর মধুর হাসি' কহে ধীরে ধীরে।
"মোহিত হইলা মোর মুরলীর স্বরে ॥ ১৯৭ ॥
মূর্চ্ছিত হইলা অঙ্গ-সৌগন্ধ পাইয়া।
তোমা দোঁহা আগে মুই আইনু ধাইয়া ॥ ১৯৮ ॥
গোপবালকের ছলে দিনু দরশন।
চেতন পাইলে ছলে করিনু গমন ॥ ১৯৯ ॥
হইলা ব্যাকুল দোঁহে আমার লাগিয়া।
দেখা দিনু, দেখ মোরে প্রসন্ন হইয়া ॥" ২০০ ॥
এত কহি' কথোক্ষণে হৈলা অদর্শন।
স্বপ্নভঙ্গে নহে নেত্রধারা নিবারণ ॥ ২০১ ॥
কতক্ষণে দোঁহে অতি সুস্থির হইয়া।
হৈলা প্রাতঃকাল, প্রাতে কৈল প্রাতঃক্রিয়া ॥ ২০২ ॥
গোবর্দ্ধনে কৃষ্ণের বিলাস অতিশয়।
সে-সব প্রসঙ্গে সদা উল্লাস-হৃদয় ॥ ২০৩ ॥

ঁউহাদের মধ্যে মধ্যে শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস

ঐছে মধ্যে মধ্যে রাধাকুণ্ডে করে বাস।
দোঁহে দাসগোস্বামীর দর্শনে উল্লাস ॥ ২০৪ ॥
যৈছে দাসগোস্বামীর কৃপা দোঁহা প্রতি।
তাহা বর্ণিবারে মোর নাহিক শকতি ॥ ২০৫ ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ-আদি প্রেমময়।
তাঁ' সবার যৈছে স্নেহ কহিল না হয় ॥ ২০৬ ॥
এ-সবার স্নেহানন্দে বিহ্বল হইয়া।
কৃতার্থ মানয়ে কুণ্ডশোভা নিরখিয়া ॥ ২০৭ ॥
একদিন শ্রীনিবাস মধ্যাহ্ন-সময়।
নরোত্তম-সঙ্গে নানা নিকুঞ্জে ভ্রময় ॥ ২০৮ ॥
নরোত্তম প্রতি কহে—"এই পথ দিয়া।
সূর্য্য পুজে শ্রীরাধিকা সূর্য্যালয়ে গিয়া ॥" ২০৯ ॥
এত কহিতেই অকস্মাৎ সেই স্থানে।
নূপুরের শব্দ আসি' সামাইলা কাণে ॥ ২১০ ॥
যে আনন্দে উন্মত্ত হইলা দুই জন।
সে সব বিস্তারি' এথা না হয় বর্ণন ॥ ২১১ ॥
নন্দগ্রাম, যাবট, বর্ষাণ—আদি স্থানে।
যে কৌতুকে বিহ্বল তা' কহিতে কে জানে? ২১২ ॥
বৃন্দাবনে সুখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা।
কহিতে না জানি যে যে রহস্য দেখিলা ॥ ২১৩ ॥
গোস্বামিসকল যৈছে অনুগ্রহ কৈল।
গ্রন্থবিস্তারের ভয়ে বর্ণিতে নারিল ॥ ২১৪ ॥

ভক্তিশাস্ত্র-গ্রন্থ লইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভুর গৌড়দেশে গমনবিবরণ

সকল গোস্বামী মিলি' দঢ়াইলা চিতে।
শ্রীনিবাসে শীঘ্র গৌড়দেশে পাঠাইতে ॥ ২১৫ ॥
এই কথা সর্ব্বত্রেই হইল প্রকাশ।
—"গ্রন্থ লৈয়া গৌড়ে যাইবেন শ্রীনিবাস" ॥ ২১৬ ॥
গ্রন্থরত্ন প্রদান করিব স্থানে স্থানে।
গমন হইব শুক্লপক্ষে অগ্রায়ণে ॥ ২১৭ ॥
শ্রীনিবাস এথা হইতে করিলে গমন।
কিরূপে ধরিবে ধৈর্য্য প্রভু-প্রিয়গণ ॥ ২১৮ ॥
মো-সবার অন্তর কিরূপে হবে থির।
—এত কহিতেই নেত্রে বহে প্রেমনীর ॥ ২১৯ ॥
না ধরে ধৈরয বিজ্ঞ ব্রজবাসিগণ।
শ্রীনিবাসাচার্য্য যেন সবার জীবন ॥ ২২০ ॥
শ্রীনিবাস-চেষ্টায়ে কেবা না সুখ পায়।
অতি দীন হীন যেঁহো মানে আপনায় ॥ ২২১ ॥
যাঁর ভক্তিপ্রথা দেখি' শ্রীজীবগোসাঞী।
নিরন্তর অন্তরে সুখের সীমা নাই ॥ ২২২ ॥
একদিন শ্রীজীবাদি গোবিন্দ-মন্দিরে।
হইলা একত্র সবে উল্লাস অন্তরে ॥ ২২৩ ॥
শ্রীগোবিন্দদেবে কহে সুমধুর ভাষে।
"গ্রন্থবিতরণ-শক্তি দেহ শ্রীনিবাসে" ॥ ২২৪ ॥
এত কহিতেই গোবিন্দের কণ্ঠ হৈতে।
ছিঁড়িয়া পড়িল মালা শ্রীনিবাসে দিতে ॥ ২২৫ ॥
আস্তে ব্যস্তে পূজারী শ্রীমালা যত্নে লৈয়া।
শ্রীনিবাসে দিলেন প্রেমাশ্রুযুক্ত হৈয়া ॥ ২২৬ ॥
শ্রীনিবাস শ্রীমালা লইয়া যত্ন করি'।
হইলা অধৈর্য্য শ্রীগোবিন্দমুখ হেরি' ॥ ২২৭ ॥

পুনঃ পুনঃ প্রণময়ে পড়িয়া ভূমিতে।
নয়নে বহয়ে ধারা নারে নিবারিতে ॥ ২২৮ ॥
গোবিন্দের অনুগ্রহ দেখিয়া শ্রীনিবাসে।
সবে প্রশংসয়ে মহা মনের উল্লাসে ॥ ২২৯ ॥
শ্রীজীবগোস্বামী আদি সবে সেইক্ষণে।
করিল দিবস স্থির শ্রীগৌড়-গমনে ॥ ২৩০ ॥
অগ্রহায়ণ শুক্লপক্ষে পঞ্চমী প্রশস্ত।
সবার সম্মত যাত্রা করাইতে ব্যস্ত ॥ ২৩১ ॥

শ্রীল দাসগোস্বামীর নিকট শ্রীনিবাসের বিদায়গ্রহণ

শ্রীজীবগোস্বামী দাসগোস্বামীর পাশে।
বিদায় হইতে পাঠাইলা শ্রীনিবাসে ॥ ২৩২ ॥
শ্রীদাসগোসাঞীর কথা কহনে না যায়।
নিরন্তর দগ্ধ হিয়া বিরহ-ব্যথায় ॥ ২৩৩ ॥
"কোথা শ্রীস্বরূপ-রূপ, সনাতন"—বলি'।
ভাসয়ে নেত্রের জলে, বিলুঠয়ে ধূলি ॥ ২৩৪ ॥
অতি ক্ষীণ শরীর দুর্ব্বল ক্ষণে ক্ষণে।
করয়ে ভক্ষণ কিছু দুই চারি দিনে ॥ ২৩৫ ॥
যদ্যপিহ শুষ্ক দেহ বাতাসে হালয়।
তথাপি নির্ব্বন্ধ ক্রিয়া সব সমাধয় ॥ ২৩৬ ॥
ভূমে পড়ি' প্রণমি উঠিতে নাহি পারে।
ইথে যে নিষেধে, কিছু, না কহয়ে তারে ॥ ২৩৭ ॥
অনুকূল কৈলে প্রশংসয়ে বারে বার।
দেখি' সাধনাগ্রহ দেবেও চমৎকার ॥ ২৩৮ ॥
প্রভুদত্ত গোবর্দ্ধনশিলা গুঞ্জাহারে।
সেবে কি অদ্ভুত সুখে, আপনা পাসরে ॥ ২৩৯ ॥
দিবানিশি না জানয়ে শ্রীনাম-গ্রহণে।
নেত্রে নিদ্রা নাই, অশ্রুধারা দু'নয়নে ॥ ২৪০ ॥
দাসগোস্বামীর চেষ্টা বুঝিতে কে পারে ?
সদা মগ্ন রাধাকৃষ্ণ-চৈতন্য-বিহারে ॥ ২৪১ ॥
নির্জ্জনে বসিয়া করে গ্রন্থানুশীলন।
হেন কালে শ্রীনিবাসাচার্য্যের গমন ॥ ২৪২ ॥
শ্রীনিবাস দাসগোস্বামীর সন্দর্শনে।
আপনা মানয়ে ধন্য পড়িয়া চরণে ॥ ২৪৩ ॥
শ্রীদাসগোস্বামী শ্রীনিবাসে আলিঙ্গিলা।
জিজ্ঞাসিয়া কুশল নিকটে বসাইলা ॥ ২৪৪ ॥
নরোত্তম, শ্যামানন্দ আইল সেইক্ষণে।
প্রণমিলা দাসগোস্বামীর শ্রীচরণে ॥ ২৪৫ ॥
অতি অনুগ্রহে দাসগোস্বামী দোঁহায়।
জিজ্ঞাসি' কুশল শ্রীনিবাস-পানে চায় ॥ ২৪৬ ॥
শ্রীনিবাস শ্রীগৌড়-গমন নিবেদিল।
শুনি' শ্রীগোস্বামী সুখে অনুমতি দিল ॥ ২৪৭ ॥
সর্ব্বমতে সাবধান করি' শ্রীনিবাসে।
আলিঙ্গন করি' দুই নেত্র-জলে ভাসে ॥ ২৪৮ ॥
নরোত্তম-শ্যামানন্দে কৈল আলিঙ্গন।
সবে বন্দিলেন যত্নে গোস্বামিচরণ ॥ ২৪৯ ॥
বিদায় হইলা, গোস্বামীর স্নেহ যৈছে।
বর্ণিতে করিয়ে সাধ—শক্তি নাহি তৈছে ॥ ২৫০ ॥
এ-সবে হইলা যৈছে বিদায়ের কালে।
তাহা দেখি' কেবা না ভাসয়ে নেত্র-জলে ॥ ২৫১ ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি বিজ্ঞগণ।
এ-তিনে লইয়া শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন ॥ ২৫২ ॥
আর যে যে স্থানে যে যে বৈষ্ণব আছিলা।
শুনিয়া সংবাদ সভে বৃন্দাবনে আইলা ॥ ২৫৩ ॥
শ্রীজীবগোস্বামী ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে।
করি' সমাদর বাসা দিলেন সভারে ॥ ২৫৪ ॥
মথুরার কোন ভাগ্যবন্ত মহাজনে।
অনুগ্রহ করি' আজ্ঞা করয়ে তাহানে ॥ ২৫৫ ॥
"শ্রীনিবাস আচার্য্য লইয়া গ্রন্থগণ।
দুই চারি দিনে গৌড়ে করিব গমন ॥ ২৫৬ ॥
যেরূপে যায়েন শীঘ্র করহ উপায়"।
শুনি' মহাজন ধন্য মানে আপনায় ॥ ২৫৭ ॥
শীঘ্র রাজপাত্র, পদাতিক, গাড়ী কৈলু।
সঙ্গে দিতে প্রবীণ মনুষ্য নিয়োজিলু ॥ ২৫৮ ॥
পথের নির্ব্বাহ-হেতু মুদ্রা দিয়া তাঁরে।
হইল প্রস্তুত—জানাইলা গোস্বামীরে ॥ ২৫৯ ॥
গোস্বামীহ দেখি' গ্রন্থভার-চতুষ্টয়।
রাখে কাষ্ঠসম্পুটে নিবারি' বর্ষাভয় ॥ ২৬০ ॥

হইল সম্পুট পূর্ণ গ্রন্থরত্নগণে।
দূরে যায় তাপ সে গ্রন্থের সন্দর্শনে ॥ ২৬১ ॥
যে সকল গ্রন্থ সম্পুটেতে সজ্জ কৈল।
সে সব গ্রন্থের নাম পূর্বে জানাইল ॥ ২৬২ ॥
নিজকৃত সিদ্ধান্তাদি-গ্রন্থ কথো দিয়া।
মৃদু মৃদু কহে শ্রীনিবাস-মুখ চা'য়া ॥ ২৬৩ ॥
"রহিল যে গ্রন্থ পরিশোধন করিব।
বর্ণিব যে সব তাহা ক্রমে পাঠাইব ॥" ২৬৪ ॥

শ্রীনিবাসের শ্রীমদনগোপালের নিকট বিদায়-গ্রহণ—

এত কহি' শ্রীনিবাসে লৈয়া সেইক্ষণে।
চলিলেন শ্রীমদনগোপাল-দর্শনে ॥ ২৬৫ ॥
শ্রীনিবাস শ্রীমদনগোপালে দেখিয়া।
না ধরে ধৈরয, প্রেমে উমড়য়ে হিয়া ॥ ২৬৬ ॥
হইতে বিদায়-অশ্রু নহে নিবারণ।
ভঙ্গিতে বিদায় কৈল মদনমোহন ॥ ২৬৭ ॥
শ্রীমালা-প্রসাদ দিলা পূজারী গোসাঞী।
সবে যে প্রবোধে তা' কহিতে অন্ত নাই ॥ ২৬৮ ॥

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর প্রসঙ্গ—

সনাতন গোস্বামীর সমাধি-দর্শনে।
যেরূপ হইল তা' বর্ণিতে কেবা জানে ॥ ২৬৯ ॥
"পরদুঃখে দুঃখী প্রভু সনাতন"—বলি'।
ধরিতে নারয়ে অঙ্গ বিলুঠয়ে ধূলি ॥ ২৭০ ॥
সনাতন-চরিতে নিমগ্ন অতিশয়।
অন্যের দুর্গম সনাতনের হৃদয় ॥ ২৭১ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু পরম আনন্দে।
নীলাচলে যাঁ'র কথা কহে রামানন্দে ॥ ২৭২ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অ ১।২০০-২০১)—

ঈঁহার যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা, নাম—'সনাতন'।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁ'র সম ॥ ২৭৩ ॥
তোমার যৈছে বিষয় ত্যাগ,—তৈছে তাঁ'র রীতি।
দৈন্য-বৈরাগ্য-পাণ্ডিত্যের তাঁহাতেই স্থিতি ॥ ২৭৪॥
ঐছে প্রভু স্থানে স্থানে কহে ভক্তগণ।
প্রভু-প্রিয়পাত্র শ্রীগোস্বামী সনাতন ॥ ২৭৫ ॥
ঐছে পরদুঃখে দুঃখী কেহ নাহি আর।
কৃপার সমুদ্র কিবা জগতে অপার ॥ ২৭৬ ॥

তথাহি বিলাপে—

বৈরাগ্যযুগ্ভক্তিরসং প্রযত্নৈ-
রপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী
সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি ॥ ২৭৭ ॥

অন্বয়। যঃ কৃপাম্বুধিঃ (দয়াসাগরঃ) পরদুঃখদুঃখী (পরেষাং মায়াহতজীবানাং দুঃখেন অজ্ঞানদুঃখেন দুঃখী) অনভীপ্সুং (অনিচ্ছুকং) অন্ধং (অজ্ঞানান্ধং) মাং প্রযত্নৈঃ (পরমযত্নৈঃ) বৈরাগ্যযুগ্ভক্তিরসং (বৈরাগ্যসহিতং ভক্তিরসং) অপায়য়ৎ তং প্রভুং সনাতনং আশ্রয়ামি ॥২৭৭

অনুবাদ। দাসগোস্বামিকৃত শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলিতে —যিনি দয়ার সাগর, পতিতজীবের দুঃখদর্শনে দুঃখী, অজ্ঞানান্ধ ও অনিচ্ছুক আমাকে পরম যত্নে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়াছিলেন, সেই প্রভু সনাতনকে আশ্রয় করি ॥ ২৭৭ ॥

শ্রীল রূপগোস্বামীর প্রসঙ্গ—

তাঁ'র শাখা শ্রীরূপগোস্বামী সর্বোপরি।
শ্রীরাজেন্দ্রগোস্বামী, কৃষ্ণাখ্য ব্রহ্মচারী ॥ ২৭৮ ॥
কৃষ্ণমিশ্র গোস্বামী—অদ্ভুত ক্রিয়া যাঁ'র।
গোস্বামী শ্রীভগবন্তদাসাদি প্রচার ॥ ২৭৯ ॥
সনাতনগুণে মগ্ন শ্রীনিবাসাচার্য।
নিবারিতে নারে নেত্রধারা, কি আশ্চর্য ॥ ২৮০ ॥
শ্রীজীব গোস্বামী স্থির কবি' নানা মতে।
শ্রীনিবাসে লৈয়া গেলা আপন-বাসাতে ॥ ২৮১ ॥
তথা শ্রীনিবাস করি' ধৈর্যাবলম্বন।
কৈল রূপগোস্বামীর সমাধি-দর্শন ॥ ২৮২ ॥
ভূমে পড়ি' প্রণমিয়া বিদায় হইতে।
নয়নে বহয়ে ধারা নারে স্থির হৈতে ॥ ২৮৩ ॥
শ্রীরূপগোস্বামি-চারুচরিত্র চিন্তিয়া।
শ্রীনিবাস আচার্যের উমড়য়ে হিয়া ॥ ২৮৪ ॥
আহা মরি! শ্রীরূপের মহিমা অপার।
যে যৈছে বর্ণয়ে তাহা সর্বত্র প্রচার ॥ ২৮৫ ॥

যথা শ্রীকবিকর্ণপূরকৃত-শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকস্থং
নবমে অঙ্কে ৪৩শং-পদ্যম্—

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে স্ববিলাসরূপে ॥২৮৬

অন্বয়। প্রভুঃ (মহাপ্রভুঃ শ্রীচৈতন্যদেবঃ) প্রিয়স্বরূপে (প্রিয়ঃ প্রীতিকারী মূলঃ আশ্রয়বিগ্রহঃ শ্রীরাধা তস্যাঃ স্বরূপে স্বরূপবিষয়ে) দয়িতস্বরূপে (দয়িতঃ আশ্রয়বিগ্রহস্য প্রিয়তমঃ কৃষ্ণঃ তস্য স্বরূপে স্বরূপবিষয়ে, তথা) প্রেমস্বরূপে (প্রেমভক্তিঃ তস্যাঃ স্বরূপে স্বরূপবিষয়ে চ,অর্থাৎ এতত্ত্রয়স্য স্বরূপজ্ঞানে) সহজাভিরূপে (সহজে স্বাভাবিকে অভিরূপে তত্ত্বনিরূপণক্ষমবিজ্ঞে), নিজানুরূপে (নিজসদৃশে) একরূপে (একং শুদ্ধভক্তিরসমেব রূপয়তি প্রদর্শয়তি যস্মিন্, অর্থাৎ শুদ্ধভক্তিরসস্বরূপ-প্রচারণে যোগ্যতয়া মহাপ্রভোরাত্মসদৃশে), (অথবা একরূপে একনিষ্ঠে, নিজানুরূপে নিজযোগ্যপাত্রে) রূপে (শ্রীরূপগোস্বামিনি) স্ব-বিলাসরূপে (স্বস্য আত্মনঃ মাধুর্যস্বরূপস্য ঔদার্যস্বরূপস্য চ বিলাসঃ রূপঞ্চ) ততান (প্রাচুর্যেণ প্রকাশয়ামাস) ॥ ২৮৬ ॥

অনুবাদ। শ্রীকবিকর্ণপূরগোস্বামিকৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের নবম অঙ্কে ৪৩শং শ্লোকে—মূল আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরাধার স্বরূপতত্ত্বে,আশ্রয়বিগ্রহের প্রিয়তম কৃষ্ণের স্বরূপ-তত্ত্বে ও প্রেমভক্তিরসের স্বরূপতত্ত্বে স্বভাবতঃই পরম অভিজ্ঞ, ভক্তিরসনিরূপণে ও প্রচারে যোগ্যতায় মহাপ্রভুর নিজতুল্য (অথবা একনিষ্ঠ নিজ যোগ্যপাত্র) শ্রীরূপগোস্বামীতে মহাপ্রভু নিজের মাধুর্যস্বরূপ ও ঔদার্যস্বরূপের সকল স্বরূপ ও লীলা বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ ২৮৬ ॥

শ্রীসাধনদীপিকায়াম্—

মতাদ্বহিষ্কৃতা যে চ শ্রীরূপস্য কৃপাম্বুধেঃ।
তেষাং সঙ্গো ন কর্তব্যো রাগাধ্বপান্থিকৈঃ খলু ॥ ২৮৭

পুনঃ—

শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজদ্বন্দ্বং বন্দে মুহুর্মুহুঃ।
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তন্মতজ্ঞানভাগ্ ভবেৎ ॥ ২৮৮ ॥

অন্বয়। যে চ (জনাঃ) কৃপাম্বুধেঃ (দয়ানিধেঃ) শ্রীরূপস্য মতাৎ (প্রেমরসতত্ত্ব-বিষয়কসিদ্ধান্তাৎ) বহিষ্কৃতাঃ (পৃথঙ্মতাবলম্বিনঃ) তেষাং (বিরুদ্ধমতবাদিনাং) সঙ্গঃ রাগাধ্বপান্থিকৈঃ (রাগমার্গপথিকৈঃ) ন খলু (অবশ্যমেব) কর্তব্যঃ। পুনঃ—যস্য (শ্রীরূপপদযুগস্য) প্রসাদাৎ (কৃপাং প্রাপ্য) অজ্ঞঃ অপি তন্মতজ্ঞানভাক্ (তস্য রূপস্য সিদ্ধান্তজ্ঞানবান্) ভবেৎ (ভবিতুং ক্ষমঃ) (তৎ) শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজদ্বন্দ্বং (শ্রীমতঃ রূপগোস্বামিনঃ পদকমলযুগম্ অহং) মুহুর্মুহুঃ (পুনঃ-পুনঃ) বন্দে ॥ ২৮৭-৮৮ ॥

অনুবাদ। শ্রীসাধনদীপিকায়—যে সকল লোক কৃপানিধি শ্রীরূপের প্রেমরসতত্ত্ববিষয়ক সিদ্ধান্ত হইতে বহিষ্কৃত, তাহাদের সঙ্গ রাগমার্গের পথিকগণ অবশ্যই করিবেন না। পুনঃ—যাঁহার পাদযুগলের প্রসাদে অজ্ঞ ব্যক্তিও শ্রীরূপের সিদ্ধান্তে জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়, শ্রীরূপের সেই পদকমলযুগল আমি বার বার বন্দনা করি ॥ ২৮৭-৮৮ ॥

পুনঃ শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়াম্—

শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্ ॥ ২৮৯ ॥

অন্বয়। যেন (শ্রীরূপেণ) শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভোর্মনসঃ বিপ্রলম্ভরসপূর্তিরূপম্ অভীষ্টং) ভূতলে স্থাপিতং, সঃ অয়ং রূপঃ মহ্যং কদা স্বপদান্তিকং (নিজচরণসান্নিধ্যং) দদাতি (দাস্যতীত্যর্থঃ) ॥ ২৮৯ ॥

অনুবাদ। ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়—যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর মনের অভীষ্ট জগতে স্থাপন করিয়াছেন, সেই শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু কবে আমাকে নিজচরণের সান্নিধ্য দান করিবেন ? ২৮৯ ॥

পুনঃ শ্রীসাধনদীপিকায়াম্—

রূপেতি নাম বদ ভো রসনে ! সদা ত্বং
রূপঞ্চ সংস্মর মনঃ করুণাস্বরূপম্।
রূপং নমস্কুরু শিরঃ সদয়াবলোকং
তস্যাদ্বিতীয়মুতনুং রঘুনাথদাসম্ ॥ ২৯০ ॥

অন্বয়। ভো রসনে ! ত্বং সদা রূপ ইতি নাম বদ (কীর্তয়); হে মনঃ ! করুণাস্বরূপং (করুণাপ্রতীকং) রূপং সংস্মর চ; হে শিরঃ ! সদয়াবলোকং (সকৃপদৃষ্টিং) রূপং নমস্কুরু। (তথা) তস্য অদ্বিতীয়মুতনুং (অভিন্নদেহং) রঘুনাথদাসং (দাসগোস্বামিনং) (অপি কীর্তয় স্মর নমস্কুরু চ) ॥

অনুবাদ। পুনঃ শ্রীসাধনদীপিকাতে—হে রসনে! তুমি সর্বদা 'রূপ'—এই নাম কীর্তন কর; হে মনঃ! করুণার মূর্তি শ্রীরূপকে তুমি স্মরণ কর; হে শিরঃ! তুমি কৃপাদৃষ্টি-পূর্ণ রূপ প্রভুকে নমস্কার কর। তদ্রূপ শ্রীরূপের অদ্বিতীয়দেহ রঘুনাথদাস গোস্বামীকেও কীর্তন, স্মরণ ও নমস্কার কর॥

শ্রীরূপগোসাঞীর কি অদ্ভুত গুণগণ!
ঐছে নানাপ্রকারে বর্ণিলা বিজ্ঞগণ॥ ২৯১॥

তথাহি গীতে—বিভাষ

যৌ কলি রূপ শরীর না ধরত।
তৌ ভূতল ব্রজপ্রেমমহানিধি কৌন কপাট উঘারত॥
কো সব ত্যজি' ভজি' বৃন্দাবন, কো সব গ্রন্থ বিচারত।
মিশ্রিত ক্ষীর-নীর বিনু হংসন কৌন পৃথক করি' পায়ত॥
কো জানত মথুরা-বৃন্দাবন, কো জানত ব্রজরীত।
কো জানত রাধা-মাধব-রতি, কো জানত সব নীত॥
যাকে চরণ-প্রসাদ সকল জন গাই গাই সুখ পাওত।
কি রতি বিমল, শুনত জন, মাধো-হৃদে আনন্দ বাঢ়ায়ত॥

আনের কা কথা—কৃষ্ণচৈতন্য আপনে।
হয়েন অধৈর্য শ্রীরূপের গুণগণে॥ ২৯৬॥
সর্বত্র বিদিত এ,—কহিতে অন্ত নাই।
প্রভু-প্রিয়গণ-প্রাণ শ্রীরূপগোসাঞী॥ ২৯৭॥
ওহে ভাই! সনাতন-রূপের মহিমা।
কতরূপে গায়—কেহ নাহি পায় সীমা॥ ২৯৮॥

তথাহি গীতে—বিভাষ

জয় মেরে প্রাণ সনাতন-রূপ।
অগতিন্‌কে গতি দোউ ভায়া, যোগ-যজ্ঞকে যূপ॥ ধ্রু॥
বৃন্দাবনকে সহজ মাধুরী-প্রেমসুধাকে কূপ।
করুণাসিন্ধু, অনাথন বন্ধু, ভক্তসভাকে ভূপ॥ ৩০০॥
ভক্তি-ভাগবত মতহি আচরণ-কুশল সুচতুর-চমূপ।
ভুবন-চতুর্দশ-বিদিত বিমল যশ, রসনাকে রস-তূপ॥ ৩০১॥
চরণকমল-কোমলরজঃ-ছায়া মিটত কলি-বরি-ধূপ।
ব্যাস উপাসক সদা উপাসে রাধাচরণ অনূপ॥ ৩০২॥

পুনঃ—বিভাষ

জয় মেরে সাধু-শিরোমণি রূপ-সনাতন।
জিন্‌কে ভক্তি এক রসনিবহী, প্রীত কৃষ্ণ-রাধাতন॥ ধ্রু॥
বৃন্দাবনকী সহজ মাধুরী রোম রোম সুখ গাতন।
সব তেজি' কুঞ্জকেলি ভজি' অহনিশি অতিঅনুরাগ রাধাতন॥
করুণাসিন্ধু কৃষ্ণচৈতন্যকে কৃপাফলী দৌ ভ্রাতন।
তিন বিনু ব্যাস অনাথন যে সে সুখে তরুবর পাতন॥ ৩০৫॥

রূপ-সনাতন-ক্রিয়া কে বর্ণিতে পারে।
সংক্ষেপে কহিনু কিছু প্রসঙ্গানুসারে॥ ৩০৬॥
শ্রীনিবাস শ্রীরূপের সমাধি-সম্মুখে।
কৈল যে প্রার্থনা তা' কে কবে এক মুখে॥ ৩০৭॥
শ্রীনিবাস শ্রীরূপের অনুগ্রহ-মতে।
বিদায় হইয়া চলে সমাধি হইতে॥ ৩০৮॥

শ্রীশ্রীরাধাদামোদরের নিকট বিদায়-গ্রহণ—

শ্রীজীবের প্রাণধন রাধাদামোদরে।
করয়ে দর্শন গিয়া অধৈর্য অন্তরে॥ ৩০৯॥
রাধাদামোদর প্রভু রসের আলয়।
শ্রীনিবাস-প্রতি অনুগ্রহ অতিশয়॥ ৩১০॥
কৈল যৈছে বিদায় কহিতে সাধ্য নাই।
শ্রীমালাপ্রসাদ দিলা শ্রীজীবগোসাঞী॥ ৩১১॥
শ্রীদামোদরের কৃপা দেখি' শ্রীনিবাসে।
হইলা অধৈর্য অতি মনের উল্লাসে॥ ৩১২॥
শ্রীনিবাসে নিকটে রাখিয়া কথোক্ষণ।
শ্রীনিবাস-প্রতি কহে সস্নেহ বচন॥ ৩১৩॥
—"নরোত্তম শ্যামানন্দ দোঁহে সঙ্গে লৈয়া।
গোস্বামীর পাশে যাহ ধৈর্যাবলম্বিয়া॥ ৩১৪॥
আমি এথা হৈতে যাই গোবিন্দ-মন্দিরে।
তথা যে আছয়ে কার্য সাধিব সত্বরে॥ ৩১৫॥
কথোক্ষণ পরে তথা আমিহ যাইব।
সর্বত্র তোমার আজি বিদায় হইব॥" ৩১৬॥
এত কহি' শ্রীগোবিন্দমন্দিরে চলিলা।
গ্রন্থারোহণের গাড়ী তথা আনাইলা॥ ৩১৭॥
আর যে যে কার্য্য শীঘ্র করি' সমাধান।
শ্রীভট্টগোস্বামি-পাশে করয়ে পয়ান॥ ৩১৮॥

দ্বিজ হরিদাসাচার্যের প্রসঙ্গ—

এথা শ্রীনিবাস দোঁহে লইয়া সঙ্গেতে।
গোস্বামীর পাশে চলে বিদায় হইতে॥ ৩১৯॥

সেই পথে নির্জন কুঞ্জেতে বৃক্ষতলে।
দ্বিজ হরিদাসাচার্য ভাসে নেত্রজলে ॥ ৩২০ ॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'—বলি' ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস।
অতি ক্ষীণ দেহ—নাই জীবনের আশ ॥ ৩২১ ॥
শ্রীনিবাস গিয়া তাঁ'র করিল দর্শন।
প্রণমিতে কৈল তেঁহো দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ৩২২ ॥
দ্বিজ হরিদাসাচার্য অতি স্নেহাবেশে।
শ্রীনিবাস-প্রতি কহে সুমধুর ভাষে ॥ ৩২৩ ॥
—"রজনী-প্রভাতে কালি গৌড়ে যাত্রা হ'বে।
আমি যে কহিয়ে তাহা অবশ্য করিবে ॥ ৩২৪ ॥
শ্রীদাস, গোকুলানন্দ আমার তনয়।
জন্মে জন্মে সেই দুই তোমার শিষ্য হয় ॥ ৩২৫ ॥
গৌড়ে গিয়া সে দোঁহারে দীক্ষামন্ত্র দিবা।
পরম দুর্লভ ভক্তিশাস্ত্র পড়াইবা ॥" ৩২৬ ॥
শুনি' শ্রীনিবাস হইলেন স্তব্ধপ্রায়।
দ্বিজ হরিদাসাচার্য প্রবোধে তাঁহায় ॥ ৩২৭ ॥
—"আপন-প্রভাব যৈছে না জান আপনে।
ইথে কিছু চিন্তামাত্র না করিহ মনে ॥ ৩২৮ ॥
পালিবে বচন মোর—ইথে নাহি দোষ।"
ঐছে কহি' শ্রীনিবাসে করিল সন্তোষ ॥ ৩২৯ ॥
হরিদাসাচার্যের অদ্ভুত গুণগণ।
কহিয়ে তাঁহার যৈছে ব্রজেতে গমন ॥ ৩৩০ ॥
প্রভু বিদ্যমানে প্রভু-আজ্ঞায় সকলে।
করে যাতায়াত গৌড়-ব্রজ-নীলাচলে ॥ ৩৩১ ॥
পণ্ডিত জগদানন্দ আসি' পুনঃ বৃন্দাবনে।
গৌড় হৈয়া গেল প্রভু-সন্নিধানে ॥ ৩৩২ ॥
ঐছে ভক্তগোষ্ঠী গৌড়, ক্ষেত্র, ব্রজপুরে।
নিরন্তর ভাসে সুখসমুদ্র-পাথারে ॥ ৩৩৩ ॥
অদ্বৈত-ইচ্ছায় প্রভু লীলা সম্বরিল।
দুঃখের সমুদ্রে সব জগৎ ডুবিল ॥ ৩৩৪ ॥
দ্বিজ হরিদাসাচার্য প্রভু-অদর্শনে।
দেহত্যাগ করিবেন—করিলেন মনে ॥ ৩৩৫ ॥
তিলার্ধেক ধৈরয ধরিতে নাহি পারে।
নিরন্তর নয়নের জলেই সাঁতারে ॥ ৩৩৬ ॥
কিছুই না ভায়—হিয়া জলে অগ্নিপ্রায়।
'কোথা গেলা প্রভু'—বলি' অবনী লোটায় ॥ ৩৩৭ ॥
'অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশিব রজনী বিহানে।
না রাখিব প্রাণ প্রভু গৌরচন্দ্র বিনে ॥' ৩৩৮ ॥
ঐছে বিচারিতে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল।
স্বপ্নচ্ছলে শ্রীগৌরসুন্দর দেখা দিল ॥ ৩৩৯ ॥
কিবা সে অদ্ভুত শোভা ভুবনমোহন!
জগৎ করয়ে আলো অঙ্গের কিরণ ॥ ৩৪০ ॥
কনক, বিদ্যুৎ কি উপমা তা'র আগে।
কোটি কোটি কন্দর্পের দর্প-ভয়ে ভাগে ॥ ৩৪১ ॥
বদনচন্দ্রমা জিনি' পূর্ণিমার শশী।
বরিষয়ে সুধা কি মধুর মৃদু হাসি ॥ ৩৪২ ॥
কিবা বা বাহু, বক্ষঃ পীন, নেত্র মনোহর।
কি নব ভঙ্গিতে গতি গঞ্জিয়া কুঞ্জর ॥ ৩৪৩ ॥
দ্বিজ হরিদাস দেখি' বিহ্বল হিয়ায়।
ধরি' সে চরণ মাথে ধূলায় লোটায় ॥ ৩৪৪ ॥
ভক্তের জীবন প্রভু শ্রীভুজযুগলে।
দ্বিজ হরিদাসে তুলি' লইলেন কোলে ॥ ৩৪৫ ॥
ভক্তাধীন প্রভু ধৈর্য ধরিতে না পারে।
নেত্রজলে সিঞ্চিয়া কহয়ে ধীরে ধীরে ॥ ৩৪৬ ॥
"শুনিতে তোমার খেদ বিদরে হৃদয়।
তুমি যে করিলা মনে, এ উচিত নয় ॥ ৩৪৭ ॥
প্রেমের স্বরূপ মোর প্রিয় শ্রীনিবাস।
তেঁহো গৌড়ে গ্রন্থরত্ন করিব প্রকাশ ॥ ৩৪৮ ॥
কহিতে কি—এ সকল পূর্বেই জানহ।
তাঁ'রে মিলি' তাঁহারে করিবা অনুগ্রহ ॥ ৩৪৯ ॥
আর এই তোমার নন্দন দুইজনে।
করাইবা শ্রীমন্ত্রগ্রহণ তাঁ'র স্থানে ॥ ৩৫০ ॥
সর্বসিদ্ধি হবে শ্রীনিবাস-কৃপা হৈতে।
এ-দোঁহার ভক্তিবল ব্যাপিব জগতে ॥ ৩৫১ ॥
তোমা-সহ সাক্ষাৎ হইব বৃন্দাবনে।
বিলম্ব না করো, শীঘ্র যাহ সেইখানে ॥ ৩৫২ ॥
নিরন্তর তোমার নিকটে আছি আমি।
মধ্যে মধ্যে আমারে দেখিতে পাবে তুমি ॥" ৩৫৩ ॥

ঐছে কত কহি' করি' দৃঢ় আলিঙ্গন।
ভকতবৎসল প্রভু হৈলা অদর্শন ॥ ৩৫৪ ॥
নিদ্রা ভঙ্গ হৈতে অতি ব্যাকুল হৈলা।
দেখি প্রাতঃকাল প্রাতে প্রাতঃক্রিয়া কৈলা ॥ ৩৫৫ ॥
পুত্রে বোলাইয়া কহে মধুর বচনে।
—"অদ্য আমি গমন করিব বৃন্দাবনে ॥ ৩৫৬ ॥
তোমা দোঁহাকার ভাগ্য কহিল না হয়।
শ্রীচৈতন্যপ্রভু অনুগ্রহ অতিশয় ॥ ৩৫৭ ॥
ওহে বাপু! প্রভুপ্রিয় শ্রীনিবাস-স্থানে।
দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিবা কথো দিনে ॥ ৩৫৮ ॥
তেঁহ ব্রজে গিয়া পুনঃ আসিব গৌড়েতে।
পরম অমূল্য ভক্তিগ্রন্থ প্রচারিতে ॥ ৩৫৯ ॥
তাঁ'রে দেখিতেই তাঁ'র প্রভাব জানিবে।
দেবের দুর্লভ ভক্তিরত্ন লভ্য হবে ॥" ৩৬০ ॥
ঐছে কত কহি' পুত্রে হইয়া বিদায়।
গৃহ হৈতে চলে কৃষ্ণচৈতন্য-ইচ্ছায় ॥ ৩৬১ ॥
কথো দিনে বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলা।
কিছুদিন পরম আনন্দে গোঙাইলা ॥ ৩৬২ ॥
দুঃখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা তার পর।
কহিতে সে সব কথা বিদরে অন্তর ॥ ৩৬৩ ॥
রূপ-সনাতন-গুণ সোঙরিয়া কান্দে।
সে দশা দেখিতে কেউ স্থির নাহি বান্ধে ॥ ৩৬৪ ॥
কি কহিব—হরিদাসাচার্যের যে রীতি।
যাঁহার স্মরণে মিলে নির্মল ভকতি ॥ ৩৬৫ ॥
এইরূপে বৃন্দাবনে গমন তাঁহার।
গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে না কৈলু বিস্তার ॥ ৩৬৬ ॥
শ্রীনিবাসাচার্যে অনুগ্রহ প্রকাশিয়া।
পুনঃপুনঃ আলিঙ্গয়ে অনেক কহিয়া ॥ ৩৬৭ ॥
হইয়া অধৈর্য অতি স্নেহে শ্রীনিবাসে।
করিতে বিদায়—সে নেত্রের জলে ভাসে ॥ ৩৬৮ ॥
শ্রীনরোত্তমেরে করি' দৃঢ় আলিঙ্গন।
কহিল যতেক তাহা না হয় বর্ণন ॥ ৩৬৯ ॥
শ্যামানন্দে আলিঙ্গন করি' কৃপাময়।
হইয়া ব্যাকুল মহামঙ্গল চিন্তয় ॥ ৩৭০ ॥

ব্রজবাসী কানাইর সহিত শ্রীনিবাসাচার্য-প্রভুর সাক্ষাৎ—

শ্রীনিবাসাচার্য আদি হইয়া বিদায়।
নেত্রজলে ভাসে অতি অধৈর্য হিয়ায় ॥ ৩৭১ ॥
যমুনার তীরে এক বৃক্ষ মনোহর।
পরম নির্জন স্থান—অন্য-অগোচর ॥ ৩৭২ ॥
কানা'য়া নামেতে এক বিপ্র ব্রজবাসী।
কৃষ্ণে আরাধয়ে সেই বৃক্ষতলে বসি' ॥ ৩৭৩ ॥
তথা শ্রীনিবাস গিয়া প্রণমিতে তাঁ'রে।
তেঁহ আলিঙ্গন করি' ছাড়িতে না পারে ॥ ৩৭৪ ॥
অশ্রুজলে সিঞ্চিয়া কহয়ে বার বার।
—"এই যে হইল দেখা, না হইব আর ॥ ৩৭৫ ॥
তুমি প্রেমময়—গৌড়ে গ্রন্থ প্রচারিবা।
অনায়াসে জীবের কল্মষ নাশাইবা ॥ ৩৭৬ ॥
রূপ-সনাতনের করুণাপাত্র তুমি।
তোমার সৌভাগ্য তা' কহিব কত আমি ?" ৩৭৭ ॥
এত কহি রূপ-সনাতনের চরিতে।
হৈলা মহাবিহ্বল, নারয়ে স্থির হৈতে ॥ ৩৭৮ ॥
রূপ-সনাতন-প্রতি যৈছে প্রীত তাঁ'র।
কহি কিছু'—বিস্তারি' নারিয়ে বর্ণিবার ॥ ৩৭৯ ॥
কানাইর মাতা অতি স্নেহের আলয়।
রূপ-সনাতনে তাঁ'র বাৎসল্যাতিশয় ॥ ৩৮০ ॥
কে বুঝিতে পারে কানাইর যৈছে রীতি ?
রূপ-সনাতনের নিকটে সদা স্থিতি ॥ ৩৮১ ॥
শ্রীরূপ-সনাতনে পরম আদরে।
মধ্যে মধ্যে ভিক্ষা করায়েন লৈয়া ঘরে ॥ ৩৮২ ॥
ফল, মূল, শাকাদি মিলয়ে যবে যাহা।
দোঁহার বাসায় অতি যত্নে দেন তাহা ॥ ৩৮৩ ॥
একদিন শ্রীকৃষ্ণ কানাইরূপ ধরি'।
সনাতন গোস্বামীরে দিলা মাধুকরী ॥ ৩৮৪ ॥
কানাইর ছলে ঐছে কৃষ্ণের বিলাস।
হইল কানা'য়া-গুণ সর্বত্র প্রকাশ ॥ ৩৮৫ ॥
কানাইরে কেহ না ছাড়ে তিলমাত্র।
সনাতন-রূপের পরম প্রিয়পাত্র ॥ ৩৮৬ ॥

সনাতন-রূপ গোস্বামীর অদর্শনে।
ছাড়িব জীবন,—এই দঢ়াইল মনে ॥ ৩৮৭ ॥
সে দোঁহার ইচ্ছামতে রহিল জীবন।
গৃহ ত্যাগ করি' কৈল ব্রজেতে ভ্রমণ ॥ ৩৮৮ ॥
যমুনার তীরে বাস কৈল বৃক্ষতলে।
ধূলায় লোটায় সদা, ভাসে নেত্রজলে ॥ ৩৮৯ ॥
রূপ-সনাতন বলি' ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
সে দুঁহু বিহনে নাই জীবনের আশ ॥ ৩৯০ ॥
সে দশা দেখিয়া শ্রীনিবাস নহে স্থির।
বিদায় হইলা নেত্রে বহে প্রেমনীর ॥ ৩৯১ ॥

শ্রীভূগর্ভগোস্বামীর নিকট শ্রীনিবাসের বিদায়-গ্রহণ—

শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর নিকটে যাইয়া।
প্রণমিল তাঁ'রে সবে ভূমে লোটাইয়া ॥ ৩৯২ ॥
তেঁহ স্নেহাবেশে করিলেন আলিঙ্গন।
শ্রীনিবাস ক্রমে সব কৈল নিবেদন ॥ ৩৯৩ ॥
গোস্বামী করিল আজ্ঞা প্রবোধি' সবারে।
"যাত্রাকালে যাবো কালি গোবিন্দমন্দিরে ॥ ৩৯৪ ॥
বিদায় করিতে প্রাণ বিদরে আমার।"
এতে কহিতেই নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ৩৯৫ ॥
কিবা গোস্বামীর স্নেহ! কহিতে কে পারে?
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সমর্পিলেন সবারে ॥ ৩৯৬ ॥
সবে গোস্বামীর পদে পুনঃ প্রণমিয়া।
চলিলেন অতিশয় ব্যাকুল হইয়া ॥ ৩৯৭ ॥

শ্রীনিবাস প্রভৃতির শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর নিকট গমন—

শ্রীভট্টগোস্বামি-পাশে করিতে গমন।
পথে আর বৈষ্ণবের পাইলা দর্শন ॥ ৩৯৮ ॥
তাঁ'সবারে প্রার্থনা করিয়া কত মতে।
অনুমতি পাইয়া চলিলা কুঞ্জ-পথে ॥ ৩৯৯ ॥
সেই পথে আইসেন শ্রীজীবগোসাঞী।
তেঁহ লৈয়া চলে ভট্টগোসাঞীর ঠাঞি ॥ ৪০০ ॥
শ্রীগোপালভট্ট বসি' আছয়ে নির্জনে।
সমর্পিয়া নেত্র, মন শ্রীরাধারমণে ॥ ৪০১ ॥
ক্ষণে নিজকৃত পদ্য পঢ়য়ে সুস্বরে।
শুনিতে সে নামাবলী কেবা ধৈর্য ধরে? ৪০২ ॥

তথাহি—

ভাণ্ডীরেশ শিখণ্ডমণ্ডনবর শ্রীখণ্ডলিপ্তাঙ্গ হে!
বৃন্দারণ্যপুরন্দর স্ফুরদমন্দেন্দীবরশ্যামল!
কালিন্দীপ্রিয় নন্দনন্দন পরানন্দারবিন্দেক্ষণ!
শ্রীগোবিন্দ মুকুন্দ সুন্দরতনো মাং দীনমানন্দয় ॥ ৪০৩

অন্বয়। হে ভাণ্ডীরেশ (ভাণ্ডীরবনাধিপতে), শিখণ্ডমণ্ডনবর (শিখিপুচ্ছমণ্ডিতবর), শ্রীখণ্ডলিপ্তাঙ্গ (চন্দনচর্চিতাঙ্গ), বৃন্দারণ্যপুরন্দর (বৃন্দাবনচৌর), স্ফুরদমন্দেন্দীবরশ্যামল (বিকসিতসুন্দরেন্দীবরশ্যামল), কালিন্দী-প্রিয় (যমুনাপ্রিয়), নন্দনন্দন, পরানন্দ, অরবিন্দেক্ষণ (কমলনয়ন), শ্রীগোবিন্দ, মুকুন্দ, সুন্দরতনো (কমনীয়দেহ)! দীনং মাং আনন্দয় (আনন্দিতং কুরু) ॥ ৪০৩ ॥

অনুবাদ। হে ভাণ্ডীরবনাধিপতে, শিখিপুচ্ছমণ্ডিতবর, চন্দনচর্চিতাঙ্গ, বৃন্দাবনলম্পট, বিকসিতসুন্দর নীলপদ্মের ন্যায় শ্যামল, কালিন্দীরমণ, নন্দনন্দন, পরানন্দ, কমলনয়ন, গোবিন্দ, মুকুন্দ, কমনীয়দেহ! দীন আমাকে আনন্দ দান কর ॥ ৪০৩ ॥

শ্রীভট্টগোস্বামি-চেষ্টা কহনে না যায়।
শ্রীজীব গমন শুনি' পথপানে চায় ॥ ৪০৪ ॥
শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীনিবাসাদি-সহিত।
শ্রীভট্টগোস্বামি-পাশে হৈলা উপনীত ॥ ৪০৫ ॥
প্রণমিয়া গোস্বামীরে কহে বার বার।
—"শ্রীনিবাসে করো পূর্ণ শক্তির সঞ্চার ॥ ৪০৬ ॥
শ্রীনিবাস-মাথে ধরো চরণযুগল।
নির্বিঘ্নে যায়েন যেন শ্রীগৌড়মণ্ডল ॥ ৪০৭ ॥
পাষণ্ডিগণের দর্প করিয়া খণ্ডন।
স্বচ্ছন্দে করেন যেন গ্রন্থ বিতরণ ॥" ৪০৮ ॥
ঐছে কত শুনি' কহে শ্রীভট্টগোসাঞী।
করিল প্রার্থনা রাধারমণের ঠাঞি ॥ ৪০৯ ॥
শ্রীরাধারমণ শ্রীনিবাসে কৃপা করি'।
করিল বিদায় যৈছে কহিতে না পারি ॥ ৪১০ ॥

শ্রীভট্টগোসাঞী দেখি' কৃপা শ্রীনিবাসে।
শ্রীপ্রসাদী মালা আনি' দিল স্নেহাবেশে ॥ ৪১১ ॥
শ্রীনিবাস ভূমিতে পড়িয়া বার বার।
করয়ে প্রণাম, নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ৪১২ ॥
শ্রীগোপালভট্ট স্থির করি' মৃদুভাষে।
শ্রীরাধারমণে সমর্পিলা শ্রীনিবাসে ॥ ৪১৩ ॥
শ্রীনিবাসে করি' অনুগ্রহের অবধি।
আজ্ঞা কৈলা—"অচিরে হউক সব সিদ্ধি" ॥ ৪১৪ ॥
নরোত্তম-প্রতি কহে মধুর বচন।
—"মনোরথ সিদ্ধি করু শ্রীরাধারমণ ॥" ৪১৫ ॥
শ্যামানন্দ-প্রতি স্নেহে কহে বার বার।
—"শ্রীরাধারমণ কৃপা করুন তোমার ॥" ৪১৬ ॥
এত কহি' সবারে করেন আলিঙ্গন।
এ-সকলে কৈল যত্নে চরণ বন্দন ॥ ৪১৭ ॥
শ্রীভট্টগোস্বামী কহে জীবগোস্বামীরে।
—"কালি প্রাতে যাইব শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরে ॥" ৪১৮ ॥
শ্রীজীবগোস্বামী প্রণমিয়া সবা সনে।
চলিলেন লোকনাথ গোস্বামীর স্থানে ॥ ৪১৯ ॥

শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর নিকট বিদায়-গ্রহণ—

গোস্বামী আছেন একা নিভৃতে বসিয়া।
শ্রীরাধাবিনোদ-মুখচন্দ্রে নেত্র দিয়া ॥ ৪২০ ॥
দেখি' লোকনাথ শ্রীজীবের আগমন।
স্নেহাবেশে হৈলা যৈছে না হয় বর্ণন ॥ ৪২১ ॥
প্রণমিয়া শ্রীজীব কহয়ে মৃদু ভাষে।
—"কালি প্রাতে যাত্রা করিবেন গৌড়দেশে ॥" ৪২২॥
লোকনাথ শ্রীরাধাবিনোদে জানাইলা।
তাঁ'র অনুগ্রহ-মালা শ্রীনিবাসে দিলা ॥ ৪২৩ ॥
শ্রীনিবাস আদি সবা প্রতি স্নেহাবেশে।
কহিল যতেক তা' কহিতে না আইসে ॥ ৪২৪ ॥
শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ তিনে।
ভূমে পড়ি' প্রণময়ে গোসাঞীর চরণে ॥ ৪২৫ ॥
লোকনাথ গোস্বামী ধরিতে নারে হিয়া।
নেত্রজলে সিঞ্চিল সবারে আলিঙ্গিয়া ॥ ৪২৬ ॥
ধৈর্যাবলম্বিয়া কহে শ্রীজীবের আগে।
—"এ সবার ভার যে তোমারে সব লাগে ॥" ৪২৭ ॥
শ্রীজীবগোস্বামী নানা দৈন্য প্রকাশিয়া।
সবা-সহ চলে গোস্বামীরে প্রণমিয়া ॥ ৪২৮ ॥

শ্রীশ্রীগোপীনাথ-মন্দিরে মধুপণ্ডিত প্রভৃতির নিকট বিদায়-গ্রহণ—

গিয়া গোপীনাথের করিলা সন্দর্শন।
কিবা সে অদ্ভুত ভঙ্গি ভুবনমোহন !! ৪২৯ ॥
দেখিতে সে শোভা যাহা হইল অন্তরে।
একমুখে তাহা কে বর্ণিতে শক্তি ধরে ॥ ৪৩০ ॥
শ্রীজীব শ্রীমধুপণ্ডিতাদি-প্রতি কয়।
—"শ্রীনিবাস-গমন নির্বিঘ্নে যেন হয় ॥" ৪৩১ ॥
শ্রীমধুপণ্ডিত গোপীনাথে জানাইল।
শ্রীনিবাসে প্রভু আজ্ঞা-মালা আনি' দিল ॥ ৪৩২ ॥
শ্রীনিবাস ভূমে প্রণময়ে বার বার।
বিদায় হইতে নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ৪৩৩ ॥
শ্রীনিবাসে সুস্থির করিয়া সর্বজনে।
আজ্ঞা কৈল—"পুনশ্চ আসিবা বৃন্দাবনে ॥" ৪৩৪ ॥
নরোত্তম, শ্যামানন্দে অনুগ্রহ করি'।
কহিল যতেক তাহা কহিতে না পারি ॥ ৪৩৫ ॥
প্রেমাবেশে সবে এ-সবারে আলিঙ্গিলা।
সবে ভূমে পড়ি' সে সকলে প্রণমিলা ॥ ৪৩৬ ॥
শ্রীজীবগোস্বামী প্রতি কহয়ে সকলে।
—"একত্র হইব কালি প্রাতে যাত্রাকালে ॥" ৪৩৭ ॥
শুনিয়া শ্রীজীব নিদেশয়ে শ্রীনিবাসে।
—"এবে যাহ সবে গোপীশ্বরের আবাসে ॥" ৪৩৮ ॥

শ্রীশ্রীগোপীশ্বরের নিকট সকলের বিদায়-গ্রহণ—

শ্রীনিবাসাচার্যাদি গেলেন গোপীশ্বরে।
শ্রীজীবগোস্বামী গেলা শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরে ॥ ৪৩৯ ॥
শ্রীনিবাস করি' গোপীশ্বরের দর্শন।
করিল প্রার্থনা যত না হয় বর্ণন ॥ ৪৪০ ॥
গোপীশ্বর পরম প্রসন্ন শ্রীনিবাসে।
অলক্ষিতে বিদায় করিলা বিপ্রবেশে ॥ ৪৪১ ॥

নরোত্তম, শ্যামানন্দ ব্যাকুল হইয়া।
গোপীশ্বরে যে কহে তা' শুনি' দ্রবে হিয়া ॥ ৪৪২ ॥
প্রণমিয়া যত্নে শ্রীশঙ্কর-গোপীশ্বরে।
শ্রীনিবাস আচার্যাদি চলে ধীরে ধীরে ॥ ৪৪৩ ॥

শ্রীল কাশীশ্বরগোস্বামীর প্রসঙ্গ—

কাশীশ্বরগোস্বামীর সমাধি দেখিয়া।
করিলেন প্রণাম ধূলায় লোটাইয়া ॥ ৪৪৪ ॥
কাশীশ্বর-মহিমা কহিতে কেবা জানে।
শ্রীগৌরগোবিন্দে যে আনিলা বৃন্দাবনে ॥ ৪৪৫ ॥
গোবিন্দের দক্ষিণেতে তাঁ'রে বসাইয়া।
দেখি' দুঁহু-শোভা উমড়য়ে হিয়া ॥ ৪৪৬ ॥
শ্রীচৈতন্য শ্রীকাশীশ্বরের প্রেমবশে।
শ্রীবিগ্রহরূপে আইলা পশ্চিম প্রদেশে ॥ ৪৪৭ ॥

তথাহি শ্রীসাধনদীপিকায়াম্—

শ্রীমৎকাশীশ্বরং বন্দে যৎপ্রীতিবশতঃ স্বয়ম্।
চৈতন্যদেবঃ কৃপয়া পশ্চিমং দেশমাগতঃ ॥ ৪৪৮ ॥

অন্বয়। যৎপ্রীতিবশতঃ (যস্য কাশীশ্বরস্য প্রেমবশাৎ) চৈতন্যদেবঃ স্বয়ং কৃপয়া পশ্চিমং দেশম্ আগতঃ (তং) শ্রীমৎকাশীশ্বরং বন্দে ॥ ৪৪৮ ॥

অনুবাদ। শ্রীসাধনদীপিকায়—যাঁহার প্রেমবশে চৈতন্যদেব স্বয়ং কৃপাপূর্বক পশ্চিমদেশে শ্রীবিগ্রহরূপে আগমন করিয়াছেন, সেই শ্রীল কাশীশ্বর গোস্বামীকে বন্দনা করি॥

প্রভুপ্রিয় কাশীশ্বর বিদিত ভুবনে।
শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন মগ্ন যাঁ'র গুণে ॥ ৪৪৯ ॥
শ্রীনিবাস আচার্য সে সব সোঙরিয়া।
হইলেন অধৈর্য, ধরিতে নারে হিয়া ॥ ৪৫০ ॥
বার বার প্রণময়ে পড়িয়া ভূমিতে।
না জানে কি হবে হিয়া বিদায় হইতে ॥ ৪৫১ ॥

শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামীর প্রসঙ্গ—

রঘুনাথ ভট্টের সমাধি নিরখিয়া।
ভাসয়ে নেত্রের জলে বিদরয়ে হিয়া ॥ ৪৫২ ॥
রঘুনাথভট্ট গোস্বামীর গুণগণ।
শ্রবণমাত্রেতে কা'র না জুড়ায় মন? ৪৫৩ ॥
সর্বশাস্ত্রে অধ্যাপক, চর্চা শ্রবণেতে।
বৃহস্পতি সাধুবাদ করে হর্ষচিতে ॥ ৪৫৪ ॥
ভাগবত-পাঠের উপমা দিতে নাই।
ব্যাসাদি শুনিতে সাধ করে সুখ পাই ॥ ৪৫৫ ॥
যাঁ'র ভক্তিরীতি দেখি' দেবের বিস্ময়।
ভট্টের মহিমা শ্রীনিবাস ঐছে কয় ॥ ৪৫৬ ॥
শ্রীনিবাসাদিক ভূমে পড়ি' প্রণমিয়া।
গোবিন্দ-মন্দিরে গেলা বিদায় হইয়া ॥ ৪৫৭ ॥

শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরে শ্রীগোবিন্দ-দর্শনে

অনুরাগ—

গোবিন্দ-দর্শনে মহাবিহ্বল হইলা।
শ্রীজীবগোস্বামী সঙ্গে বাসায় চলিলা ॥ ৪৫৮ ॥
অনুরাগ প্রবল বাড়য়ে ক্ষণে ক্ষণে।
নিজকৃত গীত গায়—আপনা না জানে ॥ ৪৫৯ ॥
শ্রীরাধিকা সখী-প্রতি কহে বার বার।
—"দেখিল গোবিন্দ-রূপ অমিয়া-পাথার ॥" ৪৬০ ॥

সুহই রাগ—

বদন-চান্দ কুন্ কুন্দারে কুন্দিল গো,
কে না কুন্দিল দু'টি আঁখি।
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে গো,
সেই সে পরাণ তা'র সাক্ষী ॥ ৪৬১ ॥
রতন কাটিয়া কেবা যতন করিয়া গো
কে না গড়াইয়া দিল কাণে।
মনের সহিতে মোর এ পাঁচ পরাণে গো
যোগী হৈল উহারি ধিয়ানে ॥ ৪৬২ ॥
নাসিকা-উপরে শোভে এ গজমুকুতা গো
সোণায় মণ্ডিত তা'র পাশে।
বিজুরি-জড়িত কিবা চান্দের কলিকা গো
মেঘের আড়ালে থাকি' হাসে ॥ ৪৬৩ ॥
সুন্দর কপালে শোহে সুন্দর তিলক গো,
তাহে শোভে অলকার পাঁতি।
হিয়ার মাঝারে মোর ঝলমল করে গো,
চান্দে যেন ভ্রমরার পাঁতি ॥ ৪৬৪ ॥

মদন-ফাঁদ্‌য়াওনা চূড়ার টালনি গো,
উহা না শিখিয়াছিল কোথা।
এ বুক ভরিয়া মুখ দেখিতে না পাইু গো
এ বড়ি মরমে মোর ব্যথা ॥ ৪৬৫ ॥
কেমন মধুর সে না বোলখানি খানি গো,
হাতের উপরে লাগি পাঙ।
তেমন করিয়া যদি বিধাতা গড়িত গো,
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া তাহা খাঙ ॥ ৪৬৬ ॥
করিবর-কর জিনি' বাহুর বলনী গো,
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তার আগে।
যৌবনবনের পাখী পিয়াসে মরয়ে গো,
তাহারি পরশ-রস মাগে ॥ ৪৬৭ ॥
ঠমকি ঠমকি যায় তেরচ নয়নে চায়,
যেনমত গজরাজ মাতা।
শ্রীনিবাস দাসে কয় ওরূপ লখিল নয়,
রূপসিন্ধু গড়িল বিধাতা ॥ ৪৬৮ ॥

অনুরাগে শ্রীনিবাস ধৈর্য্য নাহি বাঁধে।
'কি মধুর মাধুরী দেখিলু'—বলি' কান্দে ॥ ৪৬৯ ॥
শ্রীজীবগোস্বামী কত যত্নে করি' স্থির।
সুখের আবেশে গেলা আপন কুটীর ॥ ৪৭০ ॥
শ্রীনিবাস আপনার বাসায় রহিলা।
নরোত্তম, শ্যামানন্দ নিজ বাসায় গেলা ॥ ৪৭১ ॥
সর্বত্র দর্শনাবেশে দিবস গোঙাই।
রাত্রে যে করয়ে খেদ তার অন্ত নাই ॥ ৪৭২ ॥
দু'টি বাহু তুলিয়া কহয়ে বারে বারে।
—"এ সুখে বঞ্চিত বিধি করিল আমারে ॥ ৪৭৩ ॥
শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন।
মো অধমে পুনঃ কি দিবেন দরশন ॥ ৪৭৪ ॥
শ্রীরাধাবিনোদ, রাধারমণ প্রভুরে।
পুনঃ কি দেখিব প্রভু রাধাদামোদরে ॥ ৪৭৫ ॥
শ্রীগোপালভট্ট প্রভু আনি' ব্রজপুরে।
পুনঃ কি দিবেন পাদপদ্ম-সেবা মোরে ॥ ৪৭৬ ॥
গোস্বামী শ্রীলোকনাথ করুণাবিগ্রহ।
মো অধমে পুনঃ কি করিব অনুগ্রহ ॥ ৪৭৭ ॥
কৃপাময় ভূগর্ভ গোস্বামী কৃপা করি'।
পুনঃ কি আনিব মো পাপীর কেশ ধরি' ॥ ৪৭৮ ॥
গোস্বামী শ্রীরঘুনাথদাস দয়ানিধি।
পুনঃ কি করিব মোর মনোরথসিধি ॥ ৪৭৯ ॥
শ্রীজীবগোস্বামী দীন দুঃখীর জীবন।
পুনঃ কি দেখিব আমি তাঁ'র শ্রীচরণ ॥ ৪৮০ ॥
হা হা প্রভুপ্রিয়গণ! মো হেন দুর্জ্জনে।
পুনঃ ব্রজে আনি' কি রাখিবা সন্নিধানে ॥' ৪৮১ ॥
ঐছে কত কহিতে কহিতে নাহি পারে।
কণ্ঠ রুদ্ধ হয়, নেত্রজলেই সাঁতারে ॥ ৪৮২ ॥
শ্রীনরোত্তমের খেদ কহা নাহি যায়।
যাহার শ্রবণে দারু পাষাণ মিলায় ॥ ৪৮৩ ॥
শ্যামানন্দ অতিশয় ব্যাকুল অন্তরে।
করয়ে যতেক খেদ, কহিতে কে পারে ॥ ৪৮৪ ॥
করিতে না পারে কেহো ধৈর্য্যাবলম্বন।
বিচ্ছেদ চিন্তায় নিশি করে জাগরণ ॥ ৪৮৫ ॥
শ্রীনিবাস চিত্তে যে উদ্বেগ উপজয়।
তাহা সে জানেন শ্রীগোবিন্দ দয়াময় ॥ ৪৮৬ ॥

শ্রীনিবাসের প্রতি শ্রীগোবিন্দদেবের স্বপ্নাদেশ ও বিদায়দান

শ্রীগোবিন্দদেবের ইচ্ছায় রাত্রিশেষে।
হই কিঞ্চিৎ নিদ্রাবেশ শ্রীনিবাসে ॥ ৪৮৭ ॥
স্বপ্নচ্ছলে শ্রীগোবিন্দ মন্দির হইতে।
গজেন্দ্রগমনে আইলা আচার্য্য অগ্রেতে ॥ ৪৮৮ ॥
জিনি' পুঞ্জ অঞ্জন, জলজ নীলমণি।
রূপের ছটায় কোটি মদন নিছনি ॥ ৪৮৯ ॥
নানা রত্নভূষণে ভূষিত কলেবর।
শিরে শিখিপিঞ্ছ-চূড়া পরম সুন্দর ॥ ৪৯০ ॥
প্রত্যঙ্গ অদ্ভুত শোভা—উপমা কি তায়!
সুদীর্ঘ লোচনভঙ্গি ভুবন মাতায় ॥ ৪৯১ ॥
লক্ষ লক্ষ চন্দ্রমা জিনিয়া চান্দমুখে।
হাসিয়া কহয়ে শ্রীনিবাসে মহাসুখে ॥ ৪৯২ ॥
—"অহে শ্রীনিবাস! খেদ কর সম্বরণ।
শুনিতে না জানি প্রাণ করয়ে কেমন ॥ ৪৯৩ ॥

তুমি মোর প্রেমমূর্ত্তি, না জান তা' তুমি।
নিরন্তর তোমার নিকটে আছি আমি ॥ ৪৯৪ ॥
মোর মনোঽভীষ্ট যে তা' অনেক প্রকারে।
করিলু প্রকাশ রূপসনাতন-দ্বারে ॥ ৪৯৫ ॥
তোমাদ্বারে গ্রন্থরত্ন করি' বিতরণ।
হরিব জীবের দুঃখ দিয়া প্রেমধন ॥ ৪৯৬ ॥
যে জন লইবে আসি' শরণ তোমার।
তারে আমি অবশ্য করিব অঙ্গীকার ॥ ৪৯৭ ॥
হইব তোমার শিষ্য ভাগ্যবন্তগণ।
তা' সবা লইয়া আস্বাদিবা সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৪৯৮ ॥
কোনমতে কিছু চিন্তা না করিহ চিতে।
মধ্যে মধ্যে ঐছে মোরে পাইবা দেখিতে ॥" ৪৯৯ ॥

এত কহি' শ্রীনিবাসে করি' অনুগ্রহ।
হইলেন কি অদ্ভুত শ্রীগৌর-বিগ্রহ ॥ ৫০০ ॥
দেখি' শ্রীনিবাস নারে ধৈর্য্য ধরিবারে।
লক্ষ লক্ষ লোচন মাগয়ে বিধাতারে ॥ ৫০১ ॥
ভূমে পড়ি' করয়ে শ্রীচরণ বন্দন।
প্রভু শ্রীনিবাস-মাথে ধরয়ে চরণ ॥ ৫০২ ॥
আলিঙ্গন করি' গৌড়ে বিদায় করিয়া।
মন্দিরে প্রবেশে গৌরমূর্ত্তি সম্বরিয়া ॥ ৫০৩ ॥
শ্রীগোবিন্দ অদর্শনে ব্যাকুলহৃদয়।
জাগিয়া দেখয়ে—নিশি প্রভাত-সময় ॥ ৫০৪ ॥
পরম গভীর শ্রীনিবাস ধৈর্য্য ধরি'।
বসিল নিভৃতে প্রাতঃক্রিয়াদিক করি' ॥ ৫০৫ ॥
শ্রীনরোত্তমের তথা হৈল আগমন।
সঙ্গে শ্যামানন্দ সর্ব্বমতে বিচক্ষণ ॥ ৫০৬ ॥
শ্রীনিবাস আচার্য্য এ দোহে সঙ্গে লৈয়া।
শ্রীজীবগোস্বামি-পাশে মিলিলেন গিয়া ॥ ৫০৭ ॥
তেঁহ শ্রীনিবাসাদি-সবারে সঙ্গে করি'।
শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরে আইলা শীঘ্র করি' ॥ ৫০৮ ॥
তথা সব মহান্তের হৈল আগমন।
তা' সবার নাম কহি শুভের কারণ ॥ ৫০৯ ॥

শ্রীনিবাসের বিদায়কালে সমবেত মহান্ত বৈষ্ণববৃন্দ

গোস্বামী গোপালভট্ট অতি দয়াময়।
ভূগর্ভ, শ্রীলোকনাথ গুণের আলয় ॥ ৫১০ ॥
শ্রীমাধব, শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য।
শ্রীমধুপণ্ডিত—যাঁ'র চরিত্র আশ্চর্য ॥ ৫১১ ॥
প্রেমী কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী।
রাঘবপণ্ডিত প্রেমভক্তি-অধিকারী ॥ ৫১২ ॥
যাদব আচার্য্য, নারায়ণ কৃপাবান্।
শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ গোসাঞী, গোবিন্দ, ঈশান ॥ ৫১৩ ॥
শ্রীগোবিন্দ, বাণী কৃষ্ণদাস অত্যুদার।
শ্রীউদ্ধব—মধ্যে মধ্যে গৌড়ে গতি যাঁর ॥ ৫১৪ ॥
দ্বিজ হরিদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
শ্রীগোপালদাস—যাঁর অলৌকিক কাজ ॥ ৫১৫ ॥
আইলা বৈষ্ণব যত কত নিব নাম।
ব্রজবাসিগণ আইলা আনন্দের ধাম ॥ ৫১৬ ॥
শ্রীজীবগোস্বামী কৃষ্ণপণ্ডিতাদি সুখে।
আনাইলা গ্রন্থরত্ন সবার সম্মুখে ॥ ৫১৭ ॥
সবাকার অনুমতি পা'য়া সেইক্ষণ।
করাইলা গাড়ীতে গ্রন্থের আরোহণ ॥ ৫১৮ ॥
গ্রন্থের সম্পুট রাখাইলা সাবধানে।
গাড়ী চালাইতে আজ্ঞা কৈল সর্ব্বজনে ॥ ৫১৯ ॥
শুভক্ষণে গাড়ী চালাইলা গাড়োয়ান।
আগে পাছে চলে পদাতিক ভাগ্যবান্ ॥ ৫২০ ॥
আর এক লোক যোগ্য সর্ব্বপ্রকারেতে।
অতি সাবধানে চলে গাড়ীর সঙ্গেতে ॥ ৫২১ ॥
এইরূপে গাড়ী চলে মথুরার পথে।
কথোদূর সকল গোস্বামী চলে সাথে ॥ ৫২২ ॥
কহি' কত অতিশয় ব্যাকুল হিয়ায়।
শ্রীনিবাস আচার্য্যেরে করিলা বিদায় ॥ ৫২৩ ॥
শ্রীনিবাসাদি অতি ব্যাকুল হইয়া।
চলিলেন সবার চরণে প্রণমিয়া ॥ ৫২৪ ॥
শ্রীজীবগোস্বামী আদি বিজ্ঞ কথোজন।
করিলেন শ্রীমথুরা পর্য্যন্ত গমন ॥ ৫২৫ ॥

আর সবে নিজ নিজ বাসায় চলিলা।
কে বর্ণিব—বিচ্ছেদে যেরূপ সবে হৈলা ॥ ৫২৬ ॥
এথা মথুরায় সবে হৈলা উপনীত।
মথুরানিবাসী লোক অতি উল্লসিত ॥ ৫২৭ ॥
সে দিবস যে কৌতুক মথুরা নগরে।
গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে নারি বর্ণিবারে ॥ ৫২৮ ॥
কৃষ্ণকথারসে দিবারাত্রি গোঙাইয়া।
মথুরা হইতে চলে প্রভাতে উঠিয়া ॥ ৫২৯ ॥
শ্রীজীবগোস্বামী কথোদূর গেলা সঙ্গে।
বিদায়সময়ে ভাসে দুঃখের তরঙ্গে ॥ ৫৩০ ॥
শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরে করি' কোলে।
করিলেন সিক্ত দু'টি নয়নের জলে ॥ ৫৩১ ॥
নরোত্তম, শ্যামানন্দ দোঁহে সমর্পিয়া।
বিদায় করিলা অতি ব্যাকুল হইয়া ॥ ৫৩২ ॥
শ্রীনরোত্তমেরে করি' দৃঢ় আলিঙ্গন।
কহিলেন যৈছে তাহা না হয় বর্ণন ॥ ৫৩৩ ॥
শ্যামানন্দে সমর্পণ করিয়া স্নেহেতে।
আলিঙ্গন করি' তারে নারে স্থির হৈতে ॥ ৫৩৪ ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ পণ্ডিত রাঘব।
শ্রীগোপাল মাধবাদি যতেক বৈষ্ণব ॥ ৫৩৫ ॥
সকলে অধৈর্য্য হৈলা বিদায়ের কালে।
শ্রীনিবাস-আদি সিক্ত হৈলা নেত্রজলে ॥ ৫৩৬ ॥
পরস্পর আলিঙ্গন প্রণামাদি যৈছে।
সে অতি আশ্চর্য্য, তা' বর্ণিব কেবা কৈছে ॥ ৫৩৭ ॥
মথুরার গৃহস্থ বৈষ্ণব, শিষ্টগণ।
সে সকলে করিলেন অনেক ক্রন্দন ॥ ৫৩৮ ॥
শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি সে সব-সহিতে।
যথাযোগ্য মিলিলেন কান্দিতে কান্দিতে ॥ ৫৩৯ ॥
বিদায় হইলা শ্রীআচার্য্য বিজ্ঞবর।
সবে বাহুড়িয়া গেলা নিজ নিজ ঘর ॥ ৫৪০ ॥
শ্রীজীবগোস্বামী-আদি গেলা বৃন্দাবন।
সকলে করেন শুভ চিন্তা অনুক্ষণ ॥ ৫৪১ ॥
এথা শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি সাবধানে।
চলিলেন গৌড়ে লৈয়া গ্রন্থরত্নগণে ॥ ৫৪২ ॥
শ্রীনিবাস আচার্য্যের শ্রীগৌড়-গমন।
যে শুনে তাহারে মিলে ভকতিরতন ॥ ৫৪৩ ॥
শ্রীনিবাস-আচার্য্যচরণ চিন্তা করি'।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥ ৫৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভক্তিরত্নাকরে শ্রীনিবাসাচার্য্যস্য বৃন্দাবনাদ্গৌড়-গমনবর্ণনং নাম ষষ্ঠস্তরঙ্গঃ ॥

সপ্তম তরঙ্গ

কথাসার—এই তরঙ্গে শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর সহিত প্রেরিত গোস্বামি-গ্রন্থ-সম্পুটের বিষ্ণুপুরে চুরি, রাজা বীরহাম্বীরের প্রতি আচার্য্য প্রভুর কৃপা ও গ্রন্থোদ্ধার, শ্রীল শ্যামানন্দের উৎকলে এবং শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের গৌড়দেশে গমন প্রভৃতি প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীলজীবগোস্বামিচরণপ্রদত্ত গ্রন্থ-সম্পুট লইয়া শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুত্রয় গৌড়দেশের পথে বনবিষ্ণুপুরে উপস্থিত হইলে তথাকার দস্যু-স্বভাব রাজা বীরহাম্বীরের তস্করগণ প্রভূত ধনলাভের আশায় গভীর রাত্রিতে সম্পুটটী অপহরণ করিয়া রাজার নিকট লইয়া যায়। গ্রন্থরাজিদর্শনে রাজার হঠাৎ নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় এবং তিনি গ্রন্থাচার্য্যের দর্শন-লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া ভাগ্যক্রমে স্বপ্নযোগে তাঁহার দর্শন পান ও আশ্বস্ত হন। এদিকে প্রভুত্রয় গ্রন্থাপহরণে প্রাণ-পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হন। অনুসন্ধানে শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য জনৈক ব্যক্তির নিকট বিষ্ণুপুররাজসমীপে গ্রন্থসম্পুটপ্রাপ্তির সম্ভাবনা অবগত হন এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরকে খেতরীতে ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে উৎকলে প্রেরণ করিয়া একাকী বিষ্ণুপুর-রাজসভায় গমনপূর্ব্বক রাজার নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তচ্ছ্রবণে পারিষদবৃন্দসহ রাজার চিত্ত বিগলিত হয়। তিনি আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইয়া নির্জ্জনে আচার্য্য প্রভুর নিকট ক্ষমা ও কৃপা প্রার্থনা করেন এবং বিবিধ প্রকারে গ্রন্থরাজির পূজা করিতে থাকেন। আচার্য্যের কৃপালাভের জন্য রাণীরও হৃদয়ে ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়। আচার্য্য প্রভু রাজাকে কৃপা করেন। অতঃপর শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু গ্রন্থ-প্রাপ্তির সন্দেশ ও রাজা বীরহাম্বীরের কৃপালাভ সম্বলিত পত্রসহ ঝানটী বিবিধদ্রব্যে পূর্ণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করেন এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর নিকটও খেতরীতে লোকদ্বারা সংবাদ প্রদান করেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর পিতৃব্য-পুত্র রাজা শ্রীসন্তোষ দত্তকে কৃপা করেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু কিছুদিন খেতরীতে অবস্থান করিয়া গৌড়মণ্ডলের বিভিন্ন স্থান দর্শনপূর্ব্বক উৎকলে গমন করেন। রাজা সন্তোষ তাঁহার সহিত পদ্মার তীর পর্য্যন্ত গমন করিয়া নৌকাযোগে নদী পার করাইয়া দেন। কণ্টকনগরে মহাপ্রভুর দর্শনান্তে অম্বিকায় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভুর চরণ দর্শন পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হন।

পণ্ডিত শ্রীগৌরীদাস (মুড়াগাছার নিকটবর্ত্তী) শালিগ্রাম হইতে গঙ্গাতীরে অম্বিকায় আসিয়া বাস করেন। মহাপ্রভু পণ্ডিতকে জীবের ভবনদী-পারের কর্ণধার-পদে নিযুক্ত করেন এবং গীতা প্রদান করেন। মহাপ্রভুর আদেশক্রমে পণ্ডিত নবদ্বীপ হইতে নিম্ববৃক্ষ আনয়ন করিয়া শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা প্রকাশ করেন। তিনি ব্রজের সুবল সখা। শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ শ্রীশ্রীকৃষ্ণবলরামরূপে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতকে দেখা দেন। পণ্ডিত শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দকে ভোজন করান। ভোজনকালে পণ্ডিতের সহিত তাঁহাদের নানা রঙ্গ হয়।

শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভুর পূর্ব্ব নাম শ্রীহৃদয়ানন্দ। শ্রীল পণ্ডিত গদাধর হৃদয়ানন্দকে বাল্যাবধি পালন করিয়া শ্রীগৌরীদাসের হস্তে অর্পণ করেন। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত হৃদয়ানন্দকে দীক্ষা প্রদান করেন। শ্রীহৃদয়ানন্দের হৃদয়-মন্দিরে শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া শ্রীগৌরীদাস তাঁহার নাম রাখেন শ্রীহৃদয়চৈতন্য।

শ্রীনিবাস আচার্য্য বিষ্ণুপুর হইতে আসিয়া যাজিগ্রাম, কাটোয়া ও নবদ্বীপ ভ্রমণ করেন। ঠাকুর শ্রীনরহরি শ্রী-নিবাসকে বিবাহ করিতে আদেশ করিলে তিনি সম্মত হন।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দীনবন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণার সিন্ধু ॥ ১ ॥
জয় শ্রীঅদ্বৈতদেব গুণের আলয়।
জয় শ্রীপণ্ডিত গদাধর প্রেমময় ॥ ২ ॥

জয় প্রেমভক্তিদাতা পণ্ডিত শ্রীবাস।
জয় বক্রেশ্বর, শ্রীমুরারি, হরিদাস॥ ৩॥
জয় সার্ব্বভৌম, কাশীমিশ্র, রামানন্দ।
জয় বাসুদেব ঘোষ, মাধব, মুকুন্দ॥ ৪॥
জয় ধনঞ্জয়, শ্রীস্বরূপদামোদর।
জয় নরহরি, গৌরীদাস, কাশীশ্বর॥ ৫॥
জয় দাস গদাধর, শ্রীধর, বিজয়।
জয় শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীসঞ্জয়॥ ৬॥
জয় ভট্টগোপাল, শ্রীরূপ, সনাতন।
জয় রঘুনাথ দাস দুঃখীর জীবন॥ ৭॥
জয় শ্রীভূগর্ভ, লোকনাথ, শ্রীরাঘব।
জয় রঘুনাথ ভট্ট, আচার্য্য যাদব॥ ৮॥
জয় জয় শ্রীজীব যে গুণের নিধান।
জয় কবিরাজ কৃষ্ণদাস দয়াবান্॥ ৯॥
জয় জয় শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর।
জয় নরোত্তম—যাঁর মহিমা প্রচুর॥ ১০॥
জয় জয় শ্যামানন্দ—চরিত্র অপার।
'শ্রীদুঃখিনী কৃষ্ণদাস' নাম পূর্ব্বে যাঁ'র॥ ১১॥
জয় শ্রীবৈষ্ণবগণ দয়ার অবধি।
যা' সভার অনুগ্রহে হয় কার্য্যসিদ্ধি॥ ১২॥
জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়।
এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয়॥ ১৩॥
শ্রীনিবাসাচার্য্য লৈয়া গ্রন্থরত্নগণ।
চলে গৌড়পথে করি' গৌরাঙ্গ স্মরণ॥ ১৪॥
সঙ্গে নরোত্তম ঐছে—দেহ ভিন্ন মাত্র।
শ্যামানন্দ—আচার্য্যের অতি স্নেহপাত্র॥ ১৫॥
নরোত্তম শ্যামানন্দসহ শ্রীনিবাস।
নির্ব্বিঘ্নে চলয়ে পথে হইয়া উল্লাস॥ ১৬॥
নীলাচলে যায় লোক সংঘট্ট পাইয়া।
সে-সভার সঙ্গে চলে বনপথ দিয়া॥ ১৭॥
বিশেষ—শ্রীচৈতন্যের যে পথে গমন।
সেই পথে নীলাচলে গেলা সনাতন॥ ১৮॥
স্থানে স্থানে প্রভু-ভৃত্য স্থিতি জিজ্ঞাসিয়া।
দেখয়ে সে সব স্থান অধৈর্য্য হইয়া॥ ১৯॥
বনপথে চলিতে আনন্দ অতিশয়।
কোন দিন কোথাও না হয় কোন ভয়॥ ২০॥
যে যে দেশে যে যে গ্রামে অবস্থিতি কৈল।
গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে তাহা না লিখিল॥ ২১॥
সর্ব্বত্র হইল ধ্বনি—'এক—মহাজন।
নীলাচলে যায় সঙ্গে লৈয়া বহুধন'॥ ২২॥
রাজা বীরহাম্বীরের দস্যুগণ যত্নে।
গণিয়া দেখিল—গাড়ী পূর্ণ নানা রত্নে॥ ২৩॥
রাজা প্রতি কহে গিয়া—এক মহাজন।
গাড়ী ভরি' লৈয়া যায় অমূল্য রতন॥ ২৪॥
দস্যুগণ-মুখে শুনি' হৈল উল্লসিত।
যেরূপ রাজার ক্রিয়া—কহিয়ে কিঞ্চিৎ॥ ২৫॥
দস্যুকর্ম্ম করে সদা লৈয়া দস্যুগণ।
যাঁরে দেখি ভয়ে লোক কাঁপে সর্ব্বক্ষণ॥ ২৬॥
আর যে যে দুর্নীত কহিতে অন্ত নাই।
সবে এক—পুরাণ শুনয়ে বিপ্রঠাঁই॥ ২৭॥
ঐছে বীরহাম্বীর দুর্জ্জয় দস্যুগণে।
আজ্ঞা কৈল—"সজ্জ হৈয়া যাহ এইক্ষণে॥ ২৮॥
অর্থসহ গাড়ী এথা গোপনে আনিবে।
দেখাইবে ভয়, কারু প্রাণে না মারিবে"॥ ২৯॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা চলে দস্যুগণ।
তা' সবারে দেখিতে কাঁপয়ে শিষ্টগণ॥ ৩০॥
যৈছে রাজা তৈছে এ সকল অনুচর।
দস্যুকর্ম্ম করিতে উল্লাস নিরন্তর॥ ৩১॥
বনবিষ্ণুপুর হৈতে দূর দেশে গিয়া।
লইল এ-সব সঙ্গ অলক্ষিত হৈয়া॥ ৩২॥
শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি গাড়ীর সহিতে।
পঞ্চকুটী হৈয়া চলে বিষ্ণুপুর-পথে॥ ৩৩॥
নির্ব্বিঘ্নে আইনু দেশে—ঐছে বিচারয়।
বিষ্ণুপুরে রাজা দুষ্ট—ইহা না জানয়॥ ৩৪॥
রাজধানী বন-বিষ্ণুপুর-সন্নিধানে।
বনমধ্যে বৃহৎ গ্রাম—আইলা সেইখানে॥ ৩৫॥
ভক্ষণাদি-ক্রিয়া দিবসেই সমাধিল।
কৃষ্ণকথা-সুখে অর্দ্ধরাত্রি গোঙাইল॥ ৩৬॥

সে রাত্রিতে সকলেই করিতে শয়ন।
হইলেন নিদ্রাগত—নাহিক চেতন ॥ ৩৭ ॥
গ্রামবাসী শিষ্ট লোক চিন্তে মনে মনে।
—"কৃষ্ণ কি করিবে রক্ষা এই মহাজনে ॥ ৩৮ ॥
নিশ্চিন্তে আছয়ে সবে, শঙ্কা না জানয়।
সাবধান করিতেও নারি—রাজভয় ॥ ৩৯ ॥
এথা রাজা দুষ্ট অল্প ধনের কারণে।
বহুদূর পর্য্যন্ত পাঠায় দস্যুগণে ॥ ৪০ ॥
এই মহাজন গাড়ী ভরি ধন লৈয়া।
কিরূপে আইলা পথে নির্ব্বাহ করিয়া" ॥ ৪১ ॥
কেহ কহে—"এ হয় ধার্ম্মিক মহাজন।
এ হেতু হরিতে ধন নারে দস্যুগণ" ॥ ৪২ ॥
কেহ কহে—'দস্যুগণ আছে লাগ লৈয়া।
না জানি কখন হানা দিবেক আসিয়া" ॥ ৪৩ ॥
ঐছে কত কহে লোক রহি' নিজালয়ে।
এথা দস্যুগণ নানা উপায় চিন্তয়ে ॥ ৪৪ ॥
কেহ কহে—"ওহে ভাই! কর এই কাজ।
দস্যুর সমাজে যেন না পাইয়ে লাজ ॥ ৪৫ ॥
তামড়গ্রামের সন্নিধানে সজ্জ হৈলা।
তথা নিজ কার্য্যসিদ্ধি করিতে নারিলা ॥ ৪৬ ॥
রঘুনাথপুরের নিকটে নিশাভাগে।
হৈলা পরাভব সবে সে-সবার আগে ॥ ৪৭ ॥
এবে আইলা বন-বিষ্ণুপুর-সন্নিধানে।
যার যৈছে বল, বুদ্ধি—প্রকাশ এথানে ॥ ৪৮ ॥
অশ্ব গাড়ী সহ অর্থ দিলে সে রাজারে।
হইব প্রসন্ন—নহে বধিব সবারে" ॥ ৪৯ ॥
ঐছে কহি' সবে এক সংঘট্ট হইয়া।
পূজে চণ্ডী ছাগ, মেষ, মহিষাদি দিয়া ॥ ৫০ ॥
চণ্ডীপদে প্রণমি' কহয়ে বারে বারে।
—'কার্য্যসিদ্ধি করি' রক্ষা করহ সবারে' ॥ ৫১ ॥
ঐছে কত কহি' আচার্য্যাদি-সন্নিধানে।
আগে পাঠাইল শ্রেষ্ঠ চোর একজনে ॥ ৫২ ॥
তেঁহ আসি' দেখে—সবে নিদ্রাগত হৈলা।
জানি' সুসময়—গিয়া দস্যু জানাইলা ॥ ৫৩ ॥
দস্যুগণ শীঘ্র আসি' ভয়ঙ্কর বেশে।
স্বচ্ছন্দে লইয়া গাড়ী বনেতে প্রবেশে ॥ ৫৪ ॥
রাত্রিশেষে বন-বিষ্ণুপুরে প্রবেশিয়া।
দিলেন রাজারে সব বৃত্তান্ত কহিয়া ॥ ৫৫ ॥

গাড়ীর অপহরণবার্ত্তা-শ্রবণে শিষ্টগণের দুঃখ ও আলোচনা

বনবিষ্ণুপুরের যতেক শিষ্টগণ।
শুনিলেন—রাজা হরিলেন বহুধন ॥ ৫৬ ॥
নির্জ্জনে বসিয়া কেহ কহে কারু প্রতি।
—"কৈল অতি মন্দ কার্য্য, রাজা দুষ্টমতি ॥ ৫৭ ॥
বৃন্দাবন হৈতে মহাজন ধন লৈয়া।
ক্ষেত্রে চলে জগন্নাথ দর্শন লাগিয়া ॥ ৫৮ ॥
তারে দুঃখ দিল এ-পাপিষ্ঠ দুরাচার।
বুঝিলু—ইহার কভু নহিব উদ্ধার ॥" ৫৯ ॥
কেহ কারু কর্ণে কহে ক্রন্দন করিয়া।
—"বন-বিষ্ণুপুর যাবে উচ্ছন্ন হইয়া ॥ ৬০ ॥
ঐছে দুষ্ট রাজা নাই ভারতভূমিতে।
কেহ না পারয়ে এ পাপীরে দণ্ড দিতে ॥" ৬১ ॥
কেহ কহে—"এ দুষ্ট রাজার এই রীতি।
করিব নরক-ভোগ, কভু নাই গতি ॥" ৬২ ॥
কেহ কহে—"এ দুষ্টের সকল অনীত।
কহ দেখি—ইহার কিরূপে হ'বে হিত ॥" ৬৩ ॥
কেহ কহে—'হিতকর্ত্তা প্রভু নারায়ণ।
কলিতে যে কৈল কৃপা না হয় বর্ণন ॥ ৬৪ ॥
নবদ্বীপে বিপ্রবংশে জগাই মাধাই।
মহাপাতকীর শিরোমণি দুই ভাই ॥ ৬৫ ॥
যার ভয়ে কাঁপে লোক—সে দুই পামরে।
কৃপা করি' উদ্ধারিলা নদীয়া-বিহারে ॥ ৬৬ ॥
যাঁহার উদ্ধারে দেব মনুষ্যে মিশাই।
করিল যতেক স্তব তার অন্ত নাই ॥ ৬৭ ॥
জগাই মাধাই হইলেন ভক্তরাজ।
কহিতে কে জানে অলৌকিক তাঁ'র কাজ ॥" ৬৮ ॥
কেহ কহে—"সে কৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্।
জীবে কৈল ব্রহ্মাদি-দুর্লভ রত্ন দান ॥ ৬৯ ॥

সে প্রভু হইলা নীলাচলে সংগোপন।
এবে কে করিব হেন দুষ্টের তারণ॥" ৭০॥
কেহ কহে—"অহে ভাই! বলিয়ে তোমায়।
হেন দুষ্ট তরে তাঁ'র ভক্তের কৃপায়॥" ৭১॥
কেহ কহে—"সে ভক্তের দুর্লভ দর্শন।
এ পাপিষ্ঠ দেশে কেনে হ'বে আগমন॥" ৭২॥
কেহ কহে—"ভক্তের এ রীত শাস্ত্রে কয়।
জীব উদ্ধারিতে সর্ব্ব দেশেই ভ্রময়॥ ৭৩॥
ভক্তদ্বারে সব কার্য্য সাধে সেই প্রভু।
ভক্তকৃপা বিনা কার্য্যসিদ্ধি নহে কভু॥" ৭৪॥
কেহ কহে—"অহে! মোর মনে এই হয়।
অবশ্য আসিব এথা কোন মহাশয়॥ ৭৫॥
তাঁ'র কৃপালেশে না রহিব দুঃখ লব।
ঘুচিব দুর্ব্বুদ্ধি, রাজা হইব বৈষ্ণব॥" ৭৬॥
এত কহি' প্রভুরে প্রার্থয়ে বার বার।
—"ঘুচাহ রাজার এ অনীত ব্যবহার॥" ৭৭॥
ঐছে শিষ্টলোকগণে হিত চিন্তা করে।
এথা রাজা ধনলাভে হর্ষ নিজঘরে॥ ৭৮॥
দস্যুগণ প্রতি অতি প্রসন্ন হইয়া।
বসন, ভূষণ দিল প্রশংসা করিয়া॥ ৭৯॥
শ্রীবীরহাম্বীর রাজা মনে বিচারয়।
—"এই গাড়ী পশ্চিম দেশের সুনিশ্চয়॥ ৮০॥
বহুদিন বহু অর্থ লাভ হৈল মোরে।
এরূপ আনন্দ কভু না হয় অন্তরে॥ ৮১॥
বুঝিলু—অমূল্য রত্ন আছয়ে ইহায়।"
এত কহি' গ্রন্থের সম্পুট পানে চায়॥ ৮২॥
গ্রন্থের সম্পুট শীঘ্র খুলিয়া আপনে।
দেখয়ে সম্পুটমধ্যে গ্রন্থরত্নগণে॥ ৮৩॥

গ্রন্থরত্ন দর্শনে রাজার বিস্ময় ও চিত্তের পরিবর্ত্তন

গ্রন্থদৃষ্টিমাত্রেতে হইল শুদ্ধ মন।
পুনঃ পুনঃ গ্রন্থরত্ন করে সন্দর্শন॥ ৮৪॥
বিস্ময় হইয়া রাজা কহে গণিতারে।
—"কেমন গণিলা তুমি বলহ আমারে॥" ৮৫॥
তেঁহ কহে—"মহারাজ! যখন গণিয়ে।
অমূল্য রতন ইথে তখনি দেখিয়ে॥" ৮৬॥
শুনি' রাজা কহে—"কিছু না করিহ ভয়।
যখন যে গণ তাহা সব সত্য হয়॥ ৮৭॥
এবে যে গণিলা—নহে অসত্য বচন।
সর্ব্বপ্রকারেতে এ অমূল্য রত্ন হন॥ ৮৮॥
এ অমূল্য রত্নপ্রাপ্তি বহু ভাগ্যে হয়।"
ঐছে কত কহি' দস্যুপানে নিরীখয়॥ ৮৯॥
ব্যাকুল হইয়া দস্যে কহে বারে বারে।
—"কাহু না বধিলা সত্য বলহ আমারে॥" ৯০॥
দস্যু কহে—"সে সকলে নিদ্রাগত ছিলা।
গাড়ী লৈয়া আইলু—তাহা কেহ না জানিল॥ ৯১॥
পূর্ব্বেই আপনে নিষেধিলা মো সবারে।
প্রাণে কি মারিব?—কার্য্যসিদ্ধি এ প্রকারে" ॥৯২॥
শুনি রাজা স্থির হৈয়া কহে দ্বিজগণে।
—"কৈলু যে কুক্রিয়া তা' ফলিল এতদিনে॥৯৩॥
কোন মহাশয়ের অন্তরে দিলু ব্যথা।
তাঁর কোপানলে ভস্ম হইব সর্ব্বথা॥ ৯৪॥
যদি পাই এই গ্রন্থাচার্য্যের দর্শন।
তবে ত' তাঁহার পায়ে লইব শরণ॥ ৯৫॥
অহে ভাই! মো পাপীর মনে এই হয়।
মোর অনুগ্রহ তেঁহ করিব নিশ্চয়॥" ৯৬॥
এত কহি' দূত পাঠাইয়া অন্বেষণে।
গাড়ীসহ গ্রন্থরত্ন রাখিলা যতনে॥ ৯৭॥
শুনিয়া গ্রন্থের কথা রাজার বনিতা।
দর্শন করিতে তেঁহ হৈলা উৎকণ্ঠিতা॥ ৯৮॥
কি বলিব—গ্রন্থরত্নগণের বিজয়ে।
রাজার ভবন শোভা করে অতিশয়ে॥ ৯৯॥
অকস্মাৎ বিষ্ণুপুরে ব্যাপিল মঙ্গল।
ঘুচিল লোকের দুষ্ট চেষ্টা সে সকল॥ ১০০॥
রাজা বীরহাম্বীরের সদা এই মনে।
—"যাঁর গ্রন্থ তাঁরে বা দেখিব কতক্ষণে" ॥ ১০১॥
ঐছে বিচারিয়া রাজা ব্যাকুল হইলা।
হেনই সময়ে নিদ্রাদেবী আকর্ষিলা॥ ১০২॥

স্বপ্নচ্ছলে দেখে—এক পুরুষ সুন্দর।
জিনি হেম পর্ব্বত অপূর্ব্ব কলেবর॥ ১০৩॥
শ্রীচন্দ্রবদনে কহে হাসিয়া হাসিয়া।
—"চিন্তা না করিহ, তেহ মিলিব আসিয়া ॥১০৪॥
হইব তোমার প্রতি প্রসন্ন অন্তর।
জন্মে জন্মে হও তুমি তাঁহার কিঙ্কর॥" ১০৫॥
এত কহি' অদর্শন হৈতে হেনকালে।
হৈল নিদ্রাভঙ্গ, রাজা ভাসে নেত্রজলে॥ ১০৬॥
কি দেখিলু, কি দেখিলু—বোলে বার বার।
চতুর্দ্দিকে চাহে—মর্ম্ম না করে প্রচার॥ ১০৭॥

গ্রন্থ অপহরণে শ্রীনিবাসাদির খেদ ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ

এথা দস্যুগণে গ্রন্থগাড়ী লৈয়া গেলে।
অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ, জাগিলা সকলে॥ ১০৮॥
শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি প্রভাত-সময়ে।
ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষয়ে॥ ১০৯॥
কিছু খোঁজ না পাইয়া করয়ে ক্রন্দন।
ই কি বজ্রাঘাত হৈল—কহে সর্ব্বজন॥ ১১০॥
নরোত্তম কহে—আমি প্রাণ তিয়াগিব।
শ্যামানন্দ কহে—এই অনলে পশিব॥ ১১১॥
শ্রীনিবাস আচার্য্যের মনে হৈল যাহা।
কহিতে বিদরে হিয়া, কি কহিব তাহা॥ ১১২॥
সঙ্গের যতেক লোক কাতর অন্তরে।
নিশ্চয় করিল—আর না যাইব ঘরে॥ ১১৩॥
গ্রন্থচুরি কথা সর্ব্বত্রেই ব্যক্ত হৈল।
আচার্য্যাদি মহাদুঃখ-সমুদ্রে ডুবিল॥ ১১৪॥
কতক্ষণে করি' সবে ধৈর্য্যাবলম্বন।
পরস্পর কহে যাহা না হয় বর্ণন॥ ১১৫॥
শ্রীনিবাসে অকস্মাৎ কহে কোন জনে।
—"বিষ্ণুপুরে পাবে গ্রন্থ, যাহ রাজস্থানে॥"১১৬॥
এ-বাক্য শ্রবণে মনে জন্মিল উল্লাস।
ঐছে আর দেখে নানা মঙ্গল প্রকাশ॥ ১১৭॥
প্রভু-ভঙ্গি জানি' সবে করিয়া আশ্বাস।
শ্রীনরোত্তমের প্রতি কহে শ্রীনিবাস॥ ১১৮॥
—"খেতরি গ্রামেতে শীঘ্র করিয়া গমন।
প্রভু লোকনাথ আজ্ঞা করহ পালন॥ ১১৯॥
শ্যামানন্দে পাঠাইবা সুসঙ্গতি-মতে।
অম্বিকা হইয়া যাইবেন উৎকলেতে॥ ১২০॥
পাঠাইব সমাচার গ্রন্থ প্রাপ্ত হৈলে।
নহিবা উদ্বিগ্ন, আসি' মিলিবা সকলে॥" ১২১॥
ঐছে কত কহি' দোঁহে বিদায় করিল।
দোঁহে যে ব্যাকুল তাহা বর্ণিতে নারিল॥ ১২২॥
আচার্য্যের বাক্য না লঙ্ঘিয়া দুইজন।
গেলেন খেতরি-গ্রামে, স্থির নহে মন॥ ১২৩॥
কে বুঝিতে পারে মহাশয়ের এ লীলা।
প্রথমেই শ্রীসন্তোষে শক্তি সঞ্চারিলা॥ ১২৪॥
শ্রীনরোত্তমের দর্শনেতে সর্ব্ব লোক।
মহাহর্ষ হৈলা, পাসরিলা দুঃখ-শোক॥ ১২৫॥

শ্রীনিবাস-আচার্য্যের রাজসভায় গমন

মহাযত্নে দোঁহে রাখি' পরম নির্জ্জনে।
গ্রন্থচুরি-কথা শুনি' দুঃখী বিজ্ঞগণে॥ ১২৬॥
এথা শ্রীনিবাস দোঁহে বিদায় করিয়া।
হইলেন ব্যাকুল, ধরিতে নারে হিয়া॥ ১২৭॥
সঙ্গের মনুষ্যগণে অন্যত্র রাখিল।
বন-বিষ্ণুপুরে একা শীঘ্র প্রবেশিল॥ ১২৮॥
মহান্তের হৃদয় বুঝিবে কোন জন।
গ্রন্থের উদ্দেশে করে একাকী ভ্রমণ॥ ১২৯॥
যেখানে সেখানে লোক কহে পরস্পরে।
—"অপূর্ব্ব পুরুষ এক আইলা বিষ্ণুপুরে॥ ১৩০॥
কিবা এ দেবতা, কিবা ঈশ্বরের অংশ।
দেখিতে সৌন্দর্য্য কার নহে ধৈর্য্য ধ্বংস॥" ১৩১॥
এত কহি' আচার্য্যের দর্শন লাগিয়া।
চতুর্দিকে ধায় লোক উল্লাস হইয়া॥ ১৩২॥
শ্রীকৃষ্ণবল্লভ-নামে ব্রাহ্মণ-তনয়।
আচার্য-দর্শনে তাঁর হৈল প্রেমোদয়॥ ১৩৩॥
তেঁহ দেউলিতে নিজ গৃহে লৈয়া গেলা।
আচার্য্যের পাদপদ্মে আত্মসমর্পিলা॥ ১৩৪॥

আচার্য ঠাকুর তাঁরে জিজ্ঞাসিল যাহা।
ক্রমে বিস্তারিয়া তেঁহ কহিলেন তাহা॥ ১৩৫॥
ভাগবত শুনে রাজা—এ কথা শুনিয়া।
রাজ-সভা চলে কৃষ্ণবল্লভে লইয়া॥ ১৩৬॥
আচার্যের তেজ দেখি' রাজা সাবধানে।
ভূমে পড়ি' প্রণমি' আপনা ধন্য মানে॥ ১৩৭॥
বসিতে দিলেন আনি' অপূর্ব আসন।
কিছু জিজ্ঞাসিতে করে আচার্য বারণ॥ ১৩৮॥
—"অহে রাজা! ভাগবত-কথা সাঙ্গ-পরে।
যাহা জিজ্ঞাসিবে তাহা কহিব তোমারে"॥ ১৩৯॥
যে আজ্ঞা—বলিয়া রাজা মনে বিচারয়।
—"ইহ গ্রন্থরত্নের আচার্য সুনিশ্চয়॥ ১৪০॥
মোর ভাগ্যে অকস্মাৎ দিলা দরশন।
করিমু ইঁহার পদে আত্মসমর্পণ"॥ ১৪১॥
ঐছে বিচারিয়া রাজা এক দৃষ্ট্যে চায়।
আচার্য শেষেতে কিছু কহিলা রাজায়॥ ১৪২॥
পূর্বেই রাজার হইয়াছে শুদ্ধ মন।
শুনিতে যথার্থ অর্থ করে নিবেদন॥ ১৪৩॥
—"অহে মহাশয়! এই হয় মোর মনে।
ভাগবতপদ্য ব্যাখ্যা কর শ্রীবদনে"॥ ১৪৪॥
শুনিয়া রাজার বাক্য আচার্যঠাকুর।
জানিল—রাজার দুষ্ট বুদ্ধি গেল দূর॥ ১৪৫॥
আচার্য কহেন—কি শুনিতে হয় মন।
রাজা কহে—শ্রীভ্রমরগীতা কিছু ক'ন॥ ১৪৬॥
রাজার বচনে মগ্ন হইলেন সুখে।
রাজার পাঠক গ্রন্থ দিলেন সম্মুখে॥ ১৪৭॥
আচার্যঠাকুর যত্নে পাঠ আরম্ভিল।
অশ্রুত অদ্ভুত অর্থসুধাবৃষ্টি কৈল॥ ১৪৮॥
সভামধ্যে সবার নেত্রেতে ঝরে জল।
শ্রীবীরহাম্বীর রাজা হইলা বিহ্বল॥ ১৪৯॥
রাজার পাঠক—নাম, ব্যাস চক্রবর্তী।
কে কহিতে পারে—তাঁর হৈল যৈছে আর্তি॥১৫০॥
যে যে ছিলেন শ্রীকথার সময়।
সে সবার চেষ্টাতে অন্যের প্রেমোদয়॥ ১৫১॥

আত্মবিস্মরিত হৈলা আচার্যঠাকুর।
স্থির হৈতে নারে—তাঁর আবেশ প্রচুর॥ ১৫২॥
আচার্যচরণে পড়ি' শ্রীবীরহাম্বীর।
কথা সমাধান হইলেও নহে স্থির॥ ১৫৩॥
কতক্ষণে সুস্থির হইয়া ভাবে মনে।
—'কৈলু মহাঘোর অপরাধ এ চরণে'॥ ১৫৪॥
ঐছে দৈন্যরসে মগ্ন শ্রীবীরহাম্বীর।
নেত্রজলে ভাসয়ে, হইতে নারে স্থির॥ ১৫৫॥
অতি নির্জনেতে আচার্যেরে বাসা দিয়া।
সন্ধ্যাসময়েতে শীঘ্র মিলিলেন গিয়া॥ ১৫৬॥
প্রণমিয়া যোড়করে করে নিবেদন।
—'বিবরিয়া কহ প্রভু! কৈছে আগমন॥ ১৫৭॥

রাজা বীরহাম্বীরের নিকট গ্রন্থবিবরণ বর্ণনা

ঐছে বাক্য শুনিয়া আচার্য হর্ষচিতে।
রাজা প্রতি কহে—"এবে কহি সংক্ষেপেতে॥১৫৮॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
ব্রজে সঙ্গোপন কৈলা প্রকটবিহার॥ ১৫৯॥
সময় পাইয়া সাঙ্গোপাঙ্গ লৈয়া সঙ্গে।
নবদ্বীপে অবতীর্ণ হৈলা মহারঙ্গে॥ ১৬০॥
নবদ্বীপে কৈলা প্রভু অদ্ভুত বিহার।
শেষ-শিবাদিক তাহা নারে বর্ণিবার॥ ১৬১॥
শাস্ত্রে যে প্রমাণ তাহা প্রত্যক্ষ করিল।
সঙ্কীর্তন-যজ্ঞেতে জগৎ মাতাইল॥ ১৬২॥
কথোদিন গণসহ করি' গৃহবাস।
কেশবভারতী স্থানে করিলা সন্ন্যাস॥ ১৬৩॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম বিদিত হইল।
জীবে কৃপা লাগি' সর্ব তীর্থেতে ভ্রমিল॥ ১৬৪॥
ভক্তে সুখ দিতে নীলাচলে কৈল বাস।
তথা চলাচল ব্রহ্মের অদ্ভুত বিলাস॥ ১৬৫॥
তাঁ'র প্রিয় ভক্ত গৌড়-রাজার উজীর।
মহৈশ্বর্যবন্ত মহাপণ্ডিত গম্ভীর॥ ১৬৬॥
রূপ, সনাতন—নাম বিদিত ভুবনে।
সর্ব ত্যাগ করিয়া গেলেন বৃন্দাবনে॥ ১৬৭॥

তথা বাস কৈলা মহাপ্রভুর আজ্ঞাতে।
ব্রজে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারিলা শাস্ত্রমতে ॥ ১৬৮ ॥
বর্ণিলা অনেক গ্রন্থ অমিয়া-পাথার।
উঘাড়িলা ব্রজলীলা-রত্নের ভাণ্ডার ॥ ১৬৯ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতার্থাদি প্রকাশিলা যত।
তাহা একমুখে আমি কহিব বা কত ॥ ১৭০ ॥
মুই মহা অযোগ্য জন্মিয়া গৌড়দেশে।
বৃন্দাবন গেলু প্রভুগণের আদেশে ॥ ১৭১ ॥
শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর শিষ্য হৈলু।
গোস্বামীর গ্রন্থাদিক অধ্যয়ন কৈলু॥ ১৭২ ॥
শ্রীজীবগোস্বামি-আদি মহাবিজ্ঞগণ।
গৌড়ে গ্রন্থ প্রকাশিতে কৈল সমর্পণ ॥ ১৭৩ ॥
সাবধানে লইয়া আইলু এই দেশে।
কথোদূরে গ্রন্থ চুরি হৈল রাত্রিশেষে ॥ ১৭৪ ॥
সবে মিলি' কৈলু ইতস্ততঃ অন্বেষণ।
অনেক প্রকারে কৈলু ধৈর্যাবলম্বন ॥ ১৭৫ ॥
নরোত্তম নামে এক রাজার কুমার।
পরম বৈরাগ্য, সর্বশাস্ত্রে অধিকার ॥ ১৭৬ ॥
শ্যামানন্দ নামে এক প্রবীণ সর্বাংশে।
সে দোঁহারে পাঠাইলু নিজ নিজ দেশে ॥ ১৭৭॥
সঙ্গে যে আছয়ে ব্রজবাসী অস্ত্রধারী।
সে সবে রাখিলু এক স্থানে বাসা করি' ॥ ১৭৮ ॥
গ্রন্থ লাগি' সর্বত্রই ভ্রমণ করিলু।
পুরাণ-পাঠের কথা শুনি' এথা আইলু ॥ ১৭৯ ॥
কহিলু বৃত্তান্ত কিছু,—কহিতে কি আর?
গ্রন্থ অদর্শনে হিয়া বিদরে আমার" ॥ ১৮০ ॥
শ্রীনিবাস আচার্যের এ বচন শ্রবণে।
ব্যাকুল হইয়া রাজা পড়ে শ্রীচরণে ॥ ১৮১ ॥
কান্দিয়া কহয়ে—"মুই দস্যু অধিকারী।
করিলু কুক্রিয়া যত কহিতে না পারি ॥ ১৮২ ॥
প্রভু যবে বনপথে কৈলা আগমন।
দূতমুখে বার্তা মুই পাইলু তখন ॥ ১৮৩ ॥
অর্থ-প্রাপ্তিহেতু হৈল আনন্দ আমার।
গণালু গণকে,—সে গণিল নির্ধার ॥ ১৮৪ ॥
'অতি বড় মহাজন মহারত্ন আনে।
হইব অবশ্য প্রাপ্ত অলপ সন্ধানে' ॥ ১৮৫ ॥
এ বাক্য শুনিয়া দস্যুগণে পাঠাইলু।
প্রাণে না মারিবে কারু—এতেক কহিলু ॥ ১৮৬ ॥
দস্যুগণ অনায়াসে গাড়ী লৈয়া আইল।
দেখিয়া সিন্দুক মোর মহাহর্ষ হৈল ॥ ১৮৭ ॥
সিন্দুক খুলিয়া দেখি গ্রন্থরত্নগণ।
দর্শনমাত্রেতে মোর ফিরি' গেল মন ॥ ১৮৮ ॥
হৈলু উৎকণ্ঠিত গ্রন্থ-অধ্যক্ষ দেখিতে।
শীঘ্র পাঠাইলু দূতগণে অন্বেষিতে ॥ ১৮৯ ॥
অন্তর্যামী প্রভু তুমি পতিতপাবন।
মু অধমে অকস্মাৎ দিলা দরশন ॥ ১৯০ ॥
দর্শনমাত্রেতে আত্ম সমর্পিলু পায়।
অপরাধ ক্ষমি' কৃপা করহ আমায় ॥ ১৯১ ॥
মোরে মহাপাপী দেখি' ঘৃণা না করিবে।
পাপে মুক্ত হও যৈছে উপায় করিবে" ॥ ১৯২ ॥
এত কহি' পড়ি' আচার্যের পদতলে।
আচার্যের চরণ সিঞ্চয়ে নেত্রজলে ॥ ১৯৩ ॥
দেখিয়া রাজার অতি ব্যাকুল হৃদয়।
আচার্য করিলা অনুগ্রহ অতিশয় ॥ ১৯৪ ॥
অশেষ প্রসঙ্গে রাত্রি প্রভাত হইল।
কহিতে কি প্রেমের সমুদ্র উথলিল ॥ ১৯৫ ॥
রাজা আচার্যের সে সকল লোকগণে।
শীঘ্র আনাইয়া বাসা দিলা রম্যস্থানে ॥ ১৯৬ ॥
রাজা আচার্যেরে যত্নে স্নান করাইলা।
যথা গ্রন্থরত্ন তথা লইয়া চলিলা ॥ ১৯৭ ॥
আচার্যের হৈল মহাপ্রফুল্লিত মন।
গ্রন্থ দেখি' যে আনন্দ—না হয় বর্ণন ॥ ১৯৮ ॥
রাজা গ্রন্থ পূজাইয়া বিবিধ প্রকারে।
অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন আচার্যেরে ॥ ১৯৯ ॥
আচার্যে দর্শন করি' রাজার ঘরণী।
আনন্দে বিহ্বল যৈছে কহিতে না জানি ॥ ২০০ ॥
প্রণমিয়া আচার্যের চরণযুগলে।
আপনা মানয়ে ধন্য, ভাসে নেত্রজলে ॥ ২০১ ॥

শ্রীআচার্য করি' কৃপা রাজার ভার্যায়।
রাজাসহ আইলেন নির্জন বাসায় ॥ ২০২ ॥
রাজা পুনঃ পুনঃ কহে চরণে পড়িয়া।
—"কৈলু যে কুকর্ম তাহে স্থির নহে হিয়া" ॥২০৩॥

রাজাকে শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর কৃপা

রাজার হৃদয় জানি' আচার্যঠাকুর।
পুনঃ পুনঃ কহে—"সব চিন্তা কর দূর ॥ ২০৪ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পদে সোঁপিলু তোমারে।
সেই পাদপদ্ম চিন্ত হৃদয়মাঝারে ॥ ২০৫ ॥
আপনাকে সাপরাধ মানি' সর্বক্ষণ।
নিরন্তর করিবে এ নামসঙ্কীর্তন" ॥ ২০৬ ॥
এত কহি' রাজার হরিতে সব ক্লেশ।
হরিনাম-মহামন্ত্র কৈল উপদেশ ॥ ২০৭ ॥
পুনঃ রাজাপ্রতি কহে মধুর বচনে।
—"সদা সাবধান হ'বে শ্রবণ-কীর্তনে ॥ ২০৮ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ভুবনপাবন।
এই শ্রীনাম-মন্ত্র জীবে কৈলা বিতরণ ॥ ২০৯ ॥
অহে রাজা! গোসাঞী গ্রন্থাস্বাদ-পরে।
রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষা করাব তোমারে" ॥ ২১০ ॥
এত কহি' ভক্তি-অঙ্গ কিছু জানাইয়া।
রাজা বীরহাম্বীরের স্থির কৈল হিয়া ॥ ২১১ ॥
গোষ্ঠীর সহিত রাজা উল্লাস হিয়ায়।
বিকাইল শ্রীনিবাস আচার্যের পায় ॥ ২১২ ॥
'গ্রন্থচুরি প্রাপ্ত, দস্যু রাজার উদ্ধার'।
—এই কথা সর্বত্রই হইল প্রচার ॥ ২১৩ ॥
শ্রীকৃষ্ণবল্লভ, ব্যাস-আদি সর্ব জন।
আচার্যের পাদপদ্মে লইলা শরণ ॥ ২১৪ ॥
আনন্দসমুদ্র উথলিল বিষ্ণুপুরে।
ভক্তিদেবী অনুগ্রহ কৈলা ঘরে ঘরে ॥ ২১৫ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দাদ্বৈত-গুণে।
হইলা বিহ্বল সবে, অন্য নাহি জানে ॥ ২১৬ ॥
গদাধর-শ্রীবাসাদি প্রভুগণ যত।
এ সবার নাম-গুণে মত্ত অবিরত ॥ ২১৭ ॥
সবার বাড়িল আর্তি বৈষ্ণব দর্শনে।
হৈল গাঢ় রতি নবদ্বীপ-বৃন্দাবনে ॥ ২১৮ ॥
শ্রীনিবাস আচার্যের মহিমা গাইতে।
যে আনন্দে মগ্ন তাহা কে পারে কহিতে ॥ ২১৯ ॥
নিজ নিজ ভাগ্য শ্লাঘা করি' সর্বজন।
নিরন্তর করে সবে শ্রীনামকীর্তন ॥ ২২০ ॥
শ্রীবীরহাম্বীর রাজা মনের উল্লাসে।
করযোড় করি' কহে আচার্যের পাশে ॥ ২২১ ॥
—"ওহে প্রভু! মো সবার দুঃখ নিবারিলা।
দেবের দুর্লভ রত্ন প্রদান করিলা ॥ ২২২ ॥
অহে প্রভু! এবে নিবেদিয়ে শ্রীচরণে।
গ্রন্থ চুরি হৈল—এ জানিল সর্বজনে ॥ ২২৩ ॥
গ্রন্থ-প্রাপ্তি, মু অধম দস্যুর দমন।
ঐছে পত্রী লিখিয়া পাঠান বৃন্দাবন ॥ ২২৪ ॥
আর এই জানাইবা গোস্বামিগণেরে।
যেন মো পাপীরে সবে অনুগ্রহ করে ॥ ২২৫ ॥
শ্রীঠাকুর নরোত্তম, শ্যামানন্দ যথা।
ঐছে পত্রী পাঠাইতে আজ্ঞা হ'বে তথা" ॥ ২২৬ ॥

গাড়ীর রক্ষক অস্ত্রধারী ব্রজবাসিগণের বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন

শুনিয়া রাজার বাক্য আচার্য আপনে।
পূর্বেই লিখিল পত্রী, দিল রাজাস্থানে ॥ ২২৭ ॥
রাজা পত্রী দেখি' হর্ষ হৈলা অতিশয়।
আচার্যঠাকুর পুনঃ রাজারে কহয় ॥ ২২৮ ॥
—"গাড়ী-সহ যে লোক আইলা ব্রজ হইতে।
সে সবা যাইব গাড়ী লইয়া ত্বরিতে" ॥ ২২৯ ॥
এত কহি' আচার্য আপনে যত্ন পাইয়া।
পত্রী দিল সঙ্গী লোকগণে কত কৈয়া ॥ ২৩০ ॥
রাজা সে সকল লোকে প্রণমি' ভূমিতে।
করিল সম্মান যত কে পারে কহিতে ॥ ২৩১ ॥
যে গাড়ীতে আইলেন গ্রন্থ মহারত্ন।
তাহাতেই নানা দ্রব্য দিলা করি' যত্ন ॥ ২৩২ ॥
শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহনে।
দিলেন বিভাগ করি' আর যত স্থানে ॥ ২৩৩ ॥

লইয়া সে সব দ্রব্য অস্ত্রধারিগণ।
বিদায় হইয়া শীঘ্র করিলা গমন ॥ ২৩৪ ॥
গাড়ী-সহ সবে মহা উল্লসিত হৈয়া।
গোস্বামীরে দিলা পত্রী বৃন্দাবনে গিয়া ॥২৩৫॥
আদ্যোপান্ত কহিল সকল সমাচার।
শুনিয়া ঘুচিল সব উদ্বেগ সবার ॥ ২৩৬ ॥
পত্রীপাঠে বিশেষ সম্বাদ জ্ঞাত হৈয়া।
চিন্তয়ে মঙ্গল মহাহর্ষে কত কৈয়া ॥ ২৩৭ ॥
শ্রীবীরহাম্বীর যে যে দ্রব্য পাঠাইলা।
শ্রীজীবগোস্বামী তাহা সর্বত্রই দিলা ॥ ২৩৮ ॥
শ্রীনিবাস পত্রী পাঠাইল এই মনে।
শ্রীজীবগোস্বামী মহাহর্ষ ক্ষণে ক্ষণে ॥ ২৩৯ ॥

খেতরিতে শুভসংবাদ প্রেরণ

এথা রাজা শ্রীবীরহাম্বীর শীঘ্র করি'।
নিজ প্রভু-পত্রী পাঠাইলেন খেতরি ॥ ২৪০ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় শ্যামানন্দ সনে।
চিন্তায় ব্যাকুল হৈয়া আছেন নির্জনে ॥ ২৪১ ॥
খেতরি গ্রামেতে আসি' দূত জিজ্ঞাসয়।
—"কোথায় আছেন শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥ ২৪২ ॥
শ্রীআচার্য প্রভু বন-বিষ্ণুপুর হৈতে।
পত্রী পাঠাইল এই জানাহ ত্বরিতে" ॥ ২৪৩ ॥
শুনি' শীঘ্র কেহ মহাশয়ে জানাইল।
—"বন-বিষ্ণুপুর হৈতে মনুষ্য আইল ॥ ২৪৪ ॥
আচার্য প্রভুর পত্রী আছে তাঁর ঠাঁই।"
এ কথা শ্রবণে কি আনন্দ! অন্ত নাই ॥২৪৫॥
দূতে আনি' নিকটে মঙ্গল জিজ্ঞাসয়।
দূত কহে—পরম মঙ্গল মহাশয় ॥ ২৪৬ ॥
শুনি' শ্যামানন্দ ভাসে আনন্দাশ্রুজলে।
দুই বাহু পসারি' দূতেরে করে কোলে ॥ ২৪৭ ॥
দূত মহাব্যস্ত—মহাশয়ে পত্রী দিয়া।
পড়িতে দোঁহার পায় ভূমে লোটাইয়া ॥ ২৪৮ ॥
পত্রীপাঠে জ্ঞাত হৈয়া সব সমাচার।
ধরিতে নারয়ে হিয়া,—আনন্দ অপার ॥ ২৪৯ ॥
পিতৃব্যের পুত্র দত্ত সন্তোষ রাজায়।
জানাইল অল্পে ঐছে মধুর কথায় ॥ ২৫০ ॥
—"গ্রন্থপ্রাপ্তি হৈল শীঘ্র বন-বিষ্ণুপুরে।
শ্রীআচার্য কৈল কৃপা শ্রীবীরহাম্বীরে" ॥ ২৫১ ॥
গ্রন্থপ্রাপ্তি, রাজা বীরহাম্বীরের ত্রাণ।
শুনি' সন্তোষের জুড়াইল মনঃ প্রাণ ॥ ২৫২ ॥
পরম আনন্দে শ্রীসন্তোষ দ্বিজবর।
রাজদূতে করিলেন সম্মান বিস্তর ॥ ২৫৩ ॥
আদ্যোপান্ত সকল শুনিল তাঁ'র স্থানে।
বহু অর্থ ব্যয় কৈল মঙ্গল বিধানে ॥ ২৫৪ ॥
সন্তোষের রীত দেখি' সকলে বিস্মিত।
শ্রীঠাকুর মহাশয় হৈলা উল্লসিত ॥ ২৫৫ ॥
শ্রীশ্যামানন্দেরে বসাইয়া নিজ পাশে।
লিখিলেন পত্রী শ্রীআচার্য শ্রীনিবাসে ॥ ২৫৬ ॥
আপনার মনোবৃত্তি তাহে প্রকাশিলা।
শ্যামানন্দ উৎকলে যাবেন—জানাইলা ॥ ২৫৭ ॥
শ্রীবীরহাম্বীরের পত্রী পৃথক্ লিখিল।
তাহে তাঁ'র পরম সৌভাগ্য জানাইল ॥ ২৫৮ ॥

খেতরি হইতে দূতের প্রত্যাগমনে বিষ্ণুপুরের অবস্থা

পত্রীদ্বয় লইয়া দূত বিষ্ণুপুরে গেলা।
পত্রী দিয়া রাজারে সকল নিবেদিলা ॥ ২৫৯ ॥
রাজা নিজ দূতের সৌভাগ্য প্রশংসিয়া।
শ্রীআচার্য-আগে চলে উল্লসিত হৈয়া ॥ ২৬০ ॥
এথা শ্রীনিবাসাচার্য লৈয়া শিষ্যগণ।
গোস্বামীর গ্রন্থ করায়েন অধ্যয়ন ॥ ২৬১ ॥
সভামধ্যে বসিয়া আছেন সূর্যপ্রায়।
দেখিতে সে শোভা কার নেত্র না জুড়ায় ॥ ২৬২ ॥
শ্রীবীরহাম্বীর শ্রীআচার্য-আগে গিয়া।
করিল প্রণাম যত্নে ভূমে লোটাইয়া ॥ ২৬৩ ॥
আচার্যে কহয়ে দাঁড়াইয়া যোড়হাতে।
—"খেতরি হইতে পত্রী আইল এই প্রাতে ॥২৬৪॥
মো পাপীরে অনুগ্রহ করি' অতিশয়।
লিখিলেন এ পত্রী ঠাকুর মহাশয় ॥ ২৬৫ ॥

প্রভুকে এ পত্রী লিখিলেন"—এত কৈয়া।
দিলেন পত্রিকা অতি উল্লসিত হৈয়া ॥ ২৬৬ ॥
আচার্য পড়েন পত্রী—শুনি' সর্ব জনে।
নিবারিতে নারে অশ্রু সবার নয়নে ॥ ২৬৭ ॥
পত্রী পাঠ হৈলে রাজা পুনঃ নিবেদিল।
পত্রী-বহির্ভূত দূতমুখে যে শুনিল ॥ ২৬৮ ॥
যৈছে শ্রীসন্তোষ রাজা উৎসাহে আপনে।
করিল মঙ্গলক্রিয়া বিবিধ বিধানে ॥ ২৬৯ ॥
ব্রাহ্মণগণেরে দান কৈল যে প্রকার।
সে সব শুনিতে মহা উল্লাস সবার ॥ ২৭০ ॥
রাজারে আইল মহাশয়ের লিখন।
ইথে ভূপ-সৌভাগ্য প্রশংসে সর্বজন ॥ ২৭১ ॥
কতক্ষণ রহি' রাজা আচার্য-সভায়।
অনুমতি লৈয়া গৃহে গেলেন ত্বরায় ॥ ২৭২ ॥
শ্রীমহাশয়ের পত্রী পড়িয়া নিভৃতে।
হইয়া বিহ্বল রাজা—নারে স্থির হৈতে ॥ ২৭৩ ॥
হেনকালে রাণী আসি' করে নিবেদন।
—"কৃপা করি' মোরে পত্রী করাহ শ্রবণ" ॥ ২৭৪ ॥
শুনিয়া রাণীর বাক্য রাজা সেইক্ষণে।
শুনাইল পত্রী অতি উল্লসিত মনে ॥ ২৭৫ ॥
শ্রবণমাত্রেতে রাণী আপনা পাসরে।
বিধিপ্রতি প্রার্থনা করয়ে বারে বারে ॥ ২৭৬ ॥
—"প্রভু! ঠাকুর মহাশয় নরোত্তমে।
কৃপা করি, বারেক দেখাহ মু অধমে" ॥ ২৭৭ ॥
এত কহি' রাণী নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া।
রাজার চরণ ধরি' পড়ে লোটাইয়া ॥ ২৭৮ ॥
রাজার প্রতি কহে—"এবে সার্থক জীবন।
অনায়াসে পাইলা কৃষ্ণপদে প্রেমধন" ॥ ২৭৯ ॥
রাজা কহে—"সে ধন দুর্লভ অতিশয়।
মোরে কি স্পর্শিব? মুই মহা পাপাশয় ॥ ২৮০ ॥
গোঙাইলু বৃথা জন্ম মুই দুরাচার।
যত অপরাধ কৈলু লেখা নাই তার" ॥ ২৮১ ॥
এত কহিতেই রাজা অধৈর্য হিয়ায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি' ধরণী লোটায় ॥ ২৮২ ॥
প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু—বলি'।
করে কত খেদ পুনঃ দুটী বাহু তুলি' ॥ ২৮৩ ॥
গদাধর, শ্রীবাস, স্বরূপ, বক্রেশ্বর।
হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ, দামোদর ॥ ২৮৪ ॥
গৌরীদাস, কাশীশ্বর, রূপ-সনাতন।
লইয়া এসব নাম করয়ে ক্রন্দন ॥ ২৮৫ ॥
ছাড়ি' দীর্ঘশ্বাস পুনঃ কহে রাণী প্রতি।
—"মো-সম সংসারে ঐছে নাহিক দুর্মতি ॥ ২৮৬ ॥
নবদ্বীপে প্রভু পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
করিল অদ্ভুত লীলা লৈয়া প্রিয়গণ ॥ ২৮৭ ॥
শুনি' সে প্রভুর লীলা না দ্রবিল হিয়া।
করিলু কুতর্ক কত—ঐছে মোর ক্রিয়া ॥ ২৮৮ ॥
না জানি কি শুভক্ষণে গ্রন্থ চোরাইলু।
তেঞি শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুরে পাইলু ॥ ২৮৯ ॥
মুই হেন লৌহপিণ্ড,—মোরে দ্রবাইল।
কৃপা করি' সে লীলাসমুদ্রে ডুবাইল ॥ ২৯০ ॥
দয়ার অবধি মোর প্রভু শ্রীনিবাস।
করিব সফল যে জন্মিবে অভিলাষ ॥ ২৯১ ॥
চিন্তা না করিহ পাবে তাঁর প্রিয়গণে।
ও-পদ করহ সার জীবনে মরণে" ॥ ২৯২ ॥
ঐছে কত কহে রাজা প্রশংসে রাণীরে।
বিস্তারিতে নারি গ্রন্থ-বাহুল্যের ডরে ॥ ২৯৩ ॥
এথা মহাশয় হর্ষে পত্রী পাঠাইয়া।
উৎকণ্ঠিত আচার্যের দর্শন লাগিয়া ॥ ২৯৪ ॥
স্নেহের আবেশে বিচারয়ে মনে মনে।
—"কিরূপে হইব স্থির শ্যামানন্দ বিনে ॥ ২৯৫ ॥
কালি প্রাতে শ্যামানন্দ যাবেন উৎকলে"।
এত বিচারিতে সিক্ত হৈলা নেত্রজলে ॥ ২৯৬ ॥
শ্রীঠাকুর নরোত্তম স্নেহের মূরতি।
শ্যামানন্দে যৈছে স্নেহ—কহি কি শকতি ॥ ২৯৭ ॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া শ্যামানন্দে কয়।
—"রজনী-প্রভাতে হবে গমন নিশ্চয় ॥ ২৯৮ ॥
দেশে গিয়া শীঘ্র এথা পত্রী পাঠাইলে।
তোমারে মিলিব তথা গিয়া নীলাচলে" ॥ ২৯৯ ॥

অত্যন্ত ব্যাকুল হৈয়াছিলা শ্যামানন্দ।
এ কথা শুনিয়া মনে বাড়িল আনন্দ ॥ ৩০০ ॥
শ্রীঠাকুর নরোত্তম শ্যামানন্দে লৈয়া।
গোঙাইলা দিবারাত্রি প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ ৩০১ ॥
ধৈর্যাবলম্বন করি' রজনী-প্রভাতে।
শ্যামানন্দে বিদায় করয়ে উৎকলেতে ॥ ৩০২ ॥

শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভুর উৎকল-যাত্রা

মুদ্রাদি-সহিত এক লোক সঙ্গে দিলা।
গমনকালেতে মহাব্যাকুল হইলা ॥ ৩০৩ ॥
শ্যামানন্দ সিক্ত হৈয়া নয়নের জলে।
নরোত্তমে প্রণময়ে পড়ি' ভূমিতলে ॥ ৩০৪ ॥
তৈছে শ্রীঠাকুর নরোত্তম প্রণমিয়া।
নেত্রজলে ভাসে শ্যামানন্দে আলিঙ্গিয়া ॥ ৩০৫ ॥
শ্যামানন্দে বিদায় করিয়া মহাশয়।
হইলেন যৈছে তাহা কহিলে না হয় ॥ ৩০৬ ॥
খেতরি গ্রামের লোক ধায় চারিপানে।
সকলে ব্যাকুল শ্যামানন্দের গমনে ॥ ৩০৭ ॥
রাজা শ্রীসন্তোষ দত্ত নিজগণ লৈয়া।
বহু দৈন্য কৈল শ্যামানন্দে প্রণমিয়া ॥ ৩০৮ ॥
শ্যামানন্দ সন্তোষে করিয়া আলিঙ্গন।
হইতে বিদায় অশ্রু নহে নিবারণ ॥ ৩০৯ ॥
রাজা শ্রীসন্তোষ পদ্মাবতী-তীরে গিয়া।
নেত্রজলে ভাসয়ে নৌকায় চড়াইয়া ॥ ৩১০ ॥
মহাধীর শ্যামানন্দ চড়িয়া নৌকায়।
পদ্মাবতী পার হৈলা অধৈর্য হিয়ায় ॥ ৩১১ ॥
তথা স্নানাদিক করি' রহি' কতক্ষণ।
পদ্মাবতী প্রণমিয়া করিলা গমন ॥ ৩১২ ॥
গৌরাঙ্গ-দর্শন করি' কণ্টক-নগরে।
নবদ্বীপ হইয়া গেলেন শান্তিপুরে ॥ ৩১৩ ॥
যে যে স্থানে যে যে ভক্ত অনুগ্রহ কৈল।
গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে তাহা না বর্ণিল ॥ ৩১৪ ॥
অম্বিকানগরে শীঘ্র গমন করিয়া।
প্রভুর আলয়ে গেলা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ ৩১৫ ॥
শ্রীহৃদয়চৈতন্যের চরণ-দর্শনে।
যে আনন্দ হৈল তা' বর্ণিতে কে বা জানে ॥ ৩১৬

শ্রীশ্যামানন্দের অম্বিকা-কালনায় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের সেবিত শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ দর্শন, পণ্ডিতের প্রসঙ্গ

তেঁহো মহা অনুগ্রহ করি' শ্যামানন্দে।
দেখাইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দে ॥ ৩১৭ ॥
শ্যামানন্দ করি, দুই প্রভুর দর্শন।
হইলা বিহ্বল—অশ্রু নহে নিবারণ ॥ ৩১৮ ॥
মৌনমুদ্রারূপে দুই প্রভু বিলসয়।
শ্যামানন্দে অনুগ্রহ কৈলা অতিশয় ॥ ৩১৯ ॥
কহিতে কি জানি এই প্রভুর বিলাস।
যাঁ'র সেবারত শ্রীপণ্ডিত গৌরীদাস ॥ ৩২০ ॥
প্রসঙ্গে কহিয়ে কিছু পণ্ডিতের রীত।
যাঁ'র প্রেমাধীন প্রভু ভুবনে বিদিত ॥ ৩২১ ॥
গৌরীদাস পণ্ডিত পরম প্রেমময়।
শ্রীসুবলচন্দ্র যেঁহো গুণের আলয় ॥ ৩২২ ॥
শ্রীসুবল কৃষ্ণপ্রিয় পরম সুন্দর।
যাঁ'র চরিত্রাদি যত্নে বর্ণে বিজ্ঞবর ॥ ৩২৩ ॥

তথাহি শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে তৃতীয়লহর্যাং ১৭শ অঙ্কে—

তনুরুচিবিজিতহিরণ্যং হরিদয়িতং হারিণং হরিদ্বসনম্।
সুবলং কুবলয়নয়নং নয়নন্দিতবান্ধবং বন্দে ॥ ৩২৪ ॥

অন্বয়। তনুরুচিবিজিতহিরণ্যং (দেহকান্ত্যা স্বর্ণকান্তিং বিজয়মানং) হরিদয়িতং (কৃষ্ণবল্লভং) হারিণং (হারশোভিতং) হরিদ্বসনং (হরিদ্বর্ণবসনপরিহিতং) কুবলয়নয়নং (কমলনয়নং) নয়নন্দিতবান্ধবং (নীতিকৌশলেন বান্ধবানাং প্রিয়কারিণং) সুবলং বন্দে ॥ ৩২৪ ॥

অনুবাদ। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পশ্চিম বিভাগে তৃতীয় লহরীতে ১৭শ সংখ্যায়—দেহকান্তিদ্বারা স্বর্ণকান্তি পরাভবকারী, কৃষ্ণের প্রিয়নর্মবয়স্য, হারশোভিত, হরিদ্বর্ণবসনধারী, ইন্দীবরলোচন, নীতিদ্বারা বন্ধুগণের প্রীতিবিধানকারী সুবলকে বন্দনা করি ॥ ৩২৪ ॥

স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ২২শ-শ্লোকঃ—

গাঢ়ানুরাগভরতো বিরহস্য ভীত্যা
স্বপ্নেঽপি গোকুলবিধোর্ন জহাতি হস্তম্।
যো রাধিকাপ্রণয়নির্ঝরসিক্তচেতা-
স্তং প্রেমবিহ্বলতনুং সুবলং নমামি॥ ৩২৫ ॥

অন্বয়। রাধিকাপ্রণয়নির্ঝরসিক্তচেতাঃ (রাধাপ্রেম-পূরেণ আর্দ্রচিত্তঃ) যঃ (সুবল ইত্যর্থঃ) গাঢ়ানুরাগভরতঃ (গভীরপ্রেমহেতোঃ) গোকুলবিধোঃ (গোকুলচন্দ্রস্য কৃষ্ণস্য) বিরহস্য ভীত্যা (ভয়েন) স্বপ্নেঽপি (কৃষ্ণস্য) হস্তং ন জহাতি তং প্রেমবিহ্বলতনুং (প্রেমবশদেহং) সুবলং নমামি ॥৩২৫॥

অনুবাদ। স্তবাবলীর ব্রজবিলাসস্তবের ২২শ শ্লোকে—রাধিকার প্রেমনির্ঝরে সিক্তচিত্ত যে সুবল গভীর-প্রেমবশতঃ গোকুলচন্দ্রের বিরহভয়ে স্বপ্নেও কৃষ্ণের হস্ত ত্যাগ করে না, সেই প্রেমবিহ্বলদেহ সুবলকে নমস্কার করি ॥ ৩২৫ ॥

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ সহায়ভেদে ৮ম অঙ্কে—

প্রত্যাবর্তয়তি প্রসাদ্য ললনাং ক্রীড়াকলিপ্রস্থিতাং
শয্যাং কুঞ্জগৃহে করোত্যঘভিদঃ কন্দর্পলীলোচিতাম্।
স্বিন্নং বীজয়তি প্রিয়াহৃদি পরিস্রস্তাঙ্গমুচ্চৈরমুং
ক্ব শ্রীমানধিকারিতাং ন সুবলঃ সেবাবিধৌ বিন্দতি ॥

অন্বয়। শ্রীমান্ (সুন্দরঃ) সুবলঃ ক্ব (কস্মিন্) সেবাবিধৌ (কৃষ্ণস্য সেবাকর্মণি) অধিকারিতাং ন বিন্দতি (অধিকারী ন ভবতি? ভবত্যেবেত্যর্থঃ)। (তথাহি সুবলঃ) ক্রীড়াকলিপ্রস্থিতাং (ক্রীড়াকলহে পরিত্যজ্য গতাং) ললনাং (গোপীমিত্যর্থঃ) প্রসাদ্য (প্রসন্নাং কৃত্বা) প্রত্যা-বর্তয়তি; কুঞ্জগৃহে অঘভিদঃ (অঘদমনস্য কৃষ্ণস্য) কন্দর্প-লীলোচিতাং (কামক্রীড়োপযোগিনীং) শয্যাং করোতি (রচয়তি) উচ্চৈঃ স্বিন্নং (ঘর্মাক্তং) প্রিয়াহৃদি (রাধাবক্ষসি) পরিস্রস্তাঙ্গং (পরিশ্রান্তদেহং) অমুং (কৃষ্ণং) বীজয়তি ॥ ৩২৬ ॥

অনুবাদ। উজ্জ্বলনীলমণির সহায়ভেদ-বর্ণনায় ৮ম সংখ্যায়—শ্রীমান্ সুবল কৃষ্ণের কোন্ সেবাব্যাপারে না অধিকার লাভ করিয়াছে? সুবল প্রণয়কলহে অন্যত্র গতা রমণীকে প্রসন্না করিয়া ফিরাইয়া আনে; কুঞ্জগৃহে কৃষ্ণের কামকেলির উপযুক্ত শয্যা রচনা করিয়া দেয়; প্রিয়ার বক্ষোমধ্যে অত্যন্ত ঘর্মাক্ত ও পরিশ্রান্তদেহ কৃষ্ণকে ব্যজন করিয়া থাকে ॥ ৩২৬ ॥

শ্রীসুবল গৌরীদাস—বিদিত সর্বত্র।
অভিন্ন-চৈতন্য নিত্যানন্দ-প্রিয়পাত্র ॥ ৩২৭ ॥

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং ১২৮তম শ্লোকঃ—

সুবলো যঃ প্রিয়শ্রেষ্ঠঃ স গৌরীদাসপণ্ডিতঃ ॥ ৩২৮ ॥

অনুবাদ। গৌরগণোদ্দেশদীপিকার ১২৮তম শ্লোকে—যিনি প্রিয়গণশ্রেষ্ঠ সুবল, তিনি গৌরীদাস পণ্ডিত ॥৩২৮॥

অন্যত্রাপি—

পুরা সুবলচন্দ্রং শ্রীগৌরীদাসং গুণান্বিতম্।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দপ্রিয়মহং ভজে ॥ ৩২৯ ॥

অন্বয়। পুরা (প্রাক্ শ্রীকৃষ্ণলীলায়াং) সুবলচন্দ্রং (অধুনা শ্রীগৌরলীলায়াং) গুণান্বিতং (গুণবন্তং) শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-নিত্যানন্দপ্রিয়ং (মহাপ্রভোস্তথা শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভোশ্চ প্রিয়ং) শ্রীগৌরীদাসং অহং ভজে ॥ ৩২৯ ॥

অনুবাদ। অন্যত্র আছে—পূর্বে কৃষ্ণলীলার সুবল-চন্দ্র, অধুনা গৌরলীলায় মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভুর প্রিয় গুণবান্ শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতকে ভজন করি ॥ ৩২৯ ॥

সরখেল সূর্যদাস পণ্ডিত উদার।
তাঁ'র ভ্রাতা গৌরীদাস পণ্ডিত প্রচার ॥ ৩৩০ ॥
শালিগ্রাম হৈতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতায় কহিয়া।
গঙ্গাতীরে কৈলা বাস অম্বিকা আসিয়া ॥ ৩৩১ ॥
পরম বিরক্ত সদা রহয়ে নির্জনে।
পণ্ডিতের মনোবৃত্তি প্রভু ভাল জানে ॥ ৩৩২ ॥
একদিন শান্তিপুর হৈতে গৌররায়।
গঙ্গা পার হৈয়া আইলেন অম্বিকায় ॥ ৩৩৩ ॥
পণ্ডিতে কহয়ে—"শান্তিপুর গিয়াছিলু।
হরিনদী-গ্রামে আসি' নৌকায় চড়িলু ॥ ৩৩৪ ॥
গঙ্গা পার হৈলু—নৌকা বাহিরে বৈঠায়।
এই লেহ বৈঠা—এবে দিলাম তোমায় ॥ ৩৩৫ ॥
ভবনদী হৈতে পার করহ জীবেরে"।
এত কহি' আলিঙ্গন কৈলা পণ্ডিতেরে ॥ ৩৩৬ ॥
পণ্ডিতে লইয়া প্রভু গেল নদীয়ায়।
করিলেন মগ্ন অতি অদ্ভুত লীলায় ॥ ৩৩৭ ॥
কে বুঝিতে পারে গৌরচন্দ্রের চরিত।
পণ্ডিতে দিলেন আপনার গীতামৃত ॥ ৩৩৮ ॥

কিছুদিনে পণ্ডিত আসিয়া অম্বিকায়।
প্রভুদত্ত গীতা পাঠ করেন সদায় ॥ ৩৩৯ ॥
প্রভুর শ্রীহস্তের অক্ষর গীতাখানি।
দর্শনে যে সুখ তাহা কহিতে না জানি ॥ ৩৪০ ॥
প্রভুদত্ত গীতা, বৈঠা প্রভু-সন্নিধানে।
অদ্যাপিহ অম্বিকায় দেখে ভাগ্যবানে ॥ ৩৪১ ॥
পণ্ডিতের সুযশ কহিতে অন্ত নাই।
যাঁহার সর্বস্ব কৃষ্ণচৈতন্য, নিতাই ॥ ৩৪২ ॥
সদা মত্ত নিতাই-চৈতন্য-গুণ-গানে।
নিতাই-চৈতন্য বিনা অন্য নাহি জানে ॥ ৩৪৩ ॥
নিতাই, চৈতন্য দুটী নয়নের তারা।
আনে কি জানিব এ অদ্ভুত প্রেমধারা ॥ ৩৪৪ ॥
না জানি কি আনন্দ বাড়য়ে সন্দর্শনে।
দুঃখের অবধি হয় তিলেক বিহনে ॥ ৩৪৫ ॥
পণ্ডিতের মন জানি' প্রভু গৌরহরি।
একদিন পণ্ডিতে কহয়ে যত্ন করি' ॥ ৩৪৬ ॥
—"নবদ্বীপ হৈতে নিম্ববৃক্ষ আনাইবে।
মোর ভ্রাতা সহ মোরে নির্মাণ করিবে ॥ ৩৪৭ ॥
অনায়াসে নির্মাণ হইব মূর্তিদ্বয়।
তুয়া অভিলাষ পূর্ণ করিব নিশ্চয়" ॥ ৩৪৮ ॥

গৌরীদাসের প্রেমাধীন শ্রীগৌরনিতাইর স্বেচ্ছায় অর্চারূপে প্রকাশ

শুনিয়া পণ্ডিত অতি উল্লসিত হৈলা।
যত্নে দারুবিগ্রহ নির্মাণ করাইলা ॥ ৩৪৯ ॥
যে নির্মাণ কৈল সে প্রভুর কৃপাপাত্র।
আপনে প্রকটয়ে, অন্যের ছলমাত্র ॥ ৩৫০ ॥
দেখিয়া অদ্ভুত মূর্তি পণ্ডিত উদার।
হইলা অধৈর্য, নেত্রে ধারা অনিবার ॥ ৩৫১ ॥
আপনা মানিয়া ধন্য লৈয়া প্রিয়গণ।
অভিষেক-ক্রিয়ার করয়ে আয়োজন ॥ ৩৫২ ॥
লোক-শাস্ত্র-মতে শ্রীবিগ্রহে শুভক্ষণে।
অভিষেক করি' বসাইলা সিংহাসনে ॥ ৩৫৩ ॥
নিতাই-চৈতন্যচাঁদে করিয়া দর্শন।
মহানন্দে মগ্ন হৈলা প্রভু-প্রিয়গণ ॥ ৩৫৪ ॥
ভুবনমোহন দুই প্রভু-কলেবর।
ভক্তগোষ্ঠী বিনা এ অন্যের অগোচর ॥ ৩৫৫ ॥

নিতাই-চৈতন্য গৌরীদাস-প্রেমাধীন।

জগতে ব্যাপিল এই কথা রাত্রিদিন ॥ ৩৫৬ ॥
নিতাই, চৈতন্য গৌরীদাসের গৃহেতে।
যে লীলা প্রকাশে তাহা বিদিত জগতে ॥ ৩৫৭ ॥
কহিতে কি জানি পণ্ডিতের অভিপ্রায়।
নিরন্তর মগ্ন দুই প্রভুর সেবায় ॥ ৩৫৮ ॥

গৌরীদাসের নিকট গৌরনিত্যানন্দের নিজ স্বরূপ প্রকাশ

একদিন নিতাই-চৈতন্য প্রেমাবেশে।
মন্দ মন্দ হাসিয়া কহয়ে গৌরীদাসে ॥ ৩৫৯ ॥
—"তোমার যে রীত তা' জানিবে কুন জনা।
প্রেমায় বিহ্বল তুমি না জান আপনা ॥ ৩৬০ ॥
অহে সখা সুবল ! সে সব নাই মনে ?
যে কৌতুক যমুনাপুলিন-গোচারণে" ॥ ৩৬১ ॥
ঐছে কত কহি' দুই প্রভু প্রেমধাম।
হৈল শ্যাম-শুক্ল-রূপ কৃষ্ণ-বলরাম ॥ ৩৬২ ॥
শিঙ্গা, বেত্র, বেণু, শিখিপিচ্ছ বিভূষণ।
কিবা গোপবেশ-শোভা ভুবনমোহন ॥ ৩৬৩ ॥
দেখি' গৌরীদাস হৈলা আত্মবিস্মরিত।
সেই ভাবে মত্ত— কে বুঝিবে এনা-রীত ॥ ৩৬৪ ॥
প্রভুর ইচ্ছায় স্থির হৈয়া কতক্ষণে।
নিতাই-চৈতন্যচান্দে দেখে সিংহাসনে ॥ ৩৬৫ ॥
এইরূপ দুই প্রভু করে নানা রঙ্গ।
গৌরীদাস উল্লাসে ধরিতে নারে অঙ্গ ॥ ৩৬৬ ॥

দুই প্রভুকর্তৃক গৌরীদাসের প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন গ্রহণ

একদিন গৌরীদাস করিয়া রন্ধন।
দুই প্রভু প্রতি কহে—করহ ভোজন ॥ ৩৬৭ ॥
পণ্ডিতের ঐছে মৃদু বচন শুনিয়া।
না করে ভোজন,—রহে মৌনাবলম্বিয়া ॥ ৩৬৮ ॥
দেখিয়া প্রভুর ভঙ্গি পণ্ডিত ঠাকুর।
কিছু ক্রোধাবেশে কহে বচন মধুর ॥ ৩৬৯ ॥

—"বিনা ভক্ষণেতে যদি সুখ পাও মনে।
তবে মোরে রন্ধন করাহ কি কারণে?" ৩৭০॥
এত কহি গৌরীদাস রহে মৌন ধরি'।
হাসি' প্রভু পণ্ডিতে কহয়ে ধীরি ধীরি॥ ৩৭১॥
—"অল্পে সমাধান নহে তোমার রন্ধন।
অন্নাদি করহ বহু প্রকার ব্যঞ্জন॥ ৩৭২॥
নিষেধ না মান,—শ্রম দেখিতে না পারি।
অনায়াসে যে হয়, তাহাই সর্ব্বোপরি॥" ৩৭৩॥
গৌরীদাস কহে—"ঐছে কভু না করিব।
এক শাক সিদ্ধ-পক্ক করি' ভুঞ্জাইব॥" ৩৭৪॥
পণ্ডিতের কথা শুনি দুই প্রভু হাসে।
করয়ে ভোজন, কিছু কহয়ে উল্লাসে॥ ৩৭৫॥
—"এ অপূর্ব্ব শাক পাক কৈলা কোন-মতে।
হইলাম তৃপ্ত এক শাক ভক্ষণেতে॥" ৩৭৬॥
ঐছে প্রশংসিয়া দোঁহে করয়ে ভোজন।
পণ্ডিত সে রঙ্গ দেখি' জুড়ায় নয়ন॥" ৩৭৭॥

গৌরীদাসের আন্তরিক অভিলাষে গৌর-নিত্যানন্দের নানা অলঙ্কার প্রকাশ

একদিন গৌরীদাস উল্লাস অন্তরে।
কিছু অলঙ্কার পরাইতে সাধ করে॥ ৩৭৮॥
পণ্ডিতের মন জানি' প্রভু উল্লসিত।
হইলেন নানা রত্ন-ভূষণে ভূষিত॥ ৩৭৯॥
রত্নসিংহাসনে দোঁহে আছে দাঁড়াইয়া।
দেখি শোভা পণ্ডিত মন্দিরে প্রবেশিয়া॥ ৩৮০॥
হইলেন অধৈর্য্য,—নাহিক বাহ্যলেশ।
কতক্ষণে স্থির হৈয়া দেখে পূর্ব্ব বেশ॥ ৩৮১॥
গৌরীদাস মনে মনে করয়ে বিচার।
—"কভু না দেখিনু এ অদ্ভুত অলঙ্কার॥ ৩৮২॥
অলঙ্কার পরাইতে অভিলাষ ছিল।
কিবা পরাইব?—এবে সে ভ্রম ঘুচিল"॥ ৩৮৩॥
ঐছে বিচারিতে প্রভু পণ্ডিতেরে কয়।
—"পুষ্পের ভূষণে সুখ বাড়ে অতিশয়"॥ ৩৮৪॥
শুনি' সুমধুর বাক্য পণ্ডিত আপনে।
পরাইলা পুষ্পভূষা পরম যতনে॥ ৩৮৫॥
ক্রমে লম্বমান মালা চরণপর্য্যন্ত।
অতি মনোহর সে শোভার নাহি অন্ত॥ ৩৮৬॥
প্রভু আগে পণ্ডিত দর্পণ দিল আনি'।
বাড়িল কৌতুক কত কহিতে না জানি॥ ৩৮৭॥
পণ্ডিতের ক্রিয়া ঐছে ব্যাপিল জগতে।
কহিলু কিঞ্চিৎ এই আপনা শোধিতে॥ ৩৮৮॥

গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়চৈতন্যপ্রভুর সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ

হেন পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়চৈতন্য।
পণ্ডিতঠাকুর বিনা যে না জানে অন্য॥ ৩৮৯॥
পূর্ব্বে শ্রীহৃদয়ানন্দ নাম সবে জানে।
নিরন্তর প্রভু-সেবা করে সাবধানে॥ ৩৯০॥
হৃদয়চৈতন্য নাম হৈল যেন মতে।
যৈছে পণ্ডিতের কৃপা কহি সংক্ষেপেতে॥ ৩৯১॥
একদিন রজনীপ্রভাতে গৌরীদাস।
আইলেন গদাধরপণ্ডিতের পাশ॥ ৩৯২॥
গদাধরপণ্ডিত দেখিয়া গৌরীদাসে।
কত না আদর করি', বসাইলা পাশে॥ ৩৯৩॥
মন্দ মন্দ হাসিয়া কহয়ে বার বার।
—প্রভাতে দেখিলু আজ মঙ্গল আমার॥" ৩৯৪॥
গৌরীদাস কহে অতি মধুর বচনে।
—"হইব মঙ্গল মোর, আইলু তে কারণে"॥ ৩৯৫॥
পণ্ডিত গদাই কহে—"কি দিয়া তুষিব"?
গৌরীদাস কহে—"আমি মাগিয়া লইব"॥ ৩৯৬॥
গদাধর কহে—"এই সকল তোমার।
যে ইচ্ছা লইবে তাহা—ইথে কি বিচার"॥ ৩৯৭॥
পণ্ডিতঠাকুর কহে—"হৃদয়েরে চাই"।
শুনি' হৃদয়েরে ডাকে পণ্ডিতগোসাঞী॥ ৩৯৮॥
আইলা হৃদয়ানন্দ উল্লসিত মনে।
ভূমে পড়ি' প্রণমিয়া দোঁহার চরণে॥ ৩৯৯॥
পণ্ডিতগোসাঞী কত কহি' হৃদয়েরে।
সমর্পণ কৈলা গৌরীদাস পণ্ডিতেরে॥ ৪০০॥
শ্রীহৃদয়ে পণ্ডিতগোসাঞীর কৃপা যত।
সর্ব্বত্র বিদিত তা' কহিবে কে বা কত॥ ৪০১॥

বাল্যকালাবধি প্রতিপালন করিল।
অল্পদিনে শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইল ॥ ৪০২ ॥
বাৎসল্যে বিহ্বল, তবু মমতা না কৈলা।
পণ্ডিতঠাকুরে দিয়া উল্লসিত হৈলা ॥ ৪০৩ ॥
পণ্ডিত গদাই, গৌরীদাসের যে রীতি।
প্রভুকৃপা বিনা জানে কাহার শকতি ॥ ৪০৪ ॥
কতক্ষণ গৌরীদাস গদাধর-পাশে।
রহিলেন প্রভুর বিলাস-কথারসে ॥ ৪০৫ ॥
পণ্ডিত গোসাঞি স্থানে হইয়া বিদায়।
লইয়া হৃদয়ানন্দে আইলা বাসায় ॥ ৪০৬ ॥
কথোদিনে হৃদয়েরে দীক্ষামন্ত্র দিলা।
নিত্যানন্দ-চৈতন্য-চরণে সমর্পিলা ॥ ৪০৭ ॥
হৃদয় হইলা মগ্ন প্রভুর সেবায়।
তাহা দেখি' গৌরীদাস উল্লাস হিয়ায় ॥ ৪০৮ ॥
কে বুঝিবে গৌরীদাসপণ্ডিতের রঙ্গ।
ক্ষণে ক্ষণে উঠে কত প্রেমের তরঙ্গ ॥ ৪০৯ ॥
একদিন হৃদয়ানন্দের প্রতি কয়।
—"হইল প্রভুর জন্ম-উৎসব সময় ॥ ৪১০ ॥
শিষ্যগৃহে সামগ্রী করিয়া আয়োজন।
বাসায় আসিব শীঘ্র ঐছে মোর মন ॥ ৪১১ ॥
প্রভুর সেবায় সদা হবে সাবধান।"
এত কহি' বাসা হৈতে করিলা পয়ান ॥ ৪১২ ॥
প্রভুর অদ্ভুত লীলারসে মত্ত হৈয়া।
নির্জ্জনে ভ্রময়ে প্রিয় সঙ্গিগণে লৈয়া ॥ ৪১৩ ॥
বাসায় হৃদয়ানন্দ চিন্তে মনে মনে।
—"এতদিন প্রভুর বিলম্ব হৈল কেনে ॥ ৪১৪ ॥
এথাহ সামগ্রী বহু প্রস্তুত হইল।
প্রায় উৎসবের দুই দিবস রহিল" ॥ ৪১৫ ॥
ঐছে চিন্তি' প্রভুপাদ করিয়া স্মরণ।
সর্ব্বত্র করিল উৎসবের নিমন্ত্রণ ॥ ৪১৬ ॥
উৎসবের পূর্ব্বদিন পণ্ডিত আইলা।
নিমন্ত্রণ-কথা শুনি' মনে হর্ষ হৈলা ॥ ৪১৭ ॥
বাহ্যে ক্রোধ করি' করে হৃদয়ে ভর্ৎসন।
—"মোর বিদ্যমানে কৈলা স্বতন্ত্রতাচরণ ॥ ৪১৮ ॥
নিমন্ত্রণপত্রী পাঠাইলা যথাতথা।
যে কৈলা সে কৈলা, এবে না রহিব এথা ॥" ৪১৯ ॥
ঐছে শুনি' প্রণমিয়া চরণযুগলে।
গঙ্গাতীরে গিয়া রহিলেন বৃক্ষতলে ॥ ৪২০ ॥
এথা গৌরীদাস শ্রীউৎসবারম্ভ কৈল।
সর্ব্বত্র হইতে সব মহান্ত আইল ॥ ৪২১ ॥
হেনকালে এক মহাজন যত্ন করি'।
বিবিধ সামগ্রী পাঠাইলা নৌকা ভরি' ॥ ৪২২ ॥
গঙ্গাতীরে হৃদয়ানন্দেরে জানাইলা।
তেঁহ ঠাকুরের স্থানে কহি' পাঠাইলা ॥ ৪২৩ ॥
শুনি বাহ্যে ক্রোধ করি কহে—"কহ গিয়া।
করুক উৎসব সে সামগ্রী সব লৈয়া" ॥ ৪২৪ ॥
পাইয়া গুরুর আজ্ঞা আনন্দে হৃদয়।
করে মহোৎসব যৈছে কহিল না হয় ॥ ৪২৫ ॥
হইল শ্রীবৈষ্ণবগণের আগমন।
সবে মিলি করয়ে অদ্ভুত সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৪২৬ ॥
খোল-করতাল-ধ্বনি গগন স্পর্শিল।
যেন মহা আনন্দের সিন্ধু উথলিল ॥ ৪২৭ ॥
নাচয়ে বৈষ্ণব সব মণ্ডলীবন্ধনে।
নিরন্তর প্রেম-অশ্রু সবার নয়নে ॥ ৪২৮ ॥
নিতাই, চৈতন্য—দুই প্রভু প্রেমময়।
নাচে সঙ্কীর্ত্তনমধ্যে—দেখয়ে হৃদয় ॥ ৪২৯ ॥
কিবা সে নর্ত্তনভঙ্গি! ভুবন মাতায়।
জগৎ করয়ে আলো দোঁহার শোভায় ॥ ৪৩০ ॥
দুঁহু মুখচন্দ্রে সে চন্দ্রের গর্ব্বনাশে।
হৃদয়ানন্দের নেত্রে আনন্দ বরিষে ॥ ৪৩১ ॥
সঙ্কীর্ত্তনানন্দে জয়ধ্বনি-কোলাহল।
শুনি' গৌরীদাস এথা আনন্দে বিহ্বল ॥ ৪৩২ ॥
গঙ্গাদাসে পণ্ডিত কহয়ে ধীরে ধীরে।
—"সেবার সময় হৈল যাহ শ্রীমন্দিরে" ॥ ৪৩৩ ॥
বড় গঙ্গাদাস শ্রীমন্দিরে প্রবেশিয়া।
শূন্য সিংহাসন দেখি' কহিল আসিয়া ॥ ৪৩৪ ॥
শুনি পণ্ডিতের কি অপূর্ব্ব ভাবোদয়।
জানিল—হৃদয়প্রেমে বশ প্রভুদ্বয় ॥ ৪৩৫ ॥

মন্দ মন্দ হাসি' এক যষ্টি লৈয়া করে।
বাহে প্রকাশয়ে ক্রোধ, আনন্দ অন্তরে ॥ ৪৩৬ ॥
চলিলেন গঙ্গাতীরে যথা সঙ্কীর্ত্তন।
দেখে—দুই প্রভু তথা করয়ে নর্ত্তন ॥ ৪৩৭ ॥
দুই ভাই দেখি' পণ্ডিতের ক্রোধাবেশ।
অলক্ষিতে গিয়া কৈল মন্দিরে প্রবেশ ॥ ৪৩৮ ॥
চৈতন্যচন্দ্রের এই অদ্ভুত বিলাস।
প্রবেশে হৃদয়-হৃদে—দেখে গৌরীদাস ॥ ৪৩৯ ॥
হৃদয়ের হৃদয়ে চৈতন্যচান্দে দেখি'।
নিবারিতে নারে অশ্রু, অনিমিষ আঁখি ॥ ৪৪০ ॥
বাহে ক্রোধাবেশ ছিল—তাহা ভুলি' গেলা।
পড়িল হাতের যষ্টি—তাহা না জানিলা ॥ ৪৪১ ॥
প্রেমের আবেশে বাহু পসারিয়া ধায়।
হৃদয়ে করয়ে কোলে উল্লাস হিয়ায় ॥ ৪৪২ ॥
হৃদয়ের প্রতি কহে—"তুই ধন্য ধন্য।
আজি হৈতে তোর নাম—হৃদয়চৈতন্য" ॥ ৪৪৩ ॥
এত কহি' সিক্ত করিলেন নেত্রজলে।
পড়িল হৃদয় লোটাইয়া পদতলে ॥ ৪৪৪ ॥
হৃদয়চৈতন্য লৈয়া ঠাকুর পণ্ডিত।
হৈলা প্রভু মন্দির-প্রাঙ্গণে উপনীত ॥ ৪৪৫ ॥
কহি কি—আনন্দে দেখি' দোঁহার মাধুরী।
হৃদয়ে করিলা শ্রীসেবার অধিকারী ॥ ৪৪৬ ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের হৈল আনন্দ অপার।
যৈছে মহামহোৎসব নারি বর্ণিবার ॥ ৪৪৭ ॥
হৃদয়ে যে কৃপা তাহা ব্যাপিল সংসারে।
"হৃদয়চৈতন্য" নাম হৈল এ প্রকারে ॥ ৪৪৮ ॥

প্রভু হৃদয়চৈতন্যের নিকট শ্যামানন্দের বিদায়গ্রহণ

হৃদয়চৈতন্য শ্যামানন্দের জীবন।
যাঁর কৃপালেশে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ৪৪৯ ॥
প্রিয় শ্যামানন্দে কৃপা করি' অতিশয়।
উৎকলে বিদায় দিতে ব্যাকুল হৃদয় ॥ ৪৫০ ॥
শ্যামানন্দ প্রভু-পাদপদ্মে প্রণমিয়া।
বিদায় হইতে নেত্রজলে ভাসে হিয়া ॥ ৪৫১ ॥
নিতাই-চৈতন্যে মনোবৃত্তি জানাইল।
প্রণমি' প্রাঙ্গণ-ধূলি ধূসর হইল ॥ ৪৫২ ॥
করি কত প্রার্থনা প্রভুর পরিকরে।
অম্বিকা হইতে চলে চলিতে না পারে ॥ ৪৫৩ ॥
দেখিয়া ব্যাকুল সে প্রভুর প্রিয়গণ।
শ্যামানন্দে কহে কত প্রবোধ-বচন ॥ ৪৫৪ ॥
—"উৎকলে প্রভুর ভক্তিরত্ন বিতরিয়া।
অম্বিকা আসিবে পুনঃ সময় পাইয়া ॥ ৪৫৫ ॥
ঐছে কত কহে ; শুনি' দুরিকানন্দন।
উৎকলে চলয়ে চিন্তি' শ্রীগুরুচরণ ॥ ৪৫৬ ॥
নিরন্তর নিতাই-চৈতন্য-গুণ গায়।
আপনি হইয়া মত্ত সবারে মাতায় ॥ ৪৫৭ ॥
শ্যামানন্দে দেখি' মহা পাষণ্ডীর গণ।
আপনা মানয়ে ধন্য, মাগয়ে শরণ ॥ ৪৫৮ ॥
গৌড়দেশ-মধ্যে **দণ্ডেশ্বর** নামে গ্রাম।
যথা পূর্ব্বে কৃষ্ণমণ্ডলের বাসস্থান ॥ ৪৫৯ ॥
তারপর উৎকলেতে করিলেন বাস।
কি বলিব দণ্ডেশ্বরে অদ্ভুত বিলাস ॥ ৪৬০ ॥
সেই পথ দিয়া শ্যামানন্দের গমন।
শ্যামানন্দে দেখি' সবে জুড়ায় নয়ন ॥ ৪৬১ ॥
তথা হৈতে গিয়া শীঘ্র **ধারেন্দা** গ্রামেতে।
হইলা উদ্বিগ্ন শুভ পত্রী পাঠাইতে ॥ ৪৬২ ॥
শ্রীআচার্য্যঠাকুর, ঠাকুর মহাশয়ে।
লিখিলেন সব সমাচার পত্রীদ্বয়ে ॥ ৪৬৩ ॥
শ্রীমহাশয়ের যে মনুষ্য সঙ্গে ছিল।
তারে পত্রী দিয়া অতি যত্নে পাঠাইল ॥ ৪৬৪ ॥
পত্রী পাঠাইয়া প্রেমভক্তি প্রকাশয়।
করয়ে উৎকল ধন্য হইয়া সদয় ॥ ৪৬৫ ॥
এথা শ্রীঠাকুরমহাশয় পত্রী পা'য়া।
পত্রী পড়ি' সবে শুনাইল হর্ষ হৈয়া ॥ ৪৬৬ ॥
মহাশয় পুনঃ সেই মনুষ্যের দ্বারে।
শ্রীআচার্য্যে পত্রী পাঠাইলা বিষ্ণুপুরে ॥ ৪৬৭ ॥
পত্রী পাঠাইয়া শ্রীঠাকুর মহাশয়।
শ্রীনবদ্বীপাদি স্থান দর্শনে চলয় ॥ ৪৬৮ ॥

বনবিষ্ণুপুরের তৎকালীন অবস্থা

শ্রীনরোত্তমের পত্রী পাইয়া আচার্য্য।
কি অপূর্ব্ব স্নেহাবেশে হইলা অধৈর্য্য ॥ ৪৬৯ ॥
জানি' মহাশয়ের পত্রীতে সমাচার।
শ্রীশ্যামানন্দের পত্রী পড়ে বারে বার ॥ ৪৭০ ॥
শ্রীশ্যামানন্দের কিছু অলৌকিক ক্রিয়া।
জানাইলা সবারে পরম হর্ষ হৈয়া ॥ ৪৭১ ॥
শ্রীবীরহাম্বীর রাজা মনের উল্লাসে।
মস্তকে ধরিল পত্রী লৈয়া প্রভুর পাশে ॥ ৪৭২ ॥
শ্রীশ্যামানন্দের গুণ-চরিত্র শ্রবণে।
সে দর্শন লাগি' উৎকণ্ঠিত ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৪৭৩ ॥
দেখিয়া রাজার চেষ্টা আচার্য্য ঠাকুর।
তিলে তিলে বাড়ে মনে আনন্দ প্রচুর ॥ ৪৭৪ ॥
শ্রীআচার্য্য রাজা প্রতি কহে ধীরি ধীরি।
—যাইব শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম শীঘ্র করি' ॥ ৪৭৫ ॥
রাজা কহে—"বন-বিষ্ণুপুর কৈলা ধন্য।
প্রভু বিনা বিষ্ণুপুর হইবে অরণ্য" ॥ ৪৭৬ ॥
আচার্য্য কহেন—"কোন চিন্তা না করিবে।
বন-বিষ্ণুপুরে শীঘ্র দেখিতে পাইবে" ॥ ৪৭৭ ॥
রাজা কহে—সঙ্গে করি' লহ মো-পামরে।
আচার্য্য কহেন—হবে কিছুদিন পরে ॥ ৪৭৮ ॥
রাজা কহে—"প্রৌঢ় করি রাখিতে না পারি।
মনে যে উপজে তাহা করিতেও নারি ॥ ৪৭৯ ॥
এত কহি' রাজা ধৈর্য্য ধরিতে না পারে।
শ্রীআচার্য্য প্রবোধিলা অনেক প্রকারে ॥ ৪৮০ ॥
আচার্য্য-বচনে করি' ধৈর্য্যাবলম্বন।
নিজ অন্তঃপুরে শীঘ্র করিলা গমন ॥ ৪৮১ ॥
রাণী প্রতি কহিল এ সব সমাচার।
তেঁহ কহে—বিষ্ণুপুর হ'বে অন্ধকার ॥ ৪৮২ ॥
রাজা কহে—এবে তাঁ'রে না পারি রাখিতে।
রাণী কহে—"এহ সত্য বিচারিহ চিতে ॥ ৪৮৩ ॥
প্রভু যাইবেন—ধৈর্য্য ধরিব কেমনে"?
এত কহিতেই অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥ ৪৮৪ ॥
শ্রীবীরহাম্বীর বাহে ধৈর্য প্রকাশিয়া।
প্রভু আগে গেলেন রাণীকে প্রবোধিয়া ॥ ৪৮৫ ॥

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বনবিষ্ণুপুর হইতে গমনের উদ্যোগ ও বিদায়

আচার্য্যপ্রভুর যৈছে হইব গমন।
সে সব উদ্‌যোগ রাজা কৈলা সেইক্ষণ ॥ ৪৮৬ ॥
সকল প্রস্তুত করি' আচার্য্যপ্রভুরে।
করি' কত প্রার্থনা আনিল অন্তঃপুরে ॥ ৪৮৭ ॥
রাজার বনিতা নিজ প্রভু সন্দর্শনে।
হইলেন যৈছে তা' বর্ণিব কোন্ জনে ॥ ৪৮৮ ॥
প্রণমি' ভূমিতে কত প্রার্থনা করিলা।
প্রভু-যাত্রা-কালে দুঃখসমুদ্রে ডুবিলা ॥ ৪৮৯ ॥
শ্রীআচার্য্যপ্রভু সে ভক্তির বশ হৈয়া।
বাসা আইল অতি অনুগ্রহে প্রবোধিয়া ॥ ৪৯০ ॥
আচার্য্যের হ'বে যাজিগ্রামেতে গমন।
ইহা শুনি' গ্রামবাসী করয়ে ক্রন্দন ॥ ৪৯১ ॥
কেহ কারু প্রতি কহে হৈয়া মহাদুঃখী।
—না হয় গমন হেন উপায় না দেখি ॥ ৪৯২
ঐছে কত কহি' লোক দেখিবারে ধায়।
হ'বে প্রাণ সমর্পয়ে আচার্য্যের পায় ॥ ৪৯৩ ॥
নেত্র ভরি' করি' আচার্য্যের সন্দর্শন।
করয়ে প্রার্থনা যত না হয় বর্ণন ॥ ৪৯৪ ॥
শ্রীআচার্য্যপ্রভু বন-বিষ্ণুপুর হৈতে।
করিলা গমন বহু সমৃদ্ধি-সহিতে ॥ ৪৯৫ ॥
রাজা গণসহ সঙ্গে চলে কথোদূর।
প্রভু আজ্ঞা করে—এবে যাহ বিষ্ণুপুর ॥ ৪৯৬ ॥
প্রভুর বিচ্ছেদে রাজা হইলা যেমন।
তাহা দেখি' ধৈর্য্য ধরে কে আছে এমন? ৪৯৭ ॥
গণসহ রাজা গেলা বন-বিষ্ণুপুর।
যাজিগ্রামে চলিলেন আচার্য্য ঠাকুর ॥ ৪৯৮ ॥
যাজিগ্রামে আচার্য্যের গমনের কথা।
ব্যাপিল সর্ব্বত্র, লোক কহে যথাতথা ॥ ৪৯৯ ॥

আচার্য্যপ্রভুর যাজিগ্রামে প্রত্যাগমন

আচার্য্য আইসে ঘরে করিয়া শ্রবণ।
যাজিগ্রামবাসী লোক পাইল জীবন ॥ ৫০০ ॥
সবে লক্ষ্মীপ্রিয়া ঠাকুরাণী আগে গিয়া।
কহিল সংবাদ অতি উল্লসিত হৈয়া ॥ ৫০১ ॥
আচার্য্যের মাতা শুনি' পুত্রের গমন।
বাৎসল্যে বিহ্বল যৈছে না হয় বর্ণন ॥ ৫০২ ॥
শ্রীনিবাসাচার্য্য যাজিগ্রামে প্রবেশিয়া।
গেলা যথা জননী আছেন পথ চায়া ॥ ৫০৩ ॥
প্রণমিলা মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়ার চরণে।
তেঁহ পুত্রমুখ দেখে প্রসন্ন নয়নে ॥ ৫০৪ ॥
তিলে তিলে আনন্দে উথলে তনুমন।
দরিদ্র পাইল যেন ঘটভরা ধন ॥ ৫০৫ ॥
যাজিগ্রামবাসী লোক ধাইয়া আইল।
শ্রীনিবাসে দেখি' নেত্র প্রাণ জুড়াইল ॥ ৫০৬ ॥
সবে সন্তোষয়ে শ্রীআচার্য্য মৃদুভাষে।
লোকের সংঘট্ট বহু আচার্য্য-আবাসে ॥ ৫০৭ ॥
ঐছে লোক গতায়াত হৈলে তারপর।
হইল নির্জ্জন সন্ধ্যা-সময় সুন্দর ॥ ৫০৮ ॥
শিষ্যাদি-সহিত শ্রীআচার্য্য নিজালয়ে।
বসিলেন,—কি অপূর্ব্ব শোভা সে সময়ে ॥ ৫০৯ ॥
ভক্তিগ্রন্থালাপ সদা আচার্য্যের মুখে।
চতুর্দ্দিকে দেখয়ে সুকৃতিগণ সুখে ॥ ৫১০ ॥
যাজিগ্রাম নিকটাদি-স্থিত বিজ্ঞগণ।
স্নেহাবেশে আইলেন আচার্য্য-ভবন ॥ ৫১১ ॥
আচার্য্য শুনিলা—আইসেন বিজ্ঞবৃন্দ।
আগুসরি' গেলা, হৈল মিলনে আনন্দ ॥ ৫১২ ॥
আচার্য্যঠাকুর তাঁ' সবারে আনি' ঘরে।
বসাইলা আসনে পরম সমাদরে ॥ ৫১৩ ॥
আচার্য্য-চেষ্টায় বিজ্ঞ বৈষ্ণব বিহ্বল।
আচার্য্য জিজ্ঞাসে ক্রমে বৃত্তান্ত সকল ॥ ৫১৪ ॥
আচার্য্য কহেন যৈছে গেলা বৃন্দাবন।
যৈছে স্বপ্নে কৃপা কৈল রূপ-সনাতন ॥ ৫১৫ ॥
যৈছে ভট্টগোপালের অনুগ্রহ হৈল।
যৈছে গোস্বামীর গ্রন্থ অধ্যয়ন কৈল ॥ ৫১৬ ॥
যৈছে বৃন্দাবনভূমে ভ্রমণ করিলা।
যৈছে গ্রন্থ লৈয়া গৌড়ে আগমন কৈলা ॥ ৫১৭ ॥
যৈছে গ্রন্থ চুরি হৈল বন-বিষ্ণুপুরে।
গ্রন্থ প্রাপ্ত হৈল যৈছে, আইলা নিজ ঘরে ॥ ৫১৮ ॥
আদ্যোপান্ত এ সকল প্রসঙ্গ শুনিতে।
নানা ভাবোদয় হৈল বৈষ্ণবের চিতে ॥ ৫১৯ ॥
সকল বৈষ্ণব স্থির হৈয়া কতক্ষণে।
এক দৃষ্টে চাহে-শ্রীনিবাসে মুখপানে ॥ ৫২০ ॥

বিজ্ঞগণমুখে প্রভুগণের অবস্থা শ্রবণে আচার্য্য-প্রভুর অবস্থা

শ্রীনিবাস আচার্য্য মধুর মৃদু ভাষে।
এথা প্রভুগণ যৈছে আছেন—জিজ্ঞাসে ॥ ৫২১ ॥
শুনি' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি' কহে ধীরি ধীরি।
—"মৃতপ্রায় আছেন ঠাকুর নরহরি ॥ ৫২২ ॥
দিবারাত্রি মূর্চ্ছাপন্ন লোটায় ভূতলে।
করয়ে প্রলাপ সদা, ভাসে নেত্রজলে ॥ ৫২৩ ॥
শ্রীরঘুনন্দন-আদি যত প্রিয়গণ।
নিরন্তর গোরা-গুণ করয়ে কীর্ত্তন ॥ ৫২৪ ॥
ঠাকুরের দশা দেখি' কেবা ধৈর্য ধরে?
আনের কা কথা—দারু, পাষাণ বিদরে ॥ ৫২৫ ॥
এই কথোদিন হৈল—দাস গদাধর।
নবদ্বীপ হৈতে আইলা কণ্টকনগর ॥ ৫২৬ ॥
গোরা-গুণ গাইয়া গোঙায় দিবারাতি।
দেখিতে সে দশা বিদরিয়া যায় ছাতি ॥ ৫২৭ ॥
করয়ে প্রলাপ, ক্ষণে মৌন ধরি' রহে।
ক্ষণে গদাধরপণ্ডিতের গুণ কহে ॥ ৫২৮ ॥
ক্ষণে 'নিত্যানন্দ' বলি' ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
ক্ষণে কহে—কোথা গেলা পণ্ডিত শ্রীবাস ॥ ৫২৯ ॥
ক্ষণে কহে—প্রভু এই দুঃখ ভুঞ্জাইতে।
আর কতদিন বা রাখিব পৃথিবীতে" ॥ ৫৩০ ॥
ঐছে কত কহি' দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া।
মৃতপ্রায় রহে প্রভু-প্রাঙ্গণে পড়িয়া ॥ ৫৩১ ॥

রহয়ে নির্জ্জনে, না ভুঞ্জয়ে অন্নজল।
বিচ্ছেদাগ্নিদাহে দেহ করে টলমল ॥ ৫৩২ ॥
অহে শ্রীনিবাস! নবদ্বীপে প্রভুগণ।
দিনে দিনে প্রায় হইলেন সঙ্গোপন ॥ ৫৩৩ ॥
কহিতে না আইসে মুখে, বিদরয়ে হিয়া।
হইলেন অদর্শন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া" ॥ ৫৩৪ ॥
শুনি' শ্রীনিবাসাচার্য্য হইলা মূর্চ্ছিত।
নিশ্চল শরীর নাসা নিঃশ্বাসরহিত ॥ ৫৩৫ ॥
শ্রীনিবাস-দশা দেখি' বৈষ্ণব সকলে।
হইলা ব্যাকুল, বক্ষ ভাসে নেত্রজলে ॥ ৫৩৬ ॥
কথোরাত্রে আচার্য্যের হৈল বাহ্যজ্ঞান।
করয়ে ক্রন্দন—যাতে বিদরে পাষাণ ॥ ৫৩৭ ॥
শ্রীগোপালদাস নামে এক মহাশয়।
শ্রীনিবাসে কোলে করি' কত প্রবোধয় ॥ ৫৩৮ ॥
শ্রীনিবাসাচার্য্য স্থির হৈলা কতক্ষণে।
প্রায় রাত্রি শেষ হৈল প্রভুর কীর্ত্তনে ॥ ৫৩৯ ॥

স্বপ্নে অদ্বৈতপ্রভুর আচার্য্যকে দর্শনদান ও আদেশ

সকলেই কিছু কাল করিলা শয়ন।
শ্রীনিবাসে নিদ্রাদেবী কৈলা আকর্ষণ ॥ ৫৪০ ॥
স্বপ্নচ্ছলে প্রভু শ্রীঅদ্বৈত প্রেমময়।
হইলা সাক্ষাৎ—মূর্ত্তি কন্দর্প-বিজয় ॥ ৫৪১ ॥
আকর্ণ পর্য্যন্ত দুই নেত্র মনোহর।
শ্রীমুখমণ্ডল নিন্দি' কোটি শশধর ॥ ৫৪২ ॥
কনকমৃণাল জিনি' শ্রীভুজযুগলে।
স্নেহে শ্রীনিবাসে ধরি' করিলেন কোলে ॥ ৫৪৩ ॥
বিরহাগ্নি-জ্বালা হৈতে যৈছে শান্তি হয়।
তাহা করিলেন শ্রীঅদ্বৈত কৃপাময় ॥ ৫৪৪ ॥
করি কত বাৎসল্য মধুর-মৃদুভাষে।
মন্দ মন্দ হাসিয়া কহয়ে শ্রীনিবাসে ॥ ৫৪৫ ॥
—"তোমা হৈতে হবে বহু জীবের নিস্তার।
প্রভু মত সর্ব্বত্রেই করিবা প্রচার ॥ ৫৪৬ ॥
কহিবেন বিজ্ঞগণ বিবাহ করিতে।
করিবা বিবাহ—দুঃখ না করিয়া চিতে।" ৫৪৭ ॥
ঐছে কত কহি' প্রভু হৈলা অন্তর্দ্ধান।
শ্রীনিবাস জাগি' দেখে রজনী বিহান ॥ ৫৪৮ ॥
প্রভু অদ্বৈতের চারু-চরিত্র চিন্তিয়া।
নিবারিতে নারে অশ্রু, উমড়য়ে হিয়া ॥ ৫৪৯ ॥
আপনা প্রবোধি' প্রাতে প্রাতঃক্রিয়া সারি'।
শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ডে গেলেন শীঘ্র করি' ॥ ৫৫০ ॥

শ্রীখণ্ডে আচার্য্য প্রভু, ঠাকুর নরহরির সহিত সাক্ষাৎ

শ্রীখণ্ডেতে প্রবেশিয়া মনের আনন্দে।
গৌরাঙ্গপ্রাঙ্গণে গিয়া দেখে গৌরচান্দে ॥ ৫৫১ ॥
ভূমে লোটাইয়া কৈল প্রণতি বিস্তর।
হইল হেমাঙ্গ অঙ্গ ধূলায় ধূসর ॥ ৫৫২ ॥
শ্রীনিবাস আইলা—শুনি' শ্রীরঘুনন্দন।
ঠাকুরের আগে গিয়া কৈল নিবেদন ॥ ৫৫৩ ॥
যদ্যপি শ্রীঠাকুরের দুঃখে দগ্ধ হিয়া।
তথাপি হইলা হর্ষ এ কথা শুনিয়া ॥ ৫৫৪ ॥
শ্রীরঘুনন্দনে কহে সুমধুর ভাষে।
—"জুড়াক নয়ন, আন, দেখি শ্রীনিবাসে" ॥ ৫৫৫ ॥
শুনি' ঠাকুরের বাক্য উল্লসিত মনে।
শ্রীনিবাসে মিলে গিয়া প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥ ৫৫৬ ॥
শ্রীরঘুনন্দন অতি গুণের নিধান।
শ্রীনিবাসে পাইয়া পাইলা যেন প্রাণ ॥ ৫৫৭ ॥
শ্রীনিবাস শ্রীরঘুনন্দনে প্রণমিতে।
আলিঙ্গন করি' না ছাড়য়ে কোল হৈতে ॥ ৫৫৮ ॥
কিবা সে অদ্ভুত স্নেহে উমড়য়ে হিয়া।
নিবারিতে নারে নেত্রধারা আলিঙ্গিয়া ॥ ৫৫৯ ॥
শ্রীনিবাস ভাসে দুই নয়নের জলে।
দীনপ্রায় রহে রঘুনন্দনের কোলে ॥ ৫৬০ ॥
শ্রীরঘুনন্দন নেত্রজলে সিক্ত করি'।
লৈয়া গেলা যথা শ্রীঠাকুর নরহরি ॥ ৫৬১ ॥
বসিয়া আছেন তেঁহো পরম নির্জ্জনে।
শ্রীনিবাস অধৈর্য্য হইলা সে দর্শনে ॥ ৫৬২ ॥
আহা মরি! সে না রূপে পরাণ জুড়ায়।
কনকচম্পক কি উপমা হয় তায়? ৫৬৩ ॥

সে হেন অপূর্ব্ব রূপ হইল মলিন।
অতি সুকোমল তনু ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ ॥ ৫৬৪ ॥
মুখের মাধুরী সে চান্দের শোভা বৈছে।
জল বিনা জলজ যেমন এবে তৈছে ॥ ৫৬৫ ॥
যে নয়ন-যুগলে আনন্দ বরিষয়।
সে নয়নে সদা অশ্রুধারা অতিশয় ॥ ৫৬৬ ॥
হেন নরহরিপ্রভু পানে চা'য়া চা'য়া।
প্রণময়ে ভূমে ভক্তিরসে মত্ত হৈয়া ॥ ৫৬৭ ॥
শ্রীঠাকুর নরহরি দেখি' স্নেহাবেশে।
আইস বাপ! বলি' কোলে কৈল শ্রীনিবাসে ॥৫৬৮॥
শ্রীনিবাসে কোলে লৈয়া হইলা বিহ্বল।
নিবারিতে নারে দুই নয়নের জল ॥ ৫৬৯ ॥
প্রেমজলে সিক্ত করিলেন শ্রীনিবাসে।
করে ধরি' বসাইলা আপনার পাশে ॥ ৫৭০ ॥
পরম-বাৎসল্যে হস্ত বুলায়েন গায়।
দেখি' সে অদ্ভুত রীত কে না সুখ পায় ॥ ৫৭১ ॥
অতি সুমধুর বাক্যে জিজ্ঞাসয়ে যাহা।
শ্রীনিবাস ক্রমে ক্রমে নিবেদয়ে তাহা ॥ ৫৭২ ॥
আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্ত নিবেদিল।
নরোত্তম ক্ষেত্রে গেলা তাহা জানাইল ॥ ৫৭৩ ॥
শুনি' এ-সকল মনে উপজিল যাহা।
আনের শকতি কি কহিতে পারে তাহা? ৫৭৪ ॥
পুনঃ শ্রীনিবাসে কহে সস্নেহ-বচনে।
—"নরোত্তমে দেখি শীঘ্র—বড় সাধ মনে ॥ ৫৭৫ ॥
বুঝি নরোত্তম এথা আসিব ত্বরায়।
বহুকার্য্য সিদ্ধি হবে তাঁহার দ্বারায় ॥ ৫৭৬ ॥
তাঁ'র সহ তুমি সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হ'বা।
দারুণ বিচ্ছেদ-জ্বালা হৈতে জুড়াইবা ॥ ৫৭৭ ॥
অহে বাপ! ভাল হৈল আইলা শীঘ্র করি'।
এ সময়ে তোমারে দেখিলু নেত্র ভরি' ॥ ৫৭৮ ॥
চিরায়ুঃ হইয়া কর ভক্তি উপার্জ্জন।
ভক্তিগ্রন্থ সর্ব্বত্র করহ বিতরণ ॥ ৫৭৯ ॥
হইব স্বতন্ত্র লোক ছাড়িয়া স্বধর্ম্ম।
না বুঝিব গুরু-কৃষ্ণ বৈষ্ণবের মর্ম্ম ॥ ৫৮০ ॥
এ সব পাষণ্ডে উদ্ধারিবা ভক্তিবলে।
গাইব তোমার যশ বৈষ্ণবসকলে ॥ ৫৮১ ॥
তুমি কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের নিত্য দাস।
প্রভু পূর্ণ করিব তোমার অভিলাষ ॥ ৫৮২ ॥
তোমার জননী তেঁহ পরম বৈষ্ণবী।
কথোদিন রহ যাজিগ্রামে তাঁরে সেবি' ॥ ৫৮৩ ॥
তাঁর মনোবৃত্তি যাহা করিতেই হয়।
ইথে কিছু তোমার নহিব অপচয় ॥ ৫৮৪ ॥
বিবাহ করহ বাপ!—এই মোর মনে"।
এত কহি' কহে পুনঃ শ্রীরঘুনন্দনে ॥ ৫৮৫ ॥
—"বিবাহ করিতে কহি—কৈছে মনে লয়?"
শুনি' কহে—মো সবার মনে এই হয় ॥ ৫৮৬ ॥
ঠাকুর কহয়ে—ইথে না করহ ব্যাজ।
শুনি' শ্রীনিবাস পাইলেন বড় লাজ ॥ ৫৮৭ ॥
শ্রীঠাকুর নরহরি সর্ব্ব তত্ত্ব জানে।
ঘুচাইল লজ্জাদি কহিয়া কত তানে ॥ ৫৮৮ ॥
ঠাকুরের ঐছে ইচ্ছা আচার্য্য জানিল।
প্রভু অদ্বৈতের স্বপ্নাদেশ বিচারিল ॥ ৫৮৯ ॥
মৌন ছাড়ি' কহে—আজ্ঞা নারি লঙ্ঘিবার।
আচার্য্য-বচনে সুখ জন্মিল সবার ॥ ৫৯০ ॥
শ্রীঠাকুর নরহরি প্রিয় শ্রীনিবাসে।
যাজিগ্রামে বিদায় করিল মৃদুভাষে ॥ ৫৯১ ॥
শ্রীরঘুনন্দন শ্রীনিবাস-করে ধরি'।
প্রভুর প্রাঙ্গণে আইলেন ধীরি ধীরি ॥ ৫৯২ ॥
শ্রীখণ্ড-নিবাসী যত বৈষ্ণবের সনে।
মিলিলেন শ্রীনিবাস প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥ ৫৯৩ ॥
তথা কথোক্ষণ রহি' হইয়া বিদায়।
খণ্ড হৈতে যাজিগ্রামে গেলেন ত্বরায় ॥ ৫৯৪ ॥

শ্রীনিবাসপ্রভুর কণ্টকনগরে গমন, গদাধরপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ

তথা কতক্ষণ রহি' স্থির হৈতে নারে।
অতি শীঘ্র আইলেন কণ্টকনগরে ॥ ৫৯৫ ॥
প্রেমাবেশে গৌরাঙ্গেরে দর্শন করিলা।
গৌরাঙ্গপ্রাঙ্গণে ধূলিধূসর হইলা ॥ ৫৯৬ ॥

চলিলা নির্জ্জনে যথা দাস গদাধর।
কি বলিব—তাঁর যৈছে ব্যাকুল অন্তর ॥ ৫৯৭ ॥
নাহিক ভোজন, পান, কিছুই না ভায়।
ধূলায়-ধূসর সদা ধরণী লোটায় ॥ ৫৯৮ ॥
হেমপদ্ম জিনি' সে না অঙ্গ সুমধুর।
হইল মলিন যৈছে বচনের দূর ॥ ৫৯৯ ॥
তিলার্দ্ধেকমাত্র নাহি জীবনের আশ।
গোরাগুণ গায়; ক্ষণে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ॥ ৬০০ ॥
ক্ষণে নিত্যানন্দ-গুণ-চরিত্র সোঙরি'।
লইয়া অদ্বৈত-নাম রহে মৌন ধরি' ॥ ৬০১ ॥
ক্ষণে গদাধরপণ্ডিতের নাম লৈয়া।
কহয়ে কাতরে নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া ॥ ৬০২ ॥
—"অহে গদাধর! পূর্ব্বে মনে যে আছিল।
আগে ছাড়ি' গেলা মোর ভাগ্যে তা' নহিল" ॥৬০৩॥
ঐছে কত কহে, অন্যে বুঝিতে দুষ্কর।
গদাধরমহিমা জানেন গদাধর ॥ ৬০৪ ॥
পণ্ডিত শ্রীগদাধর দাস-গদাধরে।
যে অদ্ভুত স্নেহ তা' বর্ণিতে কেবা পারে? ৬০৫ ॥
শ্রীনিবাস হেন গদাধর-আগে গিয়া।
ভূমে প্রণময়ে নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া ॥ ৬০৬ ॥
প্রভু গদাধর দেখি' প্রিয় শ্রীনিবাসে।
বাহু পসারিয়া ক্রোড়ে কৈল স্নেহাবেশে ॥ ৬০৭ ॥
অতি অনুগ্রহে পুনঃ কহে ধীরে ধীরে।
—"প্রভুর ইচ্ছায় পুনঃ দেখিনু তোমারে ॥ ৬০৮ ॥
তুমি গৌড়ে হৈতে যৈছে গেলা বৃন্দাবন।
যেরূপ রহিলা তথা, কৈলা অধ্যয়ন ॥ ৬০৯ ॥
শ্রীগোপালভট্ট যৈছে দীক্ষামন্ত্র দিল।
প্রভুপ্রিয়গণ যত অনুগ্রহ কৈল ॥ ৬১০ ॥
তথা অতি স্নেহে নরোত্তমেরে মিলিলা।
রামকেলি-গ্রামে প্রভু যারে আকর্ষিলা ॥ ৬১১ ॥
নরোত্তম-সহ যৈছে ব্রজেতে ভ্রমণ।
গৌড়েতে গমন যৈছে লৈয়া গ্রন্থগণ ॥ ৬১২ ॥
যৈছে দস্যুরাজ গ্রন্থ হরিয়া লইল।
যৈছে বন-বিষ্ণুপুরে গ্রন্থ-প্রাপ্তি হৈল ॥ ৬১৩ ॥
এ সব শুনিলু বাপ! কহিতে কি আর?
মনে হয় নরোত্তমে দেখি একবার ॥ ৬১৪ ॥
অহে শ্রীনিবাস! এই উপজে হিয়ায়।
নরোত্তমদাস শীঘ্র আসিব এথায়" ॥ ৬১৫ ॥
এত কহি' অতি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া।
কিছুকাল রহিলেন মৌনাবলম্বিয়া ॥ ৬১৬ ॥
কে বুঝিতে পারে চেষ্টা?—পুনঃ শ্রীনিবাসে।
ব্যাকুল হইয়া কহে গদগদ ভাষে ॥ ৬১৭ ॥
—"নবদ্বীপে দেখি' গিয়াছিলা যে প্রকার।
দিনে দিনে বাঢ়িল সে দুঃখের পাথার ॥ ৬১৮ ॥
শ্রীবাসপণ্ডিত-আদি প্রভুপ্রিয়গণ।
দেখিতে দেখিতে প্রায় হৈলা সঙ্গোপন ॥ ৬১৯ ॥
যৈছে অদর্শন হৈলা দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া।
কহিতে না আইসে মুখে—বিদরয়ে হিয়া ॥ ৬২০ ॥
প্রায় নবদ্বীপ হইলেন অন্ধকার।
যে কেহ আছেন মৃত্যুদশা সে সবার ॥ ৬২১ ॥
কি বলিব? এথা মুই আইনু তথা হৈতে।
রহিল নির্লজ্জ প্রাণ এ পাপ দেহেতে" ॥ ৬২২ ॥
শুনি' শ্রীনিবাস ধৈর্য্য ধরিতে না পারে।
হইলেন সিক্ত দুই নেত্র অশ্রুধারে ॥ ৬২৩ ॥
কতক্ষণে দাস-গদাধর স্থির করি'।
স্নেহাবেশে কহে শ্রীনিবাস মুখ হেরি ॥ ৬২৪ ॥
—"চিরজীবী হৈয়া বাপ! রহি' পৃথিবীতে।
ভক্তিধর্ম্ম প্রকাশিবে স্বগণ সহিতে ॥ ৬২৫ ॥
পরম দুর্ল্লভ শ্রীপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন।
নিরন্তর আস্বাদিবে লৈয়া নিজগণ ॥ ৬২৬ ॥
করিবে বিবাহ শীঘ্র—সবার সম্মত।
হইবেন অনেক তোমার অনুগত" ॥ ৬২৭ ॥
ঐছে কত কহি' অনুগ্রহে শ্রীনিবাসে।
করিলেন বিদায় যাইতে মাতা-পাশে ॥ ৬২৮ ॥
শ্রীনিবাস বিদায় হইয়া গৃহে গেলা।
জননীর পরম আনন্দ বাড়াইলা ॥ ৬২৯ ॥
সমাচার পত্রী লিখি' মহান্তের দ্বারে।
শীঘ্র পাঠাইয়া দিলা বন-বিষ্ণুপুরে ॥ ৬৩০ ॥

যাজিগ্রামে বিলসয়ে লৈয়া শিষ্যগণ।
গোস্বামীর গ্রন্থ করায়েন অধ্যয়ন ॥ ৬৩১ ॥
যৈছে সর্বশ্রেষ্ঠ মত গোস্বামী প্রকাশে।
তৈছে ব্যাখ্যা করান আচার্য শ্রীনিবাসে ॥ ৬৩২ ॥
কুমতাবলম্বী শুনি' ভক্তির ব্যাখ্যান।
দূরে পলায়েন যৈছে সিংহ-ভয়ে শ্বান ॥ ৬৩৩ ॥
সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি—জানি' পণ্ডিতের গণ।
শ্রীনিবাসপদে আসি' মাগয়ে শরণ ॥ ৬৩৪ ॥
এ সব শুনিতে যা'র উপজে আনন্দ।
তা'রে গণ-সহ কৃপা করে গৌরচন্দ্র ॥ ৬৩৫ ॥
শ্রদ্ধাযুক্ত জনেরে শুনায় সদা যেহ।
কৃষ্ণভক্তিরসের সমুদ্রে ডুবে সেহ ॥ ৬৩৬ ॥
শ্রীনিবাস-আচার্য-চরণ চিন্তা করি'।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥ ৬৩৭ ॥

ইতি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিরত্নাকরে ভক্তিগ্রন্থপ্রকাশাদি-বর্ণনং নাম সপ্তমস্তরঙ্গঃ ॥

অষ্টম তরঙ্গ

কথাসার—অষ্টম তরঙ্গে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের গৌড়দেশ ও উৎকল-প্রদেশ-ভ্রমণ এবং শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য-প্রভুর গৃহস্থাশ্রম-স্বীকার ও অধ্যাপনা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

নবদ্বীপ-অভিমুখে যাত্রা করিবার পর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের পথিমধ্যে জনৈক বৃদ্ধ বিপ্রের সহিত আলাপ হয়। বিপ্র ঠাকুর মহাশয়ের নিকট নবদ্বীপের তদানীন্তন অবস্থা বর্ণনপূর্বক শ্রীমায়াপুরের পথ প্রদর্শন করেন। ঠাকুর মহাশয় শ্রীজগন্নাথমিশ্রের ভবনে (শ্রীযোগপীঠে) উপস্থিত হইয়া বিরহাশ্রুতে আপ্লুত হন। শ্রীঈশান ঠাকুর-মহাশয়কে স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ করেন। শ্রীমায়াপুরে শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রমুখ মহাপ্রভুর অন্যান্য ভক্তগণের সহিত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের মিলন হয়। কয়েকদিন পরে ঠাকুর মহাশয় নীলাচলে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে শান্তিপুরে অদ্বৈত-তনয় শ্রীঅচ্যুতানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হয়। শান্তিপুর হইতে গঙ্গা পার হইয়া হরিনদী-গ্রামে গমন করেন। তথা হইতে অম্বিকায় গমন করিয়া শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীশ্রীনিতাইচৈতন্য-বিগ্রহ দর্শন করেন। এই স্থানে শ্রীহৃদয়-চৈতন্য প্রমুখ মহাপ্রভুর ভক্তগণের সহিত তাঁহার মিলন হয়। অম্বিকা হইতে ঠাকুর মহাশয় সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্তের আলয়ে উপস্থিত হন। তথা হইতে তিনি খড়দহ-গ্রামে গমন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-শক্তি শ্রীবসুধা ও শ্রীজাহ্নবী এবং তাঁহার তনয় শ্রীল বীরভদ্র প্রভুর সাক্ষাৎকার লাভ করেন। অনন্তর খানাকুল-কৃষ্ণনগরে গমন করিয়া শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের ও তৎপত্নী শ্রীমালিনীদেবীর দর্শন লাভ করেন। ঠাকুর মহাশয় অতঃপর নীলাচলে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দের পাদপদ্ম বন্দনা করেন এবং তাঁহাদিগ-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া শ্রীশ্রীজগদীশ-দর্শনে গমন করেন। তৎপরে শ্রীল গোপীনাথ আচার্যের নির্দেশানুসারে শ্রীকাশীমিশ্রের ভবন (গম্ভীরা), শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি, টোটা-গোপীনাথের শ্রীমন্দির, গুণ্ডিচামন্দির প্রভৃতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও তাঁহার প্রিয়ভক্তগণের লীলা-স্থানসমূহ দর্শন করেন। তৎকালে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য মামুঠাকুরের ও শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর সাক্ষাৎকার লাভ করেন। টোটা-গোপীনাথের মন্দিরে শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের মহিমা শ্রবণ করেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের বিষয় অবগত হ'ন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর নীলাচল হইতে গৌড়দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর আলয়ে গমন করেন। সশিষ্য শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু ঠাকুর মহাশয়কে সম্বর্ধনা করেন। তথা হইতে শ্রীখণ্ডে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের আলয় হইয়া যাজিগ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর আলয়ে গমন করেন। শ্রীল আচার্য ঠাকুর-মহাশয়কে আলিঙ্গন-প্রদানানন্তর সকলের নিকট তাঁহার পরিচয় প্রদান করেন এবং খেতরীতে শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিতে বলেন। ঠাকুর মহাশয় যাজিগ্রাম হইতে কণ্টক-নগরে (কাটোয়া) গমনপূর্বক শ্রীল গদাধর দাস প্রভুর দর্শন লাভ করেন। তৎপরে রাঢ়দেশে 'একচক্রা'-গ্রামে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান দর্শন করিয়া খেতরীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থকার শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর গৃহস্থাশ্রম স্বীকার, গোস্বামিগণের গ্রন্থমালা-অধ্যাপনা এবং শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজকে শিষ্যত্বে গ্রহণ প্রভৃতি বিষয় বর্ণন করিয়াছেন।

জয় জয় গৌরচন্দ্র শচীর তনয়।
জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রেমময়॥ ১॥
জয় জয় গদাধর, পণ্ডিত শ্রীবাস।
জয় বক্রেশ্বর, শ্রীমুরারি, হরিদাস॥ ২॥
জয় গৌরীদাস, শ্রীস্বরূপ-দামোদর।
জয় গৌরচন্দ্রের যতেক পরিকর॥ ৩॥
জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়।
এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয়॥ ৪॥
ভক্তিশাস্ত্রে অধ্যাপক আচার্যঠাকুর।
মায়াবাদিগণের করয়ে দর্প চুর॥ ৫॥
শিষ্যগণসঙ্গে যাজিগ্রামে বিলসয়।
নরোত্তম-পথ সর্বক্ষণ নিরীক্ষয়॥ ৬॥

শ্রীনরোত্তমের সঙ্গ হবে কত দিনে।
আচার্যের সদা এই চিন্তা মনে মনে ॥ ৭ ॥

শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের আগমন—

এথা শ্রীঠাকুর নরোত্তম হৃষ্ট হৈয়া।
নবদ্বীপ চলে গৌর-চরিত্র চিন্তিয়া ॥ ৮ ॥
নবদ্বীপ-সমীপে যাইয়া মহাশয়।
হইয়া ব্যাকুল মনে মনে কথা কয় ॥ ৯ ॥
—"নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার।
নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তন-সুখের পাথার ॥ ১০ ॥
ঘরে ঘরে পরম উৎসব নিতি নিতি।
কেহ না জানয়ে কৈছে যায় দিবারাতি ॥ ১১ ॥
নবদ্বীপে নিরানন্দ নহে কুন জন।
নিরন্তর করি গৌরচন্দ্রের দর্শন ॥ ১২ ॥
এমন সময়ে মোর জনম নহিল।
হেন সুখ-সম্পত্তি না দেখিতে পাইল ॥" ১৩ ॥
ঐছে কত কহি' নেত্রজলে ভাসি' যায়।
কথোদূর গিয়া নবদ্বীপ-পানে চায় ॥ ১৪ ॥
দেখয়ে অদ্ভুত শোভা নদীয়া-নগরে।
আনন্দের নদী বহে প্রতি ঘরে ঘরে ॥ ১৫ ॥
চতুর্দ্দিকে ফিরে লোক হরিধ্বনি করি'।
পরস্পর কহে গোরাচাঁদের মাধুরী ॥ ১৬ ॥
পরিকর-মধ্যে গোরা ভুবনমোহন।
সঙ্কীর্ত্তনে করে অতি অদ্ভুত নর্ত্তন ॥ ১৭ ॥
"জয় জয়"-কোলাহল হয় অনিবার।
পরম মঙ্গলময় শোভা নদীয়ার ॥ ১৮ ॥
দেখিতে দেখিতে হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
আপনা না জানে—নেত্রে ঝরে প্রেমজল ॥ ১৯ ॥
কতক্ষণে পুনঃ নেহারয়ে স্থির হৈয়া।
দুঃখের সমুদ্রে যেন ভাসয়ে নদীয়া ॥ ২০ ॥
হইয়া ব্যাকুল শ্রীঠাকুর মহাশয়।
কি দেখিনু স্বপ্নপ্রায়—মনে মনে কয় ॥ ২১ ॥
চলিতে না পারে সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে।
বৈসে এক অপূর্ব অশ্বত্থবৃক্ষ-তলে ॥ ২২ ॥
কি বলিব বৃক্ষের প্রভাব অতিশয়।
ছায়া-স্পর্শমাত্র হৈলে ধৈর্য্যাদি-উদয় ॥ ২৩ ॥
নরোত্তম পুনঃ মনে মনে বিচারিয়া।
চতুর্দ্দিকে চায় আপনাকে প্রবোধিয়া ॥ ২৪ ॥
সেই পথে দেখে এক প্রাচীন বিপ্রেরে।
জিজ্ঞাসিতে চাহে কিছু—জিজ্ঞাসিতে নারে ॥ ২৫ ॥

ঠাকুর মহাশয়ের এক বৃদ্ধ বিপ্রের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন—

সে বিপ্রের প্রতিদিন আছয়ে নিয়ম।
বৃক্ষতলে আসিয়া রহয়ে কতক্ষণ ॥ ২৬ ॥
নিমাইর ক্রীড়াস্থান—ইথে প্রীত অতি।
চাহিয়া বৃক্ষের তলে চলে মন্দগতি ॥ ২৭ ॥
নরোত্তমে দেখি' বিপ্র মনে বিচারয়।
—"নিমাই-চান্দের কৃপাপাত্র এ নিশ্চয় ॥ ২৮ ॥
নহিলে এ দারুণ তাপেতে দগ্ধ হিয়া।
তাহাতেও বাঢ়ে সুখ ইহারে দেখিয়া ॥ ২৯ ॥
কি অপূর্ব মূর্ত্তি ! কিবা রূপের মাধুরী !
কিবা দীর্ঘ নেত্রেতে ঝরয়ে প্রেমবারি ॥ ৩০ ॥
অকস্মাৎ ইহো এথা আইলা কোথা হৈতে।"
ঐছে মনে বিচারি' চাহয়ে জিজ্ঞাসিতে ॥ ৩১ ॥
নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসয়ে নরোত্তমে।
—"কি নাম তোমার বাপ ! আইলা কোথা হনে॥"৩২॥
নরোত্তম বিপ্রে নিজ-পরিচয় দিয়া।
করিল প্রণাম অতি বিনীত হইয়া ॥ ৩৩ ॥
বিপ্র নরোত্তমের পাইয়া পরিচয়।
করিতেই কোলে নেত্রজলে সিক্ত হয় ॥ ৩৪ ॥
পরম বাৎসল্যে দৃঢ় আলিঙ্গন করি'।
বৃক্ষতলে বসি' কিছু কহে ধীরি ধীরি ॥ ৩৫ ॥
—"অহে বাপ ! নদীয়াতে হৈল যেই সুখ।
তাহা কি কহিব চতুর্মুখ পঞ্চমুখ ? ৩৬ ॥
যে দিন হইতে গেলা নিমাঞী ছাড়িয়া।
সে দিবস হৈতে শূন্য হইল নদীয়া ॥ ৩৭ ॥
অকস্মাৎ না জানি কি হৈল তাঁ'র মনে।
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলা ভারতীর স্থানে ॥ ৩৮ ॥

কহিতে না আইসে মুখে সন্ন্যাসের কথা।
সোঙরিতে সে কেশ হিয়ায় বাঢ়ে ব্যথা ॥ ৩৯ ॥
ভুবনমোহন বেশ দেখিনু নয়নে।
সে পরে কৌপীন—ইহা সহে কি পরাণে ? ৪০ ॥
কি বলিব !—কেবল বঞ্চিলা মো সবায়।
নহিলে কি নিমাই নদীয়া ছাড়ি' যায় ? ৪১ ॥
সর্ব তীর্থ ভ্রমি' কৈল নীলাচলে বাস।
তথা নিজ-গণসঙ্গে অদ্ভুত বিলাস ॥ ৪২ ॥
লোক-গতায়াতে শুভ সংবাদ পাইয়া।
নবদ্বীপবাসীর হইত হর্ষ-হিয়া ॥ ৪৩ ॥
নীলাচলে তাঁ'র অদর্শন অকস্মাৎ।
শুনি' নদীয়ায় যেন হৈল বজ্রাঘাত ॥ ৪৪ ॥
নদীয়ায় নিমাইর অসংখ্য পরিকর।
প্রায় বহুজন হৈলা নেত্র-অগোচর ॥ ৪৫ ॥
নদীয়ার যে দশা—কহিতে নাহি পার।
দিনে দিনে নদীয়া হইছে অন্ধকার ॥ ৪৬ ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত-আদি অদর্শন হৈতে।
নদীয়ায় যে হৈল—তা' কে পারে বর্ণিতে ? ৪৭ ॥
নিমাঞীর পত্নী পতিব্রতা বিষ্ণুপ্রিয়া।
তাঁ'র কথা কহিতে বিদীর্ণ হয় হিয়া ॥ ৪৮ ॥
সাক্ষাৎ শ্রীলক্ষ্মী—অলৌকিক গুণগণ।
এই কথো দিনে তেঁহ হৈল অদর্শন ॥ ৪৯ ॥
নিমাঞীর বিচ্ছেদাগ্নি দগ্ধয়ে সবায়।
যে কেহ আছেন জিয়া সেহো মৃত্যুপ্রায় ॥ ৫০ ॥
নবদ্বীপবাসীর তিলেক ধৈর্য নাই।
শয়নে স্বপনে কহে—কোথা হে নিমাই ॥ ৫১ ॥
পরস্পর কহে লোকে নিমাই-চরিত।
নিরন্তর ক্রন্দন করয়ে বিপরীত ॥ ৫২ ॥
নদীয়ার যে দিকে যে পথে যেবা যায়।
শুনিতে ক্রন্দন সে কান্দয়ে উভরায় ॥ ৫৩ ॥
নদীয়ায় যে কেউ ছিলেন দুষ্টাচার।
কি বলিব এবে যৈছে খেদ সে সবার ॥ ৫৪ ॥
আনের কা কথা ?—মুই তর্কনিষ্ঠ ছিনু।
মনুষ্য-বালক ভ্রমে চিনিতে নারিনু ॥ ৫৫ ॥
নিমাই সাক্ষাৎ নারায়ণ—শাস্ত্রমতে।
অলৌকিক ক্রিয়া তাঁ'র ব্যাপিল জগতে ॥ ৫৬ ॥
বাল্যকালাবধি চেষ্টা দেখিনু তাঁহার।
তাহা সোঙরিতে হিয়া বিদরে আমার ॥ ৫৭ ॥
কি বলিব—এই যে অশ্বত্থবৃক্ষতলে।
করিতেন শাস্ত্রচর্চা মহাকুতূহলে ॥ ৫৮ ॥
যৈছে উডুগণেতে বেষ্টিত শশধর।
তৈছে শিষ্যবর্গ-মধ্যে নিমাই সুন্দর ॥ ৫৯ ॥
দূরে হৈতে সে শোভা দেখিনু নেত্র ভরি'।
অদ্যাপিহ তিলার্ধেক পাসরিতে নারি' ॥ ৬০ ॥
অহে বাপ নরোত্তম ! কহি তোর ঠাঞি।
এক দিন এথা দেখা দিলেন নিমাঞী ॥ ৬১ ॥
চতুর্দিকে সহস্র সহস্র শিষ্যগণ।
তা'র মধ্যে বিলসয়ে শচীর নন্দন ॥ ৬২ ॥
দেখি' সে অদ্ভুত শোভা মূর্ছিত হইনু।
চেতন পাইয়া দেখি—পুনঃ না দেখিনু ॥ ৬৩ ॥
কতক্ষণে স্থির হইয়া বিচারিনু মনে।
—নদীয়ায় সদা বিহরয়ে শিষ্যসনে ॥ ৬৪ ॥
সেই হৈতে প্রতিদিন আসিয়ে এথায়।
তাঁ'র ইচ্ছামতে আজি দেখিনু তোমায় ॥ ৬৫ ॥
নিমাইচান্দের কৃপাপাত্র হও তুমি।
তেঞি গোপনীয় কথা কহিলাম আমি ॥ ৬৬ ॥

ঠাকুর মহাশয়কে বিপ্র-কর্তৃক মায়াপুরের পথ-প্রদর্শন এবং ঠাকুর মহাশয়ের তথায় গমন—

শুনিয়া বিপ্রের অতি সস্নেহ বচন।
বিপ্রপদ-ধূলি মাথে লৈলা নরোত্তম ॥ ৬৭ ॥
অশ্রুযুক্ত হইয়া বিপ্রের প্রতি কয়।
—"মু অজ্ঞেরে অনুগ্রহ কর মহাশয় ॥" ৬৮ ॥
বিপ্র নরোত্তমে কহে করি' আলিঙ্গন।
—"চিরকাল কর বাপ ভক্তি উপার্জন ॥" ৬৯ ॥
ঐছে কহি' কতক্ষণ রাখিলেন কোলে।
নরোত্তম-অঙ্গ সিক্ত কৈলা নেত্রজলে ॥ ৭০ ॥
নরোত্তম-প্রতি পুনঃ ধীরে ধীরে কয়।
—"নবদ্বীপ-বসতি বিস্তার অতিশয় ॥ ৭১ ॥

সর্বত্রই দর্শন করিবে পরিকরে।
এই পথে প্রথমে যাইবে **মায়াপুরে**॥ ৭২ ॥
তথা শচী-জগন্নাথ মিশ্রের ভবন।
যথা অবতীর্ণ হইলেন নারায়ণ॥" ৭৩ ॥
এত কহিতেই বিপ্র অধৈর্য হইলা।
নরোত্তম সেই পথে গমন করিলা॥ ৭৪ ॥
নবদ্বীপ-মধ্যে গ্রাম-নাম বহু হয়।
লোকে জিজ্ঞাসিয়া **মায়াপুরে** প্রবেশয়॥ ৭৫ ॥
তথা অতি কাতরে জিজ্ঞাসে কারু স্থানে।
—জগন্নাথ মিশ্রের ভবন কুন খানে॥ ৭৬ ॥
তেঁহ কহে,—"এই পথে করহ গমন।
ঐ দেখ জগন্নাথ মিশ্রের ভবন"॥ ৭৭ ॥
এত কহি' সিক্ত হৈয়া নেত্রের ধারায়।
ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস নরোত্তম-পানে চায়॥ ৭৮ ॥
নরোত্তম নেত্রধারা নারে নিবারিতে।
ধীরে ধীরে প্রবেশে মিশ্রের ভবনেতে॥ ৭৯ ॥
তথা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী কৃপাময়।
নরোত্তমে দেখি' মনে মনে বিচারয়॥ ৮০ ॥
—"যদ্যপিহ দারুণ দুঃখেতে দগ্ধে হিয়া।
তথাপিহ পাই সুখ ইঁহারে দেখিয়া॥ ৮১ ॥
ব্রজ হৈতে গ্রন্থ লৈয়া আইল শ্রীনিবাস।
বুঝি—তাঁ'র প্রিয় এই নরোত্তম দাস॥ ৮২ ॥
রামকেলি-গ্রামে প্রভু যাঁ'রে আকর্ষিলা।
সেই নরোত্তম"—ঐছে মনে বিচারিলা॥ ৮৩ ॥
নরোত্তম-প্রতি কহে—কি নাম তোমার ?
নরোত্তম পরিচয় দিল আপনার॥ ৮৪ ॥
শুক্লাম্বর নিজ-পরিচয় জানাইয়া।
নেত্রজলে ভাসে নরোত্তমে আলিঙ্গিয়া॥ ৮৫ ॥
নরোত্তম লোটাইয়া পড়িলা চরণে।
নিবারিতে নারে অশ্রু ঝরয়ে নয়নে॥ ৮৬ ॥
কত কত খেদ প্রভু-প্রাঙ্গণে পড়িয়া।
ব্রহ্মচারী স্থির কৈল কত প্রবোধিয়া॥ ৮৭ ॥
তথা নরোত্তম প্রভু-প্রিয় ঈশানেরে।
করিতে প্রণাম ধৈর্য ধরিতে না পারে॥ ৮৮ ॥
শ্রীঈশান নরোত্তমে করি' আলিঙ্গন।
অতি স্নেহাবেশে মুখ করে নিরীক্ষণ॥ ৮৯ ॥
নরোত্তম-প্রতি কহে অশ্রুযুক্ত হৈয়া।
—"ভাল কৈলা বাপ ! এ সময়ে দেখা দিয়া॥ ৯০ ॥
বৈষ্ণবের গতায়াতে তোমা সবাকার।
আদ্যোপান্ত শুনিলু সকল সমাচার॥" ৯১ ॥
এত কহি' পুনঃ কিছু কহিতে না পারে।
ব্রহ্মচারী নরোত্তমে নিল নিজ-ঘরে॥ ৯২ ॥
তথা দামোদরপণ্ডিতের দরশনে।
হইয়া অধৈর্য প্রণমিলা সে চরণে॥ ৯৩ ॥
ব্রহ্মচারী দিলা শ্রীপণ্ডিতে পরিচয়।
পণ্ডিত শ্রীনরোত্তমে দৃঢ় আলিঙ্গয়॥ ৯৪ ॥
অতি স্নেহে নরোত্তমে কহে বার বার।
—"তোমারে দেখিতে সাধ ছিল মো সবার॥ ৯৫ ॥
প্রভুর ইচ্ছায়ে প্রাণ আছয়ে শরীরে।
ভাল হৈল আইলা শীঘ্র দেখিনু তোমারে॥ ৯৬ ॥
এ হেন দারুণ দুঃখ না পারি সহিতে।
বুঝি—শ্রীনিবাসে পুনঃ না পাব দেখিতে॥" ৯৭ ॥
ঐছে কত কহি' নরোত্তমে স্থির কৈল।
শ্রীপতি শ্রীনিধি-আদি সবে মিলাইল॥ ৯৮ ॥
সঙ্গোপন হৈলা যে যে প্রভু-প্রিয়গণ।
সে সকলে স্বপ্নচ্ছলে দিলেন দর্শন॥ ৯৯ ॥
প্রভু-পরিকরে অনুগ্রহ কৈল যত।
তাহা একমুখে বর্ণিব আমি কত॥ ১০০ ॥

নবদ্বীপ হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক নরোত্তম-প্রভুর নীলাচলে যাত্রা—

নরোত্তমে অল্পদিন রাখি' নদীয়ায়।
সবে শীঘ্র নীলাচলে করিলা বিদায়॥ ১০১ ॥
নরোত্তম সর্বত্রই বিদায় হইয়া।
ভাসে নেত্রধারায় ধরিতে নারে হিয়া॥ ১০২ ॥
প্রভুর ভবনে আসি' ঈশান-ঠাকুরে।
আজ্ঞা মাগিলেন নীলাচল যাইবারে॥ ১০৩ ॥
প্রভুপ্রিয় ঈশানঠাকুর অতি স্নেহে।
ব্যাকুল হইয়া নরোত্তম-প্রতি কহে॥ ১০৪ ॥

—"অহে নরোত্তম ! শীঘ্র যাইবে শ্রীক্ষেত্রে।
দিনে দিনে অন্ধকার হ'য়েছে সর্বত্রে ॥ ১০৫ ॥
এই কত দিবস হৈল—তথাকার।
লোকদ্বারে পাইনু সকল সমাচার ॥ ১০৬ ॥
গোপীনাথ আচার্যাদি প্রভুর ইচ্ছায়।
যেরূপ আছেন—তাহা কহা নাহি যায় ॥ ১০৭ ॥
তথা গিয়া তা' সবার দর্শন করিবে।
শ্রীখণ্ড, কণ্টক-নগরেতে শীঘ্র যাবে ॥ ১০৮ ॥
শ্রীনিবাস-সহ পুনঃ আসিবে এথায়।
পুনঃ দেখি—মনে এই,—কহিল তোমায় ॥ ১০৯ ॥
না জানি—ইহার মধ্যে কথন কি হবে।
শান্তিপুর, খড়দহ হইয়া যাইবে ॥" ১১০ ॥
এত কহি' করিলেন মৌনাবলম্বন।
কে বুঝে অন্তর—অশ্রু নহে নিবারণ ॥ ১১১ ॥

নীলাচলপথে শান্তিপুরে শ্রীল নরোত্তম—

নরোত্তম অতিশয় ব্যাকুল অন্তরে।
নবদ্বীপ হইতে চলিলা শান্তিপুরে ॥ ১১২ ॥
হইয়া নিমগ্ন সীতানাথের লীলায়।
করে কত খেদ—তাহা কহনে না যায় ॥ ১১৩ ॥
শান্তিপুর-গ্রাম-পানে করি' নিরীক্ষণ।
হইনু বঞ্চিত—বলি' করয়ে ক্রন্দন ॥ ১১৪ ॥
প্রভু শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুর-পুরন্দর।
শান্তিপুরে বিহরে প্রপঞ্চ অগোচর ॥ ১১৫ ॥
নরোত্তমে কৃপার অবধি প্রকাশিল।
পূর্বদিন শ্রীঅচ্যুতানন্দে জানাইল ॥ ১১৬ ॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ পথ-পানে নিরীখয়।
এথা নরোত্তম শান্তিপুরে প্রবেশয় ॥ ১১৭ ॥
শান্তিপুরবাসী লোক প্রভু-সঙ্গোপনে।
যেরূপে আছেন—তা' বর্ণিব কুনজনে ? ১১৮ ॥
নরোত্তম আচার্যভবন জিজ্ঞাসিতে।
কান্দিয়া কহয়ে কেউ—যাহ ঐ পথে ॥ ১১৯ ॥
নরোত্তম-নয়নে অনেক ধারা বয়।
চলে সেই পথে অতি ব্যাকুল হৃদয় ॥ ১২০ ॥

প্রভু সীতানাথ করি' অতি অনুগ্রহ।
অন্য-অলক্ষিত দেখা দিল গণসহ ॥ ১২১ ॥
নরোত্তম প্রেমাবেশে মূর্ছিত হইলা।
প্রভুর ইচ্ছায় শীঘ্র চেতন পাইলা ॥ ১২২ ॥
প্রভুর মন্দিরে প্রবেশয়ে স্থির হৈয়া।
দেখেন—অচ্যুতানন্দ আছেন বসিয়া ॥ ১২৩ ॥
বিনা পরিচয়ে পরিচয় ব্যক্ত হৈল।
নরোত্তম শ্রীঅচ্যুতানন্দে প্রণমিল ॥ ১২৪ ॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভুবিচ্ছেদে কাতর।
হইল মলিন, ক্ষীণ হেম-কলেবর ॥ ১২৫ ॥
নরোত্তম-পানে চাহি' অধৈর্য হৃদয়।
বাহু পসারিয়া প্রেমাবেশে আলিঙ্গয় ॥ ১২৬ ॥
সিঞ্চয়ে শ্রীনয়নের জলে কলেবর।
কে বুঝিতে পারে যৈছে অধৈর্য অন্তর ॥ ১২৭ ॥
নরোত্তম-প্রতি কহে সুমধুর কথা।
—"বহুদিন তোমারে রাখিতে নারি এথা ॥১২৮॥
এ সময়ে বিলম্বের নাহি প্রয়োজন।
শীঘ্র নীলাচল-চন্দ্রে করহ দর্শন ॥ ১২৯ ॥
তথা প্রভুর গণ শীঘ্র করিব বিদায়।
সাধিব অনেক কার্য তোমার দ্বারায় ॥" ১৩০ ॥
ঐছে কত কহি' শ্রীঅচ্যুত নরোত্তমে।
মিলাইলা প্রভু অদ্বৈতের প্রিয়গণে ॥ ১৩১ ॥
সকলেই নরোত্তমে অতি স্নেহ করি'।
রাখিলেন শান্তিপুরে দিন তিন চারি ॥ ১৩২ ॥
নীলাচল যাইতে শীঘ্র করিলা বিদায়।
নরোত্তম-যাত্রা যৈছে কহন না যায় ॥ ১৩৩ ॥

অম্বিকা-কালনায় শ্রীল নরোত্তম—

শীঘ্র হরিনদী-গ্রামে গঙ্গা পার হৈয়া।
নিতাই-চৈতন্য দেখে অম্বিকায় গিয়া ॥ ১৩৪ ॥
নিতাই-চৈতন্য গৌরীদাসের জীবন।
কি অদ্ভুত সেবা-শোভা ভুবনমোহন ॥ ১৩৫ ॥
নরোত্তম প্রভুর প্রাঙ্গণে লোটাইয়া।
করিল প্রণাম নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া ॥ ১৩৬ ॥

হৃদয়চৈতন্য-আদি প্রভুপ্রিয়গণ।
সবা-সহ হৈল অতি অদ্ভুত মিলন ॥ ১৩৭ ॥
হইল যে সব কথা তা' সবার সনে।
বিস্তারিতে নারি গ্রন্থবাহুল্য-কারণে ॥ ১৩৮ ॥
নরোত্তমে অতি স্নেহ করিয়া সকলে।
করিলেন বিদায় যাইতে নীলাচলে ॥ ১৩৯ ॥
সকলের নয়নে বহয়ে অশ্রুধার।
নরোত্তম-নেত্রে অশ্রু বহে অনিবার ॥ ১৪০ ॥
নিতাই-চৈতন্য-পদে আত্ম সমর্পিয়া।
অম্বিকা হইতে চলে ব্যাকুল হইয়া ॥ ১৪১ ॥

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বিহারক্ষেত্র সপ্তগ্রামে শ্রীল নরোত্তম—

যে সকল গ্রামে বৈসে প্রভু-প্রিয়গণ।
সে সকল গ্রাম হৈয়া করিলা গমন ॥ ১৪২ ॥
কি অপূর্ব গমন! চাহয়ে চারিভিতে।
সপ্তগ্রাম দেখি' প্রণময়ে দূর হৈতে ॥ ১৪৩ ॥
সপ্তঋষি-তপস্যার স্থান শোভাময়।
শ্রীগঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী-ধারাত্রয় ॥ ১৪৪ ॥
সপ্তগ্রাম-দর্শনে সকল দুঃখ হরে।
যথা প্রভু নিত্যানন্দ আনন্দে বিহরে ॥ ১৪৫ ॥
যৈছে সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দের গমন।
সংক্ষেপে কহিয়ে এথা ইথে দেহ' মন ॥ ১৪৬ ॥
নীলাচলে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের আদেশে।
যাত্রা কৈলা নিত্যানন্দদেব গৌড়দেশে ॥ ১৪৭ ॥
উৎকল হইতে গৌড়দেশ প্রবেশিয়া।
গৌড়পৃথ্বী প্রশংসয়ে প্রেমে মত্ত হৈয়া ॥ ১৪৮ ॥
গৌড়ভূমি যৈছে তাহা না হয় বর্ণন।
বহু পুণ্যতীর্থের যে মস্তকভূষণ ॥ ১৪৯ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে দ্বিতীয়াঙ্কে ১৪শ শ্লোকে—

গৌড়ক্ষৌণী জয়তি কতমা পুণ্যতীর্থাবতংস-
প্রায়া যাসৌ বহতি নগরীং শ্রীনবদ্বীপনাম্নীম্।
যস্যাং চামীকরবররুচেরীশ্বরস্যাবতারো
যস্মিন্ মূর্তা পুরি পুরি পরিস্পন্দতে ভক্তিদেবী ॥১৫০॥

অন্বয়। কতমা গৌড়ক্ষৌণী (গৌড়ভূমিঃ) জয়তি ?—যা অসৌ পুণ্যতীর্থাবতংসপ্রায়া (পুণ্যতীর্থানাং শিরোভূষণ-স্বরূপা) শ্রীনবদ্বীপনাম্নীং নগরীং বহতি (ধারয়তি) যস্যাং (নবদ্বীপনগর্যাং) চামীকরবররুচেঃ (উত্তমস্বর্ণকান্তেঃ) ঈশ্বরস্য (শ্রীগৌরাঙ্গস্য) অবতারঃ (অস্তি), যস্মিন্ (গৌরাবতারে সতি মূর্তা (মূর্তিময়ী) ভক্তিদেবী পুরি পুরি (জনে জনে প্রতিজন-মিত্যর্থঃ, যদ্বা প্রতিনগরং) পরিস্পন্দতে (স্ফুরতি) ॥ ১৫০ ॥

অনুবাদ। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে ১৪শ শ্লোকে—কোন্ গৌড়ভূমির জয়কার ?—সকল পুণ্য তীর্থের শিরোমণিস্বরূপা যে গৌড়ভূমি শ্রীনবদ্বীপ-নগরীকে ধারণ করিয়াছে—যে নবদ্বীপনগরীতে উত্তমস্বর্ণকান্তিবিশিষ্ট ঈশ্বরের অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের অবতার, যে গৌরাবতারে ভক্তিদেবী মূর্তিমতী হইয়া জনে জনে (বা নগরে নগরে) আত্মপ্রকাশ করিতেছেন ॥ ১৫০ ॥

তীর্থময় গৌড়পৃথ্বী,—মহিমা কে জানে ?
প্রভু-ইচ্ছা হৈল কতদিন পর্যটনে ॥ ১৫১ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে (আ ২।১৭৫)—

"শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ কতেক দিবস।
করিলেন পৃথিবীতে পর্যটন-রস ॥" ১৫২ ॥
পর্যটন করিতে নিতাইর অতি প্রীত।
যা'তে হয় সকল জীবের মহা-হিত ॥ ১৫৩ ॥
সর্বতীর্থময় গঙ্গা,—তাঁ'র দুই পার্শ্বে।
করয়ে ভ্রমণ নিত্যানন্দ মহাহর্ষে ॥ ১৫৪ ॥
নদীয়ায় শ্রীশচীমায়ের দরশনে।
যাইবেন শীঘ্র—এই হইয়াছে মনে ॥ ১৫৫ ॥
রামদাস, গদাধর দাসাদি সহিত।
পাণিহাটীগ্রামে প্রভু হৈলা উপনীত ॥ ১৫৬ ॥
প্রথমে রাঘবপণ্ডিতের আলয়েতে।
সঙ্কীর্তনারম্ভ,—সুখ ব্যাপিল জগতে ॥ ১৫৭ ॥
মহাভক্ত রাঘবের জনম তথাই।
ভক্তজন্ম-স্থানের মহিমা অন্ত নাই ॥ ১৫৮ ॥

তথাহি তত্রৈব (শ্রীচৈ ভা আ ২।৫০)—

"যে কুলে যে দেশে ভাগবত অবতরে।
তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে ॥" ১৫৯ ॥

পাণিহাটী-গ্রামে শুনি' প্রভুর গমন।
চতুর্দিক হইতে আইসে ভক্তগণ ॥ ১৬০ ॥
যে স্থান হইয়া ভক্ত করয়ে পয়ান।
পুণ্য তীর্থময় হয় সে সকল স্থান ॥ ১৬১ ॥
তথাহি তত্রৈব—(শ্রীচৈ ভা আ ২।৫১)—
"যে স্থানে বৈষ্ণব-জন করেন বিজয়।
সেই স্থান হয় অতি পুণ্য তীর্থময় ॥" ১৬২ ॥
ভক্তসঙ্গে কি অদ্ভুত প্রভুর বিলাস।
পাণিহাটী-গ্রামে নানা ভাবের প্রকাশ ॥ ১৬৩ ॥
যে বিলাস দাস গদাধরের মন্দিরে।
তাহা একমুখে কে কহিতে শক্তি ধরে? ১৬৪ ॥
খড়দহে প্রভু পদ্মাবতীর তনয়।
নিরন্তর সঙ্কীর্তনে মত্ত অতিশয় ॥ ১৬৫ ॥
পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয় যথা।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম প্রকাশিলা তথা ॥ ১৬৬ ॥
নানা গ্রামে লোকের করিয়া দুঃখ দূর।
সপ্তগ্রামে হৈল শুভ গমন প্রভুর ॥ ১৬৭ ॥
উদ্ধারণদত্তে প্রভু কৈল আত্মসাৎ।
তথা যে বিলাস তাহা জগতে বিখ্যাত ॥ ১৬৮ ॥
তথাহি তত্রৈব (শ্রীচৈ ভা অন্ত্য ৫।৪৪৯)—
"উদ্ধারণদত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন মহাপ্রভু ত্রিবেণীর তীরে ॥ ১৬৯ ॥
কায়-মনো-বাক্যে নিত্যানন্দের চরণ।
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ ॥ ১৭০ ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের সেবা অধিকার।
পাইলেন উদ্ধারণ—কিবা ভাগ্য আর? ১৭১ ॥
জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ-স্বরূপ ঈশ্বর।
জন্ম জন্ম উদ্ধারণ তাঁহার কিঙ্কর ॥ ১৭২ ॥
যতেক বণিক্‌কুল উদ্ধারণ হৈতে।
পবিত্র হইল—দ্বিধা নাহিক ইহাতে ॥ ১৭৩ ॥
বণিক্ তারিতে নিত্যানন্দ-অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি-অধিকার ॥ ১৭৪ ॥
সপ্তগ্রামে প্রতি বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে শ্রীনিত্যানন্দ কীর্তনে বিহরে ॥ ১৭৫ ॥
বণিক্‌সকল নিত্যানন্দের চরণ।
সর্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ ॥ ১৭৬ ॥
বণিক্ সবার কৃষ্ণ-ভজন দেখিতে।
মনে চমৎকার পায় সকল জগতে ॥ ১৭৭ ॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভুর মহিমা অপার।
বণিক অধম মূর্খে যে কৈল উদ্ধার ॥ ১৭৮ ॥
সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দ মহামল্ল রায়।
গণসঙ্গে সঙ্কীর্তন করেন লীলায় ॥ ১৭৯ ॥
সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্তন-বিহার।
শত বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার ॥ ১৮০ ॥
পূর্বে যেন সুখ হৈল নদীয়া-নগরে।
সেই মত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম-পুরে ॥" ১৮১ ॥
বণিকের সৌভাগ্য জানিবে কুন জন।
ঐছে বহু বর্ণিল ঠাকুর বৃন্দাবন ॥ ১৮২ ॥
উদ্ধারণদত্ত প্রেমে মত্ত নিরন্তর।
করেন প্রভুর সেবা আনন্দ অন্তর ॥ ১৮৩ ॥
সপ্তগ্রামে মহাতীর্থ ত্রিবেণীর ঘাটে।
দেখে নানা রঙ্গ রহি' প্রভুর নিকটে ॥ ১৮৪ ॥
যে যে স্থানে প্রভু নিত্যানন্দের বিজয়।
সে সকল স্থান হন সর্বতীর্থময় ॥ ১৮৫ ॥
গৌড়ভূমে যত তীর্থ কে করু গণন?
প্রভুসঙ্গে সর্ব তীর্থ ভ্রমে উদ্ধারণ ॥ ১৮৬ ॥
শান্তিপুরে প্রভু নিত্যানন্দ মহারঙ্গে।
মিলিলেন শ্রীঅদ্বৈত ঈশ্বরের সঙ্গে ॥ ১৮৭ ॥
তথা হৈতে নবদ্বীপে করিলা গমন।
নিত্যানন্দ-অঙ্গে শোভে নানা আভরণ ॥ ১৮৮ ॥
শ্রীচরণে নূপুরের ধ্বনি মনোহর।
উপমার স্থান নাহি ব্রহ্মাণ্ড-ভিতর ॥ ১৮৯ ॥
শেষখণ্ড-স্বত্রে নারায়ণীর তনয়।
বর্ণিলেন নিত্যানন্দ-চন্দ্রের বিজয় ॥ ১৯০ ॥

তথাহি তত্রৈব (শ্রীচৈ ভা আ ২।১৭৬)—

"অনন্ত চরিত্র কে বা বুঝিবারে পারে?
চরণে নূপুর, সর্ব মথুরা বিহরে ॥" ১৯১ ॥

মথুরা-শ্রীনবদ্বীপ-ভেদ কভু নয়।
যে মথুরা সেই নবদ্বীপ সুনিশ্চয় ॥ ১৯২ ॥
নদীয়া বিহরে পদ্মাবতীর কুমার।
নানা রত্নভূষণে ভূষিত কলেবর ॥ ১৯৩ ॥
শ্রীচৈতন্যভাগবতে (অন্ত্য-পঞ্চমে)—
রজত-নূপুর-মল শোভে শ্রীচরণে।
পরম মধুর-ধ্বনি, গজেন্দ্র-গমনে ॥ ১৯৪ ॥
প্রতি ঘরে ঘরে সব পারিষদ-সঙ্গে।
নিরবধি বিহরেন সঙ্কীর্তন-রঙ্গে ॥ ১৯৫ ॥
নবদ্বীপ যে হেন মথুরা-রাজধানী।
ঐছে কত কহেন তা' কহিতে না জানি ॥ ১৯৬ ॥
নবদ্বীপে নিত্যানন্দ শ্রীশচীমাতায়।
যে আনন্দ দেন তাহা কহনে না যায় ॥ ১৯৭ ॥
গণসহ নদীয়া-প্রদেশ পর্যটনে।
যে অদ্ভুত লীলা তা' বর্ণিব কুন জনে ॥ ১৯৮ ॥
নিত্যানন্দ-গুণে মগ্ন দত্ত উদ্ধারণ।
নিরন্তর সেবে নিত্যানন্দের চরণ ॥ ১৯৯ ॥
হেন উদ্ধারণ-ঠাকুরের সপ্তগ্রামে।
নরোত্তম প্রবেশে বিহ্বল হৈয়া প্রেমে ॥ ২০০ ॥
লোকে জিজ্ঞাসয়ে উদ্ধারণের আলয়।
করিয়া ক্রন্দন কেহ কহে,—"এই হয় ॥ ২০১ ॥
প্রভুর বিচ্ছেদ-দুঃখে দগ্ধি' অনুক্ষণ।
এই কতদিন হৈল—হৈলা সঙ্গোপন ॥ ২০২ ॥
তাঁ'র অপ্রকটে সপ্তগ্রাম অন্ধকার।"
শুনি' নরোত্তমনেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ২০৩ ॥
হইলা ব্যাকুল যৈছে কহনে না যায়।
প্রভুপ্রিয় যে ছিলেন মিলিলা তাঁহায় ॥ ২০৪ ॥

খড়দহে শ্রীবসুধা-জাহ্নবী ঠাকুরাণী প্রভৃতির নরোত্তমের প্রতি কৃপা—

সপ্তগ্রাম হৈতে চলে গঙ্গাতীরে তীরে।
যথা যে ভক্তের স্থিতি মিলে সে সবারে ॥ ২০৫ ॥
খড়দহগ্রামে প্রবেশিতে মহাশয়।
দেখে যে রহস্য তাহা কহিল না হয় ॥ ২০৬ ॥
প্রভু নিত্যানন্দ-মনোরথ পূর্ণ কৈলা।
প্রভুর ইচ্ছায়ে নরোত্তম স্থির হৈলা ॥ ২০৭ ॥
প্রভুর ভবন-পানে করিতে গমন।
প্রভুপরিকর-সহ হইল মিলন ॥ ২০৮ ॥
সবে শীঘ্র প্রভুর ভবনে লৈয়া গেলা।
শ্রীঈশ্বরী-প্রতি এ সম্বাদ জানাইলা ॥ ২০৯ ॥
শ্রীবসু, জাহ্নবী দোঁহে বীরভদ্র-সনে।
বসিয়াছিলেন প্রভুচরিত্র-কথনে ॥ ২১০ ॥
শুনি' অকস্মাৎ নরোত্তমের গমন।
যদ্যপি ব্যাকুল, তবু হর্ষ হৈল মন ॥ ২১১ ॥
শীঘ্র অন্তঃপুরে নরোত্তমে বোলাইলা।
নরোত্তম গিয়া পাদপদ্মে প্রণমিলা ॥ ২১২ ॥
সর্বতত্ত্বজ্ঞাতা বসু-জাহ্নবী ঈশ্বরী।
অনুগ্রহ কৈল যত কহিতে না পারি ॥ ২১৩ ॥
নরোত্তমে দুই চারি দিবস রাখিলা।
কৃষ্ণকথা-রসে দিবানিশি গোঙাইলা ॥ ২১৪ ॥
প্রেমের আবেশে নরোত্তমে প্রশংসয়।
—"মহাশয়-খ্যাতি সে ইহার যোগ্য হয় ॥" ২১৫॥
ঐছে পরস্পর কত কহিয়া বিরলে।
নরোত্তমে বিদায় করয়ে নীলাচলে ॥ ২১৬ ॥
গমনের কালে শ্রীজাহ্নবী ধীরে ধীরে।
না জানি কি কহিলা সে নয়নের নীরে ॥ ২১৭ ॥
প্রভু বীরভদ্র অতি মধুর ভাষায়।
নরোত্তমে যে কহিল, কহা নাহি যায় ॥ ২১৮ ॥
শ্রীপরমেশ্বরীদাস ব্যাকুল হইয়া।
পথের সন্ধান সব দিলেন কহিয়া ॥ ২১৯ ॥
মহেশপণ্ডিত আদি অতিশয় স্নেহে।
নরোত্তমে বিদায় করিয়া স্থির নহে ॥ ২২০ ॥
নরোত্তম ভূমে পড়ি' প্রণমি' সবায়।
খড়দহ হৈতে চলে ব্যাকুল হিয়ায় ॥ ২২১ ॥

খানাকুল-কৃষ্ণনগরে ঠাকুর শ্রীল অভিরামের সহিত নরোত্তমের মিলন—

নীলাচল-পথের পথিক নরোত্তম।
যথা ভক্তালয় তথা করয়ে গমন ॥ ২২২ ॥

থানাকুল-কৃষ্ণনগরেতে শীঘ্র গেলা।
শ্রীঠাকুর অভিরাম-পদে প্রণমিলা ॥ ২২৩ ॥
নিত্যানন্দ-বিচ্ছেদে তাঁহার বাহ্য নাই।
তৈছে শ্রীমালিনী—উপমার নাই ঠাঁই ॥ ২২৪ ॥
মালিনী-সহিত তেঁহ বহু কৃপা কৈলা।
নীলাচল যাইতে ত্বরায় আজ্ঞা দিলা ॥ ২২৫ ॥
শ্রীঅভিরামের চেষ্টা দেখি' নরোত্তম।
অত্যন্ত ব্যাকুল—নেত্রে ধারা নদীসম ॥ ২২৬ ॥
গোপীনাথ-সেবা দেখি' উথলে হৃদয়।
বিদায় হইলা যৈছে কহিল না হয় ॥ ২২৭ ॥

শ্রীল নরোত্তমের নীলাচলে আগমন ও গোপীনাথাচার্য প্রভৃতির সহিত মিলন—

যে দেশে ছিলেন যত প্রভুপ্রিয়গণ।
সে সব ভক্তের সঙ্গে হইল মিলন ॥ ২২৮ ॥
সোঙরি' ভক্তের গুণ ভাসি' নেত্রজলে।
অতি অল্পদিনেই গেলেন নীলাচলে ॥ ২২৯ ॥
তথা গোপীনাথ আচার্যাদি প্রভুগণ।
নরোত্তম-পথপানে করে নিরীক্ষণ ॥ ২৩০ ॥
প্রভুর আদেশ পূর্বে আছে এ সকলে।
নরোত্তমে প্রবোধ করিতে নীলাচলে ॥ ২৩১ ॥
প্রভু-প্রিয়গণের অন্তরবৃত্তি যাহা।
কে আছে এমন যে বর্ণিতে পারে তাহা ॥ ২৩২ ॥
কানাই-খুটিয়া-প্রতি গোপীনাথ কয়।
নরোত্তমে দেখি শীঘ্র—"এই মনে হয় ॥ ২৩৩ ॥
এতদিন আছে দেহ প্রভুর ইচ্ছাতে।
আর কতদিন বা থাকিব এই মতে ॥" ২৩৪ ॥
তেঁহ কহে,—"লোকমুখে শুনিলু সকল।
নবদ্বীপ হইয়া আসিবেন নীলাচল ॥ ২৩৫ ॥
বুঝি—এথা আসিতে বিলম্ব নাহি আর।"
ঐছে কত কহে—চেষ্টা বুঝে শক্তি কা'র ? ২৩৬ ॥
শ্রীশিখি মাহাতি আদি গোপীনাথে কয়।
"শ্রীজগন্নাথের হৈল দর্শন-সময় ॥" ২৩৭ ॥
শুনি' গোপীনাথাচার্য প্রিয়গণ-সনে।
চলিলেন জগন্নাথদেবের দর্শনে ॥ ২৩৮ ॥
পরস্পর শ্রীনরোত্তমের কথা কয়।
যৈছে রামকেলি-গ্রামে প্রভু আকর্ষয় ॥ ২৩৯ ॥
প্রভু-অনুগ্রহ যৈছে কহিতে কহিতে।
জগন্নাথালয়ে যান সিংহদ্বার-পথে ॥ ২৪০ ॥
প্রভুর বিচ্ছেদে দেহ অতিশয় ক্ষীণ।
তথাপিহ সূর্যপ্রায়, যদ্যপি মলিন ॥ ২৪১ ॥
কহিতে কি—করুণার মূর্তি এ সকলে।
যে দেখে বারেক সে ভাসয়ে নেত্রজলে ॥ ২৪২ ॥
দূরে রহি' নরোত্তম দেখি' এ সবায়।
নয়নে বহয়ে ধারা, অধৈর্য হিয়ায় ॥ ২৪৩ ॥
'প্রভুপ্রিয়গণ'—হেন মনেতে বিচারে।
পরিচয় পাইল কুন ব্রাহ্মণের দ্বারে ॥ ২৪৪ ॥
এথা সিংহদ্বারে কেহ কারু প্রতি কয়।
"অদ্য নরোত্তম আসিবেন—মনে লয় ॥" ২৪৫ ॥
এত কহিতেই শুভ-সংবাদ পাইয়া।
নরোত্তমপানে সবে রহয়ে চাহিয়া ॥ ২৪৬ ॥
শ্রীনরোত্তমের ভক্তিময় কলেবর।
দীর্ঘ দুই নেত্রে অশ্রুধারা নিরন্তর ॥ ২৪৭ ॥
অদ্ভুত প্রেমের গতি!—অধৈর্য অন্তরে।
ভূমি পড়ি' প্রণময়ে প্রভু-পরিকরে ॥ ২৪৮ ॥
সবে প্রেমাবেশে নরোত্তমে আলিঙ্গিল।
নরোত্তম-অঙ্গ নেত্রজলে সিক্ত কৈল ॥ ২৪৯ ॥
যদ্যপি দারুণ দুঃখে দগ্ধ অনিবার।
তথাপিহ আনন্দ সে জন্মিল সবার ॥ ২৫০ ॥
সবে অতি অনুগ্রহ করি' কত কৈয়া।
জগন্নাথ-আগে গেলা নরোত্তমে লৈয়া ॥ ২৫১ ॥
নরোত্তম প্রেমাবেশে অধৈর্য হৃদয়।
জগন্নাথ-বলদেব-শোভা নিরীখয় ॥ ২৫২ ॥
মেঘপুঞ্জ, অঞ্জন, রজত, কুন্দ জিনি'।
রূপের ছটায় কোটি কন্দর্প নিছনি ॥ ২৫৩ ॥
বদনচন্দ্রমা আলো করে ত্রিভুবন।
জগৎ মোহয়ে কিবা শ্রীপদ্মলোচন ॥ ২৫৪ ॥

কিবা বাহু বিশাল, ভঙ্গিমা মনোহর।
ঝলমল করে নানাভূষণ সুন্দর ॥ ২৫৫ ॥
দুই দিকে দুই প্রভু—সুভদ্রা মধ্যেতে।
বিলসয়ে সুদর্শনচক্রের সহিতে ॥ ২৫৬ ॥
অনিমিখ নেত্রে নরোত্তম নিরখিয়া।
ভাবাবেশে অধৈর্য—ধরিতে নারে হিয়া ॥ ২৫৭ ॥
দেখি' সে অদ্ভুত চেষ্টা প্রভু প্রিয়গণ।
হইলা বিহ্বল—অশ্রু নহে নিবারণ ॥ ২৫৮ ॥
গোপীনাথাচার্য নরোত্তমে স্থির কৈল।
প্রভুর সেবক মালা-প্রসাদ আনি' দিল ॥ ২৫৯ ॥
নরোত্তমে লইয়া আচার্য ধীরে ধীরে।
জগন্নাথালয় হৈতে আইলা নিজঘরে ॥ ২৬০ ॥

ঠাকুর নরোত্তমের টোটা-গোপীনাথ-দর্শন এবং তথায় গদাধরগোস্বামী প্রভুর মহিম-শ্রবণ—

নীলাচলে যে ছিলেন প্রভু-প্রিয়গণ।
সে সবে শুনিলা নরোত্তমের গমন ॥ ২৬১ ॥
যদ্যপি দারুণ দুঃখে দগ্ধ অনুক্ষণ।
তথাপি সবার হৈল উল্লসিত মন ॥ ২৬২ ॥
গোপীনাথাচার্য সে সবারে মিলাইতে।
নরোত্তম-সঙ্গে দিলা বিপ্র জগন্নাথে ॥ ২৬৩ ॥
নরোত্তম তাঁ'সহ চলয়ে সব ঠাঁই।
প্রভুগণে মিলে যৈছে কহি সাধ্য নাই ॥ ২৬৪ ॥
হরিদাসঠাকুরের সমাধি-দর্শনে।
কৈল যে বিলাপ তা' বর্ণিতে কে বা জানে ?২৬৫॥
গদাধরপণ্ডিত গোস্বামী ছিলা যথা।
অতিশয় ব্যাকুল-হইয়া গেলা তথা ॥ ২৬৬ ॥
গোপীনাথে প্রণমিলা পড়িয়া ভূমেতে।
গদাধরগুণে কান্দে সে শোভা দেখিতে ॥ ২৬৭ ॥
তথা যে আছেন পণ্ডিতের প্রিয়গণ।
তাঁ' সবার চেষ্টা দেখি' ঝরে দু'নয়ন ॥ ২৬৮ ॥
শ্রীমামুগোস্বামী নরোত্তমে নিরখিয়া।
আলিঙ্গন কৈল অতি অধৈর্য হইয়া ॥ ২৬৯ ॥
নেত্রজলে সিঞ্চিয়া কহয়ে বার বার।
—"প্রভুর ইচ্ছায় দেখা হইল তোমার ॥ ২৭০ ॥
বৈষ্ণবের গতায়াতে সকল শুনিলু।
সাধ ছিল তোমারে দেখিতে—দেখা পাইনু ॥"২৭১॥
ঐছে কত কহি' নরোত্তম-কর ধরি'।
লইয়া নির্জনে পুনঃ কহে ধীরি ধীরি ॥ ২৭২ ॥
ওহে নরোত্তম! এই টোটা নিরখিতে।
নিরন্তর কান্দে প্রাণ, নারি নিবারিতে ॥ ২৭৩ ॥
দেখ যে আরাম-মধ্যে অতি রম্যস্থান।
এথা যে কৌতুক তা' দেখিল ভাগ্যবান্ ॥ ২৭৪ ॥
মোর প্রভু গদাধর বসিয়া এথায়।
পড়িতো শ্রীভাগবত বিহ্বল হিয়ায় ॥ ২৭৫ ॥
শ্রীমুখ তুলিয়া যে সকল অর্থ কহে।
তা'হে কত কত প্রেমানন্দ-নদী বহে ॥ ২৭৬ ॥
সে কথা শুনিতে সাধ কে বা নাহি করে ?
যে শুনে বারেক কভু সে নাহি পাসরে ॥ ২৭৭ ॥
গদাধর-প্রাণনাথ প্রভু গৌরহরি।
এথা বসি' শুনিত সে ব্যাখ্যার মাধুরী ॥ ২৭৮ ॥
এইখানে বৈসে প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভু বসিতো এথায় ॥ ২৭৯ ॥
এথা শ্রীস্বরূপ-দামোদর, বক্রেশ্বর।
শ্রীমুরারিগুপ্ত, এথা দাস গদাধর ॥ ২৮০ ॥
শ্রীমুকুন্দ, নরহরি বসি' এই খানে।
এক দৃষ্ট্যে চাহে গোস্বামীর মুখপানে ॥ ২৮১ ॥
রায় রামানন্দ-আদি প্রভু-প্রিয়গণ।
এই সব স্থানে বৈসে—তেজ সূর্যসম ॥ ২৮২ ॥
প্রভু-পরিকর-শোভা কে পারে কহিতে ?
দেবের সমাজ লজ্জা পায় নিরখিতে ॥ ২৮৩ ॥
রথযাত্রাকালে ঐছে বিলসে এথায়।
সে সব ভাবিতে হিয়া বিদরিয়া যায় ॥ ২৮৪ ॥
অহে নরোত্তম! দাস গদাধর-সনে।
করিতেন কতেক আলাপ এ নির্জনে ॥ ২৮৫ ॥
খণ্ডবাসী নরহরি-প্রতি স্নেহ করি'।
এথা যে কহিল তাহা কহিতে না পারি ॥ ২৮৬ ॥

দামোদরে লইয়া শ্রীগোস্বামী এথায়।
কহিলেন যত তাহা রহিল হিয়ায় ॥ ২৮৭ ॥
প্রভু গৌরচন্দ্র সেবা-সময় জানিয়া।
গোপীনাথ আগে এথা রহে দাঁড়াইয়া ॥ ২৮৮ ॥
দেখি' সে শিঙার প্রশংসয়ে বারে বারে।
সে সব সোঙরি' হিয়া না জানে কি করে ॥ ২৮৯ ॥
গোস্বামীর গোপীনাথ-সেবা, ক্ষেত্রে স্থিতি।
—এই দুই নিয়ম, নাই অন্যত্রেতে গতি ॥ ২৯০ ॥
নীলাচলে রহিবেন শ্রীগৌরসুন্দর।
এ হেতু নিয়ম, সঙ্গ ছাড়িতে দুষ্কর ॥ ২৯১ ॥
ক্ষেত্র হৈতে গৌরাঙ্গের অন্যত্র গমনে।
গোস্বামী নিয়ম ছাড়ি' চলে তাঁ'র সনে ॥ ২৯২ ॥
কতরূপে নিষেধয়ে শ্রীগৌরসুন্দর।
তথাপি ব্যাকুল রত্নাবতীর কোঙর ॥ ২৯৩ ॥
অহে নরোত্তম! কত কব সে চরিত ?
প্রভু-সঙ্গে চলে যৈছে—সর্বত্র বিদিত ॥ ২৯৪ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (ম ১৬।১৩০-১৪৩)—

গদাধরপণ্ডিত যবে সঙ্গেতে চলিলা।
'ক্ষেত্র-সন্ন্যাস না ছাড়িহ'—প্রভু নিষেধিলা ॥২৯৫॥
পণ্ডিত কহে,—"যাহাঁ তুমি, সেই নীলাচল।
ক্ষেত্র-সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল ॥" ২৯৬ ॥
প্রভু কহে,—"ইহা কর গোপীনাথ-সেবন"।
পণ্ডিত কহে,—"কোটি সেবা ত্বৎপাদ-দর্শন" ॥২৯৭॥
প্রভু কহে,—"সেবা ছাড়িবে, আমায় লাগে দোষ।
ইহা রহি' সেবা কর,—আমার সন্তোষ ॥" ২৯৮ ॥
পণ্ডিত কহে,—"সব দোষ আমার উপর।
তোমা-সঙ্গে না যাইব, যাইব একেশ্বর ॥ ২৯৯ ॥
আইকে দেখিতে যাইব, না যাইব তোমা-লাগি'।
'প্রতিজ্ঞা'-'সেবা'-ত্যাগ-দোষ তাঁ'র আমি ভাগী ॥"৩০০
এত বলি' পণ্ডিতগোসাঞি পৃথক্ চলিলা।
কটক আসি' প্রভু তাঁ'রে সঙ্গে আনাইলা ॥ ৩০১ ॥
পণ্ডিতের গৌরাঙ্গ-প্রেম বুঝন না যায়।
'প্রতিজ্ঞা'-'শ্রীকৃষ্ণসেবা' ছাড়িল তৃণপ্রায় ॥ ৩০২ ॥
তাঁহার চরিত্রে প্রভু অন্তরে সন্তোষ।
তাঁ'র হাতে ধরি' কহে করি' প্রণয়রোষ ॥ ৩০৩ ॥
'প্রতিজ্ঞা', 'সেবা' ছাড়িবে—এ তোমার 'উদ্দেশ'।
সে সিদ্ধ হইল—ছাড়ি' আইলা দূরদেশ ॥ ৩০৪ ॥
আমার সঙ্গে রহিতে চাহ, বাঞ্ছ নিজ-সুখ।
তোমার দুই ধর্ম যায়—আমার হয় দুঃখ ॥ ৩০৫ ॥
মোর সুখ চাহ যদি,—নীলাচলে চল।
আমার শপথ,—যদি আর কিছু বল ॥ ৩০৬ ॥
এত বলি' মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হঞা পণ্ডিত তথাই পড়িলা ॥ ৩০৭ ॥
পণ্ডিতে লঞা যাইতে সার্বভৌমে আজ্ঞা দিলা।
ভট্টাচার্য কহে,—"উঠ, ঐছে প্রভুর লীলা" ॥৩০৮॥
দেখি' এ অদ্ভুত চেষ্টা প্রভুপ্রিয়গণ।
হইলা বিস্ময়,—সবে বুঝিলা কারণ ॥ ৩০৯ ॥
প্রভুর আজ্ঞায় সার্বভৌম-আদি যত।
গোস্বামীরে আনিলেন প্রবোধিয়া কত ॥ ৩১০ ॥
যাবৎ শ্রীগৌরচন্দ্র ক্ষেত্রে না আইলা।
তাবৎ এথায় মহাকষ্টে গোঙাইলা ॥ ৩১১ ॥
সর্বত্রেই ব্যক্ত—যেহেতু এ অধিকার।
বিপ্রভূপ পণ্ডিত যতীন্দ্র-অত্যুদার ॥ ৩১২ ॥

তথাহি শ্রীস্বরূপগোস্বামিকৃত-কড়চায়াং—

অবনিসুরবরঃ শ্রীপণ্ডিতাখ্যো যতীন্দ্রঃ
স খলু ভবতি রাধা শ্রীগৌরাবতারে।
নরহরিসরকারস্যাপি দামোদরস্য
প্রভু-নিজদয়িতানাং তচ্চ সারং মতং মে ॥ ৩১৩ ॥

অন্বয়। অবনিসুরবরঃ (ভূসুরবর্যঃ) যতীন্দ্রঃ (যতিশ্রেষ্ঠঃ) শ্রীপণ্ডিতাখ্যঃ (পণ্ডিতনাম্না খ্যাতঃ) স (গদাধর-গোস্বামীত্যর্থঃ) শ্রীগৌরাবতারে রাধা খলু (নিশ্চয়মেব) ভবতি। তৎ চ নরহরিসরকারস্য, অপি প্রভু-দয়িতানাং (মহাপ্রভোঃ প্রিয়াণাং) মে দামোদরস্য চ সারং মতং [ভবতি] ॥ ৩১৩ ॥

অনুবাদ। শ্রীস্বরূপগোস্বামিকৃত কড়চায়—ব্রাহ্মণবর যতিশ্রেষ্ঠ, পণ্ডিতনামে খ্যাত গদাধরগোস্বামী শ্রীগৌর-

লীলায় রাধা—সন্দেহ নাই। ইহা নরহরি সরকার, মহাপ্রভুর প্রিয়গণের এবং আমার (দামোদরের) সার অভিমত ॥ ৩১৩ ॥

অহে নরোত্তম ! কি বলিব তাঁ'র রীত ?
যাঁ'র প্রাণনাথ গৌর—সর্বত্র বিদিত ॥ ৩১৪ ॥
গৌরাঙ্গ-বিচ্ছেদ কভু সহিতে না পারে।
সদা সে দর্শনানন্দ-সমুদ্রে সাঁতারে ॥ ৩১৫ ॥
বৃন্দাবন হৈতে যবে শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন এথা সঙ্গে প্রিয় পরিকর ॥ ৩১৬ ॥
পণ্ডিত গোস্বামী নিরখিয়া প্রভু-পানে।
প্রেমানন্দে মূর্ছিত হইলা এইখানে ॥ ৩১৭ ॥
এথা মহারঙ্গ দেখিলেন ভাগ্যবন্ত।
অহে নরোত্তম ! তা' কহিতে নাই অন্ত ॥ ৩১৮ ॥
প্রভু নিত্যানন্দ গৌড় হইতে আসিয়া।
দেখিল শ্রীগোপীনাথে এথা দাঁড়াইয়া ॥ ৩১৯ ॥
পণ্ডিত গোসাঞীসহ যে সুখ-মিলনে।
সর্বত্র বিদিত—তা' দেখিল ভাগ্যবানে ॥ ৩২০ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে (অ ৭।১১৬-১২৫)—

দেখি' শ্রীমুরলীমুখ, অঙ্গের ভঙ্গিমা।
নিত্যানন্দ-আনন্দ-অশ্রুর নাই সীমা ॥ ৩২১ ॥
নিত্যানন্দ-বিজয় জানিঞা গদাধর।
ভাগবত-পাঠ ছাড়ি' আইলা সত্বর ॥ ৩২২ ॥
দুহেঁ মাত্র দেখিয়া দুহাঁর শ্রীবদন।
গলা ধরি' লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥ ৩২৩ ॥
অন্যোহন্যে দুই প্রভু করে নমস্কার।
অন্যোহন্যে দোঁহে বলে মহিমা দুহাঁর ॥ ৩২৪ ॥
দোঁহে বলে,—"আজি হইল লোচন নির্মল।
দোঁহে বলে,—"আজি হইল জীবন সফল ॥" ৩২৫ ॥
বাহ্যজ্ঞান নাহি দুই প্রভুর শরীরে।
দুই প্রভু ভাসে ভক্তি-আনন্দ-সাগরে ॥ ৩২৬ ॥
হেন সে হইল প্রেমভক্তির প্রকাশ।
দেখি' চতুর্দিকে পড়ি' কান্দে সর্ব দাস ॥ ৩২৭ ॥
কি অদ্ভুত প্রীতি নিত্যানন্দ-গদাধরে।
একের অপ্রিয় আরে সম্ভাষা না করে ॥ ৩২৮ ॥
গদাধরদেবের সঙ্কল্প এইরূপ।
নিত্যানন্দ-নিন্দকের না দেখেন মুখ ॥ ৩২৯ ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে প্রীতি যা'র নাঞি।
দেখাও না দেন তাঁরে পণ্ডিতগোসাঞি ॥ ৩৩০ ॥

অহে নরোত্তম ! প্রাণ কান্দে তা' স্মরণে।
হইল দুই প্রভুর মিলন এইখানে ॥ ৩৩১ ॥
এথা দোঁহে স্থির হৈয়া বসি' কতক্ষণ।
করিলেন শ্রীচৈতন্যচরিত্র-কীর্তন ॥ ৩৩২ ॥
পণ্ডিতগোসাঞী পদ্মাবতীর নন্দনে।
নিমন্ত্রণ কৈল—অন্ন ভিক্ষা এইখানে ॥ ৩৩৩ ॥
নিত্যানন্দপ্রভু গদাধরের নিমিত্তে।
একমণ তণ্ডুল আনিলা গৌড় হৈতে ॥ ৩৩৪ ॥
মনে এই সাধ—অন্যে না বুঝে এ রীত।
—"গোপীনাথে সমর্পিয়া ভুঞ্জিব পণ্ডিত ॥" ৩৩৫ ॥
দিলেন সে তণ্ডুল শ্রীপণ্ডিতে এথায়ে।
পণ্ডিত গোসাঞী দেখি' কত প্রশংসয়ে ॥ ৩৩৬ ॥
এথা সে তণ্ডুল শ্রীপণ্ডিতে কৈল পাক।
করিল ব্যঞ্জন টোটা হইতে তুলি' শাক ॥ ৩৩৭ ॥
কোমল-তিন্তিড়ী-পত্রাম্বল শীঘ্র কৈল।
অন্নের সৌগন্ধি সব টোটায় ব্যাপিল ॥ ৩৩৮ ॥
গোপীনাথে ভোগ দিয়া রাখিলা এথায়।
অকস্মাৎ আইলা অন্তর্যামী গৌররায় ॥ ৩৩৯ ॥
হাসি' কহে,—"ঐছে কার্য গোপনে দোঁহার।
না জানহ—ইথে ভাগ আছয়ে আমার ॥ ৩৪০ ॥
কভু ভিন্ন নহি আমি তোমা দোঁহা হৈতে।
অনুচিত কৈলে কিছু চাহিয়ে কহিতে ॥" ৩৪১ ॥
শুনি' মহানন্দে শ্রীপণ্ডিত গদাধর।
থুইল প্রসাদ-অন্ন প্রভুর গোচর ॥ ৩৪২ ॥
প্রভু কহে,—"তিন ভাগ সমান করিয়া।
ভুঞ্জিব এ অন্ন তিনে একত্র বসিয়া ॥" ৩৪৩ ॥
এত কহি' অন্ন-ভাগত্রয় শীঘ্র করি'।
এইখানে ভুঞ্জিতে বসিলা গৌরহরি ॥ ৩৪৪ ॥
দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ, বামে শ্রীপণ্ডিত।
সে শোভা ভাবিতে হিয়া না হয় সম্বিৎ ॥ ৩৪৫ ॥

ভুঞ্জেন শ্রীগৌরচন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া।
শ্রীশাক, তিন্তিড়ীপত্রাম্বলে প্রশংসিয়া॥ ৩৪৬॥
ভুঞ্জয়ে শ্রীনিত্যানন্দ উল্লাস-হিয়ায়।
মন্দ মন্দ হাসি' গোস্বামীর পানে চায়॥ ৩৪৭॥
পরম আনন্দে ভুঞ্জে পণ্ডিত গোসাঞি।
উপজয়ে কৌতুক—কহিতে অন্ত নাই॥ ৩৪৮॥
আচমন করি' তিনে বসিলা এথায়।
সে সব ভাবিতে হিয়া বিদরিয়া যায়॥ ৩৪৯॥
অহে নরোত্তম! হের, দেখহ নির্জনে।
বসিতেন শ্রীগোস্বামী এই জীর্ণাসনে॥ ৩৫০॥
এইখানে গোস্বামীর জীবন গৌরহরি।
একা আসি' বসিতেন এ আসনোপরি॥ ৩৫১॥
ভাগবত-পদ্যাস্বাদে হৈত অশ্রুপাত।
তাহে গ্রন্থ সিক্ত—এই দেখহ সাক্ষাৎ॥ ৩৫২॥
এই টোটামধ্যে যত বিলাস দোঁহার।
তাহা কহিবার শক্তি না হয় আমার॥ ৩৫৩॥

গোপীনাথ-মন্দিরমধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্ধান—

অহে নরোত্তম! এইখানে গৌরহরি।
না জানি—কি পণ্ডিতে কহিল ধীরি ধীরি॥ ৩৫৪॥
দোঁহার নয়নে ধারা বহে অতিশয়।
তাহা নিরখিতে দ্রবে পাষাণ-হৃদয়॥ ৩৫৫॥
ন্যাসিশিরোমণি-চেষ্টা বুঝে সাধ্য কা'র?
অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার॥ ৩৫৬॥
প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে।
হৈলা অদর্শন,—পুনঃ না আইলা বাহিরে॥ ৩৫৭॥
প্রভু-সঙ্গোপন-সময়েতে হৈল যাহা।
লক্ষমুখ হইলেও কহিতে নারি তাহা॥ ৩৫৮॥
এইখানে গোস্বামী হইলা অচেতন।
এথা সব মহান্তের উঠিল ক্রন্দন॥ ৩৫৯॥
ভকতবৎসল প্রভু গৌর-গুণমণি।
সবা প্রবোধিলা যৈছে কহিতে না জানি॥ ৩৬০॥

গোস্বামীর প্রতি প্রভু কৈল এ আদেশ।
—"বিপ্রপুত্র শ্রীনিবাস পাইল বড় ক্লেশ॥ ৩৬১॥
আইসেন পথে, শুনি' মোর সঙ্গোপন।
করিল নিশ্চয় তেঁহ ছাড়িতে জীবন॥ ৩৬২॥
প্রবোধিনু তাঁ'রে, তেঁহ আসিব এথায়।
প্রাণরক্ষা হ'বে তাঁ'র তোমার কৃপায়॥ ৩৬৩॥
সর্বতত্ত্ব জান তুমি, কি আর কহিতে?
কিছুদিন রহিবা আমার ইচ্ছামতে॥" ৩৬৪॥
ঐছে কত কহি' প্রভু কিছু স্থির কৈলা।
কতদিনে শ্রীনিবাস এথাই আইলা॥ ৩৬৫॥
কিবা প্রেমময়! নেত্রে ধারা নিরন্তর।
কৈশোর বয়স, কি অপূর্ব কলেবর॥ ৩৬৬॥
অহে নরোত্তম! শ্রীনিবাস এইখানে।
ভূমে পড়ি' প্রণমিলা গোস্বামিচরণে॥ ৩৬৭॥
দুই বাহু পসারি' গোস্বামী করি' কোলে।
শ্রীনিবাস-অঙ্গ সিঞ্চিলেন নেত্রজলে॥ ৩৬৮॥
পিতামাতা বাৎসল্য করয়ে পুত্রে যৈছে।
শ্রীনিবাস-প্রতি গোস্বামীর ভাব তৈছে॥ ৩৬৯॥
গোস্বামী করিলা যৈছে অনুগ্রহ তাঁ'রে।
সে সব সোঙরি' হিয়া না জানি কি করে॥ ৩৭০॥
শ্রীনিবাসে বিদায় করিয়া বৃন্দাবনে।
হইয়া ব্যাকুল বসিলেন এইখানে॥ ৩৭১॥
দিনে দিনে সে কোমল তনু হইল ক্ষীণ।
নেত্রজলে ধরণী সিঞ্চয়ে রাত্রিদিন॥ ৩৭২॥
অগ্নিশিখাপ্রায় দীর্ঘনিঃশ্বাস সঘনে।
অকস্মাৎ সঙ্গোপন হইলা এইখানে॥ ৩৭৩॥
সে সময়ে যে হইল কহনে না যায়।
রহিল জীবনমাত্র তাঁহার ইচ্ছায়॥ ৩৭৪॥
তোমার বৃত্তান্ত পূর্বে কহিল আমারে।
এ হেন দুঃখের কালে দেখিনু তোমারে॥ ৩৭৫॥
যদ্যপি হৃদয় দগ্ধ হইছে আমার।
তথাপি পাইনু সুখ—ঐছে আজ্ঞা তাঁ'র॥ ৩৭৬॥
অহে নরোত্তম! সদা ধৈর্যাবলম্বিবে।
প্রভুপ্রিয় শ্রীনিবাসে এ সব কহিবে॥ ৩৭৭॥

নীলাচল হৈতে শীঘ্র গৌড়দেশ গিয়া।
করহ কৃতার্থ জীবে ভক্তিদান দিয়া ॥ ৩৭৮ ॥
প্রভু চৈতন্যের অনুগ্রহ তোমা-প্রতি।
তুমি বিনাশিবে বহু লোকের দুর্গতি ॥ ৩৭৯ ॥
সঙ্কীর্তনসুখের সমুদ্রে মগ্ন হ'বে।
প্রভু-মনোবৃত্তি মহানন্দে প্রকাশিবে ॥" ৩৮০ ॥
ঐছে কত কহি' প্রেমাবেশে আলিঙ্গিয়া।
করিলা বিদায় গোপীনাথে সমর্পিয়া ॥ ৩৮১ ॥

কাশীমিশ্রভবনে শ্রীগোপালগুরুর সহিত ঠাকুর শ্রীনরোত্তমের সাক্ষাৎ—

নরোত্তম গেলা কাশীমিশ্রের ভবন।
শ্রীগোপালগুরু-সহ হইল মিলন ॥ ৩৮২ ॥
তেঁহ নরোত্তম-প্রতি অতি স্নেহ করি'।
সুমধুর বচনে কহয়ে ধীরি ধীরি ॥ ৩৮৩ ॥
—"আছয়ে জীবন মাত্র প্রভুর ইচ্ছায়।
দেখিতে এ স্থান প্রাণ বিদরিয়া যায় ॥ ৩৮৪ ॥
অহে নরোত্তম! দেখ পরম নির্জনে।
বসিতেন প্রভু একা এই তৃণাসনে ॥ ৩৮৫ ॥
এইখানে মহাপ্রভু করিত শয়ন।
শ্রীগোবিন্দ করিতেন পাদসম্বাহন ॥ ৩৮৬ ॥
ব্রহ্মাদি-দুর্লভ প্রেম এথা প্রকাশিলা।
কে বুঝিতে পারে কৃষ্ণচৈতন্যের লীলা?" ৩৮৭ ॥
নরোত্তম দেখি' প্রভু-শয়ন-আসন।
ভূমে লোটাইয়া কৈল অনেক ক্রন্দন ॥ ৩৮৮ ॥
শ্রীগোপাল-গুরু অতি অধৈর্য হিয়ায়।
নরোত্তমে কোলে লইয়া কান্দে উভরায় ॥ ৩৮৯ ॥
শ্রীগোপালগুরু কতক্ষণে স্থির হইয়া।
নরোত্তমে স্থির কৈল কত প্রবোধিয়া ॥ ৩৯০ ॥
যথা যথা প্রভু ভাবাবেশে মগ্ন হইলা।
সে সকল স্থান নরোত্তমে দেখাইলা ॥ ৩৯১ ॥
শ্রীবক্রেশ্বরের চারু চরিত্র কহিল।
শ্রীরাধাকান্তের পাদপদ্মে সমর্পিল ॥ ৩৯২ ॥

গুণ্ডিচামন্দিরে ঠাকুর শ্রীনরোত্তম—

নরোত্তম প্রণমিয়া জগন্নাথ-সনে।
চলিলেন গুণ্ডিচামন্দির দরশনে ॥ ৩৯৩ ॥
বিপ্র জগন্নাথ নরোত্তম-প্রতি কয়।
—"এই পথে নীলাচলচন্দ্রের বিজয় ॥ ৩৯৪ ॥
রথাগ্রে নর্তন প্রভু কৈলা এইখানে।
ভুবন ব্যাপিল সে প্রভুর সঙ্কীর্তনে ॥ ৩৯৫ ॥
শ্রীমস্তক দিয়া রথ এথায় ঠেলিলা।
ব্রহ্মাদি করিলা স্তুতি দেখি' প্রভু-লীলা ॥ ৩৯৬ ॥
শ্রীপ্রতাপরুদ্রে কৃপা কৈলা এইখানে।
প্রভু-পরিকরের আনন্দ হৈল মনে ॥ ৩৯৭ ॥
এইখানে মহাপ্রভু নিজগণ লৈয়া।
কহে কত শ্রীলক্ষ্মীর বিজয় দেখিয়া ॥ ৩৯৮ ॥
এই টোটামধ্যে প্রভু পরিকর-সনে।
ভুঞ্জিলেন শ্রীমহাপ্রসাদ হর্ষমনে ॥ ৩৯৯ ॥
এই দেখ গুণ্ডিচামন্দির মনোহর।
এথা নানা লীলা কৈলা শচীর কুমার ॥ ৪০০ ॥
গুণ্ডিচামন্দির-মার্জনেতে যৈছে সুখ।
বর্ণিতে নারিয়ে হইলেও লক্ষমুখ ॥ ৪০১ ॥
ভক্তগণ-সঙ্গে শ্রীচৈতন্য ভগবান্।
এই ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে কৈলা স্নান ॥" ৪০২ ॥
ঐছে মহাবিজ্ঞ বিপ্র জগন্নাথদাস।
দেখাইলা যথা যথা প্রভুর বিলাস ॥ ৪০৩ ॥
নরোত্তমে লৈয়া আইলা আচার্যের ঘরে।
নরোত্তম-চেষ্টা জানাইলা আচার্যেরে ॥ ৪০৪ ॥
আচার্যাদি নরোত্তমে যৈছে কৃপা কৈল।
তাহা বিস্তারিয়া এথা বর্ণিতে নারিল ॥ ৪০৫ ॥
সবে কহে,—"শ্রীনিবাসে না দেখিব আর।
তাহারে কহিবা এ সকল সমাচার ॥ ৪০৬ ॥
শ্রীহৃদয়চৈতন্যের শিষ্য শ্যামানন্দ।
শুনিয়া তাঁহার কথা পাইনু আনন্দ ॥ ৪০৭ ॥
শীঘ্র আইলে দেখা বা হৈত তাঁ'র সনে।"
ঐছে কত কহে, অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥ ৪০৮ ॥

নরোত্তমে বিদায় করিয়া শীঘ্র করি'।
হইলেন যৈছে তাহা কহিতে না পারি ॥ ৪০৯ ॥

ঠাকুর শ্রীনরোত্তমের উৎকল হইয়া গৌড়দেশে যাত্রা

নীলাচল হৈতে নরোত্তম যাত্রা কৈলা।
শ্যামানন্দে দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হৈলা ॥ ৪১০ ॥
উৎকলমধ্যেতে শ্যামানন্দ বিলসয়।
শিষ্যগণ-সঙ্গে সঙ্কীর্তন আস্বাদয় ॥ ৪১১ ॥
অতিমূঢ় পাষণ্ডীর করি' পরিত্রাণ।
দেবের দুর্লভ প্রেমভক্তি করে দান ॥ ৪১২ ॥
শুনি' মহাশয়ের গমন লোকমুখে।
গণসহ আগুসরি' গেলা মহাসুখে ॥ ৪১৩ ॥
কি অপূর্ব মিলন! দেখিল ভাগ্যবান্।
শ্যামানন্দদেব যেন পাইলেন প্রাণ ॥ ৪১৪ ॥
শ্রীমহাশয়েরে নিজালয়ে লৈয়া আইলা।
নৃসিংহপুরের লোক মহাহর্ষ হৈলা ॥ ৪১৫ ॥
বিস্তারিতে নারি এথা যৈছে দুঁহ-রীত।
দোঁহার অদ্ভুত স্নেহ হইল বিদিত ॥ ৪১৬ ॥
নরোত্তম-শ্যামানন্দ নির্জনেতে বসি'।
বিবিধ প্রসঙ্গে গোঙাইলা দিবানিশি ॥ ৪১৭ ॥
শ্রীক্ষেত্রের কথা শ্যামানন্দে জানাইয়া।
গৌড়দেশে যাত্রা কৈলা ব্যাকুল হইয়া ॥ ৪১৮ ॥

শ্রীখণ্ডে ঠাকুর নরোত্তম—

শীঘ্র শ্যামানন্দ নীলাচলে যাত্রা কৈলা।
শ্রীঠাকুরমহাশয় গৌড়দেশে আইলা ॥ ৪১৯ ॥
শ্রীখণ্ড দেখিয়া অশ্রু ঝরয়ে নয়নে।
প্রবেশে ঠাকুর নরহরির ভবনে ॥ ৪২০ ॥
নরোত্তম আইলা—শুনি' সরকারঠাকুর।
হইলেন যৈছে তাহা বচনের দূর ॥ ৪২১ ॥
নিজগণ-প্রতি কহে,—"গৌড় যাতায়াতে।
ইঁহার পিতার সহ সাক্ষাৎ তথাতে ॥ ৪২২ ॥
রাজ্যাধিকারী সে, নাম—কৃষ্ণানন্দ রায়।
তাঁ'র ঘরে জন্মে ইঁহো প্রভুর ইচ্ছায় ॥ ৪২৩ ॥
বহু কার্য প্রভু সাধিবেন এই দ্বারে।
কোথা নরোত্তম—দেখি, আনহ তাঁহারে" ॥ ৪২৪ ॥
হেনকালে ঠাকুরের আগে নরোত্তম।
প্রণময়ে, নেত্রে ধারা বহে নদীসম ॥ ৪২৫ ॥
শ্রীঠাকুর নরোত্তম-পানে নিরখিয়া।
নেত্রজলে সিঞ্চে স্নেহাবেশে আলিঙ্গিয়া ॥ ৪২৬ ॥
নরোত্তমে যাহা জিজ্ঞাসিল কৃপা করি'।
তাহা নরোত্তম নিবেদয়ে ধীরি ধীরি ॥ ৪২৭ ॥
ক্ষেত্রবাসী যৈছে রহে সে সব শুনিয়া।
হৈলা যৈছে ব্যাকুল—ধরিতে নারে হিয়া ॥ ৪২৮ ॥
নরোত্তম কহে স্থির হৈয়া কতক্ষণে।
—"ত্বরায় আইলা, তেঞি দেখিলু নয়নে ॥ ৪২৯ ॥
প্রভু অভিলাষ পূর্ণ করিব তোমার।
হইয়া চিরায়ুঃ ভক্তি করিবা প্রচার ॥" ৪৩০ ॥
ঐছে কত কহি' রঘুনন্দনে সঁপিলা।
তেঁহো মহাপ্রভুর অঙ্গনে লৈয়া গেলা ॥ ৪৩১ ॥
ভুবনমোহন গৌরচন্দ্রের দর্শনে।
প্রেমাবেশে নরোত্তম প্রণমে প্রাঙ্গণে ॥ ৪৩২ ॥
তথা প্রভুগণ-সহ হইল মিলন।
যাজিগ্রামে পাঠাইলা শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৪৩৩ ॥

যাজিগ্রামে শ্রীনিবাসাচার্য-গৃহে ঠাকুর মহাশয়—

যাজিগ্রামে শ্রীনিবাসাচার্যের আলয়।
তথা গেলা নরোত্তম—অধৈর্য হৃদয় ॥ ৪৩৪ ॥
সবা-সহ শ্রীআচার্য বাড়ীর বাহিরে।
নরোত্তমে দেখে যৈছে—কে কহিতে পারে ॥ ৪৩৫ ॥
বিনা প্রণমিতে নরোত্তমে আলিঙ্গিল।
পরিচয় দিয়া সবা-সহ মিলাইল ॥ ৪৩৬ ॥
নরোত্তমে জিজ্ঞাসে যা' নিভৃতে বসিয়া।
নরোত্তম কহে তাহা ব্যাকুল হইয়া ॥ ৪৩৭ ॥
নবদ্বীপ-আদি, নীলাচলের বৃত্তান্ত।
সকল কহিতে চাহে—নাহি হয় অন্ত ॥ ৪৩৮ ॥
সে সব শুনিতে যৈছে হইলা আচার্য।
তাহা দেখি' অন্যেও ধরিতে নারে ধৈর্য ॥ ৪৩৯ ॥
দোঁহার অন্তর যৈছে—কি বুঝিবে আনে?
ক্রন্দন সম্বরি' স্থির হৈলা কতক্ষণে ॥ ৪৪০ ॥

শ্রীনিবাসাচার্য্য নরোত্তম প্রতি কয়।
—"যাইতে খেতরি-গ্রাম বিলম্ব না সয়॥ ৪৪১ ॥
কহিতে কি—শীঘ্র প্রকাশিবে প্রয়োজন।
করিবে শ্রীবিগ্রহসেবার আয়োজন॥ ৪৪২ ॥
সবা-সহ শীঘ্র আমি যাইব তথাতে।
না ভাবিহ যদি হয় বিলম্ব ইহাতে"॥ ৪৪৩ ॥
ঐছে কত কহি' অতি ব্যাকুল হিয়ায়।
লোক সঙ্গে দিয়া শীঘ্র করিলা বিদায়॥ ৪৪৪ ॥

কাটোয়ায় শ্রীল নরোত্তম

নরোত্তম কণ্টক-নগরে প্রবেশিতে।
দুই নেত্রে বহে ধারা নারে নিবারিতে॥ ৪৪৫ ॥
নরোত্তম আইলা শুনি' দাস-গদাধর।
দারুণ দুঃখেও সুখ ব্যাপিল অন্তর॥ ৪৪৬ ॥
নরোত্তম দাস-গদাধর আগে গিয়া।
করয়ে প্রণাম ভূমিতলে লোটাইয়া॥ ৪৪৭ ॥
নরোত্তমে দেখিয়া শ্রীদাস-গদাধর।
কোলে করি' সিঞ্চে নেত্রজলে কলেবর॥ ৪৪৮ ॥
বসাইয়া নিকটে যে সব জিজ্ঞাসিল।
নরোত্তম ব্যাকুল হইয়া নিবেদিল॥ ৪৪৯ ॥
শুনি' ঠাকুরের হিয়া বিদরিয়া যায়।
ছাড়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস অগ্নির শিখা প্রায়॥ ৪৫০ ॥
নরোত্তমে অনুগ্রহ করি' যে কহিল।
গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে বর্ণিতে নারিল॥ ৪৫১ ॥
সমর্পিয়া শ্রীগৌরচন্দ্রের রাঙ্গা পায়।
খেতরি গ্রামেতে শীঘ্র করিলা বিদায়॥ ৪৫২ ॥
দাস-গদাধরের জীবন গোরাচান্দে।
নিরখিয়া নরোত্তম ধৈর্য্য নাহি বান্ধে॥ ৪৫৩ ॥
যথা মহাপ্রভু কৈলা সন্ন্যাসগ্রহণ।
সে-স্থান দেখিতে ধৈর্য্য নহে সম্বরণ॥ ৪৫৪ ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ভূমিতলে।
করিলা ধরণী সিক্ত নয়নের জলে॥ ৪৫৫ ॥
করয়ে ক্রন্দন যৈছে কহনে না যায়।
না মানে প্রবোধ—হিয়া উমড়ে সদায়॥ ৪৫৬ ॥
প্রভু-পরিকর যে ছিলেন স্থানে স্থানে।
হইল মিলন তথা তাঁ' সবার সনে॥ ৪৫৭ ॥
সে সবে বিদায় কৈল কত প্রবোধিয়া।
চলিলেন নরোত্তম রাঢ়দেশ দিয়া॥ ৪৫৮ ॥

রাঢ়দেশে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবভূমি একচক্রা গ্রামে ঠাকুর নরোত্তম

রাঢ়দেশ-মধ্যে একচক্রা-নামে গ্রাম।
যথা জন্মিলেন প্রভু নিত্যানন্দ রাম॥ ৪৫৯ ॥
নরোত্তম একচক্রা-গ্রামে প্রবেশিতে।
প্রভু দেখা দিলা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপেতে॥ ৪৬০ ॥
যে যে স্থানে প্রভু গণ-সঙ্গে বিহরিলা।
সে সকল স্থান নরোত্তমে দেখাইলা॥ ৪৬১ ॥
নরোত্তমে প্রভু নারিলেন ভাঁড়াইতে।
হইলা সাক্ষাৎ যৈছে—কে পারে বর্ণিতে? ৪৬২ ॥
নরোত্তম দেখি' নিত্যানন্দ বলরাম।
হইলা মূর্চ্ছিত—নেত্রে ধারা অবিরাম॥ ৪৬৩ ॥
প্রভুর ইচ্ছায় কতক্ষণে স্থির হৈলা।
প্রভু ইহা অন্যে জানাইতে নিষেধিলা॥ ৪৬৪ ॥
নরোত্তম আত্মসমর্পিয়া শ্রীচরণে।
একচক্রা প্রদক্ষিণ কৈলা হর্ষমনে॥ ৪৬৫ ॥
একচক্রাবাসী সকলেরে প্রণমিয়া।
চলিলেন নিত্যানন্দগুণে মগ্ন হৈয়া॥ ৪৬৬ ॥

ঠাকুরমহাশয়ের খেতরি গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন

খেতরি গ্রামের পথ জিজ্ঞাসি' লোকেরে।
অতিশীঘ্র আইলেন পদ্মাবতী-তীরে॥ ৪৬৭ ॥
পদ্মাবতী পার হৈয়া খেতরি যাইতে।
আইলা গ্রামবাসী লোক আগুসরি' নিতে॥ ৪৬৮ ॥
কহিতে কি—সে সবে পরম ভাগ্যবান্।
নরোত্তমে দেখি' জুড়াইলা মনঃপ্রাণ॥ ৪৬৯ ॥
মনের উল্লাসে কেহ কহে কারু ঠাঁই।
—"এ অপূর্ব্ব বৈরাগ্য উপমা দিতে নাই"॥ ৪৭০ ॥
কেহ কহে—"মোর মনে এই চিন্তা হয়।
নিজ রাজ্য বলি' এথা রয় কি না রয়"॥ ৪৭১ ॥

কেহ কহে—"বৈষ্ণবের সর্ব্বত্র সমান।
অবতরি' করে পাষণ্ডীর পরিত্রাণ" ॥ ৪৭২ ॥
কেহ কহে—এথা "পাষণ্ডীর অন্ত নাই।
নিজ রাজ্য হইলেও রহিব এই ঠাঁই ॥ ৪৭৩ ॥
কেহ কহে—"এ সকল দেশ উদ্ধারিতে।
হৈল আগমন—সত্য বিচারিনু চিতে" ॥ ৪৭৪ ॥
ঐছে কহিয়াও এই সন্দেহ সবার।
তীর্থান্তরে যাবে এথা করি' অন্ধকার ॥ ৪৭৫ ॥
এত কহি' সবার নয়নে ধারা বয়।
একদৃষ্টে নরোত্তম-পানে নিরীখয় ॥ ৪৭৬ ॥
হইল আকাশবাণী হেনই সময়।
—"এথা নরোত্তম নিরন্তর বিলসয় ॥ ৪৭৭ ॥
প্রভুর ইচ্ছায় ইঁহো প্রকট হইয়া।
উদ্ধারে পাষণ্ডিগণে ভক্তিদান দিয়া" ॥ ৪৭৮ ॥
ঐছে কত ধ্বনি হইল, শুনি' চমৎকার।
নরোত্তম-চরণে প্রণমে বারে বার ॥ ৪৭৯ ॥
মহাশয়ে বেড়ি' সবে উল্লাস হিয়ায়।
গ্রামে প্রবেশয়ে কিবা অপূর্ব্ব শোভায় ॥ ৪৮০ ॥
অতি রম্য পরম নির্জ্জনে লৈয়া গেলা।
মহাশয় সেই স্থানে অবস্থিতি কৈলা ॥ ৪৮১ ॥
অতি বৃহৎ গ্রাম শ্রীখেতরি পুণ্য ক্ষিতি।
মধ্যে মধ্যে নামান্তর—অপূর্ব্ব বসতি ॥ ৪৮২ ॥
রাজধানী-স্থান সে গোপালপুর হয়।
ঐছে গ্রামনামে ধনাঢ্য বৈসয় ॥ ৪৮৩ ॥
মিথ্যাসুখে মগ্ন সবে, নাহি ধর্ম্মজ্ঞান।
না জানে—পশ্চাৎ কৈছে হইবে কল্যাণ ॥ ৪৮৪ ॥
সে সবারে দেখি' শ্রীঠাকুর মহাশয়।
করয়ে করুণা যৈছে কহিল না হয় ॥ ৪৮৫ ॥
শ্রীসন্তোষ রায় আদি সবারে লইয়া।
কহে আচার্য্যের কথা ব্যাকুল হইয়া ॥ ৪৮৬ ॥

শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভুর গৃহস্থাশ্রম স্বীকার

এথা গণসহ শ্রীআচার্য্য যাজিগ্রামে।
স্থির নহে বিদায় করিয়া নরোত্তমে ॥ ৪৮৭ ॥
খণ্ডে শুনিলেন—অন্য গেলা নরোত্তম।
সবে মনে গণে তাঁর চেষ্টা মনোরম ॥ ৪৮৮ ॥
শ্রীরঘুনন্দন যাজি-গ্রামেতে আইলা।
আচার্য্যের বিবাহ-উদ্‌যোগ শীঘ্র কৈলা ॥ ৪৮৯ ॥
যাজিগ্রামে বৈসে শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী।
আচর্য্যেরে কন্যা দিতে তাঁর মহা আর্ত্তি ॥ ৪৯০ ॥
শ্রীগোপালদাস বিপ্রে শ্রীরঘুনন্দন।
নিভৃতে কহয়ে অতি মধুর বচন ॥ ৪৯১ ॥
—"তোমার কন্যার যোগ্য পাত্র শ্রীনিবাস"।
ইহা শুনি' গোপালের হইল উল্লাস ॥ ৪৯২ ॥
বিবাহপ্রসঙ্গ জানাইলা বন্ধুগণে।
সবে কহে কন্যাদান কর এই ক্ষণে ॥ ৪৯৩ ॥
বৈশাখের শুভ কৃষ্ণা তৃতীয়া দিবসে।
কন্যাদান করয়ে আচার্য্য শ্রীনিবাসে ॥ ৪৯৪ ॥
পূর্ব্বে কন্যা নাম সবে "দ্রৌপদী" কহয়।
হইল 'ঈশ্বরী' নাম বিভার সময় ॥ ৪৯৫ ॥
কিবা সে মাধুরী! যেন কনক-প্রতিমা।
ভক্তি মূর্ত্তিমতী সে গুণের নাই সীমা ॥ ৪৯৬ ॥
আচার্য্য-বিবাহ-কালে দীক্ষামন্ত্র দিতে।
ঈশ্বরীর তেজ যৈছে না পারি কহিতে ॥ ৪৯৭ ॥
প্রসঙ্গে কহিয়ে শ্রীগোপাল বিপ্রবর।
আচার্য্যের স্থানে শিষ্য হইলা সত্বর ॥ ৪৯৮ ॥
শ্যামদাস, রামচন্দ্র—গোপালতনয়।
শ্যামানন্দ, রামচরণাখ্যা—কেহ কয় ॥ ৪৯৯ ॥
দোঁহে আচার্য্যের শিষ্য—অদ্ভুত চরিত।
এথা অল্পে কহিল—এ সর্ব্বত্র বিদিত ॥ ৫০০ ॥
শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী করি' কন্যাদান।
করিলেন সকলের পরম সম্মান ॥ ৫০১ ॥
গ্রামবাসী কিবা স্ত্রী-পুরুষ সর্ব্ব জন।
সবে কহে—ধন্য ধন্য গোপাল ব্রাহ্মণ ॥ ৫০২ ॥
শ্রীনিবাসাচার্য্য ঐছে বিবাহ করিল।
ইহাতে সবার মহা আনন্দ জন্মিল ॥ ৫০৩ ॥
শ্রীসরকার ঠাকুর বিবাহবার্ত্তা শুনি'।
বাৎসল্যে হইলা যৈছে কহিতে না জানি ॥ ৫০৪ ॥

দাস-গদাধর আদি শুনি' স্নেহাবেশে।
পরস্পর কত প্রশংসয়ে শ্রীনিবাসে॥ ৫০৫॥

আচার্যপ্রভুর গোস্বামিগ্রন্থ অধ্যাপন

এথা শ্রীনিবাস গোস্বামীর গ্রন্থগণ।
নিরন্তর শিষ্যে করায়েন অধ্যয়ন॥ ৫০৬॥
শ্রীনিবাসাচার্য্য-বিদ্যাপ্রভাব অপার।
শুনি' সকলের চিত্তে হয় চমৎকার॥ ৫০৭॥
গৌরপ্রিয় দ্বিজ-হরিদাসের তনয়।
শ্রীদাস গোকুলানন্দ—দোঁহে বিচারয়॥ ৫০৮॥
—"প্রভুর বিয়োগে পিতা বৃন্দাবন গেলা।
এ আচার্য্য-স্থানে শিষ্য হইতে আজ্ঞা দিলা॥ ৫০৯॥
অল্পদিন হৈল, এথা আইলা ব্রজ হনে।
বিলম্বে কি কাজ?—শীঘ্র যাইব দর্শনে"॥ ৫১০॥
এত কহি' দুইজনে যাজিগ্রামে গিয়া।
আচার্য্যদর্শনে হৈলা উল্লসিত হিয়া॥ ৫১১॥
পিতার যে আজ্ঞা—তাহা প্রত্যক্ষ হইল।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমসুধা সমুদ্রে ডুবিল॥ ৫১২॥
জিজ্ঞাসিতে আচার্য্যে দিলেন পরিচয়।
দোঁহে পুনঃ পুনঃ আচার্য্যেরে প্রণময়॥ ৫১৩॥
পা'য়া পরিচয় শ্রীআচার্য্য প্রেমাবেশে।
করি' অতিগৌরব নেত্রের জলে ভাসে॥ ৫১৪॥
শ্রীদাস, গোকুলানন্দ দোঁহে নিবেদয়।
—"দীক্ষামন্ত্র দেহ', কৃপা কর কৃপাময়"॥ ৫১৫॥
আচার্য্য কহেন—"কিছু আছয়ে বিলম্ব"।
এত কহি' করাইল গ্রন্থ শুভারম্ভ॥ ৫১৬॥
দোঁহে গোস্বামীর গ্রন্থ করে অধ্যয়ন।
দোঁহার অদ্ভুত চেষ্টা না হয় বর্ণন॥ ৫১৭॥

রামচন্দ্র কবিরাজের আচার্য্যপ্রভুর শিষ্যত্বলাভ-বৃত্তান্ত

দোঁহে শ্রীনিবাস আচার্য্যের স্নেহ অতি।
ঐছে নিজগণ আসি' মিলে নিতি নিতি॥ ৫১৮॥
একদিন আচার্য্যঠাকুর যাজিগ্রামে।
সরোবরতটে গেলা বাড়ীর পশ্চিমে॥ ৫১৯॥
গণ-সহ বৈসে তথা—তেজ সূর্য্যপ্রায়।
সকরুণ নয়নে পথের পানে চায়॥ ৫২০॥
দেখে—একজন দিব্য দোলার উপর।
সুসজ্জে বিবাহ করি' যায় নিজ ঘর॥ ৫২১॥
কন্দর্প-সমান শোভা—ভূষণে ভূষিত।
অতি সুকোমল তনু জিনি' নবনীত॥ ৫২২॥
রূপে হেম-কেতকী-চম্পক-মদ হরে।
শিরে সুচিক্কণ কেশ ঝলমল করে॥ ৫২৩॥
উজ্জ্বল ললাট, ভুরু, নেত্র মনোরম।
শ্রবণ, নাসিকা, গণ্ড-ছটা নিরুপম॥ ৫২৪॥
বদনচন্দ্রমা চারু, অরুণ অধর।
সিংহগ্রীব, কম্বুকণ্ঠ, বক্ষ পরিসর॥ ৫২৫॥
মধুর উদর নাভি, বলিত ত্রিবলী।
বাহু আজানুলম্বিত ললিত করাঙ্গুলি॥ ৫২৬॥
ক্ষীণ মধ্যদেশ, জানু সুন্দর চরণ।
পরিধেয় সূক্ষ্ম নব অপূর্ব্ব বসন॥ ৫২৭॥
দেখিয়া আচার্য্য ঐছে করয়ে বিচার।
—"গন্ধর্ব্বতনয়, এ কি অশ্বিনীকুমার॥ ৫২৮॥
কি অপূর্ব্ব যৌবন! দেবতা মনে লয়।
এ দেহ সার্থক যদি কৃষ্ণেরে ভজয়"॥ ৫২৯॥
ঐছে বিচারিয়া পুছে সঙ্গী লোক প্রতি।
—কি নাম? কি জাতি? এ পাত্রের কোথা স্থিতি"॥
কেহ প্রণমিয়া কহে—"এ মহা পণ্ডিত।
রামচন্দ্রনাম, কবি নৃপতি বিদিত॥ ৫৩১॥
দিগ্বিজয়ী চিকিৎসক যশস্বিপ্রবর।
বৈদ্যকুলোদ্ভব, বাস কুমার-নগর"॥ ৫৩২॥
এসব শুনিয়া শ্রীআচার্য্য দয়াময়।
মন্দ মন্দ হাসিয়া গেলেন নিজালয়॥ ৫৩৩॥
রামচন্দ্র গাঢ় কর্ণে এসব শুনিয়া।
আচার্য্যে দর্শন কৈল দোলায় থাকিয়া॥ ৫৩৪॥
আত্ম-সমর্পিয়া ঐছে চিন্তে মনে মনে।
—"পুনরায় দর্শন করিব কতক্ষণে"॥ ৫৩৫॥
পরম সুধীর মৌন ধরিয়া রহিলা।
বাটী গিয়া মহাকষ্টে দিবা গোঙাইলা॥ ৫৩৬॥

রাত্রিযোগে আসি' এক বিপ্রের আলয়ে।
আচার্য্যচরণ চিন্তে অধৈর্য্য-হৃদয়ে॥ ৫৩৭॥
রজনীপ্রভাতে আচার্য্যের আগে গিয়া।
করয়ে ক্রন্দন আচার্য্যেরে নিরখিয়া॥ ৫৩৮॥
ছিন্নমূল বৃক্ষপ্রায় পড়িয়া ভূমিতে।
বার বার প্রণময়ে নারে স্থির হৈতে॥ ৫৩৯॥
গদগদ স্বরে যে কহয়ে আচার্য্যেরে।
সে সব শুনিতে ঐছে কেবা ধৈর্য্য ধরে? ৫৪০॥
আচার্য্যচরণে নিজ মস্তক অর্পিয়া।
ভূমে পড়ি' রহে ধূলি-ধূসরিত হৈয়া॥ ৫৪১॥
আচার্য্য দু'বাহু তাঁর ধরি' দুই করে।
উঠাইয়া হর্ষে গাঢ় আলিঙ্গন করে॥ ৫৪২॥
মস্তকে ধরিয়া হস্ত আশীর্ব্বাদ করি'।
অশ্রুযুক্ত হইয়া কহয়ে ধীরি ধীরি॥ ৫৪৩॥
—"জন্মে জন্মে তুমি মোর বান্ধবাতিশয়।
অদ্য বিধি মিলাইল হইয়া সদয়॥ ৫৪৪॥
ঐছে নরোত্তমে মিলাইলা বৃন্দাবনে।
নিরন্তর কে বা না ঝুরয়ে তাঁর গুণে? ৫৪৫॥
তেঁহো এক নেত্র, তুমি দ্বিতীয় নয়ন!
দোঁহে মোর নেত্র, ভুজদ্বয় দুই জন"॥ ৫৪৬॥
রামচন্দ্র নরোত্তম-নাম শ্রবণেতে।
স্বাভাবিক প্রেমের উদয় হৈল চিতে॥ ৫৪৭॥
রামচন্দ্র-চিত্তবৃত্তি আচার্য্য জানিল।
শ্রীনরোত্তমের কথা বিস্তারি' কহিল॥ ৫৪৮॥
শুনি' রামচন্দ্র মনে উপজিল যাহা।
রামচন্দ্র আচার্য্যে না জানাইল তাহা॥ ৫৪৯॥
হাসিয়া শ্রীআচার্য্য কহয়ে ধীরে ধীরে।
—"মনে যে কহিলা তাহা হইব অচিরে"॥ ৫৫০॥
ঐছে কহি' অতি অনুগ্রহ প্রকাশিল।
গোস্বামীর গ্রন্থ পাঠারম্ভ করাইল॥ ৫৫১॥
দেখিয়া অদ্ভুত শক্তি উল্লসিত-মনে।
রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র দীক্ষা দিল শুভক্ষণে॥ ৫৫২॥
শিষ্য হৈয়া রামচন্দ্র ভাসে ভক্তিরসে।
বাঢ়িল অদ্ভুত প্রেম দিবসে দিবসে॥ ৫৫৩॥
এসব প্রসঙ্গ কবিরাজ কর্ণপূর।
নিজকৃত গ্রন্থে বর্ণিলেন সুমধুর॥ ৫৫৪॥
আচার্য্যস্বরূপ রামচন্দ্র প্রেমময়।
শুনিলে এ সব ভক্তিরত্ন লভ্য হয়॥ ৫৫৫॥
শ্রীনিবাস-আচার্য্য-চরণ চিন্তা করি'।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি॥ ৫৫৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভক্তিরত্নাকরে শ্রীনরোত্তমস্য শ্রীনবদ্বীপ-নীলাচল-দর্শনাদিবর্ণনং নাম অষ্টমস্তরঙ্গঃ॥

নবম তরঙ্গ

কথাসার—এই তরঙ্গে রাজা বীরহাম্বীরের শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুলতা, শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর লিখিত শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যের ও রাজা বীরহাম্বীরের নামীয় দুই পত্রসহ দুইজন পত্রবাহকের ব্রজ হইতে বিষ্ণুপুরে রাজার নিকট আগমন, শ্রীল শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর অপ্রকট-লীলা-প্রকাশ, কার্ত্তিকী কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রীল দাস-গদাধর প্রভুর ও মার্গশীর্ষ কৃষ্ণৈকাদশী তিথিতে শ্রীল নরহরি ঠাকুরের প্রকট-লীলা-সঙ্গোপন, শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য-প্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রা, জনৈক মাথুর-ব্রাহ্মণের নিকট দ্বিজ হরিদাস আচার্য্যের প্রকট-লীলা-সংগোপন-বার্ত্তা শ্রবণ, শ্রীল গোপালভট্ট, শ্রীল ভূগর্ভ, শ্রীল লোকনাথ ও শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভৃতির সহিত শ্রীআচার্য্যের সাক্ষাৎকার, ব্রজে শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর আগমন ও শ্রীজীবপাদের নিকট গ্রন্থানুশীলন, শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের ব্রজে আগমন, তাঁহার অনুজ শ্রীগোবিন্দের ভগবতী-বিষয়ক গীতি রচনামূলক পূর্ব্ব বিবরণ, শ্রীভগবতীর আদেশে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগমনে ভব-বন্ধন মোচনার্থ শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য-প্রভুর কৃপালাভের জন্য শ্রীগোবিন্দের ব্যাকুলতা, কবিত্বে পারদর্শিতা-হেতু শ্রী-রামচন্দ্রের 'কবিরাজ'-উপাধিলাভ, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট রাজা বীরহাম্বীরের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র-দীক্ষা ও 'শ্রীচৈতন্য দাস' নাম লাভ, রাণীর ও রাজপুত্রের আচার্য্যপ্রভুর নিকট দীক্ষা-প্রাপ্তি, রাজার শ্রীশ্রীকালাচাঁদের সেবাপ্রকাশ, ব্রজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর কাটোয়ায় শ্রীল দাস গদাধরের শিষ্য শ্রীল যদুনন্দন চক্রবর্ত্তীর সহিত শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্যের মিলন, কাটোয়ায় শ্রীল দাস গদাধর প্রভুর এবং শ্রীখণ্ডে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসবে শ্রীবীরভদ্র-প্রভুর ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর তনয়দ্বয়ের এবং নানাস্থান হইতে মহান্তগণের যোগদান, শ্রীল বীরভদ্র প্রভুর কৃপায় জনৈক অন্ধের নয়ন-প্রাপ্তি, শ্রীখণ্ড হইতে মহান্তগণের বিদায় প্রভৃতি প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

জয় জয় শ্রীশচীনন্দন গৌরচন্দ্র।
জয় পদ্মাবতীর নন্দন নিত্যানন্দ॥ ১॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত নাভাদেবীর কোঙর।
জয় রত্নাবতীর তনয় গদাধর॥ ২॥
জয় শ্রীবাসাদি প্রভুপ্রিয় ভক্তগণ।
মো-হেন মূর্খের কর বাঞ্ছিত পূরণ॥ ৩॥
জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়।
এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয়॥ ৪॥

রাজা বীরহাম্বীরের অনুতাপ ও তাঁহাকে সান্ত্বনা

শ্রীবীরহাম্বীর রাজা বন বিষ্ণুপুরে।
আচার্য্য-দর্শন লাগি' উদ্বিগ্ন অন্তরে॥ ৫॥
রাজা এই চিন্তা সদা করে মনে মনে।
—"বিষ্ণুপুরে প্রভু বা আসিব কত দিনে॥ ৬॥
মো অতি অনাথ, মোর কেহ নাহি আর।
প্রভু বিনা তিলে তিলে দেখি অন্ধকার॥ ৭॥
কেবা না পাইল দুঃখ মোর আচরণে।
গোস্বামি-সবারে পীড়া দিনু বৃন্দাবনে॥ ৮॥
কৈনু অপরাধ ঐছে কেহ নাহি করে।
সে সবে কি অনুগ্রহ করিব আমারে? ৯॥
ঐছে কত কহি' মনে রহে মৌন ধরি'।
সম্বরে নেত্রের ধারা কত যত্ন করি'॥ ১০॥
রাজারে উদ্বিগ্ন দেখি পাত্র-মিত্রগণে।
করয়ে সান্ত্বনা অতি মধুর বচনে॥ ১১॥
—"এই অল্প দিন হৈল গেলা এথা হৈতে।
বুঝিয়ে—বিলম্ব কিছু হইবে আসিতে॥ ১২॥
নহিবে ভাবিত—তেঁহো তুয়া-ভক্তিবশ।
সর্ব্বত্র ব্যাপিল এই তোমার সুযশ॥ ১৩॥
তাঁর অনুগ্রহে সকলের অনুগ্রহ।
ইথে মহারাজ কিছু না কর সন্দেহ॥ ১৪॥

যদি কহ—ব্রজস্থ প্রভুর প্রিয়গণে।
করিব নিগ্রহ ;—ইহা না করিহ মনে" ॥ ১৫ ॥
এত কহিতেই ব্রজ হৈতে দুই জন।
আইলেন গোস্বামীর লইয়া লিখন ॥ ১৬ ॥
দোঁহে দেখি' রাজা মহা অস্তব্যস্ত হৈলা।
ভূমিতলে পড়িয়া দোঁহারে প্রণমিলা ॥ ১৭ ॥
ঐছে রীত দেখি' দোঁহে হৈয়া স্তব্ধপ্রায়।
রাজা প্রতি কহে কিছু মধুর ভাষায় ॥ ১৮ ॥
"বৃন্দাবনে যৈছে সবে প্রশংসে তোমারে।
সাক্ষাতে তা' দেখি' সুখ বাঢ়িল অন্তরে ॥ ১৯ ॥
পত্রিকা লইয়া আইনু গোস্বামী সবার।
এই পত্রী আচার্য্যের, এ পত্রী তোমার" ॥ ২০ ॥
এত কহি' রাজারে দিলেন পত্রীদ্বয়।
পত্রী লৈয়া রাজা নেত্র-মস্তকে ধরয় ॥ ২১ ॥
হর্ষে নিজ ভাগ্য প্রশংসিয়া বার বার।
পড়ে নিজ পত্রী—নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ২২ ॥
শ্রীজীব গোসাঞীর মহামধুর অক্ষর।
যে শুনে তাহার হয় অধৈর্য্য অন্তর ॥ ২৩ ॥
পত্রী পড়ি' রাজা মহা উল্লাসে কহয়।
"মো হেন অধমে সবে হইলা সদয় ॥ ২৪ ॥
অদোষদরশী সে প্রভুর ভক্তগণ"।
ঐছে কত কহে অশ্রু নহে নিবারণ ॥ ২৫ ॥
রাজার অদ্ভুত চেষ্টা দেখে ভাগ্যবান্।
রাজা সে দোঁহার কৈল পরম সম্মান ॥ ২৬ ॥
যাজিগ্রামে গোস্বামীর পত্রী পাঠাইতে।
নিজ সমাচার পত্রী লিখিল ত্বরিতে ॥ ২৭ ॥
দুই পত্রী নিজ দুই লোকে সমর্পিল।
দোঁহে যাজিগ্রামে আসি' আচার্য্যেরে দিল ॥ ২৮ ॥
গোস্বামীর পত্রী মাথে বন্দিলা যতনে।
পড়িতে আনন্দধারা বহে দু'নয়নে ॥ ২৯ ॥
আচার্য্যঠাকুর কতক্ষণে স্থির হৈলা।
তবে সে মনুষ্য রাজার পত্রী দিলা ॥ ৩০ ॥
পত্রী পড়ি' আচার্য্যের প্রসন্ন হৃদয়।
পত্রে ব্যক্ত দর্শন-আকাঙ্ক্ষা অতিশয় ॥ ৩১ ॥
আচার্য্য রাজায় শীঘ্র পত্রিকা লিখিল।
যাইতে বিলম্ব কিছু—পত্রে জানাইল ॥ ৩২ ॥
আর যে যে সমাচার লিখিল তাহাতে।
পত্রিকা দিলেন সেই মনুষ্যের হাতে ॥ ৩৩ ॥
পত্রী লৈয়া লোক বনবিষ্ণুপুরে গেলা।
পত্রীপাঠে রাজা মহা আনন্দ পাইলা ॥ ৩৪ ॥
এথা শ্রীআচার্য্য শিষ্যগণেরে পড়ায়।
"সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি'—কহি' গর্জ্জে সিংহপ্রায় ॥ ৩৫ ॥
আচার্য্যের এই এক চিন্তা নিরন্তর।
—"প্রায় অদর্শন হৈলা প্রভু-পরিকর ॥ ৩৬ ॥
যে কেউ আছেন সে সবার স্থির নয়"।
ঐছে বিচারিতে অতি ব্যাকুল হৃদয় ॥ ৩৭ ॥
চিত্তস্থির মাত্র ভক্তিশাস্ত্রের বিচারে।
আচার্য্যের বিদ্যাবল ব্যাপয়ে সংসারে ॥ ৩৮ ॥
নানাদেশ হৈতে যে আইসে বিদ্যাবান্।
সে সবে পড়ান ভক্তিরত্ন দিয়া দান ॥ ৩৯ ॥
গোস্বামীর গ্রন্থ-অধ্যয়নের কারণ।
একদিন আইলা দুই ক্ষেত্রস্থ ব্রাহ্মণ ॥ ৪০ ॥
পূর্ব্বে যে আইলা মিলি' তাঁ' সবার সনে।
চলিলেন আচার্য্যঠাকুর সন্নিধানে ॥ ৪১ ॥
ভক্তিপূর্ব্বক দোঁহে আচার্য্যেরে প্রণমিলা।
আচার্য্য প্রণমি' দোঁহে আলিঙ্গন কৈলা ॥ ৪২ ॥
দোঁহে জিজ্ঞাসয়ে শ্রীক্ষেত্রের সমাচার।
দোঁহে কহে—"কহিতে দুঃখের নাহি পার ॥ ৪৩ ॥
প্রভু-পরিকর যে ছিলেন নীলাচলে।
নেত্র অগোচর প্রায় হইছে সকলে ॥ ৪৪ ॥
তথা গিয়াছিলা শ্যামানন্দ প্রেমময়।
যে দেখিল তাঁর দশা কহিল না হয় ॥ ৪৫ ॥
কুন কুন মহান্তের দর্শন পাইলা।
সে সবার সঙ্গোপনে মৃতপ্রায় হৈলা ॥ ৪৬ ॥
বিদরে পাষাণ, দারু শুনি' সে ক্রন্দন।
প্রভুর ইচ্ছায় মাত্র রহিল জীবন ॥ ৪৭ ॥
কুন কুন ভাগবত তাঁরে প্রবোধিলা।
বিচ্ছেদে ব্যাকুল তেঁহো বৃন্দাবনে গেলা" ॥ ৪৮ ॥

শুনি' আচার্য্যের দুই নেত্রে ধারা বয়।
সে দশা দেখিতে কার হিয়া না দ্রবয় ॥ ৪৯ ॥
আচার্য্য আপনা প্রবোধিয়া সেই ক্ষণে।
গোস্বামীর গ্রন্থ পড়ায়েন দুইজনে ॥ ৫০ ॥
নবদ্বীপ হইতে এক বৈষ্ণব আসিয়া।
মিলিল আচার্য্যে অতি ব্যাকুল হইয়া ॥ ৫১ ॥
শ্রীআচার্য্য অধৈর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসয়।
—"কহ নবদ্বীপের সংবাদ কৈছে হয়" ॥ ৫২ ॥
তেঁহো কহে—"শুক্লাম্বর আদি ভক্তগণ।
এই অল্প দিনে হইলেন অদর্শন" ॥ ৫৩ ॥
এত কহিতেই কেহ আসিয়া কহিলা।
"দাস-গদাধর অত্য সঙ্গোপন হৈলা" ॥ ৫৪ ॥
শুনি' শ্রীনিবাসাচার্য্য নারে স্থির হৈতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন পৃথিবীতে ॥ ৫৫ ॥
সে দশা দেখিয়া চিন্তা করে সর্ব্বজন।
প্রভু-ইচ্ছা হৈতে হৈল কিঞ্চিৎ চেতন ॥ ৫৬ ॥
করি' কত বিলাপ কান্দয়ে উচ্চস্বরে।
উঠিল ক্রন্দন-রোল আচার্য্যের ঘরে ॥ ৫৭ ॥
সে কান্দন শুনিতে কান্দয়ে পশু-পাখী।
যে দেখিল সে সময়ে সেই তার সাখী ॥ ৫৮ ॥
স্থির হৈয়া আচার্য্য কহেন সর্ব্বজনে।
—"আমারে যাইতে শীঘ্র হবে বৃন্দাবনে ॥ ৫৯ ॥
করিবে তোমরা সবে গ্রন্থানুশীলন।
অর্থ স্ফুরাবেন প্রভু রূপ-সনাতন" ॥ ৬০ ॥
এত কহি' গ্রন্থ পড়ায়েন শিষ্যগণে।
প্রকারে আচার্য্য বর দিলা সর্ব্বজনে ॥ ৬১ ॥

শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর বৃন্দাবনে গমন

একদিন শ্রীআচার্য্য চিন্তয়ে অন্তরে।
—"প্রায় সবে ছাড়ি' গেলা মু হেন দুঃখীরে" ॥ ৬২ ॥
এত চিন্তিতেই কেহো কহে উচ্চ করি'।
—"অদর্শন হৈলা শ্রীঠাকুর নরহরি" ॥ ৬৩ ॥
ঐছে বাক্য-বজ্রাঘাতে স্থির নাহি বান্ধে।
ভূমিতে লোটায়—'একি হৈল বলি' কান্দে ॥ ৬৪ ॥
করিতে ক্রন্দন রজনীর শেষ হৈল।
ছাড়িব জীবন—এই মনে দঢ়াইল ॥ ৬৫ ॥
প্রভুর ইচ্ছায় নিদ্রা হৈল অকস্মাৎ।
স্বপ্নচ্ছলে দোঁহে শীঘ্র হইলা সাক্ষাৎ ॥ ৬৬ ॥
প্রভু দাস-গদাধর, প্রভু নরহরি।
করয়ে প্রবোধ আচার্য্যেরে করে ধরি' ॥ ৬৭ ॥
—"এ নহে উচিত তুমি যে করিলা মনে।
সদা আছি আমরা তোমার সন্নিধানে" ॥ ৬৮ ॥
এত কহি শ্রীনিবাসে করি' আলিঙ্গন।
স্নেহাবেশে দোঁহে হইলেন অদর্শন ॥ ৬৯ ॥
দুঁহু-অদর্শনে দুঃখ হইল অশেষ।
শ্রীনিবাস জাগিয়া দেখয়ে রাত্রিশেষ ॥ ৭০ ॥
না জানি কি রামচন্দ্রে কহিয়া নিভৃতে।
বৃন্দাবনে যাত্রা কৈলা রজনীপ্রভাতে ॥ ৭১ ॥
অতিশীঘ্র মথুরা-নগরে প্রবেশিলা।
শ্রীবিশ্রামঘাটেতে যমুনা-স্নান কৈলা ॥ ৭২ ॥
তথা এক মাথুর ব্রাহ্মণ দূর হৈতে।
শ্রীনিবাসে দেখি' মহাবিহ্বল স্নেহেতে ॥ ৭৩ ॥
'গৌড়ে গিয়া শীঘ্র কেনে আগমন হৈল'।
—ঐছে বিচারিতে মনে উদ্বেগ জন্মিল ॥ ৭৪ ॥
নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসিল সমাচার।
শ্রীনিবাস নিবেদিল করি' নমস্কার ॥ ৭৫ ॥
ব্রজের মঙ্গল জিজ্ঞাসিতে শ্রীনিবাস।
কহয়ে মাথুর বিপ্র ছাড়ি' দীর্ঘশ্বাস ॥ ৭৬ ॥
"মাঘমাসে হৈল এথা তোমার গমন।
দিন দশ আগে আগে আইলে পাইতা দরশন ॥ ৭৭ ॥
মাঘ কৃষ্ণা একাদশী-দিনে কি আশ্চর্য্য!
সঙ্গোপন হৈলা দ্বিজ হরিদাসাচার্য্য" ॥ ৭৮ ॥
শুনি' শ্রীনিবাস ভাসে নেত্রের ধারায়।
'নহিল দর্শন' বলি' ভূমিতে লোটায় ॥ ৭৯ ॥
শ্রীনিবাস-দশা দেখি' বিপ্র মহাধীর।
অনেক প্রকারে শ্রীনিবাসে কৈলা স্থির ॥ ৮০ ॥
তথা হইতে শ্রীনিবাস গিয়া বৃন্দাবন।
গোস্বামী সবার কৈল চরণ-দর্শন ॥ ৮১ ॥

সে-দিবস বসন্ত-পঞ্চমী তিথি হয়।
শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরে সকল বিলসয়॥ ৮২ ॥
শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীভূগর্ভ লোকনাথ।
শ্রীজীব গোস্বামী-আদি প্রিয়বর্গ সাথ॥ ৮৩ ॥
অকস্মাৎ শ্রীনিবাসে দেখিয়া সকলে।
স্নেহাবেশে ধরি' করিলেন সবে কোলে॥ ৮৪ ॥
ভূমিতে পড়িয়া প্রণময়ে শ্রীনিবাস।
দেখি' সে অদ্ভুত-চেষ্টা সবার উল্লাস॥ ৮৫ ॥
শ্রীনিবাসে কুশল সকলে জিজ্ঞাসিল।
আদ্যোপান্ত শ্রীনিবাস সব নিবেদিল॥ ৮৬ ॥
শুনি' গৌরচন্দ্র-প্রিয়ভক্ত-সঙ্গোপন।
ব্যাকুল হইয়া সবে করেন ক্রন্দন॥ ৮৭ ॥
কেহ কহে—"শ্রীনিবাসে দেখি' কৈলু মনে।
এত শীঘ্র ইঁহার গমন হৈল কেনে॥ ৮৮ ॥
পাইলা দারুণ দুঃখ—এ হেতু গমন"।
ঐছে কত কহি' প্রবোধয়ে সর্ব্বজন॥ ৮৯ ॥
হরিদাসাচার্য্য অদর্শন জানাইতে।
সবে যৈছে হৈলা তাহা কে পারে কহিতে॥ ৯০ ॥
শ্রীনিবাসে স্থির করি' সবে স্থির হৈলা।
গোবিন্দের রাজভোগ-আরতি দেখিলা॥ ৯১ ॥
শ্রীনিবাস করি' রাধাগোবিন্দ দর্শন।
প্রেমেতে বিহ্বল যৈছে না হয় বর্ণন॥ ৯২ ॥
গোস্বামি-সকল প্রিয় শ্রীনিবাসে লৈয়া।
ভুঞ্জিলেন শ্রীমহাপ্রসাদ যত্ন পা'য়া॥ ৯৩ ॥
নিজ নিজ বাসা সবে গমন করিলা।
শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীনিবাসে লৈয়া গেলা॥ ৯৪ ॥

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর বৃন্দাবনে আগমন

হেনকালে শ্যামানন্দ আইলা ক্ষেত্র হৈতে।
গোস্বামীরে প্রণময়ে পড়িয়া ভূমিতে॥ ৯৫ ॥
স্নেহাবেশে গোস্বামী করিয়া আলিঙ্গন।
কহিলেন সুধাময় মধুর বচন॥ ৯৬ ॥
শ্যামানন্দে যৈছে স্নেহ কে কহিতে পারে।
ঐছে কৈল মন স্থির হয় যে প্রকারে॥ ৯৭ ॥
শ্রীনিবাসাচার্য্যের গমন জানাইয়া।
রহিলেন কিছুকাল নিভৃতে বসিয়া॥ ৯৮ ॥
শ্যামানন্দ দেখিয়া আচার্য্য শ্রীনিবাসে।
ভূমে পড়ি' প্রণমিল মনের উল্লাসে॥ ৯৯ ॥
শ্রীনিবাস যথাযোগ্য আচরণ করি'।
বসাইলা পাশে শ্যামানন্দে করে ধরি'॥ ১০০ ॥
পরস্পর কহিয়া সকল সমাচার।
নিবারিতে নারে—নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ ১০১ ॥
মনে করি' গোস্বামীর প্রবোধ-বচন।
কতক্ষণে স্থির হইলেন দুইজন॥ ১০২ ॥
শ্যামানন্দে আচার্য্য রাখিয়া সেইখানে।
শীঘ্র করি' গেলেন শ্রীযমুনা-সিনানে॥ ১০৩ ॥
স্নান করি' জীবগোস্বামীরে নিবেদিয়া।
শ্রীভট্টগোস্বামি-পদে প্রণমিল গিয়া॥ ১০৪ ॥
এইরূপ সর্ব্বত্রই করিয়া ভ্রমণ।
শ্রীজীব-নিকটে করে গ্রন্থানুশীলন॥ ১০৫ ॥
শ্রীজীবগোস্বামী অতি প্রসন্ন-হৃদয়।
দেখি' আচার্য্যের বিদ্যা প্রভাবাতিশয়॥ ১০৬ ॥
শ্রীগোপালচম্পূ-গ্রন্থারম্ভ শুনাইলা।
আর যে যে গ্রন্থ কৈল তাহা দেখাইলা॥ ১০৭ ॥
আচার্য্যের হইল অতি আনন্দ অন্তর।
গোস্বামীর গ্রন্থ-চর্চ্চা করে নিরন্তর॥ ১০৮ ॥

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের বৃন্দাবন-যাত্রা

ঐছে শ্রীনিবাসাচার্য্য বৈসে বৃন্দাবনে।
গৌড়েতে ব্যাকুল সবে আচার্য্য-বিহনে॥ ১০৯ ॥
একদিন শ্রীখণ্ডেতে শ্রীরঘুনন্দন।
রামচন্দ্রে কহে অতি মধুর বচন॥ ১১০ ॥
—"হইল সকল শূন্য, কহিতে কি আর।
বৃন্দাবন যাহ শীঘ্র—এ কার্য্য তোমার"॥ ১১১ ॥
এত কহি' পথের সন্ধান জানাইলা।
সেইক্ষণে রামচন্দ্র যাজিগ্রামে আইলা॥ ১১২ ॥
তথা রামচন্দ্রে সবে কহে বার বার।
—"শ্রীআচার্য বিনা সব হইল অন্ধকার॥ ১১৩ ॥

না কর বিলম্ব, শীঘ্র যাহ বৃন্দাবন।
আচার্যে আনিয়া রাখ সবার জীবন॥" ১১৪॥
রামচন্দ্র সকলের পা'য়া অনুমতি।
আইলেন নিজ-গৃহে হৈয়া হর্ষ অতি॥ ১১৫॥
রামচন্দ্র এই চিন্তা করে মনে মনে।
—"শ্রীনরোত্তমের সঙ্গ হবে কত দিনে॥ ১১৬॥
হইলে তাঁহার সঙ্গ যাবে সব দুঃখ।
দরশন বিনা মনে না জন্মিবে সুখ॥ ১১৭॥
প্রভুগৃহে রহিতে নারিব তাঁহা বিনে।
তথা গতায়াত করিবেন গণসনে॥ ১১৮॥
ঐছে স্থানে রহি যাতে সুখ সর্বমতে।"
স্থান স্থির হৈল মনে ঐছে বিচারিতে॥ ১১৯॥
মহান্ত-অন্তর বুঝে হেন কা'র শক্তি।
কাহুকে না প্রকাশিল নিজ-মনোবৃত্তি॥ ১২০॥
নিজানুজ ভ্রাতা শ্রীগোবিন্দ বিদ্যাবান্।
কার্যেতে চাতুর্য চারু, সর্বাংশে প্রধান॥ ১২১॥
অতি স্নেহাবেশে তা'রে কহয়ে নিভৃতে।
—"যাইব শ্রীবৃন্দাবন রজনীপ্রভাতে॥ ১২২॥
এবে এথা বাসের সঙ্গতি ভাল নয়।
সদা মনে আশঙ্কা উপজে অতিশয়॥ ১২৩॥
আছয়ে কিঞ্চিৎ ভৌম* বহুদিন হৈতে।
তাহে যে উৎপাত এবে দেখহ সাক্ষাতে॥ ১২৪॥
শীঘ্র এই বাসাদিক পরিত্যাগ করি'।
নির্বিঘ্নে অন্যত্র বাস হয় সর্বোপরি॥ ১২৫॥
তাহে এই গঙ্গা-পদ্মাবতী-মধ্য স্থান।
পুণ্যক্ষেত্র **তেলিয়া-বুধরি-**নামে গ্রাম॥ ১২৬॥
অতি গণ্ডগ্রাম শিষ্টলোকের বসতি।
যদি মনে হয় তবে উপযুক্ত স্থিতি॥ ১২৭॥
শ্রীমাতামহের পূর্বে ছিল গতায়াত।
সকলে জানেন, তেঁহো সর্বত্র বিখ্যাত॥ ১২৮॥
তথা বাস হৈলে অনেকের সুখ হয়।"
গোবিন্দ কহয়ে,—"এই কর্তব্য নিশ্চয়"॥ ১২৯॥

গোবিন্দের বাক্যে রামচন্দ্র হর্ষ হৈলা।
পরমার্থ-রীত বহু উপদেশ কৈলা॥ ১৩০॥
রামচন্দ্র রজনীপ্রভাতে ভ্রাতা-স্থানে।
বিদায় হইয়া যাত্রা কৈলা বৃন্দাবনে॥ ১৩১॥
আচার্য গেলেন মার্গশীর্ষমাস-শেষে।
রামচন্দ্র গমন করিলা পৌষশেষে॥ ১৩২॥

শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা গোবিন্দের পূর্ব-ইতিবৃত্ত—

শ্রীগোবিন্দ দুই চারি দিবস রহিয়া।
কুমারনগর হৈতে গেলেন তেলিয়া॥ ১৩৩॥
তেলিয়া-বুধরি-আদি গ্রামবাসী যত।
সবার আনন্দ যৈছে কে কহিবে কত॥ ১৩৪॥
আসিয়া মিলিলা ভদ্রলোক ভাগ্যবান্।
সবে করি' দিলেন অপূর্ব বাসস্থান॥ ১৩৫॥
সবে মহাসুখী গোবিন্দের সদ্গুণেতে।
গোবিন্দ পাইলা সুখ সবার স্নেহেতে॥ ১৩৬॥
ঐছে বিলসয়ে,—এক চিন্তামাত্র সবে।
"শ্রীআচার্য-চরণ-কিঙ্কর হ'ব কবে॥ ১৩৭॥
কবে শ্রীআচার্য প্রভু দীক্ষা-মন্ত্র দিব।
উদ্ধারিয়া অধমে আপন করি' নিব॥" ১৩৮॥
ঐছে খেদ গোবিন্দ করয়ে অনুক্ষণ।
ইথে কহি গোবিন্দের পূর্ব বিবরণ॥ ১৩৯॥
কুমারনগরে বৈসে অতি শুদ্ধাচার।
ভগবতী বিনা কিছু না জানয়ে আর॥ ১৪০॥
গীত-পদ্যে করে ভগবতীর বর্ণন।
শুনি' হর্ষ শক্তি-উপাসক সঙ্গিগণ॥ ১৪১॥
ভগবতী-প্রতি ঐছে হৈল যেন মতে।
তাহার কারণ এবে কহি সংক্ষেপেতে॥ ১৪২॥
শক্তি-উপাসক মাতামহ দামোদর।
ভগবতী যাঁ'র বশীভূত নিরন্তর॥ ১৪৩॥
দামোদর কবিরাজ সর্বত্র প্রচার।
তাঁ'র কন্যা সুনন্দা—গোবিন্দ পুত্র যাঁ'র॥ ১৪৪॥
মাতৃগর্ভে গোবিন্দ—ভূমিষ্ঠ নাহি হয়।
তাহাতে মাতার কষ্ট হৈল অতিশয়॥ ১৪৫॥

* ভৌম—ভূ-সম্পত্তি।

দাসী শীঘ্র কহিলেন কবিরাজ-প্রতি।
সে-সময়ে কবিরাজ পুজে ভগবতী ॥ ১৪৬ ॥
কথা না কহিয়া নেত্র হস্ত-ভঙ্গিদ্বারে।
শ্রীদুর্গাদেবীর যন্ত্র দেখায় দাসীরে ॥ ১৪৭ ॥
—"লৈয়া যাহ ইহা, শীঘ্র করাহ দর্শন।
হইব প্রসব—দুঃখ হবে নিবারণ॥" ১৪৮ ॥
কহিল ভঙ্গিতে যাহা তাহা না বুঝিল।
শীঘ্র যন্ত্র ধৌত করি' জল পিয়াইল ॥ ১৪৯ ॥
হইল প্রসব পুত্র পরম সুন্দর।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হৈলা যৈছে শশধর ॥ ১৫০ ॥
জন্ম হৈল ভগবতী-যন্ত্রোদক-পানে।
এই এক হেতু—ইহা জানে সর্বজনে ॥ ১৫১ ॥
অল্পকালে পিতা সঙ্গোপন—সঙ্গহীন।
না বুঝিল কুন কর্ম—কহয়ে প্রাচীন ॥ ১৫২ ॥
আজন্ম রহিলা মাতামহের আলয়।
তাঁ'র সঙ্গাধীন—আর এই এক হয় ॥ ১৫৩ ॥
উত্তম মধ্যমাধম-সঙ্গ—শাস্ত্রে কয়।
যে যৈছে করয়ে সঙ্গ, সেহো তৈছে হয় ॥ ১৫৪ ॥
ভগবতী-প্রতি আর্তি এই দুই প্রকারে।
সবে উপদেশে ভগবতী পুজিবারে ॥ ১৫৫ ॥
"ভগবতী বিনা কোন কার্য-সিদ্ধি নয়।"
—এই মত উপদেশ গোবিন্দ করয় ॥ ১৫৬ ॥
রামচন্দ্র শ্রীআচার্য-স্থানে শিষ্য হৈতে।
গোবিন্দ একান্তে বসি' বিচারয়ে চিতে ॥ ১৫৭ ॥
—"ভগবতী-পাদপদ্ম কৈলে আরাধন।
নহিবে কি এ ভববন্ধাদি-বিমোচন?" ১৫৮ ॥
হেন কালে অলক্ষ্যে কহয়ে ভগবতী।
—"কৃষ্ণ না ভজিলে কারু না ঘুচে দুর্গতি॥" ১৫৯ ॥
শুনি' এই বাক্য মনে বহু খেদ হৈল।
ভজিব শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম—দঢ়াইল ॥ ১৬০ ॥
"আচার্যপ্রভুর শিষ্য হইব সর্বথা।
তবে সে ঘুচিবে মোর অন্তরের ব্যথা॥" ১৬১ ॥
ঐছে বিচারিয়া চলিতেই যাজিগ্রামে।
শুনিলেন—শ্রীআচার্য গেলা বৃন্দাবনে ॥ ১৬২ ॥

গোবিন্দের চিত্তে খেদ হৈল অতিশয়।
হইয়া ব্যাকুল মনে মনে বিচারয় ॥ ১৬৩ ॥
—"বৈষ্ণবগণেও মোর হিতচিন্তা কৈল।
কহিল পিতার বার্তা—তাহা না শুনিল ॥ ১৬৪ ॥
মোর পিতা চিরঞ্জীব সেন বিদ্যাবান্।
চৈতন্যচন্দ্রের ভক্ত—গুণের নিধান ॥ ১৬৫ ॥
এ হেন সন্তান হৈয়া গেলু ছারে খারে।
এ কেবল কর্মদোষ—কি বলিব কা'রে ॥ ১৬৬ ॥
মোর সম জগতে অধম নাই আর।
মনে যে করিনু তাহা নহিল আমার ॥ ১৬৭ ॥
যদি আচার্যের কভু করিতু দর্শন।
তবে কি না ফিরিত আমার দুষ্ট মন ॥ ১৬৮ ॥
মোর জ্যেষ্ঠ আচার্যপ্রভুর দরশনে।
ফিরিল সে মন—নিষ্ঠা হৈল সে চরণে ॥ ১৬৯ ॥
তাঁ'রে শ্রীআচার্যপ্রভু অনুগ্রহ কৈল।
মোর কর্মদোষে তাঁ'র দর্শন না হৈল ॥ ১৭০ ॥
কি করিব? কোথা যাব? কি হবে আমার?"
এত কহি' কান্দে—নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ১৭১ ॥
হেন কালে দৈববাণী হইল আকাশে।
—অভিলাষ পূর্ণ হবে অলপ দিবসে॥ ১৭২ ॥
সেই দিন হৈতে কৃষ্ণে হৈল রতি-গতি।
দেখি' ঐছে চেষ্টা রামচন্দ্র হর্ষ অতি ॥ ১৭৩ ॥
এই ত' কহিল গোবিন্দের পূর্ব রীত।
এ সব শ্রবণে কৃষ্ণচন্দ্রে হয় প্রীত ॥ ১৭৪ ॥
তেলিয়া-বুধরি-গ্রামে গোবিন্দের স্থিতি।
তেলিয়ায় নির্জন স্থানেতে প্রীত অতি ॥ ১৭৫ ॥
বুধরি-পশ্চিমে শ্রীপশ্চিমপাড়া-নাম।
তথা সর্বারম্ভে বাস—সেহ রম্যস্থান ॥ ১৭৬ ॥
বুধরি প্রসিদ্ধ বাস ব্যক্ত সর্ব ঠাঁই।
জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা বিনা গোবিন্দের ধৈর্য নাই ॥ ১৭৭ ॥

বৃন্দাবনে কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র—

কহিতে কি—এথা উৎকণ্ঠিত হৈয়া অতি।
রামচন্দ্র বৃন্দাবনে গেলা শীঘ্রগতি ॥ ১৭৮ ॥

রামচন্দ্র দেখি' লোক করে ধাওয়া ধাই।
সবে কহে,—"এমন কখনো দেখি নাই ॥ ১৭৯ ॥
গৌড়দেশ হৈতে হৈল ইঁহার গমন।
না জানিয়ে—এঁহো কোন্ রাজার নন্দন" ॥ ১৮০ ॥
কেহ কহে,—"অহে, এ মনুষ্য কভু নয়।
ইহোঁ কোন দেবতা—মনেতে এই হয়" ॥ ১৮১ ॥
কেহ গিয়া কহে জীব গোসাঞীর অগ্রেতে।
—"অপূর্ব পুরুষ এক আইলা গৌড় হৈতে ॥ ১৮২ ॥
সর্বাঙ্গ সুন্দরকান্তি কনক জিনিয়া।
তা'রে দেখি' না জানি কেমন করে হিয়া ॥ ১৮৩ ॥
মন্দ মন্দ চলে, চারু চতুর্দিকে চায়।
বিপুল পুলকাবলী শোহে সর্বগায় ॥ ১৮৪ ॥
বৃন্দাবন-শোভা দেখি' কি ভাব অন্তরে।
দীর্ঘ দুই নয়নে অদ্ভুত অশ্রু ঝরে ॥" ১৮৫ ॥
ইহা শুনি' শ্রীজীব আচার্যে জিজ্ঞাসিলা।
আচার্য কহেন,—"বুঝি রামচন্দ্র আইলা ॥" ১৮৬ ॥
পূর্বে শ্রীআচার্য রামচন্দ্র-বিবরণ।
করিয়াছিলেন গোস্বামীরে নিবেদন ॥ ১৮৭ ॥
শ্রীজীব গোস্বামী কহে,—"রামচন্দ্র কোথা ?"
লোকে নিদেশয়ে—"শীঘ্র তাঁ'রে আন এথা ॥" ১৮৮ ॥
এত কহিতেই রামচন্দ্র তথা আইলা।
শ্রীআচার্য-গোস্বামীর পদে প্রণমিলা ॥ ১৮৯ ॥
দোঁহে রামচন্দ্রে আলিঙ্গিয়া বার বার।
বসাইয়া নিকটে জিজ্ঞাসে সমাচার ॥ ১৯০ ॥
রামচন্দ্র প্রথমেই কৈল নিবেদন।
যে কহিল খণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১৯১ ॥
আর যে যে বৈষ্ণব যে কহিতে কহিল।
তাহা কহি' তাঁ-সবার চেষ্টা জানাইল ॥ ১৯২ ॥
গ্রন্থ-অধ্যয়ন-আদি যৈছে তা' কহিতে।
হইল অধৈর্য—ধৈর্য ধরিল যত্নেতে ॥ ১৯৩ ॥
গয়া, কাশী, অযোধ্যা, প্রয়াগ-তীর্থ হৈয়া।
যৈছে ব্রজে আইলা তা' কহিল বিবরিয়া ॥ ১৯৪ ॥
শ্রীজীবগোস্বামী রামচন্দ্রের কথায়।
জানিলেন—মহাদুঃখ ব্যাপিল তথায় ॥ ১৯৫ ॥
"গৌড়ে শ্রীনিবাসে শীঘ্র চাহি পাঠাইতে।
—ঐছে বিচারিয়া হৈলা বিহ্বল স্নেহেতে ॥ ১৯৬ ॥
রামচন্দ্রে কহি' কত মধুর বচনে।
লৈয়া গেলা রাধা-দামোদরের দর্শনে ॥ ১৯৭ ॥
রামচন্দ্র রাধা-দামোদরে নিরখিয়া।
নেত্রজলে ভাসে ভূমে পড়ি' প্রণমিয়া ॥ ১৯৮ ॥
শ্রীরূপ-গোসাঞীর দেখি' সমাধি তথায়।
না রহে ধৈরয-লেশ, ধরণী লোটায় ॥ ১৯৯ ॥
"হা ! হা ! প্রভু রূপ !"—বলি' ক্রন্দন করয়।
শ্রীজীব করিয়া কোলে কত প্রবোধয় ॥ ২০০ ॥
রামচন্দ্র স্থির হইলেন কতক্ষণে।
ঐছে প্রেমাবেশ হয় সর্বত্র দর্শনে ॥ ২০১ ॥
শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন।
রাধা-দামোদর আর শ্রীরাধারমণ ॥ ২০২ ॥
এ সব দর্শনে সুখ অশেষ হইল।
সনাতন গোস্বামীর সমাধি দেখিল ॥ ২০৩ ॥
সমাধি-দর্শনে মহাব্যাকুল হইলা।
কাশীশ্বর পণ্ডিতের সমাধি দেখিলা ॥ ২০৪ ॥
রঘুনাথ ভট্টের সমাধি নিরখিয়া।
কি বলিব—যেরূপ বিদীর্ণ হৈল হিয়া ॥ ২০৫ ॥
শ্রীগোপালভট্ট, লোকনাথ কৃপাময়।
শ্রীভূগর্ভ আদি কৃপা কৈল অতিশয় ॥ ২০৬ ॥
রামচন্দ্র আইলা ইহা সর্বত্র ব্যাপিল।
দেখিতে কাহার মনে সাধ না জন্মিল ॥ ২০৭ ॥

শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীরামচন্দ্র—

রামচন্দ্র আরিট-গ্রামেতে শীঘ্র গেলা।
রাধাকুণ্ড শ্যামাকুণ্ড দেখি' স্নান কৈলা ॥ ২০৮ ॥
প্রণমিলা রঘুনাথদাস গোস্বামীরে।
তেঁহো স্নেহে আলিঙ্গিয়া সিঞ্চে নেত্রনীরে ॥ ২০৯ ॥
শ্রীরামচন্দ্রের শুনি' কবিত্ব মধুর।
যে কৃপা করিল—তাহা বচনের দূর ॥ ২১০ ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি যত জন।
তা' সবা সহিত হৈল অপূর্ব মিলন ॥ ২১১ ॥

গোবর্ধন-পর্বতের দর্শন করিলা।
ভ্রমিয়া দ্বাদশ বনে মহাহর্ষ হৈলা ॥ ২১২ ॥
বৃন্দাবনে শ্রীভট্টগোস্বামী আদি যত।
সবে রামচন্দ্রে প্রশংসয়ে অবিরত ॥ ২১৩ ॥
শুনি' রামচন্দ্রের কবিত্ব চমৎকার।
"কবিরাজ"-খ্যাতি হৈল সম্মত সবার ॥ ২১৪ ॥
কহিতে কি শ্রীরামচন্দ্রের গুণগণ।
যাঁ'র ইষ্টনিষ্ঠা যশ গায় সর্ব জন ॥ ২১৫ ॥
রামচন্দ্র নিজ-ইষ্ট আচার্য-সঙ্গেতে।
ভট্টগোস্বামীর সেবা করে নানামতে ॥ ২১৬ ॥
বৃন্দাবনে যৈছে বিলসয়ে দুই জন।
বাহুল্য-ভয়েতে তাহা না হয় বর্ণন ॥ ২১৭ ॥
শ্রীজীবগোসাঞীর সুখ বাড়ে নিরন্তর।
দেখি' গুরু-শিষ্যের চরিত্র মনোহর ॥ ২১৮ ॥

শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভুর গৌড়ে প্রত্যাগমন—

শ্রীগৌড়-গমন আচার্যেরে জানাইলা।
আচার্য সর্বত্র শীঘ্র বিদায় হইলা ॥ ২১৯ ॥
বৈশাখের পূর্ণিমা-দিবস শুভ তিথি।
রাধারমণের সিংহাসন-যাত্রা তথি ॥ ২২০ ॥
মহা-মহোৎসব ভট্টগোস্বামি-বাসায়।
দেখিলেন শ্রীনিবাস উল্লাস-হিয়ায় ॥ ২২১ ॥
সেই দিন শ্রীজীবগোস্বামী স্নেহাবেশে।
যাত্রা করাইলা গৌড়ে প্রিয় শ্রীনিবাসে ॥ ২২২ ॥
পূর্ণিমার পর দিন শ্রীজীবগোসাঞী।
শ্যামানন্দে সমর্পিলা আচার্যের ঠাঁই ॥ ২২৩ ॥
যে যে গ্রন্থ পূর্বে পরিশোধন করিল।
তাহা লোক-সঙ্গতি করিয়া সঙ্গে দিল ॥ ২২৪ ॥
গোস্বামিসকল গোবিন্দের মন্দিরেতে।
হইলা ব্যাকুল সবে বিদায় করিতে ॥ ২২৫ ॥
শ্রীনিবাস সবার চরণে প্রণমিয়া।
চলে গোবিন্দের মুখচন্দ্র নিরখিয়া ॥ ২২৬ ॥

রামচন্দ্র, শ্যামানন্দ ব্যাকুল-অন্তরে।
পুনঃ-পুনঃ প্রণময়ে গোস্বামী সবারে ॥ ২২৭ ॥
শ্রীজীব ব্যাকুল হৈয়া চলে কথোদূর।
পুনঃ-পুনঃ নিষেধয়ে আচার্য ঠাকুর ॥ ২২৮ ॥
বাসায় চলিলা সবে বিদায় করিয়া।
আচার্য চলিলা শীঘ্র মথুরা হইয়া ॥ ২২৯ ॥
কথো দিনে বনবিষ্ণুপুরে প্রবেশিতে।
আগুসরি' আইলা রাজা মহাহর্ষ চিতে ॥ ২৩০ ॥
আচার্যপ্রভুর পাদপদ্ম নিরখিয়া।
করয়ে প্রণাম ভূমি-তলে লোটাইয়া ॥ ২৩১ ॥
আচার্য রাজার শিরে অর্পিয়া চরণ।
ধরি' বাহুমূলে তুলি' কৈল আলিঙ্গন ॥ ২৩২ ॥
রামচন্দ্র, শ্যামানন্দ গুণের আলয়।
আচার্য দিলেন এ দোঁহার পরিচয় ॥ ২৩৩ ॥
রাজা বীরহাম্বীর পড়িয়া ভূমিতলে।
দুঁহু পদে প্রণমি' ভাসয়ে নেত্রজলে ॥ ২৩৪ ।
উল্লাসে কহয়ে রাজা—"কি ভাগ্য আমার।
প্রভুর কৃপায় পাইলু চরণ দোঁহার" ॥ ২৩৫ ॥
দোঁহে বীরহাম্বীরে করিয়া আলিঙ্গন।
পাইলেন যে আনন্দ না হয় বর্ণন ॥ ২৩৬ ॥
রাজপাত্রাদিক যে রাজার সঙ্গে আইলা।
সে সকলে আনন্দ-সমুদ্রে মগ্ন হৈলা ॥ ২৩৭ ॥
প্রভুরে লইয়া রাজা গেলা বাসস্থান।
নেত্র-ভরি' দেখে গ্রামবাসী ভাগ্যবান্ ॥ ২৩৮ ॥
"আচার্যঠাকুর আইলা বনবিষ্ণুপুরে।"
—সর্বত্র ব্যাপিল পরম্পর লোকদ্বারে ॥ ২৩৯ ॥
বনবিষ্ণুপুরে শ্রীআচার্য গণসনে।
বিলসয়ে দিবস রজনী সঙ্কীর্তনে ॥ ২৪০ ॥
শ্রীআচার্যঠাকুরের অলৌকিক রীত।
কে বুঝিতে পারে তাঁ'র অন্তরের প্রীত ॥ ২৪১ ॥

শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর উৎকলে গমন—

দিন দশ শ্যামানন্দে রাখি' বিষ্ণুপুরে।
উৎকলে বিদায় করে ব্যাকুল অন্তরে ॥ ২৪২ ॥

শ্যামানন্দ যাইবেন উৎকল-দেশেতে।
ইথে রাজা অধৈর্য হইয়া চিন্তে চিতে ॥ ২৪৩ ॥
—"মহান্তের চেষ্টা বুঝে—ঐছে শক্তি কা'র?
সর্বত্র ভ্রমিয়া করে জীবের উদ্ধার ॥ ২৪৪ ॥
এথা কথো দিবস নহিল অবস্থিতি।
পুনঃ যে দেখিব ঐছে না কৈলু সুকৃতি ॥" ২৪৫ ॥
এতেক চিন্তিয়া বহু দ্রব্য যত্নমতে।
লৈয়া আইলা শ্রীআচার্যপ্রভুর অগ্রেতে ॥ ২৪৬ ॥
আচার্য দেখিয়া সুখ পাইলেন মনে।
অগ্রে লৈয়া সামগ্রী চলিলা ভারিগণে ॥ ২৪৭ ॥
শ্যামানন্দ রাজার করিল মনোহিত।
অন্যে কি বুঝিব শ্যামানন্দের যে রীত ॥ ২৪৮ ॥
আচার্যঠাকুর ধৈর্য ধরিতে না পারি।
শ্যামানন্দে কহে কত আলিঙ্গন করি' ॥ ২৪৯ ॥
শ্যামানন্দ সিক্ত আচার্যের নেত্রজলে।
আচার্যেরে প্রণময়ে পড়ি' মহীতলে ॥ ২৫০ ॥
শ্যামানন্দ-করে ধরি' আচার্যঠাকুর।
স্নেহাবেশে সঙ্গেতে চলয়ে কথো দূর ॥ ২৫১ ॥
শ্যামানন্দ কহি' কত আচার্যঠাকুরে।
ফিরাইলা—আচার্য গেলেন বাসাঘরে ॥ ২৫২ ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ আদি সবাস্থানে।
হইলা বিদায় যৈছে বর্ণিতে কে জানে ॥ ২৫৩ ॥
বিদায়ের কালে রাজা যাহা নিবেদিল।
গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে তাহা না বর্ণিল ॥ ২৫৪ ॥
শ্যামানন্দ চলে মহা-ব্যাকুল হইয়া।
কান্দয়ে সকল লোক সে পথ চাহিয়া ॥ ২৫৫ ॥
বনবিষ্ণুপুর হৈতে বহু জনসনে।
শ্যামানন্দ উৎকলে গেলেন অল্প দিনে ॥ ২৫৬ ॥
সর্বত্রই বিদিত হইল আগমন।
চতুর্দিকে ধায় লোক করিতে দর্শন ॥ ২৫৭ ॥
শ্রীরসিকানন্দ-আদি মহাহর্ষ হৈলা।
শ্যামানন্দ নৃসিংহপুরেতে স্থিতি কৈলা ॥ ২৫৮ ॥
সমাচার-পত্রী পাঠাইলা বিষ্ণুপুর।
পত্রীপাঠে হর্ষ হৈলা আচার্যঠাকুর ॥ ২৫৯ ॥

শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভুর বনবিষ্ণুপুরে অবস্থান ও বীরহাম্বীরকে দীক্ষাদান—

বিষ্ণুপুরে আচার্য রহিলা দুইমাস।
অনেক জনের পূর্ণ কৈল অভিলাষ ॥ ২৬০ ॥
দেখিয়া রাজার ভক্তিগ্রন্থে অধিকার।
আচার্যের মনেতে হইল চমৎকার ॥ ২৬১ ॥
পূর্বে কহিলেন যাহা তাহা সুচাইয়া।
রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র-দীক্ষা দিলা হর্ষ হৈয়া ॥ ২৬২ ॥
শ্রীকামগায়ত্রী-অর্থ যত্নে শুনাইলা।
হরিনাম-জপের নির্বন্ধ করাইলা ॥ ২৬৩ ॥
প্রিয় রামচন্দ্র কবিরাজে সমর্পিলা।
"জানিবে বিশেষ ইহা-স্থানে"—জানাইলা ॥ ২৬৪ ॥
দেখিয়া রাজার চেষ্টা কহে বারে বারে।
—"শ্রীজীবগোস্বামী হৈলা প্রসন্ন তোমারে ॥ ২৬৫ ॥
'শ্রীচৈতন্যদাস'-নাম থুইল তোমার।"
শুনিয়া রাজার নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ২৬৬ ॥
সর্বাঙ্গে পুলক, ধৈর্য ধরণে না যায়।
ভূমিতে পড়িয়া প্রণময়ে প্রভু পায় ॥ ২৬৭ ॥
করযোড় করিয়া কহয়ে বার বার।
"তুয়া অনুগ্রহে সব সফল আমার ॥" ২৬৮ ॥
ঐছে কত কহে দাঁড়াইয়া প্রভুপাশে।
সে সব কহিতে মোর মুখে না আইসে ॥ ২৬৯ ॥
রাজা বীরহাম্বীরের রাণী সুলক্ষণা।
আচার্যপ্রভুরে কত করিল প্রার্থনা ॥ ২৭০ ॥
আচার্য প্রসন্ন হৈয়া দীক্ষামন্ত্র দিলা।
পাইয়া যুগলমন্ত্র রাণী হর্ষ হৈলা ॥ ২৭১ ॥
শ্রীধাড়িহাম্বীর যোগ্য রাজার তনয়।
তাঁ'রে শিষ্য কৈলা শ্রীআচার্য দয়াময় ॥ ২৭২ ॥
হৈল বীরহাম্বীরের পরম উল্লাস।
শ্রীকালাচাঁদের সেবা করিলা প্রকাশ ॥ ২৭৩ ॥
শ্রীআচার্যপ্রভু তাঁ'র করে অভিষেক।
দেখে ভাগ্যবন্ত লোক কৌতুক অনেক ॥ ২৭৪ ॥
কেহ কহে,—"কালাচাঁদ কিবা মনোহর।
সাক্ষাৎ হইল একি ব্রজেন্দ্রকুমার"? ২৭৫ ॥

কেহ কহে,—"রাজার ভাগ্যের সীমা নাই।
হেন শ্রীবিগ্রহ না দেখিয়ে কোন ঠাঁই ॥ ২৭৬ ॥
রাজার যেমন মনোবৃত্তি তৈছে হৈলা।
দেখি' কালাচাঁদ-শোভা কেবা না ভুলিলা ॥" ২৭৭ ॥
ঐছে কত কহে চাহি' কালাচাঁদ-পানে।
অভিষেক-উৎসব বর্ণিব কিবা আনে ॥ ২৭৮ ॥
শ্রীআচার্যপ্রভু কৃপা করিয়া রাজায়।
সমর্পিল শ্রীকালাচাঁদের দুটী পায় ॥ ২৭৯ ॥
আচার্য বিহনে রাজা না জানয়ে আর।
আচার্যের পাদপদ্ম সর্বস্ব রাজার ॥ ২৮০ ॥
আচার্যের গুণে হিয়া উমড়ে সদায়।
স্বপনেও রাজা আচার্যের গুণ গায় ॥ ২৮১ ॥
একদিন স্বপ্নে গীত করিল বর্ণন।
মহানন্দে রাণী কিছু করিল শ্রবণ ॥ ২৮২ ॥
জাগিয়া বসিতে রাজা রাণী নিবেদয়।
"স্বপ্নেতে বর্ণিলা কি অপূর্ব গীতদ্বয় ॥ ২৮৩ ॥
কহিতেও ভয়, না কহিলে প্রাণ ঝুরে।
অনুগ্রহ করিয়া শুনাও এ দাসীরে ॥" ২৮৪ ॥
রাজা কত দৈন্য প্রকাশিয়া মৃদুভাষে।
সুমধুর গীত পাঠ করে প্রেমাবেশে ॥ ২৮৫ ॥

কামোদ—১

প্রভু মোর শ্রীনিবাস, পুরাইল মনের আশ,
তুয়া বিনু গতি নাহি আর।
আছিলু বিষয়-কীট, বড়ই লাগিত মিট,
ঘুচাইলা রাজ-অহঙ্কার ॥ ২৮৬ ॥
করিতু গরল পান, সে ভেল ডাহিন বাম,
দেখাইলা অমিয়ার ধার।
পিব পিব করে মন, সব ভেল উচাটন,
এ সব তোমার ব্যবহার ॥ ২৮৭ ॥
রাধাপদ-সুধারাশি, সে-পদে করিলা দাসী,
গোরাপদে বাঁধি' দিলা চিত।
শ্রীরাধিকা-গণসহ, দেখাইলা কুঞ্জগেহ,
জানাইলা দুঁহু প্রেমরীত ॥ ২৮৮ ॥
যমুনার কূলে যাই, তীরে সখী ধাওয়া-ধাই,
রাধাকানু বিলসয়ে সুখে।
এ বীরহাম্বীর-হিয়া, ব্রজপুর সদা ধিয়া,
যাঁহা অলি উড়ে লাখে লাখে ॥ ২৮৯ ॥

কামোদ—২

শুন গো মরমসখি, কালিয়া কমল-আঁখি,
কিবা কৈল কিছুই না জানি।
কেমন করয়ে মন, সব লাগে উচাটন,
প্রেম করি' খোয়ানু পরাণি ॥ ২৯০ ॥
শুনিয়া দেখিনু কালা, দেখিয়া পাইনু জ্বালা,
নিবাইতে নাহি পাই পানি।
অগুরুচন্দন আনি', দেহেতে লেপিনু ছানি',
না নিবায় হিয়ার আগুনি ॥ ২৯১ ॥
বসিয়া থাকিয়ে যবে, আসিয়া উঠায় তবে,
লৈয়া যায় যমুনার তীর।
কি করিতে কি না করি, সদাই ঝুরিয়া মরি,
তিলেক নাহি রহি থির ॥ ২৯২ ॥
শাশুড়ী ননদী মোর, সদায় বাসয়ে চোর,
গৃহপতি ফিরিয়া না চায়।
এ বীরহাম্বীর-চিত, শ্রীনিবাস অনুগত,
মজি' গেলা কালাচাঁদের পায় ॥ ২৯৩ ॥

গীত শুনি' রাণীর কত না উঠে মনে।
না ধরে ধৈরয, ধারা বহে দু'নয়নে ॥ ২৯৪ ॥
রাজার চরণে কত করয়ে প্রার্থনা।
হইয়া বিহ্বল রাণী না জানে আপনা ॥ ২৯৫ ॥
রাজা নিজ-নেত্রজলে সিক্তিত হইলা।
স্থির হৈয়া আপনি রাণীরে স্থির কৈলা ॥ ২৯৬ ॥
মধ্যে মধ্যে উঠে কত তরঙ্গ দোঁহার।
সে প্রেম বর্ণিতে হেন শক্তি কি আমার ॥ ২৯৭ ॥
শ্রীচৈতন্যদাস-নামে যে গীত বর্ণিল।
বিস্তারের ভয়ে তাহা নাহি জানাইল ॥ ২৯৮ ॥
গোষ্ঠীসহ রাজার অপূর্ব রীত দেখি'।
গণসহ আচার্যঠাকুর মহাসুখী ॥ ২৯৯ ॥
বনবিষ্ণুপুরে ঐছে আচার্যঠাকুর।
বহু শিষ্য করি' ভক্তি বিতরে প্রচুর ॥ ৩০০ ॥

সে সব শিষ্যের অতি অদ্ভুত চরিত।
শাখাগণনাতে কিছু হইব বিদিত ॥ ৩০১ ॥
কথোজন শিষ্য হৈতে মহা-চেষ্টা পাইলা।
আপনে না করি' অন্যস্থানে করাইলা ॥ ৩০২ ॥

রাজা হরিনারায়ণকে আচার্যপ্রভুর কৃপা—

শিখরভূমির রাজা হরিনারায়ণ।
আচার্যের স্থানে শিষ্য হৈতে তাঁ'র মন ॥ ৩০৩ ॥
তেঁহো শিষ্য হইবেন শ্রীরাম-মন্ত্রেতে।
স্বাভাবিক প্রীত তাঁ'র শ্রীরামচন্দ্রেতে ॥ ৩০৪ ॥
হরিনারায়ণের অপূর্ব চেষ্টা দেখি'।
শ্রীনিবাসাচার্য হইলেন মহাসুখী ॥ ৩০৫ ॥
তাঁ'র মনোরথ পূর্ণ করিতে আপনে।
হইলা সচেষ্ট, অনুগ্রহ কে বা জানে ॥ ৩০৬ ॥
রঙ্গক্ষেত্রে ত্রিমল্লভট্টের পুত্র ছিলা।
পত্রীদ্বারে অতি শীঘ্র তাঁ'রে আনাইলা ॥ ৩০৭ ॥
তেঁহো পঞ্চকূটে আসি' স্নেহাবিষ্ট মনে।
রামমন্ত্রে শিষ্য কৈল হরিনারায়ণে ॥ ৩০৮ ॥
হরিনারায়ণে অনুগ্রহ প্রকাশিয়া।
শ্রীনিবাস আচার্যে দিলেন সমর্পিয়া ॥ ৩০৯ ॥
সর্ব তত্ত্ব জানাইলা আচার্যঠাকুর।
কহিতে কি রাজার চরিত্র সুমধুর ॥ ৩১০ ॥
একদিন আচার্যঠাকুর সবা-সনে।
বসিয়া আছেন কৃষ্ণকথা-আলাপনে ॥ ৩১১ ॥
হেন কালে আইলা লোক যাজিগ্রাম হৈতে।
সমাচারপত্রী দিয়া প্রণমে ভূমিতে ॥ ৩১২ ॥
সে মনুষ্যে জিজ্ঞাসি' কুশল তা'র পর।
পত্রীপাঠে আচার্যের অধৈর্য অন্তর ॥ ৩১৩ ॥
পত্রে ব্যক্ত লিখিল—গমন শীঘ্র হয়।
খণ্ডবাসী আদি অতি উদ্বিগ্নহৃদয় ॥ ৩১৪ ॥
ঐছে পত্রী সকলেই করিলা শ্রবণ।
হইল ব্যাকুল বীরহাম্বীরের মন ॥ ৩১৫ ॥
আচার্য কহেন নৃপে ব্যাকুল দেখিয়া।
"খেতুরী যাইব (শ্রী)-খণ্ড-যাজিগ্রাম হৈয়া ॥ ৩১৬ ॥
অতি অল্প বিলম্বে আসিব বিষ্ণুপুরে।"
রাজা কহে,—"কৃপা করি' সঙ্গে লহ মোরে ॥" ৩১৭ ॥
শ্রীআচার্য জানিয়া রাজার মনোবৃত্তি।
অতি সুমধুর বাক্যে কহে রাজা-প্রতি ॥ ৩১৮ ॥
"নহিব উদ্বিগ্ন, এবে স্থির কর মন।
শ্রীনরোত্তমের শীঘ্র পাইবে দর্শন ॥ ৩১৯ ॥
পত্রী পাঠাইব তেঁহো যাজিগ্রাম আইসে।
এক যোগে বহু কার্য হ'বে তথা গেলে ॥" ৩২০ ॥
শুনি' হর্ষ হৈলা রাজা গোষ্ঠীর সহিতে।
সকলে জানিলা—যাত্রা রজনী-প্রভাতে ॥ ৩২১ ॥

আচার্যপ্রভুর বিষ্ণুপুর হইতে বিদায়—

গণসহ শ্রীআচার্য রজনী বিহানে।
বিষ্ণুপুর হইতে চলয়ে যাজিগ্রামে ॥ ৩২২ ॥
আসিয়া অসংখ্য লোক দর্শন করিল।
রাজা যত্নে অনেক সামগ্রী সঙ্গে দিল ॥ ৩২৩ ॥
শ্রীআচার্য-প্রভু-সঙ্গে কথোদূর গিয়া।
আইলেন বিষ্ণুপুরে বিদায় হইয়া ॥ ৩২৪ ॥
গোষ্ঠীসহ রাজা এই চিন্তে মনে মনে।
—"পুনঃ প্রভু দর্শন পাইব কত দিনে ॥" ৩২৫ ॥
আচার্যঠাকুর করি' রাজারে বিদায়।
গণসহ যাজিগ্রামে আইলা ত্বরায় ॥ ৩২৬ ॥
গ্রামবাসী লোক দেখি' আচার্যঠাকুরে।
পাইলা পরমানন্দ দুঃখ গেল দূরে ॥ ৩২৭ ॥
যাজিগ্রামে আচার্যের গমন হইল।
—এ কথা লোকের মুখে সর্বত্র ব্যাপিল ॥ ৩২৮ ॥

শ্রীখণ্ডে শ্রীআচার্যঠাকুর—

যাজিগ্রাম হইতে আচার্য বিজ্ঞবর।
শ্রীখণ্ড গেলেন শীঘ্র—কে বুঝে অন্তর ॥ ৩২৯ ॥
গৌরাঙ্গপ্রাঙ্গণে গৌরচন্দ্রে প্রণমিতে।
দীর্ঘ দুই নেত্রে বারি নারে নিবারিতে ॥ ৩৩০ ॥
শ্রীরঘুনন্দন শ্রীনিবাসে নিরখিয়া।
না ধরে ধৈরয, স্নেহে উমড়য়ে হিয়া ॥ ৩৩১ ॥
দুই বাহু পসারি' করিয়া আলিঙ্গন।
ছাড়িতে নারয়ে, বক্ষে রাখে কতক্ষণ ॥ ৩৩২ ॥

শ্রীনিবাস চাহে ভূমে পড়ি' প্রণমিতে।
তাহা না হইল,—বদ্ধ হৈলালিঙ্গনেতে ॥ ৩৩৩ ॥
আনে কি বুঝিব মর্ম—না হইবে হেন।
শ্রীরঘুনন্দন প্রাণ পাইলেন যেন ॥ ৩৩৪ ॥
ব্রজস্থিত ভক্তের কুশল জিজ্ঞাসয়।
শ্রীনিবাস ব্যাকুল হইয়া নিবেদয় ॥ ৩৩৫ ॥
—"প্রভুর বিয়োগে সে প্রভুর প্রিয়গণ।
দিনে দিনে হইতেছেন অদর্শন ॥ ৩৩৬ ॥
এবে যে আছেন চেষ্টা না আইসে কহিতে।
তাঁ'সবার স্থিতিমাত্র প্রভুর ইচ্ছাতে ॥ ৩৩৭ ॥
ব্রজ হৈতে আসি' মুই অল্প দিনে গেলু।
ইথে হৈল সন্দেহ—তা' জানি' নিবেদিলু ॥ ৩৩৮ ॥
শুনিয়া সকল মহান্তের অদর্শন।
হইলা মূর্ছিত, নেত্রে ধারা নদীসম ॥ ৩৩৯ ॥
শুনি' রঘুনন্দন কহয়ে বার বার।
"দিনে দিনে অবনী হইছে অন্ধকার ॥ ৩৪০ ॥
প্রভু নরহরি প্রিয়গণের সহিতে।
ছাড়িয়া গেলেন মোরে দুঃখ ভুঞ্জাইতে ॥ ৩৪১ ॥
কি সুখ থাইয়ে, দেহে আছয়ে জীবন।"
ঐছে কত কহি' কান্দে শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৩৪২ ॥
প্রভু নরহরির করুণা সোঙরিয়া।
কান্দে শ্রীনিবাস ভূমিতলে লোটাইয়া ॥ ৩৪৩ ॥
কে ধরে ধৈরয এ দোঁহার কান্দনাতে।
উঠিল ক্রন্দনরোল শ্রীখণ্ড-গ্রামেতে ॥ ৩৪৪ ॥
সে কান্দনে কান্দয়ে বনের পশুপাখী।
যে দেখিলু সে সময় সেই তা'র সাখী ॥ ৩৪৫ ॥
শ্রীরঘুনন্দন স্থির হৈয়া শ্রীনিবাসে।
স্থির করি' অনেক কহিল মৃদুভাষে ॥ ৩৪৬ ॥
রাখি' কতক্ষণ যাজিগ্রামে পাঠাইলা।
শ্রীকণ্টকনগর যাইতে আজ্ঞা কৈলা ॥ ৩৪৭ ॥

শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভুর কাটোয়ায় গমন—

শ্রীআচার্য যাজিগ্রামে আসিয়া ত্বরায়।
কণ্টকনগরে গেলা ব্যাকুল হিয়ায় ॥ ৩৪৮ ॥
যথা গৌরচন্দ্র কৈল সন্ন্যাসগ্রহণ।
তথা যৈছে হৈলা তাহা না হয় বর্ণন ॥ ৩৪৯ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গদর্শনে ভাসয়ে নেত্রজলে।
বার বার প্রণময়ে পড়ি' ভূমিতলে ॥ ৩৫০ ॥
তথা যে ছিলেন ভক্তগণ স্নেহাবেশে।
হইয়া বিহ্বল মিলিলেন শ্রীনিবাসে ॥ ৩৫১ ॥
শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্তী বিজ্ঞবর।
যাঁ'র ইষ্টদেব প্রভু দাস গদাধর ॥ ৩৫২ ॥
নিজ-ইষ্ট-সঙ্গোপন-দুঃখে দগ্ধ হিয়া।
হইলা অধৈর্য তেঁহো আচার্যে দেখিয়া ॥ ৩৫৩ ॥
শ্রীনিবাসাচার্য চেষ্টা দেখিয়া তাঁহার।
স্থির হৈতে নারে, নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ৩৫৪ ॥
প্রভু গদাধর গুণ করিয়া কীর্তন।
দোঁহে কান্দে ফুকারি', কান্দয়ে সর্বজন ॥ ৩৫৫ ॥
সে কান্দন শুনিতে পাষাণ গলি' যায়।
দুঃখের তরঙ্গ কত উমড়ে হিয়ায় ॥ ৩৫৬ ॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের ইচ্ছামতে কতক্ষণে।
সবে স্থির হৈয়া গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে ॥ ৩৫৭ ॥
বৃন্দাবন-গমনাদি আচার্যে জিজ্ঞাসে।
তাহা সব নিবেদিলা সুমধুর ভাষে ॥ ৩৫৮ ॥
আচার্যের প্রতি কহে শ্রীযদুনন্দন।
"এক বর্ষ হৈল ব্রজে গমনাগমন ॥ ৩৫৯ ॥
দারুণ বিচ্ছেদ-দুঃখে বৃন্দাবন গিয়া।
শীঘ্র যে আইলা—ইথে জুড়াইল হিয়া ॥ ৩৬০ ॥
এই দেখ প্রভু গদাধরের আসন।
এ নির্জনে কৈলা তুমি তাঁহার দর্শন ॥ ৩৬১ ॥
কি বর্ণিব—কার্তিকের কৃষ্ণাষ্টমী-দিনে।
মোর প্রভু অদর্শন হৈলা এইখানে ॥ ৩৬২ ॥
সেই তিথি আরাধনা করিবার তরে।
করিলু সামগ্রী—এই দেখহ ভাণ্ডারে ॥ ৩৬৩ ॥
সর্বত্রই নিমন্ত্রণপত্রী পাঠাইল।
মহান্তগণের এই বাসস্থান কৈল ॥ ৩৬৪ ॥
যাজিগ্রাম গিয়া শীঘ্র এথায় আসিবে।
রহিয়া দিবস দশ সব সমাধিবে।।" ৩৬৫ ॥

ঐছে আচার্য্যেরে কত কহিতে কহিতে।
ঝরয়ে নয়ন, বারি নারে নিবারিতে ॥ ৩৬৬ ॥
আচার্য্যঠাকুর ঐছে চেষ্টা নিরখিয়া।
যাজিগ্রামে চলে নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া ॥ ৩৬৭ ॥
গ্রামে গিয়া বিষ্ণুপুরবাসি-লোক-দ্বারে।
সমাচার-পত্রী পাঠাইলেন রাজারে ॥ ৩৬৮ ॥
শ্রীখণ্ডে যাইয়া শীঘ্র শ্রীরঘুনন্দনে।
শ্রীমহোৎসবের কথা কহিল নির্জ্জনে ॥ ৩৬৯ ॥
শুনিয়া ঠাকুর অতিব্যাকুল অন্তরে।
প্রিয় শ্রীনিবাসে কিছু কহে ধীরে ধীরে ॥ ৩৭০ ॥
"কার্তিকে শ্রীদাসগদাধর-সঙ্গোপনে।
প্রভু নরহরি শীর্ণ হৈলা ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৩৭১ ॥
কে বুঝিতে পারে তাঁ'র অন্তরের ব্যথা।
সে দিবস হৈতে কারু সনে নাই কথা ॥ ৩৭২ ॥
নিরন্তর সিক্ত দুই নেত্রের ধারাতে।
তাহা কি বলিব ?—তুমি দেখিলা সাক্ষাতে ॥ ৩৭৩ ॥
মার্গশীর্ষমাসে কৃষ্ণা একাদশী-দিনে।
অকস্মাৎ অদর্শন হৈলা এইখানে ॥ ৩৭৪ ॥
সেই তিথি আরাধনা করিবার তরে।
হইল সামগ্রী সব—দেখহ ভাণ্ডারে ॥ ৩৭৫ ॥
প্রভু নিত্যানন্দাদ্বৈত-চৈতন্যের গণে।
নিমন্ত্রণপত্রী পাঠাইলু স্থানে স্থানে ॥ ৩৭৬ ॥
আসিবেন প্রভু নিত্যানন্দের নন্দন।
প্রভু অদ্বৈতের পুত্র করিবে গমন ॥ ৩৭৭ ॥
রজনী-প্রভাতে কালি যাজিগ্রামে গিয়া।
কণ্টক-নগরে যাব একত্র হইয়া ॥ ৩৭৮ ॥
তথা আসিবেন শ্রীপ্রভুর প্রিয়গণ।
তাঁ' সবার দর্শনে জুড়াবে নেত্রমন ॥ ৩৭৯ ॥
মহামহোৎসব সাঙ্গ হৈলে সবে লইয়া।
আসিব শ্রীখণ্ডে যাজিগ্রামেতে রহিয়া ॥" ৩৮০ ॥
ইহা শুনি' শ্রীনিবাস মহাহর্ষ হৈলা।
বিদায় হইয়া শীঘ্র যাজিগ্রামে আইলা ॥ ৩৮১ ॥
রামচন্দ্র-কবিরাজ-আদি প্রিয়গণে।
কহিল সকল কথা বসিয়া নির্জ্জনে ॥ ৩৮২ ॥
শুনি' সবে সেইক্ষণে বাসা স্থির কৈলা।
করিতে সামগ্রী-আয়োজন-যুক্ত হৈলা ॥ ৩৮৩ ॥
শ্রীচৈতন্যগণের গমন হবে এথা।
—যাজিগ্রামবাসী সবে শুনিল এ কথা ॥ ৩৮৪ ॥
হইল সবার মহা আনন্দ অন্তর।
যার যে উচিত কার্য করে পরস্পর ॥ ৩৮৫ ॥
আচার্য্যঠাকুর হৃষ্ট হৈয়া পরদিনে।
কণ্টক-নগর যাইবেন—এই মনে ॥ ৩৮৬ ॥
বাড়ীর বাহিরে আসি' লৈয়া নিজ-গণ।
শ্রীখণ্ডের পথপানে করে নিরীক্ষণ ॥ ৩৮৭ ॥

শ্রীরঘুনন্দনপ্রভু প্রভৃতি সকলের কাটোয়ায় গমন—

শ্রীরঘুনন্দন গণসহ খণ্ড হৈতে।
যাজিগ্রামে আইলেন রজনী-প্রভাতে ॥ ৩৮৮ ॥
কতক্ষণ রহিয়া শ্রীআচার্য্যের ঘরে।
আচার্য্যাদি-সহ গেলা কণ্টকনগরে ॥ ৩৮৯ ॥
কণ্টকনগরে সর্ব মহান্তের গতি।
দেখিতে ধায়েন লোক হৈয়া হর্ষ অতি ॥ ৩৯০ ॥
যে যে মহান্তের আগমন যথা হৈতে।
গ্রন্থ-বাহুল্যার্থে তাহা নারি বিস্তারিতে ॥ ৩৯১ ॥
নামমাত্র কহি অতি উল্লাস-হিয়ায়।
যে নাম-শ্রবণে ভক্তিরত্ন লভ্য হয় ॥ ৩৯২ ॥
প্রভুপ্রিয় শ্রীপতি, শ্রীনিধি, বিদ্যানন্দ।
বাণীনাথ বসু, রামদাস, কবিচন্দ্র ॥ ৩৯৩ ॥
পুরুষোত্তম, সঞ্জয়, শ্রীচন্দ্রশেখর।
শ্রীমাধবাচার্য, কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীবর ॥ ৩৯৪ ॥
শ্রীকমলাকান্ত, বাণীনাথ বিপ্রবর।
বিষ্ণুদাস, নন্দনপণ্ডিত, পুরন্দর ॥ ৩৯৫ ॥
শ্রীচৈতন্যদাস কর্ণপূর প্রেমময়।
শ্রীজানকীনাথ বিপ্র গুণের আলয় ॥ ৩৯৬ ॥
শ্রীগোপাল আচার্য, গোপালদাস আর।
মুরারি চৈতন্যদাস পরম উদার ॥ ৩৯৭ ॥
রঘুনাথ বৈদ্য, উপাধ্যায় নারায়ণ।
বলরাম দাস আর দাস সনাতন ॥ ৩৯৮ ॥

বিপ্র কৃষ্ণদাস, শ্রীনকড়ি, মনোহর।
হরিহরানন্দ, শ্রীমাধব, মহীধর ॥ ৩৯৯ ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ, বসন্ত লবনি।
শ্রীকানু ঠাকুর, শ্রীগোকুল গুণমণি ॥ ৪০০ ॥
শ্রীমাধবাচার্য, রামসেন, দামোদর।
জ্ঞানদাস, নর্তক গোপাল, পীতাম্বর ॥ ৪০১ ॥
কুমুদ, গৌরাঙ্গদাস দুঃখীর জীবন।
নৃসিংহ, চৈতন্যদাস, দাস বৃন্দাবন ॥ ৪০২ ॥
বনমালিদাস, ভোলানাথ, শ্রীবিজয়।
শ্রীহৃদয়ানন্দ সেন গুণের আলয় ॥ ৪০৩ ॥
লোকনাথ পণ্ডিত, শ্রীপণ্ডিত মুরারি।
শ্রীকানুপণ্ডিত, হরিদাস ব্রহ্মচারী ॥ ৪০৪ ॥
শ্রীঅনন্তদাস, কৃষ্ণদাস, জনার্দন।
শ্রীভক্তিরত্নদাতা দাস নারায়ণ ॥ ৪০৫ ॥
ভাগবতাচার্য, বাণীনাথ ব্রহ্মচারী।
চৈতন্যবল্লভদাস ভক্তি-অধিকারী ॥ ৪০৬ ॥
শ্রীপুষ্পগোপাল, শ্রীগোপালদাস আর।
শ্রীহর্ষ, শ্রীলক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত উদার ॥ ৪০৭ ॥
কহিতে কি মহান্তগণের নাহি অন্ত।
নেত্র ভরি' দেখয়ে সকল ভাগ্যবন্ত ॥ ৪০৮ ॥
কিবা সে অদ্ভুত গতি! তেজ সূর্যপ্রায়।
দেখিতে সে শোভা কা'র নেত্র না জুড়ায় ॥ ৪০৯ ॥
কিবা প্রভু অদ্বৈতচন্দ্রের পুত্রদ্বয়।
কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল পরমানন্দময় ॥ ৪১০ ॥
সর্বাঙ্গসুন্দর, সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সে দোঁহার প্রাণধন ॥ ৪১১ ॥
পতিত দুর্গতে যে বিলায় প্রেমভক্তি।
একমুখে বর্ণে সে চরিত্র—কা'র শক্তি ॥ ৪১২ ॥

শ্রীনিত্যানন্দতনয় শ্রীবীরভদ্র প্রভু—

প্রভু নিত্যানন্দের নন্দন বীরভদ্র।
ভুবনপাবন যেহো গুণের সমুদ্র ॥ ৪১৩ ॥
বর্ণিবেক কেবা?—সে যশের নাহি পার।
নিত্যানন্দ প্রভুর শাখায় খ্যাতি যা'র ॥ ৪১৪ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

শ্রীবীরভদ্র গোসাঞী স্কন্ধসম-শাখা।
তাঁ'র উপশাখা যত অসংখ্য তা'র লেখা ॥ ৪১৫ ॥
ঈশ্বর হইয়া কহায় মহাভাগবত।
বেদধর্মাতীত হৈয়া বেদধর্মে রত ॥ ৪১৬ ॥
অন্তরে ঈশ্বর-চেষ্টা, বাহিরে নির্দম্ভ।
চৈতন্যভক্তি-মণ্ডপের তেঁহো মূলস্তম্ভ ॥ ৪১৭ ॥
অদ্যাপি যাঁহার কৃপাপ্রভাব হইতে।
চৈতন্য-নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে ॥ ৪১৮ ॥
ঐছে গুণ, চরিত্র বর্ণয়ে ভক্তগণ।
সর্বপ্রকারেতে প্রভু সবার জীবন ॥ ৪১৯ ॥
প্রভু বীরভদ্র মহা আনন্দের কন্দ।
কেহ 'বীরভদ্র' কহে, কেহ 'বীরচন্দ্র' ॥ ৪২০ ॥
হেন বীরচন্দ্রে যে দেখয়ে একবার।
সব ছাড়ি' সেই সে চরণ করে সার ॥ ৪২১ ॥
দেখি' বীরচন্দ্রের গমন মনোহর।
কণ্টক-নগরবাসী কহে পরস্পর ॥ ৪২২ ॥
—"দেখ দেখ নিতাই-নন্দন বীরচান্দে।
দেখিতে এ শোভা কি মদন ধৈর্য বান্ধে ॥ ৪২৩ ॥
আহা মরি! কিবা সুকোমল তনুখানি।
কনক-বিদ্যুৎ এ না রূপের নিছনি ॥ ৪২৪ ॥
কিবা চারু চিকণ চাঁচরকেশ মাথে।
কিবা ভালে তিলক ভুবন ভুলে যা'তে ॥ ৪২৫ ॥
ভুরু ভৃঙ্গপাঁতি, দীর্ঘলোচন-পুষ্কর।
কি মধুর গণ্ড, শ্রুতি, নাসিকা সুন্দর ॥ ৪২৬ ॥
বদনচন্দ্রমা নিন্দি' চন্দ্রের মণ্ডল।
কুন্দবৃন্দ দূরে—দন্তদ্যুতি সুনির্মল ॥ ৪২৭ ॥
পরিসর বক্ষ, কিবা গ্রীবার বলনি।
কিবা ভুজ ভুজঙ্গ-কুঞ্জর কর জিনি' ॥ ৪২৮ ॥
কি অদ্ভুত উদর কৃশিমা মধ্যদেশ।
কিবা জানু-চরণের মাধুর্য অশেষ ॥ ৪২৯ ॥
পরিধেয় বস্ত্রাদি করয়ে ঝলমল।
যে দেখে যারেক তা'র জীবনসফল ॥ ৪৩০ ॥

হেন অপরূপ রূপ নয়নে দেখিলু।
জনমের মত এই পদে বিকাইলু॥" ৪৩১॥
ঐছে পরস্পর কত কহি' স্থানে স্থানে।
হইলা বিহ্বল এ সবার সন্দর্শনে॥ ৪৩২॥
এথা রঘুনন্দন গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণেতে।
মহান্তগণের আগমন চিন্তে চিতে॥ ৪৩৩॥
হেন সময়ে যদু কহে ধীরে ধীরে।
—"সবে আসি' প্রবেশিলা কণ্টক-নগরে॥" ৪৩৪॥
যদুনন্দনের মুখে একথা শুনিয়া।
সবা-সহ কথোদূরে চলে হর্ষ হৈয়া॥ ৪৩৫॥
প্রভু ভক্তগণের গমন গঙ্গাতীরে।
দেখিতে অধৈর্য যৈছে—কে কহিতে পারে॥ ৪৩৬॥
পরস্পর কি অদ্ভুত মিলন হইল।
প্রেমভক্তিরসের সমুদ্র উথলিল॥ ৪৩৭॥
যথা প্রভু করিলেন সন্ন্যাস গ্রহণ।
তথা উপনীত হইলেন সর্বজন॥ ৪৩৮॥
দেখিতে সে স্থান হিয়া বিদরিয়া যায়।
ছাড়ে অতিদীর্ঘ শ্বাস অগ্নিশিখা-প্রায়॥ ৪৩৯॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সন্ন্যাস সোঙরিয়া।
করয়ে ক্রন্দন সবে ভূমে লোটাইয়া॥ ৪৪০॥
উঠিল ক্রন্দনরোল নহে নিবারণ।
কারু স্মৃতি নাহি দেহে, ধৈর্য বা কেমন॥ ৪৪১॥
সে দশা যে দেখিল সেই সে তা'র সাথী।
আনের কি কথা?—দেখি' কান্দে পশুপাখী॥ ৪৪২॥
পরস্পর সবার গলায় সবে ধরি'।
করয়ে বিলাপ যৈছে কহিতে না পারি॥ ৪৪৩॥
সম্বরিতে নারে নেত্রে ধারা অনিবার।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ হইল সবার॥ ৪৪৪॥
সকল মহান্ত গিয়া গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে।
দেখি' গৌরচন্দ্রে স্থির হৈলা কতক্ষণে॥ ৪৪৫॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের ইচ্ছা বুঝনে না যায়।
অকস্মাৎ বাঢ়ে সুখ সবার হিয়ায়॥ ৪৪৬॥
কতক্ষণ সবে প্রভু-প্রাঙ্গণে রহিয়া।
অপূর্ব বাসায় হর্ষে উত্তরিলা গিয়া॥ ৪৪৭॥

দাসগদাধরপ্রভুর তিরোধান-তিথি-মহামহোৎসব—

গণসহ শ্রীনিবাসাচার্য ভক্তিময়।
সর্বত্র নিযুক্ত সব কার্য সমাধয়॥ ৪৪৮॥
প্রতিদিন যে উৎসব তা'র নাই অন্ত।
দেখয়ে সকল গ্রামবাসী ভাগ্যবন্ত॥ ৪৪৯॥
কিবা কার্তিকের কৃষ্ণাষ্টমী তিথি তায়।
মহামহোৎসব যৈছে কেবা অন্ত পায়॥ ৪৫০॥
যৈছে সঙ্কীর্তনারম্ভ গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে।
তাহার উপমা-স্থান নাহি ত্রিভুবনে॥ ৪৫১॥
মহান্তগণের যৈছে শোভা সঙ্কীর্তনে।
যৈছে প্রেম কৃষ্ণমিশ্র-গোপাল-নর্তনে॥ ৪৫২॥
প্রভু বীরভদ্রের যে অদ্ভুত নর্তন।
সে সব বর্ণিব সুখে ভাগ্যবন্তগণ॥ ৪৫৩॥
সঙ্কীর্তন-স্থানেতে লোকের সংখ্যা নাই।
বিলসয়ে দেবগণ মনুষ্যে মিশাই॥ ৪৫৪॥
অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সবার শরীরে।
যৈছে প্রেমবন্যা তাহা কে বর্ণিতে পারে॥ ৪৫৫॥
সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী—এ দিবসত্রয়।
কৈছে দিবা-রাত্রি যায় কেহ না জানয়॥ ৪৫৬॥
মহামহোৎসব হৈলে সবে তার পরে।
কিছুদিন রহিলেন কণ্টক-নগরে॥ ৪৫৭॥

মহান্তগণের শ্রীখণ্ডে গমন—

কণ্টক-নগর হৈতে শ্রীরঘুনন্দন।
সবা লৈয়া শ্রীখণ্ডেতে করয়ে গমন॥ ৪৫৮॥
গমন-সময়ে যে ব্যাকুল সর্বজন।
তাহা একমুখে কভু না হয় বর্ণন॥ ৪৫৯॥
শ্রীযদুনন্দন আদি কান্দিয়া কান্দিয়া।
কহিল যে তাহা শুনি' বিদরয়ে হিয়া॥ ৪৬০॥
যৈছে সমাদর কৈল শ্রীযদুনন্দন।
তাহা কে বর্ণিবে?—দেখে ভাগ্যবন্তগণ॥ ৪৬১॥
শ্রীরঘুনন্দন যদুনন্দনে কহয়।
"শীঘ্র খণ্ডে যাবে যেন বিলম্ব না হয়।" ৪৬২॥

ঐছে কত কহি' সুখে সস্নেহবচন।
প্রথমেই যাজিগ্রামে গতি বিলক্ষণ ॥ ৪৬৩ ॥
এথা যদুনন্দনাদি সাথে সর্বকার্য।
যদুনন্দনের চেষ্টা পরম আশ্চর্য ॥ ৪৬৪ ॥
দীনপ্রতি দয়া যৈছে কহিল না হয়।
বৈষ্ণবমণ্ডলে যাঁ'র প্রশংসাতিশয় ॥ ৪৬৫ ।
যে রচিল গৌরাঙ্গের অদ্ভুত চরিত।
দ্রবে দারু-পাষাণাদি শুনি যাঁ'র গীত ॥ ৪৬৬ ॥
যেঁহ মুখ্য দাস-গদাধরের শাখায়।
সদা মগ্ন যেঁহ গৌরবিগ্রহ-সেবায় ॥ ৪৬৭ ॥
দাস গদাধর শ্রীপণ্ডিত গদাধরে।
ভিন্নজ্ঞান নাহি যাঁ'র—বিদিত সংসারে ॥ ৪৬৮ ॥
প্রসঙ্গ পাইয়া তথা সংক্ষেপে জানাই।
চৈতন্যাবতারে 'রাধা' পণ্ডিতগোসাঞী ॥ ৪৬৯ ॥
'রাধিকা-বিভূতি'-রূপ—দাস গদাধর।
জানাইলা কবি কর্ণপূর বিজ্ঞবর ॥ ৪৭০ ॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াম্—

শ্রীরাধা প্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী।
সা শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ ॥ ৪৭১ ॥
নির্ণীতঃ শ্রীস্বরূপৈর্যো ব্রজলক্ষ্মীতয়া যথা।
পুরা বৃন্দাবনে লক্ষ্মীঃ শ্যামসুন্দরবল্লভা ॥ ৪৭২ ॥
সাদ্য গৌরপ্রেমলক্ষ্মীঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ।
রাধামনুগতা যত্তল্ললিতাপ্যনুরাধিকা।
অতঃ প্রাবিশদেষা তং গৌরচন্দ্রোদয়ে যথা ॥ ৪৭৩ ॥

অয়মপি ললিতৈব রাধিকালী
ন খলু গদাধর এষ ভূসুরেন্দ্রঃ।
হরিরয়মথবা স্বয়ৈব শক্ত্যা
ত্রিতয়মভূৎ স সখী চ রাধিকা চ ॥ ৪৭৪ ॥

ধ্রুবানন্দব্রহ্মচারী ললিতেত্যপরে জগুঃ।
স্বপ্রকাশবিভেদেন সমীচীনং মতন্তু তৎ ॥ ৪৭৫ ॥
অথবা ভগবান্ গৌরঃ স্বেচ্ছয়াগাৎ ত্রিরূপতাম্।
অতঃ শ্রীরাধিকারূপঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ ॥ ৪৭৬ ॥
রাধাবিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ পুরা স্থিতা।
সাদ্য গৌরাঙ্গ-নিকটে দাসবংশো গদাধরঃ ॥ ৪৭৭ ॥
পূর্ণানন্দা ব্রজে যাসীদ্বলদেবপ্রিয়াগ্রণীঃ।
সাপি কার্যবশাদেব প্রাবিশত্তং গদাধরম্ ॥ ৪৭৮ ॥

অন্বয়। পুরা (ব্রজলীলায়াং) যা বৃন্দাবনেশ্বরী প্রেম-রূপা (প্রেমময়ী) শ্রীরাধা সা (নবদ্বীপলীলায়াং) গৌরবল্লভঃ (শ্রীমহাপ্রভোঃ প্রিয়ঃ) পণ্ডিতাখ্যকঃ (পণ্ডিতোপাধিকঃ) শ্রীগদাধরঃ (ভবতি)। যঃ (গদাধরপণ্ডিতঃ) শ্রীস্বরূপৈঃ (শ্রীস্বরূপদামোদর-প্রভুণা) ব্রজলক্ষ্মীতয়া (ব্রজশ্রীঃ ইতি) নির্ণীতঃ। যথা—পুরা (ব্রজলীলায়াং) বৃন্দাবনে (যা) শ্যামসুন্দর-বল্লভা (কৃষ্ণপ্রিয়া) লক্ষ্মীঃ (শ্রীঃ) অদ্য (অধুনা নবদ্বীপে) সা (গৌরপ্রেমলক্ষ্মীঃ) (গৌরপ্রেমশ্রীঃ) শ্রীগদাধর-পণ্ডিতঃ। ললিতা অপি যৎ (যতঃ) রাধাং অনুগতা তৎ (তস্মাৎ) অনুরাধিকা (রাধাসদৃশী), অতঃ এষা (ললিতা) গৌরচন্দ্রোদয়ে (গৌরাবতারে) তং (গৌরদেহং) প্রাবিশৎ। যথা—অয়ং (গৌরচন্দ্রঃ) এব রাধিকালী (রাধাসখী) ললিতা অপি। এষ ভূসুরেন্দ্রঃ (দ্বিজবর্যঃ) গদাধরঃ নখলু (নৈব ললিতেত্যর্থঃ)। অথবা অয়ং হরিঃ স্বয়া (অন্তরঙ্গয়া) শক্ত্যা এব সঃ (স্বয়ং) সখী (ললিতা) চ, রাধিকা চ (ইতি) ত্রিতয়ং (ত্রয়ং) অভূৎ। ধ্রুবানন্দব্রহ্মচারী ললিতা ইতি অপরে জগুঃ (কথিতবন্তঃ)। তৎ মতং তু স্বপ্রকাশ-বিভেদেন (নিজ-প্রকাশবৈচিত্র্যেণ) সমীচীনং (যুক্তম্)। অথবা—ভগবান্ গৌরঃ স্বেচ্ছয়া ত্রিরূপতাং অগাৎ (ত্রিরূপং অভূদিতার্থঃ)। অতঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ শ্রীরাধিকারূপঃ (রাধাস্বরূপঃ); পুরা (পূর্বং) রাধা-বিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ স্থিতা সা অদ্য (অধুনা) গৌরাঙ্গনিকটে দাসবংশঃ (দাসোপাধিকঃ) গদাধরঃ; ব্রজে বলদেবপ্রিয়াগ্রণী যা পূর্ণানন্দা আসীৎ সা অপি কার্যবশাৎ (লীলাপ্রয়োজনাৎ) তং (পণ্ডিতং) গদাধরং এব প্রাবিশৎ ॥ ৪৭১-৭৮ ॥

অনুবাদ। শ্রীকবিকর্ণপূরকৃত শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়—পূর্বে যিনি বৃন্দাবনেশ্বরী প্রেমময়ী শ্রীরাধা, তিনি এখন মহাপ্রভুর প্রিয় পণ্ডিত শ্রীগদাধর—যে গদাধর পণ্ডিতকে শ্রীস্বরূপদামোদর ব্রজলক্ষ্মীরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। যথা—পূর্বে বৃন্দাবনে যিনি শ্যামসুন্দরের প্রিয়-লক্ষ্মী বা শ্রী, এখন নবদ্বীপে তিনি গৌরপ্রেমলক্ষ্মী শ্রীগদাধর পণ্ডিত। ললিতাও যেহেতু রাধার অনুগত, অতএব তিনি অনুরাধিকা বা

রাধিকাপ্রায়। তাই ইনি(ললিতা)গৌরচন্দ্রের উদয়ে তাঁহাতে (গৌরদেহে) প্রবিষ্ট। যথা—এই গৌরচন্দ্রই রাধাসখী ললিতাও। এই দ্বিজশ্রেষ্ঠ গদাধর কখনও(ললিতা) নহেন। অথবা,এই শ্রীহরি নিজ-অন্তরঙ্গশক্তিতে স্বয়ং, সখী ও শ্রীরাধিকা—এই ত্রিতয় হইয়াছেন। অপর কেহ বলেন,—শ্রীধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী ললিতা। স্বপ্রকাশের ভেদহেতু এই মতও সমীচীন। অথবা ভগবান্ গৌরসুন্দর স্বেচ্ছায় তিনরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীগদাধরপণ্ডিত শ্রীরাধা-স্বরূপ,পূর্বে যিনি রাধার বিভূতিরূপিণী চন্দ্রকান্তি ছিলেন; তিনি এখন শ্রীগৌরাঙ্গের নিকটে দাসবংশীয় গদাধর,যিনি ব্রজে বলদেবের প্রিয়গণের অগ্রণী পূর্ণানন্দা ছিলেন,তিনিও লীলা-প্রয়োজনে পণ্ডিত গদাধরেই প্রবিষ্ট॥ ৪৭১-৭৮॥

সর্ব প্রকারেতে শ্রেষ্ঠ গদাই পণ্ডিত।
শ্রীগৌরচন্দ্রের শাখা জগতে বিদিত॥ ৪৭৯॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—
বড় শাখা গদাধর পণ্ডিত গোসাঞী।
তেঁহো লক্ষ্মীরূপা তাঁ'র সম অন্য নাই॥ ৪৮০॥
দাস গদাধরের প্রভাব অতিশয়।
চৈতন্যের শাখাও নিতাইর শাখা হয়॥ ৪৮১॥

তথাহি তত্রৈব—
শ্রীদাস-গদাধর-শাখা সর্বোপরি।
কাজিগণমুখে বোলাইলা হরি হরি॥ ৪৮২॥
শ্রীনিত্যানন্দের শাখা দাস গদাধর।
জানাইল কৃষ্ণদাস কবি বিজ্ঞবর॥ ৪৮৩॥

তত্রৈব—
শ্রীরামদাস আর গদাধর দাস।
চৈতন্যগোসাঞীর ভক্ত রহে তাঁ'র পাশ॥ ৪৮৪॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা যবে গৌড়দেশ যাইতে।
মহাপ্রভু এই দোঁহে দিলা তাঁ'র সাথে॥ ৪৮৫॥
অতএব দুই গণে দোঁহার গণন।
ঐছে বহু ব্যক্ত করি' কহে বিজ্ঞগণ॥ ৪৮৬॥
গদাধর দাস সদা মত্ত ভাবাবেশে।
নিত্যানন্দ প্রভু তৈছে তাঁ'সহ বিলসে॥ ৪৮৭॥

তথাহি তত্রৈব—
গদাধর দাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ।
যাঁ'র ঘরে দানলীলা করে নিত্যানন্দ॥ ৪৮৮॥
ঐছে গদাধর প্রভু নিত্যানন্দ-সনে।
নিরন্তর হর্ষ প্রেমভক্তি-রত্নদানে॥ ৪৮৯॥
অল্পে জানাইলু দাস-গদাধর-ক্রিয়া।
জানাইব অন্যত্রেও প্রসঙ্গ পাইয়া॥ ৪৯০॥
শ্রীযদুনন্দন দাস-গদাধর বিনে।
যেরূপে গোঙায় তা' বর্ণিব কোন্ জনে॥ ৪৯১॥
নিরন্তর তাঁ'র গুণ করয়ে কীর্তন।
ভক্তিরসাবিষ্ট সদা শ্রীযদুনন্দন॥ ৪৯২॥
নিজ-প্রভু মহোৎসব যৈছে সমাধিল।
তাহা দেখি' লোক সব বিস্মিত হইল॥ ৪৯৩॥
কহিতে কি মহাভাগ্যবন্ত লোকগণ।
নেত্র ভরি' কৈল সর্ব মহান্ত দর্শন॥ ৪৯৪॥

মহান্তগণের যাজিগ্রামে গমন ও তথায় মহোৎসব—

সকল মহান্ত গেলা যাজিগ্রাম-পথে।
হইল গমনধ্বনি শ্রীযাজিগ্রামেতে॥ ৪৯৫॥
যাজিগ্রামবাসী লোক মহাহর্ষ-মনে।
আগুসরি' সবে লৈয়া গেলা বাসা-স্থানে॥ ৪৯৬॥
শ্রীনিবাস আচার্যের মহানন্দ হৈল।
তাহা এক মুখে কিছু বর্ণিতে নারিল॥ ৪৯৭॥
আনে কি জানিব শ্রীনিবাসের হৃদয়।
নিরখয়ে পথপানে উৎকণ্ঠাতিশয়॥ ৪৯৮॥
হেনকালে যদুনন্দনাদি গণসনে।
কণ্টকনগর হৈতে আইলা হর্ষমনে॥ ৪৯৯॥
আর যে যে গ্রামে ভাগবতগণ ছিলা।
আচার্যভবনে সবে একত্র হইলা॥ ৫০০॥
মহামহোৎসব হৈল আচার্যভবনে।
সবে মহামত্ত হইলেন সঙ্কীর্তনে॥ ৫০১॥
ঐছে চারি পাঁচ দিন শ্রীনিবাস-ঘরে।
করিলেন স্থিতি সবে উল্লাস-অন্তরে॥ ৫০২॥

সর্ব সমাদরে শ্রীনিবাস বিচক্ষণ।
শ্রীনিবাসে প্রশংসয়ে ভাগ্যবন্তগণ ॥ ৫০৩ ॥
শ্রীরঘুনন্দন মহাহর্ষ স্নেহাবেশে।
না জানি কি নিভৃতে কহিলা শ্রীনিবাসে ॥ ৫০৪ ॥

সকলের শ্রীখণ্ডে গমন—

মহাযত্নে লৈয়া প্রভু পরিকরগণে।
চলিলেন শ্রীখণ্ডে পরমানন্দমনে ॥ ৫০৫ ॥
খণ্ডবাসী লোক অতি উল্লসিত চিতে।
আগুসরি' আসি' লৈয়া গেলেন খণ্ডেতে ॥ ৫০৬ ॥
সেবায় নিযুক্ত যৈছে হৈলা সর্বজন।
সে সব বিস্তারি' এথা না হয় বর্ণন ॥ ৫০৭ ॥
অন্যগ্রামী লোকগণ ধায় চারি ভিতে।
প্রভু-ভক্ত-সন্দর্শনে নারে স্থির হৈতে ॥ ৫০৮ ॥
মনের আনন্দে কেহো কারু প্রতি কয়।
—"দেখ প্রভুগণের কি শোভা প্রেমময় ॥ ৫০৯ ॥
পরম দুর্লভ এ দর্শন একত্রেতে।
মো-সবার ভাগ্যে সবে আইলা শ্রীখণ্ডেতে ॥ ৫১০ ॥
অল্পকাল দর্শনেতে তৃপ্ত নহে হিয়া।
বুঝি অকস্মাৎ বা যায়েন দুঃখ দিয়া ॥" ৫১১ ॥
কেহো কহে,—"ওহে ভাই! শীঘ্র না যাইব।
শ্রীখণ্ডেতে প্রেমের সমুদ্র উথলিব ॥ ৫১২ ॥
অগ্রহায়ণে কৃষ্ণা একাদশী সর্বোপরি।
যা'তে অদর্শন শ্রীঠাকুর নরহরি ॥ ৫১৩ ॥
সেই একাদশীকে আছয়ে দিন চারি।
হবে যে উৎসব তা' দেখিবা নেত্র ভরি' ॥ ৫১৪ ॥
কহিতে কি—অতুল দুর্লভ সঙ্কীর্তনে।
মনুষ্যের কথা কি—মাতিব দেবগণে ॥" ৫১৫ ॥
ঐছে পরস্পর কত কহে ঠাঁই ঠাঁই।
শ্রীখণ্ড-নগরেতে লোকের সংখ্যা নাই ॥ ৫১৬ ॥
প্রতিদিন যে উৎসব শ্রীখণ্ডনগরে।
তাহা না বর্ণিয়ে গ্রন্থবাহুল্যের ডরে ॥ ৫১৭ ॥
একাদশী-দিনে যে উৎসব অন্ত নাই।
যে শুনিলু তাহা কিছু সংক্ষেপে জানাই ॥ ৫১৮ ॥

ঠাকুর নরহরির তিরোভাব-তিথিতে মহামহোৎসব—

একাদশী-প্রাতঃকালে শ্রীরঘুনন্দন।
প্রভু-পরিকরে কৈল আত্মনিবেদন ॥ ৫১৯ ॥
গৌরাঙ্গপ্রাঙ্গণে আসি' মনের উল্লাসে।
করাইলা সজ্জা চারু অশেষ-বিশেষে ॥ ৫২০ ॥
কিবা প্রাঙ্গণের শোভা কহনে না যায়।
যে দেখে বারেক তা'র নয়ন জুড়ায় ॥ ৫২১ ॥
সর্ব মহান্তের তথা হৈল আগমন।
শোভায় সবার চিত্ত করে আকর্ষণ ॥ ৫২২ ॥
চন্দনতিলক ভালে অতি সুললিত।
পরম উজ্জ্বল বাহু, বক্ষ নামাঙ্কিত ॥ ৫২৩ ॥
শ্রীসরকার ঠাকুরের জীবন গৌরাঙ্গে।
দেখিতেই বিপুল পুলক ভরে অঙ্গে ॥ ৫২৪ ॥
শ্রীরঘুনন্দন যা'রে লাড়ু খাওয়াইল।
তাঁ'রে দেখি' মনে মহাকৌতুক বাড়িল ॥ ৫২৫ ॥
কতক্ষণ কৈল দুই শ্রীমূর্তি-দর্শন।
হইল যে প্রেমচেষ্টা না হয় বর্ণন ॥ ৫২৬ ॥
বিপ্র বাণীনাথ অতি মধুর বচনে।
সর্ব মনোবৃত্তি কহে শ্রীরঘুনন্দনে ॥ ৫২৭ ॥

মহোৎসবে শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভুর শ্রীভাগবত-কীর্তন—

"শ্রীমদ্ভাগবত অদ্য দিবসে শ্রবণ।
রাত্রিযোগে সঙ্কীর্তনানন্দ-আস্বাদন ॥ ৫২৮ ॥
শ্রীমদ্ভাগবত পড়িবেন শ্রীনিবাস।"
শুনি' রঘুনন্দনের অধিক উল্লাস ॥ ৫২৯ ॥
সেইক্ষণে অপূর্ব আসন করাইলা।
বসিতে সকল মহান্তেরে নিবেদিলা ॥ ৫৩০ ॥
শ্রীপতি, শ্রীনিধি আদি যতেক মহান্ত।
বসিলেন আসনে—শোভার নাই অন্ত ॥ ৫৩১ ॥
কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল পরমানন্দ-মনে।
প্রভু বীরভদ্র বসিলেন দিব্যাসনে ॥ ৫৩২ ॥
শ্রীরঘুনন্দন অতিশয় স্নেহাবেশে।
সর্ব মহান্তের আগে নিল শ্রীনিবাসে ॥ ৫৩৩ ॥

সকল মহান্ত শ্রীনিবাস-প্রতি কয়।
—"শুনিতে তোমার মুখে বড় সাধ হয়॥ ৫৩৪॥
শ্রীমদ্ভাগবত পড় বসি' এ আসনে।
না কর সঙ্কোচ আমা সবার বচনে॥" ৫৩৫॥
শুনি' শ্রীনিবাস ভূমে পড়ি' প্রণমিয়া।
করয়ে যে দৈন্য ধৈর্য ধরে কে শুনিয়া॥ ৫৩৬॥
পুনঃ-পুনঃ অনুমতি পাইয়া সবার।
বসিলা আসনে—শোভা হৈল চমৎকার॥ ৫৩৭॥
পুস্তকে অর্পিয়া পুষ্প তুলসী চন্দন।
করয়ে আরম্ভ চারু মঙ্গলাচরণ॥ ৫৩৮॥
কোকিল জিনিয়া অতি সুমধুর-স্বরে।
উচ্চারয়ে শ্লোক—যেন সুধাবৃষ্টি করে॥ ৫৩৯॥
শ্রীরাস-বিলাস-কথা রসের পাথার।
কহিতে অধৈর্য নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ ৫৪০॥
বিবিধ প্রকারে প্রতি পদ্য ব্যাখ্যা করে।
নানা রাগপ্রভেদ প্রকাশে পদ্যদ্বারে॥ ৫৪১॥
কি অদ্ভুত কথার মাধুর্য! ধৈর্য নাশে।
উপমার স্থান নাই সে মধুর ভাষে॥ ৫৪২॥
মহাবর্ষা-প্রায় প্রেম বর্ষে সে কথায়।
সকলে বিহ্বল—হর্ষ উথলে হিয়ায়॥ ৫৪৩॥
অনিমিখ নেত্রে চাহে শ্রীনিবাস-পানে।
নিবারিতে নারে অশ্রু ঝরয়ে নয়নে॥ ৫৪৪॥

পাঠ-শ্রবণে শ্রীনিবাসের অভিনন্দন—

মহান্তগণের হয় যে ভাববিকার।
তাহা এক মুখে কি বর্ণিব মুই ছার॥ ৫৪৫॥
আত্মবিস্মরিত কেহ মনে মনে কয়।
—"শ্রীশুক অর্পিল শক্তি, তেঞি ঐছে হয়॥" ৫৪৬॥
কেহ কহে,—"শক্তি সঞ্চারিল বেদ-ব্যাস।
তেঞি এ অদ্ভুত অর্থ করয়ে প্রকাশ॥" ৫৪৭॥
কেহ কহে,—"গদাধর পণ্ডিত গোসাঞী।
বুঝি, কৃপা-শক্তি পূর্ণ প্রকাশে এথাই" ॥ ৫৪৮॥
কেহ কহে,—"পণ্ডিত শ্রীবাসাদি-কৃপায়।
ঐছে পাঠ-লালিত্য—কি তুলনা ইহায়" ॥ ৫৪৯॥
কেহ কহে,—"গৌরপ্রেমস্বরূপ এ হন।
এ মুখে সে বক্তা—তেঞি ঐছে আকর্ষণ" ॥ ৫৫০॥
ঐছে স্নেহাবেশ মনে যে হয় সবার।
তাহা কেহ বর্ণিবেন করিয়া বিস্তার॥ ৫৫১॥
প্রভু-পরিকরের কি অদ্ভুত চরিত।
করয়ে শ্রবণ যৈছে উপমা-রহিত॥ ৫৫২॥
শ্রীমদ্ভাগবত-কথামৃত-আস্বাদনে।
কৈছে দিন যায় তাহা কিছুই না জানে॥ ৫৫৩॥
শ্রীনিবাস দেখে—দিবা-অবসান হৈল।
প্রার্থনাপূর্বক কথামৃত সাঙ্গ কৈল॥ ৫৫৪॥
গ্রন্থে প্রণমিয়া অতি দীনতা অন্তরে।
ভূমে পড়ি' প্রণমিলা প্রভুপরিকরে॥ ৫৫৫॥
প্রভুপরিকরগণ হইয়া উল্লাস।
শ্রীনিবাসে ঐছে স্নেহ করয়ে প্রকাশ॥ ৫৫৬॥
কেহ শ্রীনিবাস-শিরে শ্রীহস্ত ধরয়।
"জুড়াইলু" বলি'—নেত্রজলে সিক্ত হয়॥ ৫৫৭॥
—"হউক তোমার সব মনোরথ-সিদ্ধি।
তোমাতে বঞ্চিত যে বঞ্চুক তা'রে বিধি॥ ৫৫৮॥
যে লইবে তোমার শরণ সেই ধন্য।
অবশ্য মিলিব তা'রে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥" ৫৫৯॥
কেহ হস্তে স্পর্শি' মুখে কহে বার বার।
—"এ মুখ সদাই মনে রহুক আমার॥" ৫৬০॥
অধৈর্য হইয়া পুনঃ ধীরে ধীরে কয়।
—"তোমা হৈতে জীবের হইবে দুঃখ-ক্ষয়॥" ৫৬১॥
কেহ কহে,—"তোমার বালাই লইয়া মরি।
আইসহ তোমারে বারেক কোলে করি" ॥ ৫৬২॥
কোলে লইয়া তিলেক ছাড়িতে নাহি পারে।
মনে হয়—রাখে সদা হিয়ার ভিতরে॥ ৫৬৩॥
কেহ কেহ কত না করিয়া আশীর্বাদ।
ধরিয়া হিয়ায় কহে,—"পূর্ণ হৈল সাধ॥ ৫৬৪॥
হৈয়াছে সকল শূন্য—তা'তে দগ্ধ হিয়া।
করিলা শীতল কথামৃত পিয়াইয়া॥" ৫৬৫॥
কেহ আলিঙ্গন করি' নারে স্থির হৈতে।
সমর্পয়ে শ্রীমূর্তিদ্বয়ের চরণেতে॥ ৫৬৬॥

নরহরি রঘুনন্দনের প্রেমাধীন।
এ দোঁহার গুণে মত্ত হয় রাত্রিদিন ॥ ৫৬৭ ॥
"ভক্তিরস-সায়রে ডুবাও হীনজনে।"
—ঐছে কত কহে, অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥ ৫৬৮ ॥
কেহ প্রণমিয়া কহে,—"কৃতার্থ করিলা।
শ্রীমদ্ভাগবত-কথারসে ডুবাইলা ॥" ৫৬৯ ॥
কেহ মহা উল্লাসে রহয়ে মৌন ধরি'।
ঐছে যে অপূর্ব চেষ্টা বর্ণিতে না পারি ॥ ৫৭০ ॥
শ্রীনিবাস-প্রতি এ প্রকার আচরণ।
দেখে মহানন্দে ভাগ্যবন্ত লোকগণ ॥ ৫৭১ ॥
সর্ব মহান্তের মহা আনন্দ জন্মিল।
শ্রীরঘুনন্দন-গুণে বিহ্বল হইল ॥ ৫৭২ ॥
রঘুনন্দনেরে প্রশংসয়ে বার বার।
সে সব সুযশ বর্ণিবারে শক্তি কা'র ॥ ৫৭৩ ॥
রঘুনন্দনের চিত্তে লজ্জা অতিশয়।
আপনা মানয়ে দীন, দৈন্য প্রকাশয় ॥ ৫৭৪ ॥
এ সকল রীত কি বুঝিব অন্য জন।
শ্রীচৈতন্য-কথায় গোঙায় কতক্ষণ ॥ ৫৭৫ ॥

রাত্রিতে সঙ্কীর্তনোৎসব—

প্রভুদ্বয়-উত্থাপন আরতি-দর্শনে।
উঠিলেন সবে শীঘ্র প্রণমি' প্রাঙ্গণে ॥ ৫৭৬ ॥
শ্রীমূর্তিদ্বয়ের দর্শনেতে হর্ষ হৈলা।
সঙ্কীর্তনারম্ভে উদ্যোগ করাইলা ॥ ৫৭৭ ॥
শ্রীরঘুনন্দন নিজগণে নিদেশিলা।
সবে শীঘ্র গৌরাঙ্গের প্রাঙ্গণে আইলা ॥ ৫৭৮ ॥
অবশেষ যা' ছিল তা' সুসজ্জ করিলা।
অতিযত্নে খোল-করতালাদি রাখিলা ॥ ৫৭৯ ॥
'হইল প্রস্তুত'—রঘুনন্দনে কহিল।
শ্রীরঘুনন্দন প্রভুগণে জানাইল ॥ ৫৮০ ॥
করিয়া প্রভুর সন্ধ্যা-আরতি দর্শন।
দেখে সঙ্কীর্তন আরম্ভের আয়োজন ॥ ৫৮১ ॥
খোল-করতালাদি অনেক নিরখিয়া।
প্রশংসয়ে সকলে পরম হর্ষ হইয়া ॥ ৫৮২ ॥

দেখয়ে—অনেক পাত্রে সুগন্ধি চন্দন।
পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে পুষ্পহারগণ ॥ ৫৮৩ ॥
নানা পুষ্পমালা—সে সৌগন্ধ অতিশয়।
অপূর্ব রচনা সর্বচিত্ত আকর্ষয় ॥ ৫৮৪ ॥
ঐছে বহু দেখিয়া প্রভুর প্রিয়গণ।
পরস্পর কহে,—"কি অপূর্ব আয়োজন ॥" ৫৮৫ ॥
শ্রীরঘুনন্দন কহে করি' পরিহার।
—"প্রসাদী চন্দন, মালা কর অঙ্গীকার ॥" ৫৮৬ ॥
শুনি' সর্ব মহান্তের বাঢ়িল কৌতুক।
পরস্পর পরাইব—ইথে মহাসুখ ॥ ৫৮৭ ॥
পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীচন্দন, মালা সবে কৈলা সমর্পণ ॥ ৫৮৮ ॥
শ্রীপ্রভুর সম্পত্তি শ্রীখোল-করতাল।
তাহে কেহ অর্পয়ে চন্দন, পুষ্পমাল ॥ ৫৮৯ ॥
শ্রীচন্দন-মালা শোভে সর্ব মর্দলেতে।
নিরন্তর ব্রহ্মাদি দেবতা বৈসে যা'তে ॥ ৫৯০ ॥
শ্রীযদুনন্দন, শ্রীলোচন—দুই জন।
লইলেন পুষ্পমালা, সুগন্ধিচন্দন ॥ ৫৯১ ॥
দোঁহে কৃষ্ণমিশ্র, গোপালেরে পরাইয়া।
দেখয়ে অদ্ভুত শোভা নয়ন ভরিয়া ॥ ৫৯২ ॥
পরম আনন্দ-মনে শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীবীরভদ্রের অঙ্গে চর্চয়ে চন্দন ॥ ৫৯৩ ॥
নানা পুষ্পমালায় বিচিত্র বেশ কৈল।
দেখিতে সে শোভা সুখ-সমুদ্রে ডুবিল ॥ ৫৯৪ ॥
প্রভু বীরচন্দ্রের ইঙ্গিতে শ্রীনিবাস।
শ্রীমালা-চন্দন লৈয়া গেলা প্রভুপাশ ॥ ৫৯৫ ॥
প্রভু বীরচন্দ্র মালা-চন্দন আপনে।
পরাইলা মহাহর্ষে শ্রীরঘুনন্দনে ॥ ৫৯৬ ॥
শ্রীরঘুনন্দন স্নেহে বিহ্বল হইলা।
শ্রীমালা-চন্দন শ্রীনিবাসে পরাইলা ॥ ৫৯৭ ॥
পরস্পর হৈল মালা-চন্দন-গ্রহণ।
বিস্তারি' বর্ণিব ইহা ভাগ্যবন্তগণ ॥ ৫৯৮ ॥
সবে দাঁড়াইলা চারু চন্দ্রাতপ-তলে।
পরম অদ্ভুত শোভা-সমুদ্র উথলে ॥ ৫৯৯ ॥

প্রভু-পরিকরগণ গুণের আলয়।
গীত, নৃত্য, বাদ্যে বিশারদ অতিশয় ॥ ৬০০ ॥
উঠিল মঙ্গলধ্বনি সংকীর্তনস্থলে।
চতুর্দিকে বেড়ি' কত শত দীপ জ্বলে ॥ ৬০১ ॥
পাষণ্ডমর্দন মর্দলের শব্দমাত্রে।
পুলক ব্যাপিল সব বৈষ্ণবের গাত্রে ॥ ৬০২ ॥
কিবা সে মধুর ঝাঁঝ্-বাদ্যের চাতুরী।
বাজায় স্বচ্ছন্দে চাক্, ধমক, খঞ্জরী ॥ ৬০৩ ॥
বাদকসকল পাঠাক্ষর উচ্চারয়।
শব্দের ঘটায় যেন সুধাবৃষ্টি হয় ॥ ৬০৪ ॥
গায়কগণ সে আলাপ-বর্ণন-রীতে।
আলাপয়ে নানা ভাঁতি—উপমা কি দিতে ? ৬০৫ ॥
করিয়া আলাপ রাগ প্রকট করয়।
কহিতে কি—রাগের সৌভাগ্য অতিশয় ॥ ৬০৬ ॥
শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, মূর্চ্ছনা, তালাদি আর।
গমকপ্রভেদ প্রকাশয়ে চমৎকার ॥ ৬০৭ ॥
বিবিধ প্রবন্ধে তালপ্রভেদ প্রচারে।
আনের কা কথা—গন্ধর্বের গর্ব হরে ॥ ৬০৮ ॥
বাঢ়য়ে সবার বল করিতে কীর্তন।
ষোড়শবর্ষের প্রায় হৈলা বৃদ্ধগণ ॥ ৬০৯ ॥
সঙ্কীর্তন-সুখের সমুদ্র উথলিল।
পশু-পক্ষী মনুষ্য-দেবাদি মুগ্ধ হৈল ॥ ৬১০ ॥
সঙ্কীর্তনস্থলেতে লোকের নাই পার।
সবাকার নেত্রে অশ্রুধারা অনিবার ॥ ৬১১ ॥
দেবগণ মিশাইয়া মনুষ্যের মেলে।
ভাসে সঙ্কীর্তন-সুখসমুদ্র-হিল্লোলে ॥ ৬১২ ॥
সকল মহান্ত হৈয়া আত্ম-বিস্মরিত।
করয়ে যে নৃত্য তাহে জগৎ মোহিত ॥ ৬১৩ ॥
কৃষ্ণমিশ্র, শ্রীগোপাল দোঁহার নর্তনে।
যে আনন্দ তাহা কি বর্ণিব কবিগণে ॥ ৬১৪ ॥

সঙ্কীর্তনে শ্রীবীরভদ্র প্রভুর অপূর্ব নৃত্য—

নাচয়ে শ্রীবীরভদ্র—ভঙ্গি সুমধুর।
যে দেখে বারেক তাঁ'র তাপ যায় দূর ॥ ৬১৫ ॥
দেখিয়া অদ্ভুত নৃত্য কহে লোকগণ।
—"না হৈল অনেক নেত্র, হৈল দু'নয়ন ॥ ৬১৬ ॥
ইথে না পূরয়ে আর্তি"—কহিয়া কহিয়া।
অনিমিখ নেত্রে সবে রহয়ে চাহিয়া ॥ ৬১৭ ॥
চতুর্দিকে ফিরে অন্ধ ব্যাকুল-হৃদয়।
শুনিলেন—নাচে নিত্যানন্দের তনয় ॥ ৬১৮ ॥
কেহ কাহ প্রতি পুছে—"কি নাম ইঁহার ?"
তেঁহো কহে,—"বীরভদ্র জগতে প্রচার" ॥ ৬১৯ ॥
শুনি' অন্ধ উল্লসিত অন্তরে বিচারে।
—"যে নাম ইঁহার ইথে অমঙ্গল হরে ॥" ৬২০ ॥
ঐছে বিচারিয়া স্তুতি করে মনে মনে।
—"বীর-পদ হৈল দুষ্ট-সংহার-কারণে ॥ ৬২১ ॥
করিতে জীবের মহা অমঙ্গল-ক্ষয়।
ভদ্র-পদ হৈল তেঞি, ওহে দয়াময় ॥ ৬২২ ॥
বিধাতা করিল অন্ধ না পাই দেখিতে।
যে উচিত হয় প্রভু বিচারহ চিতে ॥" ৬২৩ ॥
ঐছে কত কান্দিতে কান্দিতে অন্ধ কয়।
জানিলেন প্রভু নিত্যানন্দের তনয় ॥ ৬২৪ ॥
সকরুণ হৈয়া চাহে অন্ধগণ-প্রতি।
অন্ধ নেত্র পাইল—কিবা অন্ধের সুকৃতি ॥ ৬২৫ ॥
স্বচ্ছন্দে দেখয়ে বীরভদ্রের নর্তন।
'জয় জয় জয়'—ধ্বনি ব্যাপিল ভুবন ॥ ৬২৬ ॥
সঙ্কীর্তনে রজনী হইল অবসান।
গোরাগুণসোঙরিতে বিদরে পরাণ ॥ ৬২৭ ॥
প্রভু-পরিকর ধৈর্য ধরিতে না পারে।
ঊর্ধ্ব বাহু করিয়া ডাকয়ে উচ্চস্বরে ॥ ৬২৮ ॥
—"কোথা গৌরচন্দ্র প্রভু শচীর নন্দন।
কোথা নিত্যানন্দ রাম দুঃখীর জীবন ॥ ৬২৯ ॥
কোথা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য গুণের আলয়।
কোথা শ্রীপণ্ডিত গদাধর প্রেমময় ॥ ৬৩০ ॥
হরিদাস, শ্রীবাস, স্বরূপ, রামানন্দ।
কোথা শ্রীমাধব, বাসু, মুরারি, মুকুন্দ ॥ ৬৩১ ॥
কোথা মোর গদাধর দাস, নরহরি।"
লইয়া এ সব নাম কান্দয়ে ফুকারি' ॥ ৬৩২ ॥

"গণসহ দেখা দেহ' গোরা বিনোদিয়া।"
'এত কহি' ভূমিতলে পড়ে লোটাইয়া ॥ ৬৩৩ ॥
অগ্নিশিখা-সম সে নিঃশ্বাস নিরন্তর।
হইল সবার অঙ্গ ধূলায় ধূসর ॥ ৬৩৪ ॥
দারুণ বিয়োগ-ব্যথা বাড়িল প্রচুর।
উঠিল ক্রন্দনরোল ধৈর্য গেল দূর ॥ ৬৩৫ ॥
ভক্তের ব্যাকুলে প্রভু স্থির হৈতে নারে।
না জানি কিরূপে সন্তোষিলেন সবারে ॥ ৬৩৬ ॥
শ্রীমহাপ্রভুর এই অলৌকিক-লীলা।
দুঃখ হৈতে আনন্দসমুদ্রে ডুবাইলা ॥ ৬৩৭ ॥
কিবা সে আনন্দাবেশ হইল সবার।
কেহ কারু চরণে ধরয়ে বার-বার ॥ ৬৩৮ ॥
কেহ কা'রে আলিঙ্গয়ে, প্রফুল্ল বদন।
আনন্দাশ্রুজলে পূর্ণ সবার নয়ন ॥ ৬৩৯ ॥
পরস্পর বিবিধ প্রকারে সম্বোধয়।
দেখয়ে—হইল নিশি-প্রভাত-সময় ॥ ৬৪০ ॥
মঙ্গল-আরতি দেখি' উল্লসিত মনে।
করয়ে প্রণাম সবে প্রভুর প্রাঙ্গণে ॥ ৬৪১ ॥

সঙ্কীর্তনান্তে প্রভুগণের দর্শনে লোকের অভিমত—

সে সময়ে করি' প্রভুগণের দর্শন।
চতুর্দিকে 'হরি'-বোল বোলে লোকগণ ॥ ৬৪২ ॥
লোকের সংঘট্ট যত কহিল না হয়।
পরস্পর লোকগণ নানা কথা কয় ॥ ৬৪৩ ॥
কেহ কহে,—"অদ্য নিশি শীঘ্র পোহাইল।
নিকরুণ বিধি নিশি বৃদ্ধি না করিল ॥ ৬৪৪ ॥
এ-হেন শ্রীএকাদশী বহু ভাগ্যে মিলে।
যা'তে প্রেমবৃষ্টি কৈলা মহান্ত সকলে" ॥ ৬৪৫ ॥
কেহ কহে,—"কিবা মহান্তের আচরণ।
দেখ, উপবাস যৈছে তৈছে জাগরণ" ॥ ৬৪৬ ॥
কেহ কহে,—"চৈতন্যের পরিকর বিনে।
শ্রীএকাদশীতে যে কর্তব্য তা' কে জানে"? ৬৪৭ ॥
কেহ কহে,—"শ্রীএকাদশীতে এই রীত।
অন্নাদি গ্রহণ না করিবে কদাচিত ॥ ৬৪৮ ॥
এবে কুন কুন পাপী শ্রীএকাদশীতে।
অন্যে অন্ন ভুঞ্জায়, ভুঞ্জয়ে হর্ষ-চিতে ॥ ৬৪৯ ॥
না মানয়ে শাস্ত্র, করে স্বমত-কল্পনা।
এ-হেন পাপীরে দেখি' পাইয়ে বেদনা" ॥ ৬৫০ ॥
কেহ কহে,—"প্রভুপরিকর-কৃপা যাঁ'রে।
একাদশী-ব্রতের নিয়ম প্রাপ্ত তাঁ'রে" ॥ ৬৫১ ॥
কেহ কহে,—"মো-পাপীর হইব কি গতি।
শ্রীএকাদশীতে কি জন্মিব দৃঢ় রতি" ॥ ৬৫২ ॥
কেহ কহে,—"পাপে মগ্ন হৈনু নিরন্তর।
না বুঝিনু কিছু মুই বড়ই পামর" ॥ ৬৫৩ ॥
কেহ কহে,—"বৈষ্ণব পরম কৃপাবান্।
করিবেন সর্ব প্রকারেতে পরিত্রাণ" ॥ ৬৫৪ ॥
কেহ কহে,—বড় দুঃখ রহিল হিয়ায়।
লোটাইয়া না পড়িনু বৈষ্ণবের পায়" ॥ ৬৫৫ ॥
কেহ কহে,—"কুন চিন্তা না করিহ আর।
এবে অভিলাষ পূর্ণ হবে মো-সবার" ॥ ৬৫৬ ॥
ঐছে কত কহি' গিয়া সঙ্কীর্তন-স্থলে।
লোটাইয়া পড়ে সিক্ত হইয়া নেত্রজলে ॥ ৬৫৭ ॥
দেখিয়া লোকের চেষ্টা প্রভুপ্রিয়গণ।
যে কৃপা করিল তাহা না হয় বর্ণন ॥ ৬৫৮ ॥

মহান্তগণ-কর্তৃক শ্রীরঘুনন্দনের প্রশংসা—

কহিতে কি মহান্তগণের প্রেমাবেশ।
শ্রীরঘুনন্দনে শ্লাঘা করয়ে অশেষ ॥ ৬৫৯ ॥
কেহ কহে,—"শ্রীরঘুনন্দনে প্রীত যা'র।
জন্মে জন্মে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বশ তা'র" ॥ ৬৬০ ॥
কেহ কহে,—"কি দয়ালু শ্রীরঘুনন্দন।
অতি দীন-হীন দুঃখিজনের জীবন" ॥ ৬৬১ ॥
কেহ কহে,—"কি দৈন্য! বিনয় নাই হেন" ॥
কেহ কহে,—"কন্দর্পের প্রায় শোভা যেন" ॥ ৬৬২ ॥

* * * *

কেহ কহে,—"গীত-বাদ্য-নৃত্যে মহাধীর" ॥ ৬৬৩ ॥
কেহ কহে,—"রঘুনন্দনের মহাপ্রীতে।
হৈল যে কীর্তনানন্দ—উপমা কি দিতে" ॥ ৬৬৪ ॥

ঐছে কত কহে রঘুনন্দনের কথা।
হেনকালে শ্রীরঘুনন্দন আইলা তথা॥ ৬৬৫ ॥
শুনি' নিজ-শ্লাঘা চিত্তে লজ্জা অতিশয়।
হইলেন যৈছে তাহা কহিল না হয়॥ ৬৬৬ ॥
আপনা মানয়ে দীন, প্রশংসা না সহে।
করয়ে যে দৈন্য শুনি' কেবা স্থির রহে॥ ৬৬৭ ॥
রঘুনন্দনের দৈন্য শুনি' সর্বজনে।
হইলা বিহ্বল—অশ্রু ঝরয়ে নয়নে॥ ৬৬৮ ॥
শ্রীরঘুনন্দনে করি' দৃঢ় আলিঙ্গন।
কতক্ষণে স্থির হৈলা প্রভুপ্রিয়গণ॥ ৬৬৯ ॥
শ্রীরঘুনন্দন সবা-প্রতি নিবেদয়।
—"শ্রীদ্বাদশী-পারণেতে কৈছে আজ্ঞা হয়॥" ৬৭০ ॥
সবে কহে,—"একত্রে বসিয়া সর্বজন।
করিব শ্রীগৌরাঙ্গের প্রসাদ-সেবন"॥ ৬৭১ ॥
শুনি' রঘুনন্দনের হৈল হর্ষ-হিয়া।
শীঘ্র নানা সামগ্রী করান যত্ন পা'য়া॥ ৬৭২ ॥
মহান্তসকল নিজ-নিজ-বাসা গেলা।
গণসহ সবে প্রাতঃক্রিয়াদি করিলা॥ ৬৭৩ ॥
এথা নানা পক্বান্নাদি প্রস্তুত হইল।
পূজারী প্রভুকে শীঘ্র ভোগ সমর্পিল॥ ৬৭৪ ॥
কতক্ষণ পরে প্রভু-সময় জানিয়া।
ভোগ সরাইলেন পূজারী হর্ষ হৈয়া॥ ৬৭৫ ॥
সর্ব মহান্তেরে আনি' শ্রীরঘুনন্দন।
করাইল প্রভুর শ্রীভোগের দর্শন॥ ৬৭৬ ॥
প্রভুর ভোগের শোভা কহনে না যায়।
দেখি' সর্বমহান্তের উল্লাস-হিয়ায়॥ ৬৭৭ ॥

মহান্তগণের শ্রীমহাপ্রসাদ-সেবা—

প্রভুর শ্রীআরাত্রিক করিয়া দর্শন।
বসিলেন গিয়া যথা করিব ভোজন॥ ৬৭৮ ॥
বসিলেন সবে কিবা অপূর্ব বন্ধানে।
হইল শ্রীঅদ্ভুত শোভা ভোজনের স্থানে॥ ৬৭৯ ॥
কদলীর পত্র, পাত্রে সুবাসিত বারি।
পরিবেশে কত জন মহা যত্ন করি'॥ ৬৮০ ॥
এথা প্রেমভক্তিময় পূজারী যতনে।
প্রভুকে শয়ন করাইলা হর্ষ-মনে॥ ৬৮১ ॥
প্রভুর চরণে পুনঃ-পুনঃ প্রণমিলা।
করিতে পরিবেষণ প্রস্তুত হইলা॥ ৬৮২ ॥
গোধূমচূর্ণের পূপাদিক বহু হয়।
দুগ্ধের বিকার নানা ফলমূলোদয়॥ ৬৮৩ ॥
যত্নপূর্ব পাত্রে লৈয়া চলে বহুজনে।
ক্রমে-পরিবেশন করয়ে হর্ষ-মনে॥ ৬৮৪ ॥
সর্বত্রই সর্ব দ্রব্য দিয়া থরে থরে।
পরিবেশে শ্রীচরণামৃত মহান্তেরে॥ ৬৮৫ ॥
শ্রীরঘুনন্দনে সর্ব মহান্ত কহয়।
—"তুমি না বৈসহ ইথে সুখ না জন্ময়॥" ৬৮৬ ॥
শুনি' দৈন্য করি' কহে শ্রীরঘুনন্দন।
—"করুন্ ভোজন দেখি' জুড়াক নয়ন॥" ৬৮৭ ॥
হরি-ধ্বনি করি' সবে ভুঞ্জেন কৌতুকে।
দাঁড়াইয়া শ্রীরঘুনন্দন দেখে সুখে॥ ৬৮৮ ॥

শ্রীরঘুনন্দনকে শ্রীনরহরি ঠাকুরের দর্শন-দান—

তথা হৈতে শ্রীভোগমন্দিরে শীঘ্র গিয়া।
এক ভোগ লইলেন পৃথক্ করিয়া॥ ৬৮৯ ॥
শ্রীঠাকুর নরহরি ছিলা যে নির্জনে।
তথা শ্রীপ্রসাদ লৈয়া গেলেন আপনে॥ ৬৯০ ॥
তেঁহো যে আসনে বসিতেন তাহা লৈয়া।
তা'তে বসাইলা ধ্যানে দৈন্যে মগ্ন হৈয়া॥ ৬৯১ ॥
আসন-সম্মুখে নানা দ্রব্য সাজাইলা।
জলপাত্রে প্রসাদী বাসিত জল দিলা॥ ৬৯২ ॥
একপাত্রে প্রসাদী তাম্বূল দিলা আর।
অন্য পাত্রে দিলা গৌরাঙ্গের পুষ্পহার॥ ৬৯৩ ॥
ধ্যানে ভক্ষ্য দ্রব্য-আদি সমর্পণ কৈলা।
করিয়া প্রার্থনা ঘর-দ্বার আচ্ছাদিলা॥ ৬৯৪ ॥
বাহিরে আসিয়া রহিলেন কতক্ষণ।
সময় জানিয়া চলে দিতে আচমন॥ ৬৯৫ ॥
দ্বার ঘুচাইয়া দেখে—প্রভু নরহরি।
আসনে বসিয়া আছে দিব্যরূপ ধরি'॥ ৬৯৬ ॥

দেখিতেই মাত্র আত্মবিস্মরিত হৈলা।
অদর্শন হৈতে দুঃখসমুদ্রে ডুবিলা ॥ ৬৯৭ ॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া দিলা আচমন।
ভূমে পড়ি' প্রণমিলা সজল-নয়ন ॥ ৬৯৮ ॥
আসন লইয়া মাথে রাখি' পূর্বস্থানে।
গেলা শীঘ্র মহান্তগণের সন্নিধানে ॥ ৬৯৯ ॥
দেখয়ে—ভোজনে কিবা কৌতুক সবার।
ভুঞ্জে সবে সামগ্রী প্রশংসি' বার-বার ॥ ৭০০ ॥
শ্রীরঘুনন্দন কত করিয়া বিনয়।
ভুঞ্জিতে বিশেষ পুনঃ-পুনঃ নিবেদয় ॥ ৭০১ ॥
পরম আনন্দে সবে করিয়া ভোজন।
পরস্পর কহি' কৈল আচমন ॥ ৭০২ ॥
স্নেহাবেশে কহে সবে শ্রীরঘুনন্দনে।
—"লইয়া সকলে শীঘ্র বৈসহ ভোজনে ॥" ৭০৩ ॥
শ্রীনিবাস-আদি সবে শ্রীরঘুনন্দন।
ভুঞ্জাইয়া যত্নে কৈল আপনি ভোজন ॥ ৭০৪ ॥
ভুঞ্জয়ে আনন্দে বহু লোক ঠাঁই ঠাঁই।
সবে কহে,—"এহেন উৎসব দেখি নাই" ॥ ৭০৫ ॥
হৈল মহামহোৎসব দ্বাদশী-দিবসে।
এ-সকল প্রসঙ্গ ব্যাপিল সর্বদেশে ॥ ৭০৬ ॥
শ্রীরঘুনন্দন সর্বকার্য সমাধিয়া।
গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে আইলেন হর্ষ হৈয়া ॥ ৭০৭ ॥
গৌরাঙ্গের উত্থাপন আরতি-দর্শনে।
প্রভুপ্রিয়গণ আইলা গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে ॥ ৭০৮ ॥
করি' শ্রীপ্রভুর চারু আরতি-দর্শন।
গৌরাঙ্গের প্রাঙ্গণে বসিলা সর্বজন ॥ ৭০৯ ॥
কতক্ষণ কৃষ্ণলীলা-আলাপন কৈলা।
সন্ধ্যা-আরাত্রিক দর্শনেতে হর্ষ হৈলা ॥ ৭১০ ॥
সবে প্রণমিয়া প্রভু গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে।
হইলেন মহামত্ত শ্রীনামকীর্তনে ॥ ৭১১ ॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি অতীত হইল।
কিছুকাল বাসা গিয়া শয়ন করিল ॥ ৭১২ ॥
নিশান্ত-সময়ে শীঘ্র শয়ন ত্যজিয়া।
করিলেন সবে দন্তধাবনাদি-ক্রিয়া ॥ ৭১৩ ॥

রজনীপ্রভাতে রঘুনন্দন আপনে।
আইলেন সব মহান্তের বাসাস্থানে ॥ ৭১৪ ॥
পরস্পর হৈল কিবা প্রেম-আচরণ।
দেখিতে সে সব কা'র না জুড়ায় মন ॥ ৭১৫ ॥
শ্রীপতি, শ্রীনিধি রঘুনন্দনে কহয়।
—"অদ্য যাত্রা করিতে সবার মন হয় ॥" ৭১৬ ॥
শ্রীরঘুনন্দন কহে,—"ঐছে ভাগ্য নাই।
কিছুদিন সকলে দেখিয়ে এক ঠাঁই ॥ ৭১৭ ॥
যদি মোর ভাগ্যে এথা হৈল আগমন।
দুই চারি দিবস ছাড়িয়ে—নহে মন" ॥ ৭১৮ ॥
বিপ্র বাণীনাথ কহে শ্রীরঘুনন্দনে।
—"কালিপ্রাতে অনুমতি দিবেন আপনে ॥" ৭১৯ ॥
শুনি' রঘুনন্দন হাসিয়া মন্দ মন্দ।
কহে,—"কালি যে হইবে ইথে কি নির্বন্ধ ॥ ৭২০ ॥
পারণেতে কৈলা কালি পূপাদি-ভক্ষণ।
পুনঃ আর জলবিন্দু নহিল গ্রহণ ॥ ৭২১ ॥
অদ্য প্রতি বাসায় রন্ধন শীঘ্র হবে।
স্নানাদি করিলে শীঘ্র সুখ পাই তবে" ॥ ৭২২ ॥
শুনি, রঘুনন্দনের মধুর বচন।
স্নানাদিক করিলা প্রভুর প্রিয়গণ ॥ ৭২৩ ॥
প্রসাদি-মিষ্টান্ন নানাবিধ পাত্রে করি'।
লইয়া আইলা গৌরচন্দ্রের পূজারী ॥ ৭২৪ ॥
শ্রীচরণামৃত-সহ সর্বত্রেতেই দিলা।
পরম কৌতুকে সবে সে সব ভুঞ্জিলা ॥ ৭২৫ ॥
হইল সর্বত্র নানা বিধানে রন্ধন।
কৃষ্ণে সমর্পিয়া সবে করিলা ভোজন ॥ ৭২৬ ॥
কৃষ্ণকথা বিনে কেহ কহিতে না পারে।
দিবারাত্রি ভাসে প্রেমসমুদ্র-পাথারে ॥ ৭২৭ ॥
শ্রীরঘুনন্দনের আনন্দ অতিশয়।
দিবারাত্রি কৈছে যায় কিছু না জানয় ॥ ৭২৮ ॥

মহান্তগণের বিদায়—

ঐছে সবে দুইচারি দিবস রাখিলা।
বিদায় হইব—ইথে ব্যাকুল হইলা ॥ ৭২৯ ॥

করিতে বিদায় কত করি' সমাদর।
সকলের সঙ্গে দ্রব্য দিলেন বিস্তর॥ ১৩০॥
শ্রীবীরভদ্রের দু'টী করেতে ধরিয়া।
কহিলেন কত নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া॥ ১৩১॥
কৃষ্ণমিশ্র, গোপালের মুখ নিরখিয়া।
না জানি কি কহিতে উমড়ে উঠে হিয়া॥ ১৩২॥
প্রত্যেক মহান্তগণে যে সব কহয়।
তাহা বর্ণিবেন কুন কুন মহাশয়॥ ১৩৩॥
পরস্পর যে কথা তা' শুনিতে দুষ্কর।
যে শুনিল তা'র হইল বিদীর্ণ অন্তর॥ ১৩৪॥
প্রাতঃকালে বিদায় হইয়া সর্বজনে।
চলিতে অধৈর্য—অশ্রু ঝরয়ে নয়নে॥ ১৩৫॥
গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে আসি' সবে প্রণমিলা।
পূজারী প্রসাদ-মালা যত্নে আনি' দিলা॥ ১৩৬॥
শ্রীখণ্ড হইতে সবে করিলা গমন।
না ধরে ধৈরয খণ্ডবাসী লোকগণ॥ ১৩৭॥
দারুণ বিচ্ছেদ-দুঃখে কত উঠে চিতে।
প্রভুগণ-সঙ্গে চলে, নারে স্থির হৈতে॥ ১৩৮॥
কথোদূর যাইয়া শ্রীপতি-আদি যত।
শ্রীরঘুনন্দনে স্থির কৈল কহি কত॥ ১৩৯॥
শ্রীনিবাসে অতি অনুগ্রহ প্রকাশিলা।
শ্রীযদুনন্দন-আদি সবে প্রবোধিলা॥ ১৪০॥
পরস্পর হৈল যৈছে প্রেম-আচরণ।
দেখিতে সে সব কা'র না দ্রবয়ে মন॥ ১৪১॥
হইয়া ব্যাকুল চলিলেন সর্বজনে।
শ্রীরঘুনন্দন চাহি' রহে পথপানে॥ ১৪২॥
শ্রীরঘুনন্দন শ্রীনিবাসাদি-সহিতে।
আইলা নিজালয়ে গুণ কহিতে কহিতে॥ ১৪৩॥
সে দিবস শ্রীখণ্ডে লইয়া সর্বজনে।
হইলেন মহামগ্ন শ্রীকথা-কীর্তনে॥ ১৪৪॥
তা'র পর দিন অতি ব্যাকুল হিয়ায়।
যে যথা যাবেন তাঁ'রে দিলেন বিদায়॥ ১৪৫॥
যাজিগ্রামে শ্রীনিবাস করিলা গমন।
কণ্টকনগরে গেলা শ্রীযদুনন্দন॥ ১৪৬॥
আর যে যে বৈষ্ণব আইলা যথা হৈতে।
সে সকলে গেলা নিজ-নিজ-আলয়েতে॥ ১৪৭॥
দূরদেশী লোক হর্ষে করিলা গমন।
সোঙরিয়া রঘুনন্দনের গুণগণ॥ ১৪৮॥
শ্রীখণ্ড-নগরে মহামহোৎসব-কথা।
যা'রে তা'রে যে সে লোক কহে যথা-তথা॥ ১৪৯॥
শ্রীমহোৎসবের কথা শুনে যেই জন।
অনায়াসে হয় তা'র তাপ-বিমোচন॥ ১৫০॥
এ সব প্রসঙ্গে যাঁ'র হয় দৃঢ়-রতি।
তাঁহারে মিলয়ে দেবদুর্লভ ভকতি॥ ১৫১॥
ওহে ভাই ইথে মন দেহ' নিরন্তর।
না কর অলস—সুখ পাইবে বিস্তর॥ ১৫২॥
শ্রীনিবাস আচার্য চরণ চিন্ত করি'।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি॥ ১৫৩॥

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে পুনঃ শ্রীনিবাসাচার্যস্য শ্রীবৃন্দাবন-
গমনাগমনাদি—শ্রীকাটোয়া-যাজিগ্রাম-
শ্রীখণ্ড-মহোৎসব বর্ণনং নাম
নবমস্তরঙ্গঃ॥ ৯॥

দশম তরঙ্গ

কথাসার—এই তরঙ্গে কাঞ্চনগড়িয়াতে মাঘী কৃষ্ণা একাদশী-তিথিতে শ্রীল দ্বিজ হরিদাসাচার্যের তিরোভাব-তিথি-পূজা ও দ্বাদশীতে মহামহোৎসব এবং খেতুরীতে ফাল্গুনী পূর্ণিমা-তিথিতে শ্রীল নরোত্তম-ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহামহোৎসব বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকট লীলা সঙ্গোপন করিলে শ্রীল দ্বিজ হরিদাসাচার্য বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। তথায় মাঘী কৃষ্ণা একাদশী-তিথিতে তিনি নিত্য-লীলায় প্রবেশ করেন। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু (দ্বিতীয়বার) বৃন্দাবন যাইবার পথে এই বিরহ-সংবাদ প্রাপ্ত হন। আচার্যপ্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনান্তে শ্রীখণ্ড হইতে সগণ যাজিগ্রামে শুভবিজয় করিয়া ভক্তিগ্রন্থ ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। এই স্থানে তিনি শ্রীগোকুলানন্দ ও শ্রীদাস নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে শ্রীল হরিদাসাচার্যের নির্যাণ-সংবাদ প্রদান করিয়া প্রবোধ-প্রদানানন্তর তদীয় বিরহ-মহোৎসবের আয়োজনার্থ কাঞ্চন-গড়িয়াতে প্রেরণ করেন। তৎপরে শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভু শিষ্যগণসহ তথায় গমন করিয়া বিরাট্ আয়োজনে মহোৎসব করেন। বিভিন্ন স্থানের মহান্তগণ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। পিতৃদেবের অপ্রকট-তিথিতে শ্রীগোকুলানন্দ ও শ্রীদাস শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর নিকট শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মন্ত্রদীক্ষা প্রাপ্ত হন।

দীক্ষা-গুরু শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর আদেশক্রমে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বৃন্দাবন হইতে খেতুরীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লভীকান্ত, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীরাধারমণের সেবা প্রকাশ করেন এবং গণ-সহ সঙ্কীর্তন-সহকারে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত প্রচার করিতে থাকেন।

শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভু কাঞ্চনগড়িয়া হইতে খেতুরীর পথে বুধরি-গ্রামে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের আলয়ে গমন করেন। আচার্য-পাদের শুভবিজয়ে তথায় আনন্দোৎসব চলিতে থাকে। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তনান্তে এই সংবাদ পাইয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর খেতুরী হইতে বুধরিতে আগমন করেন এবং সপার্ষদ শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভুকে সম্বর্ধনা করিয়া লইয়া যান। মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশক্রমে শ্রীল আচার্য প্রভু সুমধুর পত্রে বিভিন্ন স্থানে নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরণ করেন। বিভিন্ন স্থানের গৌরপার্ষদগণ শিষ্যমণ্ডলীসহ মহোৎসবে যোগদান করেন। খড়দহ হইতে শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরীও গণ-সহ প্রাচীন নবদ্বীপ-শ্রীধাম-মায়াপুর, কণ্টকনগর, তেলিয়া-বুধরি প্রভৃতি স্থান হইয়া খেতুরীতে শুভপদার্পণ করেন। প্রভু-পরিকরগণের দর্শনে স্থানীয় জনগণের হৃদয়ে আনন্দ-হিল্লোল প্রবাহিত হইল। শ্রীল নরোত্তমঠাকুরের কৃপাপাত্র রাজা সন্তোষ দত্ত অতি চমৎকার সঙ্কীর্তনস্থলী এবং শ্রীবিগ্রহগণের শ্রীমন্দির নির্মাণ করিলেন। ফাল্গুনী পূর্ণিমা-তিথিতে মহাপ্রভুর পরিকরগণের নির্দেশক্রমে শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভু প্রাগুক্ত শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক ও পূজা করিয়া সেবা প্রকাশ করিলেন। শ্রীশ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরীর নির্দেশক্রমে আচার্যপ্রভু সর্বাগ্রে মহাপ্রভুর পরিকরগণকে পুষ্পমাল্য ও চন্দনাদিতে ভূষিত করিলেন। তৎপরে সমাগত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকেও তাহা বিতরিত হইল। অতঃপর শ্রীশ্রীজাহ্নবীদেবীর এবং মহান্তগণের নির্দেশানুসারে শ্রীল নরোত্তমঠাকুর পাষাণদ্রবকারী সুমধুর সঙ্কীর্তন আরম্ভ করিলেন। ঠাকুরের সঙ্কীর্তনে শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরেরও সগণ প্রকটাপ্রকট বিলাস হইল। শ্রীশ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরীর আদেশে সঙ্কীর্তনান্তে ফাগুখেলা হইল। তৎপরে সন্ধ্যায় সন্ধ্যারাত্রিক এবং শ্রীনামসঙ্কীর্তনসহ শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের জন্মাভিষেক হইল। সমস্ত রাত্রি সংকীর্তনে অতিবাহিত হইল। মঙ্গলারাত্রিক-দর্শনান্তে শ্রীশ্রীজাহ্নবী দেবী ভোগ রন্ধন করিয়া সমর্পণপূর্বক স্বয়ং মহান্তগণকে পরিবেশন করিলেন। উপস্থিত অগণিত ব্যক্তি মহাপ্রসাদ পাইয়া ধন্য হইল। রাজা সন্তোষ দত্ত আনন্দভরে গায়ক, বাদক ও নর্তকগণকে বিবিধ দ্রব্য প্রদান করিয়া বৈষ্ণব-গণের আনন্দবর্ধন করিলেন। উৎসবান্তে মহান্তগণ স্ব-স্ব স্থানে এবং শ্রীশ্রীজাহ্নবীদেবী শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলেন।

জয় নবদ্বীপনাথ শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ একচক্রার ঈশ্বর॥ ১॥
জয় শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুরের ভূষণ।
জয় জয় প্রভুর যতেক ভক্তগণ॥ ২॥
জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়।
এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয়॥ ৩॥

দ্বিজ হরিদাসাচার্যের অপ্রকট-তিথি-মহামহোৎসবের আয়োজনার্থ শ্রীগোকুলানন্দকে শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভুর আদেশ—

শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর শ্রীখণ্ড হৈতে।
যাজিগ্রামে আইলা নিজগণের সহিতে॥ ৪॥
পরম সুকৃতিমন্ত জনে করি' যত্ন।
করয়ে প্রদান গোস্বামীর গ্রন্থরত্ন॥ ৫॥
সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি—কহে গর্জিয়া গর্জিয়া।
শুনি' ভক্তিবিরোধী পলায় নম্র হইয়া॥ ৬॥
পরম আনন্দে আচার্যের শিষ্যগণ।
নিরন্তর ভক্তিগ্রন্থ করে অধ্যয়ন॥ ৭॥
সবে সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ গুণালয়।
দেখি আচার্যের মনে হর্ষ অতিশয়॥ ৮॥
শ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীদাসাদি প্রিয়গণে।
দীক্ষামন্ত্র দেন শীঘ্র—এই হৈল মনে॥ ৯॥
সভামধ্যে শ্রীগোকুলানন্দে সম্বোধিয়া।
কহে সুমধুর বাক্য ব্যাকুল হইয়া॥ ১০॥
—"শ্রীসরকার ঠাকুর, শ্রীদাস গদাধর।
এ-দুঁহো-বিরহে দগ্ধ হইল অন্তর॥ ১১॥
রহিতে নারিলু, শীঘ্র বৃন্দাবনে গেলু।
তথাও দারুণ দুঃখসমুদ্রে ডুবিলু॥ ১২॥
গত মাঘমাসে কৃষ্ণা একাদশীদিনে।
হরিদাসাচার্য সঙ্গোপন বৃন্দাবনে॥ ১৩॥
আচার্যের অপ্রকটে গোস্বামী সকল।
কহিতে না পারি যৈছে হইলা বিকল॥ ১৪॥
কিছুদিন রাখি' মোরে সবে প্রবোধিলা।
অতি শীঘ্র গৌড়দেশে যাত্রা করাইলা॥ ১৫॥
তাঁ' সবার ইচ্ছামতে আইলু ত্বরিত।
এবে তোমা-সবার হইবে মনোহিত॥ ১৬॥
কহিতে কি—সকল প্রভুর ইচ্ছা হয়।
সর্ব প্রকারেতে স্থির হবে ভ্রাতাদ্বয়॥ ১৭॥
আচার্যের তিরোভাব-তিথি আরাধিতে।
আছে অল্প দিবস—উদ্যোগ চাহি ইথে॥ ১৮॥
শীঘ্র গিয়া কর সামগ্রীর আয়োজন।
দুই চারি দিনে হবে আমার গমন॥ ১৯॥
কুন বিষয়েতে চিন্তা না করিহ চিতে।
সর্ব সমাধান হবে আচার্য-কৃপাতে॥" ২০॥
ইহা শুনি' শ্রীগোকুলানন্দ ভ্রাতা-সনে।
প্রণমিয়া বিদায় হইল সেইক্ষণে॥ ২১॥
রামচন্দ্র কবিরাজ আদি সর্বজন।
সবে কথোদূর সঙ্গে করিলা গমন॥ ২২॥
কহি' কত সুমধুর কথা দুইজনে।
নিজ নিজ-বাসায় আইলা কতক্ষণে॥ ২৩॥
শ্রীদাস, গোকুলানন্দ সবে সম্বোধিয়া।
আইলেন শীঘ্র করি' কাঞ্চনগড়িয়া॥ ২৪॥
কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামবাসী লোকগণ।
আইলা গোকুলানন্দাচার্যের ভবন॥ ২৫॥
শ্রীদাস, গোকুলানন্দ স্নেহের মূরতি।
বিবরিয়া সকল কহিল সভা-প্রতি॥ ২৬॥
শুনিয়া বিশিষ্ট লোকগণ ঠাঁই ঠাঁই।
করিল সামগ্রী যত তা'র লেখা নাই॥ ২৭॥
পৃথক্ পৃথক্ বহু বাসা নির্মাণয়ে।
করি' সব প্রস্তুত কহিল ভ্রাতাদ্বয়ে॥ ২৮॥
শুনি' শ্রীগোকুলানন্দ আচার্য, শ্রীদাস।
হইল দোঁহার মনে পরম উল্লাস॥ ২৯॥

উৎসবায়োজনার্থ আদেশের হেতু-বিবরণ—

দেখিয়া অনেক সামগ্রীর আয়োজন।
কেহ কারু প্রতি কহে, করি' সঙ্গোপন॥ ৩০॥
'কি কার্যে এ আয়োজন'—বুঝিতে না পারি।
ইহা শুনি' কেহ তা'রে কহে ধীরি ধীরি॥ ৩১॥

—"শ্রীমহাপ্রভুর শাখা হরিদাসাচার্য।
সর্বত্র বিদিত—সর্বমতে মহা আর্য ॥ ৩২ ॥
মহাপ্রভু নীলাচলে হইলা অদর্শন।
তাঁ'র অদর্শনে শূন্য হৈল ত্রিভুবন ॥ ৩৩ ॥
প্রভুর বিচ্ছেদে দ্বিজ হরিদাসাচার্য।
মৃত্যুপ্রায় হইলেন—না রহিল ধৈর্য ॥ ৩৪ ॥
দেহত্যাগ করিবেন—এ নিশ্চয় কৈলা।
না জানি—কি প্রভুর আদেশে স্থির হৈলা ॥ ৩৫ ॥
জ্যেষ্ঠ শ্রীগোকুলানন্দ কনিষ্ঠ শ্রীদাসে।
কহে সুমধুর বাক্য বসাইলা পাশে ॥ ৩৬ ॥
শ্রীনিবাস আচার্যের চরিত্র শুনাইলা।
তাঁ'র স্থানে দীক্ষামন্ত্র নিতে আজ্ঞা দিলা ॥ ৩৭ ॥
বৃন্দাবনে যাত্রা কৈলা রজনী-প্রভাতে।
একাকী চলিলা কেহ—নাহি তাঁ'র সাথে ॥ ৩৮ ॥
বৃন্দাবনে গিয়া অতি নির্জনে রহিলা।
শ্রীনিবাসাচার্য তথা যাইয়া মিলিলা ॥ ৩৯ ॥
শ্রীদাস, গোকুলানন্দে শিষ্য করিবারে।
তেঁহ পুনঃ-পুনঃ আজ্ঞা কৈল আচার্যেরে ॥ ৪০ ॥
বৃন্দাবন হৈতে শ্রীনিবাসাচার্য আইলা।
পুনঃ গৌড় হৈতে তেঁহ বৃন্দাবন গেলা ॥ ৪১ ॥
গত মাঘমাসে শ্রীআচার্য হরিদাস।
হৈলা সঙ্গোপন—পথে শুনে শ্রীনিবাস ॥ ৪২ ॥
শ্রীনিবাসাচার্য অতি ব্যাকুল হইলা।
স্বপ্নচ্ছলে দ্বিজ হরিদাস প্রবোধিলা ॥ ৪৩ ॥
বৃন্দাবন গিয়া পুনঃ আইলা শ্রীনিবাস।
শুনি' আগমন সবে গেলা তাঁ'র পাশ ॥ ৪৪ ॥
শ্রীদাস, গোকুলানন্দে তেঁহ অতি স্নেহে।
জিজ্ঞাসি' কুশল সব কহিলেন দোঁহে ॥ ৪৫ ॥
দোঁহে পাঠাইয়া শীঘ্র কাঞ্চনগড়িয়া।
তেঁহ আইসেন সঙ্গে অনেকে লইয়া ॥ ৪৬ ॥
এই মাঘী কৃষ্ণা একাদশী শুভদিনে।
দীক্ষা দিব হরিদাসাচার্যের নন্দনে ॥ ৪৭ ॥
আচার্যের তিরোভাব-তিথি এই হন।
হ'বে মহা উৎসব—এ হেতু আয়োজন ॥ ৪৮ ॥
মহাভাগবতগণ এথায় আসিব।
সঙ্কীর্তন-সুখের সমুদ্র উথলিব ॥ ৪৯ ॥
আইনু কুটুম্ববাড়ী কার্যানুরোধেতে।
তেঞি এ সকল কথা পাইনু শুনিতে ॥ ৫০ ॥
যতদিন এ আনন্দ হইব এথায়।
ততদিন এথাই রহিব সর্বথায় ॥" ৫১ ॥
ঐছে কত কহি' দোঁহে চলে কার্যান্তরে।
হেনকালে হরিধ্বনি ব্যাপিল নগরে ॥ ৫২ ॥
চতুর্দিকে ধায় লোক অধৈর্য হিয়ায়।
তাহা দেখি' কেহ জিজ্ঞাসয়ে তা' সবায় ॥ ৫৩ ॥
—"কি কার্যে যাইছ কোথা ঐছে ত্রস্ত হৈয়া।"
ইহা শুনি' কহে কেহ মহামোদ পাইয়া ॥ ৫৪ ॥
—"আচার্যঠাকুর আইলা যাজিগ্রাম হৈতে।
লোকমুখে শুনি যাই তাঁ'র দর্শনেতে ॥" ৫৫ ॥
ইহা শুনি' চলয়ে পুলকাবৃত দেহে।
দেখে মহাভিড় শ্রীগোকুলানন্দ গেহে ॥ ৫৬ ॥
শ্রীআচার্যঠাকুরের করিয়া দর্শন।
আপনা মানয়ে ধন্য ঐছে সর্বজন ॥ ৫৭ ॥
শ্রীদাস, গোকুলানন্দে সবে প্রশংসয়।
দোঁহার চরিত্র কহন না যায় ॥ ৫৮ ॥
শ্রীদাস, গোকুলানন্দ আগুসরি' গিয়া।
আনন্দে বিহ্বল গৃহে আচার্যে আনিয়া ॥ ৫৯ ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ আদি সর্বজনে।
যৈছে সমাদরে—তা' বর্ণিতে কেবা জানে ॥ ৬০ ॥
যথা যথা করিয়াছিলেন নিমন্ত্রণ।
তথা তথা হৈতে আইলা ভাগবতগণ ॥ ৬১ ॥
যথা যথা হৈতে যে যে বৈষ্ণবাগমন।
তাহা না বর্ণিনু, তাহা বর্ণিব কুন জন ॥ ৬২ ॥
বৈষ্ণবসমূহ দেখি' গোকুল, শ্রীদাস।
না ধরে ধৈরয চিত্তে—অদ্ভুত উল্লাস ॥ ৬৩ ॥
করয়ে সম্মান যৈছে কহনে না যায়।
দেখিতে সে চেষ্টা সবে মহানন্দ পায় ॥ ৬৪ ॥
কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামবাসী শিষ্যগণ।
সবে সর্বপ্রকারে নিযুক্ত সর্বক্ষণ ॥ ৬৫ ॥

অন্য-অন্য-গ্রামী লোক নানা দ্রব্য লৈয়া।
চতুর্দিকে আইসে মহা উল্লসিত হইয়া ॥ ৬৬ ॥

মহান্তগণের দর্শনে গ্রামবাসীদের আলোচনা—

শ্রীমহান্তগণেরে করিয়া সন্দর্শন।
কেহ কারু প্রতি কহে মধুর বচন ॥ ৬৭ ॥
—"জনমিয়া ঐছে শোভা না দেখিনু কভু।
শুনিতু, দেখিনু এবে—এ আচার্য-প্রভু ॥ ৬৮ ॥
আহা মরি ! কি অপূর্ব্ব বৈষ্ণব-সুষমা।
বুঝি,—নাই জগতে এ সভার উপমা ॥ ৬৯ ॥
মনে এই দুঃখ—কালি রহি' এ সকলে।
কার্য সমাধিয়া যাইবেন প্রাতঃকালে ॥ ৭০ ॥
পরশ্ব দিবস না রহিব কোন জন।"
ইহা শুনি' কেহ কহে সহাস্য বদন ॥ ৭১ ॥
—"কালি মাঘ-কৃষ্ণা-একাদশী তিথি হয়।
এ-হেতু এ অনুভব কৈলা—মনে নয় ॥ ৭২ ॥
শ্রীএকাদশীতে অবৈষ্ণব যাহা করে।
তাহা এ-বৈষ্ণবগণ করিতে না পারে ॥ ৭৩ ॥
শ্রীএকাদশীর তত্ত্ব বৈষ্ণব সে জানে।
দ্বাদশীতে কার্য সমাধিব সাবধানে ॥ ৭৪ ॥
শ্রীএকাদশীর রীত কত জানাইব।
অদ্য একবার সবে অন্নাদি ভুঞ্জিব ॥ ৭৫ ॥
শ্রীএকাদশীতে এই বৈষ্ণবসকল।
কেহ না গ্রহণ করিবেন অন্ন-জল ॥ ৭৬ ॥
দ্বাদশী-দিবসে ভুঞ্জিবেন একবার।
শ্রীএকাদশীর ঐছে নিয়ম-প্রচার* ॥ ৭৭ ॥
তোমায় মনের কথা কহিয়ে বিরলে।
অন্য ক্রিয়া নাই এই বৈষ্ণব-মণ্ডলে ॥ ৭৮ ॥
দ্বাদশী-দিবসে করি' পরম যতন।
বিবিধ সামগ্রী কৃষ্ণে করিব অর্পণ ॥ ৭৯ ॥
কৃষ্ণের প্রসাদী দ্রব্য দিব্য পাত্রে ভরি'।
হরিদাসাচার্যে সমর্পিব যত্ন করি' ॥ ৮০ ॥
ঐছে বৈষ্ণবের বহু ক্রিয়া মু শুনিলু।
তুমি না জানহ, তেঞি কিছু জানাইলু।" ৮১ ॥

এই কথা শুনিয়া কহে—"এই হয় হয়।
ভক্তিহীন ব্যক্তি কি বুঝিব এ আশয়" ॥ ৮২ ॥
ঐছে কহি' চিত্ত আর্দ্র হইল তাহার।
তাহা নিরখিয়া তেঁহ কহে আর বার ॥ ৮৩ ॥
—"তুমি মনে কৈলা সবে পরশ্ব যাইব।
পরশ্ব দিবস মহা-উৎসব হইব ॥ ৮৪ ॥
অদ্য বিনা রহিবেন সবে দিন চারি।
পরম আনন্দে নিরখহ নেত্র ভরি' ॥ ৮৫ ॥
দেবের দুর্লভ সঙ্কীর্ত্তন-সুখরাশি।
করহ শ্রবণ মহানন্দে নিবানিশি ॥" ৮৬ ॥
ঐছে কত নিভৃতে কহিয়া পরস্পরে।
ভাসয়ে সকলে ভক্তিরসের সায়রে ॥ ৮৭ ॥
আপনা মানিয়া ধন্য উল্লাস-হিয়ায়।
লোটাইয়া পড়েন শ্রীবৈষ্ণবের পায় ॥ ৮৮ ॥

শ্রীগোকুলানন্দ ও শ্রীদাসকে শ্রীল আচার্য-প্রভুর দীক্ষাদান ও তিরোভাব-তিথি-মহামহোৎসব—

শ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীদাসেরে প্রশংসয়ে।
দোঁহার যে ক্রিয়া তা' কহিল না হয়ে ॥ ৮৯ ॥
দশমীদিবস দোঁহে নিজ-গণ-সনে।
করিলেন প্রেমসুধা-বৃষ্টি সঙ্কীর্ত্তনে ॥ ৯০ ॥
একাদশী-দিনে কি অদ্ভুত দুঁহ রীত।
করিবেন মন্ত্রদীক্ষা—ইথে উল্লসিত ॥ ৯১ ॥
শ্রীনিবাস আচার্য শ্রীএকাদশী-দিনে।
রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্রদীক্ষা দিলা দুই জনে ॥ ৯২ ॥
অপূর্ব বিধানে শিষ্য করি' হর্ষ হৈলা।
রাধাকৃষ্ণ-চৈতন্যচরণে সমর্পিলা ॥ ৯৩ ॥
দোঁহে পড়ে শ্রীনিবাসাচার্য-পদতলে।
প্রেমায় বিহ্বল, সিক্ত আনন্দাশ্রুজলে ॥ ৯৪ ॥
আচার্যঠাকুর দোঁহে দিতে আলিঙ্গন।
চতুর্দিকে হরিধ্বনি করে সর্বজন ॥ ৯৫ ॥
সকল বৈষ্ণব দুই ভ্রাতার চরিতে।
পাইলেন যে আনন্দ তাহা কি কহিতে ॥ ৯৬ ॥
শ্রীএকাদশীতে যৈছে শ্রীকথা-কীর্ত্তন।
তাহা বর্ণিবেন ভাগ্যবন্ত কবিগণ ॥ ৯৭ ॥

শ্রীদাস, গোকুলানন্দাচার্য দ্বাদশীতে।
নানা ভক্ষ্য-সামগ্রী করেন যত্ন-মতে ॥ ৯৮ ॥
হইল প্রস্তুত—আচার্যে জানাইলা।
আচার্য-ঠাকুর কৃষ্ণে ভোগ সমর্পিলা ॥ ৯৯ ॥
জানিয়া শ্রীপ্রভুর ভোজন-অবসর।
ভোগ সরাইতে প্রেমপূর্ণ কলেবর ॥ ১০০ ॥
তাম্বূল অর্পণ কৈলা আচমন দিয়া।
দেখি' নৈবেদ্যের শোভা জুড়াইল হিয়া ॥ ১০১ ॥
অন্য পাত্রে প্রসাদান্ন অনেক যতনে।
হরিদাসাচার্যে সমর্পিলেন নির্জনে ॥ ১০২ ॥
ভোগ সমর্পিতে যে হইল চমৎকার।
সে প্রেম-আবেশ কিছু নারি বর্ণিবার ॥ ১০৩ ॥
ভক্ষণাবসর জানি' আচমন দিলা।
প্রসাদী তাম্বূল-আদি যত্নে সমর্পিলা ॥ ১০৪ ॥
সে সময়ে বৈষ্ণবের যে আনন্দ মনে।
যে অদ্ভুত ক্রিয়া তা' বর্ণিব কুন জনে ॥ ১০৫ ॥
শ্রীদাস শ্রীআচার্য-ঠাকুরে নিবেদয়।
—"স্থান-সংস্কার হৈল, কৈছে আজ্ঞা হয় ॥" ১০৬ ॥
শুনি' শ্রীআচার্য যত্নে বৈষ্ণবসকলে।
বসাইলা অপূর্ব বস্থানে রম্যস্থলে ॥ ১০৭ ॥
ক্রমে পরিবেষ্টা পরিবেশন করয়।
অন্নাদি-সৌগন্ধ সর্বচিত্ত আকর্ষয় ॥ ১০৮ ॥
"হরি হরি"-ধ্বনি করি' বৈষ্ণবসকল।
ভুঞ্জেন প্রসাদ—মহা আনন্দে বিহ্বল ॥ ১০৯ ॥
ভোজনাবসরে সবে কৈলা আচমন।
দেখিতে সে রীত কা'র না জুড়ায় মন ॥ ১১০ ॥
স্থানে স্থানে লোকের সংঘট্ট অতিশয়।
বিবিধ প্রকার মহাপ্রসাদ ভুঞ্জয় ॥ ১১১ ॥
ভুঞ্জিল যতেক লোক লেখা নাই তা'র।
কাঞ্চনগড়িয়া-গ্রামে আনন্দ অপার ॥ ১১২ ॥
শ্রীনিবাস আচার্য-ঠাকুর হর্ষ হৈয়া।
ভুঞ্জিল প্রসাদ সর্ব লোকে ভুঞ্জাইয়া ॥ ১১৩ ॥
শ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীদাসাদি হর্ষাবেশে।
ভুঞ্জিলেন প্রভুপাত্রে অবশেষ শেষে ॥ ১১৪ ॥
ভোজনাদি-ক্রিয়া সাঙ্গ হইলে সকলে।
আইলেন মহাসুখে সঙ্কীর্তন-স্থলে ॥ ১১৫ ॥
ভক্তিমূর্তিময় সবে সুখের আলয়।
দেখিতে সে শোভা সর্বলোকের বিস্ময় ॥ ১১৬ ॥
চতুর্দিকে হরিধ্বনি করয়ে সকলে।
সঙ্কীর্তনারম্ভে প্রেমসমুদ্র উথলে ॥ ১১৭ ॥
নৃত্য-গীত-বাদ্যের তুলনা নাই দিতে।
সঙ্কীর্তনে যে সুখ তা' কে পারে বর্ণিতে ॥ ১১৮ ॥
ঐছে সঙ্কীর্তনানন্দে হইয়া বিহ্বল।
না জানে রজনী দিন বৈষ্ণবসকল ॥ ১১৯ ॥
প্রেমময় শ্রীনিবাস-আচার্যঠাকুরে।
তিলেক ছাড়িতে প্রাণ না জানি কি করে ॥১২০॥
দিন চারি পাঁচ মহা আনন্দে রহিলা।
হইতে বিদায় অতি অধৈর্য হইলা ॥ ১২১ ॥
শ্রীদাস, গোকুলানন্দে প্রবোধি যতনে।
কাঞ্চনগড়িয়া হৈতে চলয়ে বিহানে ॥ ১২২ ॥
কহিয়ে দোঁহার চারু চেষ্টা পরস্পরে।
গেলেন বৈষ্ণবগণ নিজ-নিজ-ঘরে ॥ ১২৩ ॥
বৈষ্ণববিচ্ছেদে যৈছে হৈলা দুই ভাই।
সে সব কহিতে হিয়া বিদরে সদাই ॥ ১২৪ ॥
শ্রীনিবাসাচার্য যত্নে দোঁহে স্থির কৈলা।
গণসহ দুই চারি দিবস রহিলা ॥ ১২৫ ॥
শ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীদাসের গুরুভক্তি।
একমুখে তাহা কি কহিতে মোর শক্তি ॥ ১২৬ ॥
কাঞ্চনগড়িয়া আদি গ্রামে যে যে হৈল।
তাহা বিস্তারিয়া এথা বর্ণিতে নারিল ॥ ১২৭ ॥
কাঞ্চনগড়িয়ায় যতেক ভাগ্যবান্।
সবে তৃপ্ত কৈল নেত্র-কর্ণ-মন-প্রাণ ॥ ১২৮ ॥
মহা-মহোৎসব-কথা সর্বত্র ব্যাপিল।
গণসহ আচার্যাতি-আনন্দ হইল ॥ ১২৯ ॥

কাঞ্চনগড়িয়া হইতে গণসহ শ্রীনিবাসাচার্য-প্রভুর খেতরী-যাত্রা—

যদ্যপি আচার্যবর্য ধৈর্যাবলম্বনে।
তথাপি অধৈর্য প্রিয় নরোত্তম বিনে ॥ ১৩০ ॥

সঙ্গে লৈয়া পরম প্রবীণ শিষ্যগণ।
শ্রীখেতরী-গ্রামে শীঘ্র করয়ে গমন ॥ ১৩১ ॥
শিষ্যগণ-নাম কিছু কহিয়ে এথায়।
যে নাম-শ্রবণে সর্ব দুঃখ দূরে যায় ॥ ১৩২ ॥
রামচন্দ্রকবিরাজ গুণের নিধান।
শ্রীদাস, গোকুলানন্দাচার্য দয়াবান্ ॥ ১৩৩ ॥
শ্রীকৃষ্ণবল্লভ দেউলি-গ্রামনিবাসী।
চক্রবর্তী ব্যাসাচার্য—খ্যাতি ভক্তিরাশি ॥ ১৩৪ ॥
ভক্তিমূর্তি শ্রীবল্লবীকান্ত কবিরাজ।
যাঁ'রে দেখি' কাঁপে মহাপাষণ্ড-সমাজ ॥ ১৩৫ ॥
শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ মহাকবি যেঁহো।
যাঁ'র ভ্রাতা নারায়ণ—কবিশ্রেষ্ঠ তেঁহো ॥ ১৩৬ ॥
কর্ণপূর কবিরাজ পরম সুধীর।
শুনি' তাঁ'র কাব্য কেহো হৈতে নারে স্থির ॥ ১৩৭ ॥
ভগবান্ কবিরাজ গুণের আলয়।
যাঁ'র ভ্রাতা রূপ নিমুবীর ভৌগালয় ॥ ১৩৮ ॥
পঞ্চকূটে সেরগড়বাসী শ্রীগোকুল।
পূর্ব-বাস কড়ুই—কবীন্দ্র ভক্ত্যাতুল ॥ ১৩৯ ॥
দ্বিজশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ, কুমুদ—এ দ্বয়।
এ দুই ভ্রাতার গুণ কহিল না হয় ॥ ১৪০ ॥
চক্রবর্তী শ্যামদাস, শ্রীরামচরণ।
ব্যবহারে আচার্য-শ্যালক দুই জন ॥ ১৪১ ॥
শ্রীরূপ ঘটক—যাজিগ্রামে যাঁ'র বাস।
কাঞ্চনগড়িয়াবাসী শ্রীগোপালদাস ॥ ১৪২ ॥
এ সকল শিষ্য-সঙ্গে আচার্যঠাকুর।
কাঞ্চনগড়িয়া হৈতে আইলা কথোদূর ॥ ১৪৩ ॥
রামচন্দ্র-প্রতি কহে ঈষৎ হাসিয়া।
—"যাইব খেতরী-গ্রামে বুধরি হইয়া ॥ ১৪৪ ॥
তেলিয়া-বুধরি-গ্রামে কনিষ্ঠ তোমার।
তা'রে জানাইবে কে গমন-সমাচার ?" ১৪৫ ॥
রামচন্দ্র কহে,—"জানাইতে হবে নাই।
প্রভুর গমন-ধ্বনি হৈল সর্ব ঠাঁই" ॥ ১৪৬ ॥
হেন কালে বুধরি হইতে এক জন।
অতি শীঘ্র আসি' কৈল আচার্যে দর্শন ॥ ১৪৭ ॥
ভূমিতে পড়িয়া প্রণময়ে বার বার।
জিজ্ঞাসিতে কুশল কহয়ে সমাচার ॥ ১৪৮ ॥
—"সকল মঙ্গল প্রভু! তোমার দর্শনে।
শ্রীগোবিন্দ-আদি চাহি' আছে পথ-পানে ॥ ১৪৯ ॥
প্রভু বৃন্দাবনে গেলে গেলা রামচন্দ্র।
তেলিয়া-বুধরি-গ্রামে আইলা গোবিন্দ ॥ ১৫০ ॥
তেঁহো আত্মা সমর্পিল প্রভুর চরণে।
সদা চিন্তে—দর্শন পাইব কত দিনে ॥ ১৫১ ॥
প্রভু বৃন্দাবন হৈতে গমন করিলা।
রামচন্দ্র লইয়া বনবিষ্ণুপুরে আইলা ॥ ১৫২ ॥
যাজিগ্রামে আসি' বিনাশিলা সর্ব দুঃখ।
কণ্টকনগর, খণ্ডে হৈলা মহাসুখ ॥ ১৫৩ ॥
কাঞ্চনগড়িয়া-গ্রামে আসি' গণসনে।
মহা-মহোৎসবে মগ্ন কৈলা সর্ব জনে ॥ ১৫৪ ॥
কাঞ্চনগড়িয়া হৈতে গমন হইল।
প্রভুর এ সব কথা সর্বত্র ব্যাপিল ॥ ১৫৫ ॥
হইনু কৃতার্থ করি' প্রভুর দর্শন।
ধন্য এই দেশ যা'তে হৈল আগমন ॥" ১৫৬ ॥
ঐছে কত কহি' প্রণমিয়া শ্রীচরণে।
প্রণমিল রামচন্দ্রাদিক সর্ব জনে ॥ ১৫৭ ॥
বিদায় হইয়া শীঘ্র বুধরি আইলা।
শ্রীআচার্যপ্রভুর গমন জানাইলা ॥ ১৫৮ ॥

শ্রীল আচার্য প্রভুর আগমন-সংবাদে বুধরি-গ্রামে আনন্দোল্লাস—

শুনি' শ্রীনিবাস আচার্যের আগমন।
চতুর্দিকে ধায় লোক করিতে দর্শন ॥ ১৫৯ ॥
শ্রীগোবিন্দ-আদি মহা আনন্দ অন্তরে।
করয়ে মঙ্গলকার্য বিবিধ প্রকারে ॥ ১৬০ ॥
শীঘ্র বাসস্থানের সংস্কার করাইলা।
আগুসরি' গিয়া সবে আচার্যে আনিলা ॥ ১৬১ ॥
যৈছে শ্রীআচার্যে লৈয়া আইলা বাসায়।
যৈছে সবে মগ্ন হৈলা আচার্য-শোভায় ॥ ১৬২ ॥
যৈছে আচার্যের শিষ্যগণে সমাদরে।
যৈছে সুখ তেলিয়া-বুধরি ঘরে ঘরে ॥ ১৬৩ ॥

যৈছে নানাপ্রকার সামগ্রী আয়োজন।
যৈছে মনুষ্যের যাতায়াত সর্বক্ষণ ॥ ১৬৪ ॥
যৈছে সর্ব জনের জন্মিলা প্রেমভক্তি।
সে সকল বিস্তারি' বর্ণিতে নাই শক্তি ॥ ১৬৫ ॥
তিলে তিলে গোবিন্দের আনন্দাতিশয়।
জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র-প্রতি কিছু নিবেদয় ॥ ১৬৬ ॥
—"মো অজ্ঞের পরিত্রাণ করহ আপনে।
সমর্পহ শ্রীআচার্য-প্রভুর চরণে ॥" ১৬৭ ॥
ঐছে কত কহি' সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে।
প্রণময়ে শ্রীজ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদতলে ॥ ১৬৮ ॥
দেখি' গোবিন্দের অতি ব্যাকুল অন্তর।
স্নেহাবেশে মগ্ন রামচন্দ্র বিজ্ঞবর ॥ ১৬৯ ॥
গোবিন্দে প্রবোধি শ্রীআচার্য-আগে গিয়া।
কহিল গোবিন্দ-মনোবৃত্তি বিবরিয়া ॥ ১৭০ ॥
শুনি' শ্রীআচার্য অতি মনের আনন্দে।
রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্রদীক্ষা দিলেন গোবিন্দে ॥ ১৭১ ॥
যে অপূর্ব বিধানে গোবিন্দে শিষ্য কৈল।
শিষ্যকালে সকলের যে আনন্দ হৈল ॥ ১৭২ ॥
গোবিন্দের যে প্রেম-আবেশ শিষ্য হৈয়া।
বর্ণিব সে সব ভাগ্যবন্ত বিস্তারিয়া ॥ ১৭৩ ॥
রামচন্দ্র, গোবিন্দ উল্লাস ক্ষণে ক্ষণে।
গণসহ শ্রীআচার্যপ্রভুর সেবনে ॥ ১৭৪ ॥
রামচন্দ্র, গোবিন্দ—এ ভ্রাতৃদ্বয়-প্রতি।
আচার্যের যৈছে কৃপা—কহি কি শকতি ॥ ১৭৫ ॥
আচার্যের মনে এই—"রামচন্দ্র-সনে।
শ্রীনরোত্তমের দেখা হবে কতক্ষণে" ॥ ১৭৬ ॥
এতেক চিন্তিয়া পুনঃ রামচন্দ্রে কয়।
—"নরোত্তম এথা আসিবেন—মনে লয় ॥ ১৭৭ ॥
বহু দিন হৈল তাঁ'র সংবাদ না পাইনু।
মোর এ সংবাদ-পত্রী পূর্বে পাঠাইনু ॥ ১৭৮ ॥
এথা যে আইনু—তেঁহ জানিব কেমনে।
কুন এক লোক শীঘ্র যায় তাঁ'র স্থানে ॥" ১৭৯ ॥
এত কহিতেই এক বিপ্র তথা হৈতে।
আসি' উপনীত হৈলা আচার্য-সাক্ষাতে ॥ ১৮০ ॥

কি অপূর্ব চেষ্টা তাঁ'র, কত উঠে মনে।
মহাহর্ষ হৈয়া চায় আচার্যের পানে ॥ ১৮১ ॥
শিষ্যবর্গে বেষ্টিত আচার্য-শোভা দেখি'।
ভূমে প্রণময়ে—প্রেমজলে পূর্ণ আঁখি ॥ ১৮২ ॥
শ্রীআচার্য বিপ্রে দেখি' সন্তোষাতিশয়।
সুমধুর বাক্যে কহে,—"দেহ' পরিচয়" ॥ ১৮৩ ॥
বিপ্র কহে,—"খেতরী-গ্রামেতে মোর বাস।
মুঞি বিপ্রাধম—মোর নাম দুর্গাদাস ॥ ১৮৪ ॥
শ্রীঠাকুর নরোত্তম দেখি' মো-পতিতে।
তুলিলেন বিষয়-বিষ্ঠার গর্ত হৈতে ॥ ১৮৫ ॥
প্রভুর গমন এথা হৈল—শুনি' তাহা।
কহিতে না জানি—মনে উপজিল যাহা ॥ ১৮৬ ॥
কাহাকে না কহি' প্রাতে করিনু গমন।
হইনু কৃতার্থ দেখি' প্রভুর চরণ" ॥ ১৮৭ ॥

খেতরী হইতে আগত বিপ্রের মুখে ঠাকুর নরোত্তমের সংবাদ—

বিপ্রের বচন শুনি' আচার্য সন্তোষে।
শ্রীনরোত্তমের শুভ সংবাদ জিজ্ঞাসে ॥ ১৮৮ ॥
বিপ্র কহে,—"নীলাচল হইতে আসিয়া।
খণ্ডিলা পাষণ্ডমত ভক্তি প্রকাশিয়া ॥ ১৮৯ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দাদ্বৈত-গুণে।
করিলেন মহামত্ত অধম দুর্জনে ॥ ১৯০ ॥
শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ পঞ্চ কৈল প্রিয়াসহ।
প্রাপ্ত হৈল প্রিয়াসহ শ্রীগৌরবিগ্রহ ॥ ১৯১ ॥
প্রাপ্ত কথা গোপয়িতে নহিল গোপন।
যৈছে প্রাপ্ত তাহা কিছু করি নিবেদন ॥ ১৯২ ॥
গোপালপুরের সন্নিধানে ক্ষুদ্র গ্রাম।
তথা বৈসে ভাগ্যবন্ত বিপ্রদাস নাম ॥ ১৯৩ ॥
ধান্য-সর্ষপাদি-গোলা তাঁ'র গৃহান্তরে।
তথা সর্পভয়ে কেহ যাইতে না পারে ॥ ১৯৪ ॥
সর্পাধিকারের কেহ না বুঝে কারণ।
মন্ত্রৌষধি কৈলে সর্প গর্জে অনুক্ষণ ॥ ১৯৫ ॥
না জানি—শ্রীঠাকুরের কিবা হৈল মনে।
রজনী-প্রভাতে শীঘ্র গেলা সেইখানে ॥ ১৯৬ ॥

বিপ্রদাস আসি' কৈল চরণ-বন্দন।
অতি দীন হৈয়া কহে—কি কার্যাগমন ॥ ১৯৭ ॥
বিপ্রদাস-প্রতি কহে,—'এ ধান্যগোলায়।
আছে প্রয়োজন, তেঞি আইনু এথায়' ॥ ১৯৮ ॥
বিপ্রদাস-কাতর হইয়া নিবেদয়।
—'না যাবেন গোলাপার্শ্বে, তথা সর্পভয় ॥' ১৯৯ ॥
শুনি' মহাশয় কহে ঈষৎ হাসিয়া।
—'চিন্তা না করিহ, সর্প যাবে পলাইয়া ॥' ২০০ ॥
এত কহি' বৃহৎ গোলা-দ্বার উদ্ঘাটিতে।
সর্প-অন্তর্ধান সবে—দেখিল সাক্ষাতে ॥ ২০১ ॥
গোলা হৈতে প্রিয়াসহ শ্রীগৌরসুন্দর।
ক্রোড়ে আইলা—হৈল সর্বনয়ন-গোচর ॥ ২০২ ॥
প্রিয়াসহ ক্রোড়ে লইয়া শ্রীগৌরসুন্দরে।
শ্রীঠাকুর মহাশয় আইলা বাসাঘরে ॥ ২০৩ ॥
সে সময় সঙ্কীর্তনারম্ভ যে প্রকার।
যে প্রেম-প্রকাশ—তা' কহিতে নাহি পার ॥ ২০৪ ॥
শ্রীমহাশয়ের শিষ্য শ্রীসন্তোষদত্ত।
সর্ব কার্য সাধে তেঁহ—পরম মহত্ত্ব ॥ ২০৫ ॥
করিল নির্মাণ শ্রীমন্দির, সিংহাসন।
মহা-মহোৎসবের করিলা আয়োজন ॥ ২০৬ ॥
শ্রীমহাশয়ের মনোবৃত্তি কেবা জানে।
সদা চাহি' রহে প্রভু তুয়া পথপানে ॥ ২০৭ ॥
প্রভু-আগমন এথা—এ কথা শুনিল।
না জানিয়ে—কত সুখসমুদ্রে ডুবিল ॥ ২০৮ ॥
"অদ্য পদ্মাবতী পার হইয়া রহিব।
রজনী-প্রভাতে কালি এথায় আসিব ॥" ২০৯ ॥
শুনি' শ্রীআচার্য নরোত্তমের চরিত।
নিজগণ-সহ হৈলা মহা উল্লসিত ॥ ২১০ ॥
দুর্গাদাস বিপ্রে অতি অনুগ্রহ কৈল।
নরোত্তম-প্রভাব সবারে জানাইল ॥ ২১১ ॥
সবে মগ্ন হৈলা নরোত্তমের গুণেতে।
হৈল এই ধ্বনি—"কালি আসিব এথাতে" ॥ ২১২ ॥
গ্রামবাসী লোকের আনন্দ অতিশয়।
পরস্পর সকলে সৌভাগ্য প্রশংসয় ॥ ২১৩ ॥
কতক্ষণে নিশি পোহাইব—এই মনে।
যাইব দর্শনে রামচন্দ্রের ভবনে ॥ ২১৪ ॥
রামচন্দ্র-ভবন ছাড়িতে কেহ নারে।
মহাকষ্টে রজনী বঞ্চয়ে নিজ-ঘরে ॥ ২১৫ ॥
রামচন্দ্র-ভবন পরমানন্দময়।
শ্রীআচার্য গণসহ যথা বিলসয় ॥ ২১৬ ॥
আচার্যের কত স্নেহ রামচন্দ্র-প্রতি।
মুই মহা অজ্ঞ তাহা কহি—কি শকতি ॥ ২১৭ ॥
গুণের সমুদ্র রামচন্দ্র কবিরাজ।
সর্বত্র বিদিত তাঁ'র অলৌকিক কায ॥ ২১৮ ॥
বিপ্রমুখে নরোত্তম-গমন-শ্রবণে।
না কৈল প্রকাশ যাহা উপজিল মনে ॥ ২১৯ ॥
সর্ব কার্য সমাধায় হইয়া তৎপর।
গোঙাইলা দিবারাত্রি দ্বিতীয় প্রহর ॥ ২২০ ॥
শ্রীআচার্য গণসহ করিলে শয়ন।
নির্জনে চিন্তয়ে নরোত্তম-গুণগণ ॥ ২২১ ॥
'নরোত্তম' নামমাত্রে নারে স্থির হৈতে।
পুলক ঝাঁপয়ে অঙ্গ—কত উঠে চিতে ॥ ২২২ ॥
কেন হেন হৈল—ইহা বিচারিতে মনে।
না ভায় শয়ন, নিদ্রা না স্পর্শে নয়নে ॥ ২২৩ ॥

স্বপ্নে শ্রীরামচন্দ্রকে শ্রীমহাপ্রভুর দর্শনদান—

প্রভু-ইচ্ছা-মতে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল।
স্বপ্নচ্ছলে শ্রীগৌরসুন্দর দেখা দিল ॥ ২২৪ ॥
জিনিয়া কন্দর্প-কোটি শ্রীঅঙ্গ সুন্দর।
তাহে কি উপমা হেম, বিদ্যুৎ, কেশর ॥ ২২৫ ॥
শিরে চারু চিকণ কুঞ্চিত কেশজাল।
ভুবনমোহন গলে দোলে বনমাল ॥ ২২৬ ॥
শরতের চাঁদ জিনি' বদনচন্দ্রমা।
কিবা দীর্ঘ লোচন, চাহনি অনুপমা ॥ ২২৭ ॥
আজানুলম্বিত বাহুদ্বয় দোলাইয়া।
গজেন্দ্রগমনে আসি' রহে দাঁড়াইয়া ॥ ২২৮ ॥
গৌরচন্দ্রে দেখি' রামচন্দ্র কবিরাজ।
না জানি' কি আনন্দ উথলে হিয়া-মাঝ ॥ ২২৯ ॥

লোটাইয়া পড়িল প্রভুর পদতলে।
প্রভু কোলে লৈয়া সিক্ত করে প্রেমজলে ॥ ২৩০ ॥
ঈষৎ হাসিয়া কহে সুমধুর ভাষে।
—"আপনা না জান তুমি মোর ইচ্ছাবশে ॥ ২৩১ ॥
তুমি মোর প্রিয়, মোর প্রিয় নরোত্তম।
দোঁহে দোঁহা দেখি' পূর্ব হইব স্মরণ ॥ ২৩২ ॥
দোঁহে মোর প্রেমভক্তি প্রদান করিবা।
জীবের দারুণ তাপত্রয় নিবারিবা ॥" ২৩৩ ॥
ঐছে কত কহি' অতি অনুগ্রহ করি'।
হইলেন অন্তর্ধান প্রভু গৌরহরি ॥ ২৩৪ ॥
প্রভু-অদর্শনে রামচন্দ্র স্থির নহে।
নদীর প্রবাহ-প্রায় নেত্রে ধারা বহে ॥ ২৩৫ ॥
দেখিয়া ব্যাকুল প্রভু পুনঃ প্রবোধিলা।
স্বপ্নচ্ছলে শ্রীনিবাসাচার্যে জানাইলা ॥ ২৩৬ ॥
প্রভুর অদ্ভুত লীলা কে পারে বুঝিতে ?
ভক্তপ্রেমাধীন প্রভু বিদিত জগতে ॥ ২৩৭ ॥

বুধরিতে ঠাকুর নরোত্তমের আগমন ও অভ্যর্থনা—

রামচন্দ্র প্রভুগুণে মগ্ন অতিশয়।
নিদ্রাভঙ্গে দেখে—হৈল প্রভাত-সময় ॥ ২৩৮ ॥
প্রাতঃ-ক্রিয়াদিক করি' চিন্তে মনে মনে।
মহাশয়-সহ দেখা হবে কতক্ষণে ॥ ২৩৯ ॥
হেনকালে অতি শীঘ্র আসি' একজন।
শ্রীআচার্যে প্রণমিয়া করে নিবেদন ॥ ২৪০ ॥
—"পদ্মাবতীপার গ্রাম খেতরী হইতে।
শ্রীঠাকুর মহাশয় আইসেন এথাতে ॥ ২৪১ ॥
কি অপূর্ব গতি ! সূর্যময় তেজ তাঁ'র।
সঙ্গে যে আইসে কিবা শোভা সে সবার ॥ ২৪২ ॥
এই অল্পদূরে মুই আইনু দেখিয়া।
তাঁ'রে দেখি' না জানি কি করে মোর হিয়া ॥" ২৪৩ ॥
আচার্য শুনিয়া নরোত্তমের গমন।
গণসহ আগুসরি' চলে সেইক্ষণ ॥ ২৪৪ ॥
নরোত্তমে দেখে বাড়ীর বাহির হইয়া।
দেখিতেই কত সুখে উমড়য়ে হিয়া ॥ ২৪৫ ॥
নরোত্তম আচার্য-ঠাকুরে প্রণমিতে।
আচার্য লইয়া ক্রোড়ে না পারে ছাড়িতে ॥ ২৪৬ ॥
কি অদ্ভুত প্রেমানন্দ বাঢ়য়ে দোঁহার।
দেখি' সকলের হৈল মহা-চমৎকার ॥ ২৪৭ ॥
শ্রীআচার্য-ঠাকুর ঠাকুর নরোত্তমে।
মিলাইল শ্রীদাসাচার্যাদি প্রিয়গণে ॥ ২৪৮ ॥
যে অপূর্ব মিলন হইল পরস্পরে।
তাহা একমুখে কে বর্ণিতে শক্তি ধরে ? ২৪৯ ॥
রামচন্দ্র নরোত্তমে করি' নিরীক্ষণ।
হইল অধৈর্য পূর্ব হইতে স্মরণ ॥ ২৫০ ॥
নহিল বিশেষ ব্যক্ত, হইল কিঞ্চিৎ।
কেহো কেহো জানিয়াও না কৈল বিদিত ॥ ২৫১ ॥
শ্রীআচার্য নরোত্তমে করাবলম্বিয়া।
জিজ্ঞাসয়ে কুশল নির্জনে বসাইয়া ॥ ২৫২ ॥
মহাশয় কহে মহামধুর বচনে।
—"সকল মঙ্গল এবে হইল দর্শনে ॥ ২৫৩ ॥
প্রভু আজ্ঞা কৈল গৌড়ে করিতে গমন।
শ্রীবিগ্রহ-বৈষ্ণব-সেবা, শ্রীসঙ্কীর্তন ॥ ২৫৪ ॥
তাহে শ্রীবিগ্রহ অনুগ্রহ কৈল, আর।
হৈল শ্রীমন্দির-আদি সকল সম্ভার ॥ ২৫৫ ॥
শ্রীফাল্গুন-পূর্ণিমায় শ্রীবিগ্রহগণে।
মনে এই—আপনি বসাবে সিংহাসনে ॥ ২৫৬ ॥
আসিবেন শীঘ্র এথা—এই মনে ছিল।
তাহাতে অনেক দিন বিলম্ব হইল ॥" ২৫৭ ॥
ইহা শুনি' আচার্য কহেন ধীরে ধীরে।
—"প্রভুর যে ইচ্ছা তাহা কে কহিতে পারে ॥" ২৫৮ ॥
এত কহি' বিবাহ-প্রসঙ্গ জানাইল।
বৃন্দাবন-গমনাদি বিস্তারি' কহিল ॥ ২৫৯ ॥
শুনি' মহাশয়ের যে হইল অন্তরে।
তাহা অন্যজন কে বুঝিতে শক্তি ধরে ? ২৬০ ॥
পরস্পর অনেক প্রসঙ্গে হর্ষ হৈলা।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি ঐছে গোঙাইলা ॥ ২৬১ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয়-আদি সর্বজন।
পৃথক্ পৃথক্ স্থানে করিলা শয়ন ॥ ২৬২ ॥

শ্রীনিবাসপ্রভুকে খেতরী-মহোৎসব-সম্বন্ধে শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ-প্রদান—

শ্রীআচার্য-ঠাকুরে শয়ন নাহি ভায়।
কৈছে কার্য সমাধান হবে—এ চিন্তায় ॥ ২৬৩ ॥
মনে মনে কহে,—"মহাপ্রভু-প্রিয়গণ।
খেতরী-গ্রামে কি করিবেন আগমন ॥ ২৬৪ ॥
অভিলাষ পূর্ণ কি করিব গৌর-রায়।"
এত কহি' ভাসে দুই নেত্রের ধারায় ॥ ২৬৫ ॥
ভক্তের উদ্বেগ প্রভু না পারে সহিতে।
স্বপ্নচ্ছলে দেখা দিলা নিদ্রা আকর্ষিতে ॥ ২৬৬ ॥
শ্রীনিবাস আগে কি মধুর ভঙ্গি করি'।
মন্দ মন্দ হাসিয়া কহয়ে ধীরি ধীরি ॥ ২৬৭ ॥
—"ওহে শ্রীনিবাস! কিছু চিন্তা না করিবে।
নিমন্ত্রণ-পত্রী শীঘ্র সর্বত্র পাঠাবে ॥ ২৬৮ ॥
যদ্যপি সে সকলের ব্যাকুল হৃদয়।
এথা আসিতেই হ'বে মহা-হর্ষোদয় ॥ ২৬৯ ॥
দেখিবে সাক্ষাতে মোর অদ্ভুত বিলাস।
পা'বে মহানন্দ, পূর্ণ হবে অভিলাষ ॥ ২৭০ ॥
অনায়াসে সর্বকার্য হ'বে সমাধান।"
এত কহি' মহাপ্রভু হৈলা অন্তর্ধান ॥ ২৭১ ॥
প্রভু-অদর্শনে অতি ব্যাকুল আচার্য।
প্রভুর ইচ্ছায় কিছু ধরিলেন ধৈর্য ॥ ২৭২ ॥
রজনী-প্রভাতে সবে একত্র হইলা।
সর্বত্র লিখিতে পত্রী শীঘ্র যত্ন পাইলা ॥ ২৭৩ ॥
রামচন্দ্রাদিকে বহু আনন্দ ব্যাপিল।
বহু নিমন্ত্রণ-পত্রী প্রস্তুত করিল ॥ ২৭৪ ॥
পত্রীতে যে লিখিবেন পদ্য সুমধুর।
শুনিতে বা কাহার না হয় ধৈর্য দূর ॥ ২৭৫ ॥
পত্রী দিয়া অতিযোগ্য পঞ্চদশ জনে।
পাঠাইলা নবদ্বীপ-আদি স্থানে স্থানে ॥ ২৭৬ ॥
উৎকল-দেশেতে শ্যামানন্দ রহে যথা।
পত্রী দিয়া দূতে শীঘ্র পাঠাইলা তথা ॥ ২৭৭ ॥
হৈল ধ্বনি সর্বত্র—"ফাল্গুন-পূর্ণিমাতে।
হবে মহা-মহোৎসব খেতরী-গ্রামেতে" ॥ ২৭৮ ॥
তেলিয়া, বুধরি, বাহাদুরপুর আদি।
গ্রামে গ্রামে উথলে আনন্দ-বারিনিধি ॥ ২৭৯ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-গুণ গায় সর্ব জন।
দেখিতে সে ক্রিয়া কা'র না জুড়ায় মন ॥ ২৮০ ॥
শ্রীআচার্য-ঠাকুর, ঠাকুর মহাশয়।
গণসহ সকলের মঙ্গল চিন্তয় ॥ ২৮১ ॥
রামচন্দ্রালয়ে অতি অদ্ভুত বিলাস।
দেবের দুর্লভ চারু কীর্তন-প্রকাশ ॥ ২৮২ ॥
কৈছে দিবারাত্রি যায় কেহো না জানিল।
সঙ্কীর্তনানন্দে সবে বিহ্বল হইল ॥ ২৮৩ ॥
শ্রীমহাশয়ের প্রিয় শিষ্য শ্রীগোকুল।
শ্রীদেবিদাসাদি সর্বগুণেতে অতুল ॥ ২৮৪ ॥
শ্রীগোকুল-দেবিদাসাদির বাদ্য-গানে।
আচার্যের যে ভাব তা' বর্ণিতে কে জানে ॥ ২৮৫ ॥
একদিন আচার্যাতি অধৈর্য হৃদয়ে।
না জানি কি নির্জনে কহিলা মহাশয়ে ॥ ২৮৬ ॥
প্রিয় রামচন্দ্রে নরোত্তমে সমর্পিলা।
নরোত্তম যেন সুখসমুদ্রে ডুবিলা ॥ ২৮৭ ॥
কে বুঝিতে পারে এই আচার্যের রীতি।
সমর্পিয়া রামচন্দ্রে হৈলা হর্ষ অতি ॥ ২৮৮ ॥
রামচন্দ্রাদিক কথোজন সঙ্গে দিয়া।
পাঠাইলা খেতরী 'আসিব শীঘ্র' কৈয়া ॥ ২৮৯ ॥
নরোত্তম বিদায় হইয়া শীঘ্র করি'।
পদ্মাবতী পার হৈয়া গেলেন খেতরী ॥ ২৯০ ॥
মহাশয়ে বিদায় করিয়া শ্রীআচার্য।
রহেন বুধরি-গ্রামে হইয়া অধৈর্য ॥ ২৯১ ॥

শ্রীনিবাসপ্রভুর আদেশে গোবিন্দের মহাপ্রভুর লীলা-বর্ণনা—

রামচন্দ্রানুজ শ্রীগোবিন্দ ভক্তিরাশি।
আচার্যের সেবারসে মগ্ন দিবানিশি ॥ ২৯২ ॥
দেখি' গোবিন্দের চেষ্টা আচার্য-ঠাকুর।
কৈল অনুগ্রহ-সীমা বচনের দূর ॥ ২৯৩ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-লীলা বর্ণিতে গোবিন্দে।
আজ্ঞা করিলেন মহা-মনের আনন্দে ॥ ২৯৪ ॥

প্রভুর আজ্ঞায় বর্ণে গদ্য-পদ্য-গীত।
সে সব শুনিতে কা'র না দ্রবয়ে চিত ॥ ২৯৫ ॥
গোবিন্দের কাব্যে শ্রীআচার্য হর্ষ হৈলা।
গোবিন্দে প্রশংসি' 'কবিরাজ'-খ্যাতি দিলা ॥ ২৯৬ ॥
শ্রীদাসাদি প্রিয়গণে গাওয়াইল গীত।
গীতামৃত-বৃষ্টি হৈল সর্বমনোহিত ॥ ২৯৭ ॥

বাহাদুরপুর-নিবাসী দ্বিজবংশীদাসে শ্রীল আচার্যপ্রভুর কৃপা-সঞ্চার—

যথা রহে অজ্ঞাতরূপে যে প্রিয়গণ।
তাঁ' সবারে কৃপা করি' করে আকর্ষণ ॥ ২৯৮ ॥
বুধরি-নিকট বাহাদুরপুর-গ্রাম।
তথা বৈসে বিপ্রশ্রেষ্ঠ শ্যামা-দাস নাম ॥ ২৯৯ ॥
তাঁহার অনুজ বংশীদাস চক্রবর্তী।
বিধাতা নির্মিল তাঁ'রে যেন স্নেহমূর্তি ॥ ৩০০ ॥
অল্পকাল হৈতে আর্তি বিদ্যা-অধ্যয়নে।
দেখিয়া সে-চেষ্টা সুখ পায় সর্বজনে ॥ ৩০১ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-অনুরাগ অতিশয়।
নিরন্তর রাধাকৃষ্ণ লীলা আস্বাদয় ॥ ৩০২ ॥
অদীক্ষিত-মতে অতি উদ্বিগ্ন অন্তরে।
হইব দীক্ষিত কোথা কিছুই না স্ফুরে ॥ ৩০৩ ॥
বুধরি-গ্রামেতে আচার্যের আগমন।
শুনি' অতি উৎকণ্ঠিত করিতে দর্শন ॥ ৩০৪ ॥
শীঘ্র গিয়া দেখেন শ্রীগোবিন্দ-ভবনে।
আচার্য আছেন কৃষ্ণকথা-আলাপনে ॥ ৩০৫ ॥
চতুর্দিকে বেষ্টিত সকল প্রিয়গণ।
আচার্যের শোভা সব করে নিরীক্ষণ ॥ ৩০৬ ॥
দূর হৈতে বংশীদাস আচার্যে দেখিয়া।
ভূমে পড়ি' প্রণময়ে অতি দীন হৈয়া ॥ ৩০৭ ॥
তিলে তিলে আনন্দ বাঢ়য়ে অতিশয়।
মনে যে উপজে তাহা ব্যক্ত না করয় ॥ ৩০৮ ॥
কতক্ষণ শ্রীআচার্যে দর্শন করিয়া।
গৃহে চলিলেন নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া ॥ ৩০৯ ॥
দেখি' বংশী-চেষ্টা শিষ্টগণে বিচারয়।
—"ইহ আচার্যের কৃপাপাত্র সুনিশ্চয় ॥ ৩১০ ॥
শ্রীআচার্য দৃষ্টিপাতে শক্তি সঞ্চারিলা।
আচার্যের মনোবৃত্তি কেহ না জানিলা ॥ ৩১১ ॥
আচার্যের প্রিয় বংশীদাস মহাধীর।
বুঝিতে না পারি তাঁ'র চরিত্র গভীর ॥" ৩১২ ॥
নির্জনে বসিয়া মনে মনে বিচারয়।
—"শ্রীআচার্য-প্রভু কি দিবেন পদাশ্রয় ?" ৩১৩ ॥
ঐছে কত বিচারিতে উদ্বিগ্ন অন্তর।
গোঙাইলা দিবা, রাত্রি তৃতীয় প্রহর ॥ ৩১৪ ॥
অকস্মাৎ নিদ্রা আকর্ষিতে রাত্রিশেষে।
স্বপ্নচ্ছলে আচার্য আইসে বংশী-পাশে ॥ ৩১৫ ॥
কি অপূর্ব ভঙ্গিতে গমন মনোহর।
টলমল করে প্রেমময় কলেবর ॥ ৩১৬ ॥
দীর্ঘ দুই লোচন, চাহনি অনুপমা।
কে ধরে ধৈরয দেখি' মুখের সুষমা ॥ ৩১৭ ॥
মন্দ মন্দ হাসিয়া চাহয়ে বংশী-পানে।
নিজ-প্রভু জানি' বংশী পড়ে শ্রীচরণে ॥ ৩১৮ ॥
স্নেহাবেশে আচার্য-ঠাকুর বংশীদাসে।
আলিঙ্গন করি' কহে সুমধুর ভাষে ॥ ৩১৯ ॥
—"মহা-মহোৎসব হ'বে খেতরী-গ্রামেতে।
এ-হেতু শ্রীনরোত্তম আইলেন নিতে ॥ ৩২০ ॥
তাঁ'-সবারে অতিশীঘ্র বিদায় করিয়া।
রহিলাম আমি তোমা সবার লাগিয়া ॥ ৩২১ ॥
না ভাবিহ—রজনী-প্রভাতে শিষ্য করি'।
তোমা সবা সঙ্গে লৈয়া যাইব খেতরী ॥" ৩২২ ॥
এত কহি' বংশী-শিরে অর্পিয়া চরণ।
অতি অনুগ্রহ করি' হৈল অদর্শন ॥ ৩.৩ ॥
প্রভু-অদর্শনে অতি ব্যাকুল হৃদয়।
জাগিয়া দেখেন—নিশি-প্রভাত-সময় ॥ ৩২৪ ॥
প্রাতঃকৃত্য করি' গেলা উল্লসিত মনে।
যথা শ্রীআচার্য বিলসয়ে গণসনে ॥ ৩২৫ ॥
আচার্যচরণে পড়ি' যৈছে দৈন্য করে।
সে সব শুনিতে কা'র হিয়া না বিদরে ॥ ৩২৬ ॥
গণসহ শ্রীআচার্য-প্রভুরে লইয়া।
আইলেন নিজগৃহে মহাহর্ষ হৈয়া ॥ ৩২৭ ॥

শ্রীআচার্যপ্রভু মহা আনন্দ-আবেশে।
রাধা কৃষ্ণ-মন্ত্র দীক্ষা দিলা বংশীদাসে ॥ ৩২৮ ॥
পরম অপূর্ব বিধানেতে শিষ্য কৈল।
গ্রন্থবাহুল্যের ভয়ে তাহা না বর্ণিল ॥ ৩২৯ ॥

বুধরী হইতে শ্রীনিবাসাচার্যপ্রভুর খেতুরী-গমন—

ঐছে আর কথোজনে অনুগ্রহ করি'।
গণসহ মহাহর্ষে চলয়ে খেতুরী ॥ ৩৩০ ॥
অতিশীঘ্র হইয়া শ্রীপদ্মাবতী পার।
খেতুরীগ্রামেতে পাঠাইলা সমাচার ॥ ৩৩১ ॥
শুনি' শ্রীআচার্যঠাকুরের আগমন।
আনন্দে বিহ্বল শ্রীঠাকুর নরোত্তম ॥ ৩৩২ ॥
রামচন্দ্র-আদি প্রিয়বর্গের সহিতে।
অতি শীঘ্র চলিলেন আগুসরি' নিতে ॥ ৩৩৩ ॥
শ্রীসন্তোষ দত্ত নিজগণ সঙ্গে লৈয়া।
দিলা পরিচয়—আচার্যের আগে গিয়া ॥ ৩৩৪ ॥
ঐছে আর নিজ-শিষ্যগণে জানাইলা।
সবে আচার্যের পাদপদ্মে প্রণমিলা ॥ ৩৩৫ ॥
শ্রীআচার্য যৈছে কৃপা কৈল সর্বজনে।
তাহা বিস্তারিয়া বর্ণিবেন ভাগ্যবানে ॥ ৩৩৬ ॥
পরস্পর যৈছে প্রিয়গণের মিলন।
তাহা বাহুল্যের ভয়ে না হয় বর্ণন ॥ ৩৩৭ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় আচার্যঠাকুরে।
পরম আনন্দে লৈয়া চলে বাসাঘরে ॥ ৩৩৮ ॥
সর্বত্র হইল ধ্বনি—আচার্য-গমন।
চতুর্দিকে ধায় লোক করিতে দর্শন ॥ ৩৩৯ ॥
গণসহ আচার্যের দর্শন করিয়া।
নিজ নিজ-ভাগ্য প্রশংসয়ে হর্ষ হৈয়া ॥ ৩৪০ ॥
আচার্যের দৃষ্টিপাত হৈল যে প্রকার।
তাহা এথা বিস্তারি' নারয়ে বর্ণিবার ॥ ৩৪১ ॥
গণসহ আচার্যে লইয়া মহাশয়।
মহানন্দে নির্জন আলয়ে প্রবেশয় ॥ ৩৪২ ॥
দেখি' স্থান আচার্য প্রশংসি' প্রিয়গণে।
পৃথক্ পৃথক্ বাসা দিলা সন্নিধানে ॥ ৩৪৩ ॥

শ্রীসন্তোষ দত্ত মহা আনন্দ হিয়ায়।
পূর্বেই করিল লোক নিযুক্ত বাসায় ॥ ৩৪৪ ॥
সর্বপ্রকারেতে সমাধয়ে সর্ব কার্য।
দেখি' সন্তোষের চেষ্টা সন্তোষ আচার্য ॥ ৩৪৫ ॥
শ্রীআচার্য বাসা হইতে শীঘ্র গণসনে।
চলে মহাহর্ষে শ্রীবিগ্রহ-সন্দর্শনে ॥ ৩৪৬ ॥
প্রিয়া-সহ শ্রীগৌরবিগ্রহে থুইল যথা।
শ্রীঠাকুরমহাশয় লৈয়া গেলা তথা ॥ ৩৪৭ ॥
শ্রীআচার্য করি' মহাপ্রভুর দর্শন।
হইলেন যৈছে তাহা না হয় বর্ণন ॥ ৩৪৮ ॥
আর পঞ্চবিগ্রহ দর্শন করিয়া।
হইলা অধৈর্য সুখে উথলয়ে হিয়া ॥ ৩৪৯ ॥
দেখি' মহোৎসবের সামগ্রী-আয়োজন।
দেখি' বাসাস্থানাদি পরম হর্ষ-মন ॥ ৩৫০ ॥
শ্যামানন্দ আসিবেন উৎকল হইতে।
তাঁহার বিলম্ব দেখি' চিন্তাযুক্ত চিতে ॥ ৩৫১ ॥
কহিতেই শ্রীশ্যামানন্দের গুণগণ।
শুনিলেন লোকমুখে তাঁ'র আগমন ॥ ৩৫২ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় মনের উল্লাসে।
আগুসরি' দেখে—আইলা আচার্য-আবাসে ॥ ৩৫৩ ॥
পরস্পর হৈল যৈছে প্রেম-আচরণ।
তাহা দেখিলেন মহাভাগ্যবন্তগণ ॥ ৩৫৪ ॥
শ্রীআচার্য, নরোত্তম, শ্যামানন্দ—তিনে।
প্রভুগণ-গমন চিন্তয়ে মনে মনে ॥ ৩৫৫ ॥
সে সবার গতি এথা কহি সংক্ষেপেতে।
বিস্তারিব 'নরোত্তমবিলাস'-গ্রন্থেতে ॥ ৩৫৬ ॥

খড়দহ হইতে শ্রীজাহ্নবাদেবীর সগণে খেতুরী-উৎসবে আগমন—

খড়দহ-গ্রামেতে শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী।
করয়ে দিবস স্থির আসিতে খেতুরী ॥ ৩৫৭ ॥
হেনকালে প্রভু অলক্ষিত নিদেশয়।
—"যাইতে খেতুরীগ্রামে বিলম্ব না সয় ॥ ৩৫৮ ॥
তথা শ্রীনিবাস, নরোত্তম গণসনে।
চাহি' আছে তোমা সবাকার পথপানে ॥ ৩৫৯ ॥

শ্রীনিবাস, নরোত্তম মোর প্রিয়দাস।
করিব সকল যে করিব অভিলাষ॥ ৩৬০॥
প্রকটাপ্রকট নিজ প্রিয়গণ-সনে।
নাচিব গাইব সে অদ্ভুত সঙ্কীর্তনে॥ ৩৬১॥
দেখিব সকলে এই আশ্চর্যবিলাস।
হইবা বিহ্বল ঐছে হইব উল্লাস॥ ৩৬২॥
মহামহোৎসব মহানন্দে সমাধিয়া।
আসিব এথায় শীঘ্র বৃন্দাবনে গিয়া॥” ৩৬৩॥
এত কহি' দেখা দিয়া অন্তর্ধান হৈতে।
ঈশ্বরী বিহ্বল হৈয়া চাহে চারিভিতে॥ ৩৬৪॥
নয়নে আনন্দধারা নহে নিবারণ।
শ্রীখেতুরী-গ্রামে যাত্রা কৈলা সেইক্ষণ॥ ৩৬৫॥
এ সকল কথা হৈল সর্বত্র প্রচার।
জন্মিল যে আনন্দ কহিতে সাধ্য কা'র॥ ৩৬৬॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর অলৌকিক-রীতি।
গমন-উদ্যোগ যৈছে কহি কি শকতি॥ ৩৬৭॥
খড়দহ-আদি গ্রামবাসী লোকগণ।
আইলেন সবে শীঘ্র করিতে দর্শন॥ ৩৬৮॥
শ্রীজাহ্নবাদেবী সে সবারে সন্তোষিলা।
লোক-রীত প্রায় সর্বমতে ভার দিলা॥ ৩৬৯॥
শ্রীবসুদেবীরে কিবা কহি' সঙ্গোপনে।
হইলা বিদায় যৈছে কে বর্ণিতে জানে॥ ৩৭০॥
অতি যত্নে গঙ্গা বীরভদ্রে প্রবোধিয়া।
খড়দহ হৈতে চলে প্রভু সোঙরিয়া॥ ৩৭১॥
সঙ্গেতে চলিলা মহাভাগবতগণ।
যাঁ'-সবার দর্শনে পবিত্র ত্রিভুবন॥ ৩৭২॥
কৃষ্ণদাস সরখেল, মাধব আচার্য।
রঘুপতি বৈদ্য উপাধ্যায় মহা আর্য॥ ৩৭৩॥
শ্রীমীনকেতন রামদাস মনোহর।
মুরারি চৈতন্য, জ্ঞানদাস, মহীধর॥ ৩৭৪॥
শ্রীশঙ্কর, শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই।
নৃসিংহ, চৈতন্য, জীব,, পণ্ডিত কানাই॥ ৩৭৫॥
গৌরাঙ্গ, নকড়ি, কৃষ্ণদাস, দামোদর।
শ্রীপরমেশ্বরী, বলরাম বিজ্ঞবর॥ ৩৭৬॥
শ্রীমুকুন্দ, দাসবৃন্দাবন আদি করি'।
এ-সবার সহ সুখে চলয়ে ঈশ্বরী॥ ৩৭৭॥
আর যত পরিচারিকাদি চারি পাশে।
সে অপূর্ব শোভায় সবার ধৈর্য নাশে॥ ৩৭৮॥
বিনা যানে শ্রীজাহ্নবা কথোদূর গিয়া।
মনুষ্যের যানে চড়ে সঙ্কুচিত হৈয়া॥ ৩৭৯॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর গমন-দর্শনে।
গ্রামে গ্রামে লোকের সংঘট্ট স্থানে স্থানে॥ ৩৮০॥
নয়নভাস্কর হালিসহর-গ্রামে ছিলা।
পরম আনন্দে তেঁহো শীঘ্র যাত্রা কৈলা॥ ৩৮১॥
ষষ্ঠ ভগবানাত্মজ রঘুনাথাচার্য।
আসিয়া মিলিলা তেঁহো সর্বগুণে আর্য॥ ৩৮২॥
সে দেশে যে ছিলেন পরম বিজ্ঞগণ।
শ্রীঈশ্বরী-সঙ্গে হৈল সবার গমন॥ ৩৮৩॥
নিত্যানন্দ-কিঙ্কর বণিক্ ভাগ্যবন্ত।
প্রভু-সঙ্গে চলে—সে সুখের নাই অন্ত॥ ৩৮৪॥
হইল সংঘট্ট বহু—আইলা অম্বিকায়।
শ্রীচৈতন্যদাস আসি' মিলিলা তথায়॥ ৩৮৫॥
সর্বত্র বিদিত সর্বমতে যোগ্য যেঁহো।
গৌরপ্রিয় শ্রীবংশীদাসের পুত্র তেঁহো॥ ৩৮৬॥
শ্রীঈশ্বরী-সঙ্গে যাত্রা কৈলা সেইক্ষণ।
শ্রীহৃদয়চৈতন্যের হইল গমন॥ ৩৮৭॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ ভক্তিপ্রদানে প্রবীণ।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ যাঁ'র প্রেমাধীন॥ ৩৮৮॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দে জাহ্নবা ঈশ্বরী।
অন্নাদি ভুঞ্জাইল যৈছে বর্ণিতে না পারি॥ ৩৮৯॥
অম্বিকাপ্রদেশে যে যে ভক্ত প্রেমময়।
সবে যাত্রা কৈল—হৈল চিত্তে হর্ষোদয়॥ ৩৯০॥

খেতুরীর পথে শ্রীজাহ্নবাদেবীর সগণে শ্রীধাম-নবদ্বীপে শ্রীবাসগৃহে আগমন—

নবদ্বীপ-নিকট আসিয়া সর্বজনে।
অনিমিষ নেত্রে চাহে নবদ্বীপ-পানে॥ ৩৯১॥
প্রভুলীলা সোঙরিতে অধৈর্য হৃদয়।
অগ্নিশিখাপ্রায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়য়॥ ৩৯২॥

উঠিল ক্রন্দনরোল, ভাসে নেত্রজলে।
মূর্ছিত হইয়া সবে পড়ে মহীতলে ॥ ৩৯৩॥
যে অদ্ভুত চেষ্টা তা' বর্ণিব কুন জনে।
প্রভুর ইচ্ছায় স্থির হৈলা কতক্ষণে ॥ ৩৯৪ ॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি আদি নবদ্বীপ হৈতে।
প্রেমাবেশে আইলা সবে আগুসরি' নিতে ॥ ৩৯৫ ॥
পরস্পর হৈল যৈছে সবার মিলন।
যৈছে গঙ্গাস্নানাদি—তা' না হয় বর্ণন ॥ ৩৯৬ ॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি শ্রীবাসের ভ্রাতাদ্বয়।
সবা লৈয়া নবদ্বীপগ্রামে প্রবেশয় ॥ ৩৯৭ ॥
নবদ্বীপ-প্রবেশ-সময়ে যে প্রকার।
মু'অজ্ঞের শক্তি কি বর্ণিতে লেশ তা'র ॥ ৩৯৮ ॥
শ্রীপতি শ্রীনিধি লৈয়া গেলেন ভবনে।
মহানন্দ হৈল গিয়া শ্রীবাস-অঙ্গনে ॥ ৩৯৯ ॥
শ্রীজাহ্নবা কহয়ে,—"কি লাগি' এতক্ষণ।
শান্তিপুর হৈতে কারু না হইল গমন" ॥ ৪০০ ॥
এত কহিতেই আইলা অদ্বৈততনয়।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীগোপাল প্রেমময় ॥ ৪০১ ॥
অচ্যুতের সঙ্গে আইলা ভাগবত যত।
তাঁ'-সবার নাম-গুণ কে কহিবে কত ॥ ৪০২ ॥
শ্রীকানু পণ্ডিত, আর দাস নারায়ণ।
বিষ্ণুদাসাচার্য, কামদেব, জনার্দন ॥ ৪০৩ ॥
বনমালী, পুরুষোত্তম আদি দয়াময়।
সবে আসি' প্রবেশয়ে শ্রীবাস-আলয় ॥ ৪০৪ ॥
আগুসরি' শ্রীপতি আনয়ে সর্বজনে।
হৈল মহানন্দ পরস্পর-সম্মিলনে ॥ ৪০৫ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী হইয়া হর্ষ অতি।
দিন দুই তিন নবদ্বীপে কৈল স্থিতি ॥ ৪০৬ ॥
নবদ্বীপে শ্রীপতি, শ্রীনিধি-আদি করি'।
সবে উল্লসিত হৈলা যাইতে খেতুরী ॥ ৪০৭ ॥

শ্রীজাহ্নবাদেবীর নবদ্বীপ হইতে কণ্টক-নগরে গমন—

প্রভু-গণ-সংঘট্ট-শোভায় ধৈর্য হরে।
রজনীপ্রভাতে চলে কণ্টক-নগরে ॥ ৪০৮ ॥
আকাইহাটের কৃষ্ণদাসাদি সহিত।
কণ্টকনগরে সবে হৈলা উপনীত ॥ ৪০৯ ॥
যদুনন্দনাদি মহা-মনের উল্লাসে।
আগুসরি' লৈয়া আইসে গৌরাঙ্গ-আবাসে ॥ ৪১০ ॥
হেনকালে শ্রীখণ্ডের শ্রীরঘুনন্দন।
গণসহ আইলা যেন সাক্ষাৎ মদন ॥ ৪১১ ॥
পরম অদ্ভুত শোভা—উপমা কি দিতে।
মনেতে উল্লাস শীঘ্র খেতুরী যাইতে ॥ ৪১২ ॥
আর যে সকল মহান্তের আগমন।
তাহা কে কহিবে?—কিছু করিয়ে গণন। ॥ ৪১৩ ॥
শিবানন্দ-সহ বিপ্র বাণীনাথ-বর্য।
বল্লভ, চৈতন্যদাস, শ্রীহরি আচার্য ॥ ৪১৪ ॥
ভাগবতাচার্য, আর নর্তকগোপাল।
জিতামিশ্র, রঘুমিশ্র পরম দয়াল ॥ ৪১৫ ॥
কাশীনাথ পণ্ডিত, নয়নমিশ্র আর।
কাঠকাটা জগন্নাথ, উদ্ধব উদার ॥ ৪১৬ ॥
শ্রীপুষ্পগোপাল, রঘুনাথ দয়াময়।
লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিতাদি গুণের আলয় ॥ ৪১৭ ॥
এ সবা সহিত যে সবার সম্মিলনে।
হৈল যে আনন্দ তা' দেখিল ভাগ্যবানে ॥ ৪১৮ ॥
প্রভুর সন্ন্যাসস্থানে আসি' সর্ব জন।
হইলা অধৈর্য—অশ্রু নহে নিবারণ ॥ ৪১৯ ॥
সবার যে চেষ্টা তাহা কহনে না যায়।
কতক্ষণে স্থির হৈলা প্রভুর ইচ্ছায় ॥ ৪২০ ॥
দাস গদাধরের গৌরাঙ্গ-দরশনে।
কহিতে কি জানি যে আনন্দ হৈল মনে ॥ ৪২১ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী সে দিবস তথাই।
করিলা রন্ধন যৈছে—কহি সাধ্য নাই ॥ ৪২২ ॥
বিবিধ সামগ্রী ভুঞ্জাইয়া গৌরচন্দ্রে।
ভুঞ্জাইলা সকল মহান্তে মহানন্দে ॥ ৪২৩ ॥
অন্নাদি ভক্ষণে যৈছে উল্লাস সবার।
কে বর্ণিবে যে শোভা ভোজনে বসিবার ॥ ৪২৪ ॥
শ্রীযদুনন্দন আদি আনন্দ-আবেশে।
শ্রীঈশ্বরী ভুঞ্জিলেই ভুঞ্জিলেন শেষে ॥ ৪২৫ ॥

উথলিল প্রেমসিন্ধু কণ্টকনগরে।
গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে সবে কীর্ত্তনে বিহরে ॥ ৪২৬ ॥
শ্রীযদুনন্দন-আদি উল্লসিত চিতে।
হইল প্রস্তুত সবে খেতুরী যাইতে ॥ ৪২৭ ॥
হইলেন বৈষ্ণব-সংঘট্ট অতিশয়।
কণ্টকনগর হৈতে করিলা বিজয় ॥ ৪২৮ ॥
যে যে গ্রামে হৈয়া চলে মহান্তসকল।
সে সে গ্রামবাসী হয় আনন্দে বিহ্বল ॥ ৪২৯ ॥

কণ্টকনগর হইতে তেলিয়াবুধরী হইয়া সকলের খেতুরীগ্রামে প্রবেশ—

তেলিয়া-বুধরী-আদি গ্রাম পুণ্য-স্থান।
সে সকল গ্রামে লোক মহাভাগ্যবান্ ॥ ৪৩০ ॥
আইসে প্রভুগণ শুনি' ধায় চারিপাশে।
করিয়া দর্শন সবে মহানন্দে ভাসে ॥ ৪৩১ ॥
দেখি' লোক-আর্ত্তি প্রভুগণ হর্ষ হৈলা।
জানিল—এ ভক্তি শ্রীনিবাস প্রকাশিলা ॥ ৪৩২ ॥
সে দিবস কৈলা স্থিতি বুধরীগ্রামেতে।
তথা যে ব্যাপিল সুখ তাহা কি কহিতে ॥ ৪৩৩ ॥
সে দেশ-নিবাসী লোক স্থির হৈতে নারে।
শ্রীতে সঙ্গে চলিলেন পদ্মাবতী-তীরে ॥ ৪৩৪ ॥
পূর্ব্বে শ্রীসন্তোষ নৌকা নিযুক্ত রাখিলা।
গমনমাত্রেতে পদ্মাবতী পার হৈলা ॥ ৪৩৫ ॥
হইল গমনধ্বনি খেতুরীগ্রামেতে।
আনন্দ উথলে—লোক নারে স্থির হৈতে ॥ ৪৩৬ ॥
খেতুরীগ্রামেতে লোক অর্ব্বুদ অপার।
খেতুরী-প্রদেশে যত সংখ্যা নাই তা'র ॥ ৪৩৭ ॥
বালবৃদ্ধ-আদি সবে চতুর্দ্দিকে ধায়।
বুঝিতে না পারে কেহ কি হৈল হিয়ায় ॥ ৪৩৮ ॥
এথা শ্রীনিবাস নরোত্তমাদি-সহিতে।
পরম উল্লাসে চলে 'আগুসরি' নিতে ॥ ৪৩৯ ॥
যৈছে লৈয়া আইসেন—সে প্রেম-আবেশ।
যৈছে শোভা বর্ণিতে কে পারে তা'র লেশ ॥ ৪৪০ ॥
চতুর্দ্দিকে দেখি' লোক ভাসে নেত্রজলে।
প্রভুগণে প্রণময়ে পড়ি ভূমিতলে ॥ ৪৪১ ॥
দেখিয়া লোকের আর্ত্তি ক্ষুন মহাশয়।
অতি সুমধুর-বাক্যে কারু প্রতি কয় ॥ ৪৪২ ॥
—"এ দেশে না ছিল এ দুর্লভ ভক্তিলেশ।
নরোত্তম-গুণে ধন্য হৈল হেন দেশ ॥ ৪৪৩ ॥
ঐছে কহি' লোকের সৌভাগ্য প্রশংসয়।
মহানন্দে খেতুরীগ্রামেতে প্রবেশয় ॥ ৪৪৪ ॥
করুণার মূর্ত্তি যত প্রভুপ্রিয়গণ।
গ্রামমধ্যে উদয় হইলা চন্দ্রসম ॥ ৪৪৫ ॥
শ্রীনিবাস, নরোত্তমাদি মহা-যত্নেতে।
সবে লৈল পৃথক্ পৃথক্ আলয়েতে ॥ ৪৪৬ ॥
দেখি' সে সে স্থান হর্ষ সবার অন্তরে।
আইলেন সবে যেন আপনার ঘরে ॥ ৪৪৭ ॥
হৈল যত বাসা, আর যতেক ভাণ্ডার।
তা'তে যে নিযুক্ত লোক-সংখ্যা নাই তা'র ॥ ৪৪৮ ॥
শ্রীসন্তোষ দত্ত নিজ-গণের সহিতে।
করে যে মঙ্গলকার্য—লেখা নাই দিতে ॥ ৪৪৯ ॥
এ সব প্রসঙ্গ অতিসুখের পাথার।
'নরোত্তমবিলাসে'তে হইব বিস্তার ॥ ৪৫০ ॥

প্রভুপরিকর-দর্শনে লোকের আনন্দোল্লাস—

প্রভুপরিকরের দর্শনে সর্বলোক।
দিবানিশি বিহ্বল, না জানে দুঃখ-শোক ॥ ৪৫১ ॥
স্বপ্নেহ নাহিক কারু অন্য ব্যবহার।
এ সকল কথা বিনে কথা নাই আর ॥ ৪৫২ ॥
স্থানে স্থানে লোকগণ মনের উল্লাসে।
পরস্পর কহে কত সুমধুর ভাষে ॥ ৪৫৩ ॥
কেহ কহে,—"প্রতিদিন যে উৎসব এথা।
দেখিব কি কভু,—না শুনিয়ে ঐছে কথা ॥ ৪৫৪ ॥
দেখিল মঙ্গলময় শ্রীখেতুরী-গ্রাম।
শ্রীমহান্তগণের ভবন অনুপম ॥ ৪৫৫ ॥
অহে ভাই! প্রভুর মন্দির মনোলোভা।
প্রভু না বসিতে সিংহাসনে এত শোভা ॥" ৪৫৬ ॥
কেহ কহে,—"ফাল্গুন-পূর্ণিমা কালি হয়।
বসিবেন সিংহাসনে শ্রীবিগ্রহ ছয় ॥ ৪৫৭ ॥

শ্রীবিগ্রহ-অভিষেক করিয়া দর্শন।
আনের কা কথা—মত্ত হ'বে দেবগণ ॥ ৪৫৮ ॥
কহিতে কি জানি—মোর মনে এই হয়।
হরিব দারুণ দুঃখ শ্রীবিগ্রহ ছয় ॥ ৪৫৯ ॥
সঙ্কীর্তন-সুখের সমুদ্র উথলিব।
প্রভুগণসনে সঙ্কীর্তনে বিলসিব ॥" ৪৬০ ॥
কেহ কহে,—"শ্রীরাজা সন্তোষ ভাগ্যবান্।
কিবা সঙ্কীর্তন স্থলী করিল নির্মাণ ॥ ৪৬১ ॥
কি অপূর্ব চন্দ্রাতপে অঙ্গন আবৃত।
কত শত কদলীবৃক্ষাদি সুশোভিত" ॥ ৪৬২ ॥
কেহ কহে,—"পুষ্পমালা প্রস্তুতকারণে।
কৈল বহু লোক যুক্ত চন্দনঘর্ষণে" ॥ ৪৬৩ ॥
কেহ কহে,—"নানাবাদ্য-বাদক, নর্তক।
বহুদেশ হৈতে আইলা অনেক গায়ক ॥ ৪৬৪ ॥
বন্দিগণ-আদি যত তা'র অন্ত নাই।
কি অদ্ভুত লোক-কোলাহল ঠাঁই ঠাঁই" ॥ ৪৬৫ ॥
কেহ কহে,—"অহে ভাই! কহিতে কি আর।
নিশি পোহাইলে প্রাণ জুড়ায় আমার ॥ ৪৬৬ ॥
প্রাতে গিয়া প্রভুগণে করিব দর্শন।
তথায় রহিব—ঘরে নাহি প্রয়োজন ॥ ৪৬৭ ॥
কি সুখে থাইতে অদ্য আইলাম ঘরে।
ঐছে কত কহি' দুঃখে আপনা ধিক্কারে ॥ ৪৬৮ ॥
কেহ কহে,—"প্রভু! এ না দুঃখ ঘুচাইব।
এ বিষম নিশা অদ্য শীঘ্র পোহাইব" ॥ ৪৬৯ ॥
কেহ কহে,—"বুঝি রাত্রি আছে দণ্ড ছয়।
নহিলে কি ঐছে বাদ্য কোলাহল হয়" ॥ ৪৭০ ॥
কেহ কহে,—"দেখ সুপ্রভাত হৈল নিশি।
সর্বচিত্তাকর্ষে শ্রীফাল্গুনী পৌর্ণমাসী" ॥ ৪৭১ ॥

ফাল্গুনী পূর্ণিমা দিবসে শ্রীনিবাসপ্রভু-কর্তৃক শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক, পূজা ও প্রকাশ—

ঐছে কহি' ধায় লোক শ্রীমন্দির যথা।
পরম অদ্ভুত শোভা দেখে গিয়া তথা ॥ ৪৭২ ॥
নিজ নিজ-বাসা হৈতে মহান্তসকল।
আইসেন শ্রীমন্দিরে প্রেমায় বিহ্বল ॥ ৪৭৩ ॥
জিনিয়া গজেন্দ্র-গতি, তেজ সূর্যসম।
প্রতি অঙ্গ পুলকে পূর্ণিত মনোরম ॥ ৪৭৪ ॥
পরিধেয় নবীন বসন সুশোভিত।
কপালে তিলক, বাহু বক্ষ নামাঙ্কিত ॥ ৪৭৫ ॥
মন্দ মন্দ হাসি' চতুর্দিক নিরীক্ষয়।
প্রভুর শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশয় ॥ ৪৭৬ ॥
মনের উল্লাসে সবে বৈসে দিব্যাসনে।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী বৈসয়ে সঙ্গোপনে ॥ ৪৭৭ ॥
শ্রীনিবাসাচার্য, নরোত্তম মহাশয়।
দেখি' শোভা সুখের সমুদ্রে সাঁতারয় ॥ ৪৭৮ ॥
প্রভু-পরিকর সবে শ্রীনিবাস প্রতি।
অভিষেকাদি-ক্রিয়ায় দিলা অনুমতি ॥ ৪৭৯ ॥
শ্রীনিবাস দীনপ্রায় ভূমে প্রণমিয়া।
করয়ে শ্রীবিগ্রহাভিষেকাদিক ক্রিয়া ॥ ৪৮০ ॥
যে অদ্ভুত পরিপাটী কহিল না হয়।
বসাইলা সিংহাসনে শ্রীবিগ্রহ ছয় ॥ ৪৮১ ॥
স্বপ্নচ্ছলে প্রভু যে যে নাম জানাইল।
বিগ্রহগণের সে সে নাম ব্যক্ত কৈল ॥ ৪৮২ ॥

—"গৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত, শ্রীব্রজমোহন।
শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধাকান্ত, শ্রীরাধারমণ ॥"৪৮৩॥

এ ছয়ের অভিষেক-শোভা অতিশয়।
না ধরে ধৈরয যে বারেক নিরীক্ষয় ॥ ৪৮৪ ॥
সর্ব মহান্তের মনে হৈল চমৎকার।
নিবারিতে নারে নেত্রে আনন্দাশ্রুধার ॥ ৪৮৫ ॥
অলক্ষিত দেখি' দেব পুষ্পবৃষ্টি করে।
পাইয়া পরমানন্দ আপনা পাসরে ॥ ৪৮৬ ॥
জয় জয়-শব্দ-কোলাহল অনিবার।
নানা বাদ্যধ্বনি ধৈর্য হরয়ে সবার ॥ ৪৮৭ ॥
বিপ্র বেদ উচ্চারয়ে সুমধুর-স্বরে।
ভাটগণ বর্ণে শোভা বিবিধ প্রকারে ॥ ৪৮৮ ॥
নিরুপম শোভাবধি শ্রীবিগ্রহগণ।
সে বেশ রচিতে ধৈর্য ধরে কে এমন ॥ ৪৮৯ ॥
শ্রীনিবাসাচার্য মহাযত্নে ধৈর্য ধরি'।
বিরচি' বিচিত্র বেশ দেখে নেত্র ভরি' ॥ ৪৯০ ॥

সুগন্ধি চন্দন আর যত পুষ্পমালা।
বহুপাত্রে লৈয়া প্রভু-আগে সমর্পিলা ॥ ৪৯১ ॥
অপূর্ব বিধানে পূজা করি' মহাসুখে।
করে আরাত্রিক সবে দেখেন কৌতুকে ॥ ৪৯২ ॥
জয় জয়-ধ্বনি হৈল, বাদ্য-কোলাহল।
শুনিতে সে শব্দ দূরে যায় অমঙ্গল ॥ ৪৯৩ ॥
আরাত্রিক সমাধায় মহান্তসকলে।
পরম আনন্দে প্রণময়ে মহীতলে ॥ ৪৯৪ ॥
নরোত্তম সুখের সমুদ্রে মগ্ন হৈয়া।
প্রণময়ে শ্রীপ্রভুগণের নাম লৈয়া ॥ ৪৯৫ ॥

তথাহি তৎকৃত-পদ্যং—

গৌরাঙ্গ ! বল্লবীকান্ত ! শ্রীকৃষ্ণ ! ব্রজমোহন !
রাধারমণ ! হে রাধে ! রাধাকান্ত ! নমোঽস্তু তে ॥৪৯৬
কত শত লোক প্রবেশিয়া শ্রীঅঙ্গনে।
প্রণমে বিহ্বল হৈয়া আরতি দর্শনে ॥ ৪৯৭ ॥
শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণাতিপরিসর নহে।
তথাপি অসংখ্য লোক এক ভিতে রহে ॥ ৪৯৮ ॥
প্রভু ইচ্ছা—অঙ্গনপ্রভাব ঐছে হয়।
অন্যে কি জানিব—এ দুর্লক্ষ্য অতিশয় ॥ ৪৯৯ ॥
এ প্রসঙ্গ শুনিতে বিস্ময় হয় আনে।
আরতি-সময় যে দেখিল সেই জানে ॥ ৫০০ ॥
আহা মরি ! অপূর্ব আরতি সমাধিয়া।
ভোগ সমর্পিতে আচার্যের হর্ষ হিয়া ॥ ৫০১ ॥
পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে সুচারু বন্ধানে।
বিবিধ সামগ্রী-ভোগ দিলা সঙ্গোপনে ॥ ৫০২ ॥
ভক্ষণাবসর জানি' দিয়া আচমন।
যত্ন করি' করাইলা তাম্বূল-ভক্ষণ ॥ ৫০৩ ॥
সুগন্ধ চন্দনসহ পুষ্পমালা দিল।
সুচারু চামরবায়ে অতি স্নিগ্ধ কৈল ॥ ৫০৪ ॥
শ্রীমন্দির-দ্বার আবরণ ঘুচাইতে।
প্রভু-অঙ্গ-সৌগন্ধি ব্যাপিল চারি ভিতে ॥ ৫০৫ ॥
শ্রীপ্রভুগণের প্রতি অঙ্গের ছটায়।
হরিল সবার ধৈর্য উপমা কি তায় ॥ ৫০৬ ॥

শ্রীনিবাসাচার্য অতি অধৈর্য হইয়া।
ভূমে পড়ি' প্রণময়ে অঙ্গনে আসিয়া ॥ ৫০৭ ॥
আপনা মানয়ে হীন অপরাধ-ভয়ে।
করয়ে যে দৈন্য তাহা কহিল না হয়ে ॥ ৫০৮ ॥
প্রভুপরিকরে প্রণমিতে বার বার।
সবে আলিঙ্গয়ে, নেত্রে আনন্দাশ্রুধার ॥ ৫০৯ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী চরণে প্রণময়।
তেঁহ অতিশয় অনুগ্রহ প্রকাশয় ॥ ৫১০ ॥
পরম আনন্দে কহে মধুর-বচন।
—"সবে দেহ' পুষ্পমালা প্রসাদি চন্দন ॥" ৫১১ ॥
শুনি' শ্রীনিবাস হর্ষে ঈশ্বরী সাক্ষাতে।
শ্রীমালা-চন্দন নিল অনেক পাত্রেতে ॥ ৫১২ ॥
পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে শ্রীমালা-চন্দন।
প্রভুপরিকর আগে করিলা অর্পণ ॥ ৫১৩ ॥
দেখি' সে অপূর্ব সবে হৈয়া উল্লসিত।
হইলেন শ্রীমালা-চন্দনে বিভূষিত ॥ ৫১৪ ॥
কিবা মালা-চন্দনের শোভা চমৎকার।
দেখিতে না হয় নেত্রে নিমিষ সঞ্চার ॥ ৫১৫ ॥
দেবেও মনুষ্যরূপ ধরি' সেইখানে।
শ্রীমালা চন্দন পরে, অন্যে নাহি জানে ॥ ৫১৬ ॥
মালা-চন্দনেতে যুক্ত হৈলা শিষ্টলোক।
যে মালা-চন্দন-স্পর্শে নাশে দুঃখশোক ॥ ৫১৭ ॥
পরিল অসংখ্য লোক শ্রীমালা-চন্দন।
এ কৌতুক দেখে মহাভাগ্যবন্তগণ ॥ ৫১৮ ॥
শ্রীঈশ্বরী নৃসিংহচৈতন্যে নিদেশিল।
তেঁহ শ্রীনিবাসাদি সবারে পরাইল ॥ ৫১৯ ॥
শ্রীঈশ্বরী কৈল মালা-চন্দন-গ্রহণ।
হইল সবার অতি উল্লসিত মন ॥ ৫২০ ॥
শ্রীমালা-চন্দন-স্পর্শে জাহ্নবা ঈশ্বরী।
হইলেন যৈছে তাহা কহিতে না পারি ॥ ৫২১ ॥

নিজগণ-সহিত ঠাকুর নরোত্তমের সঙ্কীর্তনারম্ভ—

নরোত্তম-পানে কৃপাদৃষ্ট্যে নিরখিয়া।
না জানি কি শক্তি সঞ্চারিলা হৃষ্ট হৈয়া ॥ ৫২২ ॥

শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু অদ্বৈত-তনয়।
নরোত্তমে অতি অনুগ্রহ বিস্তারয় ॥ ৫২৩ ॥
সকল মহান্ত প্রিয় নরোত্তম-প্রতি।
সঙ্কীর্তন-আরম্ভে দিলেন অনুমতি ॥ ৫২৪ ॥
নরোত্তম সবে প্রণময়ে মহীতলে।
সঙ্কীর্তনারম্ভে হিয়া আনন্দে উথলে ॥ ৫২৫ ॥
দীনপ্রায় দাঁড়াইয়া প্রভুর প্রাঙ্গণে।
কৃপাদৃষ্ট্যে চাহে নিজ-পরিকর-পানে ॥ ৫২৬ ॥
শ্রীনরোত্তমের প্রিয় পরিকরগণ।
সকলেই গীত-নৃত্য-বাদ্যে বিচক্ষণ ॥ ৫২৭ ॥
প্রথমেই দেবীদাস মর্দল-বামেতে।
করে হস্তাঘাত—প্রেমময় শব্দ তা'তে ॥ ৫২৮ ॥
অমৃত-অক্ষর-প্রায় বাদ্য সঞ্চারয়ে।
শ্রীবল্লবদাসাদি-সহিত বিস্তারয়ে ॥ ৫২৯ ॥
শ্রীগৌরাঙ্গদাসাদিক মনের উল্লাসে।
বায় কাংস্য-তালাদি—প্রভেদ পরকাশে ॥ ৫৩০ ॥
অনিবদ্ধ, নিবদ্ধ—গীতের ভেদ-দ্বয়।
অনিবদ্ধ গীত গোকুলাদি আলাপয় ॥ ৫৩১ ॥
অনিবদ্ধ গীতে বর্ণন্যাস স্বরালাপ।
আলাপে গোকুল,—কণ্ঠধ্বনি নাশে তাপ ॥ ৫৩২ ॥
আলাপে গমক মন্দ্র মধ্য-তার-স্বরে।
সে আলাপ শুনিতে কেবা বা ধৈর্য ধরে ॥ ৫৩৩ ॥
গায়ক বাদক যৈছে করে অভিনয়।
যৈছে সে সবার শোভা কহিল না হয় ॥ ৫৩৪ ॥
নরোত্তম-বেষ্টিত এসব পরিকরে।
তারাগণমধ্যে যেন চন্দ্র শোভা করে ॥ ৫৩৫ ॥
সর্বাঙ্গসুন্দর, মাধুর্যের নাই সীমা।
সঙ্কীর্তন-আবেশে কি মধুর-ভঙ্গিমা ॥ ৫৩৬ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্রে।
গণসহ চিন্তয়ে মানসে মহানন্দে ॥ ৫৩৭ ॥
বার বার প্রণমিয়া সবার চরণে।
আলাপে অদ্ভুত রাগ প্রকট-কারণে ॥ ৫৩৮ ॥
রাগিণী-সহিত রাগ মূর্তিমন্ত কৈলা।
শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, মূর্ছনাদি প্রকাশিলা ॥ ৫৩৯ ॥

সুমধুর কণ্ঠধ্বনি ভেদয়ে গগন।
পরম মাদক—সুধা নহে তা'র সম ॥ ৫৪০ ॥
তাল, পাঠাক্ষর চারু ছান্দে উচ্চারয়।
বাদকগণের যা'তে মোদবৃদ্ধি হয় ॥ ৫৪১ ॥
ক্রমে ক্রমে গীত-বাদ্য-বৃদ্ধি হয় যৈছে।
শ্রীপ্রভুগণের প্রেমানন্দ বাঢ়ে তৈছে ॥ ৫৪২ ॥
খণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দন প্রেমময়।
সঙ্কীর্তন-সুখের সমুদ্রে সাঁতারয় ॥ ৫৪৩ ॥
শ্রীপ্রভুর সম্পত্তি শ্রীখোল, করতাল।
তাহে স্পর্শাইলা চন্দন, পুষ্পমাল ॥ ৫৪৪ ॥
গণসহ নরোত্তমে করি' আলিঙ্গন।
নিজ-হস্তে পরাইলা শ্রীমালা-চন্দন ॥ ৫৪৫ ॥
নরোত্তম গণসহ তাঁ'রে প্রণময়।
নিবদ্ধ গীতের পরিপাটী প্রচারয় ॥ ৫৪৬ ॥
শ্রীরাধিকা-ভাবে মগ্ন নদীয়ার চান্দ।
সেই ভাবময় গীত-রচনা সুছান্দ ॥ ৫৪৭ ॥
আকর্ষণ-মন্ত্র কি উপমা তা'র দিতে ?
হইলা বিহ্বল তাহা প্রথমে গাইতে ॥ ৫৪৮ ॥
তদুপরি শ্রীরাধিকা-কৃষ্ণের বিলাস।
গাইবেন—মনে এই কৈল অভিলাষ ॥ ৫৪৯ ॥
গৌরগুণ-গীতারম্ভে অধৈর্য সকলে।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী ভাসয়ে প্রেমজলে ॥ ৫৫০ ॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু অদ্বৈততনয়।
না জানে কি হৈল চিত্তে আনন্দ উদয় ॥ ৫৫১ ॥
শ্রীপতি, শ্রীনিধি-আদি মহান্ত সকল।
ধরিতে নারয় অঙ্গ করে টলমল ॥ ৫৫২ ॥

শ্রীল নরোত্তমের কীর্তন-সম্বন্ধে লোকের নানা আলোচনা—

সবে একদৃষ্ট্যে নরোত্তমে নিরীক্ষয়।
কেহ কেহ শ্রীনরোত্তমের কথা কয় ॥ ৫৫৩ ॥
কেহ কহে,—"কি অদ্ভুত গীতাদি-প্রকাশে।
আহা মরি ! ইথে বা না কার দুঃখ নাশে" ॥ ৫৫৪ ॥
কেহ কহে,—"ঐছে গীত-বাদ্যাদি না হয়।
না জানিয়ে নরোত্তম কৈছে প্রকাশয়" ॥ ৫৫৫ ॥

কেহ কহে,—"মহাপ্রভু স্বরূপের স্থানে।
শুনিতেন উচ্চ গীত মহাহর্ষ-মনে ॥ ৫৫৬ ॥
গীত-প্রথা-রক্ষা ক্ষোভ-নিবৃত্ত-নিমিত্তে।
প্রচারিতে সম্যক্ বিচার কৈল চিতে ॥ ৫৫৭ ॥
সে সময়ে তাহা প্রেম-সম্পুটে রাখিল।
নরোত্তম-দ্বারে প্রভু এবে উঘাড়িল" ॥ ৫৫৮ ॥
কেহ কহে,—"হৈল ব্যক্ত প্রভু-অদর্শনে।
হইব প্রভুর ক্ষোভ নিবৃত্ত কেমনে" ॥ ৫৫৯ ॥
কেহ কহে,—"গীত-প্রিয় প্রভু ইচ্ছাময়।
বুঝি অত্র সাক্ষাদ্-রূপে বিলসয় ॥ ৫৬০ ॥
এ অপূর্ব গীত করিলেন আস্বাদন।
মনে এই হয়—মুই কৈলু নিবেদন" ॥ ৫৬১ ॥
কেহ কহে,—"ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই।
গণসহ প্রভুকে দেখিব এই ঠাঁই" ॥ ৫৬২ ॥
ঐছে কত কহে,—"কারু স্থির নহে মন।
গীতামৃত-পানে মহামগ্ন সর্বজন ॥ ৫৬৩ ॥
গীত-প্রভেদাদি যৈছে—কে বর্ণিতে পারে ?
গন্ধর্ব কিন্নর ইথে আপনা ধিক্কারে ॥ ৫৬৪ ॥
পুষ্পবৃষ্টি গগনে করয়ে দেবগণ।
মনুষ্যে মিশাই সাধে নিজ-প্রয়োজন ॥ ৫৬৫ ॥
নারদাদি ঋষিগণ অলক্ষ্য রূপেতে।
মগ্ন হৈলা সঙ্কীর্তনানন্দ-সমুদ্রেতে ॥ ৫৬৬ ॥
শিব-ব্রহ্মাদিক গানে মগ্ন অতিশয়।
করে অভিলাষ যত কহিল না হয় ॥ ৫৬৭ ॥
তথা তথা পশু, পক্ষী, সর্পাদি সকল।
হইলেক গানানন্দে পরম বিহ্বল ॥ ৫৬৮ ॥
সঙ্কীর্তন-সমুদ্র উথলে তিলে তিলে।
চতুর্দিকে ভাসে লোক নয়নের জলে ॥ ৫৬৯ ॥
সকলেই আত্মবিস্মরিত অতিশয়।
উন্মত্তের প্রায় চতুর্দিকে নিরীক্ষয় ॥ ৫৭০ ॥

ঠাকুর নরোত্তমের সঙ্কীর্তনে মহাপ্রভুর সগণে প্রকটাপ্রকট-বিলাস—

কহিতে কি—সঙ্কীর্তন-সুখের ঘটায়।
গণসহ অধৈর্য হইলা গোরারায় ॥ ৫৭১ ॥
মেঘেতে উদয় বিদ্যুতের পুঞ্জ যৈছে।
সঙ্কীর্তন-মেঘে প্রভু প্রকটয় তৈছে ॥ ৫৭২ ॥
কি অদ্ভুত প্রকট-প্রকার সুশোভিত।
নিত্যানন্দাদ্বৈত গণসহ সুবেষ্টিত ॥ ৫৭৩ ॥
সবে হৈলা সঙ্কীর্তন স্থলের ভূষণ।
প্রভুগণ-মাধুর্য ব্যাপিল ত্রিভুবন ॥ ৫৭৪ ॥
প্রকটাপ্রকট একত্র চমৎকার।
সবে জানে—প্রভুর এ প্রকটবিহার ॥ ৫৭৫ ॥
প্রভুর এ লীলা ব্রহ্মাদির গম্য নয়।
গণসহ প্রভু সঙ্কীর্তনে বিলসয় ॥ ৫৭৬ ॥
পরম বিচিত্র বেশ, বিচিত্র ভঙ্গিমা।
শোভায় ভুবন ভুলে—দিতে কি উপমা ॥ ৫৭৭ ॥
মণ্ডলীবন্ধানে চারু নৃত্য আরম্ভিতে।
গীত-বাদ্য-বৃদ্ধি যৈছে কে পারে বর্ণিতে ॥ ৫৭৮ ॥
নাচে গৌরচন্দ্র—কি অদ্ভুত গান-সৃষ্টি।
ভুবন মাতায় প্রেমে, করে প্রেমবৃষ্টি ॥ ৫৭৯ ॥
মন্দ মন্দ হাসি' চাহে নরোত্তম-পানে।
প্রভু নিত্যানন্দ সে প্রভুর ভঙ্গি জানে ॥ ৫৮০ ॥
নাচে নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কুমার।
পদভরে ধরণী কম্পয়ে অনিবার ॥ ৫৮১ ॥
অদ্বৈত আচার্য নাচে উল্লাস হিয়ায়।
করয়ে গর্জন মহামত্ত সিংহপ্রায় ॥ ৫৮২ ॥
নাচয়ে পণ্ডিত গদাধর, ধৈর্য নাশে।
গৌরচন্দ্র-সমীপে লইয়া শ্রীনিবাসে ॥ ৫৮৩ ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত নাচে হইয়া বিহ্বল।
মুরারি গুপ্তের নৃত্যে নাশে অমঙ্গল ॥ ৫৮৪ ॥
নাচে বক্রেশ্বর—সে উপমা নাই দিতে।
হৈল অভিলাষ পূর্ণ এ গীত-বাদ্যেতে ॥ ৫৮৫ ॥
হরিদাসঠাকুরের নৃত্য কি মধুর।
স্বরূপ গোসাঞীর নৃত্যে তাপ যায় দূর ॥ ৫৮৬ ॥
দাস গদাধরের নর্তন মনোহর।
নাচে রায় রামানন্দ রসের সাগর ॥ ৫৮৭ ॥
বাসুদেব সার্বভৌম, বিদ্যাবাচস্পতি।
দেখি' এ দোঁহার নৃত্য কেবা ধরে ধৃতি ॥ ৫৮৮ ॥

নাচয়ে অচ্যুতানন্দ অদ্বৈত-তনয়।
নিরন্তর নয়নে আনন্দধারা বয় ॥ ৫৮৯ ॥
মুকুন্দ, শ্রীনরহরি, শ্রীরঘুনন্দন।
নাচে যে ভঙ্গিতে তাহা না হয় বর্ণন ॥ ৫৯০ ॥
গৌরীদাস পণ্ডিতের কিবা নৃত্যাবেশ।
শ্রীপতি শ্রীনিধি নাচে আনন্দ অশেষ ॥ ৫৯১ ॥
গোবিন্দ, মাধব, বাসুঘোষের নর্তনে।
কে আছে এমন ধৈর্য ধরিবেক মনে ॥ ৫৯২ ॥
নাচয়ে মুকুন্দ, শ্রীআচার্য পুরন্দর।
বাসুদেব দত্ত, ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর ॥ ৫৯৩ ॥
শ্রীমান্ পণ্ডিত, যদু আচার্য-নন্দন।
শ্রীমুকুন্দ দত্ত নাচে, শ্রীমধুসূদন ॥ ৫৯৪ ॥
শ্রীনাথ, মহেশ নাচে, শ্রীধর, শঙ্কর।
জগদীশ, শ্রীযদুনন্দন, কাশীশ্বর ॥ ৫৯৫ ॥
শ্রীরঘুনাথভট্ট নাচে, রূপ-সনাতন।
যে নৃত্য দর্শনমাত্রে জুড়ায় নয়ন ॥ ৫৯৬ ॥
নাচে শ্রীনকুল ব্রহ্মচারী, ধনঞ্জয়।
বিপ্র বাণীনাথ, শিখী, কানাই, বিজয় ॥ ৫৯৭ ॥
নাচে সূর্যদাস, শ্রীনৃসিংহ নানা ছান্দে।
হৃদয়চৈতন্য নাচে লৈয়া শ্যামানন্দে ॥ ৫৯৮ ॥
শ্রীনিবাস শ্রীনরোত্তমের প্রিয়গণ।
নাচয়ে অসংখ্য লোক কে করু গণন ॥ ৫৯৯ ॥
দেবতা গন্ধর্ব-আদি মিশাই মানুষে।
নাচয়ে কত না সাধে, মনের উল্লাসে ॥ ৬০০ ॥
চতুর্দিকে অসংখ্য লোকের নাই অন্ত।
নাচে মহারঙ্গে সে সকল ভাগ্যবন্ত ॥ ৬০১ ॥
হৈল নৃত্যাবেশ কি অদ্ভুত নৃত্যস্থলে।
সবার হৃদয়ে মহা-আনন্দ উথলে ॥ ৬০২ ॥
নৃত্য-গীত-বাদ্যে হয় যে কাল ব্যতীত।
সে কাল অলক্ষ্য,—সবে সামান্য প্রতীত ॥ ৬০৩ ॥
আহা মরি! কিবা গীত-বাদ্য মনোহর।
কিবা নৃত্য নূতন ব্রহ্মাদি অগোচর ॥ ৬০৪ ॥
কিবানন্দে বিহ্বল অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
কিবা ভক্তমণ্ডলী-মধ্যেতে গৌরচন্দ্র ॥ ৬০৫ ॥
প্রকাশিলা প্রভু কিবা অদ্ভুত করুণা।
কিবা এ বিলাস! ইহা বুঝে কুন জনা ॥ ৬০৬ ॥
শ্রীনিবাস নরোত্তমে কিবা অনুগ্রহ।
দুঁহু অভিলাষ পূর্ণ কৈলা গণসহ ॥ ৬০৭ ॥
কিবা গণসহ নরোত্তম শ্রীনিবাসে।
আলিঙ্গন করি' কহয়ে কি মৃদুভাষে ॥ ৬০৮ ॥
কহিতে কি?—ভকতবৎসল গোরারায়।
অদর্শন হৈতে ধৈর্য না ধরে হিয়ায় ॥ ৬০৯ ॥

সঙ্কীর্তন-স্থল হইতে সগণে মহাপ্রভুর আকস্মিক অদর্শনে সকলের মহা-ব্যাকুলতা—

গণসহ সঙ্কীর্তনে প্রকটিলা যৈছে।
অকস্মাৎ প্রভু-অদর্শন হৈলা তৈছে ॥ ৬১০ ॥
অপ্রকট গণসহ অদর্শন হৈলে।
রহিলা প্রকটগণ সঙ্কীর্তন-স্থলে ॥ ৬১১ ॥
প্রভু-অন্তর্ধানমাত্রে প্রাপ্ত বাহ্যজ্ঞান।
সে আবেশ সবার হইল অন্তর্ধান ॥ ৬১২ ॥
উঠিল ক্রন্দনরোল সঙ্কীর্তনস্থলে।
সবে মহা-ব্যাকুল, ভাসয়ে নেত্রজলে ॥ ৬১৩ ॥
কেহ কহে,—"কোথা গেল প্রভু গৌরচন্দ্র"?
কেহ কহে,—"কোথা শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ"? ৬১৪ ॥
কেহ কহে,—"কোথা শ্রীপণ্ডিত গদাধর"?
কেহ কহে,—"কোথা হরিদাস, বক্রেশ্বর"? ৬১৫ ॥
কেহ কহে,—"কোথা গেলা শ্রীবাস, মুরারি?"
কেহ কহে,—"কোথা শ্রীমুকুন্দ, নরহরি"? ৬১৬ ॥
কেহ কহে,—"কোথা গৌরীদাস, গদাধর"?
কেহ কহে,—"কোথা শ্রীস্বরূপ-দামোদর"? ৬১৭ ॥
কেহ কহে,—"গণসহ প্রভু দেখা দিয়া
কোথা গেলা"—বলি' কান্দে ভূমে লোটাইয়া ॥৬১৮॥
চতুর্দিকে অসংখ্য লোকের আর্তধ্বনি।
সে সবার নেত্রজলে কর্দম ধরণী ॥ ৬১৯ ॥
হাস্য-হেতু আইলা যত পাষণ্ডীর গণ।
সে সবেও কান্দে—ধৈর্য না যায় ধরণ ॥ ৬২০ ॥
করয়ে বিলাপ সবে ঊর্ধ্ববাহু করি'।
—"মো সবার রক্ষা কর প্রভু গৌরহরি।" ৬২১ ॥

পুনঃ-পুনঃ নিবেদয়ে প্রভুর চরণে।
—"অপরাধ নহে যেন বৈষ্ণবের স্থানে ॥ ৬২২ ॥
সঙ্কীর্তন-সুধা পান করি নিরন্তর।"
ঐছে কত কহি' হয় ধূলায় ধূসর ॥ ৬২৩ ॥
কহিতে কি জানি ?—কারু ধৈর্যমাত্র নাই।
ভক্তচেষ্টা-উপমা দিবার নাই ঠাঁই ॥ ৬২৪ ॥
শ্রীপতি, শ্রীনিধি-আদি প্রিয়ভক্তগণ।
পরস্পর কহে,—"ইকি দেখিলু স্বপন" ॥ ৬২৫ ॥
কেহ কহে,—"ভ্রম বা জন্মিল মো সবার"।
কেহ কহে,—"প্রভু ইচ্ছা নারি বুঝিবার" ॥ ৬২৬ ॥
ঐছে কত কহি' কিছু ধৈর্যাবলম্বিলা।
শ্রীনিবাস. নরোত্তমে সবে স্থির কৈলা ॥ ৬২৭ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী কহয়ে মৃদুভাষে।
—"পূর্ণ অনুগ্রহ নরোত্তম শ্রীনিবাসে ॥ ৬২৮ ॥
যে আজ্ঞা করিল প্রভু তাহা সত্য হৈল।
গণসহ এ হেন কীর্তনে নৃত্য কৈল ॥ ৬২৯ ॥
আচণ্ডাল প্রভৃতি মাতিল প্রভুগণে।
খণ্ডিল সবার তাপ প্রেম-বরিষণে ॥ ৬৩০ ॥
প্রভুর এ লীলা অলৌকিক প্রেমময়।"
ঐছে কত কহিতে হইল হর্ষোদয় ॥ ৬৩১ ॥
সর্ব মহান্তের মোদ ব্যাপিল হৃদয়ে।
হৈল পূর্বপ্রায় চেষ্টা প্রভুর ইচ্ছায়ে ॥ ৬৩২ ॥

শ্রীজাহ্নবাদেবীর আদেশে সঙ্কীর্তন-শেষে ফাগু-খেলা আরম্ভ—

দেখি' সে সবার রীত জাহ্নবা ঈশ্বরী।
শ্রীনিবাসাচার্য-প্রতি কহে ধীরি ধীরি ॥ ৬৩৩ ॥
—"ফাগুখেলারম্ভের করহ আয়োজন।
শুনি' ফল্গু আদি আনাইলা সেইক্ষণ ॥ ৬৩৪ ॥
পৃথক্ পৃথক্ বহু পাত্রে সুশোভয়।
দেখি' শ্রীঈশ্বরী অতি প্রসন্নহৃদয় ॥ ৬৩৫ ॥
শ্রীনিবাস-নরোত্তম ঈশ্বরী-আদেশে।
প্রণমি' মহান্তগণে কহে মৃদুভাষে ॥ ৬৩৬ ॥
—"ফাগু খেলাইতে ইচ্ছা করুন এখন।"
শুনি' হর্ষে অনুমতি দিলা সর্বজন ॥ ৬৩৭ ॥

শ্রীনিবাস পৃথক্ পৃথক্ পাত্র লৈয়া।
সবা আগে ফল্গু-আদি দিলা হর্ষ হৈয়া ॥ ৬৩৮ ॥
পুষ্পের পরাগ ফাগু-আদি যত্নমতে।
দিলেন পৃথক্ পাত্রে ঈশ্বরী-অগ্রেতে ॥ ৬৩৯ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী মন্দিরে প্রবেশিয়া।
প্রেমানন্দে মগ্ন প্রভু-অঙ্গে ফাগু দিয়া ॥ ৬৪০ ॥
মন্দির হইতে আসি' বসি' নিজাসনে।
দেখে—যৈছে ফাগু-ক্রীড়া করে প্রভুগণে ॥ ৬৪১ ॥
শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীগোপাল প্রেমময়।
শ্রীপতি, শ্রীনিধি, যদু গুণের আলয় ॥ ৬৪২ ॥
শ্রীরঘুনন্দন-আদি প্রভুপ্রিয়গণ।
ফাগু-খেলারম্ভে প্রেমাবিষ্ট সর্বজন ॥ ৬৪৩ ॥
কেহ মহারঙ্গে গোরা-অঙ্গে ফাগু দিয়া।
ফিরাইতে নারে আঁখি মুখ নিরখিয়া ॥ ৬৪৪ ॥
কেহ চারু চরিত্র বর্ণিয়া পদ্যছন্দে।
শ্রীবল্লবীকান্তে ফাগু দেন মহানন্দে ॥ ৬৪৫ ॥
কেহ কেহ শ্রীব্রজমোহনে ফাগু দিতে।
উথলে আনন্দসিন্ধু নারে স্থির হৈতে ॥ ৬৪৬ ॥
কেহ শ্রীরাধিকাসহ কৃষ্ণে ফাগু দিয়া।
দেখয়ে সে শোভা নানা ভঙ্গি প্রকাশিয়া ॥ ৬৪৭ ॥
কেহ কেহ প্রকাশি' কৌতুক অতিশয়।
শ্রীরাধাকান্তের অঙ্গে ফাগু সমর্পয় ॥ ৬৪৮ ॥
কেহ কেহ ফাগু দিয়া শ্রীরাধারমণে।
মন্দ মন্দ হাসে অতি উল্লসিত মনে ॥ ৬৪৯ ॥
ফাগু খেলাইতে যে অদ্ভুত ভাবাবেশ।
একমুখে বর্ণিতে না পারি তা'র লেশ ॥ ৬৫০ ॥
কিবা পরস্পর ফাগু-খেলায় বিহ্বল।
কিবা ফাগুময় অঙ্গ করে ঝলমল ॥ ৬৫১ ॥
কিবা ফাগুক্রীড়া-গীত গায়েন প্রভুর।
নানা বাদ্য বায়—কিবা শব্দ সুমধুর ॥ ৬৫২ ॥
কহিতে কি জানি সে অদ্ভুত সব রীত।
গীতবাদ্য-শ্রবণে ব্রহ্মাদি বিমোহিত ॥ ৬৫৩ ॥
শ্রীনিবাসাচার্য, নরোত্তম, শ্যামানন্দ।
গণসহ বিহ্বল পাইয়া মহানন্দ ॥ ৬৫৪ ॥

দেখি' সে অদ্ভুত শোভা মধুর ভঙ্গিতে।
ফল্গুতে ভূষিত তনু উপমা কি দিতে ॥ ৬৫৫ ॥
ফাগুময় হইল গগন, মহীতল।
চতুর্দিকে অসংখ্য লোকের কোলাহল ॥ ৬৫৬ ॥
প্রভুর ইচ্ছায় সে অদ্ভুত ফাগুখেলা।
অলক্ষিত দেবতা-মনুষ্যে এক মেলা ॥ ৬৫৭ ॥

সন্ধ্যায় ফাগুখেলা-শেষে সন্ধ্যারাত্রিক-দর্শন এবং তদনন্তর শ্রীনামকীর্তন ও মহাপ্রভুর জন্মাভিষেক—

ফাগুখেলা-সুখে মগ্ন হইয়া সকলে।
প্রভুর ইচ্ছায় স্থির হৈলা সন্ধ্যাকালে ॥ ৬৫৮ ॥
সবে সন্ধ্যা আরাত্রিক করিয়া দর্শন।
করিলেন শ্রীনামকীর্তন কতক্ষণ ॥ ৬৫৯ ॥
প্রভুপ্রিয়গণ মহা-গুণের সাগর।
বৈসে প্রভু-প্রাঙ্গণে—সে শোভা মনোহর ॥ ৬৬০ ॥
গৌরাঙ্গের জন্ম-অভিষেক করিবারে।
অনুমতি সকলে দিলেন আচার্যেরে ॥ ৬৬১ ॥
শ্রীনিবাসাচার্য সবে ভূমে প্রণমিয়া।
প্রবেশে মন্দিরে মহা আনন্দিত হৈয়া ॥ ৬৬২ ॥
পূজারী সকল মহা উল্লসিত মনে।
অভিষেক-দ্রব্য সজ্জ কৈল সেই ক্ষণে ॥ ৬৬৩ ॥
বিবিধ ঔষধি-দ্রব্য অনেক প্রকার।
আচার্যের আগে দিলা সকল সম্ভার ॥ ৬৬৪ ॥
আচার্যঠাকুর গৌরাঙ্গেরে যত্ন করি'।
খসাইলা পূর্ববেশ সিংহাসনোপরি ॥ ৬৬৫ ॥
শুক্ল বাস পরাইয়া পরম যতনে।
বসাইলা গৌরচন্দ্রে অন্য সিংহাসনে ॥ ৬৬৬ ॥
কৃষ্ণজন্ম-তিথির বিধান যৈছে হয়।
তৈছে গৌরচন্দ্র-জন্মাভিষেক করয় ॥ ৬৬৭ ॥
গৌরকৃষ্ণ এক—ইথে ভেদবুদ্ধি যা'র।
যম-যন্ত্রণায় তা'র না হয় নিস্তার ॥ ৬৬৮ ॥
আহা মরি! কি অপূর্ব অভিষেক-রঙ্গ।
দেখে সবে উল্লাসে—ধরিতে নারে অঙ্গ ॥ ৬৬৯ ॥
বিপ্র বেদধ্বনি করে সুমধুর ছন্দে।
ভাটগণ বর্ণে প্রভুচরিত্র আনন্দে ॥ ৬৭০ ॥
নানাদেশী গায়ক গায়েন নানা গীত।
নদীয়া-বিহার—যা'তে ব্রহ্মাদি মোহিত ॥ ৬৭১ ॥
চতুর্দিক নানা বাদ্য বায়েন বাদক।
নানা দেশ-রীতে নাচে যতেক নর্তক ॥ ৬৭২ ॥
কহিতে কি জানি—সুখসিন্ধু উথলয়ে।
যে জানে যে বিদ্যা তা' কৌতুকে প্রকাশয়ে ॥ ৬৭৩ ॥
গৌরাঙ্গের জন্ম-অভিষেকের বিধান।
নেত্র ভরি' দেখে যত লোক ভাগ্যবান্ ॥ ৬৭৪ ॥
কেহ কহে,—"ধন্য ফাল্গুন-পৌর্ণমাসী।
এ তিথি সেবিলে মিলে নদীয়ার শশী" ॥ ৬৭৫ ॥
কেহ কহে,—"ফাল্গুন-পূর্ণিমা ঐছে হয়।
পূর্ণিমা-রজনী কি অদ্ভুত শোভাময় ॥ ৬৭৬ ॥
দেখ—চন্দ্রকিরণে সর্বত্র সুনির্মল।
না বুঝিয়ে—এথা কেনে অধিক উজ্জ্বল" ॥ ৬৭৭ ॥
কেহ কহে,—"প্রভু-জন্মাভিষেক-দর্শনে।
আসি' অলক্ষিত চন্দ্র আছেন এথানে" ॥ ৬৭৮ ॥
কেহ কহে,—"যে কহিলে এহো সত্য হয়।
এথা প্রভু-ভক্তচন্দ্রগণের উদয়" ॥ ৬৭৯ ॥
ঐছে কত কহি' লোক মগ্ন ভক্তিরসে।
প্রভুপরিকর-শোভা দেখি' সুখে ভাসে ॥ ৬৮০ ॥
কি অদ্ভুত প্রভু-পরিকরের চরিত।
গায়েন প্রভুর জন্ম-অভিষেক-গীত ॥ ৬৮১ ॥
হইল প্রভুর অভিষেক-সমাধান।
ক্রমে গান বাড়ে—নহে গানের বিরাম ॥ ৬৮২ ॥
গানানন্দে নিমগ্ন হইলা অতিশয়।
পোহাইল নিশি কৈছে কিছু না জানয় ॥ ৬৮৩ ॥

সর্বরাত্রব্যাপী কীর্তনান্তে সকলের মঙ্গলারাত্রিক-দর্শন এবং প্রাতঃ-ক্রিয়াদির পর জাহ্নবাদেবী-কর্তৃক ভোগরন্ধন ও সমর্পণ—

প্রভুর ইচ্ছায় স্থির হৈয়া সর্বজন।
শ্রীমঙ্গল-আরাত্রিক করিলা দর্শন ॥ ৬৮৪ ॥
প্রভুগণে প্রণমিয়া মহানন্দ-মনে।
প্রাতঃ-ক্রিয়া কৈল গিয়া নিজ-নিজ-স্থানে ॥ ৬৮৫ ॥

শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী পরম হর্ষ হৈয়া।
প্রাতঃকালে করিলেন স্নানাহ্নিক ক্রিয়া॥ ৬৮৬॥
পরম উৎসাহে কৈলা অপূর্ব রন্ধন।
অন্ন-ব্যঞ্জনাদি যত না হয় বর্ণন॥ ৬৮৭॥
গৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত আদি প্রভুগণে।
ভোগ সমর্পণ কৈলা অপূর্ব বিধানে॥ ৬৮৮॥
সময় জানিয়া যত্নে ভোগ সরাইলা।
দেখি' প্রভুগণের কৌতুক হর্ষ হৈলা॥ ৬৮৯॥
শ্রীনিবাসাচার্য সর্ব মহান্তগণেরে।
নিবেদিলা আরতি দর্শন করিবারে॥ ৬৯০॥
সকল মহান্ত মহা-উল্লসিত মনে।
আইসেন একযোগে প্রভুর প্রাঙ্গণে॥ ৬৯১॥
কি অপূর্ব ভঙ্গি! ভালে তিলক স্নুন্দর।
শ্রীনাম-অঙ্কিত বাহু বক্ষ মনোহর॥ ৬৯২॥
পরিধেয় নবীন বসন শোভা করে।
দেখিতে মহান্তগণ কেবা ধৈর্য ধরে॥ ৬৯৩॥
প্রভুর প্রাঙ্গণে সবে করিয়া গমন।
প্রভু-আরাত্রিক দেখি' জুড়ায় নয়ন॥ ৬৯৪॥
আরাত্রিক সমাধিয়া পূজারী যতনে।
প্রসাদী তুলসীমালা দিলা সর্বজনে॥ ৬৯৫॥
শ্রীমন্দিরে প্রভু পরিচর্যা সমাধিল।
প্রভুগণে অপূর্ব শয্যায় শোয়াইল॥ ৬৯৬॥
চামর-ব্যজন-আদি করি' হর্ষ হৈলা।
মন্দির-বাহিরে আসি' দ্বার বন্ধ কৈলা॥ ৬৯৭॥
ভূমে পড়ি' প্রভুপরিকরে প্রণময়ে।
সকল মহান্ত অনুগ্রহে প্রশংসয়ে॥ ৬৯৮॥
শ্রীনিবাস নরোত্তমে কহে বার বার।
—"প্রভু-পরিচর্যা-পরিপাটী চমৎকার॥" ৬৯৯॥
এত কহিতেই কত উপজয়ে চিতে।
কেবা না আনন্দে ভাসে সে চেষ্টা দেখিতে॥ ৭০০॥

মহান্তগণকে স্বয়ং শ্রীজাহ্নবাদেবীর মহাপ্রসাদ-পরিবেশন—

এথা শ্রীঈশ্বরী শ্রীমাধবে নিদেশিল।
তেঁহ সবে প্রসাদ ভুঞ্জিতে নিবেদিল॥ ৭০১॥
মাধবাচার্যের শুনি' মধুর বচন।
শ্রীঅচ্যুত শ্রীপতি আদির হৃষ্ট মন॥ ৭০২॥
অপূর্ব বন্ধানে স্বচ্ছ স্থলে সবে বৈসে।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী আনন্দে পরিবেশে॥ ৭০৩॥
অন্ন-ব্যঞ্জনাদি স্বাদু অমৃত জিনিয়া।
ভুঞ্জয়ে প্রশংসি' প্রেমানন্দাবিষ্ট হৈয়া॥ ৭০৪॥
স্বাদে স্বাদে সবে ভুঞ্জিলেন অতিশয়।
ভক্ষণ-সময়-শোভা কহিল না হয়॥ ৭০৫॥
পরম কৌতুকে সবে করি' আচমন।
করিলেন নিজ-নিজ-বাসায় গমন॥ ৭০৬॥
শ্রীনিবাস আদি আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিল।
ভুঞ্জিলেন,—শ্রীঈশ্বরী যত্নে ভুঞ্জাইল॥ ৭০৭॥
মনের উল্লাসে শেষে জাহ্নবা ঈশ্বরী।
ভুঞ্জিলেন শ্রীমহাপ্রসাদ যত্ন করি'॥ ৭০৮॥
হইল সবার মহা-আনন্দ-হৃদয়।
স্থানে স্থানে ভোজন-কৌতুক অতিশয়॥ ৭০৯॥
ভুঞ্জয়ে যতেক লোক সংখ্যা নাই তা'র।
খেতরী-গ্রামে ভোজন-আনন্দ-পাথার॥ ৭১০॥
প্রভু-পরিকরগণ দেখি' এ কৌতুক।
তিলে তিলে সবার বাঢ়য়ে মহাসুখ॥ ৭১১॥
প্রতিপদ-দিবানিশি ঐছে গোঙাইল।
দ্বিতীয়ায় যাত্রা করিবেন—স্থির কৈল॥ ৭১২॥
দ্বিতীয়া-দিবসে শ্রীনিবাস হৃষ্টমনে।
নিবেদয়ে প্রভু-প্রিয় পরিকরগণে॥ ৭১৩॥
—"অদ্য নিজ-নিজ-বাসাঘরে শীঘ্র করি'।
হবে পাকক্রিয়াদি দেখিব নেত্র ভরি'॥ ৭১৪॥
সন্তোষ দত্তের মনে অভিলাষ যাহা।
অনুগ্রহ করি' পূর্ণ করিবেন তাহা॥" ৭১৫॥
শ্রীনিবাস-চেষ্টা দেখি' সবে হৃষ্ট হৈয়া।
বিবিধ প্রকারে করাইলা পাক-ক্রিয়া॥ ৭১৬॥
কৃষ্ণে ভোগ দিয়া সবে প্রসাদ ভুঞ্জিল।
শ্রীনিবাসাদিক সে কৌতুক নিরখিল॥ ৭১৭॥
সন্তোষ দত্তের ভাগ্য না হয় বর্ণন।
যে যে দ্রব্য দিলা সবে করিলা গ্রহণ॥ ৭১৮॥

নানাদেশী সহস্র সহস্র বিপ্রগণে।
করিলা সম্মান নানা বাক্য-দ্রব্য-দানে ॥ ১১৯ ॥
গায়ক বাদক নর্তকাদি লোকগণে।
সন্তোষিলা সন্তোষ বিবিধ দ্রব্য-দানে ॥ ১২০ ॥
সকল মহান্ত দেখি' সন্তোষের রীত।
স্নেহাবেশে অনুগ্রহ কৈলা যথোচিত ॥ ১২১ ॥
কহিলু এ প্রসঙ্গাতিশয় সংক্ষেপেতে।
বিস্তারিব ইহা নরোত্তম-বিলাসেতে ॥ ১২২ ॥

উৎসবান্তে মহান্তগণের বিদায়—

মহা-মহোৎসব-অন্তে প্রভু-প্রিয়গণ।
নিজ-নিজ-দেশে করিবেন আগমন ॥ ১২৩ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী যাবেন বৃন্দাবনে।
বিদায় হইতে তেঞি গেলা তাঁ'র স্থানে ॥ ১২৪ ॥
বিদায়-সময়ে যে কহয়ে পরস্পরে।
সে সব শুনিতে দারু পাষাণ বিদরে ॥ ১২৫ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী অধৈর্য অতিশয়।
নিবারিতে নারে—দুই নেত্রে ধারা বয় ॥ ১২৬ ॥
প্রভু-প্রিয়গণ মহা-ব্যাকুল হিয়ায়।
নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া হইলা বিদায় ॥ ১২৭ ॥
গৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত-আদি প্রভুগণে।
নেত্র ভরি' নিরখিয়া প্রণমে প্রাঙ্গণে ॥ ১২৮ ॥
বিদায় হইয়া চলে খেতরী হইতে।
খেতরী-গ্রামের লোক ধায় চারিভিতে ॥ ১২৯ ॥
পরস্পর কহে কত করিয়া ক্রন্দন।
দেখি' সে সবারে স্থির নহে কুন জন ॥ ১৩০ ॥
শ্রীনিবাসাচার্য ধৈর্য ধরিতে না পারে।
নরোত্তম, রামচন্দ্র স্থির হৈতে নারে ॥ ১৩১ ॥
শ্যামানন্দাদির চিত্তে খেদ অতিশয়।
গণসহ সন্তোষের ব্যাকুল হৃদয় ॥ ১৩২ ॥
কহিতে কি—শ্রীমহান্তগণের গমনে।
ব্যাপিল দারুণ দুঃখ পশু-পক্ষিগণে ॥ ১৩৩ ॥
পদ্মাবতী-তীরে মহা-লোকভীড় হৈল।
শ্রীমহান্তগণ শীঘ্র নৌকায় চঢ়িল ॥ ১৩৪ ॥
হইয়া ব্যাকুল পদ্মাবতী পার হৈলা।
বুধরি-গ্রামেতে রহি' প্রাতে যাত্রা কৈলা ॥ ১৩৫ ॥

খেতরী হইতে শ্রীজাহ্নবাদেবীর শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রা—

আচার্যাদি সবে পদ্মাবতী-তীর হৈতে।
আইলেন শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী গ্রামেতে ॥ ১৩৬ ॥
যদ্যপি ঈশ্বরী অতি অধৈর্য অন্তরে।
তথাপি প্রবোধি' স্থির করিলা সবারে ॥ ১৩৭ ॥
করিবেন বৃন্দাবন-গমন ত্বরায়।
তাহা জানাইতে সবে ব্যাকুল হিয়ায় ॥ ১৩৮ ॥
পুনঃ কত যত্নে প্রবোধিলা সর্ব জনে।
যাত্রা স্থির কৈলা বৃন্দাবনের গমনে ॥ ১৩৯ ॥
শ্রীসন্তোষ দত্ত যত্নে নানা দ্রব্য দিলা।
তা'রে অনুগ্রহ করি' গ্রহণ করিলা ॥ ১৪০ ॥
গৌরাঙ্গ-বল্লবীকান্ত-আদি প্রভুগণে।
না জানি প্রণমি' কি কহিলা সঙ্গোপনে ॥ ১৪১ ॥
প্রভু-আগে বিদায় হইয়া যাত্রা করে।
সঙ্গে ভাগবতগণ অধৈর্য অন্তরে ॥ ১৪২ ॥
কৃষ্ণদাস সরখেল, মাধব আচার্য।
মুরারি, চৈতন্য, কৃষ্ণদাস বিপ্রবর্য ॥ ১৪৩ ॥
নৃসিংহচৈতন্য বলরাম, মহীধর।
কানাই, নকড়িদাস, গৌরাঙ্গসুন্দর ॥ ১৪৪ ॥
শ্রীপরমেশ্বরীদাস, দাস দামোদর।
রঘুপতি বৈদ্য, উপাধ্যায় মনোহর ॥ ১৪৫ ॥
জ্ঞানদাস, মুকুন্দাদি ভাগবত যত।
এ সবার প্রভাব বর্ণিবে কেবা কত ॥ ১৪৬ ॥
শ্রীনিবাসাচার্য নরোত্তমাদি বিচ্ছেদে।
ধরিতে না পারে হিয়া, বিদরয়ে খেদে ॥ ১৪৭ ॥
কে বুঝিতে পারে প্রেমচেষ্টা যে প্রকার।
বিদায় হইলা যৈছে নারি বর্ণিবার ॥ ১৪৮ ॥
গণসহ ঈশ্বরীর গমন-সময়ে।
গোবিন্দাদি সঙ্গে চলে আচার্য-আজ্ঞায়ে ॥ ১৪৯ ॥
খেতরী হইতে চলিলেন ধৈর্য ধরি'।
'শীঘ্র আসিবেন'—জানাইলেন ঈশ্বরী ॥ ১৫০ ॥

শ্রীনিবাস আচার্যাদি প্রভুর ইচ্ছায়।
ধৈর্যাবলম্বন করি' আইলা বাসায় ॥ ১৫১ ॥
খেতরী-গ্রামের লোক চাহে পথ-পানে।
না ধরে ধৈরয—অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥ ১৫২ ॥
শ্রীঈশ্বরীচরণ চিন্তিয়া সর্বজন।
পরস্পর কহে কত প্রবোধ-বচন ॥ ১৫৩ ॥
এসব প্রসঙ্গ নরোত্তম-বিলাসেতে।
বিস্তারিব প্রেমভক্তি পাবে আস্বাদিতে ॥ ১৫৪ ॥
শ্রীনিবাসাচার্য নরোত্তমাদি-সহিত।
হইলেন প্রভুর প্রাঙ্গণে উপনীত ॥ ১৫৫ ॥
অকস্মাৎ হইল চিত্তে আনন্দ-উদয়।
অঙ্গন-প্রভাব যৈছে কহিলা না হয় ॥ ১৫৬ ॥
যে অঙ্গনে গৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত তিনে।
নৃত্য কৈলা প্রকটাপ্রকট গণসনে ॥ ১৫৭ ॥
যে অঙ্গন-ধ্যানে সর্ব বিঘ্ন বিনাশয়ে।
দর্শনে পরম প্রেমানন্দ প্রাপ্ত হয়ে ॥ ১৫৮ ॥
জয় শ্রীঅঙ্গন সর্বচিত্ত আকর্ষয়।
জয় জয় শ্রীখেতরী-গ্রাম ভক্তিময় ॥ ১৫৯ ॥
আচার্যঠাকুর নরোত্তম গণসনে।
প্রতিদিন কীর্তনে বিহ্বল শ্রীঅঙ্গনে ॥ ১৬০ ॥

শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর বিদায়-গ্রহণ—

একদিন শ্রীনিবাসাচার্য মৃদুভাষে।
শ্রীনরোত্তমের প্রতি কহে স্নেহাবেশে ॥ ১৬১ ॥
"শ্যামানন্দ-সহ কালি প্রাতে শীঘ্র করি'।
পদ্মাবতী পার হৈয়া যাইব বুধরি ॥ ১৬২ ॥
যাজিগ্রামে শ্যামানন্দে বিদায় করিব।
বিষ্ণুপুর গিয়া যাজিগ্রামেতে আসিব ॥ ১৬৩ ॥
পাঠাব সংবাদপত্রী, তুমিহ ত্বরায়।
ঈশ্বরীগমন-পত্রী পাঠা'বে আমায় ॥ ১৬৪ ॥
শ্রীঈশ্বরী যাইবেন যেই পথ দিয়া।
তোমরা যাইবা সঙ্গে সে পথে লইয়া ॥" ১৬৫ ॥
ঐছে কত কহি' প্রাতে অধৈর্য-হিয়ায়।
মঙ্গল আরাত্রিক দেখি' হইলা বিদায় ॥ ১৬৬ ॥
গমন-কালেতে যে হইল পরস্পরে।
তাহা কহিতেই হিয়া না জানি কি করে ॥ ১৬৭ ॥
নরোত্তম-বিলাসে এ বর্ণিব বিস্তারি।
পদ্মাবতী পার হইয়া গেলেন বুধরি ॥ ১৬৮ ॥
এথা রামচন্দ্র শ্রীঠাকুর মহাশয়।
বিচ্ছেদে ব্যাকুল হইলেন অতিশয় ॥ ১৬৯ ॥
নিজগণ-সহ সদা প্রভুর প্রাঙ্গণে।
সঙ্কীর্তনে মত্ত,—দিবানিশি নাহি জানে ॥ ১৭০ ॥
কত শত পাষণ্ডীরে অনুগ্রহ করি'।
করয়ে প্রভুর প্রেমভক্তি অধিকারী ॥ ১৭১ ॥
এসব প্রসঙ্গে যা'র হয় গাঢ় রতি।
প্রভুপদে জন্মে তা'র নির্মল ভকতি ॥ ১৭২ ॥
শ্রীনিবাস-আচার্যচরণ চিন্তা করি'।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥ ১৭৩ ॥

ইতি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিরত্নাকরে শ্রীনরোত্তমালয়ে মহামহোৎসব শ্রীজাহ্নবা-বৃন্দাবনযাত্রাদি-বর্ণনং নাম দশমস্তরঙ্গঃ ॥ ১০ ॥

একাদশ তরঙ্গ

কথাসার—এই তরঙ্গে শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর ব্রজমণ্ডল-দর্শনানন্তর খেতরী, একচক্রা, কাটোয়া, যাজিগ্রাম, শ্রীখণ্ড, নদীয়া, শ্রীধাম-মায়াপুর, অম্বিকা প্রভৃতি হইয়া খড়দহে প্রত্যাবর্তন বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীজাহ্নবাদেবী খেতরী হইতে বৃন্দাবন-গমনপথে একটি বৃহৎ গ্রামে পাষণ্ড ও দস্যুগণের উদ্ধার করেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল গোপালভট্ট, শ্রীল ভূগর্ভ, শ্রীল লোকনাথ, শ্রীল শ্রীজীব, শ্রীল মধুপণ্ডিত প্রমুখ গোস্বামিবৃন্দ শ্রীঈশ্বরীর সম্বর্ধনা করেন। ঈশ্বরী গোস্বামিগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথ দর্শন করেন এবং বৈষ্ণবগণবেষ্টিত হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে গমন করেন। তথায় সদা নামসঙ্কীর্তনে নিরত, ক্ষীণতনু শ্রীল দাসগোস্বামীর সহিত ঈশ্বরীর সাক্ষাৎকার হয়। তিনি দুই তিন দিবস শ্রীকুণ্ডে অবস্থান করেন এবং কুণ্ডতীরে বংশী-ধ্বনি শ্রবণ ও শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের দর্শনলাভ করিয়া ভাবাবিষ্ট হন। অতঃপর তিনি নন্দগ্রামাদি পরিদর্শন করেন। শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর ইচ্ছাক্রমে শ্রীজীব গোস্বামিপাদ শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃত পাঠ করেন। তচ্ছ্রবণে ঈশ্বরীর প্রেমাবেশ হয়। বৈষ্ণবগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি বনভ্রমণে বহির্গত হন। ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমণান্তে তিনি গৌড়দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া খেতরীগ্রামে ৩।৪ দিবস অবস্থান করেন। অতঃপর বুধরি হইয়া একচক্রা-গ্রামে গমন পূর্বক শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বাল্যলীলা প্রভৃতি শ্রবণ করেন এবং ভাবনেত্রে সুবর্ণময় একচক্রা-গ্রামে শ্রীনিত্যানন্দ-ভবনে শ্বশুর-শাশুড়ী-দাসদাসী-বেষ্টিত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দর্শন লাভ করেন। তৎপরে কাটোয়ায় গমন করেন। এই স্থানে শ্রীযদুনন্দন এবং শ্রীনিবাস আচার্যও ঈশ্বরীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। কাটোয়া হইতে আচার্যের প্রার্থনায় ঈশ্বরী যাজিগ্রামে গমন করেন। তথায় শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ এবং শ্রীখণ্ডের শ্রীল রঘুনন্দন আসিয়া ঈশ্বরীর সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ঈশ্বরীর আজ্ঞায় শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। অতঃপর দেবী শ্রীখণ্ডে গমন করেন এবং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হন। শ্রীখণ্ড হইতে তিনি প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করেন। এই স্থানে মহাপ্রভুর বৃদ্ধভৃত্য ঈশান এবং অন্যান্য ভক্তবৃন্দ ঈশ্বরীর সম্বর্ধনা করেন। দিবসদ্বয় অবস্থানানন্তর অম্বিকা হইয়া উদ্ধারণ দত্তের আলয়ে গমন করেন। তথা হইতে খড়দহে প্রত্যাবর্তন-পূর্বক শ্রীবীরভদ্র প্রভু ও শ্রীবসুধাদেবীর নিকট ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বর্ণন করেন।

জয় গৌরচন্দ্র প্রভু ভক্তপ্রাণপতি।
জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির গতি ॥ ১ ॥
জয় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য জগতে পূজিত।
জয় গদাধর, জয় শ্রীবাস পণ্ডিত ॥ ২ ॥
জয় সনাতন, রূপ রসের আলয়।
জয় লোকনাথ, শ্রীগোপাল প্রেমময় ॥ ৩ ॥
জয় শ্রীনিবাস, নরোত্তম রামচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীগৌরচন্দ্রের ভক্তবৃন্দ ॥ ৪ ॥
জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়।
এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥ ৫ ॥
শ্রীখেতরী-গ্রামে মহা-মহোৎসব হৈল।
এ সকল কথা সর্ব দেশেতে ব্যাপিল ॥ ৬ ॥
মহোৎসব-অন্তে অন্যদেশী লোকগণ।
নিজ-নিজালয়ে সবে করিলা গমন ॥ ৭ ॥
শ্রীখেতরী-গ্রামেতে লোকের নাই অন্ত।
ভক্তিরসে মগ্ন সে সকল ভাগ্যবন্ত ॥ ৮ ॥
গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত আদি প্রভুগণে।
দেখি' লোক উল্লাসে আপনা নাহি জানে ॥ ৯ ॥
নানা দ্রব্য আনে সব সুকৃতি মানিয়া।
প্রভুগণে অর্পয়ে পূজক হর্ষ হৈয়া ॥ ১০ ॥
শ্রীপ্রভুগণের সেবা-নিয়ম-বিধান।
কহিতে কি জানি?—তায় জুড়ায় পরাণ ॥ ১১ ॥
আইসে যতেক লোক করিতে দর্শন।
ছাড়িয়া যাইতে নারে প্রভুর প্রাঙ্গণ ॥ ১২ ॥

প্রেমময় প্রভুর প্রাঙ্গণ মনোরম।
প্রাঙ্গণ-মহিমা ব্যক্ত কৈল নরোত্তম ॥ ১৩ ॥
কে বুঝিতে পারে নরোত্তমের অন্তর ?
প্রভুর প্রাঙ্গণ ধূলে সদাই ধূসর ॥ ১৪ ॥
নিজসৃষ্ট গান-নৃত্য-বাদ্য-প্রভেদেতে।
গন্ধর্ব বিস্ময়, তাহে উপমা কি দিতে ॥ ১৫ ॥

তথাহি শ্রীস্তবামৃতলহর্য্যাম্—

আনন্দমূর্চ্ছাবনিপাতভাতধূলীভরালঙ্কৃতবিগ্রহায়।
যদ্দর্শনং ভাগ্যভরেণ তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ॥
গন্ধর্বগর্বক্ষপণস্বলাস্য-বিস্মাপিতাশেষকৃতিব্রজায়।
স্বসৃষ্টগান-প্রথিতায় তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥

অন্বয়। ভাগ্যভরেণ (অতিভাগ্যেন) যদ্দর্শনং (যস্য দর্শনং ভবতি) তস্মৈ আনন্দমূর্চ্ছাবনিপাতভাতধূলীভরালঙ্কৃত-বিগ্রহায় (আনন্দেন হেতুনা মূর্চ্ছা তয়া অবনৌ পাতঃ পতনং তেন পতনেন ভাতঃ প্রকাশিতঃ ধূলীভরেণ ধূলি-রাশিনা অলঙ্কৃতঃ বিগ্রহো দেহো যস্য তাদৃশায়) শ্রীল-নরোত্তমায় নমো নমঃ (পুনঃপুনঃ নমস্কৃতির্ভবতু)। গন্ধর্ব-গর্বক্ষপণস্বলাস্যবিস্মাপিতাশেষ-কৃতিব্রজায় (গন্ধর্বাণাং গর্বঃ তস্য ক্ষপণং নিরাসকং স্বলাস্যং স্বীয়-মধুরনৃত্যং তেন বিস্মাপিতঃ বিস্ময়ং প্রাপিতঃ অশেষাণাং সকলানাং কৃতীনাং কুশলানাং ব্রজঃ সমূহঃ যেন তাদৃশায়) স্বসৃষ্ট-গান-প্রথিতায় (নিজ-রচিতেন গানেন বিখ্যাতায়) তস্মৈ শ্রীল-নরোত্তমায় নমঃ নমঃ (বারংবারং নমস্কারোঽস্তু) ॥ ১৬-১৭ ॥

অনুবাদ। শ্রীস্তবামৃতলহরীতে—অতি সৌভাগ্যবশতঃ যাঁহার দর্শন লাভ হয়, যাঁহার দেহ প্রেমানন্দজনিত মূর্চ্ছায় পৃথিবীতে পতিত হইয়া ধূলিরাশি-দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া শোভা পায়, সেই শ্রীল নরোত্তমকে পুনঃ-পুনঃ নমস্কার। যাঁহার মধুর নৃত্য গন্ধর্বগণের গর্ব দূর করে এবং সকল নৃত্য-কলাকুশলগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করে, যিনি স্বরচিত গান-দ্বারা বিখ্যাত, সেই শ্রীল নরোত্তম প্রভুকে বার-বার নমস্কার করি ॥ ১৬-১৭ ॥

পূর্ণিমা-রজনীতে শ্রীল নরোত্তমের কীর্ত্তনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অলৌকিক-লীলা—

প্রিয় রামচন্দ্র আর গোকুলাদি-সনে।
সদা নানা রস আস্বাদয়ে সংকীর্ত্তনে ॥ ১৮ ॥
পূর্ণিমা-রজনী পূর্ণচন্দ্রের উদয়।
কহি—সে দিবস যৈছে রস আস্বাদয় ॥ ১৯ ॥
প্রথমে অদ্ভুত বাদ্যামৃত প্রকাশিয়া।
গায় রাসলীলারসে নিমগ্ন হইয়া ॥ ২০ ॥
দেবাদি মোহিত গীতবাদ্য-প্রভেদেতে।
গীতজ্ঞের শিরোমণি নারে স্থির হৈতে ॥ ২১ ॥
অকস্মাৎ চতুর্দিক হইল উজ্জ্বল।
মেঘে বিদ্যুৎ-প্রায় তেজ প্রকাশে নির্মল ॥ ২২ ॥
তিলে তিলে ব্যাপয়ে সৌগন্ধি চমৎকার।
নূপুর কিঙ্কিণী-ধ্বনি হয় অনিবার ॥ ২৩ ॥
সঙ্কীর্তন-স্থলে ঐছে হৈল অলক্ষিত।
অন্তর্ধান হৈতে সবে হইলা মূর্চ্ছিত ॥ ২৪ ॥
রামচন্দ্র, নরোত্তম ভাসে নেত্রজলে।
দেবিদাস, গোকুলাদি লোটায় ভূতলে ॥ ২৫ ॥
প্রিয়াসহ কৃষ্ণের এ অলৌকিক-লীলা।
জানি সবে কৃষ্ণের ইচ্ছায় স্থির হৈলা ॥ ২৬ ॥

শ্রীবৃন্দাবন-গমন-পথে স্থানে স্থানে শ্রীজাহ্নবা-দেবীর জীব-প্রতি দয়া-প্রকাশলীলা—

নরোত্তম, রামচন্দ্র গুণের আলয়।
নির্জনে বসিয়া কৃষ্ণচরিত্রাস্বাদয় ॥ ২৭ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী গমন চিন্তা করে।
বাহ্যে ধৈর্য প্রকাশয়ে অধৈর্য অন্তরে ॥ ২৮ ॥
বৃন্দাবন যাইতে যে ঈশ্বরীর ক্রিয়া।
সে সকল বর্ণিতে নারিয়ে বিস্তারিয়া ॥ ২৯ ॥
তথাপি যে কহি কিছু সাধুমুখে শুনি।
ঈশ্বরীর ভক্তিদানে ধন্য এ ধরণী ॥ ৩০ ॥
একদিন এক বৃহৎ গ্রাম-মধ্যে যাই।
ঈশ্বরীর ইচ্ছা হৈল রহিতে তথাই ॥ ৩১ ॥
সেই গ্রামে সে দিবস করিলেন স্থিতি।
চিন্তয়ে লোকের হিত দেখি' লোকরীতি ॥ ৩২ ॥
সে গ্রামের লোক মহাপাষণ্ড দুর্জয়।
বৈষ্ণবচরণে করে বিদ্রূপাতিশয় ॥ ৩৩ ॥
সন্ধ্যা-সময়েতে মহা-ভাগবতগণ।
করেন শ্রীঈশ্বরীর চরণ বন্দন ॥ ৩৪ ॥

তাহা দেখি' হাসিয়া পাষণ্ডিগণ কয়।
ইহো বিপ্রপত্নী—মোর মনে লয় ॥ ৩৫ ॥
কেহ কহে,—"এ গুলার নাহি কুন জ্ঞান।
মনুষ্যে প্রণমে, দেবে না করে প্রণাম" ॥ ৩৬ ॥
কেহ কহে,—"চণ্ডীকৃপা করিলে সে হয়"।
কেহ কহে,—"চণ্ডীকৃপা অজ্ঞে কি বুঝয় ॥ ৩৭ ॥
বিপ্রপত্নী, বিপ্র কি না প্রণমে চণ্ডীরে?
এ-গুলার অপরাধ হৈল চণ্ডীদ্বারে" ॥ ৩৮ ॥
এত কহি' হাসি' হাসি' পাষণ্ডীর গণ।
চণ্ডীর মন্দিরে গিয়া করে আস্ফালন ॥ ৩৯ ॥
প্রণমিয়া চণ্ডীরে কহয়ে বার বার।
—"অদ্য রাত্রে এ-গুলার করিবে সংহার ॥ ৪০ ॥
যদি কায়মনোবাক্যে পূজয়ে চরণ।
তবে রক্ষা করি' দিবে চরণে শরণ ॥" ৪১ ॥
এত কহি' পাষণ্ডি-সকল ঘরে গেলা।
করিতে শয়ন সবে নিদ্রাগত হৈলা ॥ ৪২ ॥
পাষণ্ডীর বাক্যে চণ্ডী হৈলা ক্রোধময়।
কাঁপে ওষ্ঠাধর, রক্তবর্ণ নেত্রদ্বয় ॥ ৪৩ ॥
স্বপ্নচ্ছলে মহা-তীক্ষ্ণ খড়্গ হস্তে লৈয়া।
পাষণ্ডিগণের প্রতি কহেন গর্জিয়া ॥ ৪৪ ॥
—"ওরে রে পাষণ্ড! দুঃখ নহে সম্বরণ।
অদ্য তো-সবার মুণ্ড করিব ছেদন ॥ ৪৫ ॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া আপনা খাইলি।
সর্বারাধ্য ভাগবতগণে নিন্দা কৈলি ॥ ৪৬ ॥
বিপ্রপত্নী কহি যাঁ'রে কৈলি হেয় জ্ঞান।
ওরে দুষ্ট পাষণ্ড! না জান তত্ত্ব তা'ন ॥ ৪৭ ॥
মোর শিরোধার্যা এই, সবার পূজিতা।
নিত্যানন্দ-বলরামচন্দ্রের বনিতা ॥ ৪৮ ॥
'জাহ্নবা ঈশ্বরী'—নাম অতি সুমধুর।
এ-নাম-গ্রহণে ভবভয় হয় দূর ॥ ৪৯ ॥
প্রভু নিত্যানন্দপ্রিয়া করুণার মূর্তি।
নিজ-গুণে জীবে বিতরয়ে প্রেমভক্তি ॥ ৫০ ॥
কেবা না বন্দয়ে সদা পাদপদ্মদ্বয়।
সবে গায় সুযশ, নিবারে তাপত্রয় ॥ ৫১ ॥

তথাহি—

নিত্যানন্দপ্রিয়াং প্রেমভক্তিরত্নপ্রদায়িনীম্।
শ্রীজাহ্নবেশ্বরীং বন্দে তাপত্রয়নিবারিণীম্ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ। ত্রিতাপনিবারিণী, প্রেমভক্তিরত্নপ্রদায়িনী, নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয়া শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর বন্দনা করি ॥ ৫২ ॥

যদি অনুগ্রহ করে তো-সবার প্রতি।
তবে সে কল্যাণ, নহে হইব দুর্গতি ॥ ৫৩ ॥
তাঁ' সবার শরণ লইলে রক্ষা পা'বে।
নহিলে আমার হাতে কেহ না এড়া'বে ॥ ৫৪ ॥
এত কহি' অদর্শন হৈতে সে সবার।
হৈল নিদ্রাভঙ্গ, ভয়ে কাঁপে অনিবার ॥ ৫৫ ॥
আপনা' ধিক্কারে প্রাতে কাতর হইয়া।
মহান্তগণের পায় পড়ে লোটাইয়া ॥ ৫৬ ॥
নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া কহে বারে বারে।
—"কৈলু অপরাধ, রক্ষা কর মো সবারে ॥ ৫৭ ॥
পাষণ্ড-উদ্ধারহেতু এ-পথে গমন।
ঘুচাহ দুর্দৈব, মোরা লইনু শরণ ॥ ৫৮ ॥
ঈশ্বরী প্রসন্ন তোমাদের প্রসন্নেতে।
তোমরা সে-পদে ভক্তি পার দিতে নিতে ॥ ৫৯ ॥
তাঁ'র তত্ত্ব জানিতে কি শক্তি মো-সবার?
এত যে কহিয়ে সে কেবল কৃপা তাঁ'র ॥ ৬০ ॥
নহিলে কি মো-সবার ঐছে বুদ্ধি হয়?
সে-চরণে আত্ম সমর্পিলু সুনিশ্চয় ॥ ৬১ ॥
পাষণ্ডী অসুর মোরা জানে সর্বজনে।
ঘুষিবে সুযশ উদ্ধারিলে দুষ্টগণে ॥" ৬২ ॥
এত কহি' ভূমে প্রণময়ে বারে বারে।
দেখি' প্রভুগণ কৃপা কৈল তা' সবারে ॥ ৬৩ ॥
শ্রীঈশ্বরী অনুগ্রহ কৈলা অতিশয়।
পাষণ্ডিগণের হৈল উল্লাস হৃদয় ॥ ৬৪ ॥
দুই চারি দিন সেই গ্রামেতে রহিয়া।
যাত্রা কৈলা পাষণ্ডীরে কৃতার্থ করিয়া ॥ ৬৫ ॥
পাষণ্ডি-সকল ভক্তিরসে মগ্ন হৈলা।
হৈল ভক্তিময় যে এ-সব সঙ্গ কৈলা ॥ ৬৬ ॥

ঐছে এক দিন এক গ্রাম-সন্নিধানে।
রহিলেন নদীর তীরেতে দিব্য-স্থানে॥ ৬৭ ॥
সেই গ্রামে দস্যু দুই যবন দুর্জয়।
নির্জনে বসিয়া নিজগণ-প্রতি কয় ॥ ৬৮ ॥
—"নানা রত্ন আছে এই গৌড়ীয়ার স্থানে।
হরিব সে সব, সজ্জ হও সাবধানে॥" ৬৯ ॥
নানা শস্ত্র লৈয়া সবে শীঘ্র সজ্জ হৈলা।
প্রথমে জানিতে তত্ত্ব দূত পাঠাইলা ॥ ৭০ ॥
দূত আসি' কহে,—"করি' নাম-সঙ্কীর্তন।
গৌড়ীয়-সকল এবে করিলা শয়ন॥ ৭১ ॥
দ্বিতীয় প্রহর প্রায় হইল রজনী।
এবে গেলে কার্যসিদ্ধি হবে—হেন জানি" ॥ ৭২ ॥
শুনি' দস্যুরাজ মহাভয়ঙ্কর বেশে।
নিজগণ লৈয়া চলে মনের উল্লাসে ॥ ৭৩ ॥
মহাবেগগতি তথা করিতে পয়ান।
অতি অল্পদূর পথ হয় অফুরাণ॥ ৭৪ ॥
কুবুদ্ধি-প্রযুক্ত কিছু বুঝিতে নারিল।
চলিতে চলিতে নিশা প্রভাত হইল॥ ৭৫ ॥
রজনী-প্রভাত দেখি' ভয় পা'য়া মনে।
দস্যুরাজ কহে নিজ-পরিকরগণে॥ ৭৬ ॥
—"দেখহ সকলেই কি অসম্ভব হৈল।
তথাই আইয়ে যথা হৈতে যাত্রা কৈল ॥ ৭৭ ॥
হৈল দৃষ্টি যেন গৌড়ীয়ার পাশে গেলু।
সে কেবল ভ্রম—রাত্রি হাঁটিয়া মরিলু ॥ ৭৮ ॥
তিলে তিলে মোর চিত্তে বাঢ়ে এই ত্রাস।
গৌড়ীয়া গোসাঞীর কোপে হবে সর্বনাশ॥ ৭৯ ॥
তাহাতে মানহ সবে আমার বচন।
আজ হৈতে দস্যুবৃত্তি ছাড় সর্বজন॥ ৮০ ॥
কৈলু পাপ অনেক—নাহিক অন্ত তা'র।
যমের যাতনা হৈতে নাহিক নিস্তার॥ ৮১ ॥
চল, চল, গৌড়ীয় গোসাঞীর বরাবরে।
করিব অবশ্য অনুগ্রহ মো-সবারে॥" ৮২ ॥
এত কহি' দস্যুবেশ পরিত্যাগ করি'।
চলিলা কাতরে যথা আছেন ঈশ্বরী॥ ৮৩ ॥

মহান্তগণের করিতেই সন্দর্শন।
হৈল দস্যুগণের পরম শুদ্ধ মন॥ ৮৪ ॥
ভূমিতে পড়িয়া সবে করিয়া ক্রন্দন।
অত্যন্ত কাতরে করে আত্মনিবেদন॥ ৮৫ ॥
—"এ-দেশে প্রসিদ্ধ মোরা দস্যু দুরাচার।
অনুগ্রহ কর, যশ ঘুষুক সংসার॥" ৮৬ ॥
এত কহি' আর কিছু কহিতে না পারে।
নেত্রে বারিধারা বহে, ব্যাকুল অন্তরে ॥ ৮৭ ॥
শ্রীঈশ্বরী দেখি' দয়া উপজিল মনে।
গণসহ অনুগ্রহ কৈল দস্যুগণে॥ ৮৮ ॥
সর্বত্র ব্যাপিল দস্যুগণের উদ্ধার।
তথা হৈতে চলে যৈছে নারি বর্ণিবার॥ ৮৯ ॥

শ্রীঈশ্বরীর মথুরায় আগমন—

কথো দিনে মথুরায় করিলা প্রবেশ।
দেখিয়া মথুরাপুরী উল্লাস অশেষ॥ ৯০ ॥
মাথুর ব্রাহ্মণগণে করিয়া সম্মান।
করিলা বিশ্রামঘাটে যমুনা-সিনান॥ ৯১ ॥
অকস্মাৎ শুনি' ঈশ্বরীর আগমন।
আইলা শীঘ্র মথুরার ভাগবতগণ॥ ৯২ ॥
ঈশ্বরীদর্শনে সিক্ত নেত্রের ধারায়।
মহান্তগণেরে দেখি' বিহ্বল হিয়ায়॥ ৯৩ ॥
পরস্পর হৈল যৈছে প্রেম-আচরণ।
নেত্র ভরি' দেখিলেন ভাগ্যবন্তগণ॥ ৯৪ ॥
মাথুর ব্রাহ্মণ মহাহর্ষে সেই ক্ষণে।
গমন-সংবাদ পাঠাইলা বৃন্দাবনে॥ ৯৫ ॥
তথা হৈতে লৈয়া গেলা অপূর্ব বাসায়।
সে দিবস সকলে রহিলা মথুরায়॥ ৯৬ ॥

মথুরা হইতে বৈষ্ণবগণ-সঙ্গে শ্রীঈশ্বরীর বৃন্দাবনে গমন—

বরাহ, কেশবদেবে করিয়া দর্শন।
প্রাতঃকালে কৈল বৃন্দাবনেতে গমন॥ ৯৭ ॥
মথুরার সকল বৈষ্ণব সঙ্গে চলে।
যে দেখে সে শোভা তা'র আনন্দ উথলে॥ ৯৮ ॥

গোস্বামি-সকল শীঘ্র বৃন্দাবন হৈতে।
আইসেন মহাহর্ষে আগুসরি নিতে ॥ ৯৯ ॥
অক্রুর-স্থানেতে আসি' দেখে সর্বজন।
অতি অল্পদূরে ঈশ্বরীর আগমন ॥ ১০০ ॥
গোস্বামিগণের আগমন দূরে হেরি'।
শ্রীপরমেশ্বরীদাসে কহেন ঈশ্বরী ॥ ১০১ ॥
—"এই আইসেন যত ভাগবতগণ।
কি নাম কাঁহার মোরে করাহ শ্রবণ ॥" ১০২ ॥
শ্রীপরমেশ্বরীদাস ঈশ্বরী-আদেশে।
জানায়েন অঙ্গুলি-ভঙ্গিতে মৃদুভাষে ॥ ১০৩ ॥
—"ইহ শ্রীগোপাল ভট্ট গৌরপ্রেমময়।
এই শ্রীভূগর্ভ, লোকনাথ গুণালয় ॥ ১০৪ ॥
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, এ কৃষ্ণ পণ্ডিত।
শ্রীমধুপণ্ডিত, ইহ শ্রীজীব বিদিত ॥" ১০৫ ॥
ঐছে সকলের নাম, ক্রিয়া জানাইল।
শুনি' ঈশ্বরীর মহা আনন্দ বাড়িল ॥ ১০৬ ॥
ঈশ্বরী-নিকটে আসি' গোস্বামি-সকলে।
পরম আনন্দে প্রণমিল মহীতলে ॥ ১০৭ ॥
জাহ্নবা ঈশ্বরী প্রেমভক্তি-মূর্তিমতী।
আপনা মানয়ে লঘু—কে বুঝে সে রীতি ॥ ১০৮ ॥
গোস্বামিগণের প্রেমচেষ্টা নিরখিয়া।
কৈল যে মনেতে অতি অধৈর্য হইয়া ॥ ১০৯ ॥
গোস্বামি-সকল হইলেন সশঙ্কিত।
শ্রীভক্তিদেবীর এই অলৌকিক রীত ॥ ১১০ ॥
কৃষ্ণদাস সরখেল, মাধব আচার্য।
শ্রীপরমেশ্বরীদাস আদি মহা আর্য ॥ ১১১ ॥
এ সকল-সহ যৈছে গোস্বামী সবার।
হইল মিলন—কি বর্ণিব মুই ছার ? ১১২ ॥
প্রেমাবিষ্ট হৈয়া যে কহিল পরস্পরে।
সে সকল শুনিতে কেবা বা ধৈর্য ধরে ॥ ১১৩ ॥
শ্রীপরমেশ্বরী আচার্যের শিষ্যগণে।
গোস্বামি-সকলে মিলায়েন হর্ষমনে ॥ ১১৪ ॥
অতিস্নেহে কহে,—"নাম গোবিন্দ ইহান্।
ভক্তিরসপাত্র, সর্ব বৈষ্ণবের প্রাণ ॥ ১১৫ ॥
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব সেনের নন্দন।
প্রিয় রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হন" ॥ ১১৬ ॥
শুনি' শ্রীগোপালভট্ট আদি হর্ষ হৈয়া।
কৈল আলিঙ্গন অতি স্নেহ প্রকাশিয়া ॥ ১১৭ ॥
ভগবান্ কবিরাজাদির পরিচয়ে।
কৈল যে স্নেহানুগ্রহ—কহিল না হয়ে ॥ ১১৮ ॥
সকলে অক্রুর-স্থানে করিয়া গমন।
শ্রীবিগ্রহ গোপীনাথে করিলা দর্শন ॥ ১১৯ ॥
শ্রীঈশ্বরী-অগ্রেতে শ্রীজীব নিবেদয়।
—"অক্রুরের স্থান এ' নির্জন অতিশয় ॥ ১২০ ॥
লোক ভিড়ে প্রভু না রহিয়া বৃন্দাবনে।
করিতেন ভিক্ষা এথা আসি' এইখানে ॥" ১২১ ॥
শুনি' শ্রীঈশ্বরী সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে।
ত্যজি' দীর্ঘশ্বাস প্রণময়ে সেই স্থলে ॥ ১২২ ॥
প্রণমে অধৈর্য হৈয়া ভাগবতগণ।
প্রভু-অলৌকিক-লীলা করিয়া স্মরণ ॥ ১২৩ ॥
চলয়ে সকলে শ্রীঈশ্বরী অগ্রে লৈয়া।
হৈল মহানন্দ বৃন্দাবনে প্রবেশিয়া ॥ ১২৪ ॥
বৃন্দাবনশোভা দেখি' জাহ্নবা ঈশ্বরী।
হইলেন যৈছে তাহা বর্ণিতে না পারি ॥ ১২৫ ॥
পূর্বেই শ্রীজীব বাসা স্থির কৈল যথা।
সবা-সহ জাহ্নবা ঈশ্বরী গেলা তথা ॥ ১২৬ ॥
বাসায় সবার স্থিতি হৈল যেন মতে।
যে সুখ ব্যাপিল তাহা নারি বিস্তারিতে ॥ ১২৭ ॥
শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহনে।
সেবাযুক্ত বৈষ্ণবের চেষ্টা কেবা জানে ? ১২৮ ॥
সকলেই শ্রীপ্রভুর সেবা সমাধিয়া।
ঈশ্বরী দর্শন কৈলা বাসায় আসিয়া ॥ ১২৯ ॥
কৃষ্ণদাস সরখেল-আদি সবা সনে।
হইল মিলন—কিবা প্রেমানন্দ-মনে ॥ ১৩০ ॥
কিবা স্ত্রী পুরুষ ব্রজবাসী শত শত।
আইসে দর্শনে—আর্তি কে কহিবে কত ? ১৩১ ॥
শ্রীগোপালভট্ট-আদি বিদায় হইয়া।
গেলেন বাসায় সবে শ্রীজীবে রাখিয়া ॥ ১৩২ ॥

রহিলেন শ্রীজীব ঈশ্বরী-সন্নিধানে।
পরম প্রবীণ যেঁহো সর্ব সমাধানে॥ ১৩৩॥
শ্রীগোপালভট্ট, লোকনাথ-আদি করি'।
কতক্ষণ পরে আইলা যথা শ্রীঈশ্বরী॥ ১৩৪॥
গোস্বামিগণেরে দেখি' ঈশ্বরী উল্লাসে।
"যাইব দর্শনে"—জানাইলা মৃদু ভাষে॥ ১৩৫॥
শুনি' ঈশ্বরীর বাক্য মহা-হর্ষ মনে।
ঈশ্বরীর সঙ্গে সবে চলিলা দর্শনে॥ ১৩৬॥
শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন।
শ্রীরাধাবিনোদ, আর শ্রীরাধারমণ॥ ১৩৭॥
রাধাদামোদর—এ সকল সন্দর্শনে।
যে প্রেম-আবেশ তা' বর্ণিব কুন জনে॥ ১৩৮॥
সঙ্গে যে আইল নানা বস্ত্র-আভরণ।
সর্বত্রই সকল করিলা সমর্পণ॥ ১৩৯॥
আপনা মানিয়া লঘু প্রকাশে যে ভক্তি।
বিস্তারিয়া সে সব বর্ণিতে নাই শক্তি॥ ১৪০॥

বৃন্দাবনের শ্রীগোস্বামিগণের নিকট শ্রীগোবিন্দের 'কবিরাজ'-উপাধি-লাভ—

সবা-সহ শ্রীঈশ্বরী বাসায় আসিয়া।
বসিলেন নিভৃতে সকলে বসাইয়া॥ ১৪১॥
শ্রীখেতুরী-গ্রামে যৈছে মহামহোৎসব।
মাধবাচার্যাদি-দ্বারে জানাইলা সব॥ ১৪২॥
শুনি' লোকনাথ-আদি গোস্বামি-সকলে।
পাইয়া পরমানন্দ ভাসে প্রেমজলে॥ ১৪৩॥
আর যে সকল কথা হৈল পরস্পরে।
তাহা না বর্ণিব গ্রন্থ-বাহুল্যের ডরে॥ ১৪৪॥
গোবিন্দের কাব্যামৃত করিতে শ্রবণ।
শ্রীপরমেশ্বরী দাস কৈল নিবেদন॥ ১৪৫॥
শুনি' গোবিন্দের কাব্য অতি মনোহর।
হইল সবার অতি উল্লাস অন্তর॥ ১৪৬॥
সবে কহে,—"কবিরাজ"-খ্যাতি যুক্ত হয়।
"শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ" বলি' প্রশংসয়॥ ১৪৭॥
ইথে শ্রীঈশ্বরী মহা উল্লসিত মনে।
কি বলিব—নিতি যে আনন্দ বৃন্দাবনে॥ ১৪৮॥
সর্বত্র ব্যাপিল ঈশ্বরীর আগমন।
পরম আনন্দে মগ্ন হৈলা বিজ্ঞগণ॥ ১৪৯॥

শ্রীজাহ্নবাদেবীর শ্রীরাধাকুণ্ডে আগমন ও শ্রীদাসগোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ—

শ্রীরাধিকা-কুণ্ডবাসী শ্রীদাস গোসাঞী।
শুনি' হর্ষ হৈলা,—চলিবারে সাধ্য নাই॥ ১৫০॥
শ্রীরূপ-বিচ্ছেদে সদা অধৈর্য হৃদয়।
অন্নাদি-বিহনে দেহ ক্ষীণ অতিশয়॥ ১৫১॥
নিয়মনির্বাহ যৈছে, যে চেষ্টা অন্তরে।
সে সব দেখিতে কা'র হিয়া না বিদরে॥ ১৫২॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ-আদি বহু জন।
প্রণমি' যাইতে কৈল আত্মনিবেদন॥ ১৫৩॥
গোপাল, রাঘব পণ্ডিতাদি এক সাথে।
চলে নন্দীশ্বর গোবর্ধনাদি হইতে॥ ১৫৪॥
সবে বৃন্দাবনে করি' ঈশ্বরী দর্শন।
জানাইলা দাস গোস্বামীর নিবেদন॥ ১৫৫॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর যে হৈল অন্তরে।
তাহা বিবরিয়া কে কহিতে শক্তি ধরে? ১৫৬॥
শ্রীগোপালভট্ট আদি গোস্বা-মিসকলে।
জানাইলা—"শ্রীকুণ্ড যাইব প্রাতঃকালে"॥ ১৫৭॥
সবে কহে,—"শ্রীকুণ্ডাদি করিয়া দর্শন।
শীঘ্র করি' এথা করিবেন আগমন॥ ১৫৮॥
শ্রম উপশম হইবেক ভালমতে।
তবে যাইবেন বন ভ্রমণ করিতে"॥ ১৫৯॥
ইহা শুনি' শ্রীঈশ্বরী উল্লসিত মনে।
চলিলেন শ্রীকুণ্ডে বেষ্টিত বিজ্ঞগণে॥ ১৬০॥
শ্রীকুণ্ডেতে গেলেন বহুলাবন দিয়া।
কুণ্ডশোভা দেখি' প্রেমে উমড়য়ে হিয়া॥ ১৬১॥
রঘুনাথ দাস গোস্বামীর স্থিতি যথা।
মনে এই—তাঁ'রে গিয়া দেখিবেন তথা॥ ১৬২॥
শ্রীদাস গোস্বামী সে নির্জন কুণ্ডতীরে।
করেন শ্রীনাম-গ্রহণাদি ধীরে ধীরে॥ ১৬৩॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ অগ্রেতে আসিয়া।
দাস গোস্বামীর আগে ছিলা দাঁড়াইয়া॥ ১৬৪॥

অবসর পাইয়া করয়ে নিবেদন।
—"শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর হৈল আগমন।" ১৬৫ ॥
শুনি' কি অদ্ভুত প্রেম ব্যাপিল হৃদয়ে।
আগুসরি চলে অশ্রুযুক্ত নেত্রদ্বয়ে॥ ১৬৬ ॥
শ্রীঈশ্বরী দেখে দাসগোস্বামি-গমন।
অতিশয় ক্ষীণ তনু, তেজ সূর্যসম ॥ ১৬৭ ॥
শ্রীঈশ্বরী-অন্তর বুঝিতে কেবা পারে?
ঝরে দুই নেত্রে বারি—নিবারিতে নারে॥ ১৬৮ ॥
শ্রীদাসগোস্বামী প্রণমিতে ধৈর্য ধরি'।
কৈল যে উচিত প্রেমময়ী শ্রীঈশ্বরী॥ ১৬৯ ॥
শ্রীঈশ্বরী-আগে দাসগোসাঞী যে কয়।
তাহা শুনি' কা'র বা না বিদরে হৃদয়? ১৭০ ॥
মাধব আচার্য-আদি সবার সহিতে।
মিলনে অদ্ভুত প্রেম উথলয়ে চিতে॥ ১৭১ ॥
কি অদ্ভুত অশ্রুধারা সবার নয়নে।
সকলেই স্থির হইলেন কতক্ষণে॥ ১৭২ ॥
আরিট-গ্রামের ব্রজবাসী লোকগণ।
সবে হর্ষ ঈশ্বরীর করিয়া দর্শন॥ ১৭৩ ॥
দিন তিন চারি রহি' শ্রীরাধাকুণ্ডেতে।
করিলেন পাকক্রিয়া পরম যত্নেতে॥ ১৭৪ ॥
কৃষ্ণে ভোগ সমর্পিয়া উল্লাস-অন্তরে।
ভুঞ্জাইলা ব্রজবাসী বৈষ্ণব সবারে॥ ১৭৫ ॥
প্রসাদ-সেবনে যে আনন্দ প্রেমোদয়।
কেবা না দেখিতে সাধ করে সে সময়॥ ১৭৬ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর অলৌকিক-রীতি।
কি বুঝিব? মো ছারের নাহি বুদ্ধিগতি॥ ১৭৭ ॥

শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীঈশ্বরীর অপূর্ব দর্শন-লাভ—

একদিন মধ্যাহ্ন-সময়ে কুণ্ডতীরে।
শুনি' সে বংশীর ধ্বনি স্থির হৈতে নারে॥ ১৭৮ ॥
কৌতুক দেখিল সে অন্য-অগোচর।
বিজ্ঞে বিস্তারিব এ প্রসঙ্গ মনোহর॥ ১৭৯ ॥
তথাপি কহিয়ে কিছু—ঈশ্বরী উল্লাসে।
বংশীধ্বনি শুনিয়া চাহয়ে চারি পাশে॥ ১৮০ ॥
কদম্বের তলে দেখে শ্যাম চিকনিয়া।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা কোটি কন্দর্প জিনিয়া॥ ১৮১ ॥
মন্দ মন্দ হাসি' সে মধুর বংশী বায়।
কে ধরে ধৈরয যা'তে জগৎ মাতায়॥ ১৮২ ॥
শ্রীরাধিকা ললিতাদি সখীগণ-সঙ্গে।
বেঢ়িয়াছে শ্যামলসুন্দরে মহারঙ্গে॥ ১৮৩ ॥
সে অদ্ভুত শোভা দেখি' জাহ্নবা ঈশ্বরী।
হইলা মূর্ছিত যৈছে কহিতে না পারি॥ ১৮৪ ॥
কতক্ষণে চেতন পাইয়া স্থির হৈলা।
নির্জনে এ রঙ্গ—অন্যে প্রকাশ না কৈলা॥ ১৮৫ ॥

শ্রীগোবর্ধনাদি-দর্শনান্তে শ্রীঈশ্বরীর বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন ও শ্রীবিগ্রহগণের সেবা—

যাইবেন শ্রীগোবর্ধনাদি-দর্শনেতে।
তাহা জানাইলা দাস গোস্বামী অগ্রেতে॥ ১৮৬ ॥
শ্রীদাসগোস্বামী ভূমে পড়ি' প্রণমিয়া।
দিলা অনুমতি দৈন্যে নিমগ্ন হইয়া॥ ১৮৭ ॥
শুনিতে সে দৈন্য কা'র হিয়া না বিদরে?
কি কহিব ঈশ্বরীর যে হৈল অন্তরে॥ ১৮৮ ॥
পরিচারিকাদি-মধ্যে জাহ্নবা ঈশ্বরী।
কুণ্ড হৈতে গোবর্ধনে গেলা ধীরি ধীরি॥ ১৮৯ ॥
গোবর্ধন, মানস-গঙ্গাদি-দর্শনেতে।
যে প্রেম-আবেশ তা'র উপমা কি দিতে॥ ১৯০ ॥
মাধব আচার্য-আদি অধৈর্য হইলা।
শ্রীজীবগোস্বামি-আদি সবে স্থির কৈলা॥ ১৯১ ॥
ঐছে নন্দগ্রামাদি দেখি' যে প্রেমাবেশ।
একমুখে বর্ণিতে না পারি তা'র লেশ॥ ১৯২ ॥
শ্রীঈশ্বরী-বেষ্টিত শ্রীভাগবতগণে।
অতি অল্প দিনে আইলেন বৃন্দাবনে॥ ১৯৩ ॥
শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন।
মহানন্দে এ তিনের করিলা দর্শন॥ ১৯৪ ॥
শ্রীরাধাবিনোদ আর শ্রীরাধারমণে।
করিয়া দর্শন বাসা আইলা হর্ষ-মনে॥ ১৯৫ ॥
কভু অন্ন-ব্যঞ্জনাদি যত্নে পাক করি'।
ভুঞ্জায়েন শ্রীগোবিন্দদেবে শ্রীঈশ্বরী॥ ১৯৬ ॥

কভু পাক করি' অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন।
মহানন্দে গোপীনাথে করান ভোজন ॥ ১৯৭ ॥
কভু শীঘ্র করি' পাক বিবিধ বিধানে।
ভুঞ্জায়েন কত সাধে মদনমোহনে ॥ ১৯৮ ॥
রাধাদামোদর, আর শ্রীরাধারমণ।
রাধাবিনোদেরে করাইলেন ভোজন ॥ ১৯৯ ॥
যৈছে শ্রীপ্রসাদ ভুঞ্জাইলা বৈষ্ণবেরে।
হৈল যে আনন্দ তাহা কে বর্ণিতে পারে ? ২০০ ॥

শ্রীঈশ্বরীর বনভ্রমণ-বৃত্তান্ত—

শুনিতে গোসাঞীর গ্রন্থ উৎকণ্ঠিত মন।
শ্রীজীব গোস্বামী করাইলেন শ্রবণ ॥ ২০১ ॥
বৃহদ্ভাগবতামৃতাদিক শ্রবণেতে।
হইলা বিহ্বল—প্রেমে নারে স্থির হৈতে ॥ ২০২ ॥
পরম দুর্লভ ভক্তি-অঙ্গে সাবধান।
দেখিতে সে ক্রিয়া কা'র না জুড়ায় প্রাণ ? ২০৩ ॥
কথেক দিবস পরে বৃন্দাবন হৈতে।
সবা-সহ চলিলেন বন-ভ্রমণেতে ॥ ২০৪ ॥
মধু, তাল, কুমুদ, বহুলা, কাম্যবন।
খদির, ভদ্র, ভাণ্ডীর, শ্রী, লৌহ-কানন ॥ ২০৫ ॥
মহাবন, বৃন্দাবন—এ দ্বাদশ বনে।
যে প্রেম প্রকাশ তা' দেখিল ভাগ্যবানে ॥ ২০৬ ॥
তথাপি কহিয়ে কিছু মনের উল্লাসে।
ঈশ্বরী গমন কৈলা গোবর্ধন-পাশে ॥ ২০৭ ॥
গোবর্ধন-পর্বত-সমীপ সুনির্জনে।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী চিন্তয়ে মনে মনে ॥ ২০৮ ॥
—"দুই ভাই এথা নিজ-নিজ-প্রিয়াসঙ্গে।
বসন্তসময়ে বিহরয়ে মহারঙ্গে ॥ ২০৯ ॥
এত চিন্তি' শ্রীঈশ্বরী স্থির হৈতে নারে।
বসন্তবিহার-স্থান দেখে বারে বারে ॥ ২১০ ॥
অকস্মাৎ হৈল দৃষ্টি শ্রীবসন্তরাস।
নিজ-নিজ প্রিয়াসহ দোঁহার বিলাস ॥ ২১১ ॥
রোহিণীনন্দন নিজ প্রিয়াগণ-সঙ্গে।
ফাগুখেলাদিক ক্রিয়া করে নানা রঙ্গে ॥ ২১২ ॥

যশোদানন্দন কৃষ্ণ রসের আলয়।
নিজ-প্রিয়াগণ-সঙ্গে রঙ্গে বিলসয় ॥ ২১৩ ॥
ফাগুখেলাদিক যৈছে কে পারে কহিতে ?
সে অদ্ভুত শোভার উপমা নাহি দিতে ॥ ২১৪ ॥
ভুবন মোহয়ে ঐছে লীলা নিরখিয়া।
পড়য়ে ধরণীতলে মূর্ছিত হইয়া ॥ ২১৫ ॥
কতক্ষণে স্থির হৈলা—কাহে না কহিল।
মনের আনন্দে তথা হইতে চলিল ॥ ২১৬ ॥
রামঘাটে যে আনন্দ কহিতে না পারি।
নিজ-প্রাণনাথে ঐছে দেখিলা ঈশ্বরী ॥ ২১৭ ॥
প্রেমাবেশে আত্ম-বিস্মরিত সে নির্জনে।
শ্রীরামের রাসক্রীড়া চিন্তে মনে মনে ॥ ২১৮ ॥
হইল অবশ অঙ্গ, ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
অকস্মাৎ হৈল দৃষ্টি শ্রীরাসবিলাস ॥ ২১৯ ॥
পরম প্রবীণা নিজ-প্রিয়াগণ-সঙ্গে।
বিলসে বলাই নৃত্যগীতাদিক রঙ্গে ॥ ২২০ ॥
শোভা দেখি' হইলেন আনন্দে মূর্ছিত।
কতক্ষণে স্থির হৈয়া চাহে চারি ভিত ॥ ২২১ ॥
যে ভাব অন্তরে তাহা অন্যে না জানিল।
সবা-সহ রামঘাট হইতে চলিল ॥ ২২২ ॥
যমুনার তীরে এক গ্রামেতে প্রবেশে।
জীবে দুঃখী দেখি' তথা করুণা প্রকাশে ॥ ২২৩ ॥
সেই গ্রামে বৈসে এক নিরীহ ব্রাহ্মণ।
বৃদ্ধকালে হৈল তা'র অপূর্ব নন্দন ॥ ২২৪ ॥
পৌগণ্ড-বয়সে সে পুত্রের মৃত্যু হৈল।
ভূমে লোটাইয়া বিপ্র কান্দিতে লাগিল ॥ ২২৫ ॥
মৃত পুত্র কোলে করি' কান্দে তা'র মায়।
দোঁহার কান্দনে দারু পাষাণ মিলায় ॥ ২২৬ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী দোঁহার কান্দনাতে।
করুণায় আর্দ্রচিত্ত নারে স্থির হৈতে ॥ ২২৭ ॥
ব্রাহ্মণের মৃতপুত্রে পরশিতে চায়।
'না স্পর্শিহ মৃত পুত্রে'—কহে তা'র মায় ॥ ২২৮ ॥
ঈশ্বরী কহেন,—"তুমি হও ব্রজবাসী।
হইব পবিত্র তুয়া তনয়ে পরশি" ॥ ২২৯ ॥

এত কহি' মৃতপুত্র-মাথে হাত দিতে।
পাইয়া চেতন শিশু চাহে চারিভিতে ॥ ২৩০ ॥
শ্রীজাহ্নবা-পাদপদ্মে করি' নমস্কার।
উঠিল বালক—হৈল উল্লাস সবার ॥ ২৩১ ॥
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী কহে পড়িয়া চরণে।
—"মৃতপুত্রে জিয়াইলা কৃপাবলোকনে ॥" ২৩২ ॥
ঈশ্বরী কহেন,—"দুঃখ দেখিয়া দোঁহার।
কৃষ্ণ জিয়াইল পুত্র—ইথে কি আমার" ॥ ২৩৩ ॥
ঐছে কত করুণা প্রকাশি' স্থানে স্থানে।
সবা-সহ আসি' প্রবেশিলা বৃন্দাবনে ॥ ২৩৪ ॥

শ্রীঈশ্বরীর প্রতি শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথের আদেশ—

খড়দহে প্রভু আজ্ঞা করিয়া স্মরণ।
মনে কৈল শীঘ্র গৌড়ে করিতে গমন ॥ ২৩৫ ॥
এক দিন শ্রীগোপীনাথের আগে গিয়া।
রাধাগোপীনাথে দেখি' রহে দাঁড়াইয়া ॥ ২৩৬ ॥
পরম কৌতুকে মনে মনে বিচারয়।
—"শ্রীরাধিকা কিছু উচ্চ হৈলে ভাল হয় ॥" ২৩৭ ॥
ইহা মনে করি' কা'রে কিছু না কহিলা।
শয়ন-আরতি দেখি' বাসায় আইলা ॥ ২৩৮ ॥
স্বপ্নচ্ছলে গোপীনাথ দিয়া দরশন।
শ্রীজাহ্নবা-প্রতি কহে মধুর বচন ॥ ২৩৯ ॥
—"আমি যৈছে উচ্চ তৈছে নহে মোর প্রিয়া।
হইয়াছে কৌতুক অসদৃশ নিরখিয়া ॥ ২৪০ ॥
গৌড়ে গিয়া শীঘ্র প্রিয়া প্রকাশি' পাঠা'বে।
বামে বসিবেন তেঁহ—ইহাও দেখিবে ॥" ২৪১ ॥
শ্রীরাধিকা হাসিয়া জাহ্নবা-প্রতি কয়।
—"না কর সঙ্কোচ, এ ইচ্ছাও মোর হয় ॥" ২৪২ ॥
ঐছে কত কহি' দোঁহে অদর্শন হৈতে।
নিদ্রাভঙ্গ হৈলে হর্ষে চাহে চারিভিতে ॥ ২৪৩ ॥
দেখিয়া প্রভাত নিশি উল্লাস অন্তরে।
অনুগ্রহ করি' কহে নয়ন-ভাস্করে ॥ ২৪৪ ॥
—"নিরন্তর গোপীনাথে করিবে ধিয়ান।
করিতে হইবে এক প্রেয়সী নির্মাণ ॥" ২৪৫ ॥
ঈশ্বরীর মনোবৃত্তি নয়ন জানিলা।
যৈছে নির্মাণিব তাহা চিত্তে স্থির কৈলা ॥ ২৪৬ ॥
ঈশ্বরী এ সব কথা গোপনে রাখিল।
গোপীনাথ ইহা অন্তঃপুরে প্রকাশিল ॥ ২৪৭ ॥
শ্রীগোপীনাথের ভঙ্গি বুঝা নাহি যায়।
স্বপ্নচ্ছলে পুষ্পমালা দিলা জাহ্নবায় ॥ ২৪৮ ॥
যে কৌতুক শ্রীগোবিন্দ মদনমোহনে।
তাহা বিস্তারিব কুন ভাগ্যবন্ত জনে ॥ ২৪৯ ॥

শ্রীঈশ্বরীর গৌড়মণ্ডলে প্রত্যাগমনার্থ বৃন্দাবনে সর্বত্র বিদায়-গ্রহণ—

শ্রীঈশ্বরী যাইবেন শ্রীগৌড়মণ্ডলে।
যাত্রা স্থির করিলেন গোস্বামি-সকলে ॥ ২৫০ ॥
হইল সর্বত্র ধ্বনি—জাহ্নবা ঈশ্বরী।
যাইবেন শ্রীগৌড়মণ্ডলে শীঘ্র করি' ॥ ২৫১ ॥
যথা যে বৈষ্ণবগণ ছিলেন নির্জনে।
সকলেই শীঘ্র আইলেন বৃন্দাবনে ॥ ২৫২ ॥
শ্রীঈশ্বরী হইলেন সর্বত্র বিদা।
ইহা বিচারিতে অতি ব্যাকুল হিয়ায় ॥ ২৫৩ ॥
শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহনে।
দেখিতে অদ্ভুত অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥ ২৫৪ ॥
শ্রীরাধাবিনোদ, রাধাদামোদর আর।
দেখি' রাধারমণে অধৈর্য অনিবার ॥ ২৫৫ ॥
গোপীশ্বরে দেখি' কি কহিল মনে মনে।
বৃন্দাদেবী-আদি সবে দেখে স্থানে স্থানে ॥ ২৫৬ ॥
রঘুনাথভট্ট, শ্রীপণ্ডিত কাশীশ্বর।
গোস্বামী শ্রীসনাতন, রূপ বিজ্ঞবর ॥ ২৫৭ ॥
এই চতুষ্টয়ের সমাধি নিরখিয়া।
করয়ে ক্রন্দন দুঃখে বিদরয়ে হিয়া ॥ ২৫৮ ॥
গৌরীদাস পণ্ডিতের সমাধি দেখিতে।
বহে বারিধারা নেত্রে নারে নিবারিতে ॥ ২৫৯ ॥
না জানিয়ে তথা কি দেখিয়া চমৎকার।
বড়ু গঙ্গাদাসে কি কহিল বার বার ॥ ২৬০ ॥
স্থির হৈলা বড়ু গঙ্গাদাসের কথায়।
তাঁ'র পরিচয় কিছু নিবেদি এথায় ॥ ২৬১ ॥

বড়ু গঙ্গাদাসের
পরিচয়—

ভদ্রাবতী নাম শ্রীজাহ্নবার জননী।
অতি পতিব্রতা সূর্যদাসের ঘরণী ॥ ২৬২ ॥
যাঁ'র ভক্তিরীত দেখি' সবার বিস্ময়।
গঙ্গাদাস তাঁ'র জ্যেষ্ঠ-ভগ্নীর তনয় ॥ ২৬৩ ॥
গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য প্রেমময়।
পণ্ডিতের অদর্শনে জীবন-সংশয় ॥ ২৬৪ ॥
স্বপ্নচ্ছলে যৈছে আজ্ঞা করিলা পণ্ডিত।
তৈছে শীঘ্র বৃন্দাবনে হৈল উপনীত ॥ ২৬৫ ॥
শ্রীধীরসমীরে নিজ-প্রভু-সন্নিধানে।
করয়ে প্রভুর সেবা রহয়ে নির্জনে ॥ ২৬৬ ॥
গোবর্ধন-আদি স্থান ভ্রমণ করিতে।
শুনিল শ্রীজাহ্নবা-গমন আচম্বিতে ॥ ২৬৭ ॥
বৃন্দাবনে আসি' কৈল ঈশ্বরী-দর্শন।
সংক্ষেপে কহিল গঙ্গাদাসের বিবরণ ॥ ২৬৮ ॥
শ্রীঈশ্বরী সর্বত্রই বিদায় হইতে।
কেহ শ্রীবিগ্রহ দিলা প্রিয়ার সহিতে ॥ ২৬৯ ॥
পাইয়া অপূর্ব মূর্তি মনের উল্লাসে।
সেবায় নিযুক্ত কৈলা বড়ু গঙ্গাদাসে ॥ ২৭০ ॥
বড়ু গঙ্গাদাসে অতি অনুগ্রহ কৈলা।
'সঙ্গে লৈয়া যাইবেন'—তাহা জানাইলা ॥ ২৭১ ॥
রজনী-প্রভাতে গৌড়ে করিব গমন।
হইলেন অত্যন্ত ব্যাকুল সর্বজন ॥ ২৭২ ॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ সতীর্থ সহিতে।
গোস্বামিগণের আগে গেলা সাবহিতে ॥ ২৭৩ ॥
সবার চরণে প্রণমিয়া বার বার।
হইতে বিদায়-নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ২৭৪ ॥
শ্রীগোপালভট্ট আলিঙ্গিয়া গোবিন্দেরে।
কহিল যে তাহা শুনি' কেবা ধৈর্য ধরে? ২৭৫ ॥
লোকনাথ গোস্বামী গোবিন্দেরে স্নেহ করি'।
নরোত্তমে কহিতে কহয়ে ধীরি ধীরি ॥ ২৭৬ ॥
—"শ্রীবিগ্রহসেবায় হইবে সাবধান।
কায়মনোবাক্যে করি' বৈষ্ণব-সম্মান ॥ ২৭৭ ॥
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের তিথি যত্নে আরাধিবে।
রামচন্দ্র-সহ ভক্তিরস আস্বাদিবে ॥ ২৭৮ ॥
শ্রীনিবাস-প্রতি এ কহিও সমাচার।"
এত কহি' কিছু না কহিতে পারে আর ॥ ২৭৯ ॥
ভূগর্ভ গোস্বামী নরোত্তম, শ্রীনিবাসে।
কহিতে যে কহিল তা' কহিতে না আসে ॥ ২৮০ ॥
শ্রীজীব কহয়ে স্নেহে—"কহিতে কি আর।
কহিও সবারে প্রেমালিঙ্গন আমার ॥ ২৮১ ॥
শ্রীনিবাসাচার্যে যেন দেখিবারে পাই।
মধ্যে মধ্যে পত্রী পাঠাইব তাঁ'র ঠাঁই ॥ ২৮২ ॥
বর্ণিলা যে গীতামৃত তাহা পাঠাইবা।
পাঠাইয়া দিবা পুনঃ আর যে বর্ণিবা।" ২৮৩ ॥
এত কহি' গোপাল বিরুদাবলী দিলা।
শ্রীরূপের স্বপ্নাদেশে যে গ্রন্থ বর্ণিলা ॥ ২৮৪ ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ-আদি বিজ্ঞগণ।
কহি' কত গোবিন্দে করিলা আলিঙ্গন ॥ ২৮৫ ॥
ভগবান্ কবিরাজ-আদি সর্বজনে।
প্রকাশিলা স্নেহ অতি গাঢ় আলিঙ্গনে ॥ ২৮৬ ॥
বিদায় হইয়া সবে গেলেন বাসায়।
পোহাইল নিশি অতি ব্যাকুল হিয়ায় ॥ ২৮৭ ॥
গোস্বামি-সকল অতি যত্নে ধৈর্য ধরি'।
আইলা ত্বরায় যথা জাহ্নবা ঈশ্বরী ॥ ২৮৮ ॥
কি নারী, পুরুষ যত ব্রজবাসিগণ।
সবে আইলেন, কারু স্থির নহে মন ॥ ২৮৯ ॥
কৃষ্ণদাস, মাধবাদি-সহ শ্রীঈশ্বরী।
যে ব্যাকুল হৈলা তাহা কহিতে না পারি ॥ ২৯০ ॥
বৃন্দাবন হৈতে গৌড়ে চলে শুভক্ষণে।
হইয়া বেষ্টিত মহাভাগবতগণে ॥ ২৯১ ॥
অক্রূর-স্থানেতে গিয়া জাহ্নবা ঈশ্বরী।
হইলা বিহ্বল বৃন্দাবনশোভা হেরি' ॥ ২৯২ ॥
সেইখানে শ্রীঈশ্বরী গোস্বামি-সকলে।
করয়ে বিদায় সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে ॥ ২৯৩ ॥
শ্রীভট্টগোস্বামি-আদি নারে স্থির হৈতে।
হইলা বিদায় যৈছে না পারি বর্ণিতে ॥ ২৯৪ ॥

বিদায়-সময়ে যত ব্রজবাসিগণ।
শ্রীজাহ্নবা-গুণ কহি' করয়ে ক্রন্দন ॥ ২৯৫ ॥
শ্রীঈশ্বরী-সঙ্গে যে-সকল মহাশয়।
পরস্পর বিদায়ে ব্যাকুল অতিশয় ॥ ২৯৬ ॥
শ্রীজীব গোস্বামি-আদি অধৈর্য হিয়ায়।
শ্রীঈশ্বরী-সঙ্গেই আইলেন মথুরায় ॥ ২৯৭ ॥
সে দিবস মথুরায় করিয়া বিশ্রাম।
মাথুর বিপ্রের কৈলা পরম সম্মান ॥ ২৯৮ ॥

গৌড়মণ্ডলে পৌঁছিয়া শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর প্রথমে খেতরিগ্রামে গমন

শ্রীজীবাদি সবে যত্নে বিদায় করিয়া।
তথা হৈতে চলিতে বিদীর্ণ হৈল হিয়া ॥ ২৯৯ ॥
শ্রীগৌড়মণ্ডলে প্রবেশিয়া কথোদিনে।
আইলা শ্রীখেতরিগ্রামের সন্নিধানে ॥ ৩০০ ॥
ঈশ্বরী-গমন-ধ্বনি সর্বত্র ব্যাপিল।
চতুর্দিকে লোক সব দেখিতে ধাইল ॥ ৩০১ ॥
রামচন্দ্র, নরোত্তম গণের সহিতে।
আইলা উল্লাসে সবে আগুসরি' নিতে ॥ ৩০২ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর দর্শন করিয়া।
প্রণময়ে বার বার ভূমে লোটাইয়া ॥ ৩০৩ ॥
নরোত্তম, রামচন্দ্রে দেখি' গণসহ।
শ্রীঈশ্বরী কৈলা অতিশয় অনুগ্রহ ॥ ৩০৪ ॥
নরোত্তম, রামচন্দ্র ভক্তিরসময়।
সর্বমহান্তেরে মহানন্দে প্রণময় ॥ ৩০৫ ॥
সবে রামচন্দ্রে, নরোত্তমে নিরখিয়া।
কৈল যে উচিত প্রেমে বিহ্বল হইয়া ॥ ৩০৬ ॥
শ্রীসন্তোষদত্ত-আদি ভাসি' প্রেমজলে।
করিল প্রণাম লোটাইয়া ভূমিতলে ॥ ৩০৭ ॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ-আদি সর্ব জন।
বন্দে রামচন্দ্র-নরোত্তমের চরণ ॥ ৩০৮ ॥
পরস্পর যে আনন্দ হৈল সে সময়।
তাহা এক মুখে কি কহিতে সাধ্য হয় ॥ ৩০৯ ॥
বৈষ্ণবে বেষ্টিত হৈয়া জাহ্নবা ঈশ্বরী।
শ্রীখেতরিগ্রামে প্রবেশিলা শীঘ্র করি' ॥ ৩১০ ॥

অতিলঘুপ্রায় গিয়া প্রভুর প্রাঙ্গণে।
প্রণমি জুড়ায় হিয়া প্রভুর দর্শনে ॥ ৩১১ ॥
সবাসহ কতক্ষণ প্রাঙ্গণে রহিয়া।
করিল বিশ্রাম পূর্ব বাসায় যাইয়া ॥ ৩১২ ॥
পৃথক্ পৃথক্ বাসা মহান্ত সবার।
সকল প্রস্তুত তথা যে প্রয়াস যা'র ॥ ৩১৩ ॥
পূর্বেই পরমানন্দে শ্রীসন্তোষ রায়।
রাখিয়াছিলেন নানা সামগ্রী বাসায় ॥ ৩১৪ ॥
পুনঃ আর নানা দ্রব্য যত্নেতে আনিল।
পরিচর্যাহেতু বহু লোক নিয়োজিল ॥ ৩১৫ ॥
ব্যাপিল পরমানন্দ খেতরিগ্রামেতে।
হইল বিপথ পথ লোক-গতায়াতে ॥ ৩১৬ ॥
ঈশ্বরী দর্শন, মহান্তের সন্দর্শনে।
কেবা কি করয়ে কারু স্মৃতি নাই মনে ॥ ৩১৭ ॥
রামচন্দ্র সহ শ্রীঠাকুর মহাশয়।
মহান্তগণের আগে যত্নে নিবেদয় ॥ ৩১৮ ॥
—"সন্তোষের মনে অভিলাষ হৈল যাহা।
শীঘ্র স্নান করি' পূর্ণ করিবেন তাহা ॥" ৩১৯ ॥
শীঘ্র শ্রীঈশ্বরী আগে গিয়া নিবেদিলা।
সকলেই শীঘ্র স্নান করি' স্নিগ্ধ হৈলা ॥ ৩২০ ॥
অতি শুক্ল শুক্ল ধৌত নবীন বসন।
সন্তোষ সন্তোষে কৈল সর্বত্র অর্পণ ॥ ৩২১ ॥
সন্তোষেরে অনুগ্রহ করি' সর্বজনে।
পরিলেন বসন পরমানন্দ-মনে ॥ ৩২২ ॥
তিলকাদি ক্রিয়া যৈছে হইল সবার।
সে সব দেখিতে প্রাণ না জুড়ায় কা'র ? ৩২৩ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী পরমহর্ষ-মনে।
স্নানাদিক ক্রিয়া সমাধিলা সঙ্গোপনে ॥ ৩২৪ ॥
ঈশ্বরীর পরিচারিকাদি যে ব্রাহ্মণী।
সবারে দিলেন বস্ত্র পরিতে আপনি ॥ ৩২৫ ॥
শ্রীসন্তোষ দত্তের ভাগ্য কহিতে কি আর।
সবা-সহ ঈশ্বরী পরিলা বস্ত্র যার ॥ ৩২৬ ॥
ঈশ্বরী যাবেন শ্যামরায়ের দর্শনে।
নরোত্তম, রামচন্দ্র আইলা সেইক্ষণে ॥ ৩২৭ ॥

আনিল যে শ্রীবিগ্রহ বৃন্দাবন হৈতে।
নাম—শ্যামরায়, শোভা—উপমা কি দিতে? ৩২৮॥
বড়ু গঙ্গাদাস তাঁ'র সেবা সমাধিয়া।
নিবেদিল জাহ্নবা ঈশ্বরী আগে গিয়া ॥ ৩২৯ ॥
রামচন্দ্র, নরোত্তমে লইয়া ঈশ্বরী।
প্রণমিয়া সে শোভা দেখিল নেত্র ভরি' ॥ ৩৩০ ॥
নরোত্তম, রামচন্দ্র বারেক চাহিতে।
হইলা বিহ্বল প্রেমে নারে স্থির হৈতে ॥ ৩৩১ ॥
কতক্ষণ শ্যামরায়ে নিরীক্ষণ করি'।
দোঁহে লৈয়া নিজ স্থানে আইলা ঈশ্বরী ॥ ৩৩২ ॥
পুনঃ সবা-সহ গিয়া গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে।
আইলা বাসায় প্রণমিয়া প্রভুগণে ॥ ৩৩৩ ॥
প্রভুর পূজকগণ উল্লাস হিয়ায়।
প্রসাদ-সামগ্রী বহু আনিল ত্বরায় ॥ ৩৩৪ ॥
ফল-মূল-মিষ্টান্নাদি প্রসাদ যতনে।
ভুঞ্জাইলা শ্রীঈশ্বরী ভাগবতগণে ॥ ৩৩৫ ॥
সবে ভুঞ্জাইয়া কিছু ভুঞ্জিলা ঈশ্বরী।
ঐছে অন্নাদিক ভুঞ্জাইলা যত্ন করি' ॥ ৩৩৬ ॥

মহাপ্রসাদ-সেবার পর বিশ্রামান্তে শ্রীঈশ্বরীর নরোত্তমপ্রভুর সহিত কথোপকথন

কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সবা-সনে।
বসিলেন ঈশ্বরী পরমানন্দ-মনে ॥ ৩৩৭ ॥
নরোত্তম-রামচন্দ্র-পানে জিজ্ঞাসিয়া।
কহিতে ব্রজের কথা উমড়য়ে হিয়া ॥ ৩৩৮ ॥
আদ্যোপান্ত সকল কহিল ধৈর্য ধরি'।
গৌড়ের সংবাদ জিজ্ঞাসয়েন ঈশ্বরী ॥ ৩৩৯ ॥
শুনি' নরোত্তম কিছু কহিতে না পারে।
বহে দুই নেত্রে ধারা—নিবারিতে নারে ॥ ৩৪০ ॥
রামচন্দ্র কহয়ে—"প্রভুর প্রিয়গণ।
এই অল্প দিনে প্রায় হৈলা সঙ্গোপন ॥ ৩৪১ ॥
যে কেহ আছেন সেহ অদর্শনপ্রায়"।
এত কহি' রামচন্দ্র ব্যাকুল হিয়ায় ॥ ৩৪২ ॥
ঈশ্বরী কহেন—"যৈছে হইয়াছে এথা।
না জানি ইহার মধ্যে কিবা হয় তথা ॥ ৩৪৩ ॥
সর্বত্রেই প্রভু করিবেন অন্ধকার"।
এত কহিতেই নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ৩৪৪ ॥
কহিতে কি—কারু না রহিল ধৈর্যলেশ।
বিদরে পরাণ—নিবারিতে নারে বেশ ॥ ৩৪৫ ॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া প্রভুর ইচ্ছায়।
হইলেন মগ্ন সবে প্রভুর লীলায় ॥ ৩৪৬ ॥
সন্ধ্যা-সময়েতে গিয়া প্রভুর প্রাঙ্গণে।
সন্ধ্যা-আরাত্রিক দেখে মহাহর্ষ-মনে ॥ ৪৪৭ ॥
আরম্ভয়ে শ্রীনামকীর্তন মনোহর।
শুনি' ঈশ্বরীর অতি অধৈর্য অন্তর ॥ ৩৪৮ ॥
যে প্রেম প্রকাশ তাহা না পারি কহিতে।
হৈল দণ্ড ছয় রাত্রি নাম-কীর্তনেতে ॥ ৩৪৯ ॥
বাসায় আসিয়া সবে আসনে বসিলা।
রামচন্দ্র প্রসাদ-সামগ্রী লৈয়া আইলা ॥ ৩৫০ ॥
যদ্যপি নাহিক ক্ষুধা তথাপি সকলে।
ভুঞ্জিলেন প্রসাদ-সামগ্রী কুতূহলে ॥ ৩৫১ ॥
শ্রীঈশ্বরী করিল কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান।
পরিচারিকাদি ভুঞ্জে যে ইচ্ছা যাহান ॥ ৩৫২ ॥
পথশ্রম হৈতে সবে শয়ন করিলা।
রামচন্দ্র, নরোত্তম নিজ স্থানে আইলা ॥ ৩৫৩ ॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ পাইয়া নির্জন।
গোস্বামি-সবার বাক্য কৈল নিবেদন ॥ ৩৫৪ ॥
গোপালবিরুদাবলী গ্রন্থ যত্নে দিলা।
নরোত্তম লৈয়া রামচন্দ্রে সমর্পিলা ॥ ৩৫৫ ॥
নরোত্তম হৈলা মহাব্যাকুল অন্তরে।
স্বপ্নচ্ছলে শ্রীগোস্বামী প্রবোধিল তাঁ'রে ॥ ৩৫৬ ॥
মহাহর্ষে মহাশয় রজনী-বিহানে।
পাঠাইলা পত্রী খড়দহ, যাজিগ্রামে ॥ ৩৫৭ ॥
শ্রীখেতরিগ্রামেতে শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী।
রহেন পরমানন্দে দিন তিন চারি ॥ ৩৫৮ ॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি কথোজন।
অগ্রেই বুধরিগ্রামে করিলা গমন ॥ ৩৫৯ ॥
শ্রীঈশ্বরী যাত্রা করিবেন প্রাতঃকালে।
—হৈল এই ধ্বনি, ইথে ব্যাকুল সকলে ॥ ৩৬০ ॥

ঈশ্বরী-সঙ্গে রামচন্দ্র, নরোত্তম।
যাইবেন— ইহাও শুনিল সর্বজন ॥ ৩৬১ ॥

শ্রীঈশ্বরীর খেতরি হইতে বিদায় গ্রহণ

রজনী প্রভাতে সবাসহ শ্রীঈশ্বরী।
প্রভুর প্রাঙ্গণে গেলা প্রাতঃকৃত্য করি' ॥ ৩৬২ ॥
গৌরাঙ্গ-বল্লবীকান্ত-আদি প্রভুগণে।
দেখিতে বিহ্বল, অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥ ৩৬৩ ॥
প্রভুগণ আগে কি কহিয়া ধীরে ধীরে।
হইলা বিদায়—প্রেম উথলে অন্তরে ॥ ৩৬৪ ॥
সকল মহান্ত মহাব্যাকুল হিয়ায়।
কহিতে কি জানি যৈছে হইলা বিদায় ॥ ৩৬৫ ॥
নরোত্তম, রামচন্দ্র বিদায় হইলা।
প্রভুর সেবায় সবে সাবধান কৈলা ॥ ৩৬৬ ॥
শ্রীসন্তোষ দিবেন ঈশ্বরী-সঙ্গে যাহা।
শ্রীপরমেশ্বরী দাসে সমর্পিল তাহা ॥ ৩৬৭ ॥
খেতরি হইতে হৈল সবার গমন।
চতুর্দিকে ধায় লোক করিতে দর্শন ॥ ৩৬৮ ॥
পদ্মাবতীতীরে শ্রীঈশ্বরী সবা-সহ।
দেখি' লোক-আর্তি—লোকে কৈলা অনুগ্রহ ॥৩৬৯

শ্রীঈশ্বরীর বুধরিগ্রামে আগমন ও তথায় শ্রীহেমলতাদেবীর শুভবিবাহ

পদ্মাবতী পার হইলেন শীঘ্র করি'।
সকলে বেষ্টিত হৈয়া গেলেন বুধরি ॥ ৩৭০ ॥
হইল গমন-ধ্বনি, ধায় লোকগণ।
পরম অদ্ভুত আর্তি করিতে দর্শন ॥ ৩৭১ ॥
শ্রীঈশ্বরী সবাসহ শুভ দৃষ্টিপাতে।
কৈলা লোকগণে মগ্ন শ্রীভক্তিরসেতে ॥ ৩৭২ ॥
পূর্ববৎ ঈশ্বরী বাসায় প্রবেশিলা।
বংশীদাস-আদি সর্ব কার্যে যুক্ত হৈলা ॥ ৩৭৩ ॥
শ্রীবংশীর ভ্রাতা শ্যামদাস চক্রবর্তী।
হাসিয়া ঈশ্বরী কিছু কহে তাঁর প্রতি ॥ ৩৭৪ ॥
—"তোমারে মাগিব যাহা তাহা হ'বে দিতে।
সে অতি সুলভ, চিন্তা না করহ চিতে ॥" ৩৭৫ ॥
শুনি' শ্যামদাস কিছু উত্তর না দিলা।
হইল অনেক রাত্রি, নিজ গৃহে গেলা ॥ ৩৭৬ ॥
মনে মনে বিচারে—"মো-হেন অযোগ্যেরে।
মাগিবেন ঐছে কিবা আছে মোর ঘরে" ॥ ৩৭৭ ॥
এত বিচারিতে নিদ্রা কৈল আকর্ষণ।
সাক্ষাতের প্রায় বিপ্র দেখয়ে স্বপন ॥ ৩৭৮ ॥
ঈশ্বরী-আজ্ঞায় মহা মনের উল্লাসে।
কন্যা দান করয়ে শ্রীবড়ু গঙ্গাদাসে ॥ ৩৭৯ ॥
সকল বৈষ্ণব মহাহর্ষে প্রশংসিতে।
হৈল নিদ্রা ভঙ্গ—বিপ্র নারে স্থির হৈতে ॥ ৩৮০ ॥
বিপ্র শ্যামদাস স্থির হৈয়া কতক্ষণে।
শ্রীঈশ্বরী-আগে গেলা রজনী-বিহানে ॥ ৩৮১ ॥
ঈশ্বরীর ভঙ্গি জানি' সুমধুর ভাষে।
নিবেদিল স্বপ্ন কথা ঈশ্বরীর পাশে ॥ ৩৮২ ॥
বিবাহের উদ্যোগ করিলা শীঘ্র করি'।
হইলেন আনন্দিত জাহ্নবা ঈশ্বরী ॥ ৩৮৩ ॥
শ্রীঈশ্বরী গঙ্গাদাসে কহে ধীরে ধীরে।
—"শ্যামদাস কন্যা দান করিব তোমারে ॥ ৩৮৪ ॥
হইল উদ্যোগ—অদ্য বিবাহ হইবে।
করিবে বিবাহ,—ইথে চিন্তা না করিবে" ॥ ৩৮৫ ॥
হইব বিবাহ অদ্য এ কথা শুনিয়া।
মৌনাবলম্বন কৈলা কিছু না কহিয়া ॥ ৩৮৬ ॥
পরম বিরক্ত—কুন স্পৃহা নাই চিতে।
তথাপি ঈশ্বরী-আজ্ঞা নারিল লঙ্ঘিতে ॥ ৩৮৭ ॥
হইল বিবাহকালে অতি সুমঙ্গল।
শ্যামদাস চক্রবর্তী আনন্দে বিহ্বল ॥ ৩৮৮ ॥
শ্রীশ্যামদাসের কন্যা, নাম—**হেমলতা**।
অল্প বয়স, হেমবর্ণা, সুচরিতা ॥ ৩৮৯ ॥
যে দেখে বারেক তার জুড়ায় নয়ন।
হেন কন্যা বড়ু গঙ্গাদাসে কৈলা দান ॥ ৩৯০ ॥
বড়ু গঙ্গাদাসের সৌন্দর্য অতিশয়।
সূর্যময় তেজ, প্রেমভক্তিরসময় ॥ ৩৯১ ॥
হেন গঙ্গাদাসের বিবাহ করাইয়া।
শ্রীঈশ্বরী "শ্যামরায়" দিল সমর্পিয়া ॥ ৩৯২ ॥

গঙ্গাদাস বিচার করয়ে মনে মনে।
—"ভোগের নির্বন্ধ কিবা হইব এখনে?" ৩৯৩ ॥
গঙ্গাদাসে স্বপ্নচ্ছলে কহে শ্যামরায়।
—"যবে যে মিলিবে তাহা ভুঞ্জাবে আমায়" ॥৩৯৪॥
ঈশ্বরীর আগে স্বপ্নকথা নিবেদিল।
শুনি' মহাযত্নে ভোগ নির্বন্ধ করিল ॥ ৩৯৫ ॥
সেবায় নিমগ্ন হৈল বড়ু গঙ্গাদাস।
হইল সবার ইথে পরম উল্লাস ॥ ৩৯৬ ॥

বুধরি হইতে শ্রীঈশ্বরীর একচক্রাগ্রামে গমন, পথে এক বৃদ্ধ বিপ্রের সহিত সাক্ষাৎ এবং তাঁহার মুখে একচক্রার ইতিবৃত্ত শ্রবণ

গোবিন্দাদি-সহ রামচন্দ্র, নরোত্তম।
শ্রীঈশ্বরীচরিত্রে বিহ্বল অনুক্ষণ ॥ ৩৯৭ ॥
সবা-সহ ঈশ্বরী বুধরিগ্রাম হৈতে।
চলিলেন **একচক্রা** শ্রীরাঢ়দেশেতে ॥ ৩৯৮ ॥
দূর হৈতে একচক্রা-গ্রাম নিরখিয়া।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী ধরিতে নারে হিয়া ॥ ৩৯৯ ॥
কৃষ্ণদাস সরখেল, গৌরাঙ্গসুন্দর।
মাধব আচার্য, বলরাম, মহীধর ॥ ৪০০ ॥
মুরারী, চৈতন্য, কৃষ্ণদাস বিপ্রবর।
নৃসিংহচৈতন্য, শ্রীকানাই, দামোদর ॥ ৪০১ ॥
রঘুপতি বৈদ্য উপাধ্যায় মনোহর।
শ্রীপরমেশ্বরীদাস গুণের সাগর ॥ ৪০২ ॥
শ্রীনকড়িদাস, শ্রীমুকুন্দাদি সকলে।
একচক্রা দেখিয়া ভাসয়ে নেত্রজলে ॥ ৪০৩ ॥
নরোত্তম, রামচন্দ্র, শ্রীগোবিন্দাদয়।
হইলেন যৈছে তাহা কহিলে না হয় ॥ ৪০৪ ॥
একচক্রা-পথপানে করয়ে গমন।
পথপ্রান্তে শোভে অশ্বত্থাদি বৃক্ষগণ ॥ ৪০৫ ॥
অত্যন্ত নিবিড় ছায়া, স্থান সুনির্মল।
সদা মন্দ বায়ু বহে সুগন্ধি শীতল ॥ ৪০৬ ॥
সবা-সহ শ্রীঈশ্বরী সে স্থানে যাইতে।
অকস্মাৎ মহানন্দোদয় হৈল চিতে ॥ ৪০৭ ॥
কেহ কিছু কহে, কারু স্থির নহে মন।
একচক্রাপথে দেখে বিপ্র একজন ॥ ৪০৮ ॥
পূর্ব সোঙরিয়া তেঁহ ব্যাকুল হিয়ায়।
নিতাইর বিলাস-স্থান দেখিয়া বেড়ায় ॥ ৪০৯ ॥
অতিবৃদ্ধ, করেতে লগুড়, মন্দগতি।
বৃক্ষতলে আসিয়া চাহেন সবা প্রতি ॥ ৪১০ ॥
দেখিয়া বৈষ্ণবগণে মনে বিচারয়।
—"কোথা হৈতে অকস্মাৎ হইল বিজয়? ৪১১ ॥
জুড়াইল নেত্র এ সবারে নিরখিয়া"।
ঐছে মনে করি' দেখে কিছু না কহিয়া ॥ ৪১২ ॥
দেখি' বৃদ্ধ বিপ্রে প্রণমিয়া বিজ্ঞগণ।
যত্নপূর্ব দিলা শীঘ্র বসিতে আসন ॥ ৪১৩ ॥
দেখিয়া বিপ্রের অতি অলৌকিক রীতি।
সুমধুর বাক্যে জিজ্ঞাসেন বিপ্র প্রতি ॥ ৪১৪ ॥
—"শুনিলাম একচক্রাগ্রাম সুবিস্তার।
ইথে যে দেখিয়ে ভগ্ন, কি হেতু ইহার"? ৪১৫ ॥
শুনি' বিপ্ররাজ সুমধুর বাক্যে কয়।
—"শুনিয়াছ যাহা তাহা কভু মিথ্যা নয় ॥ ৪১৬ ॥
একচক্রাগ্রাম—নাম বহুকাল হৈতে।
বনবাসে পাণ্ডবাদি ছিলেন এথাতে ॥ ৪১৭ ॥
এ প্রদেশে ছিল দুষ্ট রাক্ষস অসুর।
সে সভে পাণ্ডব পাঠাইল যমপুর ॥ ৪১৮ ॥
কহয়ে প্রাচীন—এ পরম পুণ্য স্থান।
এ গ্রামেতে অনেক দেবের অধিষ্ঠান ॥ ৪১৯ ॥
একচক্রেশ্বর শিব পার্বতী-সহিত।
নদীতীরস্থ, প্রভাবাতি, দেবাদিপূজিত ॥ ৪২০ ॥
শেষ-গণেশাদি মূর্তি ছিলা নদীকূলে।
কলিপ্রভাবেতে গোপ্য হৈলা সে সকলে ॥ ৪২১ ॥
এই নদীধারা পূর্বে ছিল বিস্তারিত।
দুই পার্শ্বে নানা লতা, বৃক্ষ সুশোভিত ॥ ৪২২ ॥
নানা পুষ্পে ভ্রমর গুঞ্জরে অনিবার।
ভ্রমে নানা পক্ষী তাহে—ধ্বনি চমৎকার ॥ ৪২৩ ॥
অহিংসক নানা পশু বনেতে ভ্রময়।
দেখি' বনশোভা কা'র উল্লাস না হয়? ৪২৪ ॥

কেবা বসাইল গ্রাম, আশ্চর্য বসতি।
পৃথক্ পৃথক্ চতুর্বর্ণগণস্থিতি ॥ ৪২৫ ॥
একচক্রা-গ্রামেতে লোকের সংখ্যা নাই।
প্রতিদিন পরম উৎসব ঠাঁই ঠাঁই ॥ ৪২৬ ॥
সকলে ধনাঢ্য, পুণ্যকর্মে মহা প্রীত।
বিপ্রের কা কথা? অন্য বর্ণেও পণ্ডিত ॥ ৪২৭ ॥
স্থানে স্থানে নানা শাস্ত্রচর্চা অনুক্ষণ।
সে সব শুনিতে কার না জুড়ায় মন? ৪২৮ ॥
যে যে স্থানে যে যে রূপে প্রকটে ঈশ্বর।
সে সব প্রসঙ্গে উল্লসিত পরস্পর ॥ ৪২৯ ॥
সবামধ্যে এক জ্যোতির্বিজ্ঞ-শিরোমণি।
কহয়ে সবার প্রতি সুমধুর বাণী ॥ ৪৩০ ॥
—'অযোধ্যা-মথুরা আদি ধামেতে ঈশ্বর।
বিলসয়ে—এবে নহে প্রপঞ্চগোচর ॥ ৪৩১ ॥
এই একচক্রা হয় ঈশ্বরের ধাম।
এথা শীঘ্র প্রকটিব প্রভু বলরাম ॥ ৪৩২ ॥
দেখিবেক সবে—হ'বে বিদিত জগতে।
মোর অল্প আয়ু, মুই না পা'ব দেখিতে ॥ ৪৩৩ ॥
একচক্রা-মহিমা কহিতে সাধ্য কা'র?
এত কহি' কিছু না কহিল পুনর্বার ॥ ৪৩৪ ॥
ওহে বাপু! সব তাঁ'র সুসত্য বচন।
করিল পরীক্ষা মহা মহা বিজ্ঞগণ ॥ ৪৩৫ ॥
জন্মিব ঈশ্বর শীঘ্র এ বাক্যে সবার।
নিরুপম আনন্দ বাড়য়ে অনিবার ॥ ৪৩৬ ॥
কহিতে না পারি আর শুনিলাম যাহা।
যৈছে গ্রাম ভগ্ন—যে দেখিনু কহি তাহা ॥ ৪৩৭ ॥

সেই বৃদ্ধবিপ্রের মুখে শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভুর পিতৃপিতামহের বিবরণ

এই গ্রামে ছিলা এক বিপ্র পুণ্যবান্।
'ওঝা' খ্যাতি জানি, মনে নাই তাঁ'র নাম ॥৪৩৮॥
অতি অর্থবন্ত ওঝা, প্রবীণ সর্বাংশে।
যজমানে স্নেহ তাঁ'র অশেষ বিশেষে ॥ ৪৩৯ ॥
পূর্বঋষি-প্রায় সে সকল ক্রিয়া তাঁ'র।
বিপ্রের লক্ষণ যত তাঁহাতে প্রচার ॥ ৪৪০ ॥
যদ্যপি সুন্দরামল বন্দিঘটি গাঁই।
তথাপি বেষ্টিত শ্রেষ্ঠ, পূজ্য সর্ব ঠাঁই ॥ ৪৪১ ॥
অতি অল্প বয়সে মু দেখিনু তাঁহারে।
শুনিনু চরিত্র তাঁ'র বিজ্ঞলোকদ্বারে ॥ ৪৪২ ॥
পরম সুশীলা সেই ওঝার বনিতা।
পুত্রবতী হইয়াও হইলা দুঃখিতা ॥ ৪৪৩ ॥
জন্মিল যে পুত্র তাহে কেহ না রহিল।
শেষে এক পুত্র শুভক্ষণেতে জন্মিল ॥ ৪৪৪ ॥
দেখি' পুত্রে ওঝা হর্ষ-বিষাদ অন্তরে।
পুত্রে সমর্পণ কৈল পার্বতীশঙ্করে ॥ ৪৪৫ ॥
ওঝা নিজ পত্নীসহ বিচার করিয়া।
পুত্র-নাম থুইল **"হাড়ো"** খেদযুক্ত হইয়া ॥ ৪৪৬ ॥
অন্যে অন্য নাম রাখিলেন হর্ষচিতে।
কেবা না আইসে হেন বালক দেখিতে ॥ ৪৪৭ ॥
দিনে দিনে বাড়ে পুত্র অতি রূপবান্।
দেখি' পত্নীসহ ওঝা জুড়ায় নয়ান ॥ ৪৪৮ ॥
অন্ন-প্রাশনাদি ক্রমে কৈল যথোচিত।
পুত্রের চেষ্টায় ওঝা সদা উল্লসিত ॥ ৪৪৯ ॥
হইল বিবাহযোগ্য দেখিয়া পুত্রেরে।
দিলেন বিবাহ এই গ্রামে অল্পদূরে ॥ ৪৫০ ॥
যৈছে পুত্র তৈছে পুত্রবধূ **পদ্মাবতী।**
বিবাহসময়ে হৈল সর্বত্র সুখ্যাতি ॥ ৪৫১ ॥
ওঝা ভার্যাসহ হর্ষে পুণ্য উপার্জনে।
হইল দোঁহার পরলোক কিছুদিনে ॥ ৪৫২ ॥
পিতামাতা বিনা হাড়ো ব্যাকুল হিয়ায়।
কৈল অর্থব্যয় বহু দোঁহার ক্রিয়ায় ॥ ৪৫৩ ॥
সর্ব শাস্ত্রে হাড়ো ওঝা হইলা পণ্ডিত।
'হাড়াই পণ্ডিত' নাম হইল বিদিত ॥ ৪৫৪ ॥
অনন্ত বৈষ্ণব বিষ্ণুভক্তিতত্ত্ব-জ্ঞাতা।
পরম বৈষ্ণবী তাঁ'র পত্নী পতিব্রতা ॥ ৪৫৫ ॥
সে দোঁহার চরিত্র কহিতে সাধ্য নয়।
জগতের মাতা পিতা হেন জ্ঞান হয় ॥ ৪৫৬ ॥
প্রশংসে সকলে দেখি' অতি শুদ্ধাচার।
অতি প্রীত বিষ্ণু আরাধনায় দোঁহার ॥ ৪৫৭ ॥

বিপ্রমুখে শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভুর জন্মাদি লীলা শ্রবণ

বিষ্ণু-অনুগ্রহে হৈল অপূর্ব সন্তান।
সর্ব জ্যেষ্ঠ যেঁহ, জন্মাদিক কহি তান্ ॥ ৪৫৮ ॥
শ্রীপদ্মাবতীর গর্ভ-সঞ্চার হইতে।
হৈল মহানন্দলাভ হাড়াই পণ্ডিতে ॥ ৪৫৯ ॥
ধন্য ধন্য হাড়াই পণ্ডিত বিপ্রবর।
ধন্য পদ্মাবতী, ধন্য তাঁহার উদর ॥ ৪৬০ ॥
মহাশুভক্ষণে পদ্মাবতীগর্ভ হৈতে।
জন্মিল বালক—তাঁ'র তুলনা কি দিতে ? ৪৬১ ॥
পুণ্যবতীগণ সে বালক নিরখিয়া।
করে আশীর্বাদ অতি বিহ্বল হইয়া ॥ ৪৬২ ॥
কেহ কহে—'এ যেন বালক কভু নয়।
হেম-নবনীতের পুতলী বুঝি হয়' ॥ ৪৬৩ ॥
কেহ কহে—'এমন বালক নাই দেখি।
দেখিতে ঘুচিল তাপ, জুড়াইল আঁখি' ॥ ৪৬৪ ॥
এইরূপ নানা কথা কহে পরস্পরে।
লোক-গতায়াত বহু পণ্ডিতের ঘরে ॥ ৪৬৫ ॥
পুত্রের কল্যাণে বিজ্ঞ হাড়াইপণ্ডিত।
কৈল অর্থদান বহু হইয়া উল্লসিত ॥ ৪৬৬ ॥
পদ্মবতী-হাড়াইর পুত্রগত প্রাণ।
দিনে দিনে বাড়ে পুত্র চন্দ্রের সমান ॥ ৪৬৭ ॥
মাতার অত্যন্ত স্নেহ, প্রশংসে সকলে।
ক্রোড় হৈতে পুত্রে না নামায় ভূমিতলে ॥ ৪৬৮ ॥
নামকরণাদি-কালে হৈল মহানন্দ।
কেহ কহে—**"রাম"**, কেহ কহে—**"নিত্যানন্দ"** ॥
কেহ কুন নাম কহে উল্লাস-অন্তরে।
অন্নপ্রাশনের সুখ কে কহিতে পারে ? ৪৭০ ॥
হামাগুড়ি অঙ্গনে বেড়ান যেই কালে।
'আইস নিতাই !'—বলি' সবে করে কোলে ॥৪৭১॥
কোলে চড়ি' হাসে—মুখশোভা মনোহর।
দুগ্ধবিন্দুপ্রায় দুই দশন সুন্দর ॥ ৪৭২ ॥
কোলে হৈতে ছাড়িতে নারয়ে কুন জন।
নিত্যানন্দ হৈলা যেন সবার জীবন ॥ ৪৭৩ ॥
জননী যতনে যবে আসনে বসায়।
না বৈসে আসনে, ধূলা বিনু নাহি ভায় ॥ ৪৭৪ ॥
একদিন গৃহে মুই মহাদুঃখ পাই।
পণ্ডিতের বাড়ী গেলু দেখিতে নিতাই ॥ ৪৭৫ ॥
ধূলায় ধূসর অঙ্গ শোভা সুমধুর।
বারেক দেখিতে সব দুঃখ গেল দূর ॥ ৪৭৬ ॥
'আইস বাপু !'—বলিতেই কোলে সামাইলা।
না জানি কি আনন্দ-সমুদ্রে ডুবাইলা ॥ ৪৭৭ ॥
হাসিয়া পিতার কোলে গেলেন নিতাই।
পিতার যে স্নেহ তা' কহিতে সাধ্য নাই ॥ ৪৭৮ ॥
যদি কোন কার্যে যা'ন, যাইতে না পারে।
উলটিয়া পুত্রমুখ দেখে বারে বারে ॥ ৪৭৯ ॥
কভু যজমানগৃহে গিয়া আসি' ঘরে।
'কোথা নিত্যানন্দ'—বলি' চৌদিকে নেহারে ॥৪৮০॥
ধাইয়া পিতার কোলে চড়য়ে নিতাই।
হারা-হেন প্রাণ যেন পায়েন হাড়াই ॥ ৪৮১ ॥
তিলার্ধ নেত্রের আড় না পারে করিতে।
ততোধিক মাতা-স্নেহ কে পারে কহিতে ? ৪৮২ ॥
পুত্রের সৌন্দর্য লাগি' হরিদ্রা মাখায়।
হরিদ্রা মলিন হয় সে অঙ্গচ্ছটায় ॥ ৪৮৩ ॥
মাখায়েন স্নিগ্ধ-হেতু তৈল সুগন্ধিত।
সহজে সুগন্ধ স্নিগ্ধ দেহ সুললিত ॥ ৪৮৪ ॥
করাইতে স্নান স্নেহে হয়েন বিহ্বলা।
লঘু লঘু পোছে অঙ্গ লৈয়া পানিতোলা ॥ ৪৮৫ ॥
রক্তপ্রান্ত নীল পট্টধড়া পরাইয়া।
পুত্র প্রতি কহে—'খেল গৃহেতে বসিয়া' ॥ ৪৮৬ ॥
হাসিয়া মায়ের প্রতি কহেন নিতাই।
—'খেলাবার সঙ্গী বিনা কিরূপে খেলাই' ॥ ৪৮৭ ॥

বাল্যক্রীড়াচ্ছলে অবতারী শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভুর ব্রজলীলা ও অপরাপর অবতারলীলা প্রদর্শন

সেই দিন হৈতে সমবয় শিশুগণ।
আইসে যতেক তাহা কে করু গণন ॥ ৪৮৮ ॥
সে সকলে দেখিয়া পরম উল্লসিত।
হৈল হেন যেন কত কালের পীরিত ॥ ৪৮৯ ॥

করিলেন খেলার আরম্ভ নিত্যানন্দ।
পরম সুবুদ্ধি চাঞ্চল্যের নাহি গন্ধ ॥ ৪৯০ ॥
কৌমার বয়সে হৈল পৌগণ্ড প্রবেশ।
দিনে দিনে বাড়ে খেলা অশেষ বিশেষ ॥ ৪৯১ ॥
শতাধিক বর্ষ হৈল বয়স আমার।
না দেখি' না শুনি ঐছে খেলা চমৎকার ॥ ৪৯২ ॥
যে যে অবতারে শ্রীকৃষ্ণের যে যে লীলা।
তাহা বিনা নিতাইচান্দের নাই খেলা ॥ ৪৯৩ ॥
যে খেলা খেলিব তার পূর্বে শিশুগণে।
তদনুকরণ শিখায়েন জনে জনে ॥ ৪৯৪ ॥
এই নদীতীরে দেখ স্থান মনোহর।
এথানে খেলেন পদ্মাবতীর কুঙর ॥ ৪৯৫ ॥
যৈছে দেবতার আরাধনায় সত্বরে।
জন্মিলেন বাসুদেব বসুদেব-ঘরে ॥ ৪৯৬ ॥
বাসুদেব লৈয়া বসুদেব-কংসভয়ে।
নন্দালয়ে গেলা যৈছে—এ খেলা খেলয়ে ॥ ৪৯৭ ॥
কৃষ্ণজন্ম উৎসব যেরূপ নন্দঘরে।
যশোদা যেরূপ স্নেহে আপনা পাসরে ॥ ৪৯৮ ॥
যৈছে কৃষ্ণ দুগ্ধপানে পূতনা বধিলা।
শয়নে থাকিয়া যৈছে শকট ভাঙ্গিলা ॥ ৪৯৯ ॥
তৃণাবর্ত বধ যৈছে কৈলা ভগবান্।
খেলায় সে খেলা—দেখি' জুড়ায় পরাণ ॥ ৫০০ ॥
ধান্য দিয়া ফল কৃষ্ণ কিনে কুতূহলে।
যশোদা বন্ধন যৈছে করে উদূখলে ॥ ৫০১ ॥
যৈছে ভাঙ্গে যমল-অর্জুন বৃক্ষদ্বয়।
সে খেলা দেখিতে কা'র না জন্মে বিস্ময় ॥ ৫০২ ॥
নানা বেশ ধরিয়া প্রবল শিশু-মেলে।
খেলয়ে কৃষ্ণের যত চাঞ্চল্য গোকুলে ॥ ৫০৩ ॥
বক, অঘ হয় শিশু,—কৃষ্ণরূপ ধরি'।
সে সকলে বধেন কৌতুকে যুদ্ধ করি' ॥ ৫০৪ ॥
গড়ি' ভয়ঙ্কর সর্প লৈয়া যায় জলে।
সে অদ্ভুত কালীয়দমন খেলা খেলে ॥ ৫০৫ ॥
কভু খেলে—কৃষ্ণ যৈছে ধেনুক বধিলা।
কভু গোষ্ঠে খেলয়ে প্রলম্ববধ-লীলা ॥ ৫০৬ ॥
বৃষাসুরে বধ কৃষ্ণ করে যে প্রকারে।
যৈছে তীর্থ আকর্ষণ করি' স্নান করে ॥ ৫০৭ ॥
যৈছে কৃষ্ণ সখা-সহ করে গোচারণ।
ধেনুগণ লৈয়া যৈছে গৃহেতে গমন ॥ ৫০৮ ॥
যৈছে গোবর্ধন ধরি' ব্রজ রক্ষা করে।
যৈছে গোপিকার পরিধেয় বস্ত্র হরে ॥ ৫০৯ ॥
যৈছে যজ্ঞপত্নীগণাদির ব্যবহার।
সে সকল খেলে পদ্মাবতীর কুমার ॥ ৫১০ ॥
যৈছে কংসাদেশে ব্রজে অক্রূর আসিয়া।
মথুরায় রামকৃষ্ণে যৈছে যায় লৈয়া ॥ ৫১১ ॥
শকট চাপিয়া যৈছে যায় গোপগণ।
সে খেলা দেখিতে ধৈর্য ধরে কে এমন ? ৫১২ ॥
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে যৈছে কান্দে গোপীগণ।
কহিতে কি—তৈছে নিত্যানন্দের ক্রন্দন ॥ ৫১৩ ॥
মথুরাভ্রমণ খেলা খেলে শিশুসঙ্গে।
মালাকারস্থানে মালা পরে মহারঙ্গে ॥ ৫১৪ ॥
কুব্জাবেশে গন্ধ কেহ পরান পরিয়া।
ধনুকভঞ্জন-খেলা খেলয়ে গর্জিয়া ॥ ৫১৫ ॥
কুবলয়, চানূর, মুষ্টিক বধ করি'।
মঞ্চ হৈতে কংসে ভূমে পাড়ে চুলে ধরি' ॥ ৫১৬ ॥
কৃষ্ণ কংস-মাতুলে বধিলা যেন মতে।
খেলে সেই খেলা—লোক বিস্ময় দেখিতে ॥ ৫১৭ ॥
যথা যে যে লীলা সে সে স্থান বিচরয়ে।
খেলায় সে লীলা-স্থান প্রত্যক্ষ করয়ে ॥ ৫১৮ ॥
জন্ম হৈতে শ্রীরামচন্দ্রের যে যে লীলা।
শিশুগণে সাজাইয়া খেলে সেই খেলা ॥ ৫১৯ ॥
বাল্মীকি রচিলা যেই গ্রন্থ রামায়ণ।
সে সব প্রত্যক্ষ করে পদ্মার নন্দন ॥ ৫২০ ॥
ধরিয়া বামনবেশ বলিরে ছলয়।
নৃসিংহবেশেতে হিরণ্যকশিপু বধয় ॥ ৫২১ ॥
প্রহ্লাদের প্রায় স্তুতি করে কুন জন।
নৃসিংহের বাৎসল্যে খেলায় মনোরম ॥ ৫২২ ॥
ভক্তে সুখ দিতে ঈশ্বরের যে বিহার।
সে সকল খেলে পদ্মাবতীর কুমার ॥ ৫২৩ ॥

যথন যে দিকে নিত্যানন্দ চলি' যায়।
সেই দিগে সে সঙ্গে সকল শিশু ধায়॥ ৫২৪॥
একচক্রাবাসী লোক আনন্দ অন্তরে।
নিজ নিজ শিশুগণে বারণ না করে॥ ৫২৫॥
বিবিধ ভূষণে শিশুগণে সাজাইয়া।
সবে কহে—"নিত্যানন্দসঙ্গে খেল গিয়া" ॥৫২৬॥
শিশুসহ খেলারসে বিহ্বল নিতাই।
যে অদ্ভুত খেলা তা' কহিতে অন্ত নাই॥ ৫২৭॥
কি আনন্দ তাঁর যজ্ঞোপবীত সময়।
যে শোভা দেখিনু তা' কহিলে না হয়॥ ৫২৮॥
পৌগণ্ডবয়সে কিবা কৈশোর প্রবেশ।
দেখি' সে শোভা না কারু রহে ধৈর্যলেশ॥ ৫২৯॥
অল্প দিবসেই কৈল বিদ্যা উপার্জন।
ব্যাকরণ আদি শাস্ত্রে হৈলা বিচক্ষণ॥ ৫৩০॥
নিতাইর বয়স হৈল দ্বাদশ বৎসর।
ষোড়শ বর্ষের প্রায় দেখিতে সুন্দর॥ ৫৩১॥
বন্ধুগণে জানাইয়া হাড়াই পণ্ডিত।
পুত্রের বিবাহ দিতে হৈলা উৎকণ্ঠিত॥ ৫৩২॥
একচক্রাবাসী যত ব্রাহ্মণ সজ্জন।
বিবাহ-প্রসঙ্গে হর্ষ হৈলা সর্ব জন॥ ৫৩৩॥
কন্যা স্থির কৈল কুন কুন বিপ্রঘরে।
মনকলা খায় কেহ স্পষ্ট নাহি করে॥ ৫৩৪॥
হৈল এই আনন্দপ্রসঙ্গ স্থানে স্থানে।
বিধি যে দিবেক দুঃখ কেবা তাহা জানে?॥৫৩৫॥

অভ্যাগত সন্ন্যাসীর সঙ্গে নিত্যানন্দপ্রভুর গৃহত্যাগ ও তাহাতে লোকের বিপুল শোক

কোথা হৈতে আইলা এক সন্ন্যাসী গোসাঞী।
সর্বাংশে সুন্দর, তাঁ'র দয়ামাত্র নাই॥ ৫৩৬॥
হাড়াই পণ্ডিত তাঁ'রে ভিক্ষা করাইলা।
কৃষ্ণকথা-রসে তেঁহ রাত্রি গোঙাইলা॥ ৫৩৭॥
গমনকালে নিত্যানন্দে নিলেন মাগিয়া।
দিলেন হাড়াই পুত্রে পূর্ব বিচারিয়া॥ ৫৩৮॥
নিত্যানন্দে লৈয়া ন্যাসী চলিলা ত্বরিতে।
হাড়াই মূর্ছিত হৈয়া পড়িলা ভূমিতে॥ ৫৩৯॥
প্রাণহীন-প্রায় ভূমে পড়ে পদ্মাবতী।
হৈল যে দোঁহার দশা কহি কি শকতি॥ ৫৪০॥
কি নারী, পুরুষ যত এ' একচক্রায়।
এ কথা শ্রবণ-মাত্রে হৈল মৃতপ্রায়॥ ৫৪১॥
সঙ্গী শিশুগণ কহে—মো সবে ছাড়িয়া।
কোথা গেলা'—বলি' কান্দে অঙ্গ আছাড়িয়া॥৫৪২॥
এই একচক্রাগ্রাম হৈল শূন্যপ্রায়।
যেখানে সেখানে লোক করে হায়, হায়॥ ৫৪৩॥
হৈল লোকভিড় হাড়ো পণ্ডিতের ঘরে।
করায় চেতন দোঁহে অনেক প্রকারে॥ ৫৪৪॥
হাড়াই পণ্ডিত; পদ্মাবতী দুইজন।
—'কোথা নিত্যানন্দ?'—বলি' করয়ে ক্রন্দন॥৫৪৫॥
দোঁহার বিলাপ যে শুনিল সেই জানে।
গলয়ে পাষাণ, কান্দে পশু-পক্ষিগণে॥ ৫৪৬॥
নিতাইর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কহেন কাঁদিয়া।
—'মোরে কেনে সন্ন্যাসী না গেলেন লইয়া'॥৫৪৭॥
এত কহি' অঙ্গ আছাড়িয়া ভূমে পড়ে।
ঈশ্বর ইচ্ছায় প্রাণ রহিল সে ধড়ে॥ ৫৪৮॥
কুন বিপ্র কান্দিয়া কহয়ে—'ওহে ভাই!
কহ—কুন্ পথে গেলা সন্ন্যাসী গোসাঞী॥ ৫৪৯॥
নিত্যানন্দ রন্ধনাদি-ক্রিয়া কিবা জানে?
মোর পুত্র পটু সর্বকার্য সমাধানে॥ ৫৫০॥
ধরি' তাঁ'র পায় নিত্যানন্দে মাগি' নিব।
করিয়া প্রসন্ন মোর পুত্রে তাঁরে দিব'॥ ৫৫১॥
এত কহি' সন্ন্যাসীর করে অন্বেষণ।
কোথাও না পায় খোঁজ,—ভাবে মনে মন॥ ৫৫২॥
একচক্রাগ্রামবাসী শাস্ত্রজ্ঞ সকলে।
পরস্পর কহে কত বসিয়া বিরলে॥ ৫৫৩॥
কেহ কেহ—'জ্যোতিষজ্ঞ পূর্বে যে কহিল।
তাহার বচন সব প্রত্যক্ষ হইল॥ ৫৫৪॥
দুর্দৈব-দোষেতে মোরা নারিনু চিনিতে।
জন্মিলেন বলরাম হাড়াইর গৃহেতে'॥ ৫৫৫॥
কেহ কহে—'সত্য এই, কভু মিথ্যা নয়।
জন্মকালে হৈল মহামঙ্গল উদয়॥ ৫৫৬॥

ঘুচিল দুর্ভিক্ষ, লোকপীড়া গেল দূর।
কৈল মেঘ বৃষ্টি, হৈল আনন্দ প্রচুর' ॥ ৫৫৭ ॥
কেহ কহে,—'জন্মকালে দেখিনু নয়নে।
দেবে স্তুতি কৈল, পুষ্প বর্ষিল ভবনে ॥ ৫৫৮ ॥
দেবস্ত্রীগণের ভিড় হয় অনিবার।
এবে সে জানিনু, পূর্বে না কৈনু বিচার' ॥ ৫৫৯ ॥
কেহ কহে,—'বলরাম বিনা কি এ হয়?
জন্মমাত্রে সকলের চিত্ত আকর্ষয় ॥ ৫৬০ ॥
মনুষ্যে সম্ভব কি এরূপ সৌন্দর্যতা?
শিশু-সময়েতে কি অদ্ভুত সৌজন্যতা' ॥ ৫৬১ ॥
কেহ কহে,—'শিশুকালে এ আশ্চর্য-খেলা।
ঈশ্বর সে জানে ঈশ্বরের যত লীলা ॥ ৫৬২ ॥
এক দিবসের খেলা দেখিনু নয়নে।
ধরিলা সন্ন্যাসিবেষ নিতাই আপনে ॥ ৫৬৩ ॥
কিবা দণ্ড কমণ্ডলু করে সুশোভয়।
পরিধেয় অরুণ বসন তেজোময় ॥ ৫৬৪ ॥
শিশুগণ অপূর্ব বৈষ্ণব-বেষ ধরে।
তিলক, মালায় অঙ্গ ঝলমল করে ॥ ৫৬৫ ॥
সন্ন্যাসীরে মধ্যে করি' করয়ে কীর্তন।
নাচয়ে সন্ন্যাসী ভঙ্গি ভুবন-মোহন ॥ ৫৬৬ ॥
বুঝি—প্রভু সন্ন্যাস করিব এ কলিতে।
তাহা ব্যক্ত কৈল এই খেলা-কৌতুকেতে ॥ ৫৬৭ ॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন প্রভু ভগবান্।
হবেন সন্ন্যাসী—আছে শাস্ত্রেতে প্রমাণ ॥ ৫৬৮ ॥
খেলা দেখি' মনে কৈল—প্রকৃত এ নয়।
ব্যক্ত না কহিল—লোক উপহাস-ভয়' ॥ ৫৬৯ ॥
কেহ কহে,—'কৃষ্ণাভিন্ন রোহিণীকুমার।
সেই এই নিত্যানন্দ—ইথে কি বিচার? ৫৭০ ॥
কৃপা করি' সে যদি জানায় তবে জানি।
নহিলে তাঁহার মায়াবশ এই প্রাণী' ॥ ৫৭১ ॥
কেহ কহে,—'পাইয়াও না পাইল মোরা।
হইয়া মায়ার বশ হৈনু রত্নহারা ॥ ৫৭২ ॥
তাঁ'র রূপ-গুণেতে বঞ্চিয়া মো-সবারে।
অকস্মাৎ সন্ন্যাসী লইয়া গেলা তাঁ'রে ॥ ৫৭৩ ॥

কেহ কহে,—'সন্ন্যাসী কেবল ছল তাঁ'র।
ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝে ঐছে শক্তি কা'র ॥ ৫৭৪ ॥
বলরাম কৈলা পূর্বে তীর্থ-পর্যটন।
তাহাই করিব এবে—লয় মোর মন' ॥ ৫৭৫ ॥
কেহ কহে,—'ঐছে পিতামাতায় ছাড়িয়া।
কৈল অনুচিত, কৈছে গেলা বাহির হৈয়া' ॥ ৫৭৬ ॥
কেহ কহে,—'ঈশ্বরের কে বুঝে মরম?
পূর্বাপর বুঝি ঐছে আছয়ে নিয়ম' ॥ ৫৭৭ ॥
এইরূপ কত কথা কহিয়া কহিয়া।
করয়ে ক্রন্দন নিত্যানন্দে সোঙরিয়া ॥ ৫৭৮ ॥

নিত্যানন্দ-বিরহে হাড়াই পণ্ডিতের বিলাপ—

হাড়াই পণ্ডিতে সবে যান প্রবোধিতে।
উঠয়ে ক্রন্দনরোল গৃহে প্রবেশিতে ॥ ৫৭৯ ॥
পদ্মাবতী, হাড়াই পণ্ডিত দুইজনে।
না করে আহার, দেহ না যায় ধারণে ॥ ৫৮০ ॥
যদি কভু কিছু ভুঞ্জাইতে চায় কেউ।
ভুঞ্জিব কি?—উঠে দুঃখ-সমুদ্রের ঢেউ ॥ ৫৮১ ॥
ঐছে তিন মাস নাই অন্নের গ্রহণ।
বিধিরে নিন্দয়ে—কেনে আছয়ে জীবন ॥ ৫৮২ ॥
'কোথা নিত্যানন্দ' বলি' ধূলায় লোটায়।
কি কহিতে কিবা কহে পাগলের প্রায় ॥ ৫৮৩ ॥
তিলার্ধেক হাড়াই পণ্ডিত স্থির নহে।
মনে যে উপজে তাহা ব্যক্ত করি' কহে ॥ ৫৮৪ ॥
ক্ষণে কহে,—'নিত্যানন্দ! হৈল অনেক ক্ষণ।
আইস, কোলে করি' মোর জুড়াউক জীবন' ॥৫৮৫॥
ক্ষণে কহে,—'ওহে বাপ, চড় গিয়া কোলে।
ঘাটে গিয়া স্নান করি' সরোবর-জলে' ॥ ৫৮৬ ॥
ক্ষণে কহে,—'মোর আগে চলহ হাঁটিয়া।
পাকিয়াছে ধান্যক্ষেত্র মাঠে দেখি গিয়া' ॥ ৫৮৭ ॥
ক্ষণে কহে,—'চল বাপ, হাটে শীঘ্র যাই।
যে ইচ্ছা তোমার তাহা কিনিব তথাই' ॥ ৫৮৮ ॥
ক্ষণে কহে,—'জননী ডাকয়ে, যাও ঘরে।
বুঝি—বিষ্ণু-প্রসাদান্ন ভুঞ্জিবার তরে' ॥ ৫৮৯ ॥

ক্ষণে কহে,—'মোর শিশুবর্গের সহিতে।
করো শাস্ত্রচর্চা দেখি কেবা হারে জিতে' ॥ ৫৯০ ॥
ক্ষণে নিজ-ভার্য্যাপ্রতি কহে ডাক দিয়া।
—'আইলেন নিত্যানন্দ, এই দেখ 'সিয়া ॥ ৫৯১ ॥
সন্ন্যাসী গোসাঞী বড় দয়ার সাগর।
কৃপা করি' নিত্যানন্দে পাঠাইলা ঘর' ॥ ৫৯২ ॥
ক্ষণে কহে,—'ইকি বায়ু হইল আমার।
না দেখিয়ে নিত্যানন্দ, দেখি অন্ধকার' ॥ ৫৯৩ ॥
ঐছে কত কহে, নহে ধৈর্য্যাবলম্বন।
পদ্মাবতী-চেষ্টা যৈছে কহে কুন্ জন ॥ ৫৯৪ ॥
ওহে বাপ! সব কি বলিব তো-সবায়?
হৈল মহা অমঙ্গল এ-একচক্রায় ॥ ৫৯৫ ॥
কেহ স্থির হৈতে নারে নিত্যানন্দ বিনে।
পিতামাতা-আদি অপ্রকট দিনে দিনে ॥ ৫৯৬ ॥
হইয়া ব্যাকুল নিত্যানন্দ-সঙ্গিগণ।
সর্ব ত্যাগি' গেলেন করিতে তীর্থাটন ॥ ৫৯৭ ॥
কেহ কুনরূপে স্থির হইতে না পারে।
কেবা কোথা যায়—কেহ না কহে কাহারে ॥ ৫৯৮ ॥
"এই নদীপারে এক যবন আছিলা।
নিজ নামে তেঁহ ঐ গ্রাম বসাইলা ॥ ৫৯৯ ॥
এথা হৈতে তথা কথো জন বাস কৈল।
কহিতে কি—ঐছে একচক্রা ভগ্ন হৈল ॥ ৬০০ ॥
মুই বিপ্রাধম এই কথো জনে লৈয়া।
আছি একচক্রা-গ্রামে পূর্ব সোঙরিয়া ॥ ৬০১ ॥
মনের উদ্বেগে ঘরে নারি স্থির হৈতে।
হইলু অথর্ব অতি না পারি চলিতে ॥ ৬০২ ॥
তথাপিহ ধায় মন দেখিবারে স্থান।
যথা যথা খেলা কৈলা নিত্যানন্দ-রাম ॥ ৬০৩ ॥
এই যে অশ্বত্থবট-ছায়া অতিশয়।
এথা শিশুসহ নিত্যানন্দ বিলসয় ॥ ৬০৪ ॥
ভক্ষ্যদ্রব্য লৈয়া বসি' মণ্ডলীবন্ধনে।
করিত ভক্ষণ—মুই দেখিলু নয়নে ॥ ৬০৫ ॥
সে সব ভাবিতে হিয়া বিদরিয়া যায়।
দুঃখ ভুঞ্জাইতে বিধি রাখিল আমায় ॥ ৬০৬ ॥
মনে ছিল—যদি বিধি রাখিল আমারে।
অবশ্য দিবেন সুখ কিছু দিন পরে ॥ ৬০৭ ॥
জন্মভূমি সোঙরিয়া নিতাই আমার।
একচক্রা আসিবে, দেখিবে পুনর্বার ॥ ৬০৮ ॥
মোর দুর্দৈবেতে তেঁহ নির্দয় হইল।
হেন একচক্রা-গ্রামে পুনঃ না আইল ॥ ৬০৯ ॥
হইলু নিরাশ এবে—আশা নাই আর।
বিধাতার প্রতি এ-প্রার্থনা বার বার ॥ ৬১০ ॥
এ-জন্মে বঞ্চিত, যদি পুনর্জন্ম পাই।
তবে নিত্যানন্দে যেন দেখিয়ে এথাই ॥ ৬১১ ॥
মরি যেন নিতাইচান্দের নাম লৈয়া।"
এত কহি' বিপ্রের বিদরি' যায় হিয়া ॥ ৬১২ ॥
পুনঃ কহে,—"কোথা প্রাণ নিতাই আমার?
দেখি' মোর দশা দেখা দেহ' একবার" ॥ ৬১৩ ॥
এত কহিয়াই বিপ্র কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
শুনি' সে কান্দনা দারু পাষাণ বিদরে ॥ ৬১৪ ॥
কি অদ্ভুত দশাপ্রাপ্ত হইল সবায়।
জাহ্নবা ঈশ্বরী নেত্রজলে ভাসি' যায় ॥ ৬১৫ ॥
কৃষ্ণদাস পণ্ডিতাদি বিহ্বল সকলে।
হৈল মহী পঙ্ক সেসবার নেত্রজলে ॥ ৬১৬ ॥
কেহ কুনরূপ স্থির হইতে না পারে।
বিপ্রের চরণধূলি লয় বারে বারে ॥ ৬১৭ ॥

বৃদ্ধবিপ্রকে অগ্রণী করিয়া সকলের একচক্রা-গ্রামে প্রবেশ—

প্রভু-ইচ্ছামতে সকলেই স্থির হৈলা।
বিপ্রে আগে করি' একচক্রা প্রবেশিলা ॥ ৬১৮ ॥
বিপ্র কহে,—"পণ্ডিতের বাড়ী ঐ হয়"।
এত কহি পুনঃ কিছু কহিতে নারয় ॥ ৬১৯ ॥
বাটী দেখাইয়া অতি কাতর অন্তরে।
কান্দিতে কান্দিতে বিপ্র গেলা নিজ-ঘরে ॥ ৬২০ ॥
বিপ্রদশা দেখি' সবে ব্যাকুল হইলা।
হাড়াইপণ্ডিত-গৃহে গমন করিলা ॥ ৬২১ ॥
যদ্যপি ভবন শূন্য ভগ্ন অতিশয়।
তথাপিহ কা'র না চিত্ত আকর্ষয় ॥ ৬২২ ॥

নিত্যানন্দ-লীলাস্থলী করিয়া দর্শন।
হৈলা প্রেমাবিষ্ট যৈছে না হয় বর্ণন ॥ ৬২৩ ॥
সে দিবস ভগ্ন ভবনেতে বাস কৈলা।
শ্রীনামকীর্তনে কথো রাত্রি গোঙাইলা ॥ ৬২৪ ॥

শ্রীজাহ্নবাদেবীর খেদ ও স্বপ্নদর্শন—

জাহ্নবা-ঈশ্বরী-নেত্রে নিদ্রা না স্পর্শয়।
বিরলে বসিয়া মনে মনে বিচারয় ॥ ৬২৫ ॥
—"না হৈল শ্বশুর-শাশুড়ীর সন্দর্শন।
না স্পর্শিল শ্বশুরালয়ের সুখকণ ॥" ৬২৬ ॥
এক বিচারিয়া আর কিছু বিচারিতে।
অকস্মাৎ হৈল নিদ্রা প্রভুর ইচ্ছামতে ॥ ৬২৭ ॥
স্বপ্নচ্ছলে দেখে একচক্রার বসতি।
দিতে নাই উপমা—সর্বাংশে শোভা অতি ॥ ৬২৮॥
কিবা স্বর্ণপুরী বিশ্বকর্মার নির্মাণ।
ইন্দ্রালয় নহে পণ্ডিতালয়-সমান ॥ ৬২৯ ॥
দাস-দাসী অসংখ্য, ঐশ্বর্য অতিশয়।
নিরন্তর পরমমঙ্গল শোভাময় ॥ ৬৩০ ॥
দেবপূজ্য হাড়াই পণ্ডিত, পদ্মাবতী।
প্রাণাধিকা নিত্যানন্দ পুত্রে স্নেহ অতি ॥ ৬৩১ ॥
শ্রীবসু, জাহ্নবা—পুত্রবধূ দুই জনে।
নয়নসম্পুটে সদা রাখে—এই মনে ॥ ৬৩২ ॥
কত সাধে করে পুত্রবধূর পালন।
দেখি' পুত্রবধূ-রীত জুড়ায় নয়ন ॥ ৬৩৩ ॥
জগতের পূজ্যা সূর্যদাসের দুহিতা।
শ্বশুর-শাশুড়ী-স্নেহে সদা উল্লসিতা ॥ ৬৩৪ ॥
শ্রীজাহ্নবা এ-কৌতুক মনে বিচারিতে।
হৈল নিদ্রাভঙ্গ, পুনঃ আকর্ষে নিদ্রাতে ॥ ৬৩৫ ॥
পুনঃ স্বপ্ন দেখে—একচক্রা নদীতীরে।
নানা পুষ্পকানন অপূর্ব শোভা করে ॥ ৬৩৬ ॥
পুঞ্জ পুঞ্জ ভ্রমরে গুঞ্জরে অনিবার।
নানা পক্ষী শব্দ করে অতি চমৎকার ॥ ৬৩৭ ॥
মন্দ মন্দ বহে সদা মলয়পবন।
বনশোভা মুনীন্দ্রগণের হরে মন ॥ ৬৩৮ ॥

তথা এক বৃক্ষ উচ্চ প্রফুল্লাতিশয়।
তা'র তলে দিব্য সিংহাসন রত্নময় ॥ ৬৩৯ ॥
সিংহাসন বেড়িয়া শোভয়ে দাসীগণ।
ঝলমল করে নানা বসন-ভূষণ ॥ ৬৪০ ॥
তালবৃন্ত, চামর, চন্দন চুয়া আর।
সুবাসিত বারি, নানাপুষ্প-উপহার ॥ ৬৪১ ॥
তাম্বুল-সম্পুট-আদি লৈয়া সর্বজনে।
দেখে নিত্যানন্দ-শোভা রত্নসিংহাসনে ॥ ৬৪২ ॥
নিত্যানন্দ-শোভা কোটি-কন্দর্প-মোহন।
রূপের নিছনি—চম্পা, কেশর, কাঞ্চন ॥ ৬৪৩ ॥
সদা চন্দ্রবদনে মধুর মৃদু হাসি।
উগারয়ে কি নব অমিয়া রাশি রাশি ॥ ৬৪৪ ॥
নেত্রের ভঙ্গিতে তরুণীর ধৈর্য হরে।
সর্বাঙ্গ-উপমা নাই ভুবন-ভিতরে ॥ ৬৪৫ ॥
শ্রীনিত্যানন্দের বাম দক্ষিণ দিকেতে।
শ্রীবসু, জাহ্নবা শোভে—উপমা কি দিতে ? ৬৪৬ ॥
রূপের ছটায় সে কানন আলো করে।
অঙ্গের সৌষ্ঠবে কোটি রতি-মদ হরে ॥ ৬৪৭ ॥
শ্রীপদ্মবদনে কিবা হাসি মন্দ মন্দ।
নিরন্তর ঝুরে অদ্ভুত মকরন্দ ॥ ৬৪৮ ॥
কি মধুর ভঙ্গি দীর্ঘ চকোর-নয়ান।
নিত্যানন্দ-মুখচন্দ্রামৃত করে পান ॥ ৬৪৯ ॥
দেখি' প্রেমরীত দাসী তাম্বুল লইয়া।
শ্রীবসু-জাহ্নবা-করে দেন হৃষ্ট হৈয়া ॥ ৬৫০ ॥
নিত্যানন্দমুখে দোঁহে তাম্বুল যোগায়।
চর্বিত তাম্বুল প্রভু দোঁহারে ভুঞ্জায় ॥ ৬৫১ ॥
চুয়া-চন্দনাদি দোঁহে দাসী যোগাইতে।
দোঁহার কৌতুক প্রাণনাথে সমর্পিতে ॥ ৬৫২ ॥
কুন দাসী যোগায়েন নানা পুষ্পহার।
প্রিয়গণে দিতে বাড়ে কৌতুক দোঁহার ॥ ৬৫৩ ॥
নিজাঙ্গ-চন্দন-চুয়া প্রিয়া-অঙ্গে দিতে।
নিত্যানন্দ দোঁহে আলিঙ্গয়ে কৌতুকেতে ॥৬৫৪॥
আপন গলার মালা দুহুঁ গলে দিয়া।
রহে সুভঙ্গিতে অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া ॥ ৬৫৫ ॥

দেখিতেই পরম অদ্ভুত এ না রঙ্গ।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর হৈল নিদ্রাভঙ্গ ॥ ৬৫৬ ॥
স্বপ্নভঙ্গে দুঃখী হৈয়া ভাবে মনে মনে।
—এমন কৌতুক কভু না দেখি' স্বপনে ॥ ৬৫৭ ॥
হইল প্রভাত নিশি, উল্লাসে ঈশ্বরী।
কহে কিছু কাহুকে, না কহে স্পষ্ট করি' ॥ ৬৫৮ ॥
একচক্রা ছাড়িয়া যাইতে প্রাণ কান্দে।
করয়ে যতন, চিতে স্থির নাহি বাঁধে ॥ ৬৫৯ ॥

খড়দহে যাইবার জন্য শ্রীঈশ্বরীর প্রতি দৈবাদেশ এবং খড়দহ-পথে শ্রীঈশ্বরীর নানা স্থান-দর্শন—

অকস্মাৎ কহে কেহ—"সদা আছ এথা।
খড়দহে গিয়া শীঘ্র সাধ মনঃকথা।" ॥ ৬৬০ ॥
শুনি' সবা-সহ চলে একচক্রা হৈতে।
করিতে দর্শন লোক ধায় চারি ভিতে ॥ ৬৬১ ॥
সেই পথে এক মহা-মত্তপ ব্রাহ্মণ।
মদিরা-পানেতে মত্ত করয়ে নর্তন ॥ ৬৬২ ॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ভাসে নেত্রজলে।
ক্ষণে কম্প, লম্ফ ক্ষণে, পড়ে মহীতলে ॥ ৬৬৩ ॥
দেখিয়া তাঁহার চেষ্টা জাহ্নবা ঈশ্বরী।
নিজ-সঙ্গীগণে জিজ্ঞাসয়ে ধীরি ধীরি ॥ ৬৬৪ ॥
—"কহ, কহ ইহো কেনে হইল এমন ?"
সবে কহে,—"এই মহা-মত্তপ ব্রাহ্মণ।" ৬৬৫ ॥
শুনি' অনুগ্রহ করি' কহয়ে ঈশ্বরী।
—"ঐছে প্রেমে মত্ত করু প্রভু গৌরহরি।" ৬৬৬ ॥
ইহা শুনি' হরিবোল বোলে সর্বজন।
"ধন্য ধন্য ধন্য এই মত্তপ ব্রাহ্মণ।" ৬৬৭ ॥
ব্রাহ্মণের সৌভাগ্য কহিতে নাহি পারি।
ঈশ্বরী-কৃপায় হৈল ভক্তি-অধিকারী ॥ ৬৬৮ ॥
ঐছে জীবে করিয়া অশেষ অনুগ্রহ।
মৌড়েশ্বর-পথে চলিলেন সবা-সহ ॥ ৬৬৯ ॥
মৌড়েশ্বরে কৈল গিয়া শিবের দর্শন।
যাঁ'রে পূজিলেন পদ্মাবতীর নন্দন ॥ ৬৭০ ॥
কুণ্ডলীদমন যথা কৈল নিত্যানন্দ।
দেখিয়া সে-স্থান হৈল সবার আনন্দ ॥ ৬৭১ ॥
নিত্যানন্দ যে পথে গেলেন বক্রেশ্বরে।
লোকে সেই পথ দেখাইলা সকলেরে ॥ ৬৭২ ॥
শ্রীঈশ্বরী রাঢ়দেশ ভ্রমিয়া ত্বরিতে।
কণ্টকনগরে আইলা সবার সহিতে ॥ ৬৭৩ ॥
শ্রীযদুনন্দন মহা উল্লসিত হৈয়া।
যাজিগ্রামে সমাচার দিল পাঠাইয়া ॥ ৬৭৪ ॥
শুনি' গণসহ শ্রীনিবাস সেইক্ষণে।
কণ্টক-নগরে আইলা মহাহর্ষ-মনে ॥ ৬৭৫ ॥
শ্রীঈশ্বরী-চরণ-দর্শনে যে উল্লাস।
ভাগবতগণে দেখি' যে সুখ-প্রকাশ ॥ ৬৭৬ ॥
যে সকল প্রসঙ্গ হইল পরস্পরে।
সে সব কহিতে নারি বাহুল্যের ডরে ॥ ৬৭৭ ॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম-নিকটে আসিয়া।
কহিল, শুনিল সব নির্জনে বসিয়া ॥ ৬৭৮ ॥
গোস্বামিগণের কথা গোবিন্দ কহিলা।
সে সব শুনিয়া অতি ব্যাকুল হইলা ॥ ৬৭৯ ॥
রামচন্দ্র 'গোপালবিরুদাবলী' দিল।
শ্রীনিবাসাচার্য লৈয়া মস্তকে ধরিল ॥ ৬৮০ ॥
হইল অনেক রাত্রি, শয়ন করিলা।
স্বপ্নচ্ছলে গোস্বামী আচার্যে প্রবোধিলা ॥ ৬৮১ ॥

যাজিগ্রামে শ্রীঈশ্বরীর সম্বর্ধনা—

শ্রীঈশ্বরী-আগে নিশি প্রভাত-সময়ে।
নিজালয়ে লইতে প্রণমি' নিবেদয়ে ॥ ৬৮২ ॥
শ্রীনিবাসাচার্যে অতি অনুগ্রহ করি'।
সবা-সহ যাজিগ্রামে গেলেন ঈশ্বরী ॥ ৬৮৩ ॥
শ্রীযাজিগ্রামের লোক আনন্দ-হিয়ায়।
করিতে দর্শন সবে চতুর্দিগে ধায় ॥ ৬৮৪ ॥
শ্রীনিবাসাচার্য অতি উল্লসিত চিতে।
শীঘ্র সমাচার পাঠাইলা শ্রীখণ্ডেতে ॥ ৬৮৫ ॥
নরোত্তম, রামচন্দ্র-আদি প্রিয়গণে।
করিলা নিযুক্ত সর্বকার্য-সমাধানে ॥ ৬৮৬ ॥

দেখি' চেষ্টা সকল মহান্ত মোদভরে।
না জানয়ে ভিন্ন, যেন আইলা নিজ-ঘরে ॥ ৬৮৭ ॥
সর্ব মহান্তের বাসা হৈল রম্য স্থানে।
ঈশ্বরীর বাসা শ্রীনিবাসের ভবনে ॥ ৬৮৮ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী ভবনে প্রবেশিতে।
আচার্যের ভার্যা আইসে আগুসরি' নিতে ॥ ৬৮৯ ॥
মহালজ্জাবতী, গতি অতি সুললিত।
হেম-নবনীত অঙ্গ বসনে আবৃত ॥ ৬৯০ ॥
মৃদুহাসি-মিশা মুখপদ্ম সুনির্মল।
অতি সে সুচারু দীর্ঘ নয়নযুগল ॥ ৬৯১ ॥
ঝরয়ে আনন্দ-অশ্রু ঈশ্বরী-দর্শনে।
পুলক ব্যাপয়ে প্রণমিতে শ্রীচরণে ॥ ৬৯২ ॥
শ্রীঈশ্বরী কহি' কিবা সুমধুর ভাষে।
তুলি' লৈল কোলে কি অদ্ভুত স্নেহাবেশে ॥ ৬৯৩ ॥
আচার্যের ভার্যা বহু দৈন্য প্রকাশিয়া।
বসাইলা দিব্যাসনে মন্দিরে লইয়া ॥ ৬৯৪ ॥
সুবাসিত জলে পাদ-প্রক্ষালন কৈল।
বর্ণিতে না জানি যে আনন্দ উথলিল ॥ ৬৯৫ ॥
দেখি' শ্রীনিবাসাচার্য ভার্যার সুরীত।
তিলে তিলে ঈশ্বরীর বাঢ়ে মহাপ্রীত ॥ ৬৯৬ ॥
যাজিগ্রামে যে আনন্দ হইল রন্ধনে।
যে আনন্দ হৈল মহাপ্রসাদ-সেবনে ॥ ৬৯৭ ॥
প্রত্যেক মহান্ত-মনে হৈল যে আনন্দ।
তাহা বিস্তারিয়া কি বর্ণিব মুই মন্দ ? ॥ ৬৯৮ ॥
পরস্পর যে কৌতুক কহিতে না পারি।
যাজিগ্রামবাসী লোক দেখে নেত্র ভরি' ॥ ৬৯৯ ॥
সকল মহান্ত কৃষ্ণকথা-আলাপনে।
বসিয়া আছেন অতিশয় রম্য স্থানে ॥ ৭০০ ॥
হেনকালে (শ্রী)খণ্ড হৈতে শ্রীরঘুনন্দন।
আইলেন—সঙ্গে মহাভাগবতগণ ॥ ৭০১ ॥
কি অপূর্ব মিলন হইল পরস্পরে।
দেখিতে সে প্রেমাবেশ কেবা ধৈর্য ধরে ? ॥ ৭০২ ॥
পরস্পর গৌড়-ব্রজ-সংবাদ কহিতে।
হইল ব্যাকুল, কেহ নারে স্থির হৈতে ॥ ৭০৩ ॥
ধৈর্যাবলম্বন করি' শ্রীরঘুনন্দন।
জিজ্ঞাসিলা ঈশ্বরীর গমনাগমন ॥ ৭০৪ ॥
শ্রীপরমেশ্বরীদাস ধৈর্যাবলম্বিল।
আদ্যোপান্ত শ্রীরঘুনন্দনে নিবেদিল ॥ ৭০৫ ॥
শ্রীরঘুনন্দন হর্ষে মহান্তগণেরে।
নিবেদিল—প্রভাতে শ্রীখণ্ড যাইবারে ॥ ৭০৬ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী আগে নিবেদিয়া।
শীঘ্র (শ্রী)খণ্ডে গেলা শ্রীনিবাসে কত কৈয়া ॥ ৭০৭ ॥
এথা সন্ধ্যা-সময়েতে ভাগবতগণ।
করিলেন কতক্ষণ নাম-সঙ্কীর্তন ॥ ৭০৮ ॥
ঈশ্বরী-আজ্ঞায় শ্রীনিবাস হৈয়া হৃষ্ট।
শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে কৈল সুধা বৃষ্ট ॥ ৭০৯ ॥
হইলেন প্রেমানন্দে নিমগ্ন সকলে।
সবার তিতিল তনু নয়নের জলে ॥ ৭১০ ॥
শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ হৈল সমাপন।
কতক্ষণে স্থির হইলেন সর্বজন ॥ ৭১১ ॥
জাহ্নবা ঈশ্বরী অতি মনের উল্লাসে।
শ্রীনিবাস-প্রতি কহে সুমধুর ভাষে ॥ ৭১২ ॥
—"রজনী-প্রভাতে শ্রীখণ্ডে গমন করিব।
শ্রীখণ্ড হইতে খড়দহে ত্বরায় যাইব ॥ ৭১৩ ॥
অতি অল্পকাল এথা হৈল মোর স্থিতি।
হিয়া কি করয়ে, না বুঝিয়ে বুদ্ধিগতি ॥" ৭১৪ ॥
শ্রীনিবাস কহে,—"এবে বিলম্ব না সহে।
প্রকাশিবে মূর্তি শীঘ্র গিয়া খড়দহে ॥ ৭১৫ ॥
শ্রীমতী রাধিকামূর্তি-নির্মাণ হইলে।
হইবে সুস্থির বৃন্দাবন পাঠাইলে ॥ ৭১৬ ॥
শ্রীগোপীনাথের ইথে আগ্রহাতিশয়।
হইব নির্মাণ অতি শীঘ্র—মনে লয়" ॥ ৭১৭ ॥
শ্রীনিবাসবাক্যে হর্ষ হইয়া ঈশ্বরী।
পুনঃ শ্রীনিবাস-প্রতি কহে ধীরি ধীরি ॥ ৭১৮ ॥
—"খড়দহে গিয়া পাঠাইব সমাচার।
এবে কোথা কোথা স্থিতি হইবে তোমার ?" ৭১৯ ॥
শ্রীনিবাস কহে,—"এথা রহি' দিন চারি।
নবদ্বীপে গমন করিব শীঘ্র করি' ॥ ৭২০ ॥

প্রায় নবদ্বীপে গুপ্ত হইল সকলে।
প্রভুর ঈশান মাত্র আছেন একলে ॥ ১২১ ॥
তাঁ'র সমিভ্যারী যে আছেন কত জন।
হইয়াছে তাঁ' সভার সংশয়-জীবন ॥ ১২২ ॥
করিলা ঈশান আজ্ঞা আমারে যাইতে।
তথা গিয়া আসি' যা'ব খেতুরী-গ্রামেতে ॥ ১২৩ ॥
কথো দিন রহি' তথা বিষ্ণুপুর গিয়া।
রহিব এথাই তথা হইতে আসিয়া" ॥ ১২৪ ॥

শ্রীঈশ্বরীর শ্রীখণ্ডে আগমন—

ঐছে কত কহিতে অনেক রাত্রি হৈল।
প্রসাদ ভুঞ্জিয়া সবে শয়ন করিল ॥ ১২৫ ॥
রজনী-প্রভাতে (শ্রী)খণ্ডে চলিতে ঈশ্বরী।
আচার্যের ভার্যায় প্রবোধে যত্ন করি' ॥ ১২৬ ॥
দেখিয়া তাঁহার দশা ব্যাকুল হইয়া।
করি' বহু অনুগ্রহ শ্রীখণ্ডে চলিলা ॥ ১২৭ ॥
শ্রীখণ্ডনিবাসী লোক ধায় চারিভিতে।
শ্রীরঘুনন্দন আইসে আগুসরি' নিতে ॥ ১২৮ ॥
গণসহ গতি অতিশয় চমৎকার।
দূরে দেখি' এক বিপ্র কহে বার বার ॥ ১২৯ ॥
—"ভাগ্যবন্ত নারায়ণদাসের নন্দন।
মুকুন্দ, মাধব, নরহরি তিন জন ॥ ১৩০ ॥
মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দন ঠাকুর।
ইঁহার দর্শনে সব তাপ যায় দূর ॥ ১৩১ ॥
কিবা ভক্তিরসেতে নিমগ্ন নিরন্তর।"
ঐছে কত কহে, সঙ্গে চলে বিপ্রবর ॥ ১৩২ ॥
রঘুনন্দনের পুত্র নাম শ্রীকানাই।
অল্প বয়সে সৌন্দর্যের সীমা নাই ॥ ১৩৩ ॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের গুণে সদাই বিহ্বল।
ধরিতে নারয়ে অঙ্গ, করে টলমল ॥ ১৩৪ ॥
মহান্তগণেরে দেখি' মনের উল্লাসে।
কি নাম কাঁহার—তাহা পিতায় জিজ্ঞাসে ॥ ১৩৫ ॥
শ্রীরঘুনন্দন পুত্রে সব জানাইয়া।
মিলিলা সবার আগে অতি হৃষ্ট হৈয়া ॥ ১৩৬ ॥
ঠাকুর কানাইর নেত্র পূর্ণ অশ্রুজলে।
প্রণমিতে সবে তুলি' লইলেন কোলে ॥ ১৩৭ ॥
সর্ব মহান্তের অতি আনন্দ-হৃদয়।
শ্রীঈশ্বরী করিলেন বাৎসল্যাতিশয় ॥ ১৩৮ ॥
সবা-সহ ঈশ্বরী পরমানন্দ-মনে।
হইলেন উপনীত গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে ॥ ১৩৯ ॥
গৌরাঙ্গদর্শনে যে হইল প্রেমাবেশ।
এক মুখে কবি কি বর্ণিবে তা'র লেশ ? ১৪০ ॥
শ্রীমদনগোপালের করিলা দর্শন।
যা'রে লাড়ু খাওয়াইলা শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১৪১ ॥
কতক্ষণ রহি' সবে প্রভুর প্রাঙ্গণে।
গেলা প্রভু-মন্দির-নিকট বাসা-স্থানে ॥ ১৪২ ॥
যৈছে স্নান-ভোজনাদি হইল সবার।
বিস্তারের ভয়ে তাহা নারি বর্ণিবার ॥ ১৪৩ ॥
রাত্রিযোগে শ্রীসঙ্কীর্তনাদি যেন মতে।
কিছু বিস্তারিব নরোত্তম-বিলাসেতে ॥ ১৪৪ ॥

শ্রীখণ্ড হইতে শ্রীঈশ্বরীর খড়দহে গমন—

শ্রীঈশ্বরী খড়দহ করিতে গমন।
হইলা ব্যাকুল অতি শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১৪৫ ॥
বিদায়-সময়ে যে কহিলা পরস্পরে।
সে সব শুনিতে কাষ্ঠ পাষাণ বিদরে ॥ ১৪৬ ॥
শ্রীপরমেশ্বরীদাসে শ্রীরঘুনন্দন।
করিলেন অনেক সামগ্রী সমর্পণ ॥ ১৪৭ ॥
শ্রীঈশ্বরী শ্রীরঘুনন্দনাদি সকলে।
কহিল অনেক সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে ॥ ১৪৮ ॥
কৃষ্ণদাস সরখেল-আদি সবা-সহ।
শ্রীঈশ্বরী গমন করিলা খড়দহ ॥ ১৪৯ ॥
শ্রীনিবাস আচার্যাদি শ্রীখণ্ডে রহিয়া।
গৃহে আইলা শ্রীঈশ্বরী-গুণ সোঙরিয়া ॥ ১৫০ ॥

খড়দহের পথে শ্রীনবদ্বীপধাম-দর্শন—

(শ্রী)খণ্ড হৈতে শ্রীঈশ্বরী গিয়া নদীয়ায়।
দেখে—প্রভুপরিকরগণ শূন্যপ্রায় ॥ ১৫১ ॥

শ্রীঈশান-আদি যে ছিলেন কথোজন।
আগুসরি' আইলা শুনি' ঈশ্বরী-গমন ॥ ১৫২ ॥
সবাসহ ঈশ্বরীর দর্শন করিয়া।
পাইলেন প্রাণ যেন, জুড়াইল হিয়া ॥ ১৫৩ ॥
কৃষ্ণদাসাদি-সহ ঈশ্বরী এ-সবায়।
দেখি' কি অদ্ভুত প্রেম উথলে হিয়ায় ॥ ১৫৪ ॥
শ্রীবাস পণ্ডিতের ভবন প্রবেশিতে।
হইলেন যৈছে সবে—কে পারে কহিতে ॥ ১৫৫ ॥
সে দিবস শ্রীবাসভবনে করি' স্থিতি।
মনের উদ্বেগেতে গোঙায় দিবারাতি ॥ ১৫৬ ॥
হৈল কিছু নিদ্রা নিশি অবশেষ কালে।
গণসহ প্রভু দেখা দিলা স্বপ্নছলে ॥ ১৫৭ ॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের কিবা সুমধুর বেশ।
শিরে শোহে চিকণ চাঁচর চারু কেশ ॥ ১৫৮ ॥
বামে গদাধর, নিত্যানন্দ দক্ষিণেতে।
সম্মুখে অদ্বৈত শ্রীনিবাসাদি-সহিতে ॥ ১৫৯ ॥
সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে শ্রীগৌরসুন্দর।
নাচে নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, গদাধর ॥ ১৬০ ॥
শ্রীবাস, মুরারি, বক্রেশ্বর, হরিদাস।
নৃত্যে কি অদ্ভুত ভঙ্গি করয়ে প্রকাশ ॥ ১৬১ ॥
গোবিন্দ, মাধব, বাসু, মুকুন্দাদি যত।
গীত-বাদ্যে সকলে হইয়া উনমত ॥ ১৬২ ॥
নবদ্বীপপুরী মহা আনন্দে উথলে।
নাচে ব্রহ্মা, শিব, শেষ মনুষ্যের মেলে ॥ ১৬৩ ॥
করি' জয়ধ্বনি লোক চতুর্দিগে ধায়।
সঙ্কীর্ত্তনে নানাপুষ্প বর্ষে দেবতায় ॥ ১৬৪ ॥
দেখিতেই নবদ্বীপ এ হেন মঙ্গল।
জাহ্নবা ঈশ্বরী দুঃখ ভুলিলা সকল ॥ ১৬৫ ॥
নিদ্রাভঙ্গ হইতেই ব্যাকুল হইলা।
প্রভু-ইচ্ছামতে ধৈর্যাবলম্বন কৈলা ॥ ১৬৬ ॥
নবদ্বীপধামে প্রণমিল বার বার।
স্বপ্নে যে দেখিল তাহা না কৈল প্রচার ॥ ১৬৭ ॥
শ্রীঈশানাদি সবে যত্নে প্রবোধিলা।
'শ্রীনিবাস শীঘ্র আসিবেন'—জানাইলা ॥ ১৬৮ ॥

শ্রীনবদ্বীপ হইতে অম্বিকা হইয়া খড়দহে গমন—

ঐছে দুই দিবস রহিয়া নদীয়ায়।
সবা-সহ ঈশ্বরী গেলেন অম্বিকায় ॥ ১৬৯ ॥
নিত্যানন্দ, শ্রীচৈতন্যের করিলা দর্শন।
হইলা বিহ্বল, অশ্রু নহে নিবারণ ॥ ১৭০ ॥
একদিন অম্বিকায় রহি' প্রেমাবেশে।
যাত্রা কৈলা নিত্যানন্দ-চৈতন্য-আদেশে ॥ ১৭১ ॥
খড়দহ-গ্রামে শীঘ্র লোক পাঠাইল।
ঈশ্বরীগমন-ধ্বনি সর্বত্র হইল ॥ ১৭২ ॥
গঙ্গাতীরবর্ত্তী যত বৈষ্ণবের গণ।
আগুসরি' লইতে আইলা সর্বজন ১৭৩ ॥
ভাগ্যবন্ত বণিকের বাল, বৃদ্ধ যত।
তা-সবার যে আর্ত্তি তা' কে কহিবে কত? ১৭৪ ॥
ঈশ্বরীদর্শনে সবে আপনা' পাসরে।
ঈশ্বরী গেলেন শীঘ্র উদ্ধারণ-ঘরে ॥ ১৭৫ ॥
উদ্ধারণ দত্তের বাটীতে স্থিতি কৈল।
ঈশ্বরী-দর্শনে বহু লোক-ভিড় হৈল ॥ ১৭৬ ॥
উদ্ধারণ-দত্তের চরিত্র সোঙরিয়া।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী ধরিতে নারে হিয়া ॥ ১৭৭ ॥
নিত্যানন্দ-প্রিয় উদ্ধারণের কথায়।
যৈছে প্রভুগণ-চেষ্টা—কহনে না যায় ॥ ১৭৮ ॥
উদ্ধারণ-ঘরে রহি' নৌকায় চঢ়িল।
সবে অনুগ্রহ করি' খড়দহে গেলা ॥ ১৭৯ ॥
খড়দহ-আদি গ্রামবাসী লোকগণ।
পাইলা পরমানন্দ করিয়া দর্শন ॥ ১৮০ ॥
অতি শুভক্ষণেই ভবনে প্রবেশিয়া।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর উল্লসিত হিয়া ॥ ১৮১ ॥
গঙ্গা, বীরচন্দ্র অতি উল্লসিত মনে।
প্রণমিলা শ্রীজাহ্নবা-ঈশ্বরী-চরণে ॥ ১৮২ ॥
গঙ্গা-বীরচন্দ্র-মুখ করি' নিরীক্ষণ।
স্নেহাবেশে ঈশ্বরীর সজল নয়ন ॥ ১৮৩ ॥
ঈশ্বরীর যে বাৎসল্য না জানি কহিতে।
না দেখিয়ে কোথাও উপমা ঐছে দিতে ॥ ১৮৪ ॥

শ্রীবসুদেবীরে শ্রীজাহ্নবা প্রণমিতে।
যে প্রেম-প্রকাশ হৈল—কে পারে কহিতে ? ১৮৫ ॥
স্নেহাবেশে শ্রীবসু মঙ্গল জিজ্ঞাসিলা।
শ্রীজাহ্নবা সংক্ষেপে সকল নিবেদিলা ॥ ১৮৬ ॥
ঈশ্বরীর সঙ্গে যে যে মহান্তের গতি।
তা' সবার যে আনন্দ কহি কি শকতি ॥ ১৮৭ ॥
নয়ন-ভাস্করে শ্রীজাহ্নবা আজ্ঞা কৈলা।
তেঁহ শ্রীরাধিকামূর্তি নির্মাণারম্ভিলা ॥ ১৮৮ ॥

এ-সব প্রসঙ্গ জানাইলু সংক্ষেপেতে।
কুন্ ভাগ্যবান্ বিস্তারিব ভাল মতে ॥ ১৮৯ ॥
এ-সব শুনিতে যা'র বাঢ়ে দৃঢ় রতি।
অনায়াসে মিলে তা'রে নির্মল ভকতি ॥ ১৯০ ॥
শ্রীনিবাসাচার্য-চরণ চিন্তা করি'।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥ ১৯১ ॥

ইতি শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীঈশ্বরী-জাহ্নবায়াঃ শ্রীবৃন্দাবন-গমনাগমনাদিবর্ণনং নাম একাদশস্তরঙ্গঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ তরঙ্গ

কথাসার—এই তরঙ্গে শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের নবদ্বীপ-পরিক্রমণ বর্ণিত হইয়াছে।

গঙ্গার পূর্ব ও পশ্চিম পারস্থ নয়টি দ্বীপ লইয়া নবদ্বীপ। পূর্ব পারে অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ ও মধ্যদ্বীপ এবং পশ্চিম পারে কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ। এই নবদ্বীপ নবধা ভক্তির পীঠ এবং অষ্টদল-পদ্মাকৃতি-বিশিষ্ট। কর্ণিকাতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-ভূমি অন্তর্দ্বীপ-শ্রীমায়াপুর। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীমায়াপুরে প্রবেশ করিয়া শ্রীশচীমাতার সেবক ও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় বৃদ্ধ ঈশানের সহিত শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা আরম্ভ করেন। শ্রীযোগপীঠ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বপ্রথম আতাপুর বা অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমণ করেন। অন্তর্দ্বীপে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্মাকে কলির প্রথমে শ্রীগৌরসুন্দররূপে নাম-প্রেম-বিতরণার্থ আগমনের আন্তরিকী কথা এবং ব্রহ্মার শ্রীহরিদাসরূপে নীচকুলে আবির্ভূত হইয়া শ্রীহরি-নামের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিবার বিষয় বলেন ; এইজন্য এই দ্বীপের নাম অন্তর্দ্বীপ। অতঃপর ঈশান তাঁহাদিগকে সীমন্তদ্বীপ বা সিমুলিয়া প্রদর্শন করেন। এই স্থানে পার্বতীদেবী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পদধূলি সীমন্তে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই দ্বীপের নাম সীমন্তদ্বীপ। অতঃপর তাঁহারা গোদ্রুম বা গাদিগাছা-গ্রামে গমন করেন। এই স্থানে সুরভিগাভী ইন্দ্রসহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আরাধনা করিয়াছিলেন। সুরভিগাভী দ্রুমতলে অবস্থান করেন বলিয়া ইহার নাম গোদ্রুম। গোদ্রুম হইতে আচার্যগণ মধ্যদ্বীপ বা মাজিদা-গ্রামে গমন করেন। এইস্থানে সপ্তর্ষি-কর্তৃক আরাধিত হইয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদিগকে মধ্যাহ্ন-সময়ে দর্শনদান করিয়াছিলেন বলিয়া এই দ্বীপের নাম মধ্যদ্বীপ। শ্রীঈশান এই দ্বীপের অন্তর্গত পুষ্করতীর্থের চিহ্ন-স্থানাদি প্রদর্শন করেন। পুষ্করতীর্থ যে স্থানে ব্রাহ্মণকে কৃপা করিয়াছিলেন, তাহাই ব্রাহ্মণপুষ্কর বা বামুনপোখরা নামে অভিহিত। অতঃপর তাঁহারা উচ্চহট্ট বা হাট-ডাঙ্গা-গ্রাম দর্শন করেন। ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ এই স্থানে নামের হাটে উচ্চ-সংকীর্তন করিয়াছিলেন। মধ্যদ্বীপ হইতে আচার্যগণ গঙ্গার পশ্চিম পারে কুলিয়া-পাহাড়পুর বা কোলদ্বীপে প্রবেশ করেন। এই স্থানে শ্রীকোলদেবের (শ্রীবরাহদেবের) আরাধনা-হেতু জনৈক ব্রাহ্মণ শ্রীকোলদেবরূপে শ্রীগৌরহরির দর্শন পাইয়াছিলেন। পর্বত-প্রমাণ শ্রীকোলদেবের দর্শন-হেতু এই দ্বীপের নাম শ্রীকোলদ্বীপ। এই স্থান হইতে তাঁহারা ঋতুদ্বীপের অন্তর্গত সমুদ্রগড় বা সমুদ্রগতি-গ্রামে প্রবেশ করেন। গঙ্গাকে আশ্রয় করিয়া সমুদ্রের এই স্থানে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনার্থ আগমন-হেতু ইহার নাম সমুদ্রগতি। সমুদ্রগড় হইতে প্রভুত্রয় ঈশান-সহ চম্পহট্ট বা চাঁপাহাটীতে গমন করেন। প্রাচীনকালে এই স্থানে চম্পকবৃক্ষের বন ছিল। চাঁপাফুলের হাট বসিত বলিয়া ইহার নাম চাঁপাহাটী। এই স্থানে শ্রীগৌরপ্রিয় দ্বিজ-বাণীনাথের ভবন। চাঁপাহাটী হইতে তাঁহারা রাতুপুরে আগমন করেন। ঋতুদ্বীপের অপভ্রংশ রাতুপুর। বসন্তাদি ঋতুগণের গৌর-আরাধনাস্থলী বলিয়া ইহার নাম ঋতুদ্বীপ। রাতুপুর হইতে তাঁহারা বিদ্যানগরে প্রবেশ করেন। এই স্থানে বৃহস্পতি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আরাধনা করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর বৃহস্পতিকে বিদ্যা-প্রচারে আদেশ দিয়াছিলেন। বিদ্যাপ্রচার-স্থল বলিয়া ইহার নাম বিদ্যানগর। এই স্থান-দর্শনে অবিদ্যার বিনাশ হয়। বিদ্যানগর হইতে শ্রীআচার্য, শ্রীঠাকুর ও শ্রীকবিরাজ ঈশানসহ জান্নগরে বা জহ্নুদ্বীপে গমন করেন। জহ্নুমুনি এই স্থানে শ্রীগৌরসুন্দরের আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম জহ্নুদ্বীপ। জান্নগর হইতে তাঁহারা মাউগাছি বা মোদদ্রুম-দ্বীপে আগমন করেন। শ্রীরামচন্দ্র বনবাস-কালে জানকীসহ এই স্থানে আগমন করিয়া এক বৃহৎ বটবৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাবতারে এই স্থানে সঙ্কীর্তনানন্দ হইবে বলিয়া শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের মোদবৃদ্ধি-হেতু এই স্থানের নাম মোদদ্রুম-দ্বীপ। শ্রীগৌরচন্দ্র মাউগাছি-

নিবাসী জনৈক রামভক্ত বিপ্রকে রামরূপে দর্শন দান করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহারা বৈকুণ্ঠপুরে আগমন করিয়া নারায়ণ-পীঠ দর্শন করেন। তথা হইতে মাতাপুর বা মহৎপুরে আগমন করেন। এই স্থানে শ্রীবলদেব প্রভু যুধিষ্ঠিরকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া কলিতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সপার্ষদ আগমনবার্তা বর্ণন করেন। মহদ্‌গুণে শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের অবস্থান-হেতু এই স্থানের নাম মহৎপুর। মহৎপুর হইতে তাঁহারা রাহুপুর বা রুদ্রদ্বীপে গমন করেন। এই স্থানে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব স্মরণ করিয়া রুদ্রদেব গণসহ আনন্দে নৃত্য ও গৌরচরিত্র কীর্তন করিয়াছিলেন। রাহুপুর হইতে তাঁহারা বেলপোখেরা বা বিল্বপক্ষ দর্শনে গমন করেন। এই স্থানে ব্রাহ্মণগণ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে ধরায় অবতীর্ণ দেখিবার জন্য পঞ্চবক্ত্র শিবকে একপক্ষকাল বিল্বদলে পূজা করিয়াছিলেন। বিল্বপক্ষ হইতে তাঁহারা ভরদ্বাজটীলা বা ভারুইডাঙ্গা-দর্শনে গমন করেন। এই স্থানে ভরদ্বাজমুনি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আরাধনা করিয়াছিলেন। ভরদ্বাজটীলা হইতে আচার্যগণ সুবর্ণবিহারে শুভবিজয় করেন। নারদমুনির কোনও শিষ্য এ স্থানের রাজাকে কৃপা করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইবার কথা বলিয়াছিলেন। রাজা স্বপ্নে প্রথমতঃ শ্যামসুন্দররূপ, তৎপরে সেই রূপের সুবর্ণ-বর্ণ-ধারণ দর্শন করিয়াছিলেন। সুবর্ণবিগ্রহের বিহার-স্থলহেতু স্থানটির নাম সুবর্ণবিহার। সুবর্ণবিহার হইতে শ্রীল আচার্য, শ্রীল ঠাকুর ও শ্রীল কবিরাজ শ্রীমায়াপুর-শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের ভবনে (শ্রীযোগ-পীঠে) প্রত্যাবর্তন করেন। এই স্থানে ঈশান তাঁহাদের নিকট শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, শ্রীশচীমাতা, শ্রীবিশ্বরূপ, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু ও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরিতাবলী বর্ণন করেন।

অতঃপর এই অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মবৃত্তান্ত, বাল্যলীলা ও পাঠাভ্যাস, শ্রীবিশ্বরূপের সন্ন্যাস, শ্রীগৌরসুন্দরের যজ্ঞোপবীত-গ্রহণ, শ্রীবল্লভাচার্যের কন্যা শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত পরিণয়, শ্রীগৌরসুন্দরের পূর্ববঙ্গে শুভ-বিজয়ে তদীয় বিচ্ছেদরূপ সর্প-দংশনে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর অপ্রকট-লীলা, গৃহে প্রত্যাবর্তনান্তে মাতার ইচ্ছাক্রমে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীসনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ, মহাপ্রভুর গয়ায় যাত্রা, গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন, প্রেম-প্রকাশ, শ্রীশ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের গৃহে সঙ্কীর্তনানন্দ, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর রাঢ়দেশে একচাকা-গ্রামে আবির্ভাব, বাল্যক্রীড়া, দ্বাদশ বৎসর গৃহে বাস, তৎপরে তীর্থপর্যটনে বহির্গমন, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর পিতৃপুরুষগণের শ্রীহট্টের নিকট নবগ্রামে বাস, পিতা শ্রীকুবের ও মাতা নাভাদেবীর গঙ্গাবাসেচ্ছায় শান্তিপুরে আগমন, মাতাপিতার বিয়োগান্তে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর তীর্থপর্যটন ও বৃন্দাবনে বাস, শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের প্রকট-সময় নিকটবর্তী হইলে শান্তিপুরে আগমন, শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শ্রীনৃসিংহ ভাদুড়ীর দুই কন্যার সহিত বিবাহ, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির চরিত্র, বিদ্যানিধির চট্টগ্রামের নিকট চক্রশালা-গ্রামে বাস, মহাপ্রভুর আকর্ষণে নদীয়ায় (প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে) আগমন, বাহিরে বিষয়ীর ন্যায় কিন্তু অন্তরে মহা-বৈষ্ণবতা, শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের প্রতিনিশায় শ্রীবাসাঙ্গনে এবং কোন কোন দিন চন্দ্রশেখর-ভবনে কীর্তন, চন্দ্রশেখরের গৃহে লক্ষ্মী প্রভৃতির বেশে নৃত্য, শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রের গুরুবুদ্ধি, তজ্জন্য শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর মহাদুঃখ, মহাপ্রভুর নিকট হইতে শাস্তিলাভের জন্য শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভক্তি হইতে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা-ব্যাখ্যা, মহাপ্রভুর বিষম ক্রোধ ও শ্রীঅদ্বৈতকে চুলে ধরিয়া প্রহার, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর তাহাতে আনন্দপ্রকাশ, কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের শাখা 'শঙ্কর'-নামে কোন ব্যক্তির জ্ঞানে নিষ্ঠা, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নিষেধ-সত্ত্বেও এ জ্ঞান-নিষ্ঠা পরিত্যাগ না করায় শ্রীঅদ্বৈত প্রভু-কর্তৃক তাহাকে পরিত্যাগ, মহাপ্রভুর সকলকে সর্বদা হরিনাম কীর্তনোপদেশ, নামের অর্থবাদ শুনিয়া সগণ সচেল গঙ্গাস্নান, আম্রবীজ-রোপণমাত্রই বৃক্ষ ও ফলোৎপত্তি এবং ফলাস্বাদন, লোকশিক্ষা-হেতু স্বহস্তে বিষ্ণুগৃহ-মার্জন, মহাপ্রভুর নানাবিধ লীলা ও চরিত্র-বর্ণন, শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির স্থানে দীক্ষা-গ্রহণ, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি শ্রীশ্রীবাসপত্নী শ্রীমালিনী-দেবীর পুত্র-বাৎসল্য, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কর্তৃক শ্রীমুরারি গুপ্তের রামনিষ্ঠা-দর্শনে তদীয় ললাটে রামদাস-নাম-লিখন, জগাই-মাধাই-উদ্ধার-প্রসঙ্গ, শ্রীগৌরসুন্দরের বিবিধ লীলা-

বিষয়ক সঙ্গীত, শ্রীগৌরাঙ্গের নগর-সঙ্কীর্তন, শ্রীগৌর-গদাধরের ঝুলন ও দোল, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অপূর্ব নৃত্য, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রেমাবেশে নৃত্য, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শালিগ্রাম-নিবাসী সরখেল সূর্যদাসের বসুধা ও জাহ্নবা নাম্নী কন্যাদ্বয়ের পাণিগ্রহণ, শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু-কর্তৃক স্বপ্নে রত্ন-ময় নবদ্বীপধামে বামে ও দক্ষিণে যথাক্রমে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের এবং শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীশ্রীবাস ও প্রভুর যাবতীয় ভক্তগণের দর্শন-লাভ এবং বৈকুণ্ঠ-বিলাস, অযোধ্যা-বিলাস, দ্বারকা-বিলাস, মথুরা-বিলাস, ব্রজবিলাসপ্রভৃতির দর্শন বর্ণিত হইয়াছে।

জয় লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-পতি গৌরচন্দ্র।
জয় বসু-জাহ্নবার জীবন নিত্যানন্দ ॥ ১ ॥
জয় শ্রীসীতার নাথ অদ্বৈত ঈশ্বর।
জয় জয় শ্রীবাস, পণ্ডিত গদাধর ॥ ২ ॥
জয় জয় দাস গদাধর, নরহরি।
জয় বক্রেশ্বর, জয় শ্রীগুপ্ত মুরারি ॥ ৩ ॥
জয় জগদীশ, শ্রীস্বরূপ-দামোদর।
জয় হরিদাস, ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর ॥ ৪ ॥
জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রেমময়।
জয় বাসুদেব ঘোষ, মুকুন্দ, সঞ্জয় ॥ ৫ ॥
জয় রায়-রামানন্দ সর্ব গুণে আর্য।
জয় বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য ॥ ৬ ॥
জয় জগন্নাথমিশ্র বিদ্যাবাচস্পতি।
জয় শ্রীবিজয় বনমালী বিজ্ঞ অতি ॥ ৭ ॥
জয় কাশী মিশ্র, শ্রীআচার্য গোপীনাথ।
জয় শ্রীমুকুন্দ রঘুনন্দনের তাত ॥ ৮ ॥
জয় শ্রীপণ্ডিত গদাধর, ধনঞ্জয়।
জয় জয় শ্রীবংশীবদন দয়াময় ॥ ৯ ॥
জয় সনাতন, রূপ রসিকশেখর।
জয় শ্রীগোপাল ভট্ট গুণের সাগর ॥ ১০ ॥
জয় শ্রীভূগর্ভ, লোকনাথ দীনবন্ধু।
জয় রঘুনাথ, রঘুনাথ কৃপাসিন্ধু ॥ ১১ ॥
জয় জয় শ্রীরাঘব প্রিয় শ্রীপ্রভুর।
জয় জয় শ্রীহৃদয়চৈতন্যঠাকুর ॥ ১২ ॥
জয় জয় শ্রীজীব শ্রীদাস বৃন্দাবন।
জয় কৃষ্ণদাস, শ্রীগোপাল নারায়ণ ॥ ১৩ ॥
জয় জয় প্রভুগণপ্রিয় শ্রীনিবাস।
জয় প্রভু প্রেমময় নরোত্তম দাস ॥ ১৪ ॥
জয় জয় প্রভু-প্রেমদাতা রামচন্দ্র।
জয় সর্ব বৈষ্ণবের প্রাণ শ্যামানন্দ ॥ ১৫ ॥
জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়।
এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥ ১৬ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী শ্রীখড়দহ গেলে।
কহিতে কি জানি যৈছে ব্যাকুল সকলে ॥ ১৭ ॥
যাজিগ্রামে শ্রীনিবাস আচার্যঠাকুর।
এ-সব সংবাদ পাঠাইলা বিষ্ণুপুর ॥ ১৮ ॥
শ্রীদাস গোকুলানন্দ আদি শিষ্যগণে।
শাস্ত্রানুশীলন-হেতু থুইলা যাজিগ্রামে ॥ ১৯ ॥
সকলের প্রতি কহে সুমধুর কথা।
নবদ্বীপ হইতে আসিব শীঘ্র এথা ॥ ২০ ॥
নৃপতি হাম্বির বনবিষ্ণুপুর হৈতে।
আসিব এথায় শীঘ্র লিখিনু পত্রীতে ॥ ২১ ॥
শ্রীআচার্য ঐছে কত কহি শিষ্যগণে।
যাজিগ্রাম হইতে যাত্রা কৈল শুভক্ষণে ॥ ২২ ॥
শ্রীখণ্ডেতে শ্রীরঘুনন্দন আগে গেলা।
নবদ্বীপ-গমনপ্রসঙ্গ জানাইলা ॥ ২৩ ॥
তেঁহো স্নেহে শ্রীনিবাসে লইলা বিরলে।
না জানি কি কহি সিক্ত হৈলা নেত্রজলে ॥ ২৪ ॥
বিদায় করিতে অতি অধৈর্য হিয়ায়।
শ্রীনিবাস প্রণমিয়া হইল বিদায় ॥ ২৫ ॥
নরোত্তম, রামচন্দ্র দোঁহে সঙ্গে লৈয়া।
নবদ্বীপে চলে মহা-প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ ২৬ ॥
নবদ্বীপ-সন্নিধানে করিয়া গমন।
নবদ্বীপ-পানে চাহে সজল নয়ন ॥ ২৭ ॥
বহু নেত্র বাঞ্ছে নবদ্বীপ নিরখিতে।
আউলাইয়া পড়ে অঙ্গ না পারে ধরিতে ॥ ২৮ ॥

নবদ্বীপ-ভূমে প্রণময় বার বার।
নিবারিতে নারে, নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ২৯ ॥
নবদ্বীপে গঙ্গাশোভা করিয়া দর্শন।
করয়ে ভারতবর্ষ-সৌভাগ্য বর্ণন ॥ ৩০ ॥
গঙ্গা আদি মহানদী ভারতবর্ষেতে।
ভারতবর্ষেও প্রশংসয়ে ভাগবতে ॥ ৩১ ॥
ভারতবর্ষ-ভেদে শ্রীনবদ্বীপ হয়।
বিস্তারিয়া শ্রীবিষ্ণুপুরাণে নিরূপয় ॥ ৩২ ॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (২।৩।৬-৭)—
ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদান্নিশাময়।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কসেরুশ্চ তাম্রপর্ণো গভস্তিমান্ ॥ ৩৩ ॥
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গন্ধর্বস্তথ বারুণঃ।
অয়ং তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসম্ভৃতঃ ॥ ৩৪ ॥
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়। অস্য ভারতস্য বর্ষস্য (ভারতবর্ষস্য) নবভেদান্ (নবসংখ্যকান্ দ্বীপান্) নিশাময় (শৃণু)। (তে দ্বীপা যথা—) ইন্দ্রদ্বীপঃ, কসেরুঃ চ, তাম্রপর্ণঃ, গভস্তিমান্, তথা নাগদ্বীপঃ, সৌম্যঃ, গন্ধর্বঃ তু অথ বারুণঃ তেষাং (মধ্যে) অয়ং তু সাগরসম্ভৃতঃ (সমুদ্রপ্রান্তবর্তী) নবমঃ দ্বীপঃ (নবদ্বীপনামা ভবতীতি শেষঃ)। অয়ং দ্বীপঃ তু দক্ষিণোত্তরাৎ (দক্ষিণতঃ উত্তরতশ্চ) যোজনানাং সহস্রং (সহস্রযোজনব্যাপী ভবতীতি শেষঃ) ॥ ৩৩-৩৫ ॥

অনুবাদ। তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—এই ভারতবর্ষের নয়টি দ্বীপের কথা শ্রবণ কর। যথা—ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরু, তাম্রপর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব, বারুণ ও তাহাদের মধ্যে সাগর-প্রান্তবর্তী এই দ্বীপটি নবম বা নবদ্বীপ। ইহার পরিমাণ উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত সহস্র যোজন ॥ ৩৩-৩৫ ॥

সাগরসম্ভৃত ইতি সমুদ্রপ্রান্তবর্তীতি শ্রীধরস্বামি-ব্যাখ্যা।
নবমস্যাস্য পৃথঙ্নামাকথনাৎ নাম্নাপি নবদ্বীপোঽয়মিতি
গম্যতে ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়। সাগরসম্ভৃতঃ ইতি সমুদ্রপ্রান্তবর্তী ইতি শ্রীধরস্বামি-ব্যাখ্যা। অস্য নবমস্য (দ্বীপস্য) পৃথক্ নাম্নঃ অকথনাৎ (অনুল্লেখাৎ) নাম্নাপি অয়ং নবদ্বীপ ইতি গম্যতে (উপলভ্যতে) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। 'সাগরসম্ভৃত'-শব্দে সমুদ্রপ্রান্তবর্তী—ইহাই শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যা। এই নবম দ্বীপের নাম ভিন্ন করিয়া উল্লেখ না করায় এই দ্বীপের নামও নবদ্বীপ—ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে ॥ ৩৬ ॥

ইথে যে বিশেষ বিষ্ণুপুরাণে প্রচার।
সর্বধামময় এ মহিমা নদীয়ার ॥ ৩৭ ॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াম্—
রসজ্ঞাঃ শ্রীবৃন্দাবনমিতি যমাহুর্বহুবিদো
যমেতং গোলোকং কতিপয়জনাঃ প্রাহুরপরে।
সিতদ্বীপং চান্যে পরমপি পরব্যোম জগদু-
র্নবদ্বীপঃ সোঽয়ং জগতি পরমাশ্চর্যমহিমা ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়। রসজ্ঞাঃ (রসিকাঃ) বহুবিদঃ (পণ্ডিতাঃ) যং (শ্রীনবদ্বীপং) শ্রীবৃন্দাবনম্ ইতি আহুঃ (বদন্তি)। অপরে কতিপয়জনা যম্ এতং (নবদ্বীপং) গোলোকং প্রাহুঃ (কথয়ন্তি)। অন্যে চ সিতদ্বীপং (শ্বেতদ্বীপং আহুঃ), (অন্যে) পরং পরব্যোম (বৈকুণ্ঠং) অপি জগদুঃ (কীর্তয়ন্তি), সঃ অয়ং নবদ্বীপঃ জগতি পরমাশ্চর্যমহিমা (পরমাদ্ভুতমাহাত্ম্যযুক্তো ভবতীতি শেষঃ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ। তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়—রসিক বহুজ্ঞ পণ্ডিতগণ সেই স্থানকে শ্রীবৃন্দাবন বলেন, অপর কতিপয় সুধী যাহাকে গোলোক বলেন, অন্য সজ্জনগণ যাহাকে শ্বেতদ্বীপ-নামে অভিহিত করেন এবং অন্যান্য সাধুগণ যাহাকে পরম পরব্যোম বলিয়াও নির্দেশ করেন, তাহাই জগতে পরমাশ্চর্য মহিমাযুক্ত নবদ্বীপ ॥৩৮

নবদ্বীপ নাম ঐছে বিখ্যাত জগতে।
শ্রবণাদি নববিধা ভক্তি দীপ্ত যা'তে ॥ ৩৯ ॥
শ্রবণ-কীর্তন-আদি নববিধা ভক্তি।
দেখহ শ্রীভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদের উক্তি ॥ ৪০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে (৫।২৩-২৪) প্রহ্লাদবাক্যম্
শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥ ৪১ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়। বিষ্ণোঃ শ্রবণং (নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাময়-শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ), (বিষ্ণোঃ) কীর্তনং (নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাময়-শব্দানাং উচ্চারণং) (বিষ্ণোঃ) স্মরণং (নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাময়কৃষ্ণস্য যৎ-

যৎকিঞ্চিন্মনসানুসন্ধানং), (বিষ্ণোঃ) পাদসেবনং (কালদেশাদ্যুচিতপরিচর্যা), (বিষ্ণোঃ) অর্চনং (পূজনং) (বিষ্ণোঃ) বন্দনং (নমস্কারঃ), (বিষ্ণোঃ) দাস্যং (তদ্দাসোঽস্মীত্যভিমানঃ), (বিষ্ণোঃ) সখ্যং (বন্ধুভাবেন তৎ-হিতাশংসনং), (বিষ্ণৌ) আত্মনিবেদনং (দেহাদি-শুদ্ধাত্মপর্যন্তস্য সর্বতোভাবেন তস্মৈ এবার্পণম্) ইতি নবলক্ষণা (নবলক্ষণানি যস্যাঃ সা) পুংসা (মানবেন আদৌ) অর্পিতা (সতী) বিষ্ণৌ (ভগবতি শ্রীহরৌ) অদ্ধা (সাক্ষাদেব, ন তু, জ্ঞানকর্মাদের্ব্যবধানেন) ভক্তিঃ (পশ্চাৎ) ক্রিয়েত (ন তু আদৌ কৃতা সতী, পশ্চাদর্প্যেত, ন তু কর্মাত্মর্পণরূপ-পরম্পরা ইয়ং ভক্তিঃ ; ভগবত্তোষণার্থৈরেব-মিতি ভাব্যং, ন তু ধর্মার্থ-কামমোক্ষার্থমিতি, এবম্ভূতা চেৎ ক্রিয়েত, তদা তেন কর্ত্রা শুদ্ধহরিভজনমেব সর্ব-শাস্ত্রাধ্যয়নফলমিতি মত্বা) যৎ অধীতং, তৎ (এব) উত্তমং মন্যে ॥ ৪১-৪২ ॥

অনুবাদ । শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদ-সেবন, অর্চন, বন্দন,দাস্য,সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নব-লক্ষণসম্পন্না ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়া সাধিত হইলে সর্ব-সিদ্ধি হয়—ইহাই শাস্ত্রের উত্তম তাৎপর্য ॥ ৪১-৪২ ॥

অথবা শ্রীনবদ্বীপে নবদ্বীপ নাম।
পৃথক পৃথক কিন্তু হয় এক গ্রাম ॥ ৪৩ ॥

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির আরম্ভেতে।
নহিল সে নামের ব্যত্যয় কুন মতে ॥ ৪৪ ॥

যৈছে কলি বৃদ্ধ তৈছে নামের ব্যত্যয়।
তথাপি সে সব নাম অনুভব হয় ॥ ৪৫ ॥

ব্রজে বজ্রনাভ তৈছে কৃষ্ণের ইচ্ছাতে।
বসাইলা গ্রাম কৃষ্ণ-লীলানুসারেতে ॥ ৪৬ ॥

কথোকাল পরে কথো গ্রাম লুপ্ত হৈল।
কথো গ্রাম নাম লোকে অস্ত ব্যস্ত কৈল ॥ ৪৭ ॥

তৈছে নবদ্বীপ-অন্তর্ভূত যত গ্রাম।
প্রভুভক্ত-লীলা-মতে ব্যক্ত হৈল নাম ॥ ৪৮ ॥

কথো অস্ত-ব্যস্ত কথো লুপ্ত সেই মতে।
কিন্তু নবদ্বীপ নাম জানাই ক্রমেতে ॥ ৪৯ ॥

দ্বীপ-নাম-শ্রবণে সকল দুঃখক্ষয়।
গঙ্গা পূর্ব-পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয় ॥ ৫০ ॥

পূর্বে অন্তর্দ্বীপ, শ্রীসীমন্ত-দ্বীপ হয়।
গোদ্রুমদ্বীপ, শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয় ॥ ৫১ ॥

কোলদ্বীপ, ঋতু, জহ্নু, মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার ॥ ৫২ ॥

এই নবদ্বীপে নবদ্বীপাখ্যা এথায়।
প্রভুপ্রিয় শিবশক্ত্যাদি শোভে সদায় ॥ ৫৩ ॥

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তম্—

ধ্যেয়ং মহর্ষয়ঃ প্রাহুঃ শ্রীনবদ্বীপ-ধামকম্।
বৃন্দাবনমিদং নিত্যং বিভ্রাজজ্জাহ্নবীতটে ॥ ৫৪ ॥

শিবপঞ্চস্থিতং শক্তিসহিতং ভক্তিভূষিতম্।
অন্তর্মধ্যাদি-নবধা-দ্বীপদিব্যমনোহরম্ ॥ ৫৫ ॥

তৎ পঞ্চযোজনং কেচিদ্বদন্তি ক্রোশষোড়শম্।
মায়াপুরঞ্চ তন্মধ্যে যত্র শ্রীভগবদ্‌গৃহম্ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয় । মহর্ষয়ঃ শ্রীনবদ্বীপ-ধামকং (এবম্প্রকারেণ) ধ্যেয়ম্ প্রাহুঃ (কথিতবন্তঃ), (যথা) ইদং জাহ্নবীতটে বিভ্রাজৎ (শোভমানং) নিত্যং বৃন্দাবনম্ । (তচ্চ) শিবপঞ্চস্থিতং (পঞ্চশিববিরাজিতং), শক্তিসহিতং (শ্রী ভূ-লীলা ইতি ত্রিশক্ত্যধিষ্ঠিতং) ভক্তিভূষিতং (সেবা-শোভয়া অলঙ্কৃতং) অন্তর্মধ্যাদি-নবধা-দ্বীপদিব্যমনোহরং (অন্তর্মধ্যাদিক্রমেণ নবভির্দ্বীপৈঃ সুশোভিতং) কেচিৎ (জনাঃ) তৎ (শ্রীমন্নবদ্বীপধাম) পঞ্চযোজনং (তৎপরিমিতং) (কেচিৎ) ক্রোশষোড়শং (ষোড়শ-ক্রোশপরিমিতং) বদন্তি। তন্মধ্যে (শ্রীনবদ্বীপধাম-মধ্যে) মায়াপুরং চ (বর্ততে), যত্র শ্রীভগবদ্‌গৃহম্ (শ্রীগৌরজন্মালয়ঃ বর্ততে) ॥ ৫৪-৫৬ ॥

অনুবাদ । তথাহি প্রাচীনগণের উক্তি—মহর্ষিগণ শ্রীনবদ্বীপধামকে ধ্যেয় বস্তু বলিয়াছেন। এই ধাম জাহ্নবী-তটে শোভমান নিত্য বৃন্দাবন। ইহা পঞ্চশিবাধিষ্ঠিত, শক্তিগণ-বিরাজিত, ভক্তিভূষিত এবং অন্তর্মধ্যাদি নয়টি দ্বীপে সমুজ্জল ও মনোহর। ইহার পরিমাণ কেহ পঞ্চ-যোজন ও কেহ বা ষোল ক্রোশ বলিয়া থাকেন। এই ধামের মধ্যস্থলে শ্রীমায়াপুর। তথায় শ্রীভগবদ্‌গৃহ অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথালয় অবস্থিত আছে ॥ ৫৪-৫৬ ॥

শোভাময় সুন্দর বসতি নদীয়ার।
নবদ্বীপে লোক যত সংখ্যা নাই তা'র ॥ ৫৭ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

মধুপুরী প্রায় যেন নবদ্বীপপুরী।
এক জাতি লক্ষ লক্ষ কহিতে না পারি ॥ ৫৮ ॥
প্রভুর বিহার লাগি' পূর্বেই বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি' থুইয়াছে তথা ॥ ৫৯ ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে প্রথমপ্রক্রমে—

নবদ্বীপ ইতি খ্যাতে ক্ষেত্রে পরম-বৈষ্ণবে।
ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ শান্তা বৈষ্ণবাঃ সৎকুলোদ্ভবাঃ ॥৬০ ॥
মহান্তঃ কর্মনিপুণাঃ সর্বশাস্ত্রার্থপারগাঃ।
অন্যে চ সন্তি বহুশো ভিষক্‌শূদ্রবণিগ্ জনাঃ ॥ ৬১ ॥
স্বাচারনিরতাঃ শুদ্ধাঃ সর্বে বিদ্যোপজীবিনঃ।
তত্র দেবরুচঃ সর্বে বৈকুণ্ঠভবনোপমে ॥ ৬২ ॥

অন্বয়। নবদ্বীপ ইতি খ্যাতে পরমবৈষ্ণবে (পরমবিষ্ণুজনাধিষ্ঠিতে) ক্ষেত্রে সাধবঃ শান্তাঃ (নির্মৎসরাঃ) সৎকুলোদ্ভবাঃ (সদ্বংশজাঃ) মহান্তঃ (উদারাঃ) কর্মনিপুণাঃ (ক্রিয়াদক্ষাঃ) সর্বশাস্ত্রার্থপারগাঃ ব্রাহ্মণাঃ বৈষ্ণবাশ্চ (সন্তি)। অন্যে চ বহুশঃ (বহবঃ) ভিষক্‌শূদ্রবণিগ্ জনাঃ সন্তি। (তে) সর্বে শুদ্ধাঃ স্বাচারনিরতাঃ (স্বধর্মনিষ্ঠাঃ) বিদ্যোপজীবিনঃ (বিদ্যয়া জীবিকা-নির্বাহকাঃ ভবন্তীতি শেষঃ)। বৈকুণ্ঠোপমে তত্র (নবদ্বীপে) সর্বে দেবরুচঃ (দেববৎ কান্তিধরাঃ ভবন্তি) ॥ ৬০-৬২ ॥

অনুবাদ। নবদ্বীপ-নামে খ্যাত পরমবৈষ্ণব-ক্ষেত্রে সজ্জন, শান্ত, সৎকুলোদ্ভব, উদার, কর্মদক্ষ ও সর্বশাস্ত্রার্থ-পারগ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণ অবস্থান করেন। তথায় বহু চিকিৎসক, শূদ্র ও বণিক্ বাস করে। সকলেই শুদ্ধ স্বধর্মনিরত এবং বিদ্যার দ্বারা জীবিকানির্বাহকারী। সেই বৈকুণ্ঠভবনতুল্য নবদ্বীপে সকলেই দেবের ন্যায় রূপবান্ ॥ ৬০-৬২ ॥

তথাহি গীতে—

জয় জয় শ্রীনদীয়া সুখধাম।
অদ্ভুত বসতি বসত চতুরাশ্রম,
যহি নিতি নিতি উৎসব অনুপাম ॥ ধ্রু ॥ ৬৩ ॥
অষ্টসিদ্ধি নবনিধি, আদি প্রতি
মন্দিরে নিরত ফিরত জনু দাস।
ধর্ম অর্থ অরু কামমোক্ষগণে,
গণতন কোউ করত উপহাস ॥ ৬৪ ॥
প্রবল প্রতাপ তাপত্রয় ভঞ্জন,
নবধা ভক্তি দীপ্ত অনিবার।
নির্মল প্রেমপূর্ণ অহর্নিশি,
যহি থিরচর সতত রহত মাতোয়ার ॥ ৬৫ ॥
বিবিধ ভাঁতি গৃহ, লসত স্বচ্ছপুরী,
বেষ্টিত সুরধুনী ধবল সুপানি।
জনু নব কুন্দকুসুম মুকুতাস্রজ,
জনু শশিখণ্ড উদয় অনুমানি ॥ ৬৬ ॥
শোভা নব নব, বৃন্দাবন-সম,
ষড়্ ঋতু-সেবিত সরস দিগন্ত।
মঞ্জু মহা-মহিমা মহি-বিস্তৃত,
গায়ত ফণিপ না পায়ত অন্ত ॥ ৬৭ ॥
সুরসহ সুরবর হর চতুরানন,
ধ্যান ধরত উর হরষ অপার।
ভন ঘনশ্যাম সো, পহুঁ পরিকর সঞ্চে,
নিরখব কব উহ ভূমি মাঝার ॥ ৬৮ ॥
নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার।
নানা মতে বর্ণে কবি শোভা নদীয়ার ॥ ৬৯ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে (৭।৬২)—

স্বয়ং দেবো যত্র দ্রুতকনকগৌরঃ করুণয়া
মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলরসবপুঃ প্রাদুরভবৎ।
নবদ্বীপে তস্মিন্ প্রতিভবনভক্ত্যুৎসবময়ে
মনো মে বৈকুণ্ঠাদপি চ মধুরে ধাম্নি রমতাম্ ॥ ৭০ ॥

অন্বয়। যত্র (শ্রীমন্নবদ্বীপে) দ্রুতকনকগৌরঃ (প্রতপ্তসুবর্ণবৎ গৌরকান্তিঃ) মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলরসবপুঃ (মহাপ্রেমানন্দেন উজ্জ্বলং রসময়ং বপুর্যস্য সঃ) দেবঃ (শ্রীগৌরাঙ্গদেবঃ) করুণয়া স্বয়ং প্রাদুরভবৎ (আবির্বভূব) প্রতিভবনভক্ত্যুৎসবময়ে (প্রতিগৃহং ভক্ত্যুৎসবপূর্ণে) বৈকুণ্ঠাৎ অপি চ মধুরে তস্মিন্ নবদ্বীপে ধাম্নি (মম) মনঃ রমতাম্ (আসক্তং ভবতু) ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ। যে-স্থানে প্রতপ্ত সুবর্ণের ন্যায় কান্তিধারী মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলমাধুর্যময়-দেহ শ্রীচৈতন্যদেব করুণা-বশতঃ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন, বৈকুণ্ঠ হইতেও মধুর সেই নবদ্বীপধামে—যেস্থানে প্রতিগৃহ ভক্ত্যুৎসবময়, তাহাতে আমার চিত্ত অনুরক্ত হউক ॥ ৭০ ॥

যদ্যপি এ ধাম ব্যক্তাচ্ছন্ন হয় কভু।
যৈছে কলিযুগেতে ছন্নাবতার প্রভু ॥ ৭১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে (৯।৩৮)—

ইত্থং নৃতির্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্ ॥ ৭২ ॥

অন্বয়। (হে কৃষ্ণ) ইত্থং (এবম্প্রকারেণ) (ত্বং) নৃতির্যগৃষিদেবঝষাবতারৈঃ (নর-পশু-ঋষি-দেব-মৎস্যাদ্যবতারৈঃ) লোকান্ বিভাবয়সি (রক্ষসি), জগৎপ্রতীপান্ (জগদ্দ্রোহিণঃ) হংসি (নাশয়সি)। হে মহাপুরুষ, (ত্বং) ধর্মং পাসি (পালয়সি)। যুগানুবৃত্তং (যুগানুরূপং) কলৌ যৎ ছন্নঃ (প্রচ্ছন্নঃ) অভবঃ; অথ স ত্বং ত্রিযুগঃ (ত্রিযুগাবতারঃ) (ভবসি) ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ। হে কৃষ্ণ! তুমি এই প্রকার নর, তির্যক্, ঋষি, দেব, মৎস্য ইত্যাদিরূপে লোকদিগকে পালন কর এবং জগৎ-শত্রুদিগকে বিনাশ কর; হে মহাপুরুষ! কলিকালে যুগানুবৃত্ত নামকীর্তনধর্ম ছন্নভাবে প্রচার করিবে, এইজন্য তোমার নাম ত্রিযুগ। কেন-না, ছন্নাবতার কোন শাস্ত্র সহজে প্রকাশ করেন না ॥ ৭২ ॥

পূর্ব পূর্বাবতারে যে-ধামে যে-যে লীলা।
গুপ্তে নবদ্বীপে তাহা সব প্রকাশিলা ॥ ৭৩ ॥
পূর্ব পূর্ব নবদ্বীপধামে যে বিহার।
সেরূপ বিহরে সদা শচীর কুমার ॥ ৭৪ ॥
ব্রহ্মাদির অগোচর নবদ্বীপ-লীলা।
যা'রে জানাইলা প্রভু সেই সে জানিলা ॥ ৭৫ ॥
একদিন যে লীলা করেন নদীয়ায়।
সহস্রবদনে তা'র অন্ত নাহি পায় ॥ ৭৬ ॥
যে দ্বাপরে কৃষ্ণ বিহরয়ে ব্রজপুরে।
সেই কলিযুগে প্রভু নদীয়া বিহরে ॥ ৭৭ ॥
নদীয়া বসতি অষ্ট ক্রোশ কেহো কয়।
অচিন্ত্যধামের শক্তি সব সত্য হয় ॥ ৭৮ ॥
নবদ্বীপধাম পদ্ম-পুষ্প-প্রায় রীত।
ক্ষণেকে সঙ্কোচ ক্ষণে হয় বিস্তারিত ॥ ৭৯ ॥
প্রভুর আলয় হৈতে যে রহয়ে দূরে।
সে আইসে শীঘ্র তা'রে দূর নাহি স্ফুরে ॥ ৮০ ॥
আমায়* অসংখ্য লোক সঙ্কীর্তন-স্থানে।
অল্প স্থান বিস্তার তা' কেহো নাই জানে ॥ ৮১ ॥

*আমায়—পরিমিত হয়

সর্বপ্রকারেতে নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ হয়।
অসংখ্য প্রভুর ভক্ত যথা বিলসয় ॥ ৮২ ॥
নবদ্বীপ-মধ্যে মায়াপুর-নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥ ৮৩ ॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর ॥ ৮৪ ॥
মায়াপুর-শোভা সদা ব্রহ্মাদি ধিয়ায়।
মায়াপুর-মহিমা কেবা বা নাহি গায় ॥ ৮৫ ॥
যে দেখে বারেক তা'র তাপ যায় দূর।
হেন মায়াপুরে চলে আচার্যঠাকুর ॥ ৮৬ ॥
নরোত্তম, রামচন্দ্র দোঁহে সঙ্গে লৈয়া।
প্রবেশয়ে মায়াপুরে অধৈর্য হইয়া ॥ ৮৭ ॥
যে পথে চলয়ে সেই পথে কিছু দূরে।
আইসেন এক বৃদ্ধ বিপ্র ধীরে ধীরে ॥ ৮৮ ॥
তাঁ'রে প্রণমিয়া অতি সুমধুর ভাষে।
শ্রীঈশান ঠাকুরের সম্বাদ জিজ্ঞাসে ॥ ৮৯ ॥
বিপ্র কহে,—"এই দেখি আইলু ঈশানে।
কি বলিব, কে বা না ঝুরয়ে তাঁ'র গুণে" ॥ ৯০ ॥
সর্বতত্ত্ব-জ্ঞাতা তেঁহো সর্বত্র বিদিত।
শ্রীশচীদেবীরে যে সেবিলা যথোচিত ॥ ৯১ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

সেবিলেন সর্বকালে আইরে ঈশান।
চতুর্দশ লোকমধ্যে মহাভাগ্যবান্ ॥ ৯২ ॥
শচীদেবী ঈশানে যতেক স্নেহ কৈল।
কহিতে কি জানি তাহা সাক্ষাতে দেখিল ॥ ৯৩ ॥

তথাহি বৈষ্ণব-বন্দনায়াম্—

"বন্দিব ঈশানদাস করযোড় করি'।
শচী-ঠাকুরাণী যাঁ'রে স্নেহ কৈল বড়ি ॥" ৯৪ ॥
ওহে বাপু কহিতে কি জানি ক্রিয়া তা'ন।
নিমাইচান্দের অতি প্রিয় সে ঈশান ॥ ৯৫ ॥
ঈশানের প্রাণ শচী-নন্দন নিমাই।
ঈশান-বিহনে না যায়েন কুন ঠাঁই ॥ ৯৬ ॥
বাল্যকালে নিমাই চঞ্চল অতিশয়।
যে আখুটী করে তা' ঈশান সমাধয় ॥ ৯৭ ॥

দেখিলাম যে তাহা না আইসে কহিতে ?
নিরন্তর দগ্ধে হিয়া সে সব ভাবিতে ॥ ৯৮ ॥
নদীয়ায় সুখের অবধি কে না জানে।
হেন নবদ্বীপ শূন্য হৈল দিনে দিনে ॥ ৯৯ ॥
যে দিকে দেখিয়ে সেই দিক্ অন্ধকার।
স্বপ্ন-অগোচর সুখ কহিতে কি আর ॥ ১০০ ॥
তো সবে দেখিতে হয় উল্লাস অন্তর।
তোমরা কি নিমাইচাঁদের পরিকর ॥ ১০১ ॥
দেহ' পরিচয় বাপ, দেহ' পরিচয়।
শুনি শ্রীনিবাস বিপ্র আগে নিবেদয় ॥ ১০২ ॥
শ্রীনিবাসদাস নাম হয় ত' আমার।
নরোত্তম, রামচন্দ্র নাম এ দোঁহার ॥ ১০৩ ॥
শুনি' বিপ্ররাজ দুই বাহু পসারিয়া।
কৈল আলিঙ্গন নেত্র-জলে সিক্ত হৈয়া ॥ ১০৪ ॥
ক্রোড় হৈতে শ্রীনিবাসে ছাড়িতে না পারে।
চাহি মুখপানে পুনঃ কহে বারে বারে ॥ ১০৫ ॥
ওহে বাপ, তোমাদের প্রসঙ্গ শুনিল।
দেখি মনে সাধ, অকস্মাৎ দেখা হৈল ॥ ১০৬ ॥
অদ্য গিয়াছিনু ঈশানেরে দেখিবারে।
তোমরা আসিবা তাহা কহিল আমারে ॥ ১০৭ ॥
ঈশান শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের ভবনে।
চাহিয়া আছেন তোমাদের পথপানে ॥ ১০৮ ॥
"যাহ তথা আমিহ আসিব শীঘ্র করি।"
এত কহি' বিপ্র গৃহে গেলা ধীরি ধীরি ॥ ১০৯ ॥
শ্রীনিবাস বৃদ্ধবিপ্র-পদে প্রণমিয়া।
প্রভুর আলয়ে গেলা ব্যাকুল হইয়া ॥ ১১০ ॥
প্রভুর অঙ্গন ধূলে হইয়া ধূসর।
নয়নের জলে সিক্ত সর্ব কলেবর ॥ ১১১ ॥
চতুর্দিকে চাহে ধৈর্য নারে ধরিবার।
দেখেন ঈশানে সূর্যসম তেজ তাঁ'র ॥ ১১২ ॥
বসিয়া আছেন একা পরম নির্জনে।
কি অদ্ভুত চেষ্টা অশ্রু মুদ্রিত নয়নে ॥ ১১৩ ॥
নয়নের জলে মুখ, বক্ষ ভাসি' যায়।
ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস সে অগ্নির শিখাপ্রায় ॥ ১১৪ ॥

ক্ষণে বিশ্বম্ভর বলি' লোটায় ভূমিতে।
ক্ষণে কহে থুইলা প্রভু কি সুখ খাইতে ॥ ১১৫ ॥
এত কহি' কাতরে চাহয়ে চারি পাশে।
দেখয়ে সম্মুখে প্রেমময় শ্রীনিবাসে ॥ ১১৬ ॥
"আইস বাপ" বলি' দুই বাহু পসারিয়া।
হইলেন হর্ষ শ্রীনিবাসে আলিঙ্গিয়া ॥ ১১৭ ॥
নরোত্তম-রামচন্দ্রে করি আলিঙ্গন।
যে অদ্ভুত স্নেহাবেশ না হয় বর্ণন ॥ ১১৮ ॥
শ্রীনিবাস, নরোত্তম, রামচন্দ্র তিনে।
নিবারিতে নারে অশ্রু প্রণমি ঈশানে ॥ ১১৯ ॥
শ্রীঈশান ঠাকুর যত্নেতে প্রবোধিয়া।
জিজ্ঞাসয়ে কুশল নিকটে বসাইয়া ॥ ১২০ ॥
শ্রীনিবাস সকল সংবাদ নিবেদিয়া।
নিজ-অভিলাষ কহে সঙ্কুচিত হইয়া ॥ ১২১ ॥
"শ্রীরাঘব সঙ্গে ব্রজে ভ্রমণ করিতে।
মনে হৈল নদীয়া ভ্রমিব এই মতে ॥" ১২২ ॥
শুনি' শ্রীঈশান কহে,—"মনে কৈল যাহা।
শ্রীগৌরসুন্দর পূর্ণ করিবেন তাহা ॥ ১২৩ ॥
এই নবদ্বীপ-ধাম অতিশয় গূঢ়।
যা'রে কৃপা জানে সে, না জানে তত্ত্ব মূঢ় ॥ ১২৪ ॥
নবদ্বীপলীলা-স্থান অতি মনোহর।
আনের কা কথা, ব্রহ্মাদির অগোচর ॥ ১২৫ ॥
দেখিনু যে শুনিনু প্রাচীন লোক-স্থানে।
এ হেন দুঃখেও তাহা আছে মোর মনে ॥ ১২৬ ॥
তোমারে জানাবো অকস্মাৎ হৈল চিতে।
তেঞি নরোত্তম-দ্বারে কহিনু আসিতে ॥ ১২৭ ॥
ভাল হৈল শীঘ্র আইলা কি আর কহিতে।
নদীয়া-ভ্রমণে কালি যাইব প্রভাতে ॥" ১২৮ ॥
ইহা শুনি' শ্রীনিবাস পড়ে পদতলে।
ক্রোড়ে লইয়া ঈশান ভাসয়ে নেত্রজলে ॥ ১২৯ ॥
ঈশান কহয়ে,—"বাপ, তোমারে দেখিয়া।
জুড়াইল আমার দারুণ দগ্ধ হিয়া ॥ ১৩০ ॥
হইলাম বৃদ্ধ, হীন হৈনু সামর্থ্যেতে।
এবে অকস্মাৎ হৈল সামর্থ্য দেহেতে ॥" ১৩১ ॥

ঐছে কত কহি শ্রীনিবাসে সেইক্ষণে।
মিলাইলা যে আছেন প্রভুর প্রিয়গণে ॥ ১৩২ ॥
সে দিবস প্রভুর আলয়ে সর্বজন।
রহিলেন যৈছে তাহা না হয় বর্ণন ॥ ১৩৩ ॥

শ্রীঈশানের সঙ্গে শ্রীনিবাস প্রভুর নদীয়া-ভ্রমণে বহির্গমন—

রজনী-প্রভাতে শ্রীঈশান মহাশয়।
নদীয়া-ভ্রমণে চলে উল্লাস-হৃদয় ॥ ১৩৪ ॥
শ্রীনিবাসাচার্য, নরোত্তম, রামচন্দ্র।
ঈশানের সঙ্গে চলে উথলে আনন্দ ॥ ১৩৫ ॥
প্রণমিয়া বার-বার প্রভুর মন্দিরে।
মায়াপুর হৈতে যাত্রা কৈলা **আতোপুরে** ॥ ১৩৬ ॥
প্রথমেই আতোপুর-স্থান নিরখিয়া।
কহয়ে ঈশান শ্রীনিবাস-পানে চায়া ॥ ১৩৭ ॥

অন্তর্দ্বীপ বা আতোপুরের ইতিবৃত্ত—

ওহে শ্রীনিবাস, এই **আতোপুর**-স্থান।
বহু কালাবধি লুপ্ত হৈল এই গ্রাম ॥ ১৩৮ ॥
পূর্বে অন্তর্দ্বীপ-নাম আছিল ইহার।
অন্তর্দ্বীপ-নাম যৈছে কহি সে প্রকার ॥ ১৩৯ ॥
দ্বাপর-যুগেতে কৃষ্ণ ব্রজে বিহরয়।
তাঁ'র মায়া-বশে কেবা মোহিত না হয় ॥ ১৪০ ॥
আনের কা কথা, ব্রহ্মা মোহিত হইলা।
সখা-সহ শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস হরিলা ॥ ১৪১ ॥
করিতে ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ সেই ক্ষণে।
সকল গোবৎস, সখা হইলা আপনে ॥ ১৪২ ॥
কৃষ্ণের এ-লীলা ব্রহ্মা বুঝিতে না পারে।
পড়িয়া ফাঁপরে ব্রহ্মা স্থির হৈতে নারে ॥ ১৪৩ ॥
সাপরাধ হৈয়া কৃষ্ণে বহু স্তুতি কৈল।
স্তুতি-বশে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হৈল ॥ ১৪৪ ॥
তথাপি ব্রহ্মার নহে স্বচ্ছন্দ অন্তর।
কৈলু অপরাধ চিত্তে চিন্তে নিরন্তর ॥ ১৪৫ ॥
মনে মনে বিচারয়ে বসিয়া নির্জনে।
"না দেখি উপায়, চৈতন্যাবতার বিনে ॥ ১৪৬ ॥
কলির প্রথমে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
অবতীর্ণ হইয়া করিব কলি ধন্য ॥ ১৪৭ ॥
নবদ্বীপে করিলে প্রভুর আরাধনা।
করিবেন পূর্ণ প্রভু মনের বাসনা ॥" ১৪৮ ॥
ঐছে বিচারিয়া ব্রহ্মা এই আতোপুরে।
প্রভুরে আরাধে অতি উল্লাস-অন্তরে ॥ ১৪৯ ॥
ভকত-বৎসল গৌরচন্দ্র দয়াময়।
হইলা সাক্ষাৎ শোভা ভুবন মোহয় ॥ ১৫০ ॥
অঙ্গের ছটায় দশদিক্ আলো করে।
কি ছার কনক—কন্দর্পের দর্প হরে ॥ ১৫১ ॥
আজানুলম্বিত বাহু বক্ষ পরিসর।
নানা মণি-ভূষণে ভূষিত কলেবর ॥ ১৫২ ॥
আকর্ণ বিস্তৃত নেত্র, অদ্ভুত চাহনি।
কোটী কোটী চন্দ্র জিনি' মুখের লাবণী ॥ ১৫৩ ॥
সদা মন্দ মন্দ হাসি সুধাবৃষ্টি করে।
কে আছে এমন সে ভঙ্গিতে ধৈর্য ধরে ॥ ১৫৪ ॥
দেখি' প্রাণনাথে ব্রহ্মা হইলা বিহ্বল।
ধরিতে না পারে অঙ্গ, করে টলমল ॥ ১৫৫ ॥
করি' বহু স্তুতি সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে।
লোটাইয়া পড়য়ে প্রভুর পদতলে ॥ ১৫৬ ॥
দেখিয়া ব্রহ্মার চেষ্টা শচীর নন্দন।
কহে সুমধুর বাক্য করি' আলিঙ্গন ॥ ১৫৭ ॥
—"তুমি প্রিয়, সদা আমি প্রসন্ন তোমায়।
এবে যেই ইচ্ছা—বর মাগহ আমায় ॥" ১৫৮ ॥
ব্রহ্মা কহে,—"এই কলিযুগে নদীয়াতে।
করিবে প্রকট-লীলা স্বগণ-সহিতে ॥ ১৫৯ ॥
সে সময় প্রভু! মোরে করি' অঙ্গীকার।
জন্মাইবা নীচকুলে—এ-ইচ্ছা আমার ॥ ১৬০ ॥
ওহে প্রভু! মোর অভিমান অতিশয়।
লোকে ঘৃণা করে যেন—ঐছে দণ্ড হয় ॥ ১৬১ ॥
ঘুচাইবা আমার দারুণ দুষ্ট-মতি।
করাইবা তোমার শ্রীনামে গাঢ়-রতি ॥ ১৬২ ॥
পূর্বে যৈছে মায়ায় মোহিত কৈলা মোরে।
তাহা না করিবা প্রভু! এই অবতারে ॥ ১৬৩ ॥

অনুক্ষণ তোমার ভক্তের সঙ্গ চাই।
জীবনে মরণে যেন তোমারে ধিয়াই" ॥ ১৬৪ ॥
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য প্রভুর উল্লাস।
প্রভু কহে,—"পূর্ণ হ'বে সব অভিলাষ" ॥ ১৬৫ ॥
পাইয়া প্রভুর বর উল্লাস অন্তরে।
প্রণমিয়া ব্রহ্মা পুনঃ কহে ধীরে ধীরে ॥ ১৬৬ ॥
—"স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি সকলের পর।
কে বুঝিতে পারে প্রভু! তোমার অন্তর ॥ ১৬৭ ॥
নানা লীলা কৈলা পূর্ব পূর্ব অবতারে।
না জানি—কি লীলা এই নদীয়া-নগরে ॥ ১৬৮ ॥
জীব নিস্তারিবে প্রভু! এ অল্প বিষয়।
ইথে যে বিশেষ কিছু, শুনি' সাধ হয় ॥" ১৬৯ ॥
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য চাহি' ব্রহ্মা-পানে।
অন্তরের কথা কিছু কহয়ে তাহানে ॥ ১৭০ ॥
—"ভক্ত-ভাব লৈয়া ভক্তি-রস আস্বাদিব।
পরম দুর্লভ সঙ্কীর্তন প্রকাশিব ॥ ১৭১ ॥
নানাবতারের নানা ভাবে ভক্ত যে তে।
করা'ব ব্রজানুগত মধুর রসেতে ॥" ১৭২ ॥
ঐছে বাক্যে রাধা-প্রেম হৃদয়ে উথলে।
বাঞ্ছাত্রয় কহিতেই ভাসে নেত্রজলে ॥ ১৭৩ ॥
অনুগ্রহ করিয়া ব্রহ্মারে জানাইলা।
প্রভুর যে বাঞ্ছাত্রয় বিজ্ঞে ব্যক্ত কৈলা ॥ ১৭৪ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, আদি ১।৬—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ ১৭৫ ॥

অন্বয়। শ্রীরাধায়াঃ (শ্রীবার্ষভানব্যাঃ) প্রণয়মহিমা (প্রণয়মাহাত্ম্যং) বা কীদৃশঃ; অনয়া (রাধয়া) মদীয়ঃ অদ্ভুতমধুরিমা (অপূর্বমাধুর্যাতিশয়ঃ) যেন (প্রণয়েন) কীদৃশঃ বা আস্বাদ্যঃ, মদনুভবতঃ (মদনুভবাৎ) অস্যাঃ (শ্রীরাধায়াঃ) সৌখ্যং কীদৃশং বা—ইতি লোভাৎ তদ্ভাবাঢ্যঃ (তস্যাঃ ভাবেন আঢ্যঃ সমৃদ্ধঃ সন্) শচীগর্ভসিন্ধৌ (শচ্যাঃ মাতুঃ গর্ভসমুদ্রে) হরীন্দুঃ (কৃষ্ণচন্দ্রঃ) সমজনি (প্রাদুরাসীৎ) ॥ ১৭৫ ॥

অনুবাদ। শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, আমার অদ্ভুত মধুরিমা—যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ, আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখের উদয় হয়,—এই তিনটি বিষয়ে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভ-সমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ১৭৫ ॥

পুনঃ প্রভু সংক্ষেপেই ব্রহ্মারে কহিলা।
"দেখিবা সাক্ষাতে মোর নবদ্বীপ-লীলা ॥" ১৭৬ ॥
কহি' অন্তরের কথা হৈল অন্তর্ধান।
এই হেতু লোকে ব্যক্ত **অন্তর্দ্বীপ**-নাম ॥ ১৭৭ ॥
প্রভুর কৃপাতে ব্রহ্মা হৈলা হর্ষ অতি।
নবদ্বীপে প্রভুর প্রকট চিন্তে নিতি ॥ ১৭৮ ॥
এই অন্তর্দ্বীপ-ভূমে গৌরগণসনে।
করে যে বিলাস তা' বর্ণিবে কুন জনে ॥ ১৭৯ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, অন্তর্দ্বীপ শোভাময়।
এ স্থান-দর্শনে অভিলাষ-সিদ্ধি হয় ॥ ১৮০ ॥

ঈশান প্রভু-কর্তৃক শ্রীনিবাস প্রভুকে সুবর্ণবিহার-প্রদর্শন—

সুবর্ণবিহার ওই দেখ শ্রীনিবাস।
কহি' পশ্চাৎ এই গ্রামে যে বিলাস ॥ ১৮১ ॥
ঐছে কত কহি' সঙ্গে লৈয়া তিন জনে।
সিমলিয়া-গ্রামে প্রবেশিলা কত ক্ষণে ॥ ১৮২ ॥

সীমন্তদ্বীপ বা সিমলিয়া—

ঈশান ঠাকুর শ্রীনিবাস-প্রতি কয়।
দেখ এই **সিমলিয়া**-গ্রাম শোভাময় ॥ ১৮৩ ॥
পূর্বে এ-**সীমন্তদ্বীপ** বিখ্যাত জগতে।
সীমন্ত-দ্বীপাখ্যা যৈছে কহি সংক্ষেপেতে ॥ ১৮৪ ॥
একদিন কৈলাস-পর্বতে মহেশ্বর।
ভক্তনামামৃত-পানে অধৈর্য অন্তর ॥ ১৮৫ ॥
সর্বাবতারের সর্বভক্ত নদীয়ায়।
সেই সব নাম ব্যক্ত করি' উচ্চরায় ॥ ১৮৬ ॥
গায় প্রভু-ভক্তের মহিমা পঞ্চমুখে।
সর্বাঙ্গে পুলক, হিয়া উথলয়ে সুখে ॥ ১৮৭ ॥
পরম অদ্ভুত নৃত্য করে দিগম্বর।
পদভরে কম্পয়ে কৈলাস-গিরিবর ॥ ১৮৮ ॥

বায় নিজ-যন্ত্র—ধ্বনি ভেদয়ে গগন।
মহামত্ত হৈয়া করে হুঙ্কার-গর্জন ॥ ১৮৯ ॥
প্রভু-শঙ্করের চেষ্টা দেখিয়া পার্বতী।
হইলা বিহ্বল, কিছু নাহি বুদ্ধিগতি ॥ ১৯০ ॥
নৃত্যাবেশে স্থির হৈলা দেব-ত্রিলোচন।
ঝরয়ে আনন্দ-অশ্রু, নহে নিবারণ ॥ ১৯১ ॥
রজত-পর্বতপ্রায় বসি' চর্মাসনে।
প্রশংসয়ে কলির সৌভাগ্য শ্রীবদনে ॥ ১৯২ ॥
প্রভু-মহেশ্বরের কি অদ্ভুত চরিত।
মন্দ মন্দ হাসিয়া চাহয়ে চারি ভিত ॥ ১৯৩ ॥
দেখি' পার্বতীর চেষ্টা প্রসন্ন অন্তরে।
স্থির করি' পার্শ্বে বসাইলা পার্বতীরে ॥ ১৯৪ ॥
পার্বতী পরমানন্দে কহে,—"ওহে প্রভু!
অদ্য যে করিলা কৃপা ঐছে নহে কভু ॥ ১৯৫ ॥
যে সকল নাম উচ্চারিলা শ্রীবদনে।
এ সকল নাম কভু না শুনি শ্রবণে ॥ ১৯৬ ॥
কলির সৌভাগ্য প্রশংসহ বার-বার।
ইথে বুঝি—কলিতে প্রকট এ সবার" ॥ ১৯৭ ॥
শুনি' পার্বতীর কথা মনের উল্লাসে।
কহেন পার্বতী-প্রতি সুমধুর ভাষে ॥ ১৯৮ ॥
—"এই কলিযুগে কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়াতে।
হইব প্রকট শচীদেবীর গর্ভেতে ॥ ১৯৯ ॥
শ্রীরাধিকা-অঙ্গকান্তি করিব ধারণ।
ত্রৈলোক্য-বিজয়রূপ অতি রসায়ন ॥ ২০০ ॥
সে রূপের উপমা নারিব কেহ দিতে।
মাতিব জগৎ রূপ বারেক চাহিতে ॥ ২০১ ॥
সে অঙ্গ-শোভায় কন্দর্পের দর্প-নাশ।
নবদ্বীপে করিবেন অদ্ভুত বিলাস ॥ ২০২ ॥
সর্ব অবতারের সকল ভক্ত-সঙ্গে।
আস্বাদিব ব্রজের দুর্লভ প্রেম রঙ্গে ॥ ২০৩ ॥
প্রকাশিব সঙ্কীর্তন-সুখের পাথার।
নিজ-গুণে করিবেন জগৎ উদ্ধার ॥ ২০৪ ॥
এই অবতারে দুঃখী কেহ না রহিব।
যা'র যেই মনোরথ সব সিদ্ধ হ'ব ॥ ২০৫ ॥
পূর্বে পূর্বে যে কেহ করিল কুন দোষ।
তাহা ক্ষমাইয়া তা'র করিব সন্তোষ ॥ ২০৬ ॥
জানাইব ভক্তের মহিমা অতিশয়।
কহিল তোমারে—ঐছে নাই দয়াময় ॥" ২০৭ ॥
এ সব শুনিয়া পার্বতীর মনে যাহা।
এক মুখে কেবা বা বর্ণিতে পারে তাহা ॥ ২০৮ ॥
নবদ্বীপে পার্বতী আসিয়া এইখানে।
আরাধয়ে শ্রীগৌরসুন্দর ভগবানে ॥ ২০৯ ॥
দেবী আরাধয়ে জানি প্রসন্ন অন্তর।
সাক্ষাৎ হইলা নবদ্বীপ-সুধাকর ॥ ২১০ ॥
ভুবনমোহন প্রতি অঙ্গের লাবণী।
শ্রীমুখচন্দ্রেতে কোটিচন্দ্রমা-নিছনি ॥ ২১১ ॥
দীর্ঘ দুই নয়নে বা কেবা ধৈর্য ধরে।
গণ্ডছটা কনক-দর্পণ-দর্প হরে ॥ ২১২ ॥
আজানুলম্বিত বাহু, বক্ষ পরিসর।
নানা রত্ন-ভূষণে ভূষিত কলেবর ॥ ২১৩ ॥
পরিধেয় বসনে মদন-মদ নাশে।
গমন-ভঙ্গিতে কত আনন্দ প্রকাশে ॥ ২১৪ ॥
দেখিয়া পার্বতী ধৈর্য নারে ধরিবার।
নিবারিতে নারে নেত্র আনন্দাশ্রুধার ॥ ২১৫ ॥
পার্বতীর চেষ্টা দেখি' প্রভু-বিশ্বম্ভর।
আইল নিকটে অতি উল্লাস-অন্তর ॥ ২১৬ ॥
সুমধুর বাক্যে পার্বতীর প্রতি কয়।
—"কৈলা আরাধনা, স্থির নহিল হৃদয় ॥ ২১৭ ॥
মোর আগে তুমি যে কহিবে মনঃকথা।
তাহাই করিব আমি—কহিল সর্বথা ॥" ২১৮ ॥
ইহা শুনি' পার্বতীর আনন্দাতিশয়।
সর্বাঙ্গে পুলক-শোভা-উপমা না হয় ॥ ২১৯ ॥
দুই কর যুড়ি' কহে প্রভু বিশ্বম্ভরে।
—"করিবা এ কলি ধন্য প্রকট বিহারে ॥ ২২০ ॥
জগতের তাপত্রয় হেলায় হরিবা।
সকল জীবের মহানন্দ বাড়াইবা ॥ ২২১ ॥
সর্ব অন্তর্যামী প্রভু জানহ সকল।
নিরন্তর মোর হিয়া হৈয়াছে বিকল ॥ ২২২ ॥

ভক্তস্থানে অপরাধ করিনু প্রচুর।
শাপ দিনু চিত্রকেতু হৈল বৃত্রাসুর ॥ ২২৩ ॥
তোমার ভক্তের গুণ কহনে না যায়।
দোষ কৈনু—তবু স্তুতি করিল আমায় ॥ ২২৪ ॥
সে-সকল সহ বিলসিবা নদীয়াতে।
এই করো—সে-সবে প্রসন্ন হ'ন যা'তে ॥ ২২৫ ॥
কহিতে না আইসে প্রভু! যে করে অন্তর।
দেখি যেন নদীয়া-বিহার নিরন্তর ॥" ২২৬ ॥
প্রভু কহে,—"হ'বে পূর্ণ যে করিলা মনে।
মোর যত কার্য তাহা নহে তোমা বিনে" ॥ ২২৭ ॥
এত কহি' প্রভু হইতেই অন্তর্ধান।
পার্বতী পড়িয়া পদে করিল প্রণাম ॥ ২২৮ ॥
প্রভুর চরণ-ধূলা সীমন্তে ধরিল।
এ হেতু সীমন্তদ্বীপ-নাম ব্যক্ত হৈল ॥ ২২৯ ॥
পার্বতী ব্যাকুল হৈলা প্রভু-অদর্শনে।
ক'বে হ'বে প্রকট-বিহার চিন্তে মনে ॥ ২৩০ ॥
ওহে শ্রীনিবাস! এই সীমন্তদ্বীপ-স্থান।
যে দেখে বারেক তা'র সফল নয়ান ॥ ২৩১ ॥
অনায়াসে ঘুচয়ে দারুণ ভবভয়।
পরম দুর্লভ-প্রেমভক্তি লভ্য হয় ॥ ২৩২ ॥
অদ্যাপিহ এথা দেবী পূজে সর্বলোক।
দেবীর কৃপায় না জানয়ে দুঃখ-শোক ॥ ২৩৩ ॥
এই সিমলিয়া-গ্রামে শ্রীগৌরসুন্দর।
বিহরয়ে সঙ্গেতে অসংখ্য পরিকর ॥ ২৩৪ ॥
নগরকীর্তন-কালে যে আনন্দ এথা।
এক মুখে কহিব কি সে-সকল কথা ॥ ২৩৫ ॥
ভাগ্যবন্তগণ মহা-শোভা নিরখিল।
প্রেম-কোলাহল সর্ব জগৎ ব্যাপিল ॥ ২৩৬ ॥
এত কহি' সিমলিয়া-গ্রাম হৈতে চলে।
প্রভুলীলা সঙরি' ভাসয়ে নেত্রজলে ॥ ২৩৭ ॥

গোদ্রুম বা গাদিগাছা—

কহিতে কহিতে প্রভু-ভক্তের চরিত।
গাদিগাছা-গ্রামেতে হইলা উপনীত ॥ ২৩৮ ॥
ঈশান কহয়ে—এই গাদিগাছা-গ্রাম।
বিজ্ঞে কহে পূর্বে এ গোদ্রুমদ্বীপ-নাম ॥ ২৩৯ ॥
গোদ্রুম-দ্বীপাখ্যা যৈছে কহি সংক্ষেপেতে।
শুনিনু যে পূর্ববিজ্ঞগণের মুখেতে ॥ ২৪০ ॥
একদিন ইন্দ্র অতি ব্যাকুল হৃদয়।
সুরভি-গাভীর প্রতি ধীরে ধীরে কয় ॥ ২৪১ ॥
—"প্রভুর মায়ায় স্থির হইতে নারিনু।
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া অপরাধ কৈনু ॥ ২৪২ ॥
যদ্যপি প্রসন্ন প্রভু হইলা আমারে।
তথাপিহ চিত্ত স্থির নারি করিবারে ॥ ২৪৩ ॥
নহিল উচিত দণ্ড, দণ্ড দিয়া প্রভু।
নিজ সেবাযোগ্য কি করিব মোরে কভু?" ২৪৪ ॥
শুনিয়া ইন্দ্রের কথা সুরভি সন্তোষে।
ইন্দ্র-প্রতি কহে অতি সুমধুর ভাষে ॥ ২৪৫ ॥
—"জানিনু অন্তর কিছু চিন্তা না করিবে।
এই অবতারে মনোরথ-সিদ্ধি হ'বে ॥ ২৪৬ ॥
অবতীর্ণ হৈতে অল্প দিবস আছয়।
এই কলিযুগের সৌভাগ্য অতিশয় ॥ ২৪৭ ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ গৌরাঙ্গসুন্দর।
বিহারব নবদ্বীপে অতি গূঢ়তর ॥ ২৪৮ ॥
যা'রে জানাইবে প্রভু সেই সে জানিবে।
অখিল লোকের সর্বদুঃখ বিনাশিবে ॥" ২৪৯ ॥
এত কহি' ইন্দ্রসহ সুরভি এথায়।
দেখে নবদ্বীপ-শোভা উল্লাস-হিয়ায় ॥ ২৫০ ॥
আরাধিতে সুরভি শ্রীপ্রভুর চরণ।
হইলা সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ॥ ২৫১ ॥
ভুবনমোহন গৌরমূর্তি নিরখিয়া।
মহানন্দে সুরভি ধরিতে নারে হিয়া ॥ ২৫২ ॥
মন্দ মন্দ হাসি' নবদ্বীপ-সুধাকর।
কহয়ে সুরভি-প্রতি—"বুঝিনু অন্তর ॥ ২৫৩ ॥
দেখিবে প্রকট মোর নদীয়া-বিহার।
সর্বমনোরথ পূর্ণ হইবে তোমার" ॥ ২৫৪ ॥
এত কহিতেই ইন্দ্র আসি' হেন কালে।
অতি দীনপ্রায় পড়ে প্রভু-পদতলে ॥ ২৫৫ ॥

দেখিয়া ইন্দ্রের অতি কাতর অন্তর।
অতি সুমধুর বাক্যে কহে বিশ্বম্ভর ॥ ২৫৬ ॥
—"কুনই সঙ্কোচ চিত্তে না করিহ আর।
সর্বমনোরথ-সিদ্ধি হইবে তোমার ॥" ২৫৭ ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য ইন্দ্র নিবেদয়।
—"তোমার মায়াতে কেবা মোহিত না হয়? ।২৫৮॥
ব্রজ-বিহারেতে চিত্ত ভ্রমাইলা যৈছে।
নবদ্বীপ-বিহারে বা করো প্রভু! তৈছে ॥" ২৫৯ ॥
শুনি' মন্দ মন্দ হাসি' প্রভু গৌররায়।
ইন্দ্রে যে করিল কৃপা—কহনে না যায় ॥ ২৬০ ॥
ইন্দ্রসহ সুরভি অনেক স্তব কৈল।
প্রভু-অন্তর্ধান হৈতে ব্যাকুল হইল ॥ ২৬১ ॥
শ্রীসুরভি-গাভী ইন্দ্রদেবের সহিতে।
কতক্ষণে স্থির হৈলা প্রভুর ইচ্ছাতে ॥ ২৬২ ॥
ইন্দ্রসহ সুরভি পরমানন্দ-মনে।
দেখি' নবদ্বীপশোভা কত উঠে মনে ॥ ২৬৩ ॥
কহিতে কি জানি চেষ্টা, ওহে শ্রীনিবাস!
এইখানে হৈল মহাপ্রেমের প্রকাশ ॥ ২৬৪ ॥
এথা ছিল অশ্বত্থবৃক্ষ অতি উচ্চতর।
অতি বিস্তারিত বৃক্ষ-শোভা মনোহর ॥ ২৬৫ ॥
শ্রীসুরভি গাভী দ্রুমতলে বিলসয়।
এ-হেতু **গোদ্রুমদ্বীপ** পূর্ববিজ্ঞ কয় ॥ ২৬৬ ॥
এবে **গাদিগাছা**-নাম, এ-গ্রাম-দর্শনে।
উপজে নির্মল-ভক্তি প্রভুর চরণে ॥ ২৬৭ ॥
এ-গ্রাম-বাসেতে পূর্ণ হয় অভিলাষ।
এ-গ্রাম-মহিমা কি কহিব শ্রীনিবাস ॥ ২৬৮ ॥
এ গ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার।
নেত্র ভরি' দেখে যত লোক নদীয়ার ॥ ২৬৯ ॥

মধ্যদ্বীপ বা মাজিতা—

এত কহি' ঈশান ঠাকুর হর্ষ হৈয়া।
দেখে শোভা মাজিতা-গ্রামের প্রান্তে গিয়া ॥ ২৭০ ॥
শ্রীনিবাস-প্রতি কহে এ **মাজিতা-গ্রাম**।
কহয়ে প্রাচীন পূর্বে **মধ্যদ্বীপ-নাম** ॥ ২৭১ ॥

প্রভুর পরমাদ্ভুত লীলা মধ্যদ্বীপে।
মধ্যদ্বীপ-নাম যৈছে কহিয়ে সংক্ষেপে ॥ ২৭২ ॥
এথা সপ্তঋষি প্রভুগুণে মগ্ন হৈয়া।
নানা কথা কহে নবদ্বীপ নিরখিয়া ॥ ২৭৩ ॥
কেহো কহে, দেখ নবদ্বীপ শোভাময়।
প্রভুর বিলাসস্থান সুখের আলয় ॥ ২৭৪ ॥
আছয়ে যতেক তীর্থ জগত-ভিতরে।
সে সব তীর্থের স্থিতি নদীয়া-নগরে ॥ ২৭৫ ॥
কেহো কহে, নবদ্বীপ-মহিমা অপার।
প্রকটাপ্রকটে এথা অদ্ভুত বিহার ॥ ২৭৬ ॥
প্রকটে প্রভুরে সবে করয়ে দর্শন।
অপ্রকটে দেখে মাত্র ভাগ্যবন্ত জন ॥ ২৭৭ ॥
কেহো কহে, এই কলি ধন্য করিবারে।
হইব প্রকট জগন্নাথমিশ্র-ঘরে ॥ ২৭৮ ॥
এই অবতারে গৌরবর্ণ নিরুপমা।
জগৎ মাতিব দেখি' সর্বাঙ্গ-সুষমা ॥ ২৭৯ ॥
কেহো কহে, কৃষ্ণের এ নদীয়া-বিহার।
ব্রহ্মাদির অগোচর ঐছে চমৎকার ॥ ২৮০ ॥
কেহো কহে, শচীর-নন্দন স্বেচ্ছাময়।
যবে যে করয়ে কার্য কহিল না হয় ॥ ২৮১ ॥
কলিযুগে জীবেরে করিয়া মহাযত্ন।
বিতরিব পরমদুর্লভ প্রেমরত্ন ॥ ২৮২ ॥
কেহো কহে, দয়ার সমুদ্র মহাপ্রভু।
যে কৃপা করিবে জীবে ঐছে নহে কভু ॥ ২৮৩ ॥
সর্বাবতারের সর্বভক্ত সঙ্গে লৈয়া।
সঙ্কীর্তনে মাতিব জগত মাতাইয়া ॥ ২৮৪ ॥
কেহো কহে ভক্তের জীবন গৌরহরি।
করিয়া সন্ন্যাস হইবেন দেশান্তরী ॥ ২৮৫ ॥
অসংখ্য তীর্থের পূর্ণ করি' অভিলাষ।
জগন্নাথ-প্রীতে করিবেন ক্ষেত্রে বাস ॥ ২৮৬ ॥
ঐছে মহানন্দে কত কহি' পরস্পর।
প্রভুপাদপদ্ম-চিন্তা করে নিরন্তর ॥ ২৮৭ ॥
অতি অনুরাগে ঋষিগণ আরাধয়।
ভকতবৎসল প্রভু অধৈর্যাতিশয় ॥ ২৮৮ ॥

মধ্যাহ্নের সূর্যসম মধ্যাহ্ন-কালেতে।
হইলা সাক্ষাৎ শোভা কে পারে বর্ণিতে ॥ ২৮৯ ॥
ভুবনমোহন ভঙ্গি করিতে দর্শন।
হৈল অনিমিষ ঋষিগণের নয়ন ॥ ২৯০ ॥
ব্যাপিল পুলক অঙ্গে, নেত্রে অশ্রুধার।
ভূমে পড়ি' প্রভুরে প্রণমে বার-বার ॥ ২৯১ ॥
করিল অনেক স্তুতি কহিল না হয়।
করি' প্রদক্ষিণ পুনঃ প্রভুরে কহয় ॥ ২৯২ ॥
—"ওহে প্রভু, বহু অভিলাষ মো-সবার।
নেত্র ভরি' দেখি এই নদীয়া-বিহার ॥ ২৯৩ ॥
নবদ্বীপ-ধ্যান যেন করিয়ে সদাই।
নিরন্তর তোমার ভক্তের গুণ গাই ॥" ২৯৪ ॥
ঐছে কত প্রভু-আগে কহি' ঋষিগণ।
প্রভুকে দেখিতে বাঞ্ছে সহস্র লোচন ॥ ২৯৫ ॥
ঋষিস্তুতি-বশে প্রভু কহে ঋষিগণে।
—"হইবেক পূর্ণ সবে যে করিলা মনে ॥ ২৯৬ ॥
নবদ্বীপ-লীলা মোর অতি গোপ্য হয়।
রাখিবে গোপনে ইথে মোর সুখোদয় ॥ ২৯৭ ॥
শুনি' ঋষিগণ কহে,—"কি বলিব প্রভু!
করতলে সূর্য কি আচ্ছন্ন হয় কভু" ? ২৯৮ ॥
ঐছে ঋষিগণ কত কহয়ে উল্লাসে।
শুনি' গৌরচন্দ্র প্রভু মনে মনে হাসে ॥ ২৯৯ ॥
ঋষিগণে মনের আনন্দে কৃপা করি'।
হইলেন অন্তর্ধান প্রভু গৌরহরি ॥ ৩০০ ॥
প্রভু-অদর্শনেতে ব্যাকুল ঋষিগণ।
এথা হৈতে মধ্যাহ্নেই করিলা গমন ॥ ৩০১ ॥
গঙ্গাতীরে কুমারহট্টের সন্নিধানে।
দেখিয়া অপূর্বস্থান রহে সেইখানে ॥ ৩০২ ॥
যথা স্থিতি কৈলা তাহা প্রসিদ্ধ আছয়।
সপ্তঋষি-ঘাট অদ্যাপিহ লোকে কয় ॥ ৩০৩ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, মধ্যদ্বীপের প্রসঙ্গ।
অল্পে জানাইলু এথা হইল মহারঙ্গ ॥ ৩০৪ ॥
মধ্যাহ্নের সূর্যসম মধ্যাহ্ন-সময়।
দেখা দিলা প্রভু তেঞি **মধ্যদ্বীপ** কয় ॥ ৩০৫ ॥

অন্য ঋষি এথা কথোদিন তপ কৈল।
তেঁহো হর্ষে মধ্যদ্বীপ-নাম প্রচারিল ॥ ৩০৬ ॥
এ-স্থান দর্শনে হয় অমঙ্গল-নাশ।
মিলয়ে নির্মল-ভক্তি এথা কৈলে বাস ॥ ৩০৭ ॥
গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিলাস এইখানে।
মাতাইলা জীবেরে দুর্লভ প্রেমদানে ॥ ৩০৮ ॥
ঐছে কত কহি শ্রীঈশান হর্ষ অতি।
বামনপোখেরা-গ্রামে চলে মন্দ গতি ॥ ৩০৯ ॥
চতুর্দিকে চাহি' নেত্রে ঝরে প্রেম-জল।
শ্রীনিবাস-প্রতি কহে হইয়া বিহ্বল ॥ ৩১০ ॥
দেখ রমণীয় ভূমি ওহে শ্রীনিবাস।
এই সব স্থানে প্রভুর অদ্ভুত বিলাস ॥ ৩১১ ॥
বামনপোখেরা এই গ্রাম-নাম হয়।
পূর্ব-নাম **ব্রাহ্মণ-পুষ্কর** বিজ্ঞে কয় ॥ ৩১২ ॥
ব্রাহ্মণপুষ্কর-নাম যেরূপে হইল।
তাহা কহি পূর্ববিজ্ঞমুখে যে শুনিল ॥ ৩১৩ ॥
এইখানে ছিল পূজ্য প্রাচীন ব্রাহ্মণ।
পরম তপস্বী সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥ ৩১৪ ॥
শ্রীপুষ্করতীর্থে তাঁ'র অতিশয় ভক্তি।
তথা যা'ন এ-ইচ্ছা চলিতে নাহি শক্তি ॥ ৩১৫ ॥
হইয়া ব্যাকুল বিপ্র কহে বার-বার।
—"শ্রীপুষ্করতীর্থ-সেবা নহিল আমার ॥ ৩১৬ ॥
শ্রীপুষ্কর-স্থিতি দূর পশ্চিম-দেশেতে।
গোঙাইলু কাল বৃথা, নারিলু যাইতে ॥ ৩১৭ ॥
নহিল দর্শন, খেদ রহিল হিয়ায়।
মোরে কি করিব অনুগ্রহ তীর্থরায় ॥" ৩১৮ ॥
ঐছে কত কহি' শ্রীপুষ্কর-নাম লৈয়া।
করয়ে ক্রন্দন বিপ্র বিরলে বসিয়া ॥ ৩১৯ ॥
দেখি' বিপ্র-দশা শ্রীপুষ্কর-তীর্থবর্য।
দিলেন দর্শন ইথে হইলা অধৈর্য ॥ ৩২০ ॥
অকস্মাৎ কুণ্ডএক এথা প্রকটিল।
নির্মল-সলিল-শোভা অধিক হইল ॥ ৩২১ ॥
ব্রাহ্মণ-অগ্রেতে শীঘ্র করি' বারি-ব্যাজ।
হইলা সাক্ষাৎ শ্রীপুষ্করতীর্থরাজ ॥ ৩২২ ॥

বিপ্রে কৃপা করি' কহে মধুর বচন।
—"না করিহ খেদ, কর কুণ্ডাবগাহন॥" ৩২৩॥
শুনি' বিপ্র পরম আনন্দে কৈল স্নান।
স্নান-মাত্র বিপ্রের হইল দিব্যজ্ঞান॥ ৩২৪॥
শ্রীপুষ্করতীর্থে বিপ্র করি' বহু স্তুতি।
ভূমে পড়ি' করিলেন অশেষ প্রণতি॥ ৩২৫॥
করযুগ যুড়ি' পুনঃ কহে বার-বার।
—"মোর লাগি' দূর হৈতে গমন তোমার॥"৩২৬॥
পুষ্কর কহেন,—"দূর হৈতে না আসিয়ে।
নবদ্বীপে রহি' সদা নদীয়া সেবিয়ে॥ ৩২৭॥
অসংখ্য তীর্থের স্থিতি নবদ্বীপ-ধামে।
নবদ্বীপ-মহিমা ব্রহ্মাদি নাই জানে॥ ৩২৮॥
প্রেমভক্তিময় নবদ্বীপ-ধাম নিত্য।
নদীয়া-কৃপায় জানে নবদ্বীপ-তত্ত্ব॥ ৩২৯॥
নবদ্বীপে সদা গৌরচন্দ্রের নিবাস।
যৈছে বৃন্দাবনে কৈল রাসাদি-বিলাস॥ ৩৩০॥
বৃন্দাবনে শ্যাম, গৌরবর্ণ নবদ্বীপে।
নবদ্বীপে প্রভুর বিহার গোপ্যরূপে॥ ৩৩১॥
কভু অপ্রকট, কভু প্রকট-বিহার।
এই কলিযুগে হ'বে সুখের পাথার॥ ৩৩২॥
প্রকটিবে প্রভু এই কলির প্রথমে।
বিলসিব সর্বাবতারের ভক্তসনে॥ ৩৩৩॥
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম জীবে বিতরিব।
সঙ্কীর্তনে সকল জগৎ মাতাইব॥ ৩৩৪॥
উদ্ধারিব দীন হীন পাষণ্ডিগণেরে।
নহিব বঞ্চিত কেহ এই অবতারে॥ ৩৩৫॥
করিবেন নবদ্বীপে অশেষ বিহার।
দেখিবেন ভাগ্যবন্ত লোক নদীয়ার॥" ৩৩৬॥
এ সব শুনিয়া বিপ্র কান্দে উচ্চরায়।
কহে পুনঃ—"জন্ম কি হইব নদীয়ায়॥ ৩৩৭॥
দেখিব কি গৌরচন্দ্রের চারুলীলা?"
এত কহি' বিপ্র মহাব্যাকুল হইলা॥ ৩৩৮॥
বিপ্রে প্রবোধিয়া শ্রীপুষ্কর-তীর্থরাজ।
হইলেন অন্তর্ধান করি' কুন ব্যাজ॥ ৩৩৯॥
বিপ্র মহা-কাতর পুষ্কর-অদর্শনে।
হইল আকাশবাণী বিপ্রে সেই ক্ষণে॥ ৩৪০॥
—"নিরন্তর চিন্ত গৌরচন্দ্রের চরণ।
হ'বে মনোরথ পূর্ণ স্থির কর মন॥" ৩৪১॥
শুনি' হেন বাক্য বিপ্র উল্লাস-অন্তরে।
নিরন্তর চিন্তে নবদ্বীপ-সুধাকরে॥ ৩৪২॥
করয়ে নর্তন প্রভুচরিত্র গাইয়া।
অন্যান্যে বিস্ময় বিপ্রচেষ্টা নিরখিয়া॥ ৩৪৩॥
কহিতে কি জানি যে শুনিনু তাঁ'র রীত।
পুষ্করতীর্থের কথা হইল বিদিত॥ ৩৪৪॥
ব্রাহ্মণে পুষ্কর কৃপা কৈল অতিশয়।
এ হেতু **ব্রাহ্মণপুষ্কর**-নাম কয়॥ ৩৪৫॥
প্রভু আরাধিল এথা বিপ্র ভাগ্যবান্।
দেখ এই পুষ্কর-তীর্থের চিহ্ন-স্থান॥ ৩৪৬॥
সে করে দর্শন যে করয়ে এথা বাস।
প্রভুপদে হয় তা'র সুদৃঢ় বিশ্বাস॥ ৩৪৭॥
না জানয়ে যমের যাতনা সেই জন।
যে করয়ে এ অদ্ভুত স্থানের কীর্তন॥ ৩৪৮॥
এথা গৌরসুন্দরের অদ্ভুত বিলাস।
যে দেখিনু তাহা কি বলিব শ্রীনিবাস॥ ৩৪৯॥
এত কহি' নেত্রজলে ভাসিয়া ঈশান।
বামনপোখেরা হৈতে করিলা পয়ান॥ ৩৫০॥
হাটডাঙ্গা-গ্রামের নিকট দাঁড়াইয়া।
শ্রীনিবাস-প্রতি কহে হাতসান দিয়া॥ ৩৫১॥
দেখ শ্রীনিবাস, এই **হাটডাঙ্গা**-গ্রাম।
পূর্ববিজ্ঞগণ কহে **উচ্চহট্ট**-নাম॥ ৩৫২॥
উচ্চহট্ট-গ্রাম-নাম হৈল যে প্রকারে।
তাহা কিছু কহিয়ে শুনিনু সাধুদ্বারে॥ ৩৫৩॥
ইন্দ্রাদি যতেক দেব এথাই রহিয়া।
পরস্পর কহে কত বিহ্বল হইয়া॥ ৩৫৪॥
কেহো কহে এই কলিযুগ ধন্য ধন্য।
হইব প্রকট প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥ ৩৫৫॥
অদ্বৈত-ঈশ্বর নিত্যানন্দ-বলরামে।
করিব প্রকট পূর্ব নিয়মিত ধামে॥ ৩৫৬॥

কেহো কহে, নবদ্বীপে সকলের স্থিতি।
অসংখ্য প্রভুর গণ কহি কি শকতি॥ ৩৫৭ ॥
প্রভুপরিকর যত করুণার সিন্ধু।
দীন-হীন অধম জনের প্রাণবন্ধু॥ ৩৫৮ ॥
কেহো কহে, প্রভুপরিকরগণ লৈয়া।
সঙ্কীর্ত্তনে মাতিব জগৎ মাতাইয়া॥ ৩৫৯ ॥
বহিব আনন্দ-নদী এই নদীয়ায়।
জীবের কল্মষ-নাশ হইব হেলায়॥ ৩৬০ ॥
কেহো কহে, হ'বে যে মঙ্গল নাই অন্ত।
দেখিবে অদ্ভুত লীলা লোক ভাগ্যবন্ত॥ ৩৬১ ॥
মো-সবার জন্ম যদি হয় নদীয়ায়।
তবে সে মনের মহা-দুঃখ দূরে যায়॥ ৩৬২ ॥
কেহ কহে এথা জন্ম অবশ্য হইব।
প্রভুর বিহার নেত্র ভরি' নিরখিব॥ ৩৬৩ ॥
নবদ্বীপবাসী ভক্ত লৈয়া মো সবায়।
করিব নিযুক্ত গৌরচন্দ্রের সেবায়॥ ৩৬৪ ॥
ঐছে কত কহে, যেন হাট বসাইল।
এই উচ্চ স্থানে উচ্চ কীর্ত্তনারম্ভিল॥ ৩৬৫ ॥
সকলে তুলিয়া বাহু কহে আর্ত্ত-চিতে।
বিলম্ব না কর প্রভু, অবতীর্ণ হৈতে॥ ৩৬৬ ॥
ঐছে কহি পরম উল্লাসে দেবগণ।
বিবিধ ভঙ্গিমা করি' করয়ে নর্ত্তন॥ ৩৬৭ ॥
প্রভুর শ্রীনামাবলি সবে করে গান।
এই দুই হেতু হৈতে উচ্চহট্ট-নাম॥ ৩৬৮ ॥
এ-স্থান-দর্শনে হয় সর্বত্র মঙ্গল।
প্রভুর কীর্ত্তনে প্রেম বাঢ়ে অনর্গল॥ ৩৬৯ ॥
এথা ভক্তসঙ্গে প্রভু শচীর কুমার।
বিহরয়ে দেবমুনীব্রহ্মাদি-অগোচর॥ ৩৭০ ॥
এত কহি' ঈশান হইতে নারে স্থির।
সোঙরে শ্রীগৌরলীলা নেত্রে বহে নীর॥ ৩৭১ ॥

কোলদ্বীপ বা কুলিয়া-পাহাড়পুর—

কতক্ষণে স্থির হৈয়া লৈয়া শ্রীনিবাসে।
কুলিয়া-পাহাড়পুর-গ্রামেতে প্রবেশে॥ ৩৭২ ॥
শ্রীনিবাস-প্রতি কহে সুমধুর ভাষ।
কুলিয়া-পাহাড়পুর দেখ শ্রীনিবাস॥ ৩৭৩ ॥
পূর্বে কোলদ্বীপ-পর্বতাখ্য এ প্রচার।
এ নাম হইল যৈছে কহি সে প্রকার॥ ৩৭৪ ॥
শ্রীকোলদেবের ভক্ত বিপ্র একজন।
এথা আরাধয়ে কোলদেবের চরণ॥ ৩৭৫ ॥
প্রভু-কোলদেবের চরিত্র মনোহর।
গায় বিপ্র, নেত্রে বারিধারা নিরন্তর॥ ৩৭৬ ॥
অতিশয় ব্যাকুল হইয়া বিপ্র কয়।
একবার দেহ' দেখা প্রভু দয়াময়॥ ৩৭৭ ॥
ঐছে আর্ত্তনাদে কত কহে বিপ্রবর।
দেখিতে সে চেষ্টা ধৈর্য ধরে কে অন্তর॥ ৩৭৮ ॥
ভক্তাধীন প্রভু অবতারী গৌরহরি।
হইলেন কোলরূপ অদ্ভুত মাধুরী॥ ৩৭৯ ॥
নানা রত্নভূষণে ভূষিত কলেবর।
হস্ত, পদ, নাসা, মুখ, চক্ষু মনোহর॥ ৩৮০ ॥
পর্বত-প্রমাণ উচ্চ শোভা সে আশ্চর্য।
দেখিতে বরাহদেবে কেবা ধরে ধৈর্য॥ ৩৮১ ॥
এইখানে বিপ্রে কোলদেবে দেখা দিতে।
বিপ্রের আনন্দ যে তা' কে পারে বর্ণিতে॥ ৩৮২ ॥
ভূমে পড়ি' বিপ্র প্রণমিয়া প্রভু-পায়।
কৈল যত স্তুতি তাহা কহনে না যায়॥ ৩৮৩ ॥
ভকতবৎসল কোলদেব বিপ্র-প্রতি।
কহয়ে মধুর বাক্য হৈয়া হর্ষ অতি॥ ৩৮৪ ॥
—"হইবেক পূর্ণ, মনে যে আছে তোমার।
দেখিবা এ নবদ্বীপে অদ্ভুত বিহার॥" ৩৮৫ ॥
ঐছে কহি' অনুগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণে।
অন্তর্ধান হৈলা কোলদেব কতক্ষণে॥ ৩৮৬ ॥
প্রভু-অদর্শনে বিপ্র ব্যাকুল হৃদয়।
স্থির হৈয়া প্রভু-আজ্ঞা মনে বিচারয়॥ ৩৮৭ ॥
আজ্ঞা হৈল নবদ্বীপে দেখিবে বিহার।
নবদ্বীপে প্রভুর কিরূপ অবতার॥ ৩৮৮ ॥
চিন্তে বিপ্র লইয়া বেদাদি-শাস্ত্রগণে।
বেদাদি-শাস্ত্রার্থ প্রকাশয়ে মনে মনে॥ ৩৮৯ ॥

—"এই কলি প্রথমে ধরিয়া গৌরবর্ণ।
নবদ্বীপে বিপ্রবংশে হ'ব অবতীর্ণ ॥ ৩৯০ ॥
প্রকাশিব ব্রহ্মাদি-দুর্লভ সঙ্কীর্তন।
করিব প্রদান দীন হীনে ভক্তি-ধন ॥ ৩৯১ ॥
আস্বাদিব ব্রজপ্রেম-রসের পাথার।
ভক্তভাবে করিব সন্ন্যাস অঙ্গীকার॥" ৩৯২ ॥
ঐছে বিচারিয়া বিপ্র চাহে চারি পানে।
দেখি' অপ্রাকৃত ভূমি কহে খেদ-মনে ॥ ৩৯৩ ॥
—"প্রভুর পরম প্রিয় নবদ্বীপধাম।
শাস্ত্রে ব্যক্ত তথাপি নহিল মর্ম-জ্ঞান ॥ ৩৯৪ ॥
নবদ্বীপ মোরে অনুগ্রহ কি করিব।
প্রভু-অবতীর্ণকালে এথা কি জন্মিব॥" ৩৯৫ ॥
এত কহি' বিপ্র ভাসে নয়নের জলে।
হইল আকাশ-বাণী—"জন্মিবে সে কালে॥" ৩৯৬ ॥
শুনিয়া বিপ্রের অতি আনন্দ-অন্তর।
প্রভু-গুণে মগ্ন হইলেন নিরন্তর ॥ ৩৯৭ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, ইহা সর্বত্র বিদিত।
শুনিলু প্রাচীনমুখে কহিলু কিঞ্চিৎ ॥ ৩৯৮ ॥
পর্বতপ্রমাণ কোল, বিপ্রে দেখা দিল।
এই হেতু কোলদ্বীপ পর্বতাখ্যা হৈল ॥ ৩৯৯ ॥
এস্থান-দর্শনে নাশে সর্ব অমঙ্গল।
মিলয়ে দুর্লভ প্রেম-ভক্তি সুনির্মল ॥ ৪০০ ॥
এথা বাস কৈলে পূর্ণ হয় অভিলাষ।
নবদ্বীপে দেখে গৌরচন্দ্রের বিলাস ॥ ৪০১ ॥
ঐছে কত কহি' চলে কোলদ্বীপ হৈতে।
প্রভুর বিলাসস্থান দেখিতে দেখিতে ॥ ৪০২ ॥

ঋতুদ্বীপ বা রাতুপুর—

'সমুদ্রগড়ি'-গ্রামের নিকটে গিয়া কয়।
দেখ শ্রীনিবাস! এ সমুদ্রগড়ি হয় ॥ ৪০৩ ॥
বিজ্ঞগণে **'শ্রীসমুদ্রগতি'**-নাম কয়।
এথা গঙ্গা-সমুদ্র-প্রসঙ্গ সুখময় ॥ ৪০৪ ॥
গঙ্গাশ্রয় করিয়া সমুদ্র-গতি এথা।
লোকে যে প্রসিদ্ধ শুন কহিয়ে সে কথা ॥ ৪০৫ ॥

একদিন সমুদ্র কহেন গঙ্গা-প্রতি।
—"জগতে তোমার সম নাই ভাগ্যবতী ॥ ৪০৬ ॥
পূর্ণব্রহ্ম শ্রীগৌরসুন্দর নদীয়ায়।
করিবেন প্রকট-বিহার সবে গায় ॥ ৪০৭ ॥
তোমার তীরেতে হ'বে অশেষ আনন্দ।
গণসহ সদা বিলসিব গৌরচন্দ্র ॥ ৪০৮ ॥
ব্রজে জলক্রীড়া যৈছে করে যমুনায়।
তৈছে ক্রীড়া করিবেন প্রভু গৌররায়॥" ৪০৯ ॥
শুনিয়া জাহ্নবী নিজ-অন্তর প্রকাশে।
সমুদ্রের প্রতি কহে সুমধুর ভাষে ॥ ৪১০ ॥
—"মোর যে দুর্ভাগ্য তা' কহিব কা'র কাছে।
সুখ দিয়া প্রভু মহাদুঃখ দিব পাছে ॥ ৪১১ ॥
করিব সন্ন্যাস প্রভু, ছাড়িব নদীয়া।
তোমার তীরেতে বাস করিবেন গিয়া ॥ ৪১২ ॥
পরম অদ্ভুত লীলা তথা প্রকাশিব।
নিরন্তর তোমার আনন্দ বাঢ়াইব ॥ ৪১৩ ॥
তোমার সৌভাগ্য গাইবেক সর্বজন।
তাহা না কহিয়া করো মোরে বিড়ম্বন॥" ৪১৪ ॥
সমুদ্র কহেন,—"তথা যে কহিলা বটে।
দেখিব সন্ন্যাসি-বেষ যা'তে প্রাণ ফাটে ॥ ৪১৫ ॥
সোঙরিতে সে বেধ কি করে জানি হিয়া।
তোমার আশ্রয় তেঞি লইনু আসিয়া ॥ ৪১৬ ॥
তুমি দেখাইবা এই নদীয়া-নগরে।
ভুবনমোহন গৌরচন্দ্র নটবরে ॥ ৪১৭ ॥
তিলে তিলে প্রিয়গণে রচিব সুবেশ।
কেবা না ভুলিব দেখি' সে চাঁচর কেশ ॥ ৪১৮ ॥
যৈছে প্রভু তৈছে তাঁ'র প্রিয়সঙ্গিগণ।
তোমা হৈতে হ'বে তাঁ'-সবার সন্দর্শন" ॥ ৪১৯ ॥
ঐছে দোঁহে কহি' কত চিন্তে মনে মনে।
প্রভু অবতীর্ণ বা হইব কত দিনে ॥ ৪২০ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, গঙ্গা, সিন্ধু এই খানে।
সদাই অধৈর্য গৌরচন্দ্রের ধিয়ানে ॥ ৪২১ ॥
সুরধুনী সমুদ্রের উৎকণ্ঠাতিশয়।
জানিল প্রভুর হৈল প্রকট-সময় ॥ ৪২২ ॥

প্রকট-সময় সর্বমতে সুলক্ষণ।
চন্দ্র-গ্রহণের ছলে শ্রীনাম-কীর্তন ॥ ৪২৩ ॥
নবদ্বীপ-ভূমি হৈল মহাতেজোময়।
শোভাবধি জগন্নাথ মিশ্রের আলয় ॥ ৪২৪ ॥
অতিশয় মঙ্গলামঙ্গল গেল দূরে।
ভাসয়ে সকল লোক আনন্দ-সায়রে ॥ ৪২৫ ॥
বিবিধ প্রকারে স্তুতি করে ঋষিগণ।
ব্রহ্মাদি-দেবও ক'রে পুষ্প-বরিষণ ॥ ৪২৬ ॥
হইতে প্রকট প্রভু শচীর তনয়।
প্রভুর প্রকট-ধ্বনি ভুবনে ব্যাপয় ॥ ৪২৭ ॥
প্রভু-প্রকটাদি-লীলা দেখিবার তরে।
চিত্তোদ্বেগে সিন্ধু কত কহিল গঙ্গারে ॥ ৪২৮ ॥
গঙ্গাশ্রয় করিয়া আইসে নিতি নিতি।
দেখে গৌরচন্দ্রের বিহার রঙ্গে মাতি' ॥ ৪২৯ ॥
একদিন সমুদ্র নির্মল গঙ্গা-কূলে।
গণসহ গৌরচন্দ্রে দেখি' বৃক্ষমূলে ॥ ৪৩০ ॥
দিব্য-সিংহাসনে বিলসয়ে গৌরহরি।
রূপে কোটি কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করি' ॥ ৪৩১ ॥
কুঙ্কুম কনক নহে রূপের উপমা।
ভুবন ভুলয়ে দেখি' কেশের সুষমা ॥ ৪৩২ ॥
বদনচন্দ্রমা কোটিচন্দ্র-মদ নাশে।
ঝরয়ে অমিয় সদা মন্দ মন্দ হাসে ॥ ৪৩৩ ॥
আকর্ণ বিস্তৃত নেত্র, ভঙ্গি মনোহর।
আজানুলম্বিত ভুজ, বক্ষঃ পরিসর ॥ ৪৩৪ ॥
অতি সুমধুর নাভিমধ্য, জানুদ্বয়।
সুচারু চরণতলে অরুণ-উদয় ॥ ৪৩৫ ॥
পরিধেয় রক্তপ্রান্ত শ্বেত পট্টাম্বর।
শ্রীমলয়চন্দনে চর্চিত কলেবর ॥ ৪৩৬ ॥
নানাপুষ্প-ভূষণে ভূষিত শোভাময়।
অদ্ভুত ভঙ্গীতে প্রিয়বর্গে নিরীখয় ॥ ৪৩৭ ॥
যৈছে গৌরচন্দ্র তৈছে প্রভু প্রিয়গণ।
চতুর্দিকে বেষ্টিত পরম-সুশোভন ॥ ৪৩৮ ॥
দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ, বামে গদাধর।
সম্মুখে অদ্বৈত, শ্রীবাসাদি পরিকর ॥ ৪৩৯ ॥
এ সবে হইয়া মহাবিহ্বল প্রেমায়।
অনিমিখ-নেত্রে গৌরচন্দ্র-পানে চায় ॥ ৪৪০ ॥
নানা সেবা করে প্রভু-ভৃত্য চারি পাশে।
দেখিয়া সমুদ্র হৈলা অধৈর্য উল্লাসে ॥ ৪৪১ ॥
সমুদ্রের মনে বহু অভিলাষ হৈল।
অন্তর্যামী প্রভু অভিলাষ পূর্ণ কৈল ॥ ৪৪২ ॥
হইয়া সমুদ্র মহাবিহ্বল আনন্দে।
গণসহ প্রভু-লীলা দেখয়ে স্বচ্ছন্দে ॥ ৪৪৩ ॥
গঙ্গার সৌভাগ্য প্রশংসয়ে বার বার।
নিতি গতাগতি—মাত্র আশ্রয় গঙ্গার ॥ ৪৪৪ ॥
গঙ্গাসহ গতিতে সমুদ্রগতি-নাম।
এবে লোকে কহয়ে সমুদ্রগড়ি-গ্রাম ॥ ৪৪৫ ॥
এ সমুদ্রগড়ি-গ্রাম-বাস দর্শনেতে।
উপজে নির্মল-ভক্তি শ্রীগৌরচন্দ্রেতে ॥ ৪৪৬ ॥
এথা ভক্তালয়ে গৌরাঙ্গের যে বিলাস।
তাহা এক মুখে কি কহিব শ্রীনিবাস ॥ ৪৪৭ ॥
এত কহি' ঈশান সমুদ্রগড়ি হৈতে।
পরম আনন্দে চলে **'চম্পকহট্টেতে'** ॥ ৪৪৮ ॥
শ্রীনিবাসে কহে এ **'চম্পকহট্ট'**-গ্রাম।
'চাঁপাহাটি'-নাম এ দিব্য রম্য স্থান ॥ ৪৪৯ ॥
এইখানে আছিল চম্পক-বৃক্ষ-বন।
পুষ্প আহরণ সদা করে মালিগণ ॥ ৪৫০ ॥
মালিগণ চম্পক কুসুম সজ্জ করি'।
এথাই বৈসয়ে হাট পাতি' সারি সারি ॥ ৪৫১ ॥
মহাসুখে কত শত ব্রাহ্মণ সজ্জন।
কিনিয়া চম্পকপুষ্প করে দেবার্চন ॥ ৪৫২ ॥
চাঁপাপুষ্প-হাটে চাঁপাহাটি-নাম হয়।
ইথে সে বিশেষ কহি বিজ্ঞে যে কহয় ॥ ৪৫৩ ॥
এথা ছিলা বৃদ্ধ এক বিপ্র বিজ্ঞাবান্।
শ্রীকৃষ্ণে অনন্যভক্তি, সর্বাংশে প্রধান ॥ ৪৫৪ ॥
একদিন অনেক চম্পকপুষ্প লৈয়া।
কৃষ্ণপাদপদ্ম পূজে মহাহর্ষ হৈয়া ॥ ৪৫৫ ॥
শ্যামল-সুন্দর রূপ ধিয়ায় অন্তরে।
দেখে গৌররূপ সে শ্যামল কলেবরে ॥ ৪৫৬ ॥

গৌর-কান্তি চাঁপাপুষ্প-পুঞ্জের সমান।
দেখিতে দেখিতে রূপ হৈল অন্তর্ধান ॥ ৪৫৭ ॥
গৌররূপ-অন্তর্ধানে ব্যাকুল হিয়ায়।
এক দৃষ্টে চম্পকপুষ্পের পানে চায় ॥ ৪৫৮ ॥
চম্পকপুষ্প-পুঞ্জের রুচি নিরখিয়া।
বেদাদি-প্রমাণ-পাঠে উমরয়ে হিয়া ॥ ৪৫৯ ॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া শাস্ত্রমতে কয়।
—"যুগমধ্যে এই কলিযুগ ধন্য হয় ॥ ৪৬০ ॥
এই কলিযুগে কৃষ্ণ হ'বে অবতীর্ণ।
ধরিবেন ভুবনমোহন পীতবর্ণ ॥ ৪৬১ ॥
সঙ্কীর্তন-যজ্ঞে যজিবেক বিজ্ঞ তাঁ'রে।
জগৎ ভাসিব প্রভু-লীলার পাথারে ॥" ৪৬২ ॥
শাস্ত্র বিচারিয়া পুনঃ করিল নির্ধার।
—"নবদ্বীপে হ'বে এ না প্রভু-অবতার ॥ ৪৬৩ ॥
অবতীর্ণ হৈতে বহু দিন আছে জানি'।
না দেখিব সে গৌরসুন্দর-তনুখানি ॥" ৪৬৪ ॥
এত কহি' অতি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়য়।
মুখ, বুক ভাসে দুই নেত্রে ধারা বয় ॥ ৪৬৫ ॥
অত্যন্ত ব্যাকুল, ধৈর্য ধরিতে না পারে।
প্রভুর ইচ্ছায় নিদ্রা আকর্ষিল তা'রে ॥ ৪৬৬ ॥
স্বপ্নচ্ছলে দেখা দিলা প্রভু গৌরহরি।
চম্পক-কুসুম-সম রূপের মাধুরী ॥ ৪৬৭ ॥
কোটি কোটি চন্দ্রমা জিনিয়া মুখ-চাঁদ।
শিরে চারু চাঁচর চিকুর কাম-ফাঁদ ॥ ৪৬৮ ॥
নেত্র, বাহু, বক্ষের উপমা নাই দিতে।
জগৎ মোহিত করে সর্বাঙ্গ ভঙ্গিতে ॥ ৪৬৯ ॥
শোভা দেখি' বিপ্র মহা-উল্লসিত মনে।
করিল অনেক স্তুতি পড়িয়া চরণে ॥ ৪৭০ ॥
বিপ্রে কৃপা করি' প্রভু অদর্শন হৈতে।
মূর্ছিত হইয়া বিপ্র পড়িলা ভূমিতে ॥ ৪৭১ ॥
কতক্ষণে চেতন পাইয়া বিপ্ররায়।
অনুরাগে হইলেন উন্মাদের প্রায় ॥ ৪৭২ ॥
চম্পক-কুসুম-প্রতি কহে বেরি বেরি।
—"তুমি স্ফুরাইলা মোরে গৌর-অবতারি ॥" ৪৭৩ ॥
চম্পক-প্রশংসাবাক্য-ঘটা হট্ট-মতে।
চম্পক-হট্টাখ্যা হৈল প্রসিদ্ধ লোকেতে ॥ ৪৭৪ ॥
প্রভুর ইচ্ছায় বিপ্র সুস্থির হইলা।
আজ্ঞা হৈল—'হবে পূর্ণ মনে যে করিলা' ॥ ৪৭৫ ॥
শুনি' মহানন্দে বিপ্র প্রভুগুণ গায়।
সদা চিন্তে—প্রভুরে দেখিব নদীয়ায় ॥ ৪৭৬ ॥
প্রভুপ্রিয় বিপ্রের শুনিনু যে যে ক্রিয়া।
সেসকল কহিতে নারিনু বিস্তারিয়া ॥ ৪৭৭ ॥
এই চম্পহট্টে গৌরচন্দ্র গণসনে।
বিহরয়ে যৈছে তা' বর্ণিব কুন জনে ॥ ৪৭৮ ॥
এই দেখ বিপ্র বাণীনাথের আলয়।
যেঁহো গৌরাঙ্গের অতিপ্রিয় প্রেমময় ॥ ৪৭৯ ॥
তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াম্—
"বাণীনাথ-দ্বিজশ্চম্পাহট্টবাসী প্রভোঃ প্রিয়ঃ ॥"৪৮০ ॥

অনুবাদ। চম্পাহট্টবাসী দ্বিজবাণীনাথ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রিয় ॥ ৪৮০ ॥

ঐছে দেখাইয়া প্রভুপ্রিয়গণ-স্থান।
চম্পাহট্টগ্রাম হৈতে চলয়ে ঈশান ॥ ৪৮১ ॥
'রাতুপুর'-গ্রামের নিকট গিয়া কয়।
দেখ **'ঋতুদ্বীপ'** এ পরম শোভাময় ॥ ৪৮২ ॥
পূর্বে বৃহদ্গ্রাম এবে গ্রাম নাম-মাত্র।
এথা ছিলা কৃষ্ণের অনেক ভক্তি-পাত্র ॥ ৪৮৩ ॥
রাতুপুর প্রদেশ পরম চমৎকার।
এথা গৌরাঙ্গের অতি অদ্ভুত বিহার ॥ ৪৮৪ ॥
ওহে শ্রীনিবাস ঋতুদ্বীপাখ্যা যে মতে।
তাহা কহি' যে কহয়ে প্রাচীন লোকেতে ॥ ৪৮৫ ॥
এথা ছয় ঋতু—বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত।
শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম সবে মূর্তিমন্ত ॥ ৪৮৬ ॥
কেহো কারু প্রতি কহে মধুর ভাষায়।
—"হইব প্রকট কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ায় ॥" ৪৮৭ ॥
কেহ কহে,—"করিবেন অদ্ভুত বিহার।
তিলে তিলে মোদ বাড়াবেন মো-সবার" ॥ ৪৮৮ ॥
কেহ কহে,—"ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরহরি।
কতদিনে মোদ জন্মাইব অবতরি" ॥ ৪৮৯ ॥

কেহ কহে,—"কলির প্রথমে অবতার।
শ্রীনারদ মুনি কৈল সর্বত্র প্রচার" ॥ ৪৯০ ॥
কেহ কহে,—"কহ অবতারের সময়"।
কেহ কহে,—"বসন্তের ভাগ্য অতিশয়" ॥ ৪৯১ ॥
হইলা বসন্ত-ঋতু হর্ষ অনিবার।
আপনেই প্রশংসয়ে ভাগ্য আপনার ॥ ৪৯২ ॥
ঋতুরাজ বসন্ত-সহিত ঋতুগণ।
প্রভু অবতীর্ণ-চিন্তা করে অনুক্ষণ ॥ ৪৯৩ ॥
ঋতুগণ বহু অভিলাষে আরাধয়।
এ হেতু এ ঋতুদ্বীপ-নাম পূর্বে কয় ॥ ৪৯৪ ॥
বসন্তাদি ঋতু ছয়ে প্রভুর বিলাস।
এবে কি কহিব, আগে হইব প্রকাশ ॥ ৪৯৫ ॥
এ স্থান-দর্শনে সব তাপ দূরে যায়।
দেখয়ে প্রভুর লীলা জন্মি' নদীয়ায় ॥ ৪৯৬ ॥
এত কহি' শ্রীঈশান ঋতুদ্বীপ হৈতে।
করিলা বিজয় বিদ্যানগরের পথে ॥ ৪৯৭ ॥
শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্রীরামচন্দ্রেরে।
কহে সুমধুর কথা উল্লাস অন্তরে ॥ ৪৯৮ ॥

জহ্নুদ্বীপ

দেখ '**বিদ্যানগর**' পরম সুশোভিত।
বিদ্যানগর-ব্যাখ্যা যৈছে কহিয়ে কিঞ্চিৎ ॥ ৪৯৯ ॥
দেব-সভামধ্যে বৃহস্পতি একদিন।
হইলা উদ্বিগ্ন ইহা কহয়ে প্রাচীন ॥ ৫০০ ॥
বৃহস্পতি উদ্বিগ্ন দেখিয়া দেবগণ।
জিজ্ঞাসয়ে—"উদ্বিগ্ন হইলা কি কারণ?" ৫০১ ॥
বৃহস্পতি অতিশয় মনের উল্লাসে।
দেবগণ-প্রতি কহে সুমধুর ভাষে ॥ ৫০২ ॥
—"এই কলিযুগে প্রভু নদীয়া-নগরে।
জন্মিবেন বিপ্র জগন্নাথ মিশ্র-ঘরে ॥ ৫০৩ ॥
প্রভু গৌরচন্দ্র জগন্নাথের তনয়।
নানা অবতারে নানা রঙ্গ প্রকাশয় ॥ ৫০৪ ॥
শ্রীরামাবতারে অস্ত্রশিক্ষা-সুনৈপুণ্য।
শ্রীকৃষ্ণাবতারে গোচারণে অগ্রগণ্য ॥ ৫০৫ ॥
শ্রীগৌরাবতারে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা-অধ্যয়নে।
ইথে যে কৌতুক তা' না বুঝে অজ্ঞ জনে ॥ ৫০৬ ॥
সর্বমনোরথ পূর্ণ করিবেন প্রভু।
বিলসিব যৈছে না বিলসে ঐছে কভু ॥ ৫০৭ ॥
রহিতে নারিয়ে শীঘ্র নবদ্বীপে গিয়া।
প্রভু আরাধিব প্রভু-প্রকট লাগিয়া ॥" ৫০৮ ॥
ঐছে কত কহি' যাত্রা কৈলা বৃহস্পতি।
প্রভুর শ্রীবিদ্যা-ক্রীড়া চিন্তে নিতি নিতি ॥ ৫০৯ ॥
করিবেন প্রভু বিদ্যা-ক্রীড়া নদীয়ায়।
এই হেতু বৃহস্পতি আইলা এথায় ॥ ৫১০ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

এই ক্রীড়া লাগি' সর্বারাধ্য বৃহস্পতি।
শিষ্যসঙ্গে নবদ্বীপে হইলা উৎপত্তি ॥ ৫১১ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, এই শ্রীবিদ্যানগরে।
বৃহস্পতি আরাধয়ে শ্রীগৌরসুন্দরে ॥ ৫১২ ॥
হইল প্রভুর আজ্ঞা বৃহস্পতি-প্রতি।
—"হইব প্রকট শীঘ্র স্বগণ-সংহতি ॥ ৫১৩ ॥
অশেষ প্রকারে বিদ্যা করহ প্রচার।"
শুনি' বৃহস্পতি-চিত্তে হর্ষ অনিবার ॥ ৫১৪ ॥
কৈলা বিদ্যারম্ভ যৈছে কহনে না যায়।
হইলা তৎপর সবে বিদ্যাব্যবসায় ॥ ৫১৫ ॥
প্রভু ক্রীড়া লাগি' এথা বিদ্যা প্রচারিল।
এই হেতু '**শ্রীবিদ্যানগর**'-নাম হৈল ॥ ৫১৬ ॥
সর্বসিদ্ধি এই বিদ্যানগর-দর্শনে।
ঘুচয়ে অবিদ্যা বিদ্যানগর-শ্রবণে ॥ ৫১৭ ॥
এই বিদ্যানগরে গৌরাঙ্গ গণসঙ্গে।
বিহরয়ে ভক্তের আলয়ে মহারঙ্গে ॥ ৫১৮ ॥
এত কহি' ঈশান ঠাকুর ধীরে ধীরে।
মনের উল্লাসে প্রবেশয়ে '**জান্নগরে**' ॥ ৫১৯ ॥
শ্রীনিবাসে কহে দেখ গ্রাম জান্নগর।
পূর্বে '**জান্নদ্বীপ**'-নাম কহে বিজ্ঞবর ॥ ৫২০ ॥
যৈছে জান্নদ্বীপ-নাম ব্যক্ত মহীতলে।
তাহা কহি' যে কহয়ে প্রাচীন সকলে ॥ ৫২১ ॥
জহ্নুমুনি পরম আনন্দে এইখানে।
দেখি' নবদ্বীপ-শোভা বিচারয়ে মনে ॥ ৫২২ ॥

—"অন্য কলি হৈতে এই কলিযুগ ধন্য।
যা'তে অবতীর্ণ প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ ৫২৩ ॥
সর্বাবতারের সর্বপ্রিয়গণ-সনে।
নবদ্বীপে অবতীর্ণ কলির প্রথমে ॥ ৫২৪ ॥
ধরিব সে গৌরবর্ণ উপমার পার।
হইব শ্রীঅঙ্গের ভঙ্গিমা চমৎকার ॥ ৫২৫ ॥
নবদ্বীপে করিবেন অদ্ভুত বিলাস।
তাহা দেখি' কি পূর্ণ হইবে অভিলাষ ॥" ৫২৬ ॥
ঐছে বিচারিয়া মুনি মনের আনন্দে।
আরাধয়ে ভুবনমোহন গৌরচন্দ্রে ॥ ৫২৭ ॥
মুদ্রিত নয়নে মুনি করিতে ধিয়ান।
হৃদয়ে উদয় হৈলা প্রভু দয়াবান্ ॥ ৫২৮ ॥
শ্যামল সুন্দর মূর্তি ত্রিভুবন মোহে।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা শিরে শিখিপিঞ্ছ শোহে ॥ ৫২৯ ॥
করাবলম্বন-বংশী বায় মন্দ মন্দ।
ঝলমল করে সুচারু মুখচন্দ্র ॥ ৫৩০ ॥
ঐছে দেখি' দেখে তা'রে সন্ন্যাসী নবীন।
দণ্ড-কমণ্ডলু করে, শিরে শিখাহীন ॥ ৫৩১ ॥
পরিধেয় অরুণ কৌপীন-বহির্বাস।
অঙ্গতেজ জিনি' কোটি সূর্যের প্রকাশ ॥ ৫৩২ ॥
ঐছে নিরখিয়া মুনি নারে স্থির হৈতে।
নেত্র মেলিতেই তেহোঁ উদয় সাক্ষাতে ॥ ৫৩৩ ॥
সুচারু চাচর কেশে মাতায় ভুবন।
ঝলমল করে নানা অঙ্গের ভূষণ ॥ ৫৩৪ ॥
জগৎ করয়ে আলো রূপের ছটায়।
স্বর্ণাদি মলিন, সে উপমা নহে তায় ॥ ৫৩৫ ॥
অঙ্গভঙ্গি কোটি-কন্দর্পের দর্প নাশে।
দেখি' মুনি হইলেন বিহ্বল উল্লাসে ॥ ৫৩৬ ॥
দেখিয়া মুনির চেষ্টা প্রভু গৌরহরি।
করিল মুনিরে স্থির অনুগ্রহ করি' ॥ ৫৩৭ ॥
মুনি মহানন্দে পড়ি' প্রভুপদতলে।
করিলেন সিক্ত পাদপদ্ম নেত্রজলে ॥ ৫৩৮ ॥
করিয়া অনেক স্তুতি রহিয়া সম্মুখে।
সমর্পিল নেত্রদ্বয় প্রভুর শ্রীমুখে ॥ ৫৩৯ ॥
প্রভু আলিঙ্গন করি' কহে বার বার।
—"সর্বমনোরথ-সিদ্ধি হইবে তোমার ॥" ৫৪০ ॥
ঐছে কত কহি' প্রভু অন্তর্ধান হৈলা।
প্রভুর ইচ্ছায় মুনি ধৈর্যাবলম্বিলা ॥ ৫৪১ ॥
আপনার সৌভাগ্য প্রশংসে মনে মনে।
—"হৈল মোর তপস্যা সফল এতদিনে ॥" ৫৪২ ॥
ঐছে বিচারিয়া মুনি চাহে চারি ভিতে।
কত সাধ নদীয়ার মহিমা কহিতে ॥ ৫৪৩ ॥
নিরন্তর নদীয়া-চান্দের গুণ গায়।
ধূলায় ধূসর, সিক্ত নেত্রের ধারায় ॥ ৫৪৪ ॥
জহ্নুমুনি মহানন্দে রহে এইখানে।
এই হেতু **'জহ্নুদ্বীপ'** কহে বিজ্ঞগণে ॥ ৫৪৫ ॥
জহ্নুদ্বীপে শ্রীগৌরচন্দ্রের যে বিহার।
সে সব ভাবিতে হিয়া বিদরে আমার ॥ ৫৪৬ ॥
এথা ছিল পুষ্পময় অপূর্ব কানন।
লোকে কহে,—"শ্রীজহ্নুমুনির তপোবন ॥ ৫৪৭ ॥
এ স্থান-দর্শনে সব তাপ দূরে যায়।
বাঢ়য়ে নির্মল-ভক্তি প্রভুর শ্রীপায়" ॥ ৫৪৮ ॥

মোদদ্রুমদ্বীপ

এত কহি' জাহ্নগর হইতে ঈশান।
চলিলেন **'মাউগাছি'**-গ্রাম-সন্নিধান ॥ ৫৪৯ ॥
মাউগাছি-প্রদেশের শোভা নিরখিয়া।
শ্রীনিবাস প্রতি কহে ঈষৎ হাসিয়া ॥ ৫৫০ ॥
এই **'মাউগাছি'**-গ্রাম লোকেতে প্রচার।
'মোদদ্রুমদ্বীপ'-নাম পূর্বে সে ইহার ॥ ৫৫১ ॥
'মোদদ্রুমদ্বীপ'-নাম যৈছে ব্যক্ত হৈল।
তাহা কহি' প্রাচীনের মুখে যে শুনিল ॥ ৫৫২ ॥
পালিতে পিতার সত্য কৌশল্যা-তনয়।
অযোধ্যা ছাড়িয়া বনে করিলা বিজয় ॥ ৫৫৩ ॥
ছাড়ি' রাজবেশ প্রভু মহানন্দ-মনে।
জানকী-লক্ষ্মণসহ ভ্রমে বনে বনে ॥ ৫৫৪ ॥
অতি সুকোমল পদে যে পথে চলয়ে।
সে পথ কোমল হয় কিছু না বাজয়ে ॥ ৫৫৫ ॥

বাত, বর্ষা, সূর্যাতপ সদা অনুকূল।
অদ্ভুত ভ্রমণ-লীলা ভুবনে অতুল ॥ ৫৫৬ ॥
নানাদেশবাসী স্ত্রী-পুরুষ আদি যত।
দেখি' রামচন্দ্র-শোভা সবেই উন্মত ॥ ৫৫৭ ॥
যে যে বন-পর্বতাদি-স্থানে কৈল স্থিতি।
হৈল মহাতীর্থ সে সে স্থানে ব্যক্ত কীর্তি ॥ ৫৫৮ ॥
এথা হৈতে উত্তর দিশায় কথোদূরে।
ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র পর্বতগহ্বরে ॥ ৫৫৯ ॥
অদ্যাপিহ লোকযাত্রা সেইখানে হয়।
সেইস্থান-দর্শনমাত্রে সর্ব দুঃখ-ক্ষয় ॥ ৫৬০ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আইসেন এথা যৈছে উপমা কি দিতে ॥ ৫৬১ ॥
অগ্রে রাম রাজা দশরথের নন্দন।
মধ্যে শ্রীজানকী, পাছে ঠাকুর লক্ষণ ॥ ৫৬২ ॥
শ্রীরাম, জানকী, লক্ষ্মণের শোভা দেখি'।
আনের কা কথা মহামুগ্ধ পশুপাখী ॥ ৫৬৩ ॥
ব্রহ্মাদির বন্দ্য রাম রাজীবলোচন।
চতুর্দিকে চাহি' চলে গজেন্দ্রগমন ॥ ৫৬৪ ॥
কথোদূর হৈতে নবদ্বীপ-পানে চায়।
মন্দ মন্দ হাসে অতি কৌতুক হিয়ায় ॥ ৫৬৫ ॥
শ্রীরামচন্দ্রের দেখি' সহাস্যবদন।
জিজ্ঞাসে জানকী—"কহ হাস্যের কারণ" ॥ ৫৬৬ ॥
শুনি' শ্রীসীতার প্রৌঢ় বাক্য রসাবেশে।
কহয়ে জানকী-প্রতি সুমধুর ভাষে ॥ ৫৬৭ ॥
—"দ্বাপরের পরে কলিযুগের প্রথমে।
হ'বে মহাকৌতুক এ নবদ্বীপ-গ্রামে ॥ ৫৬৮ ॥
নবদ্বীপে করি' অতি অদ্ভুত বিহার।
তদুপরি করিব সন্ন্যাস-অঙ্গীকার ॥ ৫৬৯ ॥
এবে যৈছে ভ্রমি' ঐছে করিব ভ্রমণ।
করিতে ভ্রমণ মনে হাসিলু এখন ॥" ৫৭০ ॥
শুনিয়া জানকী নিবেদয়ে যোড়-করে।
—"কৈছে বিলসিবা প্রভু নদীয়া-নগরে ?" ৫৭১ ॥
শুনি' প্রভু কহে,—"বিপ্র-বংশেতে জন্মিব।
বাল্যকালে বিবিধ চাঞ্চল্য প্রকাশিব ॥ ৫৭২ ॥
ধরিব অদ্ভুত পীতবর্ণ নিরুপম।
আমা' পানে চাহিয়া মাতিব ত্রিভুবন ॥ ৫৭৩ ॥
হব' বিদ্যাবন্ত, কীর্তি ব্যাপিব ভুবনে।
করিব বিবাহদ্বয় পিতা-অদর্শনে ॥ ৫৭৪ ॥
এবে যৈছে কৈলু পিণ্ডপ্রদান গয়াতে।
ঐছে পিণ্ডপ্রদান করিব লোক-রীতে ॥ ৫৭৫ ॥
নবদ্বীপে ভক্তের উল্লাস বাড়াইব।
ব্রহ্মাদি-দুর্লভ সঙ্কীর্তন প্রচারিব ॥ ৫৭৬ ॥
নিজগণে বিবিধ প্রকারে প্রবোধিয়া।
হইবাও দেশান্তরী সন্ন্যাসী হইয়া ॥" ৫৭৭ ॥
শুনি' শ্রীজানকী কহে সহাস্যবদনে।
—"সন্ন্যাস করিবা তবে বিবাহ বা কেনে ? ৫৭৮ ॥
ইথে অনুচিত এই মোর মনে লয়।
পরমদয়ালু হৈয়া হইবা নির্দয় ॥" ৫৭৯ ॥
শুনি' লজ্জাযুক্ত রাম কহে সীতা-প্রতি।
—"না জানহ সদা মোর নবদ্বীপে স্থিতি ॥" ৫৮০ ॥
কহিতে কহিতে ঐছে মধুর গমনে।
জানকী-লক্ষ্মণসহ আইলা এইখানে ॥ ৫৮১ ॥
এক বৃহদ্বটদ্রুম আছিল এথায়।
তা'র তলে দাঁড়াইলা অপূর্ব ছায়ায় ॥ ৫৮২ ॥
পুনঃ শ্রীজানকী কহে নিজ প্রাণনাথে।
—"সঙ্কীর্তনানন্দ প্রভু কৈছে নদীয়াতে ?" ৫৮৩ ॥
জানকীবল্লভ রাম রাজীবলোচন।
প্রিয়া-প্রতি কহে,—"করো মুদ্রিত নয়ন" ॥ ৫৮৪ ॥
শুনিয়া জানকী দুই নয়ন মুদয়ে।
নবদ্বীপে অদ্ভুত বিলাস নিরিখয়ে ॥ ৫৮৫ ॥
গীত, নৃত্য, বাদ্যের অবধি নদীয়ায়।
প্রভুভক্ত অসংখ্য উপমা নাই তায় ॥ ৫৮৬ ॥
পরিকর-মধ্যে গৌর-বিগ্রহ সুন্দর।
কৈশোর বয়স, মহারসের সাগর ॥ ৫৮৭ ॥
ভুবনমোহয়ে সে না অঙ্গ-ভঙ্গিমাতে।
সে শোভা দেখিয়া সীতা নারে স্থির হৈতে ॥ ৫৮৮ ॥
নয়ন মেলিয়া চাহে প্রাণনাথ-পানে।
হাসিয়া শ্রীরামচন্দ্র স্থির কৈল তানে ॥ ৫৮৯ ॥

সর্বতত্ত্ব জানেন শ্রীসুমিত্রা-নন্দন।
হইলা অধৈর্য লীলা করিয়া স্মরণ॥ ৫৯০॥
এথা সকলের মোদ-বৃদ্ধি অতিশয়।
এই হেতু 'মোদদ্রুমদ্বীপ' পূর্বে কয়॥ ৫৯১॥
এই মোদদ্রুমদ্বীপ যে করে দর্শন।
তা'রে সুপ্রসন্ন রাম, জানকী, লক্ষ্মণ॥ ৫৯২॥
ওহে শ্রীনিবাস এই রামবট-স্থান।
কলি প্রবেশিতে বট হৈল অন্তর্ধান॥ ৫৯৩॥
এথা হৈতে রামচন্দ্র মহাহর্ষ-চিতে।
শ্রীসীতা-লক্ষ্মণ-সহ চলে উৎকলেতে॥ ৫৯৪॥
প্রবেশি' উৎকলে দেখি' স্থান মনোরম।
রামেশ্বর-নামে শিব করিলা স্থাপন॥ ৫৯৫॥
সুবর্ণরেখা নদীর নিকটে সেই স্থান।
মনের আনন্দে তা' দেখয়ে ভাগ্যবান॥ ৫৯৬॥
তথা হৈতে রামচন্দ্র ভ্রমে বনে বনে।
করয়ে পরমাদ্ভুত কীর্তি স্থানে স্থানে॥ ৫৯৭॥
এই 'মাউগাছি'-গ্রামে শ্রীগৌরসুন্দর।
করিল অদ্ভুত লীলা অন্য-অগোচর॥ ৫৯৮॥
রাম-উপাসক এক বিপ্র ছিল এথা।
ওহে শ্রীনিবাস, কিছু কহি তাঁ'র কথা॥ ৫৯৯॥
যে দিবস বিশ্বম্ভর প্রকট হইলা।
সে দিবস সেই বিপ্র মিশ্রগৃহে ছিলা॥ ৬০০॥
প্রকট-সময় দেবে জয়ধ্বনি করে।
দেখি' দেবগণে বিপ্র পড়িলা ফাঁপরে॥ ৬০১॥
পরম আনন্দে মনে মনে বিচারয়।
হইল প্রকট মোর প্রভু সুনিশ্চয়॥ ৬০২॥
দশরথ রাজা এই মিশ্র জগন্নাথ।
জগত-জননী শচী—কৌশল্যা সাক্ষাৎ॥ ৬০৩॥
কাহুকে না কহি' কিছু দেখি' বিশ্বম্ভরে।
মিশ্রগৃহ হইতে আইলেন নিজ-ঘরে॥ ৬০৪॥
দূর্বাদলশ্যাম রামে করিতে ধিয়ান।
দেখি' মিশ্রপুত্রে গৌরমূর্তি অনুপম॥ ৬০৫॥
ইথে চিন্তাযুক্ত হৈতে নিদ্রা আকর্ষিল।
স্বপ্নচ্ছলে গৌরচন্দ্র সাক্ষাৎ হইল॥ ৬০৬॥
কনকদর্পণ যিনি' শ্রীঅঙ্গের ছটা।
নিন্দয়ে শ্রীমুখচন্দ্রে চন্দ্রমার ঘটা॥ ৬০৭॥
আজানুলম্বিত বাহু, বক্ষঃ পরিসর।
আকর্ণ-বিস্তৃত নেত্র, ভঙ্গি মনোহর॥ ৬০৮॥
শিরে চারু চিক্বণ চাঁচর কেশভার।
তাহে সুবিচিত্র বেঢ়া নানা পুষ্পহার॥ ৬০৯॥
গলে যজ্ঞসূত্র অতি অদ্ভুত সুষমা।
সর্বাঙ্গসুন্দর, নাই জগতে উপমা॥ ৬১০॥
বিলসয়ে অপূর্ব রতন-সিংহাসনে।
স্তুতি করে সম্মুখে ব্রহ্মাদি দেবগণে॥ ৬১১॥
দেখিতে দেখিতে বিপ্র মনের আনন্দে।
দূর্বাদল-শ্যামরূপ দেখে গৌরচান্দে॥ ৬১২॥
ভুবনমোহন প্রভু কৌশল্যাতনয়।
পরম অদ্ভুত রাজবেশে বিলসয়॥ ৬১৩॥
সহাস্যবদন, ধনুর্বাণ ধরে করে।
বামে সীতা, দক্ষিণে লক্ষ্মণ ছত্র ধরে॥ ৬১৪॥
সম্মুখে পবননন্দন হনুমান্।
করযোড়ে রহে সে অদ্ভুত ভঙ্গি তান॥ ৬১৫॥
ঐছে রামচন্দ্র-শোভা দেখি' বিপ্রবর।
ভূমিতে পড়িয়া করে প্রণতি বিস্তর॥ ৬১৬॥
ভকতবৎসল প্রভু গুণের আলয়।
বিপ্রে অনুগ্রহ করিলেন অতিশয়॥ ৬১৭॥
প্রভু-অদর্শন হৈতে হৈল নিদ্রাভঙ্গ।
বিপ্র মহা-ব্যাকুল ধরিতে নারে অঙ্গ॥ ৬১৮॥
দেখি' দশা, পুনঃ প্রভু স্বপ্নে প্রবোধিলা।
এ সকল ব্যক্ত করিতেও নিষেধিলা॥ ৬১৯॥
স্থির হৈয়া বিপ্র মহা-মনের আনন্দে।
কাহুকে না কহে কিছু দেখি' গৌরচন্দ্রে॥ ৬২০॥
অত্যন্ত প্রাচীন বিপ্র অপ্রকটকালে।
করি' অনুগ্রহ কিছু কহিল বিরলে॥ ৬২১॥
মোর অতিশয় অনুগ্রহ হয় তা'র।
কি বলিব বিপ্রের মহিমা চমৎকার॥ ৬২২॥
দেখ সে বিপ্রের এই বাসস্থান হয়।
এ স্থান-দর্শনমাত্রে ঘুচে ভবভয়॥ ৬২৩॥

এথা গৌরচন্দ্র নিজগণের সহিতে।
প্রকাশয়ে রামলীলা দেখিনু সাক্ষাতে ॥ ৬২৪ ॥
এত কহি' শ্রীঈশান সে প্রেমাবেশেতে।
গেলেন **'বৈকুণ্ঠপুর'** মাউগাছি হৈতে ॥ ৬২৫ ॥
শ্রীনিবাস নরোত্তমে কহে ধীরে ধীরে।
দেখ এ বৈকুণ্ঠপুর বিদিত সংসারে ॥ ৬২৬ ॥
বৈকুণ্ঠপুরাখ্যা যৈছে হইল প্রচার।
তাহা কিছু কহি' লোকে কহে যে প্রকার ॥ ৬২৭ ॥
একদিন নারদ শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে।
আইসে শিবের পাশে কৈলাস-পর্বতে ॥ ৬২৮ ॥
নিজগণ-সহ শিব বসি' চর্মাসনে।
শ্রীকৃষ্ণচরিত কহে শ্রীপঞ্চবদনে ॥ ৬২৯ ॥
দূর হইতে নারদ শ্রীমহেশে দেখিয়া।
হইলা বিহ্বল, ভূমে পড়ে প্রণমিয়া ॥ ৬৩০ ॥
নারদে করিয়া কোলে দেব ত্রিলোচন।
জিজ্ঞাসেন—"কোথা হৈতে হইল আগমন" ? ৬৩১ ॥
নারদ কহেন অতি উল্লসিত মনে।
—"গিয়াছিনু শ্রীনারায়ণের সন্দর্শনে ॥ ৬৩২ ॥
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ লৈয়া নিজ-প্রিয়গণ।
নবদ্বীপ-প্রসঙ্গে নিমগ্ন অনুক্ষণ ॥ ৬৩৩ ॥
ভারতবর্ষেতে নবদ্বীপ রম্য স্থান।
গণসহ হর্ষ তথা করিতে পয়ান ॥ ৬৩৪ ॥
দেখি' মহারঙ্গ মুই আইনু ত্বরায়।
না জানি কি আনন্দ হইবে নদীয়ায় ॥" ৬৩৫ ॥
শুনি' নারদের বাক্য দেব মহেশ্বর।
মন্দ মন্দ হাসে প্রেমে পূর্ণ কলেবর ॥ ৬৩৬ ॥
নারদের পানে চাহি' মস্তক ঢুলায়।
করয়ে গর্জন কি অদ্ভুত ভঙ্গি তা'য় ॥ ৬৩৭ ॥
হইলা বিহ্বল শ্রীকৈলাস-গিরীশ্বর।
নয়নের জলে সিক্ত শ্বেত কলেবর ॥ ৬৩৮ ॥
নবদ্বীপ-লীলাগত মহেশে দেখিয়া।
চলিলা নারদমুনি বিদায় হইয়া ॥ ৬৩৯ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, শ্রীনারদ এইখানে।
নবদ্বীপ-শোভা দেখি' বিচারয়ে মনে ॥ ৬৪০ ॥
এই নবদ্বীপধাম সর্বধামময়।
সর্বধামনাথ এথা সদা বিলসয় ॥ ৬৪১ ॥
দেখি' আইনু শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণে।
এথা কি বৈকুণ্ঠনাথে দেখিব নয়নে ? ৬৪২ ॥
মুনি মনোরথমাত্রে দেখয়ে সাক্ষাতে।
গণসহ শ্রীবৈকুণ্ঠ, বৈকুণ্ঠের নাথে ॥ ৬৪৩ ॥
হইলা নারদমুনি প্রেমায় বিহ্বল।
নিবারিতে নারে দুই নয়নের জল ॥ ৬৪৪ ॥
নবদ্বীপধামে কত প্রার্থনা করিয়া।
কৃষ্ণ-সন্দর্শন কৈল দ্বারকায় গিয়া ॥ ৬৪৫ ॥
নারদের আগমনে রুক্মিণীর নাথ।
প্রেমায় বিহ্বল হৈয়া কৈল দৃষ্টিপাত ॥ ৬৪৬ ॥
নারদেরে সন্তোষ করিয়া নানা মতে।
জিজ্ঞাসয়ে—"আগমন হৈল কোথা হৈতে ?" ৬৪৭ ॥
মুনি কহে,—"নবদ্বীপ হৈতে আগমন"।
এত কহি' করিলেন মৌনাবলম্বন ॥ ৬৪৮ ॥
মুনি মনোবৃত্তি জানি' কৃষ্ণ কৃপাময়।
হইলেন গৌরমূর্তি, ভুবনমোহয় ॥ ৬৪৯ ॥
দেখিয়া নারদমুনি নদীয়ার চান্দে।
নেত্রে বহে বারিধারা ধৈর্য নাহি বান্ধে ॥ ৬৫০ ॥
হইলেন যৈছে কিছু না যায় কহনে।
শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ দেখে সেইক্ষণে ॥ ৬৫১ ॥
গৌর কৃষ্ণরূপ অতি অমূল্য রতন।
হৃদয়-সম্পুটে মুনি কৈল সঙ্গোপন ॥ ৬৫২ ॥
ফিরাইতে নারে নেত্র রহয়ে চাহিয়া।
প্রভু হর্ষ নারদের চেষ্টা নিরখিয়া ॥ ৬৫৩ ॥
নারদে করিয়া স্থির কহে মৃদুভাষে।
—"শিবের নিকট শীঘ্র যাইবে কৈলাসে ॥ ৬৫৪ ॥
নবদ্বীপ-গমন জানাবে সব ঠাঁই।
হইল সময় বিলম্বের কার্য নাই ॥" ৬৫৫ ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মহা-মধুর-বচন।
বিদায় হইয়া মুনি করিল গমন ॥ ৬৫৬ ॥
গায় বীণাযন্ত্রে গৌর-কৃষ্ণের চরিত।
কৈলাস-পর্বতে শীঘ্র হৈলা উপনীত ॥ ৬৫৭ ॥

শিবে প্রণমিয়া মুনি সব নিবেদিল।
শুনি' মহাদেব মহা-বিহ্বল হইল ॥ ৬৫৮ ॥
নারদে করিয়া ক্রোড়ে করয়ে নর্ত্তন।
যে আনন্দ কৈলাসে তা' না হয় বর্ণন ॥ ৬৫৯ ॥
ওহে শ্রীনিবাস,—মুনি সর্বত্র জানাই।
পুনঃ শ্রীনারদমুনি আইল এই ঠাঁই ॥ ৬৬০ ॥
মনে মনে মুনি বিচারয়ে মনঃকথা।
দ্বারকায় যে দেখিনু দেখিব কি এথা ॥ ৬৬১ ॥
ঐছে বিচারিয়া মুনি চারিদিকে চায়।
দ্বারকার ঐশ্বর্য দেখয়ে নদীয়ায় ॥ ৬৬২ ॥
রত্নসিংহাসনে গৌরচন্দ্র বিলসয়ে।
রূপের ছটায় কোটি কন্দর্প মোহয়ে ॥ ৬৬৩ ॥
দেখিয়া প্রভুর শোভা নারদ গোসাঞি।
হইলেন যৈছে তা' কহিতে সাধ্য নাই ॥ ৬৬৪ ॥
নারদে কহয়ে প্রভু মধুর বচনে।
—"দেখিবে প্রকট লীলা এথা অল্প দিনে ॥ ৬৬৫ ॥
তুমি যে করিলে মনে হ'বে সর্বথায়।
জীবের দারুণ দুঃখ খণ্ডিব হেলায় ॥" ৬৬৬ ॥
ঐছে কিছু কহি' নারদেরে কৃপা করি'।
হইলেন অদর্শন প্রভু গৌরহরি ॥ ৬৬৭ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, শ্রীপ্রভুর অদর্শনে।
হইলা ব্যাকুল মুনি কত উঠে মনে ॥ ৬৬৮ ॥
এই **নারায়ণপীঠ**-স্থানে মুনিবর।
কিছুদিন রহি' হৈলা ভ্রমণে তৎপর ॥ ৬৬৯ ॥
নারায়ণে নারদ দর্শন এথা কৈল।
এই হেতু **নারায়ণপীঠ**-নাম হৈল ॥ ৬৭০ ॥
বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য-প্রকাশ এইখানে।
তেঞি বৈকুণ্ঠপুর বিখ্যাত ভুবনে ॥ ৬৭১ ॥
এদেশের রাজা যোগ্য সে সময়ে ছিলা।
শ্রীনারায়ণের সেবা এথা প্রকাশিলা ॥ ৬৭২ ॥
কথোদিন পরে গ্রাম হৈল লুপ্তপ্রায়।
পুনঃ হৈল অতিশয় বসতি এথায় ॥ ৬৭৩ ॥
এথা ছিলা বৃদ্ধ এক বিপ্র বিদ্বান্।
লক্ষ্মী-নারায়ণ-মন্ত্রে উপাসনা তা'ন ॥ ৬৭৪ ॥

লক্ষ্মী-নারায়ণে তাঁ'র অনন্ত পীরিতি।
কহিতে কি জানি যে দেখিলু শুদ্ধরীতি ॥ ৬৭৫ ॥
মধ্যে মধ্যে বল্লভমিশ্রের ঘরে গিয়া।
লক্ষ্মী-নারায়ণে সেবে নিভৃতে পাইয়া ॥ ৬৭৬ ॥
বল্লভ মিশ্রেরে তাঁ'র স্নেহ অতিশয়।
বিপ্রে গুরুভক্তি করে মিশ্র মহাশয় ॥ ৬৭৭ ॥
যে দিবস লক্ষ্মীর বিবাহ প্রভু-সনে।
সে-দিবস সেই বিপ্র ছিল এইখানে ॥ ৬৭৮ ॥
বিবাহ-সময়ে দেখি' লক্ষ্মী-বিশ্বম্ভরে।
লক্ষ্মী-নারায়ণ বলি' বিপ্র নৃত্য করে ॥ ৬৭৯ ॥
বিপ্রের নয়নে আনন্দাশ্রু অনিবার।
সর্বাঙ্গে পুলক নারে ধৈর্য ধরিবার ॥ ৬৮০ ॥
প্রভুর ইচ্ছায় বিপ্র কিছু স্থির হৈলা।
সে রাত্রি তথাই রহি' নিজ-বাসা আইলা ॥ ৬৮১ ॥
অতি জীর্ণ বাসা প্রায় স্থিতি বৃক্ষতলে।
কুটীর প্রবেশি' বিপ্র ভাসে নেত্রজলে ॥ ৬৮২ ॥
মিশ্রগৃহে লক্ষ্মী-গৌরচন্দ্রে সোঙরিয়া।
নিরন্তর প্রেমানন্দে উমড়য়ে হিয়া ॥ ৬৮৩ ॥
মনে মনে করে বিপ্র সুদৃঢ় বিচার।
—"গৌররূপে নারায়ণ শচীর কুমার ॥ ৬৮৪ ॥
বল্লভমিশ্রের কন্যা সাক্ষাৎ লছিমী।
লক্ষ্মী-নারায়ণ দোঁহে প্রকট অবনী ॥ ৬৮৫ ॥
লক্ষ্মী-প্রাণনাথ মোর প্রভু গৌরচন্দ্র।
করিব কি কৃপা মোরে দেখি' দীন মন্দ ॥" ৬৮৬ ॥
বিবিধ প্রকারে স্তুতি করয়ে প্রভুরে।
হইলা সাক্ষাৎ প্রভু বিপ্রের কুটীরে ॥ ৬৮৭ ॥
পরম অদ্ভুত রঙ্গ করিয়া প্রকাশ।
বিপ্রের কুটীরে হৈল বৈকুণ্ঠ-বিলাস ॥ ৬৮৮ ॥
ভুবনমোহন প্রভু শ্রীগৌরবিগ্রহ।
বিলসয়ে রত্নসিংহাসনে লক্ষ্মী-সহ ॥ ৬৮৯ ॥
শ্রীঅঙ্গ ভূষিত নানা রত্ন-বিভূষণে।
দুঁহু-রূপমাধুর্যের উপমা কি আনে ॥ ৬৯০ ॥
সেইক্ষণে প্রভু গৌরচন্দ্র দয়াময়।
হৈল চতুর্ভুজ দেখি' বিপ্রের বিস্ময় ॥ ৬৯১ ॥

প্রভুপদে পড়ি' বিপ্র কৈলা বহু স্তুতি।
ভক্তাধীন প্রভু হাসি' কহে বিপ্র-প্রতি ॥ ৬৯২ ॥
—"জন্মে জন্মে তুমি মোর হও প্রিয় দাস।
তুমি সে দেখিতে যোগ্য আমার বিলাস ॥ ৬৯৩ ॥
এবে যে দেখিলে ইহা কাহু না কহিবে।
যবে যে করিবে মনোরথ-সিদ্ধি হবে ॥" ৬৯৪ ॥
এত কহি' বিপ্র-মাথে ধরিয়া চরণ।
অচিন্ত্য প্রভুর লীলা হৈল অদর্শন ॥ ৬৯৫ ॥
বিপ্র যৈছে হৈলা তাহা কে বর্ণিতে পারে।
সদা নবদ্বীপলীলা-সমুদ্রে সাঁতারে ॥ ৬৯৬ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, কত কহিব সে কথা।
এই দেখ, বিপ্রের কুটীর ছিল এথা ॥ ৬৯৭ ॥
ভক্তগোষ্ঠী-সহ প্রভু শচীর কুমার।
শ্রীবৈকুণ্ঠপুরে কৈল অশেষ বিহার ॥ ৬৯৮ ॥
শ্রীবৈকুণ্ঠপুর-দর্শনেতে আর্তি যা'র।
অনায়াসে সর্বমনোরথ-সিদ্ধি তা'র ॥ ৬৯৯ ॥
এত কহি' শ্রীবৈকুণ্ঠপুরে প্রণমিয়া।
মাতাপুরে চলে চতুর্দিক নিরখিয়া ॥ ৭০০ ॥
শ্রীনিবাসে কহেন শ্রীঈশান ঠাকুর।
এই আগে দেখ গ্রাম, নাম **মাতাপুর** ॥ ৭০১ ॥
পূর্বে **শ্রীমহৎপুর**-গ্রাম নাম হয়।
মহৎপ্রসঙ্গ-পুর করি' যে লোকে কয় ॥ ৭০২ ॥
শ্রীকৃষ্ণ-ইচ্ছায় পাণ্ডবের বনবাস।
বনবাসে হৈল মহা-কৌতুক-প্রকাশ ॥ ৭০৩ ॥
নানা দেশে ভ্রময়ে পাণ্ডব পঞ্চ ভাই।
পাণ্ডবের চরিত্র কহিতে অন্ত নাই ॥ ৭০৪ ॥
যে যে দেশে পাণ্ডবের নহিল গমন।
সে সে দেশ পাণ্ডব-বর্জিত বিজ্ঞে ক'ন ॥ ৭০৫ ॥
পাণ্ডবের কীর্তি যত বিদিত পুরাণে।
অসুর-রাক্ষস নাশ কৈল স্থানে স্থানে ॥ ৭০৬ ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গৌড়দেশে প্রবেশিল।
রাঢ়ে একচক্রা-নাম গ্রামে স্থিতি কৈল ॥ ৭০৭ ॥
একচক্রা-প্রদেশে যে অসুর-রাক্ষস।
সে-সবে বধিলা ভীম ব্যাপিল সুযশ ॥ ৭০৮ ॥
দ্রৌপদী-সহিত শ্রীপাণ্ডব পঞ্চ ভাই।
লোকহিতে রত যৈছে কহি সাধ্য নাই ॥ ৭০৯ ॥
একচক্রা নির্জনে রহয়ে মহানন্দে।
সদা সোঙরয়ে বলদেব-কৃষ্ণচন্দ্রে ॥ ৭১০ ॥
দেখি' একচক্রা-ভূমি-শোভা মনোহর।
মনে বিচারয়ে যুধিষ্ঠির বিজ্ঞবর ॥ ৭১১ ॥
দেখিলু অনেক দেশ ঐছে না দেখিল।
ঐছে চিত্ত আকর্ষণ কোথাও নহিল ॥ ৭১২ ॥
ইথে বুঝি কৃষ্ণলীলাস্থলী এই স্থান।
কৃষ্ণ জানাইলে জানি মহিমা ইহান ॥ ৭১৩ ॥
ঐছে বিচারিতে প্রায় রাত্রি শেষ হৈল।
কৃষ্ণের ইচ্ছাতে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল ॥ ৭১৪ ॥
স্বপ্নচ্ছলে রোহিণীনন্দন বলরাম।
হইলা সাক্ষাৎ, শোভা অতি অনুপাম ॥ ৭১৫ ॥
মন্দ মন্দ হাসিয়া অদ্ভুত স্নেহাবেশে।
রাজা যুধিষ্ঠিরে কিছু কহে মৃদুভাষে ॥ ৭১৬ ॥
—"এই কথোদূরে নবদ্বীপ-নামে গ্রাম।
সুরধুনী-বেষ্টিত পরম রম্য স্থান ॥ ৭১৭ ॥
কলির প্রথমে কৃষ্ণ তথা বিপ্রকুলে।
জন্মিব আচ্ছন্নরূপে মহা-কুতুহলে ॥ ৭১৮ ॥
নানা দেশে জন্মিবেন প্রিয়গণ তাঁ'র।
তাঁ'র ইচ্ছামতে জন্ম এথাই আমার ॥ ৭১৯ ॥
এই **একচক্রা** মোর বিলাসের স্থান।"
এত কহি' বলদেব হৈলা অন্তর্ধান ॥ ৭২০ ॥
হইয়া বিস্ময় রাজা চিন্তে মনে মনে।
শ্বেতদ্বীপ হেন দেখে একচক্রা-গ্রামে ॥ ৭২১ ॥
দেখিতেই ভূমি-শোভা নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
স্বপ্নকথা প্রাতে ভ্রাতাগণে জানাইল ॥ ৭২২ ॥
একচক্রা হইতে পাণ্ডব পঞ্চ ভাই।
নবদ্বীপে আসি' উত্তরিলা এই ঠাঁই ॥ ৭২৩ ॥
দেখি' নবদ্বীপ-শোভা হর্ষ ক্ষণে ক্ষণে।
মহারাজ যুধিষ্ঠির বিচারয়ে মনে ॥ ৭২৪ ॥
একচক্রা-গ্রামে যৈছে দেখিনু স্বপ্নেতে।
এথা কি দেখিব বলি' নারে স্থির হৈতে ॥ ৭২৫ ॥

রাজার যে মনোবৃত্তি বুঝনে না যায়।
হইল কিঞ্চিৎ নিদ্রা কৃষ্ণের ইচ্ছায়॥ ১২৬॥
স্বপ্নচ্ছলে কৃষ্ণ-বলদেব ভ্রাতাদ্বয়।
হইলা সাক্ষাৎ, শোভা ভুবন মোহয়॥ ১২৭॥
রাজা যুধিষ্ঠিরে কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া।
—"মোর জন্মভূমি এই নগর নদীয়া॥ ১২৮॥
কলিযুগে প্রকট হইয়া গণসনে।
মাতাইব জগৎ, মাতিব সংকীর্ত্তনে॥ ১২৯॥
তোমা সবাসহ সিন্ধুতীরে বিলসিব।
ব্রজের দুর্লভ প্রেমসুধা পিয়াইব॥" ১৩০॥
এত কহি' রাজার জানিয়া মনোবৃত্তি।
হইলেন পরমসুন্দর গৌরমূর্তি॥ ১৩১॥
কৃষ্ণ-বলদেবের দেখিয়া হেন রূপ।
আত্মবিস্মরিত যুধিষ্ঠির ভক্তভূপ॥ ১৩২॥
পরম আনন্দে সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে।
লোটাইয়া পড়ে দুই প্রভু-পদতলে॥ ১৩৩॥
দুই প্রভু রাজায় করিয়া আলিঙ্গন।
করিয়া প্রবোধ-বাক্য হৈল অদর্শন॥ ১৩৪॥
প্রভু-অদর্শনে হৈল ব্যাকুল হৃদয়।
জাগিয়া দেখয়ে রাত্রি প্রভাত-সময়॥ ১৩৫॥
এ অদ্ভুত কথা জানাইয়া ভ্রাতাগণে।
কথোদিন আনন্দে রহিলা এইখানে॥ ১৩৬॥
মহতের শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মহাশয়।
তাঁ'র বাসস্থান-হেতু **মহৎপুর** কয়॥ ১৩৭॥
এথা ছিল পঞ্চবট বৃক্ষ বিস্তারিত।
অতি সুশীতল ছায়ায় সর্বমনোহিত॥ ১৩৮॥
দ্রৌপদী-সহিত শ্রীপাণ্ডব পঞ্চভাই।
দেখি' নবদ্বীপ-শোভা অধৈর্য এথাই॥ ১৩৯॥
যুধিষ্ঠির-বেদী-নাম উচ্চ টীলা ছিল।
প্রভুর ইচ্ছাতে সে সকল লুপ্ত হৈল॥ ১৪০॥
ওহে শ্রীনিবাস, কত কহিব সে কথা।
অজ্ঞাত-রূপেতে পাণ্ডবের বাস এথা॥ ১৪১॥
পাণ্ডব শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের আদেশে।
এথা হৈতে যাত্রা করিলেন ওড্রদেশে॥ ১৪২॥
উৎকলে পুরুষোত্তম পুরী-সন্নিধানে।
রহিলেন কিছুদিন অপূর্ব কাননে॥ ১৪৩॥
তথা শ্রীবিগ্রহ শ্রীমাধব তাঁ'র নাম।
ছিলেন রাক্ষস-স্থানে পাইল সন্ধান॥ ১৪৪॥
গদাঘাতে ভীম সে রাক্ষসে নষ্ট কৈলা।
শ্রীমাধব-সেবা সর্বলোকে প্রচারিলা॥ ১৪৫॥
অদ্যাপিহ ভাগ্যবন্ত লোক সেবে তাঁ'রে।
পাণ্ডবের ক্রিয়া যত কে কহিতে পারে॥ ১৪৬॥
এই মহৎপুরে গৌরচন্দ্র মহারঙ্গে।
প্রকাশে অদ্ভুত লীলা পরিকর-সঙ্গে॥ ১৪৭॥
যে বারেক মহৎপুর করয়ে দর্শন।
অনায়াসে পায় সে অমূল্য ভক্তিধন॥ ১৪৮॥
শ্রীমহৎপুর-প্রসঙ্গেতে যাঁ'র রতি।
তাঁ'র দৃষ্টিমাত্রে ঘুচে অন্যের দুর্মতি॥ ১৪৯॥
এত কহি' শ্রীমহৎপুর হৈতে চলে।
সোঙরি গৌরাঙ্গ-লীলা ভাসে নেত্রজলে॥ ১৫০॥

রুদ্রদ্বীপ—

গঙ্গা-পূর্বধারে **রাহুপুর-গ্রাম** হয়।
কেহো কেহো রাহুপুরে **রুদ্রপুর** কয়॥ ১৫১॥
শ্রীঈশানঠাকুর সে রাহুপুরে গিয়া।
শ্রীনিবাস-প্রতি কহে ঈষৎ হাসিয়া॥ ১৫২॥
এই রাহুপুর পূর্ব **রুদ্রদ্বীপ**-নাম।
গ্রাম লুপ্ত হৈল এবে আছে মাত্র স্থান॥ ১৫৩॥
রুদ্রদ্বীপ-নাম যৈছে প্রচার হইল।
তাহা কিছু কহি' বিজ্ঞমুখে যে শুনিল॥ ১৫৪॥
গৌরচন্দ্র প্রকট হইব নদীয়ায়।
ইথে শ্রীরুদ্রের মহা-উল্লাস হিয়ায়॥ ১৫৫॥
নিজগণ-সনে রুদ্রদেব এইখানে।
হইলা উন্মত্ত গৌরচরিত্র-কীর্ত্তনে॥ ১৫৬॥
চতুর্দিকে নানা বাদ্যধ্বনি মনোহর।
অদ্ভুত ভঙ্গিতে নৃত্য করে মহেশ্বর॥ ১৫৭॥
মেদিনী কম্পয়ে শ্রীরুদ্রের পদভরে।
দেখিতে সে নৃত্য-শোভা কেবা ধৈর্য ধরে॥ ১৫৮॥

রুদ্রের নর্ত্তনে কেবা না করে নর্ত্তন।
স্বর্গে নানাপুষ্প বরিষয়ে দেবগণ ॥ ১৫৯ ॥
দেবের অন্তরে মোদ বাঢ়ে অনিবার।
সবে কহে খণ্ডিল জীবের দুঃখভার ॥ ১৬০ ॥
প্রভু না জন্মিতে, রুদ্র প্রভু-জন্ম গায়।
—"এবে প্রভু অবশ্য জন্মিব নদীয়ায় ॥ ১৬১ ॥
দেখি' প্রভু-জন্মলীলা জুড়াব নয়ন।"
এত কহি' স্বর্গেও নাচয়ে দেবগণ ॥ ১৬২ ॥
প্রভুগুণ-গানে রুদ্র আত্ম-বিস্মরিত।
হইলা অধৈর্য প্রভু দেখি' রুদ্ররীত ॥ ১৬৩ ॥
অন্য অলক্ষিত রুদ্রদেবে দেখা দিয়া।
রুদ্রদেবে করে স্থির ঐছে প্রবোধিয়া ॥ ১৬৪ ॥
তোমার যে মনোবৃত্তি সফল করিব।
অতি অবিলম্বে গণসহ প্রকটিব ॥ ১৬৫ ॥
প্রভুবাক্যে রুদ্র স্থির হৈয়া মহানন্দে।
বিবিধ প্রকারে স্তুতি করে গৌরচন্দ্রে ॥ ১৬৬ ॥
শ্রীগৌরসুন্দর রুদ্রদেবে আলিঙ্গিয়া।
হইলেন অদর্শন প্রেমাবিষ্ট হইয়া ॥ ১৬৭ ॥
প্রভু-অদর্শনে রুদ্র ব্যাকুল হিয়ায়।
কতক্ষণে স্থির হৈলা প্রভুর ইচ্ছায় ॥ ১৬৮ ॥
নিজ-গণসহ রুদ্র বসি' এইখানে।
করে সুধাবৃষ্টি গৌরচরিত্র-কথনে ॥ ১৬৯ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, এ পরম পুণ্যস্থান।
শ্রীরুদ্র বিলাসে তেঞি **রুদ্রদ্বীপ**-নাম ॥ ১৭০ ॥
এ-স্থান দর্শনমাত্র ঘুচয়ে দুর্মতি।
গৌরপাদপদ্মে রুদ্র জন্মায়েন রতি ॥ ১৭১ ॥
ঐছে শ্রীঈশান স্থান-মহিমা কহিয়া।
চলে বেলপোখেরা-গ্রামেতে হৃষ্ট হইয়া ॥ ১৭২ ॥
শ্রীনিবাসে কহে, **বেলপোখেরা** এ-গ্রাম।
কহয়ে প্রাচীনে **বিল্বপক্ষ** পূর্ব-নাম ॥ ১৭৩ ॥
বিল্বপক্ষ-নাম এ-স্থানের যৈছে হয়।
তাহা কিছু কহিয়ে প্রাচীন লোকে কয় ॥ ১৭৪ ॥
পঞ্চবক্ত্র শিবমূর্তি ছিলেন এথানে।
তাঁ'র যে মহিমা তাহা কে কহিতে জানে ॥ ১৭৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে যেবা যে কার্য প্রার্থয়।
তাহা পূর্ণ করে পঞ্চবক্ত্র দয়াময় ॥ ১৭৬ ॥
এক সময়েতে কত তপস্বী ব্রাহ্মণ।
মনোরথ-সিদ্ধি-হেতু করে শিবার্চন ॥ ১৭৭ ॥
একপক্ষ বিল্বদলে পূজিতে শিবেরে।
হইলেন শিব মহা-প্রসন্ন অন্তরে ॥ ১৭৮ ॥
কৃপাদৃষ্ট্যে চাহি' পঞ্চবক্ত্র মহেশ্বর।
বিপ্রগণে কহে,—"লেহ নিজাভীষ্ট-বর" ॥ ১৭৯ ॥
বিপ্রগণ কহে,—"সর্বশ্রেষ্ঠ কার্য যাহা।
অনুগ্রহ করি' মো-সবারে দেহ' তাহা" ॥ ১৮০ ॥
বিপ্রগণে কহে শিব—"কহিলা আশ্চর্য।
কৃষ্ণপরিচর্যা বিনু নাই শ্রেষ্ঠ কার্য" ॥ ১৮১ ॥
বিপ্রগণ কহে,—"পরিচর্যা শ্রেষ্ঠ হয়।
কিরূপে হইব লভ্য কহ কৃপাময়" ॥ ১৮২ ॥
পঞ্চবক্ত্র কহে,—"কিছু চিন্তা না করিবে।
অনায়াসে কৃষ্ণপরিচর্যা লভ্য হ'বে ॥ ১৮৩ ॥
এই কথোদিনে এই নদীয়া-নগরে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন বিপ্র-ঘরে ॥ ১৮৪ ॥
তোমরাও সেই সঙ্গে প্রকট হইবা।
তাঁ'র বাল্যাবেশে মহাসুখ জন্মাইবা ॥ ১৮৫ ॥
করিয়া তাঁহার স্থানে বিদ্যা অধ্যয়ন।
জানিবা তাঁহারে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ॥ ১৮৬ ॥
তাঁ'র প্রিয় ভক্তসহ সদা কুতুহলে।
তাঁ'র পরিচর্যারত হইবা সকলে ॥" ১৮৭ ॥
শুনি' পঞ্চবক্ত্র মহাদেবের বচন।
ভূমে পড়ি' প্রণমিলা সকল ব্রাহ্মণ ॥ ১৮৮ ॥
করিয়া অনেক স্তুতি বিদায় হইয়া।
কৃষ্ণপাদপদ্ম চিত্তে নিভৃতে রহিয়া ॥ ১৮৯ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, গৌর-কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
কথোদিনে পঞ্চবক্ত্র হৈলা গুপ্তপ্রায় ॥ ১৯০ ॥
একপক্ষ বিল্বদলে পূজিল ব্রাহ্মণ।
এই হেতু **বিল্বপক্ষ**-নাম বিজ্ঞে ক'ন ॥ ১৯১ ॥
এ স্থান-দর্শনে পঞ্চবক্ত্র মহানন্দে।
মিলায়েন পরম দুর্লভ গৌরচন্দ্রে ॥ ১৯২ ॥

এথা বিশ্বম্ভর প্রিয়ভক্তের সহিতে।
যৈছে বিলসয়ে তাহা কে পারে বর্ণিতে ॥ ৭৯৩ ॥
ঐছে কত কহিয়া শ্রীঠাকুর ঈশান।
চলয়ে **ভারইডাঙ্গা** মহাপুণ্যস্থান ॥ ৭৯৪ ॥
মনের উল্লাসে কহে শ্রীনিবাস-প্রতি।
এ-ভারইডাঙ্গা দেখ অপূর্ব বসতি ॥ ৭৯৫ ॥
পূর্বে **ভারদ্বাজটীলা** নাম ব্যক্ত যৈছে।
প্রাচীন লোকেতে যে কহয়ে, কহি তৈছে ॥ ৭৯৬ ॥
ভারদ্বাজমুনি সমুদ্রাদি-তীর্থ হৈতে।
আইলেন চক্রদহ গঙ্গা-সমীপেতে ॥ ৭৯৭ ॥
এবে চক্রদহে লোক চাকদা কহয়।
এথা হৈতে নবদ্বীপে করিলা বিজয় ॥ ৭৯৮ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, মুনি আসি' এইখানে।
হইলা বিহ্বল নবদ্বীপ নিরীক্ষণে ॥ ৭৯৯ ॥
এই উচ্চটীলারণ্যে রহি' কথোদিন।
আরাধয়ে গৌরচন্দ্রে হৈয়া দীন-হীন ॥ ৮০০ ॥
ভারদ্বাজ-প্রেমে বশ হৈয়া গৌরহরি।
হইলা সাক্ষাৎ মহা অদ্ভুত মাধুরী ॥ ৮০১ ॥
ভারদ্বাজ নতি স্তুতি করিলা বিস্তর।
প্রভু-আজ্ঞা কৈল নেহ নিজাভীষ্ট বর ॥ ৮০২ ॥
মুনি কহে,—"প্রভু, এই প্রার্থনা আমার।
নবদ্বীপে দেখি' যেন তোমার বিহার" ॥ ৮০৩ ॥
প্রভু কহে,—"হ'বে যে তোমার মনে হয়"।
এত কহি' অদর্শন হৈলা দয়াময় ॥ ৮০৪ ॥
প্রভু-অদর্শনে মুনি নারে স্থির হইতে।
মুনির যে চেষ্টা তাহা কে পারে বুঝিতে ॥ ৮০৫ ॥
নবদ্বীপে প্রণমিয়া ভারদ্বাজ-মুনি।
চলিলা ভ্রমিতে ধন্য করিতে ধরণী ॥ ৮০৬ ॥
এই উচ্চ স্থানে ভারদ্বাজ বিলসিল।
এই হেতু **ভারদ্বাজটীলা**-নাম হৈল ॥ ৮০৭ ॥
এথা গৌরাঙ্গের অতি অদ্ভুত বিলাস।
এ-স্থান-দর্শনে পূর্ণ হয় অভিলাষ ॥ ৮০৮ ॥
এত কহি' ঈশান ঠাকুর প্রেমাবেশে।
চলিলেন **সুবর্ণ বিহার**-গ্রাম-পাশে ॥ ৮০৯ ॥

শ্রীনিবাস-প্রতি কহে, দেখ এই গ্রাম।
পূর্বাপর সুবর্ণবিহার হয় নাম ॥ ৮১০ ॥
সুবর্ণবিহার-নাম যেরূপে হইল।
তাহা কিছু কহি' বিজ্ঞগণে যে কহিল ॥ ৮১১ ॥
এই দেশে ছিল এক রাজা ভাগ্যবান্।
কৃষ্ণেতে অনন্যভক্তি সর্বাংশে প্রধান ॥ ৮১২ ॥
নারদের শিষ্য-প্রশিষ্যাদি মহাশয়।
তা'র মধ্যে আইল কেহ রাজার আলয় ॥ ৮১৩ ॥
রাজা তাঁ'রে অতিশয় সম্মান করিয়া।
বসাইলা আসনে ভূমিতে প্রণমিয়া ॥ ৮১৪ ॥
প্রভু-অবতার কত তাঁহারে জিজ্ঞাসে।
তেঁহ সব জানাইলা সুমধুর ভাষে ॥ ৮১৫ ॥
রাজারে প্রসন্ন হইয়া সেই মহাশয়।
পুনঃ রাজা-প্রতি সুমধুর বাক্যে কয় ॥ ৮১৬ ॥
—"কলিতে হইয়া পীত-বর্ণ অবতার।
নবদ্বীপে করিবেন অদ্ভুত বিহার ॥ ৮১৭ ॥
ব্রহ্মাদির পরম দুর্লভ সংকীর্তন।
সংকীর্তনে মত্ত হইয়া মাতা'বে ভুবন ॥ ৮১৮ ॥
যৈছে মহা-রাসে নৃত্য কৈলা বৃন্দাবনে।
তৈছে নৃত্যে দিব সুখ প্রিয় ভক্তগণে ॥ ৮১৯ ॥
নবদ্বীপ হইবেক সুখের অবধি।
এই হেতু ঐছে গ্রাম বসাইল বিধি ॥ ৮২০ ॥
নবদ্বীপ-ধামতত্ত্ব অন্য-অগোচর।
জানিব সে জানাইলে প্রভুপরিকর ॥" ৮২১ ॥
ঐছে কত কহি' সে বৈষ্ণব মহাশয়।
করিয়া রাজায় কৃপা করিলা বিজয় ॥ ৮২২ ॥
এ সব শুনিয়া রাজা বিচারয়ে মনে।
—"ধিক্ এ-মনুষ্য-জন্ম ধিক্ এ-জীবনে ॥ ৮২৩ ॥
রাজ-বিষয়েতে মত্ত হইলু অনিবার।
না হইল সাধুসঙ্গ দুর্দৈব আমার ॥ ৮২৪ ॥
বিনা সাধুসঙ্গ কোন কার্য সিদ্ধ নয়।
এতদিনে কৃপা কৈল সাধু কৃপাময় ॥ ৮২৫ ॥
এবে সে জানিনু প্রভুধাম এ-নদীয়া।"
এত বিচারিতে প্রেমে উথলয়ে হিয়া ॥ ৮২৬ ॥

নবদ্বীপ-পানে চাহি' বহে অশ্রুধার।
নবদ্বীপভূমে প্রণময়ে বার বার ॥ ৮২৭ ॥
নবদ্বীপ-ধামে রাজা প্রার্থনা করয়।
—"এই কর সে সময়ে যেন জন্ম হয় ॥" ৮২৮ ॥
এ-বাক্যে আকাশবাণী হইল রাজায়।
—"অবতীর্ণকালে জন্ম হ'বে নদীয়ায় ॥" ৮২৯ ॥
যদ্যপি রাজার হর্ষ এ-কথা-শ্রবণে।
তথাপি না ধরে ধৈর্য কত উঠে মনে ॥ ৮৩০ ॥
ভকত-বৎসল প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
স্বপ্নচ্ছলে লীলাশ্চর্য দেখান রাজায় ॥ ৮৩১ ॥
চতুর্দিকে সহস্র সহস্র ভক্তগণ।
বায় নানা বাদ্য, গানে মোহয়ে ভুবন ॥ ৮৩২ ॥
সে সভার মধ্যে নাচে নদীয়ার শশী।
শ্যামল সুন্দররূপ যেন সুধারাশি ॥ ৮৩৩ ॥
দেখি' কৃষ্ণচন্দ্রে রাজা জুড়ায় নয়ন।
সেইক্ষণে দেখে তাঁ'রে স্বর্ণ-বরণ ॥ ৮৩৪ ॥
হইয়া অধৈর্য রাজা বিচারয়ে মনে।
স্বর্ণ-বিগ্রহ কে বিহরে সংকীর্তনে ? ৮৩৫ ॥
ঐছে বিচারিতে নিদ্রা ভাঙ্গিল রাজার।
স্থির হইয়া প্রশংসে সৌভাগ্য আপনার ॥ ৮৩৬ ॥
স্বর্ণ-বিগ্রহের বিহার হইল ধ্যান।
এই হেতু **স্বর্ণবিহার**-নাম স্থান ॥ ৮৩৭ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, আর কহিয়ে তোমারে।
প্রভুর অদ্ভুত রঙ্গ প্রকট-বিহারে ॥ ৮৩৮ ॥
এইখানে ভক্তগোষ্ঠী-সহ গৌরহরি।
করয়ে নর্তন, লোক দেখে নেত্র ভরি' ॥ ৮৩৯ ॥
হইয়া বিহ্বল পরস্পর লোকে কয়।
স্বর্ণবিগ্রহ কি কীর্তনে বিহরয় ? ৮৪০ ॥
কেহ কহে,—"এমন সুন্দর বর্ণ নাই।
না দেখি জগতে কভু উপমার ঠাঁই ॥ ৮৪১ ॥
কি অদ্ভুত বিহার মোহয়ে ত্রিভুবন"।
এত কহি' স্থির হৈতে নারে কোন জন ॥ ৮৪২ ॥
ঐছে এ প্রশস্ত নাম **স্বর্ণবিহার**।
সংক্ষেপে কহিনু, নারি করিতে বিস্তার ॥ ৮৪৩ ॥
স্বর্ণবিহার-গ্রাম যে করে দর্শন।
শ্রীগৌরাঙ্গ-বিহারে ডুবয়ে তা'র মন ॥ ৮৪৪ ॥
এত কহি' স্বর্ণবিহার-গ্রাম হইতে।
মায়াপুরে চলয়ে মিশ্রের আলয়েতে ॥ ৮৪৫ ॥
মায়াপুর পরম অপূর্ব রম্য স্থান।
যে দেখে বারেক তা'র জুড়ায় নয়ন ॥ ৮৪৬ ॥
মায়াপুর-মহিমা কেবা বা অন্ত পায়।
মায়াপুর-স্থান সদা ব্রহ্মাদি ধিয়ায় ॥ ৮৪৭ ॥
শ্রীনিবাস, রামচন্দ্র, নরোত্তম-সনে।
হেন মায়াপুরে আইলা মিশ্রের ভবনে ॥ ৮৪৮ ॥
ভবন-ভিতরে শ্রীঈশান প্রবেশিয়া।
হৈলা প্রেমে বিহ্বল পূর্ব্ব সোঙরিয়া ॥ ৮৪৯ ॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া সবে স্থির করি'।
এক ভিতে রহি' দেখে ভবন-মাধুরী ॥ ৮৫০ ॥
শ্রীনিবাস-প্রতি অতি ধীরে ধীরে কয়।
মহাযোগপীঠ এই মিশ্রের আলয় ॥ ৮৫১ ॥
এ-আলয় প্রভুলীলা-মাধুর্য বাড়ায়।
অন্যের দুর্জ্ঞেয় শ্রীআলয় পদ্মপ্রায় ॥ ৮৫২ ॥
শচীসহ উপেন্দ্রনন্দন মিশ্রবর।
এ-বিষ্ণুমণ্ডপে বিষ্ণু পূজে নিরন্তর ॥ ৮৫৩ ॥
জগন্নাথমিশ্র যৈছে প্রবীণ সর্বাংশে।
তৈছে তাঁ'র ভার্যা শচী, কেবা না প্রশংসে ॥ ৮৫৪ ॥
শচী-জগন্নাথের বিবাহে মহাসুখ।
যে দেখিল তাহার খণ্ডিল সব দুঃখ ॥ ৮৫৫ ॥
নীলাম্বর চক্রবর্তী মহাবিদ্যাবান্।
তাঁ'র কন্যা শচী, তেঁহ মিশ্রে কৈল দান ॥ ৮৫৬ ॥
শ্রীশচীর হইল অষ্ট কন্যা, এক পুত্র।
পুত্রনাম বিশ্বরূপ বিদিত সর্বত্র ॥ ৮৫৭ ॥
বিশ্বরূপ-চরিত্র কহিতে নাই অন্ত।
বিবিধ প্রকারে গুণ বর্ণে ভাগ্যবন্ত ॥ ৮৫৮ ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে প্রথম-প্রক্রমে—

অথ তস্য গুরুশ্চক্রে সর্বশাস্ত্রার্থবেদিনঃ।
পদবীমিতি তত্ত্বজ্ঞঃ শ্রীমন্মিশ্রপুরন্দরঃ ॥ ৮৫৯ ॥

তমেকদা সৎকুলীনং পণ্ডিতং ধর্মিণাং বরম্।
শ্রীমন্নীলাম্বরো নাম চক্রবর্তী মহামনাঃ ॥ ৮৬০ ॥
সমাহূয়াদদাৎ কন্যাং শচীং স কুলসৎকৃতঃ।
তাং প্রাপ্য সোঽপি ববৃধে শচীং মিশ্রপুরন্দরঃ॥ ৮৬১॥
ততো গেহে নিবসতস্তস্য ধর্মো ব্যবর্ধত।
আতিথৈ্যঃ শান্তিকৈঃ শৌচৈর্নিত্যকাম্যক্রিয়াফলৈঃ ॥
তত্র কালেন কিয়তা তস্যাষ্টৌ কন্যকাঃ শুভাঃ।
বভূবুঃ ক্রমশো দৈবাত্তাঃ পঞ্চত্বং গতাঃ শচী ॥ ৮৬৩ ॥
বাৎসল্য-দুঃখতপ্তেন জগাম মনসা হরিম্।
পুত্রার্থং শরণং শ্রীমান্ পিতৃযজ্ঞং চকার সঃ ॥ ৮৬৪ ॥
কালেন কিয়তা লেভে পুত্রং সুর-সুতোপমম্।
মুদমাপ জগন্নাথো নিধিং প্রাপ্য যথাধনঃ ॥ ৮৬৫ ॥
নাম তস্য পিতা চক্রে শ্রীমতো বিশ্বরূপকম্।
পঠতা তেন কালেন স্বল্পেনৈব মহাত্মনা ॥ ৮৬৬ ॥
বেদশ্চ ন্যায়শাস্ত্রং চ জ্ঞাতঃ সদ্যোগ উত্তমঃ।
স সর্বজ্ঞঃ সুধীঃ শান্তঃ সর্বেষামুপকারকঃ ॥ ৮৬৭ ॥
হরের্ধ্যানপরো নিত্যং বিষয়ে নাকরোন্মনঃ।
শ্রীমদ্ভাগবত-রস-স্বাদমত্তো নিরন্তরম্ ॥ ৮৬৮ ॥

অন্বয়। অথ (অনন্তরম্) তত্ত্বজ্ঞঃ গুরুঃ সর্বশাস্ত্রার্থবেদিনঃ তস্য (মিশ্রস্য) শ্রীমন্মিশ্রপুরন্দরঃ (ইতি) পদবীম্ চক্রে (চকার)। একদা মহামনাঃ শ্রীমান্ নীলাম্বরঃ নাম চক্রবর্তী ধর্মিণাং বরং, সৎকুলীনং পণ্ডিতং তং (শ্রীমন্মিশ্রপুরন্দরম্) সমাহূয় কন্যাং শচীম্ অদদাৎ। (তদা) কুলসৎকৃতঃ (কুলপূজিতঃ অভবৎ), সঃ অপি মিশ্রপুরন্দরঃ তাং শচীং প্রাপ্য ববৃধে। ততঃ গেহে নিবসতঃ তস্য (মিশ্রস্য) আতিথৈ্যঃ (অতিথিসৎকারৈঃ) শান্তিকৈঃ শৌচৈঃ (শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদিভিঃ) নিত্যকাম্যক্রিয়াফলৈঃ (নিত্যনৈমিত্তিকক্রিয়াফলৈঃ) ধর্মো ব্যবর্ধত (বর্ধতে স্ম)। তত্র কিয়তা কালেন তস্য (মিশ্রস্য) অষ্টৌ শুভাঃ কন্যকাঃ বভূবুঃ (জাতাঃ) ; দৈবাৎ ক্রমশঃ তাঃ কন্যকাঃ পঞ্চত্বং গতাঃ (মৃতাঃ)। ততঃ শচী বাৎসল্য-দুঃখতপ্তেন মনসা পুত্রার্থং হরিং শরণং জগাম (হরেঃ শরণাপন্না অভূৎ) শ্রীমান্ সঃ (মিশ্রঃ অপি পুত্রার্থং) পিতৃযজ্ঞং চকার। যথা অধনঃ (দরিদ্রঃ) নিধিং প্রাপ্য মুদম্ আনন্দং আপ, তথা জগন্নাথঃ কিয়তা কালেন সুর-সুতোপমং (দেবকুমারতুল্যং) পুত্রং লেভে (প্রাপ্তবান্)। পিতা (জগন্নাথঃ) শ্রীমতো তস্য (পুত্রস্য) বিশ্বরূপকং নাম চক্রে (কৃতবান্)। পঠতা মহাত্মনা তেন (পুত্রেণ) স্বল্পেন এব কালেন বেদঃ, ন্যায়শাস্ত্রম্, উত্তমঃ সদ্‌যোগঃ (ভক্তিযোগঃ) চ জ্ঞাতঃ (অবগতঃ) সর্বজ্ঞঃ, সুধীঃ, শান্তঃ, সর্বেষাম্ উপকারকঃ চ (অভূৎ)। সঃ (বিশ্বরূপঃ) (কদাপি) বিষয়ে মনঃ ন অকরোৎ (আসক্তো নাভূৎ), (পরন্তু) নিত্যং হরিধ্যানপরঃ সন্ (নিরন্তরং শ্রীমদ্ভাগবত-রসস্বাদ-মত্তঃ বভূব) ॥ ৮৫৯-৬৮ ॥

অনুবাদ। অতঃপর তত্ত্বজ্ঞ শ্রীগুরুদেব সর্বশাস্ত্রার্থজ্ঞানী তাঁহাকে শ্রীমন্মিশ্রপুরন্দর-নামে অভিহিত করেন। এক দিবস উদারচেতা শ্রীমন্নীলাম্বর চক্রবর্তী ধার্মিকপ্রবর, কুলীনাগ্রগণ্য, পণ্ডিত শ্রীমন্মিশ্রপুরন্দরকে আহ্বান করিয়া তাঁহার কন্যা শ্রীশচীদেবীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া কুলপূজিত হইলেন। শ্রীমন্মিশ্রপুরন্দরও তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া সর্ববিষয়ে বর্ধিত হইতে লাগিলেন। তদনন্তর গৃহাশ্রমোচিত অতিথি-সৎকার, শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি-শৌচ-নিত্যনৈমিত্তিক কর্মসম্পাদনের ফলে তাঁহার ক্রমশঃ ধর্মোন্নতি হইতে লাগিল। ইহার ফলে অল্পকাল-মধ্যেই তাঁহার শুভলক্ষণযুক্তা অষ্টসংখ্যক কন্যা জন্মিল, কিন্তু তাহারা ও দৈবকর্তৃক ক্রমান্বয়ে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। শচীদেবী কন্যাগণের মৃত্যুজনিত দুঃখিতান্তঃকরণে মনে মনে শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলেন এবং পুত্রলাভেচ্ছায় শ্রীমন্মিশ্রদেবও পিতৃযজ্ঞ করিলেন। দরিদ্র যেমন অতিমূল্যবান্ নিধিলাভ করিয়া আনন্দিত হয়, শ্রীমান্ জগন্নাথও কিছু কালের মধ্যে দেবকুমার-সদৃশ পুত্র লাভ করিয়া তদ্রূপ আনন্দ লাভ করিলেন। পিতা জগন্নাথমিশ্র সেই শ্রীমান্ পুত্রের 'বিশ্বরূপ'-নামকরণ করেন। মহাত্মা বিশ্বরূপ স্বল্পদিবস-মধ্যেই বেদ, ন্যায়শাস্ত্র ও উত্তম ভক্তিযোগাদিতে বিশেষ জ্ঞানলাভ করেন। শান্তস্বভাব, অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন, সর্বজ্ঞ, পরোপকারী সেই বিশ্বরূপ কদাপি বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন না; পরন্তু নিরন্তর শ্রীহরির ধ্যান ও শ্রীমদ্ভাগবতের রসাস্বাদে মগ্ন থাকিতেন ॥ ৮৫৯-৬৮ ॥

ওহে শ্রীনিবাস, বিশ্বরূপের অন্তর।
কে বুঝিতে পারে কিবা চিন্তে নিরন্তর ॥ ৮৬৯ ॥
শ্রীঅদ্বৈত আচার্য সকল তত্ত্ব জানে।
প্রভুকে আনিব ইথে হর্ষ ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৮৭০ ॥

গঙ্গাজল, তুলসী, চন্দন-পুষ্প দিয়া।
প্রভুকে আরাধে মহা হুঙ্কার করিয়া ॥ ৮৭১ ॥
শ্রীঅদ্বৈত-হুঙ্কারে পাইয়া মহানন্দ।
কৈলা শচীগর্ভাবলম্বন গৌরচন্দ্র ॥ ৮৭২ ॥
শচী-জগন্নাথ-শোভা-বৃদ্ধি অতিশয়।
শচীগর্ভে সুখে গৌরচন্দ্র বিলসয় ॥ ৮৭৩ ॥
এক দুই গণনে হইলে ছয় মাস।
সর্বচিত্তাকর্ষে প্রভু করি' গর্ভে বাস ॥ ৮৭৪ ॥
অকস্মাৎ শ্রীঅদ্বৈত এথাই আসিয়া।
শচীগর্ভ বন্দিল চন্দন, গন্ধ দিয়া ॥ ৮৭৫ ॥
করি' প্রদক্ষিণ হর্ষে গেলা নিজালয়।
শচী-জগন্নাথ এথা হইলা বিস্ময় ॥ ৮৭৬ ॥
এথা শচী-আগে ব্রহ্মাদিক স্তুতি করে।
গর্ভে রহি' প্রভু নানা কৌতুক বিস্তারে ॥ ৮৭৭ ॥
ত্রয়োদশ মাস শচীগর্ভেতে রহিলা।
কে বুঝিতে পারে এই অলৌকিক-লীলা ॥ ৮৭৮ ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যে দ্বিতীয়-সর্গে ২৪তম-শ্লোকঃ—

ক্রমেণ মাসা দশ তে ত্রয়োঽধিকাঃ
সমীয়ুরাসন্নতয়া সমাপ্ততাম্।
তপস্যমাসশ্চরমঃ সমঙ্গলো
বভূব তেষাং জগতঃ সুখৈকভূঃ ॥ ৮৭৯ ॥

অন্বয়। ক্রমেণ (ক্রমশঃ) তে (গর্ভকালীনাঃ) ত্রয়োঽধিকা দশ মাসাঃ (ত্রয়োদশ মাসাঃ) সমাপ্ততাং সমীয়ুঃ (পূর্ণতাং জগ্মুঃ)। সমঙ্গলঃ (মঙ্গলান্বিতঃ), জগতঃ সুখৈকভূঃ (বিশ্ববাসিনাং আনন্দৈককারণং), তেষাং (পূর্বোক্তত্রয়োদশানাং মাসানাং চরমঃ (চতুর্দশঃ) তপস্যমাসঃ (ফাল্গুনমাসঃ) বভূব (সমাগতোঽভূৎ) ॥৮৭৯॥

অনুবাদ। (অতঃপর) ক্রমশঃ সেই ত্রয়োদশমাস বিগত হইলে পর বিশ্ববাসিগণের একমাত্র সুখের নিদান, পূর্বোক্ত মাসের শেষ অর্থাৎ চতুর্দশ মাস শুভ ফাল্গুন মাস সমাগত হইল ॥ ৮৭৯ ॥

চৌদ্দশত সাত শকে ফাল্গুন-পূর্ণিমা।
ফাল্গুনী-নক্ষত্র সর্বমঙ্গলের সীমা ॥ ৮৮০ ॥
হৈল চন্দ্রগ্রহণ-সময়ে বিশ্বম্ভর।
অবতীর্ণ হৈলা এই দেখ জন্ম-ঘর ॥ ৮৮১ ॥
জগন্নাথমিশ্রে পুত্ররত্ন লভ্য হইল।
সর্বাঙ্গসুন্দর রূপে সবে মগ্ন কৈল ॥ ৮৮২ ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে প্রথম-প্রক্রমে—

তং বিকাশি-কমলেক্ষণং, লসৎ-পূর্ণচন্দ্রবদনং কনকাভম্।
তেজসা বিতিমিরং দিশঃ স্বয়ং,কারয়ন্তমুপলভ্য সুতং স্বম্ ॥

অন্বয়। বিকাশি-কমলেক্ষণং (বিকাশিনী প্রস্ফুটিতে কমলে পদ্মে ইব ঈক্ষণে নয়নে যস্য তথাভূতং প্রস্ফুটিত-পঙ্কজনয়নং) লসৎ-পূর্ণচন্দ্র-বদনং (লসন্ ভাস্বরঃ, পূর্ণচন্দ্র ইব বদনং যস্য তথা ভূতং) কনকাভং (কনকস্য সুবর্ণস্য আভেব আভা কান্তির্যস্য তথাভূতং; সুগৌরকান্তিমিতি-ভাবঃ), স্বয়ং তেজসা (স্বকীয়াঙ্গকান্ত্যা) দিশঃ (দিক্-সমূহং) বিতিমিরং (অন্ধকারশূন্যং যথা স্যাত্তথা) কারয়ন্তং তং (শ্রীগৌরসুন্দরং) স্বং সুতমুপলভ্য (স্বীয়পুত্রত্বেন জ্ঞাত্বা); (শ্রীমজ্জগন্নাথমিশ্রঃ পরমানন্দিতোঽভূৎ) ॥ ৮৮৩ ॥

অনুবাদ। (শ্রীমজ্জগন্নাথমিশ্র) প্রস্ফুটকমলনয়ন, উজ্জ্বলপূর্ণচন্দ্রবদন, সুগৌরকান্তি এবং স্বকীয় অঙ্গকিরণ-চ্ছটায় দিগ্‌দিগন্তের অন্ধকারবিনাশকারী তাঁহাকে (সদ্যোজাত শ্রীগৌরসুন্দরকে) স্বীয় পুত্ররূপে পাইয়া পরমানন্দিত হইলেন ॥ ৮৮৩ ॥

ওহে শ্রীনিবাস, চন্দ্রগ্রহণের ছলে।
করাইলা নিজনাম-গ্রহণ সকলে ॥ ৮৮৪ ॥
স্থানে স্থানে লোকের সংঘট্ট অতিশয়।
করয়ে কীর্তন, সর্বচিত্তে হর্ষোদয় ॥ ৮৮৫ ॥
যা'র মুখে কভু না শুনিনু কৃষ্ণনাম।
সোহো নাম লইয়া করয়ে গঙ্গাস্নান ॥ ৮৮৬ ॥
আনের কা কথা, যবনেও কৃষ্ণ কয়।
ঐছে উদ্ধারয়ে জীবে শচীর তনয় ॥ ৮৮৭ ॥
সংকীর্তনপ্রিয় প্রভু জন্ম সংকীর্তনে।
সংকীর্তন-মহিমা বিদিত ত্রিভুবনে ॥ ৮৮৮ ॥

তথাহি শ্রীপদ্যাবলীধৃত-প্রভাসখণ্ড-বচনম্—

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্ ॥ ৮৮৯ ॥

অন্বয়। চেতোদর্পনমার্জনং (চেতঃ এব দর্পণঃ আদর্শঃ তস্য মার্জনং মালিন্যস্য অপাকরণং যস্মাৎ তৎ) ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং (ভবঃ সংসারঃ এব মহাদাবাগ্নিঃ তস্য নির্বাপণং যস্মাৎ তৎ) শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং (শ্রেয়াংসি এব কৈরবাণি কুমুদানি তেষাং চন্দ্রিকা জ্যোৎস্না তস্যাঃ বিতরণং যস্মাৎ তৎ) বিদ্যাবধূজীবনং (বিদ্যা এব বধূঃ পত্নী তস্যাঃ জীবনং প্রাণধারণং যস্মাৎ তৎ) আনন্দাম্বুধিবর্ধনং (আনন্দঃ প্রেমা এব অম্বুধিঃ সমুদ্রঃ তস্য বর্ধনং যস্মাৎ তৎ) প্রতিপদং (প্রতিক্ষণং) পূর্ণামৃতাস্বাদনং (পূর্ণামৃতস্য আস্বাদনং যস্মাৎ তৎ) সর্বাত্ম-স্নপনং (সর্বেষাম্ আত্মনাং সর্বতোভাবেন আত্মনো বাস্নপনং যস্মাৎ তৎ) পরং (কেবলমদ্বিতীয়ং) শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনং বিজয়তে (সর্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে) ॥ ৮৮৯ ॥

অনুবাদ। চিত্তরূপ দর্পণের মার্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্বাণকারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দসমুদ্রের বর্ধনকারী,পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ এবং সর্বস্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন॥৮৮৯॥

যে শুনিল শ্রীনামকীর্তন ধন্য সেহো।
শ্রবণমহিমা কি কহিতে পারে কেহো ॥ ৮৯০ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতে প্রথম-প্রক্রমে—

কীর্তনং শ্রীহরেঃ শ্রুত্বা নিমিষার্ধেন যা ভবেৎ।
প্রীতিরস্মাদৃশাং সা তু কোটিযজ্ঞৈর্ভবেন্ন হি ॥৮৯১॥

অন্বয়। নিমিষার্ধেন (অত্যল্পকালেন) শ্রীহরেঃ (নারায়ণস্য)(নামরূপগুণলীলাদীনাং)কীর্তনং শ্রুত্বা (আকর্ণ্য) অস্মাদৃশাং (অস্মাদ্বিধানাং সেবকানাং; শ্রীশচীগর্ভস্থ শ্রীগৌরসুন্দর-স্তবপরায়ণ-ব্রহ্মেন্দ্রাদীনামিতি ভাবঃ) যা প্রীতিঃ (তুষ্টিঃ) ভবেৎ সা (প্রীতিঃ) তু (কিন্তু) কোটিযজ্ঞৈঃ (অজস্রানুষ্ঠিতৈ-রিজ্যাদিভিঃ) হি (নিশ্চিতং) ন ভবেৎ ॥৮৯১

অনুবাদ। অত্যল্পকালমাত্র শ্রীহরিগুণানুকীর্তন-শ্রবণে আমাদের যে প্রকার সন্তুষ্টি হইয়াথাকে,অজস্রানুষ্ঠিত বিবিধ যজ্ঞাদি-দ্বারা সেই প্রকার প্রীতি কিছুতেই সম্ভব হয় না॥৮৯১

প্রভুর জনম-কথা সর্বত্র ব্যাপিল।
প্রভু-আকর্ষণে সবে অধৈর্য হইল ॥ ৮৯২ ॥

ধাইল অসংখ্য লোক মিশ্রের গৃহেতে।
দেবতা মনুষ্য কেহ না পারে চিনিতে ॥ ৮৯৩ ॥
মিশ্র-গৃহে আনন্দ-সমুদ্র উথলয়ে।
প্রভু-জন্মলীলা বিজ্ঞে বিস্তারি বর্ণয়ে ॥ ৮৯৪ ॥

তথাহি গীতে—বসন্ত

জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে।
জনমিলা গোরাচান্দ শচীর উদরে ॥ ৮৯৫ ॥
ফাল্গুন-পূর্ণিমা-তিথি নক্ষত্র ফাল্গুনী।
শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি ॥ ৮৯৬ ॥
পূর্ণিমার চান্দ যিনি করিলা প্রকাশ।
দূরে গেল অন্ধকার পাইল নৈরাশ ॥ ৮৯৭ ॥
দ্বাপর-যুগেতে ভেল কৃষ্ণ-অবতার।
আপনে করিল সেই অসুর সংহার ॥ ৮৯৮ ॥
শচীর উদরে ভেল গোরা অবতার।
কলিযুগে জীব গোরা করিলা উদ্ধার ॥ ৮৯৯ ॥
বাসুদেব ঘোষে গায় মনে করি আশা।
গোরা পহুঁ পদ দুই করিয়া ভরসা ॥ ৯০০ ॥

পুনর্বসন্ত—

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।
দশ দিকে উঠিল আনন্দ ॥ ধ্রু ॥ ৯০১ ॥
রূপ কোটী মদন জিনিয়া।
হাসে নিজ-কীর্তন শুনিয়া ॥ ৯০২ ॥
অতি সুমধুর মুখ আঁখি।
মহারাজ-চিহ্ন সব দেখি ॥ ৯০৩ ॥
শ্রীচরণে ধ্বজ-বজ্র শোভে।
সব অঙ্গ জগ-মন লোভে ॥ ৯০৪ ॥
দূরে গেল সকল আপদ।
ব্যক্ত হৈল সকল সম্পদ ॥ ৯০৫ ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ জান।
বৃন্দাবন দাস গুণ গান ॥ ৯০৬ ॥

পুনর্বসন্ত—

ফাল্গুন-পূর্ণিমা শুভক্ষণে।
পুত্র প্রসবিয়া শচী চাহে পুত্রপানে ॥ ৯০৭ ॥

তিলে তিলে কত উঠে চিতে।
কনক-নবনীভ্রমে নারে পরশিতে ॥ ২০৮ ॥
কত না যতনে কোলে করে।
পুত্রের জনম জানাইয়া মিশ্রবরে ॥ ২০৯ ॥
জগন্নাথ বিপ্রশিরোমণি।
ভাসে সুখসমুদ্রে পুত্রের জন্ম শুনি' ॥ ২১০ ॥
কত সাধে চলয়ে ধাইয়া।
না ধরে ধৈরয চান্দমুখ নিরখিয়া ॥ ২১১ ॥
লইয়া আপন প্রিয়গণে।
করয়ে মঙ্গলকর্ম পুত্রের কল্যাণে ॥ ২১২ ॥
চতুর্দিগে জয় জয়-ধ্বনি।
সবে কহে ধন্য ধন্য জনক-জননী ॥ ২১৩ ॥
সবার অন্তরে বাঢ়ে সুখ।
সুরধুনী ধরণী বিসরে সব দুঃখ ॥ ২১৪ ॥
দশ দিশ হইল উজ্জ্বল।
পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা প্রফুল্ল সকল ॥ ২১৫ ॥
নরহরি কহিতে কি আর।
গৌরচন্দ্রোদয়ে গেল তাপ অন্ধকার ॥ ২১৬ ॥

পুনর্ধানশী—

ফাল্গুন-পূর্ণিমা, মঙ্গলের সীমা,
প্রকট গোকুল-ইন্দু।
নদীয়া-নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
উথলে আনন্দ-সিন্ধু ॥ ২১৭ ॥
কিবা কৌতুক পরস্পরে।
শচীদেবী ভালে, পুত্র লৈয়া কোলে,
বিলসে সূতিকা-ঘরে ॥ ধ্রু ॥ ২১৮ ॥
বালকে দেখিতে, ধায় চারি ভিতে,
কেহ না ধরয়ে ধৃতি।
গ্রহণান্ধকারে, কে চিনে কাহারে,
অসংখ্য লোকের গতি ॥ ২১৯ ॥
বালক-মাধুরী, দেখি' আঁখি ভরি,
পাসরে আপন দেহা।
নরহরি কয়, শচীর তনয়
প্রকাশে কি নব লেহা ॥ ২২০ ॥

পুনঃ কামোদ—

পরম শুভ শচীগর্ভে বিলসত গৌর গোকুল নাহ।
করই স্তুতি-নতি দেবগণ ঘন ভবনে ভরই উছাহ ॥২২১॥
সুভগ ফাল্গুন-পূর্ণিমা নিশি শশি-উদয়ে রাহু গরাসি।
ঐছে সময়ে প্রকাশ পহুঁ নিজ নাম পহিলে প্রকাশি ॥
হোত জয় জয় কার জগ ভরি ধিরজ ধরত ন কোই।
মিশ্রভবনে প্রবেশি শিশু অবলোকি উনমত হোই ॥২২৩॥
বিবিধ মঙ্গল রচই নব নব সব মনোরথ পূর।
ভণত-নরহরি বিপুলবলী কলি গরবভর ভেল চুর ॥২২৪॥

পুনর্বসন্ত—

জয় জয় জয় মঙ্গলরব,ফাল্গুন-পূর্ণিমা নিশি নব শোভিত,
শচী-গর্ভে প্রকট গৌর বরজ রঞ্জনা।
ঝলকত বর বালক-তনু, কুঙ্কুম থির দামিনী জনু,
চমকত মুখচন্দ মধুর ধৈরজ ভর ভঞ্জনা ॥ ২২৫ ॥
পহু প্রকাশ নিরখত, ঘন গণসহ গগনে সুরগণ বরষত,
কুসুমালি বিপুল পুলক ভরল অঙ্গহী।
করত কত মনোরথ চিত, চঞ্চল ভনি চারু চরিত,
লোচন জলছল কত ছবি পায়ত বহু রঙ্গহী ॥ ২২৬ ॥
গায়ত কিন্নর সুধঙ্গ, বায়ত মৃদুতর মৃদঙ্গ,
ধা ধিকি ধিকিতা ধিক্ ধিক্ ধিকট তক ধিন্নানা।
নৃত্যত সুর নর্তকীচয়, বিবিধ ভাঁতি করু অভিনয়,
উঘট তত ক থৈ থৈ থৈ,তি অই অই অ তেন্নানা ॥২২৭॥
নির্মল দশ দিশ উজোর,
মলয়ানিল বহত থোর,
পিককুল কুহু কত বসন্ত, ঋতুপতি সরসায়ত্ত।
উছলত সুর সরিতবারি,
নদীয়া মহি মুদ বিথারি,
মিশ্রভবন কৌতুকে নরহরি হিয় উমতা অত্র ॥ ২২৮ ॥

পুনর্বসন্ত—

আজু পুনিম, সাঁঝ সময়ে, রাহু শশী গরাসি।
গৌরচন্দ্র-উদয়ে তবহি, তাপ তম বিনাশি ॥ ২২৯ ॥
প্রফুল্লিত সব, ভক্ত-হৃদয়, ধিরয ন ধরু কোই।
সীতাপতি নিয়রে, চলত অতি উনমত হোই ॥ ২৩০ ॥

ঘন ঘন হুঙ্কারত, অদ্বৈত পরম ধীর।
বিলসত প্রিয়গণ-সহ গ্রহণে সুরধুনী-তীর ॥ ২৩১ ॥
মঙ্গল কলরব সব নদীয়া পুর ভরি ভেল।
কৌতুকে কোই,জানত নাহি,কৈছে রজনী গেল ॥২৩২॥
মিশ্রভবন-শোভা শুভ, সম্পদ সুখ বাঢ়ি।
আয়ত বহু লোক কৌন, যাত ভবন ছাড়ি ॥ ২৩৩ ॥
বায়ত মৃদু বাদ্য সব সবাদক মুদ মাতি।
গায়কগণ গাননিপুণ, গায়ত কত ভাঁতি ॥ ২৩৪ ॥
নর্ত্তক কৃত নৃত্যতাত্তা, থৈ তাথৈ উচারি।
নির্মল যশ ভনত ভাঁট, ভঙ্গি ভর বিথারি ॥ ২৩৫ ॥
যাচক মন তোষি মিশ্র, দেত উচিত দান।
নিরুপম নবনী তরঙ্গ, নিরখত ঘনশ্যাম ॥ ২৩৬ ॥

পুনর্বসন্ত—তোড়ী

ভুবন মনচোরা, গোকুলপতি গোরা-
চাঁদের জনম কি শুভক্ষণে।
দেখিয়া পুত্রমুখ, শচীর যত সুখ,
তাহা কি কহিবারে পারে আনে ॥ ২৩৭ ॥
নদীয়া-পুরনারী, আইসে সারি সারি,
লইয়া থারি ভরি দ্রব্য বহু।
সুসজ্জে সুরপ্রিয়া, মানুষে মিশাইয়া,
বালকে নিরখিয়া থির নহু ॥ ২৩৮ ॥
শ্রীসীতাদেবী আসি', সূতিকা-গৃহে পশি,
দেখিয়ে শিশু উলসিত হিয়া।
মালিনী আদি সঙ্গে, ভাসয়ে নানা রঙ্গে,
করয়ে কত না মঙ্গল ক্রিয়া ॥ ২৩৯ ॥
গোয়ালিনী বা কত গোয়ালা শত শত,
লইয়া দধি আসে চারু সাজে।
সবে বিহ্বল-চিতে, পূরব সভাবেতে
ছড়ায় দধি আঙ্গিনার মাঝে ॥ ২৪০ ॥
রচিয়া করতালি, হাসিয়া নাচে ভালি,
তা দেখি' দেবে গোপ-বেশ ধরি'।
নাচয়ে আঙ্গিনাতে, কেবা না নাচে তা'তে,
সঘনে জয় জয়-ধ্বনি করি' ॥ ২৪১ ॥
বাজয়ে বাদ্য হেন কৌতুক নাহি যেন,
মিশ্রালয়ে সে নন্দালয়-রীতি।
নরহরি কি কব, প্রভু জনমোৎসব,
উৎসাহে কারু কিছু নাহি স্মৃতি ॥ ২৪২ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, কি বলিব জন্মকথা।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী লগ্ন গণে এথা ॥ ২৪৩ ॥
এথা অষ্টদিনে অষ্ট কলাই বিলায়।
ব্যাপিল অসংখ্য শিশু এই আঙ্গিনায় ॥ ২৪৪ ॥
এথা দেবগণে দেখে প্রভুর বিলাস।
বিবিধ কৌতুকে পূর্ণ হৈল একমাস ॥ ২৪৫ ॥
এথা বিশ্বম্ভরের শ্রীউত্থান-শয়নে।
মাতা-পিতা নানা চিহ্ন দেখে শ্রীচরণে ॥ ২৪৬ ॥
বালক উত্থান পর্বে নারীগণ এথা।
করে যে মঙ্গল কর্ম সে অদ্ভুত কথা ॥ ২৪৭ ॥
এইখানে বিশ্বম্ভর ক্রন্দনের ছলে।
অকস্মাৎ হরিবোল বোলায় সকলে ॥ ২৪৮ ॥
কি বলিব বাল্যাবেশে অদ্ভুত প্রকাশ।
বিশ্বম্ভর বয়স হইল চারিমাস ॥ ২৪৯ ॥
এই ঘরে আই বিশ্বম্ভরে শোয়াইয়া।
গেলেন কোথাও একা বালকে রাখিয়া ॥ ২৫০ ॥
অদ্ভুত বালক ক্রিয়া কেহো না বুঝয়।
ঘরে নানা সামগ্রীর করে অপচয় ॥ ২৫১ ॥
আসিয়া দেখয়ে পুত্র আছয়ে শয়নে।
কে কৈল এ কর্ম বলি' চিন্তে মনে মনে ॥ ২৫২ ॥
ছয় মাসে এথা অন্নপ্রাশন-সময়।
হৈল নামকরণ কৌতুক অতিশয় ॥ ২৫৩ ॥
শ্রীনিমাই বিশ্বম্ভর নাম লোকরীতে।
পুন নাম হৈল বহু বিদিত জগতে ॥ ২৫৪ ॥
অন্নপ্রাশনের যে বিধান লোকে গায়।
হইল সে সব মহানন্দ নদীয়ায় ॥ ২৫৫ ॥

গীতে—কামোদ

নদীয়ার নারীপুরুষ, সুকৃতি মানি,
মনে মহানন্দিত হৈয়া।

নিমাইর অন্নপ্রাশনে সকলে আইসেন
নানা সামগ্রী লৈয়া ॥ ৯৫৬ ॥
শচীসুত-শোভা, দেখে আঁখি ভরি,
নীলাম্বর ভাগ্যবন্তের কোলে।
নব নব আভরণময়, কটিতটে পট্ট ধটি,
অঞ্চল দোলে। ৯৫৭ ॥
হেম সরসিজ জিনি, তনুখানি মুখে,
কি উপমা চান্দের ঘটা।
মিষ্ট অন্ন কণিকা, গ্রহণে কিবা অদ্ভুত
মৃদু হাসির ছটা ॥ ৯৫৮ ॥
এ হেন উৎসাহে, কেবা ধরে ধৃতি,
কহিতে কৌতুক না আইসে মুখে।
সবে শচী-জগন্নাথে, প্রশংসয়ে
নরহরি-হিয়া উথলে সুখে ॥ ৯৫৯ ॥
কি বলিব শচীদেবী রহি এইখানে।
পাইলা আনন্দ সর্বজনের সম্মানে ॥ ৯৬০ ॥
এথা আই পুত্রে শোয়াইয়া মহাসুখে।
পাড়িয়া কাজল স্নিগ্ধ হেতু দেন আঁখে ॥ ৯৬১ ॥
এথা বৈসে আই চতুর্দিকে নারীগণ।
নিমাইরে করি' কোলে পিয়ায়েন স্তন ॥ ৯৬২ ॥
এথা আই নিমাইচান্দেরে নিন্দাইতে।
গায় সুমধুর স্বরে যেবা লয় চিতে ॥ ৯৬৩ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, এথা শচী ঠাকুরাণী।
বালকে লালয় যত কহিতে না জানি ॥ ৯৬৪ ॥
জানু-চংক্রমণ প্রভু করে এ অঙ্গনে।
সে অদ্ভুত শোভা সুখে বর্ণে বিজ্ঞগণে ॥ ৯৬৫ ॥

গীতে যথা—

এক মুখে কি কহিব গোরাচাঁদের লীলা।
হামাগুড়ি যায় নানা রঙ্গে শচীবালা ॥ ৯৬৬ ॥
লালে ঝর ঝর মুখ দেখিতে সুন্দর।
পাকা বিম্বফল জিনি সুরঙ্গ অধর ॥ ৯৬৭ ॥
অঙ্গদ বলয় সাজে সুবাহু যুগলে।
চরণে মগরা খাড়ু বাঘনখ গলে ॥ ৯৬৮ ॥
সোনার শিকলি শিরে পাটের থোপনা।
বাসুদেব ঘোষে কহে নিছনি আপনা ॥ ৯৬৯ ॥

পুনঃ রাগ—তুড়ী

জগন্নাথ মিশ্র মহাসুখে।
পুত্রে কোলে করি' চুম্ব দেই চান্দ-মুখে ॥ ৯৭০ ॥
শিরে কেশ ভূষণ সাজায়।
আগুলি চালিতে স্নেহ উথলে হিয়ায় ॥ ৯৭১ ॥
নিমাই বাপের কোল হৈতে।
ভঙ্গি করি নামযে অঙ্গনে বেড়াইতে ॥ ৯৭২ ॥
হামাগুড়ি বেড়ায় অঙ্গনে।
সোনার নূপুর বাজে সুচারু চরণে ॥ ৯৭৩ ॥
চলিতে হেরই উলটিয়া।
চলন মাধুরী মিশ্র দেখে দাঁড়াইয়া ॥ ৯৭৪ ॥
সম্মুখে আসিয়া কহে মায়।
কোলে চড়সিয়া বাপ, ধূলা লাগে গায় ॥ ৯৭৫ ॥
জননীর হাতে হাত দিয়া।
কোলে উঠে লহু লহু হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৯৭৬ ॥
দুগ্ধবিন্দু-সম দন্তদ্যুতি।
হাসিতে প্রকাশ তায় কেবা ধরে ধৃতি ॥ ৯৭৭ ॥
দুটি আঁখে যা'র পানে চায়।
তা'রে নিরন্তর সুখসমুদ্রে ভাসায় ॥ ৯৭৮ ॥
জননীর কোলে ভাল শোহে।
নরহরি নিছনি ভুবন মন মোহে ॥ ৯৭৯ ॥
এথা পুত্রে লৈয়া কোলে জিজ্ঞাসয়ে আই।
নেত্র নাসা মুখ কেবা বলহ নিমাই ॥ ৯৮০ ॥
শুনিয়া মায়ের কথা বাঢ়ে মহা সুখ।
দেখান অঙ্গুলি দিয়া নেত্র নাসা মুখ ॥ ৯৮১ ॥
জানু-চংক্রমণে এথা সর্পে সুখ দিলা।
সর্পের কুণ্ডলী পরি শয়ন করিলা ॥ ৯৮২ ॥
তাহা দেখি' ভয়ে সবে করে হায় হায়।
এ হেতু অনন্তদেব এই পথে যায় ॥ ৯৮৩ ॥
এথা বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভরে কোলে লৈয়া।
ঝাড়য়ে অঙ্গের ধূলা না জানি কি কৈয়া ॥ ৯৮৪ ॥

জানু-চংক্রমণে নানা রঙ্গ প্রকাশয়।
হরয়ে সবার দুঃখ, শোভা অতিশয় ॥ ৯৮৫ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, শ্রীচরণ-চংক্রমণে।
পরম কৌতুক এই অপূর্ব অঙ্গনে ॥ ৯৮৬ ॥
সুচারু চরণ-স্পর্শে মহীতাপ ক্ষয়।
অঙ্গের কিরণে সর্বচিত্ত আকর্ষয় ॥ ৯৮৭ ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে প্রথম-প্রক্রমে—

ততঃ কালেন শোণাভ্যাং পাদাভ্যামমিতদ্যুতিঃ।
অটন্ বিরহজং তাপং মেদিন্যাঃ সংজহার সঃ ॥৯৮৮॥

অন্বয়। ততঃ (অনন্তরং) কালেন (যথাকালং প্রাপ্য) অমিতদ্যুতিঃ (অতুলনীয়-প্রভাবশালী) সঃ (শ্রীগৌরসুন্দরঃ) শোণাভ্যাং (রক্তাভাভ্যাং) পাদাভ্যাং (চরণাভ্যাম্) অটন্ (ইতস্ততশ্চলন্) মেদিন্যাঃ (পৃথিব্যাঃ) বিরহজং (বিচ্ছেদ-জনিতং) তাপং (ক্লেশং) সংজহার (সম্যগ্‌রূপেণ দূরীকৃতবান্) ॥ ৯৮৮ ॥

অনুবাদ। অতঃপর অতুলনীয় প্রভাববিশিষ্ট শ্রীগৌর-সুন্দর তদীয় রক্তাভ শ্রীপাদপদ্মযুগল-সহযোগে ইতস্ততঃ বিচরণ করতঃ পৃথিবীর বিরহজনিত সন্তাপ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করিয়াছিলেন ॥ ৯৮৮ ॥

এ অঙ্গন-প্রদেশের মর্ম কেবা জানে।
পাদ-চংক্রমণের আরম্ভ এইখানে ॥ ৯৮৯ ॥

গীতে—রাগ-তোড়ী

শচীঠাকুরাণী চারু ছান্দে।
হাঁটন শিখায় গোরাচাঁদে ॥ ৯৯০ ॥
মৃদু মৃদু কহেন হাসিয়া।
ধরো মোর অঙ্গুলি আসিয়া ॥ ৯৯১ ॥
শুনি সুখে নদীয়ার শশী।
মায়ের অঙ্গুলি ধরে হাসি' ॥ ৯৯২ ॥
ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়ায়।
দুই চারিপদ চলি' যায় ॥ ৯৯৩ ॥
ছাড়িয়া অঙ্গুলি পড়ে ভূমে।
শচী কোলে লৈয়া মুখ চুমে ॥ ৯৯৪ ॥
কোলে চড়ি' চরণ দোলায়।
বাজয়ে নূপুর রাঙ্গা পায় ॥ ৯৯৫ ॥
আঙ্গুলে কচালি স্তন পিয়ে।
নাহি যে উপমা তায় দিয়ে ॥ ৯৯৬ ॥
চারি দিগে চায় ভঙ্গি করি'।
তাহাতে নিছনি নরহরি ॥ ৯৯৭ ॥

স্ব-ইচ্ছায় বিশ্বম্ভর বাঢ়ে দিনে দিনে।
পরম কৌতুকে একা ভ্রমে এ অঙ্গনে ॥ ৯৯৮ ॥
নবদ্বীপ-নিবাসী স্ত্রীগণ মহানন্দে।
প্রভাতে আসিয়া এথা দেখে গৌরচন্দ্রে ॥ ৯৯৯ ॥

গীতে—বিভাষ-রাগ

নদীয়ার অতি, পুণ্যবতী পতি-
ব্রতাগণের কি মনের গতি।
নিজ-পুত্রে মন, নাহি অনুখন,
ভণে শচীসুত-চরিত-রীতি ॥ ১০০০ ॥
নিশি শেষ দেখি' শয়ন উপেখি'
তিল আধ নাহি ধৈরয বাঁধে।
নানা দ্রব্যে থারি, ভরি সারি সারি,
লৈয়া চলে দিতে নদীয়া-চাঁদে ॥ ১০০১ ॥
শচীর গৃহেতে, প্রবেশিতে চিতে,
উথলয়ে কত কৌতুকসিন্ধু।
দেখয়ে সকলে, জননীর কোলে,
খেলে বসি' গোরা গোকুল-ইন্দু ॥ ১০০২ ॥
জুড়ায় নয়ন, নারীগণ-প্রাণ,
পা'য়া কোলে করি পাসরে দেহা।
কহে নরহরি, আহা মরি মরি,
কেবা সিরজিল এহেন লেহা ॥ ১০০৩ ॥

এই খানে নিমাইর অদ্ভুত নর্তন।
করতালি দিয়া নাচায়েন নারীগণ ॥ ১০০৪ ॥

গীতে—তোড়ী-রাগ

নাচো আরে বাপ বিশ্বম্ভর।
কর ভরি' খা'তে দিব ক্ষীর, ননী, সর ॥ ১০০৫ ॥
পতিব্রতাগণ চারিপাশে।
কহে কত নিমাই-চান্দেরে মৃদুভাষে ॥ ১০০৬ ॥
হার হরি বোল বোল বুলি।
সবে মিলি সঘনে রচয়ে করতালি ॥ ১০০৭ ॥

চাহি' গোরা জননীর পানে।
হরি বোল বুলি নাচে বিবিধ বন্ধানে ॥ ১০০৮ ॥
কিবা চাঁদমুখে মৃদু হাসি।
ভুলায়ে ভুবন ঢালে সুধা রাশি রাশি ॥ ১০০৯ ॥
নয়ন-চাহনি চারু ছান্দে।
ভুরুর ভঙ্গিমা দেখি' কেবা থির বাঁধে ॥ ১০১০ ॥
কি মধুর মধুর কিরণে।
ঝলকে অঙ্গন হেম-অঙ্গের কিরণে ॥ ১০১১ ॥
কিঙ্কিণী নূপুর বাজে ভালে।
নরহরি নিছনি চরণতল-তালে ॥ ১০১২ ॥
এথাই জননী-স্নেহে বিহ্বল হইয়া।
কহে কত নিমাইচান্দের মুখ চা'য়া ॥ ১০১৩ ॥

গীতে—ধানশী

আরে মোর সোনার নিমাই।
আপনার ঘর ছাড়ি', না যাবে পরের বাড়ী,
বসিয়া খেলাবে এই ঠাঁই ॥ ধ্রু ॥ ১০১৪ ॥
শিশুগণ খেলাইতে, আসিবে তোমার সাথে
এথাই রাখিবে তা' সবারে।
যখন যে চাও তুমি, তাহা আনি' দিব আমি
কিসের অভাব মোর ঘরে ॥ ১০১৫ ॥
যদি কেহ কিছু কয়, তারে দেখাইহ ভয়
বাপের নিষেধ জানাইয়া।
চঞ্চল বালক মেলে, বাড়ীর বাহির গেলে
মায়ে কি ধরিতে পারে হিয়া ॥ ১০১৬ ॥
তিলেক আঁখের আড়ে, পরাণ না রহে ধড়ে
নরহরি জানে মোর দুঃখ।
মায়ের বচন ধর, ঘরে বসি' খেলা কর
সদা যেন দেখি চান্দমুখ ॥ ১০১৭ ॥
এইখানে বিশ্বম্ভর ধূলা মাখে গায়।
তা' দেখি' জননী হাসি' করে হায় হায় ॥ ১০১৮ ॥
এথা মায়ে কিছু কহিবেন একারণ।
সন্দেশাদি ত্যাগি' কৈল মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥ ১০১৯ ॥
একদিন এই ঘরে শচী জগন্মাতা।
পুত্রে নিদ্রাইতে কহে পৌরাণিক কথা ॥ ১০২০ ॥
প্রতি বাক্যে বিশ্বম্ভর রচয়ে হুঙ্কার।
পরম আনন্দে মাতা কহে অনিবার ॥ ১০২১ ॥
"ওহে বাপ বিশ্বম্ভর! কৃষ্ণ মথুরায়।
কংসে বধিবারে গেলা কংসের সভায় ॥ ১০২২ ॥
কতক্ষণে মল্লযুদ্ধ করি কংসাসুরে।
মঞ্চ হৈতে ভূমে পাড়ি বধিলা কংসেরে ॥" ১০২৩ ॥
শুনি' প্রভু ক্রোধাবেশে কহে বার বার।
"আর যে আছয়ে তা'রে করিমু সংহার ॥" ১০২৪ ॥
আর একদিন প্রভু শুতিয়া এ ঘরে।
স্বপ্নে সম্বোধয়ে শিব-ব্রহ্মাদি দেবেরে ॥ ১০২৫ ॥
"ওহে শিব! ব্রহ্মা! চিন্তা না করিহ মনে।
জীব উদ্ধারিয়া মাতাইব সংকীর্তনে ॥" ১০২৬ ॥
ঐছে নানা স্বপ্নে কথা কহে বিশ্বম্ভর।
শুনি' থুথুৎকারে মাতা শঙ্কিত অন্তর ॥ ১০২৭ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, বিশ্বম্ভর বাল্যাবেশে।
কহিতে না জানি কিছু যে রঙ্গ প্রকাশে ॥ ১০২৮ ॥
বিশ্বম্ভরে লৈয়া এই ঘরে ছিলা আই।
অকস্মাৎ মহাভিড় হৈল এই ঠাঁই ॥ ১০২৯ ॥
চতুর্মুখ পঞ্চমুখ আদি দেবগণে।
দেখি' শচীমায়ের হইল ভয় মনে ॥ ১০৩০ ॥
এই ঘরে জগন্নাথ মিশ্র ছিলা শু'য়া।
পিতার নিকট পুত্রে দিল পাঠাইয়া ॥ ১০৩১ ॥
অকস্মাৎ শুনে নূপুরের শব্দ হয়।
বিস্মিত হইয়া পিতামাতা কত কয় ॥ ১০৩২ ॥
রজনী-প্রভাতে পিতামাতা সশঙ্কিত।
করিল মঙ্গল কর্ম যে হয় বিহিত ॥ ১০৩৩ ॥
এথা শিশুগণ-মধ্যে নাচে বিশ্বম্ভর।
সে শোভা দেখিয়া কত কহে পরস্পর ॥ ১০৩৪ ॥

গীতে—কামোদ-রাগ

কি এ হাম পেখলু কনক-পুতলিয়া।
শচীর অঙ্গনে নাচে ধূলি ধূসরিয়া ॥ ১০৩৫ ॥
চৌদিগে দিগম্বর বালক বেঢ়িয়া।
তা'র মাঝে নাচে গোরা হরি হরি বলিয়া ॥ ১০৩৬ ॥

উজ্জল কমল-পদ ধায় ঝিকমণিয়া।
জননী শুনয়ে ভাল নূপুরের ধনিয়া॥ ১০৩৭॥
কহে বাসুদেব ঘোষ শিশুরস জানিয়া।
ধন্য নদীয়ার লোক নবদ্বীপ ধনিয়া॥ ১০৩৮॥
ওহে শ্রীনিবাস, এ অঙ্গনে বিশ্বম্ভর।
নাচে নানা রঙ্গে সে কৌতুক মনোহর॥ ১০৩৯॥

গীতে—বিভাষ

শচীর অঙ্গনে নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি' হাসি' ফিরি' ফিরি' মায়েরে লুকায়॥ ১০৪০॥
বয়ানে বসন দিয়া বলে—"লুকাইলু।"
শচী বলে,—"বিশ্বম্ভর! আমি না দেখিলু।" ১০৪১॥
মায়ের অঞ্চল ধরি' চঞ্চলচরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন-গমনে॥ ১০৪২॥
বাসুদেব ঘোষ কহে অপরূপ শোভা।
শিশুরূপ দেখি' হয় জগমন লোভা॥ ১০৪৩॥

পুনঃ রাগ—ভাট্যালি

নাচে গোরা শচীর দোলালিয়া।
চৌদিগে বালক মেলি,　　দেই তা'রা করতালি,
হরিবোল হরিবোল বলিয়া॥ ধ্রু॥ ১০৪৪॥
সুরঙ্গ চতুনা মাথে, গলায় সোণার কাঁটী।
সাধ করে পরা'য়াছে গায় ধড়া গাছি আঁটি॥ ১০৪৫॥
সুন্দর চাঁচর কেশ সুবলিত তনু।
ভুবনমোহন বেশ, ভুরু কামধনু॥ ১০৪৬॥
রজত-কাঞ্চন নানা আভরণ, অঙ্গে মনোহর সাজে।
রাতা উতপল চরণ-যুগল তুলিতে নূপুর বাজে॥১০৪৭॥
শচীর অঙ্গনে　　নাচয়ে সঘনে,
বোলে আধ আধ বাণী।
বাসুদেব ঘোষে বোলে,　　ধর ধর কর কোলে
গোরা যেন পরাণের পরাণি। ১০৪৮॥

পুনঃ—কামোদ

রঙ্গে নাচয়ে শচীর বালা।
রূপে করয়ে ভুবন আলা॥ ১০৪৯॥
জিনি' হেম সরসিজ তনু।
ধূলিধূসর পরাগ জনু॥ ১০৫০॥
বেশ-ভূষণ শোভয়ে ভালী।
হরি বলি দেই করতালী॥ ১০৫১॥
মৃদু হাসয়ে মধুর ছাঁদে।
তাহে কেবা বা ধৈরয বাঁধে॥ ১০৫২॥
চারিদিগে কি কৌতুকে চায়।
কর ভরি' সর দেই মায়॥ ১০৫৩॥
ভঙ্গি করি' ঘন ঘন ঘুমে।
ধটি-অঞ্চল লোটায় ভূমে॥ ১০৫৪॥
কটি-কিঙ্কিণী সুচারু ছটা।
তার ঝিনিনি শবদ-ঘটা॥ ১০৫৫॥
বাজে ঝনুঝুনু নূপুর পায়।
নরহরি সে নিছনি তায়॥ ১০৫৬॥
কি বলিব এইখানে শচীর নন্দন।
মায়ের অঞ্চল ধ'রি করয়ে ভ্রমণ॥ ১০৫৭॥
বাড়ীর বাহিরে প্রভু খেলাইতে যায়।
কি শুচি অশুচি স্থান সর্বত্র বেড়ায়॥ ১০৫৮॥
এইখানে দাঁড়াইয়া কহে শচী আই।
না যাহ অশুচি-স্থানে অবুধ নিমাই॥ ১০৫৯॥
মায়ের কথায় যে কহিল বিশ্বম্ভর।
তাহা শুনিতেই হৈল বিস্ময় অন্তর॥ ১০৬০॥
খেলায় মর্কট-খেলা ঐ গঙ্গাতীরে।
ডাকয়ে জননী এথা রহি উচ্চৈঃস্বরে॥ ১০৬১॥
অলক্ষিত আসি' এই ঘরে সামাইয়া।
ক্রোধাবেশে নানা দ্রব্য ফেলে ছড়াইয়া॥ ১০৬২॥
নিমাইরে কোলে করি' শচীদেবী এথা।
কহে কত, নিমাই না মানে তাঁ'র কথা॥ ১০৬৩॥
কোলে হৈতে নামি' প্রভু পলাইয়া যায়।
হাতে ছড়ি করি' আই পাছে পাছে ধায়॥১০৬৪॥
চতুর্দিকে দেখে লোক কহে বার বার।
যশোদার প্রায় শ্রীশচীর ব্যবহার॥ ১০৬৫॥
এথা বর্জ্য মৃত্তিকা হাড়ীর আসনেতে।
বৈসে বিশ্বম্ভর মসিচিহ্ন সর্বাঙ্গেতে॥ ১০৬৬॥
জননী কহয়ে,—"শুচি অশুচি না জান।
স্নান কর' গিয়া শীঘ্র মোর কথা মান"॥ ১০৬৭॥

শুনি' কত কহে ক্রোধে উল্লাস অন্তরে।
ইষ্টকা লইয়া ত্রাস দেখান মায়েরে ॥ ১০৬৮ ॥
এথা নারীগণ-মধ্যে মূর্ছাপন্ন আই।
তাহে নারিকেল ফল আনিল নিমাই ॥ ১০৬৯ ॥
কুক্কুরশাবক লৈয়া এথাই খেলায়।
তাহারে রাখয়ে এই ঘরের পিড়ায় ॥ ১০৭০ ॥
সে শাবকে আই ছলে দিলেন ছাড়িয়া।
এথা গালি পাড়ে যায় নিমাই কান্দিয়া ॥ ১০৭১ ॥
জগতজননী শচীদেবী এইখানে।
প্রবোধে বালকে যৈছে কেবা তাহা জানে ॥ ১০৭২ ॥
এথা আই সাজাইয়া নানা উপহার।
বটবৃক্ষতলে চলে ষষ্ঠী পূজিবার ॥ ১০৭৩ ॥
এথা বিশ্বম্ভর মগ্ন ছিলেন খেলায়।
না মানি নিষেধ ষষ্ঠী-পূজাদ্রব্য খায় ॥ ১০৭৪ ॥
এথা আই ধরি' বৃদ্ধ নারীর চরণে।
নিমাইর মঙ্গল প্রার্থয়ে জনে জনে ॥ ১০৭৫ ॥
এথা নারীগণ নিমাইয়েরে কোলে করি'।
শিখায়েন যত তাহা কহিতে না পারি ॥ ১০৭৬ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, বিশ্বম্ভর ইচ্ছাময়।
দুই চোরে যত কৃপা কহিল না হয় ॥ ১০৭৭ ॥
বিশ্বম্ভর-অঙ্গে দেখি' নানা-আভরণ।
লইতে করয়ে যুক্তি এথা দুই জন ॥ ১০৭৮ ॥
জগৎ ভুলায় যে তাহারে ভুলাইয়া।
লইয়া গেলা চোর ভ্রমে, ভ্রমিয়া নদীয়া ॥ ১০৭৯ ॥
এথা স্কন্ধ হৈতে নামাইয়া সাবহিত।
পলাইয়া চোর এ কৌতুক অলক্ষিত ॥ ১০৮০ ॥
নিমাইসুন্দর চঞ্চলের শিরোমণি।
যবে যে করয়ে তাহা কহিতে কি জানি ॥ ১০৮১ ॥
যা'র তা'র ঘরে গিয়া বালকে কান্দায়।
দধিদুগ্ধ-ভাণ্ড সব ভাঙ্গিয়া ফেলায় ॥ ১০৮২ ॥
এথা হর্ষে আসি' তাঁ'রা দেন ওলাহন।
ব্রজে যৈছে যশোদায় কহে গোপীগণ ॥ ১০৮৩ ॥
ওহে শ্রীনিবাস! এই নদীয়া-নগরে।
অতিথের সেবা অতিশয় মিশ্রঘরে ॥ ১০৮৪ ॥
কিবা বিপ্র, কি সন্ন্যাসী কেহো কেনে নয়।
সবারে আদরে মহা উল্লাস হৃদয় ॥ ১০৮৫ ॥

মিশ্রগৃহে তৈর্থিক বিপ্রের আতিথ্য ও শ্রীগৌরসুন্দরের অষ্টভুজমূর্তি-প্রদর্শন—

একদিন আইলা এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
অতি দিব্য তেজ শুদ্ধাচার সর্বোত্তম ॥ ১০৮৬ ॥
সর্ব-শাস্ত্রে বিজ্ঞা কেহো লখিতে না পারে।
উপাসনা শ্রীগোপাল-মন্ত্র ষড়ক্ষরে ॥ ১০৮৭ ॥
কণ্ঠভূষা শ্রীবালগোপাল শালগ্রাম।
নিরন্তর বদনে জপয়ে কৃষ্ণনাম ॥ ১০৮৮ ॥
তাঁ'রে দেখি' মিশ্র মহা আনন্দ অন্তরে।
বিহিত বিধানে বাসা দিলা এই ঘরে ॥ ১০৮৯ ॥
এথা অকস্মাৎ বিপ্র বিশ্বম্ভরে দেখি'।
কাহার বালক বলি না ফিরায় আঁখি ॥ ১০৯০ ॥
—"এহেন বালক না দেখিনু কুন খানে।"
হইয়া অধৈর্য বিপ্র কহে মনে মনে ॥ ১০৯১ ॥
বিপ্র-পানে চাহি' প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
শিশু-সহ বাড়ীর বাহিরে খেলে গিয়া ॥ ১০৯২ ॥
বিপ্র মহাধীর কিছু না কহে কা'রে।
দেখিলা মিশ্রের চেষ্টা উল্লাস অন্তরে ॥ ১০৯৩ ॥
মিশ্র মহাযত্নে বিপ্রে পাক করাইল।
প্রায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণেই পাক সাঙ্গ হৈল ॥ ১০৯৪ ॥
কৃষ্ণে ভোগ দিতে ধ্যানে বৈসে বিপ্রবর।
আইলা শোভাময় অন্তর্যামী বিশ্বম্ভর ॥ ১০৯৫ ॥
মহাহর্ষে আসি' একগ্রাস অন্ন খায়।
দেখি ভাগ্যবন্ত বিপ্র করে হায় হায় ॥ ১০৯৬ ॥
মিশ্র মহাক্রোধে পুত্রে চাহয়ে মারিতে।
কহি' কত বিপ্র ধরিলেন মিশ্রহাতে ॥ ১০৯৭ ॥
মিশ্রের কথায় পুনঃ করিলা রন্ধন।
পুনঃ ঐছে বিশ্বম্ভর করিলা ভক্ষণ ॥ ১০৯৮ ॥
পুনঃ বিশ্বরূপের বিনয়ে বিপ্রবর।
পাক কৈল পুনঃ ঐছে ভুঞ্জে বিশ্বম্ভর ॥ ১০৯৯ ॥
ভকত-বৎসল প্রভু ভুঞ্জি বারত্রয়।
শেষে অনুগ্রহ যৈছে কহি' সাধ্য নয় ॥ ১১০০ ॥

হইল অনেক রাত্রি প্রভুর ইচ্ছাতে।
সবে নিদ্রাগত যে যে ছিলেন এথাতে ॥ ১১০১ ॥
ভুবনমোহন বিশ্বম্ভর দয়াময়।
সুমধুর বাক্যে বিপ্র-প্রতি কয় ॥ ১১০২ ॥
ভক্তাধীন প্রভু এই রন্ধনের ঘরে।
দেখি' বিপ্র আশ্চর্য দেখান বিশ্বম্ভরে ॥ ১১০৩ ॥
অষ্টভুজ, শঙ্খচক্রাদিক চতুষ্টয়ে।
দ্বয়ে ভুঞ্জে নবনী, বায়য়ে বংশীদ্বয়ে ॥ ১১০৪ ॥
সর্বাঙ্গ-সুন্দর, রত্নভূষণে ভূষিত।
নেত্রের ভঙ্গিতে করে জগৎ মোহিত ॥ ১১০৫ ॥
দেখে বিপ্র যমুনাপুলিন, বৃন্দাবন।
চতুর্দিগে শোভয়ে গো, গোপ, গোপীগণ ॥ ১১০৬ ॥
দেখি' বিপ্র আনন্দে পড়িয়া মহীতলে।
ধুইলেন প্রভুপাদপদ্ম নেত্রজলে ॥ ১১০৭ ॥
করুণা-সমুদ্র প্রভু শচীর নন্দন।
জানাই নদীয়া-ক্রীড়া কৈল আলিঙ্গন ॥ ১১০৮ ॥
অন্যে এসকল প্রকাশিতে নিষেধিল।
প্রভু ব্যক্ত হৈলে এ সব ব্যক্ত হৈল ॥ ১১০৯ ॥
আচ্ছন্ন রূপেতে বিপ্র রহি' নদীয়ায়।
দেখে প্রভুলীলা যাহা ব্রহ্মাদি ধিয়ায় ॥ ১১১০ ॥
এইখানে একদিন মিশ্রের তনয়।
করয়ে ক্রন্দন তা'হে বিদরে হৃদয় ॥ ১১১১ ॥

একাদশী-দিনে জগদীশ ও হিরণ্য গোবর্ধন বিপ্রের নিকট অন্নগ্রহণচ্ছলে তাঁহাদের প্রতি কৃপা-প্রদর্শন—

জগদীশ, হিরণ্য শ্রীএকাদশী-দিনে।
বিষ্ণু লাগি' কৈল নানা সামগ্রী যতনে ॥ ১১১২ ॥
তাহাই খাইতে আগে চায় বিশ্বম্ভর।
শুনিলেন জগদীশ হিরণ্য বিপ্রবর ॥ ১১১৩ ॥
বিষ্ণুর নৈবেদ্য না হইতে আনি' দিল।
তাহা এথা ভুঞ্জিয়া ক্রন্দন সম্বরিল ॥ ১১১৪ ॥
জগদীশ হিরণ্যের ওই বাড়ী হয়।
জগন্নাথমিশ্র-সঙ্গে অত্যন্ত প্রণয় ॥ ১১১৫ ॥

নিমাইয়ের বিবিধ বাল্য-চেষ্টা—

কি ক'ব নিমাইর বাল্যচেষ্টা-নিরুপম।
যখন যে চায় তাহা না দিলে বিষম ॥ ১১১৬ ॥
এথা রহি' নিমাই আকাশ-পানে চায়।
চাঁদ ধরি' দেহ' মোরে কহে শচী-মায় ॥ ১১১৭ ॥
উড়ে পক্ষী দেখি' এথা শচীর নন্দন।
ধরি দেহ' মোরে কহি' করয়ে ক্রন্দন ॥ ১১১৮ ॥
বালিকা সকল মিলি' আসিয়া এথায়।
নিমাইর উপদ্রব কহে শচী-মায় ॥ ১১১৯ ॥
এথাই আসিয়া পুণ্যবন্ত বিপ্র সব।
মিশ্রে কহে নিমাইচান্দের উপদ্রব ॥ ১১২০ ॥
এথা রহি' বিশ্বম্ভর-প্রতি কহি' আই।
বিশ্বরূপে ডাকিয়া আনহ শীঘ্র যাই ॥ ১১২১ ॥
বিশ্বরূপ আছেন শ্রীঅদ্বৈত-সভায়।
তাঁ'রে কহে, ভোজনে চলহ ডাকে মায় ॥ ১১২২ ॥
অগ্রজের বস্ত্রাঞ্চল ধরি' বিশ্বম্ভর।
মোহিয়া সবার চিত্ত আইলেন ঘর ॥ ১১২৩ ॥
স্নান সংস্কারি দুই শিশু সেই ক্ষণে।
এইখানে দুই ভাই বসিলা ভোজনে ॥ ১১২৪ ॥
ওহে বাপ শ্রীনিবাস, কহিতে কি আর।
সে সব ভাবিতে হিয়া বিদরে আমার ॥ ১১২৫ ॥
এইখানে শচী-মিশ্র পুত্রেরে বুঝায়।
যে কার্য করিলা বাপ ইহা না জুয়ায় ॥ ১১২৬ ॥
ঋষিসম শ্রীমুরারি গুপ্ত নদীয়াতে।
সভেই সমীহা তা'রে করে সর্বমতে ॥ ১১২৭ ॥
ভোজনের কালে তা'র ভোজন-থালিতে।
লঘ্বী কৈলা ইথে কেবা না নিন্দে জগতে ॥ ১১২৮ ॥
তেহোঁ বিজ্ঞ তেঞি দোষ না নিল তোমার।
কোথাও এমন কার্য না করিহ আর ॥ ১১২৯ ॥

নিমাইয়ের বিদ্যারম্ভ—

বিদ্যারম্ভ-সময়ে শ্রীমিশ্র এইখানে।
পুত্র-হাতে খড়ি দিলা অতি শুভক্ষণে ॥ ১১৩০ ॥
ক, খ, গ, ঘ লেখিয়া কহয়ে—লেখ বাপ।
হাঁটু পাড়ি লেখে তা' দেখিলে ঘুচে তাপ ॥ ১১৩১ ॥

লেখিয়া নিমাই চান্দ ক, খ, গ, ঘ বোলে।
তাহা শুনি' মিশ্র-হিয়া আনন্দে উথলে ॥ ১১৩২ ॥
বিদ্যারসে মগ্ন প্রভু পৌগণ্ড-বয়সে।
লেখিতে না পাইলেই চাঞ্চল্য প্রকাশে ॥ ১১৩৩ ॥
যবে যে লিখয়ে তাহা বাড়ে দিনে দিনে।
বিশ্বম্ভরে সবে প্রশংসয়ে এই খানে ॥ ১১৩৪ ॥
এথা জগন্নাথমিশ্র মহাহর্ষ-চিতে।
হইলা বেষ্টিত বিশ্বম্ভরে পড়াইতে ॥ ১১৩৫ ॥
খুলিয়া পুস্তক পাঠ দিলা এইখানে।
বিশ্বম্ভর মগ্ন হইলেন অধ্যয়নে ॥ ১১৩৬ ॥
এইখানে দাঁড়াইয়া বিশ্বম্ভর-রায়।
একাদশী করিতে কহেন শচী-মায় ॥ ১১৩৭ ॥
পুত্রের বচনে হর্ষ হৈয়া যত্ন করি'।
করেন শ্রীএকাদশীব্রত সর্বোপরি ॥ ১১৩৮ ॥
এথা জগন্নাথমিশ্র হর্ষ অতিশয়।
বিশ্বরূপে বিবাহ দিবেন বিচারয় ॥ ১১৩৯ ॥
বিশ্বরূপ সকল অনিত্য বিচারিয়া।
সন্ন্যাস-গ্রহণ কৈল কৃষ্ণের লাগিয়া ॥ ১১৪০ ॥
'শ্রীশঙ্করারণ্য'-নাম হইল বিদিত।
তীর্থপর্যটনে চলে যৈছে পূর্বরীত ॥ ১১৪১ ॥
বিশ্বরূপ শ্রীবলদেবের অংশ হয়।
বয়স ষোড়শ বর্ষ সৌন্দর্যাতিশয় ॥ ১১৪২ ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে প্রথম-প্রক্রমে—

ইত্যুক্ত্বা বক্তুমারেভে বৈদ্যো হৃদ্যাং কথাং শুভাম্।
বলদেবাংশকস্যাপি বিশ্বরূপস্য পাবনীং ॥ ১১৪৩ ॥

অন্বয়। বৈদ্যঃ (শ্রীলমুরারিগুপ্তঃ) ইত্যুক্ত্বা (শ্রীবিশ্বরূপচরিত-কথনার্থং প্রতিজ্ঞানন্তরং) বলদেবাংশকস্য (বলদেবাংশাবতারস্য) বিশ্বরূপস্যাপি পাবনীং (পবিত্রতা-সম্পাদনার্হাং)হৃদ্যাং (হৃদয়গ্রাহিণীং) শুভাং(মঙ্গলবিধায়িনীং) কথাং (চরিতং) বক্তুমারেভে (কথয়িতুমারেভে) ॥১১৪৩॥

অনুবাদ। এইরূপ বলিয়া বৈদ্য শ্রীমুরারিগুপ্ত বলদেবাংশ শ্রীবিশ্বরূপের পবিত্রতাসম্পাদিকা, হৃদয়গ্রাহিণী এবং মঙ্গলবিধায়িনী চরিতগাথাও বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১১৪৩ ॥

শ্রীমচ্ছ্রীবিশ্বরূপঃ সকলগুণনিধিঃ ষোড়শাব্দোঽতিশুদ্ধঃ
প্রাপাচার্যত্বমাত্মশ্রবণমননতাসক্তধীঃ প্রেমভক্তঃ।
সর্বজ্ঞঃ সর্বদাসৌ নরহরিচরণাসক্তচিত্তোঽতিহৃষ্টঃ
শান্তঃ সন্তোষযুক্তো জগতি ন রতিমান্ বেদবেত্তা রসজ্ঞঃ ॥

অন্বয়। আত্মশ্রবণমননতাসক্তধীঃ (আত্মনঃ পরমাত্মনঃ শ্রীভগবতঃ ইতিভাবঃ, তস্য লীলাদিবিষয়কং শ্রবণং মননঞ্চ তয়োর্ভাবস্তস্মিন্ আসক্তা নিবিষ্টা ধীঃ বুদ্ধির্যস্য সঃ।) অতিশুদ্ধঃ (বিশুদ্ধসত্ত্ববিশিষ্টঃ) প্রেমভক্তঃ (জ্ঞানকর্মাদিবিরহিতঃ শুদ্ধভক্তিমান্) সকলগুণনিধিঃ (নিখিলসদ্গুণনিলয়ঃ) শ্রীমৎ শ্রীবিশ্বরূপঃ (শ্রীগৌরাগ্রজঃ) (যদা) ষোড়শাব্দঃ (ষোড়শ-বার্ষিকঃ) (তদা) আচার্যত্বং প্রাপ (গুরুপদবীমবাপ ; আচার্যোচিতগুণসম্পন্নোঽভূৎ) সর্বদা নরহরিচরণাসক্তঃ (নিয়তং শ্রীনৃসিংহপাদপদ্মনিবিষ্টচিত্তঃ) সর্বজ্ঞঃ (সকল-বিষয়কজ্ঞানবান্) অতিহৃষ্টঃ (সদানন্দময়ঃ) শান্তঃ (চিত্ত-বিক্ষোভরহিতঃ) (অতএব) সন্তোষযুক্তঃ (হৃষ্টচিত্তঃ)বেদবেত্তা (বেদপারঙ্গতঃ) রসজ্ঞঃ (ব্রহ্মজ্ঞঃ, রসো বৈ সঃ ইতি শ্রুতেঃ) অসৌ (শ্রীবিশ্বরূপঃ) জগতি (জড়বিষয়ে) ন রতিমান্ (আসক্তিবিশিষ্টো নাসীৎ) ॥ ১১৪৪ ॥

অনুবাদ। শ্রীভগবন্নামলীলাদিবিষয়ক শ্রবণ-মননপরায়ণ নির্মলান্তঃকরণ, বিশুদ্ধভক্তিমান্ সকল সদ্গুণনিলয় শ্রীমৎ শ্রীবিশ্বরূপ ষোড়শবর্ষ-বয়ঃক্রমকালে আচার্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীনৃসিংহদেবের পাদপদ্মে নিয়ত নিবিষ্টচিত্ত, সকল বিষয়কজ্ঞানবান্, সর্বদা আনন্দময়, চিত্তবিক্ষোভরহিত (অতএব) শান্ত, বেদবেত্তা এবং রসজ্ঞ সেই শ্রীমদ্ বিশ্বরূপ জাগতিক কোন বিষয়ে আসক্ত ছিলেন না ॥ ১১৪৪ ॥

এথা বিশ্বম্ভর কান্দে ধূলায় লোটায়।
অগ্রজবিচ্ছেদে অতি ব্যাকুল হিয়ায় ॥ ১১৪৫ ॥
এথা শচী, জগন্নাথমিশ্র দোঁহে কান্দে।
দোঁহার ক্রন্দনে কেহো স্থির নাহি বান্ধে ॥ ১১৪৬ ॥
কোথা বিশ্বরূপ বলি' ডাকে বার বার।
কেবা না ঝুরয়ে শুণে লোক নদীয়ার ॥ ১১৪৭ ॥
হইল ক্রন্দনময় মিশ্রের ভবন।
সে সব ভাবিতে দুঃখে দগ্ধয়ে জীবন ॥ ১১৪৮ ॥
শচী-জগন্নাথে সবে প্রবোধে এথায়।
হইলেন স্থির বিশ্বম্ভরের ইচ্ছায় ॥ ১১৪৯ ॥

একদিন এথা পিতামাতা-প্রতি কয়।
বিশ্বরূপ-সন্ন্যাসে মঙ্গল অতিশয় ॥ ১১৫০ ॥
পিতৃকুল মাতৃকুল তেঁহো উদ্ধারিব।
আমি তোমা দোঁহাকার সেবন করিব ॥ ১১৫১ ॥
শুনি' পুত্রবাক্য দোঁহে অতি হর্ষ হৈলা।
কোলেতে লইয়া মুখচন্দ্রমা চুম্বিলা ॥ ১১৫২ ॥
ওহে শ্রীনিবাস বিশ্বরূপের সন্ন্যাসে।
ঘুচয়ে চাঞ্চল্য কিছু দিবসে দিবসে ॥ ১১৫৩ ॥

নিমাইয়ের চূড়াকর্ম ও যজ্ঞসূত্রধারণ—

এথা শচী-প্রতি কহে মিশ্র পুরন্দর।
চূড়াকর্ম-যোগ্য হইলেন বিশ্বম্ভর ॥ ১১৫৪ ॥
এত কহি' দোঁহে বেদবিহিত বিধানে।
করিল পুত্রের চূড়াকর্ম এইখানে ॥ ১১৫৫ ॥

গীতে—ধানশী

আজু কি আনন্দময়, লোকগতি অতিশয়,
শোভাময় শচীর ভবনে।
সবার পরাণ জুড়া, নিমাইচান্দের চূড়া-
কর্মাদি অপূর্ব শুভক্ষণে ॥ ১১৫৬ ॥
দিব্য-বস্ত্র অলঙ্কারে, সাজাইয়া বিশ্বম্ভরে
বসাইয়া দিব্যাসন 'পরি।
যে বেদবিহিত আর, লোকরীতি যে-প্রকার
তাহা মিশ্র করে যত্ন করি' ॥ ১১৫৭ ॥
আসিয়া নাপিত আর্য, সাধয়ে সে নিজ-কার্য,
কর্ণমূলে পীত-সূত্র দিতে।
নারীগণ জয়কারে, কে না জয়ধ্বনি করে,
ব্যাপিল মঙ্গল পৃথিবীতে ॥ ১১৫৮ ॥
বিপ্রে করে বেদ-পাঠ, বর্ণয়ে কবিত্ব ভাট,
বাদক বিবিধ বাদ্য বায়।
নাচয়ে নর্তক যত, নরহরি কহে কত,
গায়কে নির্মল যশ গায় ॥ ১১৫৯ ॥

চিদানন্দময় প্রভু লোকবৎ লীলা।
কর্ণবেধ না করিতে ছিদ্র সে দেখিলা ॥ ১১৬০ ॥
নাপিত দেখিয়া মনে পাইল বিস্ময়।
প্রভু-ইচ্ছামতে কা'রে কিছু নাহি কয় ॥ ১১৬১ ॥
শ্রীজীব সন্দর্ভে যেই সব বিচারিল।
নরহরি আজ্ঞা পা'য়া আনন্দ করিল ॥ ১১৬২ ॥

পুনশ্চ রাগ—বেলাবলী

আজু নিরুপম গৌরচন্দ্র-চূড়া বেদবিহিত
মঙ্গল লোক ভীড় ভবনে।
শ্রীনবদ্বীপ-বধূবৃন্দ-রীতি অতুল উলু লু লু লু লু লু
দেত কি উলাস শ্রবণে ॥ ১১৬৩ ॥
ভূসুর-সমাজ ভ্রাজত ভূরি ভঙ্গি বেদধ্বনি
সুমধুর হৃদি মোদ ভরঙ্গ।
সূত মাগধ বন্দী রচই নব চরিতচয়
শ্রবণপথ-গত জগত-চিত্ত হরই ॥ ১১৬৪ ॥
বাদক মৃদঙ্গাদি-বাদ্য প্রভেদ ভণি ধা ধা ধিলঙ্গ
ধিকি তক ধিম্নিনা।
গায়ত সুছন্দ গুণিগণ নটত নট্ট উঘটত
তত্ত থৈ থৈ তি অই তিম্নিনা ॥ ১১৬৫ ॥
পুলককুল-বলিত উৎসাহময় মিশ্রবর বিতরি
বহু দ্রব্য যাচকসকলে তোষই।
নরহরি কি ভণব শোভা ভূরি নিরখি
সুরগণ মগন গগনে জয় জয় সঘনে ঘোষই ॥ ১১৬৬ ॥

দেখ শ্রীনিবাস-বাড়ী বাহিরে এথাই।
বয়স্য-বেষ্টিত হৈয়া খেলয়ে নিমাই ॥ ১১৬৭ ॥
ওই পথে নারীগণ বিহ্বল হইয়া।
নিমাইচান্দের শোভা দেখে দাঁড়াইয়া ॥ ১১৬৮ ॥
একদিন এইখানে মিশ্র মহাশয়।
বিশ্বম্ভরে বাৎসল্য প্রকাশে অতিশয় ॥ ১১৬৯ ॥
কিছুদিন জগন্নাথমিশ্র এইখানে।
পুত্রে যজ্ঞসূত্র দিব বিচারয়ে মনে ॥ ১১৭০ ॥
করিল দিবস স্থির আনি' বন্ধুগণ।
মহানন্দে পূর্ণ হৈল মিশ্রের ভবন ॥ ১১৭১ ॥
যজ্ঞসূত্র-সময়ে কৌতুক নাই অন্ত।
বিবিধ প্রকারে তা বর্ণয়ে ভাগ্যবন্ত ॥ ১১৭২ ॥

গীতে যথা—কামোদ

কি আনন্দ নদীয়া-নগরে।
শ্রীশচীদেবীর পুত্র, ধরিবেন যজ্ঞসূত্র,
এই কথা প্রতি ঘরে ঘরে ॥ ১১৭৩ ॥

স্নেহেতে বিহ্বল হৈয়া, কেবা না চলয়ে ধা'য়া
নানা দ্রব্য লৈয়া মিশ্রালয়ে।
নিরুপম মিশ্রালয়, লোকভীড় অতিশয়,
সে শোভায় কেবা না ভুলয়ে ॥ ১১৭৪ ॥
মিশ্র মহা-হর্ষ হৈয়া, করে বেদমত ক্রিয়া,
যজ্ঞসূত্র দেই গোরাচান্দে।
গৌরমূর্তি মনোহর, পরিধেয় রক্তাম্বর,
হাতে দিব্য দণ্ড, ঝুলি কান্ধে ॥ ১১৭৫ ॥
প্রভু ভিক্ষা করে রঙ্গে, দেখি' দেবনারী-সঙ্গে,
মানুষে মিশায় ভিক্ষা দিতে।
প্রভু প্রিয়গণ যা'রা, কত না কৌতুকে তা'রা
ভিক্ষা দেই প্রভুর ঝুলিতে ॥ ১১৭৬ ॥
মঙ্গল বিধান যত, কে তাহা কহিবে কত,
কিবা স্ত্রীগণের জয়কার।
বিপ্রে বেদধ্বনি করে, শুনি কে ধৈরয ধরে?
ভাটগণে পড়ে রায়বার ॥ ১১৭৭ ॥
জয় জয় কলরব, ব্যাপিল সে দিশা সব,
নৃত্যগীত-বাদ্য নানা ভাঁতি।
দাস নরহরি ভণে, যাচক উচিত দানে,
ভণয়ে সুযশ সুখে মাতি' ॥ ১১৭৮ ॥

পুনর্ধানশী—

জগন্নাথ মিশ্রের ভবনে।
বাজে বাদ্য মঙ্গল-বিধানে ॥ ১১৭৯ ॥
নারীগণে দেই জয়কার।
ভাটগণে পড়ে রায়বার ॥ ১১৮০ ॥
শুভক্ষণে শচীর নন্দন।
যজ্ঞসূত্র করয়ে ধারণ ॥ ধ্রু ॥ ১১৮১ ॥
যজ্ঞসূত্র-উপমা কি আনে।
সূক্ষ্মরূপে অনন্ত আপনে ॥ ১১৮২
কেশহীন মস্তক মাধুরী।
কা'র বা না করে চিত চুরি ॥ ১১৮৩ ॥
রক্তবাস পরিধেয় ভালো।
রূপে দশদিশা করে আলো ॥ ১১৮৪ ॥

চতুর্দিকে ব্রাহ্মণসমাজ।
তা'র মাঝে গোরা দ্বিজরাজ ॥ ১১৮৫ ॥
হাতে দিব্য দণ্ড, ঝুলি কান্ধে।
তা' দেখি' ধৈরয কেবা বান্ধে ॥ ১১৮৬ ॥
বামন-আবেশ-বেশ শোহে।
ভঙ্গিতে ভুবনমন মোহে ॥ ১১৮৭ ॥
হাসি মৃদু সুমধুর ভাষে।
ভিক্ষা মাগে ভকতের পাশে ॥ ১১৮৮ ॥
সবে চাহে প্রাণ ভিক্ষা দিতে।
যে দেই তাহা না ভায় চিতে ॥ ১১৮৯ ॥
দেবনারী মানুষে মিশাই।
ভিক্ষা দেন চান্দমুখ চাই ॥ ১১৯০ ॥
কেবা বা না নিছয়ে জীবন।
জয়ধ্বনি করে সর্বজন ॥ ১১৯১ ॥
ভণে ঘনশ্যাম মিশ্রালয়ে।
সুখের সমুদ্র উথলয়ে ॥ ১১৯২ ॥

পুনঃ সুহই—

গৌরসুন্দর পরম শুভখনে ধরল যজ্ঞোপবীত।
বেদবিহিত ক্রিয়া-নিপুণ শচী-মিশ্র নিরুপম রীত ॥১১৯৩॥
বিবিধ মঙ্গল হোত কুলবধূ উলু লু লু লু লু লু দেত।
ভাটগণ ভণ সুযশ শুভ শোভা সুদিঠি ভরি লেত ॥ ১১৯৪ ॥
গান করু নবতাল গুণী মুরজাদি বায়ত সুরঙ্গ।
নৃত্যকুত নর্তক উঘটি ঘন ধা ধি ধিক ধ ধিলঙ্গ ॥ ১১৯৫ ॥
দেবগণ-মন মগন অতিশয় নিরখি ললিত বিলাস।
ভুবন ভরি' জয় জয় জয় ধ্বনি, নিছনি নরহরি দাস ॥১১৯৬॥
ওহে শ্রীনিবাস এথা বিশ্বম্ভর-রায়।
পড়িবার লাগি' অতি উদ্বিগ্ন হিয়ায় ॥ ১১৯৭ ॥
বুঝিয়া পুত্রের চেষ্টা মিশ্র পুরন্দর।
লৈয়া গেলা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের ঘর ॥ ১১৯৮ ॥
গঙ্গাদাসে করিলেন পুত্র সমর্পণ।
গঙ্গাদাস যত্নে পড়ায়েন ব্যাকরণ ॥ ১১৯৯ ॥
দিনে দিনে ব্যাকরণে হৈলা চমৎকার।
তাহা দেখি' কেবা না প্রশংসয়ে নদীয়ার ॥ ১২০০ ॥

একদিন এইখানে প্রভু গৌরচন্দ্র।
তাম্বূল ভক্ষণ করি' হাসে মন্দ মন্দ ॥ ১২০১ ॥
অকস্মাৎ মূর্চ্ছাপন্ন এথাই হইলা ॥
মাতাপিতা যত্নেতে চেতন করাইলা ॥ ১২০২ ॥
স্থির হৈয়া প্রভু মাতাপিতা সম্বোধিল।
বিশ্বরূপ-প্রসঙ্গাদি অনেক করিল ॥ ১২০৩ ॥
এই ঘরে জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর।
স্বপ্নে দেখে সন্ন্যাস করিলা বিশ্বম্ভর ॥ ১২০৪ ॥
নিদ্রাভঙ্গ হৈলে প্রাতে ব্যাকুল হইয়া।
করয়ে প্রার্থনা কত দেবে সম্বোধিয়া ॥ ১২০৫ ॥
রজনী-প্রভাতে কহে শ্রীশচীদেবীরে।
বুঝি বা নিমাই মোর না থাকয়ে ঘরে ॥ ১২০৬ ॥
জগন্নাথমিশ্রে এথা কহে শচী আই।
নিমাই রহিব ঘরে কুন চিন্তা নাই ॥ ১২০৭ ॥
পড়া বিনা নিমাইরে কিছু নাই ভায়।
হইবেন যোগ্য মাতাপিতার সেবায় ॥ ১২০৮ ॥
অনেক প্রকারে কহিলেন শচীমাতা।
তথাপি না ভুলয়ে দারুণ স্বপ্ন কথা ॥ ১২০৯ ॥
একদিন এথা বসি' মিশ্রপুরন্দর।
মনে মনে কহে পুত্র ছাড়িবেন ঘর ॥ ১২১০ ॥

জগন্নাথমিশ্রের অপ্রকটলীলা—

এত কহি' অধৈর্য ছাড়য়ে দীর্ঘশ্বাস।
অকস্মাৎ দেহে জ্বর হইল প্রকাশ ॥ ১২১১ ॥
কি কহিব মিশ্র-অদর্শন যেন মতে।
বিদরয়ে হৃদয় সে সব সোঙরিতে ॥ ১২১২ ॥
এথা ভূমে পড়ি' শচী, শচীর তনয়।
করয়ে ক্রন্দন যা'তে জগৎ কাঁদয় ॥ ১২১৩ ॥
প্রভুর ইচ্ছায় নবদ্বীপবাসিগণ।
দোঁহে স্থির করি' স্থির হৈলা সর্বজন ॥ ১২১৪ ॥
ওহে বাপ শ্রীনিবাস, বিশ্বম্ভর এথা।
মায়ে প্রবোধিল কহি' সুমধুর-কথা ॥ ১২১৫ ॥
কি বলিব জননীর স্নেহ যে প্রকার।
বিশ্বম্ভর বিনে কিছু না জানয়ে আর ॥ ১২১৬ ॥
কে বুঝিতে পারে গৌরচন্দ্রের অন্তর।
করয়ে যে লীলা ব্রহ্মাদির অগোচর ॥ ১২১৭ ॥
একদিন নিমাই যাইতে গঙ্গাস্নানে।
মাগিলেন পুষ্পমালাদিক মাতাস্থানে ॥ ১২১৮ ॥
কিঞ্চিৎ বিলম্ব হৈতে মহা-ক্রোধ হৈল।
যে কিছু আছিল ঘরে সব নষ্ট কৈল ॥ ১২১৯ ॥
সর্ব্বশেষে এ অঙ্গনে করিল শয়ন।
হৈলা নিদ্রাগত প্রভু শচীর নন্দন ॥ ১২২০ ॥
কতক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হইল জানিলা।
ঝাড়িয়া অঙ্গের ধূলা পুত্রে উঠাইলা ॥ ১২২১ ॥
পুষ্পমালাদিক পুত্রে দিলা সজ্জ করি'।
গঙ্গাস্নান করি' হর্ষে আইলা গৌরহরি ॥ ১২২২ ॥
একদিন এথা শচী কহয়ে পুত্রেরে।
ভক্ষণ-সামগ্রী কিছু নাই অন্ন ঘরে ॥ ১২২৩ ॥
শুনিয়া মায়ের কথা প্রভু হর্ষচিতে।
তোলা দুই স্বর্ণ আনি' দিলা এ নিভৃতে ॥ ১২২৪ ॥
স্বর্ণ দেখি' শচীমাতা চিন্তিত অন্তরে।
পুত্রের এ রঙ্গ কিছু বুঝিতে না পারে ॥ ১২২৫ ॥

নিমাইয়ের বিবাহের মঙ্গলাচরণ—

একদিন শচীমাতা বসি' এইখানে।
পুত্রের বিবাহ দিতে বিচারয়ে মনে ॥ ১২২৬ ॥
পৌগণ্ডবয়স-শেষে কৈশোর-প্রবেশ।
তিলে তিলে বাঢ়ে শোভা অশেষ বিশেষ ॥ ১২২৭ ॥
দেখিয়া নিমাইচান্দে কেবা স্থির হয়।
যে অদ্ভুত চেষ্টা তাহা অন্য না জানয় ॥ ১২২৮ ॥
জননীর পরম আনন্দ বাঢ়াইতে।
হইল প্রভুর ইচ্ছা বিবাহ করিতে ॥ ১২২৯ ॥
এথা শাস্ত্রচিন্তা করি' শচীর নন্দন।
গঙ্গাতীরে ওই পথে করিলা গমন ॥ ১২৩০ ॥
প্রভুপ্রিয়া লক্ষ্মীদেবী আইলা গঙ্গাস্নানে।
পরস্পর দেখা যৈছে বর্ণে বিজ্ঞগণে ॥ ১২৩১ ॥

গীতে যথা—কামোদ

বল্লভ-দুহিতা, লক্ষ্মী সুচরিতা
সখীতে বেষ্টিত হৈয়া।

স্নান করিবারে, চলে গঙ্গাতীরে,
চকিতে চৌদিকে চা'য়া॥ ১২৩২ ॥
গৌরাঙ্গ-চান্দেরে, দেখি' কিছু দূরে
উথলে নিগূঢ় লেহা।
সে রূপমাধুরী- সুধা পান করি',
ধরিতে নারয়ে থেহা॥ ১২৩৩ ॥
গোরা গুণমণি, নিজ প্রিয়া চিনি',
চাহয়ে লক্ষীর পানে।
জিনি কাঁচা সোনা, লক্ষীতনু জেনা,
প্রবেশে মরম-খানে॥ ১২৩৪ ॥
দোঁহে দিঠি-কোণে, মিলে সুসন্ধানে,
আনে না জানিতে পারে।
নরহরি পহুঁ, হাসি লহুঁ লহুঁ,
আনন্দে চলিল ঘরে॥ ১২৩৫ ॥
এই খানে বসিয়া শ্রীশচীর কুমার।
মোরে কহে হইবেক মনে যে তোমার॥ ১২৩৬ ॥
একদিন বনমালী আচার্য এথায়।
বিবাহ-প্রসঙ্গ কিছু কহে শচীমায়॥ ১২৩৭ ॥
বল্লভ-আচার্যকন্যা লক্ষী, তা'র সনে।
হইল বিবাহ স্থির আর একদিনে॥ ১২৩৮ ॥
এথা মাতা-পুত্রের বিবাহকথা কয়।
শুনি' কার্যে তৎপর শ্রীশচীর তনয়॥ ১২৩৯ ॥
বিবাহসামগ্রী শীঘ্র কৈল আয়োজনে।
স্থির কৈল বিবাহ-দিবস শুভক্ষণে॥ ১২৪০ ॥
বিবাহপ্রসঙ্গ নবদ্বীপ-ঘরে ঘরে।
প্রভু-আকর্ষণে কেহো স্থির হৈতে নারে॥ ১২৪১ ॥
সর্ব্বাবতারের সর্ব্বভক্ত নদীয়ায়।
বিলসয়ে স্ত্রীপুরুষরূপে সে ইচ্ছায়॥ ১২৪২ ॥
আপনা না জানে কেহো তাঁ'র ইচ্ছামতে।
করয়ে যে সব কার্য পূর্ব স্বভাবেতে॥ ১২৪৩ ॥
এথা যৈছে স্ত্রীপুরুষগণের গমন।
যৈছে এ বিবাহ তা' বর্ণয়ে বিজ্ঞগণ॥ ১২৪৪ ॥

গীতে যথা—ধানশী

কি আনন্দ নদীয়া-নগরে।
নিমাইর বিবাহ-কথা প্রতি ঘরে ঘরে॥ ১২৪৫ ॥
কি নারী পুরুষ নদীয়ার।
বিবাহ দেখিতে হিয়া উথলে সবার॥ ১২৪৬ ॥
ভাটগণ চলয়ে ধাইয়া।
পাইব অনেক ধন মনে বিচারিয়া॥ ১২৪৭ ॥
নর্তক বাদক আদি যত।
করে ধাওয়া ধাই কত করি' মনোরথ॥ ১২৪৮ ॥
চলয়ে গণকগণ ধা'য়া।
করাইব বিবাহ অপূর্ব লগ্ন পা'য়া॥ ১২৪৯ ॥
মালিগণ চলয়ে উলাসে।
নানা পুষ্পহার লৈয়া শ্রীশচী-আবাসে॥ ১২৫০ ॥
এক মুখে কহিবে কে কত।
দরিদ্র যাচক তা'রা চলে শত শত॥ ১২৫১ ॥
নরহরি-মনে এই আশ।
দেখিব কি আঁখি ভরি বিবাহ-বিলাস॥ ১২৫২ ॥

নিমাইয়ের বিবাহের অধিবাস—

পুনর্ধানশী

নদীয়ার নব, নববধূ সব,
বিরলেতে কহে মধুর হাসি।
ধন্য মোরা যেন, দেখিব এহেন
বিবাহ সে সুখ-সায়রে ভাসি'॥ ১২৫৩ ॥
কেহো কহে আর্য, বল্লভ আচার্য
ভার্যা তা'র পতিব্রতা সুরীতি।
হেন লয় চিতে, পূরব পুণ্যেতে
পাবে এ জামাতা দুর্লভ অতি॥ ১২৫৪ ॥
কেহো কহে ধন্যা, বল্লভের কন্যা
লক্ষী রূপবতী লখিমি যেনো।
হেন ভাগ্যবতী, কে আছে এমতি
পাবে পতি যিনি মদন যেনো॥ ১২৫৫ ॥
কেহো কহে ভালি, কৈলে ঘটকালি
বনমালী কত আনন্দ পা'য়া।
অধিবাস আজি, চল চল সাজি'
নরহরি আসি' গেলেন কৈ'য়া॥ ১২৫৬ ॥

পুনর্ধানশী—

শ্রীশচী-আলয়, অতি শোভাময়
উথলিব তাঁ'হে আনন্দসিন্ধু।

অধিবাস আজি, বিলসিব সাজি'
সুখময় গোরা গোকুল-ইন্দু ॥ ১২৫৭ ॥
এত কহি চিতে, নারে থির হৈতে
চাহি চারিভিতে কুলের বালা।
উপমা কি মেন, ঘর হৈতে যেন
বা'র হৈল চারু চান্দের মালা ॥ ১২৫৮ ॥
বিচিত্র বসন, শোহে আভরণ
প্রতি অঙ্গে বেশ-বিন্যাস ভালো।
নানা ভঙ্গি করি', চলে সারি সারি
নদীয়ার পথ করিয়া আলো ॥ ১২৫৯ ॥
কত অভিলাষে, গিয়া আই-পাশে
প্রণমিতে কত আদরে আই।
নরহরি নাথে, পা'য়া আঙ্গিনাতে
জুড়াইল হিয়া সে মুখ চাই ॥ ১২৬০ ॥

পুনঃ—কামোদ

শোভাময় শচীর অঙ্গনে।
চতুর্দিকে বেদধ্বনি করে বিপ্রগণে ॥ ১২৬১ ॥
আজু কি আনন্দ-পরকাশ।
শুভক্ষণে নিমাইচান্দের অধিবাস ॥ ধ্রু ॥ ১২৬২ ॥
গন্ধমালা দেই আপ্তগণে।
দিশা আলো করে গোরা অঙ্গের কিরণে ॥ ১২৬৩ ॥
সভামধ্যে গোরা দ্বিজমণি।
বিলসয়ে কত না অর্বুদ কাম জিনি ॥ ১২৬৪ ॥
বারেক যে চায় গোরা-পানে।
না ধরে ধৈরয সে আপন নাই জানে ॥ ১২৬৫ ॥
যে জন আইল অধিবাসে।
গন্ধ-চন্দনাদি দিয়া সভে পরিতোষে ॥ ১২৬৬ ॥
বিধিমত করি অধিবাস।
বল্লভ আচার্য গেলা আপন-আবাস ॥ ১২৬৭ ॥
কহিতে সুখের অন্ত নাই।
আইহো শুইহো লৈয়া শুভকর্ম করে আই ॥ ১২৬৮ ॥
নারীগণে দেই জয়কার।
ভাটগণে পড়য়ে মঙ্গল রায়বার ॥ ১২৬৯ ॥

নৃত্যগীত, বাদ্য, নানা ভাতি।
উপমা দিবার নাই কাহারু শকতি ॥ ১২৭০ ॥
কেবা না বলয়ে ভাল ভাল।
জগভরি' জয় জয় শবদ রসাল ॥ ১২৭১ ॥
মানুষে মিশা'য়া দেবগণে।
দেখে অধিবাসরঙ্গ নরহরি ভণে ॥ ১২৭২ ॥

পুনর্ধানশী—

আজু স্নেহেতে বিহ্বল হৈয়া।
বল্লভ আচার্য, অধিবাস-কার্য
করে আপ্ত বিপ্রবর্গেরে লৈয়া ॥ ধ্রু ॥ ১২৭৩॥
কত সাধে মায়, লখিমি কন্যায়
পরাইয়ে বাস-ভূষণ ভালি।
সুচারু অঙ্গনে, দিব্য সিংহাসনে
বসাইয়া সুখে ভাসয়ে আলি ॥ ১২৭৪ ॥
শুভক্ষণে দিতে, গন্ধমালা চিতে
উলসিত বাঢ়ে অঙ্গের ছটা।
থির নহে চিত, দেখে অলখিত
চারিভিতে দেবরমণী-ঘটা ॥ ১২৭৫ ॥
শঙ্খ ঘণ্টা আদি, বাদ্য নানা বিধি
নৃত্যগীত শুভ ভাটেতে ভণে।
নারী জয়কারে, স্তুতি ধরিবারে
নারে নরহরি নিছনি মেনে ॥ ১২৭৬ ॥

পুনঃ—কামোদ

অধিবাস নিশি পোহাইলে।
বিবাহের কার্য যত করয়ে সকলে ॥ ১২৭৭ ॥
বিপ্রগণে হইয়া বেষ্টিত।
নিমাই করেন ক্রিয়া যে বেদবিহিত ॥ ১২৭৮ ॥
লোকভিড় কহিল না হয়।
লেহ দেহ বাক্য-কোলাহল অতিশয় ॥ ১২৭৯ ॥
বাজে নানা বাদ্য নিরন্তর।
গায়কগণেতে গান করে মনোহর ॥ ১২৮০ ॥
ভাটগণ পড়ে রায়বার।
নারীগণে দেই সুমধুর জয়কার ॥ ১২৮১ ॥

সবার উল্লাস স্ত্রী-আচারে।
নরহরি ভাসে সে না সুখের পাথারে ॥ ১২৮২ ॥

পুনঃ—কামোদ

কুলবধূগণ, উলসিত মন,
পানি সাইবারে সাজয়ে রঙ্গে।
গোরা-মুখশশী, হেরি হেরি হাসি',
উলু উলু দেই পুলক অঙ্গে ॥ ১২৮৩ ॥
চলে ঘর হৈতে, কত উঠে চিতে,
গৌরবিধু-অঙ্গ-সৌরভে মাতি।
অথির অন্তর, ভাবে গর গর,
আঁখি-কোণে ভঙ্গি কত না ভাঁতি ॥ ১২৮৪ ॥
পরস্পর কত, কহে অবেকত,
কে না নিছে তনু রঙ্গিণী-রীতে।
বাস, ভূষা, বেশে, ধৈরয বিনাশে,
কে পারে সে শোভা উপমা দিতে ॥ ১২৮৫ ॥
নূপুর-কিঙ্কিণী, নানা বাদ্যধ্বনি,
কি মধুর কহি না আসে মুখে।
পানি সায়ি শেষে, ভবনে প্রবেশে,
নরহরি-হিয়া উথলে সুখে ॥ ১২৮৬ ॥

পুনঃ—কামোদ

কিবা, শ্রীশচী-ভবন মাঝে।
বিবিধ মঙ্গল, কলরবে সভে,
ভ্রময়ে বিবাহ-কাজে ॥ ১২৮৭ ॥
সেজে গোরা গোকুলের ইন্দু।
বিবাহ-বিহিত, স্নানে অতিশয়,
উথলে আনন্দ-সিন্ধু ॥ ১২৮৮ ॥
কুলবধূ সুমধুর চান্দে।
সুচারু কুন্তলে, তৈল দিব ব'লে,
বারে বারে আউলাইয়া বান্ধে ॥ ১২৮৯ ॥
কেহো হলদী মাখায় গায়।
হলদী-মলিন হেরি হাসে সবে,
পরাণ নিছয়ে তা'য় ॥ ১২৯০ ॥
কেহ গন্ধদ্রব্য দেই অঙ্গে।
সে না অঙ্গগন্ধে, এ গন্ধমদ হরে,
কে দিবে উপমা অঙ্গে ॥ ১২৯১ ॥
অভিষেক কৈল গঙ্গাজলে।
নরহরি পানি- তোলা লইয়া তনু,
পোছয়ে কৌতুক-ছলে ॥ ১২৯২ ॥

পুনঃ—কামোদ

আজু কত না আনন্দ-মনে।
বসিয়া আসনে, বিশ্বম্ভর-বেশ
রচয়ে বয়স্যগণে ॥ ১২৯৩ ॥
গন্ধ-চন্দন চরচে গায়।
বিরচয় চারু ললাটে তিলক
কেবা না ভুলয়ে তায় ॥ ১২৯৪ ॥
বান্ধি চাঁচর চিকুর ভালে।
মনের উল্লাসে, মধুর ছান্দে,
বেড়য়ে মালতী মালে ॥ ১২৯৫ ॥
কাণে কুণ্ডল অর্পণ করে।
ঝলকয়ে গণ্ড- তটে গণ্ড-যুগ
দর্পণ-দরপ হরে ॥ ১২৯৬ ॥
গলে দেই মণিময় হার।
পরিসর বুকে, দোলে সুললিত,
কে দিবে উপমা তা'র ॥ ১২৯৭ ॥
বাহু অঙ্গদ, বলয়া করে।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী, সোপি মুখপানে,
চাহি না ধৈরয ধরে ॥ ১২৯৮ ॥
সিংহ-জিনি মাজাখানি ক্ষীণ।
সোনার শিকলি, সাজাইতে আঁখি,
হইল নিমিষ-হীন ॥ ১২৯৯ ॥
বেশ-বিন্যাস ভুবন-লোভা।
রক্তপ্রান্ত বাস পরাইয়া নর-
হরি নিরখয়ে শোভা ॥ ১৩০০ ॥

পুনঃ—কামোদ

বেশ বনাইয়া সহচরে।
শশিসম সুবর্ণ-দর্পণ দেই করে ॥ ১৩০১ ॥
নিমাইচান্দের বেশ দেখি'।
আনের কি, দেবেও ফিরাইতে নারে আঁখি ॥ ১৩০২ ॥

নিজ সখীসহ শচী আই।
করয়ে মঙ্গল কত পুত্রমুখ চাই ॥ ১৩০৩ ॥
নববধূগণ দূরে রৈয়া।
না ধরে ধৈরয গোরাচান্দ-পানে চায়া ॥ ১৩০৪ ॥
উলু উলু দেয় নারীগণ।
বিবাহ-বিনোদকথা ভরিল ভুবন ॥ ১৩০৫ ॥
প্রণমিয়া জননীর পায়।
বিবাহ করিতে যাত্রা করে গৌররায় ॥ ১৩০৬ ॥
বেদধ্বনি করে বিপ্রগণ।
বাজে নানা বাদ্য, শব্দ ভেদয়ে গগন ॥ ১৩০৭ ॥
কৌতুক কহিতে কেবা পারে।
নরহরি সাঁতারয়ে সে সুখপাথারে ॥ ১৩০৮ ॥

শ্রীনিমাইর বিবাহ

পুনঃ—ভূপালী

আজু, গোধূলিসময় শুভক্ষণ, গৌরগুণমণি ভুবনমোহন,
বেশ বিরচিত বিবাহ-বিহিত, সুমৃদুল তনুচ্ছবি ছলকয়ে।
কোটি-মনমথ-গরব-ভঞ্জন, কঞ্জদিঠি জনহৃদয়রঞ্জন,
চাহি' চহুদিশ হাসি' লহু লহু, চঢ়ত চৌদল ঝলকয়ে ॥ ১৩০৯ ॥
চলত বল্লভ-ভবন ভূসুর, বেঢ়ি গতি অতি মন্দ সুমধুর,
বন্দিগণ ভণ ভূরি মঙ্গল, ভুবন ভরু জয় জয় ধ্বনি।
নটত নটগণ, উঘটি থৈ তত, থোঙ্গ থোঙ্গিন গানরত কত,
বিরচি রুচির-চরিত্র স্বর-সঞে, সরস রস বরখত গুণী ॥
বাদ্য কত কত ভাঁতি বায়ত, বাদ্য পাঠ অভঙ্গ ভায়ত,
সুঘর বাদকবৃন্দ বাদ্য-সমুদ্র-মথি যনু সন্তয়ে।
গগনে সুরগণ মগন অতিশয়, সঘনে অনিমিখ নয়নে নিরিখয়,
বিপুল পুলক অলক্ষ খিতি উতরত, কি কৌতুক অন্তরে ॥
নারী পুরুষ অসংখ্য ধায়ত, প্রসর পথ নিরুপম সুহায়ত,
দীপ শত শত উজর যামিনী-নাথ কর পরকাশই।
ধরণী অধিক উছাহে প্রফুল্লিত, জাহ্নবী-জল ভেল উছলিত,
দাস নরহরি কহব কিয়ে, পশু-পাখী সব সুখে ভাসই ॥

পুনঃ—ভূপালী

গোরাচান্দের বিবাহ দেখিবারে।
কত না মনের সাধে, ধায় নদীয়ার নববধূগণ,
ধৈরয ধরিতে কেউ নারে ॥ ১৩১৩ ॥

নিরুপম বেশ বাস, ভূষণে ভূষিত তনু,
ঝলমল করে সে ভঙ্গিমা শোহে ভালো।
চলিতে বাজয়ে কটি- কিঙ্কিণী-নূপুর পদে,
সুমধুর গমন, করয়ে পথ আলো ॥ ১৩১৪ ॥
সে রস-আবেশে, পরস্পর কত,
কয় কিবা সুললিত বেসর দোলয়ে নাসামূলে।
ঘুঙটে আবৃত মঞ্জু- মুখে মৃদু মৃদু হাসি,
হাসি-ছটা ঘটায় কেবা বা নাই ভুলে ॥ ১৩১৫ ॥
অঞ্জনে রঞ্জিত মনো- রঞ্জন খঞ্জন পাখী,
যিনি মঞ্জু নয়ন-চাহনি চারিভিতে।
নরহরি পরাণ-নাথেরে, নিরখিয়া হিয়া উথলয়ে,
বল্লভ ভবন প্রবেশিতে ॥ ১৩১৬ ॥

পুনঃ—কামোদ

বল্লভভবনে গোরারায়।
বল্লভমিশ্রের মহা আনন্দ বাঢ়ায় ॥ ১৩১৭ ॥
বল্লভ হইয়া উল্লসিত।
করয়ে মঙ্গল-কার্য বিবাহ-বিহিত ॥ ১৩১৮ ॥
বিশ্বম্ভর হরষ হিয়ায়।
দাঁড়াইলা পিঁড়ির উপরে ছোড়লায় ॥ ১৩১৯ ॥
অঙ্গের ভঙ্গিতে প্রাণ হরে।
রূপের ছটায় দশদিক্ আলো করে ॥ ১৩১২০ ॥
চান্দমুখে উপমা কি দিতে।
অমিয়া-গরব নাশে ঈষৎ হাসিতে ॥ ১৩২১ ॥
নয়ন চাহনি চারু ছান্দে।
যার পানে চায় সে ধৈরয নাই বাঁধে ॥ ১৩২২ ॥
মকর-কুণ্ডল শ্রুতিমূলে।
চাঁচর কেশের বেশে কেবা নাহি ভুলে ॥ ১৩২৩ ॥
অঙ্গদ-বলয়া ভাল সাজে।
শোভা দেখি' কত না মদন মরে লাজে ॥ ১৩২৪ ॥
এহেন বরেরে উরুখিতে*।
কন্যার জননী চলে আইগণ সাথে ॥ ১৩২৫ ॥
সে শোভা কহিতে কেবা পারে।
সপ্তদীপ হাতে সপ্ত প্রদক্ষিণ করে ॥ ১৩২৬ ॥

*উলুধ্বনি ও মঙ্গলদ্রব্য প্রদান করিয়া উঠাইতে।

পরম অদ্ভুত স্ত্রী-আচার।
বর উরুথিয়া ঘরে গমন সবার ॥ ১৩২৭ ॥
বল্লভ আচার্য ভাগ্যবান্।
আনাইলা কন্যায় করিতে কন্যাদান ॥ ১৩২৮ ॥
বসাইলা দিব্য সিংহাসনে।
হইল উজ্জ্বল মহা অঙ্গের কিরণে ॥ ১৩২৯ ॥
অতি সুকোমল তনুখানি।
হাসিমাখা বদন পূর্ণিমা চান্দ জিনি' ॥ ১৩৩০ ॥
পরিধেয় বিচিত্র বসন।
ঝলমল করে নানা রত্ন-আভরণ ॥ ১৩৩১ ॥
হেন কন্যা বিবিধ বিধানে।
করিল প্রদান মিশ্র শচীর নন্দনে ॥ ১৩৩২ ॥
বিপ্রগণে করে বেদধ্বনি।
উলু লু লু দেই যত কুলের রমণী ॥ ১৩৩৩ ॥
বাজে বাদ্য বিবিধ প্রকার।
নাচয়ে নর্তক, ভাট পড়ে রায়বার ॥ ১৩৩৪ ॥
দেবগণ বিমানে চড়িয়া।
বরিষে কুসুম অলক্ষিতে জয় দিয়া ॥ ১৩৩৫ ॥
ভুবন ব্যাপিল মহাসুখে।
নরহরি কত না কহিব একমুখে ॥ ১৩৩৬ ॥

পুনঃ—ভূপালী

গোরা গুণমণি, প্রাণপ্রিয়া-সহ,
বিলসয়ে সে যে বাসরঘরে।
কুলবধূগণ, ঘন ঘন করু,
গতাগতি কত কৌতুকভরে ॥ ১৩৩৭ ॥
কেহ নানা ছল, করি' পরিহাস,
করে হাসি', হাসি' মনের সুখে।
কেহো গোরা কর- কমলে তাম্বূল,
দিয়া কহে দেহ' লক্ষ্মীর মুখে ॥ ১৩৩৮ ॥
কেহো গোরা বিধু- বদনে তাম্বূল,
দিতে চিতে বহু বাঢ়য়ে প্রীতি।
কেহো পরশের সাধে বাঁধে কেশ,
আউলাইয়া, নারে ধরিতে ধৃতি ॥ ১৩৩৯ ॥
কেহো বিশ্বম্ভর- কোলে লখিমীরে,
বসাইয়া চারু ভঙ্গিতে চাহে।
ভণে নরহরি, বাসরে যে রস,
উথলয়ে নাহি উপমা তাহে ॥ ১৩৪০ ॥

পুনঃ—তোড়ী

গোরাচাঁদের বিবাহ পর দিনে।
কত আনন্দ উথলে তায় রজনী বিহানে ॥ ১৩৪১ ॥
কুল-বধূগণ চারিদিগে ধায়।
দেখি বর কন্যা শোভা সবে নয়ান জুড়ায় ॥১৩৪২॥
কিবা, বল্লভ-ঘরণী ভাগ্যবতী।
পা'য়া জামাতা-রতন না জানয়ে আছে কতি ॥১৩৪৩॥
মিশ্র বল্লভ উদার অতিশয়।
নিজ জামাতা মঙ্গল-হেতু কিবা না করয় ॥ ১৩৪৪ ॥
ভালে বল্লভ-জামাতা গৌরহরি।
হর্ষ হইলেন বিবাহ-বিহিত কর্ম করি' ॥ ১৩৪৫ ॥
কৈল কার্য সমাধান সুবিধানে।
নরহরি কহে বল্লভে প্রশংসে দেবগণে ॥ ১৩৪৬ ॥

পুনঃ—তোড়ী

গৌর গোকুল- চন্দ্র চলু নিজ,
গেহে নিশি পরভাত।
বিরলে বল্লভ, স্নেহে কহি কত,
কহল লখিমিক বাত ॥ ১৩৪৭ ॥
হেরি পথ যত, নারী ধৈরয না,
ধরই ঝরই নয়ান।
লখিমি-সহচরী, জানে লখিমিক,
নাথ কয়ল পয়ান ॥ ১৩৪৮ ॥
শঙ্খ, দুন্দুভি, ভেরী বাজত,
বাদ্য বিবিধ প্রকার।
নটত নর্তক- বৃন্দ গায়ত,
গীত গুণী অনিবার ॥ ১৩৪৯ ॥
বেদ উচরত, বিপ্রগণ গুণ,
বন্দি করু পরকাশ।
ভুবন ভরি জয়, জয় কি নরহরি-
ভবন পহুঁক বিলাস ॥ ১৩৫০ ॥

পুনঃ—কামোদ

বিবাহ করিয়া বিশ্বম্ভর।
শ্বশুরালয় হৈতে আইলা নিজ ঘর ॥ ১৩৫১ ॥
যে আনন্দ কহিতে না পারি।
করয়ে মঙ্গল যত পতিব্রতা নারী ॥ ১৩৫২ ॥
শচী পুত্রবধূ কোলে লৈয়া।
কৈল আশীর্বাদ বহু ধান্য-দূর্বা দিয়া ॥ ১৩৫৩ ॥
শ্রীশচী-স্নেহের নাই পার।
পুত্রমুখ বধূমুখ চুম্বে কত বার ॥ ১৩৫৪ ॥
লক্ষ্মী-বিশ্বম্ভর-শোভা দেখি'।
কেহো ফিরাইতে নারে অনিমিখ আঁখি ॥ ১৩৫৫ ॥
ভুবনমোহন গোরারায়।
সুমধুর ভাবে পরিতোষয়ে সবায় ॥ ১৩৫৬ ॥
ভাট, নট, বাদকাদি যত।
করিলেন পূর্ণ সকলের মনোরথ ॥ ১৩৫৭ ॥
নরহরি কহে উভরায়।
দেখি যেন এহেন কৌতুক নদীয়ায় ॥ ১৩৫৮ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, মু' দেখিনু নেত্র ভরি'।
বিবাহ-কৌতুক যত কহিতে না পারি ॥ ১৩৫৯ ॥
এই ঘরে লক্ষ্মীর সহিত বিশ্বম্ভর।
বিলসয়ে সদা অতি উল্লাস অন্তর ॥ ১৩৬০ ॥
শ্রীলক্ষ্মীর চরিত্র কহিতে অন্ত নাই।
যাঁ'র সেবা-সুখে মগ্ন হইলেন আই ॥ ১৩৬১ ॥
শ্রীলক্ষ্মীর নাথ গৌরচন্দ্র নারায়ণ।
বিদ্যারসে নিমগ্ন লইয়া শিষ্যগণ ॥ ১৩৬২ ॥
যত বিদ্যাবন্ত বৈসে নদীয়া-নগরে।
সকলেই সমীহা করেন বিশ্বম্ভরে ॥ ১৩৬৩ ॥
নদীয়ায় কেবা না প্রশংসে দেখি' রীত।
প্রভু সর্ব সম্মান করয়ে যথোচিত ॥ ১৩৬৪ ॥
নিজভৃত্য ঈশ্বরপুরীরে প্রণমিয়া।
এই ঘরে দিল ভিক্ষা যত্নেতে আনিয়া ॥ ১৩৬৫ ॥
একদিন প্রভু বায়ু-ছলে এইখানে।
প্রকাশয়ে প্রেমভক্তি অন্যে নাহি জানে ॥ ১৩৬৬ ॥
শিষ্টলোক আসি' নানা উপায় সৃজিলা।
নিজ ইচ্ছামতে প্রভু ভাব সম্বরিলা ॥ ১৩৬৭ ॥
সুস্থ হৈতে সকলের আনন্দ জন্মিল।
বাক্যব্যয়ে বায়ুবৃদ্ধি সভে বিচারিল ॥ ১৩৬৮ ॥
এই বিষ্ণুমণ্ডপের দ্বারে গোরারায়।
দেখি' পূর্ণিমার চন্দ্র সে ভাবে বংশী বায় ॥ ১৩৬৯ ॥
আই মাত্র শুনে, অন্য না পায় শুনিতে।
ঐছে নানারঙ্গ প্রকাশয়ে ইচ্ছামতে ॥ ১৩৭০ ॥
কি বলিব শ্রীনিবাস গৌরাঙ্গ-চরিত।
বঙ্গ ধন্য করিতে হইলা উৎকণ্ঠিত ॥ ১৩৭১ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ববঙ্গবিজয় ও লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্ধান

এথা যত্নে প্রণমিয়া মায়ের চরণে।
চলিলেন বঙ্গদেশে লৈয়া শিষ্যগণে ॥ ১৩৭২ ॥
প্রভু সোঙরিয়া লক্ষ্মী ছিলেন এথায়।
প্রভুর বিচ্ছেদ-সর্প দংশে লক্ষ্মী-পায় ॥ ১৩৭৩ ॥
গঙ্গাতীরে লক্ষ্মীদেবী হৈলা অদর্শন।
এথা মহাদুঃখে আই করয়ে ক্রন্দন ॥ ১৩৭৪ ॥
এথাই আসিয়া সভে প্রবোধে শচীরে।
পুত্রের গমন শচী চিন্তয়ে অন্তরে ॥ ১৩৭৫ ॥
প্রভু অন্তর্যামী জানি' লক্ষ্মী-অদর্শন।
শীঘ্র বঙ্গদেশ হৈতে করিল গমন ॥ ১৩৭৬ ॥
এথা আসি' প্রণমিলা মায়ের চরণে।
মায়ে প্রবোধিলা কত কহি' এইখানে ॥ ১৩৭৭ ॥
প্রভুর অদ্ভুত রঙ্গ বুঝে কোন জন।
বিদ্যারসে বিহ্বল লইয়া শিষ্যগণ ॥ ১৩৭৮ ॥

পুত্রের পুনঃ বিবাহের আয়োজন

এথা মাতা, পুত্রের বিবাহ চিন্তে চিতে।
পুত্রের সদৃশ কন্যা না পায় চাহিতে ॥ ১৩৭৯ ॥
সনাতনমিশ্রের দুহিতা বিষ্ণুপ্রিয়া।
তাঁ'রে স্থির কৈল গঙ্গাঘাটে স্নানে গিয়া ॥ ১৩৮০ ॥
কাশীনাথ পণ্ডিত শ্রীশচীর আজ্ঞাতে।
বিবাহ-ঘটনা যত্নে কৈল তাঁ'র সাথে ॥ ১৩৮১ ॥

বিষ্ণুপ্রিয়া-সনে বিশ্বম্ভরের সম্বন্ধ।
শুনি' সকলের হৈল পরম আনন্দ ॥ ১৩৮২ ॥
বুদ্ধিমন্তখান আর মুকুন্দসঞ্জয়।
বিবাহের ভার লৈয়া পরস্পর কয় ॥ ১৩৮৩ ॥
এ বিবাহ হ'বে রাজপুত্রের সমান।
দেখিব সবলোকে যেন জুড়ায় নয়ন ॥ ১৩৮৪ ॥
ভক্ত-ইচ্ছাধীন গৌর ব্রজেন্দ্রতনয়।
শুনিয়া ভক্তের বাক্য ঈষৎ হাসয় ॥ ১৩৮৫ ॥
বুদ্ধিমন্তখান আদি মহাহর্ষ মনে।
হইলা তৎপর বিবাহের আয়োজনে ॥ ১৩৮৬ ॥
বড় বড় চন্দ্রাতপ এথা টানাইলা।
আনিয়া কদলীবৃক্ষ এথানে রোপিলা ॥ ১৩৮৭ ॥
পূর্ণঘট আদি যত মঙ্গল প্রকার।
করে যে নিযুক্ত লোক, লেখা নাই তার ॥ ১৩৮৮ ॥
পুষ্পমালাচন্দনাদি সুসজ্জ-কারণে।
করিল নিযুক্ত লোক এ নির্জন স্থানে ॥ ১৩৮৯ ॥
কৈলে যে সম্ভার তাহা কহিল না হয়।
অর্থব্যয় করিতে উল্লাস অতিশয় ॥ ১৩৯০ ॥
গায়ক, বাদক, নর্তকাদি যত আর।
এ সকল স্থানে স্থিতি হৈল সে সভার ॥ ১৩৯১ ॥
অধিবাস পূর্বদিনে মহা আয়োজন।
নবদ্বীপে সর্বত্রই হৈল নিমন্ত্রণ ॥ ১৩৯২ ॥
লোকের সংঘট্ট যত অধিবাস-দিনে।
যৈছে কোলাহল তা' বর্ণিব কোন জনে ॥ ১৩৯৩ ॥
আই মহা আনন্দ-নিমগ্ন অনিবার।
সখীগণে দিলেন মঙ্গল কার্যভার ॥ ১৩৯৪ ॥
পতিব্রতাগণ যৈছে আইলা এ ভবনে।
যৈছে জল সাইলেন অধিবাস-দিনে ॥ ১৩৯৫ ॥
অধিবাস-বিবাহে যে কৌতুক হইল।
তাহা কবিগণ নানা প্রকারে বর্ণিল ॥ ১৩৯৬ ॥

গীতে যথা কামোদে

নদীয়ানগরে হৈল ধ্বনি।
করিব বিবাহ পুন গৌরা গুণমণি ॥ ১৩৯৭ ॥
সনাতনমিশ্র ভাগ্যবান্।
করিবেন নিমাইচাঁদেরে কন্যাদান ॥ ১৩৯৮ ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া নাম সে কন্যার।
রূপে গুণে ভুবনে তুলনা নাই তাঁ'র ॥ ১৩৯৯ ॥
কালি হ'বে শুভ অধিবাস।
দেখিব নয়ন ভরি' বিবাহ-বিলাস ॥ ১৪০০ ॥
কতক্ষণে নিশি পোহাইব।
শ্রীশচী-ভবনে পানি-সাইতে যাইব ॥ ১৪০১ ॥
নরহরি কহে হেন বাসি।
তো-সভার অনুরাগে পোহাইল নিশি ॥ ১৪০২ ॥

পুনশ্চ—তোড়ী

নিশি পরভাতে, নিভৃত নিকেতে,
কুলবধূকুল বিলসে রঙ্গে।
কেহ কারু প্রতি, কহে ইকি অতি,
সৌরভ ভরল অলস অঙ্গে ॥ ১৪০৩ ॥
শুনি' রসাবেশে, ভণে নিশিশেষে,
স্বপনে সে সব নদীয়া-বিধু।
তেরছ নয়নে, চাহি আমা-পানে,
হাসি-মিষে যেন বরিষে মধু ॥ ১৪০৪ ॥
ধীরে ধীরে কহে, মোর এ বিবাহে,
জলসাইবারে আইবে প্রাতে।
এত কহি' করে, ধরি' বারে বারে,
আলিঙ্গয়ে কত, কৌতুক তা'তে ॥ ১৪০৫ ॥
সে তনু-সৌরভ, পরশে এ সব,
তো-সভে কহি' যে নিলজি হৈয়া।
অধিবাস আজি, বেগে চল সাজি',
নরহরিনাথে মিলহ গিয়া ॥ ১৪০৬ ॥

পুনশ্চ—তোড়ী

গৌর বরজ- কিশোর বর,
অনুরাগে নব নব নারী।
বিপুল পুলকিত, গাত গর গর,
ধিরজ ধরই না পারি ॥ ১৪০৭ ॥
বেগি বিরচি, সুবেশ কাজরে,
আঁজি কঞ্জ-নয়ান।

মুকুর করগহি, পেখি কুসুমময়ে,
মাজি মঞ্জু বয়ান ॥ ১৪০৮ ॥
গমন-সময়, বিচারি গুরুজন-
চরণ-বন্দন কৈল।
শ্রীশচী-গৃহ, গমনে সো সব,
উলসে অনুমতি দেল ॥ ১৪০৯ ॥
পরশ পররস, বরষে ঘন ঘন,
ভবন তেজি তুরন্ত।
ভণত নরহরি, পন্থগত কত,
যূথগণই ন অন্ত ॥ ১৪১০ ॥

পুনশ্চ— বেলাবলী

রজনী-প্রভাত- সময়ে সব সুন্দরী,
চলত ললিত গতি অতি রুচিকারী।
অপরূপ বেশ, সরস রসনা-মণি,
নূপুররব মুনিজন-মনোহারী ॥ ১৪১১ ॥
অনুভব ন হই; কৌনে সিরজল,
প্রতিঅঙ্গ-কিরণে করু ভুবন উজোর।
মনমথ শত শত, মুরুছে হেরি তনু,
সৌরভে মধুপ ধায়ত চহু ভোর ॥ ১৪১২ ॥
হরষ পরশ পর, পরম-রঙ্গ উর,
তুরিতহি রুচির গেহ-মধি গেল।
অঙ্গন সুখবর, সরসী তাঁহি নব,
কমলবৃন্দ জনু প্রফুলিত ভেল ॥ ১৪১৩ ॥
আইক নিয়রে, যা বহুঁ যতনহি,
যূথ যূথ সবই করু পরণাম।
চম্পক কলি, অঞ্জলি ভরি ভরি (বিহি),
পূজত পদ' বুঝি ভণ ঘনশ্যাম ॥ ১৪১৪ ॥

পুনঃ—বেলাবলী

যুবতিযূথমতি- গতি অতি অদভুত,
করত প্রণাম ভঙ্গি রুচিকারী।
নয়ত সুতনু জনু, কনকলতা নব,
কুসুমসমূহ ভার গত ভারী ॥ ১৪১৫ ॥
সুরুচির চরণ- উপান্ত ধরত শির,
শিথিল সরোরুহ অমিত সুকাঁতি।
ভূমি পতিত যনু, বিজুরিপুঞ্জ সহ,
সজল-জলদ থির-চর তনু ভাঁতি ॥ ১৪১৬ ॥
লঘু লঘু কর, পল্লব করু প্রেরণ,
দুর্লভ রেণু-গ্রহণে চিত চাহ।
ঝলকত নখ, মরিজাদ-হেতু জনু,
ভেটত মণিগণ অনুপ উছাহ ॥ ১৪১৭ ॥
অম্বুজ-বদনে, ঝাঁপি বসনাঞ্চল,
হাসত মৃদু মৃদু কিরণ প্রকাশ।
নব মকরন্দ, ছানি যনু যতনহি,
সিঞ্চত ঘন ভণ নরহরি দাস ॥ ১৪১৮ ॥

পুনঃ—তুড়িরাগ

শচী জগত-জননী, জন-নীতবিদ,
বিদিত সুচারু চরিত-রীতি।
নিজ প্রাণের অধিক, বধূ সম মান,
সবাকারে করে পরম প্রীতি ॥ ১৪১৯ ॥
প্রতি জনে জনে পুছি, মঙ্গল শিরেতে,
কর ধরি' করে আশীষ বহু।
সদা বাঢ়ুক সম্পদ, পতি আদি সব,
চিরজীবী হৈয়া কুশলে রহু ॥ ১৪২০ ॥
ইহা শুনি বধূগণ, মনে মনে হাসি',
সুখে ভাসি' কহে মধুর কথা।
ওগো, এ শুভ চরণ, দরশনে বোলো,
কি লাগি অশুভ রহিব এথা ॥ ১৪২১ ॥
অতি সঙ্কুচিত চিতে, কিঞ্চিত কহি,
করযুড়ি সদা দাঁড়া'য়া রহে।
নরহরি প্রাণপতি, মাতা তা দেখিয়া,
আঁখি ছল ছল বিবশ স্নেহে ॥ ১৪২২ ॥

যথা—রাগ

নব নদীয়া-নাগরী, গোরি ভোরি বয় থোরি,
কি চরিত বুঝিব আনে।
অতি অলক্ষিত পিয়া- পানে চাহি' হিয়া,
থরহরি কাঁপে মদন-বাণে ॥ ১৪২৩ ॥
কেহো, ভাবি মনে মনে, ভণে আজু বুঝি,
নিলজ হইনু সবার পাশে।

কেহ, কারু প্রতি ঠারি, নারে সম্বরিতে,
অমুনি ঈষৎ ঈষৎ হাসে ॥ ১৪২৪ ॥
কেহ, কারু করে ধরি, ধীরে ধীরে সাধে,
অধিক আনন্দে উমড়ে হিয়া।
কেহ, কারু প্রতি কহে, পীরিতি-কাহিনী,
অলপ ঘুঙটে ঘুঙট দিয়া ॥ ১৪২৫ ॥
কেহ, কারু প্রতি করে, করেতে সঙ্কেতে,
কত কত কথা উপজে মনে।
কেহ, কারু মতি থির, করে কত ভয়,
দেখাইয়া চারু নয়ান-কোণে ॥ ১৪২৬ ॥
কেহ, নিজ ধৈর্য জানা- ইতে কারু মুখ,
মোছে পটাঞ্চল যতনে লৈয়া।
কেহো করি কাণাকাণি, জানি বিপরীত,
একভিত থাকে গুপত হৈয়া ॥ ১৪২৭ ॥
এইরূপে যত, কুলবতী সতী,
গৌরপ্রেম-রসার্ণবে সবে মগন হৈলা।
(নর) হরি কি কহিব, প্রাণনাথে প্রাণ-
জীবন যৌবন সোঁপিয়া দিলা ॥ ১৪২৮ ॥

যথা—রাগ

গোরারসে ভাসি', হাসি' লহু লহু,
কুলবতী কুল উলসিত বহু,
পানি সাইবারে, সাজে শচীদেবী-
আদেশেতে কিবা কৌতুক চিতে।
নব্য মধ্য পূর্ণ যৌবনা সুন্দরী,
যূথে যূথে গতি অতি সুমাধুরী,
চঞ্চল চারু দৃগঞ্চল চাহনি,
ভঙ্গি নানা নাহি উপমা দিতে ॥ ১৪২৯ ॥
পরিধেয় কত ভাঁতি সুবসন,
প্রতি অঙ্গে হেম-মণি-আভরণ,
ঝলকয়ে মুখে ঘুঙট অতুল,
সুললিত বেণী পীঠেতে দোলে।
কারু কারু করে শুভময় দ্রব্য,
কারু কারু করে সরসিজ নব্য,
কারু শিরে ডালা আলা করে পট্ট-
বাসে সে আবৃত শোভয়ে ভালে ॥ ১৪৩০ ॥
চলিতেই বাজে কটিতে কিঙ্কিণী,
রিনি ঝিনি রিনি ঝিনিনি নি নি নি,
চরণে নূপুর রুণু ঝুনু রুণু,
ঝুনু ঝুনু রবে রঞ্জয়ে শ্রুতি।
আগে আগে চলে বাদক আনন্দে,
বাজায়য়ে বাদ্য সুমধুর ছন্দে,
ধাধা, ধিং নিং নিং নিং ধো ধিকি,
ধিকি তা ধেয়া নানা বাদ্যে হরয়ে ধৃতি ॥ ১৪৩১ ॥
অলখিত সুরনারীগণ রঙ্গে,
মিশাইয়া নদীয়ার বধূসঙ্গে,
পানি সাই সবে প্রবেশে ভবনে,
ধনি ধনি ধনি কেবা না কহে।
তৈল হরিদ্রাদি বিলাইয়া যত
স্ত্রী-আচার তাহা কে কহিবে কত,
সে সুখপাথারে কে না সাঁতারয়ে,
নরহরি বহু নিছনি তাহে ॥ ১৪৩২ ॥

পুনঃ যথা—রাগ

শচীদেবী উলসিত হৈয়া।
গঙ্গা পূজিবারে, যায় গঙ্গাতীরে,
আইহ-সুইহগণ সঙ্গেতে লৈয়া ॥ ১৪৩৩ ॥
নানা পুষ্প-গন্ধ- চন্দনাদি দিয়া,
পূজে জাহ্নবীর যতন করি'।
উছলয়ে সুর- ধুনী অনিবার,
শচীসুতপদ হৃদয়ে ধরি' ॥ ১৪৩৪ ॥
বাজে বাদ্য ভালে, ষষ্ঠী-থলে চলে,
পূজে ষষ্ঠী কত সামগ্রী দিয়া।
ষষ্ঠী সুখে ভাসি' প্রশংসে আপনা,
গোরাচান্দ গুণে উথলে হিয়া ॥ ১৪৩৫ ॥
কত সাধে বন্ধুগণ গৃহে গতি,
অতি উল্লাস সে সবার চিতে।
আসি নিজ ঘরে করে শুভক্রিয়া,
নরহরি নারে তুলনা দিতে ॥ ১৪৩৬ ॥

পুনঃ যথা—রাগ

গোরা-বিধু-অধি- বাস-সুখে কে না,
বৈসে প্রবেশিয়া ভবন-মাঝে।

গোরা-প্রিয়গণ, নিত নব নব,
নিপুণতা অধিবাসের কাযে ॥ ১৪৩৭ ॥
মালা-চন্দনাদি, দেই জনে জনে,
সে অতি কৌতুক কে কত কবে।
সভামধ্যে বিল- সয়ে শচীসুত,
যেন পুরন্দর-বেষ্টিত দেবে ॥ ১৪৩৮ ॥
মিশ্র সনাতন, গণসহ শুভ-
ক্ষণে আসি' নানা সামগ্রী লৈয়া।
ছোয়াইয়া গন্ধ, গোরামুখ-পানে,
অনিমিখ আঁখে রহয়ে চাইয়া ॥ ১৪৩৯ ॥
বিপ্র বেদধ্বনি করে, নারী জয়কার,
চারু রঙ্গ ভাটেতে ভণে।
গায় নরহরি, অধিবাস-রস,
বায় নানা বাদ্য বাদকগণে ॥ ১৪৪০ ॥

পুনঃ যথা—রাগ

হোত শুভ অধিবাস শুভক্ষণে,
গগনে সুরগণ মগন গণসনে,
পরস্পর পহুঁ চরিত ভণি অনি-
বার মুদমতি-গতি নয়ী।
গৌর রসময় রসিকশেখর,
সরস আসনে বিলসে রুচির,
কর কনকদরপণ দরপভর-হর,
মৃদুল তনু মনমথজয়ী ॥ ১৪৪১ ॥
বদন-বিধু বিধুগরব-ভঞ্জন,
হাস মৃদু মৃদু হৃদয়রঞ্জন,
মঞ্জুদিঠি-যুগ কঞ্জ ঝলকত,
ভাল তিলক সুশোহয়ে।
ভুজগভুজবর বক্ষ পরিসর,
ক্ষীণ কটি, প্রতি অঙ্গ সুরুচির,
চিকণ চাঁচরচিকুর নিরুপম,
ভুবন-জন-মন মোহয়ে ॥ ১৪৪২ ॥
ঐছে মাধুরী হেরি' গুণিগণ,
মানি সুকৃতি উছাহে ঘন ঘন,
বিবিধ রাগ আলাপি গায়ত,
বীণগহি শ্রুতি সরসয়ে।
সুঘর বাদকবৃন্দ ভায়ত,
মধুর মুরজ মৃদঙ্গ বায়ত,
থোঙ্গ থোঙ্গণ ঝিকি কু ঝাঙ্কিট,
ঠিঠি টিন ন ন ন নায়ে ॥ ১৪৪৩ ॥
নটত নর্তক হস্ত অভিনয়,
ললিত ভঙ্গি বিথারি অতিশয়,
বদত তক তক থৈ ত থৈ তত,
ধা ধিলি লি লি লি ল ল লঈ।
নিরত জয় জয়, শবদ ভুবি ভরু,
ভূরি ভূসুর বেদধ্বনি করু,
দেত উলু লু লু নারীগণ,
ঘনশ্যাম হিয়া সুখে উথলঈ ॥ ১৪৪৪ ॥

পুনঃ যথা—রাগ

মিশ্র সনাতন হর্ষ মনে।
করয়ে কন্যার অধিবাস শুভক্ষণে ॥ ১৪৪৫ ॥
বিপ্রগণ আইগৃহ হৈতে।
অধিবাস-সজ্জ লৈয়া আইলা ত্বরিতে ॥ ১৪৪৬ ॥
নদীয়ার ব্রাহ্মণ সজ্জন।
রাজপণ্ডিতের ঘরে সভার গমন ॥ ১৪৪৭ ॥
মিশ্র মহা আদর করিয়া।
বসান সভারে মালাচন্দনাদি দিয়া ॥ ১৪৪৮ ॥
কি অপূর্ব্ব সুষমা অঙ্গনে।
বৈসয়ে সকলে চারু মণ্ডল-বন্ধানে ॥ ১৪৪৯ ॥
সখীসহ মিশ্রের ঘরণী।
করয়ে মঙ্গল যত কহিতে না জানি ॥ ১৪৫০ ॥
চকিত চাহিয়া চারিভিতে।
বিষ্ণুপ্রিয়া বাহির হইলা ঘরে হৈতে ॥ ১৪৫১ ॥
সভামধ্যে বৈসে সিংহাসনে।
অনিমিখ আঁখে শোভা দেখে সর্ব্বজনে ॥ ১৪৫২ ॥
বসন ভূষণ সাজে ভালো।
প্রতি অঙ্গছটায় ভুবন করে আলো ॥ ১৪৫৩ ॥
উপমা কি কনক-বিজুরি।
চান্দের গরব হরে মুখের মাধুরী ॥ ১৪৫৪ ॥

যত শোভা কে কহিতে পারে।
ছোয়াইয়া গন্ধ সভে আশীর্বাদ করে ॥ ১৪৫৫ ॥
নারীগণে দেই জয়কার।
বিপ্রগণে বেদধ্বনি করে অনিবার ॥ ১৪৫৬ ॥
ভাটগণে ভণে স্বচরিত।
বাজে নানাবাদ্য গুণিগণে গায় গীত ॥ ১৪৫৭ ॥
কত না কৌতুক মিশ্র-ঘরে।
নরহরি ভাসে সে না সুখের সায়রে ॥ ১৪৫৮ ॥

শ্রীনিমাইর বিবাহ

পুনঃ যথা—রাগ

অধিবাস দিবসের পরে।
বাঢ়য়ে আনন্দ নব নদীয়ানগরে ॥ ১৪৫৯ ॥
চারিদিকে ফিরে লোক ধা'য়া।
নিমাইর বিবাহ আজি এই কথা কৈয়া ॥ ১৪৬০ ॥
ভুবন ভরিয়া জয় জয়।
বিবাহ দেখিতে সাধ কা'র বা না হয় ॥ ১৪৬১ ॥
শিব সুখে পার্বতী-সহিতে।
ছাড়িয়া কৈলাস, আসে বিবাহ দেখিতে ॥ ১৪৬২ ॥
অনন্ত আপনগণ লৈয়া।
বিবাহ দেখিতে রহে অলক্ষিত হৈয়া ॥ ১৪৬৩ ॥
বৈকুণ্ঠের যত পরিকর।
বিবাহ দেখিব বলি' অধৈর্য অন্তর ॥ ১৪৬৪ ॥
চতুর্মুখ নিজ প্রিয়া সনে।
দেখিতে বিবাহ কত সাধ ক্ষণে ক্ষণে ॥ ১৪৬৫ ॥
সুরপতি শচী সঙ্গে লৈয়া।
বিবাহ দেখিতে সাজে মহাহর্ষ হৈয়া ॥ ১৪৬৬ ॥
উৎসায়ে ভণয়ে দেবগণে।
দেখিব বিবাহ রহি' প্রভুর ভবনে ॥ ১৪৬৭ ॥
দেবনারী বিচারিল চিতে।
মাতিব বিবাহে নদীয়ার বধূসাথে ॥ ১৪৬৮ ॥
গন্ধর্ব কিন্নর করে মনে।
গীত বাদ্যে মিশা'ব বিবাহে গুণি-সনে ॥ ১৪৬৯ ॥
ইন্দ্রের নর্ত্তকীগণ কহে।
নদীয়া-নর্ত্তকীসহ নাচিব বিবাহে ॥ ১৪৭০ ॥
দেবঋষি উল্লসিত চিতে।
কত অভিলাষ করে বিবাহ দেখিতে ॥ ১৪৭১ ॥
উথলয়ে যমুনা জাহ্নবী।
বিবাহ-কৌতুকরসে প্রফুল্ল পৃথিবী ॥ ১৪৭২ ॥
ব্রাহ্মণী, সজ্জন নদীয়ার।
বিবাহে নিমাইর গৃহে গমন সভার ॥ ১৪৭৩ ॥
শচীর নন্দন গৌরহরি।
বৈসে সুখে বিবাহ-বিহিত কর্ম করি' ॥ ১৪৭৪ ॥
প্রভুমুখচন্দ্র নিরখিয়া।
কহে কত কেউ না ধরিতে পারে হিয়া ॥ ১৪৭৫ ॥
উপজে মঙ্গল যত যত।
একমুখে নরহরি কহিব বা কত ॥ ১৪৭৬ ॥

গোরা রসময়, সুখের আলয়,
বিলসয়ে বিবাহ-বিহিত স্নানে।
কুলবধূ-কুল, উলু লু লু দিয়া,
চাহে চারু চান্দমুখের পানে ॥ ১৪৭৭ ॥
কেহ কেহ সে না, অঙ্গের বাতাসে,
কাঁপে ঘন ঘন, বিজুরি জিতি।
কেহ পরশের সাধে গন্ধ-হরি-
দ্রাদি মাখাইতে না ধরে ধৃতি ॥ ১৪৭৮ ॥
কেহ সুললিত, কুন্তলেতে তৈল,
দিতে কত রঙ্গ উপজে চিতে।
কেহ অভিষেক, করে গঙ্গাজলে,
ভঙ্গি নানা নাহি উপমা দিতে ॥ ১৪৭৯ ॥
কেহ আধ হাসি', ভাসে রসে তনু
পোছে পানিতোলা লইয়া হাতে।
রক্তপ্রান্ত শুক্ল বাস পিন্ধা-অএ,
নরহরি অতি কৌতুক তাতে ॥ ১৪৮০ ॥

পুনঃ যথা—রাগ

কি আনন্দ শচীর ভবনে।
করয়ে মঙ্গলকর্ম আইহ-সুইহগণে ॥ ১৪৮১ ॥
বিবাহ-বিহিত স্নান করি'।
বৈসেন অপূর্ব সিংহাসনে গৌরহরি ॥ ১৪৮২ ॥

রূপের ছটায় মন মোহে।
চাঁচর চিকণ কেশ পিঠে ভাল শোহে ॥ ১৪৮৩ ॥
গোরা-পাশে আসে প্রিয়গণ।
বারেক চাহিয়া নারে ফিরাইতে নয়ন ॥ ১৪৮৪ ॥
কত না আনন্দে সভে মাতি।
বিবাহ-বিহিত বেশ রচে নানা ভাঁতি ॥ ১৪৮৫ ॥
কহিতে কি জানে নরহরি।
নিরুপম বেশের বালাই লইয়া মরি ॥ ১৪৮৬ ॥

পুনঃ যথা—রাগ

নদীয়ার শশী,　　রসিক-শেখর,
　শোভে ভালো শুভবিবাহ-বেশে।
চর্চিতাঙ্গ চারু,　　চন্দন-তিলক,
　অর্ধচন্দ্রাকৃতি-ললাট-দেশে ॥ ১৪৮৭ ॥
নানা পুষ্পময়,　　বিচিত্র মুকুট,
　শিরে সে না ছান্দে কে নাহি ভুলে।
আঁখে কাজরের　　রেখা নব কুল-
　বতী সতীগণে না রাখে কুলে ॥ ১৪৮৮ ॥
শ্রুতিমূলে মণি,　　মকর-কুণ্ডল,
　ঝলকয়ে কিবা গণ্ডের ছটা।
সুমধুর হাসি-　　মাখা মুখখানি,
　নিছনি পূর্ণিমা-চান্দের ঘটা ॥ ১৪৮৯ ॥
সূত্রে বাঁধা ধান্য,　　দূর্বাদি সুন্দর,
　হেম-দরপণ দক্ষিণ করে।
নরহরি ভণে,　　ভূষণে ভূষিত,
　প্রতি অঙ্গ হেরি' কে ধৃতি ধরে ॥ ১৪৯০ ॥

পুনঃ যথা—রাগ

গৌর বিধুবর, বরজ-নাগর, জননী-পদধূলি ধরত শিরপর,
করত বিজয়, বিবাহে ভুসুর-বৃন্দ বলিত সুশোহয়ে।
চঢ়ত চৌদল, মাহি ঝলকত, অঙ্গ-কিরণ-সমুদ্র উছলত,
মদনমদভর, হরণ সরস, সিংগার জনমন মোহয়ে ॥১৪৯১॥
বিপুল কলরব, কহি না আয়ত, নারী পুরুষ অসংখ্য ধায়ত,
পন্থ বিপথ, ন মানি কাহুক, গেহ-গমন ন রহ স্মৃতি।
তেজি অলখিত, দেবগণ দিবি, ব্যাপি সব নদীয়ানগর-ভুবি,
ভ্রমই পহু ক বিবাহে গতি, অবলোকি কো উন ধর ধৃতি।
বাদ্য দুন্দুভি ভেরি তিত্তিরি, শৃঙ্গিকাক বিলাস কংসারি,
ঢোল ঢোলক ডমরু ডিণ্ডিম, মঞ্জু কুণ্ডলী বারুণা।
বীণ পণব পিনাক কাহল, মুরজ চঙ্গ উপঙ্গ মাদল,
বাজতহি তক থোঙ্গ থোঙ্গিন, তক থবিরু তক তক থুনা ॥
মধুরস্বর গুণী গানে নিমগন, নটত নর্তক নর্তকীগণ,
উঘটি ধি,ধি কট ধা ধিনি, নি নি নি দৃঙ্কুতা দৃমিত কথঙ্গ।
ভাট ভণ নব চরিত রসময়, বিবিধ মঙ্গল নিত অতিশয়,
হোত জয় জয়-কার ঘন ঘনশ্যাম হিয় উমত্ত অঙ্গ ॥১৪৯৪॥

পুনঃ যথা—রাগ

গৌর-রসিক-শেখর-বর, "বেষ্টিত প্রিয়-বিপ্র-নিকর,
হরষিত সুবিবাহ করব, ইথে চলু চড়ি চৌদলে।
তত ঘন আনদ্ধ শুষির, বাদ্য চতুর্বিধ সুরুচির,
বাজত বহু ভাঁতি শবদ, ভরল গগন-মণ্ডলে ॥ ১৪৯৫ ॥
সর্ববাদ্য শোভন নব, মর্দল মৃদবর্ধন রব,
ধো ধো দিগি তগ থিলঙ্গ, ধা ধা নিনি নিধিয়া।
অলখিত সুরনর্তকীগণ, নর্তকী-সহ লাস্য সঘন,
ভণতক তক থৈ থৈ থৈ, আই অতি নি নি নি তিয়া॥১৪৯৬॥
গায়কগণে মিলি উলসিত, গায়ত গন্ধর্ব ললিত,
শ্রুতি-সুমধুর গ্রামাদি বিবিধে, কৌতুক পরকাশয়ে।
দশশত মুখ বিহি মহেশ, গণ-সহ সুরপতি গণেশ,
গিরিজাদিক ধৃতি কি ধরব, সুখ-সায়রে ভাসয়ে ॥ ১৪৯৭ ॥
হয় গজ বহু অস্ত্রধারী, প্রকটিত গুণ হাস্যকারী,
লসত শত পতাকাদিক, ভীড়ে পথ রোকঙ্গ?
নদীয়াপুর ভরমি ভরমি, সুরধুনী-তীরে বিরমি বিরমি,
মিশ্র-গৃহ-সমীপ নর-হরি শোভা অবলোকঙ্গ ॥ ১৪৯৮ ॥

পুনঃ যথা—রাগ

গোরাচান্দের বিবাহ দেখিবারে।
কত না মনের সাধে,　　সাজয়ে কুলের বধূ,
　ধৈরয ধরিতে কেউ নারে ॥ ধ্রু ॥ ১৪৯৯ ॥
রসের আবেশে আঁখে,　　অঞ্জন রঞ্জয়ে কিবা,
　বঙ্কিম চাহনি বঙ্ক ভুরু।
চিকণ চিকুর বেণী,　　পীঠেতে লোটায় কিবা,
　কনক-নির্মিত ঝাঁপা চারু ॥ ১৫০০ ॥
কপালে সিন্দূর-বিন্দু,　　চন্দন শোভয়ে কিবা
　গন্ধরাজ চাঁপা দেই কাণে।

মণি-মুকুতার মালা, গলায় দোলয়ে কিবা,
ঝলমল করে আভরণে ॥ ১৫০১ ॥
পরিয়া পাটের শাড়ী, ছাড়িয়া ভবন কিবা
চলি' যায় গজেন্দ্র-গমনে।
নরহরি নাথে নির- খিয়া হিয়া উথলয়ে,
কেউ কিছু কহে কারু কাণে ॥ ১৫০২ ॥

পুনঃ যথা—রাগ

সই! ওই দেখ নদীয়ার চান্দে।
ভুবন-মোহন গুনা, রূপের নিছনি লৈয়া,
কত শত মদন-চরণে পড়ি' কান্দে ॥ ধ্রু ॥ ১৫০৩ ॥
রসে ডুবু ডুবু দুটি, নয়ান-চাহনি বিধি,
সিরজিল যুবতী বধিতে হেন বাসি।
বদন-চাঁদের শোভা, চান্দের গরব হরে,
হাসি মিশে অমিয়া বরিষে রাশি রাশি ॥ ১৫০৪ ॥
আহা মরি মরি যেন, কত না মনের সাধে,
কেবা বনাইল এ না বিবাহের বেশ।
পরম উজ্জ্বল অতি, বিচিত্র মুকুট মাথে,
ঝাঁপিয়াছে চিকণ চাঁচর চারু কেশ ॥ ১৫০৫ ॥
মঙ্গল-বিহিত পীত- সুতা দূর্বাদল করে
নিরুপম কনক-দর্পণ ভাল শোহে।
পরিধেয় বসন ভূ- ষণ সুমধুর প্রতি
অঙ্গের ভঙ্গিতে নরহরি-মন মোহে ॥ ১৫০৬ ॥

পুনঃ যথা—রাগ

আহা মরি কি মধুর রীতি!
নদীয়া-নাগরী, গোরাচান্দে হেরি',
ধরিতে নারয়ে ধৃতি ॥ ধ্রু ॥ ১৫০৭ ॥
কেহো ধীরি ধীরি, কহে ভঙ্গি করি',
কি কাজ কুলের লাজে।
নিশি দিশি গোরা- সহ বিলসিব,
রাখি' বুকের মাঝে ॥ ১৫০৮ ॥
কেহো কহে এবে, সে রসে মাতিয়া,
দেখিব বিবাহ-রঙ্গ।
সামা'য়া বাসর- ঘরে ছল করি,
ছুইব সোনার অঙ্গ ॥ ১৫০৯ ॥
এই মত কত, মনোরথ তাহা,
কহিতে না আসে মুখে।
নরহরি সহ, সনাতন-মিশ্র-
ভবনে প্রবেশে সুখে ॥ ১৫১০ ॥

পুনঃ যথা—রাগ

সনাতন-মিশ্রের ভবনে।
যে মঙ্গল ক্রিয়া তা' কহিতে কেবা জানে ॥ ১৫১১ ॥
বাজে নানা বাদ্য শোভাময়।
উথলে আনন্দ-কোলাহল অতিশয় ॥ ১৫১২ ॥
বন্ধুগণ-সনে সনাতন।
আগুসরি আসে নিতে জামাতা-রতন ॥ ১৫১৩ ॥
জামাতা কি মনোহর সাজে।
ঝলমল করে দিব্য চতুর্দল-মাঝে ॥ ১৫১৪ ॥
চতুর্দিগে ব্রাহ্মণ-সজ্জন।
অসংখ্য লোকের ভিড় না যায় গণন ॥ ১৫১৫ ॥
কারু হাতে হাত দিয়া অন্ধ।
দাঁড়াইয়া রহয়ে যে দিকে গৌরচন্দ্র ॥ ১৫১৬ ॥
পঙ্গুগণ রাজপথে আসি'।
দেখয়ে মনের সাধে গোরা-রূপরাশি ॥ ১৫১৭ ॥
যেবা কেউ চলিতে না পারে।
ধরিয়া লগুড় পথে আইসে ধীরে ধীরে ॥ ১৫১৮ ॥
কেবা নাহি গোরা-গুণ গায়।
না জানয়ে কত সুখ বাঢ়য়ে হিয়ায় ॥ ১৫১৯ ॥
নানা বাদ্য বাজে নানা ছান্দে।
নাচে বালবৃদ্ধ কেউ থির নাহি বাঁধে ॥ ১৫২০ ॥
কত শত মহা-দীপ জ্বলে।
ধরণী ছাইল আলো গগন-মণ্ডলে ॥ ১৫২১ ॥
কেহো কুন রঙ্গ প্রকাশয়।
ব্যাপয়ে সকল মহীতলে যাহা হয় ॥ ১৫২২ ॥
মিশ্র মহা উল্লসিত মনে।
জামাতা লইয়া কোলে প্রবেশে ভবনে ॥ ১৫২৩ ॥
অপূর্ব আসনে বসাইয়া।
করে পুষ্পবৃষ্টি চান্দমুখ-পানে চা'য়া ॥ ১৫২৪ ॥

জয় জয়-ধ্বনি অনিবার।
বাদাবাদি বায় বাদ্যবাদক দোঁহার ॥ ১৫২৫ ॥
মিশ্র করে জামাতা বরণ।
নরহরি তাহা দেখি' জুড়ায় নয়ন ॥ ১৫২৬ ॥

পুনঃ যথা—রাগ

নদীয়ার শশী, বিলসয়ে চারু,
ছোড়লাতে কিবা মধুর ছান্দে।
কনক নবনী, জিতি' তনু নব,
ভঙ্গিমাতে কে বা ধৈরয বান্ধে ॥ ১৫২৭ ॥
বারে বারে বিষ্ণু- প্রিয়ার জননী,
অনিমিখ আঁখে নিরখে ছলে।
কত না আনন্দে, উথলয়ে হিয়া,
না পরশে পদ ধরণীতলে ॥ ১৫২৮ ॥
আইহ-স্থইহ সহ, স্থবেশে আইসে,
মঙ্গল বিধানে নিপুণা অতি।
ধান্য-দূর্বাদল, স্থললিত মাথে,
দেই আশীর্বাদ অতুল রীতি ॥ ১৫২৯ ॥
হাতে দীপ সপ্ত প্রদক্ষিণ করে,
বরে উকথিয়া যাইতে ঘরে।
নরহরি নাথে, চাহে পালটিয়া,
চলে পদ আধ স্নেহের ভরে ॥ ১৫৩০ ॥

পুনঃ যথা—রাগ

সনাতনমিশ্রের ঘরণী।
করে লোকাচার যত কহিতে না জানি ॥ ১৫৩১ ॥
সাঁতারয়ে স্থখের পাথারে।
কন্যায় ভূষিত করে নানা অলঙ্কারে ॥ ১৫৩২ ॥
দেখি' বিষ্ণুপ্রিয়ার স্থবেশ।
বাঢ়য়ে সবার মনে উল্লাস অশেষ ॥ ১৫৩৩ ॥
মিশ্র মহাশয় শুভক্ষণে।
কন্যায় আনিতে নিদেশিলা প্রিয়গণে ॥ ১৫৩৪ ॥
মিশ্রের ভবন মনোহর।
ঝলমল করয়ে অঙ্গন পরিসর ॥ ১৫৩৫ ॥
ছোড়লা শোভয়ে সেইখানে।
আনিলেন কন্যা বসাইয়া সিংহাসনে ॥ ১৫৩৬ ॥
যে কিছু আছয়ে লোকাচার।
তাহাও করেন তাহে কৌতুক অপার ॥ ১৫৩৭ ॥
প্রথমেই দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া।
আত্ম-সমর্পিলা প্রভুপদে মালা দিয়া ॥ ১৫৩৮ ॥
ঈষৎ হাসিয়া গোরারায়।
দিল পুষ্পমালা বিষ্ণুপ্রিয়ার গলায় ॥ ১৫৩৯ ॥
পুষ্প-ফেলাফেলি দুইজনে।
দোঁহার মনের কথা দোঁহে ভাল জানে ॥ ১৫৪০ ॥
তিলে তিলে বাঢ়য়ে আনন্দ।
বিষ্ণুপ্রিয়া-সহ বিলসয়ে গৌরচন্দ্র ॥ ১৫৪১ ॥
কি নব শোভার নাই পার।
চারিদিগে নারীগণ দেই জয়কার ॥ ১৫৪২ ॥
করে কোলাহল সর্বজন।
বাজে নানা বাদ্য, ধ্বনি ভেদয়ে গগন ॥ ১৫৪৩ ॥
সনাতনমিশ্র ভাগ্যবান্।
বসিলেন উল্লাসে করিতে কন্যাদান ॥ ১৫৪৪ ॥
বেদাদি-বিহিত ক্রিয়া করি'।
সমর্পিল কন্যা বিশ্বম্ভর-করে ধরি' ॥ ১৫৪৫ ॥
দিলেন যৌতুক স্থখে ভাসি'।
দিব্যধেনু, ধন, ভূমি, শয্যা, দাস, দাসী ॥ ১৫৪৬ ॥
সর্বশেষে হোম-কর্ম করে।
বিশ্বম্ভর-বামে বসাইয়া দুহিতারে ॥ ১৫৪৭ ॥
কি অদ্ভুত দোঁহার মাধুরী।
কহিতে কি দোঁহার নিছনি নরহরি ॥ ১৫৪৮ ॥

পুনঃ যথা—রাগ

দেখি' পর্যঙ্ক, বিবাহ-মাধুরী,
কৌড ধরই ন থেহ।
শেষ শিব বিহি, ইন্দ্র গণপতি
আদি পুলকিত দেহ ॥ ১৫৪৯ ॥
ভীড় অতিশয়, গগনপথ বহু,
রোকি দেব-বিমান।
হোত জয় জয়- শবদ স্থমধুর,
ভঙ্গি ভণই ন জান ॥ ১৫৫০ ॥

ভূরি কৌতুক, পরস্পর বর,
সরস চরিত উচারি'।
করত কুসুম সুবৃষ্টি অলক্ষিত,
ললিত রঙ্গ বিথারি' ॥ ১৫৫১ ॥
দ্বিজ সনাতন, ভাগ ভর পর-
শংসি পরম বিথোর।
দাস নরহরি, আশ ইহ সুখে,
মাতব কি মতি মোর ॥ ১৫৫২ ॥

পুনঃ যথা—রাগ

রমণী- বৃন্দ বিরচি,
বেশ বিবিধ ভাঁতি।
বাজত থর, মাহি অতুল,
ঝলকে কঙ্কক কাঁতি ॥ ১৫৫৩ ॥
ভ্রমত গগন- পথ অগণিত
যূথ হিয় উৎসাহ।
মানত দিঠি সফল নিরখি,'
গৌরবর-বিবাহ ॥ ১৫৫৪ ॥
মিশ্রভবন, রীত রুচির,
উচরি পুলক গাত।
নব নব অভি- লাষ করহ,
ধৃতি ধরই ন জা'ত ॥ ১৫৫৫ ॥
নিরুপম পহু, প্রেয়সী ছবি,
লোচন ভরি নেত।
নরহরি কত, ভাথব সভে,
প্রাণ নিছনি দেত ॥ ১৫৫৬ ॥

পুনঃ যথা—রাগ

আহা মরি মরি, সুর-নারীগণ,
নদীয়া-চান্দের বিবাহ দেখি'।
সে শোভা-সায়রে, সাঁতারিয়া সভে,
তিরপিত করে তৃষিত আঁখি ॥ ১৫৫৭ ॥
কেহো কারু প্রতি, কহে দেখ মিশ্র
সনাতন সুখে না ধরে হিয়া।
কৃষ্ণে কন্যা দান করি' কত সাধে,
কহে কত নানা যৌতুক দিয়া ॥ ১৫৫৮ ॥
কেহো কহে জামা- তার বামে কন্যা,
বসাইয়া ধন্য আপনা মানে।
করে হোম-ক্রিয়া, তাহে নাহি মন,
চাহি রহে চান্দমুখের পানে ॥ ১৫৫৯ ॥
কেহো কহে দেখ, মিশ্রের ঘরণী,
উনমত পারা, বিবাহ-ধূমে।
নরহরি নাথে, দেখে কত ছলে,
উলসিত পদ না পড়ে ভূমে ॥ ১৫৬০ ॥

পুনঃ যথা—রাগ

দেব দেব-রমণী উল্লাসে।
বিবাহ-প্রসঙ্গ সভে কহে মৃদু ভাষে ॥ ১৫৬১ ॥
ভাগ্যবন্ত লোক নদীয়ার।
হইল বিবাহ, দেখি' উল্লাস সভার ॥ ১৫৬২ ॥
রূপবতী কন্যা যা'র ঘরে।
সে-সকল বিপ্র মনে মহা-খেদ করে ॥ ১৫৬৩ ॥
এ হেন বরেরে কন্যা দিতে।
না পারিলু হেন সুখ নাহিক ভাগ্যেতে ॥ ১৫৬৪ ॥
এই মত কেহ কত কয়।
সকলেই সনাতন মিশ্রে প্রশংসয় ॥ ১৫৬৫ ॥
সনাতনমিশ্র ভাগ্যবান্।
হোমকর্ম আদি সব কৈল সমাধান ॥ ১৫৬৬ ॥
কন্যা-জামাতায় নিরখিয়া।
তিলে তিলে বাঢ়ে সুখ উথলয়ে হিয়া ॥ ১৫৬৭ ॥
কহিতে কে জানে লোকাচার।
ঘন ঘন নারীগণে দেই জয়কার ॥ ১৫৬৮ ॥
বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী-গোরাচাঁদে।
লইতে বাসর-ঘরে কেবা থির বান্ধে ॥ ১৫৬৯ ॥
নরহরি-পহুঁ গোরারায়।
চলে বাস-ঘরে কত কৌতুক হিয়ায় ॥ ১৫৭০ ॥

পুনঃ যথা—রাগ

নদীয়া-বিনোদ গোরা।
প্রবেশে বাসর- ঘরে নব নব,
তরুণীগণের পরাণ-চোরা ॥ ধ্রু ॥ ১৫৭১ ॥

কুলবধূগণ, মনের উল্লাসে,
বিশ্বম্ভর-বিষ্ণুপ্রিয়ায় লইয়া।
সুমধুর ছান্দে, বসায় বাসরে,
অনিমিখ আঁখে ও মুখ চা'য়া ॥ ১৫৭২ ॥
কেহ পরশের, সাধে হাসি' হাসি,'
সুগন্ধি চন্দন মাখায় অঙ্গে।
কেহ সাজাইয়া তাম্বূল বীটীকা-
সম্পুট সম্মুখে রাখয়ে রঙ্গে ॥ ১৫৭৩ ॥
কেহ করে কত, কৌতুক-ছলেতে,
ঢলি' পড়ে গায়, পুলক হিয়া।
নরহরি-নাথ- আগে রহে কেহ,
ভঙ্গিতে কুসুম-অঞ্জলি দিয়া ॥ ১৫৭৪ ॥

পুনঃ যথা—রাগ

বাসর-ঘরেতে গোরারায়।
রূপে কোটি মদন মাতায় ॥ ১৫৭৫ ॥
কুলবধূগণ মন-সুখে।
সোপয়ে নয়ন চান্দমুখে ॥ ১৫৭৬ ॥
ঘুঙটে ঘুঙট কেউ দিয়া।
কহে কিবা ঈষৎ হাসিয়া ॥ ১৫৭৭ ॥
পুলকে ভরয়ে সব গা।
ঝাঁপয়ে বসন দিয়া তা ॥ ১৫৭৮ ॥
কেউ দাঁড়াইয়া কারু পাশে।
কাঁপে সে না রসের আবেশে ॥ ১৫৭৯ ॥
কেহো অতি অথির হিয়ায়।
নিছয়ে জীবন রাঙ্গা পায় ॥ ১৫৮০ ॥
বাসর-ঘরেতে রঙ্গ যত।
তাহা কেবা কহিবে কত ॥ ১৫৮১ ॥
নরহরি-মনে এই আশ।
দেখিব কি এ সব বিলাস ॥ ১৫৮২ ॥

পুনঃ যথা—রাগ

বাসর-ঘরেতে গোরারায়।
বিষ্ণুপ্রিয়াসহ সুখে রজনী গোঙায় ॥ ১৫৮৩ ॥
কহিতে কৌতুক নাই ওর।
গোষ্ঠীসহ সনাতন আনন্দে বিভোর ॥ ১৫৮৪ ॥
রজনী-প্রভাতে গৌরহরি।
হৈলা হর্ষ কুশণ্ডিকা আদি কর্ম করি' ॥ ১৫৮৫ ॥
গমন করিব নিজালয়ে।
সনাতনমিশ্র মহাশয়ে নিবেদয়ে ॥ ১৫৮৬ ॥
সনাতন জামাতা-রতনে।
করিতে বিদায় ধৈর্য ধরয়ে যতনে ॥ ১৫৮৭ ॥
কন্যায় কত না প্রবোধিয়া।
দিল বিশ্বম্ভর-কর ধরি' সমর্পিয়া ॥ ১৫৮৮ ॥
গৌরহরি গমন-সময়ে।
মান্যগণে পরম উল্লাসে প্রণময়ে ॥ ১৫৮৯ ॥
কহিতে কি সে সভার সাধ।
ধান্য দূর্বা দিয়া শিরে করে আশীর্বাদ ॥ ১৫৯০ ॥
মিশ্র প্রিয়া কন্যা-জামাতারে।
বিদায় করিতে ধৈর্য ধরিতে না পারে ॥ ১৫৯১ ॥
গোরা গৃহে গমন করিতে।
বিপ্রগণ বেদধ্বনি করে চারিভিতে ॥ ১৫৯২ ॥
নারীগণ দেই জয়কার।
নানা বাদ্য বাজে, ভাটে পড়ে রায়বার ॥ ১৫৯৩ ॥
নরহরি-নাথে নিরখিয়া।
গমন-উচিত সভে করে শুভক্রিয়া ॥ ১৫৯৪ ॥

পুনঃ যথা—রাগ

বরজ-ভূষণ গৌর-বিধুবর, করি' বিবাহ বিনোদ-গতিপর,
প্রেয়সী-সহ চলই নিজ-ঘর, পরম অদ্ভুত শোহয়ে।
চঢ়ল চৌদল মাহি ঝলকত, রূপ অমিয়-প্রবাহ উছলত,
বলিত নয়ন সিংগার নিরুপম, নিখিল-জন-মন মোহয়ে ॥
হোত জয়-জয়-শব্দ অবিরত, নারীপুরুখ অসংখ্য নিরখত,
পরস্পর ভণ, লখিমি লখিমিকনাথ দুহু বিলসত যনু।
বন্দিগণ মন, মোদ অতিশয়, উচরি নব নব চরিত রসময়,
ভূরি ভূসুর করত ঘন, ঘন বেদধ্বনি পুলকিত তনু ॥১৫৯৬॥
বাদ্য বহুবিধ, মুরজ মরদল, ঝিসরি কুণ্ডলী পটহ পুষ্কল,
কুহু হুহু, হুহু হুধা বিবিধ বায়ত মধুর বাদক-ঘটা।
নটত নর্তকী, নর্তকাবলী, উঘটি তা থিক থিকিতা থিনি,
নিনি থেন্না থিকি,তক তাল ধরু,গগ ভঙ্গি চমকত তনু-ছটা ॥

জাতি শ্রুতি স্বরগ্রাম মূরছন, তান নব নব নব আলাপন,
শুনত কানন তেজি মৃগ, গুণিবৃন্দ নিকট হি ধায়এ।
ভবন চহুদিশ বিপুল কল কল, দাস নরহরি হৃদয় উথলল,
সময় গোধূলি, ললিত সুরধুনী, তীরে বিরমি ঘরে আয়এ ॥

পুনঃ যথা—রাগ

গোরাচান্দ বিবাহ করিয়া।
আইসেন ঘরে অতি উল্লসিত হৈয়া ॥ ১৫৯৯ ॥
অলক্ষিত হৈয়া দেবগণ।
করয়ে সকল পথ পুষ্প বরিষণ ॥ ১৬০০ ॥
সুখের পাথার নদীয়ায়।
বিবাহ-প্রসঙ্গ কেউ কহে শচীমায় ॥ ১৬০১ ॥
শুনি' মহা-বাদ্য-কোলাহল।
শচীদেবী হইলেন আনন্দে বিহ্বল ॥ ১৬০২ ॥
বাড়ীর বাহিরে শচী আই।
পতিব্রতাগণ-সহ রহে পথ চাই ॥ ১৬০৩ ॥
সভাসহ গোরা ধীরে ধীরে।
আসিয়া চৌদল হৈতে নামিলা দুয়ারে ॥ ১৬০৪ ॥
পুত্র-পুত্রবধূ দেখি' আই।
নিছিয়া ফেলয়ে যত দ্রব্য লেখা নাই ॥ ১৬০৫ ॥
স্নেহে চান্দবদন চুম্বিয়া।
প্রবেশে ভবনে পুত্রবধূ পুত্রে লৈয়া ॥ ১৬০৬ ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া-সহ বিশ্বম্ভর।
বৈসে সিংহাসনে দেখে যত পরিকর ॥ ১৬০৭ ॥
উলু লু লু দেই নারীগণ।
হইল মঙ্গলময় সকল ভুবন। ১৬০৮ ॥
ভাটগণে পড়ে রায়বার।
বিপ্রগণে বেদধ্বনি করে অনিবার ॥ ১৬০৯ ॥
নানা বাদ্য বায় সবে সুখে।
নরহরি কত বা কহিব এক মুখে ॥ ১৬১০ ॥

পুনঃ যথা—রাগ

গোরা গুণমণি, সুঘর-শেখর,
পরম মুদিত হিয়ায়।
লোক বহুত, বিবাহে আকুল
তাহে দেয়ই বিদায় ॥ ১৬১১ ॥
ভাট, নট, গীতজ্ঞ, বাদক,
ভিক্ষু ভূসুর ভূরি।
দেত সবে বহু, বস্ত্র, ভূষণ, ধন
মনোরথ পূরি' ॥ ১৬১২ ॥
অতি হি সুমধুর বচনে সুনিপুণ,
পরিতোষ করই সভায়।
চলল নিজ-নিজ, গেহে সবে মিলি,
গৌরহরি-যশ গায় ॥ ১৬১৩ ॥
শ্রীশচী সব, নারী জনে জনে,
কয়ল কত সম্মান।
ভণত নরহরি, সো সকল সুখে,
গেহে কয়ল পয়ান ॥ ১৬১৪ ॥

ওহে শ্রীনিবাস, বিশ্বম্ভরের বিহায়।
হৈল যে আনন্দ তাহা জাগয়ে হিয়ায় ॥ ১৬১৫ ॥
এইখানে বিষ্ণুপ্রিয়া-সহ গৌরহরি।
বৈসয়ে জননী তাহা দেখে নেত্র ভরি ॥ ১৬১৬ ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রতি যত স্নেহ করে আই।
এক মুখে সে সব কহিতে সাধ্য নাই ॥ ১৬১৭ ॥
বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী-চেষ্টা কহিব বা কত।
বিষ্ণুসেবা শ্রীশচী-সেবায় হৈলা রত ॥ ১৬১৮ ॥
কি বলিব বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সেবায়।
দিবানিশি আই মহা আনন্দে গোঙায় ॥ ১৬১৯ ॥
বিলসয়ে পরম আনন্দে বিশ্বম্ভর।
যৌবন-প্রবেশে অঙ্গ-শোভা মনোহর ॥ ১৬২০ ॥
দিব্য মালা-চন্দনে সুবেশ নিরন্তর।
সূক্ষ্মবাস-ভূষণে ভূষিত কলেবর ॥ ১৬২১ ॥
ভুবনমোহন গোরা শচীর নন্দন।
বিদ্যারসে মগ্ন শিষ্যসঙ্গে অনুক্ষণ ॥ ১৬২২ ॥
দেখিয়া পাষণ্ড-বৃদ্ধি সহিতে না পারে।
হইল প্রভুর ইচ্ছা গয়া যাইবারে ॥ ১৬২৩ ॥
এইখানে মায়ের চরণে প্রণমিয়া।
গয়া চলিলেন প্রভু মায়ে প্রবোধিয়া ॥ ১৬২৪ ॥
লোক-রীতে গয়াকার্য সারি' গৌরহরি।
গৃহে আসে ঈশ্বরপুরীরে কৃপা করি' ॥ ১৬২৫ ॥

নবদ্বীপে প্রভু আইলেন কিছুদিনে।
আনন্দে বিহ্বল হইলেন সর্বজনে॥ ১৬২৬॥
বিবিধ মঙ্গল-কর্ম করে শচীমায়।
বাড়ীর বাহিরে গিয়া পথপানে চায়॥ ১৬২৭॥
লোকে জিজ্ঞাসয়ে বিশ্বম্ভর কত দূরে।
হেন কালে প্রভু আইলেন নিজ-ঘরে॥ ১৬২৮॥
ওহে শ্রীনিবাস, বিশ্বম্ভর এইখানে।
মহাহর্ষে প্রণমিলা মায়ের চরণে॥ ১৬২৯॥
জননীর যে আনন্দ কহিতে কে পারে।
সজল নয়নে মুখ চাহে বারে বারে॥ ১৬৩০॥
বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী প্রাণনাথে নিরখিয়া।
আনন্দে বিহ্বল, না ধরিতে পারে হিয়া॥ ১৬৩১॥
বিষ্ণুপ্রিয়া-পিতা-কুলে হৈল মহানন্দ।
কি বলিব সবার জীবন গৌরচন্দ্র॥ ১৬৩২॥
প্রভুরে দেখিতে আইলেন যত জন।
তা' সবারে কৈল যথাযোগ্য আচরণ॥ ১৬৩৩॥
সঙ্গিগণ বিদায় করিলা বিশ্বম্ভর।
সে-সবে আনন্দে গেলা নিজ-নিজ-ঘর॥ ১৬৩৪॥
শ্রীমান্-পণ্ডিত আদি চারি পাঁচ জনে।
শ্রীগয়া-প্রসঙ্গ কহে বসি' এ নির্জনে॥ ১৬৩৫॥
বিষ্ণুপাদপদ্ম-তীর্থ-নাম উচ্চারিতে।
ভাসয়ে নেত্রের জলে নারে স্থির হৈতে॥ ১৬৩৬॥
ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস কৃষ্ণ বলি' বারে বারে।
ভরয়ে পুলক কম্প প্রভুর শরীরে॥ ১৬৩৭॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া শচীর নন্দন।
শ্রীমান্ পণ্ডিতে কহে মধুর বচন॥ ১৬৩৮॥
ওহে বন্ধুসব, সবে আজি গৃহে যাহ।
কালি শুক্লাম্বর-ঘরে আসিবারে চাহ॥ ১৬৩৯॥
শুনি' সুমধুর বাক্য উল্লাস সভার।
হইলা বিদায় দেখি' প্রেম চমৎকার॥ ১৬৪০॥
অন্যান্যে শুনিয়া সব বৈষ্ণব-আনন্দে।
আইসেন এথাই মিলয়ে গৌরচন্দ্রে॥ ১৬৪১॥
লোক-গতায়াত যত কহনে না যায়।
সকলে বিহ্বল গৌরচন্দ্রের চেষ্টায়॥ ১৬৪২॥
নদীয়ায় পরস্পর কহে লোক সব।
নিমাঞি পণ্ডিত হৈলা পরম বৈষ্ণব॥ ১৬৪৩॥
বাঢ়য়ে প্রভুর প্রেমাবেশ ক্ষণে ক্ষণে।
না ভায় ভোজনে মন না হয় শয়নে॥ ১৬৪৪॥
শয়ন করিব কিয়ে ঘরে গোরারায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি' নিশি জাগিয়া পোহায়॥ ১৬৪৫॥
নয়নে বহয়ে বারিধারা নিরন্তর।
সঘনে সোনার অঙ্গ ধূলায় ধূসর॥ ১৬৪৬॥
এথা কপিলের ভাবে বিশ্বম্ভররায়।
মনের আনন্দে কত মায়েরে শিখায়॥ ১৬৪৭॥
প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী আই জগন্মাতা।
তাঁ'রে প্রভু প্রেম-বিতরণ কৈল এথা॥ ১৬৪৮॥
একদিন এইখানে বৈসে বিশ্বম্ভর।
চতুর্দিগে শিষ্যবর্গ শোভা মনোহর॥ ১৬৪৯॥
শিষ্যগণ পূর্বমত চাহে পড়িবার।
শিষ্যগণ কহে এক, প্রভু কহে আর॥ ১৬৫০॥
শিষ্যগণ কহে মনে মনে বিচারিয়া।
এই মত হৈল গয়া হইতে আসিয়া॥ ১৬৫১॥
ঐছে বিচারিতে গৌরচন্দ্রের ইচ্ছায়।
প্রেমভক্তি উপজিল সভার হিয়ায়॥ ১৬৫২॥
পড়িব কি শব্দ-শাস্ত্র ফিরিলেন মন।
প্রভুর কান্দনেতে কান্দয়ে সর্বজন॥ ১৬৫৩॥
সকল পড়ুয়া শ্রীপ্রভুর নিত্যদাস।
সর্বচিত্তে হৈল প্রেম-ভক্তির প্রকাশ॥ ১৬৫৪॥
ওহে শ্রীনিবাস, কি বলিব এইখানে।
করয়ে নর্তন প্রভু আপন কীর্তনে॥ ১৬৫৫॥
চতুর্দিকে প্রভুরে বেঢ়িয়া শিষ্যগণ।
গোপাল, গোবিন্দ বলি' করয়ে কীর্তন॥ ১৬৫৬॥
প্রভু প্রেমাবেশে সভে বোল বোল বোলে।
ভাসয়ে সকলে প্রেম-আনন্দ-হিল্লোলে॥ ১৬৫৭॥
অকস্মাৎ শুনি' প্রেমময় সঙ্কীর্তন।
ধাইয়া আইলা নিকটের ভক্তগণ॥ ১৬৫৮॥
আর যত লোক আইসে কহে পরস্পরে।
ইকি গণ্ডগোল শুনি' নদীয়া-নগরে॥ ১৬৫৯॥

ঐছে কহি' প্রভুর এ ভবনে আসিয়া।
হয়েন মোহিত প্রভুপানে নিরখিয়া॥ ১৬৬০ ॥
অদ্ভুত প্রভুর নৃত্য, কীর্ত্তন, প্রচার।
ইথে কোন জন ধৈর্য নারে ধরিবার॥ ১৬৬১ ॥
প্রভু-প্রেমাবেশ দেখি' চিন্তে সর্বজন।
প্রভুকে করিলা স্থির প্রভু-ভক্তগণ॥ ১৬৬২ ॥
ওহে বাপ শ্রীনিবাস, বিশ্বম্ভর এথা।
আপনারে প্রকাশয়ে এ অদ্ভুত কথা॥ ১৬৬৩ ॥
ভক্তাধীন প্রভু, ভক্ত-দুঃখ-নাশ হয়।
পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ হৈল অতিশয়॥ ১৬৬৪ ॥
মুই সেই, মুই সেই বলিয়া বলিয়া।
হাসে, কান্দে, মহা-ঘোর হুঙ্কার করিয়া॥ ১৬৬৫ ॥
দেখিয়া পাষণ্ডিগণ খেদাড়িয়া যায়।
দর্প করি' কহে সংহারিমু তো সভায়॥ ১৬৬৬ ॥
ক্ষণে ভূমে লোটাইয়া থির হৈয়া রহে।
ঐছে দেখি' কেহ কেহ আই-প্রতি কহে॥১৬৬৭॥
পূর্ববায়ুবল এবে করিল ইহারে।
করহ শৈত্যক সেবা অশেষ প্রকারে॥ ১৬৬৮ ॥
লোকদ্বারে আই জানাইল শ্রীনিবাসে।
তেঁহ প্রবোধিল অতি মনের উল্লাসে॥ ১৬৬৯ ॥
সকলেই কহে এ মনুষ্য কভু নয়।
হইলেন ব্যক্ত এথা শচীর তনয়॥ ১৬৭০ ॥
শুন শ্রীনিবাস, এক দিবসের কথা।
প্রেমাবেশে অত্যন্ত বিহ্বল প্রভু এথা॥ ১৬৭১ ॥
যা'রে দেখে তা'রে পুছে কৃষ্ণ কোন্ থানে?
নিবারিতে নারে বারিধারা দুনয়নে॥ ১৬৭২ ॥
গদাধর তাম্বূল লইয়া আইলা এথা।
তাঁ'রে পুছে শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ কোথা॥ ১৬৭৩ ॥
তেঁহো কহে, সদা কৃষ্ণ হৃদয়ে তোমার।
শুনি' নখে হৃদয় চিরয়ে আপনার॥ ১৬৭৪ ॥
প্রভু-দুইকরে শীঘ্র ধরে গদাধর।
কত প্রবোধিল স্থির হৈল বিশ্বম্ভর॥ ১৬৭৫ ॥
গদাধরে মহাতুষ্ট হৈয়া কহে আই।
নিমাইর সঙ্গে বাপ রহিবে সদাই॥ ১৬৭৬ ॥

এথা সন্ধ্যাকালে আসি' মিলে ভক্তগণ।
মুকুন্দ পড়য়ে শ্লোক অতি রসায়ন॥ ১৬৭৭ ॥
ভক্তিরসময় শ্লোক শুনি' গৌররায়।
যে প্রেম-আবেশ তাহা কহা নাহি যায়॥ ১৬৭৮ ॥
বৈষ্ণব-বেষ্টিত প্রভু মত্ত সংকীর্ত্তনে।
হৈল ক্ষণপ্রায় নিশি প্রভাত না জানে॥ ১৬৭৯ ॥
প্রেমানন্দে হুঙ্কার-গর্জন অতিশয়।
শুনি' পাষণ্ডীর রাত্রে নিদ্রা নাহি হয়॥ ১৬৮০ ॥
করয়ে বিদ্রূপ ক্রোধে পাষণ্ডীর গণ।
কেহ কহে আজি এ সভার বিড়ম্বন॥ ১৬৮১ ॥
নদীয়ায় কীর্ত্তন, এ অমঙ্গল ইথে।
আইসে রাজার লোক বৈষ্ণবে ধরিতে॥ ১৬৮২ ॥
এ সভে পালা'বে জানি' হও সাবধান।
শ্রীবাসে বাঁধিয়া দিলে সভার কল্যাণ॥ ১৬৮৩ ॥
শ্রীবাস উদার শুনি' করিল প্রত্যয়।
দুষ্ট রাজা যবন অসাধ্য কিছু নয়॥ ১৬৮৪ ॥
এত বিচারিয়া শ্রীবাসের ভয় হৈল।
অন্তর্যামী বিশ্বম্ভর সকল জানিল॥ ১৬৮৫ ॥
হুঙ্কার করিয়া প্রভু কহে বার বার।
ভক্তভয় বিনাশিতে মোর অবতার॥ ১৬৮৬ ॥
প্রভু অবতীর্ণ ইহা ভক্তে নাহি জানে।
আপনারে প্রকাশিতে ইচ্ছা হৈল মনে॥ ১৬৮৭ ॥
করিয়া সুবেশ প্রভু উলসিত চিতে।
নদীয়া-ভ্রমণে রঙ্গে চলে এথা হৈতে॥ ১৬৮৮ ॥
সে রূপ-লাবণী দেখি' কেবা থির হয়।
মনের উল্লাসে কেউ কা'রে কত কয়॥ ১৬৮৯ ॥

তথাহি—গীতে

দেখ ভুবনমোহন গোরা নদীয়ানগরে।
রূপের ছটায় দশদিশা আলো করে॥ ধ্রু ॥ ১৬৯০ ॥
কনকভূধর গরবভঞ্জন, মঞ্জু মূরতি রসাল রে।
কুটিল কুন্তল বিমল মলয়জ, তিলক ঝলকত ভালি রে॥
অতনু-ধনু দূরে,দরপ ভুরুদিঠি, ভঙ্গি কি মধুর ভাঁতিয়া।
হাসমিলিত ময়ঙ্ক মুখলস,দশন মোতিম পাঁতিয়া॥১৬৯২

চারু শ্রুতি অবতংস সুন্দর, গণ্ডমণ্ডল শোহয়ে।
নাসিকা শুক-চঞ্চু জিতি,সতী যুবতীগণ-মন মোহয়ে॥
আজানু লম্বিত, ললিত ভুজযুগ, গঞ্জি' ভুজগ মৃণাল রে।
বক্ষ পরিসর পরম সুগঠন, কণ্ঠে মালতী-মাল রে॥
ত্রিবলি-বলিত,সুনাভি সরসিজ, ভ্রমর তনুরুহ রাজয়ে।
সিংহ জিনি কটি-দেশ কৃশ ঘন,অংশু অংশুক ভ্রাজয়ে॥
মদন-মদ দলি',কদলি উরু উরু,পর্ব অতি অনুপাম রে।
চরণতল থল-কমল-নখমণি-নিছনি ঘন ঘনশ্যাম রে॥

কেবা না ভুলয়ে গোরাচান্দে নিরখিয়া
এই পথে চলিলেন ভ্রমিতে নদীয়া ॥ ১৬৯৭॥
নদীয়া-ভ্রমণে প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
হৈলা চতুর্ভুজ কৃপা করি' শ্রীবাসেরে॥ ১৬৯৮॥
আসি' বিপ্রসঙ্গে বসিলা এথাই।
সে অদ্ভুত শোভার উপমা দিতে নাই॥ ১৬৯৯॥
এইখানে প্রভুর অদ্ভুত ভাবাবেশ।
কৃষ্ণ বলি' কান্দয়ে ধৈর্যের নাহি লেশ॥ ১৭০০॥
একদিন বরাহভাবেতে মত্ত হৈলা।
এথা হৈতে মুরারিগুপ্তের ঘর গেলা॥ ১৭০১॥
হইয়া বরাহমূর্তি তাঁ'রে কৃপা করি'।
এথাই আসিয়া বসিলেন গৌরহরি॥ ১৭০২॥
লইয়া সকল ভক্তে প্রভু বিলসয়।
এক নিত্যানন্দ বিনু ব্যাকুল হৃদয়॥১৭০৩॥
ওহে শ্রীনিবাস, নিত্যানন্দ হলধর।
হাড়াই পণ্ডিত পদ্মাবতীর কুমার॥ ১৭০৪॥
সর্বপূজ্য হাড়াই পণ্ডিত, পদ্মাবতী।
রাঢ়দেশে একচক্রা গ্রামেতে বসতি॥ ১৭০৫॥
পরম উদার দুই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী।
অপার মহিমা গুণ কহিতে না জানি॥ ১৭০৬॥
প্রভু নিত্যানন্দ সুখ দিতে সর্বজনে।
তাঁ'র ঘরে অবতীর্ণ হৈলা শুভক্ষণে॥ ১৭০৭॥
নিত্যানন্দপ্রভু-জন্মতিথি বিলক্ষণ।
কে বা না আরাধে কে না করয়ে বন্দন॥ ১৭০৮॥

তথাহি—

সর্বমঙ্গলরূপাং তাং মাঘশুক্লত্রয়োদশীম্।
নিত্যানন্দপ্রভোর্জন্মতিথিং বন্দে মুদানিশম্॥১৭০৯॥

অন্বয়। সর্বমঙ্গলরূপাং (সর্বকল্যাণস্বরূপাং) মাঘ-শুক্ল ত্রয়োদশীং (মাঘমাসস্য শুক্লপক্ষীয়া যা ত্রয়োদশীতিথিঃ তাং) তাং নিত্যানন্দপ্রভোঃ জন্মতিথিং (আবির্ভাবতিথিং) মুদা (সানন্দং) (অহং) অনিশং (সর্বদা) বন্দে (নমামি)॥

অনুবাদ। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রকট-তিথি সর্ববিধ মঙ্গলের আকর। সেই মাঘী শুক্লত্রয়োদশী-তিথিকে আমি সানন্দে সর্বদা বন্দনা করি॥ ১৭০৯॥

প্রভু-জন্মকালে যে আনন্দ উপজিল।
তাহা বিজ্ঞগণ নানাপ্রকারে বর্ণিল॥ ১৭১০॥

গীতে যথা—কামোদ

আহা মরি আজু কি আনন্দ!
কিবা একচক্রাপুরে, হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে,
অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ॥ ধ্রু॥ ১৭১১॥
অতি সুকোমল তনু, হেম নবনীত জনু,
শোভায় ভুবন বিমোহিত।
পুত্রমুখ নিরখিয়া, উলাসে না ধরে হিয়া,
পদ্মাবতী হাড়াই পণ্ডিত॥ ১৭১২॥
শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুরে, গর্জয়ে আনন্দভরে,
তিলেক হইতে নারে থির।
নাচে প্রভু ঊর্ধ্ববাহে, কাঁখতালী দিয়া কহে,
"আনিলু আনিলু বলবীর॥" ১৭১৩॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ, করে পুষ্প-বরিষণ,
জয় জয়-ধ্বনি অনিবার।
গন্ধর্ব কিন্নর যত, বায় বাদ্য কত শত,
গায় গুণ সুখের পাথার॥ ১৭১৪॥
ওঝা মহাভাগ্যবান্, পুত্রের কল্যাণে দান,
করে যত লেখা নাই দিতে।
কত না যৌতুক লৈয়া, লোক সব আসে ধা'য়া,
মহাভিড় গৃহে প্রবেশিতে॥ ১৭১৫॥
ধন্য রাঢ়, মহী আর, ধন্য সে নক্ষত্র বার,
ধন্য মাঘ-শুক্লা ত্রয়োদশী।
নরহরি কহে ভাল, ধন্য ধন্য কলিকাল,
প্রকটে খণ্ডিল দুঃখরাশি॥ ১৭১৬॥

পুনঃ—সুহই

প্রভু নিত্যানন্দ, আনন্দের কন্দ,
পূরবে রোহিণীতনয় যেঁহো।
ধন্য কলি কৈলা, শুভক্ষণে হৈলা,
পদ্মাবতীগর্ভে প্রকট তেঁহো॥ ১১১৭ ॥
জয় জয় জয়, ধ্বনি অতিশয়,
মঙ্গল হাড়াই পণ্ডিত-ঘরে।
একচক্রাবাসী, লোক সুখে ভাসি',
ধা'য়া আসে ধৃতি ধরিতে নারে॥ ১১১৮ ॥
সূতিকা-মন্দিরে, ঝলমল করে,
নিতাইর মুখচন্দ্রমা চারু।
সে শোভা দেখিতে, কত সাধ চিতে,
দেখে, আঁখি নাই নিমিখ কারু॥ ১১১৯ ॥
হর্ষে দেবগণ, বর্ষে পুষ্প ঘন,
অলখিত নৃত্য-ভঙ্গিমা ভালে।
ঘনশ্যাম গায়, নানা বাদ্য বায়,
ধা ধা ধিকি ধিকি, থেয়া না তালে॥ ১১২০॥

নিত্যানন্দ-জন্ম বাল্য-লীলা মনোহর।
গৃহে বাস কৈলা প্রভু দ্বাদশ বৎসর॥ ১১২১ ॥
সন্ন্যাসীর ছলে গৃহ হইতে চলিলা।
তীর্থপর্যটন করে এ অদ্ভুত লীলা॥ ১১২২ ॥
সর্বমনোরথ-সিদ্ধি করি' পর্যটনে।
প্রভুর প্রকাশ লাগি' রহে বৃন্দাবনে॥ ১১২৩ ॥
গুপ্তরূপে নদীয়া বিহারে গৌরচন্দ্র।
হইলা প্রকাশ তা' জানিলা নিত্যানন্দ॥ ১১২৪ ॥
মহা-প্রেমানন্দে মত্ত হৈয়া নিরন্তর।
আইলেন নবদ্বীপে দেব হলধর॥ ১১২৫ ॥
নন্দন-আচার্য-গৃহে গমন করিলা।
তেঁহো মহাতেজ দেখি' অধৈর্য হইলা॥ ১১২৬ ॥
মহাযত্নে নিত্যানন্দচন্দ্রে রাখি' ঘরে।
করাইল ভিক্ষা অতি উল্লাস অন্তরে॥ ১১২৭ ॥
নিত্যানন্দ-গমন জানিয়া গৌররায়।
মন্দ মন্দ হাসে মহা উল্লাস হিয়ায়॥ ১১২৮ ॥
এ বিষ্ণু-মন্দিরে বিষ্ণু পূজে বিশ্বম্ভর।
এথাই বৈষ্ণব সব মিলিলা সত্বর॥ ১১২৯ ॥
সে শোভা দেখিয়া প্রভু উল্লসিত মনে।
রজনী-স্বপন-কথা কহে এইখানে॥ ১১৩০ ॥

গীতে যথা—কামোদ

প্রভু বিশ্বম্ভর, প্রিয় পরিকর-
প্রতি কহে শুন স্বপন-কথা।
কিবা সে নির্মিত, অতি সুশোভিত,
তালধ্বজ রথ আইল এথা॥ ১১৩১ ॥
দেখিনু সুন্দর, দীর্ঘ কলেবর,
পুরুষ এক কি উপমা তাহে।
এক কর্ণে কিবা, কুণ্ডল সে গ্রীবা,
কিবা মুখশশী ভুবন মোহে॥ ১১৩২ ॥
কাল কুম্ভ হাতে, নীল বস্ত্র মাথে,
নীল বাস পরিধান সুছান্দে।
চৌদিগে নেহালে, হেলি ঢুলি চলে,
সে ভঙ্গিতে কেবা ধৈরয বান্ধে॥ ১১৩৩ ॥
মোর নাম ধরি' পুছে বেরি বেরি,
বুঝি হলধর গমন কৈলা।
এত কহি নর- হরি প্রভুবর,
বলরাম-ভাবে বিহ্বল হৈলা॥ ১১৩৪ ॥

শ্রীবাসাদি প্রভু স্বপ্নাবেশে নিরখিয়া।
করিলেন স্তুতি সবে সুস্থির হইয়া॥ ১১৩৫ ॥
বিশ্বম্ভর-চেষ্টা কিছু কহিল না হয়।
দেখিতে নিতাইচান্দে উৎকণ্ঠাতিশয়॥ ১১৩৬ ॥
হরিদাস শ্রীবাসপণ্ডিতে কিছু কৈয়া।
নিত্যানন্দ অন্বেষণে দিল পাঠাইয়া॥ ১১৩৭ ॥
হরিদাস, শ্রীবাস সর্বাংশে বিচক্ষণ।
নবদ্বীপে প্রতি ঘরে কৈল অন্বেষণ॥ ১১৩৮ ॥
কোথাও না পাইয়া কহয়ে প্রভুপাশে।
শুনি' প্রভু কহি' কত মন্দ মন্দ হাসে॥ ১১৩৯॥
প্রভুর এ ভঙ্গি কিছু অন্যে না জানিল।
নিত্যানন্দ পরম দুর্জ্ঞেয় জানাইল॥ ১১৪০ ॥

শোভাময় অপূর্ব স্ববেশে গৌরচন্দ্র।
প্রিয়গণ-সঙ্গে চলে যথা নিত্যানন্দ ॥ ১৭৪১ ॥
মিলি' নিত্যানন্দে রাখি' শ্রীবাসের ঘরে।
এথা আসি' বৈসে প্রভু উল্লাস অন্তরে ॥ ১৭৪২ ॥
শ্রীবাসের গৃহ হৈতে রামাই আসিয়া।
নিত্যানন্দ-চেষ্টা কহে এথায় বসিয়া ॥ ১৭৪৩ ॥
পুনঃপুনঃ পুছে প্রভু কহ তাঁ'র রীত।
প্রভু-আগে কহে কিছু রামাই পণ্ডিত ॥ ১৭৪৪ ॥
কথো রাত্রে নিত্যানন্দ করিয়া হুঙ্কার।
ভাঙ্গি ফেলে দণ্ড কমণ্ডলু আপনার ॥ ১৭৪৫ ॥
শুনি' প্রভু বিশ্বম্ভর ঈষৎ হাসিয়া।
শ্রীবাসের গৃহে গেলা এই পথ দিয়া ॥ ১৭৪৬ ॥
ওহে শ্রীনিবাস নিজ-গৃহে যে কৌতুক।
তাহা কি বলিব সবে মোর এক মুখ ॥ ১৭৪৭ ॥
একদিন এইখানে প্রভু গৌররায়।
ভক্তগণ-মধ্যে বৈসে বিহ্বল প্রেমায় ॥ ১৭৪৮ ॥
কহি' কত শ্রীঅদ্বৈত আচার্য আনিতে।
পাঠাইলা শান্তিপুরে শ্রীরামপণ্ডিতে ॥ ১৭৪৯ ॥
শান্তিপুরে অদ্বৈতের বাস যে প্রকারে।
শুন শ্রীনিবাস তাহা কহিয়ে তোমারে ॥ ১৭৫০ ॥
অদ্বৈতের পিতা পিতামহাদি বিখ্যাত।
বঙ্গে বাস পূর্বে শান্তিপুরে গতায়াত ॥ ১৭৫১ ॥
বঙ্গদেশে শ্রীহট্ট-নিকট নবগ্রাম।
সর্বারাধ্য অদ্বৈতচন্দ্রের প্রিয়ধাম ॥ ১৭৫২ ॥
তথা রহে বিপ্র শ্রীকুবের মহাশয়।
মিশ্র পণ্ডিতাচার্য এ খ্যাতি তাঁ'র হয় ॥ ১৭৫৩ ॥
তেঁহো অদ্বৈতের পিতা তাঁ'র শুদ্ধ রীত।
সর্বপ্রকারেতে যোগ্য সর্বত্র বিদিত ॥ ১৭৫৪ ॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াম্—
মহাদেবস্য মিত্রং যঃ কুবেরো গুহ্যকেশ্বরঃ।
কুবেরপণ্ডিতঃ সোঽস্য জনকোঽস্য বিদাম্বরঃ ॥ ১৭৫৫ ॥

অন্বয়। গুহ্যকেশ্বরঃ (গুহ্যকানাং যক্ষাণাং ঈশ্বরঃ পতিঃ) কুবেরঃ (বৈশ্রবণঃ) যঃ মহাদেবস্য (শিবস্য) মিত্রং (বন্ধুভাবাপন্নঃ) (আসীৎ)। স বিদাম্বরঃ (বিদ্বচ্ছ্রেষ্ঠঃ) কুবেরপণ্ডিতঃ অস্য (অধুনা) অস্য (শ্রীঅদ্বৈতপ্রভোঃ) জনকঃ (পিতৃপদবাচ্যঃ) ॥ ১৭৫৫ ॥

অনুবাদ। মহাদেবের মিত্র যক্ষপতি কুবেরই শ্রীমদ্-অদ্বৈত প্রভুর পিতা পরমবিদ্বান্ শ্রীমৎ কুবেরপণ্ডিত ॥ ১৭৫৫

নাভানামে শ্রীকুবের-মিশ্রের ঘরণী।
অতি পতিব্রতা যেঁহো অদ্বৈত-জননী ॥ ১৭৫৬ ॥
পুত্রের কামনা পূর্বে দোঁহার আছিল।
তাহা বৃদ্ধকালে নবগ্রামে পূর্ণ হৈল ॥ ১৭৫৭ ॥
নবগ্রামে জন্মিলেন শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
জন্মকালে ভুবনে ব্যাপিল মহানন্দ ॥ ১৭৫৮ ॥

শ্রীঅদ্বৈত-জন্ম-বৃত্তান্ত—

গীতে—মাউর

মাঘে শুক্লাতিথি, সপ্তমীতে অতি,
উথলয়ে মহা আনন্দ-সিন্ধু।
নাভাগর্ভ ধন্য করি' অবতীর্ণ,
হৈল শুভক্ষণে, অদ্বৈত-ইন্দু ॥ ১৭৫৯ ॥
কুবের পণ্ডিত হৈয়া হরষিত,
নানা দান দ্বিজ-দরিদ্রে দিয়া।
সূতিকা-মন্দিরে, গিয়া ধীরে ধীরে,
দেখি' পুত্রমুখ জুড়ায় হিয়া ॥ ১৭৬০ ॥
নবগ্রামবাসী, লোক ধা'য়া আসি'
পরস্পর কহে না দেখি হেন।
কিবা পুণ্যফলে, মিশ্র বৃদ্ধকালে
পাইলেন পুত্ররতন যেন ॥ ১৭৬১ ॥
পুষ্প-বরিষণ, করে সুরগণ,
অলক্ষিত রীতি উপমা নহ।
জয় জয়-ধ্বনি, ভরল অবনী,
ভনে ঘনশ্যাম মঙ্গল বহ ॥ ১৭৬২ ॥

পুনঃ—ভূপালী

মাঘ-সপ্তমী শুক্লপক্ষ,
শুভক্ষণ ক্ষণ ভূরি।
প্রকটি' প্রভু, অদ্বৈত সুন্দর,
করল কলিমদ দূরি ॥ ১৭৬৩ ॥

ধাই চলু সব, লোক পৈঠি,
কুবের-ভবন-মাঝার।
বিপুল পুলক, বিলোকি বালক,
দেত জয় জয়কার ॥ ১৭৬৪ ॥
ভাটগণ ঘন, ভণত যশ,
গায়ত গুণী মুদ মাতি'।
সুঘর বাদক- বৃন্দ বায়ত,
বাদ্য কত কত ভাতি ॥ ১৭৬৫ ॥
করত নর্তক, নৃত্য উঘটত,
থৈতা তক তক থোন।
দাস নরহরি পহুঁক জনম,
বিলস বরণব কোন ॥ ১৭৬৬ ॥

ওহে শ্রীনিবাস অদ্বৈতের জন্মকালে।
শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দনাম উচ্চৈঃস্বরে বলে ॥ ১৭৬৭ ॥
অদ্বৈতের বাল্যলীলা অতি রসায়ন।
জন্মায়েন সভার সন্তোষ অনুক্ষণ ॥ ১৭৬৮ ॥
শ্রীকুবের নাভা গঙ্গাবাসের নিমিত্তে।
আইলেন শান্তিপুরে নবগ্রাম হৈতে ॥ ১৭৬৯ ॥
কুবের পণ্ডিত নাভাদেবী পুত্র লৈয়া।
শান্তিপুরে রহে মহা উল্লসিত হৈয়া ॥ ১৭৭০ ॥
পুত্রে নানা শাস্ত্র করায়া অধ্যয়ন।
কথোদিনে দোঁহে হইলেন অদর্শন ॥ ১৭৭১ ॥
অদ্বৈত-ঈশ্বর মাতা-পিতা অদর্শনে।
গয়াছলে গেলা সর্বতীর্থ-পর্যটনে ॥ ১৭৭২ ॥
বৃন্দাবনে কথোদিন কৃষ্ণে আরাধয়।
জানিলেন নবদ্বীপে প্রকট সময় ॥ ১৭৭৩ ॥
বৃন্দাবন হৈতে প্রভু করিয়া গমন।
গৌড়ে আসি' কৈল গৌড় বঙ্গেতে ভ্রমণ ॥ ১৭৭৪ ॥
নবদ্বীপ হইয়া আইলা শান্তিপুরে।
দেখি' শান্তিপুরবাসী উল্লাস অন্তরে ॥ ১৭৭৫ ॥
পূর্ব হৈতে অপূর্ব আলয় করি' দিল।
অদ্বৈত-সেবায় সভে নিযুক্ত হইল ॥ ১৭৭৬ ॥
সর্বশাস্ত্রে অধ্যাপক অদ্বৈত আচার্য।
কে বুঝিতে পারে তাঁ'র অলৌকিক কার্য ॥ ১৭৭৭ ॥
শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য-বিবাহ করাইতে।
বিশিষ্ট লোকের চেষ্টা হৈল ভাল মতে ॥ ১৭৭৮ ॥
সকলেই কৈলা বিবাহের আয়োজন।
তাহা জানিলেন প্রভু কুবের-নন্দন ॥ ১৭৭৯ ॥
করিতে বিবাহ অদ্বৈতের ইচ্ছা হৈল।
মন্দ মন্দ হাসি' সভে অনুমতি দিল ॥ ১৭৮০ ॥
সভে মহাহর্ষ হৈয়া গিয়া নিজ-ঘরে।
জানাইল নৃসিংহ-ভাদুড়ি বিপ্রবরে ॥ ১৭৮১ ॥
ভাগ্যবন্ত নৃসিংহ বিপ্রের দুই কন্যা।
বিবাহের যোগ্য, রূপে গুণে মহা ধন্যা ॥ ১৭৮২ ॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর বিবাহ—

নৃসিংহ ভাদুড়ি অতি উল্লাস অন্তরে।
দুই কন্যা সম্প্রদান কৈলা অদ্বৈতেরে ॥ ১৭৮৩ ॥
অদ্বৈতের বিবাহের সুখের নাই অন্ত।
বহু অর্থ ব্যয় কৈল যত ভাগ্যবন্ত ॥ ১৭৮৪ ॥
আচার্যের ভার্যা দুই জগৎপূজিতা।
সর্বত্র বিদিত নাম 'শ্রী' আর 'সীতা' ॥ ১৭৮৫ ॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াম্—

যোগমায়া ভগবতী গৃহিণী তস্য সাম্প্রতম্।
সীতারূপেণাবতীর্ণা শ্রীনাম্নী তৎপ্রকাশতঃ ॥ ১৭৮৬ ॥

অন্বয়। তস্য (শ্রীমদদ্বৈতপ্রভোঃ) গৃহিণী (ভার্যা) ভগবতী যোগমায়া(ষড়ৈশ্বর্যময়ী নারায়ণী) সাম্প্রতং (অধুনা) সীতারূপেণ (শ্রীমন্নৃসিংহবিপ্রস্য দুহিতারূপেণ) অবতীর্ণা (প্রকটীভূতা) সা দ্বিতীয়া গৃহিণী তৎপ্রকাশতঃ (সীতায়াঃ প্রকাশরূপেণ) শ্রীনাম্নী (শ্রীঃ নাম যস্যাঃ বিপ্রস্য দুহিতান্তরং অবতীর্ণা ইতি শেষঃ) ॥ ১৭৮৬ ॥

অনুবাদ। ভগবতী যোগমায়া শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর পত্নী 'সীতাদেবী' এবং তৎপ্রকাশ 'শ্রী'রূপে সম্প্রতি অবতীর্ণা হইলেন ॥ ১৭৮৬ ॥

সর্বতত্ত্বজ্ঞাতা দুই অদ্বৈতঘরণী।
দোঁহার যে চেষ্টা তাহা কহিতে কি জানি ॥ ১৭৮৭ ॥
ঐছে রহে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত রায়।
করিলেন এক বাসস্থান নদীয়ায় ॥ ১৭৮৮ ॥
প্রায় শ্রীবাসের গৃহে অদ্বৈতের স্থিতি।
কৃষ্ণরসাস্বাদে না জানয়ে দিবারাতি ॥ ১৭৮৯ ॥

কভু শান্তিপুরে, কভু রহে নদীয়ায়।
কৃষ্ণবিনা কথোদিন উদ্বেগে গোঙায় ॥ ১৭৯০ ॥
কৃষ্ণে আরাধয়ে সদা অশেষ প্রকারে।
হইলা প্রকট কৃষ্ণ অদ্বৈত-হুঙ্কারে ॥ ১৭৯১ ॥
প্রভুর অদ্ভুত লীলা দেখে নদীয়ায়।
না করয়ে ব্যক্ত সভে, প্রকারে জানায় ॥ ১৭৯২ ॥
প্রভু প্রকাশিয়া পূজি' উল্লাস অন্তরে।
কত মনোরথ করি' গেলা শান্তিপুরে ॥ ১৭৯৩ ॥
শ্রীরামপণ্ডিত গিয়া প্রভুর আজ্ঞায়।
প্রভু যে কহিল তাহা কহিল তাঁহায় ॥ ১৭৯৪ ॥
হইয়া বিহ্বল শ্রীঅদ্বৈত প্রেমাবেশে।
যে যে কথা কহয়ে তা' কহিতে না আইসে ॥ ১৭৯৫ ॥
অদ্বৈতভবনে মহানন্দ উথলিল।
প্রভু-পূজা-দ্রব্য সীতাদেবী সজ্জ কৈল ॥ ১৭৯৬ ॥
অদ্বৈতের যে কৌতুক কহনে না যায়।
গোষ্ঠীসহ অদ্বৈত আইসে নদীয়ায় ॥ ১৭৯৭ ॥
অদ্বৈত আইসে জানি' প্রভু গৌরহরি।
এ পথে শ্রীবাস-গৃহে গেলা শীঘ্র করি' ॥ ১৭৯৮ ॥
ভক্তগোষ্ঠী-সহিতে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।
নিজ-গৃহে সঙ্কীর্তনে মগ্ন নিরন্তর ॥ ১৭৯৯ ॥
এথা সঙ্কীর্তনানন্দে স্থির নাহি বান্ধে।
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বলি' প্রভু কান্দে ॥ ১৮০০ ॥
ক্ষণে বাপ, ক্ষণে বন্ধু বলিয়া কান্দয়।
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রিয় অতিশয় ॥ ১৮০১ ॥
সর্বমতে শ্রেষ্ঠ তাঁ'র বাস বঙ্গদেশে।
চক্রশালা-নামে গ্রাম চাটিগ্রাম-পাশে ॥ ১৮০২ ॥
মধ্যে মধ্যে শ্রীনবদ্বীপেও স্থিতি হয়।
নবদ্বীপে আছে তাঁ'র অপূর্ব আলয় ॥ ১৮০৩ ॥
তেঁহ মহাবৈষ্ণব চিনিতে সাধ্য কার'।
দেখিলে বিষয়ী জ্ঞান হয়ত' সভার ॥ ১৮০৪ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, গৌরচন্দ্র নিজমুখে।
কহিতে চরিত্র তাঁ'র ভাসে মহাসুখে ॥ ১৮০৫ ॥
প্রভু-আকর্ষণে তেঁহো আইলা নদীয়ায়।
রাত্রিযোগে আসি' মিলে প্রভুরে এথায় ॥ ১৮০৬ ॥
আনন্দে মূর্ছিত হৈলা প্রভুরে দেখিয়া।
ভাসয়ে নেত্রের জলে চেতন পাইয়া ॥ ১৮০৭ ॥
করয়ে যতেক খেদ যে দৈন্য প্রকাশে।
দেখিতে সে দশা সভে নেত্রজলে ভাসে ॥ ১৮০৮ ॥
বিদ্যানিধি গোসাঞিরে প্রভু বক্ষে ধরি'।
হইলেন যৈছে তাহা কহিতে না পারি ॥ ১৮০৯ ॥
সভারে কহয়ে প্রভু উল্লাস হইয়া।
দেখিলাম প্রেমনিধি নয়ন ভরিয়া ॥ ১৮১০ ॥
ঐছে কত কহি' প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
নেত্রজলে সিঞ্চে বিদ্যানিধি-কলেবর ॥ ১৮১১ ॥
বিদ্যানিধি প্রেমায় বিহ্বল অনিবার।
প্রভুর ইচ্ছায় বাহ্যজ্ঞান হৈল তাঁ'র ॥ ১৮১২ ॥
তখন প্রণমে প্রভু চিনি আপনার।
শ্রীঅদ্বৈত আচার্যে করিল নমস্কার ॥ ১৮১৩ ॥
যথাযোগ্য মিলন হইল ভক্তসনে।
পাইলেন পরম আনন্দ ভক্তগণে ॥ ১৮১৪ ॥
ক্ষণেকেই প্রেমভক্তি আবির্ভাব হইতে।
হৈল যে প্রকার তাহা না আইসে কহিতে ॥১৮১৫॥
বিদ্যানিধি মহানন্দে হইয়া বিদায়।
এই পথে গেলা তেঁহ আপন-বাসায় ॥ ১৮১৬ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, একদিন শচীমাতা।
দেখিল যে স্বপ্ন তাহা কহয়ে পুত্রে এথা ॥ ১৮১৭ ॥
পুত্রপানে চাহি' আই কহে স্নেহাবেশে।
শুন বাপ, স্বপ্নে যা দেখিলু নিশিশেষে ॥ ১৮১৮ ॥
তুমি আর নিত্যানন্দ কলহ করিয়া।
বিষ্ণু-ঘরে গেলা পঞ্চবর্ষের হইয়া ॥ ১৮১৯ ॥
ঘরের ভিতরে দেখিলাম চারিজন।
তুমি, নিত্যানন্দ, কৃষ্ণ, রোহিণীনন্দন ॥ ১৮২০ ॥
তথা নিত্যানন্দ কৃষ্ণ-হস্তে হস্ত দিলা।
বলরাম- হস্তে তুমি হস্ত আরোপিলা ॥১৮২১॥
ঐছে ঘর হৈতে বাহির হৈয়া চারিজনে।
কৈলা কত কলহ আমার বিদ্যমানে ॥ ১৮২২ ॥
নানা দ্রব্য কাড়াকাড়ি করিয়া খাইলা।
নিত্যানন্দ মা বলিয়া মোর আগে আইলা ॥১৮২৩॥

মোরে কহে ক্ষুধা হৈল অন্ন দেহ' মাতা।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল মোর শুনি' এই কথা ॥ ১৮২৪ ॥
জাগিয়া দেখিলু নিশিপ্রভাত-সময়।
কিছু না বুঝিয়ে মোর মনে কত হয় ॥ ১৮২৫ ॥
শুনি' মহানন্দে প্রভু মন্দ মন্দ হাসে।
কহি' কত মায়ে পুন কহে মৃদুভাষে ॥ ১৮২৬ ॥
—"অদ্য নিত্যানন্দে এথা করাহ ভোজন।"
শুনি' জননীর অতি উল্লসিত মন ॥ ১৮২৭ ॥
ভিক্ষার সামগ্রী শচী শীঘ্র সজ্জ কৈলা।
নিত্যানন্দে প্রভু মহানন্দে লৈয়া আইলা ॥১৮২৮॥
এইখানে আসিয়া বসিলা দুইজন।
এথা বৈসে গদাধর আদি আপ্তগণ ॥ ১৮২৯ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, সে অপূর্ব শোভা হেরি'।
চরণ ধুইতে জল দিলু শীঘ্র করি' ॥ ১৮৩০ ।
করয়ে ভোজন দোঁহে বসিয়া এথাই।
শ্যাম শুক্লরূপ নিরিখয়ে শচী আই ॥ ১৮৩১ ॥
দোঁহার অদ্ভুত শোভা বারেক চাহিতে।
প্রেমায় বিহ্বল আই নারে স্থির হৈতে ॥ ১৮৩২ ॥
শ্রীশচীদেবীর যৈছে প্রেমের বিকার।
কহিতে না জানি যৈছে ভোজন দোঁহার ॥১৮৩৩॥
ভোজন করিয়া দোঁহে বসিলা এথায়।
স্থান পরিষ্কার মুই করিল ত্বরায় ॥ ১৮৩৪ ॥
পাত্র অবশেষ হর্ষে লইলু সকল।
সে সব ভাবিতে হিয়া হইছে বিকল ॥ ১৮৩৫ ॥
নিত্যানন্দে লৈয়া গৌরচন্দ্র গণসনে।
এথা হৈলা পরম বিহ্বল সঙ্কীর্ত্তনে ॥ ১৮৩৬ ॥
এথা বিশ্বম্ভর আপনারে প্রকাশয়।
মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, বামন আদি হয় ॥ ১৮৩৭ ॥
যখন যে ভাবে প্রভু আপনা প্রকাশে।
তখন তা' দেখে মাত্র প্রভুপ্রিয় দাসে ॥ ১৮৩৮ ॥
শিবের গায়ক এক আসিয়া এথায়।
গায় শিব-গীত, নাচে, ডমরু বাজায় ॥ ১৮৩৯ ॥
মহেশের ভাবে প্রভু ধৈর্য নাই বান্ধে।
মুই সে মহেশ বলি' চড়ে তা'র কান্ধে ॥ ১৮৪০ ॥

গীতে যথা—মালবশ্রী

আজু শঙ্করচরিত শুনি'
শচীতনয় শঙ্কর ভেল।
রজত-গিরি জিতি, জ্যোতি জগমগ,
জগত-ধৃতি হরি' নেল ॥ ১৮৪১ ॥
ভসম-ভূষিত, অঙ্গ-ভঙ্গিম,
অনঙ্গ-মদভরহারি।
রুচির কর গহি, শৃঙ্গ বায়ত,
ডমরু-রব রুচিকারী ॥ ১৮৪২ ॥
লোল ললিত, ত্রিলোচনাকুল,
লসত বয়ন ময়ঙ্ক।
গণ্ড-মণ্ডল, বিমল মৃদুতর,
ভাল ভুরুযুগ বঙ্ক ॥ ১৮৪৩ ॥
বিপুল পন্নগ, ভূষণাম্বর,
চরম পরম উজোর।
শিরসি মঞ্জু, জটাল পটভর,
পেখি নরহরি ভোর ॥ ১৮৪৪ ॥

মহেশ-আবেশ প্রভু সম্বরণ কৈলা।
সে ভাগ্যবন্তের স্কন্ধ হইতে নামিলা ॥ ১৮৪৫ ॥
ঐছে ভিক্ষা দিলা তা'রে প্রভু দয়াময়।
পুন আর ভিক্ষা যেন করিতে না হয় ॥ ১৮৪৬ ॥
এথা প্রভু আনন্দে লইয়া প্রিয়গণ।
করিল নির্বন্ধ রাত্রিযোগে সঙ্কীর্তন ॥ ১৮৪৭ ॥
কভু কুন স্থানে করে কীর্তন-বিহার।
সঙ্গে পারিষদ যত লেখা নাই তা'র ॥ ১৮৪৮ ॥
তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে—
শ্রীবাস-মন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্তন।
কুন দিন হয় চন্দ্রশেখর-ভবন ॥ ১৮৪৯ ॥
নিত্যানন্দ, গদাধর, অদ্বৈত, শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি, মুরারি, হিরণ্য, হরিদাস ॥ ১৮৫০ ॥
গঙ্গাদাস, বনমালী, বিজয়, নন্দন।
জগদানন্দ, বুদ্ধিমন্ত খান্, নারায়ণ ॥ ১৮৫১ ॥
কাশীশ্বর, বাসুদেব, রাম গরুড়াই।
গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ সকল তথাই ॥ ১৮৫২ ॥

গোপীনাথ, জগদীশ, শ্রীমান, শ্রীধর।
সদাশিব, বক্রেশ্বর, ভূগর্ভ, শুক্লাম্বর ॥ ১৮৫৩ ॥
ব্রহ্মানন্দ, পুরুষোত্তম-সঞ্জয়াদি যত।
অনন্ত চৈতন্যভৃত্য নাম নিব কত ॥ ১৮৫৪ ॥
সে-সব সহিত একদিন এ অঙ্গনে।
দিবা-নিশি বিহ্বল হইলা সঙ্কীর্তনে ॥ ১৮৫৫ ॥
দেবের দুর্লভ নৃত্য করে গৌরহরি।
সে সুবেশ-শোভা সবে দেখে নেত্র ভরি' ॥ ১৮৫৬ ॥

গীতে যথা—শ্রীরাগ

চম্পক-কুসুম, কনক নব কুঙ্কুম,
তড়িতপুঞ্জ জিনি' বরণ উজোর।
ঝলমল মনমথ- ফান্দ চান্দমুখ,
মধুরিম অধরে হাস অতি থোর ॥ ১৮৫৭ ॥
জয় জয় গৌর, নটন জনরঞ্জন,
বলি কলিকাল-গরব ভব ভঞ্জন ॥ ধ্রু ॥ ১৮৫৮ ॥
মঞ্জু পুলককুল, বলিত কলেবর,
গরগর নিরত তরল, নহু থির।
গদ গদ ভাষ, অবশ নিশি-বাসর,
ঝর ঝর কঞ্জ নয়নে ঝর নীর ॥ ১৮৫৯ ॥
নিরুপম চারু চরিত্র করুণাময়,
পতিতবন্ধু যশ বিশদ বিথার।
ভণ ঘনশ্যাম, ভাগ ভূয়শঃ রস,
বিতরণ লাগি ললিত অবতার ॥ ১৮৬০ ॥

পুনঃ—কর্ণাট

নাচত ভুবন-মনমোহন,
চম্পক কনক কঞ্জ জিনি বরণা।
সুবলনি তনু মৃদু, মলয়জ রঞ্জিত,
পহিরণ চীন বসন ঘন কিরণা ॥ ১৮৬১ ॥
হিমকর-নিকর নিন্দি মধুরানন,
হাসত মধুর সুধা যনু ঝরঈ।
ভুরুযুগ ভৃঙ্গ- পাঁতি লস লোচন,
ডগমগ অরুণ কিরণ ভর হরঈ ॥ ১৮৬২ ॥
দোলত মণিময়- হার হরত ধৃতি,
টলমল কুণ্ডল ঝলকত শ্রবণে।
চাঁচর চিকুর, ভঙ্গিভার-ভরে,
বিলুলিত হালত, তিমির তার যনু পবনে ॥১৮৬৩
অভিনয় ললিত, কলিত কর কিশলয়ে,
কত শত তাল ধরত পগ ধরণে।
নরহরি পরম উলস যশ গায়ত,
শোভা বিপুল কৌনক বিবরণে ॥ ১৮৬৪ ॥

পুনঃ—সোমরাগ

নাচত গৌর পুরুব রসে ভোর।
কনক ধরাধর- গরব বিভঞ্জন,
ঝলকত অঙ্গ অতনু-চিত-চোর ॥ধ্রু॥ ১৮৬৫ ॥
হাসত মৃদু মৃদু, বদনচান্দ ছবি,
নাশত ঘোর কলুষ আঁধয়ার।
ধরইতে তাল, তরল পদপঙ্কজ,
কম্পই ধরণী সহই নাহি ভার ॥ ১৮৬৬ ॥
তরুণ অরুণ যুগ, লোচন ডগমগ,
অবিরল বিপুল, পুলককুল সাজি'।
গরজত সঘন, সিংহ জিনি বিক্রম
বলি কলিকাল বিপুল ভয়ে ভাজি ॥ ১৮৬৭ ॥
ভেদত গগন, গানে প্রিয় পরিকর,
বায়ত খোল ললিত করতাল।
মাতল অখিল লোক ভণ নরহরি,
ভুবন ভরল যশ বিশদ বিশাল ॥ ১৮৬৮ ॥

পুনঃ—আয়পঞ্চক

নিরুপম হেমজ্যোতি জিতি বরণা।
সঙ্গীত-রঙ্গিত রঙ্গিত চরণা ॥ ১৮৬৯ ॥
নাচত গৌরচন্দ্র গুণমণিয়া।
চৌদিগে হরি হরি ধনি ধনি ধনিয়া ॥ ধ্রু ॥ ১৮৭০ ॥
শরদচন্দ্র জিনি সুন্দর বয়না।
অহনিশি প্রেমনিঝরে ঝরু নয়না ॥ ১৮৭১ ॥
বিপুল পুলক-পরিপূরিত দেহা।
নিজ-রসে ভাসি না পায়ত থেহা ॥ ১৮৭২ ॥
জগ ভরি' পূরল এ হেন আনন্দা।
মহিমাহা বঞ্চিত দাস গোবিন্দা ॥ ১৮৭৩ ॥

ওহে শ্রীনিবাস, প্রভু আপন-ভবনে।
যে ভাব প্রকাশে তা' বর্ণিব কুন জনে ॥ ১৮৭৪ ॥
আই মহাবিহ্বল হইয়া এইখানে।
নেত্রজলে সিক্ত হইলেন সঙ্কীর্ত্তনে ॥ ১৮৭৫ ॥
প্রিয়গণ-সহ প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
শ্রীবাস-আলয়ে গেলা এই পথ দিয়া ॥ ১৮৭৬ ॥
সঙ্কীর্ত্তনাবেশে রহি' শ্রীবাস-ভবনে।
এথা আসি' বৈসে প্রভু রজনী-বিহানে ॥ ১৮৭৭ ॥
পরম অদ্ভুত শোভা দেখি' নেত্র ভরি'।
যে আজ্ঞা করিল তা' করিলু শীঘ্র করি' ॥ ১৮৭৮ ॥
কে বুঝিতে পারে গৌর-চরিত্র গভীর।
সঙ্কীর্ত্তন বিনা তিলার্ধেক নহে থির ॥ ১৮৭৯ ॥
অপরাহ্ণ-কালে প্রভু সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে।
এই পথে গঙ্গাতীরে গেলা গণ-সঙ্গে ॥ ১৮৮০ ॥
গঙ্গাতীরে সঙ্কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন হৈয়া।
গণ-সহ আইলা গৃহে এই পথ দিয়া ॥ ১৮৮১ ॥
যে ভাব-আবেশে সঙ্কীর্ত্তন এইখানে।
তাহা দেখিলেন এথা রহি' ভাগ্যবানে ॥ ১৮৮২ ॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের শোভা ভুবনমোহন।
পরম অদ্ভুত রঙ্গে করয়ে নর্ত্তন ॥ ১৮৮৩ ॥

গীতে যথা—ধানশী

ভাল রঙ্গে নাচে মোর শচীর দুলাল।
সব অঙ্গে চন্দন, দোলয়ে বনমাল ॥ ১৮৮৪ ॥
বিশাল হৃদয়ে গজমুকুতার হার।
পদতলে তাল উঠে নূপুর-ঝঙ্কার ॥ ১৮৮৫ ॥
ছন্দ-বিছন্দে কত জানে অঙ্গভঙ্গি।
নদীয়ানগরে নাই এত বড় রঙ্গী ॥ ১৮৮৬ ॥
কিন্নর করয়ে শিক্ষা শুনি' মৃদু গান।
গন্ধর্ব তাণ্ডব হেরি' ধরয়ে ধিয়ান ॥ ১৮৮৭ ॥
পঙ্কজ সঙ্কোচ পায় দেখিয়া নয়নে।
হাসিতে বিজুরি-ছটা পড়য়ে দশনে ॥ ১৮৮৮ ॥
বাঁধুলি জিনিয়া রাঙা ওটখানি হাস।
ও-রূপ হেরিয়া কান্দে বলরামদাস ॥ ১৮৮৯ ॥

ওহে শ্রীনিবাস, প্রভু কীর্ত্তন-আবেশে।
কহিতে না জানি কিছু যে-ভাব প্রকাশে ॥ ১৮৯০ ॥
একদিন কি আনন্দ উপজিল মনে।
এই পথে গেলা একা শ্রীবাস-ভবনে ॥ ১৮৯১ ॥
সাত-প্রহরিয়া-ভাবে বিলসি' তথায়।
এই পথে আইলা নিজালয়ে গৌররায় ॥ ১৮৯২ ॥
এই পুষ্পবাটী-মধ্যে প্রিয়গণ-সনে।
হইলা বিহ্বল কৃষ্ণকথা-আলাপনে ॥ ১৮৯৩ ॥
কি বলিব শ্রীনিবাস দেখিলু যে সুখ।
সে সব ভাবিতে এবে বিদরিছে বুক ॥ ১৮৯৪ ॥
একদিন এই ঘরে প্রভু বিশ্বম্ভর।
অপূর্ব আসনে বৈসে উল্লাস অন্তর ॥ ১৮৯৫ ॥
নিজ প্রাণনাথ-পাশে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া।
তাম্বূল যোগান, প্রভু খায়েন হাসিয়া ॥ ১৮৯৬ ॥
হেনই সময়ে নিত্যানন্দ ভাবাবেশে।
চলিতে চলিতে আইলা প্রভুর আবাসে ॥ ১৮৯৭ ॥
দেখি' প্রেমে বিহ্বল নিতাই দিগম্বর।
তাঁ'রে বস্ত্র আপনে পরান বিশ্বম্ভর ॥ ১৮৯৮ ॥
দেখি' এ চরিত্র আই হাসে মনে মনে।
নিত্যানন্দে বিশ্বরূপ-পুত্রসম জানে ॥ ১৮৯৯ ॥
নিত্যানন্দে দিল চারি সন্দেশ খাইতে।
খাইল সন্দেশ মহা-কৌতুক তাহাতে ॥ ১৯০০ ॥
নিত্যানন্দ-ভাবাবেশ বুঝনে না যায়।
প্রভু-সহ কত কথা রহিয়া এথায় ॥ ১৯০১ ॥
শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীকৌপীন একখানি।
চাহিয়া নিলেন গৌরচন্দ্র গুণমণি ॥ ১৯০২ ॥
সে কৌপীন খণ্ড খণ্ড করি' গৌররায়।
দিলেন সভারে, সভে ধরিল মাথায় ॥ ১৯০৩ ॥
শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমে বিহ্বল হইয়া।
নিত্যানন্দ-পাদোদক সভে খাওয়াইলা ॥ ১৯০৪ ॥
কৌপীন-ধারণ আর পাদোদক-পানে।
যে প্রেমবিহ্বল তা' কহিতে কেবা জানে ॥ ১৯০৫ ॥
সঙ্কীর্ত্তন-সুখের সমুদ্র উথলিল।
গণসহ প্রভু নৃত্যে বিহ্বল হইল ॥ ১৯০৬ ॥

গীতে যথা—দেশপাল

নৃত্যত গৌরচন্দ্র জনরঞ্জন, নিত্যানন্দ বিপদভয়-ভঞ্জন,
কঞ্জনয়ন জিতি নব নব খঞ্জন, চাহনি মনমথ-গরব হরে।
ঝলকত দুঁহু তনু, কনক ধরাধর,নটন ঘটন পগ,ধরত ধরণীপর,
হাস মিলিত মুখ লসত সুধাকর, উচরি' বচন জনু অমিয় ঝরে।
শোভা নিরুপম,ভনতভন আয়ত,বেষ্টিত পরিকরগণ গুণগণ গায়ত,
মধুর মধুর মৃদু মর্দ্দল বায়ত, ধাধা ধিগি ধিগি ধিকট ধিলঙ্গ।
গণসহ সুরগণ গগন-পন্থগত, ঘন ঘন সরস, কুসুমবর বরখত,
জয় জয় জয় ধ্বনি ভুবন পিয়াপত,নরহরি কহব কি প্রেমতরঙ্গ।

পুনঃ—কামোদ

আজু কি আনন্দ সঙ্কীর্ত্তনে।
নাচে গৌর-নিত্যানন্দ, পরম আনন্দ-কন্দ,
প্রিয় পারিষদবৃন্দ সনে। ১২০৯।
নাচে বোলে ভাল ভাল, বাজে খোল করতাল,
সভে মহা বিহ্বল প্রেমায়।
নদীর প্রবাহ পারা, সভার নয়নে ধারা,
কেহ কেহ পড়ে কারু গায়। ১২১০।
কেহ বা পুলকভরে, হুঙ্কার গর্জ্জন করে,
কাঁপে কেহ থির হৈতে নারে।
কেহো কারু পানে চা'য়া, দুই বাহু পসারিয়া,
কোলে করি' ছাড়িতে না পারে। ১২১১।
কেহ কারু পায় ধরে, পদধূলি লয় শিরে,
কেহ ভূমে গড়াগড়ি যায়।
প্রভু-ভৃত্য এক রীতি, দেখি নরহরি অতি,
আনন্দে প্রভুর গুণ গায়। ১২১২।
যখন যে প্রভুর আবেশ ভক্ত-মেলে।
তখন সেরূপ ক্রীড়া করে কুতূহলে। ১২১৩।

মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ-হরিদাস প্রতি শ্রীকৃষ্ণভজন-প্রচারে আজ্ঞা

একদিন প্রভু একা বসি' দিব্যাসনে।
সকরুণ-নেত্রে নিরিখয়ে চারিপানে। ১২১৪।
প্রিয় নিত্যানন্দ হরিদাসে কহে যাহ।
—"শ্রীকৃষ্ণ ভজিতে আজ্ঞা সর্ব্বত্র জানাহ"। ১২১৫।
প্রভু-আজ্ঞা লৈয়া দোঁহে গেলা এই পথে।
দোঁহার আনন্দ যত কে পারে কহিতে। ১২১৬।
সর্ব্বত্র কহিয়া তা' প্রভুরে জানাইলা।
সভাসহ প্রভু দাস্যে উদ্ধারিয়া নিলা। ১২১৭।

প্রভুর জগাই-মাধাই-উদ্ধার

স্বগণে বেষ্টিত প্রভু বসিলা এথাই।
স্তুতি কৈল দস্যু দুই—জগাই-মাধাই। ১২১৮।
জগাই-মাধাই দুই জনে দেখিবারে।
বিষ্ণুপ্রিয়া সহ আই বৈসে এই ঘরে। ১২১৯।
কহে শ্রীনিবাস, গৌরচন্দ্র এইখানে।
সভাসহ বিহ্বল নাচয়ে সঙ্কীর্ত্তনে। ১২২০।

গীতে যথা—ধানশী

নাচে শচীর দুলাল রঙ্গে।
অদ্বৈত নিতাই, গদাধর শ্রীবাসাদি পরিকর সঙ্গে। ১২২১।
অঙ্গভঙ্গি কি মধুর ছাঁদে।
পদভরে মহী, করে টলমল,
কে তাহে ধৈরয বান্ধে। ১২২২।
নানা তালে দিয়া করতালি।
গোবিন্দ মাধব, বাসু যশ গায়,
চৌদিগে শোভয়ে ভালি। ১২২৩।
গোরাচাঁদ মুখে হরিবোলে।
জগাই-মাধাই, দোহে হেরি' বাহু
পসারি' করয়ে কোলে। ১২২৪।
গোরাচান্দের পরশ পা'য়া।
জগাই-মাধাই, নাচে ভুজ তুলি',
ভাবেতে বিহ্বল হৈয়া। ১২২৫।
দোহে লোটায় ধরণীতলে।
কাঁপে তনু অনু- পম পুলকিত,
তিতয়ে আখের জলে। ১২২৬।
গোরা-করুণা-প্রকাশ দেখি'।
নাচে সুরগণ গগনেতে রহি',
সঘনে জুড়ায় আঁখি। ১২২৭।
কে না ধায় সে করুণা-আশে।
জয় জয় ধ্বনি, অবনি ভরল,
ভণে ঘনশ্যাম দাসে। ১২২৮।

প্রভু নৃত্য দেখি' সবে হৈলা বিমোহিত।
বধূ-সহ আই দেখি' হৈলা উল্লসিত॥ ১২২৯॥

কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বল মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলা

সঙ্কীর্ত্তনাবেশে প্রভু লৈয়া পরিকরে।
গঙ্গায় করিয়া জল-ক্রীড়া আইলা ঘরে॥ ১২৩০॥
চরণ পাখালি' তুলসীরে প্রণমিয়া।
ভুঞ্জে বিষ্ণু-প্রসাদায় এ ঘরে বসিয়া॥ ১২৩১॥
ভক্ষণাদি সারি' এথা করিলা শয়ন।
অলক্ষিত আসিয়া সেবিল দেবগণ॥ ১২৩২॥
প্রভুর এ লীলা বা বুঝিব কোন জনে।
দেখিলু যে সব তা' সদাই জাগে মনে॥ ১২৩৩॥
একদিন প্রভু শ্রীবাসের বাড়ী গেলা।
তাঁ'র শাশুড়ীরে কৃপা করি' ঘরে আইলা॥ ১২৩৪॥
একদিন প্রভু এই পথে গণসনে।
সঙ্কীর্ত্তনাবেশে চলে নগর-ভ্রমণে॥ ১২৩৫॥
নগর ভ্রমিয়া প্রভু উল্লাস হিয়ায়।
গণসহ গৃহে আসি' বৈসয়ে এথায়॥ ১২৩৬॥
কে বুঝে চরিত্র, প্রভু কহে সর্ব্বজনে।
প্রেমশূন্য দেহত্যাগ করিব এথানে॥ ১২৩৭॥
ইহা বলি' গঙ্গায় পড়য়ে ঝাঁপ দিয়া।
নিত্যানন্দ-হরিদাস আনয়ে তুলিয়া॥ ১২৩৮॥
ইথে যে কৌতুক তাহা কে কহিতে পারে।
সঙ্কীর্ত্তন সুখে প্রভু সদাই বিহরে॥ ১২৩৯॥
এই দেখ, বাড়ীর নিকট রম্য স্থানে।
হইলেন পরম বিহ্বল সংকীর্ত্তনে॥ ১২৪০॥

গীতে যথা—বঙ্গাল

নাচত গৌরচন্দ্র গুণধাম।
ঝলকত অঙ্গ- কিরণে মন রঞ্জন,
কনক মেরু দূরে দামিনী-দাম॥ ধ্রু॥ ১২৪১॥
বঙ্কুর বদন, মদন-মদ-মরদন,
মধুরিম-হাস যুবতি-ধৃতিহারি।
শ্রুতিজিতি তরুণ, অরুণ মণিকুণ্ডল,
টলমল নয়নযুগল ছবি ভারি॥ ১২৪২॥
চাঁচর চিকন, কেশ কুসুমাঙ্কিত,
চপল চারু উরে মণ্ডিত মাল।
অভিনব বাহু, ভঙ্গিভর নিরুপম,
ধরত চরণতলে সুললিত তাল॥ ১২৪৩॥
পঁহু চলু পাশ, লসত প্রিয়পরিকর,
গায়ত মধুর রাগ রস মাতি'।
উলসিত সকল, ভুবন ভণ নরহরি,
বায়ত খোল থমক বহু ভাঁতি॥ ১২৪৪॥

পুনর্ব্বেলাবলী

নাচত গৌরচন্দ্র নটভূপ।
মনমথ লাখ, -গরব ভর ভঞ্জন,
অখিল ভুবন-জনরঞ্জন রূপ॥ ধ্রু॥ ১২৪৫॥
অবিরত অতুল, ভাবভরে গরগর,
গরজত অতি অদ্ভুত রুচিকারী।
মঙ্গলময়পদ, ধরত ধরণী পর,
করত ভঙ্গি ভুজযুগল পসারি॥ ১২৪৬॥
হাসত মধুর, অধর মৃদু লাবণি,
শরদ-চান্দ জিনি বদন বিলাস।
টলমল অরুণ, কমলদল লোচন,
কোনে করয় কত রস পরকাশ॥ ১২৪৭॥
গায়ত মধুর, ভকতগণ নব নব,
কিন্নর-নিকর দরপ করু চুর।
উথলল প্রেম- সিন্ধু মহী ভাসল,
নরহরি কুমতি পরশ রহু দূর॥ ১২৪৮॥

চন্দ্রশেখরাচার্য্যগৃহে মহাপ্রভুর লক্ষ্মীবেশে নৃত্য

সঙ্কীর্ত্তনাবেশে এথা শচীর তনয়।
সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খাঁনে ডাকি' কয়॥ ১২৪৯॥
আজি চন্দ্রশেখরাচার্য্যের গৃহে গিয়া।
লক্ষ্মী আদি বেশেতে নাচিব সবে লৈয়া॥ ১২৫০॥
শঙ্খ, শাড়ী, কাঁচুলী, স্বর্ণাদি অলঙ্কার।
যোগ্য যোগ্য বেশ সজ্জ করহ সভার॥ ১২৫১॥
এত কহি' গৌরচন্দ্র প্রিয়গণ সনে।
এই পথে গেলা চন্দ্রশেখর-ভবনে॥ ১২৫২॥

তথা নানা বেশে নৃত্য করি' বিশ্বম্ভর।
এথা আসি' বসিলা বেষ্টিত পরিকর ॥ ১২৫৩ ॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের রঙ্গ কে বুঝিতে পারে।
ভক্তসঙ্গে বিহরয়ে বিবিধ প্রকারে ॥ ১২৫৪ ॥

অদ্বৈতাচার্য্যের প্রভুকৃপাপ্রাপ্তি আশায় জ্ঞান-যোগ-ব্যাখ্যা

অদ্বৈতেরে গুরুভক্তি করে গৌররায়।
তাহাতে অদ্বৈতাচার্য্য মহাদুঃখ পায় ॥ ১২৫৫ ॥
অদ্বৈতের মনে হৈল ঐছে কার্য্য করি।
যাতে মোর শাস্তি প্রভু করে চুলে ধরি' ॥ ১২৫৬ ॥
এত বিচারিয়া হরিদাসে লৈয়া সঙ্গে।
কোন ছলে বিদায় হইয়া চলে রঙ্গে ॥ ১২৫৭ ॥
প্রভু-ক্রোধ জন্মাইতে উপায় সৃজিল।
"ভক্তি ছাড়ি' জ্ঞান শ্রেষ্ঠ" ব্যাখ্যা আরম্ভিল ॥১২৫৮॥
নিজ গৃহে বসি' দিব্য পীড়ার উপরে।
মহাদর্পে 'জ্ঞান শ্রেষ্ঠ' বুঝায় সবারে ॥ ১২৫৯ ॥
অদ্বৈতাচার্য্যের ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে।
পরস্পর কহে কত রহিয়া বিরলে ॥১২৬০ ॥
সীতাদেবী শ্রীঠাকুরাণীর প্রতি কয়।
না বুঝিয়ে এবা কোন রঙ্গ প্রকাশয় ॥ ১২৬১ ॥
অবশ্য হইব এথা প্রভুর গমন।
এত কহি' করয়ে সামগ্রী আয়োজন ॥ ১২৬২ ॥
সকল জানয়ে অন্তর্যামী গৌরচন্দ্র।
এইখানে বসিয়া হাসয়ে মন্দ মন্দ ॥ ১২৬৩ ॥
অদ্বৈতসঙ্কল্পসিদ্ধি করিবার তরে।
নগরভ্রমণ-ছলে চলে শান্তিপুরে ॥ ১২৬৪ ॥
সঙ্গে নিত্যানন্দ, গতি অদ্ভুত দোঁহার।
দেখি' সে মাধুর্য্য ধৈর্য্য ধরে শক্তি কা'র ॥ ১২৬৫ ॥
ললিতপুরেতে কৃপা করি' সন্ন্যাসীরে।
গঙ্গাপথে দোঁহে শীঘ্র গেলা শান্তিপুরে ॥ ১২৬৬ ॥
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু গমন জানিয়া।
'জ্ঞান শ্রেষ্ঠ' বাখানে অধিক মত্ত হৈয়া ॥ ১২৬৭ ॥
অদ্বৈত-আলয়ে প্রভু করিলা গমন।
অচ্যুতানন্দাদি বন্দে প্রভুর চরণ ॥ ১২৬৮ ॥

সবা প্রতি শুভদৃষ্টি করি' গৌরচন্দ্র।
অদ্বৈত সম্মুখে গেলা সঙ্গে নিত্যানন্দ ॥ ১২৬৯ ॥
প্রভু ক্রোধে অদ্বৈত আচার্য্যে জিজ্ঞাসয়।
—'জ্ঞান, ভক্তি হৈতে শ্রেষ্ঠ কহ কেবা হয় ?'১২৭০॥
—"সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান হয়" অদ্বৈত কহিলা।
শুনি' মহাক্রোধে প্রভু বাহ্য পাসরিলা ॥ ১২৭১ ॥
মহাবলবান্ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
লাফ দিয়া উঠে শীঘ্র পীড়ার উপর ১২৭২ ॥
অদ্বৈতের চুলে ধরি' পাড়ে উঠানেতে।
অদ্বৈতে কিলায় সুকোমল দুই হাতে ॥ ১২৭৩ ॥
সর্ব্বতত্ত্ব-জ্ঞাতা সীতা জগত-জননী।
ব্যগ্রতা করয়ে কত কহে মৃদু বাণী ॥ ১২৭৪ ॥
হরিদাস ত্রাসেতে রহয়ে একপাশে।
নিত্যানন্দ রঙ্গে অতি মন্দ মন্দ হাসে ॥ ১২৭৫ ॥
প্রভু ক্রোধে গর্জ্জিয়া ঐশ্বর্য্য প্রকাশিল।
শাস্তি পাই অদ্বৈতের আনন্দ বাড়িল ॥ ১২৭৬ ॥
হাতে তালি দিয়া নাচে শ্রীঅদ্বৈত রায়।
প্রভুর চরণ-ধূলি করয়ে মাথায় ॥ ১২৭৭ ॥
অদ্বৈত কহিল কত—শুনি' গৌরহরি।
করয়ে ক্রন্দন অদ্বৈতেরে কোলে করি' ॥ ১২৭৮ ॥
নিত্যানন্দ-হরিদাস করয়ে ক্রন্দন।
কান্দয়ে অদ্বৈত সীতা আদি প্রিয়গণ ॥ ১২৭৯ ॥
অদ্বৈত-তনয় শ্রীঅচ্যুতানন্দ কান্দে।
অদ্বৈত-ভবনে কেহো থির নাহি বান্ধে ॥ ১২৮০ ॥
অদ্বৈত করিলা স্তুতি, প্রভু বর দিল।
মহা জয় জয়-ধ্বনি ভুবন ভরিল ॥ ১২৮১ ॥
অদ্বৈতের গৃহে হৈল প্রভুর ভোজন।
ছড়াইলা অন্ন পদ্মাবতীর নন্দন ॥ ১২৮২ ॥
কিছুদিন রহি' প্রভু অদ্বৈত-ভবনে।
নবদ্বীপে আসে মহা উল্লসিত মনে ॥ ১২৮৩ ॥
জ্ঞানযোগ প্রসঙ্গে কহিয়ে কিছু আর।
অদ্বৈত অন্তর বুঝে ঐছে শক্তি কা'র ॥ ১২৮৪ ॥
অদ্বৈতাচার্য্যের শাখা—শঙ্কর নাগেতে।
জ্ঞান-পক্ষে তাঁ'র নিষ্ঠা হৈল ভালমতে ॥ ১২৮৫ ॥

অদ্বৈত শঙ্কর প্রতি কহে বারে বারে।
—"মনোরথসিদ্ধি মুই কৈলু এ প্রকারে॥ ১৯৮৬ ॥
ছাড় ছাড় ওরে রে পাগল! নষ্ট হৈলা।"
তেঁহো না ছাড়ে তারে অদ্বৈত ত্যাগ কৈলা॥১৯৮৭॥
মহাবহির্ম্মুখ বীজ করিল রোপণ।
ক্রমে বৃদ্ধি হইব জানিল বিজ্ঞগণ ॥ ১৯৮৮ ॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত, হরিদাস প্রভুসঙ্গে।
শান্তিপুর হৈতে নদীয়ায় আইলা রঙ্গে ॥ ১৯৮৯ ॥
নিজ গৃহে আসি, প্রভু বসিলা এথায়।
প্রভুকে দেখিতে লোক চতুর্দ্দিকে ধায় ॥ ১৯৯০ ॥
শ্রীবাস, মুকুন্দ, বক্রেশ্বর আদি যত।
হইলেন সবে সঙ্কীর্ত্তনে উনমত ॥ ১৯৯১ ॥
সংকীর্ত্তন-সুখের সমুদ্রে প্রভু ভাসে।
এই পথ দিয়া গেলা শ্রীবাস-আবাসে ॥ ১৯৯২ ॥
শ্রীবাসের ঘরে সুখ প্রকাশি' আসিয়া।
মুরারির ঘরে গেলা এই পথ দিয়া ॥ ১৯৯৩ ॥
তথা হৈতে আসি' এথা বৈসে বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিকে শোভয়ে সকল পরিকর ॥ ১৯৯৪ ॥

শচীদেবীর অদ্বৈতপদধূলি গ্রহণ দ্বারা বৈষ্ণবাপরাধ-মোচন-শিক্ষা

অদ্ভুত ভঙ্গিতে প্রভু কহে প্রিয়গণে।
অপরাধ কৈলা মাতা অদ্বৈতের স্থানে ॥ ১৯৯৫ ॥
—"যদি তাঁ'র পদধূলি ধরেন মাথায়।
তবে তাঁ'র স্থানে তাঁ'র অপরাধ যায়" ॥ ১৯৯৬ ॥
এত কহি' ভক্তিযোগ করয়ে প্রকাশ।
আইর যে অপরাধ শুন শ্রীনিবাস ॥ ১৯৯৭ ॥
—"বিশ্বরূপ বৈসে সদা অদ্বৈত-সভায়।
করিলা সন্ন্যাস তেঁহো আপন ইচ্ছায় ॥ ১৯৯৮ ॥
পুত্রের বিচ্ছেদে আই ব্যাকুল হইয়া।
মনে বিচারয়ে এথা কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ১৯৯৯ ॥
অদ্বৈত গোসাঞির দয়া মাত্র নাই চিতে।
বিশ্বরূপে বাহির করিল ঘর হৈতে ॥ ২০০০ ॥
এ পুত্রেও স্থির হৈতে না দেন আচার্য্য।
মহাবিজ্ঞ হইয়া করেন হেন কার্য্য ॥ ২০০১
আচার্য্য গোসাঞি মোর দুই পুত্র নিল।"
এত মনে করিতেই ভয় উপজিল ॥ ২০০২ ॥
এই অপরাধ মাত্র করিলেন আই।
ইহা শুনি' অদ্বৈত আইলা এই ঠাঁই ॥ ২০০৩ ॥
শ্রীশচীমায়ের কহি' মহিমা অপার।
হইলা মূর্চ্ছিত প্রেমে কুবের-কুমার ॥ ২০০৪ ॥
সময় বুঝিয়া আই এথায় আইলা।
অদ্বৈত-চরণ-ধূলি মস্তকে ধরিলা ॥ ২০০৫ ॥
হইলেন হর্ষ গৌরচন্দ্র ভগবান্।
জননীর লক্ষ্যে অন্যে কৈল সাবধান ॥ ২০০৬ ॥
প্রেমভক্তিরত্ন-দাতা শচীর তনয়।
নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তনানন্দে বিলসয় ॥ ২০০৭ ॥
সঙ্কীর্ত্তনাবেশে প্রভু আপনা না জানে।
এই পথে চলিলেন নগর-ভ্রমণে ॥ ২০০৮ ॥
নগর-ভ্রমণে মহারঙ্গ প্রকাশিয়া।
গণসহ এথা প্রভু বৈসে হর্ষ হৈয়া॥ ২০০৯ ॥
ব্রজের বিলাস সদা উথলে হিয়ায়।
সুমধুরস্বরে মুকুন্দাদি তাহা গায় ॥ ২০১০ ॥
নিজগুণ শুনিতে প্রভুর বড় সাধ।
কে বুঝিতে পারে চারু চরিত অগাধ ॥ ২০১১ ॥
প্রভুর ইঙ্গিতে গদাধর এইখানে।
রচয়ে প্রভুর বেশ পুষ্পের ভূষণে ॥ ২০১২ ॥
দাস গদাধর প্রভুপ্রিয় নরহরি।
বেশের সামগ্রী সব দেন সজ্জ করি' ॥ ২০১৩ ॥
ভুবনমোহন বেশ রচিল প্রভুর।
যে বারেক দেখে তাঁ'র ধৈর্য্য যায় দূর ॥ ২০১৪ ॥
বেশের সুষমা যে উপমা নাই তায়।
মূরুছয়ে কামকোটি অঙ্গের ছটায় ॥ ২০১৫ ॥
প্রভুপ্রিয়গণ চাহি' চান্দমুখ-পানে।
যেরূপ হইলা তা' কহিতে কেবা জানে ॥ ২০১৬ ॥
আপনি নিছয়ে ভাব আবেশ সবার।
করে আরাত্রিক, সুখ শোভা নাই পার ॥ ২০১৭ ॥

গীতে যথা—গৌরী

জয় জয় আরতি গৌরকিশোর।

লসত সিংহাসনে, জনু কনকাচল,
ডগমগ জগত-যুবতী-চিত-চোর ॥ ধ্রু॥২০১৮॥
শ্রীঅদ্বৈত প্রেমভরে, গরগর আরতি,
করু নিজ নাথে নেহারি।
মণিগণ জটিত সু- কনক থারি' পর,
দমকত দীপ দুরিত তমহারি ॥ ২০১৯ ॥
দক্ষিণ ভাগে, ভাঁতি রীতি অতুল,
নিত্যানন্দচন্দ্র রসভোর।
বামে গদাধর, সরস ভঙ্গি তহি,
কোউ ধরত নব ছত্র উজোর ॥ ২০২০ ॥
শ্রীনিবাস বর- যত কুসুমাবলী,
চামর করু নরহরি অনিবার।
শুক্লাম্বর বর, চরচত চন্দন,
গুপ্তমুরারি করত জয়কার ॥ ২০২১ ॥
মাধব, বাসু- ঘোষ, পুরুষোত্তম
বিজয়, মুকুন্দ আদি গুণি-ভূপ।
গায়ত মধুর, রাগ শ্রুতি মূরছন,
গ্রাম সপ্ত স্বর ভেদ অনুপ ॥ ২০২২ ॥
বাজত মুরজ, মৃদঙ্গ চঙ্গড়ক,
বীণ, বিষাণ, বেণু চলু ওর।
ঘন ঘন ঘণ্ট, ঝমকত ঝাঁঝরী,
ঝন ন ন ঝাঁজ গরজে ঘন ঘোর ॥২০২৩॥
নাচত পরম- হরষ বক্রেশ্বর,
সরস ভাঁতি গতি নটক সুঠার।
উঘটত ধিকট, ধিকট ধিধি কট,
তক থৈ থৈ থৈ তি বিবিধ পরকার ॥২০২৪
বিবশ পুরুব রসে, রসিক গদাধর,
শ্রীধর, গৌরীদাস, হরিদাস।
কো বিরচব সব, ভকত মত্ত অতি,
নিরখি' গৌরমুখ-মধুরিম হাস ॥২০২৫॥
সুরগণ গগনে, মগন গণসহ,
সুরপতি কত যতনে করত পরিহার।
পার্ব্বতীপতি চতু- রানন পুলকিত
ঝর ঝর নয়নে ঝরত জলধার ॥ ২০২৬ ॥
ত্রিভুবন উলস, শেষ যশ বরণত,
স্তুতি করু মুনি নব নাম উচারি'।
নরহরি পহু ব্রজ- ভূষণ রসময়,
নদীয়াপুর পরমানন্দকারী ॥ ২০২৭ ॥

পরম মঙ্গল আরাত্রিক সন্দর্শনে।
হৈল সবে বিহ্বল আপনা নাহি জানে ॥২০২৮॥
নানা ভক্ষ্য দ্রব্য লৈয়া প্রভুরে ভুঞ্জায়।
ভুঞ্জয়ে কৌতুকে সবে প্রভুর আজ্ঞায় ॥ ২০২৯ ॥
হইল অনেক রাত্রি দেখি' সর্ব্বজন।
নিজ নিজ স্থানে সবে করিলা শয়ন ॥ ২০৩০ ॥
শুইবেন গৌরচন্দ্র জানি' গদাধর।
রচিলেন শয্যা সুকোমল মনোহর ॥ ২০৩১ ॥
শুইতে চলেন প্রভু হৈয়া উল্লসিত।
গদাই-রচিত মালা-চন্দনে ভূষিত ॥ ২০৩২ ॥
এই ঘরে শয়ন করিলা বিশ্বম্ভর।
শুইলেন নিকটে পণ্ডিত গদাধর ॥ ২০৩৩ ॥
দুঁহু বাক্যামৃত-পানে দোঁহে মগ্ন হৈলা।
কে বুঝিতে পারে গৌর-গদাধর-লীলা ॥ ২০৩৪ ॥
প্রভাতে জাগিয়া গদাধর হর্ষমনে।
করয়ে যে কার্য্য তা' বর্ণয়ে বিজ্ঞগণে ॥ ২০৩৫ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্রমে—

গদাধরো মহাপ্রাজ্ঞো ব্রাহ্মণঃ সৎকুলোদ্ভবঃ।
প্রেমভক্তশ্চ তৎপাদসন্নিকর্ষেঽভিতিষ্ঠতি ॥ ২০৩৬॥

অন্বয়॥ সৎকুলোদ্ভবঃ (উচ্চবংশোদ্ভূতঃ) ব্রাহ্মণঃ (বর্ণশ্রেষ্ঠঃ) মহাপ্রাজ্ঞঃ (মহাপণ্ডিতঃ) প্রেমভক্তশ্চ (জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত-বিশুদ্ধভক্তিমাংশ্চ) গদাধরঃ (পণ্ডিতগোস্বামী) তৎপাদসন্নিকর্ষে (শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভোঃ শ্রীপাদপদ্মং নিকষা) অভিতিষ্ঠতি (বর্ত্ততে) ॥ ২০৩৬ ॥

অনুবাদ । সদ্ব্রাহ্মণকুলসম্ভব, মহাপণ্ডিত ও প্রেমভক্ত শ্রীমদ্ গদাধর প্রভু তাঁহার (শ্রীমন্মহাপ্রভুর) নিকট সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন ॥ ২০৩৬ ॥

তেন সার্দ্ধং রজন্যাং স তিষ্ঠন্নূচে শুভাকরম্।
দাতব্যং ভবতা প্রাতর্বৈষ্ণবেভ্যঃ প্রসাদকম্ ॥ ২০৩৭ ॥

ইত্যুক্ত্বা গাত্রমাল্যানি দদৌ তস্য করে হরিঃ।
ততঃ প্রভাতে বিমলে তে সর্ব্বে সমুপাগতাঃ ॥২০৩৮॥
যস্মৈ যস্মৈ চ যদ্দত্তং তত্তস্মৈ সম্প্রদত্তবান্।
ততস্তে হৃষ্টমনসঃ স্নাত্বা স্বরনদীজলে ॥ ২০৩৯ ॥
পূজয়িত্বা জগন্নাথং নৈবেদ্যং বিনিযুজ্য চ।
পুনস্তং দেবদেবেশমাজগ্মুর্ম্মুদিতাশয়াঃ ॥ ২০৪০ ॥
গদাধরঃ প্রত্যহং তং চন্দনেনানুলেপনম্।
কৃত্বা মাল্যাদি গাত্রেষু দদাতি সততং মুদা ॥ ২০৪১ ॥
শয়নীয়ে গৃহে শয্যাং কৃত্বা তৎসন্নিধৌ সুখম্।
স্বপিতি শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ শৃণ্বংস্তস্যামৃতং বচঃ ॥ ২০৪২ ॥

অন্বয়। রজন্যাং (রাত্রৌ) তেন (শ্রীমদ্‌গদাধরেণ) সার্দ্ধং (সহ) তিষ্ঠন্ (স্থিতো বা) সঃ (শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুঃ) শুভাক্ষরং (মঙ্গলদায়কং বাক্যং, বক্ষ্যমাণং) উচে (কথয়ামাস) —ভবতা (ত্বয়া, গদাধরেণ ইতি ভাবঃ) প্রাতঃ (প্রভাতে) বৈষ্ণবেভ্যঃ (মদ্ভক্তেভ্য ইতি ভাবঃ) প্রসাদকং, (গুর্ব্বাদি-ভুক্তাবশেষম্, অত্র তু তদঙ্গীকৃতং মাল্যমিতি বোধ্যম্) দাতব্যং (দেয়ং)। হরিঃ (শ্রীমন্মহাপ্রভুঃ) ইত্যুক্ত্বা (দাতব্যমিত্যাদি প্রাগুক্তং বাক্যং কথয়িত্বা) তস্য (শ্রীমদ্-গদাধরস্য) করে (হস্তে) গাত্রমাল্যানি (স্বকীয়াঙ্গাভরণ-ত্বেনাঙ্গীকৃতানি মাল্যানি) দদৌ (দত্তবান্)। ততঃ (অনন্তরং) বিমলে (নির্ম্মলে) প্রভাতে (প্রাতঃ) সর্ব্বে (যাবন্তঃ) তে (বৈষ্ণবাঃ) সমুপাগতাঃ (সমাগতবন্তঃ) যস্মৈ যস্মৈ যদ্দত্তং (যদ্যদর্থং যন্মাল্যং প্রদত্তং, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুনা ইতি শেষঃ) তৎ (নির্দ্দিষ্টং তন্মাল্যং) তস্মৈ (নির্দ্দিষ্টজনায়, ন ত্বিতরস্মৈ) সম্প্রদত্তবান্ (দদৌ, শ্রীমদ্ গদাধর ইতি শেষঃ)। ততঃ (অনন্তরং) হৃষ্টমনসঃ (প্রসাদ-প্রসন্নচিত্তাঃ) তে (বৈষ্ণবাঃ) স্বরনদী-জলে (গঙ্গায়াম্) স্নাত্বা (অব-গাহনানন্তরং) জগন্নাথং (ইষ্টদেবং) পূজয়িত্বা (প্রপূজ্য) নৈবেদ্যং (নিবেদনীয়দ্রব্যং) চ বিনিযুজ্য (বিনিবেদ্য) মুদিতা-শয়াঃ (মুদিতাঃ সন্তুষ্টাঃ আশয়াঃ মনসঃ যেষাং তে হৃষ্টান্তঃ-করণাঃ সন্ত ইতি শেষঃ) পুনঃ (বারান্তরং) দেবদেবেশং (সর্ব্বেশ্বরং) তং (শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুং) আজগ্মুঃ (সমাগতাঃ) গদাধরঃ প্রত্যহং (প্রতিদিনং) তং (শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুং) চন্দনেন (স্বনাম-খ্যাতানুলেপন-দ্রব্যবিশেষেণ) অনুলেপনং কৃত্বা (প্রলেপনানন্তরং) সততং (সর্ব্বদা) গাত্রেষু (শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভো-রঙ্গেষু) মুদা (সানন্দং) মাল্যানি (প্রযচ্ছতি)। (গদাধরঃ) শয়নীয়গৃহে (শয়নমন্দিরে) তৎসন্নিধৌ (তদন্তিকে) সুখং (আনন্দেন) শয্যাং কৃত্বা (শয্যারচনানন্তরং) শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ (সশ্রদ্ধঃ সন্) তস্য (শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভোঃ) অমৃতং বচঃ (অতীব মধুরবাক্যং) শৃণ্বন্ (শ্রুত্বা) স্বপিতি (শয়নং করোতি)॥

অনুবাদ। একদা শ্রীমদ্ গদাধর প্রভুর সহিত রাত্রিযাপনকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু "এই মাল্যগুলি প্রভাতে বৈষ্ণবদিগকে বিতরণ করিয়া দিবে" এই পরম-মঙ্গলনিদান বাক্য বলিয়া তাঁহার (শ্রীমদ্‌গদাধরপ্রভুর) হস্তে স্বীয় গাত্র মাল্য অর্পণ করিলেন। অতঃপর সুন্দর প্রভাত-সময়ে বৈষ্ণবগণ তথায় আগমন করিলে শ্রীমদ্ গদাধর প্রভু প্রত্যেককেই তত্তৎ ব্যক্তির জন্য নির্দ্দিষ্ট (প্রসাদী) মালিকা প্রদান করিলেন, অনন্তর বৈষ্ণবগণ গঙ্গাজলে স্নান করিয়া ইষ্ট-পূজনানন্তর নৈবেদ্যাদি নিবেদনপূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট পুনঃ উপস্থিত হইলেন। শ্রীমদ্ গদাধর প্রভু প্রত্যহ চন্দনানুলেপনানন্তর শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে (যথাযথরূপে) আনন্দের সহিত মাল্যাদি প্রদান করেন। শয়ন-মন্দিরে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মান্তিকে শয্যা রচনাপূর্ব্বক সশ্রদ্ধ-ভাবে তাঁহার (শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর) অমৃতোপম বাক্যাবলী শ্রবণ করিতে করিতে নিদ্রিত হইতেন। ২০৩৭-৪২ ॥

তথা চ শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্যে—

স তু গদাধরপণ্ডিতঃ সত্তমঃ
সততমস্য সমীপসুসঙ্গতঃ।
অহরহর্দিনং ভজতে নিজজীবিত-
প্রিয়তমং তমতিস্পৃহয়া যুতঃ ॥ ২০৪৩ ॥
নিশি তদীয়সমীপগতঃ স্থিরঃ
শয়নমুৎসুক এব করোতি সঃ।
বিহরণামৃতমস্য নিরন্তরং
তদুপভুক্তমনেন নিরন্তরম্ ॥ ২০৪৪ ॥

অন্বয়। স গদাধরপণ্ডিতঃ সত্তমঃ (ভাগবতশ্রেষ্ঠঃ) তু (পাদপূরণে) সততং (সর্ব্বদা) অস্য (শ্রীমন্মহাপ্রভোঃ সমীপসুসঙ্গতঃ (সমীপং সন্নিকটং সুসঙ্গতঃ সুষ্ঠুরূপেণ প্রাপ্তো-ঽনুগামী ইতি ভাবঃ) অহরহর্দিনং (প্রতিদিনং) নিজজীবিত-

প্রিয়তমং (নিজজীবিতং স্বকীয়প্রাণাস্তেভ্যোঽপি প্রিয়তমঃ প্রেষ্ঠস্তথাভূতং) তং (শ্রীমন্মহাপ্রভুঃ) অতিস্পৃহয়া যুতঃ (নিতরামাগ্রহান্বিতঃ সন্) ভজতে (সেবতে)। নিশি (রাত্রৌ) তদীয়-সমীপগতঃ (শ্রীমন্মহাপ্রভুঃ নিকষা স্থিতঃ) স্থিরঃ (অচঞ্চলঃ) সঃ (শ্রীমদ্‌গদাধর-প্রভুঃ) উৎসুকঃ (আগ্রহান্বিতঃ সন্) শয়নং করোত্যেব। অনেন (প্রভুণা সহ) নিরন্তরং (সততং) অস্য (গদাধরস্য) বিহরণামৃতং (ক্রীড়াসুখং) ভবতি। অনেন সহ নিরন্তরং তস্য উপভুক্তং ভোজনং ভবতি॥ ২০৪৩-৪৪॥

অনুবাদ। ভাগবতশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্‌গদাধর প্রভু সর্ব্বদা তাঁহার (শ্রীমন্মহাপ্রভুর) সমীপে বর্ত্তমান থাকিয়া অত্যন্ত আগ্রহের সহিত নিজ প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করিতেন। তিনি রাত্রিকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট ঔৎসুক্যের সহিত শয়ন করিতেন এবং তৎসহ ক্রীড়া-কৌতুক ও ভোজনাদি করিতেন॥ ২০৪৩-৪৪॥

ওহে শ্রীনিবাস প্রভু রজনী-বিহানে।
বিলসে পরমানন্দে ভক্তগোষ্ঠী-সনে॥ ২০৪৫॥
এথা দিব্যাসনে বৈসে প্রভু গৌররায়।
করিতে দর্শন নগরিয়া লোক ধায়॥ ২০৪৬॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দের প্রতি করুণা প্রকাশ ও নির্ব্বন্ধসহকারে শ্রীহরিনামোপদেশ প্রদান

প্রভু-পাশে আসি' প্রণময়ে বারবার।
প্রভু কহে—"কৃষ্ণে ভক্তি হউক সভার"॥ ২০৪৭॥
সভা প্রতি করি' প্রভু করুণা অশেষ।
হরিনাম মহামন্ত্র করে উপদেশ॥ ২০৪৮॥
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে"॥ ২০৪৯॥
পুনঃ প্রভু কহে ভাই নির্ব্বন্ধ করিয়া।
—"হরিনাম জপ সভে কর ঘরে গিয়া॥ ২০৫০॥
হইব সকল সিদ্ধি মন্ত্রের প্রতাপে।
পাইবা পরমানন্দ এই মন্ত্রজপে"॥ ২০৫১॥
পুনঃ দন্তে তৃণ ধরি' কহে সবা প্রতি।
—"করিবে শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন দিবারাতি"॥ ২০৫২॥
ঐছে শ্রীমুখের উপদেশ সভে পাই।
প্রণমিয়া মন্ত্র জপ করে ঘরে যাই'॥ ২০৫৩॥
প্রভুর আজ্ঞায় সবে উল্লাস অন্তরে।
সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলা ঘরে ঘরে॥ ২০৫৪॥
কাদি* দুষ্ট কীর্ত্তন সহিতে নারে কভু।
করিল কীর্ত্তন-বাদ শুনিলেন প্রভু॥ ২০৫৫॥
শুনি' মহাক্রোধযুক্ত হৈয়া গৌরহরি।
আপনার তত্ত্ব প্রকাশয়ে দর্প করি'॥ ২০৫৬॥
ঘন ঘন হুঙ্কার করয়ে মহারঙ্গে।
নগরকীর্ত্তনে প্রভু সাজে গণসঙ্গে॥ ২০৫৭॥
হইল সর্ব্বত্র ধ্বনি—"শচীর নন্দন।
নগরে নগরে আজি করিব কীর্ত্তন"॥ ২০৫৮॥
নগরিয়া লোকে আজ্ঞা কৈল গৌররায়।
—"গোধূলি-সময়ে সবে আসিবে এথায়"॥ ২০৫৯॥
নগরিয়া লোক মহাপ্রফুল্ল হৃদয়।
সাজিয়া আইলা এথা শোভা অতিশয়॥ ২০৬০॥
লোকের নাহিক অন্ত ওহে শ্রীনিবাস।
জয় জয় শব্দ ব্যাপি' এ ভূমি আকাশ॥ ২০৬১॥
শ্রীগৌরসুন্দর মহা উল্লসিত-মনে।
আগে সঙ্কীর্ত্তনারম্ভ কৈল এইখানে॥ ২০৬২॥
ভুবনমোহন-বেশে নাচে গৌরচন্দ্র।
বামে গদাধর সে দক্ষিণে নিত্যানন্দ॥ ২০৬৩॥
অদ্বৈত, শ্রীবাস, হরিদাস, বক্রেশ্বর।
নরহরি দাস, গদাধর' দামোদর॥ ২০৬৪॥
মুরারি, মুকুন্দ, বাসু, গোবিন্দাদি যত।
সবে নাচে গায় শোভা কে কহিবে কত॥ ২০৬৫॥
এথা মহাবিহ্বল হইয়া সংকীর্ত্তনে।
করিলা সম্প্রদাবন্ধ গৌরাঙ্গ আপনে॥ ২০৬৬॥
প্রভুর আদেশে হর্ষ শ্রীঅদ্বৈতরায়।
এথা হৈতে চলে আগে এক সম্প্রদায়॥ ২০৬৭॥
তাঁর নৃত্য গীতে কেউ স্থির নাহি বান্ধে।
কিবা স্ত্রী-বালক সবে ফুকারিয়া কান্দে॥ ২০৬৮॥

* এক যবনের নাম।

এথা হৈতে পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়।
শ্রীবাসাদি চলে মহারঙ্গে নাচে গায়॥ ২০৬৯॥
এক সম্প্রদায় প্রভু শচীর নন্দন।
এই পথে চলে শোভা ভুবন মোহন॥ ২০৭০॥
এইখানে আই পুত্রবধূর সহিতে।
প্রেমায় বিহ্বল হৈলা সে শোভা দেখিতে॥২০৭১॥
প্রকাশে অদ্ভুত লীলা প্রভু গৌররায়।
সবে সংকীর্ত্তনানন্দ-সমুদ্রে ডুবায়॥ ২০৭২॥
এক মুখে কি বলিব সে অদ্ভুত কথা।
নগর-কীর্ত্তন করি' প্রভু আইলা এথা॥ ২০৭৩॥
এইখানে বৈসয়ে বেষ্টিত সর্ব্বজনে।
হৈল নিশি ভোর কৃষ্ণ-চরিত্র কথনে॥ ২০৭৪॥
একদিন গৌরচন্দ্র নদীয়া নগরে।
চলয়ে ভ্রমণে বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে॥ ২০৭৫॥
প্রথমেই এই পথে করিলা গমন।
চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত পরম প্রিয়গণ॥ ২০৭৬॥
সর্ব্বত্র ভ্রমণ প্রভু করি' মহারঙ্গে।
গৃহে আসি' এথাই বৈসয়ে গণ সঙ্গে॥ ২০৭৭॥
ওহে শ্রীনিবাস একদিন এইখানে।
ভুবনমোহন-বেশে নাচে সঙ্কীর্ত্তনে॥ ২০৭৮॥
প্রভুর চরিত্র কেবা বুঝিবারে পারে॥
সঙ্কীর্ত্তনে অনুগ্রহ করে যারে তা'রে॥ ২০৭৯॥
পুত্র সহ বঙ্গদেশী বিপ্র শুদ্ধাচার।
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, বনমালী নাম তার॥ ২০৮০॥
তেঁহো গৌরচন্দ্রে দেখে শ্যামল সুন্দর।
শিরে শিখিপুচ্ছ, পরিধেয় পীতাম্বর॥ ২০৮১॥
অধরে স্পর্শয়ে বংশী দেখিয়া বিহ্বল।
—"এই কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলি করে কোলাহল॥২০৮২॥
কি বলিব বনমালী-বিপ্র ভাগ্যবানে।
দিলেন অমূল্য প্রেমরত্ন এইখানে॥ ২০৮৩॥
এথা প্রভু ভক্তে নাম-মহিমা কহিল।
পড়ুয়া অধম অর্থবাদে দুঃখ দিল॥ ২০৮৪॥
গণসহ সচেল করিলা গঙ্গাস্নান।
ভুলিয়াও কভু না দেখিল মুখ তান॥ ২০৮৫॥

একদিন সঙ্কীর্ত্তনানন্দে গৌররায়।
এক আম্রবীজ রঙ্গে রোপিল এথায়॥ ২০৮৬॥
সেই ক্ষণে জন্মি' বৃক্ষ ফলিতে লাগিল।
পাড়ি' পক্ক আম্র বহু কৃষ্ণে সমর্পিল॥ ২০৮৭॥
নাহিক বল্কল অষ্টি অমৃত সোসর।
একফলে পূর্ণ হয় একের উদর॥ ২০৮৮॥
ভুঞ্জিল সে ফল প্রভু ভক্তে ভুঞ্জাইলা।
নিতি বার মাস ফলে, এ অদ্ভুত লীলা॥ ২০৮৯॥
একদিন এইখানে কীর্ত্তনসময়।
হৈল মহা মেঘঘটা দেখি' লাগে ভয়॥ ২০৯০॥
মন্দিরা লইয়া প্রভু এথা দাঁড়াইতে।
মেঘ উড়ি' গেল সবে হইলা হর্ষ চিতে॥ ২০৯১॥
লোকশিক্ষা লাগি' প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
গণসহ মার্জ্জনা করয়ে বিষ্ণুঘর॥ ২০৯২॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়-প্রক্রমে—

অথাপরদিনে দেবো ভক্তিং সংশিক্ষয়ন্ স্বকান্।
দেবালয়ান্ যযৌ বিপ্রৈঃ সার্দ্ধং সম্মার্জ্জনীকরঃ॥২০৯৩॥
কুদ্দালং চাংশভাগেষু ধটীং কটিবরে বহন্।
নেতবস্ত্রকৃতোষ্ণীষো বালসূর্য্যসমপ্রভঃ॥ ২০৯৪॥
আচার্য্যাস্তা মহাত্মানঃ কুদ্দালমার্জ্জনীকরাঃ।
কৃষ্ণস্য হড্ডিপা ভূত্বা দ্বারং দেবালয়স্য তে॥ ২০৯৫॥
ভিত্তিং চ মার্জয়ামাসুঃ সহ কৃষ্ণেন সদ্গুণাঃ।
এবম্প্রকারং নৃহরেঃ শিক্ষাং শতসহস্রশঃ।
ভগবান্ স্বাত্মতন্ত্রোঽপি কারুণ্যেনাভ্যশিক্ষয়ৎ॥২০৯৬॥

অন্বয়। অথ (অনন্তরং) অপরদিনে (অপরেদ্যুঃ) দেবঃ (শ্রীমন্মহাপ্রভুঃ) ভক্তিং (ইষ্টানুরক্তিং) সংশিক্ষয়ন্ (শিক্ষাপ্রদানার্থং) বিপ্রৈঃ (ব্রাহ্মণৈঃ, অনুগজনৈঃ ইতি ভাবঃ) সার্দ্ধং (সহ) অংশভাগেষু (স্কন্ধভাগেষু) কুদ্দালং (ভূখনন-যন্ত্রবিশেষঃ) ধটীং (চীরবস্ত্রং) চ কটীবরে (অঙ্গসংস্থানবিশেষে) বহন্ (ধারয়ন্) নেতবস্ত্র-কৃতোষ্ণীষঃ (নেতবস্ত্রেণ চীরবস্ত্রেণ কৃতঃ রচিতঃ উষ্ণীষঃ শিরস্ত্রাণং অস্য সঃ) বালসূর্য্যসমপ্রভঃ (বালসূর্য্যস্য প্রাতঃকালীনসূর্য্যস্য প্রভায়াঃ সমা প্রভা কান্তির্যস্য তথাভূতঃ) সম্মার্জ্জনী-করঃ (সম্মার্জ্জনী খর্জ্জরী করে হস্তে

যস্য তথাভূতঃ সন্) স্বকান্ (স্বকীয়ান্ ভক্তান্) দেবালয়ান্ (দেবায়তনানি) যযৌ (গতবান্) সদ্গুণাঃ (উত্তমগুণযুক্তাঃ) তে আচার্যাদ্যাঃ (শ্রীমদদ্বৈতপ্রমুখাঃ) মহাত্মানঃ (মহান্ আত্মা যেষাং তে) কুদ্দালমার্জনীকরাঃ (কুদ্দালশ্চ মার্জনী চ কুদ্দালমার্জন্যৌ পরিষ্করণ-সাধনবিশেষৌ তাবেব করে যেষান্তে)। কৃষ্ণস্য (ভগবদ্ব্রজেন্দ্রনন্দনস্য) হড্ডিপাঃ (অন্ত্যজ-জাতিবিশেষঃ, গৃহাদি-পরিষ্কারকারীতি ভাবঃ তে) ভূত্বা দেবালয়স্য দ্বারং ভিত্তিং (কুড্যং) চ কৃষ্ণেন (শ্রীমন্মহাপ্রভুণা) সহ (সমং) মার্জয়ামাসুঃ (পরিশ্চক্রুঃ)। এবম্প্রকারং (উক্ত-প্রকারেণ যথা স্যাত্তথা) নৃহরেঃ (নরাকারস্য সর্বাবতারা-বতারস্য, শ্রীমন্মহাপ্রভোরিতিভাবঃ) শিক্ষাং (উপদেশা-দিকং) স্বাত্মতন্ত্রোঽপি (ইচ্ছাময়োঽপি) শতসহস্রশঃ (বারংবারং) ভগবান্ (গৌরহরিঃ) কারুণ্যেন (অহৈতুক-কৃপয়ৈব কেবলং) অভ্যশিক্ষয়ৎ (শিক্ষাং কারয়ামাস) ॥ ২০৯৩-৯৬ ॥

অনুবাদ। অনন্তর একদিন স্বীয় ভক্তবৃন্দকে ভক্তি-শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং অনুরক্ত বিপ্রগণের সহিত স্কন্ধদেশে কুদাল স্থাপন করিয়া এবং কটিদেশে কোমরবন্ধ বস্ত্রখণ্ড ধারণ করিয়া মস্তকে বস্ত্রখণ্ড-দ্বারা উষ্ণীষ বন্ধনপূর্বক তরুণারুণকান্তি শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্মার্জনীহস্তে দেবালয়ে গমন করিলেন। সদ্গুণশালী শ্রীমদদ্বৈতাচার্য প্রভৃতি মহাজনগণ কুদাল ও মার্জনী হাতে করিয়া হড্ডিপ বা হাড়িরূপে মহাপ্রভুর সহিত দেবালয়ের দ্বার ও ভিত্তি মার্জন করিয়া-ছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বেচ্ছাময় স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও করুণাবশতঃ এই প্রকারে অসংখ্যবার বহুপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২০৯৩-৯৬ ॥

একদিন গোপী গোপী বোলয়ে এথাই।
কেহ কহে কৃষ্ণ কেন না বোলে নিমাই ॥ ২০৯৭ ॥
না বুঝি আশয় সেই পড়ুয়া অধম।
ঐছে কত কহে শুনি' হৈলা রুদ্রসম ॥ ২০৯৮ ॥
ঠেঙ্গা হাতে ধায় প্রভু তাহারে মারিতে।
পলায় ব্রাহ্মণ মহা-ভয় পায় চিতে ॥ ২০৯৯ ॥
এ-পঢ়ুয়া মিলি আর পঢ়ুয়ার সনে।
নিন্দয়ে প্রভুরে যায় যে বা লয় মনে ॥ ২১০০ ॥
প্রভুর নিন্দায় পঢ়ুয়ার বুদ্ধিনাশ।
সুপঠিত বিদ্যা কারু না হয় প্রকাশ ॥ ২১০১ ॥
প্রভুর যে মনে তাহা প্রকাশ না করে।
গণসহ কীর্তনে বিলসে নিজ-ঘরে ॥ ২১০২ ॥
একদিন কেশবভারতী এথা আইলা।
তাঁ'রে নমস্করি নিমন্ত্রিয়া ভিক্ষা দিলা ॥ ২১০৩ ॥
না জানিয়ে কি কথা হইল পরস্পরে।
ভারতী গেলেন শীঘ্র কণ্টকনগরে ॥ ২১০৪ ॥
শ্রীবাসের গৃহে গিয়া আসি বিশ্বম্ভর।
এথাই বৈসয়ে সঙ্গে প্রিয় গদাধর ॥ ২১০৫ ॥
স্নান করি' বিষ্ণুপূজা করিবারে চলে।
মুখ বক্ষ বস্ত্র ভিজে নয়নের জলে ॥ ২১০৬ ॥
নেত্রধারা নিবারিতে নারে গৌররায়।
গদাধর বিষ্ণু পূজে প্রভুর আজ্ঞায় ॥ ২১০৭ ॥
ব্রজের বিলাসে প্রভু মগ্ন অতিশয়।
নিরন্তর সেই কথা গদাধর কয় ॥ ২১০৮ ॥
কে বুঝিতে পারে গৌরচন্দ্রের বিলাস।
করয়ে সম্পূর্ণ সকলের অভিলাষ ॥ ২১০৯ ॥
বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্মায় পরিতোষ।
ঐছে কার্য করে যা'তে মায়ের সন্তোষ ॥ ২১১০ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, এই প্রভুর ভবনে।
দেখাইল যে যে লীলা কৈল যে যে স্থানে ॥ ২১১১ ॥
এ সকল স্থান-সন্দর্শনে দুঃখ-ক্ষয়।
দেবের দুর্লভ প্রেমভক্তি লভ্য হয় ॥ ২১১২ ॥
এবে বাটী-বহির্ভূত স্থান দেখাইব।
যথা যে বিলাস তাহা কিছু জানাইব ॥ ২১১৩ ॥
বাল্যকালাবধি বাটী-বহির্ভূত স্থানে।
কৈলা প্রভু অদ্ভুত বিলাস গণসনে ॥ ২১১৪ ॥
সে সকল স্থান সন্দর্শন করাইয়া।
পুনঃ এ বাটীতে স্থান দেখা'ব আসিয়া ॥ ২১১৫ ॥
স্থানে যে প্রকার তাহাও জানাইব।
এখনে সে সব কথা কহিতে নারিব ॥ ২১১৬ ॥
ঐছে কত কহি' প্রভু-ভবন হইতে।
চলয়ে ঈশান শ্রীনিবাসাদি-সহিতে ॥ ২১১৭ ॥

শ্রীনিবাস-প্রতি কহে মধুর বচনে।
এথা বাল্যকালে প্রভু খেলে শিশু-সনে ॥ ২১১৮ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, এই কদম্বের তলে।
খেলে দিগম্বর প্রভু বালকের মেলে ॥ ২১১৯ ॥
প্রভুর অপূর্ব শোভা দেখি' শিশুগণ।
প্রভু উর্দ্ধমুখে করে বৃক্ষ নিরীক্ষণ ॥ ২১২০ ॥
কদম্বের ফুল মাগে যা'র তা'র ঠাঁই।
সভে কহে,—'এবে ফুল না হয় নিমাই' ॥ ২১২১ ॥
শুনি অর্ধ কান্দনে অদ্ভুত শোভা যেন।
দুই নেত্রে অশ্রুবিন্দু-যুক্ত মুক্তা যেন ॥ ২১২২ ॥
সভা-প্রতি কহে প্রভু শ্রীচন্দ্রবদনে।
পাইবে অবশ্য পুষ্প দেখহ এস্থানে ॥ ২১২৩ ॥
কোন ভাগ্যবন্ত বৃক্ষ পানে নিরখিতে।
দেখে এক পুষ্প তেঁহ পাড়িল তুরিতে ॥ ২১২৪ ॥
নিমাইর হাতে পুষ্প দিয়া কোলে কৈল।
সকলের মনে মহা-বিস্ময় জন্মিল ॥ ২১২৫ ॥
এই বটবৃক্ষতলে পুত্রে কোলে লৈয়া।
ষষ্ঠী পূজে যাই' নানা উপহার দিয়া ॥ ২১২৬ ॥
এথা ছিল এক নিম্ব-বৃক্ষ পুরাতন।
ফলহীন পুষ্পের সৌগন্ধ বিলক্ষণ ॥ ২১২৭ ॥
অত্যন্ত নিবিড় ছায়া শোভা অতিশয়।
বৃক্ষোপরি কভু কোন পক্ষী না বৈসয় ॥ ২১২৮ ॥
যতদিন গৃহে রহিলেন বিশ্বম্ভর।
বৃক্ষতলে কৈল ক্রীড়া অতি মনোহর ॥ ২১২৯ ॥
গৌরীদাস পণ্ডিতেরে প্রভু আজ্ঞা কৈলা।
তেঁহো সেই বৃক্ষে দুই মূর্তি প্রকাশিলা ॥ ২১৩০ ॥
হইলেন যৈছে দুই প্রভুর প্রকাশ।
সে অতি অদ্ভুত কথা অদ্ভুত বিলাস ॥ ২১৩১ ॥
গৌরীদাস পণ্ডিত পরম প্রেমময়।
নিত্যানন্দ-চৈতন্যের প্রিয় অতিশয় ॥ ২১৩২ ॥
কি বলিব নিমাইচাঁদের ক্রীড়াকথা।
আপনার ইচ্ছায় ফিরয়ে যথা তথা ॥ ২১৩৩ ॥
যত উপদ্রব করে বন্ধুবর্গ-ঘরে।
সে সব কহিতে সে অনন্ত শক্তি ধরে ॥ ২১৩৪ ॥

এই বিপ্রগৃহে একদিন বিশ্বম্ভর।
দুগ্ধ চুরি করি' পিয়ে নির্ভয় অন্তর ॥ ২১৩৫ ॥
শিকায় দধির ভাণ্ড দেখি' বাঢ়ে সুখ।
ভাণ্ড ছিদ্র করি' তা'র তলে পাতে মুখ ॥ ২১৩৬ ॥
করি দধি ভক্ষণ চলয়ে ধীরে ধীরে।
বিপ্র আসি' ধরিল নিমাইর বাম করে ॥ ২১৩৭ ॥
বিপ্রপদে ধরি' প্রভু কহে বারবার।
আর না করিব ইহা দোহাই তোমার ॥ ২১৩৮ ॥
শুনি বিপ্র দধিবিন্দুযুক্ত মুখ দেখি'।
হইলা বিহ্বল পালটিতে নারে আঁখি ॥ ২১৩৯ ॥
নিমাইচান্দেরে বিপ্র কহে বারবার।
প্রতিদিন দধি-দুগ্ধ খাইবে আমার ॥ ২১৪০ ॥
ঐছে নানা উপদ্রব করে ঘরে ঘরে।
বাহ্যে সে সভার ক্রোধ, উল্লাস অন্তরে ॥ ২১৪১ ॥
এই পথে ভাগ্যবন্ত চোর দুইজন।
বিশ্বম্ভরে ঘরে রাখি' কৈল পলায়ন ॥ ২১৪২ ॥
এইখানে ধূলা লৈয়া খেলে গৌরহরি।
তাহে যে অদ্ভুত শোভা কহিতে না পারি ॥ ২১৪৩ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, দেখ স্থান এ নির্জন।
এথা ছিলা গুপ্তে সেই তৈর্থিক ব্রাহ্মণ ॥ ২১৪৪ ॥
জগদীশ হিরণ্য বিপ্রের এ আলয়।
যাহার নৈবেদ্য একাদশীতে ভুঞ্জয় ॥ ২১৪৫ ॥
এথা বসি' বিপ্রগণ সুমধুর ভাষে।
নিমাইর চাঞ্চল্যকলা কহয়ে উল্লাসে ॥ ২১৪৬ ॥
এই দেখ জাহ্নবীর পুলিন সুন্দর।
শিশু-সঙ্গে খেলে এথা শচীর কুমার ॥ ২১৪৭ ॥
যে সকল খেলা কেহ না দেখে না শুনে।
সে সকল খেলা খেলে মহাহর্ষ-মনে ॥ ২১৪৮ ॥
এই পথে মুরারিগুপ্তের আগমন।
জ্ঞান-ব্যাখ্যাকালে করে হস্তের চালন ॥ ২১৪৯ ॥
প্রভু সেইরূপে তাঁ'রে বিদ্রূপ করয়।
তাঁ'র গৃহে গেলা তাঁ'র ভোজন-সময় ॥ ২১৫০ ॥
মূতিলেন তাঁ'র থালে কহি' তত্ত্বজ্ঞান।
এই দেখ মুরারিগুপ্তের বাসস্থান ॥ ২১৫১ ॥

গঙ্গাতীরে দেখ এ অপূর্ব দেবতায়।
সর্বমনোরথ-সিদ্ধি ইঁহার কৃপায় ॥ ২১৫২ ॥
গঙ্গাস্নান করি' দেবে পূজে কন্যাগণ।
অকস্মাৎ আইলেন শচীর নন্দন ॥ ২১৫৩ ॥
কন্যাগণ-মধ্যে বসি করে নানা রঙ্গ।
সে সব দেখিতে বাঢ়ে সুখের তরঙ্গ ॥ ২১৫৪ ॥
বল্লভ-দুহিতা এথা আইলা আর দিনে।
কি বলিব যে কৌতুক হইল তাঁ'র সনে ॥ ২১৫৫ ॥
এই পথে শিশুগণ-সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
প্রতিদিন খেলিয়া যায়েন নিজ-ঘর ॥ ২১৫৬ ॥
এথাই কলহ করে অন্য শিশুসনে।
সে সভারে জিনয়ে নিমাইর সঙ্গিগণে ॥ ২১৫৭ ॥
চঞ্চলের শিরোমণি নিমাইসুন্দর।
চঞ্চল বালকগণ সঙ্গে নিরন্তর ॥ ২১৫৮ ॥
জাহ্নবীর এই ঘাটে শচীর কুমার।
করে উপদ্রব যত লেখা নাই তা'র ॥ ২১৫৯ ॥
ব্রাহ্মণ-সজ্জন বাহে ক্রোধযুক্ত হইয়া।
স্নানকালে সে চাঞ্চল্য মিশ্রে কহে গিয়া ॥ ২১৬০ ॥
বালিকাসকল নিমাইর চঞ্চলতা।
কহে শচীমায়ে গিয়া সে অদ্ভুত কথা ॥ ২১৬১ ॥
এই বৃক্ষতলে বিশ্বরূপ মহাশয়।
"নিমাই মনুষ্য নহে" মনে বিচারয় ॥ ২১৬২ ॥
এথা শ্রীঅদ্বৈত আদি প্রভু-প্রিয়গণ।
জীবের কুমতি দেখি' করয়ে ক্রন্দন ॥ ২১৬৩ ॥
বিশ্বরূপ ব্যাখ্যা করে কৃষ্ণভক্তি সার।
শুনিয়া অদ্বৈতদেব করয়ে হুঙ্কার ॥ ২১৬৪ ॥
বিশ্বরূপে কোলে লইয়া অদ্বৈত নাচয়।
এথা সর্বভক্তের আনন্দ অতিশয় ॥ ২১৬৫ ॥
এথা বসি' কৃষ্ণের চরিত্র সভে কয়।
শুনি' নিজ-কথা আইলা শচীর তনয় ॥ ২১৬৬ ॥
দিগম্বর ধূলায় ধূসর সভে দেখি'।
হইলা মুগ্ধ কেহ ফিরাইতে নারে আঁখি ॥ ২১৬৭ ॥
এথা দাঁড়াইয়া বিশ্বম্ভর হর্ষচিতে।
বিশ্বরূপে কহে চল ভোজন করিতে ॥ ২১৬৮ ॥
এই পথে ধরি বিশ্বরূপের বসন।
ঘরে চলে সে অদ্ভুত ভঙ্গিতে গমন ॥ ২১৬৯ ॥
বিশ্বম্ভর-সঙ্গে বিশ্বরূপ চলি যায়।
বারবার নিমাইচান্দের মুখ চায় ॥ ২১৭০ ॥
বিশ্বরূপ কথা কি বলিব শ্রীনিবাস।
কিছুদিনে বিশ্বরূপ করিলা সন্ন্যাস ॥ ২১৭১ ॥
বিশ্বরূপ লাগি ভক্তগণ এইখানে।
কহি কত ব্যাকুল চলিতে চাহে বনে ॥ ২১৭২ ॥
পাষণ্ডের বাক্য-বজ্রাঘাতে ভক্তগণ।
এইখানে বসি' মহাদুঃখে নিমগন ॥ ২১৭৩ ॥
এথা শ্রীঅদ্বৈতদেব গুণের আলয়।
মহাদর্প করি' ভক্তগণে প্রবোধয় ॥ ২১৭৪ ॥
এই গৃহে ভক্তগণ করে হরিধ্বনি।
ধাইয়া আইসে বিশ্বম্ভর তাহা শুনি' ॥ ২১৭৫ ॥
সবে কহে কেনে বাপ আইলা হেথায়।
শুনি' কহে কিবা কার্যে ডাকিলা আমায় ॥ ২১৭৬ ॥
এত কহি' শিশু-সঙ্গে যায় খেলাইতে।
চিনিতে নারয়ে কেহ তাঁ'র ইচ্ছামতে ॥ ২১৭৭ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, কি বলিব এইখানে।
নিমাই পড়েন তা' প্রশংসে সর্বজনে ॥ ২১৭৮ ॥
বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস-আশঙ্কা করি' চিতে।
বিশ্বম্ভরে পিতা নিষেধিলেন পড়িতে ॥ ২১৭৯ ॥
পড়িতে না পাইয়া নিমাইর দুঃখ মনে।
পুনঃ আরম্ভিলেন ঔদ্ধত্য শিশুসনে ॥ ২১৮০ ॥
এ সকল গৃহে নানা উপদ্রব করে।
ক্রোধ করে, কেহ কিছু কহিতে না পারে ॥ ২১৮১ ॥
জগন্নাথ মিশ্র শিষ্টগণের কথায়।
পড়িতে কহেন পুত্রে উল্লাস হিয়ায় ॥ ২১৮২ ॥
পঢ়য়ে নিমাই প্রিয় শিশুগণ-সনে।
করে নানা বিদ্যাচর্চা বসি' এইখানে ॥ ২১৮৩ ॥
জগন্নাথ মিশ্র প্রিয়তমের এ-ঘর।
নিমাইর যজ্ঞসূত্র-কার্যে সে তৎপর ॥ ২১৮৪ ॥
এই গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের বাড়ী হয়।
ব্যাকরণ পড়ে এথা শচীর তনয় ॥ ২১৮৫ ॥

দিনে দিনে ব্যাকরণে হৈয়া চমৎকার।
ব্যাকরণে করয়ে টিপ্পনী আপনার ॥ ২১৮৬ ॥
কৃষ্ণানন্দ শ্রীকমলাকান্ত মুরারিগুপ্তে।
এথা রহি ফাঁকি জিজ্ঞাসয়ে হর্ষচিতে ॥ ২১৮৭ ॥
বিদ্যারসে মগ্ন হৈয়া শ্রীগৌরসুন্দর।
করয়ে যে ক্রিয়া ব্রহ্মাদির অগোচর ॥ ২১৮৮ ॥
জাহ্নবীর এই ঘাটে শিষ্যগণসঙ্গে।
জলক্রীড়া করি' গৃহে চলে মহারঙ্গে ॥ ২১৮৯ ॥
বিষ্ণুপূজা করি তুলসীরে জল দিয়া।
ভুঞ্জিয়া প্রসাদ রহে এথাই আসিয়া ॥ ২১৯০ ॥
শাস্ত্রের প্রসঙ্গ বিনা কিছুই না ভায়।
পরম পণ্ডিত হৈয়া ফিরে নদীয়ায় ॥ ২১৯১ ॥
একদিন মুরারিগুপ্তের এইখানে।
কহে কত তাহে তাঁ'র ক্রোধ নাহি মনে ॥ ২১৯২ ॥
করে শাস্ত্রচর্চা প্রভু ভৃত্য দুইজন।
অন্যের কা কথা শুনি হর্ষ দেবগণ ॥ ২১৯৩ ॥
রুদ্র-অংশ মুরারি আপনা নাই জানে।
প্রভুর ব্যাখ্যায় মহানন্দ বাঢ়ে মনে ॥ ২১৯৪ ॥
এই দেখ, শ্রীবল্লভ-আচার্যের ঘর।
যাঁ'র কন্যা লক্ষ্মী, যেঁহো সর্বাংশে সুন্দর ॥ ২১৯৫ ॥
কহিতে কি বল্লভ-আচার্য ভাগ্যবান্।
এইখানে কৈল বিশ্বম্ভরে কন্যাদান ॥ ২১৯৬ ॥
বিবাহের পূর্বে গঙ্গাতীরে এই পথে।
হৈল শ্রীলক্ষ্মীর দেখা বিশ্বম্ভর-সাথে ॥ ২১৯৭ ॥
বনমালী আচার্যের এই বাড়ী হয়।
লক্ষ্মীর বিবাহে যায় উদ্‌যোগাতিশয় ॥ ২১৯৮ ॥
শ্রীলক্ষ্মীরে বিবাহ করিয়া বিশ্বম্ভর।
এই পথে মহারঙ্গে যান নিজ-ঘর ॥ ২১৯৯ ॥
এথা বহু লোক বিশ্বম্ভরে প্রশংসয়।
প্রশংসে শচীরে যাঁ'র এহেন তনয় ॥ ২২০০ ॥
এইখানে রহিয়া প্রভুর ভক্ত যত।
না চিনিয়া নিজ-প্রভু শিক্ষা দেন কত ॥ ২২০১ ॥
শ্রীমুকুন্দ পণ্ডিত রহিয়া এইখানে।
পক্ষ-প্রতিপক্ষ বহু করে প্রভু সনে ॥ ২২০২ ॥
এথা পাষণ্ডীর বাক্যে ক্রোধযুক্ত হৈয়া।
কহেন অদ্বৈত সবে হুঙ্কার করিয়া ॥ ২২০৩ ॥
কিছুদিন পরে এই নদীয়া-ভিতর।
দেখিবা কৃষ্ণেরে শুনি' উল্লাস অন্তর ॥ ২২০৪ ॥
এই দেখ গোপীনাথ আচার্যের ঘর।
মধ্যে মধ্যে এথা আইসেন বিশ্বম্ভর ॥ ২২০৫ ॥
শ্রীঈশ্বরপুরী কিছু দিন এথা ছিলা।
"কৃষ্ণলীলামৃত-গ্রন্থ" এথাই রচিলা ॥ ২২০৬ ॥
গদাধর পণ্ডিতে পরম স্নেহ করে।
তাঁ'র প্রেম-চেষ্টা দেখি' পড়াইলা তাঁ'রে ॥ ২২০৭ ॥
বিশ্বম্ভর-প্রতি শ্রীপুরীর প্রীতি অতি।
গ্রন্থ পরিশোধন করিতে কহে নিতি ॥ ২২০৮ ॥
বিশ্বম্ভর সমীহা করেন অতিশয়।
যাহাতে তাঁহার প্রীতি সে কার্য করয় ॥ ২২০৯ ॥
এইখানে গদাধর পণ্ডিত-সহিতে।
হৈল শাস্ত্রচর্চা অতি কৌতুক তাহাতে ॥ ২২১০ ॥
এথা সবে শাস্ত্রচর্চা শুনি বিশ্বম্ভরে।
'কৃষ্ণে ভক্তি হৌক' বলি' আশীর্বাদ করে ॥ ২২১১ ॥
এইখানে শ্রীবাসাদি বৈষ্ণব সবারে।
প্রণমিতে কত শিক্ষা দেন বিশ্বম্ভরে ॥ ২২১২ ॥
এই দেখ শ্রীমুকুন্দ সঞ্জয়-ভবন।
এথা শাস্ত্রচর্চা প্রভু করে অনুক্ষণ ॥ ২২১৩ ॥
এথাই বসিয়া বিপ্রগণ সবে কহে।
বায়ু অধিকার কৈল বিশ্বম্ভর-দেহে ॥ ২২১৪ ॥
প্রেমভক্তি-বিকার তাহা কেহো নাই জানে।
বায়ু-শান্তি হৈল শুনি' সবে হর্ষ মনে ॥ ২২১৫ ॥
নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিলাস।
সবা সহ করে সদা হাসিয়া সম্ভাষ ॥ ২২১৬ ॥
কেবা না মোহিত দেখি' শচীর নন্দনে।
এই পথে চলে প্রভু নগর-ভ্রমণে ॥ ২২১৭ ॥
এই তন্তুবায়-গৃহে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বস্ত্র লৈয়া পরিলেন শোভা মনোহর ॥ ২২১৮ ॥
এই গোপগণ-গৃহে পরম কৌতুকে।
দধি দুগ্ধ নবনীত ভুঞ্জে মহাসুখে ॥ ২২১৯ ॥

এই গন্ধবণিকের ঘরে গৌরহরি।
পরিলেন দিব্য গন্ধ অনুগ্রহ করি' ॥ ২২২০ ॥
এই মালাকার-ঘরে পড়ুয়ার সঙ্গে।
পরে দিব্যমালা ঝলমল করে অঙ্গে ॥ ২২২১ ॥
এই তাম্বূলীর ঘরে আসি' গৌররায়।
তাম্বূল ভক্ষণ করে উল্লাস হিয়ায় ॥ ২২২২ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, গৌরচন্দ্র গণসঙ্গে।
নবদ্বীপে ভ্রমণ করয়ে মহারঙ্গে ॥ ২২২৩ ॥
পূর্বে মধুপুরে প্রভু করিয়া ভ্রমণ।
করিলেন তৃপ্ত ঐছে সকলের মন ॥ ২২২৪ ॥
শঙ্খবণিকের এই ভবনে আসিয়া।
লইলেন শঙ্খ অতি কৌতুক করিয়া ॥ ২২২৫ ॥
নবদ্বীপ-মধ্যে এই সর্বজ্ঞের ঘর।
এথা আইলেন প্রভু শচীর কুমার ॥ ২২২৬ ॥
সুমধুর বাক্যে প্রভু কহে সর্বজ্ঞেরে।
অন্য জন্মে কে ছিলাম কহ দেখি মোরে ॥ ২২২৭ ॥
শুনি জপে সর্বজ্ঞ গোপাল-মন্ত্রবরে।
মন্ত্রবলে দেখে বাসুদেবের কুমারে ॥ ২২২৮ ॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-চতুর্ভুজ দেখি'।
চাহি বিশ্বম্ভর পানে পুনঃ মুদে আঁখি ॥ ২২২৯ ॥
পুনঃ দেখে নন্দের নন্দন বংশীধর।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা দিব্য শ্যামল সুন্দর ॥ ২২৩০ ॥
শ্রীরাম-বরাহ-নৃসিংহাদি-অবতার।
দেখিয়া সর্বজ্ঞ চিতে চিন্তে অনিবার ॥ ২২৩১ ॥
প্রভু কহে,—'কহ শুনি', সর্বজ্ঞ কহয়।
'কহিব পশ্চাৎ এবে করহ বিজয়।' ২২৩২ ॥
শুনি' মন্দ মন্দ হাসি শ্রীগৌরসুন্দর।
আইল এথায় এই শ্রীধরের ঘর ॥ ২২৩৩ ॥
শ্রীধরের সঙ্গে প্রভু যত রঙ্গ করে।
এক মুখে তাহা কেহো কহিতে না পারে ॥ ২২৩৪ ॥
নবদ্বীপ ভ্রমণ করিয়া বিশ্বম্ভর।
সবা সহ এই পথে গেলা নিজ-ঘর ॥ ২২৩৫ ॥
যুদ্ধকাম-লীলা আদি বচনের দূর।
সে সব করেন সবে যে ইচ্ছা প্রভুর ॥ ২২৩৬ ॥

এই রাজপথে প্রভু শচীর নন্দন।
ভুবনমোহন বেশে করয়ে ভ্রমণ ॥ ২২৩৭ ॥
অকস্মাৎ শ্রীবাস পণ্ডিত-সনে দেখা।
তাঁ'র সনে যত কথা নাহি তা'র লেখা ॥ ২২৩৮ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, এথা বলি' গৌরচন্দ্র।
দেখয়ে গঙ্গার শোভা হইয়া আনন্দ ॥ ২২৩৯ ॥
চতুর্দিকে শিষ্যবর্গ, শোভা অতিশয়।
করে শাস্ত্রচর্চা প্রভু সভারে মোহয় ॥ ২২৪০ ॥
শিষ্যগণ-মধ্যে কেহো প্রভু বিশ্বম্ভরে।
দিগ্বিজয়ী-প্রসঙ্গ কহয় ধীরে ধীরে ॥ ২২৪১ ॥
সরস্বতীদেবী বক্তা তাহার জিহ্বায়।
সর্বত্র করিয়া জয় আইলা নদীয়ায় ॥ ২২৪২ ॥
বিদ্যাবলে দিগ্বিজয়ী কাহকে না গণে।
হস্তী অশ্ব দোলা বহু লোক তাঁ'র সনে ॥ ২২৪৩ ॥
নবদ্বীপে বড় বড় অধ্যাপকগণ।
হইল সভার অতি চিন্তাযুক্ত মন ॥ ২২৪৪ ॥
শুনি' মন্দ মন্দ হাসি কহে বিশ্বম্ভর।
অহঙ্কার কারু নাহি রাখেন ঈশ্বর ॥ ২২৪৫ ॥
দূরে রহি দিগ্বিজয়ী শোভা নিরখিয়া।
আইলা নিকটে অতি বিস্মিত হইয়া ॥ ২২৪৬ ॥
বিশ্বম্ভর অত্যন্ত গৌরব করি পরে।
কহিলেন গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণিবারে ॥ ২২৪৭ ॥
দিগ্বিজয়ী মহাদর্পে বহু শ্লোক কৈল।
বিশ্বম্ভর তা'রে ব্যাখ্যা করিতে বলিল ॥ ২২৪৮ ॥
অতি সে কঠিন শ্লোক কারু গম্য নহে।
হাসি' দিগ্বিজয়ী নিজ-শ্লোক-অর্থ কহে ॥ ২২৪৯ ॥
শ্লোক অর্থ করি বিপ্র হৈলা অবসর।
শ্লোক-আদি-মধ্যে-অন্তে দোষে বিশ্বম্ভর ॥ ২২৫০ ॥
দিগ্বিজয়ী পরাভব হইয়া চিন্তয়।
তথাপি গৌরব রাখে শচীর তনয় ॥ ২২৫১ ॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন প্রভু গৌররায়।
হেন জ্ঞান হৈল সরস্বতীর কৃপায় ॥ ২২৫২ ॥
দিগ্বিজয়ী প্রভুপদে লইল শরণ।
যে কৃপা করিল প্রভু না হয় বর্ণন ॥ ২২৫৩ ॥

দিগ্বিজয়ী বৈষ্ণব-সম্প্রদা-মধ্যে হয়।
কেশব-কাশ্মীর নাম দিয়ে পরিচয় ॥ ২২৫৪ ॥
শ্রীনারায়ণের শিষ্য হংস এ প্রচার।
সনকাদি চতুঃসন হ'ন শিষ্য তাঁ'র ॥ ২২৫৫ ॥
সনকের শিষ্য শ্রীনারদ মহাশয়।
তাঁ'র শিষ্য নিম্বাদিত্য গুণের আলয় ॥ ২২৫৬ ॥
শ্রীনিম্বাদিত্যের শিষ্যাচার্য শ্রীনিবাস।
হইল সর্বত্র যাঁ'র মহিমা প্রকাশ ॥ ২২৫৭ ॥
তাঁ'র শিষ্য বিশ্বাচার্য সর্বাংশে প্রধান।
তাঁ'র শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য বিদ্যাবান্ ॥ ২২৫৮ ॥
শ্রীবিলাসাচার্য তাঁ'র শিষ্য মহাধীর।
তাঁ'র শিষ্য শ্রীস্বরূপ আচার্য গভীর ॥ ২২৫৯ ॥
তাঁ'র প্রিয় শিষ্য শ্রীমাধবাচার্যবর্য।
তাঁ'র প্রিয় শিষ্য শ্রীমন্বলভদ্রাচার্য ॥ ২২৬০ ॥
তাঁ'র শিষ্য পদ্মাচার্য সর্বত্র বিদিত।
তাঁ'র শিষ্য শ্রীশ্যাম আচার্য চারু রীত ॥ ২২৬১ ॥
তাঁ'র প্রিয়শিষ্য হ'ন আচার্য গোপাল।
তাঁ'র শিষ্য কৃপাচার্য পরম দয়াল ॥ ২২৬২ ॥
তাঁ'র শিষ্য দেবাচার্য গুণের আলয়।
তাঁ'র শিষ্য শ্রীসুন্দর ভট্ট দয়াময় ॥ ২২৬৩ ॥
শ্রীমৎ পদ্মনাভ ভট্ট শিষ্য হ'ন তাঁ'র।
তাঁ'র শিষ্য উপেন্দ্র ভট্ট খ্যাতি যাঁ'র ॥ ২২৬৪ ॥
তাঁ'র প্রিয় শিষ্য রামচন্দ্র ভট্ট হ'ন।
তাঁ'র শিষ্য সর্বপ্রিয় শ্রীভট্ট বামন ॥ ২২৬৫ ॥
তাঁ'র শিষ্য কৃষ্ণভট্ট পরম সুশান্ত।
তাঁ'র শিষ্য পদ্মাকর ভট্ট বিদ্যাবন্ত ॥ ২২৬৬ ॥
শ্রীপদ্মাকরের শিষ্য ভট্ট শ্রীশ্রবণ।
তাঁ'র শিষ্য ভূরিভট্ট চেষ্টা বিলক্ষণ ॥ ২২৬৭ ॥
তাঁ'র অতি প্রিয় শিষ্য ভট্ট শ্রীমাধব।
তাঁ'র শিষ্য শ্যামভট্ট মহা অনুভব ॥ ২২৬৮ ॥
তাঁ'র শিষ্য শ্রীগোপাল ভট্ট সুচরিত।
তাঁ'র শিষ্য বলভদ্র ভট্ট শুদ্ধরীত ॥ ২২৬৯ ॥
তাঁ'র শিষ্য গোপীনাথ ভট্ট সর্বপূজ্য।
তাঁ'র শিষ্য শ্রীকেশব ভট্ট চেষ্টাশ্চর্য ॥ ২২৭০ ॥
তাঁ'র শিষ্য শ্রীগোকুল ভট্ট মহাধীর।
তাঁ'র অতি প্রিয় শিষ্য কেশব কাশ্মীর ॥ ২২৭১ ॥
সরস্বতীদেবীর করিয়া মন্ত্র-জপ।
হৈল সর্ববিদ্যা-স্ফূর্তি বাড়িল প্রতাপ ॥ ২২৭২ ॥
সর্ব দিগ্বিজয় করি' "দিগ্বিজয়ী" খ্যাতি।
কাশ্মীরদেশস্থ অতি শিষ্ট বিপ্রজাতি ॥ ২২৭৩ ॥
অতি শুভক্ষণে নবদ্বীপেতে আইলা।
সর্ব ত্যাগ করি' প্রভু-আজ্ঞায় চলিলা ॥ ২২৭৪ ॥
কেশব-কাশ্মীর দিগ্বিজয়ী লজ্জা ইথে।
বর্ণি লীলাভোগ "লঘুকেশব"-নামেতে ॥ ২২৭৫ ॥
দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মীর ভাগ্যবন্ত।
ডুবিলেন যে সুখে কহিতে নাই অন্ত ॥ ২২৭৬ ॥
নিমাইর স্থানে দিগ্বিজয়ী পরাজয়।
সর্বত্র বিদিত লোকে এ যশ ঘোষয় ॥ ২২৭৭ ॥
যেথানে সেথানে মাত্র এই কথা শুনি।
নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপক-শিরোমণি ॥ ২২৭৮ ॥
এই মত নানা রঙ্গ করে গঙ্গাতীরে।
স্বেচ্ছাময় প্রভু এই পথে যান ঘরে ॥ ২২৭৯ ॥
একদিন এই পথে করিতে গমন।
দেখয়ে সন্ন্যাসী আইসেন বিশজন ॥ ২২৮০ ॥
পরম আদরে সে সকল সন্ন্যাসীরে।
বিবিধ সামগ্রী ভুঞ্জায়েন লৈয়া ঘরে ॥ ২২৮১ ॥
ঐছে সদা সন্ন্যাসীরে করান ভোজন।
সবে মহা-বিস্মিত না দেখে উপার্জন ॥ ২২৮২ ॥
বঙ্গদেশে যাইতে প্রভুর ইচ্ছা হৈল।
যাত্রা করি' এই বিপ্রগৃহে স্থিতি কৈল ॥ ২২৮৩ ॥
শিষ্যগণ-সঙ্গে প্রভু বঙ্গদেশে গিয়া।
শ্রীতপন মিশ্রে দিল কাশী পাঠাইয়া ॥ ২২৮৪ ॥
বঙ্গ ধন্য করি' আইলেন কথো দিনে।
আগুসরি বিপ্রগণ এই পথে আনে ॥ ২২৮৫ ॥
শিষ্যবর্গে বেষ্টিত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।
সর্বচিত্ত মোহিয়া চলেন নিজ-ঘর ॥ ২২৮৬ ॥
এথা বসি' বিপ্রগণ অধৈর্য অন্তরে।
লক্ষ্মীর বিয়োগ-কথা কহে ধীরে ধীরে ॥ ২২৮৭ ॥

বিশ্বম্ভর আইলেন বঙ্গদেশ হইতে।
গৃহ শূন্য দেখি' মহা-দুঃখ পাবে চিতে ॥ ২২৮৮ ॥
নিমাই পণ্ডিত মহাপুরুষ রতন।
এত কহি' প্রবোধিতে গেলা সর্বজন ॥ ২২৮৯ ॥
একদিন এথা কেহো স্নান করি' আইলা।
না দেখি তিলক, করিবারে শিক্ষা দিলা ॥ ২২৯০ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, এথা নিমাই রঙ্গেতে।
বঙ্গদেশী লোকে কদর্থেন নানা মতে ॥ ২২৯১ ॥
এথা বিশ্বম্ভর যে যে রঙ্গ পরকাশে।
কহিতে সে সব কথা মুখে না আইসে ॥ ২২৯২ ॥
এই দেখ সনাতন মিশ্রের ভবন।
যেঁহ রাজপণ্ডিত সর্বাংশে বিলক্ষণ ॥ ২২৯৩ ॥
সনাতনমিশ্রের দুহিতা বিষ্ণুপ্রিয়া।
এক মুখে কহিতে না পারি তাঁ'র ক্রিয়া ॥ ২২৯৪ ॥
সনাতন মিশ্র মহা আনন্দিত মনে।
বিশ্বম্ভরে কন্যা দান কৈল এইখানে ॥ ২২৯৫ ॥
দেখ কাশীনাথ পণ্ডিতের বাসস্থান।
বিষ্ণুপ্রিয়া-বিবাহে উদ্যোগ অতি তা'ন ॥ ২২৯৬ ॥
এথা ভক্তগণ মহা-দুঃখিত হইয়া।
করেন আক্ষেপ ভক্তসঙ্গ না পাইয়া ॥ ২২৯৭ ॥
"হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" বলি' ছাড়ে দীর্ঘ-শ্বাস।
হেন কালে আইলা ঠাকুর হরিদাস ॥ ২২৯৮ ॥
হরিদাস ঠাকুরের অদ্ভুত চরিত।
কহিব কতেক তাহা সর্বত্র বিদিত ॥ ২২৯৯ ॥
এথা গৌরচন্দ্র বসি' বিচারয়ে চিতে।
মোর অবতার প্রেমভক্তি প্রকাশিতে ॥ ২৩০০ ॥
গয়া হৈতে আসি' ভক্ত-দুঃখ বিনাশিব।
পরম দুর্লভ প্রেমভক্তি প্রকাশিব ॥ ২৩০১ ॥
এত বিচারিয়া প্রভু উল্লাস অন্তরে।
মায়ে প্রবোধিয়া চলে গয়া করিবারে ॥ ২৩০২ ॥
এই বিপ্র-ঘরে যাত্রা করিয়া রহিলা।
প্রাতঃকালে শিষ্যসঙ্গে এ পথে চলিলা ॥ ২৩০৩ ॥
গয়া করি বিশ্বম্ভর ঈশ্বরপুরীরে।
যত অনুগ্রহ তাহা কে কহিতে পারে ॥ ২৩০৪ ॥
তথা প্রেমভক্তি প্রকাশারম্ভ হইল।
শিষ্যগণ-সঙ্গে নবদ্বীপে যাত্রা কৈল ॥ ২৩০৫ ॥
নবদ্বীপে আইলেন শ্রীশচীকুমার।
নবদ্বীপে হৈল মহা আনন্দ সভার ॥ ২৩০৬ ॥
আগুসরি আনিতে গেলেন সর্বজন।
এই পথে প্রভু গৃহে করিলা গমন ॥ ২৩০৭ ॥
প্রেমভক্তি-রসে সাঁতারয়ে গৌররায়।
দেখি সর্ব বৈষ্ণবের উল্লাস হিয়ায় ॥ ২৩০৮ ॥
শ্রীবাস রামাই গোপীনাথ গদাধরে।
এথা হর্ষে শ্রীমান্ কহয়ে সে সভারে ॥ ২৩০৯ ॥
গয়া হৈতে আইলেন পণ্ডিত নিমাই।
সে সকল ঔদ্ধত্যের লেশমাত্র নাই ॥ ২৩১০ ॥
গয়াতীর্থ-প্রসঙ্গ কহিয়া যে৷ সভারে।
বিষ্ণুপাদপদ্ম-কথা কহিতে না পারে ॥ ২৩১১ ॥
নদীর প্রবাহ প্রায় ঝরে দুনয়ন।
কৃষ্ণ বলি' ভূমে পড়ে হৈয়া অচেতন ॥ ২৩১২ ॥
দেখিনু অদ্ভুত তাঁ'র প্রেমের বিকার।
শুনি' কত কহে মহা উল্লাস সভার ॥ ২৩১৩ ॥
এথা শ্রীবাসাদি প্রশংসিয়া বিশ্বম্ভরে।
গঙ্গাতীরে বৈসে গিয়া শুক্লাম্বর-ঘরে ॥ ২৩১৪ ॥
এই শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ভবন।
গয়া হৈতে আসি এথা প্রভুর গমন ॥ ২৩১৫ ॥
শ্রীমান্ পণ্ডিত আদি এথায় দেখিয়া।
কহিতে কৃষ্ণের কথা উথলয়ে হিয়া ॥ ২৩১৬ ॥
আপনা মানিয়া দীন শচীর নন্দন।
ধরিয়া সভার গলা করয়ে ক্রন্দন ॥ ২৩১৭ ॥
গোপ্যরূপে যে যে ভক্ত ছিলেন যথায়।
কাঁদয়ে সকলে গৌরচন্দ্রের প্রেমায় ॥ ২৩১৮ ॥
প্রভু কহে,—"কে কাঁদয়ে ঘরের ভিতর"।
শুক্লাম্বর কহয়ে,—"তোমার গদাধর" ॥ ২৩১৯ ॥
হৈল প্রেমারম্ভ যৈছে কহিতে না পারি।
ডুবিলেন আনন্দ-সমুদ্রে ব্রহ্মচারী ॥ ২৩২০ ॥
রত্নগর্ভ আচার্য এ-বৃক্ষ-সন্নিধানে।
পড়ে ভাগবত-পদ্য মহানন্দ-মনে ॥ ২৩২১ ॥

শুনি গৌরচন্দ্র নিজ-ভক্তির বড়াই।
মূর্ছিত হইয়া প্রেমে পড়য়ে এথাই ॥ ২৩২২ ॥
শ্রীরত্নগর্ভের ভাগ্য কহিতে নারিল।
চেতন পাইয়া প্রভু তা'রে আলিঙ্গিল ॥ ২৩২৩ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, কি বলিব এইখানে।
আপনা প্রকাশে প্রভু আপন-কীর্তনে ॥ ২৩২৪ ॥
দেখি' বিশ্বম্ভর-প্রেমাবেশ ভক্তগণ।
এথা শ্রীঅদ্বৈতে সব কৈল নিবেদন ॥ ২৩২৫ ॥
সর্বতত্ত্বজ্ঞাতা প্রভু অদ্বৈত-ঈশ্বর।
শুনি' অতি উল্লাসে পুলক কলেবর ॥ ২৩২৬ ॥
ভক্তগণে অনেক প্রকারে জানাইলা।
দেখিলেন স্বপ্নে যাহা তাহাও কহিলা ॥ ২৩২৭ ॥
অদ্বৈতচন্দ্রের চেষ্টা বুঝে কোন্ জন।
ক্ষণে প্রকাশয়ে ক্ষণে করয়ে গোপন ॥ ২৩২৮ ॥
শুনিয়া অপূর্ব কথা অদ্বৈতের স্থানে।
চলিলেন ভক্তগণ প্রণমি' তাহানে ॥ ২৩২৯ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, গৌরচন্দ্রের চরিত।
দিনে দিনে নদীয়ায় হইল বিদিত ॥ ২৩৩০ ॥
গঙ্গার এ ঘাটে প্রভু মাতি ভক্তিরসে।
করয়ে ভক্তের সেবা অশেষ-বিশেষে ॥ ২৩৩১ ॥
প্রকাশে যে দৈন্য তাহা কহিতে না পারি।
ভক্তসেবা মুখ্য জানায়েন গৌরহরি ॥ ২৩৩২ ॥
কি বলিব প্রভুর এ মনে বড় সাধ।
নিরন্তর লইতে ভক্তের আশীর্বাদ ॥ ২৩৩৩ ॥
গূঢ়রূপে প্রভু বিলসয়ে নদীয়ায়।
কে জানিতে পারে প্রভু যদি না জানায় ॥ ২৩৩৪ ॥
সর্বপূজ্য হইয়াও পণ্ডিত নিমাই।
বৈষ্ণবের সাজি ধুতি বহে লজ্জা নাই ॥ ২৩৩৫ ॥
এথা ভক্তগণ গৌরচন্দ্র-মুখ হেরি।
করে আশীর্বাদ কত উপদেশ করি' ॥ ২৩৩৬ ॥
ভক্তপদধূলি বিশ্বম্ভর লৈয়া শিরে।
কহেন যতেক তাহা কে কহিতে পারে ॥ ২৩৩৭ ॥
একদিন এই পথে প্রভু বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈত-বাসায় গেলা সঙ্গে গদাধর ॥ ২৩৩৮ ॥

দেখিয়া অদ্বৈত এথা প্রেমায় বিহ্বল।
সঘনে সোণার অঙ্গ করে টলমল ॥ ২৩৩৯ ॥
অদ্বৈত আচার্য মহা উল্লাস অন্তরে।
কহি কত প্রভুর পূজার সজ্জ করে ॥ ২৩৪০ ॥
গন্ধপুষ্প দিয়া পূজে প্রভুর চরণ।
বারবার প্রণমিয়া করয়ে স্তবন ॥ ২৩৪১ ॥
অদ্বৈতের ক্রিয়া দেখি' গদাধর হাসে।
দন্তে জিহ্বা দংশিয়া কহয়ে মৃদু ভাষে ॥ ২৩৪২ ॥
অনুগ্রহ করিবে মঙ্গল যা'তে হয়।
বালকে করহ ঐছে এ উচিত নয় ॥ ২৩৪৩ ॥
হাসিয়া অদ্বৈত কহে না জান এখনে।
এ বালক যে হেন জানিবে কিছু দিনে ॥ ২৩৪৪ ॥
শুনি' গদাধর-চিত্তে হইল বিস্ময়।
মনে মনে গুণে এ ঈশ্বর সুনিশ্চয় ॥ ২৩৪৫ ॥
কতক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া গৌররায়।
অদ্বৈতেরে কহি কত আপনা লুকায় ॥ ২৩৪৬ ॥
অদ্বৈতের প্রেমাধীন প্রভু গৌরহরি।
হৈল যে কৌতুক এথা কহিতে না পারি ॥ ২৩৪৭ ॥
কত অভিলাষ করি উল্লাস অন্তরে।
এথা হৈতে অদ্বৈত গেলেন শান্তিপুরে ॥ ২৩৪৮ ॥
এথা সংকীর্তনাবেশে প্রভুর যে সুখ।
সে আবেশ বর্ণিতে না জানে চতুর্মুখ ॥ ২৩৪৯ ॥
বৈষ্ণবসকল প্রেমে স্থির হৈতে নারে।
ঘুচিল মনুষ্যজ্ঞান প্রভু বিশ্বম্ভরে ॥ ২৩৫০ ॥
এথা প্রেমাবেশে প্রভু বৈষ্ণবে কহিল।
কানাইর নাট্যশালা-গ্রামে যে দেখিল ॥ ২৩৫১ ॥
এথা সংকীর্তনে করে হুঙ্কার-গর্জন।
বল্লিয়া মরয়ে শুনি' পাষণ্ডীর গণ ॥ ২৩৫২ ॥
পাষণ্ডের বাক্যে বৈষ্ণবের দুঃখ হয়।
প্রভু অবতীর্ণ তাহা কেহো না জানয় ॥ ২৩৫৩ ॥
দুঃখ বিনাশিতে জানাইতে আপনায়।
পরম সুন্দরবেশে ভ্রমে নদীয়ায় ॥ ২৩৫৪ ॥
ঘরে হৈতে এই পথে আইসে সাজিয়া।
দেখিয়া পাষণ্ডিগণ মরয়ে বল্লিয়া ॥ ২৩৫৫ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের নদীয়া-ভ্রমণলীলা—

দেখি' গৌরচন্দ্র-শোভা ভুবনমোহন।
সুকৃতিগণের মহা উল্লসিত মন ॥ ২৩৫৬ ॥
কি নারী পুরুষ সভে অধৈর্য অন্তর।
দেখি' গৌরচন্দ্রে কত কহে পরস্পর ॥ ২৩৫৭ ॥

গীতে যথা—কামোদ

গৌর-বিধুবর, বরজমোহন,
　ভ্রমণ করু নদীয়ায়।
বৃদ্ধ পুরুষ, অসংখ্য পথ গত,
　নিরিখে হরষ হিয়ায় ॥ ২৩৫৮ ॥
কেউ কহে কিয়ে, অনঙ্গ সুগঠন,
　কোনে সিরজল কেল।
ঐছে অপরূপ, রূপক বহল,
　নয়নগোচর ভেল ॥ ২৩৫৯ ॥
কোউ কহ কিয়ে, নেহ ঘটই কি,
　কহব কহই না যায়।
হৃদয়-সম্পুটে, ধরব অনুক্ষণ,
　কহ কি করব উপায় ? ২৩৬০ ॥
কোউ কত কত, ভাতি ভাল অনি-
　বার আশীষ দেত।
দাস নরহরি, পার্হ ক মাধুরী,
　নিরত দিঠি ভরি লেত ॥ ২৩৬১ ॥

কামোদ—

আজু কি আনন্দ নদীয়ায়।
পথে যত বৃদ্ধ নারী, দাঁড়াইয়া সারি সারি,
　শচীর দুলাল পানে চায় ॥ ধ্রু ॥ ২৩৬২ ॥
কেহো কারু প্রতি কয়, এ কভু মানুষ নয়,
　বুঝিলাম চিতে বিচারিয়া।
এমন বালক যেন, না দেখি না শুনি হেন,
　ভারতভূমেতে জনমিয়া ॥ ২৩৬৩ ॥
কেহ পুন পুন ভণে, কি বলিব এতদিনে,
　হইল সকল দুঃখ-নাশ।
কেহো কহে মনে যাহা, কহিতে নারিয়ে তাহা,
　ধন্য এই নদীয়ার বাস ॥ ২৩৬৪ ॥
কেহ কহে শচী ধন্য, করিল কতেক পুণ্য,
　কহিতে না জানি স্নেহ তাঁ'র।
এ চাঁদ-বদনে যাকে, সদা মা বলিয়া ডাকে,
　হেন ভাগ্য আছে আর কা'র ॥২৩৬৫ ॥
কেহো কহে এই মতে, বেড়াউক নদীয়াতে,
　সকল সুকৃতি-সঙ্গে লৈয়া।
কেহো কহে মনে হেন, সোনার নিমাই যেন,
　কখন না ছাড়য়ে নদীয়া ॥ ২৩৬৬ ॥
কেহো কহে নদীয়াতে, সদা রহ কুশলেতে,
　বিধিরে প্রার্থনা এই করি।
নরহরি-প্রাণ গোরা, কেবল আঁখের তারা,
　ইহার বালাই লৈয়া মরি ॥ ২৩৬৭ ॥

ভূপালী—

গৌরাঙ্গ-গমন, শুনি অন্ধগণ,
　বাহিরে বাঢ়ায় পা।
চাহে ঘন ঘন, পাইয়া নয়ন,
　উলসে ভরয়ে গা ॥ ২৩৬৮ ॥
কেহো কারু করে, ধরি কহে ধীরে,
　আজু সে সফল হৈল।
দিতে মহানন্দ, বিধি কৈলে অন্ধ,
　আনে না দেখিতে দিল ॥ ২৩৬৯ ॥
এ রূপ অমিয়া, পিয়া এনা হিয়া,
　কি করে না যায় জানা।
হেন রূপ যেহ, না দেখিল সেহ,
　নয়ন থাকিতে কাণা ॥ ২৩৭০ ॥
সদা দেখিবারে, ধায় বারে বারে,
　আঁখি না ধৈরয বাঁধে।
নরহরি সাখি, সোঁপিলু এ আঁখি,
　সোনার নিমাইচান্দে ॥ ২৩৭১ ॥

তোড়ী—

নদীয়া ভ্রময়ে, গোরা গুণমণি,
　শুনি পঙ্গু পথে গিয়া।
অনিমিষ আঁখি, সে মুখ নিরখি,
　আনন্দে উথলে হিয়া ॥ ২৩৭২ ॥

কেহো কহে শুন, বিধি সকরুণ,
এবে সে বুঝিলু মনে।
যে লাগিয়া পঙ্গু করিলে সে ফল,
ফলা'লে এতেক দিনে ॥ ২৩৭৩ ॥
পঙ্গু না হইলে, গৃহ-কাজ-ছলে,
যাইতাম দূর দেশ।
না জানিয়ে তথা, মরণ হইলে,
দুঃখের নহিত শেষ ॥ ২৩৭৪ ॥
পঙ্গু হৈয়া যেন, থাকি মেন হেন,
বিধিরে প্রার্থনা করি।
নরহরি নাথে, সদা নদীয়াতে,
দেখি এ নয়ন ভরি ॥ ২৩৭৫ ॥

কামোদ—

ভুবনমোহন, গোরাগুণমণি,
রাজপথে কত ভঙ্গিতে চলে।
কত কত শত, মদন মুরছি,
লোটায় চরণ-কমল-তলে ॥ ২৩৭৬ ॥
চারিদিকে লোক, করে ধা'য়া ধাই,
অতুল শোভায় মোহিত হৈয়া।
তনু মন প্রাণ, কেবা নাহি নিছয়ে,
পরিস্পর চারু-চরিত কৈয়া ॥ ২৩৭৭ ॥
নদীয়া-নগরে, নাগরালি-বেশে,
ফিরয়ে নবীন নাগর যত।
গোরাচান্দ-পানে, চাহি তা সভার,
নাগর-গরব হৈল হত ॥ ২৩৭৮ ॥
জগতের মাঝে, প্রবীণতা অতি,
রসিকতা-মদে বিভোর যা'রা।
নরহরি ভণে, খদ্যোত যেমন,
বিধু আগে হৈল তেমনি তা'রা ॥ ২৩৭৯ ॥

ধানশী—

নদীয়ার শশী, রঙ্গে রাজপথে,
হিলি দুলি চলে পুলক হিয়া।
অলখিত যত, যুবতী অথির,
সাধে আধ দিঠি সে অঙ্গে দিয়া ॥ ২৩৮০ ॥
কেহো কহে দেখ, দেখ সখী এই,
গোরারূপ কিয়ে অমিয়ারাশি।
তাম্বূলের রাগে, অধর উজ্জল,
তাহে কিবা মন্দ মধুর হাসি ॥ ২৩৮১ ॥
রঙ্গণ ফুলের, মালা দোলে কিবা,
আঁখের ভঙ্গিতে ভুবন মোহে।
চাচর চিকুর- চয় চারু কিবা,
কপালে চন্দন-তিলক শোহে ॥ ২৩৮২ ॥
কিবা জানু ভুজ- যুগের বলনি,
পরিসর বুকে কেবা না ভুলে।
নরহরি পহুঁ, রসে সুমজিলু,
দিলু তিলাঞ্জলি এ লাজ কুলে ॥ ২৩৮৩ ॥

ওহে শ্রীনিবাস, প্রভু নদীয়া-ভ্রমণে।
আপনা প্রকাশে সুখ দিতে ভক্তগণে ॥ ২৩৮৪ ॥
গমন ভঙ্গিতে চতুর্দিক নিরিখয়।
দেখয়ে গোগণ গঙ্গা-পুলিনে শোভয় ॥ ২৩৮৫ ॥
হাম্বা-রব করি' যূথে যূথে ধেনু যায়।
পিয়ে বারি ঊর্দ্ধ পুচ্ছে চতুর্দিকে চায় ॥ ২৩৮৬ ॥
পরস্পর করে যুদ্ধ প্রভু তা' দেখিয়া।
'মুই সেই' 'মুই সেই' বলয়ে গর্জিয়া ॥ ২৩৮৭ ॥
অদ্ভুত আবেশে এই পথে বিশ্বম্ভর।
ধাইয়া গেলেন হর্ষে শ্রীবাসের ঘর ॥ ২৩৮৮ ॥
শ্রীবাস-ভবনে এই ঘরে দ্বার দিয়া।
পূজয়ে নৃসিংহদেবে নিমগ্ন হইয়া ॥ ২৩৮৯ ॥
করে পদাঘাত গৌরচন্দ্র এই দ্বারে।
শ্রীবাসের ধ্যান-ভঙ্গ হৈল সে হুঙ্কারে ॥ ২৩৯০ ॥
ধ্যান-ভঙ্গ ক্রোধে বিপ্র চাহে চারি পানে।
দেখে তেজোময় বিশ্বম্ভরে বীরাসনে ॥ ২৩৯১ ॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চারি হাতে লৈয়া।
করয়ে গর্জন কত শ্রীবাসেরে কৈয়া ॥ ২৩৯২ ॥
শ্রীবাস ত্রাসেতে শুষ্ক কিছুই না স্ফুরে।
প্রভুর আজ্ঞায় হর্ষ হৈয়া স্তুতি করে ॥ ২৩৯৩ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐশ্বর্যদর্শনে শ্রীবাসের স্তুতি—

প্রভুর অদ্ভুত ক্রিয়া যে যে অবতারে।
তাহা প্রকাশয়ে সে আবেশে স্তুতি-দ্বারে ॥ ২৩৯৪ ॥

সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত শ্রীবাস মহাশয়।
প্রভু আগে করে স্তুতি উথলে হৃদয় ॥ ২৩৯৫ ॥
শুনিয়া অদ্ভুত স্তুতি-ভঙ্গি গৌরহরি।
দিলেন স্বাভীষ্ট বর অনুগ্রহ করি' ॥ ২৩৯৬ ॥
গোষ্ঠীসহ শ্রীবাস-ভাগ্যের সীমা নাই।
প্রভুর চরণ পূজে শ্রীবাস এথাই ॥ ২৩৯৭ ॥
সে অদ্ভুত পূজার তুলনা নাই দিতে।
পূজায় প্রসন্ন যত কে পারে কহিতে ॥ ২৩৯৮ ॥
সভার মস্তকে চারু চরণ অর্পয়ে।
পরম আনন্দে ভক্তভয় বিনাশয়ে ॥ ২৩৯৯ ॥
নারায়ণী নামে এক বালিকা এথায়।
কৃষ্ণ বলি' কান্দে তেঁহো প্রভুর আজ্ঞায় ॥ ২৪০০ ॥
সে বালিকা শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা হয়।
চারি বৎসরের কন্যা সৌভাগ্যাতিশয় ॥ ২৪০১ ॥
প্রভু-ভাবাবেশ যত অন্য-অগোচর।
বাহ্য পাই' লজ্জাযুক্ত হন বিশ্বম্ভর ॥ ২৪০২ ॥
"কাহু না কহিব" ইহা কহি শ্রীবাসেরে।
এথা হৈতে এ-পথে গেলেন নিজ-ঘরে ॥ ২৪০৩ ॥

বরাহভাবে প্রভুর মুরারি-গৃহে গমন—

একদিন প্রভু শ্রীবরাহ-ভাবাবেশে।
গর্জিয়া এ পথে চলে মুরারি-আবাসে ॥ ২৪০৪ ॥
এই বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশি' বিশ্বম্ভর।
বরাহ-আকার হৈলা পরম সুন্দর ॥ ২৪০৫ ॥
জলপাত্র গাড়ু এথা সম্মুখে দেখিয়া।
ধরিলেন দন্তে স্বাম্ভাবে মগ্ন হৈয়া ॥ ২৪০৬ ॥
মুরারির প্রতি প্রভু কহে বারবার।
"এতদিন না জানহ মোর অবতার ॥" ২৪০৭ ॥
হইলা মুরারি শুদ্ধ প্রভুর দর্শনে।
কি বলিব কিছুই না স্ফুরয়ে বয়নে ॥ ২৪০৮ ॥
বোল বোল বলে প্রভু কিছু নাই ভয়।
মুরারি করয়ে স্তুতি নেত্রে ধারা বয় ॥ ২৪০৯ ॥
মুরারির স্তুতি শুনি প্রভু গৌরহরি।
ভাবাবেশে কহে যত কহিতে না পারি ॥ ২৪১০ ॥
যত অনুগ্রহ প্রভু কৈলা মুরারিরে।
মুরারির যে আনন্দ কহিতে কে পারে ॥ ২৪১১ ॥
এই মত প্রভু সর্ব ভক্তের বাসায়।
মহা অনুগ্রহ করি' আপনা' জানায় ॥ ২৪১২ ॥
আপনার প্রভু ভক্ত চিনি' হর্ষমনে।
করে সংকীর্তন পাষণ্ডীরে নাই গণে ॥ ২৪১৩ ॥
একদিন শ্রীবাস-মুরারি আসি' হেথা।
পরস্পর কহে গৌরচন্দ্রের গুণগাথা ॥ ২৪১৪ ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত খেদে কহে বারবার।
"এতদিন না চিনিলু প্রভু আপনার ॥" ২৪১৫ ॥
সদাই বিদরে হিয়া কহিতে কি আর।
হেন প্রভু সাজি ধুতি বহিল আমার ॥ ২৪১৬ ॥
"কৃষ্ণে ভক্তি হোক বলি' আশীর্বাদ কৈনু।
কৃষ্ণে কৃষ্ণ ভজিবারে কত শিক্ষা দিনু ॥" ২৪১৭ ॥
ঐছে শ্রীমুরারি আদি প্রভুপ্রিয়গণ।
করি কত খেদ সভে করয়ে ক্রন্দন ॥ ২৪১৮ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নদীয়ায় আগমন—

এথা প্রভু শ্রীবাসাদি সকল ভক্তেরে।
নিত্যানন্দ-গমন জানান ঠারে ঠারে ॥ ২৪১৯ ॥
অকস্মাৎ নিত্যানন্দ আসি' নদীয়ায়।
রহিলেন গুপ্তে তা' জানিলা গৌররায় ॥ ২৪২০ ॥
নিত্যানন্দ অন্য-অগোচর জানাইয়া।
তাঁ'রে মিলিবারে চলে এই পথ দিয়া ॥ ২৪২১ ॥
শ্রীনন্দন-আচার্য পরম ভাগ্যবান্।
দেখ শ্রীনিবাস, এই ভবন তাহান ॥ ২৪২২ ॥
ভক্তগোষ্ঠী সহ প্রভু গিয়া এ-ভবনে।
দেখে নিত্যানন্দ বসি আছয়ে যেখানে ॥ ২৪২৩ ॥
নিরুপম নিত্যানন্দ-অঙ্গের মাধুরী।
দাঁড়াইয়া ভক্তগণ দেখে নেত্র ভরি' ॥ ২৪২৪ ॥
নিত্যানন্দ-সম্মুখে বিলসে বিশ্বম্ভর।
নিত্যানন্দ দেখে প্রভু শোভা মনোহর ॥ ২৪২৫ ॥
তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে—
বিশ্বম্ভর-মূর্তি যেন মদন-সমান।
দিব্য গন্ধমাল্য দিব্য বাস-পরিধান ॥ ২৪২৬ ॥

কি হয় কনক-দ্যুতি সে দেহের আগে।
সে বদন চাহিতে চান্দের সাধ লাগে ॥ ২৪২৭ ॥
সে দন্ত দেখিতে হরে মুকুতার মান।
সে কেশ-বন্ধন দেখি না রহে গেয়ান ॥ ২৪২৮ ॥
দেখিতে আরক্ত সেই অরুণ-নয়ন।
আর কি কমল আছে হেন লয় জ্ঞান ॥ ২৪২৯ ॥
সে আজানু ভুজ দুই হৃদয় সুপীন।
তথি শোভে শুক্ল যজ্ঞসূত্র অতি ক্ষীণ ॥ ২৪৩০ ॥
ললাটে বিচিত্র ঊর্দ্ধ তিলক সুন্দর।
আভরণ বিনে সর্ব অঙ্গ মনোহর ॥ ২৪৩১ ॥
কিবা হয় কোটি মণি সে নখ চাহিতে।
সে হাস দেখিতে কিবা করিবে অমৃতে ॥ ২৪৩২ ॥
বিশ্বম্ভর-শোভা দেখি নিত্যানন্দ রায়।
কহিতে কি জানি যৈছে উল্লাস-হিয়ায় ॥ ২৪৩৩ ॥
নিত্যানন্দচন্দ্রের অন্তর প্রকাশিতে।
শ্রীবাস পড়িল শ্লোক প্রভুর ইঙ্গিতে ॥ ২৪৩৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে (২১।৫)—

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ ॥২৪৩৫॥

অন্বয়। (শ্রীকৃষ্ণঃ) বর্হাপীড়ং (চূড়ায়াং শিখিপুচ্ছ-ভূষণং তথা) কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং (পুষ্পবিশেষং) কনককপিশং (স্বর্ণবর্ণং পীতং) বাসঃ বৈজয়ন্তীং (পঞ্চবর্ণ-পুষ্পগ্রথিতাং) মালাং নটবরবপুঃ চ বিভ্রৎ (ধারয়ন্) অধরসুধয়া বেণোঃ রন্ধ্রান্ (ছিদ্রাণি) আপূরয়ন্ গোপবৃন্দৈঃ গীতকীর্তিঃ (স্তুত-মাহাত্ম্যঃ সন্) স্বপদরমণং (শঙ্খচক্রাদি-লক্ষণযুক্তৈঃ নিজ-পদচিহ্নৈঃ অঙ্কিতং) বৃন্দারণ্যং প্রাবিশৎ ॥ ২৪৩৫ ॥

অনুবাদ। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ চূড়ায় শিখিপুচ্ছভূষণ, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার পুষ্প, পরিধানে কনকবর্ণ পীতবসন এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী-মালা ধারণ করিয়া অধরামৃত-দ্বারা বংশীছিদ্র পূর করিতে করিতে নটবরবেশে শঙ্খচক্রাদি-লক্ষণযুক্ত নিজপদচিহ্নিত বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। তখন গোপগণ তদীয় মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিল ॥২৪৩৫

কৃষ্ণধ্যান-শ্লোক শুনি' নিত্যানন্দ রায়।
যে ভাব-আবেশ তাহা কেবা নাই গায় ॥ ২৪৩৬ ॥

গীতে যথা—মায়ুর

ভাবে গর গর, নিতাই সুন্দর,
হেরি গোরা-মুখচান্দের ছটা।
কত উঠে চিতে, নারে থির হৈতে,
প্রতি অঙ্গ নব পুলক-ঘটা ॥ ২৪৩৭ ॥
কিবা উনমাদ, খেনে সিংহনাদ,
খেনে লোটায়য়ে ধরণীতলে।
খেনে দীর্ঘশ্বাস, খেনে মহা-হাস,
খসে বাস ভাসে আঁখের জলে ॥ ২৪৩৮ ॥
খেনে যোড় লম্ফ, খেনে দেহে কম্প,
খেনে ধায় কেউ ধরিতে নারে।
খেনে কিবা কৈয়া, রহে থির হৈয়া,
সামাইয়া বিশ্বম্ভরের কোরে ॥ ২৪৩৯ ॥
নিত্যানন্দে কোলে লৈয়া নেত্র-জলে,
ভাসে কিবা পহুঁ প্রেমের রীতি।
কহে নরহরি, শ্রীবাসাদি চারি-
পাশে কান্দে কেউ না ধরে ধৃতি ॥ ২৪৪০ ॥

ওহে শ্রীনিবাস, এথা আনন্দ অশেষ।
ভুবনে বিদিত নিত্যানন্দ-ভাবাবেশ ॥ ২৪৪১ ॥
এথা বিশ্বম্ভর-কোলে রহে নিত্যানন্দ।
তাহা দেখি গদাধর হাসে মন্দ মন্দ ॥ ২৪৪২ ॥
প্রভু বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ রহি এথা।
কহিতে না জানি দোঁহে কহিল যে কথা ॥ ২৪৪৩ ॥
শ্রীবাসাদি ভক্ত এথা ভাসিল যে সুখে।
সে সব কহিতে না আইসে এক মুখে ॥ ২৪৪৪ ॥
এথা নিত্যানন্দে কহে শচীর কুমার।
"কালি পৌর্ণমাসী ব্যাসপূজন তোমার" ॥ ২৪৪৫ ॥
কোথা পূজা হ'বে শুনি উল্লাস অন্তরে।
হাসি কহে,—"এ শ্রীবাস বামনার ঘরে" ॥ ২৪৪৬ ॥
নিত্যানন্দ-বাক্যে এথা হর্ষ বিশ্বম্ভর।
শ্রীবাস-সহিতে কথা হইল বিস্তর ॥ ২৪৪৭ ॥
সকলেই নন্দনাচার্যের গৃহ হৈতে।
শ্রীবাসপণ্ডিত-ঘরে গেলা এই পথে ॥ ২৪৪৮ ॥

শ্রীবাস গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ লীলা—

ওহে শ্রীনিবাস, এই শ্রীবাস-অঙ্গনে।
নাচে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ-সংকীর্ত্তনে॥ ২৪৪৯॥
দুই প্রভু নাচে চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ।
যে প্রেম-আবেশ তাহা না হয় বর্ণন॥ ২৪৫০॥
বলরাম-আবেশে এথাই গৌরহরি।
নিত্যানন্দচান্দে প্রকাশয়ে ভক্তি করি'॥ ২৪৫১॥
লাফ দিয়া উঠে প্রভু খট্টার উপর।
'বারুণী বারুণী' বলি' ডাকে নিরন্তর॥ ২৪৫২॥
কেহো পাত্র ভরি' গঙ্গাজল দিল আনি।
সভে দেখে প্রভু যেন পিয়ে কাদম্বিনী॥ ২৪৫৩॥
শ্রীহল মূষল মাগে নিত্যানন্দ-স্থানে।
দিল নিত্যানন্দ তা' দেখিল ভাগ্যবানে॥ ২৪৫৪॥
এথা হর্ষে প্রভু পদ্মাবতীর নন্দন।
শ্রীগৌরচন্দ্রের কৈল ষড়্ভুজ-দর্শন॥ ২৪৫৫॥
এথা প্রভু 'নাঢ়া নাঢ়া' বলি' ডাক দিল।
নাঢ়া-শব্দে অদ্বৈত আচার্যে জানাইল॥ ২৪৫৬॥
প্রেমানন্দে মগ্ন হৈয়া কত কথা কয়।
শুনি' ভক্তগণের উল্লাস অতিশয়॥ ২৪৫৭॥
এথা নিত্যানন্দ প্রেমে হইলা বিহ্বল।
কোথা বা রহিল তাঁ'র দণ্ড-কমণ্ডলু॥ ২৪৫৮॥
বাল্যাবেশে সদাই চঞ্চল নিত্যানন্দ।
করয়ে সুস্থির তাঁ'রে ধরি গৌরচন্দ্র॥ ২৪৫৯॥
এথা রাত্রে নিত্যানন্দ কহি কিবা কথা।
দণ্ড-কমণ্ডলু ভাঙ্গি ফেলাইলা এথা॥ ২৪৬০॥
প্রভু বিশ্বম্ভর দণ্ড-কমণ্ডলু লৈয়া।
সমর্পিল গঙ্গায় না জানি কিবা কৈয়া॥ ২৪৬১॥
নিত্যানন্দে লৈয়া স্নান করিলা গঙ্গায়।
তথা যে কৌতুক তাহা কহা নাহি যায়॥ ২৪৬২॥

শ্রীব্যাস-পূজা—

গন্ধ-চন্দনাদি লৈয়া বিবিধ বিধানে।
ব্যাসপূজারম্ভ প্রভু কৈলা এইখানে॥ ২৪৬৩॥
যৈছে ব্যাসপূজা তাহা কহিতে না পারি।
ব্যাসপূজা-কৌতুক দেখিনু নেত্র ভরি'॥ ২৪৬৪॥
এইখানে জগৎ-জননী শচী আই।
সম স্নেহাবিষ্ট দেখি নিমাই নিতাই॥ ২৪৬৫॥
ব্যাসপূজা-সংকীর্ত্তনে যে ভাববিকার।
সে সব ভাবিতে হিয়া বিদরে আমার॥ ২৪৬৬॥
ব্যাসপূজা-নৈবেদ্য-ভক্ষণ এইখানে।
তাহে যে কৌতুক তা' কহিতে কেবা জানে॥ ২৪৬৭॥
এথা ছিল কুন্দ পুষ্পবৃক্ষ শোভাময়।
পুষ্প-চয়নেতে বৈষ্ণবানন্দাতিশয়॥ ২৪৬৮॥
ওহে শ্রীনিবাস, একদিন গোরারায়।
নিজগৃহ হৈতে শীঘ্র আইলা হেথায়॥ ২৪৬৯॥
শ্রীবাসের প্রতি প্রভু কহেন হাসিয়া।
অদ্বৈত আইসে মোর পূজাসজ্জ লৈয়া॥ ২৪৭০॥
মোর ঠাকুরালি দেখিবারে ইচ্ছা তা'র।
এত কহি' প্রেমাবেশে করয়ে হুঙ্কার॥ ২৪৭১॥
ওহে শ্রীনিবাস, এথা হৈতে গৌররায়।
এ বিষ্ণু-মণ্ডপে বৈসে বিষ্ণুর খট্টায়॥ ২৪৭২॥
চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া ভক্তগণ।
প্রভুর শ্রীমুখচন্দ্র করে নিরীক্ষণ॥ ২৪৭৩॥
নিত্যানন্দ ছত্র ধরে মস্তক-উপর।
শ্রীবদনে তাম্বুল যোগায় গদাধর॥ ২৪৭৪॥
বিবিধ প্রকারে সেবারত সর্বজন।
হেনকালে হৈল অদ্বৈতের আগমন॥ ২৪৭৫॥
ভূমে প্রণমিয়া আইসে অদ্বৈত গোসাঞি।
উপজিল যে সুখ কহিতে অন্ত নাই॥ ২৪৭৬॥
প্রভুর অদ্ভুত শোভা করে নিরীক্ষণ।
কোটি সূর্যসম তেজ ভুবনমোহন॥ ২৪৭৭॥
নানা রত্নভূষণে ভূষিত গৌর-অঙ্গ।
হাসি হাসি বংশী বায় হইয়া ত্রিভঙ্গ॥ ২৪৭৮॥
ব্রহ্মা শিব শেষ আদি দেবঋষিগণ।
প্রভুর সম্মুখে সবে করয়ে স্তবন॥ ২৪৭৯॥
প্রভুর অদ্ভুত ঠাকুরালি নিরখিয়া।
অদ্বৈতাচার্যের মহা উল্লসিত হিয়া॥ ২৪৮০॥
অদ্বৈতের প্রতি প্রভু কহে বারবার।
তোমার সঙ্কল্প লাগি' মোর অবতার॥ ২৪৮১॥

ঐছে কত প্রেমাবেশে কহে অদ্বৈতেরে।
শুনি সর্ব ভক্ত মহা উল্লাস অন্তরে ॥ ২৪৮২ ॥
করযোড়ে অদ্বৈত রহয়ে দাঁড়াইয়া।
প্রভু কহে,—"পূজ মোরে সস্ত্রীক হইয়া" ॥ ২৪৮৩ ॥

প্রভুর আদেশে সস্ত্রীক শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের প্রভুপাদপদ্ম-পূজা—

শুনি' অদ্বৈতের হিয়া আনন্দে উথলে।
প্রভুপদ ধৌত কৈল সুবাসিত জলে ॥ ২৪৮৪ ॥
চন্দনে করিয়া সিক্ত তুলসী-মঞ্জরী।
কত সাধে দেই প্রভু চরণ-উপরি ॥ ২৪৮৫ ॥
মহাযত্নে করি পূজা ষোড়শোপচারে।
প্রভুরে করয়ে স্তুতি অশেষ প্রকারে ॥ ২৪৮৬ ॥
হইয়া বিহ্বল ভাসে নয়নের জলে।
লোটাইয়া পড়য়ে প্রভুর পদতলে ॥ ২৪৮৭ ॥
অদ্বৈতের মনোরথ জানি গৌররায়।
দিলেন চরণ তুলি' অদ্বৈত-মাথায় ॥ ২৪৮৮ ॥
অদ্বৈত-মস্তকে পদ ধরিলা যখন।
মহা-জয়-জয়-ধ্বনি হইল তখন ॥ ২৪৮৯ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, শ্রীঅদ্বৈত এইখানে।
নাচে প্রভু আজ্ঞায় প্রভুর সংকীর্তনে ॥ ২৪৯০ ॥
সে প্রেম-আবেশ দেখি কেবা ধৈর্য ধরে।
সে অঙ্গ-শোভায় সকলের চিত্ত হরে ॥ ২৪৯১ ॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের মুখপদ্মে নেত্র দিয়া।
না জানি কি আনন্দে ধরিতে নারি হিয়া ॥ ২৪৯২ ॥
না ধরয়ে ধৈরয লোটায় মহীতলে।
নিত্যানন্দ-পানে চাহি' ভাসে নেত্রজলে ॥ ২৪৯৩ ॥
অদ্বৈত আচার্য-চেষ্টা কে পারে বুঝিতে।
কতক্ষণে স্থির হৈলা প্রভুর ইচ্ছাতে ॥ ২৪৯৪ ॥
গৌরাঙ্গ গলার মালা দিয়া অদ্বৈতেরে।
'বর মাগ, বর মাগ' বোলে ধীরে ধীরে ॥ ২৪৯৫ ॥
অদ্বৈত কহয়ে,—"মোর সর্বসিদ্ধি হৈল"।
"জীবে কৃপা কর" বলি' এই বর নিল ॥ ২৪৯৬ ॥
যত কথা হৈল শ্রীঅদ্বৈত বিশ্বম্ভরে।
সে সব কথার মর্ম কে বুঝিতে পারে ॥ ২৪৯৭ ॥
সবে মহানন্দে মগ্ন হইলেন এথা।
শুনি' নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের প্রেমকথা ॥ ২৪৯৮ ॥
এ-পথে গেলেন গৃহে প্রভু গৌরচন্দ্র।
শ্রীবাস-ভবনে রহিলেন নিত্যানন্দ ॥ ২৪৯৯ ॥
গোষ্ঠীসহ অদ্বৈত গেলেন নিজালয়।
এই দেখ অদ্বৈত-আলয় শোভায় ॥ ২৫০০ ॥
নিজ-নিজ-গৃহে ভক্তগণ গেলা সুখে।
যে দেখিলু তাহা কি কহিব এক মুখে ॥ ২৫০১ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, গৌরচন্দ্রের ইচ্ছায়।
দূর হৈতে ভক্ত আসি' মিলে নদীয়ায় ॥ ২৫০২ ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু-আকর্ষণে।
প্রভুকে দেখিতে অতি উৎকণ্ঠিত মনে ॥ ২৫০৩ ॥
বহু লোক সঙ্গে বিদ্যানিধি বঙ্গ হৈতে।
নদীয়ায় আসি' গৃহে গেলা এই পথে ॥ ২৫০৪ ॥
এক গ্রামবাসী শ্রীমুকুন্দ হর্ষ হৈয়া।
শ্রীবিদ্যানিধিরে এথা মিলিলা আসিয়া ॥ ২৫০৫ ॥
এই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আলয়।
যাঁ'র লাগি কাঁদিলা শ্রীশচীর তনয় ॥ ২৫০৬ ॥

শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির অদ্ভুত প্রেমবিকার—

পরম বৈষ্ণব তেঁহো কি বুঝিব আনে।
শ্রীমুকুন্দ বাসুদেব দত্ত মাত্র জানে ॥ ২৫০৭ ॥
বাহ্য বৃত্তি তাঁ'র যৈছে কি কব সে কথা।
রাজপুত্র-প্রায় সজ্জা করি বৈসে এথা ॥ ২৫০৮ ॥
পরম বৈষ্ণব শুনি' পণ্ডিত গোসাঞি।
মুকুন্দের সঙ্গে আইলা দেখিতে এথাই ॥ ২৫০৯ ॥
শ্রীবিদ্যানিধির অন্তর্বৃত্তি না জানিল।
দৃষ্টিমাত্রে "বিষয়ী বৈষ্ণব"-জ্ঞান হৈল ॥ ২৫১০ ॥
গদাধর-চিত্ত বুঝি মুকুন্দ প্রকারে।
বিদ্যানিধি-অন্তর প্রকাশে পদ্য-দ্বারে ॥ ২৫১১ ॥
তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতস্য তৃতীয়ে (২।২৩)—
অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ ২৫১২ ॥

অন্বয়। অহো (আশ্চর্যং) বকী (পূতনা) জিঘাংসয়া (হন্তুমিচ্ছয়া) অপি স্তনকালকূটং (স্তনয়োঃ গৃহীতং কালকূটং বিষং) যং (কৃষ্ণং) অপায়য়ৎ, অসাধ্বী (কৃষ্ণবিরোধিনী দুষ্টা দানবী অপি) ধাত্র্যুচিতাং (পালয়িত্র্যা স্তনদাতৃকায়া যোগ্যাং) গতিং (উত্তমাং গতিং) লেভে, ততঃ (শ্রীকৃষ্ণাৎ) অন্যং (অপরং) কং বা দয়ালুং (বদান্যং) শরণং ব্রজেম (ভজেমেত্যর্থঃ) ? ২৫১২ ॥

অনুবাদ। অহো! এই বকাসুর-ভগ্নী পূতনা, যাঁহাকে বধ করিবার জন্য অসাধু-বৃত্তিযুক্তা হইয়া স্তনকালকূট পান করাইয়াছিল এবং তাহা করিয়াও ধাত্রী-যোগ্যা গতি লাভ করিয়াছিল,তদ্ব্যতীত (সেই কৃষ্ণ বিনা) আর কোন্ দয়ালুর শরণাপন্ন হইতে পারি ? ২৫১২ ॥

তত্রৈব দশমে চ (৬।৩৫)—

পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিম্ ॥ ২৫১৩ ॥

অন্বয়। রুধিরাশনা (রক্তপায়িনী) লোকবালঘ্নী (জনানাং শিশুনাশিনী) রাক্ষসী (পূতনা) জিঘাংসয়া অপি (হননেচ্ছয়া অপি) হরয়ে (কৃষ্ণায়) স্তনং দত্ত্বা সদ্গতিং আপ (শুভলোকং প্রাপ) ॥ ২৫১৩ ॥

অনুবাদ। রক্তপায়িনী শিশুঘাতিনী রাক্ষসী পূতনা হনন করিবার ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণকে স্তন দান করিয়া এইরূপ সদ্গতি লাভ করিয়াছিল। ২৫১৩ ॥

শ্লোক শুনি' বিদ্যানিধি অধৈর্য অন্তরে।
"বল বল, মুকুন্দ" বলয়ে বারে বারে ॥ ২৫১৪ ॥
কম্প স্বেদ পুলক হুঙ্কার অতিশয়।
করয়ে ক্রন্দন দুই নেত্রে ধারা বয় ॥ ২৫১৫ ॥
অঙ্গ আছাড়িয়া পড়ে পৃথিবী-উপরে।
পদাঘাতে শয্যাদি সকল গেল দূরে ॥ ২৫১৬ ॥
যতেক সুবেশ তা'র লেশ না রহিল।
সুন্দর শরীর ধূলি-ধূসর হইল ॥ ২৫১৭ ॥
গড়াগড়ি যায় ভূমে কত খেদ করে।
দেখিতে সে ভাবাবেশ কেবা ধৈর্য ধরে ॥ ২৫১৮ ॥
মূর্ছাপন্ন হইয়াছিলেন এইখানে।
পাইয়া চেতন স্থির হৈলা কতক্ষণে ॥ ২৫১৯ ॥
দেখি মহাবিস্মিত পণ্ডিত গদাধর।
নিজ-নেত্রজলে সিক্ত হৈল কলেবর ॥ ২৫২০ ॥
মুকুন্দেরে কহে,—"মুই অপরাধ কৈল।
তুমি রক্ষা কৈলা" বলি' কত প্রশংসিল ॥ ২৫২১ ॥
অপরাধ যাবে শিষ্য হইলে ইঁহার।
জানাইয়া প্রভুকে হইলা শিষ্য তাঁ'র ॥ ২৫২২ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে—

গদাধর-বাক্যে প্রভু সন্তোষ পাইলা।
"শীঘ্র কর, শীঘ্র কর" বলিতে লাগিলা ॥ ২৫২৩ ॥
তবে ত' শ্রীগদাধর প্রেমনিধি-স্থানে।
মন্ত্রদীক্ষা করিলেন সন্তোষ আপনে ॥ ২৫২৪ ॥
কি কহিব আর পুণ্ডরীকের মহিমা।
গদাধর শিষ্য যাঁ'র ভক্তির এ-সীমা ॥ ২৫২৫ ॥
যোগ্য গুরু পুণ্ডরীক শিষ্য গদাধর।
দুইজন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-কলেবর ॥ ২৫২৬ ॥
ওহে বাপ, শ্রীনিবাস কি কব সে কথা।
গদাধর পণ্ডিত হইলা শিষ্য এথা ॥ ২৫২৭ ॥
শিষ্যকালে মুকুন্দাদি বৈষ্ণবসকল।
হইলেন সভে মহাপ্রেমায় বিহ্বল ॥ ২৫২৮ ॥
এ-প্রসঙ্গ শুনি' নিত্যানন্দ-হলধর।
মন্দ মন্দ হাসে মহা উল্লাস-অন্তর ॥ ২৫২৯ ॥
নিত্যানন্দ চরিত্র বুঝিতে কেবা পারে।
সদা বাল্যাবেশে রহে শ্রীবাসের ঘরে ॥ ২৫৩০ ॥
শ্রীবাসের পত্নী শ্রীমালিনী পতিব্রতা।
নিত্যানন্দে সেবে সদা যৈছে পুত্রে মাতা ॥ ২৫৩১॥
তেঁহো নিজ-হাতে অন্ন না খায় তুলিয়া।
পুত্রস্নেহে মালিনী ভুঞ্জায় হর্ষ হৈয়া ॥ ২৫৩২ ॥
শ্রীবাসের স্নেহ যৈছে নিত্যানন্দ-প্রতি।
তাহা কহিবারে নাই অন্যের শকতি ॥ ২৫৩৩ ॥
শ্রীবাস-অন্তর প্রভু পরীক্ষা করিলা।
গাঢ় রতি জানি' বর দিয়া সমর্পিলা ॥ ২৫৩৪ ॥
নিত্যানন্দ বাল্যাবেশে ভ্রমে নদীয়ায়।
গঙ্গাদাস মুরারি গুপ্তের ঘরে যায় ॥ ২৫৩৫ ॥

গঙ্গায় সাঁতারে মহারঙ্গে তথা হৈতে।
ধাইয়া আইসে হর্ষে আইরে দেখিতে ॥ ২৫৩৬ ॥
নিত্যানন্দে যৈছে আই পুত্রস্নেহ করে।
সে সব ভাবিতে এই হৃদয় বিদরে ॥ ২৫৩৭ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, কত কহিব তোমায়।
প্রভুর অদ্ভুত গতি দেখিনু এথায় ॥ ২৫৩৮ ॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত গদাধর আদি সঙ্গে।
নিজ-গৃহ হৈতে চলি' আইসে মহারঙ্গে ॥ ২৫৩৯ ॥
গণসহ প্রভুর শোভার সীমা নাই।
প্রবেশি শ্রীবাস-গৃহে বৈসে এক ঠাঁই ॥ ২৫৪০ ॥
দেখ শ্রীবাসের এ-অঙ্গন মনোহর।
এথা সংকীর্তনারম্ভ কৈলা বিশ্বম্ভর ॥ ২৫৪১ ॥
শ্রীবাস মুকুন্দ আর শ্রীগোবিন্দ দত্ত।
এ সব সম্প্রদা-সংকীর্তনে হৈলা মত্ত ॥ ২৫৪২ ॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত গদাধর প্রেমময়।
এ সভে বিহ্বল প্রভু নৃত্য নিরিখয় ॥ ২৫৪৩ ॥
সঙ্কীর্তনে নৃত্য করে শচীর কুমার।
পদাঘাতে ধরণী কম্পয়ে অনিবার ॥ ২৫৪৪ ॥
প্রভুর সুবেশ-শোভা যৈছে ভাবাবেশ।
বর্ণে বিজ্ঞগণ চিত্তে উল্লাস অশেষ ॥ ২৫৪৫ ॥

গীতে যথা—গৌরী

চম্পক শোন- কুসুম কনকাচল,
জিতল গৌরতনু-লাবণি রে।
উন্নত গীম- সীম নহ অনুভব,
জগ-মন-মোহন ভাঙনি রে ॥ ২৫৪৬ ॥
জয় শচীনন্দন, ত্রিভুবন-বন্দন।
কলিযুগ-কালভুজগ-ভয়-খণ্ডন ॥ ধ্রু ॥ ২৫৪৭ ॥
বিপুল পুলক কুল আকুল কলেবর,
গর গর অন্তর প্রেমভরে।
লহু লহু হাসনি, গদ গদ ভাসনি,
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে ॥ ২৫৪৮ ॥
নিজ-গুণে নাচত, নয়ন ঢুলায়ত,
গায়ত কত শত ভকত হি মেলি।
যো রসে ভাসি, অবশ মহীমণ্ডল,
গোবিন্দদাস তহি পরশ না ভেলি ॥ ২৫৪৯ ॥

পুন—তোড়ী

নাচত গৌর ভাবভরে গর গর।
বিপুল পুলককুল বলিত কলেবর ॥ ২৫৫০ ॥
হাস মিলিত লস বদন-সুধাকর।
বরষত নিরত অমিয় রস ঝর ঝর ॥ ২৫৫১ ॥
তরুণ অরুণ জিনি লোচন ঢর ঢর।
করত ভঙ্গি কত নিন্দি কুসুমশর ॥ ২৫৫২ ॥
কর কিসলয় অভিনয় অতি সুন্দর।
কত হি রঙ্গে পগ ধরয়ে ধরণি' পর ॥ ২৫৫৩ ॥
উনমত অনুখন যনু মদকুঞ্জর।
ঝলমল করু কিয়ে কনক ধরাধর ॥ ২৫৫৪ ॥
নিরুপম বেশ কেশ দৃশি ধৃতি হর।
চৌদিকে বিলসে উলস প্রিয় পরিকর ॥ ২৫৫৫ ॥
গায়ত নব নব গীত মধুরতর।
শুনইতে ধায়ত অখিল নারী নর ॥ ২৫৫৬ ॥
বায়ত থমক মৃদঙ্গ রঙ্গকর।
উঘটত ধা ধা ধিগি তি নিরন্তর ॥ ২৫৫৭ ॥
জয় জয় ভন সুর সহিত পুরন্দর।
ধনি কলিকাল ভাগ লহু পটতর ॥ ২৫৫৮ ॥
ভাসল সুখ-সায়রে যত পামর।
ইথে বঞ্চিত একু মতি ঘন শ্যামর ॥ ২৫৫৯ ॥

পুন—নাট

নাচত দ্বিজ-কুল-চন্দ্র গৌরহরি।
মঙ্গলময় ভয়- হরণ চরণযুগ,
ধরত ধরণি' পর, পরম ভঙ্গি করি ॥ ২৫৬০ ॥
অবিরত পুরুব, ভাবভরে গর গর,
অবিরল পুলক কদম্ব বলিত তনু।
চাঁচর চিকুর, ভাব রুচি সুচিকণ,
কনক ধরাধর শিখরে মেঘ যনু ॥ ২৫৬১ ॥
মালতী কুসুম- মাল অলিমণ্ডিত,
চপল চারু উরে লম্বিত ঝলমল।

মনমথ ফাঁদ,　　বদন-মন-রঞ্জন,
অরুণ কঞ্জযুগ-লোচন টলমল ॥ ২৫৬২
নিরুপম নটন,　　নিরখি প্রিয় পরিকর,
গায়ত মধুর মধুর রস বরষত।
অখিল লোক সুখ-　　সায়রে নিমগন,
নরহরি কুমতি দূরে নাহি পরশত ॥ ২৫৬৩ ॥

পুনঃ—ঘণ্টারব

নাচত গৌর,　　নিখিল নট-পণ্ডিত,
নিরুপম ভঙ্গি, মদনমদ হরঈ।
প্রচুর চণ্ডকর-　　দর পরিভঞ্জন,
অঙ্গকিরণে দিগ্ বিদিক্ উজরঈ ॥ ২৫৬৪ ॥
উনমত অতুল,　　সিংহ জিনি গরজন,
শুনইতে বলি কলি বারণ ডরঈ।
ঘন ঘন লম্ফ,　　ললিত গতি চঞ্চল,
চরণঘাতে ক্ষিতি টলমল করঈ ॥ ২৫৬৫ ॥
কিন্নর-গরব,　　খরব করু পরিকর,
গায়ত উলসে অমিয় রস ঝরঈ।
বায়ত বহুবিধ　　খোল থমক ধুনি,
পরশত গগন, কৌন ধৃতি ধরঈ ॥ ২৫৬৬ ॥
অতুল প্রতাপ,　　কাঁপি দুরজনগণ,
লেয়ই শরণ, চরণতলে পড়ঈ।
নরহরি পহুঁক,　　কিরিতি রহু জগভরি,
পরম দুলহ ধন নিরত বিতরঈ ॥ ২৫৬৭ ॥

পুনঃ—মায়ুর

আজু শুভ আরম্ভ কীর্তনে,　　গৌরসুন্দর মুদিত নর্তনে,
সুঘর পরিকর, মধ্যমধুর শ্রীবাস-অঙ্গনে শোহয়ে।
কনক কেশর-গরব-গঞ্জন,　　মঞ্জু তনু-রুচি অতনু রঞ্জন,
কঞ্জ-লোচন চপল চহু দিশ, চাহি জন মন মোহয়ে ॥২৫৬৮॥
নটন গতি অতি তরুণ পদতল, তাল ধরইতে ধরণী টলমল,
করই হস্তক, ত্রস্ত কলিত, সুললিত কর-কিশলয়-ছটা।
দশন মোতিম-পাঁতি নিরসত, হাস লহু লহু, অমিয় বরষত,
সরস লসত, সুবদন-মাধুরী, জিতই শারদ-শশিঘটা ॥২৫৬৯॥
চিকণ চাঁচর, চিকুর বন্ধন,　　চারু রচিত সু-তিলক চন্দন,
ভূরি ভূষণ, ঝলকে অঙ্গ, বিভঙ্গী-ভণত না আয় এ।

বামে পঁহু পণ্ডিত,　　গদাধর দক্ষিণেতে,
নিতাইসুন্দর সম্মুখে শ্রীঅদ্বৈত,
উনমত পেখি সুরগণ ধায় এ ॥ ২৫৭০ ॥
বাসুদেব, শ্রীবাস,　　নন্দন, বিজয়,
বক্রেশ্বর, নারায়ণ গোপীনাথ,
মুকুন্দ মাধব গায়ত এ অদ্ভুত গুণী।
রাম বামে গরুড়,　　গোবিন্দ আদি বায়ে,
মর্দল ধিকি তা তা ধিক্,
ধিনি নি নি নি নি নি　　ভণত নরহরি
ভুবন ভরু জয় জয় ধুনী ॥ ২৫৭১ ॥

পুনর্ধানশী

শ্রীবাস-অঙ্গনে,　　বিনোদ বন্ধানে,
নাচত চৈতন্য-রায়।
মনুজ দৈবত,　　পুরুষ যোষিত,
সভাই দেখিতে ধায় ॥ ২৫৭২ ॥
ভকত-মণ্ডল,　　গায়ত মঙ্গল,
বাজত খোল করতাল।
মাঝে উনমত,　　নিতাই নাচত,
ভায়ার ভাবে মাতোয়াল ॥ ২৫৭৩ ॥
হেমস্তম্ভ জিনি,　　বাহু সুবলনি,
সিংহ-জিনি কটিদেশ।
চন্দ্র-বদনে,　　মদন-আলয়,
ভুবনমোহন বেশ ॥ ২৫৭৪ ॥
না জানে নর-নারী,　　ভুবন দশ-চারি,
রূপ হেরি হেরি কাঁদই।
গরজে ঘন ঘন,　　লম্ফ পুনঃ-পুনঃ,
মল্লবেশ ধরি নাচই ॥ ২৫৭৫ ॥
অরুণ লোচনে,　　প্রেম বরিষণে,
অবনীমণ্ডল সিঞ্চয়ে।
ধরণীমণ্ডলে,　　প্রেম-বাদর,
করল অবধূত-চন্দ্রয়ে ॥ ২৫৭৬ ॥
শান্তিপুর-নাথ,　　গরজে অবিরত,
দেখিয়া প্রেমের বিকার।

ধরিয়া শ্রীচরণ, করয়ে রোদন,
পণ্ডিত শ্রীবাস উদার ॥ ২৫৭৭ ॥
মুকুন্দ কুতুহলী, কান্দয়ে ফুলি ফুলি,
ধরিয়া গদাধর-কোল।
নয়নে বহে প্রেম, ঠাকুর অভিরাম,
সঘনে হরি হরি বোল ॥ ২৫৭৮ ॥
না জানে দিবানিশি, প্রেমরসে ভাসি,
সকল সহচরবৃন্দ।
বৃন্দাবনদাস, প্রেম-পরকাশ,
নিতাই চরণারবিন্দ ॥ ২৫৭৯ ॥
ওহে শ্রীনিবাস! এই শ্রীবাস-অঙ্গনে।
যে নৃত্য-কীর্তন তা' বর্ণিব কুন জনে ॥ ২৫৮০ ॥
সামাইল যত লোক লেখা নাই তা'র।
কহিতে কি অঙ্গন-প্রভাব চমৎকার ॥ ২৫৮১ ॥
দ্বার বদ্ধ কীর্তনে না যাইতে পারিয়া।
কত শত লোক এথা মরয়ে বলিয়া ॥ ২৫৮২ ॥
সঙ্কীর্তনে গেলো রাত্রি তৃতীয় প্রহর।
না হইল কারু শ্রমযুক্ত কলেবর ॥ ২৫৮৩ ॥
তৃতীয় প্রহর রাত্রি সভে অনুমানে।
ইথে কত যুগ গেলো তাহা নাই জানে ॥ ২৫৮৪ ॥
তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে—
বৎসরেক নাম মাত্র কত যুগ গেল।
চৈতন্য আবেশানন্দে কিছু না জানিল ॥ ২৫৮৫ ॥
তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়-প্রক্রমে ৭ম সর্গে—
ইতি সকলনিশাং নিনায় দেবো
নিজজনমনসাং মুদে মুরারিঃ।
ক্ষণমিব মহদ্বৎসরেণ মেনে-
ঽনবরতং সুখমাপুরার্যবর্যাঃ ॥ ২৫৮৬ ॥

অন্বয়। ইতি (এবম্প্রকারেণ) দেবঃ (লীলাময়ঃ) মুরারিঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুঃ) নিজজনমনসাং (স্বভক্ত-চেতসাং) মুদে (প্রীতয়ে, আনন্দবর্ধনায় বা) সকলনিশাং (সর্বাঃ রাত্রীঃ) নিনায় (যাপয়ামাস)। (অসৌ শ্রীগৌরহরিঃ) মহদ্বৎসরেণ (বিপুলং সম্বৎসরং, 'উপলক্ষণে তৃয়া') ক্ষণমিব (মুহূর্তমিব) মেনে (অমন্যত)। আর্যবর্যাঃ (বৈষ্ণবোত্তমাঃ) অনবরতং (নিরন্তরং) সুখম্ (আনন্দং) আপুঃ (প্রাপ্তবন্তঃ) ॥ ২৫৮৬ ॥

অনুবাদ। এই প্রকারে লীলাময় শ্রীগৌরহরি স্বীয় ভক্তগণের চিত্তে আনন্দবিধানের নিমিত্ত নিখিল নিশাকাল যাপন করিয়াছিলেন। তিনি একটী সমগ্র বৎসরকে ক্ষণতুল্য মনে করিয়াছিলেন। ভাগবতোত্তমগণ ইহাতে নিরন্তর আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৫৮৬ ॥

প্রভুর অদ্ভুত ভাবাবেশে সঙ্কীর্তনে।
পূর্ব নাম লইয়া ডাকিলা ভক্তগণে ॥ ২৫৮৭ ॥
তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে—
"সকল বৈষ্ণবে প্রভু দেখি একে একে।
ভাবাবেশে পূর্ব নাম ধরি' ধরি' ডাকে ॥ ২৫৮৮ ॥
যে ভাব-আবেশে প্রভু যাহা প্রকাশিলা।
আনের কা কথা, তা'হে দ্রবে দারু-শিলা ॥ ২৫৮৯ ॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত-গদাধর আদি যত।
কি বলিব সে সকলে হইলা যে মত ॥ ২৫৯০ ॥
ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্রের আজ্ঞাতে।
হইল কীর্তন স্থির রজনী-শেষেতে ॥ ২৫৯১ ॥
প্রভু ভাবাবেশে পুনঃ চতুর্দিকে চায়।
শালগ্রামশিলা-কোলে বসিলা খট্টায় ॥ ২৫৯২ ॥
ভক্তগণে কহি কত গৌর-গুণনিধি।
ভুঞ্জিলেন দধি দুগ্ধ নবনীত আদি ॥ ২৫৯৩ ॥
দাস্যভাবে ভক্তসঙ্গে যৈছে আচরণ।
যৈছে সে আবেশ তাহা না হয় বর্ণন ॥ ২৫৯৪ ॥
শ্রীমুরারিগুপ্ত মহা উল্লাস-হিয়ায়।
দেখয়ে প্রভুর শোভা রহিয়া এথায় ॥ ২৫৯৫ ॥
মুরারিরে কহে গোরা জানকীজীবন।
নিজকৃত পদ্য মোরে করাহ শ্রবণ ॥ ২৫৯৬ ॥
শ্রীমুরারিগুপ্ত রামাষ্টক পাঠ করে।
শুনি রাম-আবেশে প্রসন্ন মুরারিরে ॥ ২৫৯৭ ॥
মন্দ মন্দ হাসি মহানন্দে প্রশংসয়।
'রামদাস' নাম তা'র ললাটে লিখয় ॥ ২৫৯৮ ॥
রঘুনাথাষ্টক সে প্রসঙ্গ সুমধুর।
তাহার শ্রবণে সব তাপ যায় দূর ॥ ২৫৯৯ ॥"

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়-প্রক্রমে ৭ম সর্গে—

ততঃ প্রোবাচ করুণো মুরারিং ত্বং পঠ স্বয়ম্।
কবিত্বং ভবতঃ, শ্রুত্বা স পপাঠ শুভাক্ষরম্ ॥ ২৬০০ ॥

অন্বয়। ততঃ করুণঃ (কৃপাবান্ শ্রীমহাপ্রভুঃ) মুরারিং প্রোবাচ—'ত্বং স্বয়ং ভবতঃ কবিত্বং পঠ' ইতি। (তৎ) শ্রুত্বা স (মুরারিঃ) শুভাক্ষরং (মঙ্গলং স্তোত্রং) পপাঠ ॥ ২৬০০ ॥

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে তৃতীয় প্রক্রমে আছে—অনন্তর করুণ শ্রীগৌরসুন্দর মুরারিকে আদেশ করিলেন,—'তুমি নিজে তোমার কবিতা (স্বরচিত স্তব) পাঠ কর।' তাহা শুনিয়া মুরারি শুভ স্তোত্র পাঠ করিলেন ॥ ২৬০০ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে মুরারিগুপ্তের স্বরচিত শ্রীরামাষ্টক-পাঠ—

রাজৎকিরীটমণিদীধিতিদীপিতাশ-
মুদ্যদ্বৃহস্পতি-কবিপ্রতীমে বহন্তম্।
দ্বে কুণ্ডলেঽঙ্করহিতেন্দুসমানবক্ত্রং
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ২৬০১ ॥

অন্বয়। রাজৎকিরীটমণিদীধিতিদীপিতাশং (রাজন্তঃ শোভমানা যে কিরীটমণয়স্তেষাং দীধিতিভিঃ কিরণৈ-দীপিতা আলোকিতা আশা দিগ্বিভাগা যেন তং) উদ্যদ্-বৃহস্পতি-কবিপ্রতিমে (উদ্যন্তৌ উদীয়মানৌ বৃহস্পতিকবী বৃহস্পতিশুক্রৌ তাভ্যাং তুল্যে) দ্বে কুণ্ডলে বহন্তং (কর্ণয়োঃ ধারয়ন্তং) অঙ্করহিতেন্দুসমানবক্ত্রং (অঙ্করহিতঃ নিষ্কলঙ্ক ইন্দুঃ তেন সমানং বক্ত্রং বদনং যস্য তং) জগত্রয়গুরুং (ত্রিজগদ্বন্দ্যং) রামং সততং (অহং) ভজামি ॥ ২৬০১ ॥

অনুবাদ। সমুজ্জ্বল কিরীটমণিসকলের কিরণরাশি-দ্বারা চতুর্দিক উজ্জ্বলকারী, আকাশে উদিত বৃহস্পতি ও শুক্রের ন্যায় উজ্জ্বল ও সুন্দর কুণ্ডলদ্বয়-পরিধানকারী, নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রসদৃশ বদনমণ্ডলবিশিষ্ট, ত্রিজগতের পূজনীয় শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সতত ভজন করি ॥ ২৬০১ ॥

উদ্যদ্বিভাকরমরীচিবিবোধিতাব্জ-
নেত্রং সুবিম্বদশনচ্ছদচারুনাসম্।
শুভ্রাংশুরশ্মি-পরিনির্জিত-চারুহাসং
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ২৬০২ ॥

অন্বয়। উদ্যদ্বিভাকরমরীচিবিবোধিতাব্জনেত্রং (উদ্যন্ উদ্গচ্ছন্ যো বিভাকরঃ সূর্যস্তস্য মরীচিভিঃ কিরণৈ-বিবোধিতং বিকাসিতং অব্জং পদ্মং তদ্বৎ নেত্রে যস্য তং) সুবিম্বদশনচ্ছদ-চারুনাসং (সুবিম্ববৎ দশনচ্ছদঃ অধরঃ চারুনাসা চ যস্য তং) শুভ্রাংশুরশ্মিপরিনির্জিতচারুহাসং (শুভ্রাংশুরশ্মিং চন্দ্রকিরণং পরিনির্জিতঃ অতিক্রান্তঃ চারু-হাসঃ যস্য তং) জগত্রয়গুরুং রামং সততং ভজামি ॥২৬০২॥

অনুবাদ। যাঁহার নেত্রদ্বয় উদীয়মান সূর্যের কিরণ-দ্বারা বিকশিত পদ্মতুল্য, যিনি অতি সুন্দর বিম্বতুল্য অধর ও চারু নাসিকাবিশিষ্ট, যাঁহার মধুর হাস্য চন্দ্রের কিরণকে পরাজিত করিয়াছে, সেই ত্রিজগদ্গুরু শ্রীরাম-চন্দ্রকে আমি সতত ভজন করি ॥ ২৬০২ ॥

তং কম্বুকণ্ঠমজমম্বুজতুল্যরূপং
মুক্তাবলীকনকহারধৃতং বিভান্তম্।
বিদ্যুদ্বলাকগণসংযুতমম্বুদং বা
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ২৬০৩ ॥

অন্বয়। কম্বুকণ্ঠং (শঙ্খবৎ রেখাত্রয়শোভিতকণ্ঠং) অম্বুজতুল্যরূপং (ইন্দীবরকান্তিং) মুক্তাবলীকনকহারধৃতং (মৌক্তিক-কনকহারধারিণং) বিভান্তং (শোভাশালিনং) (অতঃ) বিদ্যুদ্বলাকগণসংযুতং (বিদ্যুদ্ভিঃ বলাকগণৈশ্চ-সমন্বিতং) অম্বুদং বা (ইব) তং জগত্রয়গুরুং অজং (রঘুরাজপুত্রং) রামং সততং ভজামি ॥ ২৬০৩ ॥

অনুবাদ। কম্বুকণ্ঠ, ইন্দীবরকান্তি, মুক্তা ও সুবর্ণের হার পরিধানপূর্বক বিদ্যুৎ ও বলাকাশোভিত মেঘসদৃশ ত্রিজগদ্গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সতত ভজন করি ॥২৬০৩

উত্তানহস্ততলসংস্থসহস্রপত্রং
পঞ্চচ্ছদাধিকশতং প্রবরাঙ্গুলীভিঃ।
কুর্বন্ত্যসিতকনকদ্যুতির্যস্য সীতা
পার্শ্বেঽস্তি তং রঘুবরং সততং ভজামি ॥ ২৬০৪ ॥

অন্বয়। উত্তানহস্ততলসংস্থসহস্রপত্রং (উত্তানহস্ততলে স্থিতং পদ্মং)প্রবরাঙ্গুলীভিঃ(উত্তমাঙ্গুলিভিঃ নিজহস্তস্থেত্যর্থঃ) পঞ্চচ্ছদাধিকশতং (পঞ্চভিঃ পত্রৈঃ শতোর্দ্ধ্বপত্রবিশিষ্টং) কুর্বন্তী অসিতকনকদ্যুতিঃ (তপ্তকাঞ্চনকান্তিঃ) সীতা যস্য (রামস্য)পার্শ্বেঽস্তি তং রঘুবরং সততং(অহং)ভজামি॥২৬০৪

অনুবাদ। তপ্তকাঞ্চনকান্তিবিশিষ্টা সীতা নিজ উত্তান হস্ততলে স্থিত পদ্মকে স্বীয় পঞ্চ বরাঙ্গুলী-দ্বারা পঞ্চাধিক-শতপত্রবিশিষ্ট করিয়া যাঁহার পার্শ্বে অবস্থিতা, সেই রঘুবরকে আমি সতত ভজনা করি ॥ ২৬০৪ ॥

অগ্রে ধনুর্ধরবরঃ কনকোজ্জ্বলাঙ্গো
জ্যেষ্ঠানুসেবনরতো বরভূষণাঢ্যঃ।
শেষাখ্যধামবরলক্ষ্মণনামা যস্য
রামং জগত্ত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ২৬০৫ ॥

অন্বয়। যস্য (রামস্য) অগ্রে ধনুর্ধরবরঃ (ধানুষ্কশ্রেষ্ঠঃ) কনকোজ্জ্বলাঙ্গঃ (সুবর্ণোজ্জ্বলদেহঃ) জ্যেষ্ঠানুসেবনরতঃ (জ্যেষ্ঠস্য রামস্য অনুসেবনে রতঃ) বরভূষণাঢ্যঃ (উত্তম-ভূষণভূষিতঃ) শেষাখ্যধামবরলক্ষ্মণনামা (শেষনামকঃ মহান্ তেজোরাশিঃ অধুনা লক্ষ্মণনাম্না প্রসিদ্ধঃ বিরাজতে তং) জগত্ত্রয়গুরুং রামং সততং ভজামি ॥ ২৬০৫ ॥

অনুবাদ। যাঁহার অগ্রে ধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ, সুবর্ণোজ্জ্বলদেহ, জ্যেষ্ঠের সেবায় অনুক্ষণ নিযুক্ত, উত্তমভূষণশোভিত, শেষনামক মহাজ্যোতিঃ, অধুনা লক্ষ্মণ-নামে বিরাজমান, সেই ত্রিজগদ্গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সতত ভজনা করি ॥ ২৬০৫ ॥

যো রাঘবেন্দ্রকুলসিন্ধুসুধাংশুরূপো
মারীচ-রাক্ষস-সুবাহু-মুখান্নিহত্য।
যজ্ঞং ররক্ষ কুশিকান্বয়পুণ্যরাশিং
রামং জগত্ত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ২৬০৬ ॥

অন্বয়। যঃ রাঘবেন্দ্রকুলসিন্ধুসুধাংশুরূপঃ (রাঘবেন্দ্রঃ রঘূণাং শ্রেষ্ঠঃ তথা কুলসিন্ধুসমুখঃ রঘুবংশসমুদ্রোত্থঃ সুধাংশুরূপঃ চন্দ্রস্বরূপঃ) মারীচরাক্ষস-সুবাহুমুখান্ নিহত্য (হত্বা) কুশিকান্বয়-পুণ্যরাশিং (বিশ্বামিত্রস্য পুণ্যসমূহং) যজ্ঞং ররক্ষ (তং) জগত্ত্রয়গুরুং রামং সততং ভজামি ॥ ২৬০৬ ॥

অনুবাদ। যিনি রঘুশ্রেষ্ঠ এবং রঘুবংশসিন্ধু হইতে উত্থিত চন্দ্রস্বরূপ, মারীচ-রাক্ষস-সুবাহু প্রভৃতিকে নিহত করিয়া বিশ্বামিত্রের পুণ্যরাশিস্বরূপ যজ্ঞ রক্ষা করিয়াছিলেন, ত্রিজগদ্গুরু সেই শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সতত ভজনা করি ॥ ২৬০৬ ॥

হত্বা খরত্রিশিরসৌ সগণৌ কবন্ধম্
শ্রীদণ্ডকাননমদূষণমেব কৃত্বা।
সুগ্রীবমৈত্রমকরোদ্বিনিহত্য শক্রম্
তং রাঘবং দশমুখান্তকরং ভজামি ॥ ২৬০৭ ॥

অন্বয়। (যঃ) সগণৌ খরত্রিশিরসৌ (গণসহিতং খরং ত্রিশিরসঞ্চ তথা) কবন্ধং (রাক্ষসং) হত্বা শ্রীদণ্ডকাননং অদূষণমেব (দূষণাধিকারমুক্তং) কৃত্বা, শক্রং (বালিং) বিনিহত্য সুগ্রীবমৈত্রং অকরোৎ, তং দশমুখান্তকরং (রাবণহন্তারং) রাঘবং ভজামি ॥ ২৬০৭ ॥

অনুবাদ। যিনি গণসহিত খর, ত্রিশিরা এবং কবন্ধকে বধ করিয়া, শ্রীদণ্ডকারণ্যকে দূষণমুক্ত করিয়া, শক্র (বালি) বধপূর্বক সুগ্রীবের সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছিলেন, সেই রাবণান্তকারী রাঘবকে আমি ভজনা করি ॥ ২৬০৭ ॥

ভংক্ত্বা পিনাকমকরোজ্জনকাত্মজায়া
বৈবাহিকোৎসববিধিং পথি ভার্গবেন্দ্রম্।
জিত্বা পিতুর্মুদমুবাহ ককুৎস্থবর্যং
রামং জগত্ত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ২৬০৮ ॥

অন্বয়। (যঃ) পিনাকং (হরধনুঃ) ভংক্ত্বা জনকাত্মজায়াঃ বৈবাহিকোৎসববিধিং (সীতায়াঃ বিবাহবিধানং) অকরোৎ (অযোধ্যা-প্রত্যাগমনকালে) পথি ভার্গবেন্দ্রং (পরশুরামং) জিত্বা পিতুঃ (দশরথস্য) মুদং (আনন্দং) উবাহ (ব্যদধাৎ) (তং) জগত্ত্রয়গুরুং ককুৎস্থবর্যং (ককুৎস্থ-শ্রেষ্ঠং) রামং সততং ভজামি ॥ ২৬০৮ ॥

অনুবাদ। যিনি হরধনু ভঙ্গ করিয়া সীতার পাণি-গ্রহণোৎসব করিয়াছিলেন, অযোধ্যা প্রত্যাগমনকালে পথে পরশুরামকে জয় করিয়া পিতার আনন্দ বিধান করিয়াছিলেন, সেই জগত্ত্রয়গুরু ককুৎস্থশ্রেষ্ঠ শ্রীরামকে আমি ভজনা করি ॥ ২৬০৮ ॥

ইত্থং নিশম্য রঘুনন্দনরাজসিংহ-
শ্লোকাষ্টকং স ভগবান্ চরণং মুরারেঃ।
বৈদ্যস্য মূর্ধ্নি বিনিধায় লিলেখ ভালে
ত্বং 'রামদাস' ইতি ভো ভব মৎপ্রসাদাৎ ॥ ২৬০৯ ॥

অন্বয়। স ভগবান্ (শ্রীগৌরসুন্দরঃ) ইত্থং (উক্ত-প্রকারেণ) রঘুনন্দনরাজসিংহ-শ্লোকাষ্টকং নিশম্য (শ্রুত্বা) বৈদ্যস্য মুরারেঃ (মুরারিগুপ্তস্য) মূর্ধ্নি (মস্তকোপরি) চরণং বিনিধায় (সংস্থাপ্য) (তস্য) ভালে ভো ত্বং

মৎপ্রসাদাৎ রামদাসঃ ভব ইতি লিলেখ ॥ ২৬০৯ ॥

অনুবাদ। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর শ্রীরঘুনন্দন-রাজ-সিংহের উক্ত প্রকার স্তব শ্রবণ করিয়া শ্রীমুরারিগুপ্তের মস্তকে স্বীয় চরণ সংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার কপালে "ওহে, তুমি আমার প্রসাদে রামদাস হও"—ইহা লিখিয়া দিলেন ॥ ২৬০৯ ॥

কি বলিব ?—গুপ্তে' দেখি কৃপা অতিশয়।
হইল ভক্তের মহা উল্লাস হৃদয় ॥ ২৬১০ ॥
প্রাতঃকালে নিজ-গৃহে প্রভুর গমন।
নিজ নিজ-গৃহেতে গেলেন ভক্তগণ ॥ ২৬১১ ॥
কি বলিব ?—ভক্ত-সঙ্গে সদাই বিহরে।
নিরন্তর ভাবাবেশে স্থির হৈতে নারে ॥ ২৬১২ ॥
প্রভুর শ্রীভাবাবেশ অন্ত-অগোচর।
দিবানিশি সিক্ত নেত্রজলে কলেবর ॥ ২৬১৩ ॥

গঙ্গাতীরে মহাপ্রভুর ভাবাবেশে কীর্তন

একদিন এই পথে ভক্তগোষ্ঠি-সঙ্গে।
গৃহ হৈতে চলে গঙ্গাতীরে মহারঙ্গে ॥ ২৬১৪ ॥
প্রভুর আদেশে এথা প্রিয় ভক্তগণ।
আরম্ভিলা দেবের দুর্লভ সঙ্কীর্তন ॥ ২৬১৫ ॥
ভাবাবেশে ভক্তগণ মধ্যে নাচি' যায়।
প্রভুর অদ্ভুত চেষ্টা কেবা নাহি গায় ? ২৬১৬ ॥

গীতে যথা—শ্রীরাগ

চিত্তচোর গৌর-অঙ্গ,　　রঙ্গে ফিরত ভকত-সঙ্গ,
মদনমোহন ছান্দুয়া।
হেমবরণ-হরণ-দেহ　　পূরল তরুণ করুণ-মেহ
তপত জগত-বন্ধুয়া ॥ ২৬১৭ ॥
সঘনে রোদন, সঘনে হাস,　　আন হি বরণ, বিরস ভাষ
নয়নে সলিল-সিন্ধুয়া।
ভাবে বিবশ দিবস-রাতি,　　নীপ-কুসুম পুলক পাঁতি,
বদন শরদ-ইন্দুয়া ॥ ২৬১৮ ॥
অমিয়া জিতল মধুর বোল,　　অরুণ-চরণে মঞ্জীররোল,
চলত মন্দ মন্দুয়া।
অখিল ভুবন আনন্দে ভাস,　　আশ করত গোবিন্দদাস,
প্রেমসিন্ধু-বিন্দুয়া ॥ ২৬১৯ ॥

পুনঃ—তোড়ী

দেখত বেকত গৌরচন্দ্র,　　বেড়ল ভকত নখতবৃন্দ
অখিল ভুবন উজোরকারী কুন্দ-কনক-কাঁতিয়া।
অগতি পতিত কুমুদবন্ধু,　　হেরি' উছলে রসের সিন্ধু,
হৃদয়কুহর-তিমিরহারী, উদিত দিনহু রাতিয়া ॥২৬২০॥
সহজে সুন্দর মধুর দেহ, আনন্দে আনন্দে না বাঁধে থেহ,
ঢুলি' ঢুলি' ঢুলি' চলত খেলত, মত্ত করিবর ভাতিয়া।
নটন ঘটন ভৈগেল ভোর,　　মুকুন্দ-মাধব গোবিন্দ-বোল,
রোয়ত হসত ধরণী খসত, শোহত পুলক পাঁতিয়া॥২৬২১
মহিম-মহিমা কো কহতুর,　　নিজ পর ধরি করত কোর,
প্রেম অমিয় হরখি বরখি, তরখি ত মহী মাতিয়া॥২৬২২॥
ও রসে উত্তম অধম ভাস,　　একলে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস,
কি জানি কি থেনে কোন গঢ়ল, কাঠ কঠিন ছাতিয়া ॥২৬২৩

পুনঃ—আশাবরী

নাচত শচীতনয় গৌরসুন্দর মনমোহনা।
বাজত কত কত, মৃদঙ্গ উঘটত,
ধি ধি কট ধিলঙ্গ,　　গায়ত সুর মধুর অঙ্গ,
ভঙ্গি পরম শোহনা ॥ ধ্রু ॥ ২৬২৪ ॥
নিরুপম রস উলস আজ,　　বিলসত প্রিয় ভকত-মাঝ,
ঝলকত অতি ললিত সাজ, যুবতি-ধিরয-মোচনা।
কুসুমাঞ্চিত চারু চিকুর,　　কুণ্ডল-শ্রুতি গণ্ড-মুকুর,
ভাল-তিলক, মঞ্জুল ভুরু, ভৃঙ্গ কমললোচনা ॥ ২৬২৫ ॥
নাসাপুট মোদসদন,　　ইন্দুনিকরনিন্দি বদন,
মন্দ মন্দ হসনি কুন্দ-দশন মধুর বোলনা।
কণ্ঠ মদন-মদভর-হর,　　ভুজযুগ জিনি কুঞ্জরকর,
কক্ষ মৃদু, বিশাল বক্ষ, মাল অতুল দোলনা ॥ ২৬২৬ ॥
নাভি ত্রিবলি-বলিত ভাতি,　　লোমাবলি ভুজঙ্গপাতি,
রসনাযুত কৃশ কটি নব, কেশরি-মদ-ভঞ্জনা।
পাইরে বর বসনবেশ,　　উরু বরণি' না শকত শেষ,
নরহরি পঁহু পদতলে করু, তরুণারুণে গঞ্জনা ॥ ২৬২৭ ॥

ওহে শ্রীনিবাস। প্রভু সুরধুনী-তীরে।
সঙ্কীর্তনানন্দে মগ্ন চলে ধীরে ধীরে ॥ ২৬২৮ ॥
গঙ্গার সৌভাগ্য প্রকাশয়ে অতিশয়।
পরিকর-সঙ্গে গঙ্গাতীরে বিহরয় ॥ ২৬২৯ ॥

গীতে যথা—নট্ট

বিহরত সুরসরিত-তীর, গৌর তরুণ বয়স থির,
তড়িত-কনক-কুসুম-মদ-মর্দন তনু কাঁতি।
মদন কদন বদনচন্দ্র, নিখিল তরুণী নয়নকন্দ,
হসত লসত দশনবৃন্দ কুন্দ-কুসুমপাঁতি ॥ ২৬৩০ ॥
অঞ্জন ঘন-পুঞ্জ বরণ, কুঞ্চিত কচ ধৈর্যহরণ,
বেশ বিমল অলকাকুল রাজত অনুপাম।
ভাল তিলক ঝলকত অতি, ভাঙ-ভুজগ-মঞ্জুল গতি,
চঞ্চল দিঠে অঞ্চল রস-রঞ্জিত ছবি ধাম ॥ ২৬৩১ ॥
কুণ্ডল-শ্রুতি গণ্ড-কলিত, কণ্ঠ হি বনমালবলিত,
বাহু বিপুল, বলয়া কর, কোমল বলিহারি।
পরিসর বর বক্ষ অতুল, নাশত কত কুলবতীকুল,
ললিত কটি সুকৃশ কেশরী-গরব-খবরকারী ॥ ২৬৩২ ॥
জগমগ ভুজ, জানু তরুণ, অরুণাবলি কিরণ চরণ,
কমল মধুর সৌরভভরে, ভকত ভ্রমর ভোর।
করুণাঘন ভুবনবিদিত, প্রেম অমিয়া বরখত নিত,
নরহরি-মতি মন্দক বহু, পরশত নাহি থোর ॥ ২৬৩৩ ॥

পুনঃ—বেরগুপ্ত

সুরধুনী-তীর, পরম নিরমল থল,
তহি উলসিত সব ভকত উদার।
গায়ত কত কত, গীত অমিয়ময়,
বায়ত বাদ্য বিবিধ পরকার ॥ ২৬৩৪ ॥
নাচত গুণমণি গৌরকিশোর।
চন্দন-চরচিত, রুচির অঙ্গ অতি,
অপরূপ রূপ রমণী-মন-চোর ॥ ধ্রু ॥ ২৬৩৫ ॥
অমল কমলদল লোচন জগমগ,
ভাঙ ভঙ্গি নব অলকবিলাস।
শারদ নিশাকর- নিকর-নিন্দি মুখ,
কোটি মদন-মদ-মরদন হাস ॥ ২৬৩৬ ॥
চঞ্চল ললিত বিশাল বক্ষঃ পরি,
ঝলকত জিনি দামিনী মণিহার।
নরহরি পঁহু পদ ধরত তাল যব,
তব কি মধুর রব নূপুর ঝনকার ॥ ২৬৩৭ ॥

পুনঃ—বসন্ত

সুরধুনী-তীরে তরুণ তরু-বল্লরী,
পল্লব নব নব কুসুম বিমুকাশ।
পরিমলে মুগধ মধুপকুল কূজত,
কোকিল কীর কিরত চহু পাশ ॥ ২৬৩৮ ॥
নাচত তঁহি নট গৌরকিশোর।
কেশর মৃগমদ- চন্দন-চরচিত,
ফাগু অরুণ অনু অধিক উজোর ॥ধ্রু॥২৬৩৯॥
নিরুপম বেশ বসন মণিভূষণ,
ঝলকত চারু চপল বনমাল।
অভিনব ভঙ্গি ভুবন-মনমোহন,
ঘন ঘন ধরত চরণতলে তাল ॥ ২৬৪০ ॥
গায়ত পরম মধুর পরিকরগণ,
নিরখি' বদন-শশি উলস অভঙ্গ।
সুরগণ গগনে মগন ভণ জয় জয়,
বায়ত নরহরি মধুর মৃদঙ্গ ॥ ২৬৪১ ॥

পুনঃ—বসন্ত

আজু সুরধুনীতীরে সুন্দর গৌর নৃত্য-বিভোর।
ফাগুবিন্দু সুগন্ধি চন্দনচর্চিত অঙ্গ উজোর ॥ ২৬৪২ ॥
ভাল ঝলকত তিলক অতুলিত ললিত কুন্তলভার।
শ্রবণ-কুণ্ডল গণ্ড মণ্ডিত, ভাঙ ভঙ্গি অপার ॥ ২৬৪৩ ॥
লোল লোচন কঞ্জ মঞ্জু, ময়ঙ্ক জিতি মুখজ্যোতি।
অরুণ অধর সুহাস মৃদু মৃদু, দন্ত নিন্দই মোতি ॥ ২৬৪৪ ॥
বাহু কনক, মৃণাল মনমথদমন বক্ষ বিশাল।
চারু রচিত বিচিত্র চঞ্চল, কণ্ঠে মালতীমাল ॥ ২৬৪৫ ॥
ক্ষীণ কটিতট জটিত কিঙ্কিণী, পহিরে বসন সুচারু।
চরণ-নূপুর রণিত নিরুপম, সব মদ সকল শিঙ্গারু ॥২৬৪৬॥
হেরি অপরূপ রূপপরিকর, মগন গুণ নহু অন্ত।
ঝাঁজ মুরজ মৃদঙ্গ বায়ই, গায়ে রাগ বসন্ত ॥ ২৬৪৭ ॥
শুনত সুরগণ গগনমণ্ডলে, ধিরয ধরই না পারি।
ধাই ধাই চলু চহু ওর নব, নদীয়ানগর-নরনারী ॥ ২৬৪৮ ॥
হোত জয়জয়-কার জগ ভরি' উমড়ি প্রেম-প্রবাহ।
ভণত নরহরি ধন্য কলিযুগে বিলসে গোকুলনাহ ॥২৬৪৯॥

সুরধুনীতীরে প্রভু বিলসিয়া রঙ্গে।
এই পথে নিজ-গৃহে গেলা ভক্তসঙ্গে ॥ ২৬৫০ ॥
একদিন প্রভু মহা উল্লসিত হৈয়া।
আইলা শ্রীবাসগৃহে এই পথ দিয়া ॥ ২৬৫১ ॥
দেখ শ্রীনিবাস এই শ্রীবাসভবনে।
এথা বৈসে প্রভু প্রিয় পরিকর-সনে ॥ ২৬৫২ ॥
শ্রীকীর্ত্তন বিনা কিছু প্রভুরে না ভায়।
শ্রীকীর্ত্তনে সবে প্রভু উল্লাস জন্মায় ॥ ২৬৫৩ ॥
প্রভুর অন্তর অন্যে না পারে জানিতে।
প্রসন্ন নয়নে প্রভু চাহে চারি ভিতে ॥ ২৬৫৪ ॥

শ্রীবাসগৃহে মহাপ্রভুর অভিষেক—

প্রভুর ইঙ্গিতে বুঝি প্রভু-প্রিয়গণ।
শ্রীঅভিষেকের শীঘ্র করে আয়োজন ॥ ২৬৫৫ ॥
গঙ্গাজল আনে সব উল্লাস হিয়ায়।
প্রভুর অভিষেক-গীত মুকুন্দাদি গায় ॥ ২৬৫৬ ॥
এথা গৌরচন্দ্রে বসাইয়া সিংহাসনে।
করে অভিষেক অতি অপূর্ব বিধানে ॥ ২৬৫৭ ॥

গীতে যথা—সুহই

শঙ্খ দুন্দুভি-নাদ বাজয়ে সুস্বরে।
গোরাচাঁদের অভিষেক করে সহচরে ॥ ২৬৫৮ ॥
গন্ধ, চন্দন, শিলা, ধূপ, দীপ জ্বাল।
নগরের নারী সব করে অর্ঘ্য থালি ॥ ২৬৫৯ ॥
নদীয়ার-লোক সব দেখি আনন্দিত।
জয় জয় জয় দিয়া কেহ গায় গীত ॥ ২৬৬০ ॥
গোরাচাঁদের মুখ করে নিরীক্ষণে।
গোরা অভিষেক-রস বাসুঘোষ গানে ॥ ২৬৬১ ॥

পুনঃ—মায়ূর

আজু অভিষেক সুখের অবধি, বৈসে সিংহাসনে গোরা গুণনিধি,
নিরুপম শোভা-ভঙ্গিমাতে কেউ ধৈরয না ধরে ধরণীতলে।
চিকণ চাঁচর কেশ শিরে শোহে, লোটায়ে পিঠে ছটা মন মোহে,
হেমধরাধর শিখরেতে যেন যমুনাপ্রবাহ বহয়ে ভালে ॥ ২৬৬২
নিরমল অঙ্গ ঝলমল করে, কত শত মনমথ-মদ হরে,
কেহ না বিভল হয় হাসিমাখা মুখশশীপানে বারেক চা'য়া।
অভিষেক-মন্ত্র পড়ি' বারেবারে, নিত্যানন্দাদ্বৈত উল্লাস অন্তরে,
শ্রীবাসাদি পহু শিরে সুবাসিত জল ঢালে করে কলস লৈয়া ॥
জগদীশ বাসুদেব নারায়ণ, মুকুন্দ মাধব গানে বিচক্ষণ,
শ্রুতি জাতি-স্বর ভেদ নানা তালে গায় অভিষেক অমিয়াধারা
গোবিন্দ গোবিন্দানন্দে খোল বায়, ধাধা ধিক্ ধিক্ ধেয়া না না তায়,
নাচে বক্রেশ্বর সুমধুর ছান্দে কারু নেত্রে বহে আনন্দধারা ॥
সুরগণ গণসহ অলখিত, অভিষেক সুখে হৈয়া বিমোহিত,
বরিষে কুসুম থরে থরে করে জয় জয় ধ্বনি পুলক অঙ্গে।
পতিব্রতা নারীগণ ঘন ঘন দেই জয়কার অতি রসায়ন,
মঙ্গলরীতি কি নব নব নরহরি হেরি হিয়া উথলে রঙ্গে ॥ ২৬৬৫

পুনঃ—ধানশী

কি আনন্দ শ্রীবাস-ভবনে।
করয়ে প্রভুর অভিষেক প্রিয়গণে ॥ ২৬৬৬ ॥
স্বর্ণ-সিংহাসনে বসাইয়া।
আনে সুবাসিত জল উলসিত হৈয়া ॥ ২৬৬৭ ॥
অভিষেক-মন্ত্র পাঠ করি'।
প্রভুর মস্তকে জল ঢালে ঘট ভরি' ॥ ২৬৬৮ ॥
উলু লু লু দেই নারীগণ।
বাজে নানা বাদ্যধ্বনি ভেদয়ে গগন ॥ ২৬৬৯ ॥
অভিষেক-গীত সবে গায়।
ভাসয়ে নিয়ত নেত্র আনন্দধারায় ॥ ২৬৭০ ॥
দেবগণ জয় জয় দিয়া।
নাচে কত সাধে অভিষেক নিরখিয়া ॥ ২৬৭১ ॥
অভিষেক-শোভা মনোহর।
ঝলমল করয়ে কোমল কলেবর ॥ ২৬৭২ ॥
নরহরি আপনা নিছয়ে।
সুধাময় বদনে মদন মুরুছয়ে ॥ ২৬৭৩ ॥

ওহে শ্রীনিবাস! কি বলিব এক মুখে?
কেবা না মাতিল প্রভু-অভিষেক-সুখে? ২৬৭৪ ॥
কেহ কত ঘট জল আনে লেখা নাই।
মন্দ মন্দ হাসে প্রভু সবা পানে চাই ॥ ২৬৭৫ ॥
জল আনে শ্রীবাসের দাসী—নাম 'দুঃখী'।
দেখি' তা'র ভক্তি প্রভু নাম থুইল—'সুখী' ॥ ২৬৭৬ ॥

অভিষেক-শোভার উপমা নাই দিতে।
দেখে ভক্তগণ দাঁড়াইয়া চারিভিতে ॥ ২৬৭৭ ॥
মনের উল্লাসে কেহ পানি তোলা লৈয়া।
মোছয়ে প্রভুর অঙ্গ স্নান সমাধিয়া ॥ ২৬৭৮ ॥
কেহ লৈয়া সূক্ষ্ম নূতন শুক্ল বাস।
পরায় প্রভুরে কত বাঢ়য়ে উল্লাস ॥ ২৬৭৯ ॥
কেহ অতি সুগন্ধি-চন্দন দিয়া গায়।
ভূষণে ভূষিত করি' চান্দমুখ চায় ॥ ২৬৮০ ॥
এথাই পাতয়ে বিষ্ণুখট্টা সজ্জ করি'।
তাহার উপরে বৈসে প্রভু গৌরহরি ॥ ২৬৮১ ॥
প্রভুশিরে ছত্র ধরে নিত্যানন্দ রায়।
পরম আনন্দে কেহ চামর ঢুলায় ॥ ২৬৮২ ॥
কেহ কেহ পুষ্প বর্ষে মনের উল্লাসে।
দেখে শোভা সবাই রহিয়া চারিপাশে ॥ ২৬৮৩ ॥
বিবিধ প্রকারে সভে প্রভুরে পূজিয়া।
সভেই করয়ে স্তুতি ভূমে প্রণমিয়া ॥ ২৬৮৪ ॥
বিবিধ সামগ্রী সভে প্রভুরে ভুঞ্জায়।
ভক্তদ্রব্য মাগিয়া ভুঞ্জয়ে গৌররায় ॥ ২৬৮৫ ॥
কে বুঝিবে শ্রীগৌরচন্দ্রের ভাবমর্ম ?
ভাবাবেশে কহয়ে সভার জন্ম-কর্ম ॥ ২৬৮৬ ॥
শ্রীবাস, অদ্বৈত, গঙ্গাদাস; হরিদাসে।
পূর্ব কথা কহে প্রভু সুমধুর ভাষে ॥ ২৬৮৭ ॥
শুনিয়া সে সব সভে ভাসে নেত্রজলে।
করে কত স্তুতি পড়ি' প্রভু-পদতলে ॥ ২৬৮৮ ॥
ঐছে যে যে ভক্তের জন্মাদি-কথা কয়।
শুনি' সে সবার মহা উল্লাস হৃদয় ॥ ২৬৮৯ ॥
খোলাবেচা শ্রীধরেরে প্রভু দিলা বর।
পরম কৌতুকে স্তুতি করিলা শ্রীধর ॥ ২৬৯০ ॥
প্রভুর আজ্ঞায় বর মাগে যত জন।
দিলেন সবারে বর শচীর নন্দন ॥ ২৬৯১ ॥
যে যে অবতারে যে যে ভক্তে কৃপা কৈল।
তৈছে সে সে ভক্তে প্রভু প্রত্যক্ষ হইল ॥ ২৬৯২ ॥
শ্রীমুরারিগুপ্তে প্রভু দিলেন দর্শন।
দূর্বাদলশ্যাম রাম জানকী-জীবন ॥ ২৬৯৩ ॥
শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সীতা, মুরারি দেখিয়া।
আপনারে দেখে 'হনুমান্' হর্ষ হৈয়া ॥ ২৬৯৪ ॥
মুরারির স্তুতি শুনি' প্রভুর উল্লাস।
'মুরারিবল্লভ'-নাম হইল প্রকাশ ॥ ২৬৯৫ ॥
মুকুন্দেরে প্রভু দণ্ড-অনুগ্রহ কৈল।
'মুকুন্দ প্রভুর প্রিয়'—বিদিত হইল ॥ ২৬৯৬ ॥
সাত-প্রহরিয়া-ভাবে অদ্ভুত বিলাস।
নেত্র ভরি' দেখে যত প্রভুপ্রিয়দাস ॥ ২৬৯৭ ॥
চতুর্মুখ, পঞ্চমুখ-আদি দেবগণ।
অলক্ষিত হৈয়া সভে করয়ে দর্শন ॥ ২৬৯৮ ॥
কি বলিব এক মুখে ওহে শ্রীনিবাস।
এথা রহি দেখিনু মুই প্রভুর বিলাস ॥ ২৬৯৯ ॥
শ্রীবাসভবনেতে সুখের সীমা নাই।
ভাব শান্তি হৈলে প্রভু বৈসে এই ঠাঁই ॥ ২৭০০ ॥
গৌরাঙ্গের বাক্যে নিত্যানন্দের যে রীত।
গদাধর আদি তা'হে হৈল উল্লসিত ॥ ২৭০১ ॥
নিত্যানন্দে রাখি প্রভু শ্রীবাস-ভবনে।
এই পথে নিজ-গৃহে গেলা গণসনে ॥ ২৭০২ ॥

শ্রীনিবাসের নিকট শ্রীনিত্যানন্দপ্রসঙ্গ-বর্ণনাক্রমে জগাই-মাধাইর উদ্ধার-বৃত্তান্ত-কথন—

নিত্যানন্দ-চরিত্র বুঝিতে কেবা পারে ?
শ্রীমালিনী 'দুঃখী' দেখি জিজ্ঞাসিল তাঁ'রে ॥২৭০৩॥
—"পিত্তলের ঘৃতপাত্র কাক লৈয়া গেল।"
শ্রীমালিনীদেবী নিত্যানন্দে নিবেদিল ॥ ২৭০৪ ॥
হাসি' নিত্যানন্দ আজ্ঞা কৈল কাক-পক্ষে।
বাটী আনি' দিল কাক মালিনী-সম্মুখে ॥ ২৭০৫ ॥
নিত্যানন্দ-প্রভাব দেখিয়া পুণ্যবতী।
চাহি' নিত্যানন্দ-পানে কৈল বহু স্তুতি ॥ ২৭০৬ ॥
একদিন এই পথে নিত্যানন্দ-রায়।
আইকে দেখিতে চলে উল্লাস হিয়ায় ॥ ২৭০৭ ॥
একদিন নিত্যানন্দ হরিদাস-সাথে।
শ্রীশচী-আলয় হৈতে আইসে এই পথে ॥ ২৭০৮ ॥
প্রভুর আজ্ঞায় নদীয়ার ঘরে ঘরে।
'কৃষ্ণ ভজ' এই ভিক্ষা মাগয়ে সবারে ॥ ২৭০৯ ॥

শিষ্ট লোক এই বাক্যে আনন্দ পায় চিতে।
পাষণ্ড অসুর হাসি করে নানা মতে ॥ ২৯১০ ॥
এই পথে চলে যথা জগাই-মাধাই।
তা'রে উপদেশে—'কৃষ্ণ ভজ দুই ভাই' ॥২৯১১ ॥
শুনিয়া মদ্যপ দুই মহা-দুরাচার।
পড়িয়াছিলেন, উঠি' কহে,—'মার মার' ॥ ২৯১২ ॥
ব্রহ্মাদি দেবতা যাঁ'রে ধ্যানে নাহি পায়।
হেন নিত্যানন্দে দোঁহে ধরিবারে ধায় ॥ ২৯১৩ ॥
জগাই-মাধাইর ক্রিয়া কহিব বা কত?
চিত্রগুপ্ত লিখিতে না পারে পাপ যত ॥ ২৯১৪ ॥
ব্রাহ্মণ হৈয়া সঙ্গদোষে হৈলা নষ্ট।
নবদ্বীপ আদি ভয়ে কাঁপে—ঐছে দুষ্ট ॥ ২৯১৫ ॥
মহাক্রোধে কহি' কটুবাক্য, বজ্রাঘাত।
নিত্যানন্দ-মাথে এথা কৈল রক্তপাত ॥২৯১৬ ॥
অচ্ছেদ্য অভেদ্য নিত্যানন্দের শরীর।
ইথে রক্তপাত—ইহা বুঝে কুন ধীর ॥ ২৯১৭ ॥
গণসহ প্রভু এথা আসি' গৃহ হৈতে।
চক্রে আকর্ষিল মহাদম্ভে সংহারিতে ॥২৯১৮ ॥
নিত্যানন্দ পরম দয়ালু ব্যক্ত হৈল।
সুদর্শন-চক্র হৈতে তা'রে রক্ষা কৈল ॥ ২৯১৯ ॥
পাতকী-তারণ নিত্যানন্দ কৃপা কৈলা।
জগাই-মাধাই দুই ভাই উদ্ধারিলা ॥ ২৯২০ ॥
দেবের দুর্লভ ভক্তি দিয়া দুই জনে।
দোঁহার যে পাপ প্রভু লইলা আপনে ॥২৯২১ ॥
নিজগণ-মধ্যে দোঁহে গণনা করিল।
সংকীর্তন-সুখের সমুদ্রে ডুবাইল ॥ ২৯২২ ॥
স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে হইল এই ধ্বনি।
—"দুই দৈত্যে উদ্ধারিলা গৌরগুণমণি ॥" ২৯২৩ ॥
ঘুচিল সভার ভয়, উল্লাস-হিয়ায়।
জগাই-মাধাইরে দেখিতে কে না ধায়? ২৯২৪ ॥

গীতে যথা—গুর্জরী

আজু কি আনন্দ নদীয়া-নগরে,
জগাই-মাধাই দোঁহে দেখিবারে,
ধায় চারিদিকে কি নারী-পুরুষ,
পরস্পর কহে কত না কথা।
কেহ কহে অতি বিরলেতে রৈয়া,
—'ওই দেখ দেখ দুঁহু পানে চা'য়া,
সুরুজের সম তেজ এবে ভেল,
সে পাপ-শরীর গেল বা কোথা? ২৯২৫ ॥
কেহ কহে,—"আহা মরি! মরি!
ভাবে গর গর বৈসে বেরি' বেরি',
কান্দি' উঠে, ছুটে আঁখে বারিধারা,
নিবারিতে নারে, না ধরে ধৃতি"।
কেহ কহে,—"হের'দেখ নিরুপম,
পুলকিত তনু কাঁপে ঘন ঘন,
ধূলায় ধূসর ধরণীতে পড়ি',
গড়ি' যায় কিছু নাহিক স্মৃতি" ॥ ২৯২৬ ॥
কেহ কহে,—"কিবা গোরা-মুখশশী-
পানে চাহি জানি কত সুখে ভাসি',
হাসি-সুধা-পানে উনমত হৈয়া,
লোটাইয়া পড়ে চরণতলে"।
কেহ কহে,—"দেখ নিতাইচান্দেরে,
চাহি' হিয়া-মাঝে কত খেদ করে,
দুখানি চরণ পরশিয়া করে,
করে অভিষেক আঁখের জলে" ॥ ২৯২৭ ॥
কেহ কহে,—"দেখ অদ্বৈত তপসী,
গদাধর শ্রীবাসাদি-পাশে পশি',
অতুল উলসে ফুলি' ফুলি' ফিরে,
লইয়া সভার চরণ-ধূলি"।
কেহ কহে,—"কত কাতর অন্তরে,
এক ভিতে রহি, দন্তে তৃণ ধরে,
নরহরি—পহুঁ! পরিকর-সহ,
কর কৃপা"—কহে দু'বাহু তুলি" ॥ ২৯২৮ ॥
যে কৌতুক জগাই-মাধাই উদ্ধারিতে।
হইলে সহস্র মুখ না পারি কহিতে ॥ ২৯২৯ ॥
জয় জয় জয়-ধ্বনি ভরিল ভুবন।
স্বর্গে মহা আনন্দে নাচয়ে দেবগণ ॥ ২৯৩০ ॥

অলক্ষিত পুষ্পবৃষ্টি করে অনিবার।
নারদাদি গায় প্রভু-করুণা অপার ॥ ২৭৩১ ॥
করুণাময় অবতার শ্রীগৌররায়।
পরম দুঃখীরে সুখসমুদ্রে ডুবায় ॥ ২৭৩২ ॥
সভা-সহ সঙ্কীর্ত্তনাবেশে গৌরহরি।
নিজ-গেহে গেলা—লোক দেখে নেত্র ভরি' ॥ ২৭৩৩॥
কি বলিব ?—জগাই-মাধাই দুইজন।
ভক্তিরত্ন উপার্জনে মহা-বিচক্ষণ ॥ ২৭৩৪ ॥
রজনী-প্রভাতে দোঁহে করি গঙ্গাস্নান।
নির্জনে লয়েন দুই লক্ষ হরিনাম ॥ ২৭৩৫ ॥
পরম ধার্মিক দুই বিপ্র মহাশয়।
নবদ্বীপে দোঁহারে কেবা না প্রশংসয় ? ২৭৩৬ ॥
এই দেখ জগাই-মাধাইর বাসস্থান।
এ স্থান-দর্শনে পাপী পায় পরিত্রাণ ॥২৭৩৭ ॥
শ্রীমাধাই প্রভু নিত্যানন্দের আজ্ঞায়।
গঙ্গাঘাট সজ্জ করে হৈয়া দীনপ্রায় ॥২৭৩৮ ॥
গঙ্গাস্নানে যায় যে যে তা'রে প্রণমিয়া।
করয়ে প্রার্থনা দৈন্য কান্দিয়া কান্দিয়া ॥২৭৩৯ ॥
শুনি' মাধাইর দৈন্য কেবা না কান্দয় ?
মাধাইর হিত-চিন্তা সকলে করয় ॥ ২৭৪০ ॥
এই মাধাইর ঘাট যে করে দর্শন।
ভক্তি লভ্য হয়, ঘুচে সংসার-বন্ধন ॥ ২৭৪১ ॥
যে তপস্যা মাধবের—কহনে না যায়।
"শ্রীমাধব ব্রহ্মচারী"—খ্যাতি নদীয়ায় ॥ ২৭৪২ ॥

শ্রীবাস-গৃহে মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ—

একদিন নিজ-গৃহ হৈতে প্রভু রঙ্গে।
এ-পথে শ্রীবাস-গৃহে গেলা ভক্তসঙ্গে ॥ ২৭৪৩ ।
শ্রীবাস উল্লাসে ধৈর্য ধরিতে নারিল।
প্রভুর অদ্ভুত কৃপাসমুদ্রে ডুবিল ॥ ২৭৪৪ ॥
এথা গৌরচন্দ্র নৃত্য করে সংকীর্ত্তনে।
সভা-প্রতি কহে,—"সুখ না জন্ময়ে কেনে" ? ২৭৪৫ ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীবাসপণ্ডিত।
চিন্তাযুক্ত হইয়া চাহয়ে চারিভিত ॥ ২৭৪৬ ॥
শ্রীবাসের শাশুড়ী মাথায় ডোল দিয়া।
এ-ঘরের কোণেতে আছিলা লুকাইয়া ॥ ২৭৪৭ ॥
বাহ্যহীন শ্রীবাস উন্মত্ত কৃষ্ণাবেশে।
ঘর হৈতে বাহির কৈল ধরি তা'র কেশে ॥২৭৪৮॥
প্রভু কহে,—"এবে সুখ উপজয়ে মনে।
হইলেন সভে মহামত্ত সঙ্কীর্ত্তনে ॥ ২৭৪৯ ॥
একদিন প্রভু প্রেমে মূর্ছিত এথায়।
পদধূলি লইয়া অদ্বৈত মাথে গায় ॥ ২৭৫০ ॥
বাহ্য পাই প্রভু নৃত্য করে সংকীর্ত্তনে।
সভা-প্রতি কহে,—'সুখ না জন্ময়ে কেনে'? ২৭৫১॥
না জানিয়ে অপরাধ কোথা বা হইল।
অদ্বৈতের পানে চাহি সকল জানিল ॥ ২৭৫২ ॥
মহা-বলবান্ প্রভু ধরি' অদ্বৈতেরে।
অদ্বৈত-চরণ লৈয়া ঘষে নিজ-শিরে ॥ ২৭৫৩ ॥
সংকীর্ত্তনাবেশে প্রভু বৈসে এ খট্টায়।
ভিক্ষা করি' শুক্লাম্বর আইলা এথায় ॥ ২৭৫৪ ॥
মহাপ্রীতে প্রভু সে ঝুলিতে হাত দিয়া।
খায়েন তণ্ডুল তা'রে 'সুদামা' বলিয়া ॥ ২৭৫৫ ॥
কত দৈন্য করি' ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর।
ঝুলি কাঁধে কীর্ত্তনে নাচয়ে মনোহর ॥ ২৭৫৬ ॥
শ্রীশুক্লাম্বরের প্রেমচেষ্টা নিরখিতে।
গণসহ প্রভুর আনন্দ বাঢ়ে চিতে ॥ ২৭৫৭ ॥
শ্রীবাস-আলয়ে প্রভু ঐছে বিলসিয়া।
নগর-ভ্রমণে চলে নিজ-গৃহে গিয়া ॥ ২৭৫৮ ॥
এইখানে বিশ্বম্ভর প্রিয়গণ-সঙ্গে।
ভাসে সংকীর্ত্তন-সুখ-সমুদ্র-তরঙ্গে ॥ ২৭৫৯ ॥
পরম অদ্ভুত নৃত্য করে গৌররায়।
চতুর্দিকে পারিষদবৃন্দ সভে গায় ॥ ২৭৬০ ॥

গীতে যথা—দেবকিরী

বলি-কলি-মত্ত-মতঙ্গজ-মরদন
গৌরসিংহ নাচত নদীয়ায়।
জয় জয় রব সব ভুবন বিয়াপিত,
নিখিল লোক মিলি' চৌদিকে ধায় ॥ ২৭৬১॥

গায়ত পরম　　প্রবল প্রিয় পরিকর,
　　কিন্নর-তুরগম তাল-তরঙ্গ।
বাজত মুরজ　　মৃদঙ্গ দৃমিকি দৃমি,
　　দাঁ দাঁ দৃমি কট ধিকট দিলঙ্গ ॥ ২৭৬২ ॥
কম্পই ধরণী　　ধরত পদ-পঙ্কজ,
　　ডগমগি অঙ্গভঙ্গি অনুপাম।
লোচন তরুণ　　অরুণ-রুচি গঞ্জই,
　　চাহনি চারু চমকে কত কাম ॥ ২৭৬৩ ॥
শশধর-নিকর　　নিন্দি মুখ মধুরিম,
　　হাসত লহু-লহু অমিয় গোরি।
প্রেম বিতরি'　　নরহরি-প্রভু পামরে,
　　করই কোরে ভুজযুগ পসারি' ॥ ২৭৬৪ ॥

পুনঃ—মেঘরাগ

　　নাচত গৌর নটন পণ্ডিতবর।
কুমকুম-দামিনী-　　দাম-দমন তনু
　　মণ্ডিত নিরুপম বিপুল পুলকভর ॥ ধ্রু ॥ ২৭৬৫ ॥
অরুণ অধর মৃদু,　　চান্দ বদন লস
　　দশন কুন্দ লহু, হাস অমিয় ঝর।
নয়ন-কঞ্জ জন-　　রঞ্জন রসময়,
　　চাহনি কত শত মদন-গরব-হর ॥ ২৭৬৬ ॥
কনক-মৃণাল-　　নিন্দি ভুজযুগ তুলি,'
　　বোলত হরি হরি, অন্তর গর গর।
মঙ্গলময় কো-　　মল সুললিত পদ,
　　বিবিধ ভঙ্গি সঞে, ধরই ধরণীপর ॥ ২৭৬৭ ॥
বাজত ঝাঁজ সু-　　ধমক খোল কত,
　　গায়ত মধুর মধুর সুর পরিকর।
বিতরত প্রেম-　　রতন ধন জগ ভরি,'
　　বঞ্চিত কুমতি এ নরহরি পামর ॥ ২৭৬৮ ॥

পুনঃ—ভূপতি

নাচত গৌর,　　নটন জনরঞ্জন,
　　নিখিল মদন-মদ-ভঞ্জন অঙ্গ।
পুলকিত ললিত,　　কম্প ঘন উনমত,
　　শুনইতে পুরুব পীরিতি-পরসঙ্গ ॥ ২৭৬৯ ॥
লোচন অরুণ,　　কমলদল ছল ছল,
　　জল ঝলকত যনু মোতিমদাম।
হসইতে দশন,　　বিজুরী-সম চমকত,
　　ঢর ঢর মধুর অধর অনুপাম ॥ ২৭৭০ ॥
কুঞ্জর-করবর-　　গরব-বিমোচন,
　　মঞ্জু বিপুল ভুজযুগল পসারি'।
নিরখি' গদাধরে,　　করই কোরে পুনঃ,
　　ভণই মরমধৃতি ধরই না পারি ॥ ২৭৭১ ॥
উথলই প্রেম-　　পয়োনিধি নিরুপম,
　　প্রবল তরঙ্গ-রঙ্গ উপজায়।
পামর, পতিত,　　দুঃখিত সুখে ভাসয়ে,
　　নরহরি পাপী, পরশ নহ তায় ॥ ২৭৭২ ॥

পুনঃ—নট্টনারায়ণ

　　নাচত গৌর পরম সুখসদনা।
অবিরল বিপুল,　　পুলককুল ঝলমল,
　　সুললিত অঙ্গ মদনমদ-কদনা ॥ ধ্রু ॥ ২৭৭৩ ॥
টলমল অমল,　　কমলদল লোচন,
　　চাহনি করুণ অরুণরুচি রুচিরে।
নিরখি' শারদশশী,　　হসিত লপনলস,
　　দশন-সুকিরণ হরত চিত অচিরে ॥ ২৭৭৪ ॥
গজবর-গরব-　　হরণ গতি নব নব,
　　ধরতেই চরণ ধরণী অতি মুদিতা।
গদ গদ হৃদয়,　　বদত ঘন হরি হরি,
　　নিরুপম ভাব-বিভব-ভর উদিতা ॥ ২৭৭৫ ॥
উনমত অতুল,　　রতন ধন বিতরণে,
　　হরল বিপদ, যশ ভরল এ ভুবনে।
পূরল সকল মনো-　　রথ ইথে বঞ্চিত
　　নরহরি বিফল জনম, ধিক্ জীবনে ॥ ২৭৭৬ ॥
ওহে শ্রীনিবাস ! সঙ্কীর্ত্তনে মগ্ন হৈয়া।
মন্দ মন্দ চলে প্রভু এই পথ দিয়া ॥ ২৭৭৭ ॥
দেখ প্রভুপ্রিয় সঞ্জয়ের এই ঘর।
অদ্ভুত ভঙ্গিতে এথা নাচে বিশ্বম্ভর ॥ ২৭৭৮ ॥

গীতে যথা—নাট

নাচত শচীতনয় গৌর, মাধুরী মন মোহে।
কনকাচলদলন দেহে পুলকাবলি শোহে ॥ ২৭৭৯ ॥
ঝলমল বিধুবদন অমিয় বরষত মৃদু হাসে।
চঞ্চল নয়নাঞ্চলে কত কত রস পরকাশে ॥ ২৭৮০ ॥
পদতলে ধরু তাল ঝনন, নূপুর ঘন বাজে।
অভিনব বহু ভঙ্গি নিরখি' মনমথ মরু লাজে ॥২৭৮১॥
গায়ত গুণ জগজন নিমগন সুখ-পরবাহে।
বঞ্চিত নরহরি দীনহীন দহে ভবদবদাহে ॥ ২৭৮২ ॥

পুনঃ—নটি

কিবা খোল করতাল বাজে।
চারিপাশে পরিকর সাজে ॥ ২৭৮৩ ॥
আজু গায়ত মধুর লীলা।
শুনি' দরবয়ে দারুশিলা ॥ ২৭৮৪ ॥
রঙ্গে নাচয়ে সুন্দর গোরা।
কেবা জানে কি ভাবে ভোরা ॥ ২৭৮৫ ॥
নব পুলক-বলিত তনু।
শোহে কনকপনস জনু ॥ ২৭৮৬ ॥
সুর-সরিত-প্রবাহ পারা।
দু'টী নয়নে বহয়ে ধারা ॥ ২৭৮৭ ॥
ঘন ঘন ভুজযুগ তুলি'।
গরজয়ে হরি হরি বুলি' ॥ ২৭৮৮ ॥
অতি পতিত পামরে হেরি'।
ধরি' কোরে করে বেরি' বেরি' ॥ ২৭৮৯ ॥
প্রেমধন দেই জনে জনে।
ছাড়ি' একা নরহরি দীনে ॥ ২৭৯০ ॥

পুনঃ—মালবশ্রী

নাচয়ে শচীসুত, বিপুল পুলকিত,
সরস বেশ সুসহয়ে।
কনক জিনি' যহু, মদনময় তনু,
জগত-জন-মন মোহয়ে ॥ ২৭৯১ ॥
ললিত ভুজ তুলি' গরজে হরি বুলি'
পুরুব প্রেমরসে ভাসয়ে।
কত না বারে বারে, নিরখি' গদাধরে,
মধুর মৃদু মৃদু হাসয়ে ॥ ২৭৯২ ॥
শ্রীবাস আদি যত, অধিক উনমত,
অতুল গুণগণ গায়য়ে।
মৃদঙ্গ করতাল, খমক সুরসাল,
তা দৃমি দৃমি দৃমি বায়য়ে ॥ ২৭৯৩ ॥
গগনে সুরগণ, মগন ঘন ঘন,
বরিষে কুসুম সুভাঁতিয়া।
সঘনে জয় জয়, ভণত অতিশয়,
শ্যাম ঘন মুদ মাতিয়া ॥ ২৭৯৪ ॥

পুনঃ—বরাটি

ভুবনমোহন গোরাচাঁদ।
অখিল লোকের মন-ফাঁদ ॥ ২৭৯৫ ॥
নাচে পহুঁ প্রেমের আবেশে।
অরুণ-নয়ন জলে ভাসে ॥ ২৭৯৬ ॥
ভুজ তুলি' হরি হরি বোলে।
পতিতে ধরিয়া করে কোলে ॥ ২৭৯৭ ॥
নিজ-রসে সবারে ভাসায়।
চারিপাশে পারিষদ গায় ॥ ২৭৯৮ ॥
সুকোমল অঙ্গ আছাড়িয়া।
গড়ি যায় ধূলায় পড়িয়া ॥ ২৭৯৯ ॥
দেখিয়া সকল জীব কাঁদে।
নরহরি হিয়া নাই বান্ধে ॥ ২৮০০ ॥

এই বৃক্ষতলে প্রভু দণ্ডেক রহিয়া।
গঙ্গাতীর-পথে চলে উল্লসিত হৈয়া ॥ ২৮০১ ॥
এথা অনুরাগবতী অঙ্গনা উল্লাসে।
পরস্পর কত কথা কহে মৃদুভাষে ॥ ২৮০২ ॥

তত্রাদৌ শ্রীদাসগদাধর-ঠকুরস্য শিষ্যঃ শ্রীযদুনন্দনচক্রবর্তি-কৃত-গীতে যথা—

ধানশী—

গৌরাঙ্গচরিত আজু কি পেখলু মাই।
রাধা রাধা বলি' কান্দে ধরিয়া গদাই ॥ ২৮০৩ ॥
ধরিতে না পারে হিয়া ধরণী লোটায়।
ধূলা লাগিয়াছে কত ও না হেম গায় ॥ ২৮০৪ ॥

সে মুখ চাহিতে হিয়া কি না জানি করে।
কত সুরধুনী-ধারা আঁখি বহি' পড়ে ॥ ২৮০৫ ॥
মৈলু মৈলু কেন গেলু সে পথ বাহিয়া।
ধৈরয না ধরে চিতে ফাটি যায় হিয়া ॥ ২৮০৬ ॥
দেখি' দাস গদাধর লহু-লহু হাসে।
এ যদুনন্দন কহে—ওই রসে ভাসে ॥ ২৮০৭ ॥

পুনঃ—কামোদ

দাস গদাধর বদন হেরি'।
আঁখি-কোণে কহে ইঙ্গিত করি' ॥ ২৮০৮ ॥
কে জানে কি লাগি পুলকে তনু।
হাসিতে অমিয়া বরিষে যনু ॥ ২৮০৯ ॥
সুরনদী-তীরে দেখিলু গোরা।
অখিল তরুণী নয়নচোরা ॥ ২৮১০ ॥
সহজ ভাঙর ভঙ্গিমা কাজে।
পরাণে আজুলি—কি আর লাজে ॥ ২৮১১ ॥
গ্রীবার ভঙ্গিমা কহিল নয়।
আঁখি-পাখী পাখা পসারি' রয় ॥ ২৮১২ ॥
আজানুলম্বিত বাহুর শোভা।
যুবতি-মরম যা' হেরি' লোভা ॥ ২৮১৩ ॥
অরুণ কমল-চরণতলে।
যদু-মন রহু মধুপছলে ॥ ২৮১৪ ॥

পুনঃ—ধানশী

তরুণী-পরাণচোরা গোরারূপ-মাধুরী অমিয়াধারা।
ধনি ধনি ধনি বারেক নয়নকোণেতে পিয়য়ে যা'রা ॥২৮১৫॥
সই ! এ কথা কহিব কাথে।
পণ্ডিত গদাই পানে ঘন চাই রাধিকা বলিয়া ডাকে ॥ ধ্রু ॥
দাস গদাধর করে দিয়া কর উলসে পুলক গা।
মৃদু মৃদু হাসে, কিবা রসে ভাসে কিছু না পাইলু থা ॥২৮১৭॥
নাগরালি ঠাটে নদীয়ার বাটে হিলিতে ঢুলিতে যায়।
নরহরি-মনমোহন ভঙ্গিমা, মদন মুরছে তায় ॥ ২৮১৮ ॥

পুনঃ—কর্ণাটিকা

সজনি সই ! শুন গোরারূপ-গাথা।
বরজ-বধূর সঙ্গে, বিলাস গোপন-রঙ্গে,
ভুবন ভাসিল সেই কথা ॥ ধ্রু ॥ ২৮১৯ ॥

অঙ্গের সৌরভে কত মনমথ উনমত,
মধুকর-ছলে উড়ি' ধায়।
রঙ্গন ফুলের মালা, হিয়ার উপরে খেলা,
কুলবতী-মতি মুরছায় ॥ ২৮২০ ॥
গৌরবরণ দেখি' আর সব সেই সখি !
বলন গমন অঙ্গছটা।
গোকুলচাঁদের ছাঁদ, পরতেক ভুরুফাঁদ,
কুলবতী দুই কুল কাটা ॥ ২৮২১ ॥
কে আছে এমন নারী, নয়নসন্ধান হেরি'
মুখচান্দে হাসির মাধুরী।
দেখিয়া ধৈরয ধরে, তবে সে যাইবে ঘরে,
মনমথে না করি' বাউরী ॥ ২৮২২ ॥
খেনে 'রাধা' বলি' ডাকে, নয়ন মুদিয়া থাকে,
খেনে হাসে ভাবের আবেশে।
খেনে কাঁদে উভরায়, পুলকিত সর্ব গায়,
এ যদুনন্দন ভালোবাসে ॥ ২৮২৩ ॥

পুনঃ—কশ্চিৎ কামোদ

নদীয়ার মাঝে ও না রূপ।
সোনার গৌরাঙ্গ নাচে অতি অপরূপ ॥ ২৮২৪ ॥
অলকাতিলক চান্দ মুখের পরিপাটী।
রসে ডুবু ডুবু করে রাঙ্গা আঁখি দু'টী ॥ ২৮২৫ ॥
অধরে ঈষৎ হাসি, মধুর কথা কয়।
গ্রীবার ভঙ্গিমা দেখি' প্রাণ কোথা রয় ॥ ২৮২৬ ॥
হিয়ার দোলনে দোলে রঙ্গণ ফুলের মালা।
কত রস-লীলা জানে, কত রস-কলা ॥ ২৮২৭ ॥
চন্দনে চর্চিত অঙ্গ বিনোদিয়া কোঁচা।
চাঁচর চিকুরে শোভে গন্ধরাজ চাঁপা ॥ ২৮২৮ ॥
দেবকীনন্দনে বোলে—শুন লো আজুলি।
তুমি কি না জানো—গোরা নাগর বনমালী ॥২৮২৯॥

কশ্চিৎ—কামোদ

নদীয়ার মাঝারে নাচয়ে গোরাচাঁদ।
অখিল জনার মন বাঁধিবারে ফাঁদ ॥ ২৮৩০ ॥
কনক কেশর তনু অনুপম ছটা।
দেখিতে মোহিত নব যুবতীর ঘটা ॥ ২৮৩১ ॥

শরতের চাঁদ কি মধুর মুখখানি।
অমিয়ার ধারা বাণী তাপিয়া জুড়ানি ॥ ২৮৩২ ॥
ঈষৎ মিশাল হাসি অধর উজ্জ্বল।
দশন মুকুতাপাঁতি করে ঝলমল ॥ ২৮৩৩ ॥
নয়নযুগল অনুরাগের আলয়।
চাহনিতে ভুবন পরাণ হরি' লয় ॥ ২৮৩৪ ॥
কামের ধনুক-মদ ভাঙ্গিবার তরে।
কেবা গঢ়াইল ভুরু কত রঙ্গ ধরে ॥ ২৮৩৫ ॥
চাঁচর কেশের ঝুটা চমকিয়া বাঁকে।
মালতি-বলিত অলি ফিরে ঝাঁকে ঝাঁকে ॥ ২৮৩৬ ॥
কে ধরে ধৈরয হেরি' সুচারু কপাল।
চন্দনের বিন্দু ইন্দুগরবের কাল ॥ ২৮৩৭ ॥
ভুবনবিজয়ী মালা দোলয়ে হিয়ায়।
বারেক নিরখি আঁখি সদাই ধিয়ায় ॥ ২৮৩৮ ॥
কিবা সে দীঘল ভুজযুগের বলনী।
কত ভাতি ভঙ্গি সতীকুলের দলনী ॥ ২৮৩৯ ॥
সরুয়া কাঁকালি কিবা মুঠেতে লুকায়।
বিনি মূলে কিনে মন নয়ন জুড়ায় ॥ ২৮৪০ ॥
চরণ-কমলতল অতি অনুপাম।
নখরনিকরে কত মুরুছয়ে কাম ॥ ২৮৪১ ॥
কহে নরহরি কি না জানো রঙ্গ তা'র।
গোকুলনাগর ও না রসের পাথার ॥ ২৮৪২ ॥

কাচিৎ—মল্লারিকা

সই গো! নদীয়া জাহ্নবীকূলে।
কো বিহি কেমনে, গঢ়ল ও তনু,
কনয়া সিরিষ-ফুলে ॥ ২৮৪৩ ॥
কে না পরতীত যায়?
বদন-কমল, বাঁধুলী অধর,
দশনকুন্দ কি তায় ॥ ২৮৪৪ ॥
কাহারে কহিব কথা।
কিংশুক কোরক, নাসিকা সুভগা,
আঁখি উতপল রাতা ॥ ২৮৪৫ ॥
কহিতে না জানি মুখে।
বাহু হেমলতা উপরে পদম,
মল্লিকা ফুটল নখে ॥ ২৮৪৬ ॥
নয়ান আনন্দ-সিন্ধু।
পদতল থল, রাতা উতপল,
নখে মোতিফল নিন্দু ॥ ২৮৪৭ ॥
পিরীতি সৌরভ ধরে।
ত্রিভুবন-জন, মাতল তা' হেরি,
পালটি' না যায় ঘরে ॥ ২৮৪৮ ॥
হরি হরি হরি বোলে।
না জানি কি লাগি' কান্দয়ে গৌরাঙ্গ,
দাস গদাধর কোলে ॥ ২৮৪৯ ॥
অত যে লাগয়ে ধন্দ।
এ যদুনন্দন, কহে—কি না জানো,
ওই না গোকুলচন্দ ॥ ২৮৫০ ॥

কশ্চিৎ—কামোদ

দেখ গোরারঙ্গ সই! দেখ গোরা-রঙ্গ।
নদীয়া-নগরে যায় কনয়া-অনঙ্গ ॥ ধ্রু ॥ ২৮৫১ ॥
হেমমণি-দরপণ জিনিয়া লাবণী।
অরুণ চরণে আলো করিলে অবনী ॥ ২৮৫২ ॥
পূর্ণিমা চান্দের ঘটা ধরিয়াছে মুখ।
ছটায় গগন আলো দিশা নারী-সুখ ॥ ২৮৫৩ ॥
ভুরু-ধনু আঁখি-বাণ বঙ্কিম সন্ধান।
বরজমদন হেন সকল বন্ধান ॥ ২৮৫৪ ॥
জানুবিলম্বিত বাহু, পরিসর বুক।
দরশনে কে না পায় পরশন সুখ ॥ ২৮৫৫ ॥
গতি মত্ত গজপতি জিতি' কমনিয়া।
মজিল তরুণী—ও না না চায় ফিরিয়া ॥ ২৮৫৬ ॥
যদু কহে—ও না সেই গোকুলসুন্দর।
জানিয়া না জান তুমি—তেঞি লাগে ডর ॥ ২৮৫৭ ॥

কাচিৎ—বল্লরী

সই! কিবা অপরূপ রূপ।
পুলক-বলিত তনু অনুপম
কি নব মদন-ভূপ ॥ ২৮৫৮ ॥

কি জানি কি ভাবে　　　ভাবিত অন্তর
অরুণ যুগল-আঁখি।
গদাধর করে　　　ধরি' কি কহয়ে
না জানি কি মধু মাখি' ॥ ২৮৫৯ ॥
অধর বাঁধুলি　　　ফুল সুললিত-
দামিনী দশনছটা।
হাসির মিশালে　　　ঢালে সুধারাশি
বদন-চান্দের ঘটা ॥ ২৮৬০ ॥
নাগরালি কাচে　　　নাচয়ে নদীয়া
নাগরী পরাণচোরা।
নরহরি কহে　　　তুমি কি না জান
গোকুলমোহন গোরা ॥ ২৮৬১ ॥

কাচিৎ—ভূপালী

দেখ দেখ গোরাচান্দে।
কাঞ্চন-রঞ্জন　　　বরণ, মদন-
মোহন নটনছান্দে ॥ ২৮৬২ ॥
পূরুব পিরীতি কহে।
কিশোর বয়সে　　　ভাবের আবেশে
পুলক পূরল দেহে ॥ ২৮৬৩ ॥
কে জানে মরম-বেথা?
যমুনা-পুলিন　　　বন বিহরণ
কহয়ে সে সব কথা ॥ ২৮৬৪ ॥
নীরজ নয়নে নীর।
রাধার কাহিনী　　　কহয়ে আপনি
তিলেক না রহে থির ॥ ২৮৬৫ ॥
গদাধর করে ধরি'।
কাঁদন মাখন,　　　কহিতে বচন
বোলে হরি হরি হরি ॥ ২৮৬৬ ॥
ভাবে জর জর তনু।
ছুটল মাতল　　　কুঞ্জর-গমনে
বনের দলহু যনু ॥ ২৮৬৭ ॥
খেনে হাসে কান্দে নাচে।
অধর কম্পিত,　　　রহয়ে চকিত,
খেনে প্রেমধন যাচে ॥ ২৮৬৮ ॥

এ যদুনন্দন কহে।
তুমি কি না জান　　　গোকুলমোহন
গৌরাঙ্গ ভুবন মোহে ॥ ২৮৬৯ ॥

কাচিৎ—আশাবরী

গৌর বরণ-সোণা, ছটক চাঁদের জোনা।
তরুণ অরুণ　　　চরণে থির,
ভাবে বিয়াকুল মনা ॥ ২৮৭০ ॥
অরুণ নয়নে ধারা, যনু সুরধুনী-ধারা।
পুলক গহন,　　　সিচয়ে সঘন,
মহী জিনি' ভার-ভরা ॥ ২৮৭১ ॥
বদনে ঈষৎ হাসি তরুণী ধৈরয-নাশী।
খেনে খেনে গদ　　　গদ হরিবোলে,
কান্দনে ভুবন ভাসি' ॥ ২৮৭২ ॥
গদাই ধরিয়া কোলে মধুর মধুর বোলে।
আর কি আর কি　　　করিয়া কান্দয়ে,
না জানি কি রসে ভোলে ॥ ২৮৭৩ ॥
যে জানে সে জানে হিয়া, সে রসে মজিল ধিয়া।
এ যদুনন্দন,　　　ভণয়ে আজুলি
—ওই না গোকুলপিয়া ॥ ২৮৭৪ ॥

কশ্চিৎ—দেশপাল

রূপ হেরি' কি না হইল মোরে।
সোনার বরণ তনু,　　　ওই ছিল কালা কানু,
নহিলে কি মন চুরি করে? ২৮৭৫ ॥
রসের পরাণ যা'র,　　　কুল কি করিবে তা'র?
নদীয়া-নগরে হেন জনা।
কি ছার দারুণ মতি,　　　মজিল যুবতী সতী,
প্রতি ঘরে প্রেমের কাঁদনা ॥ ২৮৭৬ ॥
নয়ন কমল-নব,　　　অরুণ পরাভব,
ধারা বহে মুখ বুক বায়।
আহা মরি মরি সই!　　　মরম তোমারে কই
জীব নাশে গোরা না দেখিয়া ॥ ২৮৭৭ ॥
হিয়ায় প্রেমের রস,　　　তনু কৈলে জর জর,
প্রবোধ না মানে মোর প্রাণী।

সুরধুনী-তীরে যা'য়া, ভাসাইব কুলক্রিয়া,
ভজিব সে গোরা-গুণমণি ॥২৮৭৮ ॥
পুরুবে শুনিল যত, সেই সব অভিমত,
এবে ভেল কাল তনু গোরা।
বাসুদেব ঘোষের বাণী, রসিক-নাগর জানি
নহিলে গোপীর মনচোরা ॥২৮৭৯ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের নর্তন-মাধুরী—

ওহে শ্রীনিবাস ! গঙ্গাকূলে এইখানে।
বিহরয়ে রঙ্গে, ধৈর্য হরয়ে নর্তনে ॥২৮৮০ ॥

গীতে যথা—সোমরাগ

সুরধুনী-তীরে গৌর-নট-নাগর
পরিকর সঙ্গে রঙ্গে বিহরে।
নিরুপম বিবিধ নৃত্য নব মাধুরী
নিখিল ভুবন জন-নয়ন হরে ॥ ২৮৮১ ॥
কনক ধরাধর গরবহারী তনু
ঝলমল বিপুল পুলক নিকরে।
কুঞ্জরকর-মদ- হর ভুজ-ভঙ্গিম
নিন্দই কত শত কুসুমশরে ॥২৮৮২ ॥
কুন্দ-দশন-দ্যুতি দমকত মঞ্জুল
মিলিত সুহাস মধুর অধরে।
ডগমগ বদন বদত ঘন হরি হরি
শুনইতে কো আছু ধৈরয ধরে ॥ ২৮৮৩ ॥
উমড়ই হৃদয় গদাধরে হেরইতে
শাঙন ঘন সম নয়ন ঝরে।
নরহরি ভণত ধরণী করু টলমল
সুললিত চঞ্চল চরণ-ভরে ॥ ২৮৮৪ ॥

পুনঃ—মেঘরাগ

আজু সুরধুনী-তীরে নাচত গৌর ঘন অবতার।
ঝুমি রহু চহু ওর শীতল হরত উতপত ভার ॥ ২৮৮৫ ॥
ললিত তনুদ্যুতি দমকে দামিনী চমকে কলি আন্ধিয়ার।
সঘনে হরি হরিবোল গরজনহোরত জগত-বিথার ॥২৮৮৬
ভকতশিখি অতি মত্ত গায়ত ষড়্জ সুর পরচার।
তৃষিত চাতক অখিল জন পিয়ে প্রেমজল অনিবার ॥২৮৮৭
ধন্য ধরণী সুভাগভর বিহি ভুলহ মোদ অপার।
ভণত ঘন ঘনশ্যাম ঐছন দীন কি হোয়ব আর ॥২৮৮৮

পুনঃ—ধানশী

নাচত গৌরকিশোর।
সুরধুনী-তীরে উজোর ॥ ২৮৮৯ ॥
কত শত পরিকর-সঙ্গ।
কীর্তনে অতুলিত রঙ্গ ॥ ২৮৯০ ॥
নিজ পর কাহু না জান।
প্রেমরতন করু দান ॥২৮৯১ ॥
নিরুপম ভাবে বিভোর।
অরুণ নয়নে ঝরু লোর ॥ ২৮৯২ ॥
কহি' কত গদ গদ বাণী।
ধরই গদাধর-পাণি ॥ ২৮৯৩ ॥
ঘন ঘন কাঁপয়ে অঙ্গ।
নরহরি কি বুঝব রঙ্গ ॥ ২৮৯৪ ॥

পুনশ্চ—গৌরড়ী

গৌর সুরধুনী-তীরে নাচত সুঘর পরিকর-সঙ্গ।
হেম ভূধর-গরব-ভর হর পরম মধুরিম রঙ্গ ॥ ২৮৯৫ ॥
অতুল কুন্তল বলিত কেতকী কুন্দ কুসুম সুরঙ্গ।
বাহু বলনি বিশাল বক্ষ বিলোকি' বিলোল অনঙ্গ ॥
ভাবে গরগর গমন গজপতি গঞ্জি' গরজে অভঙ্গ।
কঞ্জ-লোচনে লোর ঢর কত প্রকট যনু যুগগঙ্গ ॥২৮৯৭॥
তরল পদতলে তাল ধরইতে ধরণী অধিক উমঙ্গ।
দাস নরহরি করত জয় জয়-কার কি কহব রঙ্গ ॥২৮৯৮

গঙ্গার সৌভাগ্য বিস্তারিয়া প্রভু রঙ্গে।
এই পথে নিজ-গৃহে গেলা গণসঙ্গে ॥ ২৮৯৯ ॥
নিরন্তর সঙ্কীর্তনানন্দ বিস্তারয়।
নৃত্যাবেশে সদাই চঞ্চল পদদ্বয় ॥ ২৯০০ ॥

শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শক্তিবেশে নৃত্য—

নাচিবেন চন্দ্রশেখরাচার্য-ভবনে।
এ হেতু এ পথে তথা চলে গণসনে ॥ ২৯০১ ॥
এই দেখ চন্দ্রশেখরাচার্য-ভবন।
এথা উপনীত প্রভু-সঙ্গে প্রিয়গণ ॥ ২৯০২ ॥

সদাশিব, বুদ্ধিমন্ত খান্ দুইজনে।
নানা বেশ-দ্রব্য সজ্জ কৈল এইখানে ॥ ২৯০৩ ॥
লক্ষ্মী আদি কাচে নাচিবেন গৌররায়।
হইবে কীর্তন—যা'তে জগত মাতায় ॥ ২৯০৪ ॥
নিত্যানন্দাদ্বৈতাদি সুনট-শিরোমণি।
নানা কাচে নাচিবেন—হৈল এই ধ্বনি ॥ ২৯০৫ ॥
সঙ্কীর্তনে সে নৃত্য দেখিতে সাধ মনে।
বধূ-সহ আই আসি' বৈসে এইখানে ॥ ২৯০৬ ॥
শ্রীবাসাদি প্রভুপ্রিয়গণ-পরিবার।
এথা আসি' বৈসে সভে নৃত্য দেখিবার ॥ ২৯০৭ ॥
এইখানে নানা কাচ কাচে সর্বজন।
যে কাচয়ে যে কাচ, সে সেই মত হন ॥ ২৯০৮ ॥
মুকুন্দাদি কৈল কীর্তনারম্ভ এথায়।
মৃদঙ্গ-মন্দিরা নানা যন্ত্র সভে বায় ॥ ২৯০৯ ॥
অদ্বৈতাদি এ নৃত্য দেখিতে বাসে ডর।
প্রভুর ইচ্ছায় সভে হৈলা যোগেশ্বর ॥ ২৯১০ ॥
জয় জয়-ধ্বনিতেই ভরিল ভুবন।
রুক্মিণীর কাচে নাচে শচীর নন্দন ॥ ২৯১১ ॥
প্রভু হৈলা রুক্মিণী—চিনিতে কেহ নারে।
অদ্ভুত শোভায় দশ দিক্ আলো করে ॥ ২৯১২ ॥

গীতে যথা—রাগ শঙ্করাভরণ

ভুবনমোহন গৌর নটবর, বরজভূষণ রসিক শেখর।
আজু রুক্মিণী-বেশে করু নব নৃত্য নিরুপম ভ্রাজয়ে ॥২৯১৩॥
অঙ্গরুচি জিনি' কনক দরপণ করত ঝলমল ললিত সুচিকণ
রুচির পরম বিচিত্র পহিরণ বিবিধ অংশুক সাজয়ে।
চিকুরচয় কমনীয় বন্ধন ঘোরি মৃগমদ চিত্র চন্দন
সরস লসত ললাট তটমণি বঙ্কনী মন মোহয়ে।
কর্ণভূষণ তরল মৃদুতর গণ্ডযুগ যনু ভ্রমর ভুরুবর
কঞ্জলোচন মঞ্জু অঞ্জন রঞ্জিতাধিক শোহয়ে ॥ ২৯১৪ ॥
বিম্ব-ফলমিব বন্ধুরাধর নাসিকা শুকচঞ্চু বেসর-
বলিত, বয়ন ময়ঙ্ক, দশন স্বকুন্দ মদভর ভঞ্জনা।
কম্বু অঙ্কিত বক্ষ মৃদুতর হার-রতন অনঙ্গ ধৃতিহর
শঙ্খ সঙ্গ কর, কনকাঙ্গুলি অঙ্গুরী জন-রঞ্জনা ॥ ২৯১৫ ॥
অতুল উদর সুঠাম রস ঝরু নবীন কেশরি-গরব দূর করু
ক্ষীণ মধ্য সুমধুর মাধুরী কনক কিঙ্কিণী বাজয়ে।
ভঙ্গি সঙ্গে পদ ধরণী ধরু যব অতি হি কোমল হোত খিতি তব
নিছই নরহরি-জীবন ঘন মঞ্জীর ঝনন বাজয়ে ॥ ২৯১৬ ॥

ওহে শ্রীনিবাস। সর্বশক্তিরূপ প্রভু।
করয়ে নর্তন ঐছে যে না দেখে কভু ॥ ২৯১৭ ॥
খেনে পার্বতীর কাচে নাচে বিশ্বম্ভর।
খেনে লক্ষ্মীবেশে নাচে শচীর কুমার ॥ ২৯১৮ ॥
সর্বশক্তি আবেশ প্রকাশে ক্রিয়াদ্বারে।
মহালক্ষ্মীভাবে বৈসে খট্টার উপরে ॥ ২৯১৯ ॥
প্রভুর আজ্ঞায় স্তুতি করে পরিকর।
শ্রীলক্ষ্মী পার্বতী আদি স্তুতি মনোহর ॥ ২৯২০ ॥
জননী-আবেশে বিশ্বম্ভর গৌরহরি।
পিয়াইল স্তন সভে পুত্রস্নেহ করি' ॥ ২৯২১ ॥
করিল সবার পরিতোষ গৌররায়।
কেবা না ডুবিল এই অদ্ভুত লীলায় ॥ ২৯২২ ॥
গদাধর পণ্ডিতাদি যৈছে নৃত্য কৈল।
যৈছে নিত্যানন্দ প্রেমে বিহ্বল হইল ॥ ২৯২৩ ॥
যৈছে শ্রীঅদ্বৈত শ্রীবাসাদির উল্লাস।
তাহা এক মুখে কি কহিব শ্রীনিবাস ॥ ২৯২৪ ॥
অদ্ভুত বিলাস চন্দ্রশেখরের ঘরে।
ব্রহ্মাদি দেবেও অন্ত করিবারে নারে ॥ ২৯২৫ ॥
রজনী-প্রভাতে স্থির হইয়া প্রভুগণ।
নিজ নিজ-গৃহে সভে করিলা গমন ॥ ২৯২৬ ॥
নৃত্য দেখি আই মহাবিহ্বল হইয়া।
বধূসহ গেলা গৃহে এই পথ দিয়া ॥২৯২৭ ॥
বৈষ্ণবগৃহিণীগণ উল্লসিত মনে।
গৃহে গেলা বিদায় হইয়া আই-স্থানে ॥ ২৯২৮ ॥
আচার্যের গৃহে সপ্ত দিবস পর্যন্ত।
রহিল সে মহাতেজ হৈয়া মূর্তিমন্ত ॥ ২৯২৯ ॥
ওহে শ্রীনিবাস! যে দেখিলু রঙ্গ এথা।
সোঙরিতে সে সব হিয়ায় বাঢ়ে ব্যথা ॥ ২৯৩০ ॥
এ পথে প্রভুর গৃহে হইল গমন।
যে দেখে বারেক তা'র জুড়ায় নয়ন ॥ ২৯৩১ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শান্তিপুরে গমন—

শান্তিপুরে প্রভু মহা-রঙ্গ প্রকাশিয়া।
কিছুদিন রহি' আইলা এই পথ দিয়া ॥ ২৯৩২ ॥
গৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত শোভা মনোহর।
যে দেখে বারেক তা'র উল্লাস অন্তর ॥ ২৯৩৩ ॥
তিন প্রভু গৃহে গিয়া হরিদাস-সাথে।
শ্রীবাস-আলয়ে আইলেন এই পথে ॥ ২৯৩৪ ॥
শ্রীবাস-ভবনে আসি' এথাই বসিলা।
মুরারি প্রথমে গৌরপদে প্রণমিলা ॥ ২৯৩৫ ॥
শেষে নিত্যানন্দে প্রণমিয়া দাঁড়াইলা।
মুরারিরে কহে প্রভু—'ব্যতিক্রম কৈলা ॥ ২৯৩৬ ॥
আগে নিত্যানন্দে না করিলা নমস্কার।
ব্যবহার-বেত্তা তুমি—কি কহিব আর' ॥ ২৯৩৭ ॥
মুরারি কহয়ে,—'প্রভু জানিব কেমতে'।
প্রভু কহে,—'কালি সব পারিবা জানিতে ॥ ২৯৩৮ ॥
অন্য গৃহে যাহ'—কহি' উল্লাস অন্তরে।
সংকীর্তনাবেশে রহে শ্রীবাসের ঘরে ॥ ২৯৩৯ ॥
নিজ-গৃহে গিয়া গুপ্ত করিলা শয়ন।
নিশাবসানেতে দেখে অপূর্ব স্বপন ॥ ২৯৪০ ॥
মহাতেজোময় নিত্যানন্দ বলরাম।
হস্তে শোভে শ্রীহল মুষল অনুপাম ॥ ২৯৪১ ॥
জিনি' চন্দ্র চন্দন রজত রূপরাশি।
বারুণী পানেতে মত্ত চলে হাসি' হাসি' ॥ ২৯৪২ ॥
তা'র পাছে পাছে যায় প্রভু বিশ্বম্ভর।
শিরে শিখীপিঞ্ছ, শ্যাম অঙ্গ মনোহর ॥ ২৯৪৩ ॥
ঐছে স্বপ্ন দেখি' গুপ্ত হর্ষ অতিশয়।
স্বপ্নে হাসি' আপনে কনিষ্ঠ প্রভু কয় ॥ ২৯৪৪ ॥
ঐছে দোঁহে দেখা দিয়া হৈল অদর্শন।
হইলা বিহ্বল গুপ্ত পাইয়া চেতন ॥ ২৯৪৫ ॥
বড় ভাই নিত্যানন্দ—মুরারি জানিলা।
উল্লাসে শ্রীবাসগৃহে আসিয়া মিলিলা ॥ ২৯৪৬ ॥
প্রভু গৌরচন্দ্র বসি' আছে দিব্যাসনে।
নিত্যানন্দ প্রভু শোভে প্রভুর দক্ষিণে ॥ ২৯৪৭ ॥
আগে নিত্যানন্দ-পাদপদ্মে প্রণমিলা।
পাছে গৌরচন্দ্রের শ্রীচরণ বন্দিলা ॥ ২৯৪৮ ॥
হাসি' প্রভু কহে,—'গুপ্ত কর এ কেমন'?
মুরারি কহয়ে—জানাইলেন যেমন ॥ ২৯৪৯ ॥
প্রভু মহাহর্ষে কত কহে মুরারিরে।
হৈল যে কৌতুক তাহা কে কহিতে পারে? ২৯৫০ ॥
চর্বিত তাম্বূল প্রভু মুরারিরে দিলা।
খাইয়া মুরারি হস্ত মস্তকে পুছিলা ॥ ২৯৫১ ॥
গুপ্তে কত কহিতে ঈশ্বরাবেশ বাড়ে।
কাশীবাসী প্রকাশানন্দেরে গালি পাড়ে ॥ ২৯৫২ ॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের চেষ্টা কে বুঝিতে পারে?
শ্রীবাস-ভবনে সুখ-সমুদ্রে সাঁতারে ॥ ২৯৫৩ ॥
সংকীর্তনানন্দে প্রভু বিহ্বল হইয়া।
নিজ-গৃহে চলিলেন এই পথ দিয়া ॥ ২৯৫৪ ॥

শ্রীমুরারিগুপ্তের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভু—

শ্রীমুরারি গুপ্ত-গৃহে করিয়া গমন।
পত্নী-প্রতি কহে হর্ষে—করিব ভোজন ॥ ২৯৫৫ ॥
পতিব্রতা আনি' অন্ন গুপ্ত-আগে দিল।
ঘৃতসিক্ত অন্ন গুপ্ত কৃষ্ণে সমর্পিল ॥ ২৯৫৬ ॥
তা'র পরদিন প্রভু রজনী-বিহানে।
আইলেন শ্রীমুরারিগুপ্তের ভবনে ॥ ২৯৫৭ ॥
প্রভুপদে প্রণমিয়া গুপ্ত নিবেদয়।
—'কি লাগি' হইল প্রভু প্রভাতে বিজয়? ২৯৫৮ ॥
প্রভু কহে,—'অজীর্ণের চিকিৎসা-কারণ'।
গুপ্ত কহে,—'কালি কিবা হইল ভোজন'? ২৯৫৯ ॥
প্রভু কহে,—'না জানহ সব পাসরিলা'।
'খাও, খাও' বলি' বহু অন্ন খাওয়াইলা ॥ ২৯৬০ ॥
তুমি দিলা অন্ন, তাহা না খাবো কেমনে?
হইল অজীর্ণ কালি গরিষ্ঠ ভোজনে ॥ ২৯৬১ ॥
'জলপানে অজীর্ণ দমন'—এত কৈয়া।
পিয়ে জল মুরারির জলপাত্র লৈয়া ॥ ২৯৬২ ॥
প্রভু অনুগ্রহে গুপ্ত ধৈর্য নাহি বান্ধে।
মুরারিগুপ্তের গোষ্ঠী মহাপ্রেমে কান্দে ॥ ২৯৬৩ ॥

মুরারিরে করি' প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন।
এই পথে নিজ-গৃহে করিলা গমন ॥ ২৯৬৪ ॥
মুরারি গুপ্তের কথা কহিতে কি জানি।
মুরারির প্রাণধন গোরা-গুণমণি ॥ ২৯৬৫ ॥
একদিন গৌরচন্দ্র শ্রীবাস-গৃহেতে।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধরে চারি হাতে ॥ ২৯৬৬ ॥
তথা শ্রীমুরারি গুপ্ত হৈলা খগেশ্বর।
পসারিলা পাখা সর্বজন-মনোহর ॥ ২৯৬৭ ॥
তা'র পৃষ্ঠে প্রভু করিলেন আরোহণ।
তেঁহ কৈলা অঙ্গনে ভ্রমণ কতক্ষণ ॥ ২৯৬৮ ॥
দোহে পুনঃ পূর্বমত হৈলা সেইক্ষণে।
দেখিলেন নেত্র ভরি' প্রভু প্রিয়গণে ॥ ২৯৬৯ ॥
একদিন গুপ্ত মনে মনে বিচারয়।
—'প্রভুর অচিন্ত্যলীলা কবে কি করয় ॥ ২৯৭০ ॥
প্রভু-আগে শরীর ছাড়িব'—মনে করি'।
অতি খরশান অস্ত্র আনিল মুরারি ॥ ২৯৭১ ॥
নিশায় করিব দেহ ত্যাগ—কৈল মনে।
তাহা জানি' প্রভু আইলা মুরারি-ভবনে ॥ ২৯৭২ ॥
মুরারির মনোবৃত্তি সব প্রকাশিল।
এ ঘরে সামাই অস্ত্র বাহির করিল ॥ ২৯৭৩ ॥
মুরারির প্রেমাধীন প্রভু গৌররায়।
মুরারিরে কহে যত কহা নাহি যায় ॥ ২৯৭৪ ॥
ওহে শ্রীনিবাস! গৌরচন্দ্র দয়াময়।
একদিন এই পথে করিলা বিজয় ॥ ২৯৭৫ ॥
এই বিশারদের জাঙ্গাল—এইখানে।
দেখা হৈল দেবানন্দ পণ্ডিতের সনে ॥ ২৯৭৬ ॥
যেঁহ শ্রীবাসের স্থানে অপরাধ কৈলা।
প্রভু-বাক্যদণ্ডে তেঁহ দুঃখিত হইলা ॥ ২৯৭৭ ॥
এই দেখ গ্রাম-অন্তে মদ্যপের বাস।
এ পথে যাইতে নিষেধিলেন শ্রীবাস ॥ ২৯৭৮ ॥
প্রভুরে দেখিয়া দূরে মদ্যপসকল।
নাচিয়া করয়ে হরিধ্বনি-কোলাহল ॥ ২৯৭৯ ॥
প্রভু সে সকলে করি' শুভদৃষ্টিপাত।
এই পথে চলিলেন নদীয়ার নাথ ॥ ২৯৮০ ॥

এই মহেশ্বর বিশারদের আলয়।
বাসুদেব সার্বভৌম তাঁহার তনয় ॥ ২৯৮১ ॥
প্রভুর ইচ্ছায় তাঁ'র নীলাচলে স্থিতি।
গোপীনাথাচার্য যাঁ'র হন ভগ্নীপতি ॥ ২৯৮২ ॥
গোপীনাথ প্রভু-লীলা দেখে নদীয়ায়।
নীলাচলে গেলা অগ্রে প্রভুর ইচ্ছায় ॥ ২৯৮৩ ॥
তেঁহ গেলে যে যে ভক্ত প্রভুরে মিলিল।
সে সভে না দেখে তাঁ'র মনে খেদ হৈল ॥ ২৯৮৪ ॥
ওহে বাপ! এ সব কহিতে নাহি পার।
নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার ॥ ২৯৮৫ ॥
কে বুঝিতে পারে গৌরচন্দ্রের হৃদয়।
এথা দাঁড়াইয়া চতুর্দিক নিরীখয় ॥ ২৯৮৬ ॥
ভাবাবেশে গৌরচন্দ্র চলে এই পথে।
গদাধর-নরহরি-আদি সব সাথে ॥ ২৯৮৭ ॥
এথা সংকীর্তনে মহানন্দ উথলয়।
ক্ষণে ক্ষণে প্রভু কত ভাব প্রকাশয় ॥ ২৯৮৮ ॥

গীতে—যথা

পুলকে পূরিল তনু নিজ-গুণ শুনি'।
প্রেমে অঙ্গ গরগর লোটায় ধরণী ॥ ২৯৮৯ ॥
খেনে মালসাট মারে খেনে বোলে হরি।
'রাধা রাধা' বলি' কাঁদে ফুকরি' ফুকরি' ॥ ২৯৯০ ॥
খেনে নরহরি-অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
গদাধর-মুখ হেরি' পড়ে মুরুছিয়া ॥ ২৯৯১ ॥
'ললিতা-বিশাখা' বলি' ছাড়য়ে নিঃশ্বাস।
ধৈরয ধরিতে নারে এ গোবিন্দদাস ॥ ২৯৯২ ॥

পুনঃ—কামোদ

গদাধর-নরহরি- করে ধরি গৌরহরি
প্রেমাবেশে ধরণী লোটায়।
কহিলে না হয় যত ফুকরি' ফুকরি' কত
বৃন্দাবিপিন-গুণ গায় ॥ ২৯৯৩ ॥
নিজ-লীলা নিধুবন সোঙরিয়া উচাটন
কাঁদে পঁহু 'যমুনা' বলিয়া।
নয়নে বহিছে কত সুরধুনীধারা-মত
দরদর শ্রীবুক বাইয়া ॥ ২৯৯৪ ॥

সুবলের শুদ্ধ সখ্য বৃন্দাদেবীর প্রিয় বাক্য
ললিতার ললিত সুলেহ।
বিশাখার প্রেমকথা সোঙরি মরম-বেথা
কহি' কহি' না ধরয়ে দেহ ॥ ২৯৯৫ ॥
কাঁহা মোর প্রাণেশ্বরী, কাঁহা গোবর্ধন-গিরি,
কাঁহা মোর বংশী পীতবাস।
প্রেমসিন্ধু উথলিল জগৎ ভরিয়া গেল
না বুঝিল যদুনাথ দাস ॥ ২৯৯৬ ॥

পুনঃ—ধানশী

শ্রীদাম সুবল-সঙ্গে যে রস করিলু রঙ্গে—
বলি' পঁহু করে উতরোল।
'মুরলী মুরলী' করি মুরুছিতে গৌরহরি
পড়ে পঁহু গদাধর-কোল ॥ ২৯৯৭ ॥
রাস-রস বৃন্দাবন প্রিয় সখা-সখীগণ
উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ।
বাসুঘোষ রামানন্দ শ্রীবাস জগদানন্দ
নাচে পঁহু নরহরি-সঙ্গ ॥ ২৯৯৮ ॥
রাধার ভাবেতে ভোরা বরণ হইল গোরা
রাধানাম জপে অনুক্ষণ।
'ললিতা বিশাখা' বলি' পঁহু যান গড়াগড়ি
কাঁহা মোর গিরি-গোবর্ধন ॥ ২৯৯৯ ॥
'কাঁহা যমুনার তট কাঁহা মোর বংশীবট'
বলি' পুনঃ হরয়ে চেতন।
এ দীন গোবিন্দঘোষে না পায়ল লবলেশে
ধিক্ রহু এ ছার জীবন ॥ ৩০০০ ॥

পুনঃ—সুহই

পঁহু মোর শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
শিব শুক বিরিঞ্চি মহিমা যাঁ'র গায় ॥ ৩০০১ ॥
কমলা যাঁহার ভাবে সদাই আকুলী।
সে পঁহু কাঁদয়ে 'হরি' বলি' বাহু তুলি' ॥ ৩০০২ ॥
যে অঙ্গ হেরি' হেরি' অনঙ্গ ভেল কাম।
কীর্তনধূলায় সে ধূসর অবিরাম ॥ ৩০০৩ ॥
ক্ষণে 'রাধা রাধা' বলি' উঠে চমকিয়া।
রহে নরহরি-গদাধর-মুখ চা'য়া ॥ ৩০০৪ ॥
পুরুব নিবিড় প্রেমে পুলকিত অঙ্গ।
রামচন্দ্র কহে,—'কে না বুঝে ও না রঙ্গ ॥ ৩০০৫ ॥
ওহে শ্রীনিবাস! কে না দেখিবারে ধায়।
এই পথে নাচিতে নাচিতে গোরা যায়' ॥ ৩০০৬ ॥

গীতে যথা—ধানশী

নাচত রসময় গৌরকিশোর।
পুরুবক প্রেম-রভস-রসে ভোর ॥ ৩০০৭ ॥
নরহরি গদাধর শোহে দুই পাশ।
'হরি' বলি চৌদিকে ফিরে হরিদাস ॥ ৩০০৮ ॥
গায়ত মুকুন্দ, মাধব, বাসুঘোষ।
কোরে করই পঁহু হই পরিতোষ ॥ ৩০০৯ ॥
কিবা সে বরণখানি কাঞ্চন জিনিয়া।
চাঁচর চিকুর চূড়া ভালে সে বলিয়া ॥ ৩০১০ ॥
জানু-লম্বিত ভুজ খেনে খেনে তুলিয়া।
নাচত পঁহু মোর 'হরি হরি' বুলিয়া ॥ ৩০১১ ॥
অরুণ নূপুর চরণ রণঝনিয়া।
শেখর রায় কহত ধ্বনি ধ্বনিয়া ॥ ৩০১২ ॥

পুনঃ—ধানশী

গোরাচাঁদ নাচে মোর গোরাচাঁদ নাচে।
ভাগবতগণ সব ধায় পাছে পাছে ॥ ৩০১৩ ॥
কনকমুকুর জিনি' গোরা-অঙ্গছটা।
ঝলমল করে মুখ চন্দনের ফোটা ॥ ৩০১৪ ॥
বাসু রামানন্দ শ্রীনিবাস আদি সাজে।
গদাধর, নরহরি, গোরাচাঁদ মাঝে ॥ ৩০১৫ ॥
ভকতমণ্ডল মাঝে নাচে গোরারায়।
অনন্ত নদীয়ালোক দেখিবারে ধায় ॥ ৩০১৬ ॥
এইখানে গৌরচন্দ্র মনের উল্লাসে।
সঙ্কীর্তনে নাচে কি অদ্ভুত ভাবাবেশে ॥ ৩০১৭ ॥

গীতে যথা—বেলাবলী

বলী কলি দমন শমন-ভঞ্জন
নিখিল ভুবন-জন-রঞ্জনকারী।
দুলহ প্রেমধন- বিতরণ-পণ্ডিত
সুরতরুনিকর-গরবভরহারী ॥ ৩০১৮ ॥

নাচত শচীসুত কীর্ত্তন-মাঝ।
কনক ধরাধর নিন্দি' রুচির তনু বিলসত
জনু নব মনমথরাজ ॥ ধ্রু ॥ ৩০১৯ ॥
পদতল-তালে তরুণী কত টলমল
ললিত ভঙ্গি ভুজ রহই পসারি'।
হাসত মৃদু মৃদু অধর কম্প অতি
অথির গদাধর-বদন নেহারি' ॥ ৩০২০ ॥
ডগমগ নয়ন ক- মল ঘন ঘুরত
নিরুপম পুরুব রঙ্গ পরকাশ।
উলসিত পরম চতুর পরিকরগণ
ইহ রসে বঞ্চিত নরহরি দাস ॥ ৩০২১ ॥

পুনঃ—সুহই

ভাবে গরগর চিত।
খেনে উঠে খেনে বসে না পায় সম্বিত ॥ ৩০২২ ॥
অতি রসে নাহি বাঁধে থেহ।
সোঙরি সোঙরি কাঁদে পুরুব সেনেহ ॥ ৩০২৩ ॥
নাচে পঁহু গোরা নটরাজ।
কি লাগি' গোলোকপতি সঙ্কীর্ত্তন-মাঝ ॥ ৩০২৪ ॥
নিজ পর কিছু নাহি জানে।
দীনহীন অধম উত্তম নাহি মানে ॥ ৩০২৫ ॥
প্রিয় গদাধর-কর ধরি'।
মরম কথাটি কহে ফুকরি ফুকরি ॥ ৩০২৬ ॥
ডগমগ আনন্দ-হিল্লোলে।
লুলিয়া লুলিয়া পড়ে ভকতের কোলে ॥ ৩০২৭ ॥
গোরারসে সব রসময়।
না দরবে বল পাষাণ-হৃদয় ॥ ৩০২৮ ॥

পুনঃ—ধানশী

গোবিন্দ মাধব শ্রীনিবাস রামানন্দে।
মুরারি মুকুন্দ মিলি' গায় নিজ-বৃন্দে ॥ ৩০২৯ ॥
শুনিয়া পুরুব গুণ উনমত হৈয়া।
কীর্ত্তন-আনন্দে পঁহু পড়ে মুরুছিয়া ॥ ৩০৩০ ॥
কি এ অপরূপ কথা কহনে না যায়
গোলোকের নাথ হৈয়া ধুলায় লোটায় ॥ ধ্রু ॥ ৩০৩১ ॥
ভাবে গরগর চিত গদাধরে দেখি'।
কান্দিয়া আকুল পঁহু, ছল ছল আঁখি ॥ ৩০৩২ ॥
'শ্রীপাদ' বলিয়া প্রভু ভূমে পড়ি' কান্দে।
বুঝিয়া মরমকথা কান্দে নিত্যানন্দে ॥ ৩০৩৩ ॥
দেখিয়া ত্রিবিধ লোক কান্দে গোরা-রসে।
এ সুখে বঞ্চিত ভেল বলরাম-দাসে ॥ ৩০৩৪ ॥

পুনঃ—কামোদ

গদাধর-অঙ্গে পঁহু অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবন-গুণ গান বিভোর হইয়া ॥ ৩০৩৫ ॥
ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে হাসে বাহ্য নাহি জানে।
রাধাভাবে আকুল সদা গোকুল পড়ে মনে ॥ ৩০৩৬ ॥
অনন্ত অনঙ্গ জিনি' দেহের বলনি।
কত কোটী চাঁদ কান্দে হেরি' মুখখানি ॥ ৩০৩৭ ॥
ত্রিভুবন দরশিত এ দোঁহার রসে।
না জানি মুরারি গুপ্ত বঞ্চিত কি দোষে ॥ ৩০৩৮ ॥

পুনঃ—কামোদ

ছল ছল চারু নয়ন-যুগল
কত নদী বহে ধারে।
পুলকে পূরল গোরা-কলেবর
ধরণী ধরিতে নারে ॥ ৩০৩৯ ॥
পঁহু করুণাসাগর গোরা।
ভাবের ভরেতে অঙ্গ টলমল
গমনে ভুবন ভোরা ॥ ৩০৪০ ॥
খেনে খেনে কত করুণা করয়ে
গরজে গভীর নাদে।
অধম দেখিয়া আকুল হৃদয়
ধরিয়া ধরিয়া কাঁদে ॥ ৩০৪১ ॥
চরণ-কমল অতি সুচঞ্চল
অথির তাহার রীত।
বদন-কমলে গদগদ স্বর
গায় রাসকেলি গীত ॥ ৩০৪২ ॥

আহা আহা করি' ভুজযুগ তুলি'
বোলে হরি হরি বোল।
'রাধা রাধা' বলি' ডাকে উচ্চ করি'
দেই গদাধর-কোল ॥ ৩০৪৩ ॥
'মুরলী মুরলী' খেনে খেনে বুলি'
স্বরূপ মুখ নেহারে।
'শিখিপুচ্ছ' বুলি' উঠে ফুলি' ফুলি'
যদু কি বুঝিতে পারে ॥ ৩০৪৪ ॥
এই পথে গোরাচাঁদ চলে ধীরে ধীরে।
অঙ্গের ছটায় দশদিক্ আলো করে ॥ ৩০৪৫ ॥
কি বলিব—কীর্ত্তনে নাচয়ে নানা ছান্দে।
সে ভাব-আবেশে কেহ থির নাহি বান্ধে ॥ ৩০৪৬ ॥

গীতে যথা—আভীরী

কীর্ত্তন-লম্পট ঘন ঘন নাট।
চলইতে আঁখিজলে না হেরই বাট ॥ ৩০৪৭ ॥
সুন্দর গৌরকিশোর।
পুরুব পীরিতি-রসে ভৈ গেল ভোর ॥ ধ্রু ॥ ৩০৪৮ ॥
বলিতে না পারে মুখে আধেক বাণী।
চলিতে ধরয়ে দাস-গদাধর-পাণি ॥ ৩০৪৯ ॥
অরুণ চরণতল না বাঁধয়ে থেহ।
কিবা জল, কিবা থল, কিবা বন গেহ ॥ ৩০৫০ ॥
জপে 'হরি হরি'-নাম আলাপে আভীরী।
সুমাধুরী করযুগে কিবা ভঙ্গি করি' ॥ ৩০৫১ ॥
কিবা লাগি' কিবা করে—কেবা জানে ওর।
পণ্ডিত দুর্গত দেখি' ধরি' করে কোর ॥ ৩০৫২ ॥
অজ-ভব-আদি দেব-পদে করে নতি।
যদু কহে—কৃপা বিনে কে জানিবে মতি ॥ ৩০৫৩ ॥

পুনঃ—ধানশী

দাস-গদাধর-প্রাণ গোরা।
পুরুব চরিতে ভেল ভোরা ॥ ৩০৫৪ ॥
বিজুরীবরণ তনু চোরা।
কমল-নয়নে বহে লোরা ॥ ৩০৫৫ ॥
কনক কমল মুখ-কাঁতি।
হাসিতে খসয়ে মণি মোতি ॥ ৩০৫৬ ॥
বিপুল পুলকভরে কম্প।
'হরি হরি' বুলি' দেই ঝম্প ॥ ৩০৫৭ ॥
না জানে অহর্নিশি নিজ-রসে।
সঘনে চিকুর চির খসে ॥ ৩০৫৮ ॥
ঘন ঘন মহী গড়ি' যায়।
হেমগিরি ধরণী লোটায় ॥ ৩০৫৯ ॥
ভাসল ভুবন প্রেমরসে।
যদু এড়াইল দীন দোষে ॥ ৩০৬০ ॥
এই পথে গোরা সুরধুনী-তীরে যায়।
দেখি' লোক-আনন্দ উথলে নদীয়ায় ॥ ৩০৬১ ॥
যে ভাব-আবেশ তাহা কহিতে না জানি।
'রাধা রাধা' বলি' ডাকে গোরা গুণমণি ॥ ৩০৬২ ॥

গীতে যথা—আশাবরী

গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে।
ভাবের আবেশে 'রাধা রাধা' বলি' ডাকে ॥ ৩০৬৩ ॥
সুরধুনী দেখি' পঁহু যমুনার ভাণে।
ফুলবন দেখি' বৃন্দাবন পড়ে মনে ॥ ৩০৬৪ ॥
পুরুব আবেশে ত্রিভঙ্গ হৈয়া রহে।
পীত বসন আর মুরলী সে চাহে ॥ ৩০৬৫ ॥
প্রিয় গদাধরেরে ধরিয়া নিজ-কোলে।
'কোথা ছিলা কোথা ছিলা'—গদগদ বোলে ॥ ৩০৬৬ ॥
ভাব বুঝি' পণ্ডিত রহয়ে বামপাশে।
না বুঝয়ে এই রঙ্গ নরহরি দাসে ॥ ৩০৬৭ ॥
(শ্রীনরহরি সরকার-ঠকুরস্য গীতমিদম্)

পুনঃ—কামোদ

দুঁহ দুঁহ পীরিতি আরতি নাহি টুটে।
পরশে পরম সুখ জানি কত উঠে ॥ ৩০৬৮ ॥
নাচয়ে গৌরাঙ্গ মোর গদাধর-রসে।
গদাধর নাচে পুনঃ গৌরাঙ্গ-বিলাসে ॥ ৩০৬৯ ॥
পুরুষ-প্রকৃতি কিবা জানকী শ্রীরাম।
রাধা-কানু-কেলি কিবা রতি-দেবকাম ॥ ৩০৭০ ॥

অনন্ত অনঙ্গ জিনি' অঙ্গের বলনি।
উপমা মহিমা সীমা কি বলিতে জানি ॥ ৩০৭১ ॥
মুখে কি তুলনা চাঁদ?—নিতি জীয়ে মরে।
কর-পদ-পদ্ম কি সে?—হিমে সব ঝরে ॥ ৩০৭২ ॥
প্রেম-সঙ্কীর্তনসুখ নদীয়ানগরে।
প্রেমের গৃহিণী—সে পণ্ডিত গদাধরে ॥ ৩০৭৩ ॥
প্রেম-পরশমণি শচীর নন্দন।
উদ্ধারিলা জগজ্জনে দিয়া প্রেমধন ॥ ৩০৭৪ ॥
কহয়ে নয়নানন্দ আনন্দ-বিহার।
শুনিতে হরয়ে মন—ইথে কি বিচার ॥ ৩০৭৫ ॥
ওহে শ্রীনিবাস! কিছু কহিল না হয়।
সুরধুনী-তীরে গোরা রঙ্গে বিলসয় ॥ ৩০৭৬ ॥

গীতে যথা—কামোদ

গোরা মোর বড়ই রঙ্গিয়া।
সুরধুনী-তীরে নাচে রঙ্গিয়া রঙ্গিয়া ॥ ৩০৭৭ ॥
গায় সহচরগণ মনমোহনিয়া।
তা'র মাঝে নাচত গোরা দ্বিজমণিয়া ॥ ৩০৭৮ ॥
গদাধর নরহরি ডাইন বাম।
শ্রীনিবাস হরিদাস গায় হরিনাম ॥ ৩০৭৯ ॥
মুকুন্দ মুরারি বাসু রামাই সংহতি।
গায় দামোদর জগদীশ মহামতি ॥ ৩০৮০ ॥
চৌদিকে শুনিয়া যে 'হরি হরি' বোল।
উথলিল প্রেমসিন্ধু অমিয়া-হিল্লোল ॥ ৩০৮১ ॥
দেখিয়া বদন-চাঁদ সব তাপ হরে।
যদু কহে—কেবা হেন এ রূপ পাসরে ॥ ৩০৮২ ॥

কামোদ—

কাঁচা কাঞ্চনমণি　　গোরারূপ তাহে জিনি'
　　ডগমগি প্রেমতরঙ্গ।
ও নব কুসুমদাম　　গলে দোলে অনুপাম
　　হেলন নরহরি-অঙ্গ ॥ ৩০৮৩ ॥
　　গোরা বিহরই পরম আনন্দে।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে　　গঙ্গা-পুলিনে রঙ্গে
　　'হরি হরি' বোলে প্রিয়বৃন্দে ॥ ধ্রু ॥৩০৮৪ ॥
ভাবে অবশ তনু　　পুলক কদম্ব যনু
　　গরজই যৈছন সিংহে।
প্রিয় গদাধর　　ধরি' বাম কর
　　নিজ-গুণ গায়ই গোবিন্দে ॥ ৩০৮৫ ॥
অরুণ নয়ন-কোণে　　খেনে খেনে হাসত
　　বোলত কিবা অভিলাষে।
সোঙরি সে সব খেলা　　বৃন্দাবন-রসলীলা
　　কি বলিব বাসুদেব ঘোষে ॥ ৩০৮৬ ॥

শ্রীনিবাস প্রভুর নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাজী-দমন-লীলা-বর্ণন—

সুরধুনী-তীরে বিলসিয়া গণসনে।
এই পথে গেলা প্রভু আপন-ভবনে ॥ ৩০৮৭ ॥
নগরিয়া লোকে বহু অনুগ্রহ কৈল।
সঙ্কীর্তন করিতে সকলে নিদেশিল ॥ ৩০৮৮ ॥
নগরিয়া লোক সুখে করয়ে কীর্তন।
কাজীরে কহিল গিয়া পাষণ্ডীর গণ ॥ ৩০৮৯ ॥
কাজী সংকীর্তনে দ্বেষ কৈল অতিশয়।
শুনি' ক্রোধযুক্ত হৈল শচীর তনয় ॥ ৩০৯০ ॥
মহাদর্পে গণসহ শচীর নন্দন।
সাজিলেন কাজী দুষ্টে করিতে দমন ॥ ৩০৯১ ॥
সংকীর্তনানন্দে এই পথে চলি যায়।
অদ্বৈত আচার্য নাচে এক সম্প্রদায় ॥ ৩০৯২ ॥
আর এক সম্প্রদায় নাচে হরিদাস।
এক সম্প্রদায় নাচে পণ্ডিত শ্রীবাস ॥ ৩০৯৩ ॥
আর সম্প্রদায় নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সঙ্গে নিত্যানন্দ শ্রীপণ্ডিত গদাধর ॥ ৩০৯৪ ॥
বক্রেশ্বর আদি আর সম্প্রদায় নাচে।
কেহ দূরে যায়, কেহ রহে প্রভু-কাছে ॥ ৩০৯৫ ॥
নাচয়ে অসংখ্য লোক লেখা নাহি তা'র।
নবদ্বীপে হৈল মহা আনন্দ-পাথার ॥ ৩০৯৬ ॥
নারদাদি ঋষি আর দেবতাসকল।
মানুষে মিশাই নাচে হইয়া বিহ্বল ॥ ৩০৯৭ ॥
নগরিয়া লোক মহামত্ত সংকীর্তনে।
করে ধাওয়া-ধাই, পথ-বিপথ না মানে ॥ ৩০৯৮ ॥

লক্ষ কোটী দীপ জ্বলে—উজ্জ্বল আকাশ।
রাত্রিকালে হৈল যেন সূর্যের প্রকাশ ॥ ৩০৯৯ ॥
কি অপূর্ব রজনী! চন্দ্রমা শোভা করে।
বিহরে কীর্তনে প্রভু নগরে নগরে ॥ ৩১০০ ॥
অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাচে শচীর নন্দন।
ঘরে বসি' দেখে স্ত্রী-বালক-বৃদ্ধগণ ॥ ৩১০১ ॥
হৈল শোভা অবধি নদীয়া ঘরে ঘরে।
মঙ্গলবিধান যত কে কহিতে পারে? ৩১০২ ॥
চতুর্দিকে 'জয় জয়'-ধ্বনি কোলাহল।
গণিল প্রমাদ মূঢ় পাষণ্ডসকল ॥ ৩১০৩ ॥

গীতে যথা—কামোদ

আজু গোরা নগর-কীর্তনে।
সাজিয়া চলয়ে প্রিয় পরিকর-সনে ॥ ৩১০৪ ॥
অঙ্গের সুবেশ ভাল শোহে।
নাচে নানা ভঙ্গিতে ভুবন-মন মোহে ॥ ৩১০৫ ॥
প্রেম বরিষয়ে অনিবার।
বহয়ে আনন্দ-নদী নদীয়া-মাঝার ॥ ৩১০৬ ॥
দেবগণ মিশাই মানুষে।
বরিষে কুসুম কত মনের হরিষে ॥ ৩১০৭ ॥
নগরিয়া লোক সব ধায়।
মনের মানসে গোরাচাঁদ-গুণ গায় ॥ ৩১০৮ ॥
মূঢ়গণ শুনি সিংহনাদ।
হইয়া বিরস মনে গণয়ে প্রমাদ ॥ ৩১০৯ ॥
লাখে লাখে দীপ জ্বলে ভালো।
উপমা কি?—অবনী গগন করে আলো ॥ ৩১১০ ॥
নরহরি কহিতে কি জানে?
মাতিল জগৎ—কেউ ধৈরয না মানে ॥ ৩১১১ ॥

পুনঃ—কামোদ

ঠাকুর গৌরাঙ্গ নাচে নদীয়া-নগরে।
শুনিয়া বিবিধ লোক না রহিল ঘরে ॥ ধ্রু ॥ ৩১১২ ॥
হেমমণি-আভরণ শ্রীঅঙ্গেতে সাজে।
চন্দনে লেপিত অঙ্গ ফাগু-বিন্দু মাঝে ॥ ৩১১৩ ॥
চাঁদ-চন্দনে কিবা সুমেরু-ভূষিত।
মালতীর মালা কিবা সুমেরু-বেষ্টিত ॥ ৩১১৪ ॥
কুঞ্চিত কুন্তল চারু বেঢ়িল নানা ফুলে।
সফুল করবীডাল মল্লিকার দলে ॥ ৩১১৫ ॥
নাটুয়া-ঠমকে কিবা পঁহু মোর নাচে।
রামাই সুন্দরানন্দ মুকুন্দ গায় পাছে ॥ ৩১১৬ ॥
আগে নাচে অদ্বৈত যা' লাগি' অবতার।
বাহিরে গৌরাঙ্গ নাচে—আনন্দ সবার ॥ ৩১১৭ ॥
নাচিতে নাচিতে গোরা যে না দিকে যায়।
লাখে লাখে দীপ জ্বলে লোকে 'হরি' গায় ॥ ৩১১৮ ॥
কুলবতী সকল ছাড়িয়া 'হরি' বোলে।
প্রেমনদী বহে সবার নয়নের জলে ॥ ৩১১৯ ॥
কি করিব জপ, তপ, কিবা বেদ-বিধি।
হরিনামে উদ্ধারিল আচণ্ডালাবধি ॥ ৩১২০ ॥
কুলবধূ আদি করি ছাড়ে গৃহবাস।
তপস্বী ছাড়য়ে তপ, সন্ন্যাসী সন্ন্যাস ॥ ৩১২১ ॥
যবনেহ নাচে গায় লয় হরিনাম।
এ রসে বঞ্চিত হৈল দাস বলরাম ॥ ৩১২২ ॥
ওহে শ্রীনিবাস! প্রভু নাচিয়া নাচিয়া।
গঙ্গাতীরে যায় তাঁ'র সৌভাগ্য লাগিয়া ॥ ৩১২৩ ॥
এই নিজ-ঘাটে কতক্ষণ নৃত্য করি'।
মাধাইর ঘাট দিয়া চলে ধীরি ধীরি ॥ ৩১২৪ ॥
এই বারকোণা-ঘাট দেখ শ্রীনিবাস।
এথা নৃত্য-গীতে কৈলা অদ্ভুত বিলাস ॥ ৩১২৫ ॥
এই নগরিয়া-ঘাটে রহি' কতক্ষণ।
গঙ্গাতীর হৈতে করে এ পথে গমন ॥ ৩১২৬ ॥

মহাপ্রভুর নৃত্যে ক্ষেত্রপাল-শিবের নৃত্য—

এই নবদ্বীপে ক্ষেত্রপাল-শিব হয়।
অপার মহিমা—লিঙ্গরূপে বিলসয় ॥ ৩১২৭ ॥
নাচিলেন প্রভুর কীর্তনে মূর্তি ধরি'।
তাঁ'র অভিলাষ পূর্ণ কৈল গৌরহরি ॥ ৩১২৮ ॥
এথা গণেশের মনোরথ পূর্ণ কৈলা।
প্রভুর সন্ন্যাসে তেঁহো অদর্শন হৈলা ॥ ৩১২৯ ॥

কি বলিব—গণেশের মূর্তি মনোহর।
সবে দুঃখী হৈলা হৈতে নেত্র-অগোচর ॥ ৩১৩০ ॥
এই সিমুলিয়া-গ্রামে অদ্ভুত বিলাস।
করিলেন পূর্ণ পার্বতীর অভিলাষ ॥ ৩১৩১ ॥
সিমুলিয়া দেবীর আনন্দ অতিশয়।
সঙ্কীর্তন-সুখের সমুদ্রে সাঁতারয় ॥ ৩১৩২ ॥
এই পথে গেলা কাজী যবনের ঘর।
দেখি' মহা অধৈর্য—কাজীর হৈল ডর ॥ ৩১৩৩ ॥
কাজী দুষ্টে দমন করিয়া অনুগ্রহ।
এই পথে মহারঙ্গে চলে গণসহ ॥ ৩১৩৪ ॥
কাজীর দমনে পাষণ্ডীর গর্ব ক্ষয়।
হেঁট মাথে রহে—কা'রে কিছুই না কয় ॥ ৩১৩৫ ॥

শ্রীধরের গৃহে মহাপ্রভুর গমন ও বিলাস—

ওই শ্রীধরের ভাঙ্গা ঘর দেখি দূরে।
মন্দ মন্দ হাসে এথা উল্লাস অন্তরে ॥ ৩১৩৬ ॥
এ পথে শ্রীধর-ঘরে গিয়া গণসনে।
দেখে—ফুটা লৌহ-পাত্র আছয়ে অঙ্গনে ॥ ৩১৩৭ ॥
বাহিরের জল তা'থে আছয়ে কিঞ্চিৎ।
তাহা পিয়ে গৌরচন্দ্র হৈয়া উল্লসিত ॥ ৩১৩৮ ॥
ভকতবৎসল প্রভু প্রেমায় বিহ্বল।
সুরধুনীধারা প্রায় নেত্রে বহে জল ॥ ৩১৩৯ ॥
শ্রীধর-অঙ্গনে হৈল অদ্ভুত কীর্তন।
কাঁদে নিত্যানন্দাদ্বৈত আদি যত জন ॥ ৩১৪০ ॥
যে সুখ হইল এই শ্রীধরের ঘরে।
তাহা মনে করিতেই অন্তর বিদরে ॥ ৩১৪১ ॥
গাদিগাছা, পারডাঙ্গা আদি গ্রাম দিয়া।
চলে প্রভু সংকীর্তনে মহা-মত্ত হৈয়া ॥ ৩১৪২ ॥
কি বলিব—নগরকীর্তনে হৈল যাহা।
অদ্যাপিহ ভাগ্যবন্তগণ দেখে তাহা ॥ ৩১৪৩ ॥
তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে (২৩।৫১৩)—
"অদ্যাপিহ চৈতন্য এ সব লীলা করে।
যা'র ভাগ্যে থাকে, সে দেখয়ে নিরন্তরে ॥" ৩১৪৪ ॥
নগরকীর্তনে যে কৌতুক ঠাঁই ঠাঁই।
গায় শেষ সহস্র বদনে—অন্ত নাই ॥ ৩১৪৫ ॥
ব্রহ্মাদি-দুর্লভ প্রেমভক্তি দান করি'।
এই পথে নিজ-গৃহে গেলা গৌরহরি ॥ ৩১৪৬ ॥
কি বলিব শ্রীনিবাস! প্রিয়গণ-সঙ্গে।
নিরন্তর ভাসে প্রেমসমুদ্র-তরঙ্গে ॥ ৩১৪৭ ॥

শ্রীবাসগৃহে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে মহাপ্রভুর নৃত্য—

একদিন শ্রীবাস-ভবনে এথা বসি'।
'কালি কৃষ্ণজন্মতিথি'—কহে প্রভু হাসি' ॥ ৩১৪৮ ॥
শ্রীবাসাদি বুঝিলেন প্রভুর অন্তর।
কালি নাচিবেন গোপবেশে বিশ্বম্ভর ॥ ৩১৪৯ ॥
পরম উল্লাসে শ্রীবাসাদি প্রিয়গণ।
করিলেন সকল সামগ্রী-আয়োজন ॥ ৩১৫০ ॥
সে দিবস মহানন্দ শ্রীবাসের ঘরে।
কৃষ্ণের জনম-অভিষেক-কর্ম করে ॥ ৩১৫১ ॥
করি' অভিষেক কিবা আবেশ হিয়ায়।
সংকীর্তন-সুখে সব রজনী গোঙায় ॥ ৩১৫২ ॥
নিশি পোহাইলে গৌরচন্দ্র গণসনে।
ধরে গোপবেশ সবে রহিয়ে নির্জনে ॥ ৩১৫৩ ॥
গোপবেশ-নির্মাণে নিতাই পরবীণ।
হইলা আপনি যেন গোয়ালা নবীন ॥ ৩১৫৪ ॥
ধরিলেন শ্রীগৌরসুন্দর গোপবেশ।
সে শোভা দেখিতে না রহয়ে ধৈর্যলেশ ॥ ৩১৫৫ ॥
রামাই সুন্দরানন্দ গৌরীদাস আদি।
গোপবেশ ধরে সবে—শোভার অবধি ॥ ৩১৫৬ ॥
দধি-নবনীত ভাণ্ড-ভার লৈয়া কাঁধে।
প্রবেশয়ে শ্রীবাস-অঙ্গনে চারু ছান্দে ॥ ৩১৫৭ ॥
শ্রীবাস অদ্বৈত গোপবেশে মত্ত হৈয়া।
যেন দধি-হলদী অঙ্গনে ছড়াইয়া ॥ ৩১৫৮ ॥
নৃত্যগীতবাদ্যে মহা-কৌতুক বাঢ়য়।
শ্রীবাস-ভবন যেন নন্দের আলয় ॥ ৩১৫৯ ॥

গীতে যথা—কামোদ

গোরা মোর গোকুলের শশী।
কৃষ্ণের জনম আজি কহে হাসি' হাসি' ॥ ৩১৬০ ॥
সে আবেশে থির হৈতে নারে।
ধরি' গোপবেশ নাচে উল্লাস অন্তরে ॥ ৩১৬১ ॥

নিতাই গোপের বেশ ধরি'।
হাতে লৈয়া লগুড় নাচয়ে ভঙ্গি করি' ॥ ৩১৬২ ॥
গৌরীদাস রামাই সুন্দর।
নাচে গোপবেশে—কাঁধে ভার মনোহর ॥ ৩১৬৩ ॥
শ্রীবাস অদ্বৈত গোপবেশে।
ছড়ায় হলদী দধি মনের উল্লাসে ॥ ৩১৬৪ ॥
কেহ কেহ নানা বাদ্য বায়।
মুকুন্দ মাধব সে জনম-লীলা গায় ॥ ৩১৬৫ ॥
করে সুমঙ্গল নারীগণ।
শ্রীবাস-আলয় যেন নন্দের ভবন ॥ ৩১৬৬ ॥
জয়ধ্বনি করি বারে বারে।
ধায় লোক—ধৈরয ধরিতে কেউ নারে ॥ ৩১৬৭ ॥
কত সাধে দেখে আঁখি ভরি'।
শোভায় ভুবন ভুলে ভণে নরহরি ॥ ৩১৬৮ ॥

পুনঃ—ধানশী

গোকুলের শশী গোরা-গুণরাশি
পুরুব জনম দিনে।
কত না উলসে নাচে গোপবেশে
সে ভাব-আবেশ মনে ॥ ৩১৬৯ ॥
নিতাই আনন্দে নাচে গোপছন্দে
রামাই সুন্দর সাথে।
অদ্বৈত ধাইয়া দধিভাণ্ড লৈয়া
ঢালয়ে নিতাই-মাথে ॥ ৩১৭০ ॥
শ্রীবাসাদি রঙ্গে অদ্বৈতের অঙ্গে
হরিদ্রা সিঞ্চিয়া হাসে।
শঙ্কর মুরারি কাঁধে ভার করি'
নাচয়ে গোপের বেশে ॥ ৩১৭১ ॥
মুকুন্দাদি গায় নানা বাদ্য বায়
হেরি' গোরামুখ-ইন্দু।
নরহরি ভালে ভণে তিলে তিলে
উথলে আনন্দ-সিন্ধু ॥ ৩১৭২ ॥

পুনঃ—মায়ুর

গৌর গুণমণি বরজ শশধর,
পুরুব প্রকট সুঅট মিভাদর,
আদরই প্রিয়বৃন্দ-সহ,
শিরিবাস (শ্রীবাস)-ভবনে বিরাজয়ে।
বান্ধি' নটপটী পাগ মৃদু ভর,
কুসুম-পল্লব ধরত শিরোপর,
বলয়কর কটী-বসন নব,
ব্রজগোপ-সম সব সাজয়ে ॥ ৩১৭৩ ॥
ভাণ্ড দধিযুত চিত্র বঁহুক,
কাঁধে করু, করে লগুড় কাহুকো,
ভঙ্গি সঙ্গে চলি হলদী-দধি-ঘৃত,
পঙ্ক-অঙ্গনে শোহয়ে।
হি হি শবদ উচারি' ঘন ঘন,
বিপুল পুলকিত তরল তনু-মন,
করত সুললিত নৃত্য নিরুপম
নিখিল ভুবন বিমোহয়ে ॥ ৩১৭৪ ॥
হাসি' হরষে নিতাই কহি কত,
হলদী দধি পহু অঙ্গে ছিরকত,
তুরিতে তহি অদ্বৈত নবনী,
নিতাই বদনে বিলেপয়ে।
ধরল প্রবল নিতাই কৌতুকে,
ভারি কর্দমে যতি গড়ি সুখে,
লপটী ঝট অদ্বৈত নট তহি,
গগনে ভুজ বিক্ষেপয়ে ॥ ৩১৭৫ ॥
বাসুদেব মুকুন্দ মাধব আদি গায়ত,
জনম-উৎসব ধা ধি ধি কি তক,
ধি নি নি নি বহু বাদ্য বাদক বায়ই।
দেবগণ ঘন কুসুম বরষত,
দাস নরহরি নাথে নিরখত,
কোউ ধরই ন ধিরজ ভর
নরনারী চহুদিশ ধায়ই ॥ ৩১৭৬ ॥

মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীপুণ্ডরীকবিদ্যানিধি-গৃহে শ্রীরাধিকা-জন্মোৎসবের আয়োজন—

কহিতে কি জানি—ঐছে শচীর তনয়।
পরিকর-সঙ্গে মহারঙ্গে বিলসয় ॥ ৩১৭৭ ॥
একদিন এথা প্রভু শচীর তনয়।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি-প্রতি হাসি' কয় ॥ ৩১৭৮ ॥
—'কালি শ্রীরাধিকা-জন্মোৎসব সেইখানে।'
শুনি বিদ্যানিধি মহা উল্লসিত মনে ॥ ৩১৭৯ ॥
গৃহে গিয়া সকল সামগ্রী সজ্জ করে।
প্রভু পরদিন চলে বিদ্যানিধি-ঘরে ॥ ৩১৮০ ॥
গণসহ তাঁ'র ঘরে এই পথে গিয়া।
এথা বৈসে প্রিয়গণে বেষ্টিত হইয়া ॥ ৩১৮১ ॥
শ্রীরাধিকা-জন্ম-অভিষেক এথা হৈল।
কি বলিব—প্রভু ভাবাবেশে যাহা কৈল ॥ ৩১৮২ ॥

গীতে যথা—কামোদ

আজু গোরাচাঁদ গণসহ গোপবেশে।
তিলে তিলে অধিক বিভোল সে না রসে ॥ ৩১৮৩ ॥
হাসে লহু লহু চাহে গদাধর-পানে।
বহয়ে আনন্দবারি-ধারা দু'নয়নে ॥ ৩১৮৪ ॥
মুকুন্দ মাধব বাসু উল্লাস-হিয়ায়।
রাধিকা-জনম-চরিত সভে গায় ॥ ৩১৮৫ ॥
বাজে খোল করতাল ভুবনমঙ্গল।
নাচে পঁহু, ধরণী করয়ে টলমল ॥ ৩১৮৬ ॥
গৌরীদাস আদি নাচে ভার করি' কাঁধে।
দেখিতে সে গোপবেশ কেবা থির বাঁধে ॥ ৩১৮৭ ॥
কত সাধে নাচে পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি।
ছড়াইয়া নবনী হলদী দুধ দধি ॥ ৩১৮৮ ॥
নিতাই অদ্বৈত শ্রীবাসাদি রঙ্গ দেখি'।
ভাসে সুখ-সমুদ্রে, ফিরাতে নারে আঁখি ॥ ১১৮৯ ॥
কি নারী পুরুষ ধায় এ রঙ্গ দেখিতে।
দাঁড়াইয়া অঙ্গনে চাহয়ে চারিভিতে ॥ ৩১৯০ ॥
দেখি' গোপরূপের মাধুরী অনুপাম।
কেহ কহে,—'নাচে ই'কি কনকের কাম' * ॥ ৩১৯১ ॥
দেবগণ নাচয়ে কুসুম বৃষ্টি করি'।
জয় জয় দিয়া রঙ্গে নাচে নরহরি ॥ ৩১৯২ ॥

পুনঃ—ধানশী

আজু কি আনন্দ বিদ্যানিধি-ঘরে
রাধিকা জনম চরিত-গানে।
নাচে সে আবেশে শচীসুত গোরা—
সে নব ভঙ্গি কি উপমা আনে ॥ ৩১৯৩ ॥
চারিপাশে গোপবেশে পরিকর
কাঁধে ভার-ফিরে অঙ্গনে রঙ্গে।
নবনীত দধি হরিদ্রাদি দেই
হাসি' হাসি' সভে সভার অঙ্গে ॥ ৩১৯৪ ॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ করতাল
নানা বাদ্য বায় বাদক ভালে।
সুমধুর ধ্বনি ভেদয়ে গগন
কে না নাচে ধিগ্ ধিগ্ ধেয়া না তালে ॥ ৩১৯৫ ॥
বিবিধ মঙ্গল করে নারীকুল
পুলকিত চিত উ-লু লু দিয়া।
বৃষভানুপুর-সম শোভা ভণে
ঘনশ্যাম সুখে উথলে হিয়া ॥ ৩১৯৬ ॥
বিদ্যানিধি-গৃহে প্রভু বিলসে যে সুখে।
তাহা বিবরিয়া কি কহিব এক মুখে ॥ ৩১৯৭ ॥
একদিন এই পথে প্রভু বিশ্বম্ভর।
চলে—কি মধুর গোরারূপ মনোহর ॥ ৩১৯৮ ॥

গীতে যথা—সুহই

গোরারূপে কি দিব তুলনা।
তুলনা না নহিল রে কষিত বানিসোনা ॥ ৩১৯৯ ॥
মেঘের বিজুরী নহে রূপের সমান।
তুলনা নহিল রূপে চম্পকের দাম ॥ ৩২০০ ॥
তুলনা নহিলে রূপে কেতকীর দল।
তুলনা নহিল গোরোচনা নিরমল ॥ ৩২০১ ॥
কুমকুম জিনিয়া রূপ অতি মনোহরা।
কহে বাসু—কি দিয়া গড়িলা বিধি গোরা ॥ ৩২০২ ॥
নটবর-বেশে এই কদম্বতলায়।
ত্রিভঙ্গ হইয়া গোরা মুরলী বাজায় ॥ ৩২০৩ ॥

গীতে যথা—কামোদ

চাঁচর চিকুর চূড়া চারু ভালে।
বেঢ়িয়াছে মালতীর মালে ॥ ৩২০৪ ॥
তাহে দিয়া ময়ূরের পাখা।

* পাঠান্তরে—কনকের দাম।

সপত্র-সহিত ফুলশাখা ॥ ৩২০৫ ॥
কষিত কাঞ্চন জিনি' অঙ্গ।
কটীমাঝে বসন সুরঙ্গ ॥ ৩২০৬ ॥
চন্দন-তিলক শোভে ভালে।
আজানুলম্বিত বনমালে ॥ ৩২০৭ ॥
নটবরবেশ গোরাচাঁদ।
রমণীগণের কিবা ফাঁদ ॥ ৩২০৮ ॥
তা' দেখিয়া বাসুদেব কাঁদে।
প্রাণ মোর থির নাহি বাঁধে ॥ ৩২০৯ ॥

পুনঃ—ধানশী

সোঙরি' পুরুব লীলা ত্রিভঙ্গ হইলা।
মোহন মুরলী গোরা অধরে ধরিলা ॥ ৩২১০ ॥
মুরলীর রন্ধ্রে ফুক দিয়া গোরাচাঁদ।
অঙ্গুলি চালা'য়া করে সুললিত গান ॥ ৩২১১ ॥
নগরের লোক যত শুনিয়া মোহিত।
সুরধুনীতীরে তরুলতা পুলকিত ॥ ৩২১২ ॥
বাসুদেব ঘোষ তাহা কি বলিতে জানে।
ভুবন মোহিল গোরা মুরলীর গানে ॥ ৩২১৩ ॥

মহাপ্রভুর গোষ্ঠলীলা-প্রকাশ—

ওহে শ্রীনিবাস ! কি অদ্ভুত ভাবাবেশে।
পূর্ব গোচারণ-লীলা এথাই প্রকাশে ॥ ৩২১৪ ॥

গীতে যথা—তোড়ী

পূর্ব লীলা গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল।
'শাঙলি ধবলি' বলি সঘনে ডাকিল ॥ ৩২১৫ ॥
শিঙা বেণু মুরলী করিয়া জয়ধ্বনি।
হৈ হৈ করিয়া ঘন ফিরায় পাঁচনী ॥ ৩২১৬ ॥
রামাই সুন্দর আর সঙ্গে নিত্যানন্দ।
গৌরীদাস আদি সভে হইলা আনন্দ ॥ ৩২১৭ ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে মনের হরিষে।
গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদ করিলা প্রকাশে ॥ ৩২১৮ ॥

মহাপ্রভুর দানলীলা-প্রকাশ—

একদিন ভাবাবেশে প্রভু গৌররায়।
পূর্ব দানলীলারঙ্গ প্রকাশে এথায় ॥ ৩২১৯ ॥

গীতে যথা—কামোদ

আজু গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল।
নদীয়ার পথে গোরা দান সিরজিল ॥ ৩২২০ ॥
কি রসের দান চাহে গোরা দ্বিজমণি।
বেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরুণী ॥ ৩২২১ ॥
'দান দেহ' দান দেহ' বলি' ঘন ডাকে।
নাগর-নাগরী যত পড়িল বিপাকে ॥ ৩২২২ ॥
"কৃষ্ণ-অবতারে আমি সাধিয়াছি দান"।
সে ভাব পড়িল মনে—বাসুদেব গান ॥ ৩২২৩ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের পুষ্পক্রীড়া—

একদিন এই পুষ্পবাটী নিরখিয়া।
'পুষ্পের সমর ভাল'—বোলয়ে হাসিয়া ॥ ৩২২৪ ॥
পুষ্পগুচ্ছ লইয়া পরম প্রিয়গণ।
করে পুষ্প-সমর—দেখয়ে সর্বজন ॥ ৩২২৫ ॥

গীতে যথা—কামোদ

ফুল-বন গোরাচাঁদ দেখিয়া নয়নে।
ফুলের সমর গোরা বলিল বচনে ॥ ৩২২৬ ॥
ঘন ঘন জয় দিয়া পারিষদগণে।
গোরা-গায়ে ফুল ফেলি' মারে জনে জনে ॥ ৩২২৭ ॥
গদাধর আদি আর সঙ্গে নিত্যানন্দ।
ফুলের সমরে গোরা হইলা আনন্দ ॥ ৩২২৮ ॥
গদাধর-সঙ্গে গোরা করয়ে বিলাস।
বাসুদেব ঘোষ কহে রস-পরকাশ ॥ ৩২২৯ ॥

মহাপ্রভুর পাশাখেলা-প্রকাশ—

একদিন গদাধর-সঙ্গে গৌরহরি।
এ পুষ্পবাটীতে বসি' খেলে পাশা-সারি ॥ ৩২৩০ ॥

গীতে যথা—কামোদ

গৌরাঙ্গচাঁদের মনে কি ভাব পড়িল।
পাশাসারি লইয়া গোরা খেলা সিরজিল ॥ ৩২৩১ ॥
গদাধর-সঙ্গে গোরা খেলে পাশাসারি।
ফেলিতে লাগিলা পাশা 'হারি জিনি' বলি' ॥৩২৩২॥
'দুয়া চারি' বলি' দান ফেলে গদাধর।
'পঞ্চ তিন' করি ডাকে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥ ৩২৩৩ ॥

দুই জন মগ্ন হৈলা পাশাখেলা-রসে।
জয় জয় দিয়া গায় বাসুদেব ঘোষে ॥ ৩২৩৪ ॥

মহাপ্রভুর জলকেলি-প্রকাশ—

একদিন এই ঘাটে নিজগণ-সঙ্গে।
করে জলক্রীড়া প্রভু পুরুব প্রসঙ্গে ॥ ৩২৩৫ ॥

গীতে যথা—মায়ুর

জলক্রীড়া গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল।
পারিষদ-সঙ্গে জলখেলা আরম্ভিল ॥ ৩২৩৬ ॥
কারু অঙ্গে কেহ জল ফেলি' ফেলি' মারে।
গোরা-অঙ্গে জল ফেলি' মারে গদাধরে ॥ ৩২৩৭ ॥
জলক্রীড়া করে গোরা হরষিত মনে।
জল ফেলাফেলি সব করে জনে জনে ॥ ৩২৩৮ ॥
গৌরাঙ্গচাঁদের লীলা কহনে না যায়।
বাসুদেব ঘোষ এই গোরাগুণ গায় ॥ ৩২৩৯ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের বনভোজন-লীলা-প্রকাশ—

ওহে শ্রীনিবাস ! এই গঙ্গার পুলিনে।
প্রভু বনভোজন করয়ে গণসনে ॥ ৩২৪০ ॥

গীতে যথা—সারঙ্গ

সুরধুনীতীরে কত রঙ্গে।
বিহরয়ে গৌরপ্রিয় পারিষদ-সঙ্গে ॥ ৩২৪১ ॥
হইল প্রহর দুই দিবা ॥
সে সময় না জানি প্রভুর মনে কিবা ॥ ৩২৪২ ॥
শ্রীবাস মুরারি সেই বেলে।
আনাইল বিবিধ সামগ্রী ভরি' থালে ॥ ৩২৪৩ ॥
উলসিত নদীয়ার শশী।
চাহে সীতানাথ পানে লহু লহু হাসি' ॥ ৩২৪৪ ॥
অদ্বৈত পরমানন্দ-মনে।
বসাইলা সবে কিবা মণ্ডলীবন্ধানে ॥ ৩২৪৫ ॥
পাতিয়া পলাশ-পাত তায়।
বিবিধ সামগ্রী পরিবেষয়ে সভায় ॥ ৩২৪৬ ॥
অনুমতি পাইয়া ভোজনে।
সভে এক দিঠে চায় গোরামুখ-পানে ॥ ৩২৪৭ ॥
নিতাই ধরিতে নারে থেহা।
উমড়য়ে হিয়ায় কে জানে কিবা লেহা ॥ ৩২৪৮ ॥
ক্ষীর সর নবনীত ছেনা।
গোরার বদনে দিয়া পাসরে আপনা ॥ ৩২৪৯ ॥
অদ্বৈত লৈয়া নিজ-করে।
পিয়াইল ছেনা পানা নিতাইচান্দেরে ॥ ৩২৫০ ॥
নিতাইসুন্দর মহাবলী।
মোদকাদি অদ্বৈতবদনে দিল তুলি' ॥ ৩২৫১ ॥
ও না তনু পুলকে ভরিল।
পরিকর মাঝে কি কৌতুক উপজিল ॥ ৩২৫২ ॥
কেহ খায় কারু মুখে দিয়া।
কেহ লেন কারু পত্র হইতে কাড়িয়া ॥ ৩২৫৩ ॥
মিঠাই অনেক পরকার।
খাইতে সবার সুখ বাড়িল অপার ॥ ৩২৫৪ ॥
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি' ভরি'।
পিয়ে সবে সুশীতল সুরধুনী বারি ॥ ৩২৫৫ ॥
পত্রশেষ যে কিছু রহিল।
দাস নরহরি তা' যতন করি' নিল ॥ ৩২৫৬ ॥

পুনঃ—সারঙ্গ

আজু গোরা পরিকর-সঙ্গে।
ভোজন কৌতুক সারি' সুরধুনী-তীরেতে ভ্রময়ে রঙ্গে ॥ ৩২৫৭
রহি' অতি উচ্চ তরুছায়।
কহি' কি মধুর বাণী ঘন ঘন, সুরধুনী পানে চায় ॥ ৩২৫৮ ॥
ধীরে ধরিয়া গদাধর-করে।
লহু লহু হাসে, কি সুধা বরিষে, তাহে কে ধৈরয ধরে ॥ ৩২৫৯
আহা মরি কি মধুর রীত !
নরহরি ভণে—মনে অভিলাষ, এ রসে মজুক চিত ॥ ৩২৬০

শ্রীগৌরসুন্দরের ঝুলনলীলা-প্রকাশ—

ওহে শ্রীনিবাস ! গৌরচন্দ্রের ইচ্ছায়।
ছয় ঋতু সদা মূর্তিমন্ত নদীয়ায় ॥ ৩২৬১ ॥
বর্ষ-ঋতু মনোহিত করিবার তরে।
এথাই ঝুলয়ে প্রভু হিন্দোলা উপরে ॥ ৩২৬২ ॥

গীতে যথা—মল্লার

ঝুলত রসময় গৌরকিশোর।
সুরধুনী-তীর তুঙ্গ তরুবর
তহি বিরচিত নিরুপম ললিত হিঁ ডোর ॥ ধ্রু ॥ ৩২৬৩ ॥

পরিকর সুঘন ঝুলায়ত লহ লহ
গায়ত সরস তান রসে মাতি।
উচরত রুচির বচন ধিক্ ধিক্ ধিনি
বায়ত মধুর যন্ত্র কত ভাঁতি ॥ ৩২৬৪ ॥
নদীয়াপুর নরনারী নিকর
ঘর তেজি' চলত ধৃতি ধরই না পারি।
লোচন চপল, নিমিখ নাহি সঞ্চর
হাসমিলিত বিধুবদন নেহারি' ॥ ৩২৬৫ ॥
সুরগণ গগনে মগন গণসহ
বর বরষত কুসুম করত জয়কারি।
নরহরি প্রাণনাথ গুণে উনমত
ভণই নিরত গুণ গণই না পারি ॥ ৩২৬৬ ॥

পুনঃ—মল্লার

আজু সুরধুনীতীরে গোরারায়।
ঝুলে কত না ভঙ্গিতে ঝুলনায় ॥ ৩২৬৭ ॥
প্রিয় গদাধর-মুখ পানে চা'য়া।
রঙ্গে রহিতে নারয়ে থির হৈয়া ॥ ৩২৬৮ ॥
সবে পুরুব ঝুলনলীলা গায়।
শোভা দেখিতে কেহ বা নাই ধায় ॥ ৩২৬৯ ॥
নরহরি-প্রাণনাথে আঁখি দিয়া।
কেহ কহে কত সখী-ঘরে গিয়া ॥ ৩২৭০ ॥

পুনঃ—মল্লার

ঝুলত সুন্দর রসময় গোরা
অপরূপ রঙ্গে মাতিয়া গো।
হেরি' হেরি' গদা- ধর-মুখ-আঁখি
ভঙ্গি করে কত ভাতিয়া গো ॥ ৩২৭১ ॥
নিরুপম সব সঙ্গিগণ তারা
মৃদু মৃদু হাসি হাসিয়া গো।
সুরচিত চারু হিন্দোলা ঝুলায়
না জানি কি সুখে ভাসিয়া গো ॥ ৩২৭২ ॥
মধুর সুস্বরে গায় কেহ কেহ
কে ধরে ধৈরয শুনিয়া গো।
সে শোভা নিরখি' আঁখি কে ফিরাবে
মন্থ মন্থ মনে গুণিয়া গো ॥ ৩২৭৩ ॥
এত দিনে কুল লাজ যাবে সব
বলিয়া শপথ খাইয়া গো।
নরহরি নাথে নেহারি' বারেক
সুরধুনী-তীরে যাইয়া গো ॥ ৩২৭৪ ॥

পুনঃ—মল্লার

আজু গোরা সুরধুনীতীরে।
ঝুলে কিবা ললিত হিন্দোরে ॥ ৩২৭৫ ॥
কিবা সে বরষা ঋতু তায়।
অন্ধকার মেঘের ঘটায় ॥ ৩২৭৬ ॥
গোরারূপ মেঘের বিজুরী।
জগতের প্রাণ করে চুরি ॥ ৩২৭৭ ॥
পারিষদ সুমধুর গায়।
যেন কত সুধা বরষায় ॥ ৩২৭৮ ॥
বাজয়ে মৃদঙ্গ গরজনি'।
নাচে শিখিকুলের রমণী ॥ ৩২৭৯ ॥
নদীয়ানগরে উলসিত।
লতা-তরুকুল পুলকিত ॥ ৩২৮০ ॥
সব লোক ধায় দেখিবারে।
কেহ কত মনোরথ করে ॥ ৩২৮১ ॥
নরহরি পঁহু মুখ হেরি'।
ঝুলায় ঝুলনা ধীরি ধীরি ॥ ৩২৮২ ॥

পুনঃ—কামোদ

গোরা পঁহু ঝুলে হিন্দোলাতে।
কত সুখ সে ভাব ভাবিতে ॥ ৩২৮৩ ॥
গদাধর-মুখ পানে চায়।
পুলক ভরয়ে হেম গায় ॥ ৩২৮৪ ॥
পারিষদ উলসিত চিতে।
নামাইয়া হিন্দোলা হইতে ॥ ৩২৮৫ ॥
বসাইতে নীপ-তরুমূলে।
নিতাই ভাসয়ে প্রেমজলে ॥ ৩২৮৬ ॥
অদ্বৈত করয়ে হুহুঙ্কার।
বাড়ে মহাসুখের পাথার ॥ ৩২৮৭ ॥

শ্রীবাসাদি যতন করিয়া।
দিল নানা দ্রব্য সাজাইয়া ॥ ৩২৮৮ ॥
সভার পরাণ গোরারায়।
ভুঞ্জিব কি?—সভারে ভুঞ্জায় ॥ ৩২৮৯ ॥
যে কৌতুক কহিতে কি পারি?
অবশেষ ভুঞ্জে নরহরি ॥ ৩২৯০ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের রাসরস-বিলাস—

এথা গৌরচন্দ্র মহানন্দ প্রকাশিলা।
পূর্ব রাসরসে অতি বিহ্বল হইলা ॥ ৩২৯১ ॥

গীতে যথা—কামোদ

বৃন্দাবন-লীলা গোরার মনেতে পড়িল।
যমুনার ভাণ সুরধুনীরে করিল ॥ ৩২৯২ ॥
ফুলবন দেখে বৃন্দাবনের সমান।
সখাগণে করে গোপীগণ অনুমান ॥ ৩২৯৩ ॥
খোল করতাল গোরা সুমেলি করিয়া।
তা'র মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া ॥ ৩২৯৪ ॥
ঢল ঢল গোরাতনু কাঞ্চন জিনিয়া।
আজানুলম্বিত ভুজ নব কমনিয়া ॥ ৩২৯৫ ॥
বাসুদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিলাস।
রাসরস গোরা পহু করয়ে প্রকাশ ॥ ৩২৯৬ ॥

পুনঃ—শ্রীরাগ

সরস সুরধুনী-পুলিনবন অবলোকি' গৌরকিশোর।
পুরুব রাসবিলাস সোঙরি' উলসে ভৈ গেল ভোর ॥৩২৯৭
মদন-মদভর-হরণ তনু যনু দমকে দামিনীদাম।
বদনবিধু বিধুকদন, মাধুরী-অমিয়া ঝরে অবিরাম ॥৩২৯৮॥
আজু নিরুপম নটন ঘটইতে হোত ললিত ত্রিভঙ্গ।
দৃমিকি দৃমি দৃমি দৃমু বাজত মধুর মধুর মৃদঙ্গ ॥ ৩২৯৯ ॥
সুঘর পরিকরবৃন্দ গায়ত রাসরস মৃদ মাতি'।
দেব ভুলহ সে বিপুল কৌতুকে উথলে নরহরি ছাতি ॥৩৩০০
ওহে শ্রীনিবাস! গৌরচন্দ্র গণসঙ্গে।
বিহরয়ে বসন্ত ঋতুতে মহারঙ্গে ॥ ৩৩০১ ॥
নদীয়ায় যে শোভা কি কহিব সে কথা।
পরম অদ্ভুত ফাগুখেলারম্ভ এথা ॥ ৩৩০২ ॥

গীতে যথা—বসন্ত

বসন্ত-সময় সুশোভিত।
নদীয়ার কিবা তরু-লতা প্রফুল্লিত ॥ ৩৩০৩ ॥
কুহরে কোকিল অনিবার।
ভ্রময়ে ভ্রমরপুঞ্জ করয়ে গুঞ্জার ॥ ৩৩০৪ ॥
বহে মন্দ মলয় সমীর।
উথলয়ে হিয়া কেহ হইতে নারে থির ॥ ৩৩০৫ ॥
গোকুল নাগর গোরা রঙ্গে।
সুরধুনীতীরে বিহরয়ে গণসঙ্গে ॥ ৩৩০৬ ॥
মুকুন্দ-মাধব আদি গায়।
মৃদঙ্গ মন্দিরা নানা যন্ত্র সভে বায় ॥ ৩৩০৭ ॥
পুষ্পের পরাগ ফাগু লৈয়া।
হাসে মন্দ মন্দ কেহ গোরাগায়ে দিয়া ॥ ৩৩০৮ ॥
কেহ কেহ নাচে নানা ছাঁদে।
সভার উপরে ফাগু ফেলে গোরাচাঁদে ॥ ৩৩০৯ ॥
নিতাই অদ্বৈত গদাধর।
শ্রীবাসাদি ফাগুখেলা খেলে পরস্পর ॥ ৩৩১০ ॥
দেখি' এ না অদ্ভুত বিহার।
দেবগণ নারয়ে ধৈরয ধরিবার ॥ ৩৩১১ ॥
কেবা না করয়ে জয়ধ্বনি।
নরহরি ভণে—সুখে ভরল অবনী ॥ ৩৩১২ ॥

পুনঃ—বসন্ত

ফাগু খেলত গৌরকিশোর।
বনি' বেশ বিশেষ উজোর ॥ ৩৩১৩ ॥
তনুরুচি জিনি' দামিনীদাম।
তহি মূরছত কত শত কাম ॥ ৩৩১৪ ॥
গহি' করে কাঞ্চন পিচকারী।
বর বরখত কেশর বারি ॥ ৩৩১৫ ॥
ঘন উড়ায়ত আবির গুলাল।
সুরপুর পরশত মহী লাল ॥ ৩৩১৬ ॥
লখি' পহু কর বয়ন ময়ঙ্ক।
পরিকরগণ নটত নিঃশঙ্ক ॥ ৩৩১৭ ॥
মিলি' গায়ত বরজবিহার।
ধরু ধৈরয, ধরই না পার ॥ ৩৩১৮ ॥

বহু বায়ত যন্ত্র রসাল।
উঘটত ধিকি ধিকি তক তাল ॥ ৩৩১৯ ॥
কহি' হো হো হরি বিভোর।
নরহরি কি ভণব—মতি থোর ॥ ৩৩২০ ॥

পুনঃ—বসন্ত

ফাগু খেলে গোরাচাঁদ নদীয়ানগরে।
হরয়ে যুবতিচিত নয়নের শরে ॥ ৩৩২১ ॥
সহচর মেলি' ফাগু মারে গোরারায়।
চন্দন-পিচকা লৈয়া কেহ কেহ ধায় ॥ ৩৩২২ ॥
নানা যন্ত্র সুমেলি করিয়া শ্রীনিবাস।
গদাধর-আদি সঙ্গে করয়ে বিলাস ॥ ৩৩২৩ ॥
হরি বলি' বাহু তুলি' নাচে হরিদাস।
বাসুদেব ঘোষ রস করিল প্রকাশ ॥ ৩৩২৪ ॥

পুনঃ—বসন্ত

ফাগুয়া খেলত গৌরকিশোর।
বিলসত পরিকর পহু চহু ওর ॥ ৩৩২৫ ॥
নিত্যানন্দ প্রেমে মাতোয়ার।
নিরখই পহুক সরস শিঙার ॥ ৩৩২৬ ॥
শ্রীঅদ্বৈত মধুর মৃদু হাসি।
পহু মুখ অমিয়া পিয়ই রসে ভাসি' ॥ ৩৩২৭ ॥
চতুর গদাধর স্বরূপ সুলেহ।
ভারত ফাগু নিরখি' পঁহু দেহ ॥ ৩৩২৮ ॥
নরহরি হরি শিরিবাস মুরারি।
বরিষে রঙ্গ কর গহি' পিচকারি ॥ ৩৩২৯ ॥
কেশর, মৃগমদ, মলয়জ পঙ্ক।
দাস-গদাধর লপটে নিশঙ্ক ॥ ৩৩৩০ ॥
হো হো হরি কহে—কি উলাস।
নাচত বক্রেশ্বর চহু পাশ ॥ ৩৩৩১ ॥
গৌরীদাস অতি পুলক শরীর।
উচরত জয় জয় শবদ গভীর ॥ ৩৩৩২ ॥
মাধব বাসু মুকুন্দ উদার।
গায়ত সুমধুর বরজ-বিহার ॥ ৩৩৩৩ ॥
সঞ্জয় বিজয় বাজায়ত খোল।
দ্বিজ হরিদাস করত উতরোল ॥ ৩৩৩৪ ॥
নন্দন ঘন ঝনকায়ত ঝাঁজ।
শ্রীহরিদাস হরষ হিয়ামাঝ ॥ ৩৩৩৫ ॥
শঙ্কর যদু আদিক সুখী ভেলি।
করল হি বিবিধ যন্ত্র এক মেলি ॥ ৩৩৩৬ ॥
ধাই চলল নদীয়া-নরনারী।
সুরধুনীতীরে রঙ্গ ভেল ভারী ॥ ৩৩৩৭ ॥
ধৈরয ধরত ন দেবসমাজ।
ভণ ঘনশ্যাম—সফল ঋতুরাজ ॥ ৩৩৩৮ ॥

পুনঃ—বসন্ত

গৌর গোকুল-নাহ নটবর,
বেশ বিরচি' অশেষ পরিকর,
সঙ্গে সুরধুনীতীরে বিহরে,
বসন্ত-ঋতু-মুদ-বর্ধনা।
কনক-পর্বত খর্বকৃত তনু-
কিরণ মঞ্জু মনোজময় যনু,
ঝরত অমিয়, সুহাস ঝলকত,
বদন বিধু-মদ-মর্দনা ॥ ৩৩৩৯ ॥
কঞ্জলোচনযুগল সুললিত,
বঙ্ক চাহনি চপল অতুলিত,
ভঙ্গি সঙ্গে পিচকারী গহি ফগু
ফেট ভরত উড়ায়ই।
লসত চহু দিশ সুঘড় প্রিয়গণ,
সাজি অতিশয় মগন ঘন ঘন,
হোরি' কহি' কহি' পেখি' পঁহু মুখ
কো না নয়ন জুড়ায়ই ॥ ৩৩৪০ ॥
পরশ-পরবশ মাতি খেলত,
গগন পন্থ হি গুলাল মেলত,
ঝাপি দিনকর-কিরণ অম্বর,
অরুণ অতিশয় শোহয়ে।
দলিত মৃগমদ পঙ্ক কেশর,
ডারি' হরষে নিতাই শিরপর,
ভ্রূকুটি করি কর তালিকা রচি
অদ্বৈত জনমন মোহয়ে ॥ ৩৩৪১ ॥

নটন পটু নট উঘটি থুঙ্গুট থৈ তা তক তক থো দি দৃমি কট,
দ্রা দৃমি কি দৃমি দৃমি কি মুরজ মৃদঙ্গ বাদক বায়ই।
ভণত নরহরি—বলিত শ্রুতি স্বর গান কর,গতিবৃন্দ সুমধুর,
ধিরয পরিহরি' নিখিল সুর-নরনারী কৌতুকে ধায়ই ॥৩৩৪২॥

পুনঃ—কামোদ

হোলি খেলত গৌরকিশোর।
রসবতী নারী—গদাধর কোর ॥ ৩৩৪৩ ॥
স্বেদবিন্দু মুখ পুলক-শরীর।
ভাবভরে গলতহি লোচনে নীর ॥ ৩৩৪৪ ॥
ব্রজরস গায়ত নরহরি-সঙ্গে।
মুকুন্দ মুরারি বাসু নাচত রঙ্গে ॥ ৩৩৪৫ ॥
খেনে খেনে মুরুছই পণ্ডিত কোর।
হেরইতে সহচর সুখে ভেল ভোর ॥ ৩৩৪৬ ॥
নিকুঞ্জ-মন্দির পঁহু করল বিথার।
ভূমে পড়ি' কহে—কাঁহা মুরলী হামার ॥ ৩৩৪৭ ॥
কাঁহা গোবর্ধন, যমুনাকো কূল।
কাঁহা মালতী যূথী চম্পক-ফুল ॥ ৩৩৪৮ ॥
শিবানন্দ কহে শুনি' পঁহু রসবাণী।
যাহা পঁহু গদাধর তাহা রসখানি ॥ ৩৩৪৯ ॥
একদিন এথা নিত্যানন্দ-হলধর।
পূর্ব রাসলীলারসে উল্লাস অন্তর ॥ ৩৩৫০ ॥

গীতে যথা কেদার

কি মধুর মধুনিশা,　　　চাঁদে আলো কৈল দিশা,
　　বহে মন্দ মলয় সমীর।
জাহ্নবী যমুনাপ্রায়,　　　নির্মল পুলিন তায়,
　　কুহরে কোকিল শিখী কীর ॥ ৩৩৫১ ॥
　　আজু কি কৌতুক নদীয়াতে।
সোঙরি পুরব রঙ্গ,　　　নিতাই পুলক অঙ্গ,
　　তিলেক নারয়ে থির হৈতে ॥ ধ্রু ॥ ৩৩৫২ ॥
দেখিয়া নিতাইর রীতি,　　　শ্রীগৌরসুন্দর অতি,
　　প্রেমাবেশে অবশ হইলা।
কেহ না ধৈরয বাঁধে,　　　গায় সভে নানা ছাঁদে,
　　বলাইচাঁদের রাসলীলা ॥ ৩৩৫৩ ॥

দেবতা মানুষে মিলি',　　　নাচে বাহু তুলি' তুলি,
　　নানা বাদ্য বায় অনিবার।
দাস নরহরি কয়—　　　জগ ভরি' জয় জয়,
　　নিত্যানন্দ রোহিণীকুমার ॥ ৩৩৫৪ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের বস্ত্রহরণ-লীলা-প্রকাশ—

এথা গৌরচন্দ্র পূর্বলীলা প্রকাশিলা।
শ্রীভক্তগণের চীর হরণ করিলা ॥ ৩৩৫৫ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়-প্রক্রমে পঞ্চম-সর্গে—

ততঃ কদাচিদ্রজনীমুখে সোঽ-
বস্ত্রান্ সমাকৃষ্য বিলগ্নভাবান্।
চক্রে করাম্ভোরুহকেণ চক্রী
ভৃত্যান্ রসজ্ঞো রসদো নরাণাম্ ॥ ৩৩৫৬ ॥
এবং প্রভুঃ ক্রীড়নকং স কৃত্বা
ক্ষণাদ্দদৌ বস্ত্রগণান্ সমস্তান্।
তেভ্যঃ পুনস্তে পরিধায় হৃষ্টা
বাসাংসি সাকং জহৃষুর্মুরঘ্না ॥ ৩৩৫৭ ॥

অন্বয়। ততঃ (অনন্তরং) চক্রী (চক্রধারী) রসজ্ঞঃ (স্বয়ং রসাভিজ্ঞঃ) নরাণাং রসদঃ (অপরেষাং রসাস্বাদন-প্রদাতা) সঃ (গৌরহরিঃ) কদাচিৎ (একদা) রজনীমুখে (রাত্রেঃ প্রারম্ভে) বিলগ্নভাবান্ (ভাবাবিষ্টান্) ভৃত্যান্ করাম্ভোরুহকেণ (করপদ্মেন) সমাকৃষ্য অবস্ত্রান্ (বস্ত্রহীনান্) চক্রে। এবং (অনেন প্রকারেণ) স প্রভুঃ ক্ষণাৎ ক্রীড়নকং (ক্রীড়াং) কৃত্বা সমস্তান্ বস্ত্রগণান্ তেভ্যঃ (ভৃত্যেভ্যঃ) পুনঃ দদৌ। তে (ভৃত্যাঃ) বাসাংসি পরিধায় হৃষ্টাঃ (সন্তঃ) মুরঘ্না (মুরহরেণ কৃষ্ণেন 'গৌরেণেত্যর্থঃ) সাকং জহৃষুঃ (হর্ষং চক্রুঃ) ॥ ৩৩৫৬-৫৭ ॥

অনুবাদ। শ্রীচৈতন্যচরিতকাব্যে দ্বিতীয় প্রক্রমে পঞ্চম সর্গে—অনন্তর চক্রধারী, স্বয়ং রসাস্বাদক ও অপরের রসাস্বাদন-প্রদাতা সেই শ্রীগৌরহরি একদিন রাত্রির প্রারম্ভে তদ্ভাবাবিষ্ট ভৃত্য অর্থাৎ পরিকরগণকে নিজ-পদ্মহস্তে আকর্ষণপূর্বক বস্ত্রহীন করিয়াছিলেন। এইরূপে সেই প্রভু ক্ষণকাল ক্রীড়া করিয়া সমস্ত বস্ত্র তাঁহাদিগকে পুনরায় প্রত্যর্পণ করিলেন। তাঁহারা সেই

পরিধানপূর্বক আনন্দিত হইয়া মুরারির সহিত হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ৩৩৫৬-৫৭ ॥

গীতে যথা—শ্রীরাগ

গোরাচাঁদের কিবা এ লীলা।
পূরুবে গোপীকা- চীর হরে,
এবে সে ভাবে বিহ্বল হৈলা ॥ ৩৩৫৮ ॥
চাহি' প্রিয়পরিকর-পানে।
ভঙ্গি করি' চীর হরে সে সবার,
কেবা এ মরম জানে ॥ ৩৩৫৯ ॥
যেন হইল সকলি সেই।
সুখের অবধি সাধি' নিজ-কাজ
সবারে বসন দেই ॥ ৩৩৬০ ॥
দেখি' দাস নরহরি ভণে।
ভুবনের মাঝে কে না উনমত
এ চারু-চরিত-গানে ॥ ৩৩৬১ ॥

গণসহ এথা প্রভু শচীর তনয়।
গোবর্ধন-ধারণাদি-লীলা প্রকাশয় ॥ ৩৩৬২ ॥
ওহে শ্রীনিবাস! গৌরলীলা মনোহর।
মনের আনন্দে কে না চিন্তে নিরন্তর ॥ ৩৩৬৩ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীসনাতন শিক্ষা-পরিচ্ছেদে—

"কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্য-কথা শুনে, করে চৈতন্য-চিন্তন॥" ৩৩৬৪ ॥

(চৈ চ ম ১৯।১৩১)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টকালীন লীলা-স্মরণ—

চৈতন্যচন্দ্রের নিত্যলীলা-রসায়ন।
নিশান্ত-নিশা পর্যন্ত চিন্তে বিজ্ঞগণ ॥ ৩৩৬৫ ॥

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তম্—

নিশান্তে গৌরচন্দ্রস্য শয়নঞ্চ নিজালয়ে।
প্রাতঃকালে কৃতোত্থানং পর্যঙ্কাৎ স্বগণান্বিতম্॥৩৩৬৬॥
মুখপ্রক্ষালনঞ্চৈব বাসিতৈর্বারিভির্মুদা।
তৈলাভিমর্দনং তত্র স্নানং তদ্ভোজনাদিকম্॥ ৩৩৬৭ ॥
পূর্বাহ্নসময়ে ভক্তমন্দিরে পরমোৎসুকম্।
মধ্যাহ্নে পরমাশ্চর্যং কেলিং সুরসরিত্তটে ॥ ৩৩৬৮ ॥
অপরাহ্নে নবদ্বীপভ্রমণং ভূরিকৌতুকম্।
সায়াহ্নে গমনং চারু শোভনং নিজ-মন্দিরে ॥৩৩৬৯॥
প্রদোষে প্রিয়বর্গাঢ্যং শ্রীবাসভবনে তথা।
নিশায়াং স্বরসানন্দং শ্রীমৎসংকীর্তনোৎসবম্ ॥৩৩৭০॥

অন্বয়। তথাহি প্রাচীনৈঃ (মহাজনৈঃ) উক্তম্ (শ্রীগৌরচন্দ্রস্য অষ্টকালীন-লীলাচিন্তনমিত্যর্থঃ)—

নিশান্তে (প্রথমে যামে) গৌরচন্দ্রস্য নিজালয়ে শয়নং (চিন্তয়েদিত্যর্থঃ); প্রাতঃকালে (দ্বিতীয়-যামে) পর্যঙ্কাৎ কৃতোত্থানং, বাসিতৈঃ (সুগন্ধৈঃ) বারিভিঃ (জলৈঃ) মুদা (আনন্দেন) স্বগণান্বিতং (স্বগণসহিতং) মুখপ্রক্ষালনং চ এব, তত্র (প্রাতঃকালে) তৈলাভিমর্দনং স্নানং তদ্ভোজনাদিকং (স্মরেৎ); পূর্বাহ্নসময়ে (তৃতীয়-যামে) ভক্তমন্দিরে পরমোৎসুকং (গৌরং) স্মরেৎ ; মধ্যাহ্নে (চতুর্থ-যামে) সুর-সরিত্তটে (গঙ্গাতীরে) (গৌরচন্দ্রস্য) পরমাশ্চর্যং কেলিং (স্মরেৎ); অপরাহ্নে (পঞ্চমে যামে) ভূরিকৌতুকং (প্রচুরানন্দপূর্ণং) নবদ্বীপভ্রমণং (চিন্তয়েৎ) ; সায়াহ্নে (ষষ্ঠে যামে) নিজ-মন্দিরে (স্বগৃহে) চারু-শোভনং গমনং (প্রত্যাবর্তনং স্মরেৎ) ; প্রদোষে (সপ্তম-যামে) শ্রীবাসভবনে প্রিয়-বর্গাঢ্যং (প্রিয়জনৈঃ সহ) তথা (গৌরং স্মরেৎ) ; নিশায়াং (অষ্টম-যামে) স্বরসানন্দং (নিজ-রসানন্দময়ং) শ্রীমৎ-সংকীর্তনোৎসবং (স্মরেৎ) ॥ ৩৩৬৬-৭০ ॥

অনুবাদ। প্রাচীন মহাজনগণ শ্রীগৌরসুন্দরের এইরূপ অষ্টকালীন লীলাস্মরণের কথা উপদেশ করিয়াছেন—

(১) নিশান্তে অর্থাৎ প্রথম যামে বা রাত্রির শেষ ছয় দণ্ডে শ্রীগৌরচন্দ্রের নিজ-গৃহে শয়ন-চিন্তা করিবে। (২) প্রাতঃকালে অর্থাৎ দ্বিতীয় যামে বা সূর্যোদয় হইতে ছয় দণ্ডকাল পর্যন্ত পর্যঙ্ক হইতে উত্থান, পরমানন্দে নিজগণ-সহিত সুবাসিত জলে মুখপ্রক্ষালন, তৈলমর্দন, স্নান, ভোজনাদি স্মরণ করিবে। (৩) পূর্বাহ্নে অর্থাৎ তৃতীয় যামে বা ছয় দণ্ড বেলা হইতে দ্বাদশদণ্ড পর্যন্ত ভক্তগৃহে গমনার্থ অতি উৎসুক শ্রীগৌরসুন্দরের চিন্তা করিবে। (৪) মধ্যাহ্নে অর্থাৎ চতুর্থ যামে বা দ্বাদশদণ্ডের পর দ্বাদশদণ্ড গঙ্গাতীরে শ্রীগৌরসুন্দরের অতীব আশ্চর্য কেলি চিন্তা করিবে। (৫) অপরাহ্নে অর্থাৎ পঞ্চম যামে বা দিবা-

ভাগে শেষ ছয় দণ্ডে সন্ধ্যা পর্যন্ত নানা কৌতুকপূর্ণ নবদ্বীপ-নগরে ভ্রমণ স্মরণ করিবে। (৬) সায়াহ্নে অর্থাৎ ষষ্ঠ-যামে বা সন্ধ্যার পর ছয় দণ্ড-কাল নিজ-মন্দিরে শ্রীগৌর-সুন্দরের সুন্দর ও মধুর প্রত্যাবর্তন চিন্তা করিবে। (৭) প্রদোষে অর্থাৎ সপ্তম যামে দ্বাদশদণ্ড রাত্রি পর্যন্ত শ্রীবাসগৃহে প্রিয়জন-পরিবেষ্টিত মহাপ্রভুর স্মরণ করিবে। (৮) নিশায় অর্থাৎ অষ্টম যামে বা রাত্রিদ্বাদশদণ্ড হইতে চতুর্বিংশদণ্ড রাত্রি পর্যন্ত নিজ-রসানন্দে পরিপূর্ণ শ্রীগৌর-সুন্দরের সঙ্কীর্তনোৎসব চিন্তা করিবে ॥ ৩৩৬৬-৭০ ॥

গীতে যথা—শ্রীরাগ

নিশি-অবশেষে লসত নদীয়া-শশী
　　শয়ন সেজে নিজ-মন্দির মাহি।
ঝলমল অঙ্গ-কিরণ মনোরঞ্জন
　　মনমথ-মথন-ভঙ্গি সম নাহি ॥ ৩৩৭১ ॥
প্রাতঃ-সময়ে সুক্রিয়ারত
　　সুরধুনী অবগাহন করু পরম উল্লাস।
গণসহ বিবিধ ভাঁতি করি' ভোজন
　　পল-ছন শয়ন সেবই সব দাস ॥ ৩৩৭২ ॥
পূর্বাহ্নে পরিতোষ করই সবে
　　ধরি' নববেশ নিকসে চিতচোর।
পরিকরসহ পরিকর-গৃহে বিলসত
　　বুঝব কি—প্রেমক গতি নহ ওর ॥৩৩৭৩॥
ধন্য সময় মধ্যাহ্নে সরসি বনরাজি
　　সুশীতল সুরধুনী-তীর।
বিবিধ কেলি তহি কো কবি বরণব—
　　নিরখত সুরগণ হোত অথির ॥ ৩৩৭৪ ॥
অতি অপরূপ অপরাহ্ণ-সময়ে
　　নদীয়া-মধি ভ্রমণ করয়ে গণসঙ্গ।
শোভা ভুবন-বিজয়ী রস-বাদর
　　নিরখি নগর-নরনারী উমঙ্গ ॥ ৩৩৭৫ ॥
সাঁজ-সময়ে নিজ-ভবনে গমন করু
　　শ্রীশচীদেবী মুদিত মুখ হেরি'।
অদ্ভুত রঙ্গ প্রকট পঁহু দরশনে
　　কত শত লোক আরত কত বেরি' ॥৩৩৭৬॥
প্রদোষ-সময় হি তোষি' জননী-মন
　　প্রিয় শ্রীবাস-মন্দিরে উপনীত।
অধিক উছাহ ভকতগণ তহি
　　পঁহু রাই সুবেশ মধুরতর রীত ॥ ৩৩৭৭ ॥
বিমল নিশার সময়ে সংকীর্তনে
　　মাতি' মুদিত হিয়া কৌতুক জোর।
গণসহ পুনঃ নিজ-ভবনে সুতই
　　নরহরি পঁহু রসময় গৌরকিশোর ॥ ৩৩৭৮ ॥

নবদ্বীপে যৈছে বিহরয়ে গোরারায়।
ব্রহ্মাদি দেবেও তা'র অন্ত নাহি পায় ॥ ৩৩৭৯ ॥
যে নৃত্য-কীর্তন-ভাবাবেশ এইখানে।
যে কৃপা প্রকাশ তা' দেখয়ে ভাগ্যবানে ॥ ৩৩৮০ ॥

গীতে যথা—কামোদ

শচীর দুলাল গোরা নাচে।
দেবের দুর্লভ ধন যা'রে তা'রে যাচে ॥ ধ্রু ॥ ৩৩৮১ ॥
পতিতেরে হেরিয়া ধরিতে নারে অঙ্গ।
ক্ষণে ক্ষণে উঠে কত ভাবের তরঙ্গ ॥ ৩৩৮২ ॥
ঝলমল করে কনক জিনি' আভা।
বিপুল পুলকাবলি-বলিত কি শোভা ॥ ৩৩৮৩ ॥
ভাসয়ে শ্রীমুখ বুক নয়নের জলে।
দুটি বাহু তুলিয়া সঘনে 'হরি' বোলে ॥ ৩৩৮৪ ॥
উনমত ভকত ফিরয়ে চারিপাশে।
জয় জয়-কলরব এ ভূমি আকাশে ॥ ৩৩৮৫ ॥
পঁহু পানে হেরি' কেহ ধৈরয না বাঁধে।
নরহরি ও-রাঙ্গা চরণে পড়ি' কাঁদে ॥ ৩৩৮৬ ॥

পুনঃ—কামোদ

নাচে গোরা গুণমণি, কেবল প্রেমের খনি,
　　প্রিয় পরিকর চারিপাশ।
শোভা অপরূপ যেন, উডুগণ মাঝে যেন,
　　কনক-চন্দ্রমা পরকাশ ॥ ৩৩৮৭ ॥
শিরীষ কুসুম জিনি, সুকোমল তনুখানি,
　　পুলকবলিত মনোহর।
প্রফুল্ল কমল দূরে, বদনে মদন ঝুরে,
　　হাসিমাখা অরুণ অধর ॥ ৩৩৮৮ ॥
কত না ভঙ্গিমা করি' ভুজ তুলি' বলে 'হরি',
　　বরিষে অমিয়া অনিবার।
অতি সকরুণ হিয়া, পতিতেরে নিরখিয়া
　　আঁখি বহে সুরধুনী-ধার ॥ ৩৩৮৯ ॥

বাজে খোল করতাল, চরণ-চালনি ভাল,
দেখি' কেবা না হয় মোহিত।
না রহিল দুঃখ-শোক, মাতিল সকল লোক,
নরহরি এ-সুখে বঞ্চিত ॥ ৩৩৯০ ॥

পুনঃ—মেঘরাগ

গোরা বড় দয়ার ঠাকুর।
সংকীর্তন-মেঘে প্রেম বরিষে প্রচুর ॥ ৩৩৯১ ॥
পরিকর-মাঝে সাজে ভাল।
অপরূপ রূপেতে ভুবন করে আলো ॥ ৩৩৯২ ॥
নাচয়ে কত না ভঙ্গি করি'।
কেবা বা ধরিবে হিয়া সে মাধুরী হেরি' ॥ ৩৩৯৩ ॥
করতাল বাজয়ে মৃদঙ্গ।
গায়য়ে মধুর গীতি অমিয়া-তরঙ্গ ॥ ৩৩৯৪ ॥
কেহ হাসে কেহ কেহ কাঁদে।
ভূমে গড়ি' যায়, কেহ থির নাহি বাঁধে ॥ ৩৩৯৫ ॥
জয়ধ্বনি এ ভূমি আকাশ।
মাতিল পামর হীন নরহরি দাস ॥ ৩৩৯৬ ॥

পুনঃ—ধানশী

ভুবনপাবন গোরাচাঁদ।
অখিল জীবের মন ফাঁদ ॥ ৩৩৯৭ ॥
নাচে প্রভু প্রেমের আবেশে।
অরুণ-নয়ন জলে ভাসে ॥ ৩৩৯৮ ॥
ভুজ তুলি' 'হরি হরি' বোলে।
পতিতে ধরিয়া করে কোলে ॥ ৩৩৯৯ ॥
নিজ-রসে সবারে ভাসায়।
চারিপাশে পারিষদ গায় ॥ ৩৪০০ ॥
সুকোমল অঙ্গ আছাড়িয়া।
গড়ি' যায় ধূলায় পড়িয়া ॥ ৩৪০১ ॥
দেখিয়া সকল জীব কাঁদে।
নরহরি থির নাহি বান্ধে॥ ৩৪০২ ॥

শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধী গোপাল-চাপালের দণ্ড—

কি বলিব—সংকীর্তন-সুখে মগ্ন হৈয়া।
শ্রীবাস-ভবনে চলে নিজালয় গিয়া ॥ ৩৪০৩ ॥
একদিন রাত্রে প্রভু শ্রীবাস-অঙ্গনে।
দ্বারে দিয়া কপাট বিহ্বল সংকীর্তনে ॥ ৩৪০৪ ॥
গোপালচাপাল নামে পাষণ্ড-প্রধান।
শ্রীবাসের দুঃখ যা'তে এই কর্ম তান্ ॥ ৩৪০৫ ॥
মদ্যভাণ্ড-সিন্দূরাদি রাখি' এই দ্বারে।
মনের আনন্দে তেঁহ গেলা নিজ-ঘরে ॥ ৩৪০৬ ॥
প্রভাতে শ্রীবাস তা, দেখায় শিষ্টগণে।
সে স্থান সংস্কার করাইলা সেইক্ষণে ॥ ৩৪০৭ ॥
শ্রীবাসের স্থানে তেঁহ অপরাধ কৈল।
দিন দুই তিন-মধ্যে কুষ্ঠব্যাধি হৈল ॥ ৩৪০৮ ॥
গোপালচাপাল কুষ্ঠে মহাদুঃখ পায়।
কথোদিনে ভাল হৈল শ্রীবাস-কৃপায় ॥ ৩৪০৯ ॥
একদিন প্রভু এথা নৃত্যে মগ্ন ছিলা।
দ্বারে এক বিপ্র তাঁ'রে আসিতে না দিলা ॥ ৩৪১০ ॥
তাঁ'র ইচ্ছা ছিল সংকীর্তন দেখিবারে।
দেখিতে না পাই দুঃখে গেলা নিজ-ঘরে ॥ ৩৪১১ ॥
একদিন গৌরচন্দ্রে গঙ্গাতীরে পা'য়া।
শাপয়ে প্রভুরে মহাক্রোধযুক্ত হৈয়া ॥ ৩৪১২ ॥
যজ্ঞসূত্র ছিঁড়িয়া কহয়ে বারবার।
সংসারের সুখনাশ হউক তোমার ॥ ৩৪১৩ ॥
বিপ্রশাপ শুনি' মহাহর্ষে গৌরহরি।
আইলেন গঙ্গাতীর হৈতে স্নান করি' ॥ ৩৪১৪ ॥
শ্রদ্ধা করি' প্রভু-ব্রহ্মশাপ যেই শুনে।
ব্রহ্মশাপ হৈতে মুক্ত হয় সেই জনে॥ ৩৪১৫ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়-প্রক্রমে—

ইতি শ্রুত্বা হরেঃ শাপং শ্রদ্ধয়া পরয়া সকৃৎ।
ব্রহ্মশাপাৎ বিমুচ্যেত নরঃ সুখমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৪১৬ ॥

অন্বয়। ইতি হরেঃ শাপং পরয়া শ্রদ্ধয়া সকৃৎ (একবারং) শ্রুত্বা নরঃ ব্রহ্মশাপাৎ বিমুচ্যেত (বিমুক্তো ভবেৎ) সুখং (চ) অবাপ্নুয়াৎ (লভেত) ॥ ৩৪১৬ ॥

অনুবাদ। শ্রীচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয় প্রক্রমে—শ্রীহরির এই শাপবৃত্তান্ত পরম শ্রদ্ধায় একবার শ্রবণ করিলে লোক ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্তি লাভ করে এবং সুখ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৪১৬ ॥

শ্রীমহাপ্রভুর নৃত্য-সংকীর্তনবিলাস—

ওহে শ্রীনিবাস, গণসহ এইখানে।
প্রভু মহামত্ত হৈয়া নাচে সংকীর্তনে ॥ ৩৪১৭ ॥

গীতে—সুহই

মহাভুজ নাচে চৈতন্যরায়।
কে জানে কত কত, ভাব শত শত,
সোণার বরণ গায় ॥ ধ্রু ॥ ৩৪১৮ ॥
শুনিয়া নিজ-গুণ, নাম-সংকীর্তন,
বিহরে নটবর রঙ্গে।
নদীয়াপুর-লোক, খণ্ডিল দুঃখ-শোক,
ডুবিল প্রেমতরঙ্গে ॥ ৩৪১৯ ॥
প্রেমে ঢল ঢল, অঙ্গ নিরমল,
পুলক-অঙ্কুর শোভা।
আর কি কহিব, অশেষ অনুভব,
হেরি' জগমন-লোভা ॥ ৩৪২০ ॥
করুণা নিরিখনে, অমিয়া বরিষণে,
অখিল ভুবন সিঞ্চিত।
চৈতন্যদাস গানে, অতুল প্রেমদানে,
মুই সে হইনু বঞ্চিত ॥ ৩৪২১ ॥

পুনঃ—সুহই

গোরা নাচে প্রেমবিনোদিয়া।
অখিল ভুবনপতি বিহরে নদীয়া ॥ ৩৪২২ ॥
দিক্ বিদিক্ না জানে গোরা নাচিতে নাচিতে।
চাঁদমুখে 'হরি' বোলে কাঁদিতে কাঁদিতে ॥ ৩৪২৩ ॥
গোলোকের প্রেমধন জীবে বিলাইয়া।
সংকীর্তনে নাচে গোরা 'হরিবোল' বলিয়া ॥ ৩৪২৪ ॥
এ ভূমি-আকাশ ভরি' জয় জয়-ধ্বনি।
গায়য়ে অনন্ত-গুণ দিবস-রজনী ॥ ৩৪২৫ ॥

পুনঃ—ধানশী

চৌদিগে গোবিন্দ-ধ্বনি শুনি' পঁহু হাসে।
কম্পিত অধরে গোরা গদগদ ভাষে ॥ ৩৪২৬ ॥
নাচয়ে গৌরাঙ্গ যাঁ'র সঙ্গে নিত্যানন্দ।
অবনী ভাসল প্রেমে বাঢ়ল আনন্দ ॥ ৩৪২৭ ॥
গোবিন্দ, মাধব, বাসু গায়েন মুকুন্দ।
ভুলিল কীর্তনরসে পা'য়া নিজবৃন্দ ॥ ৩৪২৮ ॥
রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া সে অমিয়া-রসে ভোর।
বসু রামানন্দ তাহে লুবধ চকোর ॥ ৩৪২৯ ॥

পুন—সুহই

নাচত নটবর গৌরকিশোর।
অভিনব ভঙ্গি ভুবন করু ভোর ॥ ৩৪৩০ ॥
ঝলমল অঙ্গকিরণ অনুপাম।
হেরইতে মুরুছত কত কত কাম ॥ ৩৪৩১ ॥
টলমল লোচনযুগল বিশাল।
দোলত কণ্ঠে বলিত বনমাল ॥ ৩৪৩২ ॥
ঝরত অমিয় বিধুবদন উজোর।
পিবই নয়ন ভরি' ভকত-চকোর ॥ ৩৪৩৩ ॥
ঘন ঘন ভণয়ে মধুর হরিনাম।
শুনইতে কো ন রোয়ই অবিরাম ॥ ৩৪৩৪ ॥
পামর পতিত প্রেমরসে মাতি'।
ন দরবে কঠিন এ নরহরি-ছাতি ॥ ৩৪৩৫ ॥

শ্রীবাসগৃহে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর গোপীভাবে নৃত্য শ্রীঅদ্বৈতকে বিশ্বরূপ-প্রদর্শন—

একদিন হরিধ্বনি শুনি' গৌররায়।
মূর্ছিত হইয়া ভূমে পড়িল এথায় ॥ ৩৪৩৬ ॥
ভক্তগণ চেতন করায় সংকীর্তনে।
ভাবাবেশে প্রভু কত কহে খেনে খেনে ॥ ৩৪৩৭ ॥
কে বুঝিতে পারে সেই ভাবের বিকার।
শুন শুন শ্রীনিবাস ! কহি কিছু আর ॥ ৩৪৩৮ ॥
একদিন শ্রীবাসের গৃহে এইখানে।
গোপীভাবে অদ্বৈত নাচয়ে সংকীর্তনে ॥ ৩৪৩৯ ॥
তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে—
"একদিন অদ্বৈত নাচেন গোপীভাবে।
কীর্তন করেন সবে মহা-অনুরাগে ॥" ৩৪৪০ ॥
(চৈ ভা ম ২৪।৩২)

গীতে যথা—আশাবরী

আজু সীতাপতি অদ্বৈত নাচয়ে

গোপীভাবে অতি মধুর ছাঁদে।
বিপুল পুলক- ময় হেম-তনু
শোভা হেরি' কেবা ধৈরয বাঁধে ॥ ৩৪৪১ ॥
বারিজ নয়নে বহে বারিধারা
নারে নিবারিতে না রহে ধৃতি।
লহু লহু হাসি- মাখা মুখখানি
ঝলমল করে চন্দ্রমা জিতি' ॥ ৩৪৪২ ॥
ভুজ ভঙ্গি করু ধরু পদতল
তালে টলমল করয়ে মহী।
মন্দ মন্দ কিবা মৃদঙ্গ মন্দিরা
বায় কেহ কেহ চৌদিকে রহি' ॥ ৩৪৪৩ ॥
মনের উল্লাসে প্রিয়গণ গায়
সে চারু চরিত অমিয়া ঝরু।
ভণে ঘনশ্যাম গুণে কে না ঝুরে
'জয় জয়' রবে ভুবন ভরু ॥ ৩৪৪৪ ॥

গোপীভাবে অদ্বৈতের মহানন্দ-মনে।
নীলাচলে এ বর মাগিলা প্রভু-স্থানে ॥ ৩৪৪৫ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে—
দাস্যে কেচন কেচন প্রণয়িনঃ সখ্যে ত এবোভয়ে
রাধামাধবনিষ্ঠয়া কতিপয়ে শ্রীদ্বারকাধীশিতুঃ।
সখ্যাদাবুভয়ত্র যে চ কেচন যে বাবতারান্তরে
ময্যাবদ্ধহৃদোঽখিলান্ বিতনবৈ বৃন্দাবনাসঙ্গিনঃ
॥ ৩৪৪৬ ॥

অন্বয়। কেচন দাস্যে (দাস্যরসে) কেচন সখ্যে (সখ্যরসে) প্রণয়িনঃ (প্রীতিযুক্তাঃ) ; তে উভয়ে এব ময়ি আবদ্ধহৃদঃ (বদ্ধচিত্তাঃ)। কতিপয়ে রাধামাধবনিষ্ঠয়া (ময়ি আবদ্ধহৃদ ইত্যর্থঃ)। (কেচন) শ্রীদ্বারকাধীশিতুঃ (শ্রীদ্বারকেশস্য মম সখ্যাদৌ (প্রণয়িনঃ ইত্যর্থঃ)। যে চ কেচন উভয়ত্র (উভয়লীলায়াং) যে বা (মম) অবতারান্তরে ময়ি আবদ্ধহৃদঃ (তান্) অখিলান্ বৃন্দাবনাসঙ্গিনঃ (বৃন্দাবনরসাসক্তান্) বিতনবৈ (করিষ্যামি) ॥ ৩৪৪৬ ॥

অনুবাদ। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে—কেহ কেহ দাস্যরসে, কেহ কেহ সখ্যরসে প্রীতিযুক্ত। তাহারা সকলে আমাতেই বদ্ধচিত্ত। কেহ কেহ শ্রীশ্রীরাধামাধব-বনিষ্ঠাহেতু আমাতে আকৃষ্ট। কেহ কেহ দ্বারকেশ শ্রীকৃষ্ণের সখ্যাদিতে প্রীতিযুক্ত। যে কেহ উভয় লীলায় বা আমার অন্যাবতারে আমাতে আকৃষ্টচিত্ত,আমি তাহাদের সকলকে বৃন্দাবনরসে আসক্ত করিব ॥ ৩৪৪৬ ॥

পরম দুর্লভ গোপীভাবে মত্ত হৈয়া।
নাচয়ে অদ্বৈত নানা ভঙ্গি প্রকাশিয়া ॥ ৩৪৪৭ ॥
নৃত্যের বিরাম তিলার্ধেক নাহি হয়।
দন্তে তৃণ ধরি' ভূমে পড়ি' যত কয় ॥ ৩৪৪৮ ॥
তিলে তিলে বাঢ়ে প্রেম অধৈর্য অন্তর।
অদ্বৈতের আর্তি জানি' আইলা বিশ্বম্ভর ॥ ৩৪৪৯ ॥
অদ্বৈতে করিয়া স্থির প্রভু গৌররায়।
দ্বার দিয়া এই ঘরে বসিলা এথায় ॥ ৩৪৫০ ॥
কি বলিব ?—এই ঘরে হৈল মহারঙ্গ।
অদ্বৈতেরে প্রভু দেখাইল বিশ্ব-অঙ্গ ॥ ৩৪৫১ ॥
অকস্মাৎ নিত্যানন্দ আসিয়া দেখিল।
নিত্যানন্দাদ্বৈত দোঁহে বিহ্বল হইল ॥ ৩৪৫২ ॥
এ দোঁহার চরিত্র বুঝিতে শক্তি তা'র।
নিত্যানন্দাদ্বৈতে ভেদবুদ্ধি নাই যা'র ॥ ৩৪৫৩ ॥
প্রেমাবেশে প্রিয়গণ-সঙ্গে গোরারায়।
নিজ-গৃহে গিয়া পুনঃ আইলা এথায় ॥ ৩৪৫৪ ॥
গণসহ প্রভু এই শ্রীবাস-অঙ্গনে।
হইলেন পরম বিহ্বল সংকীর্তনে ॥ ৩৪৫৫ ॥
ব্যাধিযুক্ত ছিলেন শ্রীবাসের নন্দন।
হেনকালে হৈল তা'র বৈকুণ্ঠে গমন ॥ ৩৪৫৬ ॥
প্রভু-সুখ-ভঙ্গ হবে—এই হেতু শ্রীবাস।
সবে মানা কৈলা—কেহ না কৈল প্রকাশ ॥৩৪৫৭॥
অন্তর্যামী প্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান্।
মৃতপুত্র মুখে কহাইলা দিব্যজ্ঞান ॥ ৩৪৫৮ ॥
শ্রীবাস-গোষ্ঠীর পুত্রশোক গেল দূরে।
প্রভু-পায়ে ধরি' কত কহিল প্রভুরে ॥ ৩৪৫৯ ॥
প্রভু আর্দ্র হৈয়া কহে মধুর বচন।
—"নিত্যানন্দ আমি দুই তোমার নন্দন॥"৩৪৬০।
প্রভুর কারুণ্য-বাক্য শুনি' প্রেমানন্দে।
চতুর্দিকে জয়ধ্বনি করে ভক্তবৃন্দে ॥ ৩৪৬১ ॥

প্রভু কতক্ষণ রহি' কার্য সমাধিয়া।
নিজ-গৃহে গেলা গদাধর সঙ্গে লৈয়া ॥ ৩৪৬২ ॥
একদিন আসি' এই শ্রীবাস-অঙ্গনে।
গণসহ হৈলা মহা-বিহ্বল কীর্তনে ॥ ৩৪৬৩ ॥
শ্রীবাস-ভবন-পাশে দরজী একজন।
শ্রীবাসের বস্ত্র সিঞে—জাতি সে যবন ॥ ৩৪৬৪ ॥
এথা চতুর্ভুজ প্রভু দেখাইল তা'রে।
'দেখিলু দেখিলু' বলিয়া সে নৃত্য করে ॥ ৩৪৬৫ ॥
প্রেমাবেশে উন্মত্ত হইলা সে যবন।
ঐছে লীলা প্রকাশয়ে শচীর নন্দন ॥ ৩৪৬৬ ॥

শ্রীশুক্লাম্বরগৃহে মহাপ্রভুর লীলা—

একদিন প্রভু অন্ন মাগি' শুক্লাম্বরে।
এই পথে গণসহ গেলা তা'র ঘরে ॥ ৩৪৬৭ ॥
কি বলিব—এথা মহা-কৌতুক বাঢ়িল।
ভুঞ্জিলেন প্রভু, শুক্লাম্বর পাক কৈল ॥ ৩৪৬৮ ॥
খাইলা তাম্বূল বসি' করিয়া ভোজন।
গণসহ প্রভু এথা করিলা শয়ন ॥ ৩৪৬৯ ॥
প্রভুর লেখক শ্রীবিজয় সেইখানে।
প্রভু-হস্ত-স্পর্শে কি দেখিল—কেবা জানে ॥৩৪৭০॥
কা'রে কিছু না কহিলা প্রভুর আজ্ঞায়।
বাহ্যহীন ভ্রমে সপ্ত দিন নদীয়ায় ॥ ৩৪৭১ ॥
কি বলিব—শুক্লাম্বর-ঘরে,নানা রঙ্গ।
ঐছে সর্বত্রেই বিলসয়ে গণসঙ্গ ॥ ৩৪৭২ ॥
একদিন এইখানে প্রভু গৌরহরি।
'মধু আন, মধু আন'—ডাকে উচ্চ করি' ॥ ৩৪৭৩ ॥
হলধরভাবে প্রভু হইলা বিহ্বল।
নিত্যানন্দ ঘট ভরি' দিল গঙ্গাজল ॥ ৩৪৭৪ ॥
নানাভাবে নৃত্য প্রভু করে এইখানে।
না ধরে ধৈরয বৃন্দাবনলীলাগানে ॥ ৩৪৭৫ ॥
এথা প্রেমাবেশে বংশী শ্রীবাসে মাগয়।
"গোপী হরি' নিল বংশী"—শ্রীবাস কহয় ॥ ৩৪৭৬॥
শুনি প্রভু 'বোল বোল' বোলে হর্ষ হৈয়া।
শ্রীবাস কহিল ব্রজলীলা বিস্তারিয়া ॥ ৩৪৭৭ ॥

শ্রীবাসের মুখে শুনি বৃন্দাবনলীলা।
প্রেমাবেশে তা'রে দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা ॥ ৩৪৭৮ ॥
একদিন নৃসিংহ-আবেশে গৌররায়।
পাষণ্ডী মারিতে হাতে গদা লৈয়া ধায় ॥ ৩৪৭৯ ॥
নৃসিংহ-আকার দেখি' লোক ভয়ে ভাগে।
বাহ্য পাই' গদা ফেলে শ্রীবাসের আগে ॥ ৩৪৮০ ॥
এথা বসি' প্রভু কিছু কহি শ্রীবাসেরে।
শ্রীবাসের বাক্যে হর্ষে গেলা নিজ-ঘরে ॥ ৩৪৮১ ॥
ওহে বাপ শ্রীনিবাস, কহি যে তোমারে।
জগৎ মোহিত এই নদীয়া-বিহারে ॥ ৩৪৮২ ॥
একদিন এথা বৈসে বিশিষ্ট সকল।
পরস্পর কহে হৈয়া প্রেমায় বিহ্বল ॥ ৩৪৮৩ ॥
—"গোরা বড় দয়ালু—উপমা নাই দিতে।
গোরা রূপগুণে কেবা না ঝুরে জগতে ॥" ৩৪৮৪ ॥

গীতে যথা—সুহই

নাহি নাহিরে গৌরাঙ্গ বিনু দয়ার ঠাকুর নাহি আর।
কৃপাময় গুণনিধি　　সব মনোরথ সিধি
পূর্ণ পূর্ণ পূর্ণ অবতার ॥ ৩৪৮৫ ॥
কলি-কবলিত যত　　জীব সব মুরুছিত
নাহি আর মহৌষধি-তন্ত্র।
গতিহীন ক্ষীণ প্রাণী　　দেখি' মৃতসঞ্জীবনী
প্রকাশিলা হরিনাম-মন্ত্র ॥ ৩৪৮৬ ॥
রাম আদি অবতারে　　ক্রোধে যুদ্ধে অস্ত্র ধরে
অসুরের করিল সংহার।
এবে অস্ত্র না ধরিল　　কারু প্রাণে না মারিল
মন শুদ্ধ করিল সবার ॥ ৩৪৮৭ ॥
এ হেন মহিমা তাঁ'র　　পাষাণ-হৃদয় যা'র
সে হইল মুনির সোসর।
দেবকীনন্দনে ভণে　　হেন প্রভু যে না মানে
সে ভাড়িয়া গঁড়িয়া শূকর ॥ ৩৪৮৮ ॥

পুনঃ—ধানশী

বড় অবতার ভাই বড় অবতার।
পতিতেরে বিলায়ল প্রেমের ভাণ্ডার ॥ ৩৪৮৯ ॥
বড় অপরূপ যেন গোরাচাঁদের লীলা।
রাজা হৈয়া কাঁধে করে বৈষ্ণবের ঝোলা ॥ ৩৪৯০ ॥

হেন অবতারের উপমা দিতে নারি।
সংকীর্তন-মাঝে নাচে কুলের বৌহারি ॥ ৩৪৯১ ॥
সব লোক ছাড়ে যা'রে অপরস বলি'।
দেবগণ মাগে এবে তা'র পদধূলি ॥ ৩৪৯২ ॥
যবনেহ নাচে গায় লয় হরিনাম।
হেন অবতারে সে বঞ্চিত বলরাম ॥ ৩৪৯৩ ॥

পুনঃ—কামোদ

জলের জীব কাঁদে দেখিয়া প্রতিবিম্ব
কাননে কাঁদে পশু-পাখী।
তরুয়া পুলকিত পাষাণ দরবিত
শুনিয়া অন্ধ কাঁদে ডাকি' ॥ ৩৪৯৪ ॥
অপরূপ গোরাচাঁদের দেহ।
অসীম অনুভব এক মুখে কি কব
মনে যে মুখে না আসে সেহ ॥ ৩৪৯৫ ॥
কুলের কুলবধূ ফুকরি' সেহ কাঁদে
বধির জড় কাঁদে ধাঁদে।
মায়ের স্তন ছাড়ি' দুধের বালক
না জানি কিবা লাগি' কাঁদে ॥ ৩৪৯৬ ॥
এমন অবতার হবেক নাহি আর
কেবল করুণার সিন্ধু।
পতিত মূঢ় জড় অজড় উদ্ধারল
কেবল বঞ্চিত যদু ॥ ৩৪৯৭ ॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলা—

ওহে শ্রীনিবাস। প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
ভক্তে সে জানিতে পারে প্রভুর অন্তর ॥ ৩৪৯৮ ॥
কুন কুন ভক্ত এই নির্জনে বসিয়া।
কেহ কারু পানে চায় ব্যাকুল হইয়া ॥ ৩৪৯৯ ॥
কেহ কহে,—"এই কথো দিবস হইতে।
না জানি কি করে হিয়া প্রভুরে দেখিতে ॥" ৩৫০০ ॥
কেহ কহে—"যে দিবস ঠেঙা লৈয়া হাতে।
ক্রোধ করি' গেলা প্রভু পঢ়ুয়া মারিতে ॥" ৩৫০১ ॥

সেইদিন হৈতে প্রভু হইলা কেমন।
বুঝিবা করেন শীঘ্র সন্ন্যাস গ্রহণ ॥ ৩৫০২ ॥
কেহ কহে,—"এ কথা হইল স্পষ্টপ্রায়।
বিশেষ জানিনু নিত্যানন্দের চেষ্টায় ॥" ৩৫০৩ ॥
ঐছে কত কহি' গেলা মুকুন্দ-আলয়ে।
তেঁহ বসি আছে মহা-ব্যাকুল হৃদয়ে ॥ ৩৫০৪ ॥
গদাধর পণ্ডিতের ঘরে সব গিয়া।
হইলা অধৈর্য অতি তাঁ'রে নিরখিয়া ॥ ৩৫০৫ ॥
চলিলেন সকলে শ্রীবাসের আলয়।
নিবারিতে নারে বারিধারা নেত্রে বয় ॥ ৩৫০৬ ॥
হেনকালে আইলা প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
দেখিয়া ভক্তের চেষ্টা স্থির হৈতে নারে ॥ ৩৫০৭ ॥
ভক্তসহ প্রভুর হইল বহু কথা।
ঘুচাইতে নারে ভক্তহৃদয়ের ব্যথা ॥ ৩৫০৮ ॥
প্রভু ভক্তে কহে পুনঃ মধুর বচন।
—'লোকরক্ষা লাগি' মোর সন্ন্যাস-গ্রহণ ॥ ৩৫০৯ ॥
না কর আশঙ্কা, তোমা সবা না ছাড়িব।
জন্মজন্ম তোমা সবা-সহ বিলসিব ॥ ৩৫১০ ॥
তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে—
"এই মত আরো আছে দুই অবতার।
'কীর্তন'-'আনন্দ'-রূপ হইবে আমার ॥ ৩৫১১ ॥
তাহাতেও তুমি সব এইমত রঙ্গে।
কীর্তন করিবা মহাসুখে আমা' সঙ্গে ॥" ৩৫১২ ॥
(চৈ ভা ম ২৭।১৩-১৪)
প্রভুর এ বাক্যে সবে কিছু স্থির হৈলা।
সবে আলিঙ্গিয়া প্রভু নিজ-গৃহে গেলা ॥ ৩৫১৩ ॥
পরস্পর শুনি' আই সন্ন্যাসের কথা।
মহাদুঃখে মূর্ছিত হইয়া পড়ে এথা ॥ ৩৫১৪ ॥
এথা পুত্র-প্রতি কত কহিলা জননী।
বিদরে পাষাণ সে সকল কথা শুনি' ॥ ৩৫১৫ ॥
দেখি' প্রভু জননীর জীবন-সংশয়।
এই গোপ্যস্থানে মাতা-প্রতি কত কয় ॥ ৩৫১৬ ॥
যে যে অবতারে মাতা হৈলা শচী আই।
তাহা কহি' পুনঃ কিছু কহেন নিমাই ॥ ৩৫১৭ ॥

এবে মাতা কীর্তনাস্বাদিলা যত্ন পা'য়া।
ঐছে কীর্তনারম্ভিব পুনর্জন্ম লৈয়া ॥ ৩৫১৮ ॥
তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে—
"আর দুইবার এই সঙ্কীর্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র অতি অবিলম্বে ॥ ৩৫১৯ ॥
এই মত তুমি মোর মাতা জন্মে জন্মে।
তোমায় আমায় কভু ত্যাগ নাহি মর্মে ॥" ৩৫২০ ॥
ইহা শুনি' আই কিছু হইলেন স্থির।
তথাপিহ নিবারিতে নারে নেত্রনীর ॥ ৩৫২১ ॥
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায় প্রভু যত্নে প্রবোধয়।
তাঁ'র প্রেম-চেষ্টায় কেবা বা স্থির হয় ॥ ৩৫২২ ॥
সভে প্রবোধিয়া প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
সঙ্কীর্তন-আনন্দে বিহরে নিরন্তর ॥ ৩৫২৩ ॥
ঐছে সভে নিমগ্ন হইলা সঙ্কীর্তনে।
প্রভু যে যাবেন কারু স্মৃতি নাই মনে ॥ ৩৫২৪ ॥
করিব সন্ন্যাস প্রভু ইথে নদীয়ায়।
যা'র যা'তে শোভা তাহা হৈল হীনপ্রায় ॥ ৩৫২৫ ॥

গীতে যথা—দেশপাল ॥

গোরাচাঁদ ছাড়ি' যাবে নৈদা * এথে,
তরঙ্গরহিত জাহ্নবী-ধারা।
শম্ভু ভগবতী, গণপতি মূর্তি,
যত ছিল হৈল মলিনপারা ॥ ৩৫২৬ ॥
তরুলতা-কুল, পল্লবিত নহে,
নাবিক সে পুষ্প সুগন্ধহীনা।
তাহে না বৈসে, না পিয়ে পুষ্পরস,
না গুঞ্জে ভ্রমর-ভ্রমরী দীনা ॥ ৩৫২৭ ॥
পিককুল-কল- রব বিরহিত—
না নাচে ময়ূর-ময়ূরী সনে।
শারী-শুক নানা পাখী আঁখি ঝুরে,
নারে উড়িবারে ব্যাকুল বনে ॥ ৩৫২৮ ॥
ধেনুগণ হাম্বা- রবে না ধায়য়ে,
মৃগাদি পশু না ধরয়ে ধৃতি।
ভণে নরহরি, শোভা দূরে দুখ,
সম্বরিতে নারে নদীয়া খিতি ॥ ৩৫২৯ ॥

ওহে শ্রীনিবাস, গৌরচন্দ্র ইচ্ছাময়।
কখন ছাড়িব ঘর কেহো না জানয় ॥ ৩৫৩০ ॥
গৃহ ছাড়িবেন প্রভু, তার পূর্বদিনে।
হইলেন এথা মহামত্ত সঙ্কীর্তনে ॥ ৩৫৩১ ॥
এথা সিংহাসনে বৈসে প্রভু বিশ্বম্ভর।
দিব্য মাল্য-চন্দনে ভূষিত কলেবর ॥ ৩৫৩২ ॥
পরমসুন্দর শোভা উপমা কি দিতে।
দেবতা মানুষে মিলি আইসে দেখিতে ॥ ৩৫৩৩ ॥
সবে প্রণমিয়া করে প্রভুর দর্শন।
শ্রীচাচর কেশ দেখি জুড়ায় নয়ন ॥ ৩৫৩৪ ॥
মন্দ-মন্দ হাসি প্রভু উল্লাস অন্তরে।
আপন গলার মালা দেন সবাকারে ॥ ৩৫৩৫ ॥
পাইয়া প্রসাদ প্রভুগণ হর্ষ হৈয়া।
করি হরিধ্বনি রহে মুখপানে চা'য়া ॥ ৩৫৩৬ ॥
প্রভু সবা প্রতি কহে যদি মোরে চাও।
তবে সবে নিরন্তর কৃষ্ণগুণ গাও ॥ ৩৫৩৭ ॥
ঐছে সবে উপদেশে প্রভু বিশ্বম্ভর।
হেন কালে লাউ লৈয়া আইলা শ্রীধর ॥ ৩৫৩৮ ॥
হৈল রাত্রি কালি যাবো প্রভু ভাবে মনে।
ভক্তের সামগ্রী উপেক্ষিব বা কেমনে ॥ ৩৫৩৯ ॥
হেনকালে দুগ্ধ লৈয়া আইলা একজন।
মায়ে কহে দুগ্ধ লাউ করিতে রন্ধন ॥ ৩৫৪০ ॥
আই যত্নে দুগ্ধ লাউ রন্ধন করিলা।
কৃষ্ণে সমর্পিয়া এথা পুত্রে ভুঞ্জাইলা ॥ ৩৫৪১ ॥
হৈল বহু রাত্রি প্রভু এ ঘরে শুইল।
প্রভুর ইচ্ছায় সভে নিদ্রা আকর্ষিল ॥ ৩৫৪২ ॥
প্রভুর নাহিক নিদ্রা চারিদিকে চায়।
হৈল রাত্রিশেষ শীঘ্র প্রভুর ইচ্ছায় ॥ ৩৫৪৩ ॥
উষঃকালে আই-পদ-ধূলি লৈয়া মাথে।
করিতে সন্ন্যাস প্রভু গেলা এই পথে ॥ ৩৫৪৪ ॥
গন্তকালে * কেবল ক্রন্দন, নাই কথা।
হইলা পৃথিবী সম আই জগন্মাতা ॥ ৩৫৪৫ ॥

* নৈদা—নদীয়া

* গন্তকালে—গমনকালে

জড়প্রায় বসিয়াছে বাহির দুয়ারে।
যে পথে গেলেন প্রভু সে পথ নেহারে ॥ ৩৫৪৬ ॥
ভক্তগণ না জানেন এ সকল কথা।
প্রভুকে দেখিতে প্রাতে উপনীত এথা ॥ ৩৫৪৭ ॥
দেখি শচীমায়ের রোদন অতিশয়।
সভে জানিলেন আজি হইল বিজয় ॥ ৩৫৪৮ ॥
অকস্মাৎ গেলা প্রভু মো সভে ছাড়িয়া।
এত বলি' কাঁদে সভে এথাই পড়িয়া ॥ ৩৫৪৯ ॥
অদ্বৈত আচার্য এথা করয়ে ক্রন্দন।
শুনি' যে বিলাপ ধৈর্য ধরে কুন জন ॥ ৩৫৫০ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে—

হে বিশ্বম্ভরদেব হে গুণনিধে হে প্রেমবারাংনিধে,
হে দীনোদ্ধারণাবতার ভগবন্ হে ভক্তচিন্তামণে।
অন্ধীকৃত্য দিশো দশান্ধতমসীকৃত্যাখিলপ্রাণিনাং
শূন্যীকৃত্য মনাংসি মুঞ্চতি ভবান্ কেনাপরাধেন নঃ ॥

অন্বয়। হে বিশ্বম্ভর, হে দেব, হে গুণনিধে, হে প্রেমবারাং (প্রেমবারীণাম্)-নিধে, হে দীনোদ্ধারণাবতার, (দীনানামুদ্ধারণস্যাবতারঃ তস্য সম্বুদ্ধৌ), হে ভগবন্, হে ভক্তচিন্তামণে (ভক্তানাং চিন্তামণিঃ তৎসম্বুদ্ধৌ) দশ দিশঃ অন্ধতমসীকৃত্য (অন্ধীকৃত্য) অখিলপ্রাণিনাং মনাংসি শূন্যীকৃত্য ভবান্ কেন অপরাধেন নঃ মুঞ্চতি ॥ ৩৫৫১ ॥

অনুবাদ। হে বিশ্বম্ভর, হে প্রভো, হে অখিলগুণাকর, হে প্রেমরসসাগর, হে পতিতপাবনাবতার, হে ষড়ৈশ্বর্য-শালিন্, হে ভক্তগণের শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাশ্রয়, ভক্তপ্রাণ, আমাদের কোন্ অপরাধরুষ্ট হইয়া আপনি দশদিক্‌কে ঘোরান্ধকারে সমাচ্ছন্ন করিয়া সমস্ত প্রাণিগণের হৃদয়কে শূন্য করিয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন ? ৩৫৫১ ॥

শ্রীবাস মুরারিগুপ্ত আদি ভক্তগণ।
ভূমে লোটাইয়া এথা করয়ে ক্রন্দন ॥ ৩৫৫২ ॥
কাঁদয়ে অসংখ্য লোক ব্যাকুলহৃদয়।
অশ্রুজলে হৈল মহী পঙ্ক অতিশয় ॥ ৩৫৫৩ ॥
পরম নিন্দুক পাষণ্ডীর গণ কাঁদে।
না চিনিনু প্রভু বলি থির নাহি বাঁধে ॥ ৩৫৫৪ ॥
কি নারী-পুরুষ-বাল-বৃদ্ধ নদীয়ার।
কাঁদিয়া বিকল, নারে ধৈর্য ধরিবার ॥ ৩৫৫৫ ॥
কহিতে না পারে কেহো প্রবোধ-বচন।
দুঃখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা সর্বজন ॥ ৩৫৫৬ ॥
দেখিনু যে সব তাহা কহা নাহি যায়।
অদ্যাপিহ সে অনল জলিছে হিয়ায় ॥ ৩৫৫৭ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, কি বলিব বিশ্বম্ভর।
গৃহ হৈতে চলে একা কণ্টকনগর ॥ ৩৫৫৮ ॥
নিত্যানন্দদেব শ্রীপণ্ডিত গদাধর।
শ্রীমুকুন্দ দত্ত আর শ্রীচন্দ্রশেখর ॥ ৩৫৫৯ ॥
এ সভে পশ্চাৎ গিয়া প্রভুরে মিলিল।
প্রভুর সন্ন্যাস কথা সর্বত্র ব্যাপিল ॥ ৩৫৬০ ॥
কৃপা করি' কেশব ভারতী ভাগ্যবানে।
সন্ন্যাসগ্রহণ প্রভু করে তাঁ'র স্থানে ॥ ৩৫৬১ ॥
সন্ন্যাস-সময়ে কেহো স্থির হৈতে পারে।
ডুবয়ে অসংখ্য লোক দুঃখের সায়রে ॥ ৩৫৬২ ॥
মাঘ মাস শুক্লপক্ষ সময় সুন্দর।
করিলেন সন্ন্যাস গ্রহণ বিশ্বম্ভর ॥ ৩৫৬৩ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে—

চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।
তা'র শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥ ৩৫৬৪ ॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু প্রেমায় অথির।
কণ্টকনগর হৈতে হইলা বাহির ॥ ৩৫৬৫ ॥
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য আসি' নদীয়ায়।
দেখে প্রভুবিচ্ছেদাগ্নি দগ্ধয়ে সভায় ॥ ৩৫৬৬ ॥
শ্রীচন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসিতে সবে ধায়।
প্রভুর সংবাদ এথা কহে শচী মায় ॥ ৩৫৬৭ ॥
অদ্বৈতাদি শুনি সভে প্রভুর সন্ন্যাস।
হইলেন যৈছে তা কি কব শ্রীনিবাস ॥ ৩৫৬৮ ॥
প্রভু রাঢ়ে ভ্রমি' রাঢ়ভাগ্য জন্মাইলা।
গঙ্গাতীরে আসি' গঙ্গা-স্নানে হর্ষ হৈলা ॥ ৩৫৬৯ ॥
কুলিয়াগ্রামের সন্নিধানে প্রভু গিয়া।
নিত্যানন্দে দিল নদীয়ায় পাঠাইয়া ॥ ৩৫৭০ ॥

নদীয়ায় আসি পদ্মাবতীর তনয়।
প্রথমেই প্রভুর ভবনে প্রবেশয় ॥ ৩৫৭১ ॥
এথাই বসিয়াছিলা শচী ঠাকুরাণী।
দ্বাদশ উপাসে অতি ক্ষীণ তনুখানি ॥ ৩৫৭২ ॥
আইর চরণে প্রণমিলেন নিতাই।
আইসহ বাপ বলি মূর্চ্ছাপন্ন আই ॥ ৩৫৭৩ ॥
নিত্যানন্দে দেখি মহাভাগবতগণ।
কহিতে কি জানি যৈছে করয়ে ক্রন্দন ॥ ৩৫৭৪ ॥
সভাপ্রতি নিতাই কহয়ে মৃদুভাবে।
লইতে আইনু সবে চল প্রভু-পাশে ॥ ৩৫৭৫ ॥
কুলিয়া গেলেন প্রভু মোরে পাঠাইয়া।
শান্তিপুর যাইবেন কুলিয়া হইয়া ॥ ৩৫৭৬ ॥
নিত্যানন্দ-বাক্যে সবে আনন্দে বিহ্বল।
হইয়াছিলেন ক্ষীণ হৈল মহাবল ॥ ৩৫৭৭ ॥
নিত্যানন্দ শ্রীশচী আইরে কত কৈয়া।
করাইলা রন্ধন করিল যত্ন পাইয়া ॥ ৩৫৭৮ ॥
অন্ন-ব্যঞ্জনাদি আই কৃষ্ণে সমর্পিল।
আগে আই নিত্যানন্দে প্রসাদান্ন দিল ॥ ৩৫৭৯ ॥
তবে সর্ব বৈষ্ণবে করিয়া পরিবেশন।
সভা সন্তোষিয়া আই করিলা ভোজন ॥ ৩৫৮০ ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এথা প্রসাদ ভুঞ্জিল।
সর্ব বৈষ্ণবের মহা-আনন্দ জন্মিল ॥ ৩৫৮১ ॥
তবে নিত্যানন্দ-সঙ্গে প্রভুপ্রিয়গণ।
সাজিলেন গৌরচন্দ্রে করিতে দর্শন ॥ ৩৫৮২ ॥
নদীয়ার স্ত্রী-পুরুষ-বাল-বৃদ্ধ যত।
চলয়ে দর্শনে শোভা কে কহিবে কত ॥ ৩৫৮৩ ॥
পূর্বে নিন্দা কৈল যত পাষণ্ডীর গণ।
তা'রা চলে প্রভুপদে লইতে শরণ ॥ ৩৫৮৪ ॥
নবদ্বীপ ফুলিয়া নগর শান্তিপুরে।
লোক-গতায়াত-সংখ্যা কে করিতে পারে ॥ ৩৫৮৫ ॥
নবদ্বীপবাসী যত প্রভুপ্রিয়গণ।
শ্রীশচীমাতার লৈয়া করিল গমন ॥ ৩৫৮৬ ॥
হেনকালে কেহো আসি কহে লহ লহ।
অদ্য অদ্বৈতের গৃহে আইলেন প্রভু ॥ ৩৫৮৭ ॥
শুনি চতুর্দিকে লোক করে ধাওয়া ধাই।
এই পথে শান্তিপুরে চলিলেন আই ॥ ৩৫৮৮ ॥
অদ্বৈতের গৃহে গিয়া দেখি বিশ্বম্ভরে।
কহিতে কি জানি যাহা হইল অন্তরে ॥ ৩৫৮৯ ॥
পুত্র কোলে করি' আই দুঃখ পাসরিল।
করিয়া রন্ধন পুত্রে ভিক্ষা করাইল ॥ ৩৫৯০ ॥
শ্রীবাস মুরারিগুপ্ত আদি ভক্তগণ।
প্রভু বেঢ়ি করিলা অদ্ভুত সঙ্কীর্তন ॥ ৩৫৯১ ॥
নৃত্য করি তিন প্রভু বৈসয়ে উল্লাসে।
শোভা দেখি লোক কত কহে মৃদুভাষে ॥ ৩৫৯২ ॥

গীতে যথা—কামোদ

আহা মরি মরি, দেখ আঁখি ভরি,
ভুবনমোহন রূপ।
অদ্বৈত আনন্দ -কন্দ নিত্যানন্দ,
চৈতন্যরসের ভূপ ॥ ৩৫৯৩ ॥
জিনি বিধুঘটা, বদনের ছটা,
মদনগরব হরে।
লহ লহ হাসি, সুধা রাশি রাশি,
বরিষে রসের ভরে ॥ ৩৫৯৪ ॥
করে ঝলমল, তিলক উজ্জ্বল
ললিত লোচন ভুরু।
কিবা বহু শোভা, মুনি-মনো-লোভা,
বক্ষ পরিসর চারু ॥ ৩৫৯৫ ॥
গলে শোভে ভাল, নানা ফুল মাল,
সুবেশ বসন সাজে।
অরুণ চরণ, বিলসয়ে ঘন,
শ্যামের হৃদয়-মাঝে ॥ ৩৫৯৬ ॥
ওহে শ্রীনিবাস, গৌরচন্দ্রের কৃপায়।
স্ত্রী-বালক-বৃদ্ধ-যুবা সবে নাচে গায় ॥ ৩৫৯৭ ॥
প্রেমভক্তিরত্ন প্রভু সবে করে দান।
অদ্বৈত-ভবন হৈল বৈকুণ্ঠ-সমান ॥ ৩৫৯৮ ॥
শ্রীবাস মুরারিগুপ্ত-আদি ভক্তগণে।
দিলেন পরমানন্দ প্রবোধ-বচনে ॥ ৩৫৯৯ ॥

প্রভু জননীর পরিতোষ জন্মাইলা।
এই পথে আই নিজ-ভবনে আইলা ॥ ৩৬০০ ॥
যে আনন্দ হইল শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে।
তাহা বর্ণিবারে নারে সহস্র বদনে ॥ ৩৬০১ ॥
সবে প্রবোধিয়া প্রভু করয়ে গমন।
নিত্যানন্দ-আদি সঙ্গে চলে কথোজন ॥ ৩৬০২ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে—

নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ গোবিন্দ।
সংহতি জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ ॥ ৩৬০৩ ॥
পরম কৌতুকে প্রভু নীলাচলে গেলা।
সর্বত্র ভ্রমিয়া নীলাচলে বাস কৈলা ॥ ৩৬০৪ ॥

গীতে—কামোদ

শচীসুত গৌরহরি নবদ্বীপে অবতরি'
করিলেন বিবিধ বিলাস।
সঙ্গে লৈয়া প্রিয়গণ প্রকাশিয়া সঙ্কীর্তন
বাঢ়াইলা সবার উল্লাস ॥ ৩৬০৫ ॥
কিবা সে সন্ন্যাস-বেশে ভ্রমি' পহু দেশে দেশে
নীলাচলে আসিয়া রহিলা।
রাধিকার প্রেমে মাতি' না মানি' দিবারাতি
সে প্রেমে জগৎ মাতাইলা ॥ ৩৬০৬ ॥
নিত্যানন্দ বলরাম অদ্বৈত-গুণের ধাম
গদাধর শ্রীবাসাদি যত।
দেখি' সে অদ্ভুত রীতি কেহ না ধরয়ে ধৃতি
প্রেমায় বিহ্বল অবিরত ॥ ৩৬০৭ ॥
দেবের-দুর্লভ রত্ন বিলাইলা করি' যত্ন
কৃপার বালাই লৈয়া মরি।
কৈলা কলিযুগ ধন্য প্রভু কৃষ্ণচৈতন্য,
যশ গায় দাস নরহরি ॥ ৩৭০৮ ॥
ওহে শ্রীনিবাস! প্রভু রহি' নীলাচলে।
নিত্যানন্দে পাঠায়েন শ্রীগৌড়মণ্ডলে ॥ ৩৬০৯ ॥
নিভৃতে নিতাইচাঁদে কহিল যে কথা।
প্রভুর ইচ্ছায় ব্যক্ত না হইল তথা ॥ ৩৬১০ ॥
গৌড়ে আইসে নিত্যানন্দ করুণার নিধি।
সঙ্গে অভিরাম, দাস গদাধর আদি ॥ ৩৬১১ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে—

"রামদাস, গদাধর দাস মহাশয়।
রঘুনাথ বৈদ্য ওঝা ভক্তিরসময় ॥ ৩৬১২ ॥
কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, পরমেশ্বরী দাস।
পুরন্দর পণ্ডিতের পরম উল্লাস ॥ ৩৬১৩ ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের যত আপ্তগণ।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে সবে করিলা গমন ॥" ৩৬১৪ ॥
(শ্রীচৈ ভা অ ৫।২৩১-২৩৩)

গমনের কালে যে কহিলা গৌরচন্দ্র।
তাহাই করেন স্থির হৈয়া নিত্যানন্দ ॥ ৩৬১৫ ॥
ভ্রমিয়া উৎকল-দেশ গৌড়দেশে গতি।
প্রেমাবেশে পতিত দুঃখীতে দয়া অতি ॥ ৩৬১৬ ॥

গীতে—যথা আভীরী

জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিণীকুমার।
পতিত-উদ্ধার লাগি' বাহু প্রসার ॥ ৩৬১৭ ॥
গদ গদ মধুর মধুর আধ বোল।
যা'রে দেখে তা'রে প্রেমে ধরি' দেয় কোল ॥৩৬১৮ ॥
ডগমগ নয়ন ঘুরয়ে নিরন্তর।
সোণার কমলে যেন ফিরয়ে ভ্রমর ॥ ৩৬১৯ ॥
দয়ার ঠাকুর নিতাই পরদুঃখ জানে।
হরিনামের মালা গাঁথি' দিল জগজনে ॥ ৩৬২০ ॥
পাপ পাষণ্ডী যত করিলা দমন।
দীনহীন জনে কৈল প্রেম-বিতরণ ॥ ৩৬২১ ॥
"আহা শ্রীগৌরাঙ্গ"—বলি' পড়ে ভূমিতলে।
শরীর ভিজিল নিতাইর নয়নের জলে ॥ ৩৬২২ ॥
বৃন্দাবনদাস এই মনে বিচারিল।
—ধরণী-উপরে কিবা বিজুরী পড়িল ॥ ৩৬২৩ ॥

পুনঃ—মঙ্গল

গজেন্দ্র-গমনে যায় সকরুণ দিঠে চায়
পদভরে মহী টলমল।
মহামত্ত সিংহ জিনি' কম্পবতী মেদিনী
পাষণ্ডিগণ শুনিয়া বিকল ॥ ৩৬২৪ ॥

আয়ত অবধূত করুণার সিন্ধু।
প্রেমে গর গর মন   করে হরি-সঙ্কীর্তন
পতিতপাবন দীনবন্ধু ॥ ধ্রু ॥ ৩৬২৫ ॥
হুঙ্কার করিয়া চলে   অচল সচল নড়ে
প্রেমে ভাসে অমর-সমাজ।
সহচরগণ-সঙ্গে   বিবিধ খেলন-রঙ্গে
অলখিত করে সব কাজ। ৩৬২৬ ॥
শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ,   অবতারী নারায়ণ
যাঁ'র অংশ-কলায় গণন।
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা   জগতের হিতকর্তা
সেই রাম রোহিণীনন্দন ॥ ৩৬২৭ ॥
যাঁ'র লীলা-লাবণ্যধাম   আগম-নিগমে গান
যাঁ'র রূপ মদনমোহন।
এবে অকিঞ্চনবেশে   ফিরে পহু দেশে দেশে
উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন ॥ ৩৬২৮ ॥
ব্রজের বৈদগ্ধীসার   যত যত লীলা আর
পাইবারে যদি থাকে মন।
বলরাম-দাসে কয়   মনোরথ-সিদ্ধি হয়
ভজ ভাই শ্রীপাদ-চরণ ॥ ৩৬২৯ ॥
সর্বত্র হইল ধ্বনি—'নিত্যানন্দ রায়।
আইলেন গৌড়দেশে বিহ্বল প্রেমায়' ॥ ৩৬৩০ ॥
চতুর্দিকে ধায় লোক প্রভুরে দেখিতে।
প্রভুর অদ্ভুত দয়া দুঃখিত-পতিতে ॥ ৩৬৩১ ॥

গীতে—যথা ধানশী

গোরাপ্রেমে গরগর নিতাই আমার।
অরুণ নয়নে বহে সুরধুনীধার ॥ ৩৬৩২ ॥
বিপুল পুলকাবলী শোভে হেমগায়।
গজেন্দ্রগমনে হিলি' দুলি' চলি' যায় ॥ ৩৬৩৩ ॥
পতিতেরে নিরখিয়া দু'বাহু পসারি'।
ক্রোড়ে করি' সঘনে বোলায় 'হরি হরি' ॥ ৩৬৩৪ ॥
এমন দয়ার নিধি কে হইবে আর।
নরহরি অধম তারিতে অবতার ॥ ৩৬৩৫ ॥

পুনঃ—পঠমঞ্জরী

নিতাইচাঁদ দয়াময়, নিতাইচাঁদ দয়াময়।
কলিজীবে এত দয়া কভু নাই হয় ॥ ৩৬৩৬ ॥
খেনে কালা খেনে গোরা-অঙ্গ হয় স্ফীত।
খেনে কাঁদে খেনে হাসে না পায় সম্বিত ॥ ৩৬৩৭ ॥
খেনে গোঁ গোঁ করে, "গোরা" বলিতে না পারে।
গোরা-রাগে রাঙ্গা আঁখি জলেই সাঁতারে ॥ ৩৬৩৮ ॥
আপনি ভাসিয়া রসে ভাসাইল ক্ষিতি।
এ ভব-অচলে যহ রহল অবধি ॥ ৩৬৩৯ ॥

পুনঃ—শ্রীরাগ

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসা'ল অবনী ॥ ৩৬৪০ ॥
প্রেমের বন্যা লৈয়া নিতাই আইল গৌড়দেশে।
ডুবিল ভকতগণ, দীনহীন ভাসে ॥ ৩৬৪১ ॥
দীনহীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচে ॥ ৩৬৪২ ॥
আবদ্ধ করুণাসিন্ধু কাটিয়া মোহান।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম—করুণার বান ॥ ৩৬৪৩ ॥
লোচন বলে—মোর নিতাই যেবা না ভজিল।
জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হৈল ॥ ৩৬৪৪ ॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পানিহাটীতে আগমন ও লীলা—

প্রথমেই নিত্যানন্দ প্রিয়গণ-সঙ্গে।
পানিহাটী-গ্রামেতে আইলা মহারঙ্গে ॥ ৩৬৪৫ ॥
রাঘব পণ্ডিত শ্রীমকরধ্বজ কর।
সবার হইল মহা উল্লাস অন্তর ॥ ৩৬৪৬ ॥
রাঘবপণ্ডিত-গৃহে যে নৃত্য-কীর্তন।
তাহা বর্ণিবার শক্তি ধরে কুন্ জন ॥ ৩৬৪৭ ॥
সঙ্কীর্তনে নিতাইচাঁদের চারু শোভা।
সে নৃত্য-ভঙ্গিমা মুনিজন-মনোলোভা ॥ ৩৬৪৮ ॥

গীতে—যথা গান্ধার

আহা মরি কি নিতাইর শোভা।
কত না ভঙ্গিতে   নাচে ভুজ তুলি'
অখিল ভুবন-লোভা ॥ ৩৬৪৯ ॥
ঘন ঘন 'গোরা' বলে।
হেম ধরাধর   তনু অনুক্ষণ
ভাসয়ে আনন্দ জলে ॥ ৩৬৫০ ॥

করুণায় উমড়য়ে হিয়া।
দীনহীন জনে করে মহাধনী
প্রেমচিন্তামণি দিয়া ॥ ৩৬৫১ ॥
কিবা ভাবে মন্দ মন্দ হাসে।
নরহরি কহে কুলবতী সতী
ধৈরয-ধরম নাশে ॥ ৩৬৫২ ॥

পুনঃ—ধানশী

কিবা নাচয়ে নিতাইচাঁদ।
ঝলমল তনু অনুপম-শোভা
অখিল লোচন-ফাঁদ ॥ ধ্রু ॥ ৩৬৫৩ ॥
কি নব ভঙ্গিতে চাহে চারি ভিতে
না জানি কি রঙ্গে ভোরা।
আজানুলম্বিত ভুজযুগ তুলি'
সঘনে বোলয়ে "গোরা" ॥ ৩৬৫৪ ॥
কীর্তন-বিলাস- রসে ভাসে সদা
প্রিয় পারিষদ লৈয়া।
দীনহীন জন ধায় চারি পাশে
করুণাবাতাস পা'য়া ॥ ৩৬৫৫ ॥
মাতিল সকলে ভাসে প্রেমজলে
কলির দরপ দূরে।
নরহরি পহু গুণ গুণি' গুণি'
কেবা না জগতে ঝুরে ॥ ৩৬৫৬ ॥
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের অভিষেক হৈল তথা।
অভিষেকে যে রঙ্গ—কি কহিব সে কথা ॥ ৩৬৫৭ ॥

গীতে—যথা আশাবরী

আজু আনন্দে নিতাইচাঁদে।
শোভাময় সিংহাসনে বসাইয়া
কেহো না ধৈরয বাঁধে ॥ ৩৬৫৮ ॥
সুবাসিত গঙ্গাজল লৈয়া।
পড়ি' মন্ত্র মাথে ঢালে জল
দামোদর হরষিত হৈয়া ॥ ৩৬৫৯ ॥
জয় জয় ধ্বনি করি'।
মানুষে মিশা'য়া সুরগণ শোভা
নিরখে নয়ন ভরি' ॥ ৩৬৬০ ॥
কেহো গায় অভিষেক-রঙ্গে।
পরাইয়া শুক্ল বাস নরহরি
চন্দন দেই সে রঙ্গে ॥ ৩৬৬১ ॥
বসিতে খট্টায় বনমালা পরাইয়া।
শ্রীরাঘবানন্দ ছত্র ধরে হর্ষ হৈয়া ॥ ৩৬৬২ ॥
'পরিব কদম্বমালা'—রাঘবেরে কয়।
রাঘব কহয়ে,—'এবে ফুল নাই হয়' ॥ ৩৬৬৩ ॥
প্রভু কহে,—'দেখহ অবশ্য ফুল আছে'।
দেখয়ে কদম্বফুল জম্বীরের গাছে ॥ ৩৬৬৪ ॥
ফুল আনি' রাঘব গাঁথিয়া দিব্য-মালা।
পরাইলা প্রভুগলে—এ অদ্ভুত খেলা ॥ ৩৬৬৫ ॥
নিত্যানন্দ-প্রভাব কহিতে শক্তি কা'র।
সবে উপদেশে কৃষ্ণচন্দ্র ভজিবার ॥ ৩৬৬৬ ॥
করুণাসমুদ্র প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
পরম-দুর্লভ-ভক্তি দিলেন সবায় ॥ ৩৬৬৭ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে—

"যে ভক্তি গোপিকাগণের কহে ভাগবতে।
নিত্যানন্দ হইতে তাহা পাইল জগতে ॥" ৩৬৬৮ ॥
—(চৈ ভা অ ৫।৩০৩)

কিছুদিনে ভূষণ পরিতে ইচ্ছা করে।
হইলা ভূষিত বহুমূল্য অলঙ্কারে ॥ ৩৬৬৯ ॥
হইল ভূষণশোভা অতি চমৎকার।
প্রভু যে ভূষণ পরে—আছে হেতু তা'র ॥ ৩৬৭০ ॥
অবধূত-বেশে প্রভু ব্রজের ভ্রমণে।
করিলেন কৃপা এক ভক্তে গোবর্ধনে ॥ ৩৬৭১ ॥
অলঙ্কার পড়াইতে তেঁহো ইচ্ছা করে।
প্রভু তাহা জানি' কহে,—"কিছুদিন পরে" ॥ ৩৬৭২ ॥
ভক্তপ্রীতি লাগি' গোবর্ধনশিলা দিলা।
স্বর্ণে বদ্ধ করাইয়া কণ্ঠেতে রাখিলা ॥ ৩৬৭৩ ॥
ভক্ত-ইচ্ছা-মতে এবে পরয়ে ভূষণ।
প্রভুর এ লীলা না বুঝয়ে অন্য জন ॥ ৩৬৭৪ ॥
গৌরপ্রেমানন্দে মত্ত নিত্যানন্দ রায়।
সে দুর্লভ ভাবে ভৃত্যেরে মাতায় ॥ ৩৬৭৫ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে—

"ব্রহ্মাদির অভীষ্ট যে সব কৃষ্ণভাব।
গোপীগণে ব্যক্ত যে সকল অনুরাগ ॥ ৩৬৭৬ ॥
ইঙ্গিতে সে সব ভাব নিত্যানন্দরায়।
দিলেন সকল বিপ্রগণেরে কৃপায় ॥" ৩৬৭৭ ॥

—(চৈ ভা অ ৫।৪১৮-১৯)

দাসগদাধরগৃহে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু—

পানিহাটীগ্রামে রহি' মহানন্দমনে।
নবদ্বীপে যাত্রা কৈল আইর দর্শনে ॥ ৩৬৭৮ ॥
ভুবনপাবন প্রভু লৈয়া পরিকরে।
ভাবাবেশে চলে দাস গদাধর-ঘরে ॥ ৩৬৭৯ ॥

গীতে—যথা ধানশী

ভুবনপাবন নিতাই মোর।
না জানি কি ভাবে সদাই ভোর ॥ ৩৬৮০ ॥
'গোরা গোরা' বুলি' দু'বাহু তুলি'।
মত্তগজ যেন চলয়ে ঢুলি' ॥ ৩৬৮১ ॥
কণ্ঠে ঝলমল মালতীমালা।
পরিসর বুকে করয়ে খেলা ॥ ৩৬৮২ ॥
সুললিত মুখে মধুর হাসি।
চাঁদে ঢালে যেন অমিয়-রাশি ॥ ৩৬৮৩ ॥
টলমল জলজারুণ আঁখি।
সে চাহনি চারু করুণা মাখি' ॥ ৩৬৮৪ ॥
বারেক সে আঁখে দেখয়ে যা'রে।
প্রেমের পাথারে ভাসায় তা'রে ॥ ৩৬৮৫ ॥
দীনহীন দুঃখী কিছু না বাছে।
হেন প্রেমদাতা কে আর আছে ॥ ৩৬৮৬ ॥
নরহরি হেন পহু না ভজি'।
বিষয়-বিষেতে রহিল মজি' ॥ ৩৬৮৭ ॥
দাসগদাধর-গৃহে প্রভুর গমন।
তথা যে আনন্দ তাহা না হয় বর্ণন ॥ ৩৬৮৮ ॥
দাস গদাধরের কৃপার নাই পার।
সে গ্রামের কাজী দুষ্টে যে কৈল উদ্ধার ॥ ৩৬৮৯ ॥
দাস গদাধর আদি প্রিয়গণ-সনে।
নিত্যানন্দ-প্রেম প্রকাশয়ে স্থানে স্থানে ॥ ৩৬৯০ ॥

খড়দহে শ্রীনিত্যানন্দের লীলা—

খড়দহে আইসেন প্রভু নিত্যানন্দ।
চারিধারে শোভা করে পারিষদবৃন্দ ॥ ৩৬৯১ ॥
মধ্যে নিত্যানন্দ শোভে কন্দর্পমোহন।
সে প্রেম-আবেশ বেশ বন্দে সর্বজন ॥ ৩৬৯২ ॥

গীতে—যথা কামোদ

বন্দো প্রভু নিত্যানন্দ কেবল আনন্দ-কন্দ
ঝলমল আভরণ সাজে।
দুই দিকে শ্রুতিমূলে মকর কুণ্ডল দোলে
গলে এক কৌস্তভ বিরাজে ॥ ৩৬৯৩ ॥
সুবলিত ভুজদণ্ড জিনি' করিবর-শুণ্ড
তাহাতে শোভয়ে হেমদণ্ড।
অরুণ অম্বর গায় সিংহের গমনে ধায়
দেখি' কাঁপে অসুর পাষণ্ড ॥ ৩৬৯৪ ॥
অঙ্গ দেখি' শুদ্ধ স্বর্ণ দুই আঁখি রক্তবর্ণ
তাহাতে ঝরয়ে মকরন্দ।
সুমেরু বাহিয়া যেন গঙ্গাধারা বহে হেন
দেখি' সুরলোকের আনন্দ ॥ ৩৬৯৫ ॥
সর্বাঙ্গে পুলকছটা যেন কদম্বের ঘটা
লম্ফেতে কম্পয়ে বসুমতী।
বীরদর্প মালসাটে শবদে ব্রহ্মাণ্ড ফাটে
দেখি' ব্রহ্মলোক করে স্তুতি ॥ ৩৬৯৬ ॥
চৈতন্যের প্রেমরত্ন জীবেরে করিয়া যত্ন
দিল পহু পরম আনন্দে।
কহে বৃন্দাবনদাসে আপনার কর্মদোষে
না ভজিনু নিতাই-পদদ্বন্দ্বে ॥ ৩৬৯৭ ॥

পুনঃ—ধানশী

নিতাই গুণনিধি শোভার অবধি,
কি সুধায়ে বিধি গড়িল সাধে।
প্রভাতের ভানু জিনি' তনুছটা
হেরিয়া কেমন ধৈরয বাঁধে ॥ ৩৬৯৮ ॥
আজানুলম্বিত ভুজ ভুজঙ্গম
ভঙ্গি নিরুপম রঙ্গেতে ভাসি'
বদন শরদ বিধুঘটা ঘন
বরিষয়ে সুধা ঈষৎ হাসি' ॥ ৩৬৯৯ ॥

'গোরা গোরা' বলি গরগর হিয়া
হিলি' ঢুলি' চলে কুঞ্জরপারা।
টলমল জলজারুণ লোচনে
ঝর ঝর ঝরে আনন্দধারা ॥ ৩৭০০ ॥
সুর-নরগণ ধায় চারি পাশে
সে দুলহ পদ পরশ আসে।
দাস নরহরি পহু পরতাপে
বলী কলিকাল কাঁপয়ে ত্রাসে ॥ ৩৭০১ ॥
খড়দহে আসি' প্রভু নিজগণ সঙ্গে।
পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়ে রহে ॥ ৩৭০২ ॥
প্রভু নিত্যানন্দ পুরন্দর পণ্ডিতেরে।
ডুবাইলা সঙ্কীর্তনসুখের সাগরে ॥ ৩৭০৩ ॥
শ্রীচৈতন্যদাস, মুরারি পণ্ডিত যত।
সবেই হইল সঙ্কীর্তনে উনমত ॥ ৩৭০৪ ॥
খড়দহে নিত্যানন্দ নাচিয়া নাচিয়া।
বিলায় দুর্লভ ধন যাচিয়া যাচিয়া ॥ ৩৭০৫ ॥
গীতে—যথা কামোদ
নিতাই করুণানিধি।
আনি' বিলায়ল বিধি ॥ ৩৭০৬ ॥
দীনহীন দুঃখী জনে।
ধনী কৈল প্রেমধনে ॥ ৩৭০৭ ॥
প্রিয় পরিকর-সঙ্গে।
নাচিয়ে বুলয়ে রঙ্গে ॥ ৩৭০৮ ॥
না জানি কি প্রেমে মাতি'।
না জানে দিবসরাতি ॥ ৩৭০৯ ॥
ধূলি-ধূসরিত দেহা।
তা' হেরি' কে ধরে থেহা ॥ ৩৭১০ ॥
গুণে কেবা নাহি ঝুরে।
একা নরহরি দূরে ॥ ৩৭১১ ॥
পুনঃ—ধানশী
গোরাপ্রেমে মাতিয়া নিতাই।
জগৎ মাতায় সকরুণ দিঠে চাই ॥ ৩৭১২ ॥
নাচয়ে আজানু-বাহু তুলি'।
পণ্ডিতের কোলেতে পড়য়ে ঢুলি' ঢুলি' ॥ ৩৭১৩ ॥
কত সুখে হিয়া না উথলে।
মুখ বুক ভাসি' যায় নয়নের জলে ॥ ৩৭১৪ ॥
প্রতি অঙ্গে পুলকের ঘটা।
মদন মুরুছি' পড়ে দেখি' রূপছটা ॥ ৩৭১৫ ॥
সুচাঁদ বদনে মৃদু হাসি।
কহিতে মধুর কথা ঢালে সুধারাশি ॥ ৩৭১৬ ॥
কি নব ভঙ্গিমা রাঙ্গা পায়।
নরহরিপরাণ মজিল যেন তায় ॥ ৩৭১৭ ।
পুনঃ—গুর্জরী
ভুবনে জয়জয় নিতাই দয়াময়
হরয়ে ভবভয় নিজগুণে।
অধম দুরগত তাহারে উনমত
করই অবিরত প্রেমদানে ॥ ৩৭১৮ ॥
গৌরহরি বুলি' নাচয়ে বাহু তুলি'
পড়য়ে ঢুলি' ঢুলি' ক্ষিতিতলে।
কোমল কলেবর কি হেম ধরাধর
সে ধূলিধূসর শোভে ভালে ॥ ৩৭১৯ ॥
জিনি' কমলদল নয়ন টলমল
সঘনে ছল ছল জলধারা।
বদনে মৃদু হাসি ঢালয়ে সুধারাশি
কলুষ তব নাশি' শশী-পারা ॥ ৩৭২০ ॥
কিভাবে গরগর কাঁপয়ে থর থর
রঙ্গ কি কব নরহরিদাসে।
অখিল চরাচর নিরখি' পহুবর
ভুলল দুঃখভর, সুখে ভাসে ॥ ৩৭২১ ॥

শ্রীনিত্যানন্দের সপ্তগ্রামে আগমন ও লীলা—

কিছুদিন খড়দহ-গ্রামেতে রহিলা।
খড়দহ-স্থান দেখি' বাস ইচ্ছা কৈলা ॥ ৩৭২২ ॥
খড়দহ হৈতে প্রভু করিলা গমন।
সপ্তগ্রামে চলে যথা দত্ত উদ্ধারণ ॥ ৩৭২৩ ॥
প্রিয়গণ-সঙ্গে কি অদ্ভুত ভাবাবেশ।
কেবা না ভুলয়ে দেখি' সে সুন্দর বেশ ॥ ৩৭২৪ ॥

গীতে—যথা সুহই

নিতাই রঙ্গিয়া মোর নিতাই রঙ্গিয়া।
পুরুব বিলাসী রঙ্গী সঙ্গের সঙ্গিয়া ॥ ৩১২৫ ॥
কঞ্জনয়নে বহে সুরধুনীধারা।
নাহি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা ॥ ৩১২৬ ॥
চন্দনে চর্চিত সব অঙ্গ উজোর।
রূপ নিরখিতে জগজন-মন ভোর ॥ ৩১২৭ ॥
আজানুলম্বিতভুজ করিবর-শুণ্ড।
কনকখচিত দণ্ড দলন পাষণ্ড ॥ ৩১২৮ ॥
শির'পর পাগড়ী বাঁধে লটপটিয়া।
কটি আঁটি' পরিপাটী পরে নীল ধটিয়া ॥ ৩১২৯ ॥
দয়ার ঠাকুর নিতাই জগতে প্রকাশ।
শুনিয়া আনন্দে নাচে পরসাদ দাস ॥ ৩১৩০ ॥

পুনঃ—গান্ধার

জয় জয় পদ্মাবতী-সুত সুন্দর
　　নিত্যানন্দচন্দ্র গুণভূপ।
জগজন-নয়ন-তাপভর-ভঞ্জন
　　জিনি' কনকারুণ অপরূপ রূপ ॥ ৩১৩১ ॥
শশধর-নিকর দরপহর আনন
　　ঝলকত, অমিয় ঝরত মৃদুহাস।
গৌরপ্রেমভরে গরগর অন্তর
　　নিরুপম নব নব বচন-বিলাস ॥ ৩১৩২ ॥
টলমল অমল কমললোচন জল
　　গিরত নিরত যনু সুরধুনীধার।
পুলক কদম্ববলিত সুললিত
　　অতি পরিসর বক্ষে সুললিত হার ॥ ৩১৩৩ ॥
কুঞ্জরদমন গমন মনোরঞ্জন
　　বাহু পসারি অথির অবিরাম।
পতিত কোরে করি' বিতর শোধন
　　বঞ্চিত জগতে দুঃখিত ঘনশ্যাম ॥ ৩১৩৪ ॥
উদ্ধারণ দত্তে কৃপা করি' গণসনে।
আইলেন দত্ত উদ্ধারণের ভবনে ॥ ৩১৩৫ ॥
সপ্তগ্রামবাসী শুনি' প্রভুর গমন।
চতুর্দিক ধায় লোক করিতে দর্শন ॥ ৩১৩৬ ॥

উদ্ধারণ-আদি-গৃহে বাঢ়ে মহানন্দ।
সবা নৃত্যকীর্তনে বিহ্বল নিত্যানন্দ ॥ ৩১৩৭ ॥

গীতে—যথা ধানশী

অনুক্ষণ অরুণ-নয়ন ঘন ঘূরত
　　ঢরকত লোর বিথার।
কিয়ে ঘন অরুণ বরুণালয় সঞ্চর
　　অমিয়া বরিষে অনিবার ॥ ৩১৩৮ ॥
নাচেরে নিতাই বরচাঁদ।
সিঞ্চই প্রেমসুধারস জগজনে
　　অদভুত নটন সুছাঁদ ॥ ধ্রু ॥ ৩১৩৯ ॥
পদতলতলে বলিত মণিমঞ্জরী,
　　চলত হি টলমল অঙ্গ।
মেরুশিখর কিয়ে তনু অনুপাম রে
　　ঝলমল ভাবতরঙ্গ ॥ ৩১৪০ ॥
রোয়ত, হসত, চলত, গতি মন্থর,
　　'হরি' বুলি' মুরুছি' বিভোর।
খেনে খেনে 'গৌর গৌর' বলি' ধায়ই
　　আনন্দে গরজত ঘোর ॥ ৩১৪১ ।
পামর পঙ্গু অধম জড় আতুর
　　দীন অবধি নাহি মান।
অবিরত দুর্লভ প্রেমরতন ধন
　　যাচি' জগতে করু দান ॥ ৩১৪২ ॥
অবিচল দুলহ প্রেমধন বিতরণে
　　নিখিল তাপ দূরে গেল।
দীন হীন সবহি মনোরথ পূরল
　　অবলাউ উনমত ভেল ॥ ৩১৪৩ ॥
ঐছন করুণ-নয়ন অবলোকনে
　　কাহু না রহ দুরদিন।
বলরামদাস তা'হে ভেল বঞ্চিত
　　দারুণ হৃদয় কঠিন ॥ ৩১৪৪ ॥

পুনঃ—ধানশী

আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায়।
আপে নাচে, আপে গায়, গৌরাঙ্গ বোলায় ॥ ৩১৪৫ ॥

লম্ফে লম্ফে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ-আবেশে।
পাপিয়া পাষণ্ডী আর না রাখিল দেশে ॥ ৩১৪৬ ॥
পট্টবাস-পরিধান, মুকুতা শ্রবণে।
ঝল্‌মল ঝল্‌মল করে নানা আভরণে ॥ ৩১৪৭ ॥
সঙ্গে রঙ্গে যায় নিতাই রামাই সুন্দর।
গৌরীদাস আদি করি' যত সহচর ॥ ৩১৪৮ ॥
চৌদিকে নিতাই মোর 'হরিবোল' বোলায়।
জ্ঞানদাস নিশি দিশি নিতাইর গুণ গায় ॥ ৩১৪৯ ॥
সপ্তগ্রামে লোকের কি অদ্ভুত উল্লাস।
নিত্যানন্দপদে অতি সুদৃঢ় বিশ্বাস ॥ ৩১৫০ ॥
উদ্ধারণ-সম্বন্ধে নিতাই দয়াময়।
বণিকে যে কৃপা কৈল কহিল না হয় ॥ ৩১৫১ ॥
শান্তিপুরে আসিবেন অদ্বৈত-ভবনে।
তাহা জানাইলা প্রভু দত্ত উদ্ধারণে ॥ ৩১৫২ ॥

শ্রীল অদ্বৈতাচার্যপ্রভুর মহিমা ও লীলা—

অদ্বৈত আচার্য শান্তিপুরে বিলসয়।
শ্রীচৈতন্যাভিন্ন দেহ রসের আলয় ॥ ৩১৫৩ ॥
যে আনিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবনীতে।
যাঁহার নির্মল যশ ব্যাপিল জগতে ॥ ৩১৫৪ ॥

গীতে—যথা ধানশী

শ্রীগৌর-অভিন্ন তনু অদ্বৈত আমার।
জগতজননী সীতা ঘরণী যাঁহার ॥ ৩১৫৫ ॥
যে আনিল গোরাচাঁদে হুঙ্কার করিয়া।
গাওয়ায় গৌরাঙ্গগুণ ভুবন ভরিয়া ॥ ৩১৫৬ ॥
হইয়া 'ঈশ্বর' আপনাকে মানে দাস।
তিলে তিলে হৃদয়ে কত না অভিলাষ ॥ ৩১৫৭ ॥
দেবের দুর্লভ প্রেমভকতি-বিলাসে।
বলী কলি দমন করয়ে অনায়াসে ॥ ৩১৫৮ ॥
সঙ্কীর্তনানন্দদাতা দয়ার অবধি।
না জানি কতেক গুণে গঢ়াইল বিধি ॥ ৩১৫৯ ॥
অধম দুঃখিতে সে না সুখে মাতাইল।
নরহরি পহু যশে জগৎ ভরিল ॥ ৩১৬০ ॥

পুনঃ—ভূপালী

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য দয়াময়।
যাঁ'র হুহুঙ্কারে গৌর অবতার হয় ॥ ৩১৬১ ॥
প্রেমদাতা সীতানাথ করুণাসাগর।
যাঁ'র প্রেমরসে আইলা গৌরাঙ্গ-নাগর ॥ ৩১৬২ ॥
যাহারে করুণা করি' কৃপা-দিঠে চায়।
প্রেমাবেশে সে জন চৈতন্যগুণ গায় ॥ ৩১৬৩ ॥
তাঁহার চরণে যেবা লইল শরণ।
সে জন পাইল গৌরপ্রেম-মহাধন ॥ ৩১৬৪ ॥
এমন দয়ার নিধি কেনে না ভজিনু।
লোচন বলে নিজ মাথে বজর পড়িনু ॥ ৩১৬৫ ॥
শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র নিজগণ লৈয়া সঙ্গে।
ভাসে সদা গোরাপ্রেমসমুদ্র-তরঙ্গে ॥ ৩১৬৬ ॥

গীতে—যথা বেলাবলী

শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র পহু মোর।
গৌরপ্রেমভরে গরগর অন্তর
অবিরত অরুণ-নয়নে ঝরু লোর ॥ ধ্রু ॥ ৩১৬৭ ॥
পুলকিত ললিত- অঙ্গ ঝলমল কত
দিনকর-নিকর নিন্দি' বর জ্যোতি।
কুঞ্জরদমন গমন মনোরঞ্জন
হসত সুলসত, দশন যনু মোতি ॥ ৩১৬৮ ॥
সিংহ-গরব-হর গরজত ঘন ঘন
কম্পিত কলি দূরে দুরজন গেল।
প্রবল প্রতাপে তাপত্রয় কুণ্ঠিত
জগজন পরম হরষ হিয়া ভেল ॥ ৩১৬৯ ॥
করুণাজলধি উমড়ি চলু চহু দিশ
পামর পতিত ভকতি-রসে ভাসি'।
নরহরি কুমতি কি বুঝব রঙ্গ
নবগৌরচরিত-গুণ ভুবনে প্রকাশি' ॥ ৩১৭০ ॥

পুনঃ—কামোদ

শান্তিপুর-পতি পরম সুন্দর
চরিত বরলীলা যতি।
ভাবভরে অতি মত্ত অনুখন
বিপুল পুলকিত গতি ॥ ৩১৭১ ॥
প্রবল কলিমদ- দমন ঘন ঘন
ঘোর গরজি' বিভোর।

'গৌরহরি হরি'　　ভণত কম্পই'
　　গিরত' সহচর কোর ॥ ৩৭৭২ ॥
অবনী ঘন গড়ি　　যাত নিরুপম,
　　ধূলিধূসর দেহ।
কঞ্জলোচন　　ঝরই ঝর ঝর
　　যনু সুশাওন-মেহ ॥ ৩৭৭৩ ॥
দীন দুঃখিত　　নেহারি' করু
　　করুণা ভুবনে পরচার।
দাস নরহরি　　পহুক বলিহারি
　　পরম উদার ॥ ৩৭৭৪ ॥

পুনঃ—কর্ণাট

শ্রীমদ্ অদ্বৈত মুদ সদন গুণভূপ।
কনক-ভূধর-গরবহারি বর-রূপ ॥ ৩৭৭৫ ॥
ঝলকত সুললিত অবিরল পুলকপাতি।
সঘন গরজত গৌরপ্রেমরসে মাতি' ॥ ৩৭৭৬ ॥
বিদিত ব্রহ্মাণ্ডাবধি বিক্রম অপার।
প্রবল পাষণ্ডকুল দলই অনিবার ॥ ৩৭৭৭ ॥
ভবভয়বিভঞ্জন মহাকরুণাধাম।
পতিতপাবন পহুকো নিছনি ঘনশ্যাম ॥ ৩৭৭৮ ॥

পুনঃ—ভূপালী

জয় জয় সীতাপতি পহু মোর।
কনকাচল জিনি' মূরতি উজোর ॥ ধ্রু ॥ ৩৭৭৯ ॥
অবিরত গৌরপ্রেমরসে মাতি'।
ঝলমল অবিরল পুলকপাঁতি ॥ ৩৭৮০ ॥
গরগর অঙ্গ আথর অনিবার।
ঝরই নয়ন যনু সুরধুনীধার ॥ ৩৭৮১ ॥

পুনঃ—গুর্জরী

কি ভাবে বিভোর মোর অদ্বৈত গোঁসাইরে
　　ও দুটি নয়নে বহে লোরা।
মধুর মধুর হাসি ও-চাঁদবদনে রে
　　সঘনে বোলয়ে "গোরা গোরা" ॥ ৩৭৮২ ॥
শিরীষ কুসুম জিনি' তনু অনুপাম রে
　　বিপুল পুলক তা'হে শোহে।
কি ছার, কুঞ্জরগতি, অতিশয় শোভা রে
　　ভাঙ্গিতে ভুবনমন মোহে ॥ ৩৭৮৩ ॥
শিরেতে সুন্দর শিখা পবনে উড়ায় রে
　　মালতীর মালা গলে দোলে।
আজানুলম্বিত দুটি বাহু পসারিয়া রে
　　পতিত ধরিয়া করে কোলে ॥ ৩৭৮৪ ॥
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেমভকতি-রতন রে
　　জনে জনে যাচে কতরূপে।
নরহরি হেন কৃপাময় পহু পায়া রে
　　না ভজি' মজিনু ভবকূপে ॥ ৩৭৮৫ ॥
শ্রীসীতার প্রাণপতি অদ্বৈত গোঁসাই।
যে নৃত্যকীর্তনে মত্ত কহি সাধ্য নাই ॥ ৩৭৮৬ ॥
নিজ-গৃহে কভু, নিজ-পরিকর-ঘরে।
কভু সুরধুনীতীরে, কভু স্থানান্তরে ॥ ৩৭৮৭ ॥
সঙ্কীর্তন বিনু অন্য কিছুই না ভায়।
নিরন্তর মগ্ন গোরাচাঁদের লীলায় ॥ ৩৭৮৮ ॥
সে ভয়ে আবেশনৃত্যে কেবা স্থির হয়।
করি' কত করুণা অধমে উদ্ধারয় ॥ ৩৭৮৯ ॥

গীতে—যথা ধানশী

নাচয়ে অদ্বৈত প্রেমরাশি।
গোরাগুণ গরবে না জানে দিবানিশি ॥ ৩৭৯০ ॥
'গোরা গোরা'—বলিতে কি সুখ।
বিহিরে মাগয়ে কত লাখ লাখ মুখ ॥ ৩৭৯১ ॥
'গোরা গোরা'—বলি' মারে মালসাট।
ভয়ে কাঁপে কলি—পলাইতে নাহি বাট ॥ ৩৭৯২ ॥
গোরা-নামে কি ভাব হিয়ায়।
পুলকবলিত তনু সঘনে দোলায় ॥ ৩৭৯৩ ॥
পরিকর-সেনা রসে মাতি।
গায় গোরাচাঁদের চরিত কত ভাঁতি ॥ ৩৭৯৪ ॥
কিবা খোল-করতালধ্বনি।
কুলের বোহারি কাঁদে সে শব্দ শুনি' ॥ ৩৭৯৫ ॥
ভুবন ভরিল ও না যশে।
দীন হীন পতিত পামর প্রেমে ভাসে ॥ ৩৭৯৬ ॥
নরহরি জীবনে কি সুখ।
হেন দয়াময় পহুচরণে বিমুখ ॥ ৩৭৯৭ ॥

পুনঃ—কামোদ

দেখ মোর অদ্বৈত গুণনিধি।
না জানি এ কত সাধে সুধা দিয়ে
এ দেহ গঠল বিধি ॥ ধ্রু ॥ ৩৭৯৮ ॥
কনক, কেতকী, কুমকুম্ জিনি'
সুচারু রূপের ছটা।
গরগর গোরাপ্রেমে অতিশয়
শোভয়ে পুলকঘটা। ॥ ৩৭৯৯ ॥
নিরুপম বিধুবদন ঝলকে
ঘন "গোরা গোরা" বুলি।
দু'নয়নে ধারা বহে অবিরত,
নাচয়ে দু'বাহু তুলি' ॥ ৩৮০০ ॥
পতিতপামরে ধরি' করে কোরে।
অমূল্য রতন যাচে।
নরহরিপহু বিনে কি এমন
দয়ালু ভুবনে আছে ॥ ৩৮০১ ॥

পুনঃ—আশাবরী

দেখ অদ্বৈত গুণের মণি।
ভকতি-রতন করি' বিতরণ
জগৎ করয়ে ধনী ॥ ধ্রু ॥ ৩৮০২ ॥
কিবা ভাবে পুলকিত হিয়া।
"গোরা গোরা"—বুলি' নাচে ভুজ তুলি'
ঘন কাঁখতালি দিয়া ॥ ৩৮০৩ ॥
দুটি নয়নে আনন্দধারা।
পুলক-বলিত তনু সুবলিত
ঝলকে কনকপারা ॥ ৩৮০৪ ॥
মুখে ঝরয়ে অমিয়ারাশি।
কি নব ভঙ্গিতে চাহে চারিভিতে
মধুর মধুর হাসি' ॥ ৩৮০৫ ॥
পহু বেড়ি' পরিকর সাজে।
মধুর সুস্বরে গায় ধীরে ধীরে
খোল-করতাল বাজে ॥ ৩৮০৬ ॥
তাহা শুনি' কি ধৈরয বাঁধে।
দীন হীন যত তা'রা উনমত
নরহরি পড় ফাঁদে ॥ ৩৮০৭ ॥

পুনঃ—সুহই

কিভাবে অদ্বৈতচাঁদ অদ্ভুত
লম্ফ দেই বীরদাপে।
হুঙ্কার গর্জন করে ঘন ঘন
ভয়েতে পাষণ্ড কাঁপে ॥ ৩৮০৮ ॥
অট্ট অ হাসে কি রস প্রকাশে
কেহো না পায়য়ে আ।
অরুণ-নয়নে চায় চারি পানে
পুলকে ভরয়ে গা ॥ ৩৮০৯ ॥
ভুবনমোহন গোরা-গুণগণ
শুনয়ে যাহার মুখে।
দু'বাহু পসারি' তা'রে কোরে করি'
নাচয়ে পরম-সুখে ॥ ৩৮১০ ॥
পদতল-তালে মহীতল হালে
ভঙ্গী কে উপমা তায়।
নিজ-বাহুবলে বলী কলি-দলে,
ঘনশ্যাম-যশ গায় ॥ ৩৮১১ ॥

পুনঃ—তোড়ী

অদ্বৈত-গুণমণি অবনী করু ধনী
ভকতিধন ঘন বিতরণে।
সঙ্গেতে প্রিয়গণ আনন্দে নিমগন
নাচয়ে গোরাগুণ কিরিতনে ॥৩৮১২॥
কি নব ভঙ্গীভরে মদনমদ হরে
ঝলকে নিরুপম রুচিছটা।
শিরীষফুল জিনি' মৃদুল তনুখানি
তা'হে বিপুল পুলকের ঘটা ॥ ৩৮১৩ ॥
তিলক শোভে ভালে মালতীমালা গলে
দোলয়ে যজ্ঞসূত্র নেত্রলোভা।
অতুল ভুজ তুলি' ফিরয়ে হিলি' দুলি'
চরণ-চারুচালনী কি শোভা ॥ ৩৮১৪ ॥
সঘনে 'গৌরহরি' বোলয়ে উচ্চ করি'
ঝরয়ে সুধা যনু মুখচাঁদে।
করুণ চাহনিতে কে পারে থির হৈতে
পতিত নরহরি হেরি' কাঁদে ॥ ৩৮১৫ ॥

ভাবাবেশে অদ্বৈত-আচার্য দয়াময়।
প্রিয়গণ-সঙ্গে নিজ-গৃহে বিলসয় ॥ ৩৮১৬ ॥
পুলক-বলিত সুকোমল কলেবর।
লোটায় ধরণীতলে ধূলায় ধূসর ॥ ৩৮১৭ ॥
অতিশয় প্রেমায় বিহ্বল ঢুলি' ঢুলি'।
'নিতাই নিতাই' বলি' নাচে বাহু তুলি' ॥ ৩৮১৮ ॥
হেনই সময়ে নিত্যানন্দ-হলধর।
সপ্তগ্রাম হৈতে আইলা অদ্বৈতের ঘর ॥ ৩৮১৯ ॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত দোঁহে দেখিয়া দোঁহারে।
প্রেমায় বিহ্বল দোঁহে স্থির হৈতে নারে ॥ ৩৮২০ ॥
পরস্পর-প্রসঙ্গে হইল সুখ যত।
তাহা এক মুখে কেবা কহিবেক কত ॥ ৩৮২১ ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীঅদ্বৈত-গৃহ হইতে নবদ্বীপে আগমন—

দিন তিন চারি অদ্বৈতের ঘরে রৈয়া।
নবদ্বীপে চলে অদ্বৈতানুমতি লৈয়া ॥ ৩৮২২ ॥
না জানি কি অদ্বৈত কহিলা গন্তকালে।
নিত্যানন্দ মন্দ মন্দ হাসি' হর্ষে চলে ॥ ৩৮২৩ ॥
নবদ্বীপ-শোভা দেখি' উল্লাস অন্তর।
নদীয়া-প্রবেশে নিত্যানন্দ-হলধর ॥ ৩৮২৪ ॥
কি অদ্ভুত গতি! সঙ্গে লৈয়া প্রিয়গণ।
প্রথমে আইসে প্রভু আইর ভবন ॥ ৩৮২৫ ॥
আই নিজ-গৃহে এই নির্জনে বসিয়া।
নিশি দিশি গোঙায় নিমাঞির কথা কৈয়া ॥ ৩৮২৬ ॥
পূর্ব-রাত্রে নিমাঞিরে স্বপনে দেখিয়া।
মালিনীরে কহে এথা নির্জনে পাইয়া ॥ ৩৮২৭ ॥

গীতে—যথা কামোদ

আজুকার স্বপন-কথা　　শুন লো মালিনি সই!
　　নিমাই আসিয়াছিল ঘরে।
আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়া　　গৃহ পানে চা'য়া চা'য়া
　　'মা' বৈলা ডাকিয়াছিলা মোরে ॥ ৩৮২৮ ॥
গৃহেতে শয়নে ছিনু　　অচেতনে বাহির হনু
　　নিমাইর গলার সাড়া পা'য়া।
মায়ের চরণধূলি　　নিল নিমাই শিরে তুলি'
　　'মা' বোলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥ ৩৮২৯ ॥
"তোর প্রেমে বন্দী হৈয়া　　বেড়াইনু ভরমিয়া
　　রহিতে নারিনু নীলাচলে।
তোরে দেখিবার তরে　　আইনু নদীয়াপুরে"
　　কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বোলে ॥ ৩৮৩০ ॥
'আইস মোর বাছা' বলি'　　হিয়ার উপরে তুলি,
　　হেন বোলে নিদ দূরে গেল।
পুনঃ না দেখিয়া তা'রে　　পরাণ কেমন করে
　　কাঁদিয়া রজনী পোহাইল ॥ ৩৮৩১ ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে শচী　　মূরছি' পড়ল ক্ষিতি,
　　মালিনী কাঁদয়ে উভরায়।
কি বলিব—হায় হায়!　　এ দুঃখ না সহে গায়
　　সেহ কেনে মরিয়া না যায় ॥ ৩৮৩২ ॥

মালিনীর প্রেমচেষ্টা বুঝিতে কে পারে।
হইয়া বিদায় তেঁহো গেলা নিজ-ঘরে ॥ ৩৮৩৩ ॥
না ধরয়ে ধৈরয, কাতর শচী আই।
বিষ্ণুপ্রিয়া কোলে লৈয়া কাঁদয়ে এথাই ॥ ৩৮৩৪ ॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া ভাবে মনে মনে।
—"আসিব নিতাই এথায়, বিলম্ব বা কেনে ॥ ৩৮৩৫ ॥
নিতাই আইলে এথায় যাইতে না দিব।
দেখিয়া নিতাইচাঁদে প্রাণ জুড়াইব।" ৩৮৩৬ ॥
হেনকালে নিত্যানন্দ হৈল উপনীত।
নিত্যানন্দে দেখি' আই মহা উল্লসিত ॥ ৩৮৩৭ ॥
'আইস বাপ!'—বলি' আই এথাই আইলা।
নিত্যানন্দ জননীর পদে প্রণমিলা ॥ ৩৮৩৮ ॥
আই-সহ নিতাইর হৈল যে যে কথা।
সে সব শুনিতে ঘুচে অন্তরের ব্যথা ॥ ৩৮৩৯ ॥
নিতাই আইর মহানন্দ জন্মাইণা।
আইর আজ্ঞায় নবদ্বীপে স্থিতি কৈলা ॥ ৩৮৪০ ॥
আইর চরধূলি মস্তকে লইয়া।
শ্রীবাস-ভবনে গেলা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ ৩৮৪১ ॥
মালিনী-শ্রীবাসে সন্তোষিয়া প্রতি ঘরে।
গণসহ নিত্যানন্দ কীর্ত্তনে বিহরে ॥ ৩৮৪২ ॥

নিত্যানন্দ অঙ্গে নানা রত্ন-অলঙ্কার।
হরিবেক—দস্যুগণ করিল বিচার ॥ ৩৮৪৩ ॥
পাইয়া অনেক দুঃখ মহাদস্যুগণ।
নিত্যানন্দ-পাদপদ্মে লইল শরণ ॥ ৩৮৪৪ ॥
করুণাসমুদ্র পদ্মাবতীর কুমার।
ভক্তিরত্ন দিয়া দস্যে করিল উদ্ধার ॥ ৩৮৪৫ ॥
ঐছে নিত্যানন্দ প্রিয় পরিকর-সঙ্গে।
নবদ্বীপ-প্রদেশে বিহরে মহারঙ্গে ॥ ৩৮৪৬ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে—

"তবে নিত্যানন্দ সর্ব পারিষদ-সঙ্গে।
প্রতি-গ্রামে গ্রামে ভ্রমে সঙ্কীর্তন-রঙ্গে ॥ ৩৮৪৭ ॥
খানচৌড়া, বড়গাছি আর দোগাছিয়া।
গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া ॥ ৩৮৪৮ ॥
বিশেষে সুকৃতি অতি বড়গাছি-গ্রাম।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের বিহারের স্থান ॥ ৩৮৪৯ ॥
বড়গাছি-গ্রামের যতেক ভাগ্যোদয়।
তাহার করিতে নাহি পারি সমুচ্চয় ॥" ৩৮৫০ ॥
(শ্রীচৈ ভা অন্ত্য খণ্ড)

নদীয়ায় নিত্যানন্দ পারিষদ-সঙ্গে।
বিলসয়ে নিরন্তর সঙ্কীর্তন-রঙ্গে ॥ ৩৮৫১ ॥
শান্তিপুর হৈতে আসি' অদ্বৈত গোঁসাই।
নিত্যানন্দ-সহ সুখে বিহ্বল সদাই ॥ ৩৮৫২ ॥

গীতে— যথা ধানশী

সীতানাথ মোর অদ্বৈতচাঁদ।
প্রেমময় মহামোহন ফাঁদ ॥ ৩৮৫৩ ॥
যাঁহার হুঙ্কারে প্রকট গোরা।
নিত্যানন্দ-সহ আনন্দে ভোরা ॥ ৩৮৫৪ ॥
অনুপম গুণ, করুণাসিন্ধু।
পতিত অধম জনের বন্ধু ॥ ৩৮৫৫ ॥
এজগত-মাঝে দ্বিতীয় ধাতা।
কীর্তন-ধন দুলহ দাতা ॥ ৩৮৫৬ ॥
জলীলা-রসে ভাসিবে যে।
অচ্যুতজনকে ভজুক সে ॥ ৩৮৫৭ ॥
নরহরি পহু যে নাহি ভজে।
সেই অভাগিয়া ভুবন-মাঝে ॥ ৩৮৫৮ ॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত দোঁহে সঙ্কীর্তন-রঙ্গে।
বিলসয়ে শ্রীবাস-মুরারি আদি সঙ্গে ॥ ৩৮৫৯ ॥
একদিন শ্রীবাস-অঙ্গনে সর্বজন।
আরম্ভিলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সঙ্কীর্তন ॥ ৩৮৬০ ॥
গায় বাসু-গোবিন্দাদি মনের হরষে।
মৃদঙ্গ-মন্দিরা-ধ্বনি গগন পরশে ॥ ৩৮৬১ ॥
নাচে নিত্যানন্দ মহা মধুর ভঙ্গিতে।
না ধরে ধৈরয কেহো সে শোভা দেখিতে ॥ ৩৮৬২ ॥
নাচয়ে অদ্বৈত মহামত্ত অনিবার।
সর্বাঙ্গে পুলক, বহে নেত্রে অশ্রুধার ॥ ৩৮৬৩ ॥
শ্রীবাস, মুরারি, গঙ্গাদাস, গদাধর।
অভিরাম, সারঙ্গ, সুন্দর, মনোহর ॥ ৩৮৬৪ ॥
শ্রীবিশারদের পুত্র বিদ্যাবাচস্পতি।
যাঁ'র জ্যেষ্ঠ সার্বভৌম নীলাচলে স্থিতি ॥ ৩৮ ৫ ॥
বিদ্যাবাচস্পতি আদি নাচে প্রেমাবেশে।
কেবা না নাচয়ে—লোক ধায় চারি পাশে ॥ ৩৮৬৬ ॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত দুই দিকে দুই জন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন ॥ ৩৮৬৭ ॥
কোন কোন ভাগ্যবন্ত দেখে নেত্র ভরি'।
নাচে দেবগণ 'জয় জয়'-ধ্বনি করি' ॥ ৩৮৬৮ ॥
উথলয়ে প্রেমের সমুদ্র সঙ্কীর্তনে।
মধ্যে মধ্যে ঐছে রঙ্গ শ্রীবাস-অঙ্গনে ॥ ৩৮৬৯ ॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বিবাহলীলা-প্রকাশ—

অদ্বৈত-শ্রীবাস আদি গুণের আলয়।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে মহানন্দে বিলসয় ॥ ৩৮৭০ ॥
নিত্যানন্দ-চন্দ্রের বিবাহ করাইতে।
হইল সভার ইচ্ছা তাঁ'র ইচ্ছামতে ॥ ৩৮৭১ ॥
বড়গাছি-গ্রামে হরিহোড়ের সন্তান।
'কৃষ্ণদাস'—নাম তাঁ'র, তেঁহো ভাগ্যবান্ ॥ ৩৮৭২ ॥
নিত্যানন্দপদে তাঁ'র সুদৃঢ় ভকতি।
করাইতে বিবাহ তাঁহার আর্তি অতি ॥ ৩৮৭৩ ॥

নিত্যানন্দচন্দ্রের বিবাহ যেন মতে।
শুন শ্রীনিবাস! তাহা কহি সঙ্ক্ষেপেতে ॥ ৩৮৭৪ ॥
নবদ্বীপ হৈতে অল্প দূর—সালিগ্রাম।
তথা বৈসে পণ্ডিত শ্রীসূর্য্যদাস নাম ॥ ৩৮৭৫ ॥
গৌড়ে রাজা যবনের কার্য্যে সুসমর্থ।
'সরখেল'—খ্যাতি উপার্জি' বহু অর্থ ॥ ৩৮৭৬ ॥
সূর্য্যদাস চারিভ্রাতা অতি শুদ্ধাচার।
সর্ব্বত্র বিদিত—তাহা কহিব কি আর ॥ ৩৮৭৭ ॥
শ্রীসূর্য্যদাসের গুণ কহিল না হয়।
বসুধা, জাহ্নবা—নামে তাঁ'র কন্যাদ্বয় ॥ ৩৮৭৮ ॥
রূপে গুণে দোঁহার উপমা নাই দিতে।
দোঁহার বিবাহ লাগি' সদা চিন্তে চিতে ॥ ৩৮৭৯ ॥
বিপ্রগণে দেন ভার বিবাহ-বিষয়।
আইসে সম্বন্ধ কথু,—স্থির নাহি হয় ॥ ৩৮৮০ ॥
সর্ব্বাংশে প্রবীণ এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ।
তেঁহ সূর্য্যদাসে কহে মধুর বচন ॥ ৩৮৮১ ॥
"চিন্তাযুক্ত হইয়া চাহিলু সব ঠাঁই।
তোমার কন্যার যোগ্য পাত্র কথু নাই ॥ ৩৮৮২ ॥
অকস্মাৎ মনে এক হইল আমার।
তাহা কহি—যদি মনে আইসে তোমার ॥ ৩৮৮৩ ॥
রাঢ়দেশ-মধ্যে গ্রাম একচক্রা-নামে।
ব্রাহ্মণ-সজ্জন বহু বৈসে সেই গ্রামে ॥ ৩৮৮৪ ॥
তথা বিপ্র হাড়াই পণ্ডিত বিদ্যাবান্।
দ্বিতীয় মুকুন্দ নাম—সর্ব্বাংশে প্রধান ॥ ৩৮৮৫ ॥

তথাহি শ্রীদেবকীনন্দনকৃত-শ্রীমদ্বৈষ্ণবাভিধানে—

তথা পদ্মাবতী-শ্রীমন্মুকুন্দৌ দ্বিজসত্তমৌ।
নিত্যানন্দস্বরূপস্য পিতরাবতুলশ্রিয়ৌ ॥ ৩৮৮৬ ॥

অন্বয়। তথা নিত্যানন্দস্বরূপস্য পিতরৌ (মাতা-পিতরৌ) অতুলশ্রিয়ৌ (পরমরূপবন্তৌ) দ্বিজসত্তমৌ (দ্বিজ-শ্রেষ্ঠৌ) পদ্মাবতী শ্রীমন্মুকুন্দৌ (ভবতঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৮৮৬ ॥

অনুবাদ। শ্রীদেবকীনন্দনকৃত শ্রীবৈষ্ণবাভিধানে—পরমরূপবান্ ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ পদ্মাবতী-মুকুন্দ শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপের মাতা-পিতা ॥ ৩৮৮৬ ॥

তথাচ শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াম্—

রোহিণীবসুদেবৌ যৌ পিতরৌ রামকৃষ্ণয়োঃ।
পদ্মাবতীমুকুন্দৌ তৌ সন্তৌ জাতৌ দ্বিজোত্তমৌ ॥৩৮৮৭॥

অন্বয়। রামকৃষ্ণয়োঃ যৌ পিতরৌ (মাতাপিতরৌ) রোহিণীবসুদেবৌ তৌ সন্তৌ (সজ্জনৌ) দ্বিজোত্তমৌ (দ্বিজ-শ্রেষ্ঠৌ) পদ্মাবতীমুকুন্দৌ জাতৌ ॥ ৩৮৮৭ ॥

অনুবাদ। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়—কৃষ্ণ ও বলদেবের মাতা-পিতা যে রোহিণী-বসুদেব, তাঁহারা সজ্জন দ্বিজশ্রেষ্ঠ পদ্মাবতীমুকুন্দরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৩৮৮৭ ॥

বিদিত সুন্দরামল বন্দিঘাটী গাঁই।
বৈছে তাঁ'র করণ—নিন্দিত কিছু নাই ॥ ৩৮৮৮ ॥
শ্রীহাড়াই পণ্ডিতের বিবাহ যেথানে।
তাহারাও কুলীনে বেষ্টিত—সবে জানে ॥ ৩৮৮৯ ॥
তাঁ'র পুত্র নিত্যানন্দ মহাতেজোময়।
অল্পকালে তীর্থাটনে করিলা বিজয় ॥ ৩৮৯০ ॥
তীর্থাটন, তপস্যা—বিপ্রের এই কর্ম্ম।
তেঁহো মহাবিদ্বান্—জানয়ে সব মর্ম্ম ॥ ৩৮৯১ ॥
অবধূত হইলা লইয়া দণ্ড হাতে।
সর্ব্বতীর্থ ভ্রমিয়া আইলা নদীয়াতে ॥ ৩৮৯২ ॥
বুঝি—তাঁ'র সর্ব্ব মনোরথ পূর্ণ হৈল।
তেঞি নদীয়াতে দণ্ড পরিত্যাগ কৈল ॥ ৩৮৯৩ ॥
কৃষ্ণচৈতন্যের তেঁহো অতি প্রিয়তম।
কি দিব উপমা—কেহো নাহি তাঁ'র সম ॥৩৮৯৪॥
কৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্গে নীলাচলে গিয়া।
এই কথোদিন হৈল—আইল নদীয়া ॥ ৩৮৯৫ ॥
তোমার কন্যার যোগ্য পাত্র তেঁহ হয়।
তাঁ'র যোগ্য তোমার দুহিতা সুনিশ্চয় ॥ ৩৮৯৬ ॥
তেঁহো যদি অনুগ্রহ করয়ে তোমারে।
তবে এ মঙ্গল-কার্য হইবারে পারে ॥ ৩৮৯৭ ॥
এ হেন জামাতা মিলে বহু পুণ্যফলে।
এ কার্য্যে পরমানন্দ পাইবা সকলে।" ৩৮৯৮ ॥
শুনি' মৌন ধরিয়া রহিলা সূর্য্যদাস।
হৈল বহু রাত্রি, বিপ্র গেলা নিজ-বাস ॥ ৩৮৯৯ ॥

সূর্যদাস পণ্ডিত চিন্তিয়া মনে মনে।
করিতে শয়ন নিদ্রা হইল সেইক্ষণে ॥ ৩৯০০ ॥
স্বপ্নছলে দেখে মহামনের আনন্দে।
দুই কন্যা সম্প্রদান করে নিত্যানন্দে ॥ ৩৯০১ ॥
ব্রাহ্মণ-সজ্জনগণ সভার সম্মত।
কৈল শাস্ত্রবিহিত বিবাহকার্য যত ॥ ৩৯০২ ॥
নিত্যানন্দে কন্যা দান করিল যখন।
সে সময়ে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ ॥ ৩৯০৩ ॥
নিজ-কন্যাসহিত দেখয়ে জামাতায়।
না জানয়ে কত সুখ উথলে হিয়ায় ॥ ৩৯০৪ ॥
আঁখি পালটিতে নারে—বাঢ়ে মহা আর্তি।
দেখিতে নিতাই দেখে বলরাম-মূর্তি ॥ ৩৯০৫ ॥
রজত-পর্বত গর্ব হরে অঙ্গছটা।
বদনচন্দ্রমা জিনি' চন্দ্রসার ঘটা ॥ ৩৯০৬ ॥
নানা রত্নভূষণে ভূষিত কলেবর।
ভুবন মোহয়ে—ঐছে সর্বাঙ্গসুন্দর ॥ ৩৯০৭ ॥
বসু-জাহ্নবারে দেখে বারুণী রেবতী।
অঙ্গছটা কনক কুসুমপুঞ্জ জিতি ॥ ৩৯০৮ ॥
বলদেব বামে দক্ষিণেতে বিলসয়।
বিচিত্র বসন ভূষণাদি-শোভাময় ॥ ৩৯০৯ ॥
ভক্তে সুখ দিতে মহা ঐশ্বর্যপ্রকাশ।
দেখি আত্মবিস্মরিত হৈলা সূর্যদাস ॥ ৩৯১০ ॥
নেত্রে অশ্রুধারা না ধরিতে পারে অঙ্গ।
করিতেই নতি-স্তুতি হৈল নিদ্রাভঙ্গ ॥ ৩৯১১ ॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া প্রভাত-সময়ে।
আপনি গেলেন সেই বিপ্রের আলয়ে ॥ ৩৯১২ ॥
বিপ্র-প্রতি কহে যত্নে করি' নমস্কার।
"যে কহিলে কর্তব্য বিলম্ব নাহি আর ॥" ৩৯১৩ ॥
শুনি' বিপ্র হর্ষে, সঙ্গে লৈয়া জনা চারি।
করিলেন যাত্রা দুর্গা গণেশ সোঙরি' ॥ ৩৯১৪ ॥
সর্বত্র বিদিত তেঁহো আসি' নদীয়ায়।
মনের উল্লাসে শ্রীবাসের গৃহে যায় ॥ ৩৯১৫ ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত-গৃহে প্রিয়গণ-সনে।
দেখে নিত্যানন্দ বসি' আছে দিব্যাসনে ॥ ৩৯১৬ ॥
কন্দর্পমোহন শোভা করি' নিরীক্ষণ।
আপনা মানয়ে ধন্য, সজল নয়ন ॥ ৩৯১৭ ॥
বিপ্রে করি' সম্মান শ্রীবাস মহাশয়।
বসাইয়া আসনে কুশল জিজ্ঞাসয় ॥ ৩৯১৮ ॥
বিপ্র কহে,—"কুশল, আইনু বাটী হৈতে।
মনে যে আছয়ে তাহা কহিব নিভৃতে ॥ ৩৯১৯ ॥
শ্রীবাস গেলেন বিপ্রে নির্জনে লইয়া।
শ্রীবাসের প্রতি বিপ্র কহে হর্ষ হৈয়া ॥ ৩৯২০ ॥
"বিবাহ-মঙ্গল-কথা শুনি' পরস্পর।
কন্যা স্থির করিয়া আইনু এথা ত্বর ॥ ৩৯২১ ॥
সূর্যদাস পণ্ডিতের কন্যা লক্ষ্মী-সমা।
দেখিনু সর্বত্র—দিতে নাহিক উপমা ॥ ৩৯২২ ॥
যৈছে নিত্যানন্দদেব তৈছে পত্নী তাঁ'র।
সাক্ষাতে দেখিবে, আমি কি কহিব আর ॥ ৩৯২৩ ॥
সূর্যদাস সরখেল সর্বাংশে প্রধান।
নিত্যানন্দ-চন্দ্রের বিবাহযোগ্য স্থান ॥ ৩৯২৪ ॥
বিলম্বের কার্য নাই—কহিল তোমায়।
পরামর্শ করি' মোরে করহ বিদায় ॥" ৩৯২৫ ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত কহে,—"সুমধুর কথা।
আপনি যে কহিয়াছ হইব সর্বথা ॥ ৩৯২৬ ॥
অদ্য কৃষ্ণদাসে বড়গাছি পাঠাইব।
এথা হৈতে কালি সভে তথাই যাইব ॥ ৩৯২৭ ॥
পণ্ডিতে লইয়া তথা যাবে—নাই ব্যাজ।
কহিতে কি—আপনি সাধিবে সব কাজ" ॥৩৯২৮॥
শ্রীবাসের বাক্যে বিপ্র হইয়া বিদায়।
সালিগ্রামে জানাইল পণ্ডিতে ত্বরায় ॥ ৩৯২৯ ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত মহা উল্লসিত হৈয়া।
জানাইল সভারে অদ্বৈতাচার্য কৈয়া ॥ ৩৯৩০ ॥
মন্দ মন্দ হাসে নিত্যানন্দ-হলধর।
অন্যের দুর্গম নিত্যানন্দের অন্তর ॥ ৩৯৩১ ॥
বিবাহ-বিষয়ে হৈল পরম উল্লাস।
বড়গাছি-গ্রামে শীঘ্র গেলা কৃষ্ণদাস ॥ ৩৯৩২ ॥
কৃষ্ণদাস রাজা হরিহোড়ের নন্দন।
মহাবুদ্ধিমন্ত শীঘ্র কৈলা আয়োজন ॥ ৩৯৩৩ ॥

সর্বত্র ব্যাপিল শুভ বিবাহের কথা।
'অপূর্ব সম্বন্ধ'—সভে কহে যথাতথা ॥ ৩৯৩৪ ॥
নবদ্বীপ হৈতে নিত্যানন্দ সভে লৈয়া।
চলিলেন বড়গাছি-গ্রামে হর্ষ হৈয়া ॥ ৩৯৩৫ ॥
বড়গাছি গ্রামের নিকটে প্রবেশিতে।
গ্রামবাসী লোক আসে আগুসরি নিতে ॥ ৩৯৩৬ ॥
ব্রাহ্মণ-সজ্জন যত লেখা নাই তা'র।
দেখি নিত্যানন্দচন্দ্রে উল্লাস সবার ॥ ৩৯৩৭ ॥
কৃষ্ণদাস লৈয়া গেলা আপনার ঘর।
হইল সবার বাসা-স্থান মনোহর ॥ ৩৯৩৮ ॥
বড়গাছি হৈতে সালিগ্রাম অল্প দূরে।
পাইয়ে সংবাদ সবে উল্লাস অন্তরে ॥ ৩৯৩৯ ॥
সূর্যদাস পণ্ডিত অগ্রজ কৃষ্ণদাসে।
কহয়ে নিভৃতে অতি সুমধুর ভাষে ॥ ৩৯৪০ ॥
"লৈয়া এ সামগ্রী বিপ্রগণের সহিতে।
পশ্চাৎ আইস, আমি যাইব অগ্রেতে ॥ ৩৯৪১ ॥
এত কহি' বড়গাছি আসিয়া তুরিত।
নিত্যানন্দ প্রভু আগে হৈলা উপনীত ॥ ৩৯৪২ ॥
লোটাইয়া পড়ে নিত্যানন্দ-পদতলে।
সূর্যদাস ভাসে দুই নয়নের জলে ॥ ৩৯৪৩ ॥
দুই হাতে ধরি' চরণ দু'খানি।
কহিতে চাহয়ে কিছু না স্ফুরয়ে বাণী ॥ ৩৯৪৪ ॥
মন্দ মন্দ হাসি' নিত্যানন্দ প্রেমাবেশে।
কৃপা করি' কৈলা আলিঙ্গন সূর্যদাসে ॥ ৩৯৪৫ ॥
সূর্যদাস আনন্দে বিহ্বল নিরন্তর।
কে বুঝিতে পারে সূর্যদাসের অন্তর ॥ ৩৯৪৬ ॥
দেখিয়া ভ্রাতার প্রেমচেষ্টা গৌরীদাস।
না ধরে ধৈরয, অতি অন্তরে উল্লাস ॥ ৩৯৪৭ ॥

কৃষ্ণদাসের গৃহে শ্রীনিত্যানন্দের শুভবিবাহের অধিবাস—

হৈল সূর্যদাসের মিলন সবা সনে।
প্রভু অধিবাস স্থির কৈল শুভক্ষণে ॥ ৩৯৪৮ ॥
নানা দ্রব্য লৈয়া বিপ্রগণের সহিতে।
কৃষ্ণদাস পণ্ডিত আইলা বাটী হৈতে ॥ ৩৯৪৯ ॥'
বড়গাছি-গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ-সজ্জন।
গোধূলি-সময়ে হৈল সবার গমন ॥ ৩৯৫০ ॥
ব্রাহ্মণ-সজ্জনগণ বৈসে চারিপাশে।
মধ্যে নিত্যানন্দ শোভে শুভ অধিবাসে ॥ ৩৯৫১ ॥
নেত্র ভরি' দেখে নারী-পুরুষ সকল।
হইল মঙ্গলময় বাদ্য-কোলাহল ॥ ৩৯৫২ ॥

গীতে—যথা মঙ্গল

আজু শুভক্ষণে নিতাইচাঁদের
অধিবাসে কিবা শোভার ঘটা।
নিরুপম বেশে বিলসয়ে ভালে
ঝলমল করে অঙ্গের ছটা ॥ ৩৯৫৩ ॥
কত শত মনমথ-মদ হরে
হাসি-নিশা মুখচন্দ্রমা চারু।
কঞ্জদল দলি' ললিত লোচন,
চাহনি না রাখে ধৈরয কারু ॥ ৩৯৫৪ ॥
চারি পাশে বিপ্র বেদ উচ্চারয়ে
চারু ভঙ্গি হেরি' সরস হিয়া।
নারীগণ-মন উথলে উলাসে
ঘন ঘন উলু-লুলুলু দিয়া ॥ ৩৯৫৫ ॥
নানা বাদ্যধ্বনি ভেদয়ে গগন
নাচে নর্তক কি মধুর গতি।
জয় জয় রবে ভরয়ে ভুবন
ভণে ঘনশ্যাম—কৌতুক অতি ॥ ৩৯৫৬ ॥
অধিবাসে আইলা যত ব্রাহ্মণ-সজ্জন।
নিজগৃহে কৈলা সবে সন্তোষে গমন ॥ ৩৯৫৭ ॥
বড়গাছি-সালিগ্রাম আদি গ্রাম যত।
দিবারাত্রি লোক-গতায়াত কত শত ॥ ৩৯৫৮ ॥
নিত্যানন্দচন্দ্রের হইলে অধিবাস।
যানে চড়ি' শীঘ্র গৃহে গেলা সূর্যদাস ॥ ৩৯৫৯ ॥

বসুধা-জাহ্নবার শুভ-অধিবাস—

মনে মহা আনন্দ, লইয়া বিপ্রগণে।
করয়ে কন্যার অধিবাস শুভক্ষণে ॥ ৩৯৬০ ॥
যদ্যপি স্বপ্নেতে কন্যাপ্রভাব দেখিলা।
তথাপি বাৎসল্যে মহা-বিহ্বল হৈলা ॥ ৩৯৬১ ॥

হইল মঙ্গলময় পণ্ডিত-ভবন।
চতুর্দিকে গতায়াত করে লোকগণ ॥ ৩৯৬২ ॥
বড়গাছি হৈতে অধিবাস-দ্রব্য লৈয়া।
সূর্যদাসালয়ে বিপ্র গেলা হর্ষ হৈয়া ॥ ৩৯৬৩ ॥
কহিতে কে জানে—যে কৌতুক অধিবাসে।
দেব-স্ত্রীগণাদি দেখে সে শোভা উল্লাসে ॥ ৩৯৬৪ ॥

গীতে—যথা ভূপালী

বসুধা-জাহ্নবাদেবী শোভাবধি
অধিবাসভূষা-ভূষিত তনু।
ঝলমল করে চারু রুচিছটা
তড়িত-কুঙ্কুম কেতকী যনু ॥ ৩৯৬৫ ॥
চারিপাশে বিপ্রগণ ধন্য মানে,
চাহি' কন্যাপানে হরষ হিয়া।
বেদধ্বনি করি' করে আশীর্বাদ
ধান্য দূর্বা দুঁহ-মস্তকে দিয়া ॥ ৩৯৬৬ ॥
পণ্ডিত-ঘরণী ধরণীতে পদ
না ধরয়ে, হিয়া ধৈরয বাঁধে।
বিবিধ মঙ্গল করু সখীকুল,
উলু লুলু দেই কত না সাধে ॥ ৩৯৬৭ ॥
শঙ্খ-ঘণ্টা-আদি বাদ্য বাজে, বহু
কোলাহল, নাহি তুলনা দিতে।
ভণে নরহরি—সুরনারী অলক্ষিতে দেখে,
কত কৌতুক চিতে ॥ ৩৯৬৮ ॥

অধিবাসক্রিয়া সাঙ্গ হৈলে বিপ্রগণ।
নিজ-নিজ-গৃহে হর্ষে করিলা গমন ॥ ৩৯৬৯ ॥
পাত্র-কন্যা-অধিবাসে সুখ সর্বোপরি।
দেখিলেন ভাগ্যবন্ত লোক নেত্র ভরি' ॥ ৩৯৭০ ॥
গোধূলি-সময়ে প্রভু বড়গাছি হৈতে।
চলিলেন সালিগ্রামে বিবাহ করিতে ॥ ৩৯৭১ ॥
বাজে নানাবাদ্য,—সে সুখের নাই পার।
দেখি' সে সমৃদ্ধি লোকে হৈল চমৎকার ॥ ৩৯৭২ ॥

গীতে—যথা দেশপাল

কোটি মনমথ-গরবহর পরম সুবর নিতাই-হলধর,
করত গমন চড়ি' নব চৌদলে, ছবি ছলকয়ে।
বেশ বিরচি' বিবাহ-মত কত ভাঁতি ভূষণ অঙ্গে বিলসত,
ললিতলোচন, কঞ্জ-মুখ মৃদুহাস মঞ্জুল ঝলকয়ে ॥ ৩৯৭৩ ॥
রূপ পিবইতে মত্ত অতিশয় করত ভূসুরবৃন্দ জয় জয়
বন্দিগণ-মন মুদিত, ঘন ঘন বিমলযশ পরকাশয়ে।
তেজি' নিজ-নিজ গেহ ধায়ত, নারী-পুরুষ ন থেহ পায়ত,
নিরখি' রহু চহুওর নিমিখন দরশরসসুখে ভাসয়ে ॥৩৯৭৪॥
গান করু গুণী তান-শ্রুতি-স্বর, রাগ মূরুছন গ্রাম সুমধুর,
নটত নর্তক উঘটি তকতক থৈ তা থৈ থৈ থি নি নি না।
বাদ্যবাদক বাওয়ে বহুতর, তাল প্রকট না হোত পটুতর,
থোঙ্গ না না না থোঙ্গ থুরুট ধো ধিলঙ্গ ধি কি ধি নি নি না॥
দীপদমকে অসংখ্য ক্ষিতি'পর, দিবস সম ভেল রজনী উজোর
বিপুল কলকল-ধ্বনি নিরত, সপ্তলোকগতি পথ শোহয়ে।
গগনগত লখি' দেব অলখিত, সরস বরষত কুসুম পুলকিত,
দাস নরহরি-পহুক অতুল বিলাস জনমন মোহয়ে ॥৩৯৭৬॥

সালিগ্রামে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শুভবিবাহ—

সালিগ্রামে প্রবেশিয়া নিত্যানন্দ রায়।
সূর্যদাসালয়ে চলে উল্লাস-হিয়ায় ॥ ৩৯৭৭ ॥
নিত্যানন্দপ্রভু পাদপদ্ম-স্পর্শমাত্র।
সালিগ্রামবাসী লোক হৈলা ভক্তিপাত্র ॥৩৯৭৮ ॥
শ্রীবসু-জাহ্নবা দোঁহে হইয়া অলক্ষিত।
প্রাণনাথে দেখি' হৈলা মহা উল্লসিত ॥ ৩৯৭৯ ॥
পণ্ডিতের পত্নী নিজ-সখীর সহিতে।
হইয়া মহাবিহ্বল দেখিলা অলক্ষিতে ॥ ৩৯৮০ ॥
সখীগণে লৈয়া কৈলা কন্যার সুবেশ।
দিতে কি উপমা—শোভা হইল অশেষ ॥ ৩৯৮১ ॥
সূর্যদাসালয়ে লোক-ভিড় অতিশয়।
ব্রাহ্মণ-সমাজে যৈছে কহিল না হয় ॥ ৩৯৮২ ॥
লোক-শাস্ত্রমতে সূর্যদাস ভাগ্যবান্।
নিত্যানন্দচন্দ্রে দুই কন্যা কৈল দান ॥ ৩৯৮৩ ॥
দেখি' পাত্র-কন্যা বিপ্রগণে প্রশংসয়।
স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে হইল জয় জয় ॥ ৩৯৮৪ ॥
সালিগ্রাম-নিকটস্থ গ্রামবাসী যত।
দেখিয়া বিবাহ প্রশংসয়ে কেবা কত ॥ ৩৯৮৫ ॥

বিবাহের পরদিন হৈল মহানন্দ।
সর্ব মনোরথসিদ্ধি কৈলা নিত্যানন্দ ॥ ৩৯৮৬ ॥
বিদায়-সময়ে সূর্যদাস দৈন্য করি'।
কহিল যতেক তাহা কহিতে না পারি ॥ ৩৯৮৭ ॥
শ্রীবসু-জাহ্নবা-সহ প্রভু নিত্যানন্দ।
আইলেন বড়গাছি—হৈল মহানন্দ ॥ ৩৯৮৮ ॥
শ্রীবাসের ভার্যা-আদি প্রবীণা সকল।
কৈল যে বিহিত হৈয়া আনন্দে বিহ্বল ॥ ৩৯৮৯ ॥
শ্রীবসু-জাহ্নবা শোভা দেখি' চমৎকার।
হৈল সাধ পূর্ণ মনে যে ছিল সবার ॥ ৩৯৯০ ॥
শ্রীবসু-জাহ্নবা নিত্যানন্দের প্রেয়সী।
শ্রীবারুণী-রেবতী—সকল গুণরাশি ॥ ৩৯৯১ ॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াম্—
শ্রীবারুণীরেবত্যোরংশসম্ভবে
তস্য প্রিয়ে শ্রীবসুধা চ জাহ্নবা।
শ্রীসূর্যদাসাখ্যমহাত্মনঃ সুতে
ককুদ্মিরূপস্য চ সূর্যতেজসঃ ॥ ৩৯৯২ ॥
কেচিৎ শ্রীবসুধাদেবীং কলাবাণীং বিব্রুবতি।
অনঙ্গমঞ্জরীং কেচিজ্জাহ্নবাং চ প্রচক্ষতে।
উভয়ঞ্চ সমীচীনং পূর্বন্যায়াৎ সতাং মতম্ ॥ ৩৯৯৩ ॥

অন্বয়। তস্য (শ্রীনিত্যানন্দপ্রভোঃ) প্রিয়ে (পত্ন্যৌ) শ্রীবসুধা-জাহ্নবা চ শ্রীবারুণীরেবত্যোঃ অংশসম্ভবে (অংশ-সমুদ্ভূতে) ককুদ্মিরূপস্য (পূর্বং ককুদ্মিনঃ ইত্যর্থঃ) সূর্যতেজসঃ (সূর্যবৎ তেজীয়সঃ) শ্রীসূর্যদাসাখ্যমহাত্মনঃ সুতে (ভবতঃ)। কেচিৎ শ্রীবসুধাদেবীং কলাবাণীং বিব্রুবতি (কথয়ন্তি); কেচিচ্চ জাহ্নবাং অনঙ্গমঞ্জরীং প্রচক্ষতে (কথয়ন্তি)। পূর্বন্যায়াৎ উভয়ঞ্চ সতাং সমীচীনং (যুক্তং) মতম্ ॥ ৩৯৯২-৯৩ ॥

অনুবাদ। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর প্রিয়াদ্বয় শ্রীবারুণী ও শ্রীরেবতীর অংশসম্ভূত এবং সূর্যের ন্যায় তেজস্বী ককুদ্মির অবতার মহাত্মা শ্রীসূর্যদাসের কন্যাদ্বয়। কেহ কেহ শ্রীবসুধাদেবীকে 'কলাবাণী' এবং শ্রীজাহ্নবাকে 'অনঙ্গমঞ্জরী' বলিয়া থাকেন। সাধুগণও পূর্ব-বিচারে উভয়ই সমীচীন মনে করেন ॥ ৩৯৯২-৯৩ ॥

বড়গাছি-গ্রামে নিত্যানন্দ দয়াময়।
রহি' কিছু দিন নানা রঙ্গে বিলসয় ॥ ৩৯৯৪ ॥
ভক্তিদাতা শ্রীবসু-জাহ্নবা-প্রাণপতি।
অগণিত গুণ, গোরাপ্রেমে মত্ত অতি ॥ ৩৯৯৫ ॥
পতিতপাবন নিত্যানন্দের চরিত।
বর্ণয়ে কবীন্দ্রগণ—জগতে বিদিত ॥ ৩৯৯৬ ॥

গীতে—কামোদ

কৃষ্ণের অগ্রজ রাম রোহিণীনন্দন।
বারুণী, রেবতী দুই প্রিয়া-প্রাণধন ॥ ৩৯৯৭ ॥
ধন্য কলিযুগে সেই নিতাইসুন্দর।
চৈতন্য অগ্রজ, পদ্মাবতীর কুমার ॥ ৩৯৯৮ ॥
বসুধা জাহ্নবা-প্রাণপতি প্রেমময়।
নিজ-গুণে প্রভু জীবে হইলা সদয় ॥ ৩৯৯৯ ॥
গোরাপ্রেমে মত্ত,—দিবানিশি নাই জানে।
পবিত্র করিল মহী প্রেমামৃত-দানে ॥ ৪০০০ ॥
গোরা-অনুরাগে সে অরুণ তনুখানি।
ঝলমল করয়ে তপত হেম জিনি' ॥ ৪০০১ ॥
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে মুনিমনোলোভা।
আজানুলম্বিত ভুজ, নিরুপম শোভা ॥ ৪০০২ ॥
পরিসর বুক দেখি' কেবা নাই ভুলে।
সতী কুলবতী তিলাঞ্জলি দেই কুলে ॥ ৪০০৩ ॥
ও চাঁদবদনে সদা বোলে "গোরা গোরা"।
মুখ বুক বহিয়া নয়নে বহে নোরা ॥ ৪০০৪ ॥
প্রিয় পরিকরগণ-সহ সে আবেশে।
সঙ্কীর্তন-সুখের সায়রে সদা ভাসে ॥ ৪০০৫ ॥
ভুবনমোহন ছাঁদে নাচে গুণনিধি।
দেবের দুর্লভ সব শোভার অবধি ॥ ৪০০৬ ॥
চাহিতে নিতাইচাঁদে কেবা স্থির পায়।
পাষাণ সমান হিয়া—সেহো গলি' যায় ॥ ৪০০৭ ॥
পাতকী-পতিতে করুণার নাই পার।
হেন পঁহু না ভজিল নরহরি ছার ॥ ৪০০৮ ॥
কিছুদিনে সভা-সহ নিত্যানন্দ রায়।
বড়গাছি হইতে আইলা নদীয়ায় ॥ ৪০০৯ ॥

শ্রীবসু, জাহ্নবা দোঁহে দেখি' এথা আই।
করিল যতেক স্নেহ—কহি সাধ্য নাই ॥ ৪০১০ ॥
প্রভুপ্রিয় ভক্তগণ-গৃহিণী সকল।
বসু-জাহ্নবারে দেখি' আনন্দে বিহ্বল ॥ ৪০১১ ॥
আই অনুমতি লৈয়া নিত্যানন্দ-রাম।
শান্তিপুর হইয়া গেলেন সপ্তগ্রাম ॥ ৪০১২ ॥
ভক্তের ইচ্ছায় প্রভু খড়দহে গিয়া।
রাখিলেন অপূর্ব আলয়ে নিজ-প্রিয়া ॥ ৪০১৩ ॥
কিছুদিন তথা বিলসয়ে নিত্যানন্দ।
প্রিয় পরিকরের হইল মহানন্দ ॥ ৪০১৪ ॥
খড়দহ-প্রদেশে বিলসি' সঙ্কীর্তনে।
আইলেন নদীয়ায় আইর দর্শনে ॥ ৪০১৫ ॥
কহিল প্রসঙ্গ সব সঙ্ক্ষেপ করিয়া।
ভাগাবন্তগণ বর্ণিবেন বিস্তারিয়া ॥ ৪০১৬ ॥
পরম দয়ালু পদ্মাবতীর নন্দন।
বিবিধ প্রকারে গুণ বর্ণে কবিগণ ॥ ৪০১৭ ॥

গীতে—যথা কামোদ

প্রভু নিত্যানন্দরাম রূপে গুণে অনুপাম
পদ্মাবতী-গর্ভে জনমিলা।
নিজগণ লৈয়া সঙ্গে দ্বাদশ বৎসর রঙ্গে
শ্রীএকচক্রায় বিলসিলা ॥ ৪০১৮ ॥
গোরা অবতীর্ণ হৈলে সন্ন্যাসীর সঙ্গছলে
বাহির হইলা ঘর হৈতে।
তীর্থ-পর্যটন ক'রে বিংশতি বৎসর পরে
আনন্দে আইলা নদীয়াতে ॥ ৪০১৯ ॥
পা'য়া প্রাণ গোরাচাঁদে পড়ি' সে প্রেমের ফাঁদে
দণ্ড-কমণ্ডলু ফেলে দূরে।
সদা মাতি' সঙ্কীর্তনে ক্ষেত্রে চলে প্রভুসনে
প্রভু-দণ্ড তিন খণ্ড করে ॥ ৪০২০ ॥
প্রভুর আদেশ-মতে গৌড়ে আসি' ক্ষেত্র হৈতে
প্রভু-মনোহিত কর্ম কৈলা।
দাস নরহরি গতি বসু-জাহ্নবার পতি
যাঁ'রে তা'রে প্রেম বিলাইলা ॥ ৪০২১ ॥

ওহে শ্রীনিবাস! শ্রীঅদ্বৈত গণসনে।
নিরন্তর মত্ত গৌর-চরিত্র-কীর্তনে ॥ ৪০২২ ॥
কভু শান্তিপুরে, কভু রহে নদীয়ায়।
শ্রীনাভানন্দন-গুণ কেবা নাই গায় ॥ ৪০২৩ ॥

গীতে—যথা কামোদ

শ্রীঅদ্বৈত গুণমণি সকল রসের খনি
নাভা-গর্ভে জনম লভিলা।
জন্ম নবগ্রাম বঙ্গে, তথা বিলসিয়া রঙ্গে
কিছুদিনে শান্তিপুরে আইলা ॥ ৪০২৪ ॥
পিতা-মাতা-অদর্শনে গিয়া তীর্থ-পর্যটনে
আসিয়া রহিলা শান্তিপুরে।
হৈয়া শ্রীসীতার পতি কত তপ করি' নিতি
আনিলেন কৃষ্ণ হলধরে ॥ ৪০২৫ ॥
নদীয়া বিহার দেখি' সদা জুড়াইল আঁখি
নাচিল কীর্তনে নানা ছাঁদে।
আপনার ঘরে পা'য়া সেবিলা আনন্দ হৈয়া
ন্যাসি-শিরোমণি গোরাচাঁদে ॥ ৪০২৬ ॥
নীলাচলে প্রভুস্থিতি তথা কৈল গতাগতি
সবে মাতাইলা গোরাগুণে।
দাস নরহরি কয় শ্রীঅদ্বৈত দয়াময়
এ যশ ঘোষয়ে ত্রিভুবনে ॥ ৪০২৭ ॥

শ্রীবাস-মুরারিগুপ্ত আদি ভক্তগণ।
নিরন্তর করে গৌর-চরিত্র কীর্তন ॥ ৪০২৮ ॥
কহিতে কি জানি—সবে মহাদয়াবান্।
বিবিধ প্রকারে করে জীবের কল্যাণ ॥ ৪০২৯ ॥
দেখিলু যে সব তাহা কহিতে না পারি।
সে সব ভাবিতে বুক বিদরিয়া মরি ॥ ৪০৩০ ॥
ঐছে কত কহিতে ঈশান মহাশয়।
হইলেন প্রেমাবেশে অধৈর্যাতিশয় ॥ ৪০৩১ ॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া লৈয়া তিন জনে।
করিলা শয়ন রাত্রে প্রভুর প্রাঙ্গনে ॥ ৪০৩২ ॥
হৈল বহু রাত্রি—নিদ্রা নাই শ্রীনিবাসে।
নিরখয়ে প্রভুর ভবন চারি পাশে ॥ ৪০৩৩ ॥

না জানি—কৌতুকে কহয়ে মনে মনে।
—"তৃণাদি নির্মিত এ প্রভুর ঘর কেনে ? ৪০৩৪ ॥
করিয়া বঞ্চিত এই নদীয়া-বিহারে।
দূরদেশী কেনে প্রভু কৈলা পরিকরে ॥ ৪০৩৫ ॥
পরম অদ্ভুত এই নদীয়া-বিহার।
দেখিতে না পাইল সে সব পরিবার" ॥ ৪০৩৬ ॥

স্বপ্নে শ্রীনিবাসের শ্রীনবদ্বীপের স্বরূপ এবং মহাপ্রভুর বিবিধ লীলাবিলাস দর্শন

ঐছে কত কহিতেই নিদ্রা আকর্ষয়।
স্বপ্নে প্রভু গৃহে শোভাবিলাস দেখয় ॥ ৪০৩৭ ॥

(১) নবদ্বীপ-স্বরূপ—

আগে দেখে স্বর্ণময় **নদীয়ানগর**।
সুরধুনী ঘাট রত্নে বাঁধা মনোহর ॥ ৪০৩৮ ॥
তারপর দেখে গৌরচন্দ্রের আলয়।
ইন্দ্রাদির স্থান সে শোভার যোগ্য নয় ॥ ৪০৩৯ ॥
কৈছে কুন বিশ্বকর্মা নির্মিল ভবন।
চতুর্দিকে স্বর্ণের প্রাচীর-আবরণ ॥ ৪০৪০ ॥
পৃথক্ পৃথক্ খণ্ড—সংখ্যা নাই তার।
যবে যথা ইচ্ছা তথা প্রভুর বিহার ॥ ৪০৪১ ॥

(২) অন্তঃপুরবিলাস—

অন্তঃপুর-মধ্যে পুষ্প-উদ্যান শোভয়।
তথা এক বিচিত্র মন্দির রত্নময় ॥ ৪০৪২ ॥
মন্দিরের মধ্যে চন্দ্রাতপ বিলক্ষণ।
তার তলে শোভাময় রত্নসিংহাসন ॥ ৪০৪৩ ॥
সিংহাসনোপরি গৌরচন্দ্র বিলসয়।
লক্ষ্মী, বিষ্ণুপ্রিয়া বাম-দক্ষিণে শোভয় ॥ ৪০৪৪ ॥
নানা রত্নালঙ্কারে ভূষিত কলেবর।
পরিধেয় বিচিত্র বসন মনোহর ॥ ৪০৪৫ ॥
ভুবনমোহন শোভা ক'রি নিরীক্ষণ।
লক্ষ লক্ষ দাসী করে চামর ব্যজন ॥ ৪০৪৬ ॥
যোগায় তাম্বূল, মালা, চন্দন সকলে।
প্রিয়াসহ প্রভু বিলসয়ে সখীমেলে ॥ ৪০৪৭ ॥

(৩) সগোষ্ঠী কীর্তনবিলাস—

ঐছে রঙ্গ নিরখিতে নিদ্রা ভঙ্গ হৈল।
সেইক্ষণে পুনঃ নিদ্রা আকর্ষণ কৈল ॥ ৪০৪৮ ॥
স্বপ্নে দেখে আর এক খণ্ডে রত্নময়।
বিচিত্র মন্দিরশোভা সুখের আলয় ॥ ৪০৪৯ ॥
তথা রত্ননির্মিত বিচিত্র সিংহাসন।
তাহার উপরে সাজে শচীর নন্দন ॥ ৪০৫০ ॥
কোটি কোটি কন্দর্পে মোহয়ে অঙ্গ ছটা।
বদনচন্দ্রমা চারু যিনি চন্দ্রঘটা ॥ ৪০৫১ ॥
নিত্যানন্দচন্দ্র শোভে পরম সুন্দর।
শ্রীঅদ্বৈতদেব, শ্রীপণ্ডিত গদাধর ॥ ৪০৫২ ॥
বিদ্যানিধি, গঙ্গাদাস পণ্ডিত, শ্রীবাস।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য, মুরারি, হরিদাস ॥ ৪০৫৩ ॥
দামোদর পণ্ডিত, মুকুন্দ, বক্রেশ্বর।
গৌরীদাস, সূর্যদাস, দাস গদাধর ॥ ৪০৫৪ ॥
শ্রীমুকুন্দ, নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন।
চীরঞ্জীব সেন, আর সেন সুলোচন ॥ ৪০৫৫ ॥
দ্বিজ হরিদাস, ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর।
শ্রীবাস পণ্ডিত, নন্দনাচার্য, শ্রীধর ॥ ৪০৫৬ ॥
বিজয়, শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য রতন।
শ্রীস্বরূপ, কাশীশ্বর, যদুনারায়ণ ॥ ৬০৫৭ ॥
শ্রীলক্ষ্মীপতি, মাধবেন্দ্রপুরীশ্বর।
বাসুদেব সার্বভৌম, কেশব, শঙ্কর ॥ ৪০৫৮ ॥
শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজা, রায় রামানন্দ।
ত্রিমল্ল, বেঙ্কটভট্ট, শ্রীপ্রবোধানন্দ ॥ ৪০৫৯ ॥
শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীরঘুনাথভট্ট আর।
সনাতন, রূপ, জীব বল্লভকুমার ॥ ৪০৬০ ॥
ভূগর্ভ, শ্রীলোকনাথ, রঘুনাথ দাস।
রাঘব পণ্ডিত, শ্রীগোবর্ধনে যাঁর বাস ॥ ৪০৬১ ॥
উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম দেশেতে।
অসংখ্য প্রভুর ভক্ত—কে পারে জানিতে ॥ ৪০৬২ ॥
সর্বভক্তে বেষ্টিত বিলসে গৌররায়।
দেখিয়া সে শোভা অতি উল্লাস হিয়ায় ॥ ৪০৬৩ ॥
ভক্তগোষ্ঠী-সহ প্রভু-পদে প্রণমিতে।
হৈল নিদ্রাভঙ্গ – জাগি চাহে চারিভিতে ॥ ৪০৬৪ ॥

(৪—১) ঐশ্বর্যবিলাস—

হইতে ব্যাকুল পুনঃ নিদ্রা আকর্ষয়।
স্বপ্নে দেখে আর এক খণ্ড শোভাময় ॥ ৪০৬৫ ॥

তথা শোহে রত্নসিংহাসনে বিশ্বম্ভর।
চতুর্দিকে দাসগণ সেবায় তৎপর ॥ ৪০৬৬ ॥
ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্রাদি অনন্ত দেবগণে।
করয়ে প্রভুরে স্তুতি পড়িয়া চরণে ॥ ৪০৬৭ ॥
দেখিয়া প্রভুর মহা ঐশ্বর্যপ্রকাশ।
পুলকিত অঙ্গ, অতি অন্তরে উল্লাস ॥ ৪০৬৮ ॥
(৫) **বৈকুণ্ঠ-বিলাস** আর খণ্ডে নিরখিয়া।
ধরিতে নারয়ে অঙ্গ, উল্লসিত হিয়া ॥ ৪০৬৯ ॥
(৬) **অযোধ্যাবিলাস** আর খণ্ডে নিরীখয়।
উপজে আনন্দ, কত মনে মনে কয় ॥ ৪০৭০ ॥
দ্বারকাবিলাস আর খণ্ডে নিরাখয়া।
আনন্দে অধৈর্য, না ধরিতে পারে হিয়া ॥ ৪০৭১ ॥
আর এক খণ্ডে দেখে **মথুরাবিলাস**।
উপজে কৌতুক, মুখে মন্দ মন্দ হাস ॥ ৪০৭২ ॥
আর এক খণ্ডে **ব্রজবিহার** নেহারে।
গোপিকাগণের যুথে দেখে আপনারে ॥ ৪০৭৩ ॥
শ্রীরাসমণ্ডলে নৃত্যশোভা নিরখিতে।
মহানন্দে বিহ্বল, কত না উঠে চিতে ॥ ৪০৭৪ ॥
দেখিতেই **নিকুঞ্জবিলাস** শোভাময়।
হৈল নিদ্রাভঙ্গ, দেখে—প্রভাত সময় ॥ ৪০৭৫ ॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া আচার্য ঠাকুর।
মনে মনে বিচারয়ে করুণা প্রচুর ॥ ৪০৭৬ ॥
এসব প্রসঙ্গ যে শুনয়ে শ্রদ্ধা করি'।
তাঁ'র অভিলাষ পূর্ণ করে গৌরহরি ॥ ৪০৭৭ ॥
নবদ্বীপভ্রমণ পরমানন্দময়।
প্রভু-কৃপা যারে, তার ইথে রতি হয় ॥ ৪০৭৮ ॥
শ্রীনিবাস আচার্য-চরণ চিন্তা করি।
"ভক্তিরত্নাকর" কহে দাস নরহরি ॥ ৪০৭৯ ॥

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীনবদ্বীপভ্রমণাদি-বর্ণনং নাম দ্বাদশস্তরঙ্গঃ ॥ ১২ ॥
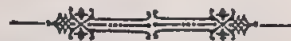
ত্রয়োদশ তরঙ্গ

কথাসার—এই তরঙ্গে শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর দ্বিতীয়বার বিবাহ এবং শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভুর বিবাহ ও গণসহ ব্রজমণ্ডল দর্শন বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীল নিবাস আচার্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীযোগ-পীঠে শ্রীঈশান ঠাকুরের নিকট বিদায় লইয়া যাজিগ্রামে আগমন করেন। বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীরও তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। শ্রীআচার্য শিষ্য রাজাকে শিক্ষাদির জন্য স্বীয় প্রিয় শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের হস্তে অর্পণ করেন। রাজা দেশে প্রত্যাবর্তন করিলে শ্রীআচার্য, শ্রীঠাকুর মহাশয় ও শ্রীকবিরাজ শ্রীখণ্ড, কাঞ্চনগড়িয়া ও বুধরী হইয়া খেতরীতে আগমন পূর্বক দিবানিশি সঙ্কীর্তন করিতে থাকেন। অতঃপর আচার্যপাদ গণসহ শ্রীখণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিলে শ্রাবণ শুক্লা চতুর্থী তিথিতে শ্রীল রঘুনন্দন অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করেন। তৎপুত্র ঠাকুর কানাই বিরাট্ আয়োজনের সহিত পিতৃদেবের বিরহ-মহোৎসব করিলেন। ঠাকুর কানাইর দুই ভক্তিমান্ পুত্র—মদন ও বংশী। মদনের সঙ্কীর্তন, নর্তন ও বিনয়-নম্র-ব্যবহারে শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য অতিশয় আনন্দিত হন। উৎসব পর্যন্ত আচার্যপাদ তথায় ছিলেন। তৎপরে যাজিগ্রাম হইয়া গণসহ বনবিষ্ণুপুরে শুভবিজয় করেন। রাজা বীরহাম্বীর গুরুদেবের জন্য অপূর্ব আলয় নির্মাণ করিয়া বিবিধ উপায়ে তাঁহার সেবা করেন।

বনবিষ্ণুপুর হইতে প্রত্যাবর্তনানন্তর শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশ-ক্রমে রাঢ়দেশের গোপালপুর-গ্রামনিবাসী শ্রীরাঘব চক্রবর্তীর কন্যা শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ করেন।

শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরীর আজ্ঞায় শ্রীপরমেশ্বরী দাস তড়া-আটপুর গ্রামে শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথের সেবা প্রকাশ করেন।

রাজবলহাটের সন্নিকটস্থ ঝামটপুর গ্রামে শ্রীল যদুনন্দন আচার্যের শ্রীমতী ও নারায়ণী নাম্নী কন্যাদ্বয়ের সহিত শ্রীশ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর বিবাহ হয়। শ্রীযদুনন্দন ও তাঁহার কন্যাদ্বয় শ্রীশ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর ভগ্নী গঙ্গাদেবী—বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা। তাঁহার ভর্তা আচার্য শ্রীমাধব। শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ শ্রীজাহ্নবী দেবীর প্রাণ। তিনি দ্বিতীয়বার ব্রজে গমন করিয়াছিলেন।

শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভু মাতার আজ্ঞা লইয়া গণসহ বৃন্দাবন যাত্রা করেন। পথিমধ্যে সপ্তগ্রামে জনৈক ভাগ্যবান্ বণিকের আলয়ে সঙ্কীর্তন করেন। শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর তনয় শ্রীকৃষ্ণমিশ্র, শ্রীখণ্ডে ঠাকুর কানাই, যাজিগ্রামে শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য এবং খেতরীতে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভুর সম্বর্ধনা করেন। খেতরী হইতে ঠাকুর মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভু ব্রজমণ্ডলে গমন করেন। শ্রীজীব গোস্বামিপ্রমুখ গোস্বামিগণ বৃন্দাবনে তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন, শ্রীরাধাবিনোদ, শ্রীরাধারমণ ও শ্রীরাধাদামোদর দর্শন পূর্বক শ্রীজীব ও শ্রীভূগর্ভ প্রমুখ গোস্বামিবৃন্দের অনুমতি লইয়া শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভু বন-ভ্রমণ করেন। শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ব্রজ-মণ্ডল দর্শনান্তে শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভু গৌড়দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্বাশ্রয়।
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রভু দয়াময় ॥ ১ ॥
জয় শ্রীঅদ্বৈতদেব গুণের সাগর।
জয় জয় শ্রীবাস পণ্ডিত গদাধর ॥ ২ ॥
জয় গদাধরদাস, শ্রীগুপ্ত মুরারি।
জয় বক্রেশ্বর, শ্রীমুকুন্দ, নরহরি ॥ ৩ ॥
জয় শ্রীপণ্ডিত গৌরীদাস, দামোদর।
জয় শ্রীস্বরূপ, হরিদাস, শুক্লাম্বর ॥ ৪ ॥
জয় জয় প্রভুর যতেক ভক্তগণ।
অনুগ্রহ করো সভে—লইনু শরণ ॥ ৫ ॥
জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়।
এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥ ৬ ॥

শ্রীনিবাসাচার্য প্রভৃতির শ্রীনবদ্বীপ হইতে বিদায়

শ্রীনিবাসাচার্য, নরোত্তম, রামচন্দ্র।
নবদ্বীপ ভ্রমণে পাইলা মহানন্দ ॥ ৭ ॥
শ্রীঈশান ঠাকুরের চরণ বন্দিয়া।
হইতে বিদায় বিদরিয়া যায় হিয়া ॥ ৮ ॥
শ্রীঈশান ঠাকুর করিয়া আলিঙ্গন।
হইলা অধৈর্য, অশ্রু নহে নিবারণ ॥ ৯ ॥
স্নেহাবেশে অত্যন্ত অবশ কলেবর।
কে বুঝিতে পারে তাঁ'র গভীর অন্তর ॥ ১০ ॥
কহিতে চাহয়ে কিছু—না পারে কহিতে।
হাতসানে জানাইল—দেখা এই হৈতে ॥ ১১ ॥
তথায় ছিলেন যে, প্রভুর পরিকর।
হৈল তাঁ'সভার মহা ব্যাকুল অন্তর ॥ ১২ ॥
অতি অনুগ্রহ করি' দিলেন বিদায়।
শ্রীআচার্য প্রণমিল তাঁ'সভার পায় ॥ ১৩ ॥
নবদ্বীপধামে বার বার প্রণমিয়া।
কাঁদিতে কাঁদিতে চলে বিদায় হইয়া ॥ ১৪ ॥
পথে চলিতেই যথা যথা ভক্তালয়।
তথা তথা গমনে হইল হর্ষোদয় ॥ ১৫ ॥
শ্রীখণ্ডে আসিয়া কৈল "গৌরাঙ্গ" দর্শন।
শ্রীরঘুনন্দনসহ হইল মিলন ॥ ১৬ ॥
শ্রীরঘুনন্দন অতিশয় স্নেহাবেশে।
নবদ্বীপ-প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসে মৃদুভাষে ॥ ১৭ ॥
শ্রীনিবাস নদীয়া-ভ্রমণ নিবেদিয়া।
কহয়ে ভক্তের কথা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥ ১৮ ॥
—"পূর্বে বহু ভক্ত সঙ্গোপন নদীয়ায়।
এবে যে আছেন সেহো মৌনমুদ্রা প্রায় ॥ ১৯ ॥
প্রভুর ভবনে এক ঈশানের স্থিতি।
তাঁহার অনন্ত গুণ কহি কি শকতি ॥ ২০ ॥
পথে আসি' লোকমুখে করিনু শ্রবণ।
শ্রীঈশান ঠাকুর হইলা সঙ্গোপন ॥ ২১ ॥
দিনে দিনে নদীয়া হইছে অন্ধকার।
কি বলিব—না জানি, কি হইবেক আর" ॥ ২২ ॥
শুনি' প্রেম উথলে, ধৈরয নাই বাঁধে।
শ্রীনিবাস গলা ধরি' ফুকারিয়া কাঁদে ॥ ২৩ ॥
প্রভুর ইচ্ছায় স্থির হৈল কতক্ষণে।
শ্রীরঘুনন্দন-চেষ্টা কহিতে কে জানে ॥ ২৪ ॥
শ্রীনিবাসে প্রবোধিয়া বিবিধ প্রকারে।
দিলেন বিদায় যাজিগ্রামে যাইবারে ॥ ২৫ ॥
শ্রীরঘুনন্দনে প্রণমিয়া তিন জন।
যাজিগ্রামে গেলা করি' ধৈর্যাবলম্বন ॥ ২৬ ॥
শ্রীগোকুলানন্দ-আদি মহাহর্ষ মনে।
আগুসরি আসি' লৈয়া গেলেন ভবনে ॥ ২৭ ॥
যাজিগ্রামবাসী লোক উল্লাস হৃদয়ে।
করিল দর্শন আসি' আচার্য-আলয়ে ॥ ২৮ ॥
শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর সে সভায়।
মিলিলেন যথাযোগ্য উল্লাস হিয়ায় ॥ ২৯ ॥
শ্রীনিবাস আচার্যের অদ্ভুত চরিত।
কৈল সর্বপ্রকারে সবার মনোহিত ॥ ৩০ ॥
বাড়ীর বাহিরে এক স্থান সুনির্জ্জন।
তথাই বসিলা সঙ্গে লৈয়া সর্বজন ॥ ৩১ ॥
নবদ্বীপ প্রসঙ্গেতে হইয়া বিহ্বল।
জিজ্ঞাসিল ক্রমে শিষ্যবর্গের মঙ্গল ॥ ৩২ ॥
প্রিয় নরোত্তমে অতি ধীরে ধীরে কয়।
—"অদ্য বীরহাম্বীর আসিব—মনে লয়" ॥ ৩৩ ॥
হেনকালে রাজার প্রেষিত একজন।
"অদ্য আসিবেন রাজা"—কৈল নিবেদন ॥ ৩৪ ॥

রাজা বীরহাম্বীরের যাজিগ্রামে আগমন

এথা রাজা শ্রীবীরহাম্বীর হর্ষমনে।
বনবিষ্ণুপুর হৈতে আইসে শুভক্ষণে ॥ ৩৫ ॥
যাজিগ্রাম দর্শনে উল্লাস অতিশয়।
দূরে রহি' রাজা যাজিগ্রামে প্রণময় ॥ ৩৬ ॥
যাজিগ্রাম-নিকটে দেখিয়া দিব্য স্থান।
তথাই হইল স্থির করিতে' বিশ্রাম ॥ ৩৭ ॥
অশ্ব-গজ-পদাতিক-আদি তথা থুইয়া।
গ্রামে প্রবেশয়ে সঙ্গে কথোজন লৈয়া ॥ ৩৮ ॥

যে সব সামগ্রী আনিলেন গৃহ হইতে।
প্রথমেই পাঠাইলা প্রভুর বাড়ীতে ॥ ৩৯ ॥
শ্রীআচার্যপ্রভু-পদ করিয়া স্মরণ।
ধীরে ধীরে চলে যথা আচার্যভবন ॥ ৪০ ॥
আচার্যপ্রভুর পাদপদ্ম নিরখিয়া।
বার বার প্রণময়ে ভূমিতে পড়িয়া ॥ ৪১ ॥
নরোত্তম তেজ দেখি' মনে বিচারয়।
—"এই প্রভু অবশ্য ঠাকুর মহাশয় ॥ ৪২ ॥
হইনু কৃতার্থ"—বলি' হর্ষ অনিবার।
নরোত্তমপদে প্রণময়ে বার বার ॥ ৪৩ ॥
শ্রীআচার্যঠাকুর ঠাকুর নরোত্তম।
অতি অনুগ্রহ করি কৈল আলিঙ্গন ॥ ৪৪ ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ পদে প্রণমিয়া।
নিবেদয়ে প্রভুগণে—"দেহ চিনাইয়া" ॥ ৪৫ ॥
হৈয়া হর্ষ রামচন্দ্র গুণের আলয়।
জানাইলা প্রভু পরিকর পরিচয় ॥ ৪৬ ॥
রাজা মহাহর্ষ, ভূমে পড়ে প্রণমিতে।
আলিঙ্গন কৈলা সবে বিহ্বল প্রেমেতে ॥ ৪৭ ॥
রাজা বীরহাম্বীরের মনে যে উল্লাস।
কহিতে কি জানি যৈছে ভক্তির প্রকাশ ॥ ৪৮ ॥
যাজিগ্রামবাসী লোক উল্লাস হিয়ায়।
দেখিয়া রাজার ভক্তি প্রশংসে রাজায় ॥ ৪৯ ॥
যত পরিকর বীরহাম্বীর রাজার।
সবার নির্মল ভক্তিপথে অধিকার ॥ ৫০ ॥
গণসহ রাজার সৌভাগ্য সীমা নাই।
পরস্পর সবে প্রশংসয়ে ঠাঁই ঠাঁই ॥ ৫১ ॥
শ্রীআচার্য ঠাকুর, ঠাকুর মহাশয়।
দেখিয়া রাজার চেষ্টা হর্ষ অতিশয় ॥ ৫২ ॥
আচার্য-ঠাকুর রামচন্দ্রে নিরখিয়া।
শ্রীবীরহাম্বীরে তাঁরে দিল সমর্পিয়া ॥ ৫৩ ॥
বীরহাম্বীরের মনে উপজয়ে যাহা।
রামচন্দ্র কবিরাজে জিজ্ঞাসেন তাহা ॥ ৫৪ ॥
যৈছে ইষ্টগোষ্ঠী দোঁহে—সর্বত্র প্রচার।
অন্য গ্রন্থে বিস্তারি' বর্ণিল গ্রন্থকার ॥ ৫৫ ॥

রাজা নিজ প্রভু-প্রিয়গণের দর্শনে।
কে কহিতে পারে যে আনন্দ যাজিগ্রামে ॥ ৫৬ ॥
যাজিগ্রামে রহে—এ রাজার মনোবৃত্তি।
তিলে তিলে যাজিগ্রামে বাড়ে মহা আর্তি ॥ ৫৭ ॥
বিষ্ণুপুর যাইতে রাজার মন নাই।
জানাইলা রামচন্দ্র আচার্যের ঠাঁই ॥ ৫৮ ॥
আচার্য ঠাকুর, শ্রীঠাকুর মহাশয়।
স্নেহাবেশে শ্রীবীরহাম্বীরে প্রবোধয় ॥ ৫৯ ॥
প্রবোধিয়া লোক সঙ্গে দিয়া সেইক্ষণে।
পাঠাইলা সর্বারাধ্য স্থান সন্দর্শনে ॥ ৬০ ॥
রাজা অতি দীনপ্রায় সর্বত্র ভ্রমিলা।
সর্ব মহান্তের অনুগ্রহে হর্ষ হৈলা ॥ ৬১ ॥
যাজিগ্রামে আসিয়া বিচারে মনে মনে।
—"প্রভু বিনা বিষ্ণুপুর যাইব কেমনে" ॥ ৬২ ॥
রাজার অন্তর জানি' আচার্য ঠাকুর।
কহয়ে রাজার প্রতি বচন মধুর ॥ ৬৩ ॥
—"খেতরিগ্রামেতে গিয়া কিছুদিন পরে।
তথা হৈতে এথা আসি' যাব বিষ্ণুপুরে" ॥ ৬৪ ॥
খড়দহ হৈতে শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী।
পাঠাবেন সংবাদ—আছিয়ে পথ হেরি' ॥ ৬৫ ॥

খড়দহ হইতে শ্রীজাহ্নবীদেবী কর্তৃক শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধিকাবিগ্রহ প্রেরণ

এত কহিতেই কেহোঁ মনের উল্লাসে।
খড়দহ হৈতে আইলা আচার্যের পাশে ॥ ৬৬ ॥
তাঁরে দেখি' আচার্যের উল্লাস হৃদয়।
সুমধুর বাক্যেতে মঙ্গল জিজ্ঞাসয় ॥ ৬৭ ॥
তেঁহো অতি বিনয়পূর্বক মৃদুভাষে।
নিবেদয়ে সংক্ষেপে শ্রীআচার্যের পাশে ॥ ৬৮ ॥
"সকল মঙ্গল খড়দহে শ্রীঈশ্বরী।
বিতরয়ে প্রেমভক্তি জীবে কৃপা করি' ॥ ৬৯ ॥
রাধিকার শ্রীমূর্তি নির্মাণ করাইয়া।
হৈলা মহাবিহ্বল সে শোভা নিরখিয়া ॥ ৭০ ॥
শ্রীপরমেশ্বরীদাস-আদি বিজ্ঞগণে।
আজ্ঞা কৈলা লইয়া যাইতে বৃন্দাবনে ॥ ৭১ ॥

সপ্ত শত মুদ্রা, বস্ত্রালঙ্কারাদি দিলা।
যত্নপূর্বক অপূর্ব নৌকায় চড়াইলা ॥ ৭২ ॥
কহয়ে শ্রীগোপীনাথে করিয়া স্মরণ।
—'শীঘ্র নিজ প্রিয়ায় করহ আকর্ষণ' ॥ ৭৩ ॥
শ্রীঈশ্বরী চেষ্টা কে বুঝিব অন্য জনে।
করিলেন বিদায় পরম শুভক্ষণে ॥ ৭৪ ॥
বিদায় হইতে নৌকা আইল ত্বরায়।
একদিন স্থিতি মাত্র হৈল নদীয়ায় ॥ ৭৫ ॥
অন্য নৌকা আসিবেক কণ্টকনগরে।
পত্রী লৈয়া মুই এথা আইল সত্বরে" ॥ ৭৬ ॥
এত কহি' পত্রী দিলা আচার্যের হাতে।
আচার্য লইয়া পত্রী ধরিলেন মাথে ॥ ৭৭ ॥
পত্রীপাঠমাত্রে মহা উল্লাস অন্তরে।
সবা সহ চলেন শ্রীকণ্টকনগরে ॥ ৭৮ ॥
বস্ত্র অলঙ্কার আদি যে প্রস্তুত ছিল।
দিবেন—এহেতু তাহা সঙ্গে করি' নিল ॥ ৭৯ ॥
সহস্রেক মুদ্রা বীরহাম্বীর গোপনে।
দিলেন শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ স্থানে ॥ ৮০ ॥
রামচন্দ্র আচার্য প্রভুরে জানাইল।
হাসিয়া আচার্য তাহা সঙ্গে করি' নিল ॥ ৮১ ॥

কাটোয়ায় শ্রীভারতীঘাটে শ্রীবিগ্রহের নৌকা, বৈষ্ণবগণের মিলন সঙ্কীর্তনানন্দ

কণ্টকনগরে শীঘ্র উপনীত হইলা।
শ্রীকেশবভারতী গোঁসাইর ঘাটে আইলা ॥ ৮২ ॥
দেখেন—সে ঘাটে নৌকা আইল সেইক্ষণে।
হৈল মহানন্দ পরস্পর সম্মিলনে ॥ ৮৩ ॥
শ্রীপরমেশ্বরীদাস, নৃসিংহচৈতন্য।
ঠাকুর কানাই আদি সর্বাংশে নৈপুণ্য ॥ ৮৪ ॥
কে বুঝিতে পারে এই সবার অন্তর।
শ্রীআচার্যে মিলি' সুখ বাড়িল বিস্তর ॥ ৮৫ ॥
শ্রীনবদ্বীপের কথা আচার্য কহিতে।
হইলা ব্যাকুল—কেহো নারে স্থির হৈতে ॥ ৮৬ ॥
শ্রীনিবাস আচার্যাদি অধৈর্য হৃদয়।
কতক্ষণে স্থির হৈল সবে প্রেমময় ॥ ৮৭ ॥

শ্রীপরমেশ্বরী দাস আদি সর্বজনে।
প্রণমিলা রাজা পড়ি' সবার চরণে ॥ ৮৮ ॥
সকলেই পাইয়া রাজার পরিচয়।
কৈলা গাঢ়ালিঙ্গানুগ্রহ অতিশয় ॥ ৮৯ ॥
দেখি' সে সবার তেজ শ্রীবীরহাম্বীর।
প্রেমানন্দে অধৈর্য—হইতে নারে স্থির ॥ ৯০ ॥
কণ্টকনগরবাসী দেখি' প্রেমোদয়।
রাজার সৌভাগ্য সকলেই প্রশংসয় ॥ ৯১ ॥
শুনিতে রাজার দৈন্য কেবা নাহি ঝুরে।
নৃসিংহচৈতন্য "ধন্য" কহয়ে রাজারে ॥ ৯২ ॥
কেহো কহে—"আচার্যের কৃপা বলবান্।
সে সম্বন্ধে রাজা যেন প্রাণের সমান" ॥ ৯৩ ॥
রাজায় অদ্ভুত স্নেহ বাড়িল সবার।
কহিতে কি জানি—জন্মে যে চেষ্টা রাজার ॥ ৯৪ ॥
শ্রীপরমেশ্বরীদাস ঠাকুর উল্লাসে।
লৈয়া গেলা নৌকায় ঠাকুর শ্রীনিবাসে ॥ ৯৫ ॥
আচার্যের প্রতি কহে মধুর বচন।
—"শ্রীঈশ্বরী পুনঃ যাইবেন বৃন্দাবন ॥ ৯৬ ॥
শ্রীরাধিকা শ্রীগোপীনাথেরে সমর্পিয়া।
আমরা আসিব শীঘ্র নৌকায় চাপিয়া" ॥ ৯৭ ॥
এত কহি' ঘুচাইয়া বস্ত্র আবরণ।
করাইল রাধিকার শ্রীমূর্তি দর্শন ॥ ৯৮ ॥
সর্বাঙ্গ সুন্দর—দিতে উপমা না হয়।
দেখিয়া আচার্য প্রেমে বিহ্বলাতিশয় ॥ ৯৯ ॥
পুনঃ শ্রীপরমেশ্বরীদাস আচার্যেরে।
দেখান সামগ্রী সব আনন্দ অন্তরে ॥ ১০০ ॥
—"গোপীনাথ, শ্রীগোপীনাথের প্রিয়াদ্বয়।
এ তিনের বস্ত্র অলঙ্কারাদি এ হয় ॥ ১০১ ॥
শ্রীগোবিন্দ মদনমোহন প্রভুগণে।
সমর্পিব এ বস্ত্রালঙ্কার স্থানে স্থানে" ॥ ১০২ ॥
পৃথক্ পৃথক্ ঐছে সব দেখাইল।
দেখি আচার্যের মহা আনন্দ বাড়িল ॥ ১০৩ ॥
বস্ত্র-অলঙ্কার কিছু, মুদ্রা সহস্রেক।
দিলেন আচার্য করি বিনয় অনেক ॥ ১০৪ ॥

শ্রীপরমেশ্বরীদাস পরম স্নেহেতে।
করান দর্শন সবে আনিয়া নৌকাতে ॥ ১০৫ ॥
নরোত্তম, রামচন্দ্র, গোবিন্দ, শ্রীদাস।
গোকুলানন্দাদি সবে দর্শনে উল্লাস ॥ ১০৬ ॥
গঙ্গাতীরে লোকের সংঘট্ট অতিশয়।
দেখিয়া বৈষ্ণবশোভা হর্ষে কত কয় ॥ ১০৭ ॥
কতক্ষণ গঙ্গাতীরে রহি' সর্বজন।
চলিলেন "গৌরাঙ্গের" করিতে দর্শন ॥ ১০৮ ॥
শ্রীযদুনন্দন আদি মহাহর্ষ মনে।
সবে লৈয়া গেলেন "শ্রীগৌরাঙ্গ"-প্রাঙ্গণে ॥ ১০৯ ॥
"গৌরাঙ্গের" দর্শন করিয়া সর্বজন।
হইলা অধৈর্য—অশ্রু নহে নিবারণ ॥ ১১০ ॥
উথলিল প্রেমসিন্ধু "গৌরাঙ্গ"-প্রাঙ্গণে।
সকলে হইলা মত্ত শ্রীনামসঙ্কীর্তনে ॥ ১১১ ॥
শ্রীনামকীর্তন-ধ্বনি ভেদয়ে গগন।
নৃসিংহচৈতন্য করে অদ্ভুত নর্তন ॥ ১১২ ॥
প্রেমাবেশে কহয়ে পরমেশ্বরী দাস।
—"গাও গাও ওহে নরোত্তম শ্রীনিবাস ॥ ১১৩ ॥
ঠাকুর কানাই স্থির হইতে না পারে।
রামচন্দ্রে আলিঙ্গন করে বারে বারে ॥ ১১৪ ॥
শ্রীদাস গোকুলানন্দ গোবিন্দাদি যত।
শ্রীনাম-কীর্তনে সবে হৈলা উন্মত ॥ ১১৫ ॥
প্রভু-প্রিয়গণের সর্বস্ব সঙ্কীর্তন।
সঙ্কীর্তনে কারে বা না করে আকর্ষণ ॥ ১১৬ ॥
নাম-সঙ্কীর্তন-সুধা পিয়া কতক্ষণে।
হইলেন স্থির সবে "গৌরাঙ্গ"-প্রাঙ্গণে ॥ ১১৭ ॥
যথা প্রভু করিলেন সন্ন্যাস গ্রহণ।
তথা ধূলিধূসর হইলা সর্বজন ॥ ১১৮ ॥
কহিতে কি জানি প্রভুগণের যে রীতি।
সে দিবস কণ্টকনগরে'কৈলা স্থিতি ॥ ১১৯ ॥
রজনী প্রভাত হইতেই পরস্পর।
হইলা বিদায় মহা ব্যাকুল অন্তর ॥ ১২০ ॥
শ্রীপরমেশ্বরীদাস আদি কত কৈয়া।
কণ্টকনগর হৈতে গেলা নৌকা লৈয়া ॥ ১২১ ॥

রাজা বীরহাম্বীরকে বিষ্ণুপুরে প্রেরণ

শ্রীনিবাস আচার্য লইয়া প্রিয়গণে।
কণ্টকনগর হৈতে আইলা যাজিগ্রামে ॥ ১২২ ॥
নিরুপম স্নেহ আচার্যের শিষ্য প্রতি।
রাজারে বিদায় দিব—ইথে খেদ অতি ॥ ১২৩ ॥
বিষ্ণুপুর যাইবেন শ্রীবীরহাম্বীর।
বিদায় হইতে চিত্তে না বাঁধয়ে থির ॥ ১২৪ ॥
আচার্যপ্রভুর পাদপদ্ম ধরি শিরে।
অশ্রুযুক্ত হইয়া কহয়ে ধীরে ধীরে ॥ ১২৫ ॥
—'বনবিষ্ণুপুর শীঘ্র গমন করিয়া।
করিবে সনাথ কৃপাদৃষ্ট্যে নিরখিয়া' ॥ ১২৬ ॥
আলিঙ্গন করি' কহে আচার্যঠাকুর।
—"না হইবে বিলম্ব যাইতে বিষ্ণুপুর" ॥ ১২৭ ॥
ইহা শুনি' পড়ে নরোত্তম পদতলে।
সিঞ্চয়ে দু'খানি পাদপদ্ম নেত্রজলে ॥ ১২৮ ॥
"করো অনুগ্রহ"—কহে গদ্‌গদ বচনে।
"মোর সম অপরাধী নাই ত্রিভুবনে ॥ ১২৯ ॥
মোর কুক্রিয়া দুঃখ পাইলা অন্তরে।
সে সব ভাবিতে হিয়া কি জানি কি করে" ॥১৩০॥
ইহা শুনি' কহেন ঠাকুর মহাশয়।
—"সে কুক্রিয়া হৈতে হৈল সর্বত্র বিজয় ॥ ১৩১ ॥
এবে আর সে সকল না করিহ মনে।
সাবধান হও ভক্তিরত্ন উপার্জনে" ॥ ১৩২ ॥
ঐছে কত কহি' কৈল গাঢ় আলিঙ্গন।
হইল রাজার মহা উল্লসিত মন ॥ ১৩৩ ॥
রামচন্দ্র গোবিন্দচরণে প্রণমিয়া।
করয়ে যে দৈন্য তা শুনিতে দ্রবে হিয়া ॥ ১৩৪ ॥
শ্রীদাস, গোকুলানন্দ দোঁহার চরণে।
প্রণময়ে রাজা, অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥ ১৩৫ ॥
শ্রীআচার্য প্রভুর যতেক শিষ্যগণ।
ক্রমে ক্রমে বন্দিলেন সবার চরণ ॥ ১৩৬ ॥
যাজিগ্রামবাসী লোকগণে প্রণমিয়া।
বিদায় হইলা রাজা ব্যাকুল হইয়া ॥ ১৩৭ ॥

রাজার মহিষী মহা উল্লাস অন্তরে।
ছিলেন শ্রীআচার্যের ভবন-ভিতরে॥ ১৩৮ ॥
আচার্যের ভার্যা—নাম "দ্রৌপদী" ঈশ্বরী।
সর্বগুণে পরিপূর্ণা, অদ্ভুত মাধুরী॥ ১৩৯ ॥
আনিয়াছিলেন রাণী বস্ত্র-অলঙ্কার।
তাহা পরাইয়া দেখে শোভা চমৎকার॥ ১৪০ ॥
সে-দুই চরণ রাণী মস্তকে ধরিলা।
বিদায় হইতে মহাব্যাকুল হইলা॥ ১৪১ ॥
যাজিগ্রাম-ভূমে বার বার প্রণমিয়া।
চলিলেন রাণী চতুর্দলেতে চাপিয়া॥ ১৪২ ॥
যাজিগ্রাম হইতে রাজা গিয়া কথোদূরে।
দিব্য যানে চড়ি' গেলা বনবিষ্ণুপুরে॥ ১৪৩ ॥

শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর খেতরীতে গমন

শ্রীআচার্যঠাকুর তাহার পর দিনে।
খণ্ডে গেলা নরোত্তম রামচন্দ্র সনে॥ ১৪৪ ॥
শ্রীরঘুনন্দনে প্রণমিয়া নিবেদয়।
—"কালি প্রাতে খেতরি যাইব—আজ্ঞা হয়"॥১৪৫॥
শ্রীরঘুনন্দন কহে—"যাইবা খেতরি।
কিছুদিন রহিয়া আসিবা শীঘ্র করি'॥ ১৪৬ ॥
এত কহি' বিদায় দিলেন আচার্যেরে।
যাজিগ্রামে আসি' সবে চিন্তয়ে অন্তরে॥ ১৪৭ ॥
আচার্য ঠাকুর নরোত্তম প্রতি কয়।
—"ঠাকুরের ঐছে আজ্ঞা কভু নাহি হয়॥ ১৪৮ ॥
চৈতন্যগণের চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার।
না জানি কখন বা করেন অঙ্গীকার"॥ ১৪৯ ॥
এত কহিতেই অশ্রু ঝরয়ে নয়নে।
হইয়া অধৈর্য স্থির হৈলা কতক্ষণে॥ ১৫০ ॥
আচার্য ঠাকুর শীঘ্র সবারে লইয়া।
যাজিগ্রাম হইতে আইলা কাঞ্চনগড়িয়া॥ ১৫১ ॥
তথা দুই দিবস করিলা অবস্থিতি।
সঙ্কীর্তন-আনন্দে নিমগ্ন দিবারাতি॥ ১৫২ ॥
চলিলেন কাঞ্চনগড়িয়া গ্রাম হৈতে।
আইলেন বুধরি গ্রামের প্রদেশেতে॥ ১৫৩ ॥
বুধরিনিবাসী লোক মহাহর্ষ মনে।
আগুসরি' আনিলেন অপূর্ব ভবনে॥ ১৫৪ ॥
শ্রীআচার্যঠাকুর, ঠাকুর মহাশয়।
রামচন্দ্র আদি হৈলা উল্লাসাতিশয়॥ ১৫৫ ॥
শ্রীআচার্যঠাকুর পরমানন্দ মনে।
দিবানিশি উন্মত্ত হইলা সঙ্কীর্তনে॥ ১৫৬ ॥
বুধরি গ্রামেতে দুই দিন স্থিতি করি।
পদ্মাবতী পার হৈয়া গেলেন খেতরি॥ ১৫৭ ॥
শ্রীখেতরিবাসী লোক মহাহর্ষ চিতে।
লইয়া গেলেন পদ্মাবতীতীর হৈতে॥ ১৫৮ ॥
খেতরিগ্রামেতে প্রবেশিয়া সর্বজন।
মনের আনন্দে কৈল প্রভুর দর্শন॥ ১৫৯ ॥
কতক্ষণ রহি' সবে প্রভুর প্রাঙ্গণে।
নিজ নিজ বাসায় গেলেন সর্বজনে॥ ১৬০ ॥
ভাগ্যবন্ত লোক যত খেতরিনিবাসী।
দর্শন আনন্দে না জানয়ে দিবানিশি॥ ১৬১ ॥
শ্রীআচার্যঠাকুর, ঠাকুর মহাশয়।
দিবারাত্রি সঙ্কীর্তনানন্দে বিলসয়॥ ১৬২ ॥
ভক্তিরসসায়রে বা কারে না ডুবায়।
দোঁহার অদ্ভুত দয়া কেবা নাহি গায়॥ ১৬৩ ॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম—দোঁহার চরিত।
দিনে দিনে সর্বত্রই হয়েন বিদিত॥ ১৬৪ ॥
একদিন এক মহা পাষণ্ড দুর্জয়।
সঙ্কীর্তনে দোঁহে দেখি' হইলা বিস্ময়॥ ১৬৫ ॥
বঙ্গদেশী সেই বিপ্র ভাসি' নেত্রজলে।
লোটাইয়া পড়িলা দোঁহার পদতলে॥ ১৬৬ ॥
তার্কিক বিষয়ী বিপ্র হৈল ভক্তিময়।
করিলা শ্রীআচার্যের পাদপদ্মাশ্রয়॥ ১৬৭ ॥
আচার্য সোঁপিলা প্রাণ নরোত্তমে তারে।
সবে হর্ষ হৈলা তার ভক্তি অধিকারে॥ ১৬৮ ॥
ঐছে রঙ্গ প্রকাশে আচার্য নরোত্তম।
কে বুঝিতে পারে দোঁহা চরিত্র দুর্গম॥ ১৬৯ ॥
একদিন আচার্য শ্রীনরোত্তমে লইয়া।
হইলেন ব্যাকুল নির্জনে কিবা কৈয়া॥ ১৭০ ॥

অতি অল্প দিন রহি' হইয়া বিদায়।
গণসহ যাজিগ্রামে আইলা ত্বরায় ॥ ১৭১ ॥
চলিলা ঠাকুর রঘুনন্দনের পাশে।
তেঁহো স্নেহাবেশে কোলে কৈলা শ্রীনিবাসে॥১৭২॥
জিজ্ঞাসি' কুশল শ্রীনিবাস-করে ধরি'।
নির্জনে বসিয়া কিছু কহে ধীরি ধীরি ॥ ১৭৩ ॥
—"আইসে সময়—ইথে বিষম হইব।
সবাকার মনে নানা সন্দেহ জন্মিব ॥ ১৭৪ ॥

তথাহি শ্রীভজনামৃতে—

কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রেণ নিত্যানন্দেন সংহৃতে।
অবতারে কলাবস্মিন্ বৈষ্ণবাঃ সর্ব এব হি ॥ ১৭৫ ॥
ভবিষ্যন্তি সদোদ্বিগ্নাঃ কালে কালে দিনে দিনে।
প্রায়ঃ সন্দিগ্ধহৃদয়া উত্তমেতরমধ্যমাঃ ॥ ১৭৬ ॥

অন্বয়। কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রেণ (তথা) নিত্যানন্দেন অবতারে সংহৃতে (আত্মসংগোপনে কৃতে সতি) অস্মিন্ কলৌ সর্ব এব বৈষ্ণবা হি সদা উদ্বিগ্নাঃ (ভয়াকুলাঃ) ভবিষ্যন্তি। উত্তমেতরমধ্যমাঃ (উত্তমা মধ্যমাঃ কনিষ্ঠাঃ সর্বে) কালে কালে (কালক্রমেণ) দিনে দিনে (প্রত্যহং) প্রায়ঃ সন্দিগ্ধহৃদয়াঃ (সন্দেহগ্রস্তাঃ ভবিষ্যন্তি) ॥ ১৭৬ ॥

অনুবাদ। ভজনামৃতে যথা—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাদের লীলা সঙ্গোপন করিলেপর এই কলিতে সকল বৈষ্ণবগণই সর্বদা উদ্বিগ্নচিত্ত হইবেন। উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ—সকলেই কালক্রমে দিন দিন প্রায়ই সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া পড়িবেন ॥ ১৭৫-১৭৬ ॥

নহিবে চিন্তিত ইথে—প্রভু গৌররায়।
সাধিব অনেক কার্য তোমার দ্বারায় ॥ ১৭৭ ॥
চিরজীবী হইয়া রহিবে পৃথিবীতে।
রাখিবে প্রভুর ধর্ম স্বগণ-সহিতে ॥ ১৭৮ ॥
তোমার প্রভাবে কৃষ্ণবহির্মুখগণ।
হইব উন্মুখ লৈয়া তোমার শরণ" ॥ ১৭৯ ॥

শ্রীরঘুনন্দন প্রভুর তিরোভাব

ঐছে কত কহি' শ্রীনিবাসে প্রবোধিলা।
"মদনগোপাল-গৌরাঙ্গের" আগে গেলা ॥ ১৮০ ॥
পুত্রে সমর্পিয়া গৌর-গোপালচরণে।
তিনদিন মহামত্ত হৈলা সঙ্কীর্তনে ॥ ১৮১ ॥
নরহরি-পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
গোপাল-গৌরাঙ্গরূপে অর্পিলা নয়ন ॥ ১৮২ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম লৈয়া বার বার।
হৈলা সঙ্গোপন—দেখি' লোকে চমৎকার ॥ ১৮৩ ॥
ধন্য সে **শ্রাবণ শুক্লা চতুর্থী দিবস।**
কে বা নাহি গায় রঘুনন্দনের যশ ॥ ১৮৪ ॥
শ্রীরঘুনন্দন পুত্র ঠাকুর কানাই।
কৈলা মহোৎসব—আয়োজন অন্ত নাই ॥ ১৮৫ ॥
শ্রীনিবাসাচার্য খণ্ডে রহিলা তাবৎ।
মহামহোৎসব সাঙ্গ নহিল যাবৎ ॥ ১৮৬ ॥
হৈল মহোৎসব যৈছে না হয় বর্ণন।
সকল মহান্ত খণ্ডে করিলা গমন ॥ ১৮৭ ॥
আচার্য ঠাকুর প্রাজ্ঞ সর্ব সমাধানে।
কহিতে কি জানি—যে আনন্দ সঙ্কীর্তনে ॥ ১৮৮ ॥
শ্রীঠাকুর কানাইর পুত্র শ্রীমদন।
তেঁহো সঙ্কীর্তনে কৈলা অদ্ভুত নর্তন ॥ ১৮৯ ॥
মদনের গুণগণ কে কহিতে পারে।
প্রসঙ্গ পাইয়া কিছু কহি স্বল্পাক্ষরে ॥ ১৯০ ॥
কৈশোরে কানাইর ক্রমে হৈল পুত্রদ্বয়।
শ্রীমদন আর বংশী—ভক্তিরসময় ॥ ১৯১ ॥
মদন পৌগণ্ডে ভক্তিরত্ন প্রকাশিলা।
প্রভু-নরহরিপদে আত্ম সমর্পিলা ॥ ১৯২ ॥
যারে দেখি' মহানন্দ পায় সর্বজনে।
যে নৃত্য কীর্তনে, তা' বর্ণিতে কেবা জানে॥১৯৩॥
কি বলিব—শ্রীখণ্ডে যে প্রেমের প্রকাশ।
হইল সম্পূর্ণ যার যেহ অভিলাষ ॥ ১৯৪ ॥

শ্রীনিবাসাচার্যপ্রভুর বনবিষ্ণুপুরে গমন এবং দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ

সকল মহান্ত নিজ নিজালয়ে গেলা।
শ্রীনিবাসাচার্য যত্নে বিদায় হইলা ॥ ১৯৫ ॥
ঠাকুর কানাই যে কহিল গন্তকালে।
শুনি' শ্রীনিবাস ভাসে নয়নের জলে ॥ ১৯৬ ॥

শ্রীরঘুনন্দন-গুণগণ সোঙরিয়া।
আইলেন যাজিগ্রামে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥ ১৯৭ ॥
যাজিগ্রামে আচার্য রহিয়া দিন চারি।
বনবিষ্ণুপুরে গেলা অতি শীঘ্র করি' ॥ ১৯৮ ॥
গোষ্ঠীসহ রাজা মহা উল্লাস অন্তরে।
আগুসরি' লৈয়া গেলা আচার্যঠাকুরে ॥ ১৯৯ ॥
বিষ্ণুপুরে আচার্যের অপূর্ব আলয়।
গণসহ কৈল তথা আচার্য বিজয় ॥ ২০০ ॥
মহাভাগ্যবন্ত যত বিষ্ণুপুরবাসী।
আচার্যের দর্শনে বিহ্বল দিবানিশি ॥ ২০১ ॥
একদিন শ্রীআচার্যঠাকুর স্বপ্নেতে।
করয়ে বিবাহ গৌরচন্দ্রের আজ্ঞাতে ॥ ২০২ ॥
এ অতি কৌতুক—জানাইয়ে সংক্ষেপে।
আচার্যের দ্বিতীয় বিবাহ যেন মতে ॥ ২০৩ ॥
গোপালপুর নামেতে গ্রাম রাঢ়দেশে।
ব্রাহ্মণসমাজ তথা অশেষ বিশেষে ॥ ২০৪ ॥
সেই গ্রামে রঘুনাথ বিপ্রের আলয়।
শ্রীরাঘবচক্রবর্তী নাম—কেহো কয় ॥ ২০৫ ॥
শ্রীমাধবী নামে হয় বিপ্রের বনিতা।
তাঁর কন্যা শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া সুচরিতা ॥ ২০৬ ॥
কন্যার সম্বন্ধ কথু স্থির নাহি হয়।
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী-চিত্তে চিন্তা অতিশয় ॥ ২০৭ ॥
একদিন রজনীপ্রভাতে ঠাকুরাণী।
কহয়ে ভর্তার প্রতি সুমধুর বাণী ॥ ২০৮ ॥
—"স্বপ্নে মোরে কহে এক বিপ্র মহা আর্য।
তোমার কন্যার ভর্তা শ্রীনিবাসাচার্য ॥ ২০৯ ॥
স্বপ্নে মুই তাঁহার আগমন জিজ্ঞাসিতে।
তেঁহো কহে—আইলাম শান্তিপুর হৈতে ॥ ২১০ ॥
পুনঃ কিছু জিজ্ঞাসিতে নিদ্রা ভঙ্গ হৈল।
যে তেজ দেখিনু তাহা হৃদয়ে ব্যাপিল" ॥ ২১১ ॥
বিপ্র কহে—"প্রভাতে মুই দেখিনু স্বপন।
শ্রীনিবাসাচার্যে কৈনু কন্যা সমর্পণ" ॥ ২১২ ॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণী কহে—"বিলম্বে কি আর।
যাই তথা অবশ্য করিব অঙ্গীকার" ॥ ২১৩ ॥
ব্রাহ্মণীর বাক্যে বিপ্র উল্লাস অন্তরে।
শীঘ্র গিয়া নিবেদন কৈল আচার্যেরে ॥ ২১৪ ॥
শুনিয়া আচার্য স্তব্ধ হইয়া রহিলা।
সর্ব-মনোহিত লাগি' বিবাহ করিলা ॥ ২১৫ ॥
সর্বলোক "ধন্য ধন্য" কহে বার বার।
"যৈছে কন্যা তৈছে পাত্র—শোভা চমৎকার" ॥ ২১৬ ॥
গোষ্ঠীসহ রাজার উল্লাস অতিশয়।
আচার্যবিবাহে বহু অর্থ কৈল ব্যয় ॥ ২১৭ ॥
কিছুদিন আচার্য রহিয়া বিষ্ণুপুরে।
আইলেন যাজিগ্রামে প্রবোধি' সবারে ॥ ২১৮ ॥
সবা সহ আচার্য গমন নিজ ঘরে।
গ্রামবাসী লোক দেখে উল্লাস অন্তরে ॥ ২১৯ ॥
আচার্যের ভার্যা দুঁহু দোঁহে নিরখিয়া।
স্বাভাবিক প্রেমানন্দে উথলয়ে হিয়া ॥ ২২০ ॥
দোঁহার যে প্রেমচেষ্টা কহি সাধ্য নাই।
আচার্যের সেবাসুখে বিহ্বল সদাই ॥ ২২১ ॥
আচার্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেমানন্দে বিলসয়।
শিষ্যগণে ভক্তিগ্রন্থরত্ন বিতরয় ॥ ২২২ ॥

বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীগোপীনাথের শ্রীরাধিকাসহ মিলন বৃত্তান্ত

একদিন আচার্য কহয়ে শিষ্যগণে।
—"অকস্মাৎ আনন্দ জন্মিছে মোর মনে ॥ ২২৩ ॥
শ্রীপরমেশ্বরীদাস আদি প্রভুগণ।
অদ্য বা সভার এথা হয় আগমন" ॥ ২২৪ ॥
এত কহিতেই শ্রীপরমেশ্বরীদাস।
আইসেন দূরে—দেখিলেন শ্রীনিবাস ॥ ২২৫ ॥
সবাসহ আগুসরি' আচার্যঠাকুর।
কৈল যে সম্মান তাহা বচনের দূর ॥ ২২৬ ॥
শ্রীপরমেশ্বরীদাস আদি সর্বজনে।
জিজ্ঞাসে কুশল বসাইয়া দিব্যাসনে ॥ ২২৭ ॥
শ্রীপরমেশ্বরীদাস কহে ধীরি ধীরি।
—"নির্বিঘ্নে গেলাম বৃন্দাবনে শীঘ্র করি" ॥ ২২৮ ॥
সেবাধিকারীরে গোপীনাথ আজ্ঞা কৈলা।
লৈয়া গেনু যাঁরে, তাঁরে বামে বসাইলা ॥ ২২৯ ॥

পূর্ব ঠাকুরাণী হর্ষে বসিলা দক্ষিণে।
হইল অদ্ভুত শোভা—দেখিনু নয়নে ॥ ২৩০ ॥
ওহে শ্রীনিবাস! কেহো নারে স্থির হৈতে।
প্রিয়াসহ সিংহাসনে দেখি' গোপীনাথে ॥ ২৩১ ॥
পরস্পর কহে—দেখ কি অপূর্ব বেশে।
শ্রীজাহ্নবা-প্রেষিত রাধিকা বাম পাশে ॥ ২৩২ ॥
—ঐছে কহি' জাহ্নবা-ঈশ্বরী-গুণ গায়।
প্রকাশে মহিমা—শুনি' কেবা না জুড়ায় ॥ ২৩৩ ॥
পুনঃ সবে ঈশ্বরীর দর্শন লাগিয়া।
করয়ে প্রার্থনা গোপীনাথ মুখ চা'য়া ॥ ২৩৪ ॥
লোকের যে আর্তি তাহা কহিল না হয়।
একদৃষ্টে শ্রীরাধিকা-পানে নিরীখয় ॥ ২৩৫ ॥
'শ্রীজাহ্নবা-স্থাপিত রাধিকা'—এই কৈয়া।
ইতস্ততঃ ফিরে লোক উল্লসিত হৈয়া ॥ ২৩৬ ॥
তথা মহামহোৎসব করিয়া দর্শন।
এথা অতি নির্বিঘ্নে আইনু সর্বজন ॥ ২৩৭ ॥
কণ্টকনগরে অশ্ব নৌকায় চড়িব।
খড়দহে শীঘ্র এ সংবাদ জানাইব ॥ ২৩৮ ॥
শ্রীঈশ্বরী পুনঃ শীঘ্র যাইবেন তথা।
তোমারেও কহিয়াছি—আছে পূর্বকথা ॥ ২৩৯ ॥
শুনি' শ্রীআচার্য মহা উল্লাস হইলা।
সবাসহ শ্রীকণ্টকনগরে আইলা ॥ ২৪০ ॥
শ্রীপরমেশ্বরী আদি চড়িলা নৌকায়।
শ্রীনিবাস কহি' কত হইলা বিদায় ॥ ২৪১ ॥
শ্রীপরমেশ্বরী আদি খড়দহে গেলা।
শ্রীবসু-জাহ্নবা-শ্রীচরণে প্রণমিলা ॥ ২৪২ ॥
কহিল সকল—শুনি' জাহ্নবা ঈশ্বরী।
হৈলা প্রেমাবিষ্ট যৈছে কহিতে না পারি ॥ ২৪৩ ॥
ঈশ্বরীর মনোবৃত্তি কে বুঝিতে পারে।
শ্রীপরমেশ্বরীদাসে কহে ধীরে ধীরে ॥ ২৪৪ ॥
—"তড়া আঠপুর গ্রামে শীঘ্র করি' যাহ।
তথা রাধাগোপীনাথ-সেবা প্রকাশহ" ॥ ২৪৫ ॥
ঈশ্বরী-আজ্ঞায় শ্রীপরমেশ্বরীদাস।
রাধা-গোপীনাথ-সেবা করিল প্রকাশ ॥ ২৪৬ ॥
শ্রীঈশ্বরী গমন করিলা সেইখানে।
হৈল যে উৎসব তা' দেখিল ভাগ্যবানে ॥ ২৪৭ ॥
যে যে গ্রামে ঈশ্বরীর হইল গমন।
সে সব গ্রামের ভাগ্য না হয় বর্ণন ॥ ২৪৮ ॥

শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর বিবাহলীলা

রাজবল হাটের নিকট ঝামটপুরে।
গেলেন ঈশ্বরী এক ভৃত্যের মন্দিরে ॥ ২৪৯ ॥
তথা বিপ্র যদুনন্দনাচার্য বৈসয়।
ঈশ্বরী-কৃপায় তেঁহো হৈলা ভক্তিময় ॥ ২৫০ ॥
যদুনন্দনের ভার্যা—লক্ষ্মী নাম তাঁর।
কহিতে কি—অতি পতিব্রতাধর্ম যাঁর ॥ ২৫১ ॥
তাঁর দুই দুহিতা—শ্রীমতী, নারায়ণী।
সৌন্দর্যের সীমাদ্ভুত অঙ্গের বলনী ॥ ২৫২ ॥
শ্রীঈশ্বরী-ইচ্ছায় সে বিপ্র ভাগ্যবান্।
প্রভু বীরচন্দ্রে দুই কন্যা কৈল দান ॥ ২৫৩ ॥
বিবাহ-সময়ে মহা কৌতুক হইল।
যদুনন্দনেরে বীরচন্দ্র শিষ্য কৈল ॥ ২৫৪ ॥
জাহ্নবা ঈশ্বরী অতি উল্লসিত হৈয়া।
শ্রীমতী, নারায়ণী—দোঁহে শিষ্য কৈলা ॥ ২৫৫ ॥
বীরচন্দ্র বিবাহ দেখিল ভাগ্যবানে।
বিবাহে যে শোভা তা' বর্ণিতে কেবা জানে ॥২৫৬॥
মহাতেজোময় নিত্যানন্দের নন্দন।
চৈতন্য-অভিন্নদেহ ভুবনমোহন ॥ ২৫৭ ॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং—

সঙ্কর্ষণস্য যো ব্যূহঃ পয়োধিশায়িনামকঃ।
স এব বীরচন্দ্রোঽভূচ্চৈতন্যাভিন্নবিগ্রহঃ ॥ ২৫৮ ॥

অন্বয়। সঙ্কর্ষণস্য (বলদেবপ্রকাশস্য) যঃ পয়োধিশায়িনামকঃ (তৃতীয়পুরুষাবতারঃ ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্টিবিষ্ণু ইতি নাম্না) ব্যূহঃ (দেহবিস্তারঃ) স এব চৈতন্যাভিন্নবিগ্রহঃ (শ্রীচৈতন্যাৎ অভিন্নদেহঃ) বীরচন্দ্রঃ অভূৎ ॥ ২৫২ ॥

অনুবাদ। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়—বলদেব-প্রকাশবিগ্রহ সঙ্কর্ষণের যে কায়বিস্তার (ব্যূহ) ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু নামে বিদিত, তিনিই শ্রীচৈতন্যের অভিন্নদেহ বীরচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ ॥ ২৫৮ ॥

বিবাহ করিয়া গৃহে আইলা বীরচন্দ্র।
পুত্রবধূ দেখি' বসু হৈলা মহানন্দ ॥ ২৫৯ ॥
খড়দহ গ্রামে হৈল উল্লাস সবার।
দিলেন যৌতুক যত লেখা নাই তার ॥ ২৬০ ॥
ভ্রাতার বিবাহে গঙ্গাদেবী হর্ষ অতি।
শ্রীগঙ্গাদেবীর গুণ কহি কি শকতি ॥ ২৬১ ॥
তাঁর শুভবিবাহে কৌতুক হৈল যত।
সর্বত্র বিদিত তাহা কে কহিবে কত ॥ ২৬২ ॥
গঙ্গাদেবী বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা হয়।
তাঁর ভর্তা আচার্য মাধব ভক্তিময় ॥ ২৬৩ ॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং—

বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা যাসাং সা নিজনামতঃ।
নিত্যানন্দাত্মজা জাতা মাধবঃ শান্তনুর্নৃপঃ ॥২৬৪॥

অন্বয়। যা বিষ্ণুপাদোদ্ভবা (বিষ্ণুচরণসম্ভূতা) গঙ্গা আসীৎ সা নিজনামতঃ (স্বীয়গঙ্গানাম্না) নিত্যানন্দাত্মজা (শ্রীনিত্যানন্দপ্রভোঃ কন্যা) জাতা ; নৃপঃ শান্তনুঃ (তস্যাঃ পতিঃ) মাধবঃ (জাত ইত্যর্থঃ) ॥ ২৬৪ ॥

অনুবাদ। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়—যিনি শ্রীবিষ্ণুপাদসমুদ্ভূতা গঙ্গা, তিনি নিজনামে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কন্যারূপে অবতীর্ণ। রাজা শান্তনু তাঁহার পতি মাধব আচার্য ॥ ২৬৪ ॥

শ্রীবৈষ্ণববন্দনায়াম্—

"প্রেমানন্দময় বন্দ আচার্য মাধব।
ভক্তিবলে হৈলা গঙ্গাদেবীর বল্লভ" ॥ ২৬৫ ॥

শ্রীজাহ্নবাদেবীর শ্রীগোপীনাথ-সেবা

খড়দহে যে আনন্দ কহনে না যায়।
বীরচন্দ্রচরিত্র কেবা নাহি গায় ॥ ২৬৬ ॥
পুত্রের বিবাহ দিলা জাহ্নবা ঈশ্বরী।
দীনহীন জনে কৈলা ভক্তি অধিকারী ॥ ২৬৭ ॥
পুনঃ গণসহ শীঘ্র গেলা বৃন্দাবন।
রাধাসহ গোপীনাথে করিলা দর্শন ॥ ২৬৮ ॥
মধ্যে গোপীনাথ, রাধা দক্ষিণ বামেতে।
মহাদ্ভুত শোভা বর্ণে নানামতে ॥ ২৬৯ ॥

তথাহি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তিকৃতস্তবামৃতলহর্যাম্—

তাপিঞ্ছঃ কিং প্রেমবল্লীমুপাস্তঃ
পার্শ্বদ্বন্দ্বদ্যোতিবিদ্যুদ্ ঘনঃ কিম্।
কিংবা মধ্যে রাধয়োঃ শ্যামলেন্দু-
র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥ ২৭০ ॥

অন্বয়। প্রেমবল্লীং (প্রেমলতিকায়াং) উপাস্তঃ (প্রেমললিতকয়োঃ মধ্যস্থিতঃ) তাপিঞ্ছঃ (তমালবৃক্ষঃ) কিম্? পার্শ্বদ্বন্দ্বদ্যোতিবিদ্যুৎ (উভয়পার্শ্বে বিদ্যুদ্ভাসিতঃ) ঘনঃ (মেঘঃ) কিম্? কিংবা (অথবা) রাধয়োঃ মধ্যে (রাধিকাদ্বন্দ্বমধ্যবর্তী) নঃ (অস্মাকং) গতিঃ (পরমাভীষ্টঃ) পীনবক্ষাঃ (বিশালোরস্কঃ) শ্যামলেন্দুঃ (শ্যামলচন্দ্রঃ) গোপীনাথঃ (বিরাজতে) ॥২৭০॥

অনুবাদ। শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্তিকৃত স্তবামৃতলহরীতে —একি প্রেমলতিকার মধ্যবর্তী তমালবৃক্ষ! একি উভয়পার্শ্বে বিদ্যুংশোভিত মেঘ অথবা শ্রীরাধিকাযুগলের মধ্যবর্তী আমাদের গতিস্বরূপ বিশালবক্ষ শ্যামলচন্দ্র গোপীনাথ বিরাজ করিতেছেন? ২৭০ ॥

শ্রীগোপীনাথের ভঙ্গি কহি কি শকতি।
শ্রীজাহ্নবা-প্রেমাধীন সে প্রেমমূরতি ॥ ২৭১ ॥

তথাহি তত্রৈব—

শ্রীজাহ্নব্যা মূর্তিমান্ প্রেমপুঞ্জো
দীনানাথান্ দর্শয়ন্ স্বং প্রসীদন্।
পুষ্ণন্ দেবালভ্যফেলঃ সুধাভি-
র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥ ২৭২ ॥

অন্বয়। শ্রীজাহ্নব্যাঃ (শ্রীনিত্যানন্দশক্তেঃ জাহ্নবাদেব্যাঃ) মূর্তিমান্ (গৃহীতবিগ্রহঃ) প্রেমপুঞ্জঃ (প্রেমরাশিঃ), প্রসীদন্ (প্রসন্নো ভূত্বা) দীননাথান্, (দীনাশ্চ অনাথাশ্চ তান্) স্বং (আত্মানং) দর্শয়ন্, দেবালভ্যফেলঃ (দেবৈঃ অলভ্যা ফেলা উচ্ছিষ্টং যস্য সঃ) সুধাভিঃ (প্রেমামৃতদানৈঃ) পুষ্ণন্ (তোষয়ন্) পীনবক্ষাঃ গোপীনাথঃ নঃ (অস্মাকং) গতিঃ (ভবতি) ॥২৭২॥

অনুবাদ। উক্ত স্তবামৃতলহরীতেই—নিত্যানন্দশক্তি শ্রীজাহ্নবাদেবীর মূর্ত প্রেমরাশি, কৃপাপূর্বক দীন অনাথগণকে নিজরূপ প্রদর্শনকারী, যাঁহার উচ্ছিষ্ট দেবগণেরও অপ্রাপ্য, প্রেমামৃত দ্বারা ভক্তগণের পোষণকারী, বিশালবক্ষা গোপীনাথ আমাদের গতি ॥ ২৭২ ॥

শ্রীঈশ্বরী গৌড় হইতে যে দ্রব্য আনিল।
তাহা রাধা-গোপীনাথে সমর্পণ কৈল ॥ ২৭৩ ॥
অন্ন-ব্যঞ্জনাদি নানা সামগ্রী করিলা।
শ্রীরাধিকা সহ গোপীনাথে ভুঞ্জাইলা ॥ ২৭৪ ॥
রাধা-গোপীনাথে কৈল অশেষ প্রার্থনা।
ঈশ্বরীর চেষ্টা বা বুঝিব কুন জনা ॥ ২৭৫ ॥
শ্রীগোবিন্দ-মদনমোহন-স্থানে গেলা।
শ্রীরাধিকা-সহ দেখি' নেত্র জুড়াইলা ॥ ২৭৬ ॥
শ্রীরাধিকা-সহ তিন প্রভু দয়াময়।
গৌড়ীয়গণের প্রাণ জীবন নিশ্চয় ॥ ২৭৭ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে—
"শ্রীরাধিকা-সহ শ্রীশ্রীমদনমোহন।
শ্রীরাধিকা-সহ শ্রীশ্রীগোবিন্দচরণ ॥ ২৭৮ ॥
শ্রীরাধিকা সহিত শ্রীল গোপীনাথ।
এই তিন গৌড়ীয়া-জীবন প্রাণনাথ" ॥ ২৭৯ ॥
(চৈঃ চঃ অ ২০।১৪২-৪৩)

শ্রীঈশ্বরী যৈছে বৃন্দাবনে বিলসয়।
তাহা একমুখে কহিবার সাধ্য নয় ॥ ২৮০ ॥
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর গমনাগমন।
বিস্তারিয়া এ সব বর্ণিব বিজ্ঞগণ ॥ ২৮১ ॥
ঈশ্বরীর ব্রজে পুনঃ গমনপ্রকার।
অনুরাগবল্লী আদি গ্রন্থেতে প্রচার ॥ ২৮২ ॥

জননীর অনুমতি গ্রহণপূর্বক শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভুর বৃন্দাবনযাত্রা

কিছুদিনে প্রভু বীরচন্দ্র মাতা স্থানে।
অনুমতি লইল যাইতে বৃন্দাবনে ॥ ২৮৩ ॥
শুভক্ষণে খড়দহ হৈতে যাত্রা কৈলা।
স্বগণ সহিত সপ্তগ্রামেতে আইলা ॥ ২৮৪ ॥
পরম সুকৃতিমন্ত বণিক্ ভবনে।
দিন দুই রহে হৈয়া বিহ্বল কীর্তনে ॥ ২৮৫ ॥
পতিত-দুঃখিতে ভক্তিরত্ন দান দিয়া।
আইলেন শান্তিপুরে উল্লসিত হৈয়া ॥ ২৮৬ ॥
প্রভু অদ্বৈতের পুত্র কৃষ্ণমিশ্র সনে।
হইলেন পরম বিহ্বল সঙ্কীর্তনে ॥ ২৮৭ ॥
কৃষ্ণমিশ্রে না জানি কি নির্জনে কহিয়া।
আইলা অম্বিকা প্রিয়গণ সঙ্গে লৈয়া ॥ ২৮৮ ॥
তথা যে আনন্দ তাহা কহি কি শকতি।
নবদ্বীপে আসি' দিন দুই কৈল স্থিতি ॥ ২৮৯ ॥
নদীয়ায় যে প্রেম প্রকাশ কৈলা প্রভু।
তাহা এক মুখে না বর্ণিতে পারি কভু ॥ ২৯০ ॥
নবদ্বীপ হৈতে শীঘ্র শ্রীখণ্ডে চলিলা।
ঠাকুর কানাই আগুসরি লৈয়া গেলা ॥ ২৯১ ॥
শ্রীরঘুনন্দনপুত্র ঠাকুর কানাই।
তাঁর প্রেমচেষ্টা যৈছে কহি সাধ্য নাই ॥ ২৯২ ॥
সঙ্কীর্তনাবেশে প্রভু তাঁরে সন্তোষিয়া।
যাজিগ্রামে চলিলেন নিভৃতে কি কৈয়া ॥ ২৯৩ ॥
গণসহ আচার্যঠাকুর আগুসরি'।
লইয়া গেলেন ঘরে মহাযত্ন করি' ॥ ২৯৪ ॥
তথা কৃষ্ণকথারসে বিহ্বল হইলা।
না জানি নিভৃতে কিবা আচার্যে কহিলা ॥ ২৯৫ ॥
কণ্টকনগর চলে যাজিগ্রাম হৈতে।
আচার্য চলয়ে সঙ্গে স্বগণ সহিতে ॥ ২৯৬ ॥
কণ্টকনগরে একদিন কৈল স্থিতি।
তথা হৈলা প্রেমায় বিহ্বল দিবারাতি ॥ ২৯৭ ॥
শ্রীনিবাসাচার্যে প্রভু বিদায় করিয়া।
শ্রীখেতরি গ্রামে গেলা বুধরি হইয়া ॥ ২৯৮ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় কত না আনন্দে।
আগুসরি লৈয়া গেলা প্রভু বীরচন্দ্রে ॥ ২৯৯ ॥
সঙ্কীর্তনে নৃত্য কৈলা গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে।
আইল অসংখ্য লোক প্রভুর দর্শনে ॥ ৩০০ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে নির্জনে কি কৈয়া।
চলিলেন ব্রজে গণসহ হর্ষ হৈয়া ॥ ৩০১ ॥
পথে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণে কৃপা কৈলা।
সে ব্রাহ্মণ ভক্তিরত্নধনে ধনী হৈলা ॥ ৩০২ ॥
এক বিপ্র বিদ্যাগর্বে কাহু না গণয়।
তার গর্ব চূর্ণ করি' কৈল ভক্তিময় ॥ ৩০৩ ॥
পথে নানা কৌতুক প্রকাশি' গণসনে।
মথুরায় প্রবেশ করিলা কতদিনে ॥ ৩০৪ ॥

প্রভু বীরচন্দ্রের সৌন্দর্য অতিশয়।
দেখিতে ধাইল লোক স্থির নাহি হয়॥ ৩০৫ ॥
পরস্পর কহে লোক চাহি' প্রভু পানে।
—"দেখ নিত্যানন্দ বলদেবের সন্তানে"॥ ৩০৬ ॥
কেহো কহে—"মনুষ্যে কি এত শোভা হয়।"
কেহো কহে—"এ যেন মানুষ কভু নয়"॥ ৩০৭ ॥
কেহো কহে—"দেখ কি অপূর্ব সঙ্গিগণ।
দেখিতে সবার তেজ জুড়ায় নয়ন"॥ ৩০৮ ॥
ঐছে কত কহি' চাহি' রহে সর্বজন।
সর্বত্র ব্যাপিল বীরচন্দ্রের গমন॥ ৩০৯ ॥
শুনি' বীরচন্দ্রের গমন বৃন্দাবনে।
আগুসরি' আইসে লইতে সর্বজনে॥ ৩১০ ॥
শ্রীজীবগোসাঞি শ্রীচৈতন্যপ্রেমময়।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ গুণের আলয়॥ ৩১১ ॥
গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি শিষ্যবর্য।
"গোবিন্দের" অধিকারী শ্রীঅনন্তাচার্য॥ ৩১২ ॥
তাঁর শিষ্য হরিদাস পণ্ডিত গোসাঞি।
"গোবিন্দাধিকারি-গুণ কহি—অন্ত নাই॥ ৩১৩॥
"শ্রীগোবিন্দ" যাঁর প্রেমাধীন জানাইলা।
যাঁর ঠাঁই দুগ্ধ অন্ন মাগিয়া খাইলা॥ ৩১৪ ॥

তথাহি সাধনদীপিকায়াম্—

প্রভোরাজ্ঞাবলেনাপি শ্রীরূপেণ কৃপাব্ধিনা।
গুরৌ মে হরিদাসাখ্যে শ্রীশ্রীসেবা সমর্পিতা॥৩১৫॥
যৎসেবয়া বশঃ শ্রীমদ্গোবিন্দো নন্দনন্দনঃ।
পয়সা সংযুতং ভক্তং যাচতে করুণাম্বুধিঃ॥ ৩১৬ ॥

অন্বয়। প্রভোঃ (শ্রীগোবিন্দদেবস্য) আজ্ঞাবলেন (আদেশেন) কৃপাব্ধিনা (কৃপাসমুদ্রেণ) শ্রীরূপেণাপি মে গুরৌ হরিদাসাখ্যে (হরিদাসনাম্নি মম গুরুদেবে) শ্রীশ্রীসেবা (শ্রীগোবিন্দদেবস্যেত্যর্থঃ) সমর্পিতা। করুণাম্বুধিঃ (দয়াসাগরঃ) নন্দনন্দনঃ শ্রীমদ্গোবিন্দঃ যৎসেবয়া (যস্য হরিদাসস্য সেবয়া) বশঃ সন্ পয়সা সংযুতং (দুগ্ধসহিতং) ভক্তং (অন্নং) যাচতে॥ ৩১৫-৩১৬ ॥

অনুবাদ। যথা সাধনদীপিকাতে—প্রভু শ্রীগোবিন্দদেবের আদেশক্রমে কৃপাবারিধি শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুও আমার গুরুপাদপদ্ম শ্রীহরিদাসে শ্রীগোবিন্দদেবের সেবাভার সমর্পণ করিয়াছিলেন—দয়ার সাগর নন্দনন্দন শ্রীগোবিন্দ যাঁহার সেবায় বশীভূত হইয়া দুগ্ধমিশ্রিত অন্ন চাহিয়া লইয়াছিলেন।

শ্রীমদনগোপালের সেবা অধিকারী।
গদাধরশিষ্য কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী॥ ৩১৭ ॥
গদাধর পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য আর।
গোসাঞি গোপালদাসাধিক অধিকার॥ ৩১৮ ॥
শ্রীগোপীনাথাধিকারী শ্রীমধুপণ্ডিত।
গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য এ বিদিত॥ ৩১৯ ॥
শ্রীমধুপণ্ডিতের সতীর্থ ভবানন্দ।
গোপীনাথ-সেবায় যাঁহার মহানন্দ॥ ৩২০ ॥
হরিদাস গোপাল শ্রীভবানন্দাদয়।
গোবিন্দাধিকারী সবে আনন্দে চলয়॥ ৩২১ ॥
কাশীশ্বর গোসাঞি যে সর্বত্র বিদিত।
শ্রীকৃষ্ণপণ্ডিতসহ যাঁর অতি প্রীত॥ ৩২২ ॥
কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য মহা আর্য।
গোবিন্দ গোসাঞি আর শ্রীযাদবাচার্য॥ ৩২৩ ॥
গোবিন্দ যাদবাচার্য আদি যত জন।
পরম আনন্দে হৈল সবার গমন॥ ৩২৪ ॥
প্রভু বীরচন্দ্রে লৈয়া আইলা সর্বজনে।
ব্রজবাসিগণ হর্ষ প্রভুর দর্শনে॥ ৩২৫ ॥
প্রভু-প্রেমভক্তিরীতে কেবা না বিহ্বল।
গায় গুণ ব্রজবাসী বৈষ্ণব সকল॥ ৩২৬ ॥
শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন।
সবা-সহ বীরচন্দ্র করিলা দর্শন॥ ৩২৭ ॥
শ্রীরাধাবিনোদ রাধারমণে দেখিলা।
রাধাদামোদরে দেখি' নেত্র জুড়াইলা॥ ৩২৮ ॥

শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভুর বনভ্রমণ

শ্রীভূগর্ভ শ্রীজীবগোস্বামী আদি স্থানে।
অনুমতি লৈয়া চলে শ্রীবনভ্রমণে॥ ৩২৯ ॥

যাদব আচার্য আদি সঙ্গেতে চলিলা।
মধু-তাল-কুমুদ-বহুলা-বনে গেলা ॥ ৩৩০ ॥
সবা-সহ রাধাকুণ্ডে গমন করিতে।
শ্রীজীবগোস্বামী আদি মিলে সেই পথে ॥ ৩৩১ ॥
অনেক বৈষ্ণবে প্রভু বেষ্টিত হইয়া।
দেখয়ে অদ্ভুত শোভা কুণ্ডতীরে গিয়া ॥ ৩৩২ ॥
প্রভু গৌরচন্দ্র বনভ্রমণের কালে।
বসিয়াছিলেন কুণ্ডে তমালের তলে ॥ ৩৩৩ ॥
তথায় যাইয়া বীরচন্দ্র প্রেমময়।
হইলেন যৈছে দেখি' সবার বিস্ময় ॥ ৩৩৪ ॥
কতক্ষণে স্থির হৈয়া প্রভু বীরচন্দ্র।
কুণ্ডদ্বয় দর্শনে পাইলা মহানন্দ ॥ ৩৩৫ ॥
রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গিরি গোবর্ধনে।
হৈলা মহাবিহ্বল, নাচিলা সঙ্কীর্তনে ॥ ৩৩৬ ॥
ব্রজবাসিগণে নানা দ্রব্য ভুঞ্জাইল।
সবা-সহ দিন পাঁচ ছয় স্থিতি কৈল ॥ ৩৩৭ ॥
শ্রীজীব, শ্রীভূগর্ভাদি ভাগবতগণে।
করিলেন বিদায় যাইতে বৃন্দাবনে ॥ ৩৩৮ ॥
যদ্যপি যাইতে কেহো না পারে ছাড়িয়া।
তথাপি যায়েন তাঁর সন্তোষ লাগিয়া ॥ ৩৩৯ ॥
গোবর্ধন হইতে গেলেন ধীরে ধীরে।
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের কুটীরে ॥ ৩৪০ ॥
তথা হইতে বৃন্দাবন দুই দিনে গেলা।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ সঙ্গেই চলিলা ॥ ৩৪১ ॥
বাসুদেব, উদ্ধব, যাদব কথো জন।
প্রভু বীরচন্দ্রসঙ্গে করিলা গমন ॥ ৩৪২ ॥
গোবর্ধন হইতে দেখি' কৃষ্ণলীলা-স্থান।
সবা সহ কাম্যবনে করিলা পয়ান ॥ ৩৪৩ ॥
বিমলাদি কুণ্ডে স্নান করি' কাম্যবনে।
বৃষভানুপুরে গেলা মহাহর্ষমনে ॥ ৩৪৪ ॥
বাসুদেব প্রভু বীরচন্দ্র প্রতি কয়।
—"এইখানে বৃষভানু রাজার আলয় ॥ ৩৪৫ ॥
নানাছলে কৃষ্ণ এথা আগমন করি'।
অলক্ষিতে দেখে রাধা অঙ্গের মাধুরী ॥ ৩৪৬ ॥
একদিন কৃষ্ণ বসি' ভাবে মনে মনে।
কিরূপে যাইব বৃষভানুর ভবনে ॥ ৩৪৭ ॥
বৃষভানুকন্যা জন্মতিথি উৎসবেতে।
শ্রীদামে পাঠান নন্দালয়ে নিমন্ত্রিতে ॥ ৩৪৮ ॥
শ্রীদাম যাইয়া সবে কৈল নিমন্ত্রণ।
বৃষভানুভবনে আইলা সর্বজন ॥ ৩৪৯ ॥
কৃষ্ণ মহানন্দে এথা আসি' দাঁড়াইলা।
সখীর ইঙ্গিতে রাই নির্জনে রহিলা ॥ ৩৫০ ॥
রাধাকৃষ্ণ দোঁহে দোঁহা দেখি' অলক্ষিত।
ফিরাইতে নারে নেত্র হৈয়া বিমোহিত" ॥ ৩৫১ ॥

গীতে—যথা তোড়ী

রাধিকার জন্মতিথি দিন জানি,
ব্রজে কেহো ধৃতি ধরিতে নারে।
নন্দ যশোদাদি অধিক উল্লাসে,
আইসেন বৃষভানুর ঘরে ॥ ৩৫২ ॥
বৃষভানু নন্দে আগুসরি ঘরে
আনে, যশোদায় কৃত্তিকা লৈয়া।
দধি-হরিদ্রাদি ছড়া'য়া অঙ্গনে
নাচে গোপগণ হরষ হৈয়া ॥ ৩৫৩ ॥
বাজে কত ভাতি—বাদ্য কোলাহলে,
কেহো কারু কথা না শুনে কাণে।
পাইয়া সময় কাল অলখিত
চাহি' রহে রাইমুখের পানে ॥ ৩৫৪ ॥
রাধা বিধুমুখী শ্যামমুখ-শোভা
হেরি' রহে, নারে ফিরা'তে আঁখি।
নরহরি ভনে—না জানি কি রস
প্রকাশয়ে দুঁহু দোঁহারে দেখি' ॥ ৩৫৫ ॥

প্রভু বীরচন্দ্র বৃষভানুপুর হৈতে।
প্রবেশিলা নন্দগ্রামে সবার সহিতে ॥ ৩৫৬ ॥
বাসুদেব কহে চাহি' প্রভুমুখপানে।
—"এথা মহারঙ্গ কৃষ্ণজন্মতিথিদিনে" ॥ ৩৫৭ ॥

গীতে—যথা কামোদ

রাণী যশোমতী কহে নন্দ প্রতি
—"কৃষ্ণজন্মতিথি ইথে।

করি' নিমন্ত্রণ আন বন্ধুগণ
এ সাধ উপজে চিতে "॥ ৩৫৮ ॥
শুনি' নন্দঘোষ হইয়া সন্তোষ
উপনন্দ স্থতে আনি'।
বৃষভানুঘরে পাঠায়েন তারে
কহিয়া বিনয়বাণী ॥ ৩৫৯ ॥
শুনি সেইক্ষণে ভানুর ভবনে
কৈলা নিমন্ত্রণ গিয়া।
বৃষভানুগণ সহিত গমন
করে নানাদ্রব্য লৈয়া ॥ ৩৬০ ॥
আনন্দে কৃত্তিকা রাণী প্রেমাধিকা
রাধিকা লইয়া সাথে।
যশোমতী পাশে যাইতে উল্লাসে
যশোদা মিলিলা পথে ॥ ৩৬১ ॥
কত না আদরে লৈয়া গেলা ঘরে
আসনে বসা'লা রাণী।
বৃষভানু নন্দে মিলিলা আনন্দে
হইল মঙ্গলধ্বনি ॥ ৩৬২ ॥
বরজ-নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
রটয়ে উৎসব-কথা।
গোপীগণ নেহে চলে নন্দগেহে
গাইয়া মঙ্গলগাথা ॥ ৩৬৩ ॥
নানা আভরণ, পরি' গোপগণ,
হরষে সরস হিয়া।
হরিদ্রাসহিত, দধি দুগ্ধ ঘৃত,
ঢালে নন্দালয়ে গিয়া ॥ ৩৬৪ ॥
নন্দাদিক সঙ্গে সবে নাচে রঙ্গে
বিবিধ তরঙ্গ তায়।
বাজে যন্ত্রগণ, ঘন শ্যাম ঘন
নন্দমহোৎসব গায় ॥ ৩৬৫ ॥

পুনঃ—ধানশী

কৃষ্ণের জনম-তিথি দিনে।
আহা মরি! কি আনন্দ নন্দের ভবনে ॥ ৩৬৬ ॥
রাধিকা-বদন দূরে দেখি'।
অনিমিখ কৃষ্ণের ঝরয়ে দু'টি আঁখি ॥ ৩৬৭ ॥
রাধিকা ধৈরয নাই বাঁধে।
অলখিত চাহিয়া শ্যামের মুখচাঁদে ॥ ৩৬৮ ॥
আঁখিকোণে সখীরে জানায়।
—"গুরুজন মাঝে এবে কি হবে উপায়" ॥ ৩৬৯ ॥
ভাবিতে ভাবিতে বিনোদিনী।
হইলা বিরস, ঘামে তিতে তনুখানি ॥ ৩৭০ ॥
ললিতা রাইরে সেইক্ষণে।
বিরচিয়া ছলে লৈয়া গেলা নিরজনে ॥ ৩৭১ ॥
নয়ন ইঙ্গিতে কুন্দলতা।
পাঠাইলা কানুরে আছয়ে রাই যথা ॥ ৩৭২ ॥
দোঁহার মিলনে মহারঙ্গ।
নরহরি দেখে দূরে রহি' সখী-সঙ্গ ॥ ৩৭৩ ॥
কৃষ্ণজন্মতিথি-রঙ্গ শুনি' হর্ষমনে।
দেখে কৃষ্ণবিলাসের স্থান গণসনে ॥ ৩৭৪ ॥
শ্রীপাবনসরোবরে প্রভু স্নান কৈলা।
দেখিয়া খদির বন যাবটে আইলা ॥ ৩৭৫ ॥
কৃষ্ণলীলাস্থান বহু দর্শনে উল্লাস।
রামঘাটে গেলা যথা কৈলা রাম রাস ॥ ৩৭৬ ॥
বলদেব-চরিত্র গাইয়া নৃত্য কৈলা।
দেখিয়া ভাণ্ডীর-বট-স্থান হর্ষ হৈলা ॥ ৩৭৭ ॥
বাসুদেব কহে—"এ ভাণ্ডীর-বট স্থান।
শ্রীভাণ্ডীরবট হইলেন অন্তর্ধান" ॥ ৩৭৮ ॥
শুনি' প্রভু বীরচন্দ্র বসিয়া নির্জনে।
ভাণ্ডীরে যে ক্রীড়া তাহা চিন্তে মনে মনে ॥ ৩৭৯ ॥
অকস্মাৎ দেখে—রাম কৃষ্ণ দুই ভাই।
গোপাল-সহিত বিলসয়ে সেই ঠাঁই ॥ ৩৮০ ॥
শ্রীভাণ্ডীরবট-শোভা অতি মনোহর।
দেখি' বীরচন্দ্র প্রভু অধৈর্য অন্তর ॥ ৩৮১ ॥
নন্দঘাট, চীরঘাট, গেলা ভদ্রবন।
ভাণ্ডীর, শ্রীলোহবনে করিলা ভ্রমণ ॥ ৩৮২ ॥
গণসহ শ্রীগোকুল মহাবনে গিয়া।
দেখিলেন কৃষ্ণজন্মস্থান হর্ষ হৈয়া ॥ ৩৮৩ ॥
রাওলে দেখিয়া শ্রীরাধিকাজন্ম-স্থান।
মথুরায় শ্রীবিশ্রান্তি-ঘাটে কৈলা স্নান ॥ ৩৮৪ ॥

দেখি' গোকর্ণাখ্য শিব গেলেন অক্রূরে।
বৃন্দাবনে প্রবেশিলা গোবিন্দমন্দিরে ॥ ৩৮৫ ॥
সেইদিন ভাদ্র-কৃষ্ণাষ্টমী-তিথি হয়।
শ্রীগোবিন্দ-জন্ম-অভিষেক শোভাময় ॥ ৩৮৬ ॥
দেখি' এ সকল লোক মনের উল্লাসে।
কেহো কত কহয়ে মধুর মৃদুভাষে ॥ ৩৮৭ ॥

গীতে—যথা মঙ্গল

আজু শুভক্ষণে জন্ম-অভিষেক
সিংহাসনে শোভে গোবিন্দ-ইন্দু।
অঙ্গভঙ্গি ভূরি ভুবন মোহয়ে
নিরুপম রূপ অমিয়া সিন্ধু ॥ ৩৮৮ ॥
মনমথ-মদ ভরহর মুখ
হেরি' কেহো নাহি ধৈরয বাঁধে।
দধি-হরিদ্রাদি ছড়া'য়া অঙ্গনে
নাচে সবে মহামধুর ছাঁদে ॥ ৩৮৯ ॥
অভিষেক-গীতি গায় নানা ভাতি
ধরে তাল তাহে উথলে হিয়া।
বায় মৃদঙ্গাদি-বাদ্য দৃমি দৃমি
তা দৃমিকি দৃমি তাধিক্ ধিয়া ॥ ৩৯০ ॥
সুরপতি-গতি অতি অলক্ষিত
বরিষে কুসুম স্বগণ-সঙ্গে
জয় জয়-ধ্বনি ঘন ঘন ভণ
ঘনশ্যাম-মন মুদিত রঙ্গে ॥ ৩৯১ ॥

পুনঃ—কামোদ

দেখ অভিষেক শুভক্ষণে।
গোকুলবল্লভ বিলসয়ে সিংহাসনে ॥ ৩৯২ ॥
আহা মরি! কি রূপ-মাধুরী!
কুলবতী সতীর পরাণ করে চুরি ॥ ৩৯৩ ॥
কি নব সুগন্ধি-দ্রব্য দিয়া।
কে মাজিলে এ তনু—কেমনে ধরি হিয়া ॥ ৩৯৪ ॥
কে সাধে পরাইলে পীতবাস।
মেঘের উপরে কি বিজুরী পরকাশ ॥ ৩৯৫ ॥
গোরোচনা-চন্দন সহিতে।
কে দিলে তিলক ভালে ভুবন মোহিতে ॥ ৩৯৬ ॥
কে বান্ধিলে ফুলে কেশ-ঝুটা।
জগতের ধৈরয ধরম-ধন ছুটা ॥ ৩৯৭ ॥
কে দিলে কুণ্ডল শ্রুতিমূলে।
দোলে কি মধুর!—ইথে কেবা নাহি ভুলে ॥৩৯৮॥
কে দিলে গলায় মণিমালা।
বাড়াইলে অবলাকুলের কামজ্বালা ॥ ৩৯৯ ॥
কে দিলে নূপুর রাঙ্গা-পায়।
ঝুনু ঝুনু ঝুনু রবে রমণী মাতায় ॥ ৪০০ ॥
আপনা নিছয়ে ঘনশ্যাম।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে মূরুছয়ে কত কাম ॥ ৪০১ ॥
প্রভু বীরচন্দ্রের আনন্দ খেনে খেনে।
মদনমোহন গোপীনাথের দর্শনে ॥ ৪০২ ॥
ভাদ্র-শুক্লা অষ্টমীতে রাধিকা-জনম।
দেখে তাঁ'র অভিষেক-শোভা নিরুপম ॥ ৪০৩ ॥

গীতে—যথা কামোদ

আজু কি মঙ্গল-অভিষেক শোভাময়।
রাধিকা রতন-সিংহাসনে বিলসয় ॥ ৪০৪ ॥
জিনি' কাঁচাসোনারূপ ঝলমল করে।
মুখচাঁদে কত না চাঁদের মদ হরে ॥ ৪০৫ ॥
নিরুপম নয়ন-চাহনি-চারুশোভা।
প্রতি অঙ্গ-বলনী ভুবনমনলোভা ॥ ৪০৬ ॥
কেবা না আইসে এ না শোভা নিরখিতে।
ফিরাইতে নারে আঁখি বারেক চাহিতে ॥ ৪০৭ ॥
জয় জয়-ধ্বনি সবে করে চারি পাশে।
বিয়াপে বাদ্যের ধ্বনি এ ভূমি আকাশে ॥ ৪০৮ ॥
নাচে কত সাধে লোক—লেখা নাই তা'র।
দধি দুধ হলদী ছড়ায় ভারে ভার ॥ ৪০৯ ॥
উপজয়ে পরম কৌতুক তিলে তিলে।
এ হেন আনন্দে করি হিয়া না উথলে ॥ ৪১০ ॥
আইল যাচক যত তোষয়ে সভায়।
ভুবন ভরিল যশে—নরহরি গায় ॥ ৪১১ ॥

পুনঃ—কামোদ

আজু কি মঙ্গল-অভিষেক শুভক্ষণে।
বিলসয়ে রাধিকা রতন-সিংহাসনে ॥ ৪১২ ॥

দেখ দেখ ও না রূপ নয়ন ভরিয়া।
জনু বিধি নিরমিল কি মাধুরী দিয়া ॥ ৪১৩ ॥
কনক-কামিনীদাম রূপে কি উপমা।
চাঁদের গরব হরে ও-মুখচন্দ্রমা ॥ ৪১৪ ॥
কি মধুর মধুর মধুর মৃদু হাসি।
বরিষয়ে সদাই অমিয়া রাশি রাশি ॥ ৪১৫ ॥
ভুবনমোহন-মন-মোহন চাহনি।
নয়ন নিছনি মীন, খঞ্জন, হরিণী ॥ ৪১৬ ॥
জগৎ আঁধার করে কালকেশ-ছটা।
বিজুরী-শিখরে যেন জলদের ঘটা ॥ ৪১৭ ॥
অধর-পরশে নাসা-বেশর সুভাঁতি।
ভুরু ভুজঙ্গিনী, কি এ ভ্রমরের পাঁতি ॥ ৪১৮ ॥
মদন মুরুছে হেরি' চিকুরের আভা।
কনকমৃণাল জিনি' ভুজযুগ-শোভা ॥ ৪১৯ ॥
ঝলকে অঙ্গুরীগুলি চাঁপার কলিকা।
রাঙ্গা করতল নখে ফুটিল মল্লিকা ॥ ৪২০ ॥
কি মধুর গ্রীবার ভঙ্গিমা, বক্ষ পীন।
মৃগপতি নিন্দি মাজাখানি অতি ক্ষীণ ॥ ৪২১ ॥
নিরুপম ললিত নিতম্ব পরিসর।
উলট কদলী উরু পরম সুন্দর ॥ ৪২২ ॥
চরণকমলতলে অরুণ-উদয়।
নরহরি-হিয়ার মাঝারে বিলসয় ॥ ৪২৩ ॥
রাধিকার জন্ম-অভিষেক নিরখিয়া।
প্রভু বীরচন্দ্র না ধরিতে পারে হিয়া ॥ ৪২৪ ॥
কিছুদিন রহি মহানন্দে বৃন্দাবনে।
গৌড়দেশে গমন করয়ে গণসনে ॥ ৪২৫ ॥
সর্বত্র বিদায় হইলেন যেন মতে।
তাহা এক মুখে কিছু নারি নিবেদিতে ॥ ৪২৬ ॥
গমনের কালে সঙ্গে চলে সর্বজন।
কথোদূরে গিয়া সবে করয়ে ক্রন্দন ॥ ৪২৭ ॥
প্রভু বীরচন্দ্র নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া।
করিলেন বিদায় সকলে কত কৈয়া ॥ ৪২৮ ॥
প্রভু বীরচন্দ্র করি' ধৈর্যাবলম্বন।
মথুরা হইয়া গৌড়ে করিলা গমন ॥ ৪২৯ ॥
গৌড়ে আসি' পূর্বমত সর্বত্র ভ্রমিলা।
বৃন্দাবন-প্রসঙ্গ সবারে জানাইলা ॥ ৪৩০ ॥
নিরন্তর সংকীর্তনানন্দে মগ্ন হৈয়া।
খড়দহে জননীরে প্রণমিলা গিয়া ॥ ৪৩১ ॥
প্রভুর শ্রীবৃন্দাবনে গমনাগমন।
কহিলুঁ সংক্ষেপে—বিস্তারিব বিজ্ঞগণ ॥ ৪৩২ ॥
গঙ্গা-বীরচন্দ্রের চরিত্র সুধাময়।
বিস্তারিতে নারি—গ্রন্থবাহুল্যের ভয় ॥ ৪৩৩ ॥
শ্রদ্ধা করি' এ সব শুনয়ে যেই জন।
অনায়াসে ঘুচে তা'র এ ভববন্ধন ॥ ৪৩৪ ॥
দন্তে তৃণ ধরিয়া কহিয়ে বারে বার।
ভক্তিরত্নাকর-মধ্যে ডুব অনিবার ॥ ৪৩৫ ॥
শ্রীনিবাস-আচার্য-চরণ চিন্তা করি'।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥ ৪৩৬ ॥

ইতি শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীনিবাসাচার্যস্য বিবাহাদি-বর্ণনং নাম ত্রয়োদশস্তরঙ্গঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশ তরঙ্গ

কথাসার—এই তরঙ্গে শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের বৃন্দাবন হইতে দেবভাষায় লিখিত ৪টী পত্র প্রকাশিত এবং গণসহ শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর বোরাকুলি-গ্রামে মহোৎসব প্রভৃতি-প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর নিকট লিখিত হইয়াছে। প্রথম পত্রে শ্রীল ভূগর্ভগোস্বামি-চরণের প্রকট-লীলা-সঙ্গোপন-বার্তা রহিয়াছে। শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীআচার্য প্রভুর জ্যেষ্ঠপুত্র। দ্বিতীয় পত্রে ভগবদ্‌ভক্তি-বিচারদ্বারা পাষণ্ডিগণকে দলন করিবার আদেশ রহিয়াছে। তৃতীয় পত্রটী লিখিয়াছেন শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ,শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল গোবিন্দ কবিরাজের নিকট। শ্রীল জীবপাদ চতুর্থ পত্রটী প্রেরণ করিয়াছেন শ্রীল গোবিন্দ কবিরাজের নিকট। কবিরাজ শ্রীল জীব-পাদের নিকট 'গীতামৃত' প্রেরণ করেন।

শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ খেতুরী হইতে যাজিগ্রামে গমন করিয়া শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্যপাদের সহিত মিলিত হন। শ্রীআচার্যপাদ বুধরি-গ্রামে গমন করিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরকে তথায় আনয়নপূর্বক সঙ্কীর্তন করেন। তৎপরে বোরাকুলি-গ্রামে স্বীয় শিষ্য শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তীর আলয়ে গমন করিয়া সঙ্কীর্তন-সহ শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদ-বিগ্রহের সেবা প্রকাশপূর্বক মহামহোৎসব করেন। বিভিন্ন স্থান হইতে মহান্তগণ উৎসবে যোগদান করেন। শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তীর ভাবাবেশ-দর্শনে বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে 'শ্রীভাবুক চক্রবর্তী' আখ্যা প্রদান করেন।

শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভু রাঢ়দেশের অন্তর্গত কাঁদরা[illegible] নিবাসী শ্রীজয়গোপালদাস-নামক জনৈক[illegible] সাধকরূপেণ লঙ্ঘন-হেতু শিষ্যত্ব হইতে পরি[illegible]ষ্টসেবানুরূপ-চিন্তিত-প্রভুর প্রেমভক্তিময় তি[illegible]রূপেণ রাগানুসারেণৈবেতি শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীর[illegible]হ্ধেতি কিয়তী লেখ্যা। সাধকরূপেণ

এই তর[illegible]ক্রিয়য়া আগমাদ্যনুসারেণ জ্ঞেয়া। শ্রীমদ্-নরোত্ত[illegible]রাস্তত্র তামুপদেক্ষ্যন্তি, এতে হি অস্মাকং [illegible]বেত্তি। কিমধিকম্? বৈশাখস্য চতুর্দ্দশেহহনি॥

স্বগোষ্ঠী শ্রীগৌরসুন্দরের বন্দনা—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্বাশ্রয়।
জয় নিত্যানন্দ রাম রোহিণীতনয়॥ ১॥
জয় শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র কুবের-নন্দন।
জয় গদাধর—যাঁ'র গৌরাঙ্গ জীবন॥ ২॥
জয় জয় শ্রীবাস, মুরারি প্রেমময়।
জয় জয় বক্রেশ্বর গুণের আলয়॥ ৩॥
জয় হরিদাস, জয় দাস গদাধর।
জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শুক্লাম্বর॥ ৪॥
জয় নরহরি, গৌরীদাস, ধনঞ্জয়।
জয় রামানন্দ ভবানন্দের তনয়॥ ৫॥
জয় শ্রীবিজয় বাসু, মাধব, মুকুন্দ।
জয় কাশীশ্বর, যদু, শ্রীপরমানন্দ॥ ৬॥
জয় জয় শ্রীনন্দন, আচার্যরত্ন।
জয় গৌরচন্দ্রপ্রিয় রূপ সনাতন॥ ৭॥
জয় রঘুনাথ, রঘুনাথ শ্রীগোপাল।
শ্রীভূগর্ভ, শ্রীলোকনাথ, শ্রীজীব দয়াল॥ ৮॥
জয় জয় শ্রীগৌরচন্দ্রের ভক্তগণ।
যাঁ-সবার স্মরণে মিলয়ে ভক্তিধন॥ ৯॥
জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়। [illegible]পত্রমাসীৎ,
এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া[illegible] সন্দেহান্নিবর্তনীয়াঃ।
[illegible]ালুষু শ্রীমচ্ছ্রভবৎসু লিখিতমিদম্
ব্রজমণ্ডল [illegible]ারয়াম্।

[illegible]হ শ্রীমন্নরোত্তমকবিরাজৌ প্রতি শুভাশীর্বাদাঃ, নিবেদনং চেদম্। ইহ শ্রীকৃষ্ণদাসস্য নমস্কারাঃ॥

পত্রীমধ্যে "কবিরাজ"—রামচন্দ্র কয়।
নরোত্তম, রামচন্দ্র—দোঁহে এক হয়॥ ৩৭॥
পত্রীমধ্যে শ্রীকৃষ্ণদাসের নমস্কার।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রচার॥ ৩৮॥

ইত্যেকপত্রিকা—

পত্রীপাঠে শ্রীগোবিন্দ বিহ্বল হইয়া।
পাঠাইলা "গীতামৃত" জীবে জানাইয়া॥ ৩৯॥

একদিন আচার্য কহয়ে নিজগণে।
"আসিব গোসাঞিির পত্রী, বিলম্ব বা কেনে॥" ১৫ ॥
হেনই সময়ে বিজ্ঞ শ্রীবসন্ত রায়।
পত্র লৈয়া আইলা তেঁহো আচার্য-সভায়॥ ১৬ ॥
ব্রজের সংবাদ জানাইয়া অল্পাক্ষরে।
শ্রীজীবগোসাঞিির পত্র দিলা আচার্যেরে॥ ১৭ ॥
আচার্য পরমাদরে পত্রিকা লইয়া।
করে পত্রী পাঠ নেত্রজলে সিক্ত হিয়া॥ ১৮ ॥

শ্রীপত্রিকা

(১)

শ্রীবৃন্দাবননাথো জয়তি।

স্বস্তি মদীয়সমস্তসুখপ্রদ-পদদ্বন্দ্ব-শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যচরণেষু—

জীবনামা সোঽয়ং নমস্কৃত্য বিজ্ঞাপয়তি—

ভবতাং কুশলং সদা সমীহে। তত্র বহুদিনং যাবন্ন প্রাপ্তমিতি তেন বয়মানন্দনীয়াঃ। অত্রাহং সম্প্রতি দেহনৈরুজ্যেন বর্ত্তে অন্যে চ তথা বর্ত্তন্তে। কিন্তু শ্রীভূগর্ভগোস্বামিচরণা দেহং সমর্পিতবন্ত আত্মানন্তু শ্রীবৃন্দাবননাথায় জ্ঞানপূর্বকমিতি বিশেষঃ। স্বপরিকরাণাং বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবন-দাসস্য কুশলং লেখ্যং কিঞ্চিদসৌ পঠতি ন বেত্ত্যপি।

পরঞ্চ—শ্রীব্যাসশর্মাণং প্রতি কথং কুত্র বর্ত্ততে, নরং... অদ্রিয়াজো বা তদপি লেখ্যম্।
রাধিকার জন্ম-অ... ...সিন্ধু-শ্রীমাধবমহোৎসবোত্তরচম্পূ-
প্রভু বীরচন্দ্র না ধরিতে পা... ...দবশিষ্টানি বর্ত্তন্তে ইতি
কিছুদিন রহি মহানন্দে বৃন্দাবনে। ...বাহুকূল্যেন
গৌড়দেশে গমন করয়ে গণসনে॥ ৪২৫ ॥

ইত্যেকপত্রিকা—

কিছুদিনে পুনঃ পত্রী আইল আচার্যেরে।
সভামধ্যে আচার্য পত্রিকা পাঠ করে॥ ২২ ॥

(২)

শ্রীবৃন্দাবননাথো জয়তি।

স্বস্তি সমস্তগুণপ্রশস্ত-বন্ধুবর-শ্রীনিবাসাচার্যমহত্তমেষু—

ইতঃ শ্রীবৃন্দাবনাৎ জীবনাম্নস্তস্য সপ্রণামালিঙ্গনশুভাশংসকম্। স্বস্তিমুখমিদং—সমীহাসমীহিতং শ্রীবৃন্দাবনবাসরূপং বসত্যেব। ভবতাম্ তত্তদনুভবায় সমুৎসুকোঽপি মধ্যে মধ্যে তদশ্রবণ-তদ্বিরুদ্ধশ্রবণাভ্যাং দূনচিত্তোঽস্মি। তস্মাৎ যথাযথং সাম্প্রতেনাপি তচ্ছ্রাবণেন সান্ত্বয়িতব্যোঽস্মি।

পরঞ্চ—পূর্বভবৎপত্রিকা-প্রতিবচনং পূর্বমেব লিখিতবন্তঃ স্ম। সম্প্রতি চ নিবেদয়ামঃ—বিরোধী ভগবদ্ভক্তেবিদাহীন্দ্রিয়দেহয়োঃ শোকস্তথাপি কর্ত্তব্যো যদি শোকো নিবর্ত্তত ইতি।

অন্যচ্চ—এতে শ্রীশ্যামদাসাচার্যাঃ পারমার্থিকা ভবতাং সবাসনা ভবন্তি ব্যুৎপন্নাশ্চ, তস্মাদেতৈঃ সমং ব্যক্তিস্থিহ শ্রীভগবদ্ভক্তি-বিচারাদিকং কর্তুমুচিতম্, ঈদৃশেন সহায়েন পাষণ্ডিনশ্চ খণ্ডিতাঃ স্যুঃ। সম্প্রতি শোধয়িত্বা বিচার্য চ বৈষ্ণবতোষণী-দুর্গমসঙ্গমনী-শ্রীগোপালচম্পূ-পুস্তকানি। তত্রাগৌভির্নীয়মানানি সন্তি। ততঃ পুস্তক-বিচারয়োঃ শোধনায় চ ব্যক্তিবক্তব্যমেভিরাত্মীয়পাল্যবুদ্ধিশ্চ কর্ত্তব্যাত্রেতি।

অপরঞ্চ—পূর্বং যৎহরিনামামৃতব্যাকরণং ভবৎসু প্রস্থাপিতমাসীৎ তদ্ যদি পাঠ্যতে তদা তত্র ভাষ্যাদিবৃত্ত্যাদিদৃষ্ট্যা ভ্রমাদিকং শোধ্যম্। অন্যপরিশেষপুস্তকান্তরং চাত্র বর্ত্ততে, তদ্ যদি মৃগ্যতে তদাজ্ঞাপ্তব্যং,
...তি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূলিখিতাস্তি, কিন্তু বিচারয়িত-
...ক্ষি নিবেদিতম্। পুনস্তাদৃশং ভাগ্যং কদা স্যাৎ যদা
...াদপি শ্রদ্ধানুধ্যানং কার্যম্। শ্রীবৃন্দাবন-
...শ্রীগোপালদাসপ্রভৃতিষু শুভাশ-
...॥

...যাম।

...॥ ২৩ ॥

বীরহাম্বীরের পুত্র শ্রীগোপালদাস।
শ্রীজীবগোস্বামিদত্ত এ নাম-প্রকাশ ॥ ২৫ ॥
শ্রীধাড়িহাম্বীর নাম সর্বত্র প্রচার।
শ্রীজীবগোস্বামী শুভ চিন্তে এ সভার ॥ ২৬ ॥

ইত্যেকপত্রিকা—

গোস্বামীর পত্রী আচার্যেরে আসে যৈছে।
আচার্য পাঠান গোস্বামীরে পত্র তৈছে ॥ ২৭ ॥
সদা প্রাপ্ত সংবাদ বৈষ্ণব গতায়াতে।
পত্রীদ্বারে যে আনন্দ না পারি কহিতে ॥ ২৮ ॥
আচার্যঠাকুর যাজিগ্রামে বিলসয়।
রামচন্দ্রে দেখিবারে উদ্বিগ্ন হৃদয় ॥ ২৯ ॥
রামচন্দ্র, নরোত্তম, শ্রীগোবিন্দ—তিনে।
শ্রীখেতরীগ্রামে সদা মত্ত সঙ্কীর্তনে ॥ ৩০ ॥
একদিন বসিয়া আছেন তিনজন।
হেনকালে আইল জীবের লিখন ॥ ৩১ ॥
পরম আদরে পত্রী মস্তকে ধরিয়া।
গোবিন্দ পঢ়েন পত্রী প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ ৩২ ॥

(৩)

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রো জয়তি।

স্বস্তি সমস্তবৈষ্ণবগণ-প্রশস্ত-শ্রীরামচন্দ্র-কবিরাজ-শ্রীনরোত্তমদাস-শ্রীগোবিন্দদাসাখ্য-মদ্বিধসুখাস্পদ-সম্পাদ্রূপেষু—

শ্রীবৃন্দাবনাজ্জীবনামাহং সালিঙ্গনং নিবেদয়ামি— সমীহা-বিশেষস্তু ভবতাং কুশলম্। স্নেহসূচকপত্রস্য সমুপলব্ধত্বাত্তদেব মুহুর্বাঞ্ছামি। তত্র যন্ময়ি স্নেহং বিধায় শ্রীমন্তি গীতানি প্রস্থাপিতানি তেন তু অতীবমঙ্গলসঙ্গতোঽস্মি, কিং বহুনা নিরুপাধিস্নিগ্ধেষু। অথ যন্মুহুনিত্যস্মরণ-প্রক্রিয়া মৃগ্যতে তত্তু রসামৃতসিন্ধৌ ব্যক্তমেবাস্তি —"সেবা সাধকরূপেণ" ইত্যাদিনা। অত্র সাধকরূপেণ বহির্দেহেন, সিদ্ধরূপেণ নিজেষ্টসেবানুরূপ-চিন্তিতদেহেনেত্যর্থঃ। তত্র চ সিদ্ধরূপেণ রাগানুসারেণৈবেতি কালদেশলীলাভেদা বহুধেতি কিয়তী লেখ্যা। সাধকরূপেণ সেবা তু ত্রিবিধপ্রক্রিয়য়া আগমাদ্যনুসারেণ জ্ঞেয়া। শ্রীমদাচার্য-মহাশয়াস্তত্র তামুপদেক্ষ্যন্তি, এতে হি অস্মাকং সর্বস্বমেবেতি। কিমধিকম্ ? বৈশাখস্য চতুর্দশেঽহনি ॥

ইত্যেকপত্রিকা—

গোস্বামীর কৃপাপত্রী করিয়া শ্রবণ।
সবে হর্ষে গায় গোস্বামীর গুণগণ ॥ ৩৩ ॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ খেতরী হইতে।
আইলা বিদায় হৈয়া বুধরি-গ্রামেতে ॥ ৩৪ ॥
নির্জনে বসিয়া নিজ গীতরত্নগণে।
করেন একত্র অতি উল্লসিত মনে ॥ ৩৫ ॥
হেন কালে পত্রিকা আইল ব্রজ হৈতে।
পত্রী পঢ়ে গোবিন্দ ধরিয়া নিজ-মাথে ॥ ৩৬ ॥

(৪)

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রো জয়তি।

স্বস্তি পরমপ্রেমাস্পদ-শ্রীগোবিন্দ-কবিরাজ-মহাভাগবতেষু জীবস্য কৃষ্ণস্মরণং, শ্রীমতাং ভবতাং শুভানুধ্যানেনাত্রত্যকুশলং, তত্রত্যং তদীহেতমাম্। তত্র ভবন্ত এবাস্মাকং মিত্রতয়া বিরাজন্তে, তস্মাত্তবদীয়কুশলং শ্রোতুং সদা বাঞ্ছামস্তত্রাবধানং কর্তব্যম্।

সম্প্রতি যৎ কৃষ্ণবর্ণনাময়-স্বীয়ানি গীতানি প্রস্থাপিতানি, পূর্বমপি যানি, তৈরমৃতৈরিব তৃপ্তাঃ বর্তামহে। পুনরপি নূতনতত্তদাশয়া মুহুরপ্যতৃপ্তিঞ্চ লভামহে, তস্মাত্তত্র চ দয়াবধানং কর্তব্যম্।

পরঞ্চ—পূর্বং শ্যামদাসমার্দঙ্গিকহস্তেন শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যগোস্বামিকৃতে বৃহদ্ভাগবতামৃতং প্রস্থাপিতমাসীৎ, তত্তত্র প্রবিষ্টং নবেতি বিলিখ্য বয়ং সন্দেহান্নিবর্তনীয়াঃ। কিং বহুনা স্বত এব দয়ালুষু শ্রীমচ্ছুভবৎসু লিখিতমিদম্ চৈত্রস্য শুক্লতৃতীয়ায়াম্।

ইহ শ্রীমন্নরোত্তমকবিরাজৌ প্রতি শুভাশীর্বাদাঃ, নিবেদনং চেদম্। ইহ শ্রীকৃষ্ণদাসস্য নমস্কারাঃ ॥

পত্রীমধ্যে "কবিরাজ"—রামচন্দ্র কয়।
নরোত্তম, রামচন্দ্র—দোঁহে এক হয় ॥ ৩৭ ॥
পত্রীমধ্যে শ্রীকৃষ্ণদাসের নমস্কার।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রচার ॥ ৩৮ ॥

ইত্যেকপত্রিকা—

পত্রীপাঠে শ্রীগোবিন্দ বিহ্বল হইয়া।
পাঠাইলা "গীতামৃত" জ্যেষ্ঠে জানাইয়া ॥ ৩৯ ॥

গোবিন্দের কাব্য যৈছে—উপমা কি তায়?
কেবা না প্রশংসে তাঁ'র গুণ, কে না গায়? ৪০ ॥

তথাহি গীতে—

জয় গোবিন্দ বিদিত মহী-মাঝ।
প্রেমরতন-ধন বিতরণ-পণ্ডিত
নিরুপম মধুর-চরিত কবিরাজ ॥ ৪১ ॥
পরম বিচিত্র কাব্য-বিন্যাস
কি রচব? সুকৌশল নহ অবগাহ।
তিখিন বাণ-সম বেধই হিয় শির
ঘুমই রসিকগণ শুনই উচ্ছাহ ॥ ৪২ ॥
বৃন্দাবিপিন সমাজ-রাজ তহি,
শ্রীমজ্জীব জগতজন-প্রাণ।
প্রমুদিতচিত পরশংসি' পরস্পর
করু নিত্য গীত অমিয়া রস-পান ॥ ৪৩ ॥
শ্রীল নরোত্তম, রামচন্দ্র-সহ
উমড়ই হিয়া সুখ কহন না যায়।
গায়ই অখিল লোক অতি উনমত,
নরহরি কুমতি বিমুখ ভেল তা'য় ॥ ৪৪ ॥

শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর গৃহে রামচন্দ্র কবিরাজ—

এ সব সংবাদ শুনি' আচার্যঠাকুর।
ধরিতে নারয়ে অঙ্গ আনন্দ প্রচুর ॥ ৪৫ ॥
আচার্যের আকর্ষণে খেতরী হইতে।
আইলেন রামচন্দ্র শ্রীযাজিগ্রামেতে ॥ ৪৬ ॥
শ্রীআচার্য দেখি' রামচন্দ্র কবিরাজে।
না জানি কি—আনন্দ উথলে হিয়ামাঝে ॥ ৪৭ ॥
রামচন্দ্র লোটায়া-পড়িলে পদতলে।
কোলে লৈয়া আচার্য সিঞ্চয়ে নেত্রজলে ॥ ৪৮ ॥
জিজ্ঞাসিয়া শ্রীনরোত্তমের সমাচার।
আজ্ঞা কৈল—যাহ এবে ভবন-মাঝার ॥ ৪৯ ॥
শ্রীরামচন্দ্রের মহানন্দ হৈল মনে।
প্রণমিল গিয়া দুই ঈশ্বরীচরণে ॥ ৫০ ॥
দ্রৌপদী ঈশ্বরী, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া দোঁহে।
কৈল যে বাৎসল্য-স্নেহ উপমা কি তাহে ॥ ৫১ ॥
রামচন্দ্রে দেখিয়া সভার হর্ষ-মন।
সভা-সহ যথাযোগ্য হইল মিলন ॥ ৫২ ॥

শ্রীরামচন্দ্রের চেষ্টা অতি সুমধুর।
যাঁ'র প্রেমাধীন সদা আচার্যঠাকুর ॥ ৫৩ ॥
রামচন্দ্রে লৈয়া শ্রীআচার্য শ্রীনিবাস।
কহিতে কি জানি—কৈল যে প্রেম-প্রকাশ ॥ ৫৪ ॥
শ্রীরামচন্দ্রের অতি অদ্ভুত চরিত।
অন্যে বিস্তারিল গুণ—সর্বত্র বিদিত ॥ ৫৫ ॥
এথাহ বর্ণিব কিছু—পূর্বে মনে কৈনু।
গ্রন্থ-বাহুল্যের ভয়ে বর্ণিতে নারিনু ॥ ৫৬ ॥
একদিন পূর্ণিমা রজনী চন্দ্রোদয়ে।
রামচন্দ্র হাসে মহা উল্লাস-হৃদয়ে ॥ ৫৭ ॥
রামচন্দ্র হাসে—দেখি' দ্রৌপদী ঈশ্বরী।
শ্রীআচার্য-প্রতি যত্নে কহে ধীরি ধীরি ॥ ৫৮ ॥
—'কি লাগি' হাসয়ে কিছু না পারি বুঝিতে।
আচার্য কহেন,—"কহি, শুন সাবহিতে ॥ ৫৯ ॥
শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ দোঁহে পুষ্পের কাননে।
করে পুষ্প-চয়ন বেষ্টিত সখীগণে ॥ ৬০ ॥
অপূর্ব প্রস্ফুট কুন্দপুষ্প তোলে রাই।
ভ্রমে চন্দ্র-জ্যোৎস্না তাহা তোলয়ে মাধাই ॥ ৬১ ॥
দেখিয়া কৃষ্ণের ভ্রম সখীগণ হাসে।
রামচন্দ্র হাসে তথা রহি' মোর পাশে ॥" ৬২ ॥
শুনি' শ্রীঈশ্বরী-মনে হৈল চমৎকার।
ঐছে রঙ্গ প্রকাশয়ে—কহিতে কি আর? ৬৩ ॥
রামচন্দ্র-সহ শ্রীআচার্য নিরন্তর।
গোস্বামীর গ্রন্থাস্বাদে বিহ্বল অন্তর ॥ ৬৪ ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ মহা-বিদ্যাবান্।
তাঁ'র বিদ্যা—উপমা দিবার নাহি স্থান ॥ ৬৫ ॥
যাজিগ্রামে মহানন্দ বাঢ়ে দিনে দিনে।
সভে মহাবিহ্বল প্রভুর সঙ্কীর্তনে ॥ ৬৬ ॥

শ্রীনিবাস প্রভুর ভ্রমণ—

কিছু দিনে আচার্য লইয়া প্রিয়গণ।
কাঞ্চনগড়িয়া-গ্রামে করিলা গমন ॥ ৬৭ ॥
তথা মহা-সঙ্কীর্তনানন্দে মগ্ন হৈলা।
অনায়াসে জীবের কল্মষ দূর কৈলা ॥ ৬৮ ॥

সবা-সহ কিছুদিন রহি' মহাসুখে।
আইলা বুধরি-গ্রামে পরম কৌতুকে ॥ ৬৯ ॥
শ্রীখেতরী-গ্রামে শীঘ্র লোক পাঠাইলা।
তেঁহো এ সংবাদ মহাশয়ে নিবেদিলা ॥ ৭০ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় নিজগণসনে।
আইলা বুধরি-গ্রামে মহানন্দমনে ॥ ৭১ ॥
যে প্রেম-আবেশ পরস্পর সম্মিলনে।
নেত্র ভরি' দেখে তাহা ভাগ্যবন্তগণে ॥ ৭২ ॥
আচার্য-শোভায় সবে বিহ্বল অন্তর।
কেবা বা না গায় রূপ-গুণ মনোহর ॥ ৭৩ ॥

গীতে যথা—সারঙ্গ

জয় জয় গুণমণি শ্রীশ্রীনিবাস।
ধনি ধনি অবনি-ভাগ ! কি এ অপরূপ
গৌর-প্রেমময় মুরুতি প্রকাশ ॥ ধ্রু ॥ ৭৪ ॥
কুমৃ কুম্, কনক, কঞ্জ জিনি' তনুরুচি,
রুচির বদনবিধু, অধর সুধার।
মধুরিম হাস, ভাষ মৃদু মঞ্জুল
যছু বরিষয়ে নব অমিয় অপার ॥ ৭৫ ॥
চন্দন-তিলক ভাল, ভুরু নিরুপম,
ডগমগ লোচনকমল বিশাল।
কোমল ভুজযুগ আজানু বিলম্বিত
কম্বুকণ্ঠ উরুমণ্ডিত মাল ॥ ৭৬ ॥
শোহই পহিরণ বসন কৃশোদর
ত্রিবলি সুবলিত নাভি অভিরাম।
উরু উরুজঙ্ঘ- পর্ব জনরঞ্জন
পদনখ-নিছনি দাস ঘনশ্যাম ॥ ৭৭ ॥

পুনঃ—বেলাবলী

জয় শ্রীনিবাস আচার্য জগত-জন-জীবন
পরমরসিক গুণধাম।
পামর-অগতি পতিত-গতিদায়ক,
দীনবন্ধু বরচরিত-ললাম ॥ ৭৮ ॥
সুললিত ভাবভূষণে অতি ভূষিত,
চম্পক শোণ কুসুমসম দেহ।
নিরুপম গৌরচন্দ্র প্রিয় পরিকর,
যাহে হেরি'-হিয় না বাঁধই থেহ ॥ ৭৯ ॥
ভুবন সুবিদিত প্রেমরস-বাদর,
সুখদ নরোত্তম পঁহু জছু প্রাণ।
নিরবধি যুগলকেলি অমিয়া পিবি'
মাতি' বিলসে—কি রচব কবি আন ॥ ৮০ ॥
মরি ! মরি ! যাঁক চরণকিঙ্কর
করুণাময় রামচন্দ্র কবিরাজ।
কি কহব—কি এ নব ভকতিকল্পতরু
নরহরি লাগি' রোপল মহীমাঝ ॥ ৮১ ॥
শ্রীনরোত্তমের শোভা সবারে মাতায়।
নরোত্তম-রূপ-গুণ কেবা নাহি গায় ॥ ৮২ ॥

গীতে যথা—বেলাবলী

জয় শ্রীনরোত্তম পরম উদার।
জগজন-রঞ্জন কনক-কঞ্জ-রুচি,
জনু মকরন্দ বরিষে অনিবার ॥ ধ্রু ॥ ৮৩ ॥
ঝলমল বিপুল পুলক-কুল-মণ্ডিত
নিরুপম বদনে নিরত মৃদুহাস।
টলমল নয়ন করুণ-রস-রঞ্জিত
হরই শ্রবণ মন বচন-বিলাস ॥ ৮৪ ॥
নিরুপম তিলক, ললাট মধুরতর
তুলসীমালাকুল কণ্ঠ উজোর।
সুবলনি বাহু, ললিত করপল্লব,
পরিসর উর—উপমা নহ থোর ॥ ৮৫ ॥
কটিতট ক্ষীণ নীল নব অম্বর,
পীন প্রবর উরু গঢ়ল সুঢ়ার।
কোমল চরণযুগল অতি শীতল
বিলসত নরহরি-হৃদয়-মাঝার ॥ ৮৬ ॥
শোভাময় বৈষ্ণবমণ্ডল মনোরম।
দেখে সবে সে সবার তেজ সূর্যসম ॥ ৮৭ ॥
আচার্য বুধরি-গ্রামে সে সবার সনে।
দিবানিশি হইলা বিহ্বল সঙ্কীর্তনে ॥ ৮৮ ॥

বোরাকুলিগ্রামে মহামহোৎসব—

কিছুদিন শ্রীবুধরি-গ্রামে বিলসিয়া।
বোরাকুলি-গ্রামে যাত্রা কৈলা হর্ষ হৈয়া ॥ ৮৯ ॥

শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী বিহ্বল প্রেমায়ে।
গণসহ আচার্যে মিলেন নিজালয়ে॥ ৯০॥
আচার্যের অতিপ্রিয় শিষ্য—চক্রবর্তী।
গীত-বাদ্য-বিদ্যায় নিপুণ, ভক্তিমূর্তি॥ ৯১॥
শ্রীগোবিন্দ যৈছে আচার্যের শিষ্য হৈলা।
মহুলা হইতে যৈছে বোরাকুলি আইলা॥ ৯২॥
যৈছে বোরাকুলি-গ্রামে করিলেন বাস।
ইহা কি বর্ণিব?—ইহা সর্বত্র প্রকাশ॥ ৯৩॥
শ্রীগোবিন্দভবনে আনন্দ উথলিল।
সবা-সহ আচার্যের গমন হইল॥ ৯৪॥
মহামহোৎসব-আয়োজন করাইলা।
সর্বত্রই নিমন্ত্রণ-পত্রী পাঠাইলা॥ ৯৫॥
আইলেন বীরচন্দ্র নিজগণ-সনে।
কৃষ্ণমিশ্র আইলা বেষ্টিত নিজগণে॥ ৯৬॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ-শিষ্য শ্রীগোপীরমণ।
অম্বিকা হইতে তিঁহো করিলা গমন॥ ৯৭॥
ঠাকুর রামাই মহা-উল্লাস-হিয়ায়।
আইলা বলরাম-আগে হইয়া বিদায়॥ ৯৮॥
ঠাকুর কানাই রঘুনন্দন-তনয়।
গণসহ খণ্ড হৈতে করিলা বিজয়॥ ৯৯॥
কণ্টকনগর হৈতে শ্রীযদুনন্দন।
গৌরচন্দ্রে প্রণমিয়া করিলা গমন॥ ১০০॥
শ্রীনয়নানন্দমিশ্র মহাহর্ষ হৈয়া।
করিলা গমন প্রিয়গণ-সঙ্গে লৈয়া॥ ১০১॥
আইলা সবে বোরাকুলি-গ্রাম-সন্নিধানে।
হৈল যে আনন্দ তা' বর্ণিতে কেবা জানে॥ ১০২॥
শ্রীআচার্যঠাকুর, ঠাকুর মহাশয়।
রামচন্দ্র, শ্রীদাস, গোকুলানন্দোদয়॥ ১০৩॥
আগুসরি' গিয়া আনিলেন সর্বজনে।
হইল অদ্ভুত রঙ্গ গোবিন্দ-ভবনে॥ ১০৪॥
সে দিবস নৃত্য-গীতানন্দে গোঙাইলা।
প্রাতঃকালে সবে স্নানাদিক ক্রিয়া কৈলা॥ ১০৫॥
সবে আসি' বসিলেন মন্দির-প্রাঙ্গণে।
হইল অপূর্ব শোভা—দেখে সর্বজনে॥ ১০৬॥
শ্রীনিবাস আচার্য শ্রীবিগ্রহ আনাইল।
দেখিয়া সবার মহা আনন্দ বাড়িল॥ ১০৭॥
অভিষেকাদিক কার্য করিবার তরে।
সবে অনুমতি দিলা আচার্যঠাকুরে॥ ১০৮॥
সকলের অনুমতি লইয়া আচার্য।
করয়ে আনন্দে অভিষেকাদিক কার্য॥ ১০৯॥
শ্রীবিগ্রহ নাম কি হইবে বিচারিতে।
অকস্মাৎ হৈল শব্দ মন্দির-মধ্যেতে॥ ১১০॥
"শ্রীরাধাবিনোদ"-নামে কর অভিষেক।
শুনি' সর্ব-চিত্তামোদ জন্মিল অনেক॥ ১১১॥
শ্রীআচার্য যত্নে সব কার্য সমাধিল।
সিংহাসনে বসা'য়ে বিচিত্র বেশ কৈল॥ ১১২॥
শ্রীরাধাবিনোদ-শোভা অতি চমৎকার।
দেখিতে সবার নেত্রে বহে অশ্রুধার॥ ১১৩॥
শ্রীরাধিকা-পানে নেত্র দিয়া সর্বজন।
পরস্পর কহে—একি অদ্ভুত দর্শন॥ ১১৪॥
শ্রীরাধিকা-শ্রীরাধাবিনোদ দোঁহে দেখি।
ফিরাইতে নারে কেহ অনিমিষ আঁখি॥ ১১৫॥
আইসে অসংখ্য লোক—লেখা নাই তা'র।
গোবিন্দ-ভবনে আনন্দের নাহি পার॥ ১১৬॥
হইল মঙ্গলময় গোবিন্দ-ভবন।
চতুর্দিকে জয়ধ্বনি করে সর্বজন॥ ১১৭॥
সে দিবস যে উৎসব কহিতে নারিয়ে।
তার পর দিন যে তা' কিছু নিবেদিয়ে॥ ১১৮॥
প্রভু বীরচন্দ্র, কৃষ্ণমিশ্রাদি সকলে।
করিলেন সবে স্নানাদিক প্রাতঃকালে॥ ১১৯॥
শ্রীরাধাবিনোদের প্রাঙ্গণে সবে আসি'।
কৈল রাধাবিনোদ-দর্শন সুখে ভাসি'॥ ১২০॥
শ্যামদাস, দেবী, গোকুলাদি সবে আইলা।
হইয়া সুসজ্জ সঙ্কীর্তনারম্ভ কৈলা॥ ১২১॥
শ্যামদাস, দেবীদাস বাজায় মৃদঙ্গ।
তাহে উপজায় কত রসের তরঙ্গ॥ ১২২॥
ভেদয়ে গগন মৃদু মৃদঙ্গের ধ্বনি।
কেহ স্থির হইতে নারে তাল পাঠ শুনি'॥ ১২৩॥

গোকুলাদি নানা ছাঁদে রাগ আলাপয়।
রাগালাপে উৎকট গমক প্রকাশয় ॥ ১২৪ ॥
সপ্তস্বর, গ্রামাদিক হৈল মূর্তিমান্।
প্রথমেই করে গৌরচন্দ্র-গুণ-গান ॥ ১২৫ ॥
গান-মন্ত্রে প্রভু গৌরচন্দ্রে আকর্ষিল।
গণসহ প্রভু যেন সাক্ষাৎ হইল ॥ ১২৬ ॥
শ্রীনরোত্তমের কণ্ঠধ্বনি মনোহর।
বরিষয়ে কি নব অমিয়া নিরন্তর ॥ ১২৭ ॥
উপমা কি দেবের দুর্লভ সঙ্কীর্তনে ?
হইলেন পরম বিহ্বল সর্বজনে ॥ ১২৮ ॥
প্রেমময়াচার্য অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
নাচে বীরচন্দ্র প্রভু অধৈর্য হইয়া ॥ ১২৯ ॥
কৃষ্ণমিশ্র প্রভু অদ্বৈতাচার্য-তনয়।
নিজ-নেত্রজলে সিক্ত হৈলা অতিশয় ॥ ১৩০ ॥
শ্রীরঘুনন্দনপুত্র ঠাকুর কানাই।
প্রেমাবেশে মত্ত যৈছে—কহি সাধ্য নাই ॥ ১৩১ ॥
শ্রীনয়নানন্দ মিশ্র ধূলায় ধূসর।
নাচিয়া বুলয়ে—কিবা ভঙ্গি মনোহর ॥ ১৩২ ॥
ঠাকুর রামাই নাচে অদ্ভুত ভঙ্গিতে।
হুঙ্কার-গর্জ্জন করি' ফিরে চারিভিতে ॥ ১৩৩ ॥
দাস গদাধর-শিষ্য শ্রীযদুনন্দন।
দেখি' তাঁ'র দশা কে না করয়ে ক্রন্দন ॥ ১৩৪ ॥
শ্রীগোপীরমণ চক্রবর্তী প্রেমভরে।
ডুবিলেন সঙ্কীর্তন-সুখের সায়রে ॥ ১৩৫ ॥
রামচন্দ্র শ্রীদাসাদি বৈষ্ণবসকল।
ধরিতে নারয়ে ধৈর্য প্রেমায় বিহ্বল ॥ ১৩৬ ॥
প্রভু বীরচন্দ্র নৃত্যাবেশে স্থির হৈয়া।
করয়ে ক্রন্দন নরোত্তমে আলিঙ্গিয়া ॥ ১৩৭ ॥
হইল পরম প্রেম-আবেশ সবার।
কেবা কা'রে আলিঙ্গয়ে লেখা নাই তা'র ॥ ১৩৮ ॥
আত্মবিস্মরিত সবে ভূমে গড়ি যায়।
কেহ কেহ কাঁদিয়া ধরয়ে কারু পায় ॥ ১৩৯ ॥
যে ভাব-আবেশ তা' বর্ণিতে কেবা পারে ?
দেখি' দেবগণ ধন্য মানে আপনারে ॥ ১৪০ ॥

সঙ্কীর্তন স্থির হৈতে সবে স্থির হৈলা।
প্রভুর প্রাঙ্গণে মহা আনন্দে বসিলা ॥ ১৪১ ॥
রাধাকৃষ্ণ-চৈতন্য-চরিত্র-আলাপনে।
সবে যৈছে মগ্ন তা' দেখয়ে ভাগ্যবানে ॥ ১৪২ ॥
সবে স্থির হৈয়া শ্রীঅঙ্গনে প্রশংসয়।
প্রেমের সাগর এ অঙ্গন সুনিশ্চয় ॥ ১৪৩ ॥
চক্রবর্তী গোবিন্দের দেখি' ভাবাবেশ।
সবার অন্তরে হৈল উল্লাস অশেষ ॥ ১৪৪ ॥
"শ্রীভাবুক চক্রবর্তী" হৈল তাঁ'র খ্যাতি।
কেবা না প্রশংসয়ে দেখি প্রেমভক্তি-রীতি ॥ ১৪৫ ॥
কিছুদিন বোরাকুলি-গ্রামে সর্বজনে।
রহিলেন মহামত্ত হৈয়া সঙ্কীর্তনে ॥ ১৪৬ ॥
প্রভু বীরচন্দ্র কৃষ্ণমিশ্রাদি সকলে।
হইলা ব্যাকুল অতি বিদায়ের কালে ॥ ১৪৭ ॥
বিদায় হইয়া যৈছে সবার গমন।
তাহা এক মুখে কিছু না হয় বর্ণন ॥ ১৪৮ ॥
আচার্য, ঠাকুর মহাশয় গণসনে।
পাছে পাছে চলে—অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥ ১৪৯ ॥
বিবিধ সামগ্রী অতি যতন করিয়া।
লোকদ্বারে পশ্চাৎ দিলেন পাঠাইয়া ॥ ১৫০ ॥
শ্রীআচার্য-প্রিয় নরোত্তমাদি-সহিতে।
কিছুদিন রহিলেন শ্রীবোরাকুলিতে ॥ ১৫১ ॥
আর যে যে শিষ্য গৃহে করিলা বিজয়।
তাহা না বর্ণিল গ্রন্থবাহুল্যের ভয় ॥ ১৫২ ॥
বোরাকুলি-প্রদেশে যে আনন্দ জন্মিল।
যৈছে ভক্তি-বৃদ্ধি—তাহা বর্ণিতে নারিল ॥ ১৫৩ ॥
শ্রীআচার্য ঠাকুরের কৃপাবলোকনে।
হৈল মহামগ্ন সর্বলোক সঙ্কীর্তনে ॥ ১৫৪ ॥
শ্রীগোবিন্দ-আলয়ে আচার্যগণসঙ্গে।
শ্রীরাধাবিনোদ-শোভা দেখে মহারঙ্গে ॥ ১৫৫ ॥
শ্রীরাধাবিনোদে মনোবৃত্তি জানাইয়া।
চলিলা খেতরী পদ্মাবতী পার হৈয়া ॥ ১৫৬ ॥
সবাসহ গিয়া গৌরচন্দ্রের প্রাঙ্গণে।
হইলা বিহ্বল প্রভুগণের দর্শনে ॥ ১৫৭ ॥

কতদিন সঙ্কীর্তনরসে মগ্ন হৈলা।
খেতরী-নিবাসী লোকে মহানন্দ দিলা ॥ ১৫৮ ॥
প্রাণাধিক নরোত্তমে কহি' কি নিভৃতে।
বিদায় হইয়া আইলা বুধরি-গ্রামেতে ॥ ১৫৯ ॥
আচার্য-দর্শনে অন্য দেশী কতজন।
পরস্পর কহে আচার্যের গুণগণ ॥ ১৬০ ॥
কেহ কহে,—"গৌরপ্রেম-স্বরূপ আচার্য।
আচার্যের দ্বারে প্রভু সাধে বহু কার্য ॥ ১৬১ ॥
গোস্বামিগণের গ্রন্থ করিয়া প্রচার।
ভক্তি-বিরোধীর দর্প করয়ে সংহার" ॥ ১৬২ ॥
কেহ কহে,—"ওহে ভাই বহির্মুখগণ।
হইয়া স্বতন্ত্র ধর্ম করয়ে লঙ্ঘন ॥ ১৬৩ ॥
বহির্মুখগণ-মধ্যে যে প্রধান তা'রে।
'রঘুনাথ' সাজাইয়া ভাঁড়ায় লোকেরে ॥ ১৬৪ ॥
স্ব-মত রচিয়া সে পাপিষ্ঠ দুরাচার।
কহয়ে কবীন্দ্র বঙ্গদেশেতে প্রচার" ॥ ১৬৫ ॥
কেহ কহে,—"দেখিলাম, মহাপাপিগণ।
আপনাকে গাওয়ায় ছাড়ি' শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" ॥ ১৬৬ ॥
কেহ কহে,—"রাঢ়দেশে এক বিপ্রাধম।
'মল্লিক' খেয়াতি, দুষ্ট নাহি তা'র সম ॥ ১৬৭ ॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে 'গোপাল' কহায়।
প্রকাশি' রাক্ষস-মায়া লোকেরে ভাঁড়ায় ॥ ১৬৮ ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

"সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ ধন্য বঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্যসঙ্কীর্তন করে স্ত্রী-পুরুষে ॥ ১৬৯ ॥
মধ্যে মধ্যে কথোমাত্র পাপিগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লুকাইয়া ॥ ১৭০ ॥
উদর ভরণ লাগি' পাপিষ্ঠ সকলে।
'রঘুনাথ' করি' আপনারে কেহ বোলে ॥ ১৭১ ॥
কোন পাপী সব ছাড়ি' কৃষ্ণসঙ্কীর্তন।
আপনারে গাওয়ায় কতক ভূতগণ ॥ ১৭২ ॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার ॥ ১৭৩ ॥

রাঢ়ে আর এক মহাব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস, বিপ্র কাচমাত্র কাচে ॥ ১৭৪ ॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় 'গোপাল'।
অতএব তা'রে সবে বোলয়ে 'শিয়াল' ॥ ১৭৫ ॥
কেহ কহে,—"মহা অমঙ্গল এ সবার।
এ-সব ম্লেচ্ছের শাস্তা কল্কি-অবতার" ॥ ১৭৬ ॥
ঐছে কত কহি' সবে উল্লসিত মনে।
প্রণমিল শ্রীনিবাসাচার্যের চরণে ॥ ১৭৭ ॥
পূর্ণ কৈলা আচার্য সবার অভিলাষ।
সবা-সহ যাজিগ্রামে আইলা নিজবাস ॥ ১৭৮ ॥
যাজিগ্রামে লোকমুখে করয়ে শ্রবণ।
—"প্রভু বীরচন্দ্র কৈল ধর্ম-সংস্থাপন ॥ ১৭৯ ॥
রাঢ়দেশে কাঁদরা-নায়েতে গ্রাম হয়।
তথা শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয় ॥ ১৮০ ॥
তথায় কায়স্থ জয়গোপালের স্থিতি।
বিদ্যা-অহঙ্কারে তা'র জন্মিল দুর্মতি ॥ ১৮১ ॥
গুরু বিদ্যাহীন,—ইথে হেয় অতিশয়।
জিজ্ঞাসিলে পরমগুরুকে গুরু কয় ॥ ১৮২ ॥
প্রভু বীরচন্দ্র প্রকারেতে ব্যক্ত কৈল।
লঙ্ঘিল প্রসাদ—তেঞি তা'রে ত্যাগ দিল ॥" ১৮৩ ॥
ইহা শুনি' আচার্যের হৈল হর্ষ-মন।
হেনকালে আইল বীরচন্দ্রের লিখন ॥ ১৮৪ ॥
আচার্য পরমাদরে পত্রিকা লইয়া।
করে পত্রী পাঠ অতি প্রফুল্লিত হিয়া ॥ ১৮৫ ॥

(৪)

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়তঃ

ভবদীয়াবশ্যস্মরণীয়ঃ শ্রীবীরচন্দ্রদেবঃ প্রেমালিঙ্গনপূর্বকং নিবেদয়তি—শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য! ত্বং শ্রীশ্রীমহাপ্রভোঃ শক্তিঃ। অতএব একয়া শক্ত্যা প্রভুশক্তিরূপাদিশ্রীমদ্রূপ-গোস্বামি-দ্বারা গ্রন্থঃ প্রকাশিতঃ। অপরয়া শক্ত্যা গৌড়-মণ্ডলে মহাজনসংসদি গ্রন্থবিস্তারং করোতি। ইতি ভবতোঽন্তিকে মদীয়বার্তাং প্রেষয়ামি। জয়গোপাল-দাসেন মৎপ্রসাদোল্লঙ্ঘনং কৃতং তচ্চ জগতি বিদিতমিতীহ তেন সার্ধং মদীয়জনেন কেনাপ্যালাপাদিকং ন ক্রিয়তে, ময়াপি নিষিদ্ধং, ভবতাপি তথালাপাদিকং ন কর্তব্যমিতি ॥

কাঁদরা হইতে ঐছে পত্রী পাঠাইয়া।
পুত্রে জানাইল প্রভু খড়দহে গিয়া॥ ১৮৬॥
যৈছে প্রভু বীরচন্দ্র গুণের আলয়।
তৈছে তাঁ'র তিন পুত্র প্রেমভক্তিময়॥ ১৮৭॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র—'গোপীজনবল্লভ' প্রচার।
মধ্যম—'শ্রীরামকৃষ্ণ' পরম উদার॥ ১৮৮॥
কনিষ্ঠ 'শ্রীরামচন্দ্র' পরম সুশান্ত।
এ তিনের চরিত্র বর্ণিবে ভাগ্যবন্ত॥ ১৮৯॥
প্রভু বীরচন্দ্র-গুণে কেবা নাহি ঝুরে।
করিলেন ত্যাগ পাপী জয়গোপালেরে॥ ১৯০॥
এ সকল কথা হৈল সর্বত্র বিদিত।
আলাপাদি কেহ না করয়ে কদাচিৎ॥ ১৯১॥
যাজিগ্রামে আচার্য লইয়া শিষ্যগণে।
গোঙায়েন সদা শাস্ত্রালাপ-সঙ্কীর্তনে॥ ১৯২॥
শিষ্যগণ-নাম এথা লিখিতে নারিনু।
শ্রীনিবাস-চরিত্র গ্রন্থেতে বিস্তারিনু॥ ১৯৩॥
আচার্যের গুণে কা'র হিয়া না জুড়ায়।
আচার্যের চরিত্র কেবা বা নাহি গায়॥ ১৯৪॥

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য-চরিত-গীতি—

গীতে যথা—কামোদ

এ মোর জীবন-প্রাণ,　　পরম করুণাবান্,
　　আচার্যঠাকুর শ্রীনিবাস।
জিনিয়া কাঞ্চন-দেহ,　　জগতে বিদিত যেহ,
　　শ্রীচৈতন্য-প্রেমের প্রকাশ॥ ১৯৫॥
চৈতন্যের প্রিয় যত　　করে স্নেহ অবিরত
　　কহিতে কি জানি গুণগণ।
অল্প বয়স হৈতে　　বিদ্যায় নিপুণ চিতে
　　চিন্তে সদা চৈতন্যচরণ॥ ১৯৬॥
একদিন রাত্রিশেষে　　শ্রীচৈতন্য-স্নেহাবেশে
　　নিতাইচাঁদেরে সঙ্গে লৈয়া।
শ্রীনিবাস-পাশে আসি'　　স্বপ্নচ্ছলে হাসি' হাসি'
　　কহে শ্রীনিবাসমুখ চাঞা॥ ১৯৭॥
—"যাবে শীঘ্র বৃন্দাবন,　　তথা রূপ-সনাতন,
　　রচিল বিচিত্র গ্রন্থগণ।
বিতরিব তোমাদ্বারে"　　এত কহি' বারে বারে,
　　নিত্যানন্দে কৈল সমর্পণ॥ ১৯৮॥
হেনকালে স্বপ্নভঙ্গ,　　ধরিতে নারয়ে অঙ্গ,
　　শ্রীনিবাস ব্যাকুল হইলা।
নীলাচল, গৌড়দেশে,　　ভ্রমিয়া সে প্রেমাবেশে
　　বৃন্দাবনে গমন করিলা॥ ১৯৯॥
কত অভিলাষ মনে,　　উল্লাসে অল্পদিনে
　　মথুরানগরে প্রবেশিল।
শ্রীরূপ সনাতন　　এ দোঁহার অদর্শন
　　শুনি' তথা মূর্ছিত হইল॥ ২০০॥
কান্দয়ে চেতন পাঞা,　　কহে ভূমে লোটাইয়া
　　—"হা হা প্রভু রূপ-সনাতন।
কি লাগি' বঞ্চিত কৈলা,　　না বুঝি এসব খেলা
　　কি লাগিয়া রাখিলা জীবন॥" ২০১॥
ঐছে খেদযুক্ত মন　　জানি' রূপ-সনাতন
　　স্বপ্নচ্ছলে আসি' প্রেমাবেশে।
শ্রীনিবাসে কোলে লৈয়া,　　নেত্রবারি নিবারিয়া
　　কহে অতি সুমধুর ভাষে॥ ২০২॥
"শীঘ্র গিয়া বৃন্দাবন　　কর আত্মসমর্পণ
　　শ্রীগোপালভট্টের চরণে।
না ভাবিবে কোন দুঃখ,　　পাইবে পরম সুখ
　　ঐছে দেখা দিব দুই জনে॥" ২০৩॥
এত কহি' অদর্শন　　হৈল রূপ-সনাতন,
　　শ্রীনিবাস প্রভাতে উঠিয়া।
প্রবেশয়ে বৃন্দাবনে,　　প্রেমধারা দু'নয়নে
　　বৃন্দাবনশোভা নিরখিয়া॥ ২০৪॥
শ্রীজীব শ্রীশ্রীনিবাসে　　পাইয়া আনন্দাবেশে
　　গোস্বামিগণেরে মিলাইলা।
শ্রীরূপের স্বপ্নাদেশে　　অতিস্নেহে শ্রীনিবাসে
　　শ্রীগোপালভট্ট শিষ্য কৈলা॥ ২০৫॥
শ্রীজীব গোস্বামীর যত　　স্নেহ কে কহিবে কত
　　করাইলা শাস্ত্র-বিচক্ষণ।
শ্রীবাস আনন্দমনে　　প্রিয় নরোত্তম-সনে
　　কিছু দিনে হইল মিলন॥ ২০৬॥

নরোত্তমে লৈয়া সঙ্গে ব্রজে ভ্রমিলেন রঙ্গে
গোবিন্দের আজ্ঞামালা পাঞা।
গোস্বামীর গ্রন্থগণ করিলেন বিতরণ
শ্রীগৌড়মণ্ডলে স্থির হঞা ॥ ২০৭ ॥
গৌরপ্রেম-সুধা-পানে সদা মত্ত সঙ্কীর্তনে
জগতে ঘোষয়ে যশ যা'র।
কহে নরহরি দীনে উদ্ধারে আপনা-গুণে,
এমন দয়ালু নাহি আর ॥ ২০৮ ॥

পুনঃ—বেলাবলী

জয় জয় শ্রীশ্রীনিবাস গুণধাম।
দীনহীন-তারণ প্রেম-রসায়ন,
ঐছন মধুরিম নাম ॥ ধ্রু ॥ ২০৯ ॥
কাঞ্চনবরণ হরণ তনু সুললিত,
কৌষিকবসন বিরাজে।
প্রেম-নাম করি' কহত ভাগবতে
সোই বরণ তনু সাজে ॥ ২১০ ॥
নিজ-নিজ ভকত পারিষদ সঙ্গহি
প্রকট সুচরণারবিন্দে।
নিরবধি বদনহি নাম বিরাজিত
"রাধে কৃষ্ণ-গোবিন্দে ॥" ২১১ ॥
যুগল-ভজন, লীলা-আস্বাদন,
গ্রন্থ-কল্পতরু হাতে।
তুয়া বিনু অধমে শরণ কো দেওব
গোবিন্দদাস অনাথে ॥ ২১২ ॥
আচার্যচরিত্র কিছু বর্ণিতে নারিল।
যে সে মতে আপন-সৌভাগ্য জন্মাইল ॥ ২১৩ ॥
আচার্যের প্রিয় শ্রীঠাকুর মহাশয়।
কেবা নাহি গায় সে চরিত্র প্রেমময় ॥ ২১৪ ॥

শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয়ের চরিত-গীতি—

গীতে যথা—কামোদ

ও-মোর করুণাময় শ্রীঠাকুর মহাশয়
নরোত্তম প্রেমের মূরতি।
কিবা সে কোমল-তনু শিরীষকুসুম যনু
জিনিয়া কনক-দেহ-দ্যুতি ॥ ২১৫ ॥
অলপ বয়স তাঁ'য় কোন সুখ নাহি ভায়
গৌরাগুণ শুনি' সদা ঝুরে।
রাজ্যভোগ তেয়াগিয়া অতি অলক্ষিত হৈয়া
গমন করিলা ব্রজপুরে ॥ ২১৬ ॥
প্রবেশিলা বৃন্দাবনে পরম আনন্দমনে
লোকনাথে আত্ম সমর্পিল।
কৃপা করি' লোকনাথ করিলেন আত্মসাৎ
রাধাকৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষা দিল ॥ ২১৭ ॥
নরোত্তম চেষ্টা দেখি' বৃন্দাবনে সবে সুখী
প্রাণের সমান করে স্নেহ।
শ্রীনিবাসাচার্য-সনে যে মর্ম তা' কেবা জানে
প্রাণ এক, ভিন্নমাত্র দেহ ॥ ২১৮ ॥
শ্রীরাধাবিনোদ দেখি' সদাই জুড়ায় আঁখি,
প্রভু লোকনাথ-সেবারত।
ভক্তিশাস্ত্র-অধ্যয়নে মহানন্দ বাড়ে মনে,
পূর্ণ হৈল অভিলাষ যত ॥ ২১৯ ॥
প্রভু অনুমতি-মতে শ্রীব্রজমণ্ডল হৈতে
শ্রীগৌড়মণ্ডলে প্রবেশিলা।
প্রভু-অনুগ্রহ-বলে নবদ্বীপ-নীলাচলে
ভক্তগৃহে ভ্রমণ করিলা ॥ ২২০ ॥
কিবা সে মধুর-রীতি খেতরী-গ্রামেতে স্থিতি
সেবে "গৌর" শ্রীরাধারমণে।
"শ্রীবল্লবীকান্ত"—নাম, 'রাধাকান্ত' রসধাম
'রাধাকৃষ্ণ', 'শ্রীব্রজমোহনে' ॥ ২২১ ॥
এ ছয় বিগ্রহ যেন সাক্ষাৎ বিহরে হেন,
শোভা দেখি' কেবা নাহি ভুলে ?
প্রিয় রামচন্দ্র-সঙ্গে নরোত্তম মহারঙ্গে
ভাসে প্রেমরসের হিল্লোলে ॥ ২২২ ॥
নরোত্তম-গুণ যত কে তাহা কহিবে কত
প্রেমবৃষ্টি যাঁ'র সঙ্কীর্তনে।
শ্রীঅদ্বৈত, নিত্যানন্দ, গণসহ গৌরচন্দ্র
নাচয়ে—দেখিল ভাগ্যবানে ॥ ২২৩ ॥
গৌরগণ-প্রিয় অতি নরোত্তম মহামতি,
বৈষ্ণবসেবনে যাঁ'র ধ্বনি।

কি অদ্ভুত দয়াবান্ কা'রে বা না করে দান
নির্মল ভকতি চিন্তামণি ॥ ২২৪ ॥
পাষণ্ডী অসুরগণে মাতাইলা গোরাগুণে
বিহ্বল হইয়া প্রেমাবেশে।
অলৌকিক-ক্রিয়া যা'র, হেন কি হইবে আর
সে না যশ ঘোষে দেশে দেশে ॥ ২২৫ ॥
কহে নরহরি দীন হ'বে কি এমন দিন
নরোত্তমপদে বিকাইব ?
সঘনে দু'বাহু তুলি' 'প্রভু নরোত্তম' বলি'
কাঁদি কি ধূলায় লোটাইব ? ২২৬ ॥

পুনঃ—দেশপাল
(রঙ্গবর্ধিনী ছন্দঃ)

জয়তু শুভমণ্ডিত সুপণ্ডিত,
নরোত্তম মহাশয়, মনোজ্ঞ সব রীত
বরগৌরব গভীর অতিধীর গুণধাম।
প্রেমময় রূপ রসকূপ উপমা-রহিত,
মত্ত দিনরাতি রত গান নব তান,
গতি-নৃত্য হৃত চিত্ত, মৃদু অঙ্গ অভিরাম ॥ ২২৭ ॥
সেবন সুবিগ্রহ নিরন্তর মহামুদিত
গৌরহরিভক্ত-প্রিয়পাত্র, করুণা বিদিত
দীনজন-বন্ধু কৃত পূর্ণ সব কাম।
মঞ্জুতর কীর্তি, জগভূষণ ন দূষণ,
অপার গুণ পার নাহি পায়ত,
কবীন্দ্রগণ গায়ত অনুক্ষণ হি দাস ঘনশ্যাম ॥ ২২৮ ॥
শ্রীনরোত্তমের চারু চরিত্র অপার।
তাহা একমুখে কি বর্ণিব মুঞি ছার ? ২২৯ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয়-গুণে কে না ঝুরে ?
চিন্তিতে চরিত্র অমঙ্গল যায় দূরে ॥ ২৩০ ॥
শ্রীনিবাস আচার্যচরণ চিন্তা করি'।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥ ২৩১ ॥

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীশ্রীমদাচার্যশিষ্যগৃহে ভ্রমণাদি-
বর্ণনং নাম চতুর্দশস্তরঙ্গঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ তরঙ্গ

কথাসার—এই তরঙ্গে শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর উৎকল-প্রদেশে প্রচার ও তদীয় শিষ্য শ্রীরসিকানন্দের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু ব্রজমণ্ডল হইতে প্রত্যাবর্তনান্তে নিজ-আবির্ভাব-স্থান উৎকল-প্রদেশান্তর্গত দণ্ডেশ্বর-ধারেন্দা-গ্রামে প্রেমভক্তি প্রচারপূর্বক মল্লভূমির মধ্যগত রয়নী-গ্রামে গমন করেন। তথাকার অধিপতি অচ্যুতের তনয় শ্রীরসিকানন্দ বা শ্রীমুরারি শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মন্ত্রদীক্ষা প্রাপ্ত হন। শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু দামোদর নামক জনৈক যোগীকে কৃপা করিয়া ভক্তি-রসে প্রবর্তন করেন। প্রভুবরের কতিপয় শিষ্য—শ্রীরাধানন্দ, শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীমনোহর, শ্রীচিন্তামণি, শ্রীবল-ভদ্র, শ্রীরাধামোহন প্রভৃতি। শ্রীল শ্যামানন্দ শ্রীরসিকা-নন্দকে শ্রীগোবিন্দের সেবা অর্পণ করেন। শ্রীল রসিকানন্দ প্রভু প্রেমভক্তি প্রচার করিয়া বহু পাষণ্ডকে উদ্ধার করেন। শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য শ্রীহরিরাম আচার্য গুরু-দেবের আজ্ঞানুসারে প্রেমভক্তি-বিতরণ-দ্বারা জীবের কল্মষ বিনাশ করেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের আদেশ-ক্রমে তদীয় শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য ও শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী পাষণ্ডমত খণ্ডন করিয়া শুদ্ধভক্তি প্রচার করেন।

শ্রীগৌর ও গৌরপার্ষদগণের জয়গান

জয় গৌর, নিত্যানন্দাদ্বৈত, গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাস, মুরারি, বক্রেশ্বর ॥ ১ ॥
জয় শ্রীমুকুন্দ, গৌরীদাস, গদাধর।
জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শুক্লাম্বর ॥ ২ ॥
জয় সূর্যদাস, কৃষ্ণদাস, ধনঞ্জয়।
জয় নরহরি, রঘুনন্দন, বিজয় ॥ ৩ ॥
জয় বসু রামানন্দ গুণের আলয়।
জয় জগদীশ, শ্রীশঙ্করানন্দময় ॥ ৪ ॥
জয় কাশীমিশ্র, কাশীশ্বর, কর্ণপূর।
জয় জয় চক্রবর্তী শ্রীনাথ ঠাকুর ॥ ৫ ॥
জয় শ্রীসুন্দরানন্দ, শুদ্ধ ভগবান্।
জয় মালিনীর প্রাণনাথ অভিরাম ॥ ৬ ॥
জয় রঘুনাথ ভট্ট, সনাতন, রূপ।
জয় শ্রীভূগর্ভ, লোকনাথ ভক্তিভূপ ॥ ৭ ॥
জয় শ্রীগোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ।
জয় জয় শ্রীজীব—যে জগতে বিখ্যাত ॥ ৮ ॥
জয় প্রেমময় কবিরাজ কৃষ্ণদাস।
জয় বৃন্দাবনদাস গৌরলীলা-ব্যাস ॥ ৯ ॥
নাম-প্রেমে মত্ত সদা জয় হরিদাস।
জয় কৃপাসিন্ধু শ্রীআচার্য শ্রীনিবাস ॥ ১০ ॥
জয় জয় নরোত্তম, জয় রামচন্দ্র।
জয় জয় ভক্তিরত্ন-দাতা শ্যামানন্দ ॥ ১১ ॥
জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়।
এবে যে কহিয়ে শুন, হইয়া সদয় ॥ ১২ ॥
একদিন শ্রীআচার্য নিজগণ-প্রতি।
শ্যামানন্দ-চেষ্টা কহে হৈয়া হর্ষ অতি ॥ ১৩ ॥
হেনকালে শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্যদ্বয়।
পত্রী লৈয়া আইলেন আচার্য-আলয় ॥ ১৪ ॥
শ্রীশ্যামানন্দের পত্রী দিলা আচার্যেরে।
পত্রীপাঠে আচার্যের উল্লাস অন্তরে ॥ ১৫ ॥
শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্যে অতি স্নেহ কৈল।
লিখিয়া সংবাদপত্রী শীঘ্র পাঠাইল ॥ ১৬ ॥
পত্রীপাঠে শ্যামানন্দ আনন্দে বিহ্বল।
শ্যামানন্দের চারু চরিত্র নির্মল ॥ ১৭ ॥
পূর্বে শ্যামানন্দ-রীত সংক্ষেপে কহিল।
এবে কিছু কহি যৈছে জীব নিস্তারিল ॥ ১৮ ॥

শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর চরিত—শ্রীরসিকানন্দ মুরারিকে কৃপা—

পূর্বে ব্রজ হৈতে আসি' শ্রীগৌড়মণ্ডলে।
অম্বিকা হইয়া শীঘ্র চলিলা উৎকলে ॥ ১৯ ॥
জন্মভূমি দণ্ডেশ্বর-ধারেন্দা-গ্রামেতে।
প্রকাশিয়া প্রেমভক্তি চলে রয়নীতে ॥ ২০ ॥

মল্লভূমি-মধ্যেতে রয়নী-নামে গ্রাম।
গ্রাম-পাশে নদী সে সুবর্ণরেখা নাম ॥ ২১ ॥
তথায় সুবর্ণরেখা উত্তরবাহিনী।
অখিল জীবের মহাকল্মষনাশিনী ॥ ২২ ॥
রয়নী-নিকট বারায়িত-নামে গ্রাম।
নিকটে ডোলঙ্গনদী-তীর রম্য স্থান ॥ ২৩ ॥
বারায়িতে রাম দশরথের নন্দন।
রামেশ্বর-নামে শিব করিল স্থাপন ॥ ২৪ ॥
রামচন্দ্র জানকী লক্ষ্মণ-সহ সুখে।
কিছুদিন ছিলা বনভ্রমণ-কৌতুকে ॥ ২৫ ॥
অচ্যুত-নামেতে সে দেশের অধিপতি।
প্রজাপালনেতে প্রীত, অতি শুদ্ধ রীতি ॥ ২৬ ॥
রয়নীগ্রামে প্রসিদ্ধ অচ্যুত-তনয়।
শ্রীরসিকানন্দ, শ্রীমুরারি—নামদ্বয় ॥ ২৭ ॥
'রসিক-মুরারি'-নাম প্রসিদ্ধ লোকেতে।
সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ অল্পকাল হৈতে ॥ ২৮ ॥
পরমনিপুণ মাতাপিতার সেবাতে।
অতি পতিব্রতা মাতা ভবানী-নামেতে ॥ ২৯ ॥
মুরারির ভার্যা—ইচ্ছা, দেই গুণবতী।
ঘণ্টাশিলা-গ্রামে কিছুদিন কৈল স্থিতি ॥ ৩০ ॥
ঘণ্টাশিলা সুবর্ণরেখার সন্নিধানে।
বনবাসে পাণ্ডবের বিশ্রাম সেখানে ॥ ৩১ ॥
একদিন মুরারি নির্জনে বসি' তথা।
চিন্তয়ে অন্তরে—শিষ্য হইবেন কোথা ॥ ৩২ ॥
হইল আকাশবাণী—"চিন্তা না করিবে।
এথায় শ্রীশ্যামানন্দ-স্থানে শিষ্য হ'বে" ॥ ৩৩ ॥
ইহা শুনি' রসিক মুরারি হর্ষ হৈলা।
শ্যামানন্দ নামমন্ত্র জপিতে লাগিলা ॥ ৩৪ ॥
তিলে তিলে উৎকণ্ঠা বাঢ়য়ে অতিশয়।
প্রভু শ্যামানন্দ-নামে নেত্রে ধারা বয় ॥ ৩৫ ॥
মুরারি উদ্বেগে প্রায় রাত্রি গোঙাইল।
নিশান্ত-সময়ে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল ॥ ৩৬ ॥
স্বপ্নে শ্যামানন্দদেবে দেখয়ে মুরারি।
পরম অদ্ভুত প্রতি অঙ্গের মাধুরী ॥ ৩৭ ॥

হাসিয়া শ্রীশ্যামানন্দ কহে মুরারিরে।
—"রজনী প্রভাতে এথা পাইবা আমারে ॥" ৩৮ ॥
এত কহি' অদর্শন হৈলা শ্যামানন্দ।
রসিকানন্দের মনে হৈল মহানন্দ ॥ ৩৯ ॥
মহাবিজ্ঞ শ্রীরসিক রজনী-বিহানে।
কা'রে কিছু না কহি' চাহয়ে পথপানে ॥ ৪০ ॥
কিছুদূরে শ্যামানন্দ আনন্দে আইসে।
শ্রীকিশোরদাস আদি শিষ্য চারিপাশে ॥ ৪১ ॥
সূর্যসম তেজ শোভাময় কলেবর।
সহাস্য বদন, পীন বক্ষঃ মনোহর ॥ ৪২ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ নাম লৈয়া।
প্রেমায় বিহ্বল চলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া ॥ ৪৩ ॥
রসিক-মুরারি দেখি' প্রভু শ্যামানন্দে।
চরণ-পরশে ভূমে পড়ি' মহানন্দে ॥ ৪৪ ॥
শ্যামানন্দ মনের আনন্দে করি' কোলে।
রসিকে করিলা সিক্ত নিজ-নেত্রজলে ॥ ৪৫ ॥
শ্রীরসিকানন্দ ধন্য মানে আপনায়।
নেত্র সমর্পিল নিজ-প্রভুর শোভায় ॥ ৪৬ ॥
মুরারিরে শ্যামানন্দ অনুগ্রহ কৈল।
মহানন্দে রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্রদীক্ষা দিল ॥ ৪৭ ॥
শ্রীরসিকানন্দে শিষ্য করি' হর্ষমনে।
সমর্পিল নিত্যানন্দ-চৈতন্যচরণে ॥ ৪৮ ॥
রসিকমুরারি হৈলা প্রেমায় বিহ্বল।
নিরন্তর নয়নে ঝরয়ে অশ্রুজল ॥ ৪৯ ॥
রয়নী-গ্রামেতে নিজ-প্রভু লৈয়া গেলা।
সংকীর্তনসুখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা ॥ ৫০ ॥
শ্রীরসিকমুরারির যৈছে গুরুভক্তি।
একমুখে তাহা কি কহিতে মোর শক্তি ॥ ৫১ ॥
মুরারিকে পরীক্ষা করিলা শ্যামানন্দ।
দেখি' মুরারির চেষ্টা হৈল মহানন্দ ॥ ৫২ ॥
শ্যামানন্দ কিছুদিন তথায় রহিয়া।
করিল অনেক শিষ্য ভক্তি প্রকাশিয়া ॥ ৫৩ ॥
রয়নী হইতে শ্যামানন্দের গমন।
চতুর্দিকে বেষ্টিত পরম প্রিয়গণ ॥ ৫৪ ॥

দামোদর-নামে এক যোগাভ্যাসী ছিলা।
তাঁ'রে কৃপা করি' ভক্তিরসে ডুবাইলা ॥ ৫৫ ॥
শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য হৈয়া দামোদর।
'নিতাইচৈতন্য' বলি' কাঁদে নিরন্তর ॥ ৫৬ ॥
সে প্রেম-আবেশ দেখি' কেবা ধৈর্য ধরে?
'সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীভক্তি' বলিয়া নৃত্য করে ॥ ৫৭ ॥
শ্যামানন্দদেব দামোদরে উদ্ধারিয়া।
সর্বত্র ভ্রময়ে ভক্তিরত্ন বিলাইয়া ॥ ৫৮ ॥
বলরামপুরে শ্যামানন্দ দয়াময়।
প্রকাশে যে প্রেমভক্তি—কহিল না হয় ॥ ৫৯ ॥
কিশোর মুরারি দামোদরাদি-সহিতে।
মহামহোৎসব কৈল ধারেন্দা-গ্রামেতে ॥ ৬০ ॥
শ্যামানন্দে দেখি' বহু গ্রামবাসী লোক।
আনন্দে বিহ্বল ভুলে মহা-দুঃখ-শোক ॥ ৬১ ॥
শ্যামানন্দ শিষ্য করিলেন স্থানে স্থানে।
কেবা না পবিত্র হয় তা' সবার নামে ॥ ৬২ ॥
রাধানন্দ, শ্রীপুরুষোত্তম, মনোহর।
চিন্তামণি, বলভদ্র, শ্রীজগদীশ্বর ॥ ৬৩ ॥
উদ্ধব, অক্রূর, মধুবন, শ্রীগোবিন্দ।
জগন্নাথ, গদাধর, শ্রীআনন্দানন্দ ॥ ৬৪ ॥
শ্রীরাধামোহন আদি শিষ্যগণ-সঙ্গে।
সদা ভাসে সঙ্কীর্তন-সুখের তরঙ্গে ॥ ৬৫ ॥
শ্রীশ্যামানন্দের মহা অদ্ভুত বিলাস।
বর্ণে কবিগণ যা'তে সভার উল্লাস ॥ ৬৬ ॥

গীতে যথা—বেলাবলী

জয় জয় সুখময় শ্যামানন্দ।
অবিরত গৌর-প্রেমরসে নিমগণ,
ঝলকত তনু নব পুলক-আনন্দ ॥ ৬৭ ॥
শ্যামর গৌর-চরিতচয় বিলপত
বদন সুমাধুরী হরয়ে পরাণ।
নিরুপম পঁহু-পরিকর-গুণ শুনইতে
ঝর ঝর ঝরই সুকমলনয়ান ॥ ৬৮ ॥
উমড়ই হিয় অনিবার চুয়ত ঘন
স্বেদবিন্দু-সহ তিলক উজোর।
অপরূপ নৃত্য মধুরতর কীর্তনে
তুলসীমাল উর চঞ্চল থোর ॥ ৬৯ ॥
সুমধুর গীত ধুনত অনুমোদনে
ভুজ ভঙ্গিম কর তরল ললাম।
পদতলে তাল ধরত কত ভাঁতিক
মরি মরি নিছনি দাস ঘনশ্যাম ॥ ৭০ ॥

ধারেন্দা-গ্রামেতে শ্যামানন্দ গণসনে।
একদিন মহামত্ত হৈলা সঙ্কীর্তনে ॥ ৭১ ॥
বাজয়ে মৃদঙ্গ করতাল মনোহর।
গায় গীতি শ্রীকিশোর—আদি পরিকর ॥ ৭২ ॥
প্রথমেই গৌর-নিত্যানন্দ-গুণ-গানে।
মাতিল বৈষ্ণবগণ, ধৈর্য নাহি মানে ॥ ৭৩ ॥
সকলের নেত্রে অশ্রুধারা নিরন্তর।
ভূমেতে লোটায় সবে ধূলায় ধূসর ॥ ৭৪ ॥
সঙ্কীর্তনে নাচয়ে ঠাকুর শ্যামানন্দ।
সে ভঙ্গি দেখিতে দেবগণের আনন্দ ॥ ৭৫ ॥
পাষণ্ড অসুরগণ সে নৃত্য দেখিয়া।
প্রেমায় বিহ্বল, কাঁদে ভূমে লোটাইয়া ॥ ৭৬ ॥
'প্রভু শ্যামানন্দ উদ্ধারহ এইবার।'
ইহা বলি' চরণে পড়য়ে বার বার ॥ ৭৭ ॥
কৃপাদৃষ্ট্যে শ্যামানন্দ চাহি' সে সবারে।
ডুবাইল প্রেমভক্তি-রসের সায়রে ॥ ৭৮ ॥
সহস্র সহস্র লোক করে ধাওয়া ধাই।
সঙ্কীর্তনসুখের উপমা দিতে নাই ॥ ৭৯ ॥
শ্যামানন্দগুণে কেহ ধৈরয না ধরে।
ঐছে রঙ্গ প্রকাশিলা শ্রীনৃসিংহপুরে ॥ ৮০ ॥

শ্রীরসিক মুরারি প্রভুর পাষণ্ডদলন-লীলা—

শ্রীগোপীবল্লভপুরে প্রেমবৃষ্টি কৈলা।
শ্রীগোবিন্দসেবা শ্রীরসিকে সমর্পিলা ॥ ৮১ ॥
রসিকানন্দের মহাপ্রভাব-প্রচার।
কৃপা করি' কৈল দস্যু পাষণ্ডী উদ্ধার ॥ ৮২ ॥
ভক্তিরত্ন দিলা কৃপা করিয়া যবনে।
গ্রামে গ্রামে ভ্রমিলেন লৈয়া শিষ্যগণে ॥ ৮৩ ॥

দুষ্টের প্রেরিত হস্তী, তা'রে শিষ্য কৈল।
তা'রে কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-সেবায় নিয়োজিল ॥ ৮৪ ॥
সে দুষ্ট যবন-রাজা প্রণত হইল।
না গণিলা ঘর—কত জীব উদ্ধারিল ॥ ৮৫ ॥
শ্রীরসিকানন্দ সদা মত্ত সঙ্কীর্তনে।
কেবা না বিহ্বল হয় তাঁ'র গুণগানে ॥ ৮৬ ॥

গীতে যথা—বেলাবলী

জয় জয় রসিক সুরসিক মুরারি।
করুণাময় কলিকলুষ-বিভঞ্জন
নিরমল গুণগণ জনমনোহারী ॥ ধ্রু ॥ ৮৭ ॥
প্রবল প্রতাপ-পূজ্য পরমাদ্ভুত
ভক্তিপ্রকাশক সুখদ সুধীর।
ডগমগ প্রেম, হেমসম উজ্জ্বল
ঝলকত অতিশয় ললিত শরীর ॥ ৮৮ ॥
শ্যামানন্দ-চরণ চিত-চিন্তন
অনুখন সঙ্কীর্তনরস-পান।
যাকর সব রস গৌরচন্দ্র বিনু
কি কহব—স্বপনে না জানয়ে আন ॥ ৮৯ ॥
অপরূপ কীর্তি লসত ত্রিজগতমধি
কবিবর কাব্য বিদিত অনুপাম।
নিপট উদার চরিত চারু, কছু
সমুঝি না শকত পতিত ঘনশ্যাম ॥ ৯০ ॥
শ্রীরসিকানন্দের চরিত্র অন্ত নাই।
প্রভু শ্যামানন্দগুণে বিহ্বল সদাই ॥ ৯১ ॥
শ্রীশ্যামানন্দের গুণে কেবা না মোহিত।
বিবিধ প্রকারে করি গায় সে চরিত ॥ ৯২ ॥

শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর চরিত-গীতি—

গীতে যথা—কামোদ

ও মোর পরাণবন্ধু!　　শ্যামানন্দ সুখসিন্ধু
সদাই বিহ্বল গোরাগুণে।
গৃহ পরিহরি' দূরে　　আনন্দে অম্বিকাপুরে
আইলেন প্রভুর ভবনে ॥ ৯৩ ॥
হৃদয়চৈতন্যে দেখি'　　অঝরে ঝরয়ে আঁখি
ভূমিতে পড়য়ে লোটাইয়া।
শিরে ধরি' সে চরণ　　করি' আত্মসমর্পণ
এক ভিতে রহে দাঁড়াইয়া ॥ ৯৪ ॥
দেখি' শ্যামানন্দ-রীত　　ঠাকুর করিয়া প্রীত
নিকটে রাখিয়া শিষ্য কৈল।
করি' অনুগ্রহ অতি　　শিখাইয়া ভক্তিরীতি
নিতাই-চৈতন্যে সমর্পিল ॥ ৯৫ ॥
কথোক দিবস পরে　　পাঠাইতে ব্রজপুরে
শ্যামানন্দ ব্যাকুল হইলা।
প্রভু নিতাই-চৈতন্য　　শ্যামানন্দে কৈলা ধন্য
যাত্রাকালে আজ্ঞামালা দিলা ॥ ৯৬ ॥
শ্যামানন্দ পথে চলে　　ভাসয়ে আঁখের জলে
সোঙরিয়া প্রভুর গুণগণ।
একাকী কথোক দিনে　　প্রবেশিলা ব্রজভূমে
বহু তীর্থ করিয়া ভ্রমণ ॥ ৯৭ ॥
দেখিয়া শ্রীবৃন্দারণ্য　　আপনা মানয়ে ধন্য
আনন্দে ধরিতে নারে থেহা।
সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে　　লোটায় ধরণীতলে
বিপুল পুলকময় দেহা ॥ ৯৮ ॥
গিয়া গিরি-গোবর্ধনে　　কৈল যে আছিল মনে
শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে আসি'।
প্রেমায় বিহ্বল হৈলা,　　দেখি' অনুগ্রহ কৈলা
শ্রীদাসগোসাই-গুণরাশি ॥ ৯৯ ॥
শ্রীজীব-নিকটে গেলা,　　নিজ-পরিচয় দিলা
তেঁহো কৃপা কৈলা বাৎসল্যেতে।
যেবা মনোরথ ছিল　　তাহা যেন পূর্ণ হৈল
হৃদয়চৈতন্য-কৃপা হৈতে ॥ ১০০ ॥
ভ্রমিলা দ্বাদশ বন,　　কৈলা গ্রন্থ-অধ্যয়ন
হৈলা অতি নিপুণ সেবায়।
শ্রীগৌড়, অম্বিকা হৈয়া　　রহিলা উৎকলে গিয়া
শ্রীগোস্বামিগণের আজ্ঞায় ॥ ১০১ ॥
পাষণ্ডি-অসুরগণে　　মাতাইল গোরাগুণে,
কা'রে বা না কৈলা ভক্তিদান?
অধম আনন্দে ভাসে　　শ্যামানন্দ কৃপালেশে
কেবা না পাইল পরিত্রাণ ॥ ১০২ ॥

কে জানিবে তাঁ'র তত্ত্ব সদা সঙ্কীর্তনে মত্ত,
অবনীতে বিদিত মহিমা।
নিজ-পরিকর-সঙ্গে বিলসে পরম-রঙ্গে
উৎকলে সুখের নাই সীমা॥ ১০৩॥
যে বারেক দেখে তাঁ'রে সে ধৃতি ধরিতে নারে,
কিবা সে মুরুতি মনোহর।
নরহরি কহে—কভু রসিকানন্দের প্রভু
হবে কি এ নয়নগোচর॥ ১০৪॥

পুনঃ—সুহই

জয় শ্রীদুঃখিনী কৃষ্ণদাস-গুণ,
—কহিতে শকতি কা'র?
হৃদয়চৈতন্য-পদাম্বুজে সদা
চিত-মধুকর যাঁ'র॥ ১০৫॥
বৃন্দাবনে নব নিকুঞ্জে রাইর
নূপুর পাইল যে।
শ্যামানন্দ-নাম বিদিত তথায়,
—সুচরিত বুঝিব কে? ১০৬॥
মহামূঢ়মতি উৎকলেতে যা'র
না ছিল ভকতিলেশ।
গৌরপ্রেমরসে ভাসাইল সব,
সফল করিল দেশ॥ ১০৭॥
পরদুঃখে দুঃখী শ্যামানন্দ মোর
রসিকানন্দের প্রভু।
কি কব করুণা?—যেহো নরহরি
দীনে না ছাড়য়ে কভু॥ ১০৮॥
শ্যামানন্দ-চরিত্র সঙ্ক্ষেপে জানাইনু।
গ্রন্থবাহুল্যে বিস্তারি' বর্ণিতে নারিনু॥ ১০৯॥
উৎকলাদি-দেশ ধন্য কৈল শ্যামানন্দ।
শুনি' গৌড়দেশে হৈল সবার আনন্দ॥ ১১০॥
গৌড়ে শ্রীনিবাস-নরোত্তম প্রিয়গণ।
ভক্তিরত্ন-প্রদানে পরম বিচক্ষণ॥ ১১১॥
সর্বত্র ব্যাপিল দুঁহু শাখানুশাখায়।
কহি কিছু যাহা শুনি পরাণ জুড়ায়॥ ১১২॥
শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য প্রিয়তম।
রামচন্দ্র কবিরাজ গুণে অনুপম॥ ১১৩॥

শ্রীনিবাস-শাখায় শ্রীহরিরামাচার্যের চরিত

শ্রীরামচন্দ্রের শিষ্য হরিরামাচার্য।
সর্বত্র বিদিত অলৌকিক সর্ব কার্য॥ ১১৪॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রেমভক্তি বিলাইয়া।
জীবের কল্মষ নাশে উল্লসিত হৈয়া॥ ১১৫॥
সঙ্কীর্তনে পরম বিহ্বল নিরন্তর।
গায় কবিগণ সে চরিত্র মনোহর॥ ১১৬॥

গীতে যথা—পৌরবী

জয় জয় শ্রীহরিরাম আচার্যবর্য
আশ্চর্যচরিত চিতহারী।
গুণগণ বিশদ বিপদ্-মদ-মর্দন
মধুর মুরুতি মুদবর্ধনকারী॥ ১১৭॥
পহুপদ-বিমুখ অসুর দুর্জয় জয়-
কারক কীর্তি জগত পরচার।
পরম সুধীর ধীর-ধৃতি-হারক
করুণাময় মতি, অতি হি উদার॥ ১১৮॥
অনুখন গৌর-প্রেমভরে উনমত,
মত্ত করীন্দ্র নিন্দি' গতি জোর।
সঙ্কীর্তন-রস-লম্পট পটু বৈষ্ণব-সেবা
সুখ কো কহু ওর॥ ১১৯॥
শ্রীমদ্ভাগবতাদিক গ্রন্থ-কথন
অনুপম বরখত অমৃতধার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায় যজ্জীবন,
ভণব কি নরহরি—মহিমা অপার॥ ১২০॥

শ্রীল নরোত্তমশাখায় শ্রীরামকৃষ্ণাচার্যের চরিত—

শ্রীনরোত্তমের শিষ্য রামকৃষ্ণাচার্য।
পরমপণ্ডিত ভক্তিপথে মহা আর্য॥ ১২১॥
দীন হীন অকিঞ্চন জনে অতি প্রীত।
নাশয়ে পাষণ্ডমত—সর্বত্র বিদিত॥ ১২২॥
সঙ্কীর্তনরস আস্বাদয়ে নিরন্তর।
কেবা না গায় সে চরিত্র মনোহর॥ ১২৩॥

গীতে যথা—গৌরী

জয় জয় রামকৃষ্ণ আচার্য সুধীর
মহাশয় সুখদ উদার।
ভাবাবেশ নিরন্তর কীর্তনলম্পট
অতিশয় সুঘর প্রচার ॥ ১২৪ ॥
সুখময় রসিকজন মন-রঞ্জন,
তাপপুঞ্জতম-ভঞ্জনকারী।
দ্বিজকুল-মণ্ডন গুণগণমণ্ডিত
পণ্ডিতবর দুর্মুখ মদহারী ॥ ১২৫ ॥
শ্রীমন্মোহনরায়-সুবিগ্রহ-সেবা
সতত নিযুক্ত প্রধান।
অদ্ভুতা রতি, উল্লসিত দিবানিশি
গৌরচন্দ্রচরিতামৃত-পান ॥ ১২৬ ॥
পরম দয়াল নরোত্তমপদযুগ
যছু সর্বস্ব—ন জানত অন্য।
কো সমুঝব উহ রীত, রুচির যশ,
গায়ত নরহরি, মানত ধন্য ॥ ১২৭ ॥

শ্রীল নরোত্তমশাখায় শ্রীগঙ্গানারায়ণ প্রভুর চরিত—

শ্রীঠাকুর নরোত্তম পতিত-পাবন।
তাঁ'র শিষ্য চক্রবর্তী গঙ্গানারায়ণ ॥ ১২৮॥
গঙ্গানারায়ণ বিদ্যাবন্ত অতিশয়।
খণ্ডিয়া পাষণ্ডমত ভক্তি প্রকাশয় ॥ ১২৯ ॥
সঙ্কীর্তন-সুধা-পানে মত্ত দিবানিশি।
গায় কবিগণ সে চরিত্র-সুখে ভাসি' ॥ ১৩০ ॥

গীতে যথা—গৌরী

জয় জয় শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী অতি ধীর গভীর।
ধৈরয-হরণ বরণবর-মাধুরী, নিরুপম
মৃদুতর রুচির শরীর ॥ ১৩১ ॥
অবিরত সঙ্কীর্তনরস-লম্পট
ললিতনৃত্যরত প্রেমবিভোর।
শ্রীল নরোত্তম-চরণসরোরুহ-ভজনপরায়ণ
ভুবন-উজোর ॥ ১৩২ ॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রচরিতামৃতপানে মগন
মন, সতত উদার।
শ্রীগোবিন্দ-মনোহরবিগ্রহ যজ্জীবন
ধন-প্রাণ-আধার ॥ ১৩৩ ॥
পরম দয়াল দীনজন-বান্ধব প্রবলপ্রতাপ তাপতম-হারী।
বরণি না শকতি কীরিতি অতি অদভুত, বিদিত
দাস নরহরি-সুখকারী ॥ ১৩৪ ॥
ঐছে দোঁহাকার শাখা-প্রশাখাসকল।
কৃপা করি' নাশয়ে জীবের অমঙ্গল ॥ ১৩৫ ॥
কহিতে কি জানি গুণ অতিরসায়ন?
বর্ণিবেন বিস্তারিয়া ভাগ্যবন্তগণ ॥ ১৩৬ ॥
শ্রীনিবাস-আচার্য চরণ চিন্তা' করি'।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥ ১৩৭ ॥

ইতি শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীশ্যামানন্দাদি-চরিত্রবর্ণনং নাম পঞ্চদশস্তরঙ্গঃ ॥ ১৫ ॥

গ্রন্থানুবাদ

কথাসার—ইহাতে যে যে তরঙ্গে যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। উপসংহারে গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার পিতা শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্তী শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি-পাদের শিষ্য। গ্রন্থকারের দুই নাম—শ্রীঘনশ্যামদাস ও শ্রীনরহরিদাস।

পঞ্চদশ তরঙ্গ শ্রীভক্তিরত্নাকরে।
যে তরঙ্গে যে বিলাস কহি অল্পাক্ষরে ॥ ১ ॥
প্রথম তরঙ্গে কৈনু মঙ্গলাচরণ।
শ্রীজীবগোসাঞীর পূর্বপুরুষ-কথন ॥ ২ ॥
গোস্বামিগণের যত গ্রন্থ নাম তা'র।
শ্রীনিবাসাচার্যের জন্মাদি-সূত্র আর ॥ ৩ ॥
দ্বিতীয় তরঙ্গে—বিপ্র শ্রীচৈতন্যদাস।
নীলাচলে গেলা, পূর্ণ হৈল অভিলাষ ॥ ৪ ॥
শ্রীনিবাস-জন্ম, পিতা-পুত্রে বহু কথা।
বৃন্দাবনে গোবিন্দ প্রকট হৈল যথা ॥ ৫ ॥
তৃতীয় তরঙ্গে—ক্ষেত্রে আচার্য চলিলা।
শ্রীচৈতন্যসঙ্গোপন শুনি' দগ্ধ হৈলা ॥ ৬ ॥
নীলাচলে গেলা, স্বপ্নে প্রভুর আদেশে।
প্রভুগণ কৃপা কৈল, আইলা গৌড়দেশে ॥ ৭ ॥
চতুর্থ তরঙ্গে গৌড়ে আচার্য ভ্রময়।
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার কৃপা হৈল অতিশয় ॥ ৮ ॥
প্রভু-পরিকর মহা অনুগ্রহ কৈল।
বৃন্দাবনগমনাদি ইহাতে বর্ণিল ॥ ৯ ॥
পঞ্চম তরঙ্গে—শ্রীনিবাস-নরোত্তম।
শ্রীরাঘব-সঙ্গে কৈল ব্রজেতে গমন ॥ ১০ ॥
গৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত তিনের বিহার।
মধ্যে মধ্যে হৈল নানা প্রসঙ্গ-প্রচার ॥ ১১ ॥
ষষ্ঠ তরঙ্গে—শ্রীশ্যামানন্দ ব্রজে গেলা।
মদনগোপাল-গোবিন্দের প্রিয়া আইলা ॥ ১২ ॥
শ্রীনিবাস লৈয়া গোস্বামীর গ্রন্থগণ।
বিদায় হইয়া গৌড়ে করিলা গমন ॥ ১৩ ॥
সপ্তম তরঙ্গে—গ্রন্থ-চুরি বিষ্ণুপুরে।
শ্রীআচার্যানুগ্রহ রাজা বীরহাম্বীরে ॥ ১৪ ॥
শ্রীশ্যামানন্দের হৈল উৎকলে গমন।
বিবিধ প্রসঙ্গ ইথে কর্ণ-রসায়ন ॥ ১৫ ॥
অষ্টম তরঙ্গে—শ্রীঠাকুর মহাশয়।
শ্রীগৌড় ভ্রমিয়া ক্ষেত্রে করিলা বিজয় ॥ ১৬ ॥
ক্ষেত্র হইতে আসিয়া শ্রীআচার্যে মিলিল।
শ্রীআচার্য রামচন্দ্রাদিকে শিষ্য কৈল ॥ ১৭ ॥
নবম তরঙ্গে—ভক্তিগ্রন্থ প্রচারিয়া।
শ্রীআচার্য আইলা পুনঃ বৃন্দাবন গিয়া ॥ ১৮ ॥
আর যে প্রসঙ্গ এথা হইল প্রচার।
সে সব শুনিতে ধৈর্য ধরে শক্তি কা'র ? ১৯ ॥
দশম তরঙ্গে—গ্রাম কাঞ্চনগৈড়ায়।
হইল যে মহোৎসব কহনে না যায় ॥ ২০ ॥
শ্রীখেতরী-গ্রামে মহামহোৎসব হৈল।
গণসহ গৌর-সঙ্কীর্তনে নৃত্য কৈল ॥ ২১ ॥
একাদশ তরঙ্গে—শ্রীখেতরী-গ্রামেতে।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী আইলা ব্রজ হৈতে ॥ ২২ ॥
ঈশ্বরী গমন হৈল একচক্রা দিয়া।
শ্রীমূর্তি নির্মানিলেন খড়দহে গিয়া ॥ ২৩ ॥
দ্বাদশ তরঙ্গে—আচার্যাদি তিন জন।
শ্রীঈশান-সঙ্গে কৈল নদীয়া-ভ্রমণ ॥ ২৪ ॥
হৈল নানা প্রসঙ্গ পরমানন্দ যা'তে।
প্রভু নিত্যানন্দের বিবাহ-আদ ইথে ॥ ২৫ ॥
ত্রয়োদশ তরঙ্গে—শ্রীআচার্য ঠাকুর।
দ্বিতীয় বিবাহ কৈল—কৌতুক প্রচুর ॥ ২৬ ॥
প্রভু বীরচন্দ্র করি' বিবাহ উল্লাসে।
গণসহ ব্রজে গিয়া আইলা গৌড়দেশে ॥ ২৭ ॥

চতুর্দশ তরঙ্গে শ্রীআচার্য গণসনে।
কৈলা মহামহোৎসব খেতরিগ্রামে ॥ ২৮ ॥
সঙ্কীর্তনে হইলা নিমগ্ন নিরন্তর।
ইথে আর বিবিধ প্রসঙ্গ মনোহর ॥ ২৯ ॥
পঞ্চদশ তরঙ্গে—প্রকাশ মহানন্দ।
গণসহ উৎকলে বিলসে শ্যামানন্দ ॥ ৩০ ॥
মহামহা পাষণ্ডীরে কৈল ভক্তিদান।
এ-সব প্রসঙ্গ আস্বাদয়ে ভাগ্যবান্ ॥ ৩১ ॥
ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থ পরম সুরস।
আস্বাদহ নিরন্তর, না কর অলস ॥ ৩২ ॥
মুই মূর্খ—মোর কুন দোষ না লইবে।
করিবে শোধন, সুখে গ্রন্থ আস্বাদিবে ॥ ৩৩ ॥
কহিতে কি জানি, মোরে জানি নিজদাস।
করুণা করিয়া পূর্ণ কর অভিলাষ ॥ ৩৪ ॥

গীতে যথা—কামোদ

এই অভিলাষ মনে গৌরাঙ্গ-চাঁদের গুণে
মাতিয়া বেড়াই দিবানিশি।
লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া-সঙ্গ নদীয়া বিহার-রঙ্গ
সে সুখসাগরে যেন ভাসি ॥ ৩৫ ॥
লক্ষ মুখে ক্ষণে ক্ষণে বসুধা-জাহ্নবা-সনে
নিতাইচাঁদের গুণ গাই।
সীতা-সহ সীতানাথে সতত বন্দিয়ে মাথে
তাঁ'র যশে জগৎ ভাসাই ॥ ৩৬ ॥
গদাধর, নরহরি, স্বরূপ ফুৎকার করি'
নাচি সদা কাঁকতালি দিয়া।
শ্রীনিবাস, বনমালী, দাস গদাধর বলি'
আনন্দে উমড়ে যেন হিয়া ॥ ৩৭ ॥
হরিদাস, বক্রেশ্বর, রামানন্দ, দামোদর,
গৌরীদাস, শ্রীরঘুনন্দন।
মুরারি, মুকুন্দ-রাম লৈয়া এ সভার নাম
নিরন্তর করিয়ে ক্রন্দন ॥ ৩৮ ॥
শচী, মিশ্র জগন্নাথ, প্রভুর জননী, তাত,
পদ্মাবতী, হাড়াই পণ্ডিত।
জগৎ-বিদিত গুণে এ সভায় শ্রীচরণে
জনমে জনমে রহু চিত ॥ ৩৯ ॥
শ্রীমাধব, রত্নাবতী, মালিনী, মাধবী অতি
স্নেহবতী দময়ন্তী দেবী।
শ্রীঅচ্যুতানন্দকন্দ, দয়াময় বীরচন্দ্র,
ও পদপঙ্কজ যেন সেবি ॥ ৪০ ॥
শ্রীবল্লভ, সনাতন, সদাশিব, সুদর্শন,
নন্দন, বিজয়, কাশীশ্বর।
বিশ্বরূপ—বুলি' বুলি ফিরি যেন ফুলি' ফুলি',
দেখিয়া পাষণ্ডী পাউক ডর ॥ ৪১ ॥
প্রিয় সনাতন, রূপ, ভট্টযুগ রসকূপ,
রঘুনাথ, শ্রীজীব গভীর।
এ নাম লইতে যেন ধূলায় ধূসর যেন
হয় মোর এ পাপ শরীর ॥ ৪২ ॥
সুবুদ্ধি, রাঘব-সাথ ভূগর্ভ, শ্রীলোকনাথ,
ব্রজে যাঁ'রা ফিরে প্রেমরঙ্গে।
এ নামে হউক রতি, দূরে যাক্ দুষ্ট মতি
পুলক ব্যাপুক সব অঙ্গে ॥ ৪৩ ॥
গোবিন্দ, মাধব, হরি শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী
বাসুঘোষ—গৌর যাঁ'র প্রাণ।
এ সভার পরসাদে ফিরি যেন সিংহনাদে
অভক্তে করিয়া তৃণজ্ঞান ॥ ৪৪ ॥
কীর্তনীয়া ষষ্ঠীবর, হরিদাস দ্বিজবর,
খোলাবেচা শ্রীধরঠাকুর।
কংসারি বল্লভ আর ধনঞ্জয়—এ সভার
হই যেন নাচের কুকুর ॥ ৪৫ ॥
কবিচন্দ্র, বিদ্যানিধি শ্রীমধুপণ্ডিত আদি
গৌরপ্রিয় যত পরিবার।
দাস নরহরি ভণে এ নাম-রতনগণে
গলায় পরিয়ে করি' হার ॥ ৪৬ ॥
নিজ-পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে।
পূর্ববাস গঙ্গাতীরে—জানে সর্বজনে ॥ ৪৭ ॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সর্বত্র বিখ্যাত।
তাঁ'র শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ ॥ ৪৮ ॥

না জানি—কি হেতু হৈল মোর দুই নাম।
নরহরি দাস, আর দাস ঘনশ্যাম ॥ ৪৯ ॥
গৃহাশ্রম হইতে হইনু উদাসীন।
মহাপাপ-বিষয়ে মজিনু রাত্রিদিন ॥ ৫০ ॥
দয়ার সমুদ্র ওহে বৈষ্ণবগোসাই।
বেদে গায়—তুয়া কৃপা বিনা গতি নাই ॥ ৫১ ॥
নরহরি কহে—এই কৃপা কর মোরে।
নিরন্তর ডুবি যেন ভক্তিরত্নাকরে ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থ সম্পূর্ণ।